

হরশংকর ভট্টাচার্য, অধ্যাপক, বর্ধমান রাজ কলেজ

চ্যা টা জি পা ব্লি শা স ১৫, বন্ধিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ Published by B. Chatterji for Chatterji Publishers, 15, Bankim Chatterji Street, Calcutta-12

প্রথম সংস্করণ, জুলাই, ১৯৬১

Printed by S Chatterji, Chatterji Printers, 42A, Malanga Lane, Calcutta-12

জাতীয় আয়

National Income

সামগ্রিক বিশ্লেষণ নীতি বা সমষ্টিভিন্তিক ধনবিজ্ঞান (Aggregative analysis or Macro-Economics)

আধুনিক কালের ধনবিজ্ঞান মোটামুটি ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত: এককভিন্তিক ও সমষ্টিভিন্তিক। এককভিন্তিক ধনবিজ্ঞানে বিচ্ছিন্নভাবে একটি ক্রেতা বা একটি ফার্মের আচরণ আমরা বিশ্লেষণ করি, তাহাদের গতিবিধি ও রীতিনীতি সম্পর্কে বিভিন্নন্ধপ নিয়ম গঠন করি এবং ক্রেতাটি ও ফার্মটিকে বিভিন্ন পরিবেশে উপস্থাপিত করিলে এই নিয়মগুলিকে কিন্ধপে বদলাইতে হয় তাহা সমষ্টিভিন্তিক ধনবিজ্ঞান আলোচনা করি। অপরপক্ষে, সমষ্টিভিন্তিক ধনবিজ্ঞান আলোচনা করি। অপরপক্ষে, সমষ্টিভিন্তিক ধনবিজ্ঞানে দেশের সমগ্র অর্থ নৈতিক কাঠামো লইয়া আলোচনা হয়, সমষ্টিগতভাবে অর্থনৈতিক কাঠামোর গতিবিধি ও আচরণ সম্পর্কে বিশ্লেষণ করা হয়। সমগ্র দেশের বা জাতির অর্থ নৈতিক ভাঙাগড়া, স্থিতি ও গতি সম্পর্কে বিভিন্নন্ধপে বৈজ্ঞানিক নিয়ম গঠন করা হয়, এবং সমগ্রভাবে জাতির শ্রীবৃদ্ধি যা লক্ষ্মীলাভ সম্পর্কে আলোচনা হইয়া থাকে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ক্লাসিকাল পণ্ডিতেরা প্রধানত সমষ্টিভিন্তিক বিশ্লেষণ করিয়া গিয়াছেন, অ্যাডাম শ্বিথের বই-এর নামই হইল "জাতিসমূহের সম্পদের কারণ ও প্রকৃতি সম্পর্কে অনুসন্ধান" ("An Enquiry into the nature and causes of the wealth of Nations")।

নয়া ক্লাদিকাল লেখকগণ এই সমষ্টিভিন্তিক আলোচনার পরিবর্তে প্রধানত এককভিন্তিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। এই আলোচনা পদ্ধতির মূল কথাই হইল, কোন সমাজের ব্যক্তিরা নিজ নিজ স্বার্থ বাড়াইবার উদ্দেশ্যে সর্বাধিক ভৃপ্তি বা সর্বাধিক মূনাফা পাইবার চেষ্টা করিতেছে। এই লক্ষ্য সম্মুথে রাখিয়া তাহারা স্থির করিতেছে কোন্ ধরণের দ্রব্য কন্ত পরিমাণে ভোগ করিবে বা উৎপাদন করিবে। মোট উৎপাদন স্থির ধরিয়া লইয়া তাঁহাদের আলোচা

বিষয় হইল কিরূপে বিভিন্ন উপাদান একত্রে সন্মিলিত করা যায় এবং উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য কিরূপে উপাদানগুলিব মধ্যে বন্টন করা সম্ভবপর। মোট উৎপাদনেব পরিমাণ সমান বা অপরিবর্তিত মনে করিলে আমাদের ধরিয়া লইতে হয় দেশের সকল উপকরণ পূর্ণনিযুক্ত আছে। যদি দেশে পূর্ণনিযোগ আমবা ধরিয়াই লই তাহা হইলে একমাত্র আলোচ্য বিষয় থাকে উৎপাদনের এক শাখা হইতে অপর শাখায়, অর্থাৎ এক ক্ষেত্র হইতে অপর ক্ষেত্রে উপাদানেব অপসাবণ ও নিযোগ কেমন করিয়া এবং কত ভালভাবে কবা যায়। নয়া ক্লাসিকাল লেখকেরা এককভিত্তিক ধন-বিজ্ঞান কাহাকে বলে তাগিদে এবং দাম ব্যবস্থাব মাধ্যমে সমাজে সর্বদা সর্বোজ্ঞম উপকরণ-নিযোগ (optimum allocation of resources) ঘটিতে পারে।*

বেন প্রাচীন ধনবিজ্ঞানীবা পূর্ণ কর্ম দংস্থান বা মোট উৎপাদন ধবিয়া লইযাছিলেন তাহা আলোচনা কবা দবকাব। প্রকৃতিব রাজে এক ধবণের শৃংখলা আছে, যেন কোন এক 'অদৃশ্য হস্ত' (Invisible Hand) এই বিশ্ব- ব্রহ্মাণ্ডেব দকল গতিবিধি স্নচাক্ষরপে নিযন্ত্রণ কবিতেছেন, এই ধাবণা তাহার। অর্থ নৈতিক কাঠামোব ক্ষেত্রেও প্রযোগ কবিযাছিলেন। প্রম মঙ্গলময় এই শক্তিব প্রভাবে আপনা-আপনি স্বয়ংক্রিযভাবে দেশে পূর্ণ-কর্ম সংস্থান বজায়

একটি কথা মনে বাগা দবকাব। কেইন্স্ কিন্তু এই বাসিকাল ও নথা বাসিব। বাংশাকে মূলত সঠিক বনিয়া মনে কবিতেন। নথাধাসিকাল নেগকদেব তমুমানগুলি (assumption) সত, ধবিয়া লইলে তাহাদেব আলোচনা মূলত সঠিক, ইহাই ছিল উটোব ধাবণা। তাঁহার আপত্তিব বিষয় ছিল এই যে ঐ অমুমানগুলি মানিয়া লইলে তামবা বাস্তব অবস্থা ববদা বাগ্যা করিতে পারি না। অদৃষ্ঠা কোন এক শক্তি সমাজে এমন স্তবে মোট ভংপাদন ঘটাইতেছে যে স্বদা পূর্ণ কমসংখান বজায় থাকে, এই অমুমান তিনি ফীকাব কবেন নাই। তিনি ইহাও মানিতেন নাযে, ব্যক্তিয়ার্থ অমুযায়ী কাজকর্ম স্বদা সমাজ স্বার্থ বন্ধা কবিতে পারে। এই অমুমানগুলি প্রায-ক্ষেত্রেই বা কথনই মানিয়া লও্যা চলে না' ('seldom or never satisfied') এবং যথে ধনবিজ্ঞান শাস্ত্র বাস্তব জগতের অর্থ নৈতিক সমস্তা মিটাইতে অক্ষম হইয়া পড়ে (incapable of solving 'the economic problems of the actual world')—ইহাই তিনি মনে করিতেন। কেইন্সের মতে পূর্ণ কর্মনিয়োগের অবস্থা হইল একটি বিশেষ স্তব, যে স্তবের পৌছিলে তবেই রাসিকাল ধনবিজ্ঞানের ভত্তমমূহ পূন্বায় কার্যকরী হইতে পারে ('the classical theory comes into its own again').

থাকিবে, তাঁহাদের দৃষ্টিভংগী ছিল এইরূপ। প্রকৃতির রাজ্যের মত স্থশুংখল ও মস্ণভাবে সমগ্র অর্থ নৈতিক কাঠামোর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও গ্রন্থিভলি আপনা আপনি পরিচালিত হইবে. এইরূপ মনে করিয়া তাঁহারা নিশ্চিত ছিলেন। প্রাকৃতিক নিয়মের মতই অমোঘ যোগান ও চাহিলার নিয়ম সমগ্র ক্লাসিকাল এই ধারণার অর্থ নৈতিক কাঠামোকে নিয়ন্ত্রণ করিবে, স্তরাং ধন-কারণ কি বিজ্ঞানীদের কাজ দাঁডাইল একক-বিচারে আয়নিয়োগ করা। তাঁহাদের মনে হইল, ধনতন্ত্রই একমাত্র স্বাভাবিক ব্যবস্থা (natural order). ইহার পূর্বে সামাজিক কাঠামোর বিবর্তন হইয়াছে বটে কিন্তু সমাজ-বিবর্তনের শেষ ধাপে আসিয়া আমরা ধনতান্ত্রিক কাঠামো পাইয়াছি (terminal station of social evolution), ইহাই চিরস্থায়ী, অপরিবর্তনীয় এবং স্বাভাবিক। যদি কোনরূপ অসঙ্গতি ও সংঘাত থাকে তবে তাহা অস্বাভাবিক ও নিয়মবিরুদ্ধ (exception to the rule)। উৎপাদক নিজের স্বার্থ খুবই ভাল বোঝে. দে এমনভাবে দ্রব্যের ও উপাদানের বাজার ছুইটিকে দামের উঠানাম। দিয়া নিয়ন্ত্রণ করিবে যাহাতে সাময়িকভাবে অবিক্রীত দ্রবাসামগ্রীর আধিক্য অর্থাৎ সাধারণ উৎপাদনাধিক্য (general over production) দেখা না দেয়। ইহা ধরিয়া লইয়াই এই যুগের ধনবিজ্ঞানীরা এককবিচারে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

যতদিন পর্যন্ত দেশের অর্থ নৈতিক কাঠামো দ্রুতগতিতে সহজভাবে অগ্রসর হইতেছিল, ততদিন এই কাঠামোকে অক্ষয় ও নিশ্ছিদ্র বলিয়া ধরিয়া লইতে তাঁহাদের মনে কোন বাধা ছিল না। দেশের মোট উৎপাদন কর্মসংস্থান ও দামন্তরের আলোচনা বাদ দিয়া তাঁহারা ফার্মের উৎপাদন বা বিশেষ একটি দ্রব্যের বা উপাদানের দাম লইয়া বিশ্লেষণে মন্ত হইয়াছিলেন। ব্যক্তিকে কেন্দ্র করিয়া গঠিত 'প্রান্তিক আলোচনা পদ্ধতি' ইংলত্তে এমন মুগে দেখা দিয়াছিল যখন বাণিজ্যচক্রের প্রকোপ খুব কম। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে যে ব্যবসায়সংকট স্কর্ক হইল ইহা হইতে ধনতান্ত্রিক কাঠামো আর পূর্বের আয় স্কন্থ হইয়া কখনই সবলরূপে দাঁড়াইতে পারিল না। তাই এই ব্যবস্থার চিরস্থায়ী রূপ আর পণ্ডিতদের চোথের সন্মুথে রহিল না। দোভিয়েট রুশিয়ায় সামগ্রিক অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা ও দ্রুত অর্থ নৈতিক উন্নয়নও সামগ্রিক অর্থ নৈতিক কাঠামোর বিশ্লেষণের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া দিল। উপরেম্ব, আধুনিককালের যুদ্ধে কেবলমাত্র যুদ্ধক্রেত সৈত্য পাঠাইলেই চলে না, দেশের সকল উপকরণ ও শক্তিকে পরিকল্পত ভাবে এই

উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীভূত করিতে হয়। যুদ্ধকাশীন জরুরী ব্যবস্থায় দেশের সকক উপকরণকে সামগ্রিকভাবে একত্তে সংগৃহীত করা দরকার। এই সকল বিভিন্ন অবস্থার চাপে ধনবিজ্ঞান শান্তের আলোচনায় আবার সেই ক্লাসিকাল সমষ্টিভিত্তিক বিশ্লেষণের স্থাপাত হইতেছে।

এই প্রসঙ্গে সমষ্টিভিত্তিক আলোচনার একটি অতি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দেওয়া দরকার। ক্লাসিকাল লেখকদের পূর্বে, প্রধানত ইংলণ্ডে, একদল পণ্ডিত ছিলেন তাঁহাদের মার্কেণ্টাইলিষ্ট (Mercantilists) বলা হয়। এই মার্কেণ্টাইলিষ্টরা সমগ্র দেশের ও জাতির অর্থ নৈতিক অবস্থার কথা সামগ্রিকভাবে চিন্তা করিতেন, আমদানির তুলনায় রপ্তানি বেশি রাখিলে দেশের সম্পদ সামগ্রিকভাবে বুলি পায়, দেশের সকল উপকরণের সর্বোক্তম নিয়োগ হয়, তাই তাঁহারা এইরূপ নীতি অবলম্বন করার কথা বলিতেন। দেশে স্বর্ণ প্রবেশ করিলে ফদের হার কমে. বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইয়া কর্মসংস্থান বাড়ে, এই সকল আলোচনাও তাঁহারা কমিয়া গিয়াছেন। ক্লাসিকাল থুগে ম্যালথাস্ও এই রূপ সমষ্টিভিন্তিক আলোচনা করিয়া স্বয়ংক্রিয় আত্মনিয়ন্ত্রণকারী অর্থ নৈতিক কাঠামোর তদানীন্তন ধারণার বিরুদ্ধে তিনি দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, দেশের সামগ্রিক চাহিদা কম থাকিতে পারে। কার্পণ্য ও মধুমক্ষিকা-হুলভ সঞ্চয়প্রবৃত্তিই সকলের পক্ষে একমাত্র কল্যাণকর, এই ধারণার বিরুদ্ধে তিনি দেখাইয়াছিলেন যে, এই মধুমক্ষিকা-বুন্তি বেশিদুর বাড়াইলে দ্রব্যসামগ্রীর ক্রয় হ্রাস পাইবে, উৎপাদনের হার কমিয়া যাইবে, মুলধনের জড়ত্ব দেখা দিবে এবং ইহার ফলে শ্রমিকের জন্ম চাহিদা হ্রাস পাইবে। অর্থ নৈতিক 'অদৃশ্য হস্ত'-এর উপর আস্থা না রাখিয়া তিনি এই আধুনিককালীন সমষ্ট্রভিত্তিক আলোচনার স্থত্তপাত ঘটাইয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে কার্ল মার্ক সের বথা অবশ্য উল্লেখ করা দরকার। সকল ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের

পুনরায় দেখা দিতেছে কেন

মধ্যে তিনি ছিলেন একটু স্বতম্ত্র এবং অনেকের মতে আধুনিক কালে ^{ইহ।} সমগ্র ক্লাসিকাল মতবাদের যোগ্য উত্তরসাধক ও ধারক। বোল্ডিং-এর মতে মাক্স'ই 'সমগ্র অর্থ নৈতিক কাঠামোর সমস্যা সইয়া আলোচনার প্রথম প্রচেষ্টা করেন', 'অর্থ নৈতিক

জীবন ও সম্পর্কগুলির সামগ্রিক একটি চিত্র' দাঁড় করাইবার চেষ্টা করেন-ধনবিজ্ঞানীরা যে কাজ অবহেলা করিয়াছিলেন, সকল 'পুৰ্বতন

মিলাইবার দেই চেষ্টা তিনি করিষাছিলেন'। * শুধু তাহাই নহে। বর্তমান কালে অর্থ নৈতিক উন্নয়ন ও ক্রমোন্নতির যে সকল তত্ত্ব গড়িয়া উঠিতেছে, তাহাদের প্রায় সবগুলিই মার্ক্সের তত্ত্ব হইতে প্রেরণা পাইয়াছে। মার্ক্স ও কেইন্দেব মধ্যে পার্থক্যেব কথাও একটু মনে রাখা দবকাব। ধনতান্ত্রিক অর্থ নৈতিক কাঠামোকে মার্ক্স ইতিহাসের গতিধারায় একটি বিশেষ ধবনেব শুব বলিয়া মনে করিতেন এবং এই কাঠামোকে একটি সদা পবিবর্তনশীল ও গতিশীল দেহ হিসাবে গণ্য কবিতেন। কেইন্দ্ এই কাঠামোকে চিরস্থায়ী মনে করিয়া ঐতিহাসিক দিক হইতে এই নির্দিষ্ট অবস্থা-কাঠামোর মধ্যেই ধনতন্ত্রের সামগ্রিক ভারসাম্য সম্পর্কে আলোচনা কবিয়াছিলেন। ।

আধুনিককালে, কেইন্দের পূর্বে বা তাহাব সমসাম থিক চালে, আরও কথেকজন লেখক এই সমষ্টিভিন্তিক আলোচনা করিয়া গিয়াছেন, যেমন ওয়াল্বাস্ (Walras) উইকসেল্ (Wicksell), এবং ফিসাব (Fisher । কিন্তু বর্তমান যুগের সামগ্রিক বা সমষ্টিভিন্তিক আলোচনাপদ্ধতি মূলত কেইনসেব অবদান। তিনি General theory of Employment, Interest and Money নামক বইখানাতে আধুনিককালে এই সমষ্টিভিন্তিক আলোচনা-পদ্ধতিব নৃতন স্ক্রপাত করেন।

জাতীয় অর্থনৈতিক কাঠামোর সামগ্রিক রূপ (A Total picture of the National Economy)

সমাজের সামগ্রিক রূপ চোথের সন্মুথে রাখিলে আমবা দেশেব মোট অর্থ নৈতিক গতিধারার আভাষ পাইতে পারি। বৃত্তীর জলে পুষ্ট নদী ষেমন সমূদ্রে

* The first attempt to deal with the problems of the whole economic system, to build 'a picture of economic life and relationship as a whole'—'a task of synthesis which previous economists had neglected.'

the sense that it is concerned with the organism of capitalism as a developing whole. By contrast, it is to be noticed, Keynes's analysis ran largely in terms of 'mechanistic' equilibrium analysis, since his method consisted in investigating the equilibrium mechanism of capitalism in a historically given, situation. This then is the fundamental difference in methodology between Marx and Keynes, apart from the fact that 'Keynes wanted to applogize and preserve, while Marx wanted to criticize and destroy,' as L. R. Klein alludes to their diametrically opposed ideological bearings." K. K. Kurihara, Introduction to Keynesian Dynamics. P. 15.

প্রবাহিত হয় এবং আবার মেন্টের আকারে নৃতন বারিধারায় পুষ্ট হইয়া সমুদ্রের সহিত মেশে—মানুষের অর্থ নৈতিক কাজকর্মও সেইন্ধপ ব্যক্তিগত আয় স্থান্ত করিয়া সামগ্রিক ভাবে জাতীয় আয় স্থান্ত করে। ব্যক্তিগত সামগ্রিক গতিশীল চিত্র আয় হইতেই সমাজে মোট ভোগ ও চাহিদার স্থান্ত হয় — পুনরায় উৎপাদন চলিতে থাকে—জাতীয় আয়ের ভাণ্ডার পূর্ণ হইয়া উঠে। চক্রের স্থায় সঞ্চরণশীল, উৎপাদন আয় স্থান্তি— ব্যয় - ভোগ ও সঞ্চয়—পুনশ্ধংপাদন, ইহাই সমাজের অর্থ নৈতিক কাজকর্মের সামগ্রিক প্রতিচ্ছবি।

সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি কোন না কোন উপাদান ছিসাবে সম্পদ উৎপাদনের কাজে (দ্রব্যাদি বা কার্যাদি) নিযুক্ত আছে। উৎপাদনের সকল উপাদান দেশের বিভিন্ন উৎপাদনক্ষেত্রে নিযুক্ত হইয়া বহুপ্রকার দ্রব্যসামগ্রী ও কার্যাদি (goods & services) উৎপন্ন করিতেছে। এই সকল দ্রব্য ও কার্য (goods & services)

অর্থের বিনিময়ে বিক্রয় হয় অথবা তাহাদের অর্থ-মূল্য হিসাক করিতে পারা যায়। উহাদের বিক্রয় মূল্য হইতে স্বষ্ট হয় ব্যক্তিগত আয় ; এই মোট বিক্রয় মূল্য উৎপাদনে নিযুক্ত উপাদানসমূহের (অর্থাৎ থাজনা, মন্ত্র্রি, স্বদ ও মুনাফা) আয় স্বষ্ট করে। উপাদানসমূহের আয় যোগ করিয়া আমরা জাতীয় আয়ের পরিমাণ জানিতে পারি। এই জাতীয় আয়-ই সমাজের মোট শ্রব্য সামগ্রী ক্রয়ে বয়য় হইয়া য়ায় ৽ ; ইহা মোট বয়য়ের সমান। †

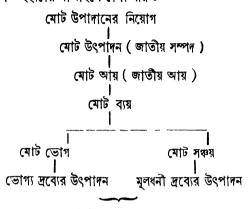
মোট ব্যয়ের কিছু অংশ ভোগ্য দ্রব্য ক্রয়ে ব্যয় হয়, যে অংশ সঞ্চয় হয় তাহা নূতন মূলধনী দ্রব্য উৎপাদনে ব্যয়িত হয়। সমাজে ভোগ্যদ্রব্য ও মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদন স্থক্ক হয়; সমাজের লোকজন উপাদান হিসাবে বিভিন্ন ধরনের কাজ কর্মে নিযুক্ত হইয়া যায়। পুনরায় তাহাদের আয় স্পষ্টি হয়, ব্যয় ও সঞ্চয়

#এই আলোচনায় বহু জটিলতা বাদ দেওয়া হুইয়াছে, প্রাথমিক ধরনের আলোচনা মাত্র। এই সম্পর্কে বিস্তৃত 'আলোচনা 'আয়ু ও কর্মসংস্থানতত্ত্ব' পরিচেন্তনে পাওয়া যাইবে।

*রাই যাহা কর হিসাবে আর হইতে তুলিয়া লয়, উহা বাক্তির বায় না হইলেও রাই বায় করে; স্বতরাং সমাজের মোট বায়ের অন্তর্ভুক্ত।

াছুই দিক হুইতে ইহা দেখা যায়। এক ব্যক্তির আয় নিশ্চয় অশু ব্যক্তির বায়, হওরাং মোট আয় ও মোট ব্যয় সমান। মোট আয়ের কিছুটা ভোগা দ্রব্যে সরাসরি ব্যয়িত হইবে, কিছুটা সঞ্চিত হইবে। সেই সঞ্চয় ফুলখনী দ্রব্যের উৎপাদনে ব্যয় হইবে। অথবা কোন কিছুতে বায় না হইলে মোট আয় কমাইয়া দিবে, কারণ উহার বায় না হওয়ায় অশ্যের আয় সৃষ্টি হইতে পারিকে না।

চলিতে থাকে, এইভাবে অবিরাম ধারায় সমাজে অর্থ নৈতিক গতিধারার স্রোত বহিয়। চলে। ইহাদের সাজাইলে দেখা যায়:



মোট উপাদানের নিয়োগ

এই ধার। বিশ্লেষণ করিলে দেশের অর্থ নৈতিক জীবনযাত্রার গতি ও প্রকৃতি অনেক পরিমাণে বোঝা যায়। দেশে যদি উপযুক্ত পরিমাণে উপাদান না থাকে বা তাহারা দক্ষতাবিহীন ও অন্তল্গত হয় তাহা হইলে মোট দ্রব্য সামগ্রী বা সম্পদের

উৎপাদন কম হইবে। সম্পদ কম উৎপন্ন হইলে উহার জীবন যাত্রার গতি ও প্রকৃতি প্রকৃতি ভোগ্যদ্রব্যক্রয়ে ব্যয় কম হইবে, এবং কম সঞ্চয়ের দক্ষন

মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদন-ও কমিয়া যাইবে। দেশে জীবন যাত্রার মান, মোট আয়, ব্যয় মোট ভোগ-পরিমাণ এবং মোট মূলধন-গঠন (capital-formation) স্ব ব্রাস পাইবে।

আরও জানা যায়, মোট ব্য়ে যদি বাড়ানো হয় তাহা হইলে উপাদান-সমূহের
অধিক নিয়োগ সম্ভবপর এবং তাহারই ফলে দেশে অধিক
দেশে কর্মনিয়োগেব আয় স্মষ্টি হইতে পারে। রাষ্ট্র যদি সমাজের মোট ব্যয়
পরিমাণ মোট বায়ের
উপর নির্ভরশীল বাড়াইতে পারে, তাহা হইলে উপাদানগুলি বেকার
থাকিবে না, সমাজে সম্পদ উৎপাদন বাড়িয়া যাইবে এবং

আয়ের স্তরও বৃদ্ধি পাইবে।

দেশের লোকের অর্থ নৈতিক কাজকর্মের ফলে যে দ্রবংসামগ্রীর উৎপাদন হয় উহারই একাংশ লোকে ভোগ করে এবং অপরাংশ নৃতন দ্রব্য উৎপাদনে বিনিয়োগ করে। মোট উৎপাদন বাড়াইতে পারিলেই ভোগের জন্ম দ্রব্যসামগ্রী বা বিনিয়োগের জন্ম মূলধনী দ্রব্যাদি সকল কিছু বৃদ্ধি পায়। স্থতরাং এইভাবে মোট উৎপাদন, জাতীয় সম্পদ এবং জাতীয় আয় বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

এই সকল কারণে জাতীয় আয় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। সমাজের কত পরিমাণ উপকরণ কোন্ অংশে (কৃষি, শিল্প, ব্যবসায় ইত্যাদিতে) কিরূপ ভাবে সম্পদ উৎপাদনে নিযুক্ত আছে তাহা জাতীয় আয়ের বিশ্লেষণ দ্বারা জানা যায়। এই সম্পদ কোন্ কোন্ দ্রব্য লইয়া গঠিত; কোন্ দ্রব্য কি জাতীয় আয়ের অঙ্গ-পরিমাণে উৎপন্ন হইল; কোন্ শ্রেণীর হাতে জাতীয় আয়ের কত অংশ চলিয়া যাইতেছে; দেশে মোট ভোগ্যন্ত্রব্য কোন্ শ্রেণীর মধ্যে কিরূপভাবে বন্টিত হইয়া আছে, সকলই জাতীয় আয়ের বিশ্লেষণের দ্বারা বুঝিতে পারা যায়। ইহার দ্বারাই দেশের অর্থ নৈতিক কাঠামোকে সমগ্রভাবে দেখা যায় এবং কি কি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের (component parts) পারম্পারিক নির্ভরশীলতার উপর অর্থ নৈতিক কাজকর্ম আপনগতিতে আবর্তিত হইতেছে তাহা বোঝা যায়, দেশের অর্থ নৈতিক বন্ধাণ্ডের রূপ পর্যবেক্ষণ করা যায়। ভাণীরধী যেরূপ মহাদেবের জটা হইতে নামিয়া আবার মহাদেবের জটাতেই ফিরিয়া যায়—কোন দেশের অধিবাসীদের সকল প্রকার দৈনন্দিন কাজকর্মের স্রোভধারাও জাতীয় আয় হইতে স্ফ ইয়া জাতীয় আয়কেই পুনরায় পুষ্ট করিয়া তোলে।

জাতীয় আয় (National Income)

"কোন দেশের শ্রম ও মূলধন, প্রকৃতির উপকরণ আহরণের দারা এক বংসরের মধ্যে যে পরিমাণ বস্তুজাত দ্রব্য বা বিভিন্ন কার্যাদির নীট সমষ্টি (net aggregate) উৎপন্ন করে"—মার্শাল তাছাকে জাতীয় আয় বলিয়াছেন।

◆

্পত্রধ্যাপক ফিসার বলেন যে, জাতীর সম্পদ বলিলে সারা বৎসরে উৎপদ্ধ দ্রব্য ও কার্যাদির পরিমাণ বোঝা উচিত নয়। তাঁহার মতে প্রধানত জীবন্যাত্রার মান আলোচনার জস্তুই জাতীর আরের ধারণা দরকার এবং উহার পরিমাপ গুরুত্বপূর্ণ। তাই তিনি সারা বৎসরে মোট ভোগের পরিমাণকে জাতীর আর বলিয়াছেন। যেমন 1959 সালে 60 হাজার টাকা মূল্যের একটি বাড়ি তৈয়ারি হইল। মার্শালের মতে উহাকে সেই বৎসরের জাতীর আরের মধ্যে হিসাব করিতে হইবে। কিন্তু ওই বাড়ীটিকে ব্যক্তি (ধরা যাউক) 30 বছর ধরিয়া ভোগ করিবে, প্রতি বৎসর উহার $\frac{1}{100}$ অংশ ভোগ করা হইতেছে। তাই বছরে 2 হাজার টাকার বেশি যোগ করা উচিত নহে, ইহাই কিসারের অভিমত। কিন্তু এই মত সাধারণভাবে গৃহীত হর নাই, উৎপাদনের পরিমাণ হিসাবেই জাতীর আয়কে গণনা করার নীতি গৃহীত ও প্রচলিত হইরাছে। কারণ, জাতীয় আরের উৎপাদনে উঠানামাই দেশের কর্মসংস্থান ও আরন্তরে উঠানামা প্রকাশ করে।

সমাজের বিভিন্ন দিকে উৎপাদনে নিযুক্ত সকল উপাদান যে পরিমাণ সম্পদ এক বৎসরের মধ্যে স্পষ্ট করে তাহার নাম মোট জাতীয় আয় (Gross National Income)। এই মোট জাতীয় আয় হইতে সেই সময়ের মধ্যে মূলধনের যে ক্ষয়-ক্ষতি হইল তাহা পূরণের জন্ম কিছু সম্পদ বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই নীট জাতীয় আয় (Net National Product) বা জাতীয় বিভাজ্য-আয় (National Dividend)। এই জাতীয় আয় বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে বিভক্ত হইয়া প্রত্যেক উপাদানের আয় স্বষ্টি করে। সকল উপাদান এই জাতীয় বিভাজ্য আয় হইতে নিজস্ব আয় পায় বলিয়া ইহাকে বিভাজ্য-আয় (Dividend) বলে।

এই জাতীয় আয় কোন নির্দিষ্ট ভাণ্ডার (fund) নহে, ইহা স্রোতশীল ধারা। প্রতি বংসর সকল উপাদানের কার্যের ফলে এই সম্পদ উৎপন্ন হয় এবং সকল উপাদানের মধ্যেই তাহা বন্টিত হয়। উপাদানসমূহের মিলিত কার্যফলে উৎপন্ন এই সম্পদ তাহাদের আয়ের উৎসপ্ত বটে। এই জাতীয় আয় চারি প্রকার আয়ে বিভক্ত হইয়া (খাজনা, মজুরি, হৃদ ও মুনাফা) সমগ্র দেশের জনসাধারণের ব্যক্তিগত আয় সৃষ্টি করে।

মার্শাল এই জাতীয়-আয় বলিতে এক বংসরে উৎপন্ন দ্রব্য সামগ্রী ও কার্যাদির পরিমাণকে বৃঝিয়াছেন। দ্রব্যসামগ্রী ও কার্যাদির এই পরিমাণকে বাস্তব ক্রেত্রে হিসাব করা এবং তাহার সঠিক পরিমাণ করা সম্ভব নহে। দেশের সকল প্রাস্তে ফোন্ দ্রব্য কত পরিমাণে উৎপন্ন হইল তাহার ঠিকানা নাই। দ্রব্য কার্যাদির হিসাবে তাহা ছাড়া একই দ্রব্যের বহু প্রকার-ভেদ আছে (যেমন জাতীয় আয়ের পরিমাণে অহবিধা বহুপ্রকারের আম, কুমড়ো, চা, জুতো ইত্যাদি)। একই মানদণ্ডের মাধ্যম ব্যতীত ইহাদের হিসাব করিতে হইলে বিরাট তালিকা প্রস্তুত করিতে হয়। আরও অহ্ববিধা হয় 'আসল' ধারণা অনুযায়ী ('Real' concept) মূলধনের ক্ষয়ক্ষতি পূরণ হিসাবের ক্ষেত্রে। 10000 পেন্সিল হইতে ক্ষয়ক্ষতি পূরণের জন্ম কত পেন্সিল বাদ দিয়া রাখিতে হইবে? আবার হিসাবে যাহা বাদ দেওয়া হইল (ধরা যাক্ 200টি), তাহা কি ব্যবহৃত হইয়া দেশের সম্পাদ ও কল্যাণ বৃদ্ধি করিবে না? তাই জাতীয় আয়কে 'আসল' আয় হিসাবে গণনা করার বহু বাস্তব অহ্ববিধা আছে।

এই সকল অস্থবিধা দূর করিবার উদ্দেশ্যে অধ্যাপক পিণ্ড জাতীয় আয়কে

হিসাবক করিয়াছেন টাকার হিসাবে; এক বৎসরের মধ্যে উৎপন্ন সকল দ্রব্যসামগ্রী
পশুঃ মোট উৎপন্নের
অর্থ-মূল্য বংসরের উৎপন্ন সকল দ্রব্য সামগ্রীর ও কাজকর্মের টাকার
হিসাবে প্রকাশিত দাম যোগ করিয়া মোট জাতীয় আয় পাওয়া
যায় এবং ওই সময়ের মধ্যে মূলধনের যে ক্ষয়ক্ষতি হইয়াছে তাহা পূর্ণের জন্ম
প্রয়োজনীয টাকা উহা হইতে বাদ দিয়া নীট জাতীয়-আয় বা জাতীয় আয় হিসাক
করা হয়।

জাতীয় আয় সম্পর্কে আরও ছুইটি বিষয় বিচার করা প্রয়োজন। প্রথমত, দেশের সম্পদের উপর বিদেশের মালিকানা থাকিলে উহা হইতে আয় জাতীয় আয়ের পরিমাণ হইতে বাদ দেওয়া উচিত। বিদেশের সম্পদের উপর দেশীয় লোকের মালিকানা থাকিলে উহা হইতে আয় জাতির আয়ের সাইর কার্যকলাপ সহিত যোগ করা উচিত। আমদানি-রপ্তানি হইতে দেশের পাওনাকে জাতীয় আয়ের সহিত যোগ করা উচিত; অথবা দেনা-কে বিয়োগ করা উচিত। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্র কর ধার্য করার ফলে সকল

*কিন্তু এই ভাবে অর্থমৃলোব সাহাযো হিসাব করারও অনেক ফ্রটি আছে। বহু দ্ববাসামগ্রী উৎপাদক নিজেই ব্যবহার করে (যেমন চাষী নিজের উৎপর ধান ভোগ করে, বা তাঁতী নিজের উৎপর কাপড় ব্যবহার করে, শিক্ষক নিজের ছেলে মেয়েদের পড়ায়, হোটেলওয়ালা নিজের হোটেলেই থাছাদি গ্রহণ করে)। এই সকল দ্রব্যের মূলাকে অর্থের হিসাবে পরিমাপ করা চলে না, ইহারা অর্থমূল্য সৃষ্টি করে না, অণচ ইহাদেব বাদ দিলে জাতীয়-আয়ের প্রকৃত পরিমাণ বোঝা যায় না। কোনো বাজি তাহার টাইপিষ্টকে বিবাহ করিয়া যদি তাহাকে আর মাহিনা না দিয়া টাইপের কাজ করাইয়া লয় তাহা হইলে সেই কাজের মূলা সৃষ্টি না হওয়ায়, এইরূপ অবস্থায় অর্থের হিসাবে জাতীয় আয় কমিয়া যায়। এই সকল অস্থবিধা থাকা সব্বেও পরিমাণ্যত পরিমাপ করার স্থবিধা থাকার দক্ষ অধ্যাপক পিগুর সংজ্ঞা গ্রহণ করিয়া অর্থমূলোব হিসাবেই জাতীয় আয়ের পরিমাণ করা হইয়া থাকে।

অর্থমূল্যের সাহায্যে জাতীয় আয় পরিমাপের আরও ছুইটি অন্থবিধা আছে। প্রথমত, অর্থের নিজেরই মূল্য পরিবর্তন হইতে পাবে, ফলে জাতীয় আয়ের পরিমাণে পরিবর্তন দেখা দেয়, কৈন্তু তাহাতে দেশের সম্পদের পরিবর্তন হয় না। যেমন দামন্তর বৃদ্ধি পাইলে (অর্থাৎ অর্থের নিজন্ম মূল্য কমিয়া গেল) অর্থের হিসাবে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইল বটে, কিন্তু দেশের সম্পদ বাড়িল না। এই অন্থবিধা দূর করিবার জন্ম অর্থের নিজন্ম মূল্য স্থির ধরিয়া লাইয়া, অর্থাৎ দামন্তর স্থির ধরিয়া জাতীয় আয়ের পরিমাপ করা হয়। বিতীয়ত, দ্রব্যকার্যাদির অর্থমূলে

উপাদানের আয় হইতেই সেই কর আদায় করা হয়। নীট জাতীয় আয় হইতে করের পরিমাণ বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ঠ থাকে, তাহাই সকল ব্যক্তির ব্যয়োপয়ুক্ত আয়ের সমান (Disposable Income)। রাই কর্তৃক উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীর মূল্যকে মোট জাতীয় উৎপন্নের মধ্যে যোগ করা দরকার। সরকারী কর্মচারীদের মাহিনাকে অবশ্যই মোট জাতীয় আয়ের মধ্যে হিসাব করা প্রয়োজন, কারণ বিভিন্ন কার্যাদির পারিশ্রমিক হিসাবেই সেই আয়ের স্পষ্ট হয়।

জাতীয় আয়ের পরিমাপ (Measurement of National Income)

জাতীয় আয হইল (ক) এক বৎসরের উৎপন্ন সকল প্রকার দ্রব্যসামগ্রী ও কার্যাদির মোট দাম; (খ) সকল উপাদানের আয় স্বাষ্টি হইবার উৎস ও ভাগুরর, এবং (গ) সমাজের মোট ভোগব্যয় ও সঞ্চয়ের যোগফল। স্বতরাং ইহার পরিমাপ তিন ভাগে হইতে পারে। প্রথমত, সেই বৎসরে উৎপন্ন সকল দ্রব্যসামগ্রী ও কার্যাদির দাম যোগ করিয়া; দ্বিতীয়ত, উৎপাদনের কার্যে সহায়ভার দরুণ উপাদানস্মহহের সকল পাওনা (Payment) যোগ করিয়া, এবং ভৃতীয়ত, সমাজের মোট ভোগব্যয় ও সঞ্চয় যোগ করিয়া। এই তিনটি হিসাব স্বভাবতই সমান হইবে, কারণ মোট উৎপন্নের দামের সমষ্টি হইতে সকল উপাদানের আয় স্বাষ্টি হয়; মোট উৎপন্নের দাম সকল উপাদানের পাওনা লইয়াই গঠিত হয়; এবং সমাজের মোট আয় সকলের হাতে ভোগব্যয় ও সঞ্চয় রূপে ছড়াইয়া থাকে। প্রথমটিকে বলা হয় সম্পূর্ণ-উৎপন্নের সমষ্টি (Final products total);

পরিমাপের তিনটি দ্বিতীয়টিকে বলা হয় উপাদান-পাওনার সমষ্টি (Factor পদ্ধতি payments total); এবং তৃতীয়টিকে বলা হয় ভোগ-

সঞ্চয়ের সমষ্টি (Consumption-Savings Total)। প্রথম পদ্ধতিতে সকল উৎপন্ন দ্রব্যকার্যাদির (goods and services) দাম যোগ করিয়া; দ্বিতীয় পদ্ধতিতে, সকল উপাদানের পাওনা বা আয় যোগ করিয়া; এবং তৃতীয় পদ্ধতিতে সকল ভোগব্যয় ও সঞ্চয়ের পরিমাণ যোগ করিয়া জাতীয় আয়ের পরিমাণ পরিমাপ

অর্থাৎ দামে কোন পরিবর্তন হইল না, অথচ দ্রব্যের উৎকর্ম বৃদ্ধি বা ব্রাস পাঁইল, তাহা ঘটতে পারে। ইহার ফলে জীবনযাত্রার মানে বাস্তব পরিবর্তন আনিবে, কিন্তু জাতীর আয় পরিমাণগত ভাবে সমানই থাকিয়া যাইবে। যেমন পূর্বের ৪১ ভিজিটের ডাক্তারের তুলনায় এখনকার একই দামের ডাক্তারের কার্য অনেক উন্নত ধরণের।

করা সম্ভব। সংখ্যাতাত্ত্বিকগণ (Statisticians) সাধারণত প্রথম ছুইটি পদ্ধতি গ্রহণ করেন, কারণ কোন ক্ষেত্রে প্রথম পদ্ধতিতে হিসাব করা স্থবিধা (যেমন শিল্প, কৃষি, খনি ইত্যাদি); আবার কোন কোন ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পদ্ধতি স্থবিধাজনক (যেমন ওকালতী, ভাক্তারী, শিক্ষকতা ইত্যাদি)। পরিমাপের পক্ষে তৃতীয় পদ্ধতি বিশেষ স্থবিধাজনক নয়।

(ক) উৎপাদন-স্থমারী প্রভি বা সম্পূর্ণ-উৎপল্পের সমষ্টি (Census of Production Method or The Final Products Total)

এক বৎসরে উৎপন্ন সকল দ্রব্যকার্যাদির অর্থ-মূল্য যোগ করিলে আমরা মোট জাতীয় উৎপাদন (Gross National Product) পাইতে পারি। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, সর্বশেষ গুরের উৎপন্ন দ্রব্যের দামই কেবসমাত্র যোগ দিতে হইবে। যে সকল দ্রব্য অর্থ-উৎপন্ন অথবা উৎপাদনের মাধ্যমিক গুরে (intermediate stages) রহিয়াছে, তাহাদের ধরা চলিবে না। যেমন আসবাব প্রস্তুতকারী যেকাঠের সাহায্যে আসবাব উৎপাদন করিতেছে সেই কাঠের দাম যোগ দেওয়া হইবে না, কারণ তাহা উৎপাদনের সর্বশেষ গুরে পৌছায় নাই। কিন্তু যদি পুড়িবার জন্ম কাঠ ব্যবহৃত হয় তাহা হইলে সেই কাঠের দাম হিসাব করিতে হইবে, কারণ তাহা সম্পূর্ণ দ্রব্য (Final Product) হিসাবেই ব্যবহৃত হইতেছে। এইভাবে হিসাব করিলে ভবল-গণনার (double counting) হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে।

দেশের উৎপন্ন দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি হয়, বিদেশের উৎপন্ন দ্রব্য দেশে আমদানি হয়। রপ্তানি ও আমদানির মূল্যের পার্থক্য মোট জাতীয় আয় হিসাবের সময়ে যোগ বা বিয়োগ করিতে হইবে। যদি তুলনায় আমদানি বেশি হয়, তাহা হইলে বিয়োগ হইবে, যদি তুলনায় রপ্তানি বেশি হয়, তাহা হইলে যোগ হইবে।

এইভাবে মোট জাতীয়-আয হিসাব করিয়া মৃশধনের ক্ষয়ক্ষতি পূরণের জন্ত কিছু অর্থ বাদ দিয়া নীট জাতীয়-আয়ের পরিমাপ করা হইয়া থাকে। অর্থাৎ দেশের সকলে মিলিয়া যে সকল ভোগ্যন্তব্য বা কার্যাদি ক্রয় করিয়াছে তাহাদের দাম, গভর্গমেণ্ট যাহা ক্রয় করিল তাহার দাম, নৃতন মৃশধনী দ্রব্যের দাম, এই সকল যোগ করিলে জাতীয় আয় পাওয়া যায়।

(খ) আয়-সুমারী পদ্ধতি বা উপাদান-পাওনার সমষ্টি (Census of Income Method or The Factor Payments Total)

এক বংসরে দেশের, (ক) সমগ্র মজুরি, মাহিনা, ইত্যাদি (খ) সকল ফার্ম বা ব্যবসায়ের নীট আয় (মজুরি মাহিনা ইত্যাদি বাদ দিয়া, কারণ তাহা অন্তর্ত্ত ('ক'-তে) হিসাব করা হইয়াছে); (গ) সকল ঋণ হইতে নীট হ্লদ; এবং (ঘ) সকল নীট খাজনা, এই সকল যোগের দ্বারা জাতীয় আয় পরিমাপ করা চলে।

এই ভাবে জাতীয় আয় পরিমাপ করিতে হইলে কয়েকটি বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। (ক) হস্তান্তর-পাওনাসমূহ (Transfer Payments) বাদ দিতে হইবে। যেমন, একখণ্ড জমি বিক্রয় হইলে সেই পাওনা জাতীয় আয়ের গণনার মধ্যে আদিবে না; কারণ তাহা কোন নূতন আয় নহে, কোন নৃতন উৎপন্ন দ্রব্য-সামগ্রীর অর্থ মূল্য নয়। ভিক্ষুকের আয় বা কোন দান-গ্রহণও গণনার মধ্যে আসে না, কারণ ওইরূপ আয় কোন দ্রব্য দামগ্রীর উৎপাদন ধারায় কাজ করিবার দক্ষণ স্বষ্টি হয় না। কোন দ্রব্যোৎপাদন বা কোন কাজকর্মের দ্রুণ যে আয় তাহাই জাতীয় আয়ের হিসাবের মধ্যে আসিবে। (খ) মালিকের নিজের যে সকল উপাদান (যেমন নিজের বাড়ী, জমি, পরিচালনা ক্ষমতা বা মূলধন) উৎপাদন কার্যে নিযুক্ত হয়, তাহাদের বাজার-দরের হিসাবে অ**র্থ-মূল্যে রূপান্ত**রিত করিয়া গণনার মধ্যে আনা প্রযোজন। (গ) বিনা দামে যে সকল দ্রব্য বা কার্যাদি পাওয়া ঘাইতেছে (যেমন, বাড়িতে ন্ত্রীলোকের কাজ বা নিজের বাগানের তরী-তরকারী) তাহাদের কোন আয বা অথমুল্য স্মষ্টি না হওয়ায়—জাতীয় আয়ের গণনার মধ্যে আনা হইবে না। (খ) ফার্মের মোট মুনাফার যে অংশ মজুত-তহবিলে (Reserve Fund) জমাইযা রাখা হইয়াছে (অর্থাৎ যাহা লভ্যাংশ হিসাবে শেযার-ক্রেভাদের আয় সৃষ্টি করে नार), তাহাও যোগ দিতে হইবে। কারণ আয় হিসাবে ব্যক্তিদের হাতে না গেলেও ঐ মূল্য দেশে স্বাষ্ট হইয়াছে।

(গ) ভোগসঞ্ম পদ্ধতি বা ভোগসঞ্মের সমষ্টি (Consumption-Saving Method or The Consumption Savings Total)

সকল ব্যক্তির ক্লেত্রেই আয়ের এক অংশ ভোগ্যন্তব্য ক্রয়ে ব্যয় হয় এবং অপর অংশ সঞ্চয় হয়। তাই এক বৎসরের মধ্যে সমাজের মোট ভোগ ব্যয় ও মোট সঞ্চয় যোগ করিতে পারিলে নীট জাতীয় আয় পরিমাপ করিতে পারা যায়।

সাধারণত ভোগব্যয় ও সঞ্চয়ের কোন সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না, তাই এই পদ্ধতি কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করার শ্ববিধা নাই।

জাতীয় আয় পরিমাপের অস্থবিধা (Difficulties in the measurement of National Income)

জাতীয় আযের পরিমাপ সকল দেশেই বহু বাস্তব অস্থবিধার মধ্য দিয়া করিতে হয়; বিশেষত অন্থনত দেশসমূহে অস্থবিধার পরিমাণ বেশি। প্রথমত, যে সকল দ্রব্য বা কার্যাদি বিক্রয় হয় না অথবা বিক্রয়ের জন্ম বাজারে আসে না, তাহাদের ক্ষেত্রে বাজার-দাম কি হইতে পারিত ইহা ধরিয়া লইয়া জাতীয় আয়ের মধ্যে যোগ করিতে হয়। ইহা অস্থবিধাজনক তো বটেই, হিসাবও নির্ভুল না হইবার সম্ভাবনা। অন্থনত দেশসমূহে সমাজের মোট উৎপাদনের একটি বৃহৎ অংশ উৎপাদকগণ নিজেরা ব্যবহার করেন। অনেক ক্ষেত্রে অর্থের

অন্ত্রন্ত দেশে, যেমন ভাবতবর্ষে, পরিমাপের বাস্তব অফুবিধা

প্রচলন কম; পণ্য-বিনিময় (Barter) প্রচলিত আছে। এই সকল দেশে অর্থের হিসাবে জাতীয় আয় পরিমাপ কর।

বিশেষ অস্থবিধাজনক। দ্বিতীয়ত, অনুনত দেশে অধিক সংখ্যায়

একক- মালিকানা ব্যবসায় সংগঠন প্রচলিত থাকায় এবং সাধারণভাবে ব্যবসায়ের হিসাবপত্র বৈজ্ঞানিকভাবে না রাখায়, উৎপাদনের পরিমাণ এবং দাম সম্বন্ধে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করার স্থবিধা কম। তৃতীয়ত, এই সকল দেশে উপাদানসমূহের বিশেষায়ণ (Specialisation) অনেক দূর প্রসার লাভ করে নাই। যেমন, একই ব্যক্তিচাষ করিয়া, মাছ ধরিয়া, বস্ত্রাদি উৎপাদন করিয়া এবং দোকান চালাইযা আয় করে। জাতীয়-আয়ের বিভিন্ন ক্ষেত্র-ভেদ করার (Classification of sectors), অর্থাৎ কোন ক্ষেত্র হইতে কি আয় হইল তাহা স্পষ্টভাবে শ্রেণীবন্ধ করার উপায় থাকে না।

কি বিষয়ের উপর জাতীয় আয়ের আয়তন নির্ভর করে (Factors determining the size of the National Income)

জাতীয় আয়ের আয়তন নির্ভর করে দেশের নীট উৎপাদন এবং বিদেশ হইতে নীট আয়ের উপর। এই ছুইটি বিষয় লইয়াই জাতীয় আয় গঠিত। প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণ স্থির ধরিয়া লইলে, দেশের মোট উৎপাদন নির্ভর করে কর্মনিয়োগের পরিমাণ ও শ্রমিকদের উৎপাদন ক্ষমতার উপর। দেশে মোট কর্মনিয়োগের পরিমাণ নির্ভর করে দ্রব্যসামগ্রীর জন্ম কার্যকরী চাহিদার (Effective Demand) উপর। কার্যকরী চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে অধিক দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনের জন্ম অধিক শ্রমিক নিয়োগ করা হইবে। অনুনত দেশে জীবনযাতা ও আয়ের স্তর এত নিচে যে কার্যকরী চাহিদা কম; তাই শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের স্থযোগ কম।

শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা নির্ভর করে প্রধানত শ্রমিক-পিছু মূলধন নিয়োগের অমুপাতের উপর। শ্রমিক-পিছু মূলধন-নিয়োগের পরিমাণ কার্যকরী চাহিলা, যত বৃদ্ধি পাইবে, শ্রমিকের উৎপাদন-ক্ষমতা ততই বাড়িবার মূলধন নিয়োগ ও বিদেশিক বাণিজা সম্ভাবনা। হতরাং মূলধন ও তাহার নিয়োগের পরিমাণের উপর জাতীয় আয়ের আয়তন নির্ভর করেবে। বিদেশ হইতে নীট আয় নির্ভর করে দেশ কত কম আমদানি করিয়া চালাইতে পারে এবং কত বেশি রপ্তানি করিতে পারে তাহাব উপর। এই সকল বিষয়ের উপর জাতীয-আয়ের আয়তন নির্ভর করে।

মূলধন অক্ষা রাখা (Maintaining Capital Intact)

উৎপাদন ধারায় মূলধনী দ্রব্য নিয়োগের ফলে যে ক্ষয়ক্ষতি হয় তাহা পূর্ব করিয়া মূলধনের মূল্য পূর্বের স্থায় অক্ষ্য রাথা— ইহাকে মূলধন অক্ষ্য রাথা বা মূলধন বজায রাথা বলে।

যদি একটি যন্ত্রের দাম 500 টাকা হয় এবং ওই যন্ত্রটির আয়ু 10 বৎসর ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে প্রতি বৎসর উহার 10 ভাগের 1 ভাগ অর্থাৎ 10 টাকা ক্ষয় হইতেছে, এইরূপ মনে করা চলে। ওই যন্ত্রদারা উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য হইতে এই পরিমাণ অর্থ (অর্থাৎ 50 টাকা) প্রতি বৎসর ক্ষতিপুবণ কিভাবে পরিমাণ করা হয় সরাইয়া রাখিলে 10 বৎসর পরে ওই যন্ত্রটি সম্পূর্ণ ক্ষয় হইলেও নৃতন যন্ত্র ক্রয় করিবার মতন অর্থ সঞ্চিত হইবে, উৎপাদন ধারা অব্যাহত থাকিবে। যন্ত্রের ক্ষয়ক্ষতি নিয়মিত প্রণ না হইলে 10 বছর পর যন্ত্রটি সচল থাকিবে না এবং ইহার ফলে ফার্মের আয় কমিয়া যাইবে।

'মূলধন অক্ষুণ্ণ রাখা'র এই তত্ত্ব হইতে জানা যায় যে, ক্ষয়ক্ষতি নিয়মিত ভাবে পুরণ হইলে দেশে মূলধন বজায় থাকিবে। কিন্তু মূলধনের পরিমাণ একই থাকিলে অর্থ নৈতিক কাঠামে। একই স্তরে আবর্তন করিতে থাকে। স্থতারাং মোট জাতীয়
আয় হইতে শুধু ক্ষয়ক্ষতি পূরণের জন্মই নহে, দেশে আরও
মূলধন-গঠন ও
অর্থ নৈতিক ক্ষর্যন্ধি
যন্ত্রপাতি প্রসারের জন্ম, ক্রমাগত অধিক পরিমাণে অর্থ
সঞ্চিত হওয়া প্রয়োজন। প্রতি বৎসরে জাতীয় আয় হইতে
আগের বৎসরের তুলনায় অধিকতর উপকরণ মূলধন-গঠনের উদ্দেশ্যে সরাইয়া লইলে
দেশে ক্রমশ বর্ধনশীল হারে মূলধন-গঠন সম্ভব হয় এবং সেই মূলধন প্রয়োগের দ্বারা
শ্রমিকের উৎপাদনক্ষমতা বাড়াইয়া জাতীয় আয়ের পরিমাণ বাড়ানো যায়।

জাতীয়-আয় বিশ্লেষণের তাৎপর্য: সামাজিক হিসাব গ্রহণ (Significance of National Income analysis: Social Accounting)

জাতীয় সম্পদ ও আয় সম্বন্ধে এমন ভাবে তথ্য পরিবেশন করা হয় এবং শ্রেণীবদ্ধ করা হয় যে তাহা হইতে আমরা জাতীয় আয়ের গঠনকারী বিভিন্ন আদ্ধ প্রত্যঙ্গ (Component parts) বুঝিতে পারি। যেমন ব্যবদাদি হইতে কি পরিমাণ মুনাফা, জমির মালিকানা হইতে কি পরিমাণ থাজনা, চাকুরি ইত্যাদি হইতে কি পরিমাণ মাহিনা, ঋণ-প্রদান হইতে কি পরিমাণ মৃদ এবং পরিশ্রমের দরুণ কি পরিমাণ মজুরি দেশের লোকে পাইতেছে—এই সকল আমরা জানিতে পারি জাতীয় আয় বিশ্লেষণের সাহায্যে। জাতীয় অর্থ নৈতিক কাঠামো, ইহার সামগ্রিক রূপ,

জাতির অর্থ নৈতিক কাঠামো ও গতি-প্রকৃতি বুঝিতে পারা যায় এক অংশের সহিত অপর অংশের সম্পর্ক, ইহার গতিপ্রকৃতি, সকল কিছু আমরা জাতীয় আয় গঠন-কারী অংশ-সমূহের বিভাগ হইতে বুঝিতে পারি। আয় বায়ের ধরন (pattern of Income and Expenditure), জাতীয় উৎপাদনের কোন অংশে কি পরিমাণ মূলধন নিযুক্ত, কোন অংশে শ্রমিক-

দক্ষতা কিরূপ, কোন্ অংশ হইতে মূলধন সরাইয়া আনিয়া কোন্ অংশে নিযোগ করা দরকার—সবই এই জাতীয় আয়ের বিল্লেষণ হইতে জানিতে পারা যায়। কত টুকু আয় সরাইয়া লইলে (কর, ঋণ ইত্যাদির সাহায্যে) মূদ্রাম্ফীতি রোধ করা যায়, তাহাও জানা যায়। জাতীয় আয়ের উঠানামা (Fluctuations in National Income) স্নোধ করিতে হইলেও এই সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ঠ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। দেশের উপকরণ-সমূহের স্বাধিক স্বষ্ঠু ব্যবহারের উদ্দেশ্যে জাতীয় আয়ের বিশ্লেষণ স্বারা সঞ্চয়ের ও মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধির সম্ভাবনা অমুমান করা চলে। এক দেশের

অর্থ নৈতিক অবস্থার সহিত অপর দেশের অর্থ নৈতিক অবস্থার তুলনামূলক বিচারে জাতীয় আয়ের ধারণা খুবই সাহায্য করে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও উন্নত ও অনুনত দেশগুলির জাতীয় আযের বিশ্লেষণের দ্বারা আর্থিক ও কারিগরী সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা যায়। একটি দেশের জাতীয় আয়ে উঠা নামা, অপর দেশের জাতীয় আয়কে কিন্ধপে প্রভাবিত করে, তাহার পর্যালোচনা জাতীয় স্বার্থে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কোন দেশের অর্থ নৈতিক ক্রমবৃদ্ধি ও প্রগতিব হার (Rate of Economic Growth or Progress) পরিমাপ করার ব্যাপারে ইহা খুবই কার্যকরী। আধুনিক ধনবিজ্ঞানের আলোচনায় জাতীয় আয়ের বিশ্লেষণ, তাই, কেন্দ্রীয় স্থান অধিকাব করিয়া রহিয়াছে।

অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা তৈয়ার করার সময়েও ইহা বিশেষ উপযোগী। কোন্ ক্ষেত্র হইতে উপকরণ সরাইযা কোন্ ক্ষেত্রে নিযোগ করিতে হইবে তাহা এই বিশ্লেষণ হইতেই জানা যায। কোন্ ক্ষেত্রে মূলধন নিযোগ করিলে যে-হাবে উৎপাদন বৃদ্ধি পায, অপব ক্ষেত্রে মূলধন নিযোগেব অনুপাত তত রাখিলে উৎপাদন হযতো সেই হারে বাডে না।

अयुनीमनी

- 1. What is Macro-economics? Why marco-analysis has become important in our times?
- 2. Discuss the circular flow of a National Economy. Or, Give a total picture of the National Economy.
 - 3. Define National Income and discuss how to measure it.
- 4. What precautions should be taken in computing the National Income of a country?
- 5. Discuss the need and importance of National Income calculation or Social Accounting.
 - 6. Write a short note on: Social Accounting.

টাকার প্রকৃতি

The Nature of Money

টাকার উৎপত্তি ও ব্যবহারিক উপকারিতা (Origin and usefulness of Money)

প্রত্যেক দেশে সমাজ-বিবর্তনের প্রাথমিক কোন এক স্তরে অর্থের বা টাকাকড়ির আবিদ্ধার ও চলন শুরু হইয়াছে। এমন সময় ছিল যথন ব্যক্তি নিজের প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্য নিজেই উৎপাদন করিত, দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনে সে স্বাবলম্বী ছিল। সেই অবস্থায় বিনিময়ের প্রয়োজন হইত না এবং বিনিময়ের কোন মাধ্যম ব্যবহারের প্রয়োজনও ছিল না। ক্রমে সমাজে প্রমাবিভাগ প্রবৃত্তিত বার্টার কাহাকে বলে হইল, স্বাবলম্বিতা লুপ্ত হইয়া গেল, অন্তের দ্বারা উৎপদ্ধ দ্রব্যের সহিত নিজের উৎপন্ন দ্রব্য বিনিময়ের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। এই সামাজিক প্রয়োজনের তাগিদে বিভিন্ন ধরনের মাধ্যম স্কৃষ্টি হইল। বহু প্রকার স্থল ও অস্ক্রবিধাজনক দ্রব্যের সাহায্যে প্রথম যুগের বিনিময় চলিত, বর্তমানে উন্নত ধরনের মুদ্রা, কাগজীনোট, চেক, হুণ্ডি, বিনিময়-বিল বা বিল অফ এক্সচেঞ্জ প্রভৃতি প্রচলিত হইয়াছে।

যথন হইতে গোষ্ঠাগত বা ব্যক্তিগত শ্রমবিভাগ শুরু হইয়াছে তথন হইতেই এক গোষ্ঠার বা এক ব্যক্তির দ্রব্যের সহিত অন্থ গোষ্ঠা বা অন্থ ব্যক্তির দ্রব্য-বিনিময়ের স্থচনা হইয়াছে। যথন পণ্যের সহিত পণ্য বিনিময় হইতেছে, বিনিময়ের মাধ্যম রূপে টাকা যেথানে উপস্থিত নাই, সেই প্রকার দ্রব্য বিনিময়কে বলা হয় 'অর্থ বিহীন পণ্যবিনিময়' বা বাটার (Barter)। এই বাটার প্রথায় পণ্যের সহিত পণ্যের সরাসরি বিনিময় হইয়া থাকে।

কিন্তু এই প্রথার বহুপ্রকার অস্থবিধা আছে। বিনিময়কারী ব্যক্তিদের অভাবগুলি পরস্পারের পরিপূরক হওয়া চাই। বস্তু উৎপাদনকারী তাঁতী যদি বস্ত্রের বিনিময়ে চাউল পাইতে চায় তবে তাহাকে কেবলমাত্র একজন চাষীর নিকট গেলেই চলিবে না, এমন একজন চাষী খু জিয়া বাহির করিতে বার্টার প্রথার অস্থবিধা হইবে যাহার ঠিক দেই পরিমাণ বিনিময়যোগ্য চাউল আছে, এবং তাঁতী যে-পরিমাণ ও যে-প্রকারের বস্ত্র বিনিময় করিতে ইচ্ছুক, চাষীরও ঠিক সেই পরিমাণ ও সেই প্রকার বস্ত্রের দরকার। এক্সপ অবস্থায় বিনিময়ের গতিধার। নিয়মিত ভাবে চলিতে পারে না. যদি পরস্পরের পরিপুরক অভাবযুক্ত ব্যক্তি জুটিয়া মায় তবেই ইছা সম্ভব। এইক্লপ বিনিময়ের মধ্যে আকস্মিকতা আসিয়া যায়। দ্বিতীয় অস্থবিধা হইল, পণ্যবিনিময় প্রথায় একটি দ্রব্যকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করিয়া বিক্রয় বাক্রয় করার স্থবিধানাই। কেহ যদি জামার বিনিময়ে এক সের চাউল পাইতে চায়, তবে দে কি জামাটাকে বহু অংশে বিভক্ত করিয়া একদের চাউল পাইবে ? এইরূপ বৃহৎ দ্রব্যের সহিত ক্ষুদ্র দ্রব্যগুলি বিনিময়ের স্থযোগ এই প্রথায় নাই। তৃতীয়ত, বার্টার প্রথায় প্রত্যেক দ্রব্যের সহিত প্রত্যেকটি দ্রব্যের অসংখ্য বিনিময়-মূল্যের হার উদ্ভূত হয়। সমাজে এইরূপ অসংখ্য বিনিময়ের অমুপাত থাকিলে বিনিময়ের কাজ স্থচারুদ্ধপে চলিতে পারে না। চতুর্থত, টাকা না থাকিলে সমাজে ব্যক্তিগত সঞ্চয় থাকিতে পারে না, কারণ দ্রব্যসামগ্রী বেশিদিন সঞ্চয় করিয়া রাখা চলে না। সমাজে ব্যক্তিগত সঞ্চয়কে স্থাবিধা অনুযায়ী ও हेम्हानूयांशी विनियांग कतां उठल ना ।

পণ্য-বিনিময় প্রথার এই সকল অস্থবিধা থাকায় বিনিময়ের স্থবিধার জন্ম নানা প্রকার মাধ্যমের ব্যবহার শুরু হইয়াছে। টাকা ব্যবহারের প্রথম যুগে যে-জিনিল সকলে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত, সকলের নিকট প্রয়োজনীয়, সকলেই যাহা পাইতে চায়, যাহা বহন করা স্থবিধাজনক, দেইরূপ কোন দ্রব্য বিনিময়ের মাধ্যমরূপে ব্যবহৃত হইতে শুরু করিয়াছিল। গো-ধন, কড়ি, সর্বশ্রেষ্ঠ বিনিময়ের হাতীর দাঁত, কাঁচ প্রভৃতি দ্রব্য বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে ও বাহিরে পাইলে ক্রমে স্থা, রৌপ্য ইত্যাদি বিনিময়ের উপযোগী মাধ্যমরূপে প্রচলিত হইয়াছে। বিনিময়ের মাধ্যমরূপে ভালভাবে কাজ করিতে হইলে সেই দ্রব্যের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বা গুণ থাকা দরকার। (১) দ্রব্যটিকে বহন করার স্থবিধা পাকা চাই। বিনিময়ের মাধ্যমাটি এমন হওয়া চাই যাহাতে ক্ষুদ্র আয়তন ও কম ওজনের মধ্যে প্রচুর পরিমাণ মূল্য নিহিত থাকিতে পারে। তাহা হইলেই ইহা স্থানান্তরে বহন করা স্ববিধাজনক হইতে পারে। (২) বিনিময়ের মাধ্যমিট দীর্ঘন্থায়ী হওয়া চাইশ্র

কারণ, মূল্য ও ক্রয়শক্তি সঞ্চিত অবস্থায় অর্থের ক্লপে জমাট বাঁধিয়া থাকে এবং ভবিশ্বতে ব্যয়ের জন্থ সঞ্চয় করিয়া রাখা হয়। ইহা অনবরত হস্তান্তরিত হইবে, তাই সমাজে ক্রয়প্রাপ্ত না হয় সেইরূপ হওয়া দরকার। (৩) বস্তুটিকে বিভাগযোগ্য হইতে হইবে, যাহাতে উহাকে সমানভাবে ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর অংশে
বিভক্ত করা যাইতে পারে এবং উহাকে গলাইয়া উহার উপর সীলমোহর বা স্বাক্ষর
মূদ্রণ করা সম্ভব হয়। (৪) বিনিময়ের মাধ্যমগুলি আকারে ও প্রকারে একই
রকম হওয়া দরকার, একজাতীয়তা না থাকিলে লোকে উহা গ্রহণ করিতে চাহিবে
না, উহার আদান প্রদানে বিদ্ন ও বিলম্ব দেখা দিবে। (৫) মাধ্যম বস্তুটি এরূপ
হওয়া দরকার যে, সকলেই উহাকে সহজে চিনিতে পারে, বিনিময়ের কাজ যাহাতে
ব্যাহত না হয়। (৬) বস্তুটির নিজস্ব মূল্য সাধারণভাবে মোটামূটি স্থির থাকা
প্রযোজন নতুবা বিনিময়ের অস্থবিধা দেখা দিবে। যে-মানদণ্ডের সাহায্যে অপরাপর
পণ্যসমূহের মূল্য পরিমাপ করা হইবে উহার নিজস্ব মূল্য সঠিক ও স্থির থাকা
প্রযোজন । সকল জিনিসের মূল্য-পরিমাপের আদর্শ মানদণ্ড হইতে হইলে মাধ্যমবস্তুটির নিজ মূল্যের ঘন ঘন পরিবর্তন অবাঞ্ছনীয়।

আধুনিক কালে দেখা গিয়াছে, ধাতু দার। নির্মিত মুদ্রার পরিবর্তে কাগজী নোটের প্রচলন তুলনামূলক ভাবে অধিকতর স্থবিধাজনক। বিনিময়ের মাধ্যমবস্ত হুইবার সকল প্রকার গুণই কাগজের আছে। কম মূল্যের বিনিময়-কার্যগুলি সম্পন্ন করিবার জন্ম অল্ল মূল্যের ধাতু নির্মিত মুদ্রাও রহিয়াছে। কারণ অল্পমূল্যের বিনিময়ের পরিমাণ বুবই বেশি, এই উদ্দেশ্যে কাগজের নোট ব্বহার করিলে উহা অভি দ্রুত ক্ষয় হুইয়া বিনিময়ের ক্ষেত্রে অস্থবিধা স্থাই করিবে।

টাকার কাজ (Functions of Money)

বাটাব বা পণ্যবিনিময প্রথার সকল প্রকার অন্থবিধ। দূর করিয়। পণ্য-বিনিময়ের গতিধারাকে অব্যাহত রাখা ও মন্থা করা টাকার প্রধান কাজ। বাটার প্রথায় অভাবের পারস্পরিক পরিপুরকতা না থাকিলে বিনিময় হইতে পারে না, টাকার প্রচলন ঐরপ আকন্মিকতা হইতে বিনিময়-মাধ্যম প্রথাকে মুক্তি দেয়। পণ্য বিনিময়ের ধারার মধ্যে এইরপে টাকা এক পণ্যের সহিত অপর পণ্য বিনিময়ের মাধ্যমরূপে কাজ করে। দিতীয়ত, টাকা হইল মূল্য পরিমাপের মানদণ্ড বা মূল্যের মাপকাঠি। স্থানের পরিমাপের জন্ম যেরূপ ফুট, গজ, মাইল; কালের পরিমাপের জন্ম দেকেণ্ড,

মিনিট, ঘণ্টা ইত্যাদি; সেইরূপ সমাজে উৎপন্ন বিনিম্যযোগ্য

মানদণ্ড

বহবিধ দ্রব্যসামগ্রীর মূল্যের পরিমাপের জন্ম সাধারণ কোন
মানদণ্ড থাকা প্রয়োজন। অর্থের নামেই সকল দ্রব্যের মূল্যকে পরিমাপ করা হয়।

তৃতীয়ত, সমাজে দেনাপাওনার হিসাব রাখার ব্যাপারে মানদণ্ড হিসাবে কাজ করে টাকা। সমাজের অর্থ নৈতিক কাজকর্মে সকল সমযে নগদ টাকাব লেনদেন না-ও হইতে পারে, বরং আধুনিককালে ঋণেব সাহায্যে ঋণেব মাপকাঠি অর্থ নৈতিক কাজকর্ম চলিতেছে। ঋণের পরিমাণ ও মূল্য সঠিকভাবে স্থির রাখা টাকার অন্যতম প্রধান কাজ। কোন ব্যক্তি যে নির্দিষ্ট পরিমাণ মূল্য বর্তমানে ঋণ গ্রহণ বা প্রদান করিতেছে সে সেই পরিমাণ মূল্যই ফেরৎ পাইবে বা দিবে। টাকা ঋণ প্রদান ও ঋণ-পরিশোধের ভিত্তি হওয়ার ফলে ঋণ লেনদেনের প্রচুব স্থবিধা হইযাছে। ঋণের বাজার স্থাষ্ট হইযাছে, সেখানে প্রচুব পরিমাণে অর্থের ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধ চলিতেছে, উৎপাদন ও যাবতীয় অর্থ নৈতিক কাজকর্মের স্থবিধা হইযাছে। ভবিদ্যতের বাজার ও বর্তমানের বাজাবেব মধ্যে, দ্রবর্তী স্থানের বাজারসমূহের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হইযাছে। টাকাই হইল এইরূপ ঋণ লেনদেনের মাপকাঠি।

চতুর্থত, মৃল্যকে বিশেষ একটি আকারে বা রূপে সঞ্চয করিয়া বাথা অথবা মূল্যের সঞ্চিত রূপ হিসাবে কাজ করা টাকার কাজ। ইহা হইল জমাট বাঁধা ক্রয়শক্তি; ভবিশ্বতে বংযের জন্ম বা বিনিম্মের উদ্দেশ্যে লোকে ইহাকে জমাইযা রাখিতে পারে। এই ক্রয়শক্তি সে অপর কাহাকেও দিতে মূলোব সঞ্চিত রূপ পারে বা নির্দিষ্ট সময়ের জন্ম এই ক্রয়শক্তির উপর অধিকার ছাড়িয়াও দিতে পারে। অন্থ কোন আক্রভিতে এই সপ্প ন্ত বা ক্রণশক্তি পরিবর্তিত করা যায়, রূপান্তরিত করা চলে, তাই টাকাকে বলা হ্য তরল সম্পত্তি (Liquid asset)। সমাজে উৎপন্ন পণ্যের মূল্যসমূহ যেন টাকার আক্রতিতে লোকের হাতে ক্রয়-শক্তির রূপ ধরিয়া জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে – তাই টাকা হইল মূল্যেরই সঞ্চিত রূপ।

টাকার এই সকল কাজ হইতেই প্রাচীন ও আধুনিক সমাজে ইহার গুরুত্ব আমরা উপলব্ধি করিতে পারি। টাকা প্রচলনের দরুণ লোকেরা অর্থ নৈতিক দিক হইতে কেতা ও বিক্রেতা ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়ে। টাকা ব্যবহারের দরণ পারস্পরিক পণ্য বিনিময়ের কাজ বাজার-যোগান ও বাজার-চাহিদায় রূপান্তরিত হয়। জিনিসপত্রের লেনদেন মূলত নৈর্ব্যক্তিক (Impersonal) হইয়া উঠে। পণ্যবিনিময় য়ৄগের তুলনায় এই ব্যবস্থায় বিনিময়ের স্থান-কাল-পাত্রের সীমানা ও নির্দিষ্টতার বাধা অপসারিত হয়। দ্রব্যশুলিকে আর মানুয়ের শ্রমজাত সামগ্রী বলিষা মনে হয় না; মানুয়ের শ্রমনিরপেক্ষ নিজস্ব গতিসম্পন্ন কোন জিনিসপত্র বলিষা ইহারা প্রতিভাত হয়। যোগান, চাহিদা ও বাজারের শক্তিসমূহের ক্রিযাকলাপ দেখা দিতে থাকে। দ্রব্যের অন্তর্নিহিত শ্রমের বদলে অদৃশ্য এই বাজারী শক্তিসমূহ দ্রব্যের দাম নির্ধারণে প্রধান প্রভাব বলিষা মনে হয়। বিনিময় ব্যবস্থার প্রসার ঘটে, দেশের অধিকাংশ দ্রব্যসামগ্রী ও কাজকর্ম বেচাকেনার জন্ম বাজারে উপস্থিত হইতে থাকে। টাকার পরিমাণ বাড়াইলে দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে আয়ের পরিমাণ বিপুল পরিবর্তন আসে, সমাজের শ্রেণীবিন্তাদে প্রভূত পরিবর্তন স্থাতিত হয়।

অর্থের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Money)

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সমাজে যে-সকল ধরনের অর্থ দেখিতে পাওয়া যায উহাদের বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে। প্রথমত, অর্থকে হিসাবী-অর্থ (Money of account) এবং প্রকৃত-অর্থ (Actual money) এই ছুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রকৃত অর্থ হইল, যে-মুদ্রার বা কাগজী নোটের সাহায্যে সমাজে বিনিময়ের কাজকর্ম চলে, যেমন পাউণ্ড, শিলিং, পেন্স অথবা আমাদের দেশে ধাতুর দ্বারা প্রস্তুত টাকা বা কাগজী নোটের টাকা। হিসাবী-অর্থ হইল যে-নামে একটি দেশের অর্থ-নৈতিক কাজকর্ম ও বিনিময়ের লেনদেনের হিসাব রাখা হয়। সব দেশেই এমন একটি নাম থাকে যাহার দ্বারা সমস্ত হিসাব পরিরক্ষিত হয়, যেমন র্টেনে স্টালিং, আমেরিকায ভলার, ফ্রান্সে ফ্রান্ক, রাশিয়ার রুবল্ ইল্যাদি। হিসাবী-অর্থ হইল সেই দেশের অর্থের নাম বা উপাধি মাত্র, প্রকৃত অর্থ হইল যে-বস্তুটি বিনিময়ের মাধ্যেরূপে হস্তান্তরিত হয়। নাম বা উপাধি স্থির ও সমান থাকিতে পারে, আসল অর্থ পরিবর্তিত হইয়া যাইতে পারে। যেমন আমাদের দেশে টাকা এই নামটি হিসাবী-অর্থক্রপে বহুদিন যাবৎ চলিয়া আসিতেহে, 1941 সালের পূর্বে প্রত্যেকটি

প্রকৃত মুদ্রাতে 160 গ্রেন রৌপ্য থাকিত, কিন্তু বর্তমানে প্রকৃত মুদ্রা পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে, ইহা নিকেলে প্রকৃত বা কাগজী নোট।

দ্বিতীয়ত, প্রকৃত অর্থকে ছুই শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে, ধাতব অর্থ (Commodity money) ও প্রতিনিধিস্থানীয় অর্থ (Representative money)। ধাতব অর্থ হইল যাহা ধাতুর ছারা প্রস্তুত এবং যাহার উপরিলিখিত-মূল্য (Facevalue) উহার অন্তর্নিহিত ধাতুর (Intrinsic value) মূল্যের সমান। এই ধাতব অর্থ যেরূপ বিনিম্যের মাধ্যম, তেমনই মলোর সঞ্চয়। কিন্তু প্রতিনিধিস্থানীয় অর্থ বিনিম্যের মাধ্যম হইলেও মূল্যের সঞ্চয় নহে। এই ধাতৰ অৰ্থ ও প্ৰতি-প্রতিনিধিস্থানীয় অর্থকে (যেমন, কাগজী নোট) আবার ছুই নিধিত্বমলক অর্থ বিভক্ত করা যাইতে পারে, ক্লপান্তর-যোগ্য শ্রেণীতে (Convertible) ও রূপান্তরের অ্যোগ্য (Inconvertible)। যদি সেই কাগজী নোট ও প্রতিনিধিস্থানীয় অর্থকে ধাতব অর্থে পরিবর্তিত করা যায় অর্থাৎ যদি আর্থিক কর্ত পক্ষ কাগজী নোটের পরিবর্তে দেশের জনসাধারণকে ধাতব অর্থ দিতে বাধ্য থাকেন, তবে দেই অর্থকে রূপান্তর-যোগ্য প্রতিনিধিস্থানীয় অর্থ বলা যাইতে পারে। অপর পক্ষে, যদি আর্থিক কর্তৃ পক্ষ প্রতিনিধিস্থানীয় অর্থের পরিবর্তে ধাতব অর্থ দিতে বাধ্য না থাকেন, তবে উহাকে অরূপান্তরণীয প্রতিনিধি-স্থানীয় অৰ্থ বলা হইয়া থাকে।

ভৃতীয়ত, অর্থকে আইন-সিদ্ধ অর্থ (Legal tender) এবং ঐচ্ছিক অর্থে (Optional money) বিভক্ত করা যাইতে পারে। আইন-সিদ্ধ অর্থ হইল মাহার দাহায্যে যে-কোনদ্ধপ বিনিময় করা দম্ভব এবং দমাজের দকল ব্যক্তি ঐ অর্থ দেনা-পাওনার ক্ষেত্রে গ্রহণ করিতে বা প্রদান করিতে বাধ্য। আইন যাহাকে অর্থ বিলয়া স্বীকার করে এবং জনসাধারণকে অর্থ হিসাবে মানিয়া লইতে চাপ দেয়, মাহা কেহ অর্থ বিলয়া স্বীকার না করিলে তাহা আইন-বিরোধী কাজ হয়, তাহার নাম আইন-সিদ্ধ মুদ্রা। ইহাকে প্রচলিত প্রধান অর্থও আইন সিদ্ধ অর্থও (Standard money) বলা হয়। ইহা বাতীত সমাজে এচ্ছিক অর্থ । এই অর্থকে আমানতী অর্থও বলা যাইতে পারে। বর্তমান সমাজে বেশির ভাগ লেনদেন নগদ অর্থে হয় না, অন্তত বেশির ভাগ বৃহৎ লেনদেন প্রায়ই চেকের সাহায্যে হইয়া থাকে। লোকে ব্যাঙ্কে যে-অর্থ আমানত রাধে

তাহার ভিন্তিতে চেক কাটিয়। সে দেনা মিটায়। এইক্লপে যে-বিনিময় কাজ চলে তাহার মাধ্যম হইল চেক। আমানতকারীর উপর লোকের আন্থা আছে—এই জন্তই স্ব-ইচ্ছায় পাওনাদার চেক গ্রহণ করে, আইন তাহাকে জোর করিয়া চেক গ্রহণে বাধ্য করিতে পারে না। তাই ইহার নাম ঐচ্ছিক অর্থ। বিভিন্ন ব্যাঙ্কের খাতাতেই হিসাব রক্ষিত হয়, সকল ব্যাঙ্কগুলির পারস্পরিক দেনা-পাওনা কাগজে পত্রেই শেষ হইয়া যায়, ইহার দক্ষণ নগদ অর্থ গুচলনের কোনক্রপ প্রয়োজন হয় না। চেক, যেহেতু বিনিময়ের মাধ্যম, স্বতরাং ইহাও বিনিময়-ক্ষেত্রে প্রায় টাকার কাজ করে।

অর্থ বা টাকার প্রকৃতি (The Nature of Money)

সমাজবদ্ধ সকল মানুষের মধ্যে পারস্পারিক অর্থ নৈতিক সম্পর্ক বিচার করিলে দেখা যায় টাকাকড়ি বা অর্থের লেনদেনই এই সম্পর্কের ভরকেন্দ্র। সমাজের মানুষে মানুষে বহুবিচিত্র সকল প্রকার সম্পর্কের কেন্দ্রন্থল হইল টাকা। অর্থ বা টাকাকড়ির বৈশিষ্ট্য হইতে ইহা দেখা গিয়াছে। প্রথমত, শিল্পোন্নত দেশগুলিতে বেশির ভাগ দেনাপাওনাই টাকা দিয়া মেটানো হয়। জিনিসপত্র বা অপরের

টাকার ছুইটি বৈশিষ্ট ১। টাকাব রূপেই আয় দেখা দেয কাজকর্ম ক্রয় করা, শেয়ার ও বও কেনা, করপ্রদান সমস্ত কিছুই করা হয় টাকার সাহায্যে। এই কথাটির গভীর তাৎপর্য আছে। আমরা সকলে আমাদের সকল আয় পাই

টাকার মাধ্যমে: আমরা টাকা আয় করি এবং টাকাই বয়ে

করি। অপর কাহারও নিকট কোন-না কোন উপকরণ বিক্রয় করিয়াই আমাদের আয় হয়, তাই টাকার বিনিময়ে বিক্রয় করিয়া আমাদের আয় হয় টাকা। দ্বিতীয়ত, যত রকম বিভিন্ন পদ্ধতিতে লোকে তাহাদের সম্পদ হাতে রাখে, তাহার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ উপায় হইল এই টাকা। শিক্ষোন্নত দেশগুলিতে প্রায় প্রতিটি ব্যক্তির কিছু-না-কিছু পরিমাণ টাকা হাতে আছে, কম হউক বা বেশি হউক।

সমাজে বহু রকমের সম্পদ আছে, যেমন ঘর বাড়ি, জায়ণা-জমি, খনি-কারখানা, শেয়ার, বও প্রভৃতি। কোন ব্যক্তির হাতে এই সকল বিষয় থাকিলে তাহার

২। ইহাদাবি বা অধিকাব প্রকাশ করে মনে হয় যে, সেই দ্রব্যটি বা অপর কোন কিছুর উপর তাহার অধিকার আছে। টাকাও এক ধরনের সম্পদ, ইহারও মৃল কথা হইল অধিকার বা দাবি (claim)। কাগজের নোট হাতে থাকিলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর দাবি থাকে, আবার

চেক বই হাতে থাকিলে ব্যাঙ্কের উপর দাবি থাকে। অবশ্য উভয়ের মধ্যে পার্থক্য

আছে। নগদ টাকা সকলে লইতে রাজি, কিন্তু পরিচিত লোক ছাড়া অন্ত কেছ বিনা বিধায় চেক লইতে রাজি নয়। উপরন্তু, দাবি বা অধিকার বলিলে আর একটি কথা বোঝা যায়। টাকাব সাহায্যে যে-কোন জিনিস কেনা যায় বলিয়া আমরা বলিতে পারি যে, টাকা হাতে থাকিলে সমাজের সকল প্রকার দ্রব্যের উপর অধিকার বা দাবি জন্মায়। অর্থের বা টাকার সংজ্ঞা হিসাবে আমরা তাই বলিতে পারি, সমাজের সকল প্রকার বিনিম্যযোগ্য দ্রব্যের উপর সাধারণভাবে যে-জিনিসটির দাবি বা অধিকার আছে, তাহাই টাকা।

টাকা বা অর্থের প্রকৃতি বৃঝিতে হইলে টাকা ছাড়া সমাজের অস্থান্থ প্রকার সম্পদের কথাও অল্প আলোচনা করা দবকার। টাকা ছাড়া সমাজে আরও কতকগুলি জিনিসের মধ্যে এই অধিকার বা দাবি আছে। এক ব্যক্তির হাতে

এই দাবি বা অধিকাব আবও কিছুব মধ্যে দেখা যায যদি এমন একটি কাগজ বা দলিল থাকে যাহার সাহায্যে সে অল্প কিছুদিনের মধ্যে অন্থ কোন ব্যক্তির নিকট হইতে কিছু পরিমাণ টাকা পাইবে, তাহা হইলে সেই দলিলটি নিশ্চয় এক ধরনের সম্পদ। ইহা টাকা নয়, কারণ সমাজের

সর্বসাধারণ লেনদেনের ক্ষেত্রে সেই দলিলটি গ্রহণ করিতে না-ও রাজি হইতে পাবে। তাহা ছাড়া, এই সকল দলিল বা ঋণপত্র হইতে এক ধরনের আয় পাওযা যায় তাহাকে স্থদ বলে।

যে-সকল দলিল বা ঋণপত্র হইতে হৃদ পাওয়া যায, তাহাদের মধ্যে ছুই ধরনের ঋণপত্র সম্পর্কে একটু বিশদভাবে আলোচনা করা দরকার, ইহারা হইল বিল এবং বগু। যে-সকল ঋণপত্রের নাম বিল, তাহাতে লেখা থাকে নির্দিষ্ট কিছুকাল পরে (সাধারণত 3 মাস) উল্লিখিত কিছু পরিমাণ টাকা দেওযা হইবে। হুদের হার দম্পর্কে বিলে কোন কিছু লেখা থাকে না। লেখা না থাকিলেও হুদের হারের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই, তাহা নয়। 1000 টাকার একটি বিল যদি আমি 990 টাকা দিয়া ক্রয করি, তবে এই 990 টাকা খাটাইযা তিনমাস পরে আমার 10 টাকা বেশি আয় হইল। ইহাই হুদ। আমরা হিসাব করিয়া

বলিতে পারি যে, তিনমাসে 1%-এর অল্প একটু বেশি বিল ও বঙ কাহাকে বলে স্থাদের হারে আমি টাকা খাটাইলাম। বণ্ডের •বিষয় একটু পৃথক। এইরূপ দলিলে লেখা থাকে যে, নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে সাধারণত এক বছরের শেষে, নির্দিষ্ট কিছু পরিমাণ টাকা স্থদ হিসাবে এই দলিলের মালিক পাইবে। এই প্রতিশ্রুতি কয়েক বছরের জন্ত দেওয়া হইতে পারে, তাহার পরে যে-মূলধন ঋণ লওয়া হইয়াছিল উহা ফেরৎ দেওয়া হয়। মাবার এই প্রতিশ্রুতি অনির্দিষ্ট কালের জন্মও হইতে পারে।

বিল ও বণ্ডের মধ্যে এই পার্থক্য হইতেই জানা যায় সমাজে কত বিচিত্র ধরনে স্থাদের উদ্ভব হয়; এবং স্থদ প্রদানশীল এই দলিলগুলি কত স্থাদ্মভাবে শ্রেণীবিভক্ত। প্রথমত, বিল ও বণ্ড হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ঋণের উপর স্থদ দিবার প্রতিশ্রুতি ছুইটি ধরনে প্রকাশ করা যাইতে পারে—ঋণ পরিশোধের মধ্যে ইহা

লুকানো থাকিতে পারে (যেমন বিলের ক্ষেত্রে); অথবা ইংলাদের মধ্যে পৃথকভাবে ইংলা উল্লিখিত থাকিতে পাবে (যেমন বণ্ডের ক্ষেত্রে)। দ্বিতীযত, ঋণ পরিশোধ পাইবার জন্ম ঋণ-দাতাকে কতদিন অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হুইবে দেই বিষয়েও ইহাদের মধ্যে বিপুল পার্থক্য দেখা যায়। বিলকে সাধারণত গণ্য কবা হ্য স্কল্পকালীন ঋণ বলিয়া, আর বণ্ডকে গণ্য করা হ্য দীর্ঘকালীন ঋণ হিসাবে। সাধারণত স্থাবিধার জন্ম এক বৎসরের মধ্যে পরিশোধ্য ঋণকে স্কল্পকালীন ঋণ বলে।

বিল ও বণ্ড ছাড়াও, আধুনিক সমাজে আর এক গুরুত্বপূর্ণ ধরনের দাবি বা অধিকার দেখা দিয়াছে, উহারা হইল শেয়ার বা স্টক। কোন একটি কোম্পানীর সম্পত্তির উপর মালিকানার অংশীদারত্ব স্বীকার করিয়। এই শেয়ার-গুলি সর্বসাধারণের ক্রয়ের জন্ম বাজারে ছড়ানো থাকে; ইহাদের ক্রয় করিলে কোম্পানীর কিছু পরিমাণ মুনাফার উপর অধিকার বা দাবি জন্মায়। শেয়ার হইতে আয় সম্পূর্ণ অনিশ্চিত, কোম্পানীর পরিচালনার সাফল্যের উপর নির্ভর করে আয় হইবে কি না, এমন কি মূলধনের বাজার-মূল্য করায় থাকিবে কি না। এই সকল শেয়ারের ক্রয় সম্পর্কে তাই ঝুঁকি লইতে হয়, বিভিন্ন রক্মের শেযার থাকে বিলয়া কেউ কম বা কেউ বেশি ঝুঁকি লইতে পারেন।

ইহা ছাড়াও সমাজে বহু প্রকার সম্পত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা বহু
বিভিন্ন রূপ ধারণ করে, যে-রূপ ধারণ করিলে মালিকের
এই সকল ছাড়া বহুবিধ স্থবিধা হয়, ইহারা সেইরূপে অবস্থিত থাকে, যেমন
রূপে সমাজে সম্পদ
অবস্থান করে ঘরবাড়ি, যন্ত্রপাতি, জায়গা-জমি, রাস্তাঘাট প্রভৃতি। সমগ্র
দেশের দিক হুইতে দেখিতে গেলে সমাজের মোট সম্পদ

এই সকল বিভিন্ন রূপ লইয়া অবস্থান করে।

টাকা (money); বিভিন্ন প্রকার দাবি ও অধিকার (claims); এবং এই সকল সম্পত্তি (assets) — ইহা ছাড়া, আর এক ধরনের সম্পদ (wealth) আছে, যাহাদের উল্লেখ না করিয়া পারা যায় না। ইহাদের কোন বাস্তব রূপ নাই, ইহারা অশরীরী সম্পত্তি (incorporeal assets), যেমন ব্যবসাযের স্থনাম (good will), সরকারী মালিকানা স্বীকার (patent) কতকগুলির আবার বাস্তব রূপ নাই rights), ব্যক্তির দক্ষতা ও জ্ঞান প্রভৃতি (skill and knowledge)। এই সকল বিষয়কে কেবলমাত্ত উহার মালিকের দৃষ্টিতে দেখিলেই সম্পদ বলা চলে; সমগ্র সমাজের দৃষ্টিভংগী অনুযায়ী ইহাদের আমরা মোট সম্পদের অন্তর্ভুক্ত করিতে পারি না।

আর্থিক বিশ্লেষণের তাৎপর্য (Significance of Monetary Analysis)

ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীর। মনে করিতেন যে, অর্থসংক্রান্ত ঘটনাসমূহ
সমাজের প্রকৃত ঘটনার রূপ ও গতি-প্রকৃতিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে; বিনিময়কাঠামোর প্রকৃত গতিবিধি অর্থরূপ পর্দার অন্তরালে ঘটিয়া থাকে। তাঁহারা
তাই প্রধানত উৎপাদন, বিনিময় ও ভোগ-কার্যের উপর গুরুত্ব আরোপ
করিয়াছিলেন। তাঁহারা ধরিয়া লইয়াছিলেন, যোগান ও চাহিদার প্রাকৃতিক
নিয়মসমূহ অর্থের দ্বারা প্রভাবান্থিত হয় না, অর্থ এই সকল
নিয়মসমূহ অর্থের দ্বারা প্রভাবান্থিত হয় না, অর্থ এই সকল
নিয়মের স্বাভাবিক গতিকে রুদ্ধ বা বিকৃত করিতে পারে না;
অর্থ নৈতিক আচরণ (economic behaviour) নিরূপণকারী এই সকল মৌলিক
নিয়মসমূহ আর্থিক বিষয়ের দ্বারা বিচলিত হয় না।

এইরূপ ধারণা থাকার মূল কারণ হইল, তাঁহারা অর্থের নিজস্ব মূল্য অপরিবর্তিত মনে করিতেন। বলা চলে, তাঁহারা কার্যত অর্থের মূল্যকে স্থির বা অপরিবর্তনশীল ধরিয়া লইতেন। অর্থের মূল্য বা ক্রয়ক্ষমতা অর্থাৎ সমাজের সামগ্রিক দামন্তর স্থির ধরিয়া লইলে আর্থিক বিশ্লেষণের কোন প্রয়োজন থাকে না, অর্থের অন্তিত্ব অগ্রাহ্থ করিয়া পৃথকভাবে কোন একটি দ্রব্যের দাম বা ফার্ম বা শিল্পের ভারসাম্যাবস্থা বিশ্লেষণ করা সম্ভবপর হয়।

আধুনিক ধনবিজ্ঞানের ধারণা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত, অর্থের মূল্য কথনই স্থির থাকে না, দাম-স্তর সর্বদাই অস্থির ও চঞ্চল, ইহা ধরিয়া লুইয়াই আধুনিক কালের আর্থিক তত্ত্বসমূহ গড়িয়া উঠিয়াছে। অর্থের মূল্য আধুনিক ধারণা বা দামস্তরের ভারসাম্য যে-সকল বিষয়ের উপর নির্জর করে, অর্থাৎ আর্থিক ভারসাম্যের (Monetary equilibrium) শর্ত-নির্দ্ধণ বর্তমান যুগের আলোচনায় অন্ততম প্রধান অংশ গ্রহণ করে। অর্থের মূল্যকে অন্থির ও চঞ্চল গণ্য করিয়াও তাহাকে স্থির ও অচঞ্চল রাথার প্রয়াদ আধুনিক ধনবিজ্ঞানে আর্থিক তত্ত্বের লক্ষ্য।

আধুনিক সমাজের অর্থ নৈতিক কাঠামোতে গতিশীলতা আনিয়া দেওয়া ব্যাপক অর্থ-ব্যবহারের প্রধান ফল। বর্তমান ও ভবিশ্বতের মধ্যে সেতু বন্ধন অর্থের অন্থতম প্রধান কাজ এবং ইহারই ফলে সমাজে এই গতিশীলতার স্থাষ্টি হয়। ভবিশ্বতের দামস্তর বা অর্থের মূল্য সম্বন্ধে ধারণা বর্তমান কালের অর্থ নৈতিক কাজকর্মকে বিশেষভাবে প্রভাবান্থিত করে। অর্থের ক্রয়ক্ষমতার পরিবর্তন সমগ্র সমাজের মোট উৎপাদন, মোট কর্মনিয়োগ, মোট আয়, ব্যয়, সঞ্চয় ও বিনিয়োগকে পরিবর্তিত করিয়া সমাজের অর্থ নৈতিক কাঠামোতে আমূল পরিবর্তনের স্থচনা করিতে পারে। সমাজের বহু সমস্যা দূরীকরণে সাহায্য করে এই অর্থ; এবং তাই আর্থিক নীতি ও কৌশল (Monetary policy) অর্থ নৈতিক নীতি ও কৌশলের (Economic policy) অবিক্রেছ অংশ। আধুনিক ধনবিজ্ঞানীগণ অর্থের মূল্যকে এক্ষপভাবে নিযন্ত্রণ করিতে চাহেন, যাহাতে সমাজে উৎপাদন, পূর্ণ কর্মসংস্থান বা অর্থ নৈতিক ক্ষম্বন্ধির পথ প্রশস্ত হয়।

কিন্তু আর্থিক তত্ত্বালোচনা যতই গুরুত্বপূর্ণ হউক না কেন, ইহা প্রধানত সক্লকালীন বিশ্লেষণ, কারণ স্বল্পকালেই আর্থিক শক্তিগুলির প্রভাব তীব্রভাবে অনুভব করা যায়, দামস্তর এবং আয়স্তর বিশেষভাবে অর্থন ভূমিকা উঠানামা করে। সমগ্র সমাজের অর্থ নৈতিক ক্রমবৃদ্ধির (Economic growth) দীর্ঘকালীন বিশ্লেষণে আর্থিক তত্ত্বসমূহের গুরুত্ব অন্তান্থ বিষয়ের তুলনায় অনেক কম; উহার আলোচনায় যন্ত্র-কোশলগত (Technological), প্রতিষ্ঠানগত (Institutional) এবং কাঠামোগত (Structural) বিষয়ের পরিবর্তন প্রধান বিবেচ্য বিষয়।

ইহাও মনে রাখা দরকার যে, আর্থিক পদ্ধতিসমূহ অন্তান্ত অনার্থিক (non-monetary). পদ্ধতিসমূহের সাহায্য লাভ ব্যতীত কোন সময়েই অর্থ নৈতিক সমস্তার সমাধান করিতে পারে না। শুধু আর্থিক ও কর-কৌশল (Monetary and fiscal policies) সমাজের সকল মৌলিক সমস্তার মূলোদ্ঘাটন ও সমাধান করিতে পারে না। রবার্টদন বলিয়াছেন, "সমাজের প্রকৃত অর্থ নৈতিক আপদ

(economic evils) হইল অপ্রচুর উৎপাদন এবং অসম বন্টন. ইহারা নিছক আর্থিক মলমের প্রয়োগে দূর হইবার নয"। স্থতরাং আধুনিক ধনবিজ্ঞানীগণ যতই শুধু আর্থিক সমস্থার উপর গুরুত্ব আরোপ করুন-না-কেন, সমাজের মৌলিক ও প্রকৃত শক্তিসমূহের গতিপ্রকৃতি নির্ধারণে অর্থের বিশ্লেষণকে প্রধান স্থান দেওযা চলে না।

অনুশালনী

- 1. What is money? Discuss its chief functions.
- 2. What were the difficulties of Barter Economy? How money has facilitated economic transactions?
 - 3. Money has been classified in your text book as follows:
 - (i) Standard money.
 - (ii) Representative money.
- (iii) Credit money:—(a) Token money, (b) Government Notes,(c) Bank Notes. Explain and illustrate this classification.
 - 4. Define Money. "There are different degrees of money." Explain.
 - 5. Discuss the Significance and role of Money in a modern economy.

আর্থিক ব্যবস্থা

Monetary Systems

যে পদ্ধতিতে কোন দেশের অর্থ প্রচলিত রাখা হয় এবং তাহার পরিমাণ ও
মূল্যকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়, তাহাকে আর্থিক ব্যবস্থা বলে। সাধারণভাবে
বলিতে গেলে তিনপ্রকার আর্থিক ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া
আর্থিক ব্যবস্থা
আর্থিক ব্যবস্থা
যায়; একধাতুমান, বিধাতুমান এবং কাগজীমান। একধাতুভহা কয় প্রকাব মান ব্যবস্থায আইনসিদ্ধ মূদ্রা স্বর্ণ বা রৌপ্য দারা প্রস্তুত হয়।
প্রস্বপ ব্যবস্থায ইহাকে হয় স্বর্ণমান অথবা রৌপ্যমান বলা হয়।
দ্বিধাতুমান অবস্থায স্বর্ণ ও রৌপ্য উভ্য ধাতুদারা প্রস্তুত দুই প্রকার মূদ্রা প্রচলিত
থাকে; ইহাদের মধ্যে পারস্পরিক বিনিময়-হার সরকারীভাবে নির্দিষ্ট থাকে।
কাগজীমান অবস্থায কাগজের নোটসমূহ আইনসিদ্ধ অর্থক্বপে সমাজ-দেহে

ষিধাতুমান (Bimetallism)

প্রচলিত থাকে।

শিধাতুমানের কথেকটি বৈশিষ্ট্য আছে। ইহাতে ছুইটি ধাহুব খারা প্রস্তত্ত মুদ্রা আইনসিদ্ধ ভাবে প্রচলিত থাকিবে যেমন (দোনা ও ক্লপা); সরকারী-ভাবে নির্দিষ্ট বিনিমথ-হাব অনুষাধী ইহাদের পারস্পরিক বিনিময় হইবে; দেশে মুদ্রাঘন (coinage) প্রচলিত থাকিবে, অর্থাৎ দোনা এবং ক্লিপা লইষা ট কশালে গেলে কোন খরচ না লইয়া বা অতি অল্প ব্যযে মুদ্রা প্রস্তুত করা সবকারী নীতিসম্মত। যথন এক্লপ নিষম থাকে যে, একটি ধাতু মুদ্রায়নের জন্ম গৃহীত হয় এবং অন্ত ধাতুটি গৃহীত হয় না; তথন তাহাকে খঞ্জমান (Limping Standard) বলা হয়।

ধিধাতুমানের বছ স্থবিধা আছে। প্রথমত, স্থামান বা রৌপ্যমানের তুলনায় এই ব্যবস্থায় দামস্তর অধিকতর স্থির থাকে। দেশের ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থের পরিমাণ বাড়ানো সহজ হয়, কারণ কোন একটি ধাতুর যোগান কম পড়িলে অন্ত ধাতুর দ্বারা প্রস্তুত মুদ্রার পরিমাণ হুবিধা বাড়ানো যায়। অথবা, যখন কোন একটি ধাতুর যোগান বুদ্ধি পাইতেছে তথন অপর ধাতুটির যোগান কমিয়া যাইতে পারে, ফ**লে মুদ্রাক্ষীতির** সম্ভাবনা এড়ানও সম্ভবপর। শুধু স্বর্ণমান প্রচলিত থাকিলে, পৃথিবীর সকল দেশেই স্বর্ণের প্রয়োজন বেশি হইত। এই অবস্থায় স্বর্ণের যোগান পর্যাপ্ত না হইবার সম্ভাবনা; ফলে দামস্তর নামিয়া আসিতে পারে এবং ব্যবসায় সংকট শুরু হইতে পারে। দেশের বাণিজ্যিক ব্যাক্ষণুলির পক্ষে ইহা স্থবিধাজনক, কারণ তাহার। যে-কোন ধাতুর সাহায্যে নিজেদের নিমত্য জমার ভাণ্ডার রক্ষা করিতে পারে। দ্বিতীয়ত, রৌপ্য-উৎপাদনকারী দেশসমূহ বৌপ্য বিক্রয় করিতে না পারিলে নিজেদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী বিদেশ হইতে ক্রয় করিতে পারিত না; তাই রৌপ্যের অর্থগত ব্যবহারের ফলে তাহাদের আর্থিক অবস্থা ভাল থাকিতে পারে। এই যুক্তি একসময়ে দ্বিবাতুমানের স্বপক্ষে প্রবলভাবে প্রচারিত হইল। তৃতীয়ত, আন্তর্জাতিক **থি**ধাতুমান আপনাআপনি বৈদেশিক বিনিময় হার স্থির রাখে, কারণ স্বর্ণ ব্যবহারকারী দেশসমূহ এবং রৌপ্য ব্যবহারকারী দেশসমূহের মধ্যে নির্দিষ্ট হারে ধাতু-বিনিময় সম্ভবপর হইয়া থাকে। যেহেতু পুথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে স্বর্গ ও রৌপ্যের বিনিময়-হার নির্দিষ্ট থাকে, সেই কারণে বৈদেশিক বিনিময় হারও স্থির থাকে।

দ্বিধাতুমানের অস্থবিধা হইল, যদি ছুইটি ধাতুর উৎপাদন ও যোগান পরস্পর-বিরোধী দিকে না হইয়া একই দিকে ধাবিত হয়, তাহা হইলে ফলে হয় প্রবল মূলাস্ফীতি নতুবা প্রবল মূলাসঙ্কোচন ঘটিবে। দ্বিতীয়ত, ক্ষর্ববিধা
কোন একটি নির্দিষ্ট দেশের পক্ষে দ্বিধাতুমান বজায় রাখা শক্ত, কারণ গ্রেশামের নিয়ম অনুযায়ী শর্ণ বা রৌপ্যের বাজার-মূল্য সরকারী মূল্য হইতে পৃথক হইলে 'নিরুষ্ঠ' অর্থ (অর্থাৎ বাজারে যাহার মূল্য কমিয়া গিযাছে) বা এইরূপ ধাতু মূলা 'উৎকৃষ্ঠ' অর্থকে, (অর্থাৎ বাজারে যাহার মূল্য বাড়িয়া গিয়াছে) এইরূপ ধাতুমূলাকে বাজার হইতে অপসারিত করে। ছুইটি ধাতুমূলা লইয়া ফাটকাদারি বৃদ্ধি পায়, দেশের বিনিময়-কাঠামো বিপর্যন্ত হইয়া পড়ে। স্বতরাং দেখা যায় যে, কার্যন্ত একধাতুমান প্রচলিত থাকে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সকল দেশ যদি দ্বিধাতুমান গ্রহণ করে, তবেই ইহার সাফল্য সম্ভবপর। আধুনিক কালে দ্বিধাতুমান ব্যবস্থা কোথাও প্রচলিত নাই এবং ভবিষ্যুতেও প্রচলিত হওয়ার সম্ভাবনা কমিয়া গিয়াছে। কাগজী অর্থের বছল ও ব্যাপক প্রচলন রৌপ্যের পুনর্থীকরণের (Remonetisation of silver) সম্ভাবনা বিশেষভাবে ক্যাইয়া দিয়াছে।

বোশামের নিয়ম (Gresham's Law)

ইংলণ্ডে টিউডাব রাজবংশেব স্বেচ্ছাচারী রাজবৃন্দ নিরুষ্ট মুদ্রা বাজারে প্রচলন করিয়াছিলেন। এলিজাবেথ বাণী হইযা ওই নিরুষ্ট ধরণের মুদ্রাগুলিকে অসন্মানজনক বিবেচনা করিয়া উৎকৃষ্ট ধরণের মুদ্রা প্রচলিত করিতে চাহিলেন। কিন্তু তিনি যতই উৎকৃষ্ট মুদ্রা বাজারে ছড়ান না কেন, উৎপত্তি
নিরুষ্ট মুদ্রাগুলি প্রচলিত হইতে লাগিল, উৎকৃষ্ট মুদ্রাসমূহ

নিরুপ্ত মুদ্রাপ্তলি প্রচলিত হইতে লাগিল, উৎরুপ্ত মুদ্রাসমূহ বাজার হইতে অন্তর্হিত হইষা গেল। বাণী বাব বাব চেপ্তা কবিষাও উৎরুপ্ত মুদ্রাকে বাজাবে প্রচলিত কবিতে পারিলেন না, অবশেষে তাঁহার আর্থিক উপদেষ্টা টমাস গ্রেশামকে ইহার কাবণ দর্শাইতে বলিলেন। গ্রেশাম এই ঘটনাব যে-কারণগুলি দেখাইলেন, তাহাই পবে গ্রেশামের নিষম নামে প্রিচিত হইল।

প্রেশামের নিযম হইল, কোন সমাজে যদি উৎরুষ্ট ও নিরুষ্ট ধরনের অর্থ
পাশাপাশি প্রচলিত থাকে, তবে নিরুষ্ট নর্প উৎরুষ্ট অর্থকে প্রচলন ধারা হইতে
অপসাবিত করিয়া দেয়। যদি গুণ বা মূল্যেব দিক হইতে পূথক একটি উৎরুষ্ট
ও একটি নিরুষ্ট প্রকাব অর্থ একই সঙ্গে আইন-সিদ্ধ অর্থ
নিযম
হিসাবে বাজাবে ছাড়িখা দেওয়া হয়, তবে কিছুদিন পরে দেখা
যাইবে উৎরুষ্ট প্রকাব অর্থ আর প্রচলন-ধারার মধ্যে নাই, নিরুষ্ট প্রকার অর্থ-ই
সমাজেব সকলের মধ্যে হস্তান্তবিত হইতেছে। 'যখন উভ্যেই সীমাহীনভাবে
আইনসিদ্ধ, তখন নিরুষ্ট-প্রকার অর্থ উৎরুষ্ট-প্রকার অর্থকে প্রচলন ধার। হইতে
অপসাবিত করিবে "—সংক্ষেপে ইহাই হইল গ্রেশামেব নিয়ম।

এই নিশ্বমে অর্থের উৎকর্ষ বা নিরুপ্টতা সম্বন্ধে ব্যাখ্যা প্রয়োজন। নিরুপ্ট অর্থ বলিতে অচল মুদ্রা বা অর্থ বুঝায় না। গুণ বা ধাহুগত মূল্যে দিক হইতে যাহার মূল্য অপরের তুলনায় কম, তাহাকেই তুলনামূলকভাবে নিরুপ্ট বলা যাইতে পারে। যেমন, যথন দেশে কেবলমাত্র স্বর্ণ বা রৌপ্য নির্মিত মূদ্রার

প্রচলন থাকে তখন প্রাতন, ঘষা, ক্ষয়প্রাপ্ত মুদ্রাপ্তলি তুলনামূলকভাবে নৃতন পরিমাণে বেশি ধাতুযুক্ত, এখনও পর্যন্ত ক্ষয়প্রাপ্ত হয় নাই, এইরূপ উৎকৃষ্ট অর্থের তুলনায় নিরুষ্ট । যথন ধাতব মুদ্রা এবং কাগজী নোট পাশাপাশি প্রচলিত থাকে, তখন যেহেতু কাগজী তর্থের বন্ধগত মূল্য কম, সেই হেতু তাহারা নিরুষ্ট । যথন সমাজের আথিক কাঠামো দ্বি-ধাতুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত তখন তুইটি ধাতু-মুদ্রার বাজার-দর এবং সরকারী দরের তারতম্য অনুযায়ী যাহার মূল্য কম তাহা নিরুষ্ট ।

কি-ভাবে এই নিরুষ্ট-প্রকার অর্থ উৎরুষ্ট-প্রকার অর্থকে বাজার হইতে অপসারিত করে ? কি-কারণে উৎরুষ্ট এর্থ দেশের প্রচলন-ধারা হইতে অন্তর্হিত হইয়া যায় ? তিনটি কারণের সাহায্যে এই ঘটনাটিকে ব্যাখ্যা করা হইযাছে। প্রথমত, স্বর্ণ বা রৌপ্যের ধাতু হিসাবে মূদ্রাতে ব্যবহৃত হওয়া ব্যতীত আরও অনেক ধরনের অনার্থিক (non-monetary) ব্যবহার আছে। উৎরুষ্ট ধরণের মূদ্রাগুলির ভিতরে ধাতুর পরিমাণ বেশি থাকায় লোকে সেইগুলি সর্বাপেকা পূর্বে গলাইয়া ফেলিবে। দ্বিতীয়ত, বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিদেশী রপ্তানীকারীগণ মূদ্রার ভিতর ধাতুর পরিমাণ অন্থযায়ী অর্থ গ্রহণ করিবে; স্থতরাং, যে-সকল মূদ্রার মধ্যে ধাতুর পরিমাণ বেশি, সেইগুলি অর্থাৎ উৎরুষ্ট অর্থগুলি দেশেব বাহিরে চলিযা যাইবে। তৃতীয়ত, লোকের স্বভাব হইল উৎরুষ্ট-প্রকার অর্থ যতক্ষণ সম্ভব নিজেদের নিকট রাখিয়া দেওয়া; বিনিময ক্ষেত্রে নিরুষ্ট-প্রকার অর্থ-ই তাহারা প্রথমে চালাইবার চেষ্টা করিবে। স্থতরাং, উৎরুষ্ট অর্থ লোকের জিন্মায থাকিবে, প্রচলন-ধারা হইতে অন্তর্হিত হইয়া যাইবে, এবং নিরুষ্ট ধরনের অর্থ প্রচলিত হইতে থাকিবে।

এই নিয়ম যাহাতে বাস্তবক্ষেত্রে কার্যকরী না হয, সেই উদ্দেশ্যে আধুনিক কালের আর্থিক কর্তৃপক্ষ সর্বদাই পুরাতন, ক্ষয়প্রাপ্ত মুদ্র। বা নোটকে বাজাব হইতে অপসারিত করিয়া নতুন উৎকৃষ্ট ধরনের অর্থ প্রচলন-ধারার মধ্যে ছাড়িয়। দেন।

বাস্তবক্ষেত্রে ছুইটি বিশেষ অবস্থায় এই নিয়ম কাষকরী হইবে না। যদি উৎগ্রন্থ ও নিরুপ্ত উভয় প্রকার অর্থের মোট পরিমাণ, সমাজের বিনিময়-কাষে মাধ মের নিকট প্রয়োজনের তুলনায় কম হয তবেঁ এই নিয়ম সীমাবদ্ধত।

কার্যকরী হইবে না। দ্বিতীয়ত, যদি নিরুপ্ত অর্থ এতই নিরুপ্ত হয় যে লোকে ইহা মোটেই গ্রহণ করিতে চাহিতেছে না, তবে বাধ্য হইযাই উৎক্ত অর্থ প্রচলন-ধারার মধ্যে চলিতে থাকিবে।

ম্বৰ্ণমান (Gold Standard)

যথন কোন দেশের প্রধান আইনসিদ্ধ অর্থ হইল সোনার দ্বারা প্রস্তুত মুদ্রা এবং এক্লপ কাগজী অর্থ যাহার বিনিময়ে সরকারী মুদ্রা-দপ্তর হইতে নির্দিষ্ট হারে সোনা পাওয়া সম্ভবপর, তখন সেইরূপ আর্থিক ব্যবস্থাকে স্বর্ণমান কাহাকে বলে বলা হয়। পৃথিবীতে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু হইবার সময় হইতে সোনা প্রধান বিনিময়ের মাধ্যম হিসাব প্রচলিত হইতেছে এবং বহুদেশ নিজেরা স্বর্ণমান গ্রহণ কবায আন্তর্জাতিক বাণিজ্যেও স্বর্ণের সাহায্যে লেনদেন চলিত। অর্থের ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফলেই পৃথিবীতে এককালে স্বর্ণমানের উদ্রব ও প্রচলন হইযাছিল।

স্থানা প্রচলিত থাকায় স্থা ও অর্থের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল; স্থাপর পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে দেশে অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইত, স্থাপর পরিমাণ কমিয়া গোলে অর্থের পরিমাণও ব্রাস পাইত। স্থাপর পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে, হয় সেই স্থাপর দ্বাবা মুদ্রা প্রস্তুত হইত অথবা সেই স্থাপ্রে মজুত করিয়া ব্যাহণ্ডলি দেশে ঋণগত অর্থের (Credit Money) পরিমাণ বাড়াইয়া দিত। কেন্দ্রীয় ব্যাহ্রের মুদ্রানীতি এমনভাবে পরিচালিত হইত যাহাতে স্থাপর যোগান বৃদ্ধি পাইলে অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে পাবে, এবং স্থাপর যোগান কমিলে অর্থের যোগানও কমিয়া যাইতে পাবে।

পৃথিবীব বিভিন্ন দেশে এইরূপ স্বর্ণমান প্রচলিত থাকিলে ইহা স্বযংক্রিয মানরূপে (Automatic Standard) বিভিন্ন দেশের দামন্তর ও লেনদেন বংলাব্দের (Balance of Payments) ভারসাম্য বক্ষা কবে। প্রত্যেকটি দেশের বৈদেশিক বিনিম্য-ছাবে ভারসাম্য আপনা-আপনি রক্ষিত হয। এই স্বয়ং-ক্রিয়তা (Automatism) স্বর্ণমানের প্রধান বৈশিষ্ট্য ও উৎকর্য বলিয়া পরিগণিত হইত।

যদি এইরূপ অবস্থায় কোন দেশেব লেনদেন বালান্স প্রতিকূল (unfavourable) হইয়া উঠে, অর্থাৎ রপ্তানির তুলনায় অামদানি অধিক হয়, তবে সেই দেশ হইতে স্বর্ণ বাহিরে চলিয়া যাইবে। স্বর্ণের পরিমাণ কম হওয়ায় দেশে মুদ্রা সঙ্কোচন (Currency Contraction) ঘটিবে, স্প্রানের স্বয় ক্রিয় দামস্তর নামিয়া আসিবে। অপরপক্ষে, যে-দেশের প্রতি-পদ্ধতি লেনদেন ব্যালান্স অনুকূল (favourable) হইয়াছিল, সেই দেশে স্বর্ণ প্রবেশ করিবে, মুদ্রাপ্রসার (currency expansion) ঘটিবে,

এবং দামন্তব উধের উঠিবে। তুই দেশেব দামন্তব এইক্লপ পবিবর্তিত হইলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যেব গতি ও পবিমাণে পবিবর্তন আদিবে। যে-দেশেব দামন্তব কম, ক্রমে সেই দেশ অবিক বপ্তানি কবিতে সক্ষম হইবে ও ম্বর্ণ ফি বিযা পাইবে; যে-দেশেব দামন্তব অবিক, তাহাব বপ্তানি কমিবে এবং ম্বর্ণ দেশেব বাহিবে চলিয়া যাইবে। পুনবায় মর্ণেব আনাগোনা শুক হইবে, এবং ক্রমে তুই দেশেব দামন্তব এক্লপ অবস্থায় আদিবে যথন স্বর্ণেব আনাগোনা বন্ধ হইয়া গিয়াছে, বৈদেশিক বাণিজ্যেব দক্ষণ সেনদেনেব মাবফত পৃথিবীব স্বর্ণ বিভিন্ন দেশে বন্টিত হইয়া থাকিবে।

স্বৰ্ণমান ব বস্থাৰ এই স্বধ্-ক্ৰিয় ভাৰদাম। সাধনেৰ কাৰণ দ্বুই দিক হইতে দ্থা চেনেঃ ব্যাঙ্কিণ-প্রতিক্রিয়া ও গুণক-প্রতিক্রিয়া। দেশ হইতে স্বর্ণ বাহিব रहेगा श्रात्न अर्थन योगान द्वान भारेरन, करन स्टानन हान नृष्कि भारेरा थाकिरन, ব্যাস্কণ্ডলি তাহাদেব ঋণণানের পরিমাণ ও নাতি দংকুটিত কবিবে। স্বৰ্ণ প্রবেশ কৰিতে থাকিলে ইহাৰ বিপৰীত প্ৰতিক্ৰিয়া হইলে অৰ্থা: টাকাৰ যোগান বৃদ্ধি পাইবে, স্থানের হার হাস পাইবে, বাঙ্কগুলি তাহাদের ঋণদানের পরিমাণ ও নীত প্রদাবিত কবিবে। এই বাঞ্চি প্রতিক্রিয়াব কিছুটা প্রবিশেষ প্রভাব আহে (palliative effects), তাহা আমাদেব মনে বাখা দবকাব। স্থানেব হাব বাডিলে স্বৰ্ণক্ষণীৰ পেশে বাইব হইতে কিছুটা স্বল্লকানীন মূলবন (short term capital) প্রবেশ করিতে থাকিবে। উপবন্ত, স্থদেব হাব বা জিলে প্ৰোক্ষভাবে আম্লানি কিছুটা হ্ৰাদ পাইবাব দম্ভাবনা কাবণ, ব্যবসাযীদেব টাকা ঋণ কবাৰ খৰচা বেশি। গুণক-প্ৰতিক্ৰিয়াৰ কথাও আমাদেৰ মনে ৰাখা দৰকাৰ, কাবণ ইহা দ্বাবাও স্বৰ্ণমানেৰ সামঞ্জ্য-সাৰ্থনকাৰী ধাৰা প্ৰভাবিত হয। স্বৰ্ণ বাহিৰ হইতে থাকিলে দেশেব মধ্যে সংকোচক শক্তিসমূহ কাজ কবিতে শুৰু কবে। স্বৰ্ণ প্রবেশ কবিতে থাকিলে প্রদাবশীল শক্তিগুলিব প্রভাব বৃদ্ধি পায। ব্যাঙ্কিং-প্রতিক্রিয়া ও গুণক-প্রতিক্রিয়াব মিলিত ফলে দেশে অর্থ নৈতিক কাজকর্মেব স্তব (level of business activity) হয় নিচে নামিবে, অথবা উপবে উঠিবে। অর্থ নৈতিক কাজকর্মেব স্তব হাদ পাইলে অর্থাৎ উৎপাদন ও কর্মদংস্থানেব পবিমাণ

কম হইলে সেই দেশেব আমদানি হ্রাস পাইবেঁ। আবাব ব্যাহিং প্রতিত্রিয়াও অর্থ নৈতিক কাজকর্মেব স্তব উচেচ উঠিলে অর্থাৎ উৎপাদন ভণক প্রতিক্রিয়াও কর্মসংস্থানেব পবিমাণ বেশি হইলে সেই দেশে বাহির ইইতে আমদানিব পবিমাণ বাড়িবে। ইহাব ফলে স্বর্ণক্রমশীল দেশ হইতে স্বর্ণক্রয়ের পরিমাপ কমিয়া আদিবে, আবার স্বর্ণব্ধিশীল দেশে স্বর্ণবৃদ্ধির পরিমাণ ব্রাস পাইবে।
আয় ও কর্মসংস্থানের এই উঠা-নামা কেবলমাত্র নিজেদের প্রভাবের মধ্য দিয়।
ছই দেশে ভারসাম্য ফিরাইয়া আনিতে পারে না বটে, কিন্তু ব্যাঙ্কিং ও গুণকপ্রতিত্রিয়া তনেকখানি বৈদেশিক লেনদেনের খাতে ভারসাম্য ফিরাইয়া আনিতে
সাহাম্য করে।
*

স্বয়ংক্রিয় ভারসাম্সাংনের এই ধারা সম্পর্কে একটি কথা মনে রাখ্য দরকার। এই ভারসাম্যে যখন কোন দেশ পৌছিবে, তখন উহার বাহ্য ও আভন্তেরীণ উভয প্রকার ব্যালান্সই রক্ষিত হইবে। একমাত্র বাহু ব্যালান্স (আগমনের বা বহির্গমনের) বন্ধ থাকিবে, ফলে থাকিলেই স্বর্ণের প্ৰোত আভ্যন্তরীণ ব্যালান্স বা ভারসাম্য বিনষ্ট হওযার কোন ভ্য উভয় দেশে উভয় থাকিবে না। প্রতিটি দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যালান্স বজায প্ৰকাৰ ভাৰসামা থাকিলে তবেই উহার দামস্তর ও আয়স্তব সমান থাকিবে. থাকাই বাালাপেব মল কথা বাহা ব্যালান্স ভাঙিবার মত প্রভাব দেশের মধ্যে দেখা দিবে না। ভারসামের একমাত্র সম্ভাবনা হইল যথন উভয় দেশের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য ভারদাম্য বজায় আছে, কারণ কোন দেশে ইহার কোন একটিতে পরিবর্তন দেখা দিলে উভয় দেশেই উভয় প্রকাব ভাবসাম্যে বিচ্ছতি দেখা দিতে থাকিবে।

পূর্ণ ও ক্ষেত্ত ভারসায়ের শর্ত (Conditions of full and rapid Adjustment)

আমরা আলোচনা করিলাম যে স্পানান ব্যবস্থায় স্বাংক্রিয় এই ধার।
পূর্ণ ভাবসাম্যে তথনই পৌছিতে পাবে যেখানে বাহা ও আভান্তবীণ ব্যালান্স
বজায় তাছে। কিন্তু এই ধারার মধ্যে এমন কোন নিশ্চযতা নাই যে কোনক্রপ
ভারসাম্য নিশ্চয় স্থাপিত হইবে। উপরন্তু, এই ভারসাম্য অতি দ্রুত ফিরিয়া
আসিবে কি না, ভাহারও কোনক্রপ স্থিরতা নাই। স্থভরাং ভারসাম্যে পৌছানোর
শুর্ভ এবং ভাড়াভাড়ি পৌছানোর শুর্ভ ছুইটি বিষ্যুই আলোচনা করা দরকার।

^{3. *&}quot;The two forces that set the gold standard adjustment process in motion...are the banking reactior...and the multiplier induced reactions...In general and in the long run the banking forces and the multiplier forces operate together. Both forces lead to a change in the level of activity, which is an essential stage in the adjustment process in gold standard conditions in industrialized countries. But in so doing they cause a serious disturbance in internal balance in both countries." A. C. L. Day, Outline of Monetary Econom.ess. P. 483-5.

প্রথমত, সামঞ্জন্ত সাধনের এই ধারার একটি মূল কথা হইল অর্থ নৈতিক কাজকর্মের স্তরে উপযুক্ত পরিবর্তন আসা এবং একমাত্র এই ধারার শেষেই পবিপূর্ণ আভ্যন্তবীণ ভারসাম্য ফিরিয়া আসিতে পাবে। যদি উভ্যুদ্ধের আভ্যন্তবীণ নামস্তরে পরিবর্তন না হয় তবে ভারসাম্য ফিরিয়া আসা সম্ভব হয় না। কিন্ত নামস্তবে পরিবর্তন আনিতে হইলে দেশের মজুরি ও দাম-কাঠামো (wage and price structure) গুরুই নুমনীয় হওয়া দুবকার। তবেই

পূর্ণ ভাবসামোৰ অর্থ নৈতিক কাজকর্মের পরিমাণে পরিবর্তনের স্তরগুলি অল্প শর্তগুলি
সমযে পার হইষা আদা চলে। দিতীযত, কেন্দ্রীয় বাদ্ধে এই থেলার নিষমগুলি (rules of the game) পালন না করিলেও ভাবদামা ফিরিয়া আদিতে পারে যদি স্বমংক্রিয় গুণকের সাহায়ে দেশে আয়স্তরের প্রদার বা সংকোচন ঘটে। ইহা সম্ভব, কারণ বাদ্ধিং নীতি অপরিবর্তিত থাকিলেও আয়স্তরে পরিবর্তন দেশের আভান্তবীণ দামস্তরে কিছুটা পরিবর্তন আনিতে পারে। তৃতীয়ত, দামস্তবে কিছুটা পরিবর্তন যদি লোকের মনে ফাটকা-বাজির প্রবৃত্তি বাড়াইয়া দিয়া সেই পরিবর্তনের গভীরতা বাড়াইয়া দেয় তবে ইহার ফলে ভারদাম্য ফিরিয়া আদিতে পারে না। যেমন, দামস্তর হ্রাস পাইল, আরও দাম কমিবার আশায় ক্রেতারা ক্রেয় করা স্থানিত রাখিল, ইহাতে দামস্তর আরও হ্রাস পাইবে। এইরপ অবস্থায়

ভারদামবিন্দুব আশেপাশে অর্থ নৈতিক কাজকর্মেব স্তর উঠানামা (oscillate)

কবিবে, কিন্তু ভারসামে পৌছিবে না।

চতুর্থত, সামঞ্জস্ম-সাধনের এই ধারা ভারসামে না-ও পৌছিতে পারে ফদি উভয দেশেই আমদানির প্রান্তিক প্রবণতা (marginal propensity to import) গুর বেশি হয়। যে-দেশটি হইতে স্বর্ণ বাহির হইতেছে, উহাব দামস্তর, আয় ও কর্মসংস্থান স্তর হ্রাস পাওয়া দরকার। পরবর্তী বাণিজকোলে ইহার আমদানি কম হওয়া প্রযোজন এবং রপ্তানির আধিকা দরকার। যদি ইহার প্রান্তিক আমদানি-প্রবণতা বেশি থাকে, তবে এই ধাবা সন্তব না-ও হইতে পারে। ঠিক একই কারণে, যদি উভয় দেশেই চাহিদার স্থিতিস্থাপকতাগুলির মোট সমষ্টি (the sum of the price elasticities of demand) কম হয, তবে এইরূপ ভারসাম্য না-ও আসিতে পারে।

উপরের এই শর্ভগুলি বজায় থাকিলেও ভারদামে পেঁছানোর পথ অতি দীর্ঘ ইতে পারে, ফলে এই পথে গুরুত্বপূর্ণ ভাঙাগড়ার (serious fluctuations) সম্ভাবনা দেখা দেয়। স্বতরাং দ্রুত ভারসাম্যে পৌছিবার শর্তপুলি আলোচনা করা দরকার। প্রথমত, স্বর্ণমান ব্যবস্থার "থেলার নিয়মগুলি" সকলের মানিয়া চলা চাই। স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি ভারসাম্য ঘটাইতে হয়তো পারে ঠিকই, কিন্তু তাহাতে দেরি হইতে পারে। সকল খেলোয়াড় যদি সচেতনভাবে ক্রুত ভাবসাম্যের এই নিয়মগুলিকে অনুসরণ করে, তবে ইহা দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হইতে পারে। যেমন, স্বর্ণের আনাগোনায় কেহ কোনরূপ বাধানিধেধ আরোপ করিবে না, ইহার প্রভাব স্থদের হার, দামস্তর ও আয়স্তরের উপর পড়িবে, তাহাতে কেহ বাধা দিবে না। দ্বিতীয়ত, ভারসাম্য দ্রুত ফিরিয়া পাওয়া যায় যদি দেশের দাম ও মজুরির কাঠামো নমনীয় হয়। তৃতীয়ত, যদি উভয় দেশের চাহিদার স্থিতিস্থাপকভাগুলি প্রবল হয়, তবে দ্রুত ব্যালান্স ফিরিয়া আদে। সর্বোপরি, কোন দেশে দামস্তর বাড়িলে ফাটকাবাজি যাহাতে শুরু হইয়া না যায় অর্থাৎ দামস্তরের উপর ফাট্কাবাজির প্রভাব কম পড়ে, তাহাও লক্ষ্য রাখা দরকাব।

স্থানিরে এইরূপ স্থাংক্রিয় গতিবিধির পূর্ণ সাফল্যের জন্ম (Full equilibrium under gold standard adjustment process) কয়েকটি শর্জ বজায় থাকা চাই । প্রথমত, স্থারে আনাগোনায় কোনরূপ বাধানিধে থাকা চলিবে না। দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বা সরকার স্থানের আনাগোনার ফলে দামন্তরের উপর ইহার হ্রাস-বৃদ্ধির সম্পূর্ণ প্রভাব বিস্তারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিবে না। স্থানের আনাগোনায় বাধানিধে থাকিলে বা উহা দামন্তরের উপর প্রভাব ফেলিতে না পারিলে লেনদেন ব্যালান্সের ভারসাম্যবিহীনতা দূর হইতে পারে না। স্থানান সফল ভাবে চালাইতে গেলে এই সকল "খেলার নিয়ম" (Rules of the gold standard game) মানিয়া চলিতে হয়।

স্থর্মানের বিভিন্ন রূপ (Different types of gold standard)

স্বর্ণের সহিত দেশে প্রচলিত অর্থের সম্পর্কের গভীরতা অনুযায়ী বিভিন্ন ধরণের স্বর্ণমান পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কালে দেখা গিয়াছে।

(১) স্থামান বা বিশুদ্ধ স্থামান (Gold currency standard or the pure Gold Standard)

1914 সালের পূর্বে ইংলগু, আমেরিকা এবং আরও ক্ষেকটি দেশে বিশুদ্ধ স্বর্ণমান প্রচলিত ছিল। এই ব্যবস্থায় স্বর্ণের দ্বারা প্রস্তুত মূদ্রা প্রধান অর্থক্রপে প্রচলিত থাকে; মূদ্রাকর্ত্ পক্ষ (Currency Authority) আইনত স্বর্ণের বদলে অধিবাদীদিশকে মূদ্রা প্রস্তুত করিয়া দিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকেন এবং দেশের ভিতবে বা বাছিবে স্বর্ণের যাতাযাতের উপর কোন প্রকাব বাধা-নিষেধ থাকে না।

(২) স্বৰ্ণাভুমান (The gold Bullion Standard)

যখন দেশে সর্গমুদ্রা চালু থাকে না, কাগজীমুদ্রার দারাই দেশেব মধ্যে ক্রয-বিক্রয়েব কাজ চলে, মুদ্রাকত্ পক্ষ আইনত স্বর্ণের দ্বাবা মুদ্রা প্রস্তুত কবিয়া দিতে বাধ্য থাকেন না, তবে বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে লেনদেনেব জন্ম নির্দিষ্ট হারে স্বর্ণ বিক্রম করেন বা নির্দিষ্ট হারে লেনদেন কবেন, তখন এইরূপ আর্থিক ব্যবস্থাকে স্বর্ণধাতুমান বলা হয়। 1925 সাল হইলে 1931 সালের মধ্যে ইংল্ণ্ডে এবং 1927 সাল হইতে 1631 সালের মধ্যে ভাবতবর্ষে এইরূপ স্বর্ণধাতুমান প্রচলিত ছিল।

(৩) স্বৰ্ণবিনিষয় মান (Gold Exchange Standard)

1898 সাল হইতে 1931 সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষের আর্থিক ব্যবস্থাকে স্বর্ণ-বিনিম্ম মান বলা হইত। এই ব্যবস্থান স্বর্ণমূলা চালু থাকে না, মূলাকর্ত্রপক্ষ স্বর্ণমূল। প্রস্তুত করিবার জন্ম স্বর্ণ গ্রহণ করেন না বা স্বর্ণ ক্রেরার ক্রন্থত করেন না। তবে বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মূল্য প্রদানের জন্ম প্রয়োজন হইলে নির্দিষ্ট হারে দেশীয় মূলার বিনিম্যে এমন কোন দেশের মূলা বিক্রম্ম করেন, যাহা স্বর্ণমানেব উপর প্রতিষ্ঠিত।

(৪) স্বৰ্ণ মজুত মান (Gold Reserve Standard)

এইরূপ ব্যবস্থায় স্থান্দ্র। চালু থাকে না, কাগজীনোট বা অপর কোন মুদ্রা চালু থাকিতে পারে। মুদ্রাকভূপিক স্বর্ণের বা বৈদেশিক মুদ্রার একটি ভাগুার গঠন করেন এবং মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময়-ছারের উঠানামা নিয়ন্ত্রণ করিয়া তাহাতে ভাবসাম্য বক্ষাব উদ্দেশ্যে প্রযোজনমত সেই ভাগুবি হইতে স্বৰ্ণ বা বৈদেশিক মুদ্রাব ক্রমবিক্রয় কবেন। এইকপ ভাগুবিকে বিনিম্য-হাবে সমতাবক্ষাকাবী ভাগুবি (Exchang Equalisation Fund) বলা হয়। ইহাবই সাহায্যে দেশীয় অর্থেন বহিমুলি এইভাবে স্থিব বাখাব চেষ্টা কবা হয়। যথন অর্থেন বহিমুলি বা বৈদেশিক বিন্ম্য-হাবে উঠানাম। ঘটে, তথন এইকপ ভাগুবি হইতে নিজদেশেব মুদ্রা বা স্বর্ণেব ক্রয় এবং বিক্রমেন দ্বাবা বিনিম্য-হাবকে স্থিব বাখাব অথবা লেনদেন বালাক্ষে ভাবসাম্য বক্ষাব চেষ্টা কবা হয়। পশ্চম ইউবোপে এবং ব্রিটেনেও 1936 সাল হইতে 1939 সালেন মধ্যে এই ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল।

ম্বর্গানের গুণ ও দোষ বিচার (Merits and Demerits of Gold Standard)

কর্ণমানেব গুণ হইল, এই ব বস্থায় দামন্তব ও বৈদেশিক বিনিম্য-হাব আপনাআপনি স্থিব হইয়া পড়ে এবং কোন দেশেব বৈদেশিক বাণিজ্যেব ব্যালালে
ভাবসামাবস্থা হইতে বিচ্যু তি ঘটিলে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে উহা পুনবায় ভাবসাম্যেব
বিন্যুতে ফিবিয়া আসে। স্বর্ণমান ব্যবস্থায় স্বর্ণ আনা-গোনাব
ইহাব গুণ কি কি মাধ্যমে উহাব প্রভাবের ফলে আপনাআপনি লেনদেন
বালোন্সে ভাবসামা বক্ষিত হয়। গিতীয়ত, আন্তর্জাতিক স্বর্ণমান চলিতে থাকিলে
আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে দেনাপাওনা স্থবিধাজনক হয় এবং একটি সর্বজনগ্রাহ্য
সাধাবণ বিনিম্যেব মাধ্যম হিসাবে স্বর্ণেব ব্যবহার সম্ভবপ্র হয়। তৃতীয়ত, স্বর্ণমান
বজায় থাকিলে অর্থেব প্রিমাণ নির্ভব করে দেশে স্বর্ণেব যোগানের উপর ;
বাজনৈতিক কারণে টাকার যোগান নির্মাণত হয় না, মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা থাকে
না। চতুর্থতি, জনসাধাবণ স্বর্ণ পছন্দ করে, স্বর্ণমান চালু বাথিলে সেই দেশের
মুদ্রাব্যবন্ধা দেশে ও বিদেশে সন্মান লাভ করে এবং উহার উপর জনসাধাবণের
নির্ভবনীসভা বৃদ্ধি প্র।

সর্ণমানের ক্রটি হইল, প্রথমত, ইহাকে বখনই স্বংক্রিযমান বলিয়া গণ্য কবা চলে না। ক্রেন্টীয ব্যাঙ্গ বা মুদ্রাকর্ত্ পক্ষ যথেষ্ট সাবধানতা ও বিবেচনাব সহিত স্থামানের খেলার নিযমসমূহ মানিয়া না চলিলে নিছক স্বংক্রিযভাবে ইহা সচল থাকে না; ইহাকে তাই পরিচালিত মান (Managed Standard) হিসাবেই গণ্য করা উচিত। শুধু তাহাই নহে, বাস্তবক্ষেত্রে তথাকথিত 'খেলাব

নিয়মসমূহ' পরিপূর্ণভাবে কখনো পালন করা হইত না। দেশে স্বর্ণ প্রবেশ করিলে মুদ্রাকর্তৃপক্ষ 'ব্যাঙ্ক হার' বাডাইয়া স্বর্ণের পুনরায় বহির্গমন বন্ধ করিতে চেষ্টা করিতেন, অথবা বর্ধিত স্বর্ণের বিনিময়ে নিজ দেশের অর্থের পরিমাণ বাড়াইতে চাহিতেন না। দেশীয় স্বার্থরক্ষাই ভাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল। সেই স্বার্থের তাগিদে পরবর্তীকালে স্বর্ণমানের নিষম কেছই বিশেষ মানিয়া চলেন নাই। দ্বিতীযত, স্বর্ণমান ব্যবস্থায় অর্থের আভ্যন্তরীণ মূল্য স্থির রাথার পরিবর্তে প্রধানত উহার বহিম্'ল্যের স্থিরতার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইত। নিজেদের দামগুর, উৎপাদন ও আযন্তর অবহেলা করিয়া কেবল বৈদেশিক বিনিময়-ছার স্থির রাখা কথনই যুক্তিসঙ্গত কাজ বলিয়া মনে করা যায় না। তাহা ছাড়া, এই ব্যবস্থায় কোন দেশ নিজস্ব পৃথক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে আয়ন্তর বুদ্ধির জন্য নিজস্ব অর্থ নৈতিক নীতি গ্রহণ করিতে পারে না।* তৃতীয়ত, কেইন্সের ইহাব দোষ কি কি অভিমতে, স্বর্ণমান ব্যবস্থার ফলে মুদ্রাসঙ্কোচন ও বেকারির দিকে ঝোঁক আদিয়া পড়ে। যে-দেশে আমদানির তুলনায় রপ্তানির পরিমাণ বেশি, দেই দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ফদের হার বাড়াইয়া স্বর্ণের রপ্তানি বন্ধ করিতে চায়। ইহার ফলে দেশের অভান্তরে বিনিয়োগ কমিয়া যায় এবং দেশে আয়ন্তর ও কর্মনিয়োগের পরিমাণ ভ্রাদ পায। যদি দেশে আমদানির তুলনায় রপ্তানি অধিক হইতে থাকে তাহা হইলে দেশের মধ্যে স্বর্ণ প্রবেশ করে এবং মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি হওয়ায় স্থানের হার কমে, দেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইয়া পূর্ণ কর্মসংস্থান স্তর উত্তীর্ণ হইযা মুদ্রাস্ফীতি ও সঙ্কটের সৃষ্টি করে। চতুর্থত, স্বর্ণমান ব্যবস্থা কিন্তু বাস্তবে কখনই কোন দেশের দামস্তর বা বিনিময়-হার স্থির রাখিতে পারে নাই। কালিফোর্নিয়ার স্বর্ণ থনি আবিদ্ধার স্বর্ণের যোগান বৃদ্ধি করিয়া মুদ্রার পরিমাণ বাড়াইয়া মুদ্রাম্ফীতি ঘটাইয়াছিল। গত শতাব্দীর শেষভাগে বিভিন্ন কারণে স্বর্ণের চাহিদা ও ব্যবহার খুবই বৃদ্ধি পাওয়ায় অর্থের পরিমাণ কমিয়া মুদ্রাসক্ষোচনের স্ষ্টি করিয়াছিল। পঞ্চমত, কাগজী মানের তুলনায় স্বর্ণমান খুবই ব্যেবহুল।

^{*&}quot;But the gold standard is a jealous god. It will work—provided it is given exclusive devotion. The Central Bank must be prepared to work for stability of exchange rates and for nothing else; it must be prepared to expand credit when—but only when—it is receiving gold from abroad, and to contract credit when—but only when—it is losing gold for export." Crowther, An outline of Money. P. 306.

কাগজী অর্থের দারা বিনিময়ের কাজ চালানো মোটেই অস্থবিধাজনক নহে, স্বভরাং স্বর্ণের প্রচলন বা স্বর্ণ মজুত রাখা অথথা অপব্যয় ছাড়া আর কিছু নহে। সভ্য মানুষের এইরূপ 'হল্দে ধাতুর' (yellow metal) প্রতি অহেতুক আকর্ষণ শোভনীয় নহে। কেইন্সের অভিমতে ইহা একপ্রকার 'বর্বর যুগের নিদর্শন' (Barbarous relic)।

স্থর্নান প্তনের কারণ (Causes of breakdown of the gold Standard)

স্বর্ণমান ব্যবস্থার তথাকথিত 'গেলার নিয়মসমূহ' যথাযথভাবে কথনই প্রতিপালিত হয় নাই, প্রায় সকল দেশই নিয়ম ভঙ্গ করিয়া স্বর্ণমানকে প্রায় অচল অবস্থায় আনিয়া ফেলিয়াছিল। স্বর্ণের আনাগোনার উপর যথেষ্ট বোধা-নিষেধ আরোপিত হইত, এবং স্বর্ণের আগমনের বা বহির্গমনের কোন প্রভাব দামস্তরের উপর পঞ্জিতে দেওয়া হইত না। ইহাই স্বর্ণমান পতনের প্রধান কারণ।

প্রথম মহাযুদ্ধের মধ্যে পৃথিবীর সকল দেশই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে অস্ত্র বা দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছিল এবং ধ্বর্ণ দ্বারা উহার মূল্য প্রদানের ফলে আমেরিকাতে প্রচুর পরিমাণ স্বর্ণপ্রবেশ করিয়াছিল। কিন্তু সেই স্বর্ণ আমেরিকার দামগুরের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই, কারণ প্রথম মহাযুদ্ধ ও মূদ্রাকর্তৃপক্ষ সেই স্বর্ণকে ভিন্তি করিয়া মূদ্রাপ্রসার না করিয়া ভাহাকে বন্ধ্যা ধাতু হিদাবে জমাইয়া রাথিয়াছিল। ফলে অস্তান্ত দেশের ভুলনায় আমেরিকার দামগুর তুলনামূলক ভাবে কম থাকায় দামগুরের এই অসমতার (Disparity) ফলে আরও অধিক পরিমাণে স্বর্ণ আমেরিকায় প্রবেশ করিয়াছিল। এইরূপে অস্তান্ত দেশে স্বর্ণের যোগান কম হওয়য় ভাহারা বাধ্য হইয়। স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিয়াছিল।

অন্তান্ত দেশে বর্ণ ছিল অল্প পরিমাণ, উহাকে জাতীয় বার্থ ও নিরাপন্তার দক্ষণ রক্ষা করা অবশ্য প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছিল; স্বতরাং বুটেন হইতে মখন ব্যতিয়াগৈর হিছুক শুরু হইল, সেই অবস্থায় 1931 সালে ব্রিটেন স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। অর্থ নৈতিক জাতীয়তাবাদ (Auturcky) প্রসার লাভ করায় বৈদেশিক বাণিজ্যহারের তুলনায় নিজ দেশের দামন্তর, আয়ন্তর প্রভৃতি স্থির রাখা, বেকারি দূর করা ও কর্যনিয়োগের স্থার উধ্বের্থ তোলা, এই সকল

অধিকতর প্রয়োজনীয় ও গ্রহণীয় লক্ষ্য হিসাবে গৃহীত হইয়াছিল। তাই ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই স্বর্ণমান ভাঙিয়া পড়া অবশুস্তাবী হইয়া উঠিয়াছিল।

শাফল্যের সহিত স্বর্ণমান চালু থাকিতে হইলে ইহাও লক্ষ্য রাখা প্রযোজন, যেন অধমর্ণ দেশগুলি আমদানির তুলনায় রগুানি বাড়াইয়া রপ্তানি উদ্ভ (Export Surplus) স্বাষ্ট করিয়া ভাহার দ্বারা উত্তমর্ণ দেশগুলিকে ঋণ পরিশোধ করিতে

পারে। অর্থাৎ স্বর্ণদানে প্রতিষ্টিত কোন দেশ এমন কোন আহিক বা বাাগজ্যনীতি গ্রহণ করিবে না যাহাতে লেনদেনের বাালান্সের কোন ভারসাম্যবিহীনতা বিদ্বিত হইতে বাধা পায়। লেনদেন ব্যালান্সের প্রয়োজনে মুদ্রাপ্রসার ও মুদ্রাসফোচন কারতে হইবে, এবং প্রয়োজন হইলে অপর দেশ হইতে দ্রব্যসামগ্রীর আমদানি গ্রহণ করিতে হইবে এবং স্বর্ণেব বহির্গমন মানিয়া লইতে হইবে, কোন শুল্ক-প্রাচীর তুলিয়া বা ক্রিম বাধানিষেধ আরোপ করিয়া দ্রব্য বা স্বর্ণের গতিবিধি বন্ধ কবা চলিবে না। স্বর্ণমানের এই স্বর্ণস্থতা (golden rule) কেইই মানিয়া না লইবাব ফলে অবশ্যস্তাবীক্রপে ইহাব পতন হইয়াছে।

প্রথম মহাযুদ্ধের পরে হর্ণমানের পুনঃপ্রতিষ্ঠার সময়ে ইংলগু সর্ণের সহিত পুরাতন হারে স্টার্লিং-এর বিনিময়-মৃল্য ধার্য করিল, এবং এই বিনিময়-হার ধার্য করার ফলে স্টার্লিং 'বর্ধিত-মূল্য' মূদ্রাতে (Overvalued কি-ভাবে হর্ণমানের প্রতন হইল হির হয় যে, ফ্রাঙ্কের মূল্যন্ত্রাস (Devaluation) ঘটিয়া গেল। জার্মানীতে নৃতন এক প্রকার মূদ্রার প্রচলন হইল, তাহাব উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধকালীন উদ্ভ ক্রমক্ষমতার বিলোপসাধন অর্থাৎ মূদ্রার অতি-ফ্রীতে (hyperinflation) রোধ করা।

ইংলণ্ডের মুদ্রা-মূল্য বৃদ্ধি (over-valuation) রপ্তানির পরিমাণ কমাইয়া দিল। তাহার অর্থ নৈতিক কাঠামোর কাঠিত বা অনমনীয়তা (Rigidaties) রপ্তানি দ্রব্যাদির দাম কমাইতে হযোগ দেয় নাই, ফলে সে রপ্তানি বাড়াইয়া আছাত্ত দেশের সহিত প্রত্যোগিতায় আঁটিয়া উঠিতে পারে নাই, রপ্তানির তুলনায় আমদানি অধিক হইয়াছে, এবং ফলে স্থর্ণের বহিগমন হইয়াছে। অপর পক্ষে ফ্রান্সের ক্ষেত্রে মূল্যমূল্য স্থানের প্রভাব কাষকরী হইয়াছে, রপ্তানি বৃদ্ধি পাইয়াছে, দেশে হর্ণ প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু সেই হর্ণ ফ্রান্সের দামন্তরের

উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই, কারণ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক তাহা মন্ত্র্ত করিয়া রাথিয়াছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমদানি দ্রব্যের আগমন এবং স্বর্ণের বিহির্গমন উভয়ের উপরেই বাধা-নিষেধ আরোপ করিয়া স্বর্ণমানের ভারসাম্যানকারী পদ্ধতিকে (Equilibrating mechanism) বানচাল করিয়া দিয়াছিল।

এই সকল কারণ ছাড়াও সমস্থা ছিল 'উত্তপ্ত অর্থের' (Hot Money)। প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী আন্তর্জাতিক আবহাওয়ায় ব্যক্তিগত বাবসাদারণের প্রভূত পরিমাণ অর্থ নিরাপত্তা ও স্থানের লোভে দেশ হইতে দেশান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইত। তদানীন্তন পৃথিবীতে বিপুল আন্তর্জাতিক ঋণ, যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতিপূরণ-জনিত বিপুল দেনা-পাওনা এবং তাহার লেনদেন স্বর্ণমানের মুদ্রাপরিবর্তন পদ্ধতির (Transfer-mechanism) উপর গুরুতর চাপ ফেলিয়াছিল, যাহার ভারে উহার ভরাড়বি প্রায় অবশাস্তাবী হইয়া পড়ে। 1929 সালে আমেরিকার শেমার বাজারে সহসা দ্রুত-মন্দার ফলে যে-সকল দেশ আমেরিকার অর্থ-সাহায্যের দ্বারা বাঁচিতেছিল বা আমেরিকার অর্থ নৈতিক অবস্থার সহিত নিজের অবস্থা সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিল (বিশেষত জার্মানী ও অফ্রিয়া), সেই সকল দেশে বিপুল সংকট উপস্থিত হয়। স্বল্পকালীন ঋণসমূহ তৎক্ষণাৎ ফেরৎ চাওয়া হয় এবং ব্যবসায়ীদের আশার মূলে কুঠারাঘাতের ফলে উৎপাদন ও বিনিয়োগ-ব্যবস্থা ভাঙিয়া পড়ে। 1930 সালে জার্মানীর কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দরজা বন্ধ হয়, আমেরিকা এক বৎসর যুদ্ধঋণ ও ক্ষতিপূরণ গ্রহণ স্থাগিত রাখে। ইংলণ্ডে বহু দেশ হইতে অর্থ জমা রাখা হইত, তাহা সহসা তুলিয়া লইবার প্রচেষ্ঠা শুরু হওয়ায় সর্গমান টি কাইয়া রাথা খুবই কঠিন হইয়া উঠে। নৌ-विद्याद्य करल देश्वध हरेल आतुष अधिक शतिमार्ग ऋर्गत विश्रमन হইয়া 1931 সালের সেপ্টেম্বরে ইংলগু চলিতে থাকায বাধ্য ক বিয়া দিল। 1933 সালে আমেরিকা স্বর্ণমান প্রদান বন্ধ করিল এবং ফ্রান্স, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড, ইটালী সকলেই নেতৃস্থানীয় দেশগুলির পদান্ধ অমুসরণে বাধ্য চইল। স্বর্ণমানের কলঙ্ক-বিজ্ঞতি গৌরকায় ইতিহাসের পরিসমাপ্তি ঘটিল। নিজ নিজ অর্থ নৈতিক উন্নতির বাধাস্বরূপ স্বর্ণমানের স্বর্ণশৃংখন অপদারিত হইল।

স্বর্ণমান পুন:প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা (Possibility of Restoration)

আধুনিক কালে সকল দেশের সরকারই নিজ দেশে অর্থ নৈতিক স্থায়িত্ব,
পূর্ণকর্মসংস্থান, দেশের সামগ্রিক উর্নাত প্রভৃতিকে আর্থিক নীতির লক্ষ্য হিসাবে
গ্রহণ করিয়াছে। 'মুদ্রা-সংকোচনের দিকে অন্তর্নিহিত কোঁক' (inherent bias
towards deflation), অনমনীয় বিনিময়-হার, সর্বদা
জাতীয় অর্থ নৈতিক ও
আধিক নীতি
নিদিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণ জমা রাখা, স্বর্ণের গতিবিধি অনুযায়ী
পারস্পরিক মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রাসঙ্কোচন, রক্ষণশীল আভ্যন্তরীণ
ঝণ-নীতি, বাজেটে সমতা রক্ষা করা বা ঘটিতি বাজেট না করা; স্বর্ণমানের
এই সকল নিয়ম নিজ দেশে অর্থ নৈতিক উন্নতির পক্ষে অবশ্য প্রযোজনীয় আর্থিক
নীতিকে সাহায্য করে না। উপরস্ত, অনুরত দেশগুলিতে বর্তমানে যে বিপুল
উন্নয়নের কর্মস্থচী গৃহীত হইয়াছে, তাহার জন্ম প্রভৃত পরিমাণে বৈদেশিক মূলধন
এই সকল দেশের মধ্যে আসিতেছে। এইরূপ একপাক্ষিক মূলধনের প্রেরণ বা
প্রবেশ (unilateral capital transfer) কোনটিই স্বর্ণমান থাকিলে সন্তর্বপব
নয়। স্বতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায, যুদ্ধ-পূর্ব ধরনের স্বর্ণমান ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার
সম্ভাবনা নাই বিস্নিলেই চলে।

শুধু তাহাই নহে। পৃথিবীর অধিকাংশ স্বর্ণ এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মজুত হইয়া রহিষাছে: অন্থান্থ দেশে স্বর্ণের পরিমাণ এত কম যে স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠার উপযোগী স্বর্ণ তাহারা পাইবে না। যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্থান্থ দেশেব সংরক্ষণী-বাণিজ্যনীতি স্বর্ণমান পুনঃপ্রতিষ্ঠার পক্ষে বিরাট প্রতিবন্ধক স্বন্ধপ হইবা দাঁড়াইয়াছে।

আধুনিক কালে, আন্তর্জাতিক বিনিময়ের মাধ্যম হিদাবে, স্বর্ণের গুরুত্ব বিশেষ-ভাবে কমিয়া গিয়াছে, ফলে প্রধান প্রধান মুদ্রা নিজস্ব লেনদেনের স্থাবিধার জন্ত পৃথক পৃথক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছে; স্টালিং এলাকা, ডলার এলাকা, রুব্ল এলাকা প্রভৃতি স্থাই হইয়াছে।

এতৎসত্ত্বেও ১৯৪৪ দালে প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক আর্থিক ভাণ্ডাবের নিযম অনুযায়ী প্রত্যেকটি দেশ তাহার প্রধান আইন-সিদ্ধ মুদ্রার সহিত স্বর্ণ বা মাকিন ডলারের বিনিময়-হার নির্দিষ্ট করিয়াছে। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন মুদ্রার মধ্যে সর্বসন্মত পারস্পরিক বিনিময়-হার নির্দিষ্ট রাখার উদ্দেশ্যে এইরূপ করা হইয়াছে। ইহাকে তাই অনেকে মিশ্রমান (Mixed Standard) বলেন। কিস্তু ইহা মনে

রাখা দরকার যে, স্বর্ণের ভিজিতে আর্থিক ব্যবস্থা গঠন করা এই নিয়মের উদ্দেশ্য নহে, আন্তর্জাতিক স্বর্ণমানের প্রতিষ্ঠা বা পুরাতন উপায়ে ইহাকে চালু করা বাস্তব অবস্থা বিচার করিলে আর সম্ভবপর নয়।

কাগজী মান (Paper Standard)

দেশের প্রধান আইন-সিদ্ধ টাকা হিসাবে কাগজীনোট প্রচলিত থাকিলে তাহাকে কাগজীমান বলা হয়। এই কাগজী নোট আজকাল সাধারণত কেন্দ্রীয় ব্যাস্ক কর্তৃক প্রচলিত হয় এবং সরকারী আর্থিক নীতি দ্বারা কাগজী মান পরিচালিত হয়। চেক বা বিনিময়-বিলকে কখনই নোট বলা হয় না, কারণ তাহা সীমাবদ্ধ ভাবে আইন-সিদ্ধ (Limited legal tender)। এই কাগজীনোট দ্ধপান্তর-যোগ্য (convertible) বা দ্ধপান্তরহীন (Inconvertible হইতে পারে।

কাগজী নোটের বহু স্থবিধা আছে। একদঙ্গে বহু টাকার লেনদেন করিতে

হইলে ধাতু দ্বারা প্রস্তুত মূলার তুলনায় কাগজী টাকা বিশেষ স্থাবিধাজনক। দ্বিতীয়ত, ধাতুমুদ্রার তুলনায় ইহাতে ব্যয় অনেক কম। এবং ক্রমাগত হস্তান্তরের ফলে ধাতুর প্রভূত অপবায় কাগজী নোটের ক্ষেত্রে বহন করিতে হয় না। তৃতীয়ত, কাগজীমান ব্যবস্থাতে দেশের মর্থ নৈতিক নীতির সহিত সামঞ্জন্ম রাথিয়া আর্থিক নীতি গঠন করা চলে। কেইন্দের মতে, দেশে কর্মসংস্থানের স্তরোলয়ন সুবিধা এবং অর্থ নৈতিক উন্নতি বিধান করিতে হইলে আর্থিক নীতির সাহায্য অবশ্য প্রয়োজনীয়, স্বতরাং উহা এরূপ নমনীয় হওয়া উচিত যে, আভ্যন্তরীণ नियमकान्यत्तत् वाता ठाका अठनातत्र शतिमागतक अत्याजनान्यायौ नियम् कता ठतन । ধাতুর উপর প্রতিষ্ঠিত কোন মানের পক্ষে এরূপ নমনীয়তা সম্ভবপর নয়। বাণিজ্যচক্র বা ব্যবসায়-সংকট দূর করিতে হইলে অর্থের পরিমাণ সহজে পরিবর্তনযোগ্য রাখা প্রয়োজন। কাগজীমান ব্যবস্থাতে প্রভূত ধাতু মজুত রাথার প্রয়োজন নাই, ইহার ন্মনীয়তা (flexibility) এবং স্থিতিস্থাপকতা (elasticity) অধিক। বর্তমান পৃথিবীতে অন্মনীয় অর্থ নৈতিক সংস্থাসমূহ (Rigid Economic Institutions) থাকায়, (যেমন শ্রমিক সংঘ, মালিক সংঘ, রাজনৈতিক দল ইত্যাদি) এবং অর্থ নৈতিক জাতীয়তাবাদী মনোভাব (Auturcky) শক্তিশাদী হওয়ায় কাগজী টাকার গুরুত্ব পুবই বৃদ্ধি পাইয়াছে।

কাগজী অর্থের অস্থবিধা হইল, অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে মূদ্রাস্ফীতি স্বটিবার বিরুদ্ধে কোন প্রতিবন্ধক এই ব্যবস্থার মধ্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিহিত নাই। মুদ্ধকালীন মুদ্রাস্ফীতি জনসাধারণের স্মৃতিতে এখনও জাগরূক আছে। তাই তাহাদের মনে বিশ্বাস ও আস্থা উৎপাদন করা কাগজীমানের দ্বারা মোটেই সম্ভবপর

নয়। দিতীয়ত, পরিচালনার ক্রটিবিচ্যুতি হইতে পারে, অহবিধা শ্রেণীসার্থে বা দলগত সার্থে টাকার নিয়ন্ত্রণ এবং আর্থিক নীতি পরিচালিত হওয়াও অসন্তব নয়। তৃতীয়ত, কাগজীমান ব্যবস্থায় বৈদেশিক বিনিময়-হারে উঠানামার কোন সীমা-পরিসীমা থাকে না, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ, কাগজীমান ব্যবস্থায় টাকার আত্যন্তরীণ মূল্যের স্থিরতা বা স্থায়িত্বের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপিত হয়, কিন্তু টাকার বহির্ম্প্রতে বৈদেশিক বাজারে দেশীয় যোগান ও চাহিদার উপর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। চহুর্থত, টাকার পরিমাণ যথেচ্ছ বৃদ্ধি করিলে দেশে দামস্তর বৃদ্ধি হওয়ায় বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মূদার বহির্ম্প্য হ্রাস (Devaluation) ঘটাইতে হয়, এবং রপ্তানি বৃদ্ধির ঝোঁক দেখা দিতে পাবে। অন্তান্থ্য সকল দেশও আত্মবক্ষামূলক বা প্রতিশোধমূলক বহির্ম্প্য হ্রাসের (Devaluation) চেষ্টা করিবে এবং এই ভাবে রপ্তানি বৃদ্ধিতে সচেষ্ট হইবে। এইরূপে প্রতিযোগিতামূলক বহির্ম্প্রায়েসর দৌড় শুরু হইবে ও বৈদেশিক বাণিজ্যে বিশৃংখলা দেখা দিবে। কাগজী টাকা প্রচলনের এই সকল বিশেষ অস্থবিধা বহিয়াছে।

কাগজী নোট প্রচলনের নীতিসমূহ (Principles of Note Issue)

কেন্দ্রীয ব্যাঙ্ক কি নীতি অনুযায়ী কাগজী টাকা প্রচলন করিবে, তাহার সম্পর্কে ছই প্রকার মতবাদ এককালে প্রচলিত ছিল। একদল ধনবিজ্ঞানীর অভিমতে দেশে কাগজী নোট প্রচলিত হয় ধাতুমুদ্রার পরিবর্তে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে জমা হিসাবে রক্ষিত
মূল্যবান ধাতুর প্রতিনিধি হিসাবে ইহা সমাজে প্রচলিত থাকে কারেন্সী নীতি ধাত্র। হতরাং যে-পরিমাণ মূল্যের নোট প্রচলিত হইবে তাহার সমমূল্যের ধাতু কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নিজেরে নিকট জমা রাখিবে। ইহাকে বলা হয় কারেন্সী নীতি (Currency Principle)। অপর মতবাদ অনুযায়ী নোটের কাজ হইল ব্যবসায়-বাণিজ্যে সহায়তা করা, ইহা তাই সমাজে বজ্তিদের মধ্যে অনবরত হস্তান্তরিত হইতে থাকে, খুবই অক্স

পরিমাণ কাগজীনোট ধাতু-মুদ্রায বা ধাতুতে রূপান্তবণেব উদ্দেশ্যে কেন্দ্রায ব্যাঙ্কের নিকট উপস্থাপিত হয। যদি অর্থ নৈতিক লেনদেনেব পক্ষে প্রযোজনীয় পরিমাণের অধিক টাকা সমাজে চালু করা হয়, তাহা হইলেই ধাতুতে রূপান্তরণের জন্ম সেই টাকা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কেব নিকট ফিবিয়া আদিবে, প্রযোজনীয় পরিমাণের সমান হইলে উহা প্রচলিত হইতেই হইবে। স্কতবাং কোন সাধাবণ বাণিজি ক ব্যাঙ্ক যেরূপ অল্প মজুত বাথিয়া অধিক ঋণদান কবিতে পাবে, সেরূপ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কও জনসাধাবণেব আস্থা বজায় বাথাব উদ্দেশ্যে অতি অল্প ধাতু মজুত বাথিয়া কাগজীনোট চালু কবিতে পাবে। নোট-প্রচলনেব এই নীতিকে ব্যাঙ্কিং নীতি (Banking Principle) বলে।

কাবেন্দী প্রথায প্রচলিত কাগজীনে। জনসাধাবণের আস্থাভাজন হইলেও ইহা ব্যবহুল এবং অপব্যয্লক, কাবণ প্রভূত পবিমাণ মুদ্রা বা ধাতু অষথা অনুৎপাদকভাবে সঞ্চিত্ত থাকে। এই প্রথায সমাজেব অর্থ নৈতিক উন্নতিব দিকে লক্ষ্য বাথিয়া নোটেব পবিমাণ বাডানো বা কমানো সন্তব হয় না, ধাতুর যোগানই ঢাকার পবিমাণ নির্ধারণ করে। কাবেন্দী প্রথায় দেশে সকল উপকরণের পূর্ণনিযোগের পক্ষে প্রযোজনীয় টাকার পবিমাণ অপেক্ষা বাত্তবে কম বা বেন্দি টাকার প্রচলিত হইয়া যাইতে পারে, কাবণ সেই ধাতুর যোগানের ও মূল্যের উপর টাকার যোগান ও মূল্য নির্ভর করে। ব্যাস্থিং প্রথায় এই অস্থবিরা দূর হইলেও দেশের আর্থিক ব্যবন্থা কিছুটা ক্র্কিবহুল হইয়া পড়ে।

ধাতু জমাব পবিমাণ সম্পর্কীয় বিভিন্ন নীতি অনুযায়ী নোট প্রচলন ব্যবস্থা-সমূহকে চাবিপ্রকাবে বিভক্ত কবা যায়।

১। নির্দিষ্ট কিভিউসিয়ারা ব্যবস্থা (Fixed Fiduciary System)

এই ব্যবস্থায় একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ পর্যন্ত বিনা মন্ত্রতে টাকা প্রচলন করা যাইতে পাবে; এই সীমাকে ফিডিউসিথারী সীমা (Fiduciary Limit) বলে। এই সীমার পরে টাকা চালু কবিতে হইলে উহাব অতিবিক্ত কাগজীনে'টের সম্পূর্ণ মূল্য ধাহুতে জমা রাখিতে হয়। যেমন 1000 পর্যন্ত টাকা চালু করিতে গেলে কোন জমা দরকার হয় না; কিন্তু উহাব পরে যে কোন পরিমাণ টাকা, যেমন 10 টাকা যদি বাজারে ছাড়ার দরকার হয়, তবে 10 টাকাব মূল্যের ধাহুই

জনা রাখিতে হইবে। এই প্রথা অপচয়মূলক, কারণ ফিডিউসিয়ারী সীমার উধ্বে প্রভূত পরিমাণে ধাতু অযথা আটক থাকে, যাহাকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে দরকার-মত খাটানো চলিত। তাহা ছাড়া, ইহা যথেষ্ট প্রসার-ক্ষম নহে, সম্পূর্ণ মূল্যের ধাতু মজুত রাখার নিয়ম বাস্তবক্ষেত্রে ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রয়োজনে টাকার পরিমাণ বৃদ্ধির প্রতিবন্ধকরূপে কাজ করিতে পারে।

1844 সালের ব্যাঙ্কচার্টার আইন অনুসারে ইংলণ্ডে এই বিধি গৃহীত হইলেও এবং আরও কয়েকটি দেশ ইহা অনুসরণ করিলেও, দেখা গিয়াছে যে বহুবার ব্যাঙ্কচার্টার আইন মূলতুবী রাখিয়া ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রয়োজনে ব্যাঙ্ক অফ্ ইংলণ্ডকে ধাতু জমা না রাখিয়া নোট প্রচলনের স্থবিধা দিতে হইয়াছে। অবশেষে ম্যাক্মিলান কমিটির স্পারিশে এই ব্যবস্থা তুলিয়া দেওয়া হয়।

২। সর্বোচ্চ সাম। ব্যবস্থা (The Maximum Limit System)

এই ব্যবস্থায় আইনসভা একটি সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দেয়, যে-পর্যন্ত কোন জমা না রাখিয়। টাকার প্রচলন করা যাইতে পারে। কিন্তু সেই সীমার পরেও অর্থপ্রচলনের চেষ্টা করিলে আইনসভার অন্যমোদনের ও আইন পরিবর্তনের প্রযোজন হয়। এই ব্যবস্থার ছুইটি গুণ আছে: অর্থ কর্তৃপক্ষ অর্থপ্রচলনের ব্যাপারে কিছুটা স্বাধানভাবে কাজ চালাইতে পারে, অযথা ধাহু মজ্ত করিয়া রাখিতে হয় না। ইহার অস্থবিধা হইল যে, যাদ এই সীমা খুব নিচুতে ধার্য করা হয়, তাহা হইলে ব্যবস্থার প্রসার ক্ষমতা রহিল না, আর যদি খুবই উ চুতে ধার্য করা হয় তবে মুদ্রাক্ষীতির সম্ভাবনা রহিয়া গেল। ফ্রান্সে 1929 সালের পূর্বে ইহা প্রচলিত ছল, কিন্তু তাহার পরে ইহাকে তুলিয়া দেওয়া হয়।

৩। আবুপাতিক জমা ব্যবস্থা (The Proportional Reserve System)

এই ব্যবস্থায় মোট প্রচলিত নোটের কিছু অংশ ধাহুতে জম। হিসাবে রাখিতে হয় (শতকরা হিসাবে, যেমন 55% বা 30% বা 40% ইত্যাদি।)

এই ব্যবস্থার স্থবিধা হইল, ইহার পরিচালনা খুবই সহজ ও সরল। তত্ত্বপরি, ইহা প্রসার-ক্ষম এবং ইহাতে অধিক ধাতু অযথা মজ্ত রাথার প্রয়োজন হয না। কিন্তু এই ব্যবস্থার ত্রুটি হইল, ইহা কিছু পরিমাণ ধাতুকে অযথা মজ্ত রাথে। তাহা ছাড়া, এই ব্যবস্থায় ধাতুর মজ্ত কমিয়া গেলে উহা হইতে অধিক হারে টাকার প্রচলন কমাইয়া ফেলিতে হয়। যেমন 500টি নোটের পিছনে 25% হারে জমা হিসাবে 125টি স্বর্ণমুদ্রা জমা রাখা হইয়াছে; যদি স্বর্ণের পরিমাণ কমিয়া

124টি হয তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ 4টি কাগজী নোটেব প্রচলন বন্ধ করিতে হইবে। সর্বোপরি বলা যায়, যদি আর্থিক কর্তৃপক্ষের উপর লোকের আস্থা বজায় থাকে তবে ওই জমা নিতান্তই অনাবশ্যক এবং যদি লোকে আস্থা হারাইযাই ফেলে তবে ওই আংশিক জমা সকল নোটেব স্বর্ণে রূপান্তবণেব পক্ষে নিতান্ত অনুপযুক্ত।

৪। স্বৰ্ণাভাৱকী আনুপাতিক জনা ব্যবস্থা (Proportional Reserve System not based on gold)

এই ব্যবস্থায়, কোন দেশেব নোটেব বিনিম্বে, আইনত, একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে অপর দেশের অর্থ এবং কিছু পরিমাণ স্থা জমা বাখিতে হয়। যেমন, কিছুকাল পূর্বেও, ভাবতবর্ষে প্রচলিত নোটেব মূল্যেব 40% জমা বাখা হইত, তবে এই জমা কিছু স্থামূদ্রা, কিছু স্থা (ধাতু) এবং কিছু বৈদেশিক মূদ্রাতে (স্টালিং বা ডলাব)। এই ব্যবস্থাব স্ববিধা অনেক। ইহা প্রসাব-ক্ষম, বৈদেশিক বিনিম্ব-হাব নিযন্ত্রণে সহাযতা কবে এবং বিদেশেব বাজে বৈদেশিক মুদ্রা জমা বাখাব স্থাবিধা থাকায় স্থাক্ষাবে দেশেব কিছু আয়ও হইতে পাবে।

এই ব্যবস্থাৰ বিৰুদ্ধে বলা হয় যে, বৈদেশিক মুদ্রাকে নিজ দেশেৰ অর্থের পিছনে জমা হিসাবে না বাথাই ভাল। যেমন, গত মহাযুদ্ধের সময়ে ইংলণ্ডে প্রাপ্ত স্টার্লিং জমা হিসাবে গণ্য কবিয়া ভাবতের মধ্যে প্রভূত পবিমাণে নোট প্রচলিত হইয়াছিল এবং ফলে ভাবতে মুদ্রাস্ফীতি ব্যাপক আকাব ধাবণ কবিয়াছিল। স্বতবাং, বৈদেশিক বিনিম্য-হাবে স্থিবতা রক্ষাব উদ্দেশ্যে স্ফলদাথী হইলেও দেশেব মধ্যে নোট-প্রচলনেব ভিত্তি হিসাবে কোন বৈদেশক মুদ্রাকে গ্রহণ না কবাই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

নোট-প্রচলন নিয়ন্ত্রণের সঠিক নীতি (Right Principle of Regulation):

আধুনিক কালে প্রায় সকল দেশেই অর্থ নৈতিক উ: তি, দামন্তবেব উঠানামা বন্ধ কবা, পূর্ণনিযোগেব স্তবে পৌছানো এই রূপ বিভিন্ন প্রকাব লক্ষ্য অপ্যায়ী টাকা ও ঋণেব পরিমাণ নিযন্ত্রণ কবাব দায়িত্ব কেন্দ্রীয় বণাঙ্কেব উপব হাত আছে। স্থতরাং, কি-পরিমাণ নোট চালু করা দবকাব অথবা প্রচলন-ধাবা হুইতে তুলিয়া লওয়া দরকার, এই সকল নির্ধারণ কবা অতি অবশ্যই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। অর্থকর্তৃপক্ষ বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যথেষ্ঠ দায়িত্বনীল

প্রতিষ্ঠান, স্বতরাং তাহার বিবেচনাব উপর এই ব্যাপাবে নির্ভব কবা চলে।
আর সমাজের ঝণরূপ অর্থ নিয়ন্ত্রণেব সম্পূর্ণ দাযিত্ব যথন কেন্দ্রীয় ব্যান্তেব, তখন
নোটের উপর তাহার দায়িত্ব স্বীকাব না কবাব কি যুক্তি থাকিতে পাবে । যথন
অর্থ নৈতিক পবিকল্পনাব সার্থক রূপায়নেব জন্ম অর্থসংগ্রহেব দায়িত্ব এবং ঘাট্ তি
বাজেটের দ্বাবা উত্থযনমূলক প্রচেষ্টাসমূহে অর্থবিনিযোগেব ভাব কেন্দ্রীয় ব্যান্ক বহন
কবিতেছে, তখন নোট প্রচলনেব দায়িত্ব তাহাব উপব নিশ্চয়ই ছাড়িয়া দেওয়া চলে,
আইনেব দ্বাবা তাহাব ক্ষমতাব প্রতিবন্ধকতা স্বষ্টি কবিলে চলিবে না।

কিন্তু তবুও জনসাধাবণেব আন্থাও বিশ্বাস অর্জনেব স্থবিধাব জন্ম, হঠাৎ প্রযোজন মিটাইবাব উদ্দেশ্যে এবং বৈদেশিক বিনিযোগ, লেনদেন ও বিনিময-হাব সঠিক বাথিবাব নিমিন্ত কিছু পবিমাণ স্বৰ্ণ ও বৈদেশিক মুদ্রা জমা বাথাব নিযম কবিষা দেওযা ভাল। শুধু তাহাই নহে; নোট প্রচলনেব সর্বোচ্চ সীমা নির্ধাবিত কবিষা বাথা মুদ্রাম্ফীতি প্রতিবোধেব উপায় হিসাবে যথেষ্ট কার্যকবী। তবে এই সীমা বেশ উধ্বে ধার্য কবা দবকাব, যাহাতে স্বাভাবিক সময়ে উন্নয়ন-মূলক আর্থিক নীতি গ্রহণে কোন বাধা না আসিতে পাবে।

এই সীমা কোথায ধার্য হইবে বা কি-পবিমাণে স্থা ও বৈদেশিক মুদ্রা জমা থাকিবে তাহা বিভিন্ন দেশেব পৃথক অর্থ নৈতিক পবিবেশ ও অর্থ নৈতিক লক্ষ্য অনুযায়ী পৃথক হইবে। শুধু তাহাই নহে, একটি দেশেব অর্থ নৈতিক অগ্রগতিব বিভিন্ন সমযে বিভিন্ন অর্থনৈতিক লক্ষ্য অনুযায়ী তাহা নির্ধাবিত হইবে। নোট-প্রচলনেব এমন ব্যবস্থা নির্ধাবণ কবা দবকাব যাহা কমব্যযশীল বা ব্যযসক্ষোচমূলক, প্রসাবক্ষম, ঝাঁকিহীন ও নিবাপদ এবং অর্থেব অন্তর্মূল্য (Internal Value) এবং বহির্মূল্য (External Value) মোটামুটিভাবে স্থিব বাথে।

अमुनी मनी

- 1. When is a country said to be on Gold Standard? "There are degrees of Gold Standard"—Illustrate the statement.
- 2. Discuss the automatic mechanism of restoring equilibrium under Gold Standard. What are the conditions of full and rapid adjustment?
 - 3. Discuss the merits and demerits of Gold Standard.
- 4. Explain what you understand by the Gold Bullion Standard and the Gold Exchange Standard.
 - 5. Elucidate the merits and drawbacks of a paper currency system.
- 6. Discuss the different methods for the regulation of the Note issue. Which of them you prefer and why?

টাকার বাজার ও ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা

Money Market and Banking

ঋণপ্রধা ও ঋণপত্র (Credit system and Credit Instrument)

কোন দ্রব্য ক্রয়বিক্রথের সঙ্গে সঙ্গেই যদি টাকা লেনদেন হয় তবে তাহাকৈ নগদ লেনদেন (Cash Transaction) বলা হয়। যদি ক্রেডা দ্রব্য ক্রথের সময়েই দ্রব্যের মূল্য হিসাবে টাকা দিতে রাজি না হয়, কিছুদিন পরে দিবে এইরূপ আশ্বাস দেয় এবং তাহাব এই অঙ্গীকাব বা প্রতিশ্রুতির উপর আস্থা রাথিয়া বিক্রেডা যদি দ্রব্য বিক্রম কবে, তবে তাহাকে ঋণভিত্তিক লেনদেন (Credit Transaction) বলা য়াইতে পারে। এই ঋণভিত্তিক লেনদেনের মূল হইল আস্থা বা বিশ্বাস। ভবিষ্যতে ঋণগ্রহীতার নগদ অর্থ দিবার ইচ্ছা ও ক্রমতাব উপর ঋণদাতাব আস্থা ও বিশ্বাস এইপ্রকার ঋণভিত্তিক লেনদেনের মূল ভিত্তি।

যে-ব্যক্তি ঋণ গ্রহণ কবে সে ভবিষ্যতে নগদ টাকা দিবার প্রতিশ্রুতির সঙ্গে সঙ্গে এক প্রকাব চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করিয়া দেয়। এই সকল বিভিন্ন প্রকার চুক্তিপত্রকে ঋণপত্র (Credit Iustruments) বলা হইষা ক্ষণপত্র থাকে। সমাজে বিভিন্ন প্রকার ঋণপত্র প্রচলিত আছে, যেমন – কাগজী নোট, চেক, হুগু বা বিনিম্য-বিল, ব্যক্তের ড্রাফট্ ইত্যাদি। বর্তমানের ব্যবসায-বাণিজ্যের বিপুল লেনদেন ও জটিল সম্পর্ক-জালে ঋণের স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য।

কি উদ্দেশ্যে ও কেমনভাবে এই ঋণ গ্রহণ করা হইতেছে সেই অনুযায়ী ইহাকে ভোগোদ্দ্যেশী-ঋণ এবং উৎপাদনী-ঋণ এই ছই ভাগে বিভক্ত করা হয়। ব্যক্তির ভোগের উদ্দেশ্যে জিনিসপত্র ক্রয়ের দরুণ যখন ঋণ গ্রহণ করা হয় তখন তাহা ভোগোদ্দ্যেশী-ঋণ এবং নতুন বা বর্ধিত উৎপাদনের কার্যে নিযোজিত হইলে তাহাকে উৎপাদনী-ঋণ বলা চলে।

বহু প্রকাবেব ঋণপত্র বর্তমান সমাজে দেখিতে পাওয়া যায়, (ক) প্রমিদবী নোট, (খ) চেক, (গ) বিনিম্য-বিল, (ঘ) ব্যাঙ্কেব বহুপ্রকাব ঝণপত্র ড্রাফট্ প্রভৃতি। কোন নির্দিষ্ট তাবিথে মথবা চা ইদা অনুযাযী নগদ অর্থ দিবাব প্রতিশ্রুতি লিপিবদ্ধ থাকিলে দেইরূপ ঋণপত্রকে প্রমিদবী নোট বলা হয়। পূর্বে কোন ব্যক্তি, কোন ব্যাঙ্ক বা সবকাব এইরূপ প্রমিদ্বী নোটেব প্রচলন কবিতে পাবিত। প্রমিদবী নোটেব প্রচলনকাবীব উপব আস্থা ও বিশ্বাস থাকিলে এইসকল নোটসমূহ এক ব্যক্তিব নিকট ছইতে সভা ব্যক্তিব নিকট হস্তান্তবিত হইতে থাকে এব॰ ইহাব সহাযতায় অর্থ নৈতিক লেনদেন ঘটে। শাধাৰণভাবে, আজৰাল কেন্দ্ৰীয় বাাঞ্চ বা গভৰ্ণমেট এইরূপ নোট চালাইবাৰ অধিকাব নিজেবা গ্রহণ কবিয়াছেন। (খ) ব্যাঙ্কে আমানতকাবী ব্যক্তি কর্তৃক কাহাকেও টাকা দিবাব জন্ম ব্যাঙ্কেব উপব নির্দেশপত্রকে চেক বলা হয। এই চেক্ হস্তান্তবিত হইযা অর্থ নৈতিক লেনদেনে বিনিম্যেব মাধ্যমন্তবে কাজ করে। এই চেকেব সহিত কাগজী নোটেব পার্থক্য আছে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বা সবকাব কর্তৃক প্রচলিত নোটগুলি হইল আইন-সিদ্ধ মুদ্রা, চেক কথনই আইনসিদ্ধ নহে , ইহা গ্রহণ কবিতে আইনত কেহ বাধ্য নহেন। (গ) দ্রবেব ক্রেতাব উপবে দ্রব্যেব বিক্রেতা নির্দিষ্ট তাবিথেব মধ্যে নির্দিষ্ট পবিমাণ অর্থ দিবাব নির্দেশ দিয়া যে-পত্র দেন তাহাকে বিনিম্থ-বিল বলে। সাধাবণত, ৩০ দিন, ৬০ দিন, বা ৯০ দিন পবে ক্রেতা বিক্রেতাকে এই অর্থ প্রদান কবিবাব প্রতিশ্রুতি দেয়। এই নির্দিষ্ট সমযেব পূর্বে দ্রব্যেব বিক্রেতাকে ঐ বিল ভাঙাইতে পাবে অথবা বন্ধক দিয়া টাকা পাইতে পাবে । (ঘ) যথন কোন ব্যাঙ্ক নিজেব অপব কোন শাখাকে বা অপব কোন ব্যক্তিকে কিছু টাকা দিবাব জন্ম নির্দেশ দেয তথন সেই নির্দেশ-নামাকে ব্যাক্টেব ড্রাফট্ বলে। अन व्यवस्थात প্রধান স্থবিধা হইল, ইহাব ফলে নগদ টাকা ব্যবহাবেব প্রযোজনীযতা কমিয়া যায়। প্রভূত পরিমাণে টাকা বহনের ও লেনদেনের বাঁবুকি এবং অস্থবিধা থাকে না। সমাজে বাবদা-বাণিজ্য ও ইহাদেব স্থবিধা

এবং অস্থাবধা থাকে না। সমাজে ব্যবদা-বাণজ্য ও উংলাদন সকল কিছু ঋণপ্রথাব দ্বাবা উপক্বত হয়; স্থান ও কালেব মধ্যে সংযোগ-দেতু হিসাবে ঋণ-প্রথা কাজ কবে। ধাতু ও ধাতব মুদ্রাব বদলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যেব ক্ষেত্রে এই ঋণপত্র দ্বাবা ক্লেনে অনেক বেশি স্থবিধাজনক।

ঋণ-প্রথাব বিশেষ বিপদ ও ক্রটি হইল, ইহাব ফলে মুদ্রাস্ফীতিব সম্ভাবনা শাকে পুর বেশি। ব্যাঙ্ক ঋণদানের প বিমাণ বাড়াইলে বা সরকাব অধিক পরিমাণে প্রমিসরী নোটের প্রচলন করিলে দ্রব্যসামগ্রীর দাম বৃদ্ধি পাইয়া মুদ্রাক্ষীতি
হইতে পারে। হ'টে বলেন যে, ব্যবসা-সংকট বা বাণিজ্যও অহবিধা

চক্র স্থান্টতে এই প্রকার ঋণপ্রথাই প্রধানত দায়ী, ব্যাহ্বঋণের সঙ্কোচ ও প্রসারই এইরূপ ব্যবসায়-চক্র ঘটাইয়া থাকে। ঋণ-প্রথার ফলে
সমাজে অনির্দিষ্টতা আসিয়া পড়ে; শেয়ার বাজারে বা দ্রব্যের বাজারে ফাট্কা
ব্যবসায় শুরু হইতে পারে। জাতীয় বা আন্তর্জান্তিক ক্ষেত্রে ট্রাস্ট বা বৃহৎ
একচেটিয়া ব্যবসায় সংগঠন স্থাপিত হইতে পারে।

ব্যাক (Banks): ঋণ লইয়া যে-সংগঠনের ব বসায় পরিচালিত হয় সেইরূপ প্রতিষ্ঠানকে ব্যান্ধ বলে। সমাজের নিকট হইতে ঋণ করা এবং সেই টাকা ব্যক্তিদের মধ্যে ঋণ হিসাবে খাটানো, ইহাই ব্যাক্ষের কাজ। সমাজে বহু প্রকার ব্যান্ধ দেখিতে পাওয়া যায়; বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঋণদানের কাজে বিভিন্ন প্রকার ব্যান্ধ নিযুক্ত থাকে।

ব্যাঙ্কের প্রধান কাজ হইল ব্যক্তিদের সঞ্চয়গুলি আমানতের আকারে একত্ত সংগ্রহ করা। আমানত অনেক প্রকারের হইতে পারে। কারেন্ট বা চল্তি আমানত, সেভিংস বা সঞ্চয়ী-আমানত ও স্থির-আমানত। কারেন্ট আমানত হইতে ইচ্ছাসুযায়ী টাকা উঠানো চলে, কিন্তু সেভিংস ও স্থির-আমানত হইতে টাকা উঠাইবার বিছু বিছু বাধা-নিষেধ থাকে। আমানত হইল ব্যাঙ্কের ঋণ এবং ইহা ব্যাঙ্কেরই দায়িত্ব (Liability)। কারেন্ট হিসাবে রক্ষিত টাকাকে চাহিদা আমানত (Demand deposit) বলা চলে এবং অন্যান্ত ধরনের আমানতকে কাল-আমানত (Time deposit) বলা চলে।

ৰিতীয়ত, এই সকল টাকা ব্যাহ্ম নিজের ব্যবহারের জন্য ধার করে না। স্থাদ পাইবার আশায় সে এই টাকাকে বিভিন্ন প্রকার ঋণপত্রে খাটায় অর্থাৎ শিল্প, বাণিজ্য ও অন্যান্থ কালের ঋণ দেয়। ব্যাহ্ম ঋণ দেয় ঋণগ্রহীতার নামে আমানত স্থাষ্টি করিয়া, কোন আমানতকারীকে ওভার ড্রাফট্ট দিয়া, বিল অব একাচেঞ্জ বা ছণ্ডি ক্রেয় করিয়া। দেশের বাণিজ্যিক ব্যাহ্মগুলি সাধারণত ঋণ দেয় সল্পল কালের জন্য, আবার বিনিয়োগ ব্যাহ্ম বা শিল্প ব্যাহ্মগুলি ঋণ দেয়।

ভূতীয়ত, কেন্দ্রীয় ব্যাহ্ণ কাগজী নোট প্রচলন করে এবং অভাভ ব্যাহ্ণও (চকের সাহায্যে লেনদেনের সহায়তা করে। কোন ব্যাহ্ণ যথন টাকা জমা রাখে তথন আমানতকারীকে চেক কাটিয়া টাকা তুলিয়া লইবাব স্থযোগ দেয়। এক ব্যাঙ্কেব চেক অপর ব্যাঙ্কে জমা হয়, একজনের চেক বহুজনে গ্রহণ কবে। এইরূপে বিনিময় ও প্রচলনেব মাধ্যম হিসাবে টাকা স্থাষ্ট কবা ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থাব একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলা চলে।

চতুর্থত, ব্যাদ্ধেন বিবিধ প্রকাব কাজ আছে। দলিল-পত্র বা অলঙ্কার প্রভৃতি বহুমূল্য দ্রব্যাদি নিবাপন্তাব উদ্দেশ্যে লোকে ব্যাদ্ধে জমা বাথে। ব্যক্তিব হিসাব রক্ষা করে, বিষয় সম্পত্তি দেখাগুনা করে, অথবা ব্যবসায়ক্ষত্রে সেই ব্যক্তিব প্রতিনিধি হিসাবে বিভিন্ন প্রকাব কাজ কবিয়া থাকে। বৈদেশিক মুদ্রা বেচাকেনা করে। দেশের এক অঞ্চল হইতে অন্য অঞ্চলে টাকার যাতায়াত সহজ করিয়া তোলে।

দেশে ব্যান্ধ-ব্যবস্থাব গুরুত্ব অপবিসীম। উপযুক্ত ব্যান্ধ-ব্যবস্থা ছাডা শিল্প-বাণিজ্যে সমৃদ্ধ হইষা উঠা কোন দেশেব পক্ষে সহজ্পাধ্য নহে। অনুনত ব্যান্ধ ব্যবস্থা দেশেব শিল্প ও বাণিজ্যে অনুনতিব কাবণ বলা চলে। ব্যান্ধ-প্রথাব ফলে মূলবনেব চলনশীলতা বৃদ্ধি পাষ। ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতাদেব মধে

বর্তমান সমাতে ব্যক্তিমান সমাতে কর্পনের পাবে না তাহাদেব নিকট হইতে সেই টাকা লইযা আসিয়। উপযুক্ত বিনিযোগকাবীদেব সেই টাকা ঋণ দিয়া

ব্যাঙ্ক উভযকেই সাহায্য কৰে। সমগ্র দেশে টাকাব যে-কেনাবেচ। চলিতেছে ব্যাঙ্ক সেই কাজে সহাবতা কৰে। চেক কাটিয়া ও জমা লইয়া দেশেব ব্যাঙ্কওলি মিলিয়া যে প্রভূত পরিমাণ টাকা 'স্যষ্টি' কৰে তাহাতে দেশেব আর্থিক কাঠামোতে প্রদাবশীলতা ও নমনীযতা দেখা দেয়। সমাজে সঞ্চয়-প্রবৃত্তি বা সঞ্চয়-প্রবৃত্তি বা সঞ্চয়-প্রবৃত্তি বা বিভিয়া যায়; ব্যাঙ্কে বিনেযোগেব স্থযোগ থাকায় সঞ্চয় ও বিনিযোগেব ইচ্ছা ও আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। ইতত্তত বিক্ষিপ্ত ক্ষুত্র ক্ষুত্র ব্যাক্তগত সঞ্চয়কে একত্র সংগ্রহ কবিয়া তাহা বিনিযোগ কবা হয় বলিয়া সমাজে উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও আয়ন্তব বৃদ্ধি পায়, অর্থ নৈতিক কল্যাণ সাধিত হয়।

ব্যাধ্বের ব্যাকান্য শীট (Balance Sheet of a Bank)

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কেব উপ্বর্ত পত্র বা ব্যালান্স শীট (Balance sheet) বিশ্লেষণ করিলে ব্যাঙ্কেব কাজকর্মেব রূপ প্রকৃতভাবে বোঝা যায়। যে-সকল টাকা ব্যাঙ্কের নিকট জমা দেওয়া হইয়াছে, ব্যাঙ্ক দেই সকলের জন্ম জনসাধারণেব নিকট দায়ী; ইহা তাহাব দেনাসমূহ (liabilities)। যে সকল টাক। বিভিন্ন কেনা ও পাওনা
কবিলে প্রতের বান্ধি খাটাইয়াছে, নিযুক্ত সেই সকল টাকা ব্যাঙ্কের
পাওনাসমূহ (assets)। দেনা ও পাওনাব কাঠামো বিশ্লেষণ
কবিলে প্রতেকটি ব্যাঙ্কেব আর্থিক অবস্থা, উহাব কার্যাবনী প্রভৃতি স্পষ্টভাবে
ভন্থাবন কবা যায়। সাধাবণভাবে, দেনা ও পাওনাব উভয়দিক সমান থাকে:
কাবণ ব্যাঙ্কেব সকল পাওনা বা অর্থ নিযোগ বা সম্পত্তি অন্থেব নিকট হইতে গৃহীত
টাকাব সাহায়ে কবা হয়। সাধাবণত, ব্যাঙ্কসমূহ যৌথম্লবনী প্রতিষ্ঠান হিসাবেই
গঠিত হয়; ক্বলাং শেযাব বিক্রয় কবিয়াই প্রাথমিক মূলধন সংগৃহীত হয়।

দেনাব দিকে (ক) শেষাব বিক্রম ক বিষা যে-পরিমাণ অর্থ পাওষা গিষাছে তাহা প্রথমেই উল্লেখ্যোগনে। (খ) দ্বিতীয়ত, চল্তি আমানত বা চাহিদাক্রামানত। (গ) তৃতীয়ত, স্থায়ী আমানতসমূহ। (ঘ)
ক্রেনাব বিষয়স হ

চতুর্থত সাবধানতাব জন্ম সকল বর্গান্ধই মুনাফাব অংশ দ্বাবা
বিজ্ঞার্ভ তহবিল গডিয়া তোলে। উহা শেষাব ক্রেতাদেব সম্পত্তি বলিয়া ব্যান্ধেব
দেনা হিসাবে ধবা হয়। (৬) পঞ্চমত, অন্থান্থ ব্যান্ধকে দেয় যে অর্থ বাকি
বহিষাছে অংবা ব্যান্ধেব নিকট যে-সকল বিল দেনা হিসাবে বহিষাছে।

পাওনা বা সম্পত্তিব দিকে (ক) সর্বপ্রথমে ধবিতে হয়, যে নগদ টাকা ব্যাঙ্কেব হাতে বহিষাছে, দৈনন্দিন লেনদেনেব কাজ সম্পন্ন কবিবাব জন্ম যাহা ব্যাঙ্কেব নিজেব বিজার্ভে তথবা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কেব নিকট গচ্ছিত রাখা সাওনাৰ বিদ্যালয় হইষাছে। (খ) অন্যান্ম ব্যাঙ্কেব নিকট যে-পাওনা আছে অথবা অত্যন্ধকালীন বিনিযোগসমূহ। (গ) তৃতীযত, সবকাবী ঋণপত্ত ক্রম কবিষা ব্যাঙ্ক যে টাকা বিনিযোগ কবিষাছে। (ঘ) ঋণ হিসাবে যে টাকা বিভিন্ন ক্রেত্রে বিনিযোগ কবিষাছে। (৬) পঞ্চমত, ব্যাঙ্কেব নিজন্ম ঘববাতি, আসবাবপত্ত অথব। অন্যান্ম সম্পত্তিসমূহ।

বাংক্ষেব এই বংলোন্স শীট বা দেনাপাওনাব হিসাব পর্যবেক্ষণ ক্রিয়া বাংক্ষেব কাজবর্গেব স্বরূপ জানিতে পাবা যায়। কোন বিশেষ ব্যাঙ্কেব আর্থিক অবস্থাও স্পষ্টভাবে অনুধাবন কবা সম্ভব হয়। বাণিজ্যিক ব্যাঞ্জিং-প্রথার নিযাসসমূহ সুচাক্ষরপে প্রতিপালিত হইতেছে কিনা তাহাও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কপ্রথাব বুঝা যায়। সাধাবণত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কপ্রথার তিনটি নীতি আছে; সাবধানতা, মুনাফালভ্যতা ও তরলতা (safety, profitability and liquidity)। ব্যাঙ্কের বিনিয়োগ এক্সপ

হওষা আবশ্যক যাহাতে জনসাধানণের আমানতী টাকার কোন লোকসানের ভয থাকে না। উপযুক্ত কেত্রে, উপযুক্ত বন্ধক লইষা তবেই টাকা বিনিয়োগ করা উচিত। মুনাফার দিকেও লক্ষ্য বাখা দবকার। সর্বোপরি, বিনিযোগ এইরূপ হওষা উচিত যাহাতে প্রযোজন হইলেই অতি সদ্বর উহাকে নগদ টাকায় রূপান্তবিত করা যায়। অর্থাৎ, এক্লপ সম্পত্তিতে বিনিযোগ করা উচিত, যাহাকে অভিদ্রুত নগদ টাকায় পরিণত করা চলে।

বিভিন্ন প্রকার সম্পত্তিতে ব্যাক্ষের টাকা খাটানো (Distribution of assets of a Bank)

কোন ব্যাঙ্গেব ব্যালান্স শীটেব পাওনা বা সম্পত্তিব দিকে তাকাইলে আমবা দেখিতে পাইব ব্যাঙ্গটি কোন্ বোন্ খাতে কত টাকা খাটাইযাছে। দেশে বিভিন্ন প্রকাব সম্পত্তি আছে, যেমন নগদ টাকা, বেসবকাবী ও সবকাবী ঋণপত্র, বিল্ অফ্ এক্সচেঞ্জ, বণ্ড ও ডিবেঞ্চাব, বিভিন্ন শিল্পে বা ব্যবসাযে ঋণ দেওযা, ঘব ভাডা, আসবাবপত্র, জাযগা অমি প্রভৃতি। ইহাদেব মধ্যে কোন ধবনেব সম্পত্তিতে সে কত টাকা খাটাইবে, তাহা আলোচনা কবা প্রযোজন।

ব্যাঙ্ক জানে যে, তাহাব সকল আমানত যদি সেধাব দিয়া দিতে পাবিত তবে তাহাব মুনাফা হইত খুব বেশি। কিন্তু তাহা সন্তব নয়। বেশিব ভাগ আমানত-কাবীই চেক কাটিয়া লেনদেন কবে প্রতবাং ব্যাঙ্কগুলি তাহাদেব পাবস্পবিক দেনাপাওনা খাতায-পত্রেই মিটাইয়া ফেলিতে পাবে . নগদ টাকাব বিশেষ দ্বকাব

নগদ টাকা জমা বাথা হয না। তবুও কিছু সংখকে আমানতকাবী নগদ টাকা অনেক সময় ফেবং চায়। তাই কিছু প্ৰিমাণ নগদ টাকা তাহাকে নিজেব কাছে সর্বদা জমা বাখিতেই হইবে। বেশি

ঋণ দিলে বেশি স্থদ আয় হইবে, স্তবাং বাজেব ইচ্ছা হইল নগদ টাকা কম বাখিযা বেশি টাকা ঋণ দেওয়া। কিন্তু সাবধানের মাব নাই তাই বাঙ্কি এই লোভ সংবৰণ কবিষা বাখে, মোট আমানতের কিছু অংশ সে নগদ টাকা কপে জমা বাখে। নগদ টাকাই সর্বাপেক্ষা তবল সম্পত্তি (most liquid of all assets), দবকাব মত ইহাব সাহায্যে বাঙ্কি তাহাব যে-কোন দেনা মিটাইতে পাবে, কিন্তু নগদ টাকা হাতে জমাইযা বাখিলে সেই টাকা হইতে স্থদ পাওয়া যায় না! বেশিব ভাগ দেশে স্বকাবী আইন অনুযায়ী বা চিবাচবিত প্রথা (convention) অনুযায়ী মোট আমানতের কিছু অংশ সকল ব্যান্ধ নগদ টাকাব আকাবে জমা বাখিয়া পাকে।

ইহার পরেই সর্বাধিক তরল সম্পত্তি হইল অন্থ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে পাওনা টাকা। ইহাই তাহার আত্মরক্ষার বা প্রতিরোধের প্রথম লাইন (first line of defence)। ব্যাঙ্ক যখন দরকার মনে করে তৎক্ষণাৎ সে অন্থ অন্থান্থ ব্যাঙ্কের

অস্থান্থ বাচ্ছের বাচ্ছের নিকট হইতে নিজ পাওনা আদায় করিয়া নিজের নিকট পাওনা হাতে নগদ টাকার পরিমাণ বাড়াইয়া ফেলিতে পারে।

সম্পতিগুলির তারলা ক্রমশ হ্রাস পাইতেছে, (in descending order of liquidity ', তাই দেখা যায় যে, অন্থান্থ বাঙ্কের নিকট হইতে পাওনার পরেই স্থান হইল তলব-ঋণের (call loans) বা অত্যল্পকালীন ঋণের। একদিন বা ক্ষেকদিনের জন্ম এই ঋণ দেওয়া হয়। এই ধরণের ঋণ হইতে ব্যাক্ষগুলি স্থদ পায় খুবই কম, ঋণগ্রহীতাকে কোনরূপ সময় না দিয়া (without notice) এই ধরণের ঋণ ফ্রেরণ লওয়া চলে অর্থাৎ নগদ টাকায় রূপান্তরিত করা সন্তব। অসুহত

দেশের তুলনায় উন্নত দেশগুলি ব্যাঙ্কের এই প্রকার বিনিয়োগে তলব-ৰুণ বা বে'শ টাকা খাটাইয়া থাকে। তারলা অনুযায়ী ইহার পরের অতাঃকালীন ৰুণ ধাপের বিনিয়োগ হইল সরকারী ঋণপত্র ক্রয়। স্বল্পকালীন ঋণপত্র বা ট্রেজারী বিল ক্রয় করিয়া অথবা দীর্ঘকালীন ঋণপত্র বা সরকারী প্রমিসরী

নোট ক্রয় করিয়া বাান্ধ এই খাতে টাকা খাটায়। এই সকল স্থ্র হইতে একটু
বেশি স্থদ পাওয়া যায়। ইহাদের তারল্যও বিশেষ কম নয়,
সরকারী শণপত্র
কারণ যে-কোন সময় ইহাদের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট
ডিস কাউণ্ট করিয়া নগদ টাকা পাওয়া যায়। এইখাতে ব্যাক্কগুলির বিনিয়োগ যুদ্ধের

মধ্যে ও পরবর্তীকালে বাড়িয়া গিয়াছে। ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কেরা তাহাদের মোট আমানতের ৩০% সরকারী ঋণপত্তে খাটায়, ভারতের ব্যাঙ্কগুলি প্রায় ৫০%।

বেসরকারী ব্যবসাগীদের যে বিলগুলিকে ডিস্কাউণ্ট করিয়া ব্যান্থ নিজের হাতে রাখিনাছে, সেইগুলও তাহার গুরুত্বপূর্ণ সম্পত্তি। ইহাদের মধ্যে যেগুলি পুব শীঘ্র ফলপ্রস হইবে (nearing maturity) বেসরকারী উহাদের তারল্য অপেক্ষারুত বেশি। এই বিলগুলি ব্যবসাগীদের বিল বাবও নিজে নিজেই ফলপ্রস্থ হয়, অর্পাৎ, ২ বা ৬ মাসের মধ্যে ইহা হইতে টাকা পাওযা যাইবে, দরকার হইলে এই সময়-সীমার পূর্বেই অন্থ ব্যান্ধে বা কেন্দ্রীয় ব্যান্ধে ইহাদের ভাঙাইয়া লওয়া চলিবে, অর্পাৎ ডিস্কাউন্ট করিয়া নগদ টাকা পাওয়া যাইবে। তাহা ছাড়া এই বিলগুলি

হস্তান্তরযোগ্য সম্পত্তি (negotiable instruments), তাই ইহাদের বন্ধক দিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বা অন্থান্থ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে দরকার মত নগদ টাকা পাওয়া যায়।

ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের ব্যাঙ্ক ঋণ দেয়, অবশ্য কোন-না-কোন সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া সে এই ধরনের বিনিয়োগ করিয়া থাকে। আজকাল অবশ্য কোন কোন দেশে (যেমন ইংল্ডে) অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত জামিনের ভিন্তিতেও ঋণ দেওয়া হয়। ঋণগ্রহীতার নামে নৃত্ন আমানত পৃষ্টি এবং আমানত বা জমা খুলিয়া দিয়া বা তাহার নিজস্ব আমানতের ওভাবভাফট তুলনায় বেশি টাকা তুলিয়া লওয়ার অনুমতি (overdraft) ব্যাষ্ক এইরূপ ঋণ দিযা থাকে। এই ধরণের বিনিযোগের নির্ভর করে বন্ধকী রাখা জিনিসের তরলতার উপর। তাবলং প্রধানত তাহা ছাড়া, নিজস্ব ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র প্রভৃতিও ব্যাঙ্কের নিজম ঘরবাডি নিজম্ব সম্পত্তি। কিন্তু এই প্রকার সম্পত্তির তারলং অন্তান্ত প্রকার বিনিয়োগের তুলনায় কম।

বাণিজ্যিক ব্যাক্তের মূলনীতি বা ঋণনীতি (Fundamental Principles of Commercial Banking or the credit Policy of a Commercial Bank)

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির কাজ হইল জনসাধারণের নগদ টাকাকে আমানতে পরিণত করা, আবার সেই আমানতকে নগদ টাকায রূপান্তরিত করা। জনসাধারণের নিকট হইতে আমানত হিসাবে তাহারা যে ঋণ লয়, সেই ঋণ আমানতকারী ব্যক্তিরা যথন খুশি ফেরও চাহিতে পারে। সাবধানতা ব্যাঙ্কের টাকা ফেরও দিবার ক্ষমতার উপর এই আছে বা খুনাফা লভ্যতা বিশ্বাসই ব্যাঙ্কের দিক হইতে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শক্তি। তাই তাহাকে সর্বদা সাবধান থাকিতে হয, সে এমন পরিমাণ নগদ টাকা হাতে রাখিবে বা এমন জায়গায় টাকা আহাবৈ যাহাতে আমানতকারীর টাকা নষ্ট না হয়। কিন্তু কেবলমাত্র সাবধানতার নীতি অবলম্বন করিয়া টাকা হাতে লইয়া বিসয়া থাকিলেই তাহার চলিবে না। ব্যাঙ্ক একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, আর মুনাফা করাই সকল ব্বেসায়ের লক্ষ্য। যত কম

টাকা জমা রাখিয়া বেশি টাকা ধার দিবে, ততই তাহার মুনাফার সম্ভাবনা। তাই যে-ধরনের বিনিয়োগে সর্বাধিক মুনাফা পাওয়া যায় সেই ধরণের বিনিয়োগে টাকা খাটাইবার কথা তাহাকে ভাবিতে হইবে। কেবলমাত্র সাবধানতার নীতি অবলম্বন করিয়া বদিয়া থাকিলে তাহার চলিতে পারে না। তাহাকে মুনাফালভ্যতার নীতি অনুযায়ী উপযুক্ত পবিমাণে বিনিয়োগও করিতে হইবে। কিন্তু, বাঙ্ক দর্বোচ্চ মুনাফাব নীতি অনুযায়ী টাকা খাটাইতে পারে না, কারণ কেবলমাত্র এই নীতি অনুসরণ করিলে তাহাকে বিপদে পড়িতে হইতে পারে। ব্যাঙ্ক নিজের টাকায় ব্যবসায় করে না, অপরের নিকট হইতে ঋণ লওয়া টাকা বা আমানতই সে ঋণগ্রহীতাদের ধার দেয়। এই আমানতকারীরা যখন খু দী নিজেদের টাকা ফেরৎ চাহিতে পারে, অধিকাংশ আমানতকারীরা তাহাদের আমানত একত্তে তুলিয়া লইতে চাহিলে ব্যাঙ্কে রান্ (run) হইতে থাকে। এই সম্যে ব্যাঙ্কের উপর লোকের আস্থা ও বিশ্বাস টলিয়া গিয়াছে, সকল আমানতকারীকে নগদ টাকা ফেরৎ দিতে পারিলে তবেই এই আস্থা দে পুনরায় অর্জন করিতে পারে। **স্থত**রাং ব্যাঙ্কগুলি এমনভাবে টাকা খাটায় যাহাতে তাহার বিনিযোগগুলিকে সে যথাসম্ব দ্রুত নগদ টাকায় রূপান্তরিত করিয়া ফেলিতে পারে। কোন কোন সম্প**ন্তি দ্রুত** অপর ধরনের সম্পত্তিতে রূপান্তরিত হইতে পারে, তাহাই সেই সম্পত্তির তরপতার মাত্রা (degree of liquidity), তাই নগদ টাকাই স্বাপেক্ষা তরপ সম্পত্তি। ব্যাঙ্ক তাই এমন ভাবে বিনিয়োগ করে যাহাতে তাহার বেশির ভাগ আমানতই তরল বিনিয়োগে আবদ্ধ থাকে, এই তারল্যের নীতি স্মরণ না করিয়া সে পারে না।

বিষ্ণু ব্যাঙ্কারের কাজই হইল এই সকল পরস্পরবিরোধী নীতির মধ্যে উপযুক্ত সামঞ্জস্ত আনা। দে সাবধান থাকিবে, মুনাফাও বাড়াইবে, আবার এমন

বিজ্ঞ ব্যাঞ্চার এই তিনটি নীতি অরণ রাপিবে ন্ধপে বিনিয়োগ করিবে যাহা সহজে নগদ টাকায় ন্ধপান্তর-যোগ্য। সাবধান হইয়া যদি সে বেশি টাকা জমা রাথে তবে বিনিয়োগের জন্ম টাকা কম থাকিবে, লাভের আশা কম।

যদি সর্বাধিক তরল সম্পত্তি, অর্থাৎ একেবারে নগদ টাকা হাতে রাখে তাফা হইলে লাভ হইবে কোথা ফইতে ? যত বেশি অতরল বা তারল্যহীন বিনিয়োগে টাকা খাটাইবে তত বেশি স্বদ পাইবে, তাহার লাভও বেশি হইবে।

কিন্তু তারলাহীন বিনিয়োগে তাহার ঝাঁকি বেশি, নিরাপন্তা কম। তা**ই বিজ্ঞ**

ব্যাঙ্কারের কাজই হইল এই তিন্টি নীতির মধ্যে সামঞ্জন্ম রাথা।

প্রথমেই ধরা যাউক জমার কথা। বলা হয় যে, ব্যাঙ্কিং-এর সাফল্য জনেকাংশে নির্ভর করে জমা বা রিজার্ভের উপযুক্ত পরিচালনার উপর (Successful banking depends laregely on the management of reserves)। নিজের হাতে রক্ষিত নগদ টাকা এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট রক্ষিত জমা ইহাই তাহার আত্মরক্ষার প্রথম সোপান। এই জমার পরিমাণ বেশি হইবে না, কিন্তু পর্যাপ্ত হইবে। জমা উপযুক্ত না হইলে ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্কের নীতি নিজের বিপদ নিজেই ডাকিয়া আনেতেছে। আবার প্রয়োজনের তুলনায় বেশি হইলে যে-মুনাফা সে পাইতে পারিত

তাহা হ ইতে ব্যাক্ষ বঞ্চিত হইতেছে। এই জমা বা বিজার্ভ পরিচালনার ব্যাপারে তাই বিজ্ঞ ব্যাঙ্কারকে ধনলিপ্সা ও ভীরুতার মধ্যে কোথাও একটা সামঞ্জুস্ত খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। আমানতের ঠিক কত অংশ সে নগদ টাকায় জমা রাখিবে ভাহা অনেকটা নির্ভর করে তাহার বিবেচনার উপর, কি-হারে আমানতকারীরা নগদ টাকা তুলিয়া লইবার কথা চিন্তা করিতেছে সেই সম্পর্কে ব্যাঙ্কাবের অভিজ্ঞতার উপর। ব্যাঙ্কের মোট দেনার তুলনায় তাহার নগদ জমার পরিমাণ সর্বদাই কম. তাই সকল আমানতকারী এক সঙ্গে নগদ টাকা চাহিলে ব্যাঙ্ক ফেরং দিতে পারে না। কোন একটি ব্যাঙ্ক অবশ্য অন্তান্ত ব্যাঙ্কের বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে হঠাৎ প্রয়োজন হইলে টাক। আনিয়া আমানতকারীদের দেনা মিটাইতে পারে. কিন্তু সকল ব্যাঙ্কের পক্ষে একইদঙ্গে ইহা সম্ভবপর নয়। ব্যাঙ্কের উপর যতক্ষণ আমানত-কারীদের আস্থা আছে, ততক্ষণ এই রিজার্ভের গুরুত্ব ততটা নাই, কিন্তু একবার আস্থা হারাইতে থাকিলে মোট আমানতের ১০০% জমা রাখাই একমাত্র নিরাপদ। স্থসময়ে ইহার প্রয়োজন নাই, কিন্তু অসময়ে এই জমা পর্যাপ্ত নয়—এই অবস্থা মানিযা লইয়াই ব্যান্ধারকে কাজ **চা**नाईए७ সাধারণত ইংলণ্ডের বাাঙ্কগুলি তাহাদের মোট আমানতের ৮ হইতে রাথে; দকল দেশেই ব্যাঙ্কারদের অভিজ্ঞতা হইতে মোটামুটি এই রিজার্ভের অমুপাত সকল ব্যাঙ্কারের জানা থাকে।

রিজার্ভ বা জমার পরিমাণ সম্পর্কে মোটামুটি স্থির করিয়া ব্যাঙ্কার তাহার বিনিয়োগের দিকে নজর দেয়। মুনাফা বাড়াইতে হইবে, আবার বিনিযোগের তারল্যও বজায় রাখিতে হইবে। বিভিন্ন ঝুঁকিসম্পন্ন ঋণে বিভিন্ন স্থদের

^{*&}quot;Modern private banking is an uneasy compromise of elements which are unnecessary if the sun is shining, and insufficient if it is not."

হারে দে টাকা খাটায়। এই বিষয়ে কোন ব্যান্ধারকে অনেক দিকে চিন্তা করিতে হয়। যেমন, সাধারণত বাণিজ্যিক ব্যান্ধন্তলি বেশি দিন আবন্ধ থাকিতে পারে এইরূপ স্থানে টাকা খাটায় না। সাধারণত লোকে অল্প বিনিয়োগ সম্পর্কে সময়ের জন্ম টাকা আমানত রাখে, তাই ব্যান্ধকেও ঐ আমানত অল্পসময়ের মধ্যেই খাটাইয়া লইতে হয়। অল্পসময়ী আমানত লইযা দীর্ঘকালীন বিনিয়োগে টাকা খাটাইবার ঝুঁকি দে নিতে পারে না। খুব অল্প সময়ের মধ্যে (যেমন তিন মাসে) যে-বিলগুলি আপনাআপনি ফলপ্রস্থ হইযা উঠে (self liquidating), সেই ধরনের ঋণপত্রে নিয়োগ করাই ব্যান্ধের পক্ষে যুক্তিসঙ্গত। অধিক সময়ের জন্ম ধার দেওয়ার ছইটি বিপদ, টাকা ফেরং না পাওষার সম্ভাবনা আছে, আর বন্ধকী সম্পত্তির মূল্য বাজারে ব্রান্ধ হইতে পারে। সেইজন্ম বলা হয় যে, বিজ্ঞাব্যান্ধারের গুণ হইল বিল ও বন্ধকের মধ্যে পার্থক্য বৃথিতে পারা (difference between bill and mortgage)।

কেবলমাত্র প্রথমশ্রেণীর বিল চিনিতে পারিলেই ব্যাষ্টারের কাজ শেষ হয় না, তাহাকে বিভিন্ন সম্যের মধ্যে এই বিনিযোগগুলি উপযুক্তভাবে বর্টন করিয়। দিতে হয়। এই বিষয়ে তাহাকে অনেক দিকের উপর নজর রাখিতে হয়। দেশে কখনও কখনও টাকার লেনদেন বাড়ে, তাহাকে বলে তেজী মরস্থম (busy season); আবার কখনও কখনও টাকার লেনদেন কমে উহাকে বলে মন্দা মর্মুম (slack season)। মন্দার মর্মুমে ব্যক্তির ঋণের জন্ম চাহিদা কম, আবার তেজী মরস্থমে উহার চাহিদাবেশি। তাই ব্যান্ধার এমনভাবে বিল ও সিকিউরিটিগুলি কেনে যাহাতে মন্দার মরস্থমে বেশি টাকা তাহার কাছে ফিরিয়া না আনে অথচ তেজা মরস্থাে অধিকাংশ বিল ও দিকিউরিটিগুলি ফলপ্রস্থ হয় এবং তাহার নিকট নগণ টাকা পৌছে। মন্দার মরস্বমে যথন বাছের হাতে নগদ টাকা বেশি, তথন সে অতি অল্প সময়ের জন্ম টাকা খাটাইবে, ইহাতে পুব কম আয় হইলেও দে দীৰ্ঘকালান বিনিয়োগে টাকা আবদ্ধ করিবে না। কারণ সে তেজী মরস্থমের অপেকায় আছে, সেই সময় তাহার হাতে নগদ টাকার পরিমাণ যথাসম্ভব বেশি থাকা বিভিন্ন সময়ে দরকার। দীর্ঘকালীন বিনিয়োগে টাকা খাটানোর ঝোঁক ফলপ্রস্থ গণ্ড আজকাল ব্যাক্ত লির মধ্যে দেখা যাইতেছে। যদি হাতে বেশ কিছু পরিমাণ বেশি টাকা থাকে তবেই ব্যাহ্ব এই চিন্তা করিতে পারে।

বিনিয়োগের ঝুঁকির পরিমাণ কমাইবার উদ্দেশ্যে আজকাল কয়েকটি ব্যাঙ্ক মিলিয়া সন্মিলিত প্রতিষ্ঠান (consortiumn) গঠন করিয়া দীর্ঘকালীন বিনিয়োগ করিবার চেষ্টা করিতেছে।

বিনিয়োগের তারল্য বজায় রাখার জন্ম ব্যাঙ্ক তাহার মোট বিনিয়োগকে বিভিন্ন প্রকার ঋণের মধ্যে স্থচিন্তিতভাবে ছড়াইয়া রাখিবে। কিছু টাকা সেতরল-ঋণ ও অত্যঙ্ককালীন ঋণেব বাজারে খাটাইবে। এবং নির্দিষ্ট সময়ে যে-বিলগুলি আপনা আপনি ফলপ্রস্থর সম্ভাবনা তাহাতে কিছু টাকা রাখিবে। সরকারী স্বল্পকালীন বিল বা ট্রেজারী বিলে সাধারণত বেশি টাকা রাখা হয়।

মধ্যকালীন বা দীর্ঘকালীন সরকারী বিনিয়োগে টাকা রাখা কিছিন্ন তবলতাসম্পন্ন ঋণপত্র

ততটা যুক্তিযুক্ত নয় বলিয়া অনেকে মনে করেন, কারণ
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হৃদ সম্পর্কে নীতির উপর এই সিকিউরিটিগুলির দাম নির্ভর করে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হ্মদের হার বাড়াইলে সরকারী
সিকিউরিটিগুলির বাজার-দর কমিয়া যায়, তাই ইহাতে টাকা খাটানো বিশেষ
নিরাপদ নয়।

এই প্রদক্ষে মনে রাখা দরকার যে, ব্যাঙ্কের ধনসম্পন্নতা (solvency) ও তরলত। (liquidity) উভয়ের মধ্যে পার্থকা আছে। কোন ব্যাঙ্কের অবস্থা ভাল, ইহা বেশ ধনসম্পন্ন—এই কথা বলিলে বোঝা যায় তাহার ঋণ-পরিশোধের যোগ্যতা আছে। অর্থাৎ, ব্যাঙ্কেব মোট সম্পন্তির পরিমাণ এত যে সে মোট দেনা মিটাইতে সক্ষম, তাহার ঋণশোধযোগ্যতা আছে। কিন্তু এই অবস্থাতেও তাহার তারলা ন। থাকিতে পারে। তারলা নির্ভর করে সে কি ধরনের সম্পন্তিতে টাকা খাটাইয়াছে, উহাদের কত দ্রুত এবং ক্ষতি স্বীকার না করিয়া আবার নগদ টাকায় পরিণত করা সম্ভব—ইহার

করিয়া আবার নগদ টাকায় পরিণত করা সম্ভব—ইহার

অগশেশিধযোগ্যতা
ও তরলতা
এক নয
তারল্য থাকিলে তবেই তাহার ঝুঁকি কম। অনেক সম্পত্তি
থাকা অবস্থাতেই যদি চাহিবামাত্র ব্যাঙ্কটি আমানতকারীকে
টাকা দিতে না পারে, তবে তাহার নিরাপত্তা নাই। তাই বিনিয়োগের
দিক হইতে ব্যাঙ্কের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল বিনিয়োগের তারল্য

সম্পত্তি বা বিনিয়োগ পরিচালনার তত্ত্ব (Theories of Asset Management)

কেমন করিয়া ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের বিনিয়োগের বা সম্পত্তির তারল্য বজায় রাখিতে পারে সেই বিষয় ব্যাঙ্কিং-এর পণ্ডিতের। বহু আ'লোচনা করিয়াছেন। অনেকদিন ধরিয়া বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির নীতি হিসাবে গুহীত হইয়াছে যে, এই ব্যাস্কণ্ডলি কেবলমাত্র স্বল্পকালের জন্য আপনাআপনি পরিশোধ্য এবং উৎপাদক-ঋণ (shorterm self liquiding, productive loan) দিবে। এই নীতি অনুসরণ করিলে ব্যাক্ষণ্ডাল কেবলমাত্র দ্বব্যসামগ্রীর উৎপাদন ও বিক্রয়ের (বা বন্টনের) উদ্দেশ্যে ঋণ দিবে। কোন কারখানায় দ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে, বা কারখানা হইতে দ্রব্যগুলি বিক্রয়ের জন্ম বাজারে যাইতেছে আসল বিল বা —এই সকল ধারাকে সাহায্য বা ত্বরাগ্ত করার জন্ম স্বয়ংশেধের নীতি ব্যাঙ্কর্তাল ধার দিবে, অনেকে এইরূপ মনে করেন। দ্রব্য উৎপন্ন হইলে ব। বিক্রম হইয়া গেলে ব্যাঙ্ক সেই টাকা হইতে এই ঋণ ফেরৎ পাইবে, উৎপাদন ও বিক্রয়ের ধারার মবে ।ই এই ঋণ শোধ হইয়। যাইবে—তাই ইহানের স্বয়ংশোধ্য ঋণ বা সম্পাত (self-liquidating assets) ব্লিয়া মনে কবা হয়। এই ধরণের কাজে ঋণ দানের নাতকে বলা হয় "আদল-বিলের নীতি" (Real Bills Doctrine) বা "স্বরং পরিশোধের তত্ত্ব" (Theory of Self-Liquidity)। সমগ্র উন্বিংশ শতাব্দাতে ব্যাক্ষংজগতে এই নাঁতির প্রাধান্ত ছিল.

আধুনিককালে এই তত্ত্বের বহু বধ সমালোচন। হইয়াছে এবং মোটামুটি ইহার পরিবর্তে ভিন্নরূপ নাতির কথা বলা হইতেছে।* যেমন, প্রতিটি ব্যাঙ্কের প্রতিটি ঋণই যাদ এইরূপ 'আসল-বিলের নীতি' অনুযায়া করা হয় তাহা হইলে ব্যবদায় বাণিজ্য চালতে পারে না। যে-উৎপাদনধার। বা বিক্রয়-ধার। সম্পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে ঋণ লওয়া হইয়াছল তাহা সম্পূর্ণ হইবার প্রমুহূর্তে আবার ঋণ লওয়া দরকার হয় অথবা পুরাতন এই নীতির ক্রটি সেই ঋণ আবার দেওয়া হইবে (renewal of old loans) এইরূপ শ্রতিঞ্জাতির প্রয়োজন হয়। পুরাতন ঋণ সম্পূর্ণ শোধ পাইলে আবার

এবং বর্তমানেও বহু পণ্ডিত ইহাকে সমর্থন করেন।

^{*&}quot;The real bills doctrine, as Mr. Hart has observed, sounds very nice as it has a flavour of unattainable moral beauty' about it. But it conceals several fallacies."—Dr. S. K. Basu, A Survey of Contemporary Banking Trends, P 281.

ন্তন ধারা শুক্রর সময়ে ঋণ পাওয়া যাইবে এইরূপ হইলে সমাজে উৎপাদন ও বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। দেশের কোন কোন ব্যাস্ক যদি নৃতন ঋণ স্পৃষ্ট করিয়া চলে তবে দেই ঋণস্রোতই দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন ও বিক্রয় বাড়াইয়া দিয়া সকল ব্যাক্ষ হইতে ঋণগ্রহীতাদের পুরাতন ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা গড়িয়া তুলিতে থাকে। পুরাতন বিলগুলি পরিশোধের পূর্বে যদি ব্যাক্ষেরা নৃতন বিল গ্রহণ করিতে রাজি না হয়, তবে সম্ভাব্য ঋণগ্রহীতাদের কাজকর্ম প্রসারিত হয় না, উৎপাদন ও ব্যবসায়বাণিজ্য রাস পায়, দেশের ক্রয়ণক্তি কমিয়া যায়, দামস্তর কমে, পুরাতন ঋণগ্রহীতারাও তাহাদের ঋণ শোধ করিয়া উঠিতে পারে না। বিশেষত, ব্যবসায়সংকটের য়ুগে জিনিসপত্র বিক্রয় করিয়া আনেক সময় ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়, এই অবস্থায় যদি ব্যবসায়ীদের নৃতন ঋণ পাইবার পূর্বেই পুরাতন ঋণ শোধ দিতে হয় এবং দেশে সকল বাাদ্ধ মিলিয়া ঋণ সংকোচনের নীতি গ্রহণ করে তবে বংবসায়বাণিজ্য নিশ্চয় ক্ষতিগ্রস্ত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই নীতি তাই সমর্থনিযোগ্য নহে।

তাহা ছাড়া, আধুনিক কালে তারল্য সম্পর্কে ধারণা পূর্বাপেক্ষা একটু ভিন্নব্ধপ হইয়া উঠিয়াছে। কোন ব্যাঙ্ক যদি তাহার সম্পত্তিগুলিকে অহ্য ব্যাঙ্কের নিকট বিক্রম করিয়া দিতে পারে অথচ তাহার কোনব্ধপ আর্থিক ক্ষতি না হয়, তবেই পেই ব্যাঙ্ক তরল অবস্থায আছে বলিয়া মনে করা যায়। দরকারমত আমার হাতের বিল ও সিকিউরিটিগুলি বিনাক্ষতিতে আমি যদি অহ্যক্র বিক্রম করিতে পারি, তবেই আমার ঋণশোধযোগ্যতা এবং তারল্য বজায় রহিল, এইক্রপ মনে করা চলে। ইহাকে বলে অপসারণের নীতি (Shiftabiliy theory)। ক্রত এবং লোকসান না দিয়া কোন ব্যাঙ্ক অপর ব্যাঙ্কের নিকট নিজ সম্পত্তি হস্তান্তরিত করিয়া নগদ টাকা ফ্রেব্

* "If bankers, in a misguided attempt to 'liquidate' their assets, refuse to take up any new bills and do simply sit back in their parlours and wait for the maturities of the bills in their portfolios there is a catastrophic fall in the supply of purchasing power and the catastrophic fall in prices which makes it impossible for debtors to meet bills out of the proceeds of their operations. Only by maintaining their assets can banks maintain the 'self-liquidating' character of a substantial class of them. The banks are for the most part important direct lenders in the short-term Capital market, and the availability of means to pay off maturing short-term debts depends essentially on the bank's readiness to make new short-term loans." Sayers, Modern Banking (4th Edn) P, 196.

পাইতে পারে—এই ধরণের সম্পত্তিতে বিনিয়োগ করিলেই তারল্য বজায় থাকে।
ফলপ্রস্থ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার প্রয়োজন নাই—দরকার হইলে উহার পূর্বেই
বিলগুলিকে অন্তত্ত অপসারণ করা সম্ভব হইলে উহাকে তারল্য বলিয়া মনে করা
হয়।*

অপসারণ তত্ত্বের সমর্থনকারীরা মনে করেন যে, কেবলমাত্র অন্থ ব্যাঙ্কের নিকট নয়, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট অপসারণের যোগ্য বিবেচিত হইলেই সেই বিলগুলি কিনিয়া বিনিয়োগের তারল্য বজায় রাখা চলে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যে-সকল বিল বা ঋণপত্র কিনিতে প্রস্তুত আছে, কোন ব্যাঙ্ক সেইগুলিতে টাকা খাটাইলেই তাহার তারল্যাবস্থা বজায় থাকে, কারণ দরকারমত সে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে উহাদের বিনিময়ে নগদ টাকা পাইবে।

'আসল-বিলের তত্ত্ব' বা 'অপসারণের তত্ত্ব' যাহাই গ্রহণ করা হউক না কেন ব্যবসায় সংকটের মুগে ইহাদের কোনটিই ব্যাঙ্ককে বাঁচাইতে পারে না। সংকট-কালে বিল ও সিকিউরিটিগুলি আপনা-আপনি ফলপ্রস্থ (self liquidating) হইয়া উঠে না, কারণ ঋণগ্রহীতাদের ঋণশোধের ক্ষমতা হ্রাস পায়। সকল ব্যাক্কের ক্ষেত্রে এইরূপ অবস্থা আসিলে কোন ব্যান্ধই অপর কাহারও

কেন্দ্রীয় বাঞ্চই
মান্ত্রম্বর কোন সম্পত্তি অপসারণ করিতে পারে না।
এই অবস্থায় একমাত্র কেন্দ্রীয় ব্যক্তিই সর্বস্রেষ্ঠ ভাশ্রয়স্থল।

কেন্দ্রীয় বগাঙ্ক যদি ঋণপত্রগুলি গ্রহণ করিতে অসন্মত হয়, তবে সেই ব্যাঙ্কের পক্ষে তারল্য বজায় রাখা কিছুতেই সম্ভব নয়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের গ্রহণযোগ্য বিসপ্তলিতে বিনিয়োগ করিতে পারাই তাই তারল্যরক্ষার প্রকৃষ্ট পথ।

সর্বশেষে আমেরিকার ব্যক্তিং-জগতে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঝোঁকের কথা উল্লেখ করা দরকার। আমেরিকার ব্যক্তিলি আজকাল ব্যবসায়ীদের মধ্যকালীন ও দীর্ঘকালীন প্রয়োজন মিটাইবার জন্তও ঋণ দিতেছে। ইহাদের টার্ম লোন্ (Term loan) বলে। বর্তমানের চুক্তি অনুযায়ী এক বৎসর পরে যে-ঋণ পরিশোধনীয় উহাকে টার্ম ঋণ বলা হইতেছে। সাধারণত এই সকল ক্ষেত্তে ঋণ-কাল ১ বৎসরের বেশি, কিন্তু ৫ বৎসরের কম। সমস্ত ঋণকাল ধরিয়া ভবিষ্যাতের

^{*&}quot;What is essential is maintenance of a substantial quantity of assets which can be shifted on to other banks before maturity in case of necessity. Thus liquidity is tantamount to shiftability." S. K. Basu Contemporary Banking Trends, P 283.

শাম হইতে এই ধরণের ঋণ পরিশোধ করা হইয়া থাকে। যন্ত্রপাতি, মজ্ত্র প্রবাদাথী এবং অনেক সময় ঘরবাড়িও বন্ধক লওয়া হয়। বারবার স্বল্পকালীন ঋণ-দান ও গ্রহণ করার অস্থবিধা এড়াইবার জন্ম এবং আমে রিকার ব্যাঙ্গুণ্ডিলর হাতে প্রভূত উদ্বন্ধ টাকা বিনিয়োগের পথ বাহির করার উদ্দেশ্যে এই ধরনের ঋণনীতির উদ্ভব হইয়াছে। মার্কিন ব্যাঙ্কিং-জগতের এই নৃতন কাজকর্ম বহুলাংশে পুরাতন ব্যাঙ্কিং নীতির বিরোধী। 'আসল-বিলের তত্ত্বে' ঋণগ্রহীতার দ্রব্য বা সম্পত্তি বিক্রেয় করিয়া ব্যাঙ্ক টাকা আদায় করে; 'অপসারণ তত্ত্বে' অপর কোন

ঝণগ্ৰহীতার ভবিশ্বং প্ৰত্যাশিত আয়ের তব ঋণদাতার নিকট হইতে ব্যাঙ্ক এই ঋণ পরিশোধ পায়। কিন্তু এই টার্ম ঋণগুলি ব্যাঙ্ক ফেরৎ পায় "ঋণগ্রহীতার প্রত্যাশিত আয়" হইতে (anticipated income of the

borrower)। এইরূপে মার্কিন যুক্তরাট্টে ব্যাক্ষণুলির বিনিয়োগের তারল্য সম্পর্কে নৃতন এক তত্ত্ব গড়িয়া উঠিতেছে। ঋণগ্রহীতা নিজের ভবিশ্বত আয় হইতে সঞ্চয় করিয়া ব্যাক্ষের ঋণ পরিশোধ করিবে—এই তত্ত্ব পূর্বের ছুইটি হইতে অনেকাংশে পৃথক তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।*

ব্যাস্ক কড় ক ঋণস্থি (Creation of credit by Banking system)

আধুনিককালে ব্যাঙ্কের আমানত ছুই প্রকারে স্থাষ্ট হইতে পারে। প্রথমত, আমানতকারী কোন ব্যক্তি নগদ টাকা লইয়া ব্যাঙ্কে উপস্থিত হইলে ব্যাঙ্ক তাহার নামে আমানত-হিসাব (Deposit account) খুলিয়া দেয়; ইহাকে প্রকৃত আমানত (Actual deposit) বলে। দ্বিতীয়ত, কোন হুই প্রকাব আমানত ব্যক্তি ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণগ্রহণ করিলে ব্যাঙ্ক ঋণপ্রতিত ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণগ্রহণ করিলে ব্যাঙ্ক ঋণপ্রতিবার নামে নিজের খাতায় হিসাব খুলিয়া দেয়; সেই হিসাব হুইতে ঋণের পরিমাণ পর্যন্ত টাকা চেকের সাহাযে। তুলিয়া লইবার অনুমতি দেয়। ইহাকে স্থাভ-আমানত (Created deposit) বলা হয়।

প্রথম প্রকার বা প্রকৃত আমানত স্থাষ্ট হয় আমানতকারী ব্যক্তির তাগিদে।
দিতীয় প্রকার বা স্থাই-আমানত স্থাষ্টর তাগিদ আসে ব্যাঙ্কের নিকট হইতে।
এইক্লপে আমানত স্থাষ্ট করিয়াই ব্যাঙ্ক ঋণ দেয়।

ব্যান্ধ কোণা হইতে ঋণ দেয়? যে নগদ টাকা তাহার নিকট আমানত

^{*} Dr. S. K. Basu, Contemporary Banking Trends, P. 285-89.

হিসাবে আসে, তাহার সম্পূর্ণ পরিমাণ ঋণ দিতে পারে না, কারণ আমানতকারী মদি টাকা উঠাইয়া লইতে চায়, ব্যান্ধকে তাহা দিতে হইবে। অভিজ্ঞতার ভিন্তিতে প্রত্যেকটি ব্যান্ধ জানে যে, সকল আমানতকারীগণ এক সঙ্গে তাঁহাদের সকল আমানত উঠাইয়া লইতে চাহেন না। মোট নগদ ব্যান্ধ কর্তৃক আমানতী আমানতের সম্পূর্ণ পরিমাণ ব্যান্ধ না রাখিলেও দৈনন্দিন কর্জের হাতে নগদ জমা লেনদেনের কাজ চালানো যায়। স্বতরাং নগদ আমানতের কিছু অংশ, শতকরা কিছুভাগ নগদ টাকা দৈনন্দিন লেনদেনের উদ্দেশ্যে জমা রাখিয়া অধিকাংশ টাকাই ঋণ হিসাবে দেওয়া হয়। নগদ সঞ্চয়াংশের (Cash Reserve) পরিমাণ বেশি হইলে ব্যান্ধ কম ঋণ দিতে পারে, নগদ সঞ্চয়াংশের পরিমাণ কম হইলে ঋণের পরিমাণ বাড়াইতে পারে।

ব্যান্ধ যথন আমানত সৃষ্টি করে তখন ঋণগ্রহীতার নামে আমানত হিসাবে ব্যান্ধের খাতায় হিসাব লিখিয়া রাখে এবং সেই হিসাব হইতে চেক কাটিয়া ঋণগ্রহণকারী ঋণ দেয়। সেই ঋণ পুনরায় নগদ আমানত
ব্যান্ধব্যবন্ধ কর্তৃক
হণার্থ সৃষ্টি
হিসাবে, হয় ঋণপ্রদানকারী ব্যান্ধে, অথবা অপর কোন
ব্যান্ধে জমা হইয়া পড়ে। এই নূতন জমার ভিত্তিতে ব্যান্ধ
পুনরায় ঋণবৃদ্ধি করিবার প্রয়াস পায়। এইন্ধপে প্রতিবার ঋণদানের ফলে নূতন
আমানত স্থান্ধ হয় এবং প্রতিবার নূতন আমানত স্থান্ধির ফলে নূতন ঝণদান সম্ভব
হয়। এইন্ধপে ব্যান্ধগুলি মিলিয়া সামগ্রিকভাবে ভাহাদের মোট নগদ-আমানতের
বহুগুণ বেশি মোট ঋণ সৃষ্টি করিয়া থাকে।

মনে করা যাউক, A-বাাছ কোন এক ব্যক্তির নিকট হইতে 1000 টাকার নগদ আমানত পাইল। ধরা যাউক, দেশে এইরূপ আইনসঙ্গত নিয়ম বা প্রথা চালু আছে যে, মোট নগদ আমানতের 10% ব্যাঙ্গকে নিজের কাছে জমা রাখিতে হয়। এমতাবস্থায় A-ব্যাঙ্ক নগদ আমানতের 10% অর্থাৎ 100 টাকা জমা রাখিয়া অবশিষ্ঠ 900 টাকা কাহাকেও ঋণদান করিবে।

কিন্তু বর্তমান ব্যাহ্ববেক্টাই এইরূপ যাহাতে ঘটনার স্রোত আরও বহুদূর অগ্রসর হইয় যায়। যাহারা 900 টাকা ঝণ পাইল তাহারা এই টাকা বয়় করার ফলে যাহাদের হাতে গিয়া ইহা নূতন আয়রূপে দেখা দিল, তাহারা A-বয়াঙ্কে বা অন্থ কোন বয়াঙ্কে জমা দিবে। মনে করা যাউক, সেই 900 B বয়াঙ্কে নগদ আমানতরূপে জমা পড়িল। B-বয়াঙ্ক 900 টাকা নগদ-আমানতের 10%

অর্থাৎ 90 টাকা জমা বাখিষা 810 অপব কাহাকেও ঋণ হিদাবে দিয়া দিল। সেই 810 টাকা, আবাব ধবা যাউক, C-ব্যান্ধে জমা পডিল এবং C-ব্যান্ধ ইহাব 10% অর্থাৎ 81 টাকা জমা বাখিষা 729 টাকা নৃতন ঋণ স্ষষ্টি কবিল। যতদিন না পর্যন্ত নগদ-আমানতেব পবিমাণ বিশেষভাবে কমিয়া গিয়া পবিমাণ এইরূপ দাঁডাইবে যাহাতে নৃতন ঋণস্ষ্টি কবা আব সম্ভব নহে, ততদিন এইরূপে নৃতন ঋণস্ষ্টি-ধাবা চলিতে থাকিবে। এই ক্ষেত্রে 900 টাকাব প্রথম ঋণদানেব ফলে সমগ্র সমাজে 9000 টাকাব ঋণ স্থান্ট পাইবে। স্কতবাং, দেখা যাইতেছে, ব্যান্ধগুলি একত্রে মিলিয়া সমাজে মোট অর্থেব পবিমাণ বাডাইয়া দিতে পাবে।

দেশেব ব্যাঞ্চ ব্যবস্থা (Banking System) কর্তৃক ঋণস্ঠিব ক্ষমতাব কিন্তু সীমা আছে। কোন ব্যাঙ্ক যদি বেশি নগদ টাকা নিজেব হাতে জমা বাথিয়া দেয়. তবে ভবিগাতে অন্য ব্যাঙ্কও নগদ-আমানত কম পাইবে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা কর্তৃ ক এবং সমাজে মোট ঋণস্ষ্টিব পবিমাণ ক্রিয়া যাইবে। ঋণস্টিৰ সীমাৰদ্ধতা দ্বিতীয়ত, কোন ব্যক্তি যদি ঋণ গ্রহণ কবিয়া কোন ব্যাক্ষে জমা না দিয়া দেই নগদ টাকা নিজেব হাতে জমাইয়া বাথে, তবে তাহা ঋণস্ষ্টি করিতে পাবে না। তৃতীযত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের আর্থিক নীতিব (খোলা বাজাবে কাৰ্যাদিব) দ্বাবা সমাজে নগদ টাকাব পবিমাণ কমাইয়া দিলে মোট ঋণস্ষ্টেব পবিমাণ কমিয়া যাইতে পাবে। চতুর্থত, ব্যাঙ্ক ঋণ দিতে তথনই বাজি থাকে যথন উপযুক্ত বন্ধকী দ্রব্য পায। উপযুক্ত বন্ধকী দ্রব্য না থাকিলে ঋণ দেওযা ব্যাক্ষেব পক্ষে বিপজ্জনক। তাই দেশে বন্ধক-যোগ্য উপযুক্ত শেযাব ও সম্পত্তি থাকা দবকাব; তবেই ঋণেব প্রসাব সম্ভব। অধ্যাপক সেযাদ' ঠিকই বলিযাছেন বে. "The banks put this newly created money into the hands, not of everybody at once, but of those individuals who can offer to the bank the kind of asset which the bank thinks attractive."

দর্বোপনি, মনে বাথা দবকাব যে, বাছগুলিব ঋণস্থিব ক্ষমতা নির্ভব কবে দেশে বাবদায় বাণিজ্যের অবস্থার উপর, অর্থাৎ দেশে উপযুক্ত আশাবাদী আবহাওয়া আছে কি নাই তাহার উপর। যদি বেশি সংখক ব্যক্তি ঋণ লইতে না আদ্যে, তবে ব্যাঙ্কের নিজের ইচ্ছা থাকিলেও ঋণপ্রদাবের এই ধারা দ্রুত অগ্রদর হইতে পাবে না। বোড়াকে জলেব নিকট পৌছানো চলে, কিন্তু জলপানে

বাধ্য করা যায় না ; ঠিক সেইন্ধপ ব্যাঙ্কের ইচ্ছা থাকিলেও দেশে ঋণগ্রহণকারী ব্যক্তির অভাবে ঋণপ্রসারের ধারা সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে।

মিশ্র ব্যাহ্নিং (Mixed Banking)

প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে. ইউরোপের কয়েকটি দেশে (যেমন ইতালী. জার্মানী, হাঙ্গেরী, বেলজিয়াম শুভৃতিতে) প্রাচীন ব্যাঙ্কিং-নীতির বদলে নতন ব্যাঙ্কিং রীতি-পদ্ধতি দেখা দিয়াছে। চিরাচরিত ব্যাঙ্কিং-নীতি ছিল স্বল্পকালীন প্রয়োজনে ব্যবসায়-বাণিজ্যে টাকা খাটানোঃ ব্যাঙ্কপুলি সাধারণত কলকারথানাকে ধার দিত না, কারণ ইহাতে বেশিদিনের জন্ম টাকা অপরের নিকট আবদ্ধ রাখিতে হয়। কিন্তু এইসকল দেশের ব্যাঙ্কসমূহ শিল্পগুলিকেও ধার দিয়াছে এবং বেশিদিনের জন্ম তাহাদের নিকট টাকা ফেলিয়া মিশ্ৰ ব্যাহ্ণিং কি রাথিয়াছে। নিজেদের দেশের শিল্পোন্নয়নে ব্যাঞ্চসকল ও কেন এইভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে, ইহাদের প্রচেষ্টায় নুতন নুতন শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইয়া গড়িয়া উঠিতে পারিয়াছে। এই সকল দেশের বাণিজ্ঞিক ব্যাক্ষমত বিনিয়োগ-ব্যাহিং (Investment Banking) শুকু যুদ্ধোন্তর অর্থ নৈতিক সংকট, শিল্প-পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা, দেশে করিয়াছে। অর্থ নৈতিক সংগঠনের পরিবর্তন । যেমন জার্মানীতে যুদ্ধের প্রয়োজনে অতি দ্রুত শিল্পায়ন), এই সকল কারণে রক্ষণশীল ব্যাক্ষিং-নীতি ভাঙিয়া পডিয়াছে এবং পৃথিবীর বহুদেশে নূতন ধরণের এই প্রকার মিশ্র ব্যাঙ্কিং গড়িয়া উঠিয়াছে।

দেশের অর্থ নৈতিক অগ্রগতির পক্ষে এই প্রকার মিশ্র ব্যক্তিং বিশেষ স্থিবিধাজনক—ইহা জার্মানী, ডেনমার্ক, স্থইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের ইতিহাস হইতে জানা যায়। এখানকার ব্যাক্ষাররা ঋণগ্রহণকারী শিল্পপতির আছন্ত খোঁজখবর রাখে, সেই শিল্পের ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনা লইয়া যথেষ্ট মিশ্র ব্যাক্ষি এব চিন্তা করে। ভবিষ্যতে বিক্রয়ের জন্ম বাজারে শেযার ছাড়া হইবে ইহার ভিন্তিতেই ব্যান্ধ শিল্পপতিকে ঋণ দেয়, শেয়ার ছাড়া হইলে যাহাতে উহা বিক্রয় হয় সেইজন্ম ব্যান্ধ সেই শেয়ার সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করিয়া তোলে, নিজেরা অনেক সময় শেয়ার বিক্রয়ের আংশিক দায়িত্ব গ্রহণ করে, গ্যারান্টি দেয়, আগ্রাররাইট করে, নিজেদের স্থনাম জড়াইয়া দিয়া শিল্পপতিকে টাকা তুলিতে এবং বিভিন্ন প্রকার ব্যবসায়িক সম্পর্ক গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করে। যদি কোন একটি ব্যাক্ষের আমানতের

তুলনায নিজস্ব মূলধনেব পৰিমাণ বেশি হয়, আমানতেব অধিক অংশ দীর্ঘকালীন আমানত হয়, তাহা হইতে ব্যাঙ্কেব মোট বিনিয়োগেব কিছু অংশ শিল্পেব দীর্ঘকালীন মূলধন ভাণ্ডাবে নিয়োগ কবা সম্ভবপব। এই ধবণেব বিনিয়োগে লাভেব হাব বেশি, উপবস্তু যে-ঝু কি আছে তাহা দ্ব কবা অসম্ভব নয়। খুব সাবধানতাব সহিত ও বিবেচনা কবিয়া যদি ভবিষ্যতে উন্নত হইবে এইকাপ শিল্পে টাকা খাটানো যায়, এবং ক্ষেকটি ব্যাঙ্ক একত্র হইয়া সিণ্ডিকেট বা কন্সটিয়াম গঠন কবিয়া শিল্পে ঋণ দেওয়া হয় তবে সভাবতই ঝুঁকিব পৰিমাণ কমিয়া যাইবে। ব্যাঙ্কাব ও শিল্পপতি প্রস্পাবেব অভিজ্ঞতা হইতে লাভবান হন, শিল্পিত বাজাবেব অবস্থা জানিতে পাবেন, আবাব ব্যাঙ্কাববাও শিল্পটিব আভ্যন্তবীণ অবস্থা জানেন বলিয়া লোকসান এডাইবাব চেপ্তা কবিতে পাবেন।

মিশ্র ব্যক্তির ক্রিটিবিচ্যুতিব দিকটাও আলোচনা কবা দবকাব। এই ক্রেটিবিচ্যুতিগুলি সর্বাধিক প্রকাশ পায় ব্যবসায-সংকটেব যুগে, কাবণ এই সময় মূলধনী দ্রব্যসামগ্রীব দাম বা বিনিযোগের মূল্য ব্রাস পায়। ব্যক্তির অধিকাংশ বিনিযোগই আবদ্ধ হইষা পড়ে, নগদ টাকায় দ্ধপান্তবণ সম্ভব হয় না। ১৯২৯ – ৩০ সালের অর্থ নৈতিক সংকটে আমেবিকা, ফ্রান্স, জাপান ও অন্যান্ত দেশে ইহাই ঘটিযাছিল। আমেবিকার ব্যক্তিনিজিলা বা তাহাতের সহ-প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে শেষার-বাজাবে প্রভ্ত টাকা খাটাইযাছিল, তাই শেয়াবের দাম কমিয়া যাওয়ায় তাহাদের অবস্থা হঠাৎ বিপদজনক হইয়া উঠে। ব্যক্তিজি

প্রায়ই দাবধানতাব দীমাবেখা অতিক্রম কবিয়া দীর্ঘকালীন মিশ বাান্ধি ৭ব ক্রচিবিচু তি
থাটাইত, ফলে তাহাদেব অবস্থা দর্বদাই তাবল,হীন হইয়া উঠিত। শিল্পে অতি-বিনিযোগেব দকণই ১৯৩২ দালে

ফ্রান্সেব Banque Nationale de credit ভাঙিয়া পড়িয়াছল; ঠিক একই কাবণে Austrian Creditanstalt বিশেষ বিপদগ্রন্থ হইয়া পড়িয়াছিল। মিশ্র ব্যাঙ্কিং-এব ফলে অর্থ নৈতিক কাঠামোব সকল অঙ্গে এমন এক ফাটকাদাবিব মনোভাব দেখা দেয় যে, তাহা দেশেব স্বাভাবিক অর্থ নৈতিক গতিকে তুচ্ছ কবিয়া অস্বাভাবিক কতকণ্ডলি প্রবণতাব স্পৃষ্টি কবে। বাঙ্কদমূহ অসন্পত ধবণেব বিনিয়োগে প্রমন্ত হইয়া উঠে, অবশেষে তাবল্যহীন সম্পত্তিতে আমানতকারীদেব টাকা আবদ্ধ কবিয়া ফেলে।

এই সকল বিরূপ অভিজ্ঞতাব ফলে অনেক শেশই মিশ্র বা ক্লিং-এব বিক্তম্বে আইন প্রণয়ন কবিয়াছে। মার্কিন যুক্তবাষ্ট্রে আইন কবিয়া বলা হইয়াছে যে, বাণিজ্যিক ব্যাহ্ণসমূহ শিল্পে দীর্ঘকালীন বিনিয়োগ করিতে পারিবে না। ১৯৩৬ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে বেলজিয়ামের ব্যাহ্ণসমূহ আর শেয়ার বা শিল্পক্ষেত্রে বিনিয়োগ করিতে পারিবে না - এইরূপ আইন করা হইয়াছে। স্ইভেন, ভারতবর্ষ সর্বত্র এইরূপ আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু, মিশ্র ব্যাহ্ণিং এর বিরুদ্ধে এইরূপ আইন করা সত্ত্বেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ যুদ্ধোন্তর পুনর্গঠনের

বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া, কিন্তু উহা কাটিয়া যাইকেছে সম্মুখীন হইয়া পুনরায় মিশ্রব্যাদ্ধিং রীতি গ্রহণ করার কথা চিন্তা করিতেছেন। ব্যাদ্ধণ্ডলির হাতে টাকার পরিমাণপ্ত বাড়িয়া গিযাছে, স্বল্পকালীন বিনিযোগে আর তাহাদের উপযুক্তভাবে নিযোগ করা যাইতেছে না। তাই উন্নত

দেশগুলিতে ব্যক্ষিং-বিশেষজ্ঞগণ অল্প পরিমাণে মিশ্রব্যক্ষিং গ্রহণ করার প্রস্তাব সমর্থন করিতেছেন।

ব্যাঙ্কিং-কাঠামো: একক ব্যাঙ্কিং বনাম শাখা-ব্যাঙ্কিং (Banking Structure: Unit-Banking vs Branch-Banking)

প্রত্যেক দেশের অগ্রগতির ইতিহাসে বিশেষ প্রকার কতকগুলি প্রভাব কাজ করিয়াছে, তাই সকল দেশের অর্থ নৈতিক সংগঠন সমান নয়। বাণিজ্যিক ব্যান্ধিং এর কাঠামোও সকল দেশে সমান হইতে পারে না। তব্ও সাধারণভাবে ব্যান্ধিং-কাঠামোকে ত্বই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়ঃ বিটিশ ধরণের শাখাব্যান্ধিং এবং মার্কিন ধরণের একক বা ইউনিট ব্যান্ধিং। ইংলও ছাড়া কানাডা. দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, ভারতবর্ষ প্রভৃতি স্থানে শাখাব্যান্ধিং প্রচলিত আছে। একটিমাত্র অফিস হইতে ব্যান্ধিং-এর কাজকর্ম করা হইলে উহাকে বলে একক ব্যান্ধিং; আবার একাধিক অফিস হইতে ব্যান্ধিং-এর কাজকর্ম করা হইলে তাহাকে বলে শাখাব্যান্ধিং। সাধারণত মার্কিন যুক্তরাট্রে এই একক ব্যান্ধিং দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাদের অনেক সময় স্থানীয় ব্যান্ধিং (Localized Banking) বলে। অবশ্য মার্কিন যুক্তরাট্রে শাখাব্যান্ধিং এর স্থবিধাগুলি পাওযার জন্ম করেসপণ্ডিং ব্যান্ধ-প্রথা (Corresponding Bank

System) প্রভৃতি দেখা দিয়াছে। এই প্রথায় গ্রামাঞ্চ্সের ইউনিট ব্যাক্ষিং ও শাগা- কোন স্থানীয় ব্যাঙ্ক বড় বড় শহরের কোন কোন ব্যাঙ্কে বাাঙ্কিং কাহাকে বলে নিজের টাকা জমা রাখিতে পারে। এই ভাবে এক স্থান হইতে অহা স্থানে টাকা পাঠানো তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর হয়, অহা কোন শহরের ব্যবসায়ীর বিল আদায় কবাও স্থবিধাজনক হয়। বিবাট শাখা-অফিস না রাখিয়া এইরূপে মার্কিন ব্যান্ধণুলি শাখা-ব্যান্ধিং-এব স্থবিধা কিছুটা ভোগ কবিতে পাবে। উভয় প্রকাব ব্যান্ধ-কাঠামোন স্থবিধা-অস্থবিধা আলোচনাব সময়ে এই কথা মনে রাখা দদকাব। শাখা-ব্যান্ধিং-এব স্থবিধাগুলি আলোচনা কবিলে ইউনিট ব্যান্ধিং-এব অস্থবিধাগুলি ধনা পভিবে; আবাব ইউনিট ব্যান্ধিং-এব অস্থবিধাগুলি ধনা পভিবে; আবাব ইউনিট ব্যান্ধিং-এব কটিগুলি বোঝা যাইবে।

শাথা-ব্যাঙ্কিং-এব স্থবিধাব মধ্যে প্রথম হইল যে, ইহা বৃহৎমাত্রায উৎপাদনেব ব্যবসংকোচ ও হ্রযোগসমূহ পাইতে পাবে, অর্থাৎ শ্রমবিভাগ ও বিশেষাযণের স্ববিধা পাওষা যায়। তাহাদেব বেশি অর্থ-সামর্থ্য থাকে, তাই বেশি মাহিনায় দক্ষ ব্যক্তিকে উপযুক্ত স্থানে নিযোগ কবিতে পাবে। ইউনিট-ব্যাঙ্কিং-এ বিশেষায়ণ প্রসাব কবাব স্থবিধা খুবই কম, তাহাতে সন্দেহ নাই। দক্ষ ব্যক্তিকে পবিচালনাব কাজ হইতে অব্যাহতি দিয়া নীতি-নির্ধাবণ ও অন্থান্ত উন্নয়নমূলক কাজে (যেমন কোথায় টাকা খাটানো হইবে, ঝুঁকি ও ফলপ্রস্থতা কেমন ইত্যাদি বিচাব কবাব কাজে) নিযোগ কবিতে পাবে। দ্বিতীয়ত, শাখা-ব্যাঙ্কিং-এব স্থবিধা হইল যে. প্রতিটি শাখা-অফিদ কম নগদ জমাব দাহাযে কাজ চালাইবাব স্থোগ পাষ। দবকাবেব সময় একটি শাখা অপব শাখা হইতে টাকা লইয়া আসিয়া কাজ চালাইতে পাবে তাই প্রতিটি শাখাতেই কম জমা নাখিলে স্বাভাবিক কাজকর্ম বাাহত হয না। কবেদ,পণ্ডেণ্ট ব্যবস্থায় ইউনিট ব্যাস্কণ্ডলিও এই স্থবিধা পাম; ইউনিট ব্যাঙ্কটি অপৰ ব্যাঙ্কে যে-টাকা জমা বাথে তাহা হইতে স্থল পায় না (বা পাইলেও খুব কম পায)। তৃতীযত, ইউনিট ব্যক্তিং-এব তুলনায শাথা-ব্যক্তিং ব্যবস্থায় কম খবচে এক স্থান হইতে অন্য স্থা'ন টাকাব আদান-প্রদান কবা চলে। আমানতকাবীবা যথন টাকা জমা বাথে তথন তাহাবা এই সকল ফ্যোগ-স্থবিধা খুঁজিবে, যে-ব্যাঙ্কে কম খবচায ভাল কাজ পাওয়া যায়, তাহাবা সেই ব্যাঙ্কেই টাকা জমা বাথিবাব চেষ্টা কবিবে। চতুর্থত, ইউনিট শাথা বাাঞ্চিতএব স্থবিধা वराक्षिः-এব তুলনায শাখা-বराक्षिः-वरवन्त्रा विভिन्न स्रात्नव ও ইউনিট বাান্ধি এব মধ্যে ঝুঁকি ছড়াইযা রাখিতে পাবে। এক বাক্সে যেমন অম্ববিধা কি কি সকল ডিম বাখ যুক্তিযুক্ত নয সেই বকম একটি অঞ্চলেব অর্থ নৈতিক শ্রীবৃদ্ধির উপব ভরদা না কবিয়া বিভিন্ন অঞ্চলে ছডাইয়া পড়া

ভাল। কোন ছুর্ণশাগ্রস্ত অঞ্চলেব লোকসান সমৃদ্ধিশালী অঞ্চলেব লাভ দিয়া পূরণ

করা চলে। এই কাবণেই ১৯২৯-৩০ সালের সংকটকালে আমেরিকার ক্ববি-অঞ্লেব ব্যাক্ষণ্ডলি বন্ধ হইযা যায়, কিন্তু ব্রিটেনেব ব্যাক্ষসমূহ কোনমতে টি কিযা যায। ভাবতেও এইকপ দেখা গিয়াছে। পঞ্জাবে দাঙ্কাব সমযে ওখানকাব স্থানীয ব্যামগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া উঠিয়া গিয়াছে, কিন্তু উপদ্রুত অঞ্চলে যে-সকল ব্যাঙ্কেব শাখা ছিল, তাহাবা ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও নিজেদেব অবস্থা मामलारेया लरेख পावियार्छ। পঞ্চমত, भाषा-वाहिश-এन म्बर्ग (मर्गन विভिन्न অঞ্চলেব হুদেব হাবে তাবতম্য কিছুটা দূব হয, তাহাতে সন্দেহ নাই। বিভিন্ন অঞ্চলের মবে৷ মূলবনের চলনশীলতার অভাব স্থাদের হাবে আঞ্চলিক তারতম্যের অক্ততম প্রধান কাবণ। কোন অঞ্চলে স্তদেব হাব বেশি হইলে কম স্থদেব অঞ্চল হইতে টাকা তুলিযা আনিয়া সেখানে খাটানো যায়, ফলে উভয় অঞ্চলেব श्रुपन हार्त भार्थरकात माजा किया जारम । यष्ठे छ, এই ভাবে এक जन्न । इहेर्छ অন্ত অঞ্চলে টাকা পাঠানো সহজ ও স্থবিবাজনক হওযায় ব্যাঙ্কেব মোট মুনাফা বুদ্ধি পায। কোন একটি শাখায টাকা অলস হইয়া প ডিয়া থাকাব উপক্ৰম হইলে উহাকে অপব অঞ্চলে পাঠানো চলে যেখানে বেশি স্থদেব হাবে উহাকে নিযোগ কবা হয়। সকল অঞ্চলে তেঙী বা মন্দাব মবস্থম একই সময়ে আসিবে এমন কোন কথা নাই, তাই শাখ।-ব্যাঙ্কিং এই দিক হইতে বিশেষ স্থাবিধাজনক। সপ্তমত, শাখা-ব্যাস্থিং-এব স্থবিব। হইল যে, এই ব্যবস্থায় বিভিন্ন প্রকাব ঋণপত্র এবং বিনিয়োগের মধ্যে বান্ধ পছন্দ বা বাছাই কবাব স্থবিধা পায। কোন এক বিশেষ ধবনেব ঋণপত্রে টাকা খাটানো হইবে, এই দিদ্ধান্ত একবাব গ্রহণ কবা হইবাব পব বিভিন্ন শাথাৰ মাৰমৎ সাৰা দেশে সেই প্ৰকাৰ ঋণপত্ৰ খুঁজিয়া বাহিৰ কৰা সম্ভব। অষ্ট্রমত, শাখা-বা স্বিং কম বাবশীল, শাখা-মফিসগুলি সাধাবণত জাঁকজমক-হীনভাবে পরিচালনা বরা চলে, বিস্তু ইউনিট ব্যাঙ্কের পক্ষে ইহা সম্ভব নহে। কিন্তু এই যুক্তি অনেকেই মানিতে চাহেন না। তাঁহাদেব মতে সকল শাখাব ব্য যোগ দিলে দেখা যায় ইহাতে ব মেৰ পৰিমাণ বেশিই হইবে। নবমত, শাখা-ব্যাঙ্কিং থাকিলে দেশেব বিভিন্ন অঞ্চলেব অবস্থা ও সমস্যাগুলি বাাম্ব-কর্তৃপক্ষ জানিতে পাবেন. দেশেব সামগ্রিক অর্থ নৈতিক ববেষ।, অধিবাসীদেব মভ্যাস, বীতিনীতি ও জীবিকা প্রষ্ঠতি সম্পর্কে তাহাদেব জ্ঞান গভীবতব হয়। ব্যাহ্বাবদেব জ্ঞান ও বিচাববৃদ্ধি অনেক ভীক্ষ হইযা উঠে, ব্যাঙ্কিং-পবিচালনাৰ মান উন্নত উপবস্তু, বিভিন্ন অঞ্চলেব আঞ্চলিক প্রযোজন মিটানোও সম্ভবপব হয। সর্বোপবি, বাংকেব শাথাগুলি প্রকৃতপক্ষে শিক্ষণকেন্দ্র, নূতন শিক্ষার্থীবা কোন এক শাথায় কাজ কবিলে ব্যাঙ্কিং-এব সকল প্রকাব কাজকর্ম শিথিতে পাবে, ক্রমে জটিল ধরণের কাজ বুঝিতে পাবে।

শাখা-ব্যাঙ্কিং-এব অস্থবিধাগুলি বা ইউনিট ব্যাঙ্কিং-এব স্থবিধাগুলি আলোচনাকবা আবশ্যক। প্রথমত, ব্যাঙ্কটিব কাজেব জন্ম দেশেব বিভিন্ন অঞ্চলেব অথিবাসীবা মদি প্রয়োজনবাধ না কবে, তবে শাখা-ব্যাঙ্কিং-এ লাভ নাই। বিভিন্ন দেশে ব্যাঙ্কটিব শাখা প্রতিষ্ঠা কবিলে বহুপ্রকাব অস্থবিবা দেখা দেয়। বিভিন্ন দেশে আইন-কামুন, ব্যবসাযেব বীতিনীতি, প্রথা, অবস্থা ও টাকাব ইউনিট সবল বিষয়ে পার্থক্য থাকে — শাখা-ব্যাঙ্কিংকে এই সকল অস্থবিবাব মধ্যে কাজ কবিতে হয়। ছিতীযত, শাখা-ব্যাঙ্কিং-এ উপযুক্ত পান্চালনা ও নিযন্ত্রণেব বহুবিধ সমস্যা দেখা দেয়। বহুদ্বে অবস্থিত, বিক্ষিপ্ত শাখাগুলিব উপব নজব বাখা খুবই অস্থবিবাজনক, উপযুক্ত নিযন্ত্রণেব অভাবে যে, কোন শাখা নপ্ত হইযা যাইতে পাবে। তৃতীযত, শাখা-ব্যাঙ্কিং খুবই ব্যববহুল ও অপচ্যমূলক। প্রত্যেবটি শাখাব পবিচালনা ও বক্ষণাবেক্ষণেব জন্ম ব্যাঙ্কেব ব্যয় বাভিষ্য চলে মুনাফাও হাস পায়। ব্যাঙ্কগুলি দূবে অবস্থিত থাকায় তাহাদেব ব্যবসায়ক শাখা ব্যাঙ্কিং এব অস্থবিধা

শাথা ব্যাক্ষি°এব অস্থবিধা ও ইউনিচ ব্যাক্ষি°এব স্থবিধা কি কি

কাজকর্মেব মোট পরিমাণ বাডে বটে, কিন্তু শাখাগুলিব মধ্যে যোগাযোগ বক্ষা কবা ও কেন্দ্রীযভাবে উহাদেব পরিচালন

কবাব ব্যয় বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। চতুর্থত, কোন শাখাব অবিবেচনা ও গাফিলতিব দরুণ সেই শাখাব প্রতি লোকেব আস্থাহীনতা জন্মাইলে অস্থান্থ শাখাব উপবও আমানত-কাবীদেব বিশ্বাস টলিয়া যায়, সমগ্র ব্যান্ধটি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়ে। অবশ্য ইহাদেব বিপক্ষে বলা চলে যে, প্রতিটি শাখা অপব শাখাব শক্তিস্তম্ভও বটে, কাবণ কোন একটি শাখায় বান্ হইতে শুক্ত হইলে অস্থান্থ সকল শাখাব অর্থ ভাণ্ডাব ঐ শাখাব সাহায়ে অবিলম্বে ছুটিয়া আসিতে পাবে। পঞ্চমত, ইউনিট ব্যান্ধিং ব্যবস্থায় কোন একটি ব্যান্ধ ছুবল হইলে সেই ব্যান্ধটি উঠিয়া যায়। কিন্তু শাখা-ব্যান্ধিং ব্যবস্থায় কোন একটি ছুবল শাখাও সমগ্র ব্যান্ধটিকে ক্ষতিগ্রস্ত কাব্যা তুলিতে পাবে। শাখা-ব্যান্ধিং-এব ছ্রেচ্ছায়ায় ছুবল ব্যান্ধণ্ডলি বাঁচিয়া থাকে, জনসাধাবণ ভাহাদেব ক্রটিবিচ্যুতিগুলি ধরিতে পাবে না। ষষ্ঠত, শাখা-ব্যান্ধিং ব্যবস্থায় দীর্ঘস্থত্ত। আসিয়া পড়ে সকল সিদ্ধান্তেব ব্যাপাবে প্রধান-কার্যাল্যেব দিকে তাকাইয়া বসিয়া থাকিতে হয়, ফলে জন্ধবী সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও দ্রুত কাজকর্ম সম্পাদন সম্ভবপব হয় না। সপ্তমত, প্রযোজনের মাত্রা ছাড়াইয়া শাখা-ব্যান্ধং এর প্রসাব ঘটাইলে যুবত্ব ব্যান্ধেব

শাখা গজাইযা উঠে, বাাঙ্কেব আধিক্য দেখা দেয়। ইহাব ফলে শুরু হয় আয়ঘাতী প্রতিযোগিতা, দাম-কাটাকাটি, আমানত আরুষ্ট কবাব উদ্দেশ্যে আতিবিক্ত হাবে স্থল ঘোষণা, এবং কুঁকিবছল বিনিযোগে টাকা খাটাইবাব প্রবণতা। অষ্টমত, ইউনিট ব্যাঙ্কিং-এব স্বপক্ষে বলা হয় যে, এই ব্যাঙ্কেব পরিচালকদেব স্থানীয় লোকজন, তাহাদেব ব্যবদায়িক ক্ষমতা, দততা ও সমস্যা সম্পর্কে গভীরতব জ্ঞান থাকে, ফলে কোন্ ব্যবদায়ে টাকা খাটানো নিবাপদ তাহা ভালভাবে বুঝিতে পাবে। কিন্তু জ্ঞান থাকিলেও উহা প্রযোগ কবা স্থানীয় ব্যাঙ্ক পরিচালকেব পক্ষে বিশেষ অস্থবিধাজনক। পাবিবাবিক সম্পর্ক, সামাজিক ঘনিষ্ঠতা প্রভৃতি কাবণে এই পরিচালক অনেক সময় অমুপযুক্ত ব্যক্তিকেও ঋণদানে বাধ্য হন।* কিন্তু শাখা ব্যাঙ্কেব পরিচালকেব এই অস্থবিধা নাই। ঋণদানেব প্রত্যেকটি প্রস্তাব প্রধান-কার্যালয়ে পাঠাইতে হয়, তাই কাহাকেও কোন ঋণ অগ্রাহ্ম কবিতে হইলে তিনি প্রধান-কার্যালয় নামে এক অদৃশ্য শক্তিব উপব দায়িত্ব অর্পণ কবিয়া নিজেব মুখ বক্ষা কবিতে পাবেন। ।

উপসংহাবে, আমবা বলিতে পাবি যে, উভযেব তুলনামূলক বিচাবে
শাখাবােদ্বিং-এব পক্ষে যুক্তগুলি দৃঢ এবং ইহাব স্থাবিবাই বেশি। মার্কিন
যুক্তবােষ্ট্রেব গ্রামাঞ্চলে শহবেব ব্যান্থাবদেব সম্পর্কে একটা ভীতি ও বিদ্ধপতা আছে,
তাহা ছাভা সাবা দেশে অর্থেব বাজাবে একচেটিয়া অর্থ-ট্রাস্ট (Money trust)
শভিষা উঠিতে পাবে এইদ্ধপ ভষও লােকেব মনে আছে।
গাগাবাাদ্বিং এবই
প্রসাব দেগা যাহতেতে
তাই প্রকাশ্যে শাখাব্যাদ্বিং গভিষা উঠিতে পাবে নাই। কিন্তু
অপ্রকাশ্যে, বিভিন্ন ইউনিট ব্যান্ধেব শেষাব ক্রম কবিষা
পবস্পব-সংলগ্ন ভিবেক্টাবা (interlocking directorates), হোল্ডিং কোম্পানী

^{*&}quot;The individual banker may have been too unwilling to refuse a loan to the incompetent or dishonest scion of a family with which his father or grand-father had been on intimate social terms." Sayers, Modern Banking, P. 26.

^{† &}quot;At the sametime, the remoteness of Head office and the local manager's subjection thereto enables him, when he has to refuse a loan, to do so without the social awkwardness that might arise if he took sole responsibility for the decision. The local manager can always place his personal knowledge of a client at the disposal of Head office, and, if there is occassion to refuse a loan, he can always thurst the unpleasant onus on that remote abstraction 'Head office' without jeopardizing his social contacts with the client." Sayers, Modern Banking Pp 26-27.

গঠন করা, প্রভৃতি ব্যবস্থার মাধ্যমে মোটামুটি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও একচেটিযা কর্তু পঞ্জিয়া উঠিয়াছে – ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

সর্বোত্তম ব্যাক্ষ ব্যবস্থার প্রান্ধেনীয় শর্তসমূহ (The essentials of a sound banking system)

আধুনিক জগতের উন্নত দেশসমূহে বিনিময়-মাধ্যমের বেশির ভাগ সর্বরাহ করে ব্যাঙ্কসমূহ। দেশের শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য, সঞ্চয়, বিনিয়োগ ও মূলধনগঠন, এই সকল কিছু প্রসারের জন্ম উপযুক্ত ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। দেশের অধিকাংশ লোক তাহাদের সমস্ত সঞ্চয় ব্যাঙ্কে আমানত রাখে, স্বতরাং তাহারা আশা করিতে পারে যে, তাহাদের এই সঞ্চয় বিনষ্ট হইবে না এবং প্রয়োজনমত তাহারা এই আমানত নগদ টাকায় ফিরিয়া পাইবে। দেশের কিরূপে ব্যাক্ষণ্ডলির ব্যাঙ্কগুলি বেশি সংখ্যায় ফেল পড়িতে শুরু করিলে লোকেরা নিরাপত্তার দিকে লক্ষ্য নগদ টাকা নিজেদের হাতে রাখিবে, উহা শিল্প ও ব্যবসায়-রাগা হয় বাণিজ্যে নিয়োগ করিতে দিধা করিবে। ভাল ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার সর্বপ্রথম প্রযোজনীয় গুণ হইল নিরাপত্তা। ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার এই নিরাপত্তার জন্ম সাধারণত কয়েকটি পদ্ধতি প্রত্যেক দেশেই অবলম্বিত হইয়া থাকে। প্রথমত দেশের সবকার বা আর্থিক কর্তৃপক্ষ ব্যাঙ্কিং পরিচালনার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে কতকগুলি নিয়ম বাঁধিয়া দেয়—নিয়তম মূলধনের পরিমাণ, নিয়তম জমা বা রিজার্ভের অনুপাত, শাথা ও উপশাথার সংখ্যা, রিজার্ভ তর্হাবল গঠন প্রভৃতি। দিতীয়ত, সাধারণত দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে অনেক ধরণের ক্ষমতা দেওয়া হয় যাহার দ্বারা দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সাধারণ ব্যাঙ্কগুলির হিসাব পরিদর্শন করিতে পারে. সময়মত বিভিন্ন বিষয়ে নির্দেশ ও উপদেশ দিতে পারে। তৃতীযত, অনেক দেশে, যেমন আমেরিকায়, ব্যাঙ্কের আমানত নষ্ট হইবার ঝঁকি এড়াইবার জন্ম বীমার ব্যবস্থা আছে। এই সকল ব্যবস্থা থাকিলে তবেই দেশে ভাল ব্যাঙ্কিং-কাঠামো গডিয়া উঠিতে পারে।

এই বিষয়ে মনে রাখা দরকার যে, কেবলমাত্র কতকগুলি ভাল আইন থাকিলেই
যে ভাল ব্যাঙ্কিং গড়িয়া উঠিবে এরূপ কোন কথা নাই। ভাল ব্যাঙ্কার থাকাই
ভাল ব্যাঙ্কিংয়ের অবশ্য প্রয়োজনীয় শর্ত। ব্যাঙ্কারদের মধ্যে
ভাল ব্যাঙ্কার সততা, কর্মদক্ষতা, দ্রুত সিদ্ধান্ত লইবার ক্ষমতা, বিচারবিবেচনা এবং ব্যবসায়িক নৈপুণ্য এই সকল গুণের সমাবেশ আবশ্যক।

ভাল ব্যান্ধ ব্যবস্থার জন্ম দরকার সারা দেশে সকল অঞ্চলে সমান ভাবে ব্যান্ধ গড়িয়া ওঠা। যে-কোন শিল্পে বা ব্যবসায়-বাণিজ্যে লোকেরা নিযুক্ত থাকুক না কেন, অথবা যে কোন অঞ্চলেই তাহারা বসবাস করুক না কেন, আমানত হিসাবে টাকা জমা রাখা এবং প্রয়োজনমত ঋণ পাওয়ার স্থবিধা সকলের সমানভাবে থাকা দরকার।

দেশের বাণিজ্যিক ব্যাহ্বগুলি স্বষ্ঠুভাবে গড়িয়া উঠিতে হইলে একটি বিষয়ে লক্ষ্য রাথা দরকার, ইহা হইল তাহাদের বিনিয়োগের তারল্য। আমানতকারীরা চাহিবামাত্র যদি নগদ টাকা না পায় তাহা হইলে ব্যাহ্ধের উপর তারল্য আস্থা টুটিয়া যায, স্ক্তরাং ব্যাহ্বগুলি তাহাদের সম্পন্তিকে সর্বাপেক্ষা তরল অবস্থায় রাখিতে পারিবে এইরূপ ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

আমর। জানি, দেশের সকল ব্যান্ধ মিলিয়া অনেক পরিমাণে ঋণস্থি করিতে পারে। নিজেদের খাতায় আমানত হিসাবে লিথিয়া রাখিয়া ঋণগ্রহীতাদের টাকা ধার দেয়। দেশের লোকেরা নিজেদের ইচ্ছায় যে-পরিমাণ সঞ্চয় করে ব্যান্ধগুলি সেই স্বেচ্ছাক্ষত সঞ্চয়ের পরিমাণ দারা তাহাদের ঋণের পরিমাণ প্রভাবিত হইতে দেয় না। নিজেদেব ঋণ দিবার ক্ষমতা তাহারা নিজেরাই স্থান্ত করে। ব্যান্ধগুলির হাতে ঋণস্থির এই ক্ষমতা প্রকৃত পক্ষে দেশের ঋণ-ভাণ্ডারের যোগান বাড়াইয়া চলে এবং ইহার স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি করে। ব্যান্ধখণের

খিতিখাপকতা প্রসারের ফলে বহুপ্রকার অর্থ নৈতিক কাজকর্মের স্থবিধা হয়, বাবসায়ীরা তাহাদের দৈনন্দিন কাজকর্মের জন্ত চলতি মূলবন এই ব্যাক্ষণুলির নিকট হইতেই পাইয়া থাকে। স্থতরাং ভাল ব্যাক্ষ ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম হইল উহার স্থিতিস্থাপকতা।

সর্বোপরি, দেশের বর্গন্ধ ব্যবস্থার স্থায়িত্বের দিকে আমাদের লক্ষ্য রাথা দরকার। যদি অতিরিক্ত ঝাশ্রুষ্টি হইতে থাকে, তবে ক্রন্ত্রিম ও অস্বাভাবিক সমৃদ্ধি দেখা দেয়, অপরপক্ষে ঝাশ্রুষ্টির পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় কম হইলে শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ব্যান্ধঝণের অতিরিক্ত প্রায়িম্ব প্রসার বা সন্ধোচন কোনটিই বাঞ্ছনীয় নয়, ইহার স্থায়িম্বই হইল মূল কথা গ দেশের ব্যান্ধব্যবস্থায় এই স্থায়িম্ব আছে কি না সেই বিষয়ে লক্ষ্য রাখার দায়িম্ব দেশের কেন্দ্রীয় ব্যান্ধের হাতে স্তম্ভ। কেন্দ্রীয় ব্যান্ধ অর্থ নৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক নীতি ও পদ্ধতিগুলির সাহাযের ব্যান্ধ ব্যবস্থায় স্থায়িম্ব বজায় রাখিতে পারিলে দেশে উপযুক্ত ব্যান্ধিং সংগঠন গড়িয়া উঠিতে পারে।

ৰাণিজ্যিক ব্যাহের জাতীয়করণ (Nationalisation of commercial banks)

ব্যাঙ্কিং-এব জাতীযকবণ বলিলে বোঝা যায় সাধাবণভাবে পেশেব সমস্ত ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা বাষ্ট্ৰীয় মালিকানায় ও নিযন্ত্ৰণে পৰিচালিত হইবে। কোন ব্যক্তিব हारि हैहार পरिवालना शांकिरत ना। <u>अथम महामु</u>द्धित পर हहेरि अशिवीत বিভিন্ন দেশে বাঙ্কগুলিব উপব সবকাবী কর্তৃত্ব বাডিয়া যাইতেছিল, দ্বিতীয বিশ্বযুদ্ধেব পব ক্রমশ দেখা গেল পৃথিবীব অধিকাংশ দেশেব আধুনিককালে জাতীয়- কেন্দ্রীয় ব্যাস্কই সবকাবী মালিকানায় অথবা নিযন্ত্রণে পবিচালিত হইতেছে। উনবিংশ শতাব্দাব তীব্ৰ ব্যক্তিস্বাতস্ত্ৰ্য ও অবাধ বাণিজ্যেব ধাবণা আব নাই। বাষ্ট্রীয় মা লকানা ও জাতীয় পবিকল্পনা এই ছুই ভাববাবাব প্রভাব বৃদ্ধি পাইযাছে। শিল্পোন্নত দেশগুলিতে ব্যাঙ্কেব লক্ষ্য হইযাছে পূর্ণ কমসংস্থান প্রতিষ্ঠা কবা, আব অবুল্লত দেশগুলিতে দ্রুত শিল্প সম্প্রসাবণ জাতায় অর্থ নৈ।তক নাতি হইয়া দাঁডাইয়াছে। পুথিবীব প্রাচীনতম কেন্ত্রীয় ব্যান্ধ অফ্ ইংলাও এবং তাহা ছাভা ব্যান্ধ অফ্ ফ্রান্স, সেন্ট্রাল বাজ অফ্ চেকোসোভাবিষা, কমনও্যেল্য বাজ অফ্ অক্টেলিয়া, বিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ্ ই ওয়া প্রভাতৰ জাতায়কৰণ হইনা গিয়াছে। কেন্দ্রায় ব্যাঙ্কগুলিব জাতাঁযকবণ সম্পকে মোঢামুটি সকল চিন্তাশীৰ ব্যক্তিই একমত হইযাছেন। কিন্তু বাণিজ্যিক বৰ্ণাস্কণ্ড লব জাতীয়কবণ বিষয়ে এই পান্ত কোন ঐক্যমত দেখা যায নাই।

থধ্যপেক সেযার্স (Sayers) জাতীয়কবণের এই সমস্থাকে বিভিন্ন দিক হইতে বিচাব বাবয়াছেন। প্রথমত, বলা হয় যে বাণিজ্যিক ব্যান্ধগুলির জাতায়কবণ হইলে উহারা আরও দক্ষতার সহত কাজকর্ম করিতে পারিরে, বেসববারী মালিকানায় থাকেলে এতটা দক্ষতা আশা করা যায় না। বেসবকারী নিযন্ত্রণে ব্যান্ধগুলি দেশের সঞ্চয় করা এবং বিভিন্ন লাতীয়কবণের দারির দিকে উহাকে বিনিয়োগ করা প্রভৃতি কাজ সরকারী পিছনে যুক্তিসমূহ কত্পিক্ষের ভাষ ততটা দক্ষতার সহিত করিতে পারে না। আরও বলা হয় যে, জাতীয়কবণের পরে ব্যান্ধগুলির পরিচালন-ব্যয় কমিয়া যাইরে এবং বছপ্রকার অপব্যয় ও অপচ্য বন্ধ হইবে। দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রীয় ব্যান্ধ জাতীয়কবণ করার উদ্দেশ্য হইল দেশের অর্থ নৈতিক গতিবিধিকে উপযুক্তভার্ত্রে

নিয়ন্ত্রণের ভার রাষ্ট্রের হাতে লইয়া আসা, কিন্তু দেশের বাণিজ্যিক ব্যাক্ষগুলির জাতীয়করণ না হইলে এই নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ হইতে পারে না। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের আর্থিক নীতি সফল করিয়া তুলিতে হইলে দেশের সাধারণ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হওয়া দরকার। তৃতীয়ত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের জাতীয়করণের পক্ষে যুক্তি হইল যে উহা টাকা তৈয়ারী করে। কিন্তু অর্থস্টের ক্ষমতা বাণিজ্যিক ব্যাক্ষণ্ডলিরও কম নয়। স্থতরাং দেশের শিল্প, ব্যবসায় ও বাণিজ্য, উৎপাদন, আয় ও কর্মসংস্থান, দামস্তর ও জীবন্যাত্রার মান বেসরকারী ব্যাক্ষ ব্যবসায়ীদের খেয়াল খুশির উপর ছাড়িয়া দিলে চলে না। চহুৰ্থত, দেশে যদি সমাজতান্ত্ৰিক অৰ্থ নৈতিক কাঠামো গড়িয়া তুলিতে হয় তাহা হইলে পরিবর্তনের এই মধ্যবর্তী স্তরে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে জাতীয়-করণ করা অবশ্যই দরকার। দেশে সমাজতান্ত্রিক পথে শিল্প ও কৃষির প্রসার তখনই দ্রুত হইতে পারে যদি দেশের অর্থস্টি এবং দঞ্চয় ও বিনিয়োগের এই মূল কেন্দ্রগুলি, অর্থাৎ দেশের ব্যাঙ্কব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভাবে রাষ্ট্রের হাতে আসে। বেদরকারী টাকার বাবদায়ীর। বেদরকারী শিল্পকেই দাহায্য করিবে। সমাজ-তান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রকে তাহারা অর্থসাহায় করিলেও ইহা সমাজতান্ত্রিক নীতিসন্মত নয়, কারণ রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্র হইতে উৎপাদনের এক অংশ হৃদ হিসাবে বেসরকারী ক্ষেত্রে চলিয়া যাইবে। সর্বশেষে বলা চলে যে, বেসরকারী ক্ষেত্রের ব্যাঙ্ক-ব্যবদায়ীরা ফাট্কাবাজি ও নিজেদের ব্যক্তিগত ও দলগত স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টায় বহু ব্যাঙ্ক নষ্ট করিয়াছে, দরিদ্র জনসাধারণের সারা জীবনের সঞ্চয় যতটা গুরুত্ব সহকারে রক্ষা করা উচিত ছিল, তাহা করে নাই। স্থতরাং সকল আমানতকারীর স্বার্থে এবং সঞ্চয়ের নিরাপত্তা বজায় রাথার জন্ম ব্যাসায় পবিচালিত হওয়া উচিত।

এই সকল যুক্তির বিরুদ্ধে অনেকে বলেন যে, ব্যান্ধগুলি সরকারী হাতে চলিয়া গোলে দীর্ঘস্ত্রতা, আমলাতাল্পিক পরিচালনা, জরুরী কাজগুলি দ্রুত সম্পাদনে অক্ষমতা প্রভৃতি দোষ দেখা দিবে; ফলে দক্ষতার মান নামিয়া এই সকল যুক্তির মাইবে। দ্রুততা ও দক্ষতা – ব্যান্ধ-ব্যবসায়ের ছুইটি পরম্বরোধী বন্ধ্ব্য প্রোজনীয় গুণ, কিন্তু রাষ্ট্রীয় মালিকানায় তাহা হইবার নয়। জাতীয়করণের পক্ষে যে-সব উপকারের কথা বলা হইয়াছে তাহার অনেকটাই কেন্দ্রীয় ব্যান্ধের নিয়ন্ত্রণের হারা পাওয়া সম্ভবপর। পারস্পরিক প্রতিযোগিতা বন্ধ

হইলে ব্যান্ধ-ব্যবসায়ের মান ব্রাস পাইবে, স্থতরাং অবিলম্বে জাতীয়করণ দরকার নাই—ইহারা এইরূপ বলিয়া থাকেন।

অর্থের বাজার (Money Market)

ষে-বাজারে ঋণ হিসাবে অর্থের লেনদেন হয় তাহাকে অর্থের বাজার বলা
হয়। এই বাজারে ঋণদাতা এবং ঋণগ্রহীতাগণ পরস্পরের
অর্থের ক্রয়-বিক্রয় ও
সহিত ঋণের লেনদেন করেন। সাধারণত, ব্যাঙ্কসমূহ ঋণের
'বিক্রেতা', স্বদ হইল ঋণের 'দাম', এবং ঋণগ্রহীতা ব্যক্তিগণ
বা সংগঠনসমূহ হইল ঋণের 'ক্রেতা'। শিল্পে বাণিজ্যে উন্নত দেশসমূহে অর্থের
বাজার পুবই সংগঠিত; অনুন্নত দেশে অর্থের বাজার অনুন্নত এবং অসংগঠিত।

অর্থের বাজারকে সময়ানুযায়ী বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়ঃ অত্যল্পকালীন বাজার, স্বল্পকালীন বাজার ও দীর্ঘকালীন বাজার। বিভিন্ন পরিমাণ সময়ের জন্ম সমাজে ঋণের চাহিদা ও যোগান হইতে পারে। যদি একদিন, ক্যেকদিন বা মাত্র কয়েক সপ্তাহের জন্ম ঋণ দেওয়া হয় তবে তাহাকে তলব-ঋণের (Call-loan Market) বাজার বলা হয়। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহ দাধারণভাবে এই তলব-ঋণের বাজারে ঋণ দেয়; এইরূপ ঋণকে তাহারা খুবই তরল-বিনিযোগ (Liquid Investment) বলিয়া মনে করে, কারণ প্রয়োজন হইলে খুব কম সমযের মধ্যে এই ঋণ আদায় করিয়া নগদ অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভবপর। অনেক সময় যৌথ-মূলধনী ব্যবদা-প্রতিষ্ঠানসমূহও মুনাফা বণ্টনের পূর্বে সেই মুনাফাকে কিছু সময়ের জন্ম এইরূপ তলব-ঋণের বাজারে খাটাইয়া লয়। এই বাজারে ঋণগ্রহীতা হইল (ইংলত্তে প্রধানত) বিলের দালালগণ (Bill-brokers), এবং (আমেরিকায় প্রধানত) শেয়ারের দালালগণ (Share brokers)। বিভিন্ন প্রকার ঋণের ইংলণ্ডে ব্যাঙ্কের নিকট হইতে বিলের দালালগণ ঋণ গ্রহণ বাজার: অতাল্পকালীন করিয়া বিল ক্রয় করে এবং উহা ফলপ্রস্থ (mature) হওয়া পর্যন্ত ধরিয়া রাখার চেষ্টা করে। যে-স্লেদে এই ঋণ গ্রহণ করা হয় তাহার নাম তলব-হার (Call rate)। সাধারণত, ব্যাক্ষগুলি এই প্রকার তলব-ঋণ পুনরমুমোদন (Renew) করে বটে, কিন্তু নগদ অর্থের প্রয়োজন অধিক হইলেই তাহারা ইহা তৎক্ষণাৎ ফেরৎ চায়। তখন ঋণগ্রহীতাগণ যে-কোন উপায়ে অন্ত যে-কোন স্থান হইতে এই অর্থ আনিয়া দেয়। প্রধানত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতেই তাহারা ঋণ গ্রহণ করিয়া আনে। অর্থাৎ বিলের দালালগণকে বা ঋণ- শ্রহীতাগণকে 'নিঙ্ডাইয়া' ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য করা হয় বা অর্থ আদায় করিয়া লওয়া হয়। তাহারা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহে বাধ্য হয়; বলা হয় যে, "বাজার ব্যাঙ্কের নিকট হাজির হইয়াছে" ("to go into the bank")। আমেরিকায় প্রধানত, শেয়ার বাজারের দালালরাই তলব-ঋণের বাজারে ঋণ করে; কারণ আমেরিকায় ফাটকা বাজারে শেয়ার ক্রয়ের সময়ে উহার মূল্যের ২৫% অংশ তৎক্ষণাৎ জমা দিতে হয়। অবশিষ্ট ৭৫% অংশ দিবার সময়ে ফাটকা বাজারের শেয়ারের দালালগণ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ করিতে আসে এবং ওই শেয়ারগুলিকেও অন্থান্থ সম্পত্তির সহিত সহ-বন্ধকী (Colateral security) হিসাবে জমা রাথিয়া ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করে। ব্যাঙ্ক এইরূপ ক্ষেক্রে অতি অল্প সময়ের জন্ম যে-স্থদে তাহাদের ঋণ দেয় তাহাকে ঋণের তলব-হার (Call-rate) বলে। ফাট্কা বাজারের অবস্থা অনুযায়ী এই তলব-হারও উঠানামা করে। সাধারণত, যুক্তরাষ্ট্রীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের, বাজারের তলব-হার নিয়ম্বণ করিবার ক্ষমতা খুবই সীমাবদ্ধ।

কিছু বেশিদিনের, যেমন সাধারণত, ৩ মাসের জন্ম সল্পলীন ঋণ দেওয়া
হয়। বিশেষ করিয়া বাণিজ্যিক ব্যাহ্বসমূহ এইরূপ স্বল্পকালীন
স্বল্পকালীন স্থানর
বাজার
বাজার
দেয় এবং বিল ডিস্কাউন্ট করিয়া বা ব্যক্তিকে তাহার
আমানতের পরিমাণের অধিক উঠাইবার স্থােগ দিয়া এই ঋণ প্রদান করা হয়।
ব্যবসায়ীরা ছাড়াও কোন দেশের সরকার ট্রেজারী বিল ভাঙ্গাইয়া এই বাজার হইতে
ঋণগ্রহণ করিয়া থাকে।

ইহা ব্যতীত দীর্ঘকালীন ঋণের বাজারও দেশে থাকে। এই দীর্ঘকালীন ঋণের বাজারে দেশে ব্যক্তিদের মূলধন সঞ্চয়, সেই সঞ্চয়ের সংগ্রহীকরণ (accumulation) ও মূলধন-গঠন হইয়া থাকে। ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী ও শেয়ার বিক্রয় প্রতিষ্ঠান-সমূহ সমাজে বিভিন্ন ব্যক্তির বিক্রিপ্ত সঞ্চয়গুলিকে একত্রে দীর্ঘকালীন ঋণের সংগ্রহ করিয়া শিল্পবাণিজ্যে নিয়োগের উপযোগী মূলধনে রাজার রপান্তরিত করে। বিভিন্ন কার্যে লগ্মীর জন্ম সরকার, মিউনিসিপ্যালিটি, জনপ্রতিষ্ঠানসমূহ (Public bodies) বা যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানসমূহ এই বাজারে ঋণের চাহিদা করে। শেয়ার-বাজারে শেয়ারের ক্রম্ব-বিক্রয়ের ফলে দীর্ঘকালীন বিনিয়োগ ঘটে এবং মূলধনের হস্তান্তর হইয়া থাকে।

খাণের বাজারেও বিভিন্ন উদ্দেশ্যে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঋণদানের জন্ম পৃথক ধরণের প্রতিষ্ঠান থাকে এবং সাধারণত, বিশেষ ধরণের বিভিন্ন বিনিয়োগ-ক্ষেত্র অনুযায়ী ঋণের বাজারে বিভিন্ন ধরণের থাকে। যেমন, বিভিন্ন প্রকার ব্যাঙ্ক আছে: বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন ব্যাঙ্ক, শিল্প ব্যাঙ্ক বা বিনিয়োগ ব্যাঙ্ক, জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক, সমবায় ব্যাঙ্ক, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক, আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক প্রভৃতি এই সকল প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ধরনের বাজারে ঋণদান করে।

সর্বোপরি, অর্থের বাজারের মধ্যমণি এবং পরিচালক ও নিয়ন্ত্রণকারী হইল কেন্দ্রীয ব্যান্ধ। এই কেন্দ্রীয ব্যান্ধ দেশের সকল প্রকার অর্থ সম্পর্কীয প্রতিষ্ঠান-শুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে; ঝণের বাজারে অর্থের চাহিদা ও যোগান নির্ধারণ করে। ঝণের দাম অর্থাৎ স্থদের হার দেশের অর্থ নৈতিক অবস্থ। কেন্দ্রীয় ব্যান্ধ ও লক্ষ্য অনুযারী নির্ধারিত করার প্রযাস পায়। দেশের অর্থ নৈতিক অবস্থা অনুযায়ী আর্থিক নীতি পরিচালনা করা এই কেন্দ্রীয় ব্যান্ধের কাজ। সমাজে অর্থের শুক্ষতা দেখা দিলে অর্থ ঢালিয়া দেওয়া এবং অর্থাধিক্য দেখা দিলে অর্থ ছাঁকিয়া তুলিয়া আনা কেন্দ্রীয় ব্যান্ধেরই অন্তত্ম প্রধান দায়িত্ব।

ক্লিয়ারিং হাউস (Clearing House)

অর্থ লেনদেনের ব্যাপারে কোন বিশেষ অঞ্চলের ব্যাক্ষসমূহ খুবই ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পরের সহিত যুক্ত এবং একে অন্সের উপর নির্ভরশীল। সমাজেব বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন ব্যাক্ষর গ্রাহক, স্থতরাং ব্যবদা-বাণিজ্যের কার্যে এক ব্যাক্ষর আমানতকারীগণ অন্য ব্যাক্ষর আমানতকারীগণের নিকট হইতে চেক পান এবং তাহাদের চেক দিয়া থাকেন। ফলে প্রত্যেকটি ব্যাক্ষই অন্য ব্যাক্ষর নিকট হইতে দোনাদার ও পাওনাদার হইয়া পড়ে। কোন ব্যাক্ষ অন্য ব্যাক্ষের নিকট হইতে পাওনা নগদ অর্থ লইয়া আসিল আবার সেই ব্যাক্ষকেই নগদ ব্যাক্ষসমূহের মধ্যে অর্থ দিয়া দিল, এইরূপ পারস্পরিক নগদ লেনদেন অহেতুক পারস্পরিক দেনাপাওনা পরিশ্রমশাধ্য ও অপব্যরমূলক। স্থতরাং বিশেষ কোন স্থানে একত্র হইয়া ব্যাক্ষের প্রতিনিধিগণ পারস্পরিক দৈনাপাওনার

হাউস বলিয়া পরিচিত। সাধারণত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের স্থানীয় অফিসে এই কার্য

পরিচালিত হয এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কেব নিকট রক্ষিত নিজেব জমা হইতে প্রতিটি ব্যাঙ্কের হিসাব বাড়াইয়া বা কমাইয়া ব্যাঙ্কগুলি নিজের মধ্যে লেনদেন কবে।

अनुनीननी

- 1. Distinguish between credit and cash and explain how credit affects an economy of cash.
 - 2. What are credit instruments? Discuss their utility.
- 3. Discuss the various functions performed by a modern Bank. Indicate the benefits that banks render to society.
- 4. Draw an imaginary Balance-sheet of a commercial bank and explain the items mentioned therein.
- 5. "Banks are not merely purveyors of money, but also in one important sense, manufacturers of money." Discuss.
 - 6. Describe how the commercial banking system can create credit,
 - 7. Discuss the process of multiple credit creation by the Banking System.
- 8. Explain how banks create money, and discuss the limitations, if any, on the bank's power of creating money.
- 9. "The bank does not create money out of thin air; it transmutes other forms of wealth into money." Discuss.
- 10. How do the commercial banks distribute their assets to ensure their liquidity?
- 11. "A constant tug of war between the competing aims of liquidity and profitability summarises the functions of a Modern Bank." Explain.
- 12. "Commercial banks should employ their resources in self-liquidating trade bills and not in the long term financing of the industry." Discuss.
- 13. Annalyse briefly the assets of a modern Bank and explain the principles which govern its structure.
- 14. "The art of banking lies in being able to distinguish between a bill of exchange and a mortage"—Explain.
- 15. Examine carefully the "real bills doctrine" and the "shiftability" theory of bank liquidity. Discuss in this connection the 'anticipated income theory of liquidity' that has been recently developed.
- 16. Discuss the advantages and disadvantages of Unit-Banking and Branch-Banking structures.
 - 17. What is Mixed Banking? What are its merits and dangers?
- 18. Discuss whether you would like to nationalise the Commercial banks of a country.
 - 19. Discuss the essential requirements of a good banking system.
- 20. What is Money Market? Discuss the constituents of a typical money market.

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক

Central Bank

প্রত্যেকটি দেশে টাকার বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্ম এক একটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক আছে। টাকার বাজারে টাকার যোগান যাহাতে কম না পড়ে অথবা বেশি না হয়, টাকার চাহিদা যাহাতে মিটিতে পারে, টাকার দাম বা স্থদের হার যাহাতে খুব বেশি বা খুব কম না হয়, দেশের বিভিন্ন অঞ্লে বা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে লগ্নী করার জন্ম টাকার দানে যাহাতে বিশেষ কোন পার্থক্য না থাকে, এই সকল

বিষয়ে লক্ষ্য রাখার জন্ম একটি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কর্তা

টাকার যোগান, চাহিদা, দাম ও মূল্যেব

প্রয়োজনীয়।

দরকার। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এইরূপ নিযন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান। নিষ্মুণকাৰী প্ৰতিষ্ঠান তথু টাকার দাম নয়, টাকার মূল্যে কথন কিরূপ উঠানামা

হইতেছে, সেই বিষয়েও লক্ষ্য রাখা দরকার। যে-সকল প্রতিষ্ঠান টাকার বাজারে লেনদেন করে (যেমন ব্যাঙ্ক) তাহাদের কাজকর্মের প্রতি দৃষ্টি রাখাও কম দরকার নহে। সর্বোপরি, যত দিন যাইতেছে, ততই সকল **দেশের সরকার অর্থ নৈতিক কাজকর্মে সক্রিয়ভাবে চন্তক্ষেপ কবিতেছে। কেহ** পূর্ণ কর্মসংস্থান প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছে, কেহ বা দ্রুত শিল্পোন্নযনকে অর্থ নৈতিক লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করিতেছে—এই সকল লক্ষ্য সাধনের চেষ্টায় তাহারা টাকার যোগান, চাহিদা, সঞ্চয়, বিনিয়োগ ও স্থদের হার প্রভৃতিকে নিজেদের প্রভাবাধীন করিবার চেষ্টা করিতেছে। রাষ্ট্রকে তাহার অর্থ নৈতিক লক্ষ্য (economic objective) সাধনে সাহায্য করার উদ্দেশ্য দেশে টাকার যোগান, চাহিদা, দাম ও মূল্য-এই দকল বিষয়ে নীতি অর্থাৎ আর্থিক নীতি পরিচালনা করার দায়িত্ব লইতে পারে, এইদ্ধপ প্রতিষ্ঠান হিসাবে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দকল দেশেই অবশ্য

এমন সময় ছিল যথন ধনবিজ্ঞানীরা টাকার বাজারকে এইক্লপ নির**ত্ত্রণ** করার পক্ষপাতী ছিলেন না। মামুষমাত্রেই ভুল করে, স্বতরাং দেশের সামগ্রিক কল্যাণ এইব্লপ একটি প্রতিষ্ঠানের লেনদেন অর্থ নৈতিক উপর ছাডিয়া দিতে তাঁহারা রাজি ছিলেন না। যোগান ও চাহিদার স্বয়ংক্রিয় শক্তি টাকার মূল্যকে যে-স্তরে রাখিবে, উহাই স্বাভাবিক স্তর, সেই স্তর হইতে বিচ্যুত হইলে আপনাআপনি স্বয়ং-শোধনের ধারা শুরু হইবে, বাহিরের কোন হস্তক্ষেপ

অনেকে বলিতেন ইহার কোন দরকার নাই দরকার নাই, তাঁহার। এইরূপ মনে করিতেন। আজকাল অবশ্য এই সকল যুক্তি অচল হইয়া গিয়াছে। বারবার পৃথিবীতে বছবিধ অর্থ নৈতিক সংকট দেখা দিয়াছে, বাজারের আত্ম-নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি সেই সংকট রোধ করিতে পারে নাই।

টাকার মূল্যে কথনো তীব্র উঠানামা ঘটিয়াছে; কথনও-বা ব্যবসায়ের প্রয়োজন পাকিলেও টাকার পরিমাণ বাড়িতে পারে নাই; আবার কথনও প্রয়োজনের অতিরিক্ত টাকা দেশের স্বাভাবিক অর্থ নৈতিক কাজকর্ম বিপর্যস্ত করিয়া দিয়াছে। সমাজে টাকার নিরপেক্ষ (neutral) ভূমিকা সম্পর্কে তাঁহাদের যে-বিশ্বাস ছিল, বর্তমান কালে সকল সমাজেই টাকার সক্রিয় শক্তি সেই বিশ্বাস টলাইয়া দিয়াছে। তাই আজকাল স্বাই টাকার বাজার নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠাব পক্ষে।

তাহা ছাড়া, বর্তমান কালের সমাজে বহু প্রকার পরিবর্তন আদিয়াছে। আজকালকার সমাজে টাকা বলিলে অনেক ধরণের সম্পত্তি বোঝা যায়, ইহাদের একের সঙ্গে অপরের পার্থক্য খুব কম। নগদ টাকা, চেক, বিদ, বগু. শেয়ার, সোনা—ইহারা সবাই টাকা, সকলেই কোন

কিন্তু বৰ্তমান কালে ইহা অবশ্য প্ৰযোজনীয় না কোন ক্ষেত্রে বিনিময়ের মাধ্যম ও মূল্যের সঞ্চয়ক্ষপে কাজ করে। তাহা ছাড়া, এই সকল লইয়া ব্যবসায় করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরণের প্রতিষ্ঠান তৈয়ার হইয়াছে।

এত বিভিন্নরূপের টাকা এবং এত বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান লইয়া যে-সমাজ গঠিত, তাহা কটে। আত্ম-নিয়ন্ত্রণশীল হইতে পারে, সেই বিষয়ে সন্দেহ আছে। এই কারণে দেশে বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন এবং দক্ষ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নিশ্চয় দর্কার হইয়া পড়িয়াছে।

টাকার বাজারে জটিলতা থাকিলেই কেন্দ্রীয় ব্যান্ধ দরকার—এই যুক্তির
দক্ষণ একদল ব্যক্তি বলেন যে, অপূর্ণোন্নত দেশে কেন্দ্রীয় ব্যান্ধের কোন
দরকার নাই। এই সকল দেশে এখনও ব্যবসায়-বাণিজ্যের ততটা প্রসার হয়
নাই, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ কম, মূলধন-গঠন ও মূলধন-নিয়োগ কম, তাই টাকার
বাজারের জটিলতা ততটা নাই। উপরস্ক এই সকল দেশে ব্যান্ধ বা বিনিয়োগ-

কারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কম, উপযুক্ত সংখ্যক চেক, বিল, বণ্ড, শেযাব না থাকায ইহাদেব কাজকর্মও সীমাবদ্ধ। দেশে সম্প্রকালীন অনুত্রত দেশে ইহার টাকাব বাজাব এখনও গডিয়া উঠে নাই। দ্বকাব আছে কি ? বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি সম্প্রকালীন বিল ও বাজাবেই সিকিউবিটিগুলি বেচাকেনা কবিয়া টাকা খাটায়। কিন্তু যদি দেশে এইরূপ টাকাব বাজাব না থাকে, তবে সেই দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাঞ্চেব দবকাব নাই মনে কবা চলে। তাহা ছাড়া, ব্যবসায় বাণিজ্যে প্রসাব কম বলিয়া লোকেব স্কল্পকালীন বিনিয়োগেব ততটা দবকাব নাই, বিভিন্ন ধবনেব ঋণপত্রগুলিব মধ্যে হলেব হাবে সমতা বাথাব প্রশ্নও ততটা উঠে না। এই সকল ঋণপত্র বা তবল সম্পত্তিব স্বষ্ঠ আদানপ্রদান নির্ভব কবে এই সকল বিভিন্ন ঋণকালেব মধ্যে স্থদেব হাবে সামঞ্জস্ত থাকাব উপব। এই উদ্দেশ্যেই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কেব প্রযোজনীয়তা। কিন্তু যদি উপযুক্ত পবিমাণে ঋণপত্র না থাকে, বা লেনদেনকাবী প্রতিষ্ঠান না থাকে তবে অযথা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্থাপন কবিষা লাভ কি ? স্র্বোপবি, অনুন্নত দেশগুলিতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কেব উপব সবকাবী হস্তক্ষেপেব সম্ভাবনা খুবই প্রবল, তাই উচ্চাকাংক্ষী অপবিপক্ক বাজনৈতিক নেতাদেব হাতে দেশেব টাকাব বাজাবেব নিযন্ত্রণ-ক্ষমতা চলিয়া যাইতে পাবে। এইব্লপ দেশে, তাই, কেন্দ্রীয় ব্যাঞ্চেব কোন দ্বকাব নাই, ইহা কেহ কেহ বলিয়া থাকেন।

এই সকল যুক্তি আমবা মানিয়া লইতে পাবি না। ই হাবা মনে কবেন যে, ব্যান্ধগুলিকে নিযন্ত্ৰণ কবা ছাড়া কেন্দ্ৰীয় ব্যান্ধেব আব কোন কাজ নাই। কিন্তু দেশে টাকাব প্রচলন ও গতিবেগ নিযন্ত্রণ কবা, সবকাবেব ব্যাশ্বাব হিদাবে কাজ কবা এই সকল কাজ কে কবিবে? অধ্যাপক সেযাসে ব (Sayers) মতে অনুনত দেশেব বৈদেশিক বাণিজ্যেব লেনদেন স্বষ্ঠুভাবে চালানো বা টাকাব বৈদেশিক মূল কে স্থিব বাথা সবই কেন্দ্রীয় ব্যাস্কের গুরুলাযিত্ব, এই সকল বিষয়ে সবকাবেব উপদেষ্টা হিদাবে উহাব ভূমিকা আবও গুরুত্বপূর্ণ। তাহা ছাড়া, এই সকল দেশে উপযুক্ত ব্যবসায-বাণিজ্য গড়িয়া উঠিতে সাহায্য কবাব জন্ম বাণিজ্যিক ব্যাশ্বগুলি প্রতিষ্ঠা ও পবিচালনা করাব উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়া দবকাব। আব •বাজনৈতিক প্রভাব উন্নত অনুত্রত সকল দেশেই আসিতে পাবে, এইন্ধপ অবাঞ্ছনীয় কিছু না ঘটে, সেই বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাথার চেষ্টা সর্বদা করা প্রযোজন। বহু অনুনত দেশের অভিজ্ঞতা হইতে আমবা দেখিতে পাইয়াছি যে, কেন্দ্রীয়

বাংক্ষের প্রতিষ্ঠা বছভাবে এই সকল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে সাহায্য করিয়াছে।

দেশের অভাভ ব্যাক্ষ হইতে কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষ অনেকাংশে পৃথক। বাণিজ্যিক ব্যাক্ষণ্ডলি পরিচালিত হয় উহাদের মালিকদের মুনাফা বাড়াইবার জন্ত, ইহাই উহাদের লক্ষ্য। কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষ পরিচালিত হয় জাতীয় ও সামগ্রিক দৃষ্টিভংগী লইয়া রাষ্ট্রের অর্থ নৈতিক লক্ষ্য সাধনের জন্ত, মুনাফার জন্ত নয়। তাই নোট প্রচলনের অধিকার অন্তান্ত ব্যাক্ষকে দেওয়া হয় না, কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষকে ইহার একচেটিয়া কর্তু হাড়িয়া দেওয়া হয়। অন্তান্ত ব্যাক্ষকে নিয়ন্ত্রণ করে

অন্থান্ত ব্যাঙ্কেব সহিত ইহাব অনেক পাৰ্থকা

কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষ, উহাদের সর্বশেষ স্তরের টাকা পাইবার মহাজন

(lender of the last resort) হিসাবে সে কাজ করে। সবকারের ব্যান্ধার রূপে অন্থান্থ ব্যান্ধ কাজ করে না, ইহা কেন্দ্রীয় ব্যান্ধেরই দায়িত্ব।

বাণিজ্যিক ব্যাদ্ধের নীতি সাবধানতা, মুনাফা করা এবং বিনিয়োগের তারল বেজায় রাখা এই সকল কোন কেন্দ্রীয় ব্যক্তিং-এর নীতি নয়।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর এইরূপ ধারণা ছিল যে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সরকারী হস্তক্ষেপ হুইতে স্থাধীনভাবে নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করিবে। ইহার কারণ হুইল

জাতীয় কবণ ও বাইটিয় নিয়ন্ত্ৰণ প্রধানত রাজনৈতিক প্রভাব হইতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্গকে মৃক্ত রাখা। তাহা ছাড়া, রাষ্ট্রীয় পরিচালনা আমলাতান্ত্রিক প্রভাবের

বৃদ্ধি ঘটায়। বেতনভূক্ সরকারী কর্মচারীদের চাকুরির স্থায়ত্ব এবং ভবিষ্যুৎ নিরাপতা অধিক থাকায় তাহাদের উৎসাহ ও উত্থোগ ক্রমেন্ট হইয়া যায়। ইহাও বলা হইত যে, ব্যাক্ষ-ব্যবসায় একটি বিশেষ ধরণের কার্য, ইহার জন্ম বিশেষ জ্ঞান লাভ করা প্রয়োজন; আইন-সভার সদস্ম বা পার্টি-নেতাদের এইরূপ জ্ঞান না থাকাই সস্তব। এই সকল কারণের দক্ষণ শেয়ার-ক্রেতাদের বা বাণিজ্যিক ব্যাক্ষের মালিকানায় ও নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষ গঠন করাই তথন প্রচলিত ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু এই সকল যুক্তি থাকা সত্ত্বেও দেখা গিয়াছে যে, জনহার্প রক্ষাকারী কেন্দ্রীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে ব্যবসায়ীদের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত নহে। কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষের কর্জাদের ঝুঁকি গ্রহণ বা অধিক উল্ছোগী হওয়ার প্রয়োজন নাই, ইহা মুনাফা

কেন ও কিরুপে

অনুসন্ধানকারী প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান নয়।

আর যদি কোন মূনাফা হয়, তবে তাহা জাতীয় স্বার্থে জাতীয় অর্থভাগুরে যাওয়াই
উচিত। রাষ্ট্রের সঙ্গে কেন্দ্রীয় ব্যাক্টের কিরুপ সম্পর্ক হইবে তাহা মূলত নির্ভর করে

দেশের রাজনৈতিক, আদর্শগত ও অর্থ নৈতিক বছবিধ কারণের কার্যফলের উপর। সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার প্রসার, অর্থ নৈতিক উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ, যুদ্ধানান উপকরণ সংগ্রহ ও যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন সকল কিছু মিলিয়া জাতীয়করণের দিকে নোঁক বাড়াইয়া তুলিয়াছে। আরও একটি কথা মনে রাখা দরকার। দেশের অর্থনীতি ঠিক কিন্ধপ ভাবে চলে, সেই গতিধারা বর্তমানকালে অনেকটা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। রাশিবিজ্ঞানের উন্নতি, গণচেতনা বৃদ্ধি, ধনবিজ্ঞান শান্তের উন্নতি — সকল কিছু মিলিয়া সমাজ-দেহের সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও গ্রন্থিভিনির চিত্র আমরা অধিকতর স্পষ্টভাবে দেখিতে পাইতেছি। তাই নিয়ন্ত্রণ করার সম্ভাবনা স্পষ্ট হইযাছে, ইহার ক্ষেত্র প্রস্তুত্ত হইয়াছে। স্বতরাং বর্তমানে বিভিন্ন রাষ্ট্র কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নীতি সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করিবার উদ্দেশ্যে ইহার পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়াছে। রাষ্ট্র বিভিন্ন পদ্ধতিতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে নিযন্ত্রণ করে; শেয়ার ক্রয় করিয়া, পরিচালকমগুলীতে মনোনীত সদস্থ নিয়োগ করিয়া অথবা সম্পূর্ণ মালিকানা স্থাপন করিয়া।

কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষের কার্যাবলী (Functions of a Central Bank)

রাষ্ট্রের অর্থ নৈতিক লক্ষ্য সাধনের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় বণাস্ক বিভিন্ন রকম কাজ করিয়া থাকেন।

প্রথমত, দেশে অর্থের প্রচলন ও নিয়ন্ত্রণেব একচেটিয়া অধিকার কেন্দ্রীয় ব্যাক্টের পূর্বে রাষ্ট্র নিজেই অর্থ প্রচলন করিতেন। পরে বাণিজিকে হাতে গুন্ত থাকে। ব্যাক্ষসমূহ এই কার্যের ভার গ্রহণ করে, কিন্তু বর্তমানে একমাত্র আর্থিক ব্যবস্থার সংগঠন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতেই এই ক্ষমতা ছাড়িয়া দেওযা হইয়াছে। গডিয়া ভোলা ও পবিচালনা কাগজী নোট প্রচলনের অধিকার যাহাতে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বা মুনাফার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত না হয় সেইজন্য কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষের হাতে ইহা মুস্ত থাকা উচিত। বিভিন্ন ব্যাঙ্কের বিভিন্ন প্রকার নোট থাকে: স্থুতরাং দেশে অর্থ নৈতিক লেনদেনের প্রভূত অস্থবিধা হয়। এক প্রকার নোট প্রচলিত হইলে নোটের অতিরিক্ত প্রচলনের (Excess issue) সম্ভাবনা কম। দেশে ব্যাঙ্ক ঋণের পরিমাণ বাড়িয়া যাওয়াতেও নোট প্রচলনের ক্ষমতা বাড়িয়া গিয়ীছে কারণ নোট প্রচলনের ক্ষমতা থাকায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অভান্ত ব্যক্তির ঋণপ্রদান ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করিতে পাবে। রাষ্ট্রের নির্দেশ ও পরিচালনায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দ্বারা প্রচলিত কাগজী নোটের প্রতি জনসাধারণের আম্বা ও বিশ্বাদ বভাবতই বেশি থাকে। তাহা ছাড়া,

নোট-প্রচলন হইতে যাহাতে মুনাফার উদ্ভব না হয় সেইজন্ম নোট-প্রচলনের ক্ষমতা বাণিজ্যিক ব্যাক্ষসমূহের হাতে না দিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষের হাতেই রাখা উচিত।

দিতীয়ত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে সরকারের সকল আর জমা হয়, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কর নিকট হইতেই সকল ব্যয় করা হয় এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হিসাবে কার্য অনেক ক্ষেত্রে এই সরকারী আয়ব্যয়ের হিসাবেও রক্ষা করে। সরকারী ঋণ পরিচালনার ভারও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর। সরকারের জন্ম প্রয়োজন হইলে ঋণপত্র বিক্রয় করিয়া ঋণ গ্রহণ করে, নিয়মিত হৃদ দেয় এবং পরিশোধের ব্যবস্থা করে।

তৃতীয়ত, দেশের বাণিজ্যিক ব্যাক্ষদমূহ তাহাদের নগদ আমানতের কিছু অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট জমা রাথে। জমার পরিমাণ আইন বা প্রথার দ্বারা নির্বারিত। এই জমা রাখিবার ফলে বাক্ষণ্ডলি প্রয়োজন হইলে কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষের নিকট হইতে ঋণ পায় অথবা প্রথম শ্রেণীর বিনিময়-বিল ভাঙাইয়া দরকার মত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে। ব্যাক্ষমুহের ব্যাক এই প্রদঙ্গে ইহাও মনে রাখা দরকার, কেন্দ্রীয় ব্যান্ধ হইল ভিসাবে কার্য সর্বশেষ স্তরের ঋণদাতা। অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে হঠাৎ **প্র**য়োজন হইলে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহ বিনিময় বিলের বদলে অথবা স্কল্পকালীন ঋণপত্তের (Short-term Securities) বদলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট ঋণ পাইতে পারে এবং সেই ঋণের ছারা নিজেদের দেনা মিটাইতে সক্ষম হয় বা উচ্চ স্থদে কোথাও লগ্নী করিতে পারে। কোনরূপ ব্যক্তিং-সংকটের সময় তাহাদের সম্পত্তি-গুলির বদলে হঠাৎ নগদ-অর্থ পাওয়ার এই স্থবিধার ফলে সর্বশেষ স্তরের ঋণ দান তাহাদের পক্ষে বিনিয়োগের তারল্য বজায় রাখা স্ববিধাজনক হয়। দেশের সমগ্র ঋণ-কাঠামোতে এইরূপে তারল্য ও প্রসারতা (Liquidity and elasticity) বজায় থাকা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাজের ফলেই ঘটে। কেন্দ্রীয় ब्याक ना शंकितन, वर्षवा अन-পত वा विनिमय-विन প্রভৃতিকে প্রয়োজন হইলেই নগদ অর্থে রূপান্তরণের স্থবিধা না থাকিলে বাণিজ্যিক ব্যাক্ষসমূহ আমানতের আরও বেশি অংশ নিজেদের নিকট নগদ অর্থক্সপে জমা রাখিতে বাধ্য হইত; ভাছাদের অর্থলগ্রীর পরিমীণ আরও কম হইত, দেশের ব্যবদায়-বাণিজ্যে নগদ অর্থ পাইবার সন্তাবনা কম থাকিত : ঋণ-ব্যবস্থা সংকুচিত থাকিত।

চতুর্থত, প্রচলিত কাগজী নোট বা দেশের ঋণব্যবস্থার নিরাপত্তা রক্ষার জন্ম কর্ণ বা বৈদেশিক অর্থ জনা রাখা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দায়িত। দেশে ক্র্যান চানু থাকিলে দেশের মধ্যে ও বাহিরে স্বর্ণের আসা-যাওয়া নিয়ন্ত্রণ করাও কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষের কাজ। অর্থের বৈদেশিক বিনিময়-হার বা অর্থের অর্থের বহির্ম্ ল্য নিয়ন্ত্রণ বিন্ময়-হার বা অর্থের বহির্ম্ ল্য নিয়ন্ত্রণ করাও কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষের দায়িত্ব। বৈদেশিক লেনদেনের ক্ষেত্রে যাহাতে কোনরূপ অস্থবিধা না হয়, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখাও কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষের কর্তব্য। আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থাসমূহে দেশীয় স্বার্থ রক্ষা করা এবং বৈদেশিক বিনিময়-হারকে এক্সপভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাহাতে লেনদেন ব্যালাক্ষে মৌলিক ভারসাম্যবিহীনতা (Fundamental Disequilibrium) আসিতে না পারে, তাহা দেখাও কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষের দায়িত্ব।

পঞ্চমত, দেশে টাকার বাজারকে নিয়ন্ত্রণের জন্ম ব্যাঙ্কঋণকে নিয়ন্ত্রণ করা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অন্মতম প্রধান কাজ। ব্যাঙ্ক-হার পরিবর্তনের দ্বারা বাজারের স্থানের হার নিয়ন্ত্রণ, খোলাবাজারের কার্যকলাপের দ্বারা দেশে টাকার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ,

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহের নিকট হইতে নগদ জমার পরিমাণে *গনিয়ন্ত্রণ পরিবর্তন করিয়া এবং অনুরোধ বা নির্দেশ প্রভৃতির দারা টাকার বাজারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করা কেন্দ্রীয় ব্যাঞ্চেরই দায়িত্ব।

দেশের ঋণকাঠামো নিয়ন্ত্রণ করিতে না পারিলে দামন্তর স্থির রাখা সম্ভব হয় না; ব্যবসায়সমূদ্ধি ও ব্যবসায়সংকট বা বাণিজ্যচক্র দূর করা সম্ভব হয় না। আধুনিক কালে পূর্ণ কর্মনিয়োগের স্তরে দেশের অর্থনৈতিক

দামন্তর স্থির রাথা বাশিজা-চক্র দূর করা, পূর্ণ-কর্মসংস্থান, অর্থ নৈতিক ক্রমোগ্রতি

অবস্থা স্থায়িভাবে বজায় রাখিবার জন্মও ঋণনিয়ন্ত্রণের কাজ বিশেষ সাহায্যকারী। যে-সকল অনুনত দেশ অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাহায্যে দ্রুত অর্থ নৈতিক ক্রমোন্নতির (Econo-

mic growth) চেষ্টা করিতেছে, উহাদের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাজ হইল সেই উদ্দেশ্যে আর্থিক নীতিসমূহ পরিচালনা করা।

ষষ্ঠত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অন্থান্থ বহু প্রকার কাজকর্ম আছে। ব্যাঙ্কসমূহের পারস্পরিক দেনা-পাওনা মিটাইবার জন্ম ক্লিয়ারিং হাউস ক্লিয়ারিং হাউস পরিচালনা প্রভৃতি পরিচালনা করা, দেশের আর্থিক এবং অর্থ নৈতিক অবস্থার প্রতি নজর রাখা এই সকল কার্য কেন্দ্রীয়

ব্যাঙ্ককেই করিতে হয়।

ঋণ নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি (Methods of credit Control)

আমরা জানি যে, দেশের টাকার মূল্য মোটামূটি স্থির রাখা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের গুরু দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালন করিতে হইলে দেশে টাকার যোগান তাহাকে নিশ্চয় নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে। কিন্তু টাকার যোগান বলিলে কেবল নগদ টাকা বুঝায় না, ব্যাক্ষের যে-আমানত হইতে চল্তি লেনদেন চলে, উহা নিশ্চয় টাকার সমানই কাজ করে। বস্তুত, পৃথিবীর উরত ব্যাক্ষরণের প্রযোজনীয়তা দেশগুলিতে দেশে টাকার মোট যোগানের মধ্যে বেশির ভাগ অংশই এইরূপ ব্যাক্ষের আমানত। তাই দেশের ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা প্রযোজন এবং ব্যাঙ্কগুলির ঋণ-স্থষ্টি বা ঋণদান-ক্ষমতার উপর প্রভাব বিস্তারের উপযোগী পদ্ধতি ও ক্ষমতা উভয়ই কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষের জানা থাকা দরকার।

ঋণ নিয়ন্ত্রণের জন্ম কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কর্তৃক কয়েকটি পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়।
ইহাদের মধ্যে প্রধান হইল ব্যাঙ্ক-রেটে পরিবর্তন। যে-হারে সরকারীভাবে
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বিনিময়-বিলসমূহের বদলে টাকা ঋণ দেয় তাহাকে ব্যাঙ্ক-হার
বা ব্যাঙ্ক-রেট (Bank Rate) বলে। এই ব্যাঙ্ক-হার হইল কেন্দ্রীয়
ব্যাঙ্ক-হারে পরিবর্তন
ব্যাঙ্কের ক্ষদের হার—এই হারেই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ঋণ দেয়।
ব্যাঙ্ক-হারে পরিবর্তন
সমাজে দ্রব্যসামগ্রী রৃদ্ধির তুলনায় আর্থিক আয়ের পরিমাণ
বাড়িতে থাকিলে বা সঞ্চয়ের তুলনায় বিনিয়োগ বৃদ্ধি হইতে থাকিলে কেন্দ্রীয়
ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্ক-হার বাড়াইয়া দেয়। ব্যাঙ্ক-হারে বৃদ্ধির ফলে বাজারে ক্ষদের হারও
বাড়িয়া যায়। ইহার ফলে ঋণগ্রহণের ব্যয় বৃদ্ধি হয়, ঋণগ্রহণ ও বিনিয়োগ কম
পরিমাণে হইতে থাকে, সমাজে আর্থিক আয়ের স্রোতে ভাঁটা পড়ে। ব্যাঙ্ক-হার
কমাইলে ঋণগ্রহণের ব্যয় কমিয়া যায়, ঋণগ্রহণ ও বিনিয়োগ অধিক পরিমাণে হইতে
থাকে, সমাজে আর্থিক আয়ের স্রোতে জোয়ার আসে।

কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষ বাজারে সরকারী ঋণপত্র ক্রেয়বিক্রয় করিয়া দেশে টাকার বোগান বাড়াইতে বা কমাইতে চেষ্টা করে; এই পদ্ধতির নাম খোলা বাজারের কার্যকলাপ (open market operations)। সমাজে টাকার পরিমাণ কমাইতে হইলে কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষ সরকারী ঋণপত্র বিক্রয় করে, গোলাবাজারের কার্যকলাপ এইরূপে জনসাধারণের বা ব্যাক্ষের হাত হইতে নগদ টাকা তুলিয়া লয়, ফলে ব্যাক্ষসমূহের ঋণস্যষ্ট করিবার ক্ষমতাও কমে। টাকার পরিমাণ বাড়াইতে হইলে সে ঋণপত্রসমূহ ক্রেয় করিয়া লয়, এইরূপে জনসাধারণের বা ব্যাক্ষের হাতে নগদ টাকা তুলিয়া দেয়, ব্যাক্ষসমূহের ঋণস্যষ্ট করিবার ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়।

দেশের ব্যাহ্বসমূহ তাহাদের নিকট নগদ জমার কিছু অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাহ্বর

নিকট জমা রাখে (Reserve Ratio)। ফলে ব্যাঙ্কের পক্ষে সেই নগদ টাকা
ঋণস্থি করিবার ভিত্তি হিদাবে ব্যবহার করা দন্তব হয় না। যদি কেন্দ্রীয়
ব্যাঙ্ক দেশে ঋণস্থির পরিমাণ বাড়াইতে চান, তাহা হইলে
জমার অমুপাতে কমাইয়া দেন, ব্যাঙ্কের হাতে নগদ অর্থ
বেশি থাকায় তাহার ভিত্তিতে অধিক 'ঋণস্থিং' দন্তব হয়।
যদি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দেশে ঋণরূপ অর্থের পরিমাণ কমাইতে চান, তাহা
হইলে জমার অমুপাত বাড়াইয়া দেন, ব্যাঙ্কের হাত হইতে নগদ অর্থ
সরাইয়া আনেন, ঋণ স্থাইর ভিত্তি কমিয়া যাওয়ায় ঋণরূপ অর্থের পরিমাণ
কমিয়া যায়।

অনেক সময় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কোন বিশেষ ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ কমাইতে বা বাড়াইতে চাহিলে পূথক ভাবে তাহা করিতে পারেন (Rationing of credit)। যদি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক মনে করেন যে, ধরা যাউক, বস্ত্র-শিল্পে বিনিয়োগ অধিক হইতেছে, কিন্তু ইস্পাত শিল্পে আশানুরূপ বিনিয়োগ হইতেছে না, তাহা হইলে ব্যাঙ্ক সমূহকে নির্দেশ দিবেন যে নির্দিষ্ঠ পরিমাণের অধিক ঋণ বস্ত্র-শিল্পে দেওয়া চলিবে না। এই রূপে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে, যেমন শেয়ার বাজারে ফাট্কাদারী বন্ধ করার উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্ক কর্তৃক ঋণের পরিমাণ নির্দিষ্ঠ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

শেয়ার বাজারে ফাটকাদারী রোধ করার উদ্দেশ্যে বাছেঞ্চণের ব্বেহার কমাইবার জন্ম অনেক সময় এক প্রকার পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। শেষারের কোন দালাল বা কোন ফাটকা ব্যবদায়ী শেয়ার বন্ধক রাখিয়া ঋণ আনিতে গেলে যে-পরিমাণ নগদ টাকা জমা দেয় তাহাকে বলে প্রয়োজনীয় নগদাংশ (Margin Requirements)। যেমন 1000 টাকার কোন শেয়ার বন্ধক দিয়া যদি ঋণ হিসাবে 900 টাকা আনিতে পারা যায় তাহা হইলে 100 টাকা হইল প্রয়োজনীয় নগদাংশ বা শার্জনে পরিবর্তন মার্জিন। এক্ষেত্রে মার্জিন হইল শেয়ারের মূল্যের 10%। অর্থাৎ 10% মার্জিনে কোন ব্যক্তি সহবন্ধকী (Colateral Security) দ্রব্যের (শেয়ারের) মূল্যের 90% ঋণ লইতে পারে। প্রয়োজনীয় নগদাংশ বা মার্জিন যত অধিক হইবে তত অধিক নগদ টাকা জমা দিতে হইবে বা শেয়ারের বন্ধকীতে তত কম পরিমাণ ঋণ পাইতে পারিবে। যেমন প্রয়োজনীয় নগদাংশ বা মার্জিন 20% হইলে সে 800 টাকা ঋণ পাইবে। এইভাবে মার্জিন

বাড়াইয়া ফাট্কাদারীতে নিয়োগের উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্কঋণের পরিমাণ ক্যানো। সম্ভবপর।

স্থায়ী ধরণের ভোগ্য দ্রব্যসমূহ (যেমন রেডিও, টেন্সিভিশন, ফ্রিজিডেয়ার, গ্রামোফোন, আসবাবপত্র প্রভৃতি) আজকাল প্রায়ই কিন্তিতে দাম দেওয়ার শর্ডে ক্রয়-বিক্রয় করা হয়; দ্রব্য ক্রয়ের সময় দামের একাংশ (যেমন 20% বা 25%) দেওয়া হয় এবং মাসিক, বা ত্রৈমাসিক বা ষাগ্মাসিক নির্দিষ্ট ভোগকার্যে ^{ঋণের নিয়ন্ত্রণ} সংখ্যক কিন্তিতে (যেমন মাসিক হিসাবে 30 কিন্তি বা তৈমাসিক হিনাবে 10 কিন্তি, যাম্মাসিক হিনাবে 5 কিন্তিতে) সম্পূৰ্ণ দাম পরিশোধ করা হয়। দেখা গিয়াছে যে, স্থায়ীধরণের ভোগ্য দ্রব্যসমূহের চাহিদা অত্যন্ত অন্থির প্রকৃতির (unstable), এবং তাহা দামস্তর, উৎপাদন এবং কর্মসংস্থানের পরিমাণের উপর বিশেষ প্রভাবশীল। স্বতরাং আধুনিককালের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক, বিশেষ করিয়া আমেরিকার যুক্তরাদ্রীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে দেশের স্থায়ী ভোগ্য দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের কিস্তি বা অস্থান্ত শর্তাদি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে (Consumer credit Regulation)। আমেরিকায় এই ক্ষমতা Regulation W নামে পরিচিত। যদি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক চায় যে মুদ্রাস্ফীতি ও বিনিয়োগ-বুদ্ধি কমাইতে হইবে তাহা হইলে সে এই ঋণের শর্তাদি কঠিনতর করিবে যাহাতে দ্রব্যাদির ক্রেয় কমিয়া যায়। যেমন, ক্রয়ের সময় নগদ একাংশের পরিমাণ বাড়াইয়া দিবে, अर्ए विक्रयसागा सुरवात मःथा कमारेया मिरव, माम পরিশোধের কিন্তির मःथा কমাইবে। যদি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক চায় যে এইক্লপ স্থায়ী ভোগ্য দ্রব্যের বিক্রয় বৃদ্ধি হুউক এবং উহাতে উৎপাদন ও বিনিয়োগ বাড়িয়া যাউক, তাহা হুইলে সে এই ঋণের শর্তাদি শিথিলতর করিবে। যেমন, ক্রয়ের সময় দামের নগদ একাংশের পরিমাণ কমাইয়া দিবে, ঋণে বিক্রয়-যোগ্য দ্রব্যের সংখ্যা বাড়াইয়া দিবে, দাম পরিশোধের কিন্তির সংখ্যাও বাডাইবে।

অর্থের বাজারের শীর্ষে অবস্থিত বলিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষ সাধারণত সকল ব্যাক্ষ বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। অসুরোধ উপরোধের বিশ্বার ব্যাক্ষের অসুরোধ সকল প্রতিষ্ঠানই রক্ষা করিবে, এই আশায় অনেক ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষ অসুরোধ-উপরোধের পদ্ধতি গ্রহণ করে এবং ব্যাক্ষণ বাড়ানো বা ক্যানো উচিত কিনা তাহা ব্যাক্ষণের বুঝাইবার চেষ্টা করে (moral persuasions)।

ৰণনিয়ন্ত্ৰণ পদ্ধতিসমূহের সীমাবদ্ধতা (Limitations of the methods of Credit Control):

এই সকল পদ্ধতি বিনা বাধায় পূর্ণমাত্রায় প্রয়োগশীল ও কার্যকরী হইয়া থাকে তাহা নহে; বাস্তব ক্ষেত্রে ইহারা নানাবিধ কারণে সীমাবদ্ধ। স্থচিন্তিত ভাবে প্রয়োগ করিলেও ইহারা সর্বত্ত সফল না হইতে পারে।

যেমন ধরা যাউক, দামস্তরে পরিবর্তন আসিয়াছে। দেশে উৎপাদন, বিনিযোগ ও কর্মসংস্থানের পরিমাণ হ্রাস বা বৃদ্ধি পাইতেছে, "স্বাভাবিক" অবস্থা ফিরাইয়া আনিবার জন্ম কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নিজম্ব মূদের হার বা ব্যাঙ্কহার কমাইয়া বা বাডাইয়া দিবে। (ক) কিন্তু হুদের হার ঠিক কি পরিমাণ কমানো বা বাডানো দরকার তাহা কেন্দ্রীয় ব্যাম্ব কি-ভাবে স্থির করিবে ? ভুল-ক্রটির ব্যাঙ্ক হার পদ্ধতিব মধ্য দিয়া পরীক্ষা (Trial and Error) করার স্থযোগ অসার্থকতা এই ব্যাপারে খুবই কম। (খ) यनि ব্যাঞ্চ হারের সেই 'আদর্শ' পরিবর্তন টুকু জানাও যায়, তাহা হইলেও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্ক-হার কমাইলে বা বাড়াইলে অন্তান্য ব্যাঙ্ক তাহাদের হুদের হার কমাইবে বা বাড়াইবে এমন কোন নিশ্চযতা নাই। অনুন্নত দেশসমূহে, যেমন ভারতবর্ষে, অর্থের বাজার বিশেষ অসংগঠিত, "দেশীয় ব্যাস্কগুলি" (যেমন গ্রাম্য মহাজন, শ্রেষ্ঠা, সাহকার ইত্যাদি) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের স্থাদের হার সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন হইতে পারে। (গ) ব্যাঙ্কসমূহ হুদের হার পরিবর্তন করিলেও, যেমন মুদ্রাম্ফীতির সমযে হুদের হার বাডিলেও ব্যবসাদারণণ বিনিয়োগ কমাইবে এমন নিশ্চয়তা নাই, কারণ প্রত্যাশিত মুনাফার হার খুব বেশি এবং মোট ব্যয়ের মধ্যে স্থদের দরুণ ব্যয় অতি অল্প অংশ মাত্র। আবার ব্যবসায়-সংকটের সময়ে স্থদের হার কমাইলেও গভীর নিরাশার প্রভাবে বিনিয়োগ বৃদ্ধি না হইবারই সম্ভাবনা।

খোলাবাজারের কার্যাবলীও যে সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করে তাহা নহে। (ক) দামস্তর বাড়িতে থাকিলে মুদ্রাম্ফীতি কমাইবার জন্ম কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ঋণপত্র বিক্রম করিয়া নগদ টাকা ব্যাঙ্কের নিকট হইতে সরাইয়া আনিতে পারে, কিন্তু যদি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহ আবার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ লুইয়া সেই নগদ টাকার সাহায্যে ঋণর্জি করিতে থাকে তাহা হইলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য বিফল হইয়া যায়। (থ) ব্যবসায়-সংকটের যুগে বাজার হইতে ঋণপত্রসমূহ ক্রম করিয়া

কেন্দ্রীয় ব্যান্ধ টাকার পরিমাণ সমাজে বাড়াইয়া দিতে পারে বটে কিন্তু ব্যান্ধসমূহ পুরাতন ঋণ পরিশোধের জন্ম বা সাবধানতা অবলম্বন করিয়া সৌমাবদ্ধতা দিতে পারে; ঋণস্পষ্টের ভিন্তি হিসাবে ব্যবহার না করিয়া নিজের আলমারিতে জমাইয়া রাখিতে পারে; জনসাধারণও নগদ টাকা ব্যান্ধ হইতে সরাইয়া লইয়া নিজেদের হাতে মজুত করিয়া রাখিতে পারে। (গ) বর্ধিত নগদ টাকার সাহায্যে ঋণস্পষ্টি করিতে রাজি হইলেও ব্যান্ধসমূহ যে ঋণ দিতে পারিবেই এক্লপ কোন নিশ্চয়তা নাই, কারণ ব্যবসায়-সংকটের কালে গভীর হতাশায় নিমশ্ব ব্যবসায়িগণ সন্তা ও সহজ ঋণ পাইয়াও অনেক সময় বিনিয়োগে প্রবৃত্ত হইতে চাহে না। অনিচ্ছুক ঘোড়াকে জলের সম্মুখে পৌছানো যাইতে পারে, কিন্তু জলপানে বাধ্য করা যায় না।

কেন্দ্রীয় ব্যাক্টের নিকট নগদ জমার অনুপাতে পরিবর্তন, (ক) সকল ব্যাহ্বকে
সমানভাবে প্রভাবান্থিত করে না, কারণ অনেক ব্যাহ্ব পূর্ব হইতেই কেন্দ্রীয়
ব্যাক্টের নিকট নিয়মের বেশি নগদ জমা রাখে। তাহা ছাড়া, নগদ টাকার
পরিমাণ বৃদ্ধি হইলেই যে ব্যাহ্বসমূহ ঋণবৃদ্ধি করিতে
নগদ জমার অনুপাতে
পরিবর্তনের সীমাবদ্ধত। চাহিবে এরূপ নহে। আর, ঋণবৃদ্ধি করিতে চাহিলেই
তাহারা করিতে পারে না, উল্লোক্তাগণ ঋণগ্রহণে প্রস্তুত
আছে কি না তাহাও লক্ষ্য রাখা দ্বকার।

তত্ত্বের দিক হইতে ঋণেব বেশনিং সত্যই বিশেষ স্থবিধাজনক, কারণ ইহার দারা ঋণের পরিাণকে নিয়ন্ত্রণ করা তো যায়ই, উপরস্ক কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্গ সমাজের বিভিন্ন দিকে পরিকল্পনা অনুযায়ী উন্নতির জন্ম ঋণবন্টন করিতে পারে। তবে এই পদ্ধতি বাস্তবে প্রয়োগের অস্থবিধা হইল ইহার বাধ্যতা—
ঋণের রেশনিং—এর
অস্থবিধা
উপর হস্তক্ষেপ বলিয়া ইহাকে মনে করা চলে। এই পদ্ধতির কার্যকারিতাও কম, কারণ এক উদ্দেশ্যে ঋণ লইয়া উত্যোক্তাগণ অন্য উদ্দেশ্যে নিয়োগ করিতে পারে । কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্গ বা বাণিজ্যিক ব্যাঙ্গের পক্ষে ঋণব্যবহারের দিকটি নিয়ন্ত্রণ করা বিশেষ অস্থবিধাজনক।

শেয়ার-বন্ধকী ঋণের প্রয়োজনীয় নগদাংশে বা মাজিনে পরিবর্তন ফাট্কা-

ব্যবসায়কে বহুপরিমাণে সংকুচিত করিবে সন্দেহ নাই, কিন্তু মুদ্রাস্ফীতি বা মুদ্রা-সংকোচের প্রতিষেধক হিসাবে কাজ করে না। সমা**জে** মার্জিন নীতির টাকার পরিমাণ বা আর্থিক ব্যয়ের পরিমাণ ক্মানো বা সীমাবদ্ধতা বাড়ানো এই পদ্ধতির দ্বারা সম্ভব হয় না, ইহা কেবলমাত্র শেয়ার-লেনদেনে লগ্নীর পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। ভোগ্যদ্রব্যক্রয় নিয়ন্ত্র**ণও** ঋণের কেবল মাত্র বিশেষদিকে ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি ত্রয়নিযন্ত্রণ পদ্ধতির হিদাবে গৃহীত হয়, কিন্তু ইহার দ্বারা যে মৌলিক কারণ-সীমাবদ্ধত। গুলির ফলে দামস্তর ভারদাম্যবিহীন হইয়া পড়ে তাহাদের নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। অনুরোধ বা প্রভাব-বিস্তার সাফল্য লাভ করে যদি স্বভাবতই কেন্দীয় অগ্যাগ্য ব্যাঙ্ক নেভা অনুরোধ বা প্রভাবের হিসাবে স্বীকার করিয়া লয় এবং দেশে ব্যাঙ্কের সংখ্যা সীমা কম থাকে। আর ব্যাঙ্কের উপর প্রভাব বিস্তার করি**লেই** দেশে ঋণস্প্রতি কমানো বা বাড়ানো যায় না, ঋণগ্রহীতাদের আশা-নিরাশা ও কাজকর্মের উপন ইছা বহুলাংশে নির্ভর করে।

ব্যাস্করেট সম্পর্কে বিস্তৃত্তর আলোচনা (A further discussion on Bank rate)

নিমতম যে-হারে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রথম শ্রেণীর বিলগুলিকে ডিদ্কাউণ্ট করে অথবা পছনদুসই দিকিউরিটির ভিন্তিতে ঋণ দেয়, তাহাকে ব্যাঙ্করেট বলে। এই ব্যাঙ্করেটের মোটামটি উদ্দেশ্য হইল বাহির হইতে তিন দিক হইতে দেশের মধ্যে সোনা ও আন্তর্জাতিক মূলধন আরুষ্ট করা ইহাকে আলোচনা ব্যবসায-বাণিজ্যের দেশের মধ্যে ন্তব করা হইবে ব্যান্ধরেটে পরিবর্তন কিরূপে দেশের বাণিজেরে গতির উপর প্রভাব বিস্তার করে সেই কার্যপদ্ধতি (Modus operandi) সম্পর্কে মোটামুটি তিনপ্রকার বিশ্লেষণ প্রচলিত আছে: প্রাচীন ধারণা, হট্টের (Hawtrey) বিশ্লেষণ ও কেইন্সের বিশ্লেষণ। প্রাচীন ধারণা অনুষায়ী ব্যাঙ্করেটের কাজ হইল সোনার গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করা; হট্রের মতে ইহা বিনিয়োগের বায়ে পরিবর্তন আনে; আর কেইন্সের মতে ইহা বিনিযোগে পরিবর্তন আনে দীর্ঘকালীন স্থাদ পরিবর্তনের মাধ্যমে। হট্টে ও কেইন্সের আলোচনা অনেকাংশে একরূপ, উভয়েই ব্যাঙ্করেটের প্রধান প্রভাব যে বিনিয়োগের উপর ভাহা বলেন। তবে হট্টে ইহাকে গণ্য করেন ব্যয়-প্রভাব হিসাবে (as a cost factor)
কিন্তু কেইন্স ইহাকে গণ্য করেন মূলধনীকরণ-প্রভাব হিসাবে (as a capitalisation factor)। আমরা একে একে ইহাদের আলোচনা করিব।

প্রাচীন ধারণা অনুযায়ী ব্যাঙ্করেটের প্রধান কাজ হইল দেশে স্বর্ণের গতিবিধি
নিয়ন্ত্রণ করা। কোন দেশের বৈদেশিক ব্যালালে ঘাটিত দেখা দিলে সেই দেশ
হইতে স্বর্ণ বাহির হইয়া যাইতে থাকে। দেশের স্বর্ণভাগুর কমিয়া যায়, তাই,
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্করেট বাড়াইয়া দেয়। ব্যাঙ্করেট বৃদ্ধির প্রভাব প্রথমেই পড়িবে
বৈদেশিক বিনিময়ের উপর। সেই দেশের সকল ব্যাঙ্ক তাহাদের লেনদেনের
উদ্দেশ্যে নিজস্ব স্থদের হার বাড়াইয়া দেয়। ব্যাঙ্করেট বেশি বলিয়া বেশি স্থদ পাওয়ার
আশায় পৃথিবীর অভ্যান্ত দেশের ব্যবদায়ীয়া সেই দেশের ব্যাঙ্কে টাকা লগ্নী করিতে
চাহিবে, বিদেশ হইতে সোনা সেই দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবে, অন্ততপক্ষে
স্বর্ণের বহির্গমন বন্ধ হইবে। বিদেশের বাজারে সেই দেশের টাকার চাহিদা বাড়িয়া
যাইবে, তাই বিদেশী মুদার হিসাবে দেশীয় টাকার দাম বাড়িবে। বৈদেশিক

ব্যাঞ্চরেট কিরূপে বাণিজ্য ব্যালান্সে ভারসাম্য ত্যানে বিনিময়হার দেশের অনুকূলে আদিবে। ব্যাহ্মরেট বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্যবদায়ীরা কম ঋণ লইবে, দেশে ব্যবদায়-বাণিজ্য কম হইবে, আয় ও দামস্তর নামিয়া যাইবে। সেই দেশের বাজারে দ্রসামগ্রী আর বেশি বিক্রয় হইবে না (কারণ

সেখানে আয় ও দাম কম); বরং সেই দেশ হইতে রপ্তানি বৃদ্ধি পাইবে (কারণ অন্যান্ত দেশের তুলনায় ইহা পূর্বাপেক্ষা সন্তা)। ইহাতে বৈদেশিক বাাণজ্যের ঘাটতি দূর হইবে, দেশে অধিকতর স্বর্ণ প্রবেশ করিতে থাকিবে। এইরূপে স্বল্প-কালীন টাকার বাজার, দীর্ঘকালীন মূলধনের বাজার এবং লেনদেন ব্যালান্দে পরিবর্তনের মধ্য দিয়া বাঙ্করেটে পরিবর্তন বৈদেশিক মূলার বাজারে পরিবর্তন আনে।

অবশ্য ইহার মধ্যে একটি কথা আছে। ব্যান্ধরেটে পরিবর্তন তথনই লেনদেন ব্যালান্দে ভারদাম্য আনিতে পারে যথন দেই দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষের উপব বিদেশী বিনিয়োগকারীদের আস্থা থাকে। দেই দেশের টাকার স্থায়িম্বের উপরই যদি লোকের বিশ্বাদ না থাকে, তবে ব্যাক্ষ্যার বাড়াইলেই তাহারা নিশ্চয় নিজ নিজ দেশের টাকা বা দোনা এই দেশে জমা দিতে ছুটিয়া আদিবে না।

প্রাচীন ধারণার মূল ভিন্তি ছিল স্বর্ণমান। স্বর্ণমান ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যা**ক্ষের** একমাত্র কাজ ছিল নিজের স্বর্ণভাগ্রারকে রক্ষা করা। পৃথিবীর পরিবর্তিত অবস্থায় ব্যাহ্মরেট আর প্রাচীন ধারণা অনুযায়ী কাজ করে না। ইহার প্রধান প্রভাব আভ্যন্তরীণ আয়, কর্মসংস্থান ও দামস্তরের উপরে। তাই আজকালকার ধনবিজ্ঞানীরা বি.নিয়োগের উপর ব্যাহ্মরেটের কিন্ধপ প্রভাব পড়ে উহাই আলোচনা করিয়া থাকেন। এই বিষয়ে স্থইটি ধারায় আলোচনা হইয়াছে।

হট্রে (Hawtrey) বলেন যে, ব্যান্ধরেট বাড়িলে অস্তান্ত ব্যান্ধগুলি তাহাদের স্কলকালীন স্থানের হার বাড়াইয়া দেয়। ইহার কারণ আমরা জানি: (ক) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি যে ঋণ করিয়াছে, তাহার দরুণ এখন উচ্চতর হারে স্থা দিতে হইবে, এবং (খ) ব্যাঙ্কগুলি যে-সকল বিল কিনিয়াছে উহাদের ভাঙাইতে গেলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এখন পূর্বাপেক্ষা বেশি স্থদ চাহিবে। দেশে যে-সকল পাইকারী বা খুচরা ব্যবসায়ী আছে, তাহারা সাধারণত **হট্টে कि বলে**न ব্যাঙ্কের নিকট হইতে স্বল্পকালীন ঋণ লইয়া জিনিসপত্র মজুত করে। এইদ্ধাপ সকল দ্রব্য মজুত করার খরচা এখন বাড়িয়া গেল, কারণ ব্যাহ্বগুলি তাহাদের স্থদের হার চড়াইয়া দিয়াছে। তাই এই ব্যবসায়ীরা যতটা সম্ভব কম দ্রব্য মজুত রাথিবে, উৎপাদকদের নিকট হইতে মালপত্র কেনার জন্ম আর নূতন অর্ডার দিবে না। শুধু তাহাই নহে, ব্যাঙ্কের ঋণ তাড়াতাড়ি ফেরৎ দেওয়ার উদ্দেশ্যে তাহারা মত্মত দ্রব্য দ্রুত বিক্রীর চেষ্টা করিবে, প্রয়োজন মনে করিলে একট কমাইয়াও দিতে পারে। এদিকে উৎপাদকেরা না পাইয়া উৎপাদন হ্রাস করিতে থাকিবে, জিনিসের দাম অৰ্ডাব একট্ কমাইয়াও বিক্রীর পরিমাণ বজায় রাথার চেষ্টা করিতে থাকিবে: কিন্তু দাম কমাইলেও জিনিদপত্তের চাহিদা বাড়িবে না, কারণ দেশে বাাছ-ঋণের পরিমাণ কমিলে বিনিয়োগ, উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও আয় কমে। ভোগ্য দ্রব্যের উৎপাদন ব্রাদ পাইলে যন্ত্রপাতির প্রয়োজন কম হইবে, পুরানো যন্ত্রের বদলে কেহ -মৃতন যন্ত্র বদাইবে না, তাই মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদনও ব্রাদ পাইবে। ঠিক ইহার বিপরীত ফল হইবে যদি ব্যাহ্মরেট কমানো হয়। পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ীরা বেশি টাকা ঋণ লইবে, মালপত্র মজুত করার উদ্দেশ্যে বেশি অর্ডার দিবে, বিনিয়োগ, উৎপাদন ও আয় বাডিতে থাকিবে।

এই বিল্লেষণ কিন্তু কেইন্স মানিয়া লইতে পারেন নাই। তিনি মনে করেন বে, মজুত করার জন্ম ব্যবসায়ীরা যে-টাকা লগ্নী করে, তাহার থরচা স্থদের হার বদলাইলে ততটা বদলায় না। মজুত করার জন্ম টাকা চাই ঠিকই. এবং সেই
টাকা ব্যাক্ষ হইতে ধার করিয়া আনিলে স্থাপও নিশ্চয় দিতে
হয়। কিন্তু এই স্থাপের হারই তাহাদের মজুত করার পিছনে
একমাত্র কারণ নয়, এমন কি প্রধান কারণও নয়। গুণামের
ভাড়া, বীমার প্রিমিয়াম, নষ্ট হইবার জন্ম কিছুটা ক্ষয় ও ক্ষতিপূরণ, এই সকল খরচা
কম নয়: এবং সেয়াপের মতে "বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই সকল ব্য়ে স্থাপের হাবেব

ভাড়া, বীমার প্রিমিয়াম, নষ্ট হইবার জন্ম কিছুটা ক্ষয় ও ক্ষতিপূরণ, এই সকল থরচা কম নয়; এবং সেয়াসের মতে "বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই সকল বয়়য় স্থদের হারের বিপুল পরিবর্তনকে অগ্রাহ্ম করিবার পক্ষে যথেষ্ট।" ককেন্দ্ তাই হট্টের বিশ্লেষণকে ভুল না বলিলেও "a very incomplete account" বলিয়া সমালোচনা করিয়াছেন।

কেইন্সের (Keynes) মতে ব্যাহ্ণরেটে পরিবর্তন দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থায় পরিবর্তন আনে দীর্ঘকালীন বিনিয়োগের পরিমাণে পরিবর্তন আনিয়া। স্বল্পকালীন স্থানের হারগুলিতে পরিবর্তন আদিলে দীর্ঘকালীন স্থানের হারগুলের হারগুলেইন্স কি বলেন ক্রান্থাবিত হয়, ইহার ফলে উ্জ্যোক্তাদের মনে স্থায়ী মুলধনী দ্রব্যে, যেমন কারথানা, যন্ত্রপাতি প্রভৃতিতে, দীর্ঘকালীন বিনিয়োগ করার ইচ্ছায় পরিবর্তন আসে। স্থানের হার যত বেশি, দীর্ঘকালীন বিনিয়োগের ইচ্ছা তত কম; আবার স্থানের হার কম থাকিলে এই সকল যন্ত্রপাতিতে টাকা খাটাইবার সম্ভাবনা ও ইচ্ছা তত প্রবল।

ব্যাহ্মরেটে স্বল্পকালীন পরিবর্তনের প্রভাব কির্মণে দীর্ঘকালীন স্থদের হারের উপর প্রসারিত হয? স্বল্পকালীন স্থদ বাড়িলে ব্যাহ্ম ও বিনিযোগকারী ব্যক্তিরা স্বল্পকালীন ঋণপত্রপত্র বাজারে বেচিয়া দিবে। তাই দীর্ঘকালীন ঋণপত্রপ্তলির দাম কমিয়া যাইবে। ইহা আরও ঘটিবে এই কারণে যে, স্বল্পকালীন স্থাদের হাবের সম্পর্ক কির্মণ স্থানের হারে বাড়িলে লোকে কম টাকা ধার করিয়া ব্যবসায় চালাইতে চাহিবে, তাই দীর্ঘকালীন ঋণপত্রপ্র দাম কমিয়া যাওযার তর্থ হইল, কম টাকা খাটাইয়া পূর্বের ভায় নির্দেষ্ট্র পরিমাণ স্থদ

^{* &}quot;but in most cases they are sufficient to swamp any but the most extreme changes in interest rates...in general, in speaking of most modern economies, we can say that the bankers cannot substantially influence economic activity through this particular channel." Sayers, Modern Banking (4th Edition-P. 168-169.

পাইতে থাকা, অর্থাৎ দীর্ঘকালীন স্থদেব হাব বাডিয়া যাওয়া। এইক্লপেই স্কলকালীন স্থদেব হাবে পবিবর্তনেব ফলে দীর্ঘকালীন স্থদেব হাবে একই দিকে পবিবর্তন আগে।

দীর্ঘকালীন স্থানে হাবে পবিবর্তন বিনিয়োগেব বাজাবে পবিবর্তন আনে। স্থায়ী
মূলধনী দ্রব্য বিনিয়োগেব পবিমাণ নির্ভব কবে উহা হইতে প্রত্যাশিত মূনাফাব
হাবেব উপব, ইহাব উপব দীর্ঘকালীন স্থানে হাবেব প্রভাব
স্থানে হাব বদলাহালে
বিনিয়োগ প্রভাবিত হয় খুবই বেশি। প্রভ্যাশিত মুনাফাব হাব সমান অবস্থায় স্থানে
হাব বাজিলে তাই বিনিয়োগ কমে, আব স্থানে হাব কমিলে
তাই বিনিয়োগ বাভে। বিনিয়োগ কমিলে কর্মসংস্থান ও আয়স্তব কমে, ফলে সঞ্চয়
ও ভোগব্যয় উভ্যাহব পবিমাণই হ্রাস পায়, মূলবনী দ্রব্যে বিনিয়োগ আবও কমিয়া
যায়। স্থানে হাব কমিলে ইহাব বিপবীত প্রভাব ঘটিতে দেখা যায়।

ব্যাঙ্কবেটেৰ কাৰ্যপদ্ধতি যত সহজ সৰল মস্থলকপে আলোচিত হইল, বাস্তবে কিন্তু বিষযটি এত সবল নহে। ব্যাঙ্কবেট পদ্ধতিব সাফল্যেব জন্ম ক্ষেকটি অবস্থা বজায থাকা দ্বকাব, এই শর্ভগুলি প্রতিপালিত না হইলে ইহা সফলভাবে কাজ কবিতে পাবে না। দেশে স্বাংগঠিত এবং বাপেক মূলধনেব বাজাব (well organised and broad capital market) থাকা ইহাব সাফল্যেব অন্ততম প্রধান শর্ত। আমবা জানি, সল্পকালীন স্থানে হাব কত দ্রুত এবং সাফলের সহিত দীর্ঘকালীন হুদেব হাবে পরিবর্তন আনিতে পাবিল, তাহাই ব্যাঙ্কবেট-প্রভাবেব গোডাব কথা। স্থুসংগঠিত ও প্রশস্ত ব্যাঙ্কবেট বসাফলোব শর্জ মান্ত্রপ্রসূত্র বিশ্বনি ক ঋণপত্তেৰ কেনাবেচা ভালভাবে কৰা যায় না, উভয় কালেৰ স্থূপেৰ হাৰ একই দিকে পৰিবাৰ্তিত হওয়াৰ পথ স্থাম থাকে না। কেন্দ্ৰীয় ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্কৰেট বাডাইলে বা কমাইলে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্গগুলিও স্থাপেব হাব বাড়াইবে বা কমাইবে –এইক্সপ অবস্থা থাকা চাই। যদি অবশ্য তাহাবা কেন্দ্রীয ব্যাক্ষ হইতে প্রভূত পবিমাণে ঋণ গ্রহণে অভ্যস্ত থাকে, তবে ইহা ঘটিবেই। এইরূপ ঋণেব প্রযোজন না থাকিলেও ইহা সম্ভব হয় যদি ব্যাঙ্কগুলি সহযোগিতা করে। সর্বোপবি ব্যাঙ্কবেটেব শাফল্য নির্ভব কবে দেশেব আর্থিক কাঠামোব নমনীধতাব উপব। যেমন ব্যাঙ্কবেট কমানো হইল, ব্যাঙ্কগুলিব স্থানের হাবও কমিল, কিন্তু কোন না কোন প্রযোজনীয উপকরণের অভাবে মূলরনী দ্রব্যের উৎপাদন বাড়ানো গেল না, বিনিধোগ সম্ভব হুইল ন। এইকাপ অবস্থায় ব্যাক্ষবেটে পবিবর্তন নিজ উদ্দেশ্য সফল করিতে পারিবে না।

ব্যান্ধরেট পদ্ধতিকে বহুভাবে সমালোচনা করা হুইয়াছে। প্রথমত, বলা হুইয়াছে যে, উপরের শর্তগুলি সর্বত্ত পাওয়া যাইবে এমন কোন কথা নাই। বরং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই, কয়েকটি শিল্পোন্নত দেশ ছাড়া এই শর্তগুলি পালিত হইতে দেখা যায় না। দিণীয়ত, এই নীতি দফল হইবে কি না তাহা অনেকটা নির্ভর করে ব্যবসায়ীদের মানসিক অবস্থার উপর। সংকটের শময়ে ব্যাঙ্করেট ক্মাইলেও বাবসাযীরা বিনিয়োগ করিবার মত মনের জোর খুঁজিয়া পায় না। আবার তীত্র মুদ্রাম্ফীতির সময়ে ব্যাঙ্গরেট অল্প কিছু বাড়াইয়া কোনক্লপ কাজ হয় বলিয়া মনে হয় না, কারণ ব্যবসায়ীদের মনে প্রত্যাশিত মুনাফা তথন খুবই উঁচুতে। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট স্তরের কাঞ্চার আর বেশিদূর বাড়ানো চলে না। ব্যবসায়ীদের মনোভাবে আশা বা নিরাশার আতিশয্য থাকে না, তখন মনে যে. ব্যাঙ্করেটে পরিবর্তন দেশের সকল শিল্পকে বাখা দরকার সমান ভাবে প্রভাবিত করিতে পারে না। কোন কোন

ব্যান্ধরেট নীতিব সমালোচনা বিনিয়োগ হইতে হল্পকালে ফল পাওয়া যায়; আবার কোন কোনটি হইতে দীর্ঘকালে প্রতিদান আসে।

দ্র-প্রতিদানশীল বিনিয়াগের উপর ব্যাক্ষহারের প্রভাব ততটা নাই, কিন্তু দ্র-প্রতিদানশীল বিনিয়োগের উপর ব্যাক্ষহারের প্রভাব খুবই বেশি। চতুর্থত, সরকারী মালিকানা, ট্রাস্ট্যম্পতি, আধা-সরকারী মালিকানা প্রভৃতির কর্তৃত্বাধীনে যে-সকল বিনিয়োগ ঘটে, ভাহারা সাধারণভাবে মূলধনের বাজার-নিরপেক্ষ, ইহারা স্থদের হারে উঠানামায় ততটা বিচলিত হয় না। পঞ্চমত, আধুনিক কালে ছইটি নূতন বিষয় লক্ষ্য কর। যাইতেছে। আজকালকার দ্রুত পরিবর্তনশীল জগতে উৎপাদনের যন্ত্রপাতি ও মূলধনী দ্রব্যগুলি অতি দ্রুত পুরাতন ও অকেজো হইয়া পড়ে (obsolescence), ফলে উভোক্তার। অতি দীর্ঘদিন স্থায়ী অধিক মূল্যের যন্ত্রপাতিতে বিনিয়োগ করিতে চায় না। ইহার সহিত আরও একটি বিষয় যুক্ত হইয়াছে। উভোক্তারা উচ্চহারে মূলধনী দ্রব্যের ক্ষমক্ষতি পূরণ বাবদ টাকা উৎপাদন-ব্যযের মধ্যেই ধরিয়া লইতেছেন, তাই স্থদের হার অনেকথানি গুরুত্বহীন হইয়া উঠিয়াছে। ষষ্ঠত, আধুনিক কালে সকল দেশেই সরকারী ঋণের পরিমাণে বিপুল প্রসার হইয়াছে। ব্যাক্ষরেট বাড়িলে সরকারের অস্থবিধা, কারণ তথন ভাহাকেও ধার করিতে হইবে পূর্বাপেক্ষা বেশি স্থদে (সরকারী ঋণপত্রে বেশি স্থদ না দিলে লোকেরা ইহা না কিনিয়া অন্ত কিছু ক্রেম করিবে)। স্থদের হার

বাড়ানোব ব্যাপাবে আজকাল তাই সবকাবপক্ষ ততটা মত দেন না। এই
সকল ক্রটি থাকা সত্ত্বেও, গত ক্ষেক বংস্বান, এই পদ্ধতিব
কিন্তু ইহাকে
ক্রাকেবানে বাদ দেওয়া
হয় না
হ

খোলাবাজারে কার্যকলাপ সম্পর্কে বিস্তৃত্তর আলোচনা (A further discussion on Open market operations)

উপবেব আলোচনা হইতে আমবা দেখিবাছি, দেশেব বাণিজ্যিক
ব্যাঙ্কগুলি যদি ব্যাঙ্কবেট পবিবর্তনেব সঙ্গে সঙ্গে নিজ
এখন আব ইহা
ব্যাঙ্কবেটৰ অনুগামী নিজ স্থানে হাবে একই দিকে পবিবর্তন না আনে, তবে
নয ঐ পদ্ধতি সাফল্য লাভ কবিতে পাবে না। স্থতবাং
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কেব চেষ্টা হইবে যাহাতে অন্থান্থ বাংক্ক তাহাকে অনুসবণ কবে।
এই উদ্দেশ্যেই প্রথম দিকে খোলাবাজাবে কার্যকলাপেব নীতি প্রযোগ কবা হইত।
কিন্তু বর্তমানে ইহাকে আব ব্যাঙ্কবেটেব সাহায্যকাবী নীতি বলিয়া মনে কবা
হয় না—ইহাব স্বাধীন কার্যক্ষমতা সকলে স্বীকাব কবিয়া লইয়াছেন।

এই নীতি কির্মপে কাষকবী হয় তাহা আমবা দেখিয়াছি। দেশে মুদ্রাক্ষীতি দেখা দিতে থাকিলে কেন্দ্রীয় বর্গান্ধ সবকাবী সিকিউবিটিগুলি বিক্রম কবিতে থাকে, লোকেব (ও ব্যান্ধেব) হাত হইতে টাকা কেন্দ্রীয় বর্গান্ধেব হাতে চলিয়া যায়, ব্যান্ধেব হাতে নগদ টাকা কমে, তাহাদেব ঋণস্থাইব ভিন্তি সংকুচিত হয়, সমাজে ঋণগত টাকাব পবিমাণ কমিয়া যায়, মুদ্রাক্ষাতিব বেগ মন্দ্রীভূত হয়। আবাব অর্থ নৈতিক মন্দাব অবস্থা থাকিলে কেন্দ্রীয় ব্যান্ধ এই সিকিউবিটিগুলি ক্রম কবিতে থাকে

লোকেব (ও ব্যাঙ্কেব) হাতে নগদ টাকা চলিয়া যায়, ব্যাঙ্কেব খোলাবাজারী কার্যকলাপেব নীতি হয, সমাজে ঋণগত টাকাব পবিমাণ বৃদ্ধি পায়, অর্থ নৈতিক

সংকট কাটিয়া উঠিয়া ব্যবসায-বাণিজ্য প্রসাবেব সম্ভাবনা দেখা দেয়।

পূর্বে এইরূপ ধাবণা ছিল যে, একমাত্র ব্যাঙ্কবেটেব সহকারী নীতি হিদাবেই

খোলাবাজারে কার্যকলাপের নীতি কাজ করিতে পারে। ব্যাঙ্করেট বাডাইবার সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সিকিউরিটি বিক্রয় করিত, ব্যাঙ্কগুলির ইহাকে পর্বে হাতে টাকার পরিমাণ কমিয়া যাইত, ঋণদান সংকৃচিত করিবার বাঙ্গান্ধরেটেবই অঞ্চ জন্ম স্থাদের হার বাড়াইযা দিত। ঠিক এইরূপ ব্যাঙ্করেট বলিয়া অনেকে বলিকেন কমাইবার সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এই সিকিউরিটিগুলি ক্রম করিত, বাঙ্কের হাতে টাকাব পরিমাণ বাডিয়া যাইত, ঋণদান বাডাইবার উদ্দেশ্যে স্থদের হার কমাইয়া দিত। এইরূপে উভয়নীতি একত্রে প্রযুক্ত হইত। অনেকে তাই খোলাবাজারী নীতিকে পুথক বলিয়া মনে করিতেন না। ব্যাঙ্করেটে পরিবর্তন না ঘটাইয়া স্বাধীনভাবে খোলাবাজারী নীতি গ্রহণ করা চলে না – ইহাই তাঁহারা মনে করিতেন। তাঁহাদের যুক্তি ছিল এইরূপ: যদি ব্যাঙ্করেট সমান থাকে, কিন্তু সংকট-আণের উদ্দেশ্যে বাজার হইতে সিকিউরিটি কিনিয়া লইয়া ব্যাঙ্কগুলির হাতে নগদ টাকা ঢালিযা দেওযা হয়, তবে তাহারা দেই টাকা দিয়। ঋণের প্রসার না ঘটাইয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট তাহাদের ঋণুশোধ শুরু করিতে পারে। ইহারই সম্ভাবনা বেশি। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে ব্যাক্ষহার কমাইলে, ভাহারা কেন্দ্রীয় ব্যাঞ্চকে টাকা না-ও ফেরৎ দিতে পারে, কারণ স্থদের হার কম এবং ব্যবসায়ীরা এই কম স্থলের হারে বেশি টাকা চাহে বলিয়া তাহাদের ঋণদানের পরিমাণ বাডাইয়া দিতে পারে। তাই ব্যাঙ্করেটে পরিবর্তন ছাডা ইহার স্বাধীন কার্যকারিতা নাই, এইরূপ মনে করা হইত।

কেইন্স কিন্তু ভিন্নরূপ মনে করেন। তাঁহার মতে খোলাবাজারী নীতির কার্যকারিতা অনেক বেশি, ইহাকে তাই স্বাধীন নীতি বলিয়া গণ্য করাই ভাল। যেমন মনে কর, কোন বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের হাতে নিজের রিজার্ভের অতিরিক্ত কিছু টাকা আছে। সে উহা কাহাকেও ঋণ দিবার কথা ভাবিতেছে। এই ঋণদানের ফলে ঘুরিয়া ফিরিয়া ঐ টাকা আরও বহুগুণ ঋণ স্বষ্টি করিবে। এই সময়ে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সিকিউরিটি বেচিযা ঐ টাকাটি তুলিয়া লইলে এই ঋণ প্রসারের কিন্তু জনেকে ইহাকে ধারার স্ত্রুপাত হইতে পারিল না, গোড়াতেই বন্ধ হইখা গেল। দিতে চান এইরূপে দেখা যায় অল্প করিয়া খোলাবাজারে সিকিউরিটি বেচিলে ব্যাঙ্কগুলি ধীরে ধীরে তাহাদের কাজকর্ম কমাইয়া দেয়। আবার ক্রমে ক্রমে খোলাবাজার হইতে সিকিউরিটি কিনিয়া লইতে থাকিলে ধীরে ধীরে ব্যাঙ্কগুলিও ঋণ প্রসারের নীতি অবলম্বন করে। ব্যাঙ্কগুলিও শ্বণ বির্বা

করিয়াই খোলাবাজারী নীতির মাধ্যমে অনেক দূর পর্যন্ত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নিজের উদ্দেশ্য শাধন করিতে পারে। *

ব্যাঙ্করেট ও খোলাবাজারে কায়কলাপের নীতি এই স্কুই-এর মধ্যে বহু পার্থক আছে। দেশের অর্থ নৈতিক কাজকর্মের উপর প্রথমত. প্রভাব ভিন্নরপ। খোলাবাজারে কার্যকলাপের ফল অনেকটা প্রভাক্ষ ব্যান্ধ-গুলির নগদ জমার পরিমাণ বদলাইলে তাহাদের ঋণ দিবার ক্ষমত। সঙ্গে সঙ্গে প্রভাবিত হয়। কিন্তু বাঞ্চারেটের প্রভাব অনেকটা পরোক্ষ, বহু কিছু বিষয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া উঠা ঋণের বাজারে প্রভাব ব্যাঞ্চৰেট ও গোলা বিস্থারে সমর্থ হয়। দ্বিতীয়ত, ব্যাঙ্করেটের বাজারী কার্যকলাপে অনেকথানি অনিশ্চিত, বল বিভিন্ন পার্থকা চাপে ব্যাঙ্করেট বাডিলেও দেশের সাধারণ ব্ৰাঙ্কগু ল কেন্দীয় নিকট হইতে ঋণের পরিমাণ না কমাইবার লইতে সিদ্ধান্ত কিন্তু ব্যাঙ্কগুলির হাতে নগদ টাকার পরিমাণে আঘাত দেয় বলিয়া খোলাবাজারী কার্যকলাপ অনেকটা নিশ্চিত। তৃতীয়ত, ব্যাঞ্চরেটের প্রথমে পড়ে সম্বর্কালীন স্থদের হারের উপরে, কিন্ত খোলাবাজারী কার্যের দীর্ঘকালীন দিকিউরিটিগুলির কেনাবেচা হয় বলিয়া প্রথম দীর্ঘকালীন স্থাদের হার কিছুটা প্রভাবিত হইতে থাকে।

থোলাবাজারী কার্যকলাপের সাফল্যের জন্ম তিনটি শর্ভ বজার থাকা দরকার। প্রথমত, এই সকল সিকিউরিটি বেচাকেনার জন্ম স্থান্থতি ও প্রশস্ত বাজার থাকা দরকার। দ্বিতীয়ত, দেশের বাণিজ্যিক গোলাবাজারী কার্য ব্যাঙ্কগুলি মোটামুটি স্থির ও নির্দিষ্ঠ অনুপাতে জমা রাথে, কলাপের সাফল্যের শর্ভ ও সীমাবদ্ধতা এইরূপ হওয়া দরকার। তৃতীয়ত, সরকারী ঋণের পরিমাণ অতিরিক্ত না হওয়া দরকার এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে প্রচুর পরিমাণ বিক্রেয়বোগ্য সিকিউরিটি থাকা দরকার। উপরের এই

^{* &}quot;In this way a progressive series of small deflationary open market sales by the Central bank can induce the banks progressively to diminish little the scale of their operations. Certainly there can be no doubt that a progressive series of small inflationary open market purchases by the Central bank.....are potentially, and almost invariably, effective in inducing the member banks to follow suit. In this way, much can be achieved without changing the Bank rate."

J. M. Keynes, A Treatise on Money, Vol. II. Pp. 254-255.

শর্তন্তলির মধ্যেই খোলাবাজারী কার্যকলাপের নীতির সীমাবদ্ধতা প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে। অনেক উন্নত দেশের টাকার বাজারেও এই নীতি কার্যকরী হওয়ার পথে অনেক বাধা থাকে। এই প্রদঙ্গ কিছু পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে।*

অপূর্ণোরত টাকার বাজারে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং-এর সমস্তা (Problems of Central Banking in underdeveloped Money Markets)

পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই আজকাল কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; কিন্তু সকল দেশের টাকার বাজার সমান স্তরে উন্নীত হয় নাই। কোন দেশ ব্যবসায়-বাণিজ্যে উন্নত, সেথানকার টাকার বাজারে উন্নত শ্রেণীর ব্যাঙ্ক ও মূলধনী প্রতিষ্ঠান আছে; আবার অপর অনেক দেশে এইরূপ কোন কিছু এখনও গড়িয়া উঠে নাই। অপূর্ণোত্মত দেশগুলির টাকার বাজারের কয়েকটি বিশেষত্ব থাকে। প্রথমত, এইক্সপ দেশে অত্যল্পকালীন (3 দিন, 7 দিন প্রভৃতির জন্ম) ঋণের বাজার, বা তলব-ঋণের বাজার (call-loan market)

বাজারের বৈশিষ্টাঃ ১। তলব-ধণের

বাজাব না থাকা

এইরপ দেশে টাকাব আমানতের সহিত জমার অনুপাত রক্ষা করিয়া চলিতে পারে না। যেখানে ব্যাক্ষগুলির জমার অনুপাত নির্দিষ্ট

নাই, ফলে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি নির্দিষ্ট হারে নগদ

নাই, সেখানে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বিপুল পরিমাণে খোলা-বাজারী কার্য ন। করিলে ব্যাঙ্কগুলির ঋণনীতি প্রভাবিত

হয় না। কিন্তু অপূর্ণোন্নত দেশে এত বিপুল পরিমাণ সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয়ের স্থবিধা না-ও থাকিতে পারে। দ্বিতীয়ত, দেশে উপযুক্ত বিল-বাজারের অভাবও একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্রটি, তাহাতে সন্দেহ নাই। বিল-বাজার না থাকিলে স্বন্ধকালীন ঋণের জন্ম রি-ভিদ্কাউণ্ট করিয়া ব্যাহ্বগুলি বা ব্রোকাররা কেন্দ্রীয়

২। বিল-বাজাব না গাক।

বাঙ্কের নিকট হাজির হয় না। তাহাদের নিয়ন্ত্রণ করা ত্বঃসাধ্য হইয়া উঠে। বিল-বাজারের লেনদেনকারীরা যথন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট টাকার জন্ম আসে, তথন কেন্দ্রীয়

বাজ স্থানের হার পাণ্টাইয়া বা ঋণের পরিমাণ কম বেশি করিয়া তাহাদের উপর

আধিপত্য বিস্তার করে। কিন্তু বিল-বাজার না থাকিলে নিয়ন্ত্রণের এইরূপ

^{&#}x27;अन निरम्भन नौजित मौभावक्षठां' नीर्वक खारलाहना रम्थून।

সম্ভাবনা কমিয়া যায়। তৃতীয়ত, অপূর্ণোন্নত দেশে টাকার বাজারে বহু বিচ্ছিন্ন,
স্বাংস্বাধীন অসংলগ্ধ অংশ থাকে, ইহাদের একের সহিত
ত। বিচ্ছিন্ন বহু
উপবাজার
অপরের যোগ থাকে না, একটি বাজারে যে-দামে টাকা বিক্রয়
হয়, পাশাপাশি অন্ত বাজারে ভিন্ন দামে উহার লেনদেন চলে,
বিভিন্ন বাজারের মধ্যে ঋণযোগ্য টাকার চলনশীলতা থাকে না, তাই দামের পার্থক্য
দ্ব হয় না।

ভারতবর্ষে টাকার বাজারে আমরা এক ধরনের দ্বৈতস্থিতি (dichotomy)

দেখিতে পাই, স্বদংগঠিত পশ্চিমী ধরনের ব্যাঙ্ক এবং অসংগঠিত বরনের দেশীয ব্যাক্ষ। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রভাব পড়ে প্রধানত সংগঠিত অংশের উপর, অপব অংশের ঋণনীতি, ঋণ পরিমাণ, ঋণবিষ্য বা ঋণের দাম (policy, volume, direction and price of loans) কিছুই সে নিযন্ত্রণ করিতে পারে না। দেশীয় ব্যাঙ্ক, অর্থাৎ মহাজন, শ্রেষ্ঠী ও সাহুকার প্রভৃতি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট ধাব করিতে যায় না, তাই ব্যাঙ্করেটে হেরফের হইলে তাহার স্থাদের হার প্রভাবিত হয় না। চতুর্থত, অপুর্ণোত্মত "অনেক দেশই অর্থ নৈতিক দিক হইতে এখন পর্যন্ত অন্ত-নির্ভর ধরনের (dependent economies), এবং তাহাদের অবস্থা অর্থ নৈতিক দিক হইতে স্ব-নির্ভর বা আত্মপ্রধান দেশের (dominant economies) তুলনায় ভিন্নব্লপ। স্ব-নির্ভর দেশগুলিতে অর্থ নৈতিক কাজকর্মের গতি স্থির হয় প্রধানত আভ্যন্তরীণ বিষয়গুলির চাপে, যেমন দেশে বিনিযোগী কাজকর্মের হঠাৎ বৃদ্ধি; যদিও অবশ্য লেনদেন ব্যালান্সের অবস্থা দারা এই আভ্যন্তরীণ বিষয়গুলির বেগ বুদ্ধি পাইতে পারে। আভান্তরীণ শক্তিগুলিব চাপে কাজকর্মের গতিবেগ যত বাড়িতে থাকে ব্যাঙ্কের ঋণপ্রসার তত বুদ্ধি পায, যদি না ঠিক একই সময়ে তাহাদের নগদ ব্যালান্দ বাড়ে তবে ব্যাঙ্কসমূহ এই চাহিদা মিটাইবার অবস্থায আসে না। দেশে বিনিযোগী কাজকর্ম ৪। বাাক্ষগুলি বিদেশী বাভিলে তাহাদের কাছে নগদ টাকা জমার পরিমাণ বাভিবে মুদ্রার বিনিময়ে ব্যালাদ ৰাড়াইতে পারে এমন কোন কথা নাই। তাহারা এই সতিরিক্ত ব্যালান্দ ছুইটি উপাযে পাইতে পারে. সিকিউরিট বিক্রয় করিয়া অথবা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ করিয়। ব্যাঙ্করেট বাডিলে এই উভয় দিকেই অস্থবিধা হইবে। তাই দেশের ব্যান্ধ ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কার্যের দ্বারা ব্যাঙ্করেটে পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রভাবিত হইতে পারে। কিন্তু অপরপক্ষে, পরনির্ভর অর্থনীতিতে, অর্থ নৈতিক কাজকর্মের গতিবেগ শ্বির হয় সাধারণত বৈদেশিক বাণিজ্যেব অবস্থার চাপে, বিশেষত রপ্তানি দ্রব্যাদির দামের দ্বারা। তাই যে-সকল শক্তির ফলে ব্যাঙ্কঋণের চাছিদা বৃদ্ধি পায়, তাহারাই আপনা-আপনি ব্যাঙ্কসমূহের বৈদেশিক ব্যালান্দ বাড়াইয়া তোলে। ব্যাঙ্ক তথন এই বৈদেশিক মুদ্রা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছে বিক্রয় করিয়া নিজের হাতে দেশীয় টাকার পরিমাণ বাড়াইয়া তুলিতে পারে। যদি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক টাকার বৈদেশিক বিনিময়-হারে সমতা রাখিতে চায়, তবে সে ব্যাঙ্কগুলিকে নগদ ব্যালান্দ্র যোগান দিতে থাকিবে। স্বতরাং এইভাবে ব্যাঙ্কসমূহ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণের প্রযোজনীযতা এড়াইতে পারে, ফলে ব্যাঙ্করেট বৃদ্ধির সংকোচক প্রভাব হইতে নিজেদের বাঁচাইযা চলিতে পাবে'।

পঞ্চমত, এই দকল অপূর্ণোন্নত বা পরনির্ভর দেশের কেন্দ্রীয ব্যাঙ্কগুলি

Dr. S. N. Sen, Central Banking in undeveloped Money Markets. P. 50-51.

^{* &}quot;There are however certain characteristics which may tend to make the bank-rate a less effective instrument of control in these money markets than in the industrially advanced countries. Many of the countries which have undeveloped money markets are also dependent economies, and their position is in some respects quite different from what may be called dominant economies. In the latter of the pace of activities is set mainly by domestic factors, i.e., a burst of investment activities at home, though these may be reinforced by the position of the balance of payments. As the pace of activities quickens under the impact of internal factors and the demand for bankadvances rise, banks may not be in a position to meet this demand unless their cash balances increase at the same time. There is nothing in the rise of investment activities at home to cause an increase in their cash reserves. They may get hold of additional cash balances in two ways, viz. by selling a portion of their security holdings in the market, and by rediscounting bills or borrowing from the Central Bank. A rise in the Bank rate will cause difficulties in both directions. The banking system may therefore be influenced by the central bank action through changes in the bank rate. In a dependent economy, however, the pace of activities is usually set by the state of foreign trade especially by the level of export prices. So the same factors which give rise to increased demand for bank advances also cause an increase in the foreign balances of the banks. The latter may easily replenish their local cash balances by selling these foreign funds to the Central Bank. In so far as the Central Bank aims at keeping the rate of exchange steady, it will have to supply the banks with cash balances. Banks may therefore be enabled to avoid borrowing from the Central Bank and escape the restrictive effects of a change in the bank rate in the upward directions."

আন্তর্জাতিক অর্থকেন্দ্র নয়, অর্থাৎ বিভিন্ন দেশের টাকার লেনদেন ইহাদের
মাধ্যমে ঘটে না। ব্যাঙ্করেট বাড়াইয়া, অল্প কিছু বিদেশী
ে। এই সকল দেশে
ব্যাঙ্করেট বৈদেশিক
ব্যালান্দে সমতা প্রভূত পরিমাণে স্কল্পকালীন মূলধন ইহাদের নিকট ছুটিয়া
আনিতে পাবে না আসে না। তাহাদের বাণিজ্য ব্যালান্সের অবস্থা
অনুষায়ী বিদেশী টাকা তাহারা পায়, ইহার বেশি নয়।
তাই বৈদেশিক ব্যালান্সে ঘাটতি হইলে ব্যাঙ্করেট বাড়াইয়া তাহারা ইহা
মিটাইতে পারে না।

অপূর্ণোন্নত দেশের টাকার বাজারের যে-বৈশিষ্ট্যগুলি উপরে আলোচিত হইল, তাহা হইতেই আমরা দেখিতে পাই যে, এই দকল দেশে ব্যাঙ্করেটের কার্যকারিতা কেন দীমাবদ্ধ। কিন্তু তাই বলিয়া এইরূপ টাকার বাজারে ব্যাঙ্করেট পদ্ধতির একেবারেই কোন প্রকার উপযোগিতা নাই, এমন মনে করা চলে না। ডি'কক্ (De kock) বলেন যে, অপূর্ণোন্নত দেশেও ব্যাঙ্করেটের কিছুটা গুরুত্ব নিশ্চয় আছে। প্রথমত, নির্দিষ্ট ধরনের অন্থমোদিত সিকিউরিটির বদলে জনসাধারণ কি হারে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট ঋণের স্থবিধা পাইযা থাকে, তাহা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা এই দকল দেশে ব্যাঙ্করেটের কাজ। এইরূপ একটি মান (Standard) ঘোষণা করিলে উহার প্রভাব অনেকটা ভাল হয়। দ্বিতীয়ত, দেশের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহ এমন একটি স্থদের হার পায়. যাহার ভিন্তিতে তাহারা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে দরকারমত টাকা ধার আনিতে পারে। তৃতীয়ত, ব্যাঙ্করেট ঘোষণা করিলে টাকার বাজারে, অন্তত ইহার স্ব্যংগঠিত অংশে,

কারপে ঢাকার বাজারে, অন্তত হহার প্রগাসত অংশ, ইহার বর্তমান ও কিছুটা মানসিক প্রভাব পড়ে। কারণ এই ব্যাঙ্করেট দ্বারা ভবিশ্বং গুৰুত্ব মোটামুটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ইচ্ছা-অনিচ্ছার রূপ প্রকাশ পায়,

ব্যাদ্বসমূহ টাকার বাজারে কি-নীতি অনুসরণ করিবে এই সম্পর্কে কেন্দ্রীয় ব্যাদ্ধের ইচ্ছা ও নির্দেশের রূপ তাহারা জানিতে পারে। সর্বোপরি, অনেকে মনে করেন যে, ভবিয়াতে এই সকল দেশে ঋণ নিয়ন্ত্রণের নীতি হিসাবে ব্যাদ্ধরেটের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাইরে। কালপ্রবাহে ক্রমশ বাণিজ্যিক ব্যাদ্ধেরা কেন্দ্রীয় ব্যাদ্ধের নেতৃত্ব মানিয়া লইতেছে, বেশি পরিমাণ টাকা ঋণ লইতেছে এবং মোটাম্টি উহার সহযোগিতা, উপদেশ ও নির্দেশ গ্রহণ করিতেছে। ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ইহা আরও বৃদ্ধি পাইবে। তাহা ছাড়া, অপুর্ণোন্নত দেশের ব্যাহ্বসমূহ আজকাক

মোটামুটি নগদ জমার অনুপাত স্থির রাখিতেছে। ভবিষ্যতে, তাই ব্যাহ্মরেটের কার্যকারিতা বাড়িবে, এইরূপ মনে করা চলে।

অপূর্ণোন্নত টাকার বাজারে খোলাবাজারী কার্যকলাপের নীতি কার্যকরী হয় কি না, এখন তাহা আলোচনা করা প্রয়োজন। আমরা জানি যে খোলাবাজারী নীতি সফল হইতে হইলে মোটামটি তিনটি শর্ত প্রয়োজন: প্রশন্ত ও সক্রিয় সিকিউরিটি বা বিলের বাজার থাকা, ব্যাক্ষণ্ডলির নগদ জমার অনুপাত নিদিষ্ট থাকা, এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে পুনর্বাট্টার স্থবিধা বা ঋণ লেনদেনের স্থবিধা না থাকা। সাধারণত বেশির ভাগ অপূর্ণোত্মত দেশেই এই সকল শর্ত অনুপস্থিত থাকে। সেয়াস বলেন যে, এইরূপ দেশে সিকিউরিটির বাজার খুব ছোট বা নাই বলিলেই চলে, তাই খোলাবাজারী কার্যকলাপের সম্ভাবনা খবই সীমাবদ্ধ। তাঁহার মতে ''সংকীর্ণ সিকিউরিটির বাজারে ইহার প্রভাব মূলত পড়ে বিভিন্ন স্থদের হারের কাঠামোর উপর, ব্যাক্ষঞ্জনির নগদ জ্মার পরিমাণের উপর থোলাবাজারী নীতির নয়, ফলে তাহাদের ঋণ দিবার ইচ্ছার উপরেও নছে।" সীমাবদ্ধতা দ্বিতীয়ত, নগদ জমার অনুপাত অনিদিষ্ট পাকিলেও এই নীডি কায়করী হয় না; কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দিকিউরিটি ক্রয় করিলে দেই নগদ টাকা ব্যাঙ্কেরা জমাইয়া রাখিতে পারে, অথবা কেন্দ্রীয় বাাঙ্ক দিকিউরিটি বিক্রয় করিলে, হস্তে রক্ষিত প্রয়োজনের অতিরিক্ত টাকা দিয়া উহা ক্রয় করিতে পারে. ঋণের পরিমাণ ক্যানো দরকার হয় না। তৃতীয়ত, পুনর্বাট্টা বা ঋণ গ্রহণের স্থবিধা থাকিলে থোলাবাজারী নীতি ততটা কার্যকরী হয় না; কারণ নিজেদের হাতে টাকা বাড়িলে ব্যাহগুলি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ঋণ শোধ দিয়া আসিতে পারে বা টাকা কমিলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হুইতে টাকা ঋণ লইয়া আসিতে পারে। আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করা যায় ৷ সকল অপূর্ণোন্নত দেশগুলিতেই উন্নয়ন-প্রচেষ্টা শুরু হইয়াছে, সরকারী ঋণপত্র বেচিয়া টাকা উঠানোর পরিমাণ সকল দেশেই বাড়িয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ঋণপত্র ক্রয়-বিক্রয় করিবার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হইয়া প্রভিয়াছে, কারণ দীর্ঘকালীন স্থদের হার বাড়িয়া গেলে সরকারের বিশেষ লোকসান। তাহা ছাড়া, বিক্রয় যোগ্য ঋণপত্তের পরিমাণ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে সকল সময় পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকিবে, এমন কথা বলা যায় না। দর্বোপরি, অপুর্ণোন্নত দেশে ব্যবসায়-বাণিজ্যে টাকা খাটাইবার মনোরভির অভাব দেখা যার, এই সত্য অস্থীকার क्या हाल मा। (थालायाकादी नीजित चाता होका हालिया मिलारे जानना-जानिन -ব্যাঙ্ক ঋণের পরিমাণ বাড়িবে, এমন কথা ধরিয়া লওয়া চলে না। এই সকল

কারণে এই নীতির কার্যকারিতা অপূর্ণোন্নত টাকার বাজারে বিশেষ ভাবে সীমাবদ্ধ।

অবশ্য অনেক ধনবিজ্ঞানী বলেন যে, এইরূপ দেশে, ক্রমশ সিকিউরিটিবাজারের আয়তন ও কাজকর্ম বৃদ্ধি পাইতেছে, অদ্র ভবিয়তে এই নীতির
কার্যকারিতা তাই বৃদ্ধি পাইবে। তাহা ছাড়া বিভিন্ন মরস্থমে দেশে টাকার
বাড়তি বা ঘাটতি দেখা যায়, এবং টাকার যোগানে এই তারতম্য ঘটানোর অস্ত্র
হিসাবে খোলাবাজারী নীতি কিছুটা কার্যকরী। সর্বোপরি,
ভবে বাাহরেটের তুলনায়
এইরূপ টাকার বাজারের সকল অংশ সমান উন্নত নয় এবং
বিভিন্ন খণ্ড-বাজারের মধ্যে টাকার লেনদেন ততটা নাই।
কখনও, বাজারের কোন অংশে, হঠাও টাকার বাড়তি ও ঘাটতি দেখা দিলে ব্যাহরেট
অপেক্ষা এই নীতি অধিকতর কার্যকরী, কারণ ইহা সঠিক বা নির্দিষ্ট স্থানে আঘাত
দিতে পারে। ব্যাহ্মরেট সামগ্রিকভাবে সকল প্রকার বিনিয়োগের উপর প্রভাবশীল,
কিন্তু অপুর্ণোন্নত দেশে আঞ্চলিক বা অর্থ নৈতিক কাঠামোর বিশেষ কোন অঙ্কের
উপর প্রভাব বিস্তার করা অনেক সময় দরকার হইয়া পড়ে। এই উদ্দেশ্যে,
ভূলনামূলকভাবে, খোলাবাজারী নীতিকে বেশ কিছুটা ব্যবহার করা চলে।

ব্যাঙ্কসমূহের রিজার্ভের অনুপাতে পরিবর্তন পদ্ধতিকে (variation in the reserve ratio) অনেকে অপূর্ণোন্নত দেশে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলিযা মনে করেন। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি ঘোষণা করে যে, ইহার পর হইতে মোট আমানত ও নগদ জমার অনুপাত বাড়াইতে হইবে, ভবে প্রতিটি ব্যাঙ্কের ঋণদান ক্ষমতা কমিয়া যাইবে। অপরপক্ষে ঋণপ্রসার ঘটুক—ইহা মনে করিলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এই নগদ জমার অনুপাত কমাইয়া দিবে, ব্যাক্ষসমূহের হাতে ঋণদানের যোগ্য টাকার পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে। যথন ব্যাহ্মরেট ও খোলাবাজারী নীতি বিফল হয়, সেই অবস্থায় এই নীতি প্রয়োগ করা চলে, কারণ ইহার কার্যকারিতা অনেকটা প্রত্যক্ষ (direct)। ব্যান্ধরেটে পরিবর্তন অন্সান্স ব্যান্ধের স্থদের বাা করেট ও খোলা হারকে না-ও প্রভাবিত করিতে পারে, খোলাবাজারী কার্য-বাজারী নীতির সহিত কলাপও অনেক ক্ষেত্রে তাহাদের ঋণনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করিতে ইহার তুলনা পারে না। কিন্তু এই নীতি ব্যাঙ্কের ঋণ দিবার ক্ষমতাকে সরাসরিভাবে ক্যাইতে বা বাড়াইতে পারে। সরকারী ঋণের পরিমাণ, কেন্দ্রীয় ব্যাক্টের হাতে ঋণপত্তের পরিমাণ—এই সকল বিষয়েয় উপর খোলাবাজারী নীতির

কার্যকারিতা নির্ভর করে, কিন্তু পরিবর্তনীয় জমার নীতি ইহাদের মারা প্রভাবিত

হয় না। এই সকল কারণে অধ্যাপক দেয়াদ'ও আরও অনেকে অপূর্ণোন্নত দেশে ইহার ব্যাপক প্রয়োগ স্বপারিশ করিয়াছেন।

অপূর্ণোন্নত দেশে অনেকে এই নীতি কার্যকরী হয় না বলিয়া মনে করেন। বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং-ব্যবস্থা আলোচনা করিয়া Mr. Plumptre এই সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছেন যে, এই নীতিতে সাধারণ ব্যাঙ্কগুলির উপর কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ক্ষমতা বিশেষ বৃদ্ধি পায় না। তিনি বলেন যে, এই নীতি কার্যকরী হইতে গেলে ছুইটি শর্ত স্বীকার করিতে হয়: (ক) বাাল্কসমূহ তাহাদের নগদ রিজার্ভের অনুপাত অনুযায়ী ঋণ দেয়, এবং (খ) তাহারা মোট আমানত ও নগদ জ্যার মধ্যে নির্দিষ্ট অনুপাত রক্ষা করে। কিন্তু Mr. Plumptre-র মতে অট্টেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাঙ্কসমূহ সর্বদা নজর রাথে কি-পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা তাহাদের হাতে আছে, স্থানীয় টাকার নগদ ব্যালান্সের প্রতি তাহাদের ততটা নজর নাই। দ্বিতীয়ত, ব্যাঙ্কগুলি নির্দিষ্ট অনুপাতে বিজার্ভ রাখার নীতি মানিয়া চলে না। নগদ জমার পরিমাণ ও অমুপাত তাহার। কখনও খুব বেশি বা কখনও খুব কম রাথে , তাই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক রিজার্ভের অমুপাত অল্প একটু-আধটু বদল করিলে তাহাদের ঋণনীতি মোটে প্রভাবিত হয় না। সর্বোপরি, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক জমার অনুপাত বাড়াইলে যদি তাহাদের ঋণযোগ্য টাকার পরিমাণ কমিয়াই যায়, তবে তাহার। সরাসরি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট কিছুটা বৈদেশিক মুদ্রা বিক্রয় করিয়া স্থানীয় নগদ টাকার ভাণ্ডার বাড়াইয়া তোলে। Mr. Per Jacobsson-ও এইরূপ আপত্তি তুলিয়াছেন। তাঁহার মতে ব্যাঙ্কের ঋণনীতি স্থির করার পূর্বে সে বহু বিষয়ের উপর নজর রাখে, উহার মধ্যে নগদ জমার অনুপাত হইল মাত্র ক্ষুদ্র একটি বিষয়। তাই কেবল ইহাতে পরিবর্তন আনিয়া ব্যাঙ্কের ঋণ-পরিমাণ নিয়গ্রণ করা সম্ভবপর নয়। এই সকল আপত্তি ছাডাও এই নীতির বিরুদ্ধে আর এক ধরনের যুক্তি দেখানে। হয়। বলা হয় যে, এই নীতি জটিল, অনমনীয় ও পক্ষপাত দোষ-ছুষ্ট (clumsy, inflexible and discriminatory)। খোলাবাজারী নীতিতে অল্প একটু পরিবর্তন ঘটানো যায়, কিন্তু নগদ জমার অনুপাতে পরিবর্তন সারা দেশের ঋণব্যবস্থাকে বিপুলভাবে নাড়া দিতে পারে। ইহার নমনীয়তা নাই, কারণ দেশের কোন একটি বিশেষ অঞ্লে টাকার বাড়তি বা ঘাটতি দেখা নীতি কাৰ্যকরী হয় না দিলে এই নীতি প্রয়োগ করা চলে না। রিজার্ভের অমুপাতে

পরিবর্তন সারা দেশের পক্ষে সমভাবে প্রযোজ্য। অপূর্ণোগ্নত দেশে অনেক সময়

আঞ্চলিক উন্নয়নের লক্ষ্য গ্রহণ করা হয়, কিন্তু এই নীতি দেই লক্ষ্য সাধনে সমর্থ নয়। ইহা পক্ষপাতত্বন্তু, কারণ বড় ব্যাঙ্ক ইহাতে বিচলিত হয় না, কিন্তু ছোট ব্যাঙ্কগুলি বিব্রত হইয়া পড়ে। আরও বলা হয় যে, রিজার্ভের অনুপাত বদলাইলে উহার মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব ভাল নয়, কারণ ইহাতে দেশের শেয়ার-বাজারের স্বাভাবিক কার্যকলাপ ব্যাহত হইতে পারে।

এই সকল সমালোচনা সন্ত্বেও অনেক ধনবিজ্ঞানী ইহার প্রয়োগ পছন্দ করেন। যে সকল অস্থবিধার কথা উল্লেখ করা হইল, উহাদের দূর করিয়া এই নীভিকে কিছুটা কার্যকরী করিয়া ভোলা যায়। যেমন, তব্ও অনেকে ইহাকে বাদ দিতে চান না সেয়াস (Sayers) বলেন যে, বিভিন্ন শ্রেণীর বা বিভিন্ন অঞ্চলের ব্যাঙ্ককে বিভিন্ন হাবে জমার অনুপাত রক্ষা করিতে হইবে, এইরূপ নীতি ঘোষণা করা চলে। অতি অল্প পরিমাণে জমার অনুপাত বদলাইতে থাকিলে দেশে হঠাৎ ইহার বিরূপ প্রভাব না-ও দেখা দিতে পারে।

অপূর্ণোন্নত দেশে উপরের এই সকল নীতির তুলনায ঋণনিয়ন্ত্রণের বাছাই-পদ্ধতিসমূহ (selective methods of credit control) অনেক বেশি কার্যকরী ৷ এই দকল দেশে উপকরণের পরিমাণ দীমাবদ্ধ, অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার শাহায্যে এমনভাবে উপকরণের নিয়োগ পরিচালিত করিতে হইবে যাহাতে শিল্পদম্প্রদারণ দ্রুত হইতে পারে ৷ তাহা ছাড়া, সমাজের দিক হইতে অপ্রয়োজনীয দ্রব্য উৎপন্ন হইয়া উপকরণের অপব্যয় না হয় তাহাও দেখা দরকার। এই সকল উদ্দেশ্যে বেদরকারী বিনিয়োগের পরিমাণ ও দিক নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। বাছাই-পদ্ধতিসমূহ (selective methods) অধিকতর কার্যকরী। বাছাই-পদ্ধতিসমূহ প্রধানত ছুইটি: প্রযোজনীয মার্জিনের অনুপাতে বাছাই করার নীতি পরিবর্তন এবং ভোগ্য-দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের কিস্তিতে পরিবর্তন । এই দকল দেশে ভোগ্যদ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় এখন পর্যন্ত এমন ব্যাপক স্তরে উন্নীত **হ**য় নাই, যেখানে কিন্তিবন্দী ক্রয়-বিক্রয়ের বিপুল প্রসার হইয়াছে। নীতির কার্যকারিতা ততটা নাই। কিন্তু প্রয়োজনীয় মার্জিনের পরিবর্তনের নীতি খুবই কার্যকরী এবং ইহার প্রয়োজনীয়তাও খুব বেশি। তাই 1949 সালের ভারতীয় ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইন ভারতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে এই ক্ষমতা দিয়াছে। আমাদের দেশে ইহার প্রয়োগও করা হইয়াছে, যেমন, ভারতে থাছদ্রব্যের ফাটকাবাজি বন্ধ করার জন্ম 1956 সালে রিজার্ড

۲

নির্দেশ দিয়াছিলেন, যেন ব্যাঙ্কঋণের সাহায্যে খাছশভের ফাটকাবাজি না হয়।

অপূর্ণোন্নত দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং সম্বন্ধে অনেক সময়ে বলা হয় যে, এই সকল দেশে টাকার বাজারে কিছুটা প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ করা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উচিত। সাধারণ ব্যাঙ্কেরা যে-সকল কাজ করে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কেরও সেইরূপ কিছু কিছু কাজ করা প্রয়োজন। ঋণনিয়স্ত্রণের জন্ম এইরূপ ক্ষমতা উহার হাতে থাকা দরকার যে, প্রয়োজন মনে করিলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সোজাস্থজি বাজারে প্রবেশ করিয়া যাহাকে থুশি ঋণ দিতে পারে। দক্ষিণ আফ্রিকার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এইরূপ নীতি গ্রহণের সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন এবং যাহাতে

কিছুটা সাধাবণ ব্যাঙ্কিং-এব কাজ কৰা দরকাব নিজের ব্যাঙ্করেট বাজারে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে সেইজন্ম কিছু কিছু বিল কেনা-বেচার পথও অবলম্বন

করিয়াছিলেন। কোন কোন শ্রেণীর ব্যক্তিদের নিকট হ**ইতে**

তাঁহারা আমানতও গ্রহণ করেন। টাকার বাজারের সহিত নিয়মিত ও প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপন করা, টাকার দাম ও ব্যাঙ্কের নীতিকে প্রভাবিত করা, টাকার বাজারের অসংলগ্ন অংশসমূহের মধ্যে টাকার দাম ও পরিমাণে মোটামূটি সমতা রক্ষা করা—এই সকল উদ্দেশ্যে অনেকেই ইহাকে সমর্থন করেন। দেশে ব্যাঙ্কব্যবস্থার দ্রুত উন্নয়ন এবং উপযুক্ত উৎকর্ষের স্তরে পৌছানো, এই নীতির দারা সম্ভব হইতে পারে। বিভিন্ন অঞ্চলে ও বিভিন্ন ব্যবসায়ে মূলধনের নিয়োগ পরিকল্পনা অনুযায়ী করিতে হইলে এইরূপ ক্ষমতা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে নিশ্বয়

* "The tendency for the lopsided distribution of credit is to be found in the less developed economies. One important characteristic of most of these countries is their reliance upon the production of a few commodities for export. This may induce the businessmen to concentrate their activities on the already known lines of production and to neglect the development of new industries. Moreover, these countries seem to be determined to crowd into the compass of 5 to 10 years the developments that took 50 or more years in the older countries. The authorities should naturally like to retain in their hands control over the misuse or direction of the limited resources...This has involved not only attempts to extend the sphere of influence of Central Banks into the comparatively inaccessible or inadequately organised branches of the short-term market, but even incursions into the domain of long term finance, which is traditionally regarded as lying outside the proper interest of the Central Banks."

ইংলণ্ডের ব্যাক্তিং ব্যবস্থা (British Banking System)

পৃথিবীর প্রাচীনতম ব্যান্ধ হইল ইংলণ্ডের ব্যান্ধ অফ ইংলণ্ড। 1694 সালে পার্লামেন্টের আইন দ্বারা ইহা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং উহার পর হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত পৃথিবীর অস্থান্থ দেশের কেন্দ্রীয় ব্যান্ধগুলির নমুনা (Model) হিদাবে ইহা গণ্য হইয়াছে। গঠনের সময় হইতে বেসরকারী শেয়ার ব্যান্ধ অফ্ ইংলণ্ডের ক্রেতাগণ ইহার মালিক ছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে 1946 সালের ব্যান্ধ অফ ইংলণ্ড আইন অনুযায়ী সমস্ত শেয়ার রাট্র কিনিয়া লইয়াছে। বর্তমানে ইহার পরিচালনা করেন একটি কোট। ইহাতে আছেন একজন গবর্ণর, –একজন ডেপুটি গবর্ণর এবং ধোল জন ডিরেক্টর—সকলেই সরকার কর্তৃক নিযুক্ত। গবর্ণর এবং ডেপুটি গবর্ণর পাঁচ বৎসরের জন্থ নিযুক্ত হন, আর ডিরেক্টরগণ চার বৎসরের জন্থ। ইহারা প্রত্যেকেই পুনর্নিযুক্ত হইতে পারেন।

ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ডের সমস্ত কাজকর্ম উহার ছুইটি বিভাগের মধ্য দিয়া পরিচালিত হয়—ইস্থা বিভাগ ও ব্যাঙ্কিং বিভাগ। ইস্থা বিভাগের কাজ হইল নোট প্রচলন করা, Fixed Fudiciary Limit System অনুযায়ী ইংলণ্ডের নোট প্রচলন করা হইয়া থাকে। 1450000 পাউণ্ড পর্যন্ত কোন স্বর্ণ মজুত কাজকর্ম: ইস্থ বিভাগ না রাখিয়া নোট প্রচলন করা চলে, উহার উপরে প্রচলিত নোটের শতকরা 100 ভাগই স্বর্ণে জমা রাখিতে হয়। স্বর্ণ মজুতের এই রীতি এখন পর্যন্ত চলিয়া আসিতেছে, যদিও মনে রাখা দরকার যে, কাগজের এই নোটগুলি স্বর্ণে রূপান্তর যোগা নয়। * 1939 সাল হইতে দেশের স্বর্ণমজুতের পরিমাণ বিনিময়ের সমতা সাধনকারী অ্যাকাউন্টে (Exchange Equalisation Account) জমা রাখা হইয়াছে।

ব্যাঙ্কিং বিভাগ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সকল প্রকার কাজ করিয়া থাকেন। ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার বিশেষত্ব এই যে, যদিও বান্ধি অফ ইংলণ্ড সকল বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ককে ঋণ দিতে রাজি আছে এবং তাহাদের দারা উপস্থাপিত বিলণ্ডলিকে প্রয়োজন হইলে

^{*} প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় পরিচালকবৃদ্দেব সভায় ব্যাঙ্কের পবিচালন সম্পর্কীয় যাবতীয় নীতির পর্বালোচনা করা হয়, ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ বহুদিন যাবং এই ঐতিহ্ রক্ষা করিয়া আবিতেহেন।

পুনরায় ভাঙ্গাইয়া দিতে রাজি আছে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কোন বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক দরকার হইলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছে টাকা চাহিতে যায় না। বাাজিং বিভাগ
ব্যাঙ্কপুলির হঠাৎ টাকার দরকার হইলে তাহারা বিল-ব্যোকারদের দেওয়া ঋণ ফেরৎ চায় এবং এই বিল-ব্যোকাররা তখন ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ডের নিকট হাজির হয় ঋণ বা পুনরায় ডিসকাউন্টের স্থবিধা পাইবার জন্ম। এইরূপ অবস্থায় বলা হয়, যেন বাজার ব্যাঙ্কের নিকট হাজির হইয়াছে ("to go into the bank")।

বুটিশ ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হুইল বিল-ব্রোকার এবং ডিস্কাউন্ট ছাউসগুলির কার্যকলাপ। দেশের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি সাধারণত তাহাদের নিয়মিত গ্রাহকদের নিকট হইতে পাওয়া বিলগুলি ডিস কাউণ্ট করে। কিন্তু বেশির ভাগ বিল তাহাদের নিকট হাজির করে এই বিল-ব্রোকাররা ৷ বুটেনের টাকার ডিস্কাউণ্ট হাউসগুলি বিলের ব্যবসায়ে বিশেষ পারদর্শী, বাজাবের বৈশিষ্ট্য কোন বিল ভাল বা মন্দ তাহা চিনিতে পারার বিষয়ে তাহাদের দক্ষতা খুবই বেশি। টাকা কম পড়িলে এই ডিস কাউণ্ট হাউসগুলি বাণিজ্ঞিক ব্যাঙ্কের নিকট ধার লইতে যায় অথবা এই বিলগুলি পুনরায় ভাঙ্গাইবার জন্ম উপস্থিত হয়। *দেশে*র বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কেরা যদি ঋণ সংকোচনের নীতি **গ্রহণ** করে, অর্থাৎ ডিস কাউণ্টের ও পুনডিস কাউণ্টের স্থবিধা তুলিয়া লইতে থাকে, তবে এই ডিস্কাউণ্ট হাউসগুলি ঋণের জন্ম বা বিলগুলিকে ভাঙ্গাইবার জন্ম ব্যাঙ্ক অফ ইংল্ডের নিকট ছটিয়া যায়। ব্যাঙ্ক এবং ডিস্কাউণ্ট হাউসগুলি যে-সকল বিল লইয়া কাজকর্ম করে সেগুলি দ্বই বৈদেশিক বিনিময় বিল (Foreign Bills of Exchange)। সাধারণত ইংলণ্ডে আভ্যন্তরীণ বিনিময়-বিল লইয়া লেনদেন বিশেষ করা হয় না। সাধারণত, ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ডের ডিস্ কাউন্টের হার অর্থাৎ ব্যান্ধরেট ব্যাহগুলির 'বল ভাঙ্গাইবার রেট অপেক্ষা অর্থাৎ ডিস্ কাউণ্টের রেট অপেক্ষা বেশি। ইংলণ্ডের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কিংএর প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, দেশের পাঁচটি বৃহৎ ব্যাস্থ তাহাদের অসংখ্য শাখা-প্রশাখা লইয়া সারা দেশের টাকার বাজারে লেনদেন করে। এইরূপ শাখা-ব্যাঙ্কিংয়ের ফলে ব্যাঙ্ক পরিচালনাব খরচ অনেক

লেনদেন করে। এইরূপ শাখা-ব্যাঙ্কিংয়ের ফলে ব্যাঙ্ক পরিচালনাব থরচ অনেক
কম এবং খুব কম পরিমাণ নগদ জমা লইয়া ভাহাদের পক্ষে
ইংলঙের বাণিজ্যিক ব্যবসায় পরিচালনা সম্ভবপর হয়। ব্যাঙ্ক অফ্ ইংলগু
ব্যাঙ্কভিনির বৈশিষ্ট্য
দেশের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কভিলিকে নিয়ন্ত্রণ করার জম্ভ ব্যাঙ্করেট
নীতি, খোলাবাজারে কার্যকলাপের নীতি এবং অনুরোধ-উপরোধের নীতি প্রয়োগ

করেন। ইংলণ্ডের ব্যাস্কগুলি নিম্নতম কি-পরিমাণ নগদ টাকা জমা রাখিবে তাহা আইনের দ্বারা কোনদ্ধপ নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া নাই। তাই নগদ জমার অনুপাতে পরিবর্তনের নীতি এই দেশে প্রয়োগ করা চলে না। কিন্তু ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ডের নিজস্ব সম্মান খুবই বেশি, তাহা ছাড়া ওই দেশে স্বল্পকালীন টাকার বাজার খুবই অনুভূতিশীল ও উন্নত ধরনে সংগঠিত—এই কারণে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির উপর কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রভাব বিশেষ কার্যকরী।

কেডারাল রিক্সার্ভ ব্যাস্ক (Federal Reserve Bank) – সমগ্র মার্কিন
যুক্তরাষ্ট্রকে বারোটি অঞ্চলে বিভক্ত করিয়া প্রতিটি অঞ্চলের জন্ম নিজস্ব এক একটি
কেডারাল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত আছে। যে-কোন অঙ্গরাজ্যে নিজস্ব আইনের
অধীনে কোন একটি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে এবং ইহাকে
আঞ্চলিক কেন্দ্রীয়
ব্যাঙ্ক
যে ফেডারাল রিজার্ভ ব্যবন্থার সভা হইতে হইবে এরূপ কোন
কথা নাই। কিন্তু ফেডারাল রিজার্ভ আইনের অধীনে
প্রতিষ্ঠিত হইলে ইহাকে ফেডারাল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সভ্য হইতে হইবে; এই অবস্থায়
তাহাকে নিজ অঞ্চলের ফেডারাল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গেয়ার ক্রয় করিতেই হইবে।
এইরূপ জাতীয় ব্যাঙ্কের সংখ্যা মোট ব্যাঙ্কের অর্থেক। কিন্তু ইহাদের আমানতের
পরিমাণ দেশের মোট আমানতের র্ভ্ন অংশ।

1913 সালের ফেডারাল রিজার্ভ আইন অমুযায়ী ওয়াশিংটনে একটি উচ্চশক্তিসম্পন্ন ফেডারাল রিজার্ভ বোর্ড স্থাপিত হইয়াছে। এই বোর্ডেরই বর্তমান
নাম হইল ফেডারাল রিজার্ভ সিস্টেমের বোর্ড অফ গবর্ণরস্।
তবে সব ক্ষমতাই
বোর্ড অফ্ গভর্ণরের
হাতে
বারোটি ফেডারাল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইল কার্যত ইহার শাখা।
মার্কিন মুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট কর্তৃক মনোনীত (সেনেটের
অমুমোদন সাপেক্ষে) সাতজন সভ্য লইয়া এই বোর্ড অফ্ গবর্ণরস গঠিত।
প্রতি ছই ব্রুম্ব অমুব্র একজন সভ্য পদ্যন্যা ক্রিয়া থাকেন। বোর্ডেব

প্রতি ছই বংসর অন্তর একজন সভ্য পদত্যাগ করিয়া থাকেন। বার্ডের চেয়ারম্যান এবং ভাইস্ চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি কর্তৃক চার বংসরের জন্ম নিযুক্ত হন। ইহা ছাড়া একটি কেডারাল উপদেষ্টা কাউন্সিল (Federal Advisory Council) আছে, ইহা প্রতিটি কেডারাল রিজার্ড জিলা হইতে একজন প্রতিনিধি লইয়া গঠিত। এই বোর্ডের খোলাবাজারী কার্যকলাপ পরিচালনার জন্ম একটি কেডারাল খোলাবাজারী কার্যকলাপ পরিচালনার জন্ম একটি কেডারাল খোলাবাজারী কার্যকলাপ কমিটি আছে (Federal Open

Market Committee), বোর্ডের সাতজন সভ্য এবং ফেডারাল রিজার্ভ ব্যাঙ্কগুলি হইতে পাঁচজন প্রতিনিধি লইয়া ইহা গঠিত।

মার্কিন যুক্তরাট্রে সাধারণত বাণিজ্যিক ব্যান্ধগুলিকে নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে খোলা-বাজারী কার্যকলাপ এবং ব্যান্ধরেট পরিবর্তনের নীতি প্রয়োগ করা হয়। ফেডারাল রিজার্ভ বোর্ড অনেক ক্ষেত্রে ব্যান্ধ অফ ইংলগু-এর ন্থায় সভ্য ব্যান্ধগুলিকে ঋণ আদান-প্রদান সম্পর্কে অনুরোধ বা উপদেশ জানান। ফ্রণনিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি- যুক্তরাট্রের ব্যান্ধগুলি কি-হারে নগদ টাকা জমা রাখিবে তাহা সমূহ আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট এবং বোর্ড অফ্ গবর্ণরের হাতে এই অনুপাত পরিবর্তন করার ক্ষমতা দেওয়া আছে। বাছাই-বিনিয়োগের নীতি এবং গুণগত ঋণ-নিয়ন্ত্রণের নীতি (Selective and Qualitative credit controls) আন্দেরিকাতে গত কুড়ি বৎসরে ক্রমশ অধিক পরিমাণে প্রয়োগ করা হইয়াছে।

আমেরিকার ফেডারাল রিজার্ভ কাঙ্কগুলি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্য করিয়া থাকেন। কোন সভ্য ব্যাঙ্ক ভাহার নিকট কোন বিল লইয়া আসি**লে** তিনি ঐ বিলগুলি ভাঙ্গাইয়া দিতে সর্বদা প্রস্তুত আছেন। মার্কিন ব্যাঙ্কগুলির হাতে নগদ টাকা কম পড়িলে তাহারা সরাসরি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ করিতে পারে, কিন্তু ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কেরা এইরূপ অবস্থায় বিল ব্রোকার বাণিজ্যিক ব্যাক্ষণ্ডলির এবং ডিস্কাউণ্ট-হাউসগুলিকে বাধ্য করে ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ডের সহিত তাহার সপর্ক নিকট হইতে ঋণ লইতে। আধুনিক কালে আমেরিকায় দেখা যাইতেছে যে. কোন একটি ব্যাঙ্কের টাকা কম পড়িলে সে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট ন। গিয়া অপর কোন ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ লইতে পারে। তাহা ছাড়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাঙ্কগুলি আইনত প্রচুর পরিমাণ সরকারী ঋণপত্র কিনিয়া রাখিতে পারে। নগদ টাকা কম পড়িলে সাময়িকভাবে বাজারে সে ঋণপত্রগু**লি** বিক্রেয় করিয়া দেয়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলির সহিত এইরূপ ঋণ আদান-প্রদান সম্পর্ক থাকায় খোলাবাজারী কার্যকলাপের নীতি তটো সাফল্য লাভ করিতে পাবে না। যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাহগুলিতে নগদ জমার অনুপাত বেশি বলিয়া তাহারা নগদ জমার পাঁচ ছয়গুণের বেশি ঋণ স্বষ্টি করিতে পারে না। অপর পক্ষে ইংলণ্ডের ব্যাক্ষণ্ডলিতে নগদ জমা কম রাখা হয় বলিয়া তাহারা নগদ আমানতের প্রায় 12% গুণ ঋণ প্রসার করিতে পারে।

ইংলণ্ড ও আমেরিকার ব্যান্ধব্যবন্ধার তুলনা (Comparison between British and US Banking systems)

ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাহ্বব্যবস্থার মধ্যে তুলনা করিলে প্রথমেই
চোখে পড়ে উভয় দেশের বাণিজ্যিক ব্যাহ্বিং-এর মধ্যে পার্থক্য। ইংলণ্ডের
ব্যাহ্বিংজগতে যেমন বৃহৎ পঞ্চশক্তির প্রাধান্ত (Big Five) আছে, মার্কিন
যুক্তরাষ্ট্রে দেইরূপ নাই। ইংলণ্ডের দকল শহরেই পাঁচ-

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কিং-এ পাৰ্থক্য

ছয়টি বৃহৎ ব্যাক্ষের শাখা দেখিতে পাওযা যায়, মোটাম্টি ইহাদের ব্যবসায়-বাণিজ্য বা কাজকর্মের ধরণ একই। কিন্তু

আমেরিকায় শাথা ব্যাঙ্কিং এর প্রসার ঘটে নাই, এক একটি অঞ্চল লইয়া এক একটি ব্যাঙ্ক ব্যবসায় চালাইয়া থাকে। শুধু তাহাই নয। এই সকল বিভিন্ন ইউনিট-ব্যাঙ্কগুলির সকলে সমান ধরণের কাজ করে না। কাহারও ক্ষিতে ঝোঁকে কাহারও শিল্পে, কাহারও-বা ব্যবসায়-বাণিজ্যে—তাহা ছাড়া কাজকর্মের খুটিনাটি ধরণেও অনেক পার্থক্য দেখা যায়। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কিং-এর রীতিনীতিতে এত বৈচিত্র্য থাকায় ছুই দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাজকর্মের ধরণও কিছুটা পৃথক হইয়া পড়িয়াছে।*

ইংলণ্ডে ক্ষেকজন ব্যক্তি একত্রে বিসিয়া আলাপ-আলোচনা করিলে দেশের ব্যাঙ্কিংনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসিতে পারে, কেন্দ্রীয় বাঙ্কও তাহার ইচ্ছা-অনিচ্ছা ও স্থবিধা-অস্থবিধার কথা ক্ষেকজনকে জানাইলেই ব্যাঙ্কিং জগতকে নিয়ন্ত্রণের কাজ সহজ হইয়া যায়। কিন্তু যুক্তরাট্রে 14000 স্বযংস্বাধীন ব্যাঙ্ক আছে, বহু সহস্র ব্যক্তি নিজেদের ব্যাঙ্কার বলিয়া দাবি তুলিতে পারে, বিস্তৃত অঞ্চলে ইহারা ছড়ানো ও বিক্ষিপ্ত। নিউ ইয়র্কের ব্যাঙ্কারদের বা ওয়াশিংটনের রাজনৈতিক নেতাদের প্রতি ইহাদের বশ্যতা নিতান্ত সীমাবদ্ধ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলতি আমানতের পরিমাণ ইংলণ্ডের তুলনায় অনেক

*"The development of nationwide branch banks has been prevented by law and still more by the traditional feelings in which the legal restrictions are deeply entrenched. These feelings are derived to some extent from the historical fear of the newer west for the money power of the oldef east; they also express the more general feeling in every region against remote control, and the distrust of any incipient monopoly of finance. The laws restricting branch banking are essentially those of the forty eight states, and they vary from one state to another." Sayers, Modern Banking, P. 257.

বেশি। ঋণ দিবার ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, ভাহাদের মাঝারি সময়ের জন্ম ঋণ বেশি, বন্ধকী-ঋণও (দীর্ঘকালীন) আছে। বর্তমান কালে ভোগের উদ্দেশ্মে ঝণের পরিমাণ পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইংলওে এই পার্থক্য দেখা যায় না। লওনের বাজারে ব্যান্ধগুলি সরাসরি কেন্দ্রীয় ব্যান্ধের নিকট টাকা ধার করে না, দরকার হইলে ডিস্কাউন্ট মার্কেটে চাপ দেয় এবং বিল-ব্রোকাররা তখন বাধ্য হইয়া ব্যান্ধ অফ ইংলওের নিকট ছুটিয়া আসে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এইক্লপ ঘটে না। সেধানে বাণিজ্যিক ব্যান্ধগুলি কনেক সময় বড় বড় ব্যান্ধের নিকট নিজেদের ব্যালান্স আমানতী হিসাবে জমা রাখে। ইংলওে এইক্লপ কথনও ঘটে না।

আমেরিকায় প্রচুরসংখ্যক ব্যান্ধ থাকার ফলে এবং ভৌগোলিক দিক হইতে বিক্ষিপ্ত থাকার দরুণ ক্লিযারিং ও টাকা লেনদেনের ব্যাপারে বহু জটিলতা ভোগ করিতে হয়। ইংলণ্ডে মোটেই এত অস্থবিধা নাই। এই জটিলতার দরুণ যুক্তরাষ্ট্রে একজন আমানতকারীকে যতটা কমিশন ও পারিশ্রমিক দিতে হয়, ইংলণ্ডে তাহাপেক্ষা এই সকল দেয়-র পরিমাণ অনেক কম। 1929-30 সালের বাান্ধিং-সংকটের পর হইতে দেশের অধিকাংশ আমানতই সীমাবদ্ধ হইয়া আছে। এইজন্ম ফেডারাল আমানত-বীমা করপোরেশন (Federal Deposit Insurance Corporation or F. D. I. C.) গঠিত হইয়াছে। কোন ব্যান্ধের প্রতিটি আমানতকারীর 10000 ভলার পর্যন্ত এই বীমার দ্বারা সংরক্ষিত; ফলে বৃহৎ কোম্পানী ও অতি ধনীব্যক্তি বাতীত যুক্তরাষ্ট্রীয় অধিবাসীদের ব্যক্তিগত সঞ্চয় লোকসান যাইবার কোন ভয় নাই। একটি ব্যান্ধ এইরূপে বীমাবদ্ধ হইলে F. D. I. C. তাহার হিসাবপত্র সম্পর্কের আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পন্টভাবে জানিতে পারেন। এইরূপ কোন ব্যবস্থা ইংলণ্ডে নাই।

ইংলওে সাধারণত, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ব্যাস্কগুলি অতি অল্পকালীন ঋণদান করে। ব্যাক্তরে হাতে টাকার পরিমাণ বেশি থাকিলেও তাহারা মোটামুটি এই নীতি মানিয়া চলে। কিন্তু আমেরিকায় 1939 সালের পর হইতেই টার্ম লোন (term loan) ও ক্রেতা-ঋণ (consumer credit) দেখা দিয়াছে। চার বা পাঁচ বৎসরের জন্ম ব্যবসায়ী বা শিল্পপতিদের এই ঋণ দেওয়া হয়। ইংলণ্ডের

তুলনায় আর একটি পার্থক্য হইল যে, ইংলণ্ডে অনেক সময়ে মুথের কথায় বা চিঠির আদান-প্রদানে ঋণের লেনদেন হয়, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ঋণের ব্যাপারে বছপ্রকার কাগজপত্র, উকিল-মূহরী ও দলিল লেখাপড়ার দরকার হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যিক ব্যাহ্মগুলিতে কি-পরিমাণ নগদ জমার অমুপাত হইবে তাহা নির্ভর করে আইনের উপব; ফেডারাল রিজার্ভ ব্যবস্থা বা কোন কোন অঙ্গরাজ্য (member-state) এইরূপ আইন করিয়া থাকেন। কিন্তু ইংলণ্ডে এইরূপ কোন আইন নাই, ব্যাহ্মগুলি মোটামুটি সর্বসন্মত একটি প্রথা মানিয়া চলে। সর্বোপরি, সারা ইংলণ্ডে সকল স্থানে ব্যাহ্ম সমান প্রকার ঋণে স্বদের হার সমান—এইরূপ অবস্থা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দেখা যায় না।

উভয় দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং-ব্যবস্থার মধ্যে তুলনা করিলে দেখা যায়, উভয়েরই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হিসাবে শক্তি ও ক্ষমতার উৎস হইল, ইহারা নগদ টাকা জোটাইবার সর্বশেষ আশ্রয়ন্থল। ইংলণ্ডে ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ড যে-রূপ নগদ টাকা প্রচলন করে,

আমেরিকাতেও সেইরূপ ফেডারাল ট্রেজারী কর্তৃক বুলিয়ন এই সকল পার্থক্যের ফলেই কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষিং-এ পার্থক্য
হয়। বুটেন এবং স্মামেরিকা উভয় দেশেই বাণিজ্যিক ব্যাশ্বগুলি কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষের নিকট গচ্ছিত তাহাদের টাকাকে

দরকার মত নগদ টাকা বা তরল সম্পত্তি বলিয়া গণ্য করে। উভয় দেশেই সাধারণ ব্যাঙ্কেরা প্রয়োজন হইলে নগদ টাকার জন্ম কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দ্বারস্থ হয়। উভয় দেশেরই ব্যাঙ্করেট বাজারের স্থদের হার অপেক্ষা উধ্বে।

উভয় দেশের কেন্দ্রীর ব্যাঙ্কিংয়ে এইরূপ সমতা থাকা সত্ত্বেও পার্থক্য কম দেখা যায় না। যুক্তরাট্রে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অনেকটা বিকেন্দ্রিক ধরণের। বারোটি ফেডারাল রিজার্ড ব্যাঙ্ক এবং একটি ফেডারাল বোর্ড সকলেই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিংয়ের কোন না কোন কর্তব্য করিয়া থাকেন। অপর পক্ষে ব্যাঙ্ক অফ ইংলগু নিজ-দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সমস্ত কর্তৃত্ব যেন কেন্দ্রীভূত করিয়া রাথিয়াছে। ব্যাঙ্ক অফ ইংলগু একটি রাষ্ট্রায়ন্ত প্রতিষ্ঠান, কিন্তু ফেডারাল রিজার্ভ ব্যাঙ্কগুলির মালিক হইল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ ব্যাঙ্কেরা।

উভয় দেশের ইতিহাস, ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রসারের ধারা, জাতিগত বৈশিষ্ট্য এবং রাজনৈতিক কাঠামোতে প্রভেদ—সকল কিছু মিলিয়া এই সকল পার্থক্য শড়িয়া তুলিয়াছে।

অৰ্থ তত্ত্ব

जमूनीननी

- 1. Discuss the necessity of a Central Bank in a country.
- 2. What is a Central Bank and in what respects it is different from ordinary bankers?
- 3. What is a Central Bank? Do you support its Nationalisation? What is its relation to the state?
 - 4. Discuss the functions of a typical Central Bank.
- 5. "The Central Bank operates as a bankers' bank and a lender to them of last resort." Elucidate.
- 6. Discuss the validity of the argument used to support the following propositions: (a) A Central Bank should not undertake ordinary banking business with public, (b) A Central Bank should have a monopoly of note-issue.
- 7. Consider the need for controlling money supply. Briefly enumerate the more important methods which the Central Bank of a country may adopt in order to control such supply.
- 8. Discuss the more important methods of controlling the volume of credit. What are their limitations?
 - 9. How does a modern bank control the quantity and quality of credit?
- 10. What is a Bank Rate? Discuss the effects of the Bank Rate on general prices, trade and industry.
- 11. What are open market operations? How do they affect the volume of currency?
- 12. Discuss the efficacy of monetary measures in controlling fluctuations in the price level.
 - 13. How and how far a Central Bank can maintain monetary equilibrium?
- 14. Discuss the operations of (a) Bank of England, (b) Federal Reserve System.
 - 15. Distinguish between the banking systems of the U.K. and the U.S.A.
- 16. Discuss the problems of Central Banking in underdeveloped money markets.
- 17. Discuss how far Bank Rate and Open Market Operation policies are suitable in the underdeveloped economies.

আর্থিক তত্ত্বঃ টাকার মূল্য ও তাহার পরিমাপ

Monetary theory: the value of money and its measurement

টাকার বিনিময়ে যে-সবল জিনিসপত্র পাওয়া যায় তাহারাই টাকার মূল্য।
কিছুকাল পূর্বের তুলনায় বর্তমানে টাকার বিনিময়ে বেশি
অর্থের মূল্য
পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী পাওয়া গেলে টাকার মূল্য বৃদ্ধি পাইযাছে
বলা হয়ঃ আবার পূর্বের তুলনায় দ্রব্যসামগ্রী কম পরিমাণে পাওয়া গেলে টাকার
মূল্য হ্রাস হইয়াছে বলা চলে।

টাকার বিনিময়ে দেশে কি-পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী পাওয়া যায়, তাহা নির্ভর করে দামস্তরের (Price-level) উপর। দামস্তর উধ্ব'াভিমুখী হইলে টাকার মূল্য কমিয়া আসে; দামস্তর নিম্নাভিমুখী হইলে টাকার মূল্য বাড়িয়া যায়।

কিন্তু কিছু সময়ের ব্যবধানে লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, সমাজে কোন কোন দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পাইয়াছে, কোন কোন দ্রব্যের দাম কমিয়া গিয়াছে— সকল দ্রব্যের

ধব্যের দান ব্যন্ধ পাহরাছে, কোন কোন প্রব্যের দান কন্মরা ন্যরাছে— দকল প্রব্যের দান ক্রমরা ন্যরাছে— দকল প্রব্যের দান ক্রমরা ন্যরাছে— দকল প্রব্যের দান ক্রমর বা প্রাক্তর দেখা দানত্তর

থাকে। কিন্তু লক্ষ্য করা যায়, সকল দ্রব্যেসামগ্রীর দানের গড় (average) হয়
ভব্ব মুখী অথবা নিম্নগামী; সকল দ্রব্যের দান পরিবর্তনের একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্রীয়
ক্রেন্ট্র থাকে। সকল দ্রব্যসামগ্রীর দানের এই গড়ের নাম হইল দানত্তর। বিভিন্ন
সময়ের দানত্তরগুলিকে পাশাপাশি সাজাইলে স্থচক-সংখ্যা (Index Number)

পাওয়া যায়। কোন বিশেষ সময়ে নির্দিষ্ট দ্রব্যসামগ্রীর হচক সংখ্যা দামের গড়কে, অপর কোন সময়ের একই দ্রব্যুদামুগ্রীর দামের গড়ের সহিত তুলনা করিতে হইলে এই স্থচক সংখ্যা ব্যবহার করিতে হয়।

যে-বংগরের দামগুরের সহিত পরবর্তী কোন বংসরের দামগুরের পরিবর্তন পরিমাপ করা হইতেছে, তাহাকে বলা হয় মূল বংগর (Base year)। সেই মূল বৎসরের সকল দ্রবাসামগ্রীর দামের তালিকা প্রস্তুত করিতে হয় এবং প্রত্যেকটি দামকে 100 হিসাবে ধরিতে হয়। তাহার পর, যে-বৎসবের কিভাবে সচক-সংখা দামস্তরে পরিবর্তন পরিমাপ করা হইতেছে দেই বৎসরের পূর্বোক্ত দ্রব্যসামগ্রীর দামের তালিকা প্রস্তুত করিয়া মূল-বৎসরের দামসমূহের সহিত তুলনামূলক পরিবর্তন হিসাব করিতে হয়; 100-র তুলনায় আমুপাতিক ভাবে তাহাদের হ্রাস বা বৃদ্ধির হিসাব করা হয়। অবশেষে উভয়ের গাণিতিক গড় (Arithmetic average) নির্ণয় করিয়া মূল বৎসরের তুলনায় পরবর্তীকালের দামস্তরে পরিবর্তন লক্ষ্য করিতে পারা যায়। নিচের উদাহরণ হইতে ইহা বুঝা যাইবে।

1939 সাল (মূল বংসর)		1947	সাল (হিসাবী ব ৎ সর)
চাল – প্ৰতি মণ 4 টাকা = 100	• • •	•••	16 টাকা=400
ডাল—প্ৰতি মণ 10 টাকা=100		••	20 টাকা=200
জুতা—প্রতি জোড়া 5 টাকা=100	• • •	•••	7] টাকা=150
চা –প্ৰতি পাউণ্ড 4 টাকা=100	•••	•••	3 টাকা=75
$400 \div 4 = 100$)		$825 \div 4 = 206\frac{1}{4}$

উপরের উদাহরণে দেখা যাইতেছে, কয়েকটি দ্রব্যের দামের সাহায্যে প্রস্তুত স্ট্রকসংখ্যাতে 1939 সালের তুলনায় 1947 সালে দামস্তর শতকরা 106 করু বৃদ্ধি পাইয়াছে। অর্থের সহিত বিনিম্ব হয় এক্সপ যত অধিক দ্রব্যসামগ্রী লইয়া হিসাব করা হইবে, সেই স্ট্রক সংখ্যা তত স্টিকভাবে অর্থের সাধারণ ক্রয়শক্তিতে (general purchasing power of money) পরিবর্তন পরিমাপ করিতে পারিবে।

কিন্তু এইভাবে হিসাব করার একটি বিশেষ ক্রটি লক্ষ্য করা যায়। সকল
প্রব্যকে সমান গুরুত্ব দিয়া হিসাব করিলে সেই স্থচক সংখ্যা নির্ভূল হইতে পারে
না, কারণ দেশের ক্রেতারা তাহাদের ভোগ-পরিকল্পনায় সকল প্রব্যকে সমান
গুরুত্ব দেন না। তাই সকল প্রব্যের দামে পরিবর্তন
বিভিন্ন দ্রব্যে যথাযোগ্য
ভালাদের জীবনযাত্রার মানে, অর্থাৎ তাহাদের নিকট
গুরুত্ব প্রশান্ত্র প্রাক্তনায়তা অর্থের ক্রয়-ক্রমতাতে পরিবর্তনের সঠিক পরিমাপ করিতে
পারে না। সমাজের ব্যয়-কাঠামোতে (Expenditure
structure) প্রব্যামগ্রীর পারস্পরিক গুরুত্ব অবহেলা করা চলে না। গণিতের

হিশাব বাস্তব অবস্থা প্রতিফলিত না-ও করিতে পারে। সমাজের অধিকাংশ লোকের পক্ষে অবশ্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দামে অল্প পরিবর্তন সমাজের অল্পাংশ লোকের পক্ষে কম-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দামে অধিক পরিবর্তন অপেক্ষা বাস্তব-ক্ষেত্রে বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। অথচ, গণিতের হিসাবে চালের দামে বৃদ্ধি টর্চের দামে হ্রাসের ফলে খণ্ডিত হইয়া যাইতে পারে, স্থচক সংখ্যায় সেই পরিবর্তন প্রতিফলিত না-ও হইতে পারে, অথচ এইরূপ পরিবর্তন নিশ্চয়ই টাকার সাধারণ ক্রয়শক্তি অর্থাৎ জীবনযাত্রার মানে পরিবর্তন আনিয়াছে, অর্থাৎ ব্যক্তির নিকট অর্থের বাস্তব মুলা বদ্লাইয়া দিয়াছে।

এই অস্থবিধা দূর করার জন্ম দেশে গুরুত্বশীল স্থান সংখ্যা (weighted index number) গঠন করা হয়। দেশের মোট বাষের মধ্যে কত অংশ একটি দ্রব্যের পিছনে ব্যয়িত হইতেছে তাহা হিসাব করিয়া সমাজের ব্যয়-কাঠামোতে প্রত্যেকটি দ্রব্যসামগ্রীর গুরুত্ব অমুধাবন করা হয় এবং মূল ও হিসাবী বৎসরের দামগুলিকে সেই পরিমাণ গুরুত্ব দিয়া পূর্ণ (Multiplication) করিয়া গুরুত্বশীল স্থানকসংখা গঠন করা হয়। নিচের তালিকা হইতে ইহা দেখা যাইতেছে। পূর্বের সরল স্থানক সংখ্যাটিকে গুরুত্ব দিয়া নূতন ভাবে হিসাব করা হইয়াছে।

	$2000 \div 20 = 100$	$5225 \div 20 = 261\frac{1}{4}$
চা	$100\times1=100$	$75 \times 1 = 75$
জুতা	$100\times5=500$	$150 \times 5 = 750$
ডাল	$100 \times 6 = 600$	$200 \times 6 = 1200$
চাল	$100 \times 8 = 800$	$400 \times 8 = 3200$
	গুকু ত্ব	গুরুত্ব
মৃ্	ল বংসর	হিসাবী বৎসর

গুরুত্বহীন স্থচক সংখ্যায় দামগুরে বৃদ্ধি হইয়াছিল শতকরা $106\frac{1}{6}$; কিন্তু উপযুক্ত গুরুত্ব দেওয়ার পরে দেখা যাইতেছে ইহাতে বৃদ্ধি হইয়াছে শতকরা $161\frac{1}{6}$ ।

স্থচকসংখ্যা গঠনের ও ব্যবহারের বহু বাস্তব (Practical) অস্থবিধা এবং তত্ত্বগত (Theoritical) ক্রটি স্মাছে। প্রথমত, মূল বৎসর নির্বাচনের স্বস্থবিধা। যে-মূল বৎসরের দামস্তরের সহিত অক্সান্ত বৎসরের দামস্তরের সুলনা-

মূলক পরিবর্তন পরিমাপ করা হইতেছে, সেই বংসরটি স্বাভাবিক হওয়া চাই, সেই বৎসরে অর্থের মূল্যকে স্বাভাবিক বলিয়া গণ্য করা দরকার। কিস্তু যুদ্ধ-প্রস্তুতি, যুদ্ধ এবং যুদ্ধোত্তর অবস্থার প্রায় সকল বৎসরই কমবেশি অস্বাভাবিক। তবে, এই সকল অস্থবিধা দূব করার জন্ম অনেক সময় কয়েক বৎসরের দ্রব্য-সামগ্রীর দামের গড়কে মূল বৎসরের দাম হিসাবে গণনা করা হয়। দ্বিতীয়ত, দ্রব্যসামগ্রী নির্বাচনের অস্থবিধা। যদি অর্থের সাধারণ নিৰ্মাণগত অহুবিধা ক্রমক্রমতার পরিবর্তন হিসাব করিতে হয়, তাহা হইলে সমূহ মূল বৎসর, দ্রব্যসামগ্রী যত অধিক সংখ্যক দ্রবেরে দাম গ্রহণ করা হইবে, ততই ও দাম নিৰ্বাচন ও বাৰ বিষয়েল গড়নির্গয় ও গুৰুত্বপ্রদান সেই স্থচক সংখ্যা সঠিক ও অধিক প্রতিনিধিত্বমূলক হইবে। যে-উদ্দেশ্যে স্থচক সংখ্যা প্রস্তুত করা হইতেছে, সেই উদ্দেশ্য অনুযায়ী দ্রব্যসামগ্রী গ্রহণ করিতে হইবে। যেমন, শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মানে পরিবর্তন পরিমাপ করার উদ্দেশ্যে কলেজের ছাত্রদের দারা ব্যবহৃত দ্রব্যসামগ্রীর দাম হিসাব করিলে ভুল হইবে। তৃতীয়ত, দাম নির্বাচনের অস্থবিধা। দ্রব্য-সামগ্রীর পাইকারী দাম জানিতে পারা স্থবিধাজনক, এই কারণে অনেক সময় পাইকারী দামের সাহায্যে স্থচক সংখ্যা গঠনের চেষ্টা করা হয়; কিন্তু বাস্তবপক্ষে জনসাধারণ খুচরা দামেই দ্রব্য ক্রয় করে, খুচরা দামের পরিবর্তনই তাহাদের নিকট অর্থের মূল্য বা ক্রয়শক্তির পরিবর্তন হিসাবে তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু সকল দ্রব্যের খুচরা দাম সংগ্রহ কবা অস্থবিধাজনক এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ও বৎসরের বিভিন্ন সময়ে একই দ্রব্যের খুচরা দামে বিশেষ তারতম্য দেখা যায়। চতুর্থত, গড় নির্ণয়ের বহু পদ্ধতি প্রচলিত আছে এবং বিভিন্ন পদ্ধতিতে গড় নির্ণয় করিলে কিছুটা তারতম্য ঘটিয়া থাকে। পঞ্চমত, গুরুত্বশীল স্থচক সংখ্যা গঠনেও বিশেষ অস্ববিধা দেখা দেয়। ব্যয়-কাঠামোতে দ্রব্যসামগ্রীর পারস্পরিক গুরুত্ব নির্ধারণ বিশেষ সহজ ন্য, প্রত্যেক পরিবারের ব্যয়-কাঠামো অন্ত পরিবারের ব্যয়-কাঠামো হইতে পুথক। বিভিন্ন পরিবর্ত-দ্রব্য বা অন্তুপূরক দ্রব্যের দাম পরিবর্তনের ফলে বা নূতন দ্রব্য প্রচলনের ফলে ব্যয়-কাঠামোতে দ্রব্যাদির পারস্পরিক গুরুত্বে **সর্বদাই** পরিবর্তন হইতেছে। দ্রব্যাদির গুরুত্ব সর্বদাই নূতনভাবে হিসাব করিয়া প্রত্যেকটি স্থচক সংখ্যা গৃঠনূ কবা খুবই পরিশ্রমসাধ্য ও জটিল ব্যাপার।

বিভিন্ন ব্যবহারে স্থচক সংখ্যা প্রয়োগের বহু তত্ত্বগত আপন্তি (Theoritical objections) দেখা দিতে পারে। প্রথমত, একই দেশের মধ্যে সকল লোক সকল প্রকার দ্রব্য-সামগ্রী ব্যবহার করে না; আয়, অভ্যাস, ক্লচি ও পরিবেশের

পার্থক্য অনুযায়ী বিভিন্ন পরিবারের ব্যয়-কাঠামো পুথক থাকে, সাধারণভাবে নির্দিষ্ট ধরণের কয়েকটি দ্রব্য লইয়াই বিশেষ কোন পারিবারিক ব্যয়-কাঠামো

তত্ত্বগত আপত্তিসমূহ: একই দেশের বিভিন্ন আয়স্তর এবং একই আয়ন্তরের অন্তর্গত বিভিন্ন দল ও উপদলের মধ্যে বিভিন্ন সময়ের মধ্যে এবং বিভিন্ন স্থানের মধ্যে, জীবন যাত্রার মানের তুলনা চলে না

জিনিস নহে।"

গঠিত থাকে। একই আয়-স্তরের মধ্যেও বিভিন্ন অঞ্চল. পরিবেশ ও অভ্যাসের ফলে সকল পরিবার সমজাতীয় দ্রব্য ব্যবহার করে না। স্থতরাং টাকার সাধারণ ক্রয়শক্তি বলিয়া কিছুই থাকিতে পারে না; বস্তুত, অষ্ট্রীয় ধন-বিজ্ঞানীদের একাংশ সাধারণ দামস্তরের ধারণাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্ম করিতে চাহেন। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন সময়ের মধ্যে স্থচক-সংখ্যার শাহায্যে টাকার মূল্যে পরিবর্তন পরিমাপ করা সঠিক ভাবে সম্ভব নহে। সময়ের পার্থক্যে লোকের ভোগে বা দ্রব্য-ব্যবহারের ধরণে বিপুল পরিমাণেও মৌলিক ধরণের পরিবর্তন ঘটিতে পারে। नृजन प्रवरां नित वात्रहात एक हम । वह प्रवरात वात्रहात वक्ष हहें सा यात्र ; ব্যবহারিক জীবনে পুরাণো দ্রব্যের তাৎপর্যও পুথক হইয়া পড়ে। দ্রব্যের দাম সমানই আছে, কিন্তু তাহার উৎকর্ষ বৃদ্ধি বা হ্রাস পাইয়াছে, এক্লপ ঘটিলে স্ফক-সংখ্যায় পরিবর্তন প্রতিফলিত হয় না বটে, কিন্তু টাকার মূল্যে বাস্তবক্ষেত্রে নিশ্চয়ই পরিবর্তন আসে, জীবন-যাতার মান নির্ধারণে অর্থের বাস্তব তাৎপর্য ভিন্ন রূপ হইয়া পড়ে। যেমন, পূর্বের 50 নয়া পয়সা দামের সিগারেট বর্তমানে একই দাম থাকিলেও পূর্বাপেক্ষা ভাল বা মন্দ হইলে জীবন-যাত্রার মান-স্তরে অর্থাৎ

তৃতীয়ত, বিভিন্ন স্থানের মধ্যে জীবন-যাত্রার মান স্তরে অর্থাৎ টাকার মূল্যে তুলনামূলক পরিমাপ করা তত্ত্বের দিক হইতে অযৌক্তিক। পরিবেশ, রুচি ও অভাসের তারতম্য এত বিস্থৃত যে বিভিন্ন দেশে নিতা ব্যবহৃত দ্রব্যের তুলনা করা চলে না, একই দামে ক্রীত দ্রব্য হইতে প্রাপ্ত ভৃত্তির পরিমাণে বিপুল পার্থক্য থাকে। কেইনুসের ভাষায় বলা হয়, "একই ধরণের ব্যক্তিদের ভৃপ্তির তুলনামূলক পরিমাপ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়; ফ্যারাও'-র ক্রীতদাসের সহিত ফিফ্থ এভিনিউতে চলমান মোটর গাড়ীর,

টাকার মূল্যে পরিবর্তন আমে, কিন্তু স্থচকসংখ্যার গাণিভিক হিসাবে সেই পরিবর্তন ধরা পড়ে না, ইহাতে কোন পরিবর্তন আসে না। রবার্টসন তাই বলিয়াছেন ''আসনে বসিয়া গাড়ী-চড়া এবং আসন না পাইয়া দাঁড়ানো অবস্থায় গাড়ী-চড়া, উভয় অবস্থাতে দাম এক দিলেও ভোগের দিক হইতে ইহারা কথনই সমান

অধিবাসীর নিকট দামী জালানি ও সন্তা বরফ, এক.দিকে ল্যাপল্যাণ্ডের অপর্দিকে, হোটেন্টট দের নিকট সন্তা জালানি ও দামী বরফ—ইহাদের তৃপ্তির তলনা করা চলে না।"*

এই সকল প্রয়োগগত ও তত্ত্বগত অস্থবিধা থাকা সত্ত্বেও টাকার মূল্য বা সাধারণ ক্রয়শক্তির ধারণা একেবারেই অপ্রয়োজনীয় তাহা বলা চলে না।

স্থচক-সংখ্যার সঠিক না হইলেও, প্রায় কাছাকাছি ও মোটামূটি-স্চকসংখ্যা র ভাবে তুলনামূলক বিচারে কিছুটা সাহায্য করে, এ বিষয়ে প্রয়োজনীয়তা কোন সন্দেহ নাই। সময়ের পার্থক্য যদি কম হয় তবে ইহার

মূল্যে পরিবর্তন মোটামুটিভাবে পরিমাপ করা চলে, কারণ রুচি, বয়ে-কাঠামে। স্বল্পকালে বিশেষ পরিবর্তিত হয় না। স্থতরাং দীর্ঘকালে না হইলেও, সম্মকালীন বিশ্লেষণে স্থচকদংখ্যার ব্যবহার দম্ভবপর।

বিভিন্ন প্রকার সূচক সংখ্যা (Different kinds of Index Numbers)

যেহেতু প্রত্যেক ব্যক্তি বিভিন্ন প্রকার দ্রব্য-সামগ্রী ক্রয় করে, সেইজন্ম প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট টাকার মূল্য সাধারণভাবে পূথক। তাহা ছাড়া, টাকাকড়িও বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বায় হয় বলিয়া বিভিন্ন উদ্দেশ্যের স্থচকসংখ্যা প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন। টাকা যে কেবলমাত্র ভে'গ্যদ্রব্য বা সম্পর্ণোৎপন্ন দ্রব্য ক্রয় করে, তাহা নহে, विভिन्न উৎপাদন-কার্যে নিয়োগের উপযোগী উৎপাদক দ্রব্যাদির ক্রয়েও ব্যবহৃত স্বতরাং, টাকার সাহায্যে ক্রম করা হইয়াছে এইরূপ বিভিন্ন দ্রব্যাদির গোষ্ঠা অনুযায়ী বিভিন্ন দামত্তব থাকিতে পারে, যেমন পাইকারী দামত্তর, রপ্তানি দামন্তর, মূলধনী দ্রব্যের দামন্তর প্রভৃতি। বিভিন্ন স্থচকসংখ্যার সাহায্যে এই সকল বিভিন্ন দামন্তরে পরিবর্তন বা বিভিন্ন ক্ষেত্রে টাকার মূল্যে পরিবর্তন পরিমাপ করা চলে।

অনুশীলনী

How would you measure changes in the value of money?
 Examine the difficulties you have to face in constructing an Index number showing changes in the purchasing power of Money.
 What are Index Numbers? Point out their usefulness.
 What are Index Numbers? How they are prepared? Briefly discuss

the utility and the limitations of Index Numbers.

^{• &}quot;We are not in a position to weigh the satisfactions of similar persons, of Pharach's slaves against Fifth Avenue motor cars, or dear fuel and cheep ice to Laplanders with cheap fuel and dear ice to Hottentots." Keynes, Treatise on money. Vol. I. P. 104.

আর্থিক তত্ত্ব ঃ দামন্তরে পরিবর্তন Monetary theory : Changes in the Price level

কোন দেশের টাকার আভ্যন্তরীণ ও বাহু ছুই প্রকার মূল্য আছে। দেশের মধ্যে টাকার বিনিময়ে কি পরিমাণ দেশীয় জিনিসপত্র কিনিতে পারা যায়, তাহা হইল টাকার আভ্যন্তরীণ মূল্য। আর টাকার বাহু মূল্য হইল ইহার বিনিময়হার, অর্থাৎ একটি দেশের টাকার বদলে অন্ত দেশের টাকা কি পরিমাণ পাওয়া যায়। আলোচনার স্থবিধার জন্ম টাকার এই ছুই প্রকার মূল্য পৃথক করিয়া রাখা দরকার।

অন্তান্ত দ্বেরর মূল্য হইতে টাকার পার্থক্য আছে। টাকার মূল্য হইল সাধারণ ক্রয়শক্তি, সকল প্রকার দ্রব্যসামগ্রীকে কিনিতে পারা যায় এইরূপ সাধারণ ক্রয়ক্ষমতা। টাকার মূল্যে পরিবর্তন হইলে ইহার বিনিময়ে অন্তান্ত দ্রব্যসামগ্রীর কিনিতে পারার ক্ষমতা বল্লাইয়া যায়। সকল দ্রব্যসামগ্রীর দাম বাজিলে তাই আমরা বলি যে, টাকার মূল্য কমিয়া গিয়াছে, আবার দ্রব্যসামগ্রীর দাম কম হইলে আমরা বলি যে, টাকার মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। দামগুরকে P ধরিয়া লইলে টাকার মূল্য হইল 1/P. টাকার মূল্য বৃদ্ধা গোলে যাহাদের হাতে টাকা আছে তাহারা যেমন প্রভাবিত হয়, ঠিক সেইরূপ সকল অর্থ নৈতিক কাজকর্মের ধরনও বদলাইতে থাকে। এই সকল পরিবর্তন বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তিকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে। উপরস্ক, টাকার মূল্য পরিবর্তন সমগ্র অর্থ নৈতিক কাঠামোতে অস্থায়িত্ব (an element of instability) আনিয়া ফেলে। এই সকল কারণের জন্ম টাকার মূল্যে পরিবর্তন কোনে আলে তাহার আলোচনা এত গুরুত্বপূর্ণ।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা প্রয়োজন। ক্লাসিকাল ও নয়া-ক্লাসিকাল লেখকেরা দামস্তরে পরিবর্তনকেই সমগ্র অর্থ নৈতিক দেহের ভারসাম্যহীনতার শুক্লত্বপূর্ণ কারণ বলিয়া মনে করিতেন। দেশে পূর্ণকর্মসংস্থান বজায় আছে ইহ। ধরিয়া লইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের ধারণা ছিল যে, দেশে অর্থ নৈতিক ও আর্থিক ভারসাম্য রক্ষা করাই মূল কথা এবং অর্থের ক্রয়শক্তি বা টাকার মূল্য কেন পরিবর্তিত হয় সেই শক্তিগুলি খুঁজিয়া বাহির করাই আর্থিক ডত্ত্বের লক্ষ্য। আধুনিক ধনবিজ্ঞানীরা পূর্ণ কর্মসংস্থান ধরিয়া লইতে পারেন না, তাঁহাদের নিকট দামস্তরে পরিবর্তন অপেক্ষা উৎপাদন, আয় ও কর্মসংস্থানে উঠানামাই প্রধান আলোচ্য বিষয় হইয়া উঠিয়াছে।

দামস্তরে পরিবর্তন কেন হয় সেই সম্পর্কে ক্লাসিকাল লেখকদের মতবাদের নাম অর্থের (বা টাকার) পরিমাণতত্ত্ব। তাঁহাদের মতে জ্ঞান্থ সকল দ্রব্যের দামের মতনই টাকার মূল্য নির্ভর করে উহার যোগান ও চাহিদার উপর। টাকার যোগান ও চাহিদা কাহাকে বলে?

অর্থের যোগান ও চাহিদা (The supply of and Demand for money)

কোন দেশে অর্থের যোগান বলিলে নগদ টাকা এবং ব্যাঙ্ক কর্তৃক স্ষষ্ট অর্থ – এই উভয়ের যোগফল বুঝায়। দেশে স্বর্ণমান প্রচলিত থাকিলে নগদ টাকার পরিমাণ প্রধানত নির্ভর করে স্বর্ণের মোট পরিমাণের উপর। নূতন স্বর্ণথনির আবিষ্কার হইলে, অন্থ ব্যবহার হইতে স্বর্ণ সরিয়া টাকার যোগান আদিয়া অর্থক্সপে ব্যবহৃত হইতে থাকিলে, বা বিদেশ হইতে ১। সর্পয়ার দেশে স্বর্ণ প্রবেশ করিলে দেশে মোট স্বর্ণের পরিমাণ বাড়িয়া যায়। এই স্বৰ্ণ কেন্দ্ৰীয় ব্যাঙ্কের নিকট উপস্থিত হয় এবং উহার বিনিময়ে লোকের। নগদ টাকা লইয়া যায়, এইরূপে অর্থের প্রচলন বাড়িয়া যায়। ষদি স্বৰ্ণ বা স্বৰ্ণ মুদ্ৰা কেন্দ্ৰীয় ব্যাঙ্কে না-আসিয়া বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিতে পোঁছায় তবে এই বাণিজ্যিক ব্যাক্ষসমূহ উহার ভিত্তিতে ঋণপ্রসার স্থরু করিয়া দেয়। এইরূপে স্বর্ণমান ব্যবস্থায় স্বর্ণের পরিমাণ দেশে টাকার পরিমাণ নির্ধারণ করে। কাগজী মুদ্রা ব্যবস্থায় অর্থের যোগান নির্ভর কবে সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষের নীতির উপর। কাগজী নোটের পরিমাণ স্থির করে কেন্দ্রীয় ব্যাস্ক। আজকাল সরকার নিজে নোট ছাপায় না। যথন সরকারের টাকার ২। কাগজীমান দরকার হয় সে তথন সরকারী সিকিউরিটি বা ঋণপতের বিনিময়ে কেঞ্জীয় ব্যাঙ্কের নকট হইতে ঋণ লয়। ঐ সকল ঋণপত্তের বিনিময়ে কেন্দ্রীয় ব্যাক্ত সরকারকে টাকা দেয়। সরকার যখন নিজেয় ঋণ-ভার লাঘৰ করে অর্থাৎ ঋণ পরিশোধ করে, তখন স্বভাবতই দেশের প্রচলন ধারার টাকার পরিমাণ প্রাস পার। ব্যাহ কর্তৃক শ্বষ্ট অর্থের[্] পরিমাণ নির্ভন্ন করি

ব্যাক্ষণ্ডলির ঋণদান নীতির উপর। কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষ অবশ্য বিভিন্ন পদ্ধিতিতে যেমন, ব্যাক্ষরেট পরিবর্তন, খোলাবাজারী কার্যকলাপ, জমার অনুপাতে পরিবর্তন প্রভৃতি উপায়ে সাধারণ ব্যাক্ষণ্ডলির ঋণনীতি অনেক পরিমাণে প্রভাবিত করিতে পারে। তাই আমরা বলিতে পারি যে, কাগজী মুদ্রা ব্যবস্থায় দেশে অর্থের যোগান নির্ভর করে সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষের আর্থিক নীতির উপর।

নগদ টাকা বা ব্যাস্ক-স্পষ্ট ঋণগত অর্থের পরিমাণ – কেবল এই উভয়ের যোগফলকেই আম্রা কোন দেশের টাকার যোগান বলিতে পারি না। আমরা জানি প্রতিটি কাগজের নোট প্রতিদিনে বা সপ্তাহে বা মাসে বহুবাব হাতবদল হইযা অনেক টাকার কাজ করিতেছে। এইরূপে ব্যাঙ্কের রক্ষিত জমার উপর চেক-ও অনেকবার হাত বদল হইতেছে। প্রতিটি নগদ বা ব্যাঙ্কের অর্থ-ই যে এইরূপ কোন নির্দিষ্ট সমযের মধ্যে ঠিক নির্দিষ্ট ক্যেকবার হাত বদল হয় তাহা নহে, তবে গড়ে কতবার হস্তান্তরিত হইল উহা হিসাব করিয়া বাহির করা চলে। ইহাবই নাম অর্থের প্রচলন বেগ। টাকার পরিমাণকে উহার গড় প্রচলন বেগ দিয়া গুণ বা প্রবাণ করিলে দেশে টাকার মোট যোগান আমরা জানিতে পারি। টাকার পরিমাণ যদি হয় M, এবং গড় প্রচলনবেগ যদি হয় V, তবে দেশে টাকার মোট যোগান হইল M×V=MV.

এইরূপে দেশের প্রচলনধারায যে অর্থ সঞ্চালিত হইতে থাকে উহার মূল্য বলিতে কি বোঝায? অর্থের এক একটি ইউনিট (1 টাকা, 1 পাউণ্ড, 1 ডলার প্রভৃতি) নিজের বিনিময়ে যতটুকু দ্রব্য সামগ্রী কিনিতে পারে তাহাই অর্থের মূল্য। স্পষ্টত বুঝা যায যে, অর্থের একটি ইউনিটেব বিনিময়ে দ্রব্য সামগ্রী কতটুকু পাওয়া যাইবে তাহা নির্ভব করে জিনিসপ্রের দামের উপর, অর্থের সাধারণ মূল্য বলিলে তাই আমরা বুঝি সকল প্রকার দ্রব্য সামগ্রীর দামের গড় বা দামস্তর। দামস্তর রুদ্ধি পাইলে আমরা বলি অর্থেব মূল্য ব্রাদ পাইয়াছে, অর্থাৎ অর্থের একটি ইউনিট পূর্বাপেক্ষা কম জিনিস ক্রেয় করিতে পারিতেছে। আবার দামস্তর হ্রাস পাইলে আমরা বলি যে অর্থের মূল্য বাড়িয়া গিয়াছে, অর্থাৎ টাকার একটি ইউনিট পূর্বাপেক্ষা করেষ করিতে পারিতেছে।

অর্থের মূল্য কিসের উপর নির্ভর করে ? কোন ধরনের শক্তির ক্রিয়া-প্রতি-ক্রিয়ায় দ্রব্য সামগ্রীর সাধারণ দামস্তর পরিবর্তিত হয় ? উনবিংশ শতা**ন্ধীভে** এইরপ ধারণা ছিল যে অর্থ তৈয়ারী হয় স্বর্ণ বা রৌপ্যের দ্বারা, তাই এই স্বর্ণ বা রৌপ্যে উৎপাদনের খরচের উপর অর্থের মূল্যও নির্ভর করে। কিন্তু আজকাল বেশির ভাগ টাকাই কাগজের নোট, ইহাদের উৎপাদন-ব্যয়ন বিভিন্ন তত্ত্ব অর্থের উৎপাদন-ব্যয়ের সহিত অর্থের মূল্যের কোনরূপ সম্পর্ক আজকাল আর মানিয়া লওয়া চলে না। বর্তমানে অর্থের মূল্য নিরূপণ সম্পর্ক হুই ধরনের তত্ত্ব প্রচলিত আছে: অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব এবং সঞ্চয় ও বিনিয়োগ তত্ত্ব। অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের মতে অর্থের যোগান ও চাহিদা উভয়ে মিলিয়াপ অর্থের মূল্যকে প্রভাবিত করে।

অর্থের যোগান সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। অর্থের চাহিদার কাহাকে বলে? চাল বা পাট বা গমের জন্ম চাহিদার মত অর্থের চাহিদার প্রকৃতি নয়। এই সকল ভোগ্য দ্রব্যের জন্ম লোকের চাহিদা হয় কারণ তাহারা এই সকল দ্রব্য হইতে উপযোগিতা বা ভৃপ্তি পায়। কিন্তু অর্থের নিজস্ব কোন উপযোগিতা নাই, ইহাকে প্রত্যক্ষভাবে ভোগ করাও চলে না। ব্যক্তি টাকা চায় কারণ ইহার সাহায্যে দ্রবংসামগ্রীর উপর সে নিজের প্রয়োজনমত অধিকার আরোপ করিতে পারে।

এই কারণে আরভিং ফিশার এবং প্রাচীন ধনবিজ্ঞানীরা বলিতেন যে, অর্থের জন্ম মোট চাহিদার পরিমাণ আর দেশে বিক্রয়-যোগ্য মোট দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য সমান। জিনিসপত্র কেনার জন্মই টাকার প্রয়োজন, ফিসারীয় মত তাই টাকার চাহিদা বলিলে দেশে টাকার সহিত বিনিময়-যোগ্য সকল প্রকার দ্রব সামগ্রীর মোট মূল্যকেই বুঝিতে হইবে। তাই বিনিময়-যোগ্য সকল দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণকে দ্রব্যসামগ্রীর গড় দাম দিয়া গুণ বা প্রক্ষ করিলে অর্থের জন্ম চাহিদা জানিতে পারা যায়। যেমন যদি বিনিময়যোগ্য সকল দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণ হয় T এবং উহাদের গড় দাম হয় P, তবে টাকার চাহিদা P × T = PT.

কেশ্বিজের ধনবিজ্ঞানীরা টাকার চাহিদার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন এবং ফিসারের ব্যাখ্যা হৃইতে তাঁহাদের ব্যাখ্যা ছিল ভিন্নরূপ। ফিসারীয় তত্ত্বে টাকার চাহিদা বলিলে বোঝা যায় ইহার সহিত বিনিময়যোগ্য আধুনিক কালের লেথকেরা, প্রধানত কেইনস্, টাকার জন্ম চাহিদা বলিলে অন্তর্মপ বোঝেন। তাঁহাদের মতে টাকার চাহিদা হইল নগদ টাকা হাতে ধরিষা রাখার ইচ্ছা। লেনদেন করা, সাবধান থাকা এবং ফাট্কা নিযোগ —এই তিনটি অভিপ্রায়ে সমাজের সকল ব্যক্তি মিলিষা কোন এক নির্দিষ্ট কেইন্সীয় মত সমযের মধ্যে যত টাকা হাতে ধরিষা রাখিতে চান বা ব্যাঙ্কে জমা রাখেন তাহাই সমাজে মোট টাকাব চাহিদা। লেনদেন ও সাবধানতাব অভিপ্রায়ে টাকার চাহিদার অংশের নাম L_1 এবং ফাট্কানিযোগেব অভিপ্রায়ে টাকার চাহিদার নাম L_2 । টাকার মোট চাহিদা L ইহাদের যোগফল। L_1 নির্ভর করে আয়ের স্তরের উপর এবং L_2 বা ফাট্কা নিযোগেব অভিপ্রায়ে চাহিদা নির্ভর করে প্রধানত স্থদের হাবের উপর। স্থদের হার বাড়িলে টাকা হাতে রাখার ইচ্ছা বা টাকার চাহিদা ব্রদ্ধি পায়।

ট্টাকার মূল্যেরপরিমাণভন্ধ(Quantity theory of the value of Money)

পরিমাণতত্ত্বের অতি সরল আলোচনা ষোড়শ শতাব্দীব বিভিন্ন লেখা হইতেই পাওয়া যায়। সরল ভাবে বলা হইত যে, টাকাব পরিমাণে পরিবর্তনের সহিত একই অমুপাতে দামগুর পরিবর্তিত হয়। দেশে টাকাব পরিমাণ দ্বিগুণ হইলে দামগুরও দ্বিগুণ হইবে, টাকাব পরিমাণ অর্ধেক হইলে দামগুরও অর্ধেক হইবে।

ছুল ও প্রাচীন ধারণা ইহাদের মধ্যে এই সম্পর্ককে আমরা M = KP-র্নুপে সংক্ষেপে লিখিতে পারি। একই হাবে বা সমান অনুপাতে পবিবর্তনেব প্রতীক হইল K. যে হারে M প বিবর্তিত হয়, P-ও সেই অনুপাতে পরিবর্তিত হইবে—ইহাই টাকার পরিমাণ্ডত্ব।

পরিমাণতত্ত্বকে এইরূপ সরলভাবে ব্যাখ্যা করার সময়ে পণ্ডিতেরা ছুইটি
বিষয় নিজেদের অজান্তে সমান বা অপরিবর্তিত থাকিবে বলিয়া ধরিয়া:
লইয়াছিলেন। প্রথমত, তাঁহারা মনে করিতেন যে, দেশে
ছুইটি অবান্তব স্বীকার্য টাকার পরিমাণ বাড়িলে সকল টাকাই যেন জিনিসপত্র
বিষয় ৷ প্রচলনবেগ
সমান থাকে কেনাতে থরচ হইবে। অর্থাৎ লোকে টাকা হাতে ধরিয়া
রাখিতে পারে বা পূর্বেকার জমান টাকা বাজারে ছাড়িয়া
দিতে পারে সেই কথা তাঁহারা চিন্তা করেন নাই। ধনবিজ্ঞানীদের ভাষায় বলা
চলে যে, তাঁহারা টাকার প্রচলনবেগ (velocity of circulation) সমান ধরিয়া
লইয়াছিলেন।

দিতীয়ত, তাঁহারা মনে করিতেন যে দেশে জিনিসপত্তের পরিমাণ সর্বদা সমান থাকে। অর্থাৎ দেশে সকল উপাদানের পূর্ণনিয়োগ আছে, এই অবস্থা তাঁহারা ধরিয়া লইতেন। যদি টাকার পবিমাণে বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ২। জিনিসপত্তের জিনিসপত্তের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়; অথবা টাকার পরিমাণ পরিমাণ সমান থাকে
কমার সঙ্গে সঙ্গে জিনিসপত্তের পরিমাণও কমিয়া যায় তবে দামস্তরে কোনরূপ পরিবর্তন হইতে পারে না।

টাকার পরিমাণ তত্ত্বের এই সকল অসম্পূর্ণতা দূর করিয়া অধ্যাপক ফিসার ইহাকে উন্নত করেন। তিনি অবহেলিত এই ছুইটি বিষয়কে অর্থাৎ, টাকার প্রচলনবেগ ও দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণকে – আলোচনার মধ্যে এই ছুইটি বিষয়কে লইয়া আসিয়া পরিমাণতত্ত্বের উৎকর্ষ সাধন করেন। কর্তৃক করিয়া ফিসার তাঁহার এই তত্ত্বকে তিনি একটি সমীকরণের সাহায্যে প্রকাশ করার চেষ্টা করিয়াছেন। সমীকরণটি হইল: $\mathbf{PT} = \mathbf{MV} + \mathbf{M'V'}$; অথবা $\mathbf{P} = \frac{\mathbf{MV} + \mathbf{M'V'}}{1}$.

* এই রূপ মনে করার কারণ ছিল। তপনকার পণ্ডিতেরা মনে করিতেন যে, লোকে টাকা চায় কেবলমাত্র লেনদেন ও সাবধানতার উদ্দেশ্যে। টাকা থাটাইয়া হৃদ 'পাইবার জস্ম খুশিমত হাতে টাকা জমাইয়া রাথা বা ছাড়িয়া দেওয়া—অর্থাৎ এইরূপ ফাট্কাদারিতে নিয়োগের অভিপ্রায়ে লোকে হাতে টাকা রাথে—ইহা উছোর! চিন্তা করেন নাই। টাকা যে কেবল বিনিময়ের মাধ্যম তাহা নহে, ইহা মূল্যের সঞ্চয়, হৃতরাং ইহাকে হাতে জমাইয়া রাথা সহজেই সম্ভবপর। যেমন, দেশে টাকার পরিমাণ বাড়ে নাই, কিন্তা লোকের নগদ-প্রবণতা বা টাকা হাতে রাথার ইচ্ছা বাড়িয়া গেল, এই অবস্থায় টাকার প্রচলন-বেগ কম হইবে। অর্থাৎ টাকার পরিমাণ বাড়িলেই ইহা যে দেশের আয়প্রোতে প্রবেশ করিবে এইরূপ কোন কথা নাই। কারণ, পূর্বের তুলনায় বেশি টাকা লোকে হাতে জমাইয়া রাথিতে পারে। টাকার পরিমাণে বৃদ্ধিন স্বত্বেও দামন্তর বাড়িল না, ইহা নিশ্বম সম্ভবপর।

 ${f P}$ হইল দামন্তর, ${f T}$ হইল টাকার সহিত বিনিময় হইতেছে এইরূপ সকল প্রকার স্থাব্যসামগ্রীর পরিমাণ, ${f M}$ হইল নগদ টাকার পরিমাণ, এবং ${f V}$ হইল নগদ টাকার প্রিমাণ এবং ${f V}'$ হইল

ফিদাবের তত্ত্বকে সমীকরণক্রপে ব্যাখ্যা কবা চলে এই শ্লণগত টাকার প্রচলনবেগ। ফিদারের মতে, উপরের এই সমীকরণটির মধ্যে স্বল্পকালে T, V, V' এই বিষয়গুলি এবং M ও M'-এর অনুপাত পরিবর্তিত হয় না। T নির্ভর

করে জনসংখ্যা, ভোগের কাঠামো, উৎপাদন পদ্ধতি, সমাজে

টাকা ছাড়া পণ্য বিনিময়ের পরিমাণ প্রভৃতি বিষয়ের উপর। স্বল্পকালে ইহারা অপরিবর্তিত থাকিবে মনে করা চলে। V এবং V' নির্ভর করে, জনদাবারণের রীতিনীতি অভ্যাদ প্রভৃতির উপর। M ও M'-এর অনুপাত নির্ভর করে লোকের ব্যাঙ্কিং-অভ্যাদ এবং প্রচলিত রীতিনীতির উপর। স্বতরাং দামস্তর অর্থাৎ P নির্ভর করে একমাত্র M এর উপর —নগদ টাকার পরিমাণ বদলাইলে দামস্তরেও দ্বাদ্বি ও সমহারে পরিবর্তন আদিবে।

ফিসারের এই তত্ত্বকে আমরা অভেদর্মপেও (Identity) প্রকাশ করিতে পারি ।* সমাজের সকল জিনিসপত্র কিনিতে যে পরিমাণ টাকা দরকার হইল ঠিক সেই পরিমাণ টাকারই জিনিসপত্র বিক্রয় হইয়াছে —ইহার কমও নয় বা বেশিও

নয়। সামগ্রিকভাবে দেখিতে গেলে মোট ক্রয়মূল্য — মোট আবার অভেদকপেও প্রকাশ করা চলে (V) দিয়া গুণ করিলে আমরা মোট ক্রয়মূল্য জানিতে পারি,

ইহাই দেশের মোট ব্যয় MV)। আবার, জিনিসপত্তেব পরিমাণকে (T) উহাদের গড় দাম (P) দিয়া গুণ করিলে আমরা মোট বিক্রয়-মূল্য জানিতে পারি, ইহা নিশ্চয় মোট বায়ের সমান হালবে।

এই নগদ লেনদেনের সমীকরণ (Cash transactions equation) সম্পর্কে বছবিধ সমালোচনা করা হইয়াছে। সর্বপ্রথমেই বলা চলে, এই তত্ত্বের

^{* &}quot;Two alternative methods of expressing it have to be considered. On the one hand the theory can be presented as an identity: that is, as a statement of a situation which is necessarily one, because of the way in which the terms used in it are defined. An identity is a statement of the same facts in two different ways; its usefulness depends on whether alternative presentations give additional insight into the situation. The other method of presenting the Quantity Theory is in the form of an equation. This form expresses causal relationships; its usefulness depends on the ability to something helpful about the causal relationships represented. A. C. L. Day, Outline of Monetary Economics, Pp. 247—248.

একটি প্রধান ত্রুটি হইল যে, লোকে ফাট্ কাদারির মনোভাব হইতে টাকা হাতে জমাইয়া রাখিতে পারে এই তত্ত তাহা বিচার কার্যকরী চাহিদাও না। টাকার পরিমাণ বাডিলে করে তাহা টাকাব পরিমাণের বাড়াইতে পারে যদি লোকে উহা ব্যয় করে। কিন্তু যদি সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে না বর্ধিত টাকা তাহারা হাতে জমাইয়া রাখে, তবে দেশে বাভিলে দামগুর কিরূপে বাভিবে? শুধু তাহাই নহে। টাকার পরিমাণ দেশে টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি না পাইলেও যদি নগদ-পছলে পরিবর্তন আদে, তবে আয়ন্তর পরিবর্তিত হইয়া দামন্তরে পরিবর্তন আসিতে পারে। দামন্তরে পরিবর্তন আসে আয়ন্তর পরিবর্তিত হইলে; অতএব টাকার পরিমাণ বাড়িলে আয়ন্তর বাড়িবে অথবা উহা কমিলে আয়স্তর কমিবে, ইহা মানিয়া লওয়া চলে না।

সমীকরণটির কাঠামো বিশ্লেষণ করিলেও ক্রটি ধরা পড়ে। M-এ পরিবর্তন
হইলে P-তে প্রত্যক্ষ ও সমানুপাতিক (direct and
অক্তান্থ বিষয়গুলি
"ৰাধীন" নয় proportionate) আসিতে পারে তখনই, যদি আমরা
ধরিয়া লই যে, M-এ পরিবর্তনের ফলে V, T, M'ও V'
কিছুতেই পরিবর্তন হইবে না। কিন্তু বাস্তবে ইহা ঘটে না।

তাহা ছাড়া, এই সমীকরণের সাহায্যে আমরা টাকার পরিমাণ ও দামগুরের মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্কের স্থম্পষ্ট পরিচয় জানিতে পারি না। টাকার পরিমাণ বদলাইলে কি ভাবে, কোন্ পথে, কোন্ কোন্ শক্তির ঘাত- প্রভিমান, সমীকরণ প্রতিঘাতে, কাহাদের উপর ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার ফলে দামগুরে পরিবর্তন আদিল তাহা এই সমীকরণে ব্যাখ্যা করা হয় নাই। ইহা নিছক অভেদ (identity) মাত্র। আর্থিক তত্ত্বের প্রধান কাজ অর্থের ও প্রবেরে স্রোতকে যুক্ত করিয়া অভেদ বা নিশ্চল সমীকরণ দাঁড় করানো – ইহা আমরা মানিয়া লইতে পারি না। সমস্যাটিকে গতিশীল পদ্ধতিতে আলোচনা করা দরকার। •

^{*} The fundamental problem of monetary theory is not merely to establish identities or statistical relations.....but to treat the problem dynamically, analysing the different elements involved in such a manner as to exhibit the causal processes by which the price level is determined and the method of transition from one position of equilibrium to another." J. M. Keynes, Treatise on money. Vol. I.

বিভিন্ন দেশের আর্থিক ইতিহাস লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, বাণিজ্যচক্তের এক
প্রান্তে সমৃদ্ধির শীর্ষবিন্দু হইতে হঠাৎ যখন অবনতি স্থক্ষ হয়,
তখন দামগুর দ্রুত হাস পায় কিন্তু টাকার পরিমাণ কম থাকে
তাহা নয়। সংকটকালে টাকার পরিমাণ বাড়িলেও দামগুর
বাড়িতে চাহে না। দামগুরে স্কল্পকালীন উত্থান-পতন, বিশেষত বাণিজ্য-চক্রকালীন
উঠানামা তাই টাকার পরিমাণ তত্ত্ব হারা ব্যাখ্যা করা চলে না।

মনে রাখা দরকার, এই তত্ত্ব ধরিয়া লয় যে, স্বল্পকালে T অপরিবর্তিত থাকে, অর্থাৎ সমাজে পূর্ণ কর্মনিয়োগ বর্তমান আছে, অনিযুক্ত উপকরণ সমাজে নাই। পূর্ণ কর্মনিয়োগ বজায় থাকিলেই সেই বিশেষ স্তরে ইহা সত্য প্রিয়া লইতেছে বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। অপূর্ণ নিয়োগের স্তরে টাকার পরিমাণ বাড়িয়া গেলে স্থানের হার কমিবে, বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইবে, দ্রামন্তর প্রথমেই প্রভাবিত না হওয়ার সম্ভাবনা। স্থতরাং, এই তত্ত্ব সকল স্তরেই কার্যকরী নহে।

টাকার মূল্যে পরিবর্তন বলিলে বুঝা যায় টাকার ক্রয়ক্ষমতায় পরিবর্তন।
শিল্প-সংক্রান্ত, ব্যবসায়-সংক্রান্ত, শেয়ার, ডিবেঞ্চার, অর্ধনির্মিত ও অপূর্ণনির্মিত সকল
প্রকার দ্রব্যসামগ্রী টাকার সহিত বিনিময় হইতেছে বলিয়াই উহাদের হিসাবের মধ্যে
আনিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। এই সকল দ্রব্যের মধ্যে অনেক দ্রব্য
আছে যাহাদের টাকার ক্রয়শক্তি বা টাকার মূল্য-নিক্রপণে
টাক্রার ক্রয়ণজি হিসাব
করাই বাঞ্চনীয়; যাবতীয় সকল প্রকার দ্রব্যসামগ্রী
বহু মরা বাদ দেওয়া মিলিয়া এইরূপ নগদ লেনদেনের স্তর্মান (Cash Tranউচিত sactions Standard) আর্থিক তত্ত্ব বিশ্লেষণে বিশেষ
উপযোগী নয়, ব্যক্তির জীবনযাত্রার মান আলোচনার উপযোগী বাস্তব ক্রয়ণজি
ইহা থারা জানা যায় না। ও পুরু তাহাই নহে। জাতীয় আয় পরিমাপ করার
সময়ে সর্বশেষ স্তরের সম্পূর্ণোৎপন্ন (final product) দ্রব্যসামগ্রীর মূল্যকেই ধরা
হয়। কিন্তু ফিসারীয় T এবং (ফলে) PT-র মধ্যে মূল্ধনী শিল্পদ্রত্য ও অর্ধনির্মিত
দ্রব্যসামগ্রীকেও হিসাবের মধ্যে ধরায় ইহা সঠিকভাবে জাতীয় আয়কু প্রিমাপ করে

^{*} কেইন্সের মতে "the power of money to buy goods and services on the purchase of which for purposes of consumption a given community of individuals expend their money income"—ইহাই টাকার ক্রমণজি। (Treatise, vol I P.54)

না, তাই কর্মনিয়োগের স্তর বা আয়স্তরের নির্ধারণও এইরূপ 'জগাথিচুরি দামস্তরের' (Hotch-potch price-level) ছারা সম্ভব হয় না।

উপরস্ত, এইরূপ সাধারণ দামন্তরের বিশ্লেষণের মধ্য হইতে আপেক্ষিক দাম বা কোন একটি বিশেষ দ্রব্যের দাম নিরূপণ সম্পর্কে আমরা কিছু জানিতে পারি না। ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীরা সাধারণ দামন্তরের এই বিশ্লেষণকে ধনবিজ্ঞান শান্তের মূল ধারা হইতে পৃথক করিয়া আলোচনা করিতেন। কোন বিশেষ দ্রব্যের দাম-নিরূপণ তত্ত্বে তাঁহারা যোগান ও এই আলোচনা পৃথক চাহিদার ধারণা প্রয়োগ করিতেন, কিন্তু সাধারণ দামন্তর দ্রব্যের দাম নিরূপণ হইতে অবাঞ্ছিত ভাবে আলোচনার সমযে তাঁহারা টাকার পরিমাণ, প্রচলনবেণ দূরে প্রভৃতি অস্পষ্ট ধারণাসমূহ ব্যবহার করিতেন। কেইন্স্ বিলিয়াছেন যে, ইহার ফলে ধনবিজ্ঞানীরা "একবার চাঁদের এপিঠে আর একবার ওপিঠে পৌঁছিতেন কিন্তু তাঁহারা জানিতেন না কোন পথ এই উভয়ের সংযোগ সেতু,

ওপিঠে পৌছিতেন কিন্তু তাঁহারা জানিতেন না কোন্ পথ এই উভয়ের সংযোগ সেতু,
আনেকটা আমাদের স্বপ্প-মন ও সজাগ-মনের মধ্যে সম্পর্কের মত"।

নগদ লেনদেনের স্তর্মান বা টাকার পরিমাণতত্ত্ব সমগ্র অর্থতত্ত্বের মধ্যে
স্বর্গাধিক প্রিমাণে আলোচিত ও স্মালোচিত ক্র্যাদেন। দামকরে প্রির্জন নির্জন

স্বাধিক পরিমাণে আলোচিত ও সমালোচিত হইয়াছে। দামন্তরে পরিবর্তন নির্ভর করে কার্যকরী চাহিদায় পরিবর্তনের উপর, টাকার পরিমাণে পরিবর্তনের উপর ইহা নির্ভরশীল নয়। দেশের মোট ব্যয়ের পরিমাণে যে সকল বিষয় পরিবর্তন আনে, উহারাই কার্যকরী চাহিদায় পরিবর্তন এবং দামন্তরে উঠানামা ভালভাবে ব্যাথ্যা করিতে পারে। এই সকল কথা মানিয়া লইলেও এই তত্ত্বের গুরুত্ব আমরা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিতে পারি না। ইহার মূল কথা যে, টাকার মোট যোগান ও মোট চাহিদার উপর টাকার মূল্য (বা দামন্তর) নির্ভর পরিমাণ তবের মধ্যে করে — ইহার মধ্যে সত্যতা একেবারে নাই এমন কথা বলা কিছুই কি সত্যতা নাই চলে না। অর্থ নৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, দামন্তরে বৃদ্ধির যুগে সাধারণত টাকার পরিমাণও বাড়িয়াছে,

* "So long as economists are concerned with what is called the Theory of Value they have been accustomed to teach that prices are governed by conditions of supply and demand......But when they pass in......to the theory of Money and Prices,......we are lost in hage where nothing is clear and everything is possible. We have all of us become used to finding ourselves sometimes on the one side of the moon and sometimes on the other, without knowing what route or journey connects them, related apparently, after the fashion of our walking and our dreaming lives." Keynes, General Theory. P. 292

যেমন, 1917-18 এবং 1939-45 সালে দেখা গিয়ছে। অবশ্য ইহা ঠিকই যে, এই পরিমাণতত্ত্ব কার্যকারণ শৃংখলের অনেক গ্রন্থিকে ঢাকিয়া রাখে (hides many links in the chain of causation'); কিন্তু মোটামুটি একটি শুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর (অর্থাৎ টাকার পরিমাণে পরিবর্তন) জোর দেয় বলিয়া অনেক ক্ষেত্রেই স্থুলভাবে হইলেও ইহাকে কাজে লাগান যায়। রবাটসন ইহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন "a serviceable platitude." তাই, উপসংহারে আমরা বলিতে পারি যে, "আর্থিক বা আসল আয়ে বিপুল কোন পরিবর্তন সম্ভব নয, যদি-না টাকার পরিমাণে মোটামুটি সমপরিমাণে ব্রাস বৃদ্ধি ঘটে; টাকার যোগান যদি কম থাকে ভবে যে কোন সময়ে মুদ্রাস্ফীতি রোধ করা চলে। ইহা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বটে, কিন্তু মুদ্রাস্ফীতি-ভত্তের একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র"।*

নগদ লেনদেন সমীকরণের বিষয়গুলি কিসের উপর নির্ভর করে (Determinants of Cash Transaction Variables)

দামস্তর নিধারণের জন্ম অধ্যাপক ফিদার PT = MV এই দ্মীকরণকে উপস্থিত করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে V ও T স্কল্পকালে অপরিবর্তিত থাকে, তাই M-এ পরিবর্তন আদিলে, তবেই P-তে পরিবর্তন আদিতে পারে। স্মীকরণের এই বিষয়গুলি একটু বিশদভাবে আলোচনা করিলে আমরা উহাদের প্রকৃতি ভালভাবে বুঝিতে পারিব। অর্থ নৈতিক, প্রতিষ্ঠানগত, যন্ত্রকৌশলগত, মনস্তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক — সকল প্রকার শক্তিই এই বিষয়গুলিকে প্রভাবিত করে।

এই সমীকরণের মধ্যে M বলিলে বুঝা যায় দেশে টাকার মেট যোগান; নগদ টাকা এবং ব্যাঙ্কের আমানতের যোগফল। ব্যাঙ্কের আমানতের সকল অংশ ইহার মধ্যে নাই, চেক কাটিয়া যে আমানত তুলিয়া আনা চলে, সেই চল্তি আমানতকেই (current or demand deposits) কেবল মাত্র হিসাবের মধ্যে ধরিতে হইবে। কারণ স্থির আমানতের সাহায্যে জিনিসপত্র কেনা যায় না.

"The fact is that monetary economics is too complicated to be dealt with by theories as simple as the Quantity Theory. The most important conclusion we can derive from it is that big rises in the level of real or of money income are not possible unless there are more or less equal rises in the quantity of money; an inflation can always be brought to an end if the supply of money is limited. This is an important fact, but it is only a small part of the theory of inflation"—A. C. L. Day, Outline of monetary. Economics. P. 252.

উহার উপর চেক কাটিয়া লেনদেনের উদ্দেশ্যে ঐক্সপ আমানতকে ব্যবহার করা চলে না। M-এর পরিমাণ নির্ভর করে তিনটি বিষয়ের কিসেব উপর M উপর: (ক) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যে পরিমাণ নগদ টাকা নির্ভর কবে বাজারে ছাড়িয়া দিয়াছে; (খ) লোকের হাতে নগদ টাকা এবং ব্যাঙ্কে রক্ষিত চাহিদা-আমানতের অনুপাত; (গ) চাহিদা আমানত ও ব্যাঙ্কের জমার (বা রিজার্ভের) অনুপাত। প্রথমত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কিছু পরিমাণ নগদ টাকা (নোট ও খুচরা প্রভৃতি) প্রচলন করে, দেশে ব্যবদায়-বাণিজ্যের প্রয়োজনে এই টাকার পরিমাণ বাড়াইয়া দেয়, আবার অবস্থা বুঝিয়া ক্ষাইয়া দেয়। দ্বিতীয়ত, লোকের হাতে নগদ l টাকা নিছক একটি টাকা ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু সে যদি ওই টাকাটি কোন ব্যাঙ্কে জনা রাথে, তবে উহার ভিন্তিতে ব্যাঙ্ক কিছু পরিমাণ ঋণগত অর্থ স্থাষ্ট করিতে পারে। তাই দেশের মোট নগদ টাকার কত অংশ চাহিদা-আমানতের হিসাবে জমা আছে তাহা গুরুত্বপূর্ণ। তৃতীয়ত, চাহিদা-আমানতের যত বেশি অংশ ব্যাঙ্ক নিজম্ব জমা বা রিজার্ভ হিসাবে রাখিবে. ঋণগত অর্থসৃষ্টি তত কম হইবে : আবার এই রিজার্ভের অনুপাত যত কম হইবে তত বেশি ঋণ-স্ষষ্ট সম্ভব হইবে। তাই দেশের ব্যাক্কগুলি সাধারণত আমানত ও জমার মধ্যে যে অনুপাত বজায় রাখিতে চান তাহা গুরুত্বপূর্ণ।

V বলিলে বুঝা যায় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটি টাকা গড়ে কতবার হাত-বদস হইতেছে; জিনিসপত্র কেনার কাজে গড়ে কতবার উহাকে ব্যবহার করা হয়। দেশের মোট ব্যয়কে টাকার পরিমাণ দিয়া ভাগ করিলে আমরা প্রতিটি টাকার গড় প্রচলনবেগ জানিতে পারি। ফিসারের ভাষায় হইল V হইল PT/M. টাকার এই প্রচলনবেগ বা V অনেক কিছুর উপর নির্ভর করে। বান্তব বিষয়গুলির (objective factors) মধ্যে প্রধান হইল দেশে ব্যক্তিং ব্যবস্থা ও ব্যক্তিং অভ্যাসের প্রসার, কারণ ইহার উপর ঝণদান, ঋণগ্রহণ, ব্যয় করা—প্রভৃতির দ্রুতা নির্ভর করে। যদি সহজ কিন্তিতে ক্রয় বিক্রয়ের স্ব্যবস্থা থাকে তবে টাকার প্রচলনবেগ বেশি হয়। দেশে মাহিনা ও মজুরি দেওয়ার রীতিনীতি কিক্রপ, দৈনিক, সাপ্রাহিক, মাসিক বা বার্ষিক,—তাহার দ্বারাও

কিসের উপর নির্ভর V প্রভাবিত হইবে। মাহিনা ও মন্ত্রির মধ্যে সময়ের করে ব্যবধান যত কম, V তত বেশি। যন্ত্রকৌশলের উন্নতি, জনসংখ্যার বৃদ্ধি, কর ও ব্যয় সম্পর্ক সরকারী নীতি, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ঝানীতি, যৌথমূলধনী কোম্পানীগুলির ডিভিডেও-বউনের নীতি, শেয়ারবাজারের কার্যকাপ

তরল সম্পত্তির পরিমাণ ও ধরন – এইরূপ সকল বিষয় ভোগ, সঞ্চয় ও বিনিয়োগের উপর প্রভাবের মাধ্যমে টাকার প্রচলনবেগ বা V-এর উপর প্রভাব বিস্তার করে। মনোগত বিষয়গুলির (subjective factors) মধ্যে প্রধান হইল ভোগ ও সঞ্চয় সম্পর্কে লোকের অভ্যাস ও দৃষ্টিভল্পী। সাধারণত লোকে সঞ্চয় করে ভোগ না করিয়া, তাই ভোগব্যয় কমিলে টাকার প্রচলনবেগও ব্লাস পাইবে। লোকে তাহাদের সঞ্চয় ভালভাবে বিনিয়োগ করিতে পারিতেছে কি না, বিনিয়োগের স্বযোগ আছে কি না, স্বদের হার কিরূপ, এই সকল বিষয় হারা V প্রভাবিত হয়। ভবিষ্যতে দাম ও আয় বাভিবে এইরূপ ধারণা থাকিলে V বেশি হইবে—উহারা ভবিষ্যতে কমিবে এইরূপ মনে হইলে V কম হইবে।

T বলিলে বোঝা যায় সকল দ্রব্যসামগ্রী, কাজকর্ম, শেয়ারপত্র প্রভৃতি—্যে কোন প্রকার ইউনিট যাহা টাকার বদলে বিনিময় হয়। যেমন, দেশে উৎপন্ন সকল দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণ হইল 200 ইউনিট। যদি উৎপাদন-কেন্দ্র হইতে সর্বশেষ স্তরে ভোগ পর্যন্ত উহা পাঁচবার বেচাকেনা হয় তবে T হইল 1000। বাণিজ্যের পরিমাণ বা T কয়েকটি বিষয় দ্বারা প্রভাবিত হয়, (ক) উৎপাদন উপাদানগুলির পরিমাণ ও উৎকর্ম, (খ) কর্মসংস্থানের স্তর, এবং (গ) উৎপাদনপদ্ধতির উৎকর্ম। দেশে উপকরণ ও উপাদানের পরিমাণ যত বেশি থাকিবে, T তত বেশি হইবার সম্ভাবনা। উপকরণের পরিমাণ দেখিলেই চলিবে না, দেশে

T কাহাকে বলে ও কিসের উপর নির্ভর করে বিভিন্ন উপকরণের অনুপাতও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। শ্রম ও
ভূমির তুলনায় যদি মূলধন কম থাকে তবে শ্রমিকের উৎপাদনক্ষমতা কম হয়, উৎপাদনের পরিমাণও কম। উপাদানগুলির

উৎকর্ষের দিক হইতে বিচার করিলে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল যন্ত্রবিছা বা টেকনিকাল জ্ঞান। দীর্ঘকালীন বিশ্লেষণে, তাই জাতির উৎপাদন-ক্ষমতা নির্ভর করে উপকরণের পরিমাণ ও উৎকর্ষের উপর। স্বল্পকালে অবশ্য প্রকৃতিদন্ত উপকরণ ও যন্ত্রবিছার স্তর স্থির ধরিয়া লইলে মোট উৎপাদন নির্ভর করে কর্মসংস্থানের পরিমাণের উপর। পূর্ণ কর্মসংস্থানের স্তরে উপাদানের অভাবে দ্রুত গতিতে T বাড়ান যায় না, অপূর্ণ কর্মনিয়োগের স্তরে চেষ্টা করিলে T দ্রুত বাড়ান সম্ভবপর। পূর্ণ কর্মনিয়োগের স্তরে চেষ্টা করিলে T বাড়ান যায় না। তাই পূর্ণ কর্মনিয়োগের স্তরে বাদিলে বুঝা যায় যেখানে T সমান আছে; অথবা T স্থির থাকে বাললেই বুঝা যায় যে পূর্ণ কর্মনিয়োগের অবস্থা ধরিয়া লওয়া হইতেছে।

দেশের অর্থ নৈতিক সংগঠনের উপরেও ${f T}$ নির্ভর করে। শ্রমবিভাগ ও

বিশেষায়ণ উৎপাদনের মোট পরিমাণ বাডাইয়া তোলে। উৎপাদন-সংগঠনের মধ্যে যত অধিকসংখ্যক স্তরে উৎপাদন-ধারা বিভক্ত থাকিবে (যেমন, পাইকারী ব্যবদাদার, দালাল, খুচরা ব্যবদায়ী প্রভৃতি,) তত বেশি দ্রব্য-সামগ্রী একহাত হইতে অন্ত হাতে চলাচল করিবে, T তত বেশি হইবে। যদি দেশে লম্বয়খী সংযুক্তি (vertical integration) বেশি থাকে, তবে ${f T}$ কম, কারণ একই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে উৎপাদন-ধারার অনেকগুলি স্তর জড়িত থাকে। দেশে একচেটিয়া ব্যবসায় না থাকিলে এবং স্বাধীন ও প্রস্পর প্রতিযোগী ফার্ম ও শিল্পের সংখ্যা বেশি থাকিলে T বেশি হইবে।

P এমন একটি বিষয় যাহা M, V ও T এই তিনটি শক্তির পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফল মাত্র। বাস্তব জগতে, \mathbf{M} , \mathbf{V} এবং \mathbf{T} একই দিকে বা একই অমুপাতে পরিবর্তিত হয় না। V-তে পরিবর্তন না হইলেও M-এ পরিবর্তন আদিতে পারে, আবার যথন MV বাড়িতেছে তথন T সমান থাকিতে পারে। এই সকল বিভিন্ন প্রকার পরিবর্তন P-কে বিভিন্ন-ভাবে প্রভাবিত করে। M বাডিলে যদি ঠিক সেই সময়ে V হ্রাস পায় তবে P-র উপর ইহার কোন প্রভাব পড়িতে পারে না। MV বৃদ্ধি পাইবার সময়ে যদি T-ও বাড়ে, ভবে সাধারণভাবে P বুদ্ধি পাইবে না। স্থতরাং, যদি Vএবং T স্থির থাকে, তবেই M-এর পরিবর্তন P-তে

P কাহাকে বলে করে

- ক্রেন্ট্র পরিবর্তন আনিতে পারে। শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা বাডিবার সঙ্গে সঙ্গে T-ও বৃদ্ধি পাইবে, তাই এই সময়ে

MV না বাড়াইলে P কমিয়া যাইবে। আর্থিক নীতি প্রয়োগের ব্যাপারে এই সকল বিষয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক তাই বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখিতে হয়। মনে রাখা দরকাব, P হইল টাকার সাধারণ ক্রয়শক্তি, অর্থাৎ এই P হইল দেশের সকল প্রকার দ্রব্যসামগ্রীর দামের গড়। ভোগদ্রব্য, উৎপাদক দ্রব্য, অর্থ নৈতিক কাজকর্ম, সোনা, শেয়ার সকল প্রকার দ্রব্য, যাহা লইয়া T গঠিত তাহাদের সকলের পক্ষে প্রযোজ্য টাকার এক সাধারণ ক্রয়-ক্ষমতা পরিমাপের স্থচক হইল এই P.

কেন্দ্রিক সমাকরণ (Cambridge Equation)

কেন্দ্রিজের ধনবিজ্ঞানীগণ, বিশেষত মার্শাল, অর্থমূল্যের পরিমাণ-তত্ত্বের ভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যা দিয়াছিলেন। ফিলার যেমন' টাকার যোগান-এর উপর

বোর দিয়া তাঁহার তত্ত্ব রচনা করিয়াছিলেন, কেম্বিজের ধনবিজ্ঞানীরা সেইরূপ টাকার চাহিদার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিতেন। তাঁহাদের মতে, লোকে

নির্দিষ্ট সময়ের বিন্দুতে কেন নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা ধরিয়া টাকার চাহিদার রাখিতে চায়, তাহাই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ফিসারীয় সমীকরণে টাকার চাহিদা বলিলে বোঝা যায়, ইহার সহিত বিনিময়-যোগ্য

সকল প্রকার দ্রব্য সামগ্রীর প্রোতধারা, বিনিমর-যোগ্য দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণের দ্বারাই টাকার চাহিদা স্থির হয়। কেম্বি জের ধনবিজ্ঞানীগণ মনে করিতেন যে, একটি নির্দিষ্ট সময়ে দেশের সকল দ্রব্যসামগ্রীর জন্মই চাহিদা স্থষ্টি হয় না, স্থতরাং সেইন্ধপে টাকার চাহিদা হিদাব করার প্রয়োজন নাই। তাঁহারা বলেন, প্রত্যেক ব্যক্তি, একটি নির্দিষ্ট সময়ে, কিছু পরিমাণ টাকা জিনিসপত্র ক্রয়ের উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্ম ধরিয়া রাখিতে চান বা হাতে জমাইয়া রাখিতে চান। অর্থাৎ মোট দ্রব্যসামগ্রীর বা আসল আয়ের (Real Income) কিছু অংশ ক্রয়ের জন্ম বা বিনিময়ের উদ্দেশ্যে লোকে টাকার চাহিদা করেঃ টাকার জন্ম সকল ব্যক্তির এইন্ধপ চাহিদা যোগ করিলে সমাজে টাকার মোট চাহিদা পাওয়া যায়।

মনে করা যাক্, দেশে 100 খানা কাপড় সমাজের মোট আসল আয় (Real Income)। ইহার কিছু অংশ যেমন, $\frac{1}{5}$ অংশ, অর্থাৎ 80 খানা কাপড় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিনিময় হইবে। সমাজে যত টাকা আছে, তাহা দিয়া ব্যক্তিরা এই সময়ের মধ্যে সকলে মিলিয়া 80 খানা কাপড় ক্রয় করিতে চায়, স্বতরাং সকল টাকা এই 80 খানা কাপড় ক্রয়েই ব্যয়িত হইবে। যদি দেশে টাকার যোগান 400 হয়, তবে প্রত্যেকটি কাপড় ক্রয় করিতে গড়ে 5 টাকা ব্যয় হইল, কাপড়ের গড় দামস্তর হইল 5। টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে দামস্তর বৃদ্ধি হইবে, কারণ সেই বর্ধিত অর্থও 80 টি কাপড় ক্রয়ের উদ্দেশ্যেই ব্যয়িত হইল। টাকার পরিমাণ কমিলে দামস্তরও কমিবে।

কেম্ব্রিজ তত্ত্বকে আমরা একটি সমীকরণ বা ফর্ম্পার আকারেও প্রকাশ করিতে পারি।

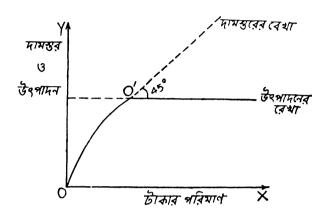
 \mathbf{R} ইইল সমাজের আসল আয় (100); নিদিষ্ট সময়ের ুন্ধ্যে আসল আয়ের যে আনুপাতিক অংশ লোকে ক্রয় করিতে ইচ্ছুক এবং যাহার জন্ঠ তাঁহারা টাকার চাহিদা করে তাহা হইল \mathbf{K} ($\frac{1}{2}$); টাকার পরিমাণ হইদ \mathbf{M} পরিমাণ টাকা দিয়া তাহারা $\mathbf{K}\mathbf{R}$ পরিমাণ দ্বা ক্রয় ক্রয়

করিতে চাহে। টাকার মৃল্য হইল ইহার বিনিময়ে কি পরিমাণ দ্রব্যদামগ্রী পাওয়া যায়, অর্থাৎ KR/M টাকার মৃল্যের বিপরীত হইল দামস্তর, স্তরাং উপরোক্ত সমীকরণকে উণ্টাইয়া স্থাপন করিলে দামস্তর বা P পাওয়া যায়, অর্থাৎ P—M/KR. এই তত্ত্ব ও সমীকরণের আরও অনেক ব্যাখ্যা প্রচারিত হইয়াছিল ; কেইন্স, পিগু সকলেই কোন না কোন বিষয়ের উপর জের দিয়া নিজ নিজ সমীকরণ প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু ফিসারীয় পরিমাণতত্ত্বের দেয়ালাচনাসমূহ মোটাম্টি কেছি,জ পরিমাণতত্ত্বের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ফিসারীয় তত্ত্বে, নির্দিষ্ঠ সময়ের মধ্যে, টাকার সহিত বিনিময় করা হইল এইরূপ সকল দ্রব্যসামগ্রীর গড় দামস্তর বা অর্থের মৃল্য বাহির করার চেষ্ঠা করা হইয়াছে : রবাটসনের ভাষায় ইহা হইল "উড়ন্ড টাকার মৃল্য" (Value of "Money on the wing")। কেছি,জ তত্ত্বে, নির্দিষ্ঠ সময়ের খাখা টাকার মৃল্য বাহির করার চেষ্ঠা হইয়াছে, রবাটসনের ভাষায় ইহা হইল 'উপবিষ্ঠ' অর্থের মৃল্য বাহির করার চেষ্ঠা হইয়াছে, রবাটসনের ভাষায় ইহা হইল 'উপবিষ্ঠ' অর্থের মৃল্য বাহির করার চেষ্ঠা হইয়াছে, রবাটসনের ভাষায় ইহা হইল 'উপবিষ্ঠ' অর্থের মৃল্য (Value of 'Money Sitting'')।

টাকার পরিমাণ ও দামন্তরের মধ্যে সম্পর্ক (Relationship between Quantity of Money and the Price level)

আমরা পূর্বে দেখিযাছি যে, ক্লাসিকাল ও ন্যাক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের মতে দেশে টাকার পরিমাণের উপর দামস্তর নির্ভর করে। এই তত্ত্বকে ফিসার যে সমীকবণের আকারে প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা হইল ফিসারীয় তব্ব PT=MV. তাঁহার মতে, স্বল্পকালে V ও T পরিবর্তিত হয় না, স্তবাং M-এ পরিবর্তন আসিলে তবেই একমাত্র P-তে পরিবর্তন আসিতে পানে। এই কারণে আমরা দেখিতে পাই যে, V ও T অপরিবর্তিত থাকিবে, এইরূপ অনুমানের উপরই ফিসারীয় তত্ত্বের সত্যতা নির্ভর করে, অর্থাৎ এই তত্ত্বের মতে দেশে টাকাব পরিমাণ বাড়িলে সেই টাকা যাহাদের হাতে পৌছায় সেই অধিবাসীদের ক্রন্থশক্তি স্বাসরি ও সমপরিমাণে বৃদ্ধি পায়। লোকের ক্রয়শক্তি বৃদ্ধি পাইল বটে, কিন্তু জিনিসপত্রের পরিমাণ বাড়িল না, কারণ দেশে পূর্ণনিয়োগ ধরিয়া লওয়াঁ হইয়াছে। তাই তৎক্ষণাৎ দামস্তর বাড়িবে। কিন্তু যদি পূর্ণনিয়োগ না থাকে তবে জিনিষপত্রের চাছিদা বাড়িলে উহাদের উৎপাদন বাড়িবে, দেশের উৎপাদন ও কর্যনিয়োগ স্তর বাড়িয়া যাইবে। ক্রমে সমাজে পূর্ণনিয়োগ দেখা দিবে।

তাহার পরেও টাকার পরিমাণ বাড়িলে দামস্তর বৃদ্ধি পাইবে। আমরা ইহাকে নিচের চিত্রে দেখাইতে পারিঃ



তম অক্ষে টাকার পরিমাণ এবং OY অক্ষে উৎপাদন ও দামন্তর পরিমাপ করা হইতেছে। O হইতে X-এর দিকে যত অগ্রসর হইতেছে উৎপাদন তত বৃদ্ধি পাইতেছে। এই সময় দেশে পূর্ণনিয়োগ নাই, অনিযুক্ত উপাদানগুলির নিয়োগ বাড়িতেছে। দামন্তর বাড়িতেছে না। উৎপাদন বৃদ্ধির শীর্ষতম বিন্দু হইল O'। এই বিন্দুতে পূর্ণনিয়োগ ঘটিয়াছে। ইহার পরে উৎপাদনেব রেখা ঐ স্তরেই আছে। তখনও যদি টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, তবে দামন্তরের রেখা উপরে উঠিতে থাকিবে। O' বিন্দুতে এই ছুই রেখার মিলনস্থলের কোণটি পূর্ণ কর্মনিয়োগের স্তরে ধ্রতি, অর্থাৎ উহার পরে টাকার পরিমাণ যে অনুপাতে ইহা কার্যকরী হয়

হয় যে, যদিও অনেক বিষয়ে ইহা পোষত্বপ্ত তব্ও পূর্ণ-কর্মনিয়োগ স্তরে টাকার পরিমাণতত্ত কার্যকরী হয়।

উপরের আলোচনা হইতে আমাদের নিকট বিষয়টি সরল মনে হইতে পারে। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, টাকার পরিমাণ দামগুরকে প্রত্যক্ষভাবে বা সোজাস্থজি প্রভাবিত করে না, অনেক প্রকার বিষয় ও শক্তিকে প্রভাবিত করিয়া পরোক্ষ-ভাবে দামগুরের উঠানামার উপর নিজম্ব প্রভাব বিস্তার করে। যেমন, কেইন্সের মতে, টাকার পরিমাণ বাড়িলে, অস্তান্ত সকল কিছু সমান অবস্থায়, উহার প্রথম প্রভাব হইবে স্থানের হারের উপর। লোকের নগদ-পছন্দ সমান আছে ধরিয়া লইলে তাহারা কি পরিমাণ নগদ টাকা হাতে রাখিতে চায় তাহা মোটামূটি ছির। এই অবস্থায় টাকার পরিমাণ বাড়িলে ঋণের বাজারে বেশি টাকা আসিয়া যাইবে, তাই কম স্থাদে ঋণ পাওয়া সম্ভব হইবে, অর্থাৎ স্থাদের হার ব্রাস পাইবে। স্থাদের হার কমিলে দেশে বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে, অনিয়োজিত উপাদানসমূহ ক্রমে নিযুক্ত হইতে থাকিবে। কেইন্স তাই কোন কোন শক্তির জন্ম প্রভাবের মাধ্যমে টাকা দামস্তরকে পরিমাণে পরিবর্তনের অনুপাতে কর্মসংস্থান বাড়ে; এবং অনুপাতে দাম পরিবর্তিত হয়।"*

টাকার পরিমাণে পরিবর্তন কোন দেশের অর্থ নৈতিক কাঠামোর বিভিন্ন স্তবে কিন্ধপে প্রবেশ করে তাহা এখন আমরা মোটামুটি বুঝিতে পারিয়াছি। অনেক সময় বিষয়টি সহজ ও সরল করার উদ্দেশ্যে আমরা বলিতে পারি যে, টাকা এমন এক ধরনের মদ যাহা অর্থ নৈতিক দেহের অঙ্গপ্রতাঙ্গকে সতেজ রাখে। কিন্ত মনে রাথা দরকার যে, পানাধার ও অধরের মাঝে বছবার খুলনের সম্ভাবনা আছে (several slips between the cup and the lip) ৷ টাকার পরিমাণে পরিবর্তন ফদের হার কমাইয়া দিবে, ইহা আশা দেই পথে কি কি বাধা করা যায় বটে, কিন্তু টাকার পরিমাণ অপেক্ষা লোকের দেখা দিতে পারে নগদ পছন্দ বেশি বাডিতে থাকিলে ইহা ঘটিতে পারে না। আবাব স্থানৰ হাবে হাস দেশে বিনিয়োগের পরিমাণ বাডাইবে বলিয়া আশা করিতে পারি, কিন্তু ইহা সম্ভব হইবে না যদি মুলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা স্থদের হারের তুলনায় অধিক হারে কমে । আবার, আমাদের আশা হইল বিনিয়োগের পরিমাণে বৃদ্ধি দেশে কর্মসংস্থান বাড়াইবে, কিন্তু যদি ভোগপ্রবণতা ব্রাস পাইতে থাকে, তবে हैका मुख्युशत व्य ना । मुर्वास्था, यपि कर्ममः स्थान वार्ष, एत पामस्थत वृद्धित মাতা নির্ভর করিবে দেশের উৎপাদন-কাঠামো হইতে যোগান বাডাইবার ক্ষমতার

^{* &}quot;So long as there is unemployment, employment will change in the same proportion as the quantity of money; and when there is full employment price will change in the same proportion as the quantity of money." Keynes, General Theory, P. 296.

উপর (physical supply functions) এবং টাকার হিদাবে মজ্রী বাড়িবার উপর।*

উপরের এই আলোচনা হইতে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারি যে, টাকার পরিমাণে বৃদ্ধি এবং কার্যকরী চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি ঠিক নির্দিষ্ট একই হারে ঘটে, ইহা আমরা ধরিয়া লইতে পারি না। এবং টাকার পরিমাণ বাড়িলেই কার্যকরী চাহিদা বাড়িল, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বাড়িতে থাকিল, সোজা লাইন ধরিয়া সমাজ একেবারে সরাসরি পূর্ণ কর্মনিযোগ স্তরে পৌঁছিয়া গেল—পথ এত সরল নহে। টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি ও আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি, এই উভয়ের সম্পর্ক অতীব জটিল—অন্তত কোনরূপ পরিমাণগত ভবিদ্যুদ্বাণী টাকার পরিমাণ বৃদ্ধির ইহাদের সম্পর্কে করা চলে না। টাকার পরিমাণ বৃদ্ধির কল কিসেব উপর হালের সম্পর্কে করা চলে না। টাকার পরিমাণ বৃদ্ধির কল কিসেব উপর কল নির্ভর করে: (ক) নগদ-পছন্দের উপর ইহার প্রভাব, (থ) গুণকের আয়তন, এবং (গ) মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতার উপর ইহার প্রভাব – এই সকল বিষয়ের উপর। সঠিকভাবে ইহাদের কাহারও সম্বন্ধে পূর্ব হইতেই পরিমাণগত পরিমাপ করা চলে কি ?

দামস্তবে স্বয়কালান পরিবর্তন আনয়নকারী বিষয়সমূহ—(Factors bringing Short Period changes in the Price level)

ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের মতে টাকার পরিমাণে পরিবর্তন হইলে দামস্তরে পরিবর্তন আসে। টাকার পরিমাণ বাড়িনে দামস্তর বাড়ে, ইহার পরিমাণ কমিলে দামস্তর কমে; পরস্পারের এই সম্পর্ক প্রত্যক্ষ ও সমান্ত্রপাতিক।

^{* &}quot;We are able to catch a glimpse of the way in which changes in the quantities of money work their way into the economic system. If however we are tempted to assert that money is the drink which stimulates the system to activity, we must remind ourselves that there may be several slips between the cup and the lip. For whilst an increase in the quantity of money may be expected cet par., to reduce the rate of interest, this will not happen if the liquidity preterences of the public are increasing more than the quantity of money; and whilst a decline in the rate of interest may be expected cet. par., to increase the volume of investment, this will not happen if the schedule of marginal efficiency of capital is falling more rapidly than the rate of interest; and whilst an increase in the volume of investment may be expected, cet. pir., to increase employment, this may not happen if the propensity to consume is falling off. Finally, if employment increase, prices will rise in a degree partly governed by the shapes of the physical supply functions and partly by the liability of the wage-unit to rise in terms of money. And when output has increased and prices have risen, the effect of this on liquidity preference will be to increase the quantity of money mecessary to maintain a given rate of interest." Keynes, Gestal Theory, P. 173.

আধুনিক ধনবিজ্ঞানীদের মতে, দেশের সাধারণ দামন্তর নির্ভর করে সমাজের মোট ব্যয় এবং মোট উৎপাদন-পরিমাণের উপর। মোট ব্যয় নির্ভর করে মোট আয়ের উপর। যদি আয়ের পরিমাণ কমিয়া যায় তবে ব্যয়ের পরিমাণ নিশ্চয় ব্রাস পাইবে, দামন্তরও কমিয়া যাইবে, যদি উৎপাদনের পরিমাণ সমান থাকে। তাই বলা হয় যে, আয়ন্তরে উঠানামা-ই দামন্তরে উঠানামা ঘটায়ঃ টাকার পরিমাণে পরিবর্তন ইহা ঘটায় না। টাকার পরিমাণ কারণ নয়, ইহা কার্যফল, মোট ব্যয়ে পরিবর্তনের ফল। যে টাকা ব্যয় হয় তাহাই সমাজে বিভিন্ন উপাদানের মালিকের আয়, তাই মোট ব্যয় – মোট আয়। দামন্তর হইল মোট জাতীয় আয়÷মোট উৎপন্ন অর্থাণ P = Y/O. মোট উৎপন্ন অর্থাণ O সমান অবস্থায়, য়ি V বাড়ে তবে O বাড়িবে, যদি V কমে তবে O কমিবে।

এই আয়স্রোতে বা ব্যয়স্রোতে পরিবর্তনের মূলে রহিয়াছে দঞ্চ ও বিনিয়োগের পরিমাণে পরিবর্তন। সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তির আথিক আয় হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের অংশ যোগ করিয়া সমাজের সামগ্রিক সঞ্চয় পাওয়া যায়। কোন ব্যক্তি এককভাবে পূর্বাপেক্ষা নিজের আয়ের অধিক অংশ সঞ্চয় করিতে পাবে, কিন্তু ভাহাতে সমাজের মোট সঞ্চয় বাড়ে না। কোন ব্যক্তির অধিক সঞ্চয়ের ফলে নিশ্চয়ই কোন না কোন দ্রবেংব সঞ্চয়ে পরিবর্ত ন হইলে বিক্রেতার আয ক্রিয়া যাইবে, ফলে তাহার সঞ্চয় কমিবে। হৃতরাং, ইহাতে স্মাজের মোট সঞ্চয়ের বৃদ্ধি হইবে না। কোন ব্যক্তির ব্যয় বৃদ্ধি হইলে সমাজের অন্তান্থ ব্যক্তির আয় বৃদ্ধি হয়, কোন ব্যক্তিব বয়ে কমিলে অন্তান্ত ব্যক্তির আয় কমিয়া যায়। কিন্তু সমাজের সামগ্রিক সঞ্চয় নির্ভর করে মোট জাতীয় আয় ও গড় সঞ্চয় প্রবণতার (Propensity to save) উপর। দেশে গড় সঞ্চয়-প্রবণতা বাড়িয়া গেলে, অর্থাৎ আয়ের সহিত স্ক্রের অনুপাত বুদ্ধি পাইলে মোট স্ক্রের পরিমাণ বাড়িযা যাইবে। পূর্বাপেক্ষা মোট আর্থিক আয়ের কম অংশ ভোগদ্রব্য ক্রয়ে ব্যয়িত ছইবে, ভোগ্য দ্রব্যের দামন্তর কমিয়া যাইবে। অপরপক্ষে, সঞ্চয়প্রবণতা কমিয়া গেলে মোট আহ্রিক আয়ের অধিক অংশ ভোগদ্রব্য ক্রায়ে ব্যয়িত হওয়ায়, উহাদের দামন্তর বাড়িবার ঝোঁক দেখা দিবে।

বিনিয়োগ বলিলে বুঝা যায়, নুতন মুলধনী দ্রব্যোৎপাদনে অর্থ লগ্নী করা !

সমাজ অপূর্ণ কর্ম-নিযোগেব স্থবে থাকিলে বিনিযোগ বৃদ্ধি হইলে অনিযোজিত
উপাদানসমূহেব নিযোগ বাভিতে থাকে। নৃতন কাজে
নিযুক্ত এই সকল উপাদানেব মালিকদেব আর্থিক আয় বৃদ্ধি
পায় এবং তাহাবা ভোগদ্রব্য ক্রেয়ে অবিক ব্যয় কবিতে থাকায়
দ্রব্যসামগ্রীব চাহিদা, উৎপাদনেব পবিমাণ, উপাদানেব নিযোগ, আর্থিক আয়
ক্রেমে বাভিতে থাকে। কোন কোন উপাদানেব পবিমাণ দেশে কম থাকিলে
তাহাদেব পূর্ণনিযোগ ঘটিবে, দাম বাভিতে থাকিবে, উৎপাদনেব ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে,
দামস্তবও ক্রমে বাভিয়া যাইবে। সমাজ পূর্ণনিযোগের স্ত'ব পৌছিলে বা তাহাব
পূর্বেই তাই বিনিযোগ-বৃদ্ধিব ফলে দামস্তব বাডে। দেশে বিনিযোগ কমিলে ইহাব
বিপবীত ফলাফল হইবে। উপাদানসমূহেব নিযোগ কম হইবে, তাহাদেব আর্থিক
আয় কমিয়া যাইবে, দ্রব্যসামগ্রীব উপব সমাজেব মোট ব্যয় কমিতে থাকিবে,
দামস্তবও প্রাস্ পাইতে থাকিবে।

স্থতবাং কোন একটি নির্দিষ্ট সম্থেব মধ্যে সঞ্চণ প্রবণতা ও বিনিযোগেব পরিমাণেব উপব দেশেব আভ্যন্তনীণ দামস্তব নির্ভব করে। কিন্তু সাধাবণত দেখা যায়, সঞ্চয-প্রবণতা মোটামুটিভাবে স্থিব ও অপবিবর্তনশীল। লোকেব অভ্যাস, জীবনযাত্রাব মান সম্পর্কে তাহাদেব চিন্তা ধাবণা প্রভান উপব ইহ। নির্ভবশীল, দীর্ঘকালে ইহাব পরিবর্তন ঘটিলেও স্কলকালীন বিশ্লেষণে ইহা মোটামুটিভাবে স্থিব। স্থতবাং, বিনিযোগেব পরিমাণে পরিবর্তনই প্রধান শক্তি ইহাব ফলেই স্কলকালে দামস্তবে পরিবর্তন আহে। বিনিযোগেব পরিমাণে পরিবর্তন করে, দামস্তব তাহাব ফলে পরিবর্তিত হয়।

মনে বাখা দবকাব, পৃথকভাবে কোন একটি দ্রব্যেব দাম নির্ভব কবে উহাব উৎপাদন-ব্যযেব উপব এবং উৎপাদনেব পবিমাণ পবিবৃতিত হইলে দেই
উৎপাদন-ব্যযে পবিবৃত্তন আদে। দেশে টাকাব পবিমাণে
পৃথকভাবে কোন
স্তব্যের দামে পরিবৃত্তন পবিবৃত্তন অভাবে কোন বিশেষ-দ্রব্যেব
দামেব উপব প্রভাব বিস্তাব কবে না। তবে, টাকাব
পবিমাণে পবিবৃত্তন হইলে স্থাদেব হাবে পবিবৃত্তন ঘটিয়া উৎপাদন-ব্যয়ও
পবিবৃত্তিত হইতে পাবে। সঞ্চয় ও বিনিষোগেব পবিবৃত্তন সমাজেব আর্থিক
আয় ও কর্মনিযোগেব পবিমাণে পবিবৃত্তন আনে, স্থতবাং বিভিন্ন দ্রব্যেব

চাহিদাও পৃথকভাবে প্রভাবান্বিত হয়। এইরূপে সমাজের সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বিভিন্ন দ্রব্য-সামগ্রীর দামের উপর পৃথক পৃথক ভাবেও প্রভাব বিস্তার করে।*

মুজাক্ষীভি (Inflation)

মুদ্রাক্ষীতির বিভিন্ন হত্ত্বের ইতিহাস আলোচনা করিলে মোটামুটি ছুইটি পৃথক ধারা দেখিতে পাওয়া যায় — উহার মধ্যে একটি ধারা অতি প্রাচীন, অপরটি গত অর্ধশতাব্দীর মধ্যে গড়িয়া উঠিযাছে। ইহাদের মধ্যে প্রথম বা প্রাচীন ধারাটি টাকার পরিমাণ-তত্ত্বের কোন না কোন রূপ ব্যাখ্যার ভিন্তিতে প্রতিষ্ঠিত। এই মত অন্থায়ী দেশে টাকার পরিমাণ-বৃদ্ধির ফলে যদি দামস্তর্ম পরিমাণ-তত্ত্বের ধারা বাড়ে, তবে তাহাকে মুদ্রাক্ষীতি বলে। টাকার সঙ্গে বিনিময়্যোগ্য দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণ-বৃদ্ধির তুলনায় দেশে টাকার পরিমাণ বাড়ে বলিয়া মুদ্রাক্ষীতি ঘটে, ইহাই মুদ্রাক্ষীতির কারণ ও বৈশিষ্ট্য। প্রকৃতপক্ষে, এই ধরনের মতান্থায়ী টাকার পরিমাণে যে কোন বৃদ্ধিকেই মুদ্রাক্ষীতি বলিয়া মনে করা হইত। টাকার পরিমাণের উপর অহত্ত্বেক এই অস্বাভাবিক জোর দেওয়ায় অনেক সময় ভুল ব্যাখ্যা ও দিদ্ধান্তে পোঁছিতে হইত। যেমন, অর্থ নৈতিক সংকটের সময়ে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সাহায্য লইয়া যদি সরকার বেশি নগদ টাকা বাজারে ছাড়িজ তবে তাহাকেও অনেক সময় মুদ্রাক্ষীতি বলিয়া বিরোধিতা করা হইত।

এই সম্পর্কে হিতীয় মত বা ধারার স্থ্রপাত হয় 'Lectures on Political Economy' নামক গ্রন্থে উইক্সেলের দামস্তর সম্পর্কে আলোচনা হইতে। তাঁহার অভিমত ছিল এই যে, ঠিক যেমন কোন একটি দ্রব্যের দাম নির্ধারণ করা হয় উহার চাহিদা ও যোগান ছারা, সেইরূপ সাধারণ দামস্তর বাড্তি চাহিদান্তরেব নির্ভর করে এইরূপ দামস্তরের অন্তর্ভুক্ত দ্রব্যসামগ্রীর মোট ধার। চাহিদা এবং মোট যোগানের উপর। "স্ইডিশ" মুদ্রাস্ফীতি তত্ত্ব, অনেকাংশেই এই উইক্সেলীয় ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে ও উহার পরবর্তীকালে ইহারই ভিন্তিতে মোটামুটি এই তত্ত্ব গড়িয়া উঠিয়াছে।

টাকার পরিমাণের দিকে লক্ষ্য কম রাথিয়া যথনই দ্রব্যসামগ্রীর জন্ম চাহিদা ও উহার' যোগানের দিকে চিন্তা করা যায়, তথনই 'বাড়্তি চাহিদার ধারণা' (concept of excess demand) ক্রমশ স্পষ্ট হইয়া উঠে। পূর্ণ প্রতিযোগিতা-

সঞ্য় ও বিনিয়োগ সম্পর্কে পূর্ণতর আলোচনা আয় ও কর্মসংস্থান তত্ত্ব আলোচনার
 সময়ে কয়া হইয়াছে।

মূলক কোন এক বিশেষ দ্রব্যের চাহিদা ও যোগান বেখা ছুইটিব দিকে লক্ষ্য রাখিলে আমবা মনে করিতে পাবি যে, 'বাড্তি চাহিদা' হইল নির্দিষ্ট দামে মোট চাহিদা ও মোট যোগানে পার্থক্য। নির্দিষ্ট কোন দামে এই বাড্তি চাহিদা ধনাত্মক, শৃক্ত বা ঋণাত্মক (positive, zero, or negative) তিন প্রকাবই হুইতে পাবে।

'বাড্ তি চাহিদা'-ব এই ধাবণা ক্রমশ উন্নত হইযা বর্তমানকালে মুদ্রাক্ষীতিব ব্যবধান (Inflationary Gap) ক্রপে আলোচিত হইডেছে। মুদ্রাক্ষীতিব তাপ পরিমাপ করার উদ্দেশ্যে আজকাল এই ফ ক বা অবকাশ বা ব্যবধান (Gap) আলোচিত হইতেছে। লর্ভ কেইন্স প্রথমে How to pay for the war গ্রন্থে এইরূপ আলোচিনাব স্ক্রপাত করেন। তবে 'মুদ্রাক্ষীতির ব্যবধান' এই কথাটি প্রথমে ব্রিটেনের চ্যান্সেলর অব্ এক্সচেকার 1941 সালে কমস্স সভাষ বক্তৃতাকালে ব্যবহার করেন।

মূদ্রাক্ষীতিব বাববান কাহাকে বলে ? মূদ্রাক্ষীতি হাক হওযাব পূর্বে জিনিদ-পরেব দামকে বলে মূল দাম (base prices); বাজাবে বিক্রযযোগ্য জিনিদকে মূল দাম দিয়া গুণ কবিলে যাহা পাওয়া যায় তাহা হইতে দন্তাব্য বা প্রত্যাশিত অর্থাৎ ভবিষ্যৎ ব্যয়েব আধিকা বা বাড্তিটুকু হইন মূদ্রাক্ষীতিব বাবধান (An excess of anticipated expenditure over available output at base prices)। ইহাকে স্থ্যেব আকাবে প্রকাশ কবা চলে :

মূলাক্ষীতিব ব্যবধান = প্রত্যাশিত ব্যয — বিক্রযযোগ্য জিনিসপত্র × মূল দাম।
মূল দাম (base prices) দিয়া বিক্রযযোগ্য জিনিসপত্র কিনিতে যে পবিমাণ
টাকাব দবকাব যদি সম্ভাব্য ব্যয তাহাই থাকে তবে কোন মূলাক্ষীতিব ফ'াক দেখা
দেয় না দামগুরও বাডে না। সাধারণত, বিক্রযযোগ্য দ্রবাদিব মূল্য ও জাতীয
আয সমান, স্বতবাং এক্লেত্রে কোন ব্যবধান স্বষ্ট হইতেছে না, দামগুর স্থিব আছে
ও আর্থিক ভাবসাম্য বজায আছে। কিন্তু যদি পুরাণাে
এই ক'াক কেমন করিয়া
মূলাক্ষীতি বা দামগুরে
বা অর্থেব স্রোতধারা বাডাইয়া দেওয়া হয তাহা হইলে দেশের
সম্ভাব্য ব্যয বাড়িয়া যাইবে। এইক্রপে সম্ভাব্য ব্যয অধিক
হইলেই বিক্রয-যোগ্য দ্রবাদির পরিমাণ সমান থাকায় জিনিসপত্রের দাম বাড়িতে

থাকে; মূল দামসমূহের উপর অধিক ব্যয়ের চাপ পড়ে, দামস্তর বাড়ে ও মূদ্রাক্ষীতির উদ্ভব হয়। যেমন, ধরা যাউক, মূল দামসমূহের হিসাবে বাজারে বিক্রয়যোগ্য জিনিসপত্রের মোট মূল্য হইল 1000 টাকা। সন্তাব্য ব্যয় যদি 1000 টাকাই থাকে তাহা হইলে মূদ্রাক্ষীতি হইবে না; কিন্তু যদি সম্ভাব্য ব্যয়ের পরিমাণ 1400 টাকা হয়, তাহা হইলে এই 400 টাকা বিক্রয়-যোগ্য জিনিসপত্র কেনাতে খরচ হইতে চাহিবে; ফলে দ্রব্যাদির দাম বাড়িয়া যাইবে। এক্ষেত্রে মূদ্রাক্ষীতি আনয়নকারী ব্যবধান হইল 400 টাকা।

সম্ভাব্য-বায়ের পরিমাণ স্থির হয় ভোগ-সঞ্চয়ের ধরন ও কর-কাঠামোর

(Consumption-savings patterns plus the tax
কিরণে এই কাঁক structure) সন্মিলিত প্রভাবের দ্বারা; বিক্রয়যোগ্য
স্থানির পরিমাণ স্থির হয় কর্ম-সংস্থানের অবস্থা ও যন্ত্রকৌশলগত কাঠামোর দ্বারা (conditions of employment plus the technological structure)। নিচের উদাহরণ হইতে কিরূপে মুদ্রাম্ফীতির ব্যবধান স্থাই হয়, তাহা আরও স্পাষ্ট বুঝা যাইবে।

বর্তমানের জাতীয় আয় ও দ্রব্যাদির উৎপাদন ব্যয়=1600 টাকা বিভিন্ন প্রকার কর (কেন্দ্রীয় প্রাদেশিক বা স্থানীয়)=200 টাকা তাহা হইলে, ব্যয়োপযোগী আয় বা সম্ভাব্য ব্যয়=1400 টাকা মোট জাতীয় আয় (মূল দামসমূহের হিসাবে)=1100 টাকা

মোট জাতার আয় (মূল দামসমূহের হিসাবে)=1100 চাকা
(অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতির পূর্বেকার দামসমূহের হিসাবে)

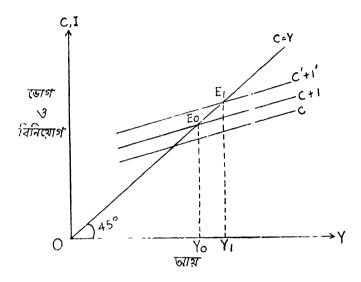
আত্মভোগ (Self-consumption) বা বিক্রয়ের জন্ম বাজারে অনুপন্থিত দ্রব্যাদির মূল্য=100 টাকা

স্থতরাং মুদ্রাম্<u>কীতি আনয়নকারী ব্যবধান=400</u> টাকা।

আসলে অবশ্য 1400 টাকার ব্যয়োপযোগী আয় সবটাই ব্যয় হয় না, কিছুটা সঞ্চিত হয়। যদি সাভাবিক অবস্থায় জনসাধারণ শতকরা 10% সঞ্চয় করে তাহা হইলে 140 টাকা সঞ্চিত হইবে এবং 1260 টাকা (1400-140) দ্রব্যাদি ক্রয়ে ব্যয়িত হইতে চাহিবে। এমতাবস্থায়, প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতির ফাক হইল 260 টাকা (1260-1000)। এই মুদ্রাস্ফীতির ফাক ধারণাটিকে আমরা পরপৃষ্ঠার ছবির সাহায্যে প্রকাশ করিতে পারি:

উপরের চিত্রটিতে লম্বমুখী অক্ষে ভোগ ও বিনিয়োগ এবং ভূসমান্তরাল অক্ষে আর পরিমাপ করা হইতেছে। 45° রেখাটিতে দেখান হইতেছে, সকল আয়ই

ভোগব্যয় হইয়া যায়, উহাকে শূন্ত-সঞ্গ্যের রেখা (zero saving function) বলিতে পারা চলে। বিভিন্ন আয়ের স্তরে কিন্নপ মোট ভোগব্যয় হয় উহা C রেখা



দারা বোঝা যাইতেছে। বিভিন্ন আয়ের স্তরে মোট ভোগব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যয় মিলিতভাবে প্রকাশ করিতেছে C+1 রেখা। ইহা C রেখাটির উর্ধ্যে অবস্থিত, কারণ ভোগব্যয় + বিনিয়োগব্যয় কেবলমাত্র ভোগব্যয় হইতে বেশি। মোট আয় = ভোগব্যয় + বিনিয়োগব্যয়, তাই $E_{\rm c}$ বিন্দুতে ভারসাম্যের আয়স্তর অর্থাৎ ${\bf OY}_{\rm c}$ দেখা যাইতেছে। এই ${\bf OY}_{\rm c}$ আয়স্তরে পূর্ণকর্মসংস্থান বজায় আছে ধরা হইতেছে।

এই অবস্থায় সমাজে সরকারী ও বেসরকারী ভোগ ও বিনিয়োগব্যয় বাড়িয়া গেল। C+I রেখাট উপের্ব উঠিল, ইহা এখন C'+I' রেখায় পরিণত হইল। ফলে নৃতন আয়স্তর Y_1 দেখা দিবে। মোট উৎপন্ন হইল $E_{\circ}Y_{\circ}$, পূর্ণ কর্মসংস্থান থাকায় ইহা আর বাড়িতে পারিল না, অথচ জাতীয় আয় E_1Y_1 (অথবা OY_1) ইহা হইড়ে বেশি। E_1 হইতে E_{\circ} -র লম্মুখী দ্রম্বই মুদ্রাম্ফীতির ব্যবধান। এই ব্যবধান দ্র না হইলে $E_{\circ}Y_{\circ}$ -র দাম বৃদ্ধি পাইবে। এই ব্যবধান পূর্ণ করিতে হইলে (ক) সম্ভাব্য ব্যয়ের পরিমাণ কমাইতে হইবে, হয় কর বসাইয়া বা সঞ্চয় বাড়াইয়া, অথবা (খ) বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যাদির পরিমাণ বাড়াইতে হইবে।

আমরা জানি যে, পূর্ণনিয়োগ স্তরের পরেই একমাত্র প্রন্থত মুদ্রাক্ষীতি

(True Inflation) দেখা দিতে পারে। অপূর্ণ কর্মপ্রকৃত মুদ্রাক্ষীতি

নিয়োগের স্তরে টাকার পরিমাণে বৃদ্ধি হইলে স্থদের হার
কমিবে এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধি হইবে, অনিযোজিত উপাদানসমূহের নিয়োগ বৃদ্ধি
পাইবে, দ্রব্য সামগ্রীর উৎপাদন বাড়িবে। এইক্লপে সমাজ পূর্ণ কর্মনিযোগের
স্তরে পৌছিবে। তাহার পর টাকাব পরিমাণে বৃদ্ধি দ্রব সামগ্রীর উৎপাদন বা
উপাদানের নিয়োগ বাডাইতে পারিবে না, ফলে দামস্তর বাডাইযা দিবে।*

অনেক সময পূর্ণ কর্মনিযোগেব স্তরে পৌছিবার পূর্বেই দামস্তর বৃদ্ধি পায়,
এরূপ অবস্থাকে কেইন্স আংশিক মৃদ্রাফীতি (Partial Inflation) বলিযাছেন।
শিল্পে অনুনত দেশে বা উন্নত দেশেও পূর্ণ কর্মনিযোগ স্তবে পৌছিবার পূর্বেই এইরূপ
আধা-মৃদ্রাফীতি (Semi Inflation) দেখা দিতে পারে। এইরূপ আধামৃদ্রাফীতির চটি কারণ আছে। কে) প্রথমত, বর্ধিত টাকার সকল পরিমাণ
কর্মসংস্থান ও দ্রব্যোৎপাদন বাড়াইবার কাজে নিয়োজিত না হইতে পারে। যেমন,
ব্রেসায়ীরা বর্ধিত টাকার কিছুটা ফাট্কাবাজারে খাটাইয়া দ্রব্যসামগ্রীর দাম
বাড়াইয়া দিতে পারে, এইরূপ কয়েকটি দ্রব্যের দাম বাড়িলে
আংশিক মৃদ্রাফীতির
তাহা অপনাপর দ্রব্যের দামবৃদ্ধির জন্ম চাপ দেয়। এই
কারণসমূহ
অবস্থায় টাকার পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে দ্রব্যসামগ্রীর বাজার
তেজী না হইয়া শেয়ার বা ডিবেঞ্চারের বাজার তেজী হইয়া উঠিতে পারে।

খে) দ্বিতীয়ত কোন উপাদান বা উপকরণের সকল ইউনিট নিপুণতার দিক হইতে সমান নয়। নিপুণ ইউনিটগুলি প্রথমেই নিযুক্ত হইয়া যায়; উৎপাদন বাড়িলে ক্রমে অপেক্ষায়ত কম নিপুণ ইউনিট বা একেবারে অনিপুণ ইউনিটগুলির সাহায্যে উৎপাদন বাড়াইবার চেষ্টা করা হয়। ইহার কলে উৎপাদনব্যয় বাড়িতে থাকে এবং দামত্তর বৃদ্ধির দিকে প্রবণতা দেখা যায। (গ) তৃতীয়ত, কতকগুলি উপাদানের যোগান খুবই কম থাকিতে পারে, কলে অন্তান্ত উপাদানসমূহ বেকার অবস্থায় থাকিলেও দ্রবাসামগ্রীর উৎপাদন আরও বাড়ান অসম্ভব হৃইয়া উঠিতে পারে। যে সকল উপকরণের যোগান হঠাৎ সীমাবদ্ধ হইয়া

^{*}তবে পূর্ণ কর্মনিয়োগের স্তরে পৌছিয়া যদি ক্রমাগত শ্রমিকের উৎপাননক্ষমতা বাড়াইয়া
দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন বাড়ান হয়, তাহা হইলে মুম্বাফীতি না-ও ঘটিতে পারে। কিন্তু ব্লকালে
শ্রমিকের উৎপাদনক্ষমতা বাড়ান সম্ভব না-ও হইতে পারে স্বতরাং ততদিন মুল্রাফীতি চলিতে
ধাকিবে।

পড়ায় উৎপাদন বৃদ্ধিতে "প্রতিবন্ধকের" (Bottlenecks) করি হইয়াছে, তাহাদের পরিবর্তে অন্থ উপকরণ ব্যবহার করা সম্ভব হইলে দামস্তরে বৃদ্ধি কম হইবে। এইরূপ অবস্থায় দামস্তরে বৃদ্ধির পরিমাণ নির্ভর করে ওই সকল উপকরণের বিনির্দিষ্টভার মাত্রার উপর (degree of specificity)। (ঘ) চতুর্যত, নবনিমৃক্ত উপকরণের সাহাযে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওযার সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন প্রমিকদল মজুরি বৃদ্ধির জন্ম চাপ দিতে পারে, কারণ ব্যবসামবাণিজ্যের উল্লের স্তরে দ্রব্যমূল্য কিছুটা বাড়ে। মজুরি বৃদ্ধি হইলে ভালা ছুই ভাবে দামস্তরকে বাড়াইয়া দেয় : দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় বাড়াইয়া এবং দ্রসামগ্রীর চালিদা বৃদ্ধি করিয়া। (৬) পঞ্চমত, ম্লাকালে ঘার্মের মাত্রা স্থির রাখিয়া উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টায় প্রান্থিক ও গড় উৎপাদনব্যয় কিছুটা বাড়ে এবং দামস্তর বৃদ্ধি হইতে থাকে।

মুদ্রাম্ফীতির প্রকার ভেদ (Types of Inflation)

লর্ড কেইন্স্, তাঁহার 'Treatise on money' এন্থে চারিপ্রকার মুদ্রাক্ষীতির কথা বলিয়াছেন; (ক) দ্রব্যক্ষীতি (Commodity Inflation), (খ) মূলধনী দ্রব্যক্ষীতি (Capital Inflation), (গ) মুনাফার্কপে মুদ্রাক্ষীতি (Profit Inflation) এবং (ঘ) আয়রূপে মুদ্রাক্ষীতি (Income Inflation)।

দ্রব্যক্ষীতি (Commodity Inflation) বলিলে বোঝা যায়, দেশে সঞ্চের পরিমাণের তুলনায় বিনিয়োগের বায় বৃদ্ধি পাইযাছে (The excess in the cost of investment over the volume of saving); অর্থাৎ ভোগ্যদ্রবাসমূহের উৎপাদন বায়ের তুলনায় উহাদের দামস্তারের বৃদ্ধি বেশি হইয়াছে।

মুলধনী দ্রব্যক্ষীতি (Capital Inflation) বলিলে বোঝা দ্রব্য ও মূলধনী দ্রব্যক্ষীতি যায়, এই অবস্থায় নূতন মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয়ের

তুলনায় উহাদের দামস্তর বৃদ্ধি পাইয়াছে। নূতন-মূলধনী দ্রব্যের দামস্তরে বৃদ্ধি টাকার জ্রহক্ষমতাকে প্রথমেই কমাইয়া দেয় না; কিছুকাল পরে মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদনের পরিমাণে পরিবর্তন আনিয়া দ্রবামূল বৃদ্ধি বা মূদ্রাম্ফীতি ঘটায়।

মুনাফার্কপে মুদ্রাক্ষীতি তখন ঘটে যে অবস্থায় দ্রবামূল্য স্থির আছে, কিন্তু উৎপাদনের ব্যয় কমিয়া যাওয়ায় মোট মুনাফা পূর্বাপেক্ষা অধিক হইতেছে। আয়ক্কপে মুদ্রাক্ষীতি হইল যে অবস্থায় পূর্বের তুলনায় বর্তমানে উৎপন্ন দ্রবা- পিছু পারিশ্রমিক বৃদ্ধি পাইয়াছে অর্থাৎ দক্ষতাজনিত পারিশ্রমিকের হার (rate of efficiency-earnings) বাড়িয়া গিয়াছে।

পরবর্তী কালে, কেইন্স্ প্রকৃত মুদ্রাক্ষীতি (True Inflation) এবং ভ্যা মুদ্রাক্ষীতির (False Inflation) মধ্যে পার্থক্য করিয়াছেন। পূর্ণ কর্মসংস্থানের পূর্বে কোন কোন উপাদানের যোগান কম থাকায় বা বিভিন্ন প্রকৃত ও ভূয়া প্রকাক্ষীতির ক্ষেষ্টি করিতে পারে। অনেক সময় প্রকৃত মুদ্রাক্ষীতিকে পূর্ণ মুদ্রাক্ষীতি (Full Inflation) এবং ভূয়া মুদ্রাক্ষীতিকে আংশিক মুদ্রাক্ষীতি (Partial Inflation) বলা হয়।

অধ্যাপক পিশুর মতে মুদ্রাক্ষীতি ছুই প্রকারের ঃ ঘাট্তি ব্যযের চাপজনিত (Deficit-Induced) বা মজুরির চাপজনিত (Wage-induced)। দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় এবং দামস্তরের বৃদ্ধির জন্ম, যুদ্ধের প্রয়োজনে বা বিশেষ কারণে সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি পাইলে সমাজে মজুরি-উছুত আয়ের পরিমাণ বাড়ে এবং এই আয়বৃদ্ধির ফলে দামস্তর বাড়িতে থাকে। দামস্তর বৃদ্ধি পাইলে সরকারী ব্যয় আরও বাড়াইতে হ্য, নৃতন অর্থ স্ট্টে করিয়া সেই ব্যয় বাড়ান হয়, ফলে মুদ্রাক্ষীতির আরও প্রসার ঘটে। ইহাকে ঘাট্তিব্যয়জনিত মুদ্রাক্ষীতি বলে।

দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় এবং দামন্তরের বৃদ্ধির দক্ষণ শ্রমিকগণের সংঘবদ্ধ চাপের ফলে মজ্রির পরিমাণ বাড়িলে উৎপাদন-ব্যয় আরও বৃদ্ধি পায়; বর্ধিত মজ্রি দিবার জন্ম ব্যবদায়ীরা মুনাফা না কমাইয়া দামন্তর বাড়াইয়া দেয়। শ্রমিকগণ পুনরায় মজ্রি বৃদ্ধির জন্ম চাপ দেয়। উৎপাদন-ব্যয় পুনরায় বৃদ্ধি পায় এবং দামন্তর আরও বর্ধিত হয়; এইদ্ধপে চক্রধারায় (Spiral movement) মুদ্রাক্ষীতি বাড়িতে থাকে, দামন্তরে বৃদ্ধি—মজ্রি বৃদ্ধি—দামন্তরে আরও বৃদ্ধি, এইদ্ধপ এক জ্প্রচক্রের (Vicious Circle) ক্তি হয়। ইহাকে মজ্রির চাপজনিত মুদ্রাক্ষীতি বলা হয়।

মূদ্রাক্ষীতি আরও ছুই ধরনের হইতে পারে, অবাধ মূদ্রাক্ষীতি (Open Inflation) এবিং দমিত মূদ্রাক্ষীতি (Suppressed Inflation)। সমাজের মোট-আয় ও ব্যয়ের পরিমাণে বৃদ্ধি যথন অবাধভাবে দ্রব্যসামগ্রীর চাহিশা এবং দামন্তর বাড়াইবার স্থযোগ পায় তখন দামন্তরের এই অস্বাভাবিক বৃদ্ধিকে অবাধ মূদ্রাক্ষীতি বেলা হয়। অবাধ মূদ্রাক্ষীতিরোধের কোনরূপ প্রচেষ্ঠা না

হইলে উহা অবশেষে উল্লম্ফনশীল মুদ্রাক্ষীতিতে (Galloping Inflation)
পরিণত হয়। অত্যন্ত দ্রুতগতিতে, অল্প সময়ের মধ্যে
দামস্তরে অনবরত বৃদ্ধিকে, অর্থাং টাকার মূল্যে দ্রুত
পতনকে উল্লম্ফনশীল মুদ্রাক্ষীতি বলা চলে। যদি মুদ্রাক্ষীতি রোধের উদ্দেশ্যে
জনসাধারণের নিকট হইতে অধিক টাকা বা আয় সরাইয়া না আনিয়া দ্রুব্যের
মূল্য-নিয়ন্ত্রণ বা ভোগ-নিয়ন্ত্রণ (রেশনিং) চালু করা হয় অথবা বিনিয়োগের
ক্লেত্রে (Investment-sector) সংকুচিত করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে
দ্রুব্যমূল্য বিশেষ বৃদ্ধি না হইয়াও ব্যান্ধ-আমানতের পরিমাণ ও নগদ টাকার
মন্ত্রের পরিমাণ বাড়িয়া যায়। এইক্রপ অবস্থাকে ক্লিদ্ধাণ দুমিত মুদ্রাক্ষীতি
(Repressed) বলা চলে।

কেন মুদ্রাম্ফীতি ঘটে (Why Inflation)

চাহিদা ও যোগান উভয় দিক হইতেই মুদ্রাক্ষীতির চাপ দেখা দিতে পারে। এক্ষেত্রে চাহিদা বলিলে বোঝা যায় দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়ে ব্যয় করিবার জন্ম সমাজে কি পরিমাণ ব্যয়োপযোগী আয় রহিয়াছে এবং এক্ষেত্রে যোগান বলিলে বোঝা যায় আথিক আয় ব্যয় করা যাইতে পারে এরূপ কি পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী বাজারে রহিয়াছে। চাহিদার দিকে মুদ্রাক্ষীতিকারী প্রধান শক্তিসমূহ (Inflationary forces) হইল: (ক) টাকার যোগান, (খ) ব্যয়োপযোগী আয় (Disposable income), (গ) ভোগকারীদের ব্যয় ও ব্যবসায়ীদের লগ্না, (খ) বৈদেশিক চাহিদা।

ক) ব্যবসাথবাণিজ্য প্রসারের ফলে নগদ টাকার যোগান যেমন বাড়ান হয়, সেইরূপ ব্যবসায়বাণিজ্যের প্রয়োজনেই ব্যাঙ্কৠণের পরিমাণ বা ঋণগত টাকার পরিমাণ বাড়িয়া যায় এবং মুদ্রাক্ষীতি ঘটায়। ব্যাঙ্কৠণের বৃদ্ধি এক সলে মুদ্রাক্ষীতির কারণ ও ফল উভয়ই বটে। (খ) ব্যয়োপযোগী আয় নির্ভর করে কর-কাঠামোর উপর। যদি করভার কমান হয় তাহা হইলে ব্যয়োপযোগী আয়ের পরিমাণ বা মোট বয়য় বাড়িয়া যায়; যদি করভার কারণসমূহ
বাড়ান হয়, তাহা হইলে বয়েয়াপযোগী আয় বা মোট বয়য় কমে। শ্রমিক সংঘের চাপে মজুরি-হারের বৃদ্ধি হইলেও সমাজে বয়েয়াপযোগী আয়ের পরিমাণ বাড়ে। (গ) বয়বসায় সমৃদ্ধির য়ুগে বেশি পরিমাণে নৃতন মুলখন লয়ী হয় এবং এই লয়ী বিভিন্নরূপে, ষেমন শেয়ারের লভ্যাংশ, মজুরি, কাঁচামাল ক্রন্ন, যন্ত্রপাতি ক্রন্ন প্রভৃতি দারা সমাজের আয়স্রোতে প্রবেশ করে। ইহার সহিত "কল্যাণ রাষ্ট্রের" জনহিতকর কার্যে ব্যয় বা অকুনত দেশে অর্থ নৈতিক ক্রমোন্নতির (economic growth) দক্ষণ ব্যয় সমাজের মুদ্রাস্ফীতির ব্যবধান (Inflationary gap) আরও বাড়াইয়া দেয়।

(ঘ) দেশের দ্রব্যসামগ্রীর জন্ম বৈদেশিক ব্যয়ও মুদ্রাস্ফীতির অন্থতম প্রধান কারণ। যদি কোন দেশ নিয়মিতভাবে "রপ্তানির উন্তুত্ত" (Export surplus) বজায় রাখিতে চাহে, তাহা হইলে দেশে আয়-স্তর বাড়ে এবং বিদেশী দ্রব্যের আমদানির পরিমাণ কম হওয়ায় দেশী দ্রব্যের উপরই এই অধিক আয়ের চাপ পড়ে, আভ্যন্তরীণ দামস্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

যোগানের দিক হইতে মুদ্রাক্ষীতি ঘটাইবার অন্ততম মূল কারণ হইল (ক)
উপাদানসমূহের পূর্ণতর নিয়োগ। কাঁচামাল, শ্রমিক ও যন্ত্রপাতির ছ্ম্প্রাপ্যতা

দ্ব্য সামগ্রীর উৎপাদনকে সীমাবদ্ধ করে। (খ) দেশ হইতে
বিদেশে দ্ব্যসামগ্রীর রপ্তানিও আভ্যন্তরীণ যোগান কমাইয়া

দেয়। রপ্তানির উদ্ভ একদিকে আভ্যন্তরীণ আয় বৃদ্ধি
করে, অন্তদিকে দেশে দ্ব্যের যোগান কমাইয়া দেয়। যে সকল দ্ব্যের আভ্যন্তরীণ
চাহিদা বিশেষ শক্তিশালী, তাহাদের অধিক রপ্তানি মুদ্রাক্ষীতির প্রকোপ আরও
বাড়াইয়া তোলে।

সর্বশেষে, একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা মনে রাখা দরকার। টাকার চাহিদা ও যোগান দ্বারা অথবা মোট ব্যয় ও মোট দ্রব্যসামগ্রীর হিসাব দ্বারা মুদ্রাস্ফাতিকে সম্পূর্ণ বর্ণখ্যা করা চলে না; ভবিষ্যুৎ সম্বন্ধে সম্প্রকালীন ও দীর্ঘকালীন ধারণা ও প্রত্যাশা (Expectations) মুদ্রাফীতির প্রত্যক্ষ কারণ না হইলেও ইহার গতিবেগ নির্ণয় করে। ভবিষ্যুৎ সম্বন্ধে আশা ও আন্দাজী ধারণা চারিটি উপায়ে মুদ্রাস্ফীতির প্রসার-বেগকে প্রভাবান্বিত করে। দাম ও আয় স্বর্ণে স্বর্ল ভবিষ্যতে দ্রব্যসাম্প্রীর দাম বাড়িবে, এই ধারণার ফ্**লে** বর্তমানেই বিভিন্ন দ্রব্যের চাহিলার পরিমাণ বাড়িয়া যায়, আশানিরাশা, ভবিষ্যুং সম্বন্ধে বিনিয়োগ-ফলে মুদ্রাক্ষীতির গতিরৃদ্ধি হারু হইতে পারে। (খ) কারীদের ধারণা ভবিষ্যতে আয় বৃদ্ধি হইবে এইরূপ ধারণার ফলেও বর্তমানে দ্রবংসামগ্রীর চাহিদা বাড়িয়া যাইতে পারে। ভবিষ্যতে আয়র্দ্ধির সম্ভাবনা যত প্রবল ততই বর্তমানে দ্রব্যসামগ্রীর চাছিলা বৃদ্ধির সম্ভাবনা ; প্রধানত ইহা নির্ভর করে চাহিদার আয়গত স্থিতিস্থাপকতার (Income elasticity of Demand) উপর। উত্যোক্তাগণ বা ব্যবসায়ীরাও ভবিষ্যৎ আয় বৃদ্ধির ধারণা অসুযায়ী বর্তমানে ব্যয়ের পরিমাণ বাড়াইয়া থাকে। (গ) ভবিষ্যতে মজুরির হার বৃদ্ধি হইতে পারে এই ধারণার ফলে ব্যবসায়ীরা বর্তমানেই দ্রব্যসামগ্রীর দাম বাড়াইয়া দিতে পারে। (ঘ) ভবিষ্যৎ বৈদেশিক চাহিদা সম্বন্ধে ধারণা বর্তমানের উৎপাদন ও দামকে প্রভাবান্বিত করে।

অর্থের মূল্যে পরিবর্তনের ফলাফল (Effects of Changes in the Value of Money):

উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের উপর প্রভাব : দামস্তরে বৃদ্ধি বা দামস্তরে হ্রাস অর্থাৎ মুদ্রাম্ফীতি বা মুদ্রাসংকোচন (Deflation) দেশে উৎপাদনের এবং কর্মসংস্থানের পরিমাণের উপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করে। দামস্তর বাড়িয়া গেলে কর্মনিয়োগের পরিমাণ বাড়ে, উৎপাদনের প্রসার হয়। অধিক মুনাফা লাভের আশায়, ভবিষ্যতে দাম আরও বাড়িবে এই ভরসায়, ব্যবসায়ীগণ উৎপাদন বাড়াইয়া ফেলেন এবং তাহাদের উৎপাদনের উপর প্রভাব বিনিয়োগে বৃদ্ধি সমাজে মোট আয়ের পরিমাণকে আরও বাড়াইয়া মূদ্রাস্ফীতির প্রকোপ ক্রমে প্রবলতর করিয়া তোলে। বিনিয়োগ, উৎপাদন, কর্মসংস্থান, আয় ও দামগুর সকলেই পরস্পরের ঘাত প্রতিঘাতে বাড়িতে থাকে, ঘূর্ণিচক্তের (Spiral) গতিতে ইহারা প্রদার লাভ করে। অর্থ নৈতিক কাজকর্মের এই অস্বাভাবিক বুদ্ধির ফলাফল দকল দময়ে শুভ নহে, উৎপাদন-ক্ষেত্রে অস্বাভাবিকতা ও ফাট্কা মনোভাব বৃদ্ধি পায়, বিকারগ্রস্ত রোগীর স্থায় উত্তোক্তাগণ ও ফাট্কাদারগণ অসঙ্গত আশাবাদের ঝোঁকে সমাজে দ্রব্যের প্রয়োজন ও উহার বিক্রয়-যোগ্যভার কথা চিন্তা না করিয়া অহেতুক উৎপাদনকে ফ্রাপাইয়া তোলেন। এই সকলের পুঞ্জীভূত ফল হইল অধিকোৎপাদন এবং হঠাৎ ব্যবসায়-সংকটের স্থাই, ব্যবসায়-সমৃদ্ধির বুদ্ধুদ হঠাৎ ফাটিয়া গিয়া উৎপাদন, কর্মসংস্থান, আয় ও দামস্তর সকল কিছুকে অস্বাভাবিক ভাবে কমাইয়া দেয়। অবিক্রীত দ্রব্যের বোঝা বাড়িতে থাকে, অস্বাভাবিক নিরাশাবাদের সংকট গভীরতর হইতে থাকে। দামগুর কমিতে থাকিলে উৎপাদন, কর্মসংস্থান, আয়, বিনিয়োগ সবই দ্রুত হ্রাদ পায়। সন্তান্ত্য মুনাফার হার কম থাকায় মুদ্রাসংকোচনের (Deflation) স্বষ্ট হয়।

মনে রাখা দরকার যে, অনুগ্রত দেশসমূহে বা অপূর্ণ কর্মসংস্থানের স্তরে

হিসাবে লাভ হয়।

অক্সমাত্রায মূদ্রাক্ষীতি প্রয়োজনীয এবং উহা উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক বলিয়া আধুনিক ধনবিজ্ঞানীগণ মনে করেন। অর্থ নৈতিক উন্নয়নের সহায়ক হিসাবে, সমাজে বিনিয়োগ বৃদ্ধির উপযোগী পরিবেশ স্থাষ্ট করিতে ইহা সাহায্য করে। তবে, লক্ষ্য রাখা দরকার যেন ইহা নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলিয়া না যায়, আয়স্তরের মধ্যে রাখিয়া ইহাকে প্রয়োজনীয় মাত্রায ব্যবহার করা চলিতে পারে।

ব**ন্টনের উপর প্রভাব:** দেশে জনসংখ্যাব বিভিন্ন অংশের উপর মুদ্রাফীতি বিভিন্ন প্রকার বিস্তার করে, সমাজের একাংশ হইতে সম্পদ অপর অংশের হাতে চলিয়া যায়।

সাধারণভাবে দেখা যায় যে ইহাতে ঋণগ্রহীতাগণের স্থবিধা, কারণ মূদ্রাক্ষীতিতে তাহাদের আয় ও বৃদ্ধি হওয়ায় ঋণপরিশোধের ক্ষমতা বৃদ্ধি হইয়াছে এবং টাকার মূল্য কমিয়া যাওয়ায় তাহারা সমান পরিমাণ টাকা পরিশোধ করিলেও দ্রব্যসামগ্রীর হিসাবে তাহাদের কম পরিশোধ করিতে হইতেছে। দামস্তর বেশি থাকায় টাকার ক্রয়ক্ষমতা কমিয়াছে এবং সেই কম-ক্রয়ক্ষমতাসম্পন্ন ঋণগ্রহীতা ও ঋণদাতা টাকার সাহায্যে ঋণ পরিশোধ করিলে দ্রব্যসামগ্রীর হিসাবে তাহাকে কম দিতে হইতেছে। ঋণদাতাগণের অস্থবিধা, কারণ মূদ্রাক্ষীতির পূর্বে টাকার মূল্য যখন বেশি ছিল সেই অবস্থায তাহারা ঋণ দিয়াছিলেন, এখন সেই ঋণের পরিশোধ হইলেও সমপরিমাণ টাকার দ্রব্যসামগ্রী ক্রযের ক্ষমতা পূর্বাপেক্ষা কমিয়া গিয়াছে। অবশ্য, যদি ক্রয়ক্ষমতা কমে নাই এমন বৈদেশিক মূদ্রায় ঋণের পরিশোধ সে পায় তাহা হইলে ঋণদাতার লোকসান হয় না। তবে সাধারণভাবে দেখা যায় যে, সমাজের ব্যক্তিগণ একই সঙ্গে সাধারণত ঋণদাতাও ঋণগ্রহীতাক্রপে কাজ চালায়। তাই ঋণদাতা হিসাবে কোন ব্যক্তিব লোকসান হইলেও ঋণগ্রহীতা

মূল্রাস্ফীতির সমযে উত্যোক্তাগণের স্থাবিধা হয় কারণ দামস্তর বাড়িলে বেশি
দামে জিনিসপত্র বিক্রয় করিয়া তাহাদের লাভ বাড়িবার সম্ভাবনা। তাহা ছাড়া,
সাধারণত তাঁহারা ঋণগ্রহীতা, স্থতরাং মূদ্রাস্ফীতিকালের কম ক্রয়ক্ষমতা-বিশিষ্ট
টাকার সাহায্যে তাঁহারা ঋণ পরিশোধ করিতে পারে।
উচ্ছোক্তা দাম-বৃদ্ধি এবং ব্যয়বৃদ্ধির মধ্যে কিছুদিন সময়ের ফাঁক
(time-lag) থাকে, যতদিন না পর্যন্ত শ্রামিকের মন্ত্ররি, কাঁচামালের দাম,
যন্ত্রপাতির দাম বা স্থদের হার বৃদ্ধি পায় ততদিন তাহারা দ্রব্যের দাম-বৃদ্ধির

সম্পূর্ণ স্থবিধা লাভ করেন। "স্বাভাবিক মুনাফা" হইতে বাস্তবে-প্রাপ্ত মুনাফার

পরিমাণ খুবই বেশি থাকে। মূদ্রাসংকোচনের সময় উত্যোজ্ঞাগণ ক্ষতিগ্রস্ত হন, কারণ তাঁহারা সাধারণত ঋণগ্রহীতা, এবং তাহা ছাড়া, দ্রব্যের দামন্থাস ও উহার ব্যয়শ্রাসের মধ্যে কিছুকাল সময়ের ফ াঁক থাকে।

দাম ও মজুরি উভয়ের দৌড়ে মজুরি কথনও জেতে না, তাই শ্রমিকগণ বা
মজুরি আয়কারীগণ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হন। তাহাদের আয় স্থির ও নির্দিষ্ট,
ফতরাং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে তাঁহারা নির্দিষ্ট আয়ের দ্বারা কম পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী
পাইয়া থাকেন। দামস্তর বৃদ্ধি হারের তুলনায় মজুরি বৃদ্ধির
শ্রমিক ও বেতনভোগী হার কম থাকে, স্বতরাং দ্রব্যসামগ্রীর হিসাবে তাঁহাদের আয়
কমিয়া য়য়; আর্থিক আয়ের বৃদ্ধি হইলেও আসল আয় কমে। পেনশনভোগী
বা নির্দিষ্ট আয়ের ব্যক্তিদেরও এই প্রকার অস্থবিধা হয়। তবে মুদ্রাক্ষীতির সময়ে
কর্মসংস্থানের পরিমাণ বৃদ্ধি হওয়ায় শ্রেণী হিসাবে শ্রমিকের স্থবিধা, বেকারি বা কর্মে
নির্মুক্ত থাকার সম্ভাবনা মোটামুটি বেশি।

বিনিয়োগকারীদের মধ্যে যাঁহারা শেয়ার প্রভৃতিতে টাকা বিনিয়োগ করিয়াছেন মূদ্রাস্ফীতিতে তাঁহাদের স্থবিধা হয়; কিন্তু যাঁহারা নির্দিষ্ট স্থদ বা আয় লাভের জন্ম বণ্ড বা ডিবেঞ্চারে টাকার লগ্নী করেন, তাঁহারা ক্ষতিগ্রস্ত হন। নিয় মধ্যবিস্তগণ ক্ষতিগ্রস্ত হন, কারণ তাঁহারা সাধারণত নির্দিষ্ট স্থদে ব্যাঙ্কে বা বীমা কোম্পানীতে অর্থ-সঞ্চয় করেন। ক্ষিজীবিদের মধ্যে যাঁহাদের জমি-জমা আছে এবং মজুর খাটাইয়া জমি চাষ করেন বা নির্দিষ্ট খাজনাতে জমি ভাড়া দেন তাঁহাদের লাভ হয়। কিন্তু ভূমিহীন ক্ষমি মজুরগণ ক্ষতিগ্রস্ত হন। সাধারণত শিল্পক্ষিজীবি
জাত দ্রব্যের দাম ক্ষমিজাত দ্রব্যের ভূলনায় বেশি বাড়ে, স্থতরাং, শিল্পে নিযুক্ত উভোক্তাণের ভূলনায় ক্ষিতে নিযুক্ত উভোক্তাণণ কম লাভবান হন।

মুপ্রাম্ণীতির ফলে করদাতাদের স্থবিধা হয়, কারণ করভার একটু বৃদ্ধি হইলেও টাকার জয়ক্ষমতা কমিয়া যাওয়ায় দ্রব্যসামগ্রীর হিসাবে তাহাদের কম দিতে হয়।
রাষ্ট্রীয় ঋণের ভারও কমে, কারণ ঋণগ্রহীতা রাষ্ট্র দ্রব্যসামগ্রীর করভার ও রাষ্ট্রীয় ঋণের ভারও কমে, কারণ ঋণগ্রহীতা রাষ্ট্র দ্রব্যসামগ্রীর হিসাবে কম সম্পদ পরিশোধ করে। মৃদ্রা-সংকোচনের সময় করের আর্থিক ভার সমান থাকে, কিন্তু টাকার মৃদ্য বেশি হওয়ায় আসল ভারও মৃদ্রা সংকোচনের সময় বৃদ্ধি পায়।

মুজাস্ফীভি নিয়ন্ত্রণ (Control of Inflation) :

সমাজের মোট ব্যয় যথন মোট দ্রব্যোৎপাদনের তুলনায় অধিক হারে বাজিতে থাকে তথন মূদ্রাক্ষীতি ঘটে, স্বতরাং মূদ্রাক্ষীতি রোধের ছুইটি উপায় আছে: দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণে বৃদ্ধি এবং সমাজের টাকার পরিমাণ বা আর্থিক আয়ব্যয়ের পরিমাণ কমান। দেশে উপাদানের পূর্ণ নিয়োগ ধাকিলে দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব হয় কেবলমাক্র শ্রমিকের উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়াইয়া এবং উয়ত ধরনের য়য়পাতি প্রয়োগ করিয়া। দেশে অপূর্ণ কর্মসংস্থান থাকিলে উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায় উপাদানের নিয়োগ বাড়াইয়া এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধি করিয়া। অবশ্য, ইহার ফলে সমাজের মোট ব্যয় বাড়িতে পারে এবং সাময়িকভাবে মূদ্রাক্ষীতি প্রবলতর হইতে পারে।

সমাজের মোট আর্থিক ব্যয় কমাইবার জন্ম যে সকল পদ্ধতি আছে সেই সকল পদ্ধতিকেই মুদ্রাম্ফীতি নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা সম্ভব। এই সকল পদ্ধতিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়: (ক) আর্থিক Monetary) পদ্ধতিসমূহ, থে ফিস্কাল (Fiscal) পদ্ধতিসমূহ এবং (গ) প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের (direct controls) পদ্ধতিসমূহ।

আর্থিক পদ্ধতিসমূহের প্রয়োগকারী হইলেন দেশের আর্থিক কর্তৃপক্ষ বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক। টাকার বাজারের শীর্ষে অবস্থান করিয়া দেশের আর্থিক সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাজ। আর্থিক পদ্ধতিঃ ব্যাস্ক মুদ্রাম্ফীতি ঘটিলে প্রথমত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নিজের স্থদের হার বা হার বৃদ্ধি, নগদ জমার অংশ বৃদ্ধি. ব্যাঙ্কহার বাড়াইয়া দিবে। ব্যাঙ্কহার বাডিলে থোলা বাজারের কার্য-ব্যাঙ্কসমূহ সাধারণত তাহাদের স্থদের হার বাড়াইবে এবং কলাপ, পুণকভাবে বাছাই করিয়া বিনিয়োগ ঋণগ্রহণের ব্যয় বৃদ্ধি হওয়ায় উত্যোক্তাগণ বা ভোগকারীগণ নিযম্বণ প্রভাত ঋণের পরিমাণ কমাইয়া ফেলিবে এবং সমাজের মোট আর্থিক

ব্যার কমিয়া আসিবে। দ্বিতীয়ত, টাকার যোগানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হইল ব্যার্কঝণ; স্থতরাং, ইহার পরিমাণ কমাইবার জন্ম কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক বাঙ্ক-সমূহের নিকট তাহাদের নগদ-আমানতের অধিক অংশ জমা হিসাবে চাহিতে পারে। ব্যাঙ্কের হাতে নগদ টাকার পরিমাণই ঋণপ্রসারের ভিন্তি, স্থতরাং আমানতের যে অংশ জমা হিসাবে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নিজের নিকট গচ্ছিত রাথে, তাহার পরিমাণ বাড়াইয়া দিলে ব্যাঙ্কঝণের পরিমাণ কমিবে, স্থদের হারও বাড়িবার সন্তাবনা। এইভাবে সমাজের ঋণগত টাকার প্রসারকে (expansion of credit money) ক্ষাইয়া ফেলা সম্ভব।

তৃতীয়ত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক থোলাবাজারী কাজকর্ম (open market operations) চালু করিতে পারে, অর্থাৎ সরকারী ঋণপত্র বিক্রয় করিয়া লোকের হাত হইতে নগদ টাকা তুলিয়া লইতে পারে; ফলে আয়-শ্রোত হইতে নগদ টাকা কমিয়া যাইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্কঋণের পরিমাণও কমিবার সম্ভাবনা। চহুর্থত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নির্দেশ দিয়া ব্যাঙ্ক হইতে বিশেষ কোন ক্ষেত্রে বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে ঋণগ্রহণ বন্ধ করিয়া দিতে পারে বা কোন ক্ষেত্রে বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে ঋণ দান করিতে হইলে বন্ধকীমূল্যের পরিমাণ বাড়াইবার জন্ম ব্যাঙ্কের উপর নির্দেশ দিতে পারে। ইহার ফলে যে শিল্পে মূলাক্ষীতির প্রকোপ বেশি বা যে দ্রব্যের বাজারে অধিক ফাট্কা ব্যবসায় চলিতেছে, অথবা যে মূল শিল্পসমূহে মূলাক্ষীতির প্রভাব অবাঞ্ছনীয়—এইরূপ পৃথক পৃথক ক্ষেত্রে মূলাক্ষীতি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভবপর। ঋণ নিয়ন্ত্রণের এই বাছাই পদ্ধতিগুলি (Selective credit control) মূলাক্ষীতির সময়ে প্রয়োগ করা পুরই দরকার; কারণ, সকল ক্ষেত্রে বিনিয়োগ সংকৃচিত হইলে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন ব্যাহত হইবে এবং মূলাক্ষীতি বাড়িয়া যাইবে। স্থতরাং, বাছাই করিয়া, বিশেষভাবে ফাট্কাদারী ব্যবসায়গুলি নিয়ন্ত্রণ করা খুবই দরকার।

ফিস্কাল পদ্ধতিসমূহের মধ্যে, প্রথমত, লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন সরকারী ব্যয় কম হয়। দরকারের চেষ্টা হইবে একই সঙ্গে ব্যয় কমান এবং আয়-বুদ্ধি করা। সরকারী ব্যয় দেশের মোট ব্যয়ের একাংশ, স্থতরাং ইহা করপদ্ধতি ঃসরকারীব্যয় ক্মাইলে দ্রব্যসামগ্রীর উপর চাহিদার চাপ কমান, আয় বৃদ্ধি, জন-সম্ভাবনা রহিয়াছে। দ্বিতীয়ত, ইহারই সঙ্গে নৃতন নৃতন কর সাধারণের হাত হইতে আয় তুলিয়া লওয়া, আবোপের ছারা বা বর্তমান করের হার বাডাইয়া ব্যক্তির রপ্তানি শুক্ষের বৃদ্ধি হাত হইতে ব্যয়োপযোগী আয়ের পরিমাণ কমাইয়া ফেলাও আমদানি শুব্ধের হাস বাধ্যতামূলক সঞ্য দরকার। লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, করদমূহের প্রভৃতি কিরূপ, যেন তাহারা প্রয়োজনীয় দ্রব্যোৎপাদনে বিনিয়োগ কমাইয়া না দেয়। সাধারণভাবে, বাজেট উদ্বৃত্ত রাখিতে হইবে। মনে রাখা দরকার যে মুদ্রাম্ফীতির সময়ে সকল কর বাড়ান হইলেও আমলানি-শুল্ক বাড়ান উচিত নহে, তবে রপ্তানিশুল্ক বাড়ান উচিত। রপ্তানিশুল্কের বৃদ্ধি এবং আমদানিশুল্কের হ্রাস দেশে দ্রব্যসামগ্রীর যোগান বাড়াইতে পারে, ফলে মুদ্রাক্ষীতির প্রকোপ কমিতে পারে। তৃতীয়ুদ্ধ সমাজ-দেহ হইতে টাকা সরাইয়া আনিবার জন্ম বাধ্যতামূলক সঞ্চয়-পদ্ধতিসমূহ প্রয়োগ করা পরকার। ব্যক্তিদের আয় হইতে একাংশ বাধ্যতামূলক সঞ্চয় হিসাবে সরকারের হাতে তুলিয়া আনা উচিত। সরকারী ঋণপত্তরূপে সেই সঞ্চয় জমা থাকিবে, -মুদ্রাস্ফীতির পরে অপস্তত এই আয় ব্যক্তিদের ফেরৎ দেওয়া হইবে।

প্রত্যক্ষ পদ্ধতিসমূহের মধ্যে প্রধান হইল দ্রব্যোৎপাদন নিয়ন্ত্রণ। স্বল্পকালের मर्सा हर्राए छे९भागन तुष्कि मञ्चर ना हरेरलं एय मकन सुरा अधिक भतिमार् মুদ্রাস্ফীতিজনিত অনুভূতিশীল (Inflation-sensitive), তাহাদের উৎপাদন বাড়াইবার জন্ম কম মূদ্রাম্ফীতি ঘটিয়াছে এইরূপ ক্ষেত্র হইতে প্রভাক্ষ পদ্ধতি : উপকরণ সরাইয়া আনা দরকার। এই সকল দ্রব্যের **ভব্যোৎপাদন নিয়ন্ত্রণ**. মঙ্গুরি নিয়ন্ত্রণ, রেশনিং আমদানিও মুদ্রাস্ফীতির চাপ কমাইতে সাহায্য করিবে। ও দামনিয়ন্ত্রণ এইন্ধপে উপকরণের নিয়োগবিস্থাদে পরিবর্তন (changes in the allocation of resources) মুদ্রাস্ফীতির প্রকোপ কমাইতে পারে। উপকরণের দাম বাডা ইবার প্রচেষ্টাও নিয়ন্ত্রণ করা দরকার এবং উপাদানের বাজারে একচেটিয়া অধিকার থাকিলে তাহাও ভাঙিয়া দেওয়া প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, মজুরি-নিয়ন্ত্রণের নীতি। দেশে মজুরির হার এমন ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা দরকার যাহাতে দ্রব্যসামগ্রীর মুল্যবৃদ্ধির দক্ষণ আয়-বৃদ্ধি পায় এবং জীবন্যাতার মান না ক্ষে, অপচ সেই মজুরি বৃদ্ধির দরুণ দ্রব্যসামগ্রার দাম আরও বাড়িয়া না যায়। মুত্রাং শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির সহিত মজুরি-বৃদ্ধির যোগ থাকা দরকার. অধিক দ্রব্যোৎপাদন করিতে পারিলে তবেই যাহাতে মজুরি-বৃদ্ধি হয় (ফলে দ্রব্যের ইউনিট-পিছু উৎপাদনব্যয় কমিতে পারে) তাহা লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। উল্লোক্তাগণ মজুরি বাড়াইলেও যেন দাম বাড়াইতে না পারে অর্থাৎ নিজেদের মুনাফা কমাইয়া যেন সেই বর্ধিত মজুরি দেয় সেই দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার। তৃতীযত, দাম-নিয়ন্ত্রণ ও রেশনিং-এর ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। সরকারী হস্তক্ষেপের দ্বারা অন্ততপক্ষে অবশ্য-প্রযোজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর দাম নিয়ন্ত্রণ করা দরকার। কিন্তু, সাধারণত দাম নিযন্ত্রণের ফলে দ্রব্যাদি খোলা বাজার হইতে 'কালোবাজারে' চলিযা যায এবং অতিরিক্ত দামে বিক্রয় হইতে থাকে। স্বভরাং সকলে যাহাতে নিয়ন্ত্রিত দামে জিনিষপত্র পাইতে পারে এইজন্ম ইহার সঙ্গে রেশনিং-প্রথা প্রবর্তন করা অবশ্য প্রয়োজনীয়।

जन्मी मनी

 Examine critically the Quantity theory of money.
 Critically examine Fisher's Quantity equation as an explanation of short period changes in the price level.

Explain the Cash Transactions Standard.
 Discuss the determinants of cash transaction variables.
 Explain the relationship between the Quantity of Money and the

6. What factors bring short period changes in the price level,
7. Explain how Savings and Investment explain fluctuations in the general level of prices.

8. Define Inflation and discuss the various types of inflation.
9. When does inflation occur? Discuss the effects of inflation on production and distribution of wealth.

10. What do you mean by Inflation? Examine the methods that can be adopted for controlling inflation.

আর্থিক নীতির লক্ষ্য

Objectives of Monetary Policy

আধুনিক কালে সকল রাষ্ট্রের অর্থ নৈতিক নীতি ও লক্ষ্য সাধনের জন্ত আর্থিক নীতিকে প্রযোগ করা হয়, আর্থিক নীতি অর্থ নৈতিক নাতিরই অঙ্গ ।

আর্থিক নীতি অর্থ-নৈতিক নীতির গবিক্ষেত্র অংশ এরূপ ভাবে দেশের আর্থিক নীতি স্থির করা হয় যে তাহা সামগ্রিক অর্থ নৈতিক নীতির সাফস্য লাভে সাহায্য করে। স্বতরাং স্থান কাল, ভৌগোলিক অবস্থান, সমাজের

ও রাষ্ট্রের কাঠামো, দেশের অর্থ নৈতিক লক্ষ্য প্রভৃতির উপর

আর্থিকনীতি নির্ভর কের। বিভিন্ন অবস্থায় কিরূপ আর্থিকনীতি প্রযোগ করা হর্ম তাহা আমরা আলোচনা করিয়াছি। ব্যাঙ্কহারে প বিবর্তন, খোলাবাজারে কার্যকলাপ প্রভৃতি সম্পর্কে আমাদের আলোচনা শেষ হইয়াছে। এখন আমাদের জানা শরকার দেশের আর্থিক নীতির বিশেষ কোন লক্ষ্য থাকিবে কি না এবং কোন একটি লক্ষ্য গ্রহণ করার তাৎপর্য কি।

(১) বৈদেশিক বিনিময় হাবের স্থিরতা (Stability of external value)

প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে যথন স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত ছিল, তথন আর্থিক নীতির প্রধান লক্ষ্য ছিল টাকার বহিমৃ ল্যের স্থিরতা। উধ্বে ও নিম্নে ত্বই স্বর্ণবিন্দুব মধ্যে বিনিময় হারে উঠানামা সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু এই সীমার মধ্যেই স্বর্ণের গমনাগমনের

ফলে দেশের আভ্যন্তরীণ দামস্তর, উৎপাদন ও ব্য়েস্তবেব স্থানন ব্যবস্থায় কাঠামোতে পরিবর্তন হইত। "খেলার নিয়মসমূহ" মানিয়া চলিয়া স্থানান বজায় রাখা আর্থিক নীতির অন্ততম প্রধান লক্ষ্য ছিল বলা চলে। এই আর্থিক নীতির ফলে উনবিংশ শতাব্দীতে শিল্পব্যেলায় বাণিজ্যের বিশেষ প্রশার হইয়াছিল, বৈশেশিক বিনিয়োগও বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

কিন্তু সুদ্ধোত্তর পৃথিবীর পরিবর্তিত অর্থ নৈতিক অবস্থায় টাকার বহিম্প্র অপেক্ষা উহার অন্তর্মুপ্র অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। কারণ টাকার অন্তর্মুপ্র পরিবর্তন ঘটিলে সামগ্রিকভাবে জীবনযাত্রার মান প্রভাবাদ্বিত হয়, বর্তমান অবহায় অন্তর্মুপ্রকে বাহিরের বিভিন্ন ঘটনাস্রোতের দ্বারা নির্ধারিত হইতে দেওয়া কখনই উচিত নহে। আধুনিক মুগের উগ্র অর্থ নৈতিক জাতীয়তাবাদ (Authroky) আন্তর্ভরীণ জীবন্যাত্রার মান ও দেশের অর্থ নৈতিক স্বার্থ বিসর্জন দিয়া টাকার বহিম্পার ভারসাম্য রক্ষা করাকে যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করে না।

মনে রাখিতে হইবে, উভয়ের মধ্যে বিশেষ কোন বিরোধ থাকা উচিত নহে; দেশের স্বার্থ অনুযায়ী উভয় মূল্যকেই কখনও স্থির রাখা উচিত এবং কখনও বা পরিবর্তিত হইতে দেওয়া উচিত, যদিও পরিবর্তনের পরিমাণ নির্ভরযোগ্য সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখা নিশ্চয় দরকার।

(২) মুতুবর্ধনশীল দামশুর (A gently rising price level):

অনেকের মতে দেশের আর্থিক নীতির লক্ষ্য হওযা উচিত মৃত্বর্ধনশীল দামস্তর বজায় রাখা, কারণ (ক) দামস্তরে বৃদ্ধিই দেশে উত্যোক্তাদের প্রেরণাশক্তি ও উৎসাহবর্ধক হিসাবে কাজ করে। দেশে দামস্তর বর্ধনশীল হইলে শিল্প-বাণিজ্যে বিনিযোগের পরিমাণ বাড়ে, দেশে কর্মসংস্থান আয়স্তর প্রভৃতি বৃদ্ধি পায়, বেকারি দ্র হয়। (খ) মৃত্ব বর্ধনশীল দামস্তরই উনবিংশ শতাব্দীর গ্রহণের পক্ষে ফুক্তি- শিল্প সমৃদ্ধির কারণ বলিয়া রবার্টসন মনে করেন। (গ) সমৃহ তাহা ছাড়া মনে রাখা দরকার যে, আধুনিক কালের সমাজে মোট ঋণের পরিমাণ ক্রমেই বাড়িতেছে। যদি দামস্তর ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে না থাকে তাহা হইলে ব্যক্তিদের পক্ষে এই বিপুল পরিমাণ ঋণের ভার বহন করা ক্রমশ শক্ত হইয়া উঠিবে; দামস্তবে ক্রমশ বৃদ্ধিই ঋণের আসল ভার (Real burden) ক্মাইয়া দিতে পারে। ধীরে ধীরে, অদৃশ্য উপায়ে, ঋণদাতাদের চক্ষুর অন্তরালে ঋণের আসল ভার ক্মাইয়া আংশিকভাবে ঋণপরিশোধের কাজ করাও মৃত্বর্ধনশীল দামস্তরের ফল বলা চলে।

কিন্তু অনেকের মতে, শিল্পবাণিজ্যের উত্যোক্তাদের এইরূপ কোন উৎসাহ ও প্রেরণা দেওয়ার প্রয়োজন নাই, কারণ তাহাদের 'স্বাভাবিক' মুনাফা এবং পারিশ্রমিকই যথেষ্ট উৎসাহ দান করিবার পক্ষে পর্যাপ্ত। (খ) তাহা ছাড়া এই বর্ধনশীল দামন্তর তাহাদের মধ্যে অযোগ্য ও নিরুৎসাহী উত্যোক্তাদের বাঁচাইয়া রাখিবে, দামন্তর বাড়িতে থাকায অযোগ্যের বিলুপ্ত ঘটিয়া সমাজের কল্যাণ সাধিত হইবে না। (গ) দাম বাড়িবে ইহা পূর্বেই জানা গ্রহণের বিপক্ষে ঘৃত্তি সমূহ যাইবে, ফলে উৎপাদন-ব্যয় বাড়িয়া শিল্পোৎসাহ কমাইয়া দিত্তেও পারে। (ঘ) দামন্তরে বৃদ্ধিতে মুনাফার বৃদ্ধি হয় বটে, কিন্তু মন্ত্রির হার সেই অনুপাতে কখনই বাড়ে না; ফলে জনসাধারণের ক্রেয়শক্তি বিশেষ ভাবে কমিয়া যায়। (৩) সর্বোপরি, দামস্তরে মুদ্বৃদ্ধি বিনিয়োগের বাজারে ফাট্কা ব্যবসায়ের পরিমাণ বাড়াইয়া দিবে, সমগ্র শিল্পবাণিজ্যের ক্লেত্রে অস্বাভাবিকতা ও অতিরিক্ত মুনাফালোভিতার আবহাওয়া আনিয়া দিবে, ব্যবসায়-সংকটের পথ ক্রমশ প্রশস্ত করিবে। অস্বাভাবিক শিল্প সমৃদ্ধির মধ্যেই আগামী শিল্পসংকটের বীজ উপ্ত থাকে।

এতদ্সত্ত্বেও, অনেকে মনে করেন যে, যদি উপাদানের ব্যয় এবং ফাট্কা ব্যবসায বন্ধ রাখা যায় তাহা হইলে এই নীতি গ্রহণ করা দিক্ষান্ত উচিত; কারণ, বেকারি দ্রীকরণের উদ্দেশ্যে বিনিযোগ ও আয়স্তরে বৃদ্ধির জন্ম দামস্তরে মৃত্ব বৃদ্ধি বিশেষ সাহায্য করিতে পারে।

(৩) মৃত্র পতনশীল দামস্তর (A gently falling Price level):

মৃত্ব পতনশীল দামস্তরের স্বপক্ষে বলা হয় যে, (ক) বৈজ্ঞানিক উন্নতি ও উন্নত যন্ত্র-কৌশলের প্রয়োগের ফলে অর্থ নৈতিক দিক হইতে সমগ্র সমাজের উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। উৎপাদন ক্ষমতায় বৃদ্ধির হার অনুযায়ী দামস্তরও কমিয়া আসা উচিত, কারণ তাহা হইলেই জনসাধারণ অর্থ নৈতিক অগ্রগতির ফল লাভ করিতে পারিবে। (থ) তাহা ছাড়া দামস্তর কমিতে থাকিলে শ্রমিক, বেতনভুক ব্যক্তিগণ ও নির্দিষ্ট আয়কারী ব্যক্তিগণ সকলেরই দ্রব্যসামগ্রীর হুগাবে আসল মজুরি বৃদ্ধি পায়, জীবন যাত্রার মান উন্নত হুইয়া উঠে। (গ) সমাজের গড় উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি পাইলেও যদি দামস্তর না কমে তাহা হুইলে মুনাফা বৃদ্ধি পায় (কারণ মজুরির হার বা অস্থান্থ ব্যন্থ কথনই সেই হারে বাড়ে না) অর্থাৎ অর্থ নৈতিক অগ্রগতির ফললাভ করে ব্যবসায়ী শ্রেণী; জনসাধারণ সেই ফললাভে অংশ গ্রহণ করিতে পারে না। দামস্তরে বৃদ্ধি অবশেষে চরমতম স্তরে সমাজকে পৌছাইয়া ব্যবসার সংকটের স্থিটি করে।

এই আর্থিক নীতি গ্রহণের বিপক্ষে প্রধান যুক্তি হইল যে মৃত্ পতনশীল
দামস্তর শিল্পবাণিজ্যে বিনিয়োগের পরিমাণ কমাইয়া দেয়
গ্রহণের বিপক্ষে
থক্তি সমূহ
এবং দেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধির আবহাওয়া বুজায় রাখিতে
পারে না। দ্বিতীয়ত, উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধির বা অগ্রগতির
হার পরিমাপের বহু বাস্তব অস্থবিধা আছে, বিশেষত সেই অগ্রগতি ঘটিবার সময়েই
উহা সঠিকভাবে পরিমাপ করা চলে না।

(৪) স্থির দামস্থর (Stable Price Level):

টাকা হইল দ্রব্য-সামগ্রীর মূল্য পরিমাপের মানদণ্ড, ঋণ পরিশোধের মাপকাঠি এবং মূল্যের সঞ্চিত রূপ। এরূপ অবস্থায় উহার মূল্য স্থির থাকা সর্বদা বাঞ্থনীয়, কারণ একমাত্র তাহা হইলেই সমাজে বহুপ্রকার অনিশ্চয়তা ও ক্ষতির হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। (খা দামগুরে হঠাৎ উঠানামা বা বাণিজ্যচক্র জনসাধারণের স্ফু জীবনযাত্রা ও অর্থ নৈতিক উন্নতির গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবন্ধক। সমুদ্ধির ''অস্বাভাবিকতা'' এবং সংকটের গভীরতা উভয়ের হাত হবিধাদমূহ হইতে রক্ষা পাইতে হইলে দামগুর স্থির রাখিতে হয়। (গা) তাহা ছাড়া, দামগুরের বৃদ্ধি বা ব্রাস সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীকে বিভিন্ন ভাবে প্রভাবিত করে। কাহারও উপকার করে বা কাহারও অপকার করে। স্বতরাং দামগুর স্থির রাখা সকলের স্বার্থরক্ষার পক্ষে একমাত্র স্থায়সঙ্গত নীতি বলিয়া মনে হয়।

দামন্তর স্থির রাখার এই নীতির বিরুদ্ধে বলা হয় যে, (ক) ইহার ফলে শিল্প বাণিজ্য প্রসারের উপযোগী যথেষ্ঠ পরিমাণে উৎসাহ স্থাষ্ট হয় না, স্তরাং ইহা বাশ্বনীয় নহে। আরও বলা যায় যে, (খ) দামন্তর স্থির রাখার নীতি বাস্তবে প্রয়োগ করা বিশেষ অস্থবিধাজনক। কারণ দামন্তর বলিলে পাইকারী দামের স্তর না খুচরা দামের স্তর কি বোঝা যাইবে? তাহা ছাড়া স্থচকসংখ্যা পরিমাপের সাহায্যে দামন্তর স্থির রাখা হইল; কিন্তু ধনীদের ব্যবহৃত অস্থবিধা-সমূহ বিলাস-দ্রব্যের দামে হ্রাস গরীবের ব্যবহৃত অবশ্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দামে বৃদ্ধি খণ্ডাইয়া দিতে পারে; এইন্ধপে জীবনযাত্রার মানে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন স্থচকসংখ্যাতে ধরা না-ও পড়িতে পারে। (গ) বৈজ্ঞানিক উন্নতি ও উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদনব্যয় হ্রাস পাইল, কিন্তু দামন্তর স্থানা থাকিলে জনসাধারণ সেই অগ্রগতির ফলভোগ করিতে পারিল না, শুধু ব্যবসায়ীদের মুনাফা বৃদ্ধি হইল, এইন্ধপ ঘটিতে পারে। কেইন্স্ ইহাকে মুনাফা-ক্টিতি বলিয়াছেন। স্থতরাং সর্বদা দামন্তর স্থির রাখাও সম্পূর্ণ সঠিক আর্থিক নীতি বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

(৫) অর্থেরু নিরপেক্ষতা রক্ষা করা (Neutral Money):

অধ্যাপক হায়েক এবং আরও কয়েকজন ধনবিজ্ঞানীর অভিমতে আ**থিক** নীতি এমনভাবে পরিচালিত হওয়া দরকার যাহাতে সমাজের আসল শক্তি সমূহের (Real forces) গতিবিধি প্রভাবিত না হয়। টাকা যেন পর্দার মন্ত কাজ করে, অর্থ নৈতিক কাজকর্মকে সক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালিত করিতে না পারে; নিজ্ঞির বিনিময়ের মাধ্যমন্ধপে কেবলমাত্র মূল্যের মানদণ্ড হিসাবে কাজ করে। পণ্য-বিনিময় বা বাটার প্রথায় সমাজে যেরূপ আসল শক্তিসমূহের ম্বারাই অর্থ নৈতিক কাজকর্ম চলিতে থাকে, টাকার উপস্থিতি যেন সেই আসল শক্তি-

সম্হের গতি প্রকৃতিকে মোটেই বিচলিত বা গতিন্ত্রষ্ট না অর্থেব নিরপেক্ষতা করে। উৎপাদন-দক্ষতা, দ্রব্যোৎপাদনের আসল ব্যয়, কাহাকে বলে ভোগকারীর পছন্দ প্রভৃতি অনার্থিক (non-monetary)

শক্তিদম্হের দারাই যেন দ্রব্যদম্হের দাম বা পাবস্পরিক বিনিময়ের অনুপাত
নির্দিষ্ট থাকে, টাকার পরিমাণের দারা তাহারা যেন নির্ধারিত না হয়।

হায়েকের মতে বাস্তবে টাকার এই নিরপেক্ষতা বজায় রাথা চলে যদি সমাজে টাকার ও ঋণের "কার্যকরী যোগান" (Effective supply) স্থির রাথা যায়। সমাজে দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণে পরিবর্তন হইলে টাকার পরিমাণে পরিবর্তন করিতে হইবে, তাহা নহে ; দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণে পরিবর্তন করিতে হরবে, তাহা নহে ; দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণে পরিবর্তন করায়। কিরপেক্ষতা চাকার পরিমাণকে আপনা-আপনি পরিবর্তন করায়। কার্যয় রাখা চলে সমাজের মোট উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি হইলে দামস্তর যেন কমিয়া যায়, উৎপাদন-ক্ষমতা কমিয়া গেলে দামস্তর যেন বাড়িয়া যায়। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে যেন টাকার পরিমাণ বাড়ে, জনসংখ্যা কমিয়া গেলে (য়ুদ্ধ বা মহামারী ইত্যাদির ফলে) টাকার পরিমাণ বাড়, জনসংখ্যা কমিয়া গেলে (য়ুদ্ধ বা মহামারী ইত্যাদির ফলে) টাকার পরিমাণ যেন কমে। টাকার পরিমাণ বাড়াইতে হয়। শিল্প-কাঠামোতে পরিবর্তন হইলে, যেমন উৎপাদন-ধারা আরও বিভক্ত হইয়া গেলে, অর্থাৎ বিযোজন ঘটিলে (Disintegration in the process of Production) টাকার পরিমাণ বাডান দরকার।

এই নীতির বছপ্রকার স্থবিধা আছে সন্দেহ নাই। প্রথমত, উৎপাদন ক্ষমতার রাসবৃদ্ধি অন্থযায়ী দামস্তরে বৃদ্ধি বা রাস ঘটান হইবে, স্থতরাং দ্রব্যসামগ্রীর পারস্পরিক বিনিময়ের "আসল" অন্থপাত বাহিরের প্রভাবে এই নীতির স্থবিধা-বিক্বত হইবে না। বাণিজ্য চক্রের স্থাষ্টি হইবে না, দামস্তরে সমূহ হঠাৎ উঠানামা হইয়া ব্যবসায়জগৎ বিধ্বস্ত করিবে না। বিতীয়ত, যন্ত্রকৌশলে উন্নতির বা নৃতনপ্রচলনের (Innovation) সহিত দামস্তর বা দ্রব্যবিনিময়ের পারস্পরিক অনুপাতে দামঞ্জস্ম থাকিবে। তৃতীয়ত, ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতাগণ উপকৃত হইবে, শ্রমিকশ্রেণীও উৎপাদন ক্ষমতায় বৃদ্ধির ফল ভোগ করিতে পারিবে।

কিন্তু অর্থের নিরপেক্ষতা বজায় রাখার এই আর্থিকনীতি বাস্তবে প্রয়োগ
করার বিশেষ অস্থবিধা আছে। শিল্প-কাঠামোতে বা যন্ত্রকৌশলে বা টাকার
প্রচলনবেণে পরিবর্তনের হার সঠিক পরিমাপ করা এবং
নীতি প্রয়োগেব বাস্তব টাকার পরিমাণে পরিবর্তন ঘটাইযা উহাদের প্রভাব খণ্ডাইয়া
অস্থবিধা
দেওয়া কোন আর্থিক কর্তৃপক্ষের পক্ষে সঠিকভাবে সম্ভব
বিলিয়া মনে হয় না। তাহা ছাড়া, সমাজে একচেটিয়া বা আধা-একচেটিয়া
ব্যবসায় সংগঠন থাকায় উৎপাদনক্ষমতায় পরিবর্তন বা ব্যয়ে পরিবর্তন দ্রব্যের
দামে সমহারে পরিবর্তন আনিতে পারিবে, তাহা বিশ্বাস করা যায় না।

দর্বশেষে, ইহাও মনে রাখা দরকাব। বর্তমান সমাজে টাকা হইল সক্রিয় শক্তি, ইহার পরিমাণে পরিবর্তন স্থাদের হারে বা মোট আয়ব্যথে পরিবর্তন আনিয়া দ্রোগেপাদন ও কর্মসংস্থানে পরিবর্তন আনে। তরলসম্পত্তি ভব্বে গলদ (Liquid asset) হিসাবে ইহার আর কোন জুড়ি নাই, স্থতরাং লোকে ইহা ব্যবহার করিলেই, সমাজে আসল সম্পত্তিসমূহের (Real assets) পরিমাণে ইহা প্রভাব বিস্তার করিবেই।

(৬) পূৰ্ণকৰ্মসংস্থান (Full Employment):

ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞান অনুযায়ী সমাজ সর্বদাই পূর্ণকর্মসংস্থানের স্তরে আছে। কোন উপকরণ অনিয়োজিত অবস্থায় থাকিলে, উহার দাম কমাইলেই চাহিদার স্থিষ্টি হয় এবং উহার নিযোগের পরিমাণ বাড়ে; দেশে শ্রমিক বেকার থাকিলে মন্ধুরির হার কমিয়া আপনা-আপনি এই বেকারি দূর হইয়া যায়।

আধুনিক ধনবিজ্ঞানীদের অভিমতে কেবলমাত্র মজুরির হার কমাইলেই
পূর্ণকর্মসংস্থানের স্তবে পোঁছানো যায় না। কর্মনিয়োগের পরিমাণ নির্ভর করে
সমাজের মোটু ব্যয়-পরিমাণের উপর। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীর
উপর সমাজের মোট আয় ব্যয়িত না হইলে পূর্ণকর্মসংস্থানে পোঁছান সম্ভব
নহে। মোট ব্যয় ছুই প্রকারের হইতে পারে; ভোগদ্রব্য ক্রয় ও মূলধনী
দ্রব্য ক্রয়। সমাজের সঞ্চয় প্রবণতা বৃদ্ধি পাইয়া ভোগদ্রব্যের ক্রয় কমিলে

মোট চাহিদা সেই পরিমাণ কমিয়া যায় এবং এই সকল ভোগ্যন্তব্যাদি উৎপাদনে নিযুক্ত ব্যক্তিদের আয় কমে। দ্রব্যসামগ্রীর ক্রয় ও চাহিদা আরও কমে, এইরূপে উৎপাদন ও কর্মনিয়োগের পরিমাণ ব্রাস পায়। এমতাবস্থায় কর্মসংস্থানের পরিমাণ বজায় রাখিতে হইলে বা বাড়াইতে হইলে মূলধনীদ্রব্যের উৎপাদনে বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়াইতে হয়। স্তরাং দেখা যায়, পূর্ণ কর্মসংস্থানে পৌছিতে হইলে তিনটি পদ্ধতি গ্রহণ করা চলে; ভোগপ্রবণতা বাড়াইয়া সমাজে ভোগ-ব্যয় বাড়ান, ব্যক্তি উত্যোগী বিনিয়োগ বৃদ্ধি, এবং রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগে বৃদ্ধি। আর্থিক নীতির সাহায্যে কি ভাবে বিনিয়োগ-ব্যয় ও ভোগ-ব্যয় বাড়ান যাইতে পারে গ

ব্যক্তি-উভোগী বিনিয়োগ বাড়াইতে হইলে হুদের হার কমাইতে হয়, যাহাতে উভোক্তাদের নিকট বিনিযোগ লাভজনক বলিয়া প্রতিভাত হয়। হুদের হার কমাইবার জন্ম ব্যক্ষিহার-পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায় এবং পূর্ণ কর্ম সংস্থানে গৌছিবার উপযোগী আধিক নীতিসমূহ নীতি গ্রহণ করা চলে। রাষ্ট্র উভোগী বিনিয়োগ বাড়াইতে হইলেও টাকার পরিমাণ বাড়াইতে হয়, কারণ তাহা হইলে সমাজে ব্যাক্ষগুলির ঋণ দিবার ক্ষমতা বাড়িয়া যায় এবং কম হুদের হারে ঋণ পাওয়া সম্ভব হয়। তাহা ছাড়া, নূতন অর্থস্থাই করিয়া, সেই টাকার সাহায্যে রাষ্ট্র-উভোগী বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বাড়ান চলে। সমাজের মোট ব্যয় বাড়াইতে হইলে কিন্তি-প্রথায় স্থায়ী ধরনের ভোগদ্রব্যের ক্ষয় বাড়ান করা চলে, কিন্তির নিয়মকামুনে পরিবর্তন বা ভোগদ্রব্য ক্রয়ে ব্যাক্ষগণের বৃদ্ধি প্রভৃতি জার্থিক নীতির ঘারা ভোগব্যুয়ের পরিমাণ বাড়ান সম্ভবপর।

অন্তান্ত নীতির সাহায্য ব্যতীত কেবলমাত্র আর্থিক নীতির দ্বারা পূর্ণকর্মস্থানে
পৌ ছানো কি পরিমাণ সম্ভবপর তাহা সন্দেহজনক। দেশে আশাবাদী আবহাওয়া
না থাকিলে টাকার পরিমাণ বাড়াইয়া এবং স্থদের হার
আর্থিকনীতির
কমাইয়া ব্যক্তি-উভোগী বিনিয়োগ বাড়ান চলে না। এরূপ
সীমাবদ্ধতা
অবস্থায় শুধু আর্থিকনীতি ব্যর্থ হয়, তাই ইহারই- সহিত প্রচুর
পরিমাণে রাষ্ট্র-উভোগী বিনিয়োগ-বয়য় করিতে হয়; নিয়তম ভোগবয় বাড়াইবার
উদ্দেশ্যে ভোগদ্রব্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে কিন্তির সংখ্যা বৃদ্ধি বা নিয়তম প্রাথমিক নগদজমার পরিমাণ (Minimum down Payments) কমাইলেই চলে না;

ইহারই সহিত পুনর্বন্টনকারী কর-কাঠামো (Redistributive Tax-structure) প্রবর্তনও প্রয়োজন।

স্তরাং, অম্প্রপ্রকার নীতির সাহাষ্য ব্যতীত নিছক আর্থিক নীতির দ্বারা পূর্ণ কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে পৌছান সম্ভব নয়, বরং ইহাতে বিপরীত ফল হইতে পারে। যেমন স্থলত আর্থিক নীতির (Cheap money policy) ফলে সমাজের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় এবং অসঙ্কত বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়িয়া যাইতে পারে।

৭। অর্থ নৈতিক ক্রমবৃদ্ধি (Economic growth):

দামস্তর স্থির বাথা বা পূর্ণকর্মসংস্থান বজায় বাথার তুলনায়, আধুনিক কালে বিশেষ করিয়া অতুন্নত দেশসমূহে, অর্থ নৈতিক উন্নয়ন বা ক্রমবৃদ্ধি আর্থিক নীতির লক্ষ্য বলিয়া গৃহীত হইতেছে। আধুনিক কালে বিভিন্ন অনুনত দেশসমূহের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সংগঠন ও কার্যাবলী সংক্রান্ত নিয়মে স্পষ্টভাবে বলা হইতেছে যে, কেন্দ্রীয়

যুদ্ধোত্তৰ পৃথিবীতে বিশেষত অনুনত দেশ সমূহে

ব্যাঙ্কের আর্থিক নীতির লক্ষ্য হইবে "জাতীয় অর্থনীতির পরিকল্পিত অগ্রগতি", "জাতীয় সম্পন ও উপকরণের ক্রমোন্নতি", "দেশের ক্রমবৃদ্ধি" প্রভৃতি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে যেরূপ পুরাতন লক্ষ্য পরিত্যাগ করিয়া পূর্ণকর্মসংস্থান

আর্থিক নীতির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হইযা দাঁড়াইযাছিল, সেইরূপ বর্তমানে অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার যগে পুরাতন ধরনের আর্থিক নীতি পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ নৃতন প্রকার আর্থিক নীতি গ্রহণের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে।

মনে রাখা দরকাব যে, লক্ষ্য হিসাবে পূর্ণকর্মসংস্থান এবং অর্থ নৈতিক ক্রম-বৃদ্ধি এক নছে, ইহাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আছে। পূর্ণ কর্মনিয়োগের লক্ষ্যে পৌঁছাইবার পথে যে সকল আর্থিক নীতিদমূহ গ্রহণ করা হয় তাহা অর্থ নৈতিক ক্রমবৃদ্ধির লক্ষ্যে পৌছাইবার পক্ষে যথেষ্ট নয়, এইরূপ হইতে

পূৰ্ণ কৰ্মসংস্থান ও অৰ্থ নৈতিক ক্রমরন্ধি--এই চুই পারে, তুই লক্ষ্যের উপযোগী আঁপিক নীতি পৃথক হইতে পারে

পারে। অর্থ নৈতিক ক্রমবৃদ্ধির যে হার (the rate of economic growth) জাতির পক্ষে বজায় রাখা সম্ভব বা প্রয়োজনীয়; পূর্ণ কর্মসংস্থান লাভের পদ্ধতিসমূহের লক্ষে। বিরোধ ধাকিতে দ্বারা সেই হারে রুদ্ধি না-ও আসিতে পারে। অক্ত প্রকার পদ্ধতি গ্রহণেব প্রযোজন হইতে পারে। যেমন, পূর্ণ কর্ম-সংস্থানে পৌছাইবার উদ্দেশ ভোগ-বয়ে (Consumption expenditure) বাডাইবার জন্ম কেন্দ্রীয় ব্যান্থ ভোগদেব্য

ক্রয়ে ব্যবহৃত ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কিন্তিবন্দী ক্রয়ের (Instalment

(purchases) স্থবিধা করিয়া দিল। কিস্ক অর্থ নৈতিক ক্রমবৃদ্ধি লক্ষ্য থাকিলে কোন বিশেষ ক্ষেত্রে (Sector) বিনিয়োগ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে হয়ত ভোগদ্রব্য ক্রয়ে ব্যবহৃত ঋণের পরিমাণ কমাইতে হইবে। স্থতরাং উভয় লক্ষ্যে পৌছিবার উপযোগী পদ্ধতিসমূহের মধ্যে, অর্থাৎ সেই অমুষায়ী বিভিন্ন আর্থিক নীতিসমূহের মধ্যে পারম্পরিক বিরোধ দেখা দিতে পারে।

শুধু তাহাই নহে। দেশে অপূর্ণ কর্মসংস্থান অবস্থায় এই লক্ষ্যে বেশি বিরোধ দেখা যায় না বটে, কিন্তু কর্মনিয়োগ যতই বাড়িতে থাকে, তত উভয়ের মধ্যে গভীরতর সংঘাত স্থাষ্ট হইতে পারে, কারণ তখনও ক্রমবৃদ্ধির হার পূর্বের ন্থায় অধিক রাখিলে মূদ্রাস্ফীতি ও সংকটের সম্ভাবনা বাড়িতে পারে।

অবশ্য উভয় লক্ষ্যের প্রকৃতিতে পার্থক্য আছে। পূর্ণ কর্মসংস্থান প্রধানত স্বল্পকালীন ধারণা এবং অর্থ নৈতিক ক্রমবৃদ্ধি দীর্ঘকালীন হিসাবের বিষয়।
যন্ত্রকৌশল, উহার জ্ঞান ও উহার ব্যবহারের স্তর প্রভৃতি ছুই লক্ষ্যের প্রকৃতিতে ক্রোপায় পার্থক্য ক্রিয়া সকল উপকরণের নিয়োগ পূর্ণ কর্মসংস্থানের লক্ষ্য; কিন্তু ক্রমশ উন্নত ধরনের যন্ত্র কৌশলের (Technology) স্তর লাভ করিয়া, প্রত্যেক ধাপেই উপকরণের সফল ও পূর্ণ নিযোগের দ্বারা তদানীন্তন উৎপাদন-ক্রমতা ও ভবিশ্বতের সন্তাব্য উপকরণ ও উৎপাদন-ক্রমতা (Country's economic potential) ক্রমাগত বাড়াইযা চলা অর্থ নৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্য।

এই লক্ষ্য সাধনের জন্ম কিন্ধপ আর্থিক নীতি গ্রহণ করা উচিত তাহা সাধারণভাবে স্থান, কাল, ক্রমবৃদ্ধির হার, প্রতিষ্ঠানগত ব্যবস্থাদি (Institutional arrangements) প্রভৃতির দ্বারা নিন্ধপিত হইয়া থাকে।

चम्मीननी

- 1. Examine the various objectives of Monetary policy. Which of them has become more important in modern times and why?
- 2. What are the objectives of Monetary policy? What objective in your opinion should be preferred?
- 3. How and how far full employment may be achieved through monetary policies?

বেকারি ও পূর্ণনিয়োগ

Unemployment and Full Employment

কাজ করিতে দক্ষম ব্যক্তি যদি কাজ না করে, তাহা হইলেই তাহাকে বেকারি বা কর্মে অনিয়োগ বলা চলে না। অনেকে আছেন যাঁহারা নিজেরা ইচ্ছা করিয়া বেকার পাকেন, যেমন, ধনিকশ্রেণীর ব্যক্তিগণ, যাঁহাদের কাজ করিবার প্রয়োজন নাই; চোর ডাকাত প্রভৃতি। এবং কর্মে নিয়োগের অযোগ্য ব্যক্তিগণ যেমন বৃদ্ধ, শিশু বা রুগ্ন প্রভৃতি। এইরূপ স্বেচ্ছারুত বেকারিকে বা থেচ্ছামূলক বেকারি ও ইহাদের কর্মে অনিয়োগকে বেকারি বলা চলে না। অনেকে অনিছামূলক বেকাবি আছেন যাঁহারা বর্তমান মজুরির হারকে নিজেদের প্রয়োজনের পক্ষে পর্যাপ্ত নয় বলিয়া মনে করেন, সঠিকভাবে বিচার করিলে তাঁহাদেরও বেকার বলাচলে না। তবে, কেহ যদি বর্তমান মজুরির হারে কাজ করিতে চাহিয়াও শ্রম বিক্রয় করিতে না পারেন, তবেই তাঁহাকে বেকার গণ্য করা হইবে এবং এইক্লপ অবস্থাকে বেকারি বা কর্মে অনিয়োগ বলাচলে। এইক্লপ বেকারিকে অনিচ্ছামূলক বেকারি (Involuntary unemployment) বলে এবং ধনতান্ত্ৰিক সমাজে ইহা অন্ততম প্ৰধান অৰ্থ নৈতিক সমস্তা হিদাবে গণ্য হয়। এইরূপ অনিচ্ছাকৃত বেকারি না থাকিলে সমাজে পূর্ণ কর্মসংস্থান বা পূর্ণ কর্মনিয়োগ আছে, বলা চলে। ঐ অনিচ্ছাকৃত বেকারিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে এবং বিভিন্ন ধরণের বেকারির কারণে পার্থক্য থাকে। সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর বেকারি ও তাহাদের কারণদমূহ নিমে বণিত হইল।

(১) স্মাজে কাঠামোজনিত বা যন্ত্ৰজনিত বেকারি (Structural and Technological) দেখিতে পাওয়া যায়। নৃতন উৎপাদন-সংগঠন, নৃতন উৎপাদন-সংগঠন, শুজন উৎপাদন-পদ্ধতি, মৃলধন-প্রগাঢ় নৃতন যন্ত্রের প্রচলন, ব্যক্তনত বেকারি নৃতন দ্বেরের আবিষ্কার, চাহিদায় বিপুল পরিবর্তন, এক অঞ্চল হইতে অন্ত অঞ্চলে কারখানা বা উৎপাদন-কেন্দ্রকে স্রান, প্রাতন বা

প্রাচীন শিল্প লোপ পাওয়া প্রভৃতি বিভিন্ন কারণে সমাজের কর্মসংস্থান কমিয়া যাইতে পারে, বেকারি উদ্ভূত হইতে পারে।

- (২) মরস্থনী বেকারি (Seasonal unemployment) বহু কারণে দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক শিল্পে বৎসরের কোন বিশেষ সময়ে প্রচুর শ্রমিকের প্রেরাজন হয় কিন্তু বৎসরের অন্য সময়ে তাহাদের কোন কাজ থাকে না (যেমন চিনির কারথানা, ধানকল, ক্রমিকার্য, গৃহনির্মাণ শিল্প প্রভৃতি)। অনেক ক্ষেত্রে, বৎসরের যে কোন সময়ে হঠাৎ অধিক কাজ আসিয়া পড়ে এবং কিছুদিন পরে কাজের পরিমাণ কমিয়া যায় (যেমন বন্দর প্রভৃতি ছানে)। বলা হয় যে, সকল কাজেরই বিশেষ ধরনের সময়-কাঠামো (Time-pattern) থাকে; এই ধরনের বেকারিকে তাই কাল-কাঠামো জনিত বেকারি বা মরস্থনী বেকারি বলা চলে।
- (৩) বাণিজ্যচক্রের সংকট কালে সমাজে সামগ্রিকভাবে আয়স্তর ও কর্মনিযোগের পরিমাণ কমিয়া যায এবং সেই ধরনের বেকারিকে বাণিজ্যচক্রেজনিত বেকারি (Cyclical unemployment)
 বলা হয়। সংকটের কাল উত্তীর্ণ হইয়া ব্যবসায় সমৃদ্ধি স্বর্দ্ধ
 হইলে এই বেকারি কমিয়া যায়, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়। এই
 বেকারির কারণ হইল বাণিজ্যচক্র; ইহাকে আজকাল প্রধানত কর্মসংস্থান-চক্র
 (Employment cycle) বলিয়া গণ্য করা হয়।
- (৪) সমাজে স্বাভাবিক গতিশীলতার ফলে সাময়িকভাবে কর্মচ্যুত ব্যক্তিগণের বেকারিকে অনেকে সংঘাতজনিত বেকারি (Frictional unemployment) বলেন।

শ্রমিকের বাজারে শ্রম ক্রয়বিক্রয়ের ক্ষেত্রে একচেটিয়া প্রভাব থাকিলে, শ্রমিকের অচলনশীলতার ফলে, কাজকর্মের স্থোগ স্থবিধা জানা না থাকিবার ফলে, উৎপাদনের পুন:-সংগঠনের ফলে, যন্ত্রপাতি ভাঙিয়া সংঘাত জনিত বেকারি ঘাইবার ফলে, কাঁচা মালের সাময়িক অভাবের জন্ম বা বৎসরের মধ্যে কিছু কাল কাজকর্ম চলিলে, বেকারি দেখা যায় তিই সকল কারণের জন্ম উদ্ভূত বেকারিকে সংঘাতস্কট্ট বেকারি (Frictional unemployment) বলে।

(৫) ইহা ব্যতীত দেশে প্ৰচহন্ধ বেকান্নিও (Disguised unemploy-

ment) থাকিতে পারে। বিভিন্ন কারণের ফলে (যেমন মূলধন কম থাকায়) শ্রমিক এমন কাজে নিযুক্ত থাকিতে পারে যে তাহার শ্রমণক্তি, নৈপুন্ত, কার্যের সময় প্রভৃতি পূর্ণভাবে ব্যবহৃত হইতে পারে না। ইহার ফলে তাহার আয়ও কম হইতে থাকে। এইরূপ অবস্থাকে মিদেস্ রবিনসন্ প্রচ্ছন্ন বেকারি বলিয়াছেন (যেমন ভারতীয় ক্ষমকগণ বৎসরের ক্ষেকমাস কাজের প্রভাবে বেকার থাকেন)। এইরূপ প্রচ্ছন্ন বেকার ব্যক্তিদের অন্ত কোথায়ও কর্মে নিযুক্ত হইবার স্থযোগ নাই, তাই কম আয় হইলেও, বাধ্য হইয়া সেই কাজে নিযুক্ত থাকিতে হইতেছে (যেমন মাত্র চিঘা জমি 3 ভাই মিলিয়া সারা বৎসর চাষ করে); এইরূপ অবস্থাকেও বেকারি বলা হয়। ইহার কারণ হইল উপযুক্ত পরিমাণ কর্মসংস্থান ব্যবস্থার দ্রুত বন্ধি।

মনে রাখা দরকার, পশ্চিমী ধনবিজ্ঞানীদের দার। আলোচিত বেকারি আর ভারতের স্থায় অনুনত দেশের বেকারি সম্পূর্ণ এক জিনিস নহে। উন্নত দেশসমূহে কোন লোক গরীব কারণ সে বেকার; আমাদের দেশে তাহার কাজ থাকিলেও সে গরীব, কারণ তাহার আয় কম, কাজ থাকা অবস্থাতেও সে আধা-বেকার। চাকুরিও বেকারিতে পার্থক্যের সীমা-রেখা টানা এইরূপ দেশে বিশেষ কষ্টকর।

এই সকল বিভিন্ন কারণ ছাড়াও সমাজে কার্যকরী চাহিদ। কম থাকায়
বেকারি থাকিতে পারে। সমাজে বেকারির সাধারণ স্তর (General level of unemployment) নির্ভর করে সমাজের সামগ্রিক চাহিদার পরিমাণ কম থাকার উপর। শ্রমিকদের দ্বার। উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীর ফানিছারত বেকাবি

ভাহিদার পরিমাণ এমন নহে যাহাতে সকল শ্রমিককে কাজে লাগান যায়। অর্থাৎ, শ্রমিকদের দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করিতে হইলে সমাজে যত পরিমাণ মোট ব্যয় হওয়া দরকার তাহা হইতেছে না, তাই শ্রমিকগণ দ্রস্কসামগ্রী উৎপাদনে নিয়ুক্ত হইতে পারিতেছে না। এ ক্ষেত্রে বেকারির কারণ হইল সমাজে মোট ব্যয়র পরিমাণ কম। সমাজের মোট ব্যয়কে ত্ইভাগে বিভক্ত করা চলেঃ ভোগ ব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যয়। সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গের আয়বৃদ্ধি ঘটে কিন্তু ভোগ্যদ্রব্যের উপর ব্যয়ের অন্থপাত

ক্রমাগত কমিয়া আঙ্গে, ফলে যদি বিনিয়োগ ব্যয় যথোপযুক্ত পরিমাণে বাড়ানো
না যায়, তবে সমাজের সামগ্রিক চাহিদা কমিয়া যাইবে; যে
পরিমাণ শ্রমিক কাজ পাইতে চায়, তাহার কিছু অংশ
দীর্ঘকালীন জড়ব্বের
ব্বেলার থাকিয়া যাইবে। আধুনিক কালে ধনতান্ত্রিক
ফলে ভবিশ্বতে বেকারি
বৃদ্ধি সম্ভাবনা
বৃদ্ধি করা আর বিশেষ সম্ভব হইতেছে না, ভোগপ্রবণতাও
আর বাড়িতেছে না—ফলে, স্থায়ী ও ছ্রারোগ্য বেকার সমস্থার সম্ভাবনা দেখা
যাইতেছে। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি (Automation) আবিকার ও প্রয়োগ সমাজের
মোট কর্মসংস্থান, আয় ও ক্রয়ক্রমতা কমাইয়া ভোগব্যয় যথেষ্ঠ কমাইয়া দিবার
সম্ভাবনা স্থষ্টি করিয়াছে এবং ইহার ফলে বিভিন্নপ্রকার সুবদ্ধ উৎপাদনে ক্রমবর্ধমান

মোর্ট কর্মসংস্থান, আয় ও ক্রয়্মমতা ক্মাইয়া ভোগব্যয় যথেষ্ট ক্মাইয়া দিবার
সস্তাবনা স্থাষ্টি করিয়াছে এবং ইছার ফলে বিভিন্নপ্রকার যক্ক উৎপাদনে ক্রমবর্ধনান
বিনিয়াগের সস্তাবনাও রহিত করিয়াছে। মূলধানের অতি-দার্ঘকালীন জড়ত্ব
(Secular Stagnation) আসিয়া গিয়াছে, স্বতরাং বর্তমান-কালীন বেকারি
এবং ভবিষ্যৎ-কালীন আরও বেকারির সস্তাবনা—ইছাই শিল্পোন্নত দেশসমূহে
আধুনিক কালে ধনবিজ্ঞানের আলোচনায় ক্রমণ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার
করিভেছে।

বেকারির কলাফল (Effects of unemployment)

দীর্ঘকালীন অর্থ নৈতিক উন্নয়নের তত্ত্ব হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, সমাজের শিল্প, ব্যবসায় ও বাণিজ্যের প্রসার করিতে হইলে দ্রুত মূলধন-গঠনের সহিত কম মজ্রিতে শ্রমিক পাওয়াও দরকার। উৎপাদন বাড়াইতে গেলে এমন একদল শ্রমিক সমাজে থাকা প্রয়োজন যাহাদের দিয়া সহজে শ্রমশক্তি বিক্রয় করানো যায়, অর্থাৎ কম মজ্রিতে সেই শ্রমিকদের নিয়োগ করা চলে। বেকারি থাকিলেই ইহা সম্ভব, 'শিল্পে নিয়োগযোগ্য মজ্তুত সেনাবাহিনী' (Industrial Reserve Army) না থাকিলে শিল্প বাণিজ্যের দ্রুত প্রসার সম্ভব নহে। অর্থ নৈতিক প্রগতি ত্বান্ধিত করিবার জন্ম ব্যয়স্বীকার বা ত্যাগ হিসাবেই এই বেকারিকে ধরা উচিত; ইহা বাণিজ্য বৃদ্ধি ও সম্পদ বৃদ্ধির সহায়ক, স্তরাং কল্যাণকর।

কিন্তু বেকারি থাকিলে দেশে জনসাধারণের একাংশ বিপুল ছৃঃথ দারিদ্র্য ও অভাবের মধ্যে জীবন যাপন করে; জীবনধারণের উপযোগী নিম্নতম প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ব্যবহারের স্থযোগ তাহারা পায় না। ইহাদের কর্মে
নিয়োগ করিলে আয়, ব্যয় ও দ্রব্য সামগ্রীর জন্ম চাহিদা
সবই বৃদ্ধি পাইবে, দ্রব্যসামগ্রী উৎপন্ন হইবে; ইহাদের
জীবনযাত্রাব মানও উন্নত হইবে। শ্রমণজ্ঞিই সম্পদ স্থাষ্টির প্রধান সক্রিয় উপাদান,
ইহার অব্যবহার সম্পদ উৎপাদনের পরিমাণ কম রাথে, জাতির পক্ষে ইহাকে অপচয়
ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। নিরন্তর বেকারির ফলে শ্রমিকের মন ভাঙিয়া
যায়; আশাহীন, উৎসাহহীন অবস্থায তাহার দিন কাটে; বর্তমানের অভাব ও
ভবিয়াৎএর অনিশ্চয়তা তাহার মনোবল সম্পূর্ণ ভাঙিয়া দেয়। ইহার ফলে, সমাজ্যের
আইন শৃংখলাব উপর সে আস্থা হারাইযা ফেলে, তথাকথিত 'সমাজ-বিরোধী''
কার্যকলাপে লিগু হইয়া পুড়ে; দারিদ্র্য দূর করার ''সহিংস'' পথে চলিতে পারে।
বলা হয় যে, ইহাই জার্মানী ক্রালী প্রভৃতি দেশে ফ্যাদিবাদের উন্তবের কারণ।

বেকারি দ্ব হওয়া বা পূর্ণ কর্মসংস্থানের স্থফল অনেক। ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক নিবাপত্তা বজায় থাকে, অভাব দূর হয়। অভাব মোচন ও নিরাপত্তার
ফলে সমাজের ও সভ্যতার অগ্রগতি বা প্রগতি সম্ভবপর
পূর্ণ কমসংস্থানেব হফল
হয়। মানুষ নিজের যোগ্যতা ও নৈপুণ্যের পুরস্কার
পাইয়া নিজেকে প্রহুত মানুষ বলিয়া মনে করে, নিজের ও অপরের প্রতি
সন্মান ও শ্রদ্ধা গড়িয়া ওঠে। সমাজে পরশ্রমজীবির সংখ্যা কমিয়া যায়।
গণতন্ত্রের প্রসাব ঘটে, মোহ ও অন্ধতার পবিবর্তে যুক্তিভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়িয়া
উঠিতে সাহায্য করে।

বেকারি দূরীকরণের উপায় (Remedies of Unemployment)

বিভিন্ন ধরনের বেকারি দূর করিবার জন্ম বিভিন্ন প্রকার উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে। যেমন, কাঠামোজনিত বা যন্ত্রজনিত বেকারি দূব করার জন্ম কর্মবিনিম্য কেন্দ্র (Employment Exchanges) স্থাপনের উদ্দেশ্য হইন্স বিভিন্ন স্থানে ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে চাকুরি সম্বন্ধে শ্রমিকদের সংবাদ দেওয়া। সাময়িকভাবে (casual) নিযুক্ত শ্রমিকদের স্থায়ী চাকুরির ব্যবস্থা করা দরকার। শিক্ষা বিস্তার, যাতাযাতের ব্যয় ক্মানো বা যাতায়াতের বিভিন্ন প্রকার স্থান্য স্থিধা দিয়া শ্রমিকের চলনশীলতা বৃদ্ধির চেষ্টা করা দরকার।

মরশুমী বেকারি (Seasonal Unemployment) দূর করার জন্ম শিল্পের সংগঠনে পরিবর্তন প্রয়োজন, যাহাতে এক শিল্পে শ্রমিকের কার্যকাল শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্থ শিল্পের কাজ হুক্ত হইতে পারে। ক্বাফণের জন্থ অন্থান্থ কুটির শিল্পের বন্দোবস্ত করা দরকার; ইহার ফলে বৎদরের কোন সময়ে তাহাদের অলস হইয়া বসিয়া থাকিতে হইবে না; আয় বৃদ্ধি হইবে, দেশে প্রচ্ছন্ন বেকারির পরিমাণ কমিবে। শিল্প প্রদারের গতিবৃদ্ধি করিয়। বিভিন্ন প্রকার কর্মনিয়োগের পরিমাণ বাড়াইলেও এই বেকারি কমিতে পারে।

বাণিজ্য চক্রজনিত বেকারি দূব করার উপায় হইল বাণিজ্য চক্র রোধ করা। আর্থিক পদ্ধতি, কর-দম্পর্কীয় বিভিন্ন পদ্ধতি এবং রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ বৃদ্ধির দ্বারা।

সামগ্রিকভাবে বেকারির স্তর কিভাবে কমান যায়, তাহার সম্বন্ধে ছই প্রকার তত্ত্ব প্রচলিত আছে। ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের মতে, মজুরির হার কমাইলেই শ্রমিকের চাহিদা বাড়িয়া যাইবে এবং বেকারি দূর হইবে। কেইন্সের মতে, বেকারি দূর করার উপায় দেশে পূর্ণ কর্মসংস্থান প্রতিষ্ঠা করা। আর্থিক পদ্ধতিসমূহের দারা ব্যক্তিগত বিনিয়োগ বয় বাড়ান, কর সম্পর্কীয় পদ্ধতিসমূহের দারা ভোগবয় ও বিনিয়োগ বয় বাড়ান, এবং রাষ্ট্রীয় বয় বৃদ্ধির দারা সমাজে অধিক আয় স্পষ্টি করা – এই সকল পদ্ধতি দারা পূর্ণ কর্মসংস্থান প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে বেকারি দূর করা সম্ভব।

মজুরির হার ও বেকারি (Wages and Unemployment)

ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যে, দেশে কর্মগংস্থানের পরিষাণ নির্ভর করে শ্রমিকের যোগান, চাহিদা ও দামের উপর। তাঁহাদের মতে শ্রমিকের যোগান নির্ভর করে দেশে আসল মজুরির হারের উপর (supply of labour is a function of the rate of real wages)। শ্রমিকেরা শ্রমের যোগান দেয়

কিছু পরিমাণ থাত বন্ত্র প্রভৃতি পাইবার উদ্দেশ্যে, অর্থাৎ
আসল মজ্রির
ভারসাম্য হার
আবার বিশেষ কোন একটি ফার্মে শ্রমিকের জন্ত চাহিদা হয়
উৎপাদন-পরিমাণের সেই স্তরে, যেথানে আসল মজ্রির হার শ্রমিকের প্রান্তিক
নীট উৎপাদনের স্মান। স্মাজে নির্দিষ্ট আসল মজ্রির হারে সকল কার্ম মিলিয়া
মোট যে পরিমাণ শ্রমিক নিয়োগ করে, তাহাই শ্রমিকের চাহিদা। এইরূপে, দেশে
আসল মজ্রির হার শ্রমের চাহিদা ও যোগান উভয় দিকের মধ্যে স্মতা
সাধন করে।

বদি কথনও বেকারি থাকে, তবে বুঝিতে হইবে যে, দেশে শ্রমের বাজারে ভারসাম্য নাই। এই অবস্থা দূর করার উপায় হইল বেকারি থাকিলে শ্রমিকদের কম হারে আসল মজুরি লইতে রাজি করান। কম আধিক মজুরি কমাও
আসল মজুরির হারে শ্রমিকের চাহিদা বৃদ্ধি পায়, বেকার শ্রমিকের চাকুরি জুটে, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়। জিনিষপত্রের দাম কমান যায় না, কারণ মূনাফা কমিলে উৎপাদন কম হইবে, শ্রমিকের চাহিদাও হ্রাস পাইবে। স্থতরাং আসল মজুরি কমাইবার উপায় হইল আর্থিক মজুরি হ্রাস করা। আর্থিক মজুরি কমাইয়া দিলে প্রব্যোৎপাদনের ব্যয় কমে, উহার দাম কমে, চাহিদা বাড়ে, বেশি শ্রমিকের দরকার হয়। ইহাই ক্লাসিকাল বেকারির তন্ত।

উপরের এইরূপ আলোচনা কেইন্স্ মানিয়া লইতে পারেন নাই। তাঁহার মতে, আসল মজ্রির উপর শ্রমিকের যোগান নির্ভর করে, এই কথা বাস্তবে সত্য নয়। ইহা সত্য হইলে আমরা দেখিতে পাইতাম য়ে, জিনিসপত্রের দাম অল্প একটু বৃদ্ধি পাইলেই (অর্থাৎ আসল মজ্রি ব্রাস পাইলে) শ্রমিকেরা কাজ ছাড়িয়া দিত। কিন্তু তাহা ঘটে না। বরং আমরা দেখিতে পাই য়ে, আর্থিক মজ্রির হার কমাইতে গেলৈ তাহারা তীব্রভাবে বাধা দেয়। তাই কেইন্স্ আধিক মজ্রি কমান বলিয়াছেন য়ে, শ্রমের যোগান আসল আয়ের উপর নির্ভর মায় কি না করে না; ইহা আর্থিক মজ্রির উপর নির্ভরশীল। আর্থিক মজ্রি বৃদ্ধি পাইলে শ্রমিকের যোগান রেখা উপরে উঠে, কিন্তু এই রেখা নিচের দিকে অনমনীয় (rigid downwards)। ও ইহার কারণ হিসাবে কেইন্স্ বলেন য়ে, আধুনিককালের সমাজে শুধু শ্রমিকদের মধ্যে কেন, সর্বসাধারণের মধ্যেই, টাকা সম্পর্কে এক ধরনের ল্রান্তি বা মোহ আছে (Money

ইনার অহবিধা—
টাকার ছলনা

একটি টাকার মূল্য সকল সময় সমানই থাকে। আমরা
ধরিয়া লই যে, একটি টাকা সব সময় একটি টাকারই সমান, ফিসারের ভাষায় বলা
চলে, "আমরা লক্ষ্য করি না যে, ভলার বা টাকার যে কোন ইউনিটের মূস্য বাড়ে
ও ক্মে, প্রসারিত হয় ও সংক্চিত হয়"। †

ভাহা ছাড়া কেইনসের মতে শ্রমিক শ্রেণীর হাতে এমন কোন পথ নাই যাহাতে তাহারা সংঘবদ্ধ ভাবে স্থানিদিট পরিমাণে সমাজের অবস্থায়য়ী প্রয়োজনমত আসল মজুরি কমাইবার জন্ম উছোভালের সঙ্গে আপোষ মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইতে পারে।

^{† &#}x27;A failure to perceive that the dollar or any other unit of money expands or shrinks in value.'

এই কারণেই, কেইন্সের মতে, যদি দেশে মজুরির হার কমাইয়া দেশের সামগ্রিক বেকারি (general unemployment) কমাইতে হয়, তবে আর্থিক মজুরি সমান রাথিয়া, আসল মজুরির হার কমান বাঞ্নীয়। জিনিসপত্রের দাম

তাই কেইন্স বলেন দাম বাডাইয়া আসল মজরি কমাও বাড়াইলে আদল মজুরি কমে, স্থতরাং দেই পথে অগ্রদর হইলে দেশে বেকারি হ্রাদ পাইয়া কর্মদংস্থান বাড়িতে পারে। কেইন্দের ভাষায় বলা যায় 'শ্রমিকেরা দাধারণত আর্থিক

মজুরি হ্রাদ করাকে বাধা দেয় কিন্তু জীবনধারণের উপযোগী দ্রবদামগ্রীর দাম বাড়িলেই তাহারা চাকুরি ছাড়িয়া দেয় না।'* এইরূপ 'টাকার ভ্রান্তির' (Money illusion) আরও কারণ আছে। শ্রমিকেরা নিশ্চর বোঝে যে, জিনিসপত্রের দাম বাড়িলে তাহাদের আদল আয় কমে, তবুও তাহারা মনে করে উহা দামগ্রিক ব্যাপার, অন্থান্থ শিল্পের শ্রেমিকদেরও একই অবস্থা। অন্থান্থদের সঙ্গে তুলনায় নিজেদের অবস্থাতে কোনরূপ পরিবর্তন আদিল না, তাই তাহারা ইহাতে ততটা তীব্র আপন্তি করে না। তাহারা ইহাও জানে যে, বিশেষ কোন শিল্পে আর্থিক মজুরি কমাইলে ধর্মঘট, আন্দোলন প্রভৃতির দাহায্যে উহা ঠেকান যায়, কারণ দেখানে স্পষ্টভাবে মালিকপক্ষই প্রধান বিরোধী শক্তি। কিন্তু আদল মজুরি হ্রাদ পাইলে এইরূপ কোন প্রত্যক্ষ বিরোধীপক্ষ পাওয়া যায় না, শ্রমিকেরা মনে করে যে, উহা দামগ্রিক ভাবে অর্থ নৈতিক নিয়মের কার্যকাবিতার ফল।

তাহা ছাড়া, আর্থিক মজুরি ব্লাস করিলে বেকারি কমিবে, এই ধারণা একান্তই আংশিক ভারসাম্যের বিশ্লেষণ। চাহিদার তুলনায় যোগান বেশি থাকিলে দাম কমে এবং এই নৃতন কম দামে চাহিদা বাড়িয়া যোগানের সঙ্গে সমান হইথা পড়ে, এইরূপ বিশ্লেষণ পৃথকভাবে কোন একটি দ্রব্যের বাজারে সম্ভবপর। কিন্তু সামগ্রিক বা সমষ্টিগত দৃষ্টিতে ইহা সঠিক হইতে পারে না। সকলে একত্রে আর্থিক যাঁহারা এইরূপ পথ অবলম্বনের কথা বলেন, তাঁহারা মজুরি কমাইলে প্রত্যেকেরই সংকট কার্যকরী চাহিদার উপর দেশের সামগ্রিক মজুরি-হ্রাসের কি দেখা দিবে প্রভাব পড়িতে পারে, সেই কথা চিন্তা করেন না। দেশের সকল শিল্পে একসঙ্গে মজুরি হ্রাস করিলে লোকের হারতে ক্রয়ণজিক হ্রাস পাওয়ায় সকল দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা কমিয়া গেন, জিনিসপত্র অবিক্রীত

^{* &}quot;Whilst workers will usually resist a reduction of money wages, it is not their practice to withdraw their labour whenever there is a rise in the price of wage-goods." Keynes, General Theory. P. 9.

রহিয়া গেল, সকল শিল্পেই কর্মনিয়োগ নিশ্চয় হ্রাস পাইবে। মজুরি হ্রাসের ফলে কার্যকরী চাহিদা কমিয়া যাওয়ায় আয় ও কর্মসংস্থান স্তর নিচুতে নামিয়া যাইবে।

স্তরাং দেখা গেল যে, মজুবি হ্রাসের ফল কর্মসংস্থানের উপর প্রভাব বিস্তারণ
করে কার্যকরী চাহিদাকে প্রভাবিত করিয়া। কার্যকরী চাহিদা প্রভাবিত হয়
ভিনটি বিষয়ে পরিবর্তনের দ্বারা— ভোগপ্রবণতা, স্থদের হার এবং মূলধনের প্রান্তিক
কার্যকারিতা। মজুরি-হ্রাসের ফল এই সকল শক্তিগুলিকে
কার্যকারী চাহিদার
পরিবর্তনই আসল কথা
চলে ইহা কার্যকরী চাহিদার মাধ্যমে কর্মসংস্থানের উপর
কভটা ও কোন্দিকে প্রভাব বিস্তার করিবে।

ইহাদের প্রথমটি আলোচনা করা যাউক। আর্থিক মজুরি কমাইলে দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনের ব্যয় কিছুটা কমিবে (কভটা কমিবে ভাহা নির্ভর করে মোট উৎপাদন-ব্যয়ের মধ্যে মোট মজুরির অনুপাত এবং যোগানের অবস্থার উপর); ফলে জিনিসপত্রের দাম কিছুটা কমিতে পারে। এই অবস্থায় যাহাদের আর্থিক আয় কমে নাই, সেই শ্রেণীর হাতে তুলনামূলকভাবে আসল ভোগ প্রবণতা হ্রাস আয় বেশি চলিয়া গেল। ব্যবসায়ী বা ধনিকশ্রেণীর হাতে দেশের আসল আয় যদি একটু বেশি যায়, তকে গড় ভোগপ্রবণতা হ্রাস পাইবে, কারণ ধনীব্যক্তিরা আয়ের বেশি অংশ ভোগব্যয় করে না।

দিতীয়ত, উভোক্তারা যদি মনে করে যে, বর্তমানে আর্থিক মন্ত্রি কমিলেও ভবিশ্বতে শীস্ত্রই উহা বাড়িবে ছবে মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাইকে এবং কর্মসংস্থান বাড়িয়া যাইবে। তাহা ছাড়া, ভবিশ্বতে মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতার উপর প্রভাব অনিন্দিত প্রবল হওয়ায় লোকে এখনই বেশি জিনিষপত্র কিনিতে থাকিবে, ভোগপ্রবণভাও কিছুটা বাড়িতে পারে। অপরপক্ষে, যদি 'আর্থিক মন্ত্রির হ্রাস দেখিয়া উভোক্তারা মনে করে ভবিশ্বতে ইহা আরও কমিবে, ছবে মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা বর্তমানে বৃদ্ধি না পাওয়ারই সম্ভাবনা।

তৃতীয়ত, দেশে সাধারণ মজুরি হাসের ফলে শ্রমিকশ্রেণী ও অভাক্ত

হ্রদের হার কমাইলেও এই নীতি গ্রহণযোগ্য नग

অনেকের আয় কম হইবে, তাহারা লেনদেন ও সাবধানতার অভিপ্রায়ে হাতে কম টাকা রাখিবে। ইহাতে স্থদের হার কমিয়া যাইবার সম্ভাবনা, ফলে বিনিয়োগ বাড়িতে পারে। কিন্তু হুদের হার কমাইবার জন্ম 'নমনীয় আর্থিক নীতি' গ্রহণ করাই ভাল, এইরূপ 'নমনীয় মজুরি নীতি' গ্রহণ করা উচিত নয়। ইহার

তিনটি কারণ আছে। (ক) শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে বিপুল অসন্তোষ দেখা দিতে পারে। (খ) সামাজিক স্থায়বিচারের দিকে তাকাইয়া ইহা বলা চলে যে, মজুরি হ্রাস করা <mark>উ</mark>চিত নয। কারণ ইহাতে তুলনামূলক ভাবে অপরাপর শ্রেণীর সহিত শ্রমিকশ্রেণীর জীবনযাত্রার মানে ব্যবধান ও বৈষম্য আরও বাড়াইয়া তুলিবে। (গ) স্থদের হার কমিলে, পূর্বের সরকারী ঋণগুলির ভার (burden of public debt) বৃদ্ধি পায়, ইহা আমরা জানি। মজুরি-হ্রাস করিয়া দেশের অধিকাংশ লোকের আয় কমাইয়া তাহাদেরই উপর হুইতে কর আদায় করিয়া এই ঋণ পরিশোধ করা স্থবিবেচনার কাজ বলা চলে না। টাকার যোগান বুদ্ধির নীতি ইহার তুলনায় অধিকতর গ্রহণযোগ্য, কারণ তাহাতে জনসাধারণের উপর চাপ কম পডিবার সম্ভাবনা।

পূর্ণ কর্মসংস্থান (Full Employment):

আধুনিক কালে প্রায় সকল রাষ্ট্রেরই অর্থ নৈতিক লক্ষ্য হইল বেকারি দুর করা এবং পূর্ণ কর্মসংস্থান প্রতিষ্ঠা করা। বিংশ শতাব্দীর দিতীয় দশকে সমগ্র পৃথিবীতে শিল্পোন্নত সকল দেশেই অর্থ নৈতিক সংকট ও বেকারি দেখা দিয়াছিল, ধনবিজ্ঞানের তত্ত্ব এই সংকটের কারণ ও উৎস খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্ম নূতন দৃষ্টিভঙ্গীতে অগ্রসর হইয়াছে। ''কল্যাণ রাষ্ট্রের'' ধারণা স্থ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, বেকারি দূর করিয়া সমাজকে পূর্ণসংস্থান স্তরে পেঁীছান রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান কর্তব্য বলিয়া গণ্য হইতেছে।

পূর্ণ কর্মসংস্থান বলিলে দেশের আপামর সকল জনসাধারণের কর্মে নিযুক্ত থাক। বুঝায না। স্বেচ্ছামূলক বেকারি; সংঘাতজনিত বেকারি; দেশের সামাজিক রীতিনীতি ও প্রথাজনিত বেকারি (স্ত্রীলোকদের চাকুরী সংক্রান্ত

প্রথা প্রভৃতি); দেশের সাধারণ প্রতিষ্ঠানসমূহের নিয়ম-পূৰ্ণ কৰ্মসংস্থান কামুন জনিত বেকারি (দৈনিক শ্রমের সময়, চারুরি হইতে কাহাকে বলে অবদর গ্রহণের নিয়ম, নিম্নতম শিক্ষার বয়দ প্রভৃতি);

নিয়োগের অযোগ্যতাজনিত বেকারি (বৃদ্ধ, শিশু, রুগ্ন বা অসুস্থ প্রভৃতি)— এই সকল কারণে কিছু লোক সর্বদাই দেশে বেকার থাকিবে। পূর্ণ কর্মসংস্থান বলিলে বোঝা যায় যে, অনিচ্ছামূলক বেকারি নাই, প্রচলিত মচ্জুরির হারে বাঁহারা কর্মে নিযুক্ত হইতে ইচ্ছুক তাঁহারা মোটামুটি ভাবে সকলই কর্মে নিযুক্ত আছেন।*

উনবিংশ শতাব্দীর ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞান মোটামূটি এই ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল যে, সমাজে সর্বদাই পূর্ণ কর্মসংস্থান রহিয়াছে। তাঁহারা ধরিয়া লইয়াছিলেন অবাধ প্রতিযোগিতার ফলে আপনা আপনি পূর্ণ কর্মসংস্থান প্রতিষ্ঠিত হইবে। ধনবিজ্ঞানী শ্রে (Say) রাসিকাল ধারণা বিণিত নিয়ম অনুযায়ী যোগান নিজেই নিজের চাহিদা স্বষ্টি করে; শ্রামিকের যোগান বাড়িলে মজুরির হার কমিয়া শ্রামিকের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবেই। তাঁহাদের মতে বেকারি তথনই থাকা সম্ভব যদি শ্রামিক তাহার উৎপাদন ক্ষমতা বা বাজারে প্রচলিত মজুরির হার হইতে বেশি মজুরি দাবি করে। একচেটিয়ামূলক শ্রামিক সংঘের চাপে মজুরি হার অধিক থাকিলে, তাই বেকারি অধিক হইবার সম্ভাবনা।

আধুনিক ধনবিজ্ঞানীগণের, বিশেষ করিয়া কেইন্স্ ও তাঁহার অনুগামীগণের
মতে, সমাজ সাধারণত পূর্ণ কর্মসংস্থানের স্তরে সর্বদা অবস্থান করে না ;
বা এই ধরনের সময় ছাড়া সকল দেশেই অনিচ্ছামূলক বেকারি
আছে, সকল দেশই অপূর্ণ কর্মসংস্থানের স্তরে রহিয়াছে।
পূর্ণ কর্মসংস্থানের স্তরে পৌছান এবং সেই স্তরে ইহাকে রক্ষা করা - ইহাই রাট্রের
অর্থ নৈতিক নীতির লক্ষ্য।

কি কারণে সমাজ পূর্ণ কর্মসংস্থানের ভারসাম্যাবস্থায় (Full Employment

Equilibrium) নাই ; পূর্ণ কর্মসংস্থানের স্তর হইতে বিচ্যুতির (Lapses from Full Employment) কারণ কি ? ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানের যুক্তি হইল যে,
পূর্ণ কর্মসংস্থান হইতে
বিচ্যুতিব কাবণ
ইহার কারণ। আধুনিক ধনবিজ্ঞান তাহা স্বীকার করে
না। কেইন্সের মতে ইহার কারণ হইল, সমাজে মোট
ব্যুয়ের পরিমাণ এত বেশি নহে যাহাতে সকল শ্রামিককে কর্মে নিযুক্ত রাখা

* পূর্ণ কর্মসংস্থান লক্ষ্যের মধ্যে নিছক পরিমাণগত ভাবে কর্মনিয়োগের আদর্শ আছে তাহা
নহে, জীবন যাত্রার মান উত্নত করা, বর্ষিত আয়ন্তরে স্বাধীন স্থী জীবন নিরাপত্তার সহিত্য যাপন
করার ধারণীও ইহার অন্তর্ভুক্ত। প্রাচীন কালের দাস-সমাজেও পূর্ণকর্মসংস্থান ছিল; আধুনিক
কালের ফ্লাসিবাদী রাষ্ট্রেও অপ্রচুর পারিশ্রমিকে পূর্ণ কর্মনিয়োগ দেখা গিয়াছে। অভাব ও উপবাস
হইতে মৃক্তি, ভবিস্তাতের গভীর অনিশ্রহাতা হইতে মৃক্তি নিজের ঝোঁক অনুযায়ী যোগ্যতা ও
ক্ষেত্রার পূর্ণ ব্যবহারের স্থোগ স্থাবিধা পাওয়া—এই সকল মিলিয়া পূর্ণ কর্মসংস্থানকে নিছক
আর্থনৈতিক লক্ষ্য হইতে উল্লত্তর এক সামাজিক আদর্শে পরিশত করিয়াছে।

যায়। দেশের কার্যকরী চাহিদার পরিমাণ কম, তাই শ্রমিক নিয়োগের পরিমাণও কম। এই কার্যকরী চাহিদা নির্ভর করে সমাজে মোট ব্যয়ের উপর। সমাজের মোট ব্যয়েকে ছুই ভাবে ভাগ করা চলে, ভোগব্যয় ও বিনিয়োগব্যয়। সমাজের ও আয়স্তরের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ভোগ-ব্যয়ের পরিমাণ বিশেষ বৃদ্ধি পায় না, স্বতরাং যদি বিনিয়োগ ব্যয় বৃদ্ধি করা না হয়, তবে সমাজেব মোট আয়, ব্যয় এবং কার্যকরী চাহিদা কমিয়া যাইবে।

কি ভাবে সমাজ পূর্ণ কর্মসংস্থান স্তরে পৌছিতে পারে ? শ্রমিকদের দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বাড়াইতে পারিলে তাহাদের কর্মনিয়োগ বাড়িবে।

ইহার জন্ম সমাজে মোট ব্যয় বাড়াইতে হইবে, অর্থাৎ ভোগ্য পূর্ণ কর্ম সংখানে পৌছিবার তিনটি পথ

শ্রের দরুণ ব্যয় এবং বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে ব্যয়, এই উভয় প্রকার ব্যয়ের পরিমাণই বাড়ান দরকার। সমাজে বিনিয়োগ করে ব্যক্তিগত উভোক্তাগণ এবং সরকার। স্থতরাং, পূর্ণ কর্মসংস্থানে পৌছিবার তিনটি পথ: ভোগব্যয় বাড়ানো, ব্যক্তিগত বিনিয়োগ ব্যয় বাড়ানো, এবং সরকারী ভোগ ও বিনিয়োগ ব্যয় বাড়ানো।

ভোগণদ্রব্যের উপর ব্যয় বাড়াইবার প্রধান উপায় হইল কম ভোগ প্রবণতাসম্পন্ন ধনী শ্রেণীর উপর প্রত্যক্ষ কর আরোপ করিয়া বা প্রত্যক্ষ করসমূহের হার
রন্ধি করিয়া রাজস্ব বাড়াইয়া বেকার ভাতা, সামাজিক বীমা, অস্কৃষ্টতার বীমা,
বার্ধক্যে পেনসন প্রভৃতির মাধ্যমে সেই অর্থ গরীব শ্রেণীর
ভোগবায় বৃদ্ধির উপায়
সমূহ
একই সঙ্গে, এই উদ্দেশ্যে, পরোক্ষহারের পরিমাণ ও হার

কমাইয়া দিলে ভোগব্যয় বাড়িয়া যাইতে পারে। এই পদ্ধতি গ্রহণের সময়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে প্রত্যক্ষ করের হার বাড়াইলে ব্যক্তিগত বিনিয়োগ কমে কি না। তাই প্রত্যক্ষ করের হার বৃদ্ধি করিয়া আয়ের পুনর্বন্টন করিবার সময়ে যাহাতে ব্যক্তিগত উভ্যোক্তাদের বিনিয়োগের উৎসাহ ও প্রেরণা না কমে এইজন্ম বিশেষ ধরনের স্থবিধা দেওয়ার বন্দোবস্ত রাখিতে হইবে, যেমন ব্যবসায়-লব্ধ আয় পুন্বিনিয়োগ হইলে কর দিতে হইবে না, অথবা করের হার কম হইবে, মৃলধনের ক্ষয়ক্ষতি পূরণের উদ্দেশ্যে আয়ের অধিক অংশ জমা রাখিতে পারিবে।

ব্যক্তিগত বিনিয়োগ-বৃদ্ধির প্রধান পদ্ধতি হইল স্থাদের হার কমাইয়া রাখা

এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধি করিলে আয়কর বা অন্তান্তু প্রত্যক্ষ কর

ব্যক্তিগত বিনিয়োগ বৃদ্ধি করিলে আয়কর বা অন্তান্তু প্রত্যক্ষ কর

বৃদ্ধির উপায়সমূহ

ইতি উভ্যোক্তাদের কিছুটা রেহাই দেওয়া। কিন্তু এই

পদ্ধতির সর্বাপেক্ষা বৃহৎ অস্থবিধা হইল ব্যক্তিগত

বিনিয়োগকারীরা এক্নপ নিরুৎসাহী অবস্থায় থাকিতে পারে যে, কম স্থাদের হার বা

কম আয়করের হার কিছুতেই বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধিতে তাহাদের উৎসাহিত করিতেছে না।

স্থতরাং, প্রধান পদ্ধতি হইল সরকারী ব্যয় বাড়ান। রাষ্ট্র বা জনপ্রতিষ্ঠান-সমূহ যদি বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে অর্থাৎ রাস্তা ঘাট, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল প্রভৃতি স্থাপন করে তাহা হইলে সমাজের মোট বিনিয়োগব্যয় বৃদ্ধি

সরকারী বিনিয়োগ
বৃদ্ধির উপায়সমূহ
হৈবে, কর্মসংস্থানও বাড়িয়া যাইবে। সরকারী বিনিয়োগের
বৃদ্ধি যাহাতে ব্যক্তিগত বিনিয়োগের পরিমাণ সংকৃচিত করিতে

বান্ধ থাহাতে ব্যাক্তগত বিনিয়োগের পারমান সংকুচিত কারতে না পারে, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে সরকার ছ্ইউপায়ে টাকা সংগ্রহ করিতে পারেঃ (ক) কর বৃদ্ধি এবং (খ) ঋণবৃদ্ধি। প্রত্যক্ষকরের যতথানি বৃদ্ধি ব্যক্তিগতকে বিনিয়োগ নিরুৎসাহ করিবে না সেইপরিমাণ টাকা করবৃদ্ধি ধারা উঠানো হইবে; আরও অধিক টাকার প্রয়োজনে সরকার ঋণ করিবে। জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণ করিলে ব্যক্তিগত

বিনিয়োগের জন্ম অর্থ কনিয়া যাইবে, ভোগব্য়েও কিছুটা শংকুচিত হইতে চাহিবে। স্বতরাং তাহা না করিয়া রাষ্ট্রপ্রধানত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সাহায্যে নৃতন টাকা শৃষ্টি করিয়া (Deficit Financing) বাজেট-ঘাট্তি পদ্ধতির দ্বারা সরকারী বিনিয়োগ বাড়াইয়া দিবে। নৃতন টাকা শৃষ্টি করিয়া সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি করাকে বিনা স্থদে টাকা সংগ্রহের পদ্ধতি (Interest-free financing) বলে, কারণ এই টাকার জন্ম রাষ্ট্রকে কোন স্থদ দিতে হয় না।

ঘাট তি বায়ের স্থারা টাকা সংগ্রহ করিয়া বিনিয়োগ করিলে যাহাতে দ্রুত কর্মসংস্থান বাড়িতে পারে, এই জন্ম, (ক) শ্রামিকের চলনঘাট্তি বায় পদ্ধতির
শালতা বাড়াইতে হইবে, ইহাতে শ্রমিকগণ দ্রুত কর্মে নিযুক্ত
থামুষঙ্গিক বাবস্থা
হইতে পারে (খ) নূতন শিল্পের স্থান নির্বাচন (Location)
সঠিকভাবে করিতে হইবে। (গ) পরিকল্পিতরূপে সরকারী উন্নয়নমূলক নির্মাণকার্য (Public Works) স্কুক্ল করিতে হইবে।

ঘাট্তি ব্যয়ের নীতির বিরুদ্ধে প্রধান বক্তব্য হইল, (ক) ইহার ফলে মুদ্রাম্ফীতির সম্ভাবনা প্রবল, কারণ কার্যকরী চাহিদার বৃদ্ধি শ্রম ও উপকরণের ছ্প্রাপ্যতা স্থাষ্ট্র করিতে পারে। অনুরত দেশসমূহে ঘাট্তিব্যয়ের বৃদ্ধি সমাজে অধিক আয় স্থাষ্ট্র করিবে, কিন্তু মূলধনী দ্রব্যের অভাবের দর্মণ দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন বাড়ানো যায় না. বলিয়া টাকার পরিমাণ বাড়াইলে দামস্তর বাড়াইয়া দিবে। স্বতরাং সকল দেশেই শিল্পপ্রসারের প্রথম দিকে পূর্ণকর্মসংস্থান

শর্থ নৈতিক নীতি ও পরিকল্পনার কক্ষ্য হইতে পারে না। প্রথমে দ্রুত শিল্পসম্প্রসারণের চেষ্টা করিতে হইবে, মৃলধনী দ্রবাদি প্রস্কৃতির হার পুরই বাড়াইয়া
দিতে হইবে, (মেমন ভারতের দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনা)। (খ) তাহা ছাড়া,
ঘাট্তি বায়ের বৃদ্ধি ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীদের মনে নিরুৎসাহ
বাটতি ব্যক্ষের অস্ক্রিধা
সঞ্চার করিতে পারে, ভাহারা ভবিষ্যৎ করের ভয়ে মুদ্রাক্ষীতির
ভয়ে বা সংকটের ভয়ে ভীত হইয়া পড়িতে পারে, (গ) সরকারী খণের পরিমাণ
বৃদ্ধির বহু প্রকার বিপদ আছে, হৃদ প্রদান, আসল পরিশোধ, বিশেষত ক্রমবর্ধমান
খণ-ব্যবস্থার স্টিক পরিচালনা সকল বিষয়েই ইহা অনেক প্রকার অস্ক্রবিধার স্টিকরে।
অসুশ্রত দেশ ও পূর্গকর্মসংস্থান ভল্ব (Underdeveloped countries
Full Employment Theory):

অসুন্ত দেশসমূহ পোনত ক্ষি প্রধান, মূলধনী সামগ্রীর পরিমাণ কম, ষন্ত্র সম্পর্কীয় জ্ঞানের স্তর পুবই নিচুতে। দ্বিতীয়ত, মালিকের নিকট মজুরির বিনিময়ে চাকুরি করে এইরূপ শ্রমিকের সংখ্যা তুলনামূলক ভাবে কম, অসুন্তত দেশের প্রধিকাংশ জনসাধারণই স্বয়ং-নিযুক্ত, নিজেই নিজের কর্ম-কাঠামোগত বৈশিষ্ট্র সংস্থানের ব্যবস্থা করে। তৃতীয়ত, জাতীয় উৎপত্রের একটি বিশেষ বড় অংশ বাজারে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে উৎপন্ন হয় না, উৎপাদকগণ নিজেরা ভোগের উদ্দেশ্যেই উৎপাদন করে। এইরূপ অবস্থায় গুণকের নীতি উ:ত দেশ-সমূহের স্থায় সহজে কার্যকরী হয় না।

বিনিয়োগের বৃদ্ধি প্রথমে আয় ও কর্মসংস্থান বাড়ায়, তাহার পরবর্তী তরে
সেই আয় ভোগব্যয়ের মারফং নৃতন আয় ও কর্মসংস্থান বাড়াইয়। দেয়। দিতীয়
স্তরের আয় পুনরায় ভোগয়েব্য বয়য়ত হয় এবং এইভাবে আয় ও কর্মসংস্থান
বাড়িয়। প্রথম বারের-বিধিত আয় ও কর্মসংস্থান স্থাবের আয়তন— এই পর্যন্ত
বাড়িয়ে। কিন্তু অমুয়ত দেশে দিতীয়, তৃতীয় বা পরবর্তী তরসমূহের ভোগবয়য়
বৃদ্ধি অর্থাৎ প্রাথমিক তরের আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির পরবর্তী তরসমূহে উহাদের
আরও বৃদ্ধির পথে বহু বাধা থাকে। যদিও এইরূপ দেশে প্রাত্তিক ভোগপ্রবতা
থাকে পুব বেশি এবং ভত্তাম্বয়য়ী গুণকের আয়তন পুবই বড় হওয়া উচিত, কিন্তু
বাত্তবে তাহা হয় না। ইহার প্রধান ক্রারণ হইল এইরূপ
শুণক ও ত্রক উভয়ই দেশে আয়-বৃদ্ধি প্রধান ভোগদ্রের উৎপাদন ও যোগান
ত্রাক্রালে অন্থিভিন্থাপক আর অমুয়ত দেশগুলিতে প্রধানত প্রকৃতির থেয়ালেই

ক্ষমির উৎপাদনে ব্রাস বৃদ্ধি ঘটে। তাহা ছাড়া উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি না থাকার ক্রমহাসমান প্রতিদানের নিয়ম কার্যকরী হইতে পারে। আর ক্রমিঙ্গাত দ্রব্যের দাম বাড়িলে ক্রমকের অলসতা বাড়িয়া যাওয়ায় উৎপাদনের পরিমাণ কমিযা যাইতেও পারে।

খাছ দ্রব্যের চাছিদা বৃদ্ধি পাইলে (কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন সমান থাকায়) দাম বাড়িবে এবং ফলে কৃষক শ্রেণী ব্যতীত অন্থান্ত শ্রেণীকে বেশি দাম দিয়া খাছাদি ক্রয় কবিতে হইবে : কিন্তু কৃষকের সঞ্চয-প্রবণতা বেশি থাকায, অন্থান্ত ক্ষেত্র (sector) আয় বৃদ্ধির স্ববিধা পাইবে খুবই কম। কৃষকেরা শিল্পজাত দ্রব্য ক্ষেয় করিলেও শিল্পের উৎপাদন বাড়ানো এইরূপ দেশে সহজ নহে, তাই আয় বৃদ্ধি হইলে উৎপাদন ও কর্মসংস্থান না বাড়িতেও পারে।

প্রচ্ছন্ন বেকারি (Disguised unemployment) থাকাতেও গুণক ও জনকের প্রভাবের গতি ভিন্নদ্ধপ দাঁড়ায। অনিচ্ছাক্ত বেকারির বদলে প্রচ্ছন্ন বেকারি থাকায় বিনিযোগে প্রাথমিক বৃদ্ধি প্রচ্ছা বেকারদের আয় বাড়াইলে উহা দিতীয়, তৃতীয় ও পরবর্তী স্তরের কর্মসংস্থান ও আয় বাড়াইতে পারে না। তাহা ছাড়া এইন্ধপ চল্তি মঙ্গুরির হাবে অক্তন্ম চাকুরি করিবার কোন প্রেরণা তাহাদের মধ্যে দেখা যায় না। দেশ এক ধ্বনেব "তথাক্থিড" পূর্ণ কর্মসংস্থান-এব স্থরে থাকে; বিনিয়োগ বৃদ্ধি প্রধানত, মুদ্রাম্ফীতি-ই ঘটায়।

अनुगैननी

- 1. Discuss the principal types of unemployment in modern society and suggest some remedies for the mitigation of unemployment.
- 2. Analyse the different types of unemployment and what are their causes?
 - 3. How is the level of Employment determined in a country?
 - 4. What factors determine the volume of Employment in a country?
- 5. What is full Employment? What are the causes of lapses from Full Employment and how to achieve full employment in a free society?
- 6. Discuss the implications of Keynesian theories in underdeveloped countries.

আয় ও কর্মদংস্থানের তত্ত্ব

Theory of Income and Employment

1930 সাল পর্যন্ত অধিকাংশ ধনবিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যে, দেশে সাধারণ বেকারি থাকিতে পারে না। তাঁহারা ধরিয়া লইয়াছিলেন যে, সমাজে সর্বদা পূর্ণকর্মসংস্থান বজায় আছে। এই কারণেই 'ক্লাসিকাল' ধনবিজ্ঞানীরা কর্মসংস্থানের সাধারণ স্তর নির্ধারণকারী বিষয়গুলিকে আলোচনা করার প্রয়োজন মনে করেন নাই। তাঁহাদের এই চিন্তা প্রকৃষ্টভাবে রূপ পাইয়াছিল 'বাজার সম্বন্ধীয় স্থে-র নিয়ম'-এর মধ্যে (Say's Law of Markets)। এই 'নিয়ম' হইতেই ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের ধারণা স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইতেছে। স্থে বলিয়াছিলেন যে, 'যোগানই নিজের চাহিদা স্থাষ্ট করে' (Supply creates its own demand)। ইহার অর্থ হইল সমাজে সাধারণ উৎপাদনাধিক্য বা বাড়তি

উৎপাদন (General over-production) সম্ভব নয় ৷ क्रांमिकाल शात्रणाः কোন একটি বিশেষ শিল্পদ্রব্যের জন্ম চাহিদা হঠাৎ কম সামগ্রিক হইতে পারে, বা চাহিদার তুলনায় উৎপাদন ও যোগান বেশি অধিকোৎপাদন সন্তব নয় হুইতে পারে, তাহা স্বীকার করিতে তাঁহাদের আপান্ত নাই। কিন্তু সাধারণভাবে বা সামগ্রিকভাবে সকল দ্রব্য সামগ্রীর জন্ম চাহিদা নাই বা উহাদের বাড়তি উৎপাদন হইয়াছে ইহা কিরূপে শ্বীকার করা যায়। মিল (James Mill) বুলিয়াছেন 'উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গেই ভোগের প্রসার ঘটে' (consumption is coextensive with production); তাঁহার মতে 'চাহিদার একমাত্র কারণই হইল উৎপাদন, একই সময়ে এবং সমান পরিমাণ চাহিদা ইছা কখনও যোগানের ব্যবস্থা করে না';* 'বাংসরিক স্ষ্টি না করিয়া প্রিমাণ যাহাই হউক না কেন. ইহা বাৎসরিক রিকার্ডোও বলিয়াছেন, পরিমাণকে কখনই ছাডাইয়া যাইতে পারে না।'†

^{* &#}x27;Production is the cause, and the sole cause of demand. It never furnishes supply without furnishing demand, both at the same time and both to an equal extent.'

^{† &#}x27;Whatever the amount of annual produce it can never exced the amount of the annual demand.'

'একটি জাতির দিক হইতে দেখিতে গেলে, যোগান কখনই চাহিদাকে ছাপাইয়া যাইতে পারে না'। ('in reference to a nation, supply can never exceed demand')।

1848 সালে প্রকাশিত জন স্টুয়ার্ট মিলের Principles of Political Economy গ্রন্থেও আমরা ইহা দেখিতে পাই। দেশের সমগ্র চাহিদা হঠাৎ কমিয়া গিয়া উৎপাদনের আধিক্য এবং বেকারি ঘটাইতে পারে। এই ধারণার বিরুদ্ধে মিল বহুপ্রকার যুক্তির অবতারণা করিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, "লেনদেনের মাধ্যমের অভাবের দরুণ সক্তর প্রকার দ্রব্যসামগ্রীর জন্ম চাহিনার ঘাট তি দেখা দিয়াছে, ইহা কি সম্ভব ? যাঁহারা এইরূপ মনে কেন তাহাদের এইরূপ করেন, তাঁহারা বিচার করেন নাই যে, দ্রব্যসামগ্রীর লেন-ধাৰণা হইয়াছিল দেনের মাধ্যম কি লইয়া গঠিত হয়। এই মাধ্যম হইল দ্রব্য-সামগ্রী। প্রতিটি ব্যক্তির ক্রেক্তেই অন্থ ব্যক্তির উৎপন্ন দ্রব্যের জন্ম দাম দিবার মাধ্যম হইল তাহার নিজস্ব দ্রব্যসাম্থ্রী। দকল বিক্রেতা নিশ্চয়ই ক্রেতা, শব্দণত বা সংজ্ঞাগত দিক হইতেও ইহারা একই। যদি দেশটির উৎপাদন ক্ষমতা আমরা বিশুণ করিতে চাই তবে সকল বাজারেই জিনিসপত্তের পরিমাণ আমাদের দ্বিশুণ করিয়া তুলিতে হইবে, অর্থাং ইহার ফলে একই সঙ্গে ক্রেয় শক্তির পরিমাণ্ড আমরা দ্বিগুণ করিয়া ফেলিতেছি। দ্বিগুণ চাহিদার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকেই দ্বিগুণ যোগান বাজারে লইয়া আদিবে; প্রত্যেকেই পূর্বাপেক্ষা দ্বিশুণ কিনিতে পারিবে, কারণ বিনিম্যে দিবার মত প্রত্যেকেরই দ্বিগুণ জিনিম্পত্র আছে। · · · ইহা সম্পূর্ণ অকল্পনীয় যে, সকল দ্রব্যেরই মূল্য ব্রাস পাইয়াছে এবং ফলে সকল উৎপাদক উপযুক্ত পরিমাণ পারিশ্রমিক পাইতেছে না।"*

-Book III, Section 2, Chapter XIV.

^{* &}quot;is it...possible that there should be a deficiency of demand for all commodities, for want of the means of payment? Those who think so cannot have considered what it is which constitutes the means of payment for commodities. It is simply commodies. Each person's means of paying for the productions of other people consists of those which he himself possesses, All sellers are inevitably and ex vi termmi buyers. Could we suddenly double the productive powers of the country we should double the supply of commodities in every market, but we should by the same stroke double the purchasing power. Every one would bring or double demand as well as double supply: everybody would be able to buy twice as much because everybody would have twice as much to offer in exchange...... It is a sheer absurdity that all things should fall in value and that all producers should, in consequence, be insufficiently remunerated."

অবশ্য সেই যুগেও ক্লাসিকাল লেখকদের এই মতের বিরুদ্ধে কোন কোন ধনবিজ্ঞানী সামগ্রিকভাবে উৎপাদনের আধিক্যের কথা ঘোষণা করিয়াছিলেন। महानवान् तिकार्त्जात्क वृक्षारेवात रहें। कतिशाहितन या, तिकार्जा कारिया থাকার দরুণ বেকারি ঘটিতে পারে। কিন্তু তাঁহার এই মত তখন গুহীত হয় নাই। কেইনুস বলিতেছেন, "রিকার্ডোর এই মতবাদ যে, দেশে কার্যকরী চাছিদার (Effective demand) ঘাটুতি হওয়া অসম্ভব, ইহাকে ম্যালুথাস তীত্র ভাবে বাধা দিয়াছিলেন, কিন্তু সফলকাম হন নাই। ইহার কারণ হইল ম্যাল্থাস্ স্পষ্টভাবে বুঝাইতে পারেন নাই কিন্ধপে ও কেন কার্যকরী চাহিদার ঘাটুতি বা বাড়তি দেখা দেয়, ফলে তিনি বিকল্প কোৰ মাালখাস ও রিকার্ডোর ভাগামান ও ।রকাট্ডার মধ্যে মতবিরোধ ছিল কাঠামো দাঁড় করাইতে অক্ষম হইয়াছিলেন ; এবং পবিত্র খুষ্টধর্ম যেমন স্পেন জয় করিয়াছিল, রিকার্ডোও তেমনি ইংল্ওে নির্ফুশ আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। সহবের লোকজন, রাজনীতিক ও পণ্ডিত ব্যক্তিরা সকলে তাঁহার মত কেবল মাত্র গ্রহণ করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। বিরোধের অবদান হইল; অপর দৃষ্টিভংগী সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইল; কোন আলোচনার মধ্যেও ইহা আর প্রবেশ করিল না। কার্যকরী চাহিদার এই গুরুত্বপূর্ণ জটিল ধার্ম, ম্যাল্থাস্ যাহা লইয়া সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ইহা ধনবিজ্ঞান শাস্ত্র হইতে অবলুপ্ত হইয়া গেল।''*

সামগ্রিক যোগান ও সামগ্রিক চাহিদা (Aggregate Supply and Aggregate Demand)

কোন ফার্মের ক্ষেত্রে কি পরিমাণ শ্রমিক নিয়োগ করা হইবে তাহা নির্ভর করে কতজন মজুর খাটাইলে ফার্মটি সর্বাধিক মুনাফা করিতে পারে। দেশের সামগ্রিক অর্থ নৈতিক কাঠামোতে, একত্রভাবে বিচার করিলে সকল উভোক্তার এইরূপ ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের ফলে সমষ্টিগত মোট কর্মসংস্থানের পরিমাণ পাওয়া যায়। যে প্রধান শক্তিগুলির কার্যকারিতার দরুণ দেশের মোট কর্মসংস্থানের

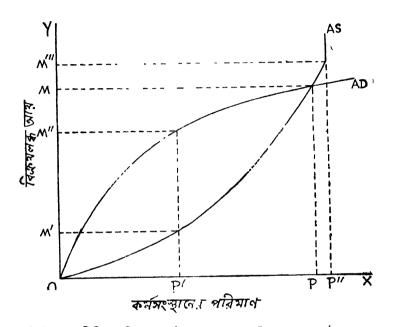
^{* &}quot;Malthus, indeed had vehemently opposed Ricardo's doctrine, that it was impossible for effective demand to be deficient; but, vainly. For since Malthus was unable to explain clearly (apart from an appeal to the facts of common observation) how and why effective demand could be deficient or excessive, he failed to furnish an altenative construction: and Ricardo conquered England as completely as the Holy Inquisition conquered Spain. Not only was his theory accepted by the City, by statesmen and by the academic world. But controversy ceased; the other point of view completely disappeared; it ceased to be discussed. The great puzzle of Effective Demand with which Malthus has wrestled vanished from economic literature."

J. M. Keynes, General theory, P. 32.

পরিমাণ স্থির হয়, তাহাদের সামগ্রিক যোগান (aggregate supply) এবং সামগ্রিক চাহিদা (aggregate demand) বলে।

মনে কর, সমাজে কিছু সংখ্যক শ্রমিক কাজে নিযুক্ত আছে। এই পরিমাণ কর্মসংস্থান বজায় রাখিতে গেলে সকল উত্যোক্তারা মিলিয়া সামগ্রিক যোগান দাম জিনিসপত্র বিক্রয় করিয়া কমপক্ষে যে পরিমাণ টাক। নিশ্চয়ই ও সামগ্রিক চাহিদা পাইতে চান (must expect to receive), তাহাকে দাম কাহাকে বলে বলে সামগ্রিক যোগান দাম। অর্থাৎ, কিছুসংখ্যক শ্রমিক মিলিয়া মোট যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদম করেন, তাহার মোট ব্যয়কে সামগ্রিক যোগান দাম বলা চলে। যদি উত্যোক্তারা মনে করেন যে, দ্রব্যসামগ্রী বিক্রেয় করিয়া এই খরচা তুলিয়া আনা যাইবে না তবে তাহারা কর্মসংস্থানের পরিমাণ কমাইয়া দিবেন। অপরপক্ষে, সামগ্রিক চাহিদা দাম বলিলে বোঝা যায় কিছ-সংখ্যক শ্রমিক নিযুক্ত থাকিলে সকল উত্যোক্তারা মিলিয়া দ্রবাসামগ্রী বিক্রয় করিয়া যত পরিমাণ টাকা পাইবেন বলিয়া আশা করেন (really do expect)। কিছ সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগের স্তবে উচ্চোক্তাদের প্রত্যাশিত রেভিনিউর মোট পরিমাণকে তাই সামগ্রিক চাহিদা দাম বলা চলে।

বিভিন্ন পরিমাণ কর্মনিয়োগের স্তরের বিভিন্ন পরিমাণ সামগ্রিক যোগান দাম ও সামগ্রিক চাহিদা দাম থাকে: তাই কর্মনিয়োগের বিভিন্ন স্তরের সামগ্রিক যোগান দামের তালিকা ও সামগ্রিক চাহিদা দামের তালিকা (schedule) প্রস্তুত করা যায়। যদি উভয়ের মধ্যে দামগ্রিক চাহিদা দাম বেশি থাকে, অর্থাৎ উল্ভোক্তাগণ মিলিযা যে পরিমাণ বিক্রয়ঙ্গরূ যে প্ৰিমাণ কৰ্মসংস্থান নিশ্চয়ই পাইতে চাহেন সেই নিম্নতম প্রয়োজনীয় টাকার সমাজে উপস্থিত থাকিলে উভযে মিলিত পরিমাণ অপেক্ষা যদি বিক্রয়লব্ধ টাকাব হ্য, তাহাই কৰ্মসংস্থানেব অধিক হইবে বলিয়া আশা করেন, তাহা হইলে সকল ভাবসামা স্তব উল্মোক্তারা মিলিয়া উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াইতে চেষ্টা করিবে, ফলে কর্মসংস্থান বাড়িতে থাকিবে। অবশেষে যদি এমন এক অবস্থায় পৌছান যায় যথন সামগ্রিক চাহিদা দাম ও সামগ্রিক যোগান দাম সমান, তথন সেই কর্মনিজ্যাশ্যের পরিমাণে হ্রাস বা বৃদ্ধির ঝোঁক থাকে না; কর্মসংস্থানের ভারদাম্য-স্তর (Equilibrium Level of Employment) স্থাপিত হয় : এই স্তরে সমাজের সকল অনিয়োগ বা বেকারি দূর হইয়াছে অর্থাৎ পূর্ণ কর্ম-নিয়োগের স্তবে সমাজ উপস্থিত হইয়াছে তাহা নহে; অপূর্ণ কর্মসংস্থান-স্তরেও এইরূপ ভারদাম্য থাকা সম্ভব (underemployment equilibrium)। এইরূপ অবস্থায় এই কর্মসংস্থানের স্তরে ভারদাম্য স্থাপিত হইয়াছে, অর্থাৎ উহার বাড়িবার বা কমিবার দিকে কোন ঝোঁক;নাই। নিচের রেথাচিত্রে ইহা দেখা যাইতেছে:



 বিক্রয় করিয়া OM" পরিমাণ টাকা তাঁহারা পাইবেন। প্রত্যাশা বেশি বিশিষা তাঁহারা কর্মসংস্থান বাড়াইতে থাকেন। কর্মসংস্থানের পরিমাণ বাড়িতে থাকিলে AS রেখা প্রথমে ধীরে ধীরে বাড়ে, তাহার পর দ্রুত বৃদ্ধি পায়। অপরপক্ষে, AD রেখা প্রথমে দ্রুত বাড়ে, পরে বৃদ্ধির গতি হ্রাস পায়।

শামগ্রিক যোগান দামের রেখা ও সামগ্রিক চাহিদা রেখা উভয়ে মিলিয়া দেশে কর্মসংস্থানের স্তর বা পরিমাণ স্থির করে। যতক্ষণ উত্যোক্তাদের মনে প্রত্যাশিত আদায়ের পরিমাণ (AD) নিমত্র প্রয়োজনীয় পরিমাণ (AS) হইতে বেশি, ততক্ষণ উচ্চোক্তারা নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করিয়া দেশে কর্মসংস্থানের স্তর কর্মসংস্থানের পরিমাণ বাডাইতে থাকিবে। যতদূর পর্যন্ত নির্ভর করে এই ছই AD রেখা AS রেখার উপরে ততক্ষণ কর্মসংস্থানের পরিমাণ রেখার মিলনবিন্দতে বুদ্ধি পাইতেছে। একমাত্র OP পরিমাণ কর্মসংস্থানের স্তরে পৌছিয়া উভয় রেখা মিলিত হইতেছে। আমরা তাই বলিতে পারি যে, সমাজে OP পরিমাণ কর্মসংস্থান আছে তাহার কারণ হইল ঐ স্তরেই AS রেখা ও AD রেখ। মিলিত হইতেছে। AS রেখা ও AD রেখা কোন বিন্দুতে মিলিত হইবে তাহা নির্ভর করে সমাজের সকল ক্রেতারা মিলিয়া কত টাকা ব্যয় করিতে চান, অর্থাৎ তাহাদের মোট ব্যয়ের উপর। যদি তাহারা OM পরিমাণ মোট ব্যয় করিতে রাজি থাকে তবে OP পরিমাণ কর্মসংস্থান হইবে, ইহাই আমরা জানিতে পারি। দামগ্রিক চাহিদা ও দামগ্রিক যোগানের এই মিলনবিন্দুকে কার্যকরী-চাহিদার

দামাগ্রক চাহিদা ও সামাগ্রক যোগানের এই মালনাবপুকে কাবকরালাহেশার
(Effective Demand) বিন্দু বলা হয়। কোন এক দেশে কর্মসংস্থানের
ন্তর এই বিন্দুতে প্রকাশ পায়, অর্থাৎ এই পরিমাণ কার্যকরী চাহিদা থাকাতেই

সেই নির্দিষ্ট পরিমাণ কর্মসংস্থান বজায় আছে। ঐ বিন্দুতে
সেই বিন্দুতে কার্যকরী
চাহিদা প্রকাশ পায়
চাহিদার পরিমাণ সমান। যদি কার্যকরী চাহিদায় বৃদ্ধি হয়,
তাহা হইলে কর্মনিয়োগের ন্তর উধের উঠিবে, কর্মসংস্থানের পরিমাণ বাড়িবে;
যদি কার্যকরী চাহিদা কমিয়া যায়, তাহা হইলে কর্মনিয়োগের ন্তর নামিয়া যাইবে,
কর্মসংস্থানের পরিমাণ কমিবে। প্রতি মৃহর্চে বা স্ক্রকালের মধ্যে কোন একটি
দেশে কর্মসংস্থানের পরিমাণ ঠিক যে ন্তরে আছে সেই ন্তরেই সামগ্রিক চাহিদা ও
সামগ্রিক যোগান সেই সময়টুকুর মধ্যে ভারসাম্যে পৌছিয়াছে। ইহাদের
ভারসাম্যের বিন্দুতে কার্যকরী চাহিদা পাওয়া যাইতেছে, আমরা ভাই বলিতে পারি,
এই কার্যকরী চাহিদা থাকার দক্ষণ-ই কর্মসংস্থান এই ন্তরে আছে।

শ্বায় ও কর্মশেছানের শুর কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর নির্ভর করে (Factors determining the level of Income and Employment)

কার্যকবী চাহিদা বলিলে টাকাব হিসাবে, কোন বিশেষ স্তবে কর্মনিযোগপবিমাণেব দ্বাবা উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীব মোট মূল্যকে বুঝা যায়।
জাতীয় আব জাতীয
ব্যব ও কাষকবী চাহিদা
হইষা যায়; অথবা বলা চলে যে, চাবিটি উপাদানেব সকল
প্রকাব আয় যোগ দিয়াই দ্রব্যসামগ্রীব মোট মূল্য গঠিত হয়। স্থতবাং কার্যকবী
চাহিদা = মোট জাতীয় আয় = মোট দ্রব্যসামগ্রীব মূল্য।*

সাধাবণভাবে দ্রব্যসামগ্রীকে ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত কবা হয়, ভোগ্যদ্রব্য এবং বিনিযোগ-দ্রব্য , স্থতবাং কার্যকবী চাছিদা (বা মোট ব্যয়) হইল মোট ভোগ্যদ্রব্যে

প্রথম পরিচ্ছেদে জাতীয় আযের পবিমাপ সম্বন্ধে আলোচনা কবা হইরাছে।

সংখ্যাতত্ত্বের হিসাবে নির্দিষ্ট সমযের মধ্যে, কোন দেশে বিনিমর্যোগ্য সকল প্রকার সম্পূর্ণোৎপর (Final Product) দ্রব্য সামগীব মোট মূল্যকে মোট জাতীয আয বলা হয়। সকল প্রকাব দ্রব্য সামগ্রীব বিক্রযমূল্য হইতেই সকলের আয়, স্তবাং জাতীয় আয় আব সামগ্রিক চাহিদা সমান।

সামাথিক চাহিনা (Aggregate Demand) চাবি ধরনের বিষধ লইষা পঠিত হয (ক) ব্যক্তিগত ভোগ ব্যয়, (থ) ব্যক্তিগত বিনিযোগ-ব্যয়, (গ) রাষ্ট্রীয় বিনিযোগ-ব্যয় এবং (ঘ) বিদেশা দ্রব্যকার্যাদিব উপব দেশীয় জনসাধাবণেব ব্যয় অপেক্ষা দেশীয় কার্যাদিব উপব বিদেশা জনসাধাবণেব ব্যয়ে আবিক্য (বা ঘাটতি)। স্কুতবাণ কোন নির্দিষ্ট সময়েব মধ্যে, সম্পূর্ণাৎপদ্ম স্থ্য কার্যাদি বা মোট উৎপাদনেব উপব আর্থিক ব্যয়ের স্থোতকেই আমবা সাম্যাক্ষ চাহিলা বলিতে পাবি।

সংখ্যাতত্বানুষাৰী হিসাব কবিলে দেখা যায়, এই সামগ্রিক চাহিদা এবং মোট জাতীয উৎপন্ন (Gross National Product) একই বিষয়। ইহাবা একই, কারণ কোন আর্থিক লেনদেনকে ছুইদিকেব দৃষ্টিভঙ্গী হুইতে দেখা চলে: আয় ও বায়। বিক্রেতায় যাহা আয়, ক্রেতাব তাহাই বায়ঃ কম ও নহে, বেশি ও নহে। স্ক্রাণ বলা যায়, মোট জাতীয় উৎপন্ন হুইল নিদিষ্ট সমযেব মধ্যে সকল সম্পূর্ণোংপদ্ন স্তব্যসামগ্রীব মোট মূল্য বা চল্তি সম্পূর্ণোংপদ্ন স্তব্যসামগ্রীব ভপব মোট আর্থিক বায়। যেমন, যদি কোন বংসবে মোট সম্পূর্ণোংপদ্ন স্তব্যসামগ্রীব মূল্য হুয় ৫০০ কোটি টাকা, তাহা হুইলে ইহা হুইতে বুঝা যায় ওই সম্বের মধ্যে দেশের মোট বায় হুইল ৫০০ কোটি টাকা অথবা ওই সম্বের মধ্যে দেশের সামগ্রিক চাহিদা ও ৫০০ কোটি টাকা ।

মোট জাতীৰ উৎপপ্পকে বিভক্ত কবিলে আমবা Y=C+1 এই কেইনসীৰ স্ত্ৰ পাইতে পাৰি। এথানে Y হইল মোট জাতীয় উৎপ্য (বা মোট জাতীয় আয়), c হইল ভোগ এবং I হইল বিনিয়োগ। I-এব মধ্যে ব্যক্তিগত, বাষ্ট্ৰীয় বা বৈদেশিক সকল প্ৰকার বিনিয়োগ নিহিত আছে।

ব্যয় এবং মোট বিনিয়োগ দ্রব্যে ব্যয়ের সমষ্টি। আর মোট ভোগ্যদ্রব্যে ব্যয়

—মোট ভোগ্যদ্রব্য হইতে বিক্রয়লক আয়; এবং মোট বিনিয়োগ দ্রব্যে ব্যয়

—মোট বিনিয়োগ দ্রব্য হইতে বিক্রয়লক আয়। শ্বতরাং,

কার্যকরী চাহিদা= মোট জাতীয় আয়=জাতীয় উৎপাদনের মোট মূল্য,

- —ভোগদ্রব্যের উপর ব্যয়+বিনিয়োগ দ্রব্যের উপর ব্য়য়,
- =ভোগদ্ৰব্য হইতে বিক্ৰয় লব্ধ আয় + বিনিয়োগ দ্ৰব্য

হইতে বিক্ৰয় লব্ধ আয়।

দেশে কার্যকরী চাহিদার উপর মোট কর্মসংস্থানের পরিমাণ নির্ভর করে;
অর্থাৎ কে) ভোগব্যয় এবং (খ) বিনিয়োগ ব্যয়, এই উভয় ব্যয়ের দ্বারা কর্মনিয়োগের পরিমাণ দ্বির হয়। যদি ভোগব্যয় বা বিনিয়োগ ভোগব্যয় ও বিনিয়োগ
ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়া মোট ব্যয় বা কার্যকরী চাহিদা বাজিয়া
যায়, তাহা হইলে কর্মসংস্থান বাড়ে; যদি ভোগব্যয় বা
বিনিয়োগ ব্যয় ব্রাস পাইয়া, মোট ব্যয় বা কার্যকরী চাহিদা কমিয়া যায়, তাহা
হইলে কর্ম সংস্থান কমে। ভোগব্যয় এবং বিনিয়োগ ব্যয় কিসের উপর নির্ভরশীল ?
কোন কোন শক্তির দ্বারা ইহারা নির্ধারিত হয় ?

(ক) সমাজে ভোগবংয়ের পরিমাণ নির্ভর করে মোট আয়ের কি অংশ ব্যক্তিরা মিলিয়া ভোগদ্যেব্য ক্রয়ে ব্যয় করে, অর্থাৎ মোট আয় এবং সমাজের গড় ভোগ-

"সম্পূর্ণে(পেন্ন" কণার অর্থ হইল যে হিসাবের সময় আধা-উৎপন্ন দ্বাসামগ্রীর বা উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামালের দাম গ্রহণ করা হয় না, পাছে ডবল হিসাব হইয়া যায়। "মোট" কণাটিতে বোঝা যায় মূলধনী জব্যের ক্ষয়ক্ষতির বাবদ কোন অর্থ পূণক করিয়া হিসাব হইতে বাদ দেওয়া হইতেছে না। মূলধনের ক্ষয়ক্ষতির পূরণ বাবদ অর্থ মোট জাতীয় উৎপাদন হইতে বাদ দিলে নীট জাতীয় উৎপাদন হইতে বাদ দিলে নীট জাতীয় উৎপাদন হাট বিক্রয় মূল্য হইতে বিত্রয়কর বা অন্থান্থ ব্যবসায়-কর প্রভৃতি বাদ দিলে আমরা "জাতীয় আয়" পাইতে পারি । কারণ, সকল দ্বা সামগ্রীর মোট বিক্রয় মূল্য হইতে পরোক্ষ কর আদায় প্রভৃতির পরিমাণ বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই সকল উৎপাদনের জন্ম বায় বা সকল উপাদানের আয় (ধাজনা, মজুরি, স্বদ এবং অবশ্টিত মুনাকা)।

কৃতরাং বলিতে পারা যায়, ভূল জাতীয় উৎপাদন—মূলধনের ক্ষয় ক্ষতি প্রণ=নীট জাতীয় উৎপাদন।

নীট জাতীয় উৎপাদনের মূল্য—পরোক্ষকর — জাতীয় আয়। নীট জাতীয় আয়ের সাহায্যে দেশের আয়ন্তর ও কর্মনিয়োগের তত্ত্ব বিল্লেষণ করা হয় না; বিল্লেষণের জন্ত মোট জাতীয় উৎপাদন এবং মোট আয় ব্যবহার করা হয়; কারণ পরোক্ষ কর বা মূলধনের ক্ষয়ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ বধাত্রমে রাষ্ট্র বা ফার্ম কর্ত্তৃক ব্যয়িত হয়, এবং ফলে উহা দ্রব্যসামগ্রীর জন্ত চাহিদা স্থাষ্ট করে।

প্রবণতার উপর। আয়-বৃদ্ধি হইলে ভোগের পরিমাণ বাড়ে বটে, কিন্তু যে হারে আয়ে বৃদ্ধি হয়, ব্যক্তির ভোগের পরিমাণে সেই হারে বৃদ্ধি হয় না। আয়ের বৃদ্ধি ও ভোগের বৃদ্ধির অনুপাতকে প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা বলে।

ভোগ-প্রবণতা নির্ভর করে প্রধানত আয়ের স্তরের উপর। তাহা ছাড়া, সমাজে জাতীয় আয় কি ভাবে বন্টিত থাকে তাহার দ্বারাও ভোগপ্রবণতা স্থির হয়। যদি জাতীয় আয়ের বেশি অংশ কমসংখ্যক ধনী-ব্যক্তির হাতে থাকে তাহা হইলে সমাজের গড় ভোগপ্রবণতা কম; অপরপক্ষে যদি

ভোগপ্রবণতা নির্ভর
করে মোট আর ; স্বারকরে মাট আর ; স্বারঅভ্যান ও রীতি ; সঞ্চিত
তরল সম্পত্তির পবিমাণ,
কর কাঠামো প্রভৃতি নীতি, চিন্তা, ও অভ্যান প্রভৃতি ভোগপ্রবণতার আয়তন

নির্ণয় করে। ব্যক্তিদের হাতে সঞ্চিত তরল সম্পত্তির (Liquid Assets) পরিমাণের উপর ভোগপ্রবণতা নির্ভরশীল : কারণ অধিক পরিমাণ তরল সম্পত্তি (যেমন সরকারী ঋণপত্র, নগদ টাকা, বা সঞ্চয়ী আমানত প্রস্তৃতি) হাতে থাকিলে নিরাপন্তার মনোভাব বেশি হওয়ার জন্ম এবং ভবিদ্যুতে ইহা হইতে আয় বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা থাকায় বর্তমান-আয় হইতে সঞ্চয়ের ইচ্ছা কম থাকে অর্থাৎ ভোগপ্রবণতা বেশি থাকিতে পারে। কর-কাঠামোর উপরও ভোগপ্রবণতা কিছুটা নির্ভর করে, অর্থাৎ কর্মমূহের

শ্বরুকালে ইহা মোটা
শ্বন্ধ প্রিক প্রকৃতি এবং হার উভয়ে ভোগপ্রবণতার উপর প্রভাব

বিস্তার করে। দীর্ঘকালে ভোগপ্রবণতা নির্ধারণকারী এই
সকল বিষয়সমূহে পরিবর্তন হইয়া সমাজের গড় ভোগপ্রবণতায় পরিবর্তন ঘটিলেও
শ্বন্ধকালে ইহা মোটামুটি স্থায়ী বিষয়।

(খ) সমাজের মোট বিনিয়োগ-ব্যয়ের পরিমাণ নির্ভর করে তুইটি বিষয়ের উপর: (১) মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা (Marginal Efficiency of বিনিয়োগ-বায় নির্ভর
বিনিয়োগ-বায় নির্ভর
করে মূলধনের প্রান্তিক দ্বা উৎপাদন করিয়া তাহা হইতে ব্যয়ের উধ্বের্ব যে নীট কার্যকারিতা ও ফদের আয় হইবার সম্ভাবনা, অর্থাৎ নৃতন মূলধনী দ্বোগাৎপাদন হারের উপর
হইতে সম্ভাব্য আয়ের হার —ইহাকে মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা বলা হয়। বাজারে প্রচলিত ফ্লের হার হইতে যদি সম্ভাব্য আয়ের হার বেশি হয়, তাহা হইলে সমাজে বিনিয়োগ-বয়ের বৃদ্ধি হইবে; মূলধনের

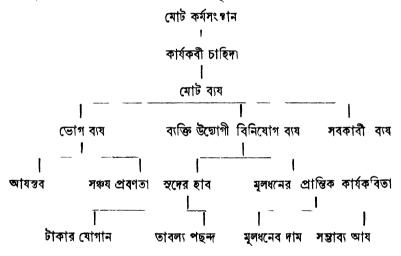
প্রান্তিক কার্যকারিতা বা সম্ভাব্য আয়ের হার স্থদের হার হইতে কম হইলে সমাজে বিনিয়োগ ব্যয় কমিয়া যাইবে। এই উভয় বিষয় শিলিয়া ছির করে বিনিয়োগ-প্রকাতা (Propensity to Invest)।

(১) মূলধনের প্রান্তিক-কার্যকারিতা বা বিনিয়োগ-প্রবণতা বহু বিষ্টের উপর নির্ভরশীল। (ক) যেমন, ভবিয়তে দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বুদ্ধি পাইবে কি না। চাহিদা বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকিলে বিনিয়োগ-প্রবণতা বাড়ে; চাহিদা হ্রাসের সম্ভাবনা থাকিলে বিনিয়োগ-প্রবণতা কমে। (খ) মূলধনেব প্রান্তিক সংখ্যা বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকিলে মূলধনের কার্যকারিতা কিসেব কার্যকারিতা বেশি থাকে। (গ[্] সেই বিশেষ প্রকার উপর নির্ভব কবে মুলধনী দ্রব্যে বর্তমান উৎপাদন ও যোগানের পরিমাণের উপর ইহা অনেকটা নির্ভর করে, পরিমাণ বেশি হইলে বিনিয়োগ-প্রবণতা কম, পরিমাণ কম হইলে বিনিয়োগ-প্রবণতা বেশি। (ঘ) বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ও নৃতন যন্ত্র-প্রচলনের হার অধিক থাকিলে বিনিয়োগ-প্রবণতা কম; এই হার কম থাকিলে বিনিয়োগ-প্রবণত। বেশি। (৬) মূলধনী দ্রব্যের শিল্পে বর্তমান নিয়োগ-হার কিন্ধপ ভাহাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। ইহা বেশি থাকিলে মুলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা কম, ইহা কম থাকিলে প্রান্তিক কার্যকারিতা বেশি। (চ) বর্তমান কর-কাঠামোর প্রকৃতি ও হার এবং তাহাতে ভবিষ্যুৎ পরিবর্তনের সম্ভাবনার প্রভাবও কম নয়। করহার অধিক হইলে প্রান্তিক কার্যকারিতা কম, করহার কম হইলে ইহা অধিক। (ছ) ব্যবসায় বাণিজ্যের ভবিষ্যুৎ সম্বন্ধে আশানিরাশার অবস্থা ইহার উপর প্রভাব বিস্তার ভবিষ্যতে লাভের আশা বা ক্ষতির ভয়, অর্থাৎ ব্যবসায় জগতে ছুই ধর্নের: আশাবাদী প্রচলিত ধারণা মনোভাব সম্বন্ধে ধাকিলে মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা বেশি, নিরাশাবাদী প্রবল থাকিলে মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা কম। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ধারণা ছই প্রকার: সম্মকালীন ভবিষ্যং সম্বন্ধে ধারণা ও দীর্ঘকালীন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ধারণা। বর্তমানের অভিজ্ঞতার ভিন্তিতে বন্ধকালীন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ধারণা স্থির হয়; অপরপক্ষে, স্থায়ী ধরনের আশা ও ভয়ের ভবিষাৎ সম্বন্ধে শ্বল-ভিন্তিতে দীর্ঘকালীন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ধারণা গড়িয়া উঠে। কালীন ধারণা ও शीर्घकालीन धात्रभा কাল যত স্বল্প, পরিচিত বর্তমান অবস্থা চলিতে থাকার বেশি, নিশ্চয়তার অহুভূতি তত প্রবল; কাল যত দীর্ঘ, তত

বর্তমান ও পরিচিত অবস্থা চলিতে থাকার সম্ভাবনা তত কম, অনিশ্চয়তার অনুভূতি তত প্রবল। (ভবিয়াৎ সম্বন্ধে অনিশ্চিত অসম্পূর্ণ জ্ঞান, পরিকল্পনাবিহীন বাজার-ভিন্তিক অর্থনীতির উদ্ভব, ব্যবসায়-বিশ্বাসে (business confidence) বিপুল উঠানামা, বাণিজ্যচক্রের তীব্রতা ও গভীরতা বৃদ্ধিব কারণও বটে)।

(২) স্থদের হার নির্ভর করে (ক) টাকার পরিমাণ, ও (খ) নগদ-পছন্দের
তালিকার উপর। টাকাব পরিমাণ কমিযা গেলে অথবা
স্থদেব হাব নির্ভব কবে
টাকাব পরিমাণ ও
নগদ-পছন্দের হার বাড়িযা গেলে স্থদের হাব বৃদ্ধি পায;
নগদ পছন্দের উপর
টাকার পরিমাণ বাড়িযা গেলে স্থবা নগদ-পছন্দেব হাব
কমিযা গেলে স্থদের হার ভ্রাদ পায।

স্তবাং কর্মসংস্থানেব স্তব-নির্ধাবনী শক্তিসমূহকে নিম্নলিখিত ভাবে সাজান যায়।



ভোগ-ব্যয় ও আয় (Consumption and Income : The consumption Function)

সমাজে মোট ভোগের পরিমাণ নির্ভর করে সকল ব্যক্তির ভোগের পরিমাণেব সমষ্টির উপর। প্রত্যেক ব্যক্তি ভোগদ্রব্য ক্রযে যে পরিমাণ ব্যয় করে তাহা যোগ করিলে সামগ্রিকভাবে সমাজের মোট ভোগ-পরিমাণ জানা যায়।

ব্যক্তির ভোণের পরিমাণ প্রধানত কিদের উপর নির্ভরশীল ? কেইন্সের মতে, অপরাপর সকল কিছু সমান থাকিলে (যেমন, দাম) প্রধানত ইহা নির্ভর করে ব্যক্তির আয়ের উপর। দ্রব্যের দামের সঙ্গে উহার জন্ম চাহিদার যেরূপ কার্যকারণ সম্পর্ক আছে, ঠিক সেইরূপ ব্যক্তির ভোগপরিমাণ তাহার আয়ের উপর নির্ভরণীল।

ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেরূপ, সমষ্টির ক্ষেত্রেও তাই। দেশে মোট ভোগব্যয়ের পরিমাণ নির্ভর করে প্রধানত আয়স্তরের উপর। তালিকার আকারে বা রেখাচিত্রের সাহায্যে ইহাদের এই সম্পর্ক আমরা প্রকাশ করিতে পারি। বিভিন্ন আয়ের পরিমাণে (\mathbf{Y}) সমাজে কি বিভিন্ন পরিমাণ ভোগব্যয় (\mathbf{C}) হইতেছে তাহা একটি তালিকাতে সাজান চলে:

ভোগ-ব্যয়ের তালিকা

Consumption Schedule

কোটি টাকার হিসাবে)

 Y	C
0 50 100 150 200 250 300	20 65 100 130 155 175

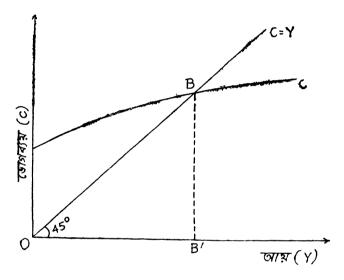
বিভিন্ন আয়স্তরে ভোগব্যয়ের এই তালিকাকে ভোগ-প্রবণতা (Propensity to consume) বা ভোগ-অপেক্ষক বা ভোগ-নির্ভরক (consumption function) বলা হয়। আয়ের পরিমাণের সহিত ভোগব্যয়ের পরিমাণের এই সম্পর্ককে অপেক্ষক-সম্পর্ক (বা Functional relationship) বলা হয়, অর্থাৎ ঐ আয়স্তর আছে বলিয়া ঐরূপ ভোগের পরিমাণ হইতেছে, অর্থাৎ C=f(Y). ইহাকে আমরা পরবর্তী পৃষ্ঠার রেখাচিত্রে প্রকাশ করিতে পারি।

ভূ-সমান্তরাল অক্ষে আমরা সমাজের মোট বিভিন্ন আয়ন্তর প্রকাশ করিতেছি এবং লম্বয়্বী অক্ষে ঐ প্রতিটি আয়ন্তরে মোট ভোগব্যয়ের পরিমাণ দেবাইতৈছি। 45° রেখাটিতে আয় ও ভোগের পরিমাণ সমান, মোট আয় যে পরিমাণ, ভোগের পরিমাণও ততথানি। ঐ রেখাটিকে আমরা তাই সঞ্চয়-শৃক্সতার রেখা (Zero-savings line) বলিয়াও অভিহিত করিতে

পারি, কারণ ভোগকারীরা বা ক্রেডারা ঐ রেখার উপর দঞ্চরণ করিলে আয়ের

সমস্কটাই ভোগ্যন্তব্যে ব্যয় করিয়া ফেলে। C রেখাটি ধীরে সম্পর্ক ধীরে বাঁকিয়া যাইতেছে, অর্থাৎ আয়বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভোগব্যয় বাড়ে বটে, কিন্তু এই বুদ্ধির পরিমাণ ক্রমশ কমিয়া

আসে। পূর্বের তালিকার সঙ্গে সঙ্গতি রাথিয়া এই রেখাটি আঁকা হইয়াছে। C রেখা উৎসবিন্দু 0 হইতে স্কুক্ত হয় না কাবণ আয় যথন শূক্ত তথনও ভোগব্যয় শূক্ত



নয়, অর্থাৎ যখন Y=0 তখনও C=২০ কোটি টাকা। C রেখাটি উপরে উঠিতেছে অর্থাৎ দেখা যাইতেছে আয়স্তর বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে ভোগব্যয় বাড়িতে থাকে (an increasing function of income)। উভয় রেখার ছেদবিন্দু B হইল এমন একটি স্থান যেখানে C=Y. B' বিন্দুরা দিকে বঁঅর্থাৎ OB' পরিমাণের কম আয়স্তরে আয়ের তুলনায় ভোগব্যয় বেশি, ঋণাত্মক সঞ্চয় (negative savings) হইতেছে; B' বিন্দুর ডানদিকে অর্থাৎ OB' পরিমাণের বেশি আয়স্তরে ভোগব্যয় কম, ধনাত্মক সঞ্চয় (positive savings) হইতেছে। তালিকার উদাহরণ হইতে বলা চলে যে, এই ছেদ-বিন্দু বা B এমন স্তর প্রকাশ করে যেখানে ১০০ কোটি আয় এবং ১০০ কোটি ব্যয়। 45° রেখাটি হইতে C রেখাটির দূরত্ব বিভিন্ন আয়স্তর (ঋণাত্মক বা ধনাত্মক) সঞ্চয়ের পরিমাণ পরিমাপ করিতেছে।

স্থতরাং, যে অপেক্ষক বা নির্ভরক (Function) ভোগ ও আয়ের মধ্যে

পরস্পার-নির্ভরশীলতা বা সম্পর্ক ব্যাখ্যা করে তাহাকেই আমরা ভোগপ্রবণতা (Propensity to consume) বলিতে পারি। আমাদের চিত্রের C রেখাটিই হইল এই ভোগপ্রবণতা, ইহার এক ধরনের অবস্থান ও ঢাল (position and slope) আমরা দেখাইয়াছি। এই প্রবণতার জুইটি টেকনিকাল ধর্ম (technical attributes) আমাদের আলোচনা করা দরকার: প্রথমত গড় ভোগপ্রবণতা, ও থিতীয়ত, প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা। বিশেষ কোন আয়স্তরের সহিত ভোগব্যয়ের যে অনুপাত অর্থাৎ $\mathrm{C/Y}$, ইহাকেই গড় ভোগগ্রবণতা বনা হয়। যেমন, যদি 100টাকা আয়ের মধ্যে 80 টাকা ভোগব্যয় হয় তবে গড় ভোগ-প্রবণতা হইল 📆 অর্থা । ৪০% বা 0.8। এই গড় ভোগপ্রবণতা বাহির হইলে ইহা হইতেই গড় সঞ্চয় প্রবণতা জানা যায়, উপরের উদাহরণে গড সঞ্চয় প্রবণতা হইল 20% বা 02। আয়স্তর যত বাড়ে এই গড় দঞ্চযপ্রবণতা তত বৃদ্ধি পায় এবং গড় ভোগপ্রবণতা তত কমে। অর্থাৎ S/Y বৃদ্ধি পায এবং C/Y হ্রাস পায়। আমাদের চিত্রের ভাষায় বলিতে গেলে গড় ভোগপ্রবণতা হইল C রেখার উপর অবস্থিত যে কোন একটি বিন্দু সেই বিন্দুতেই জানা যায় আয়ের কত অংশ ভোগব্যে বা সঞ্চয় হয়। আমাদের অভিজ্ঞতা হইতে জানা যায় যে, এই গড় ভোগ প্রবণতা সাধারণ অবস্থায় L হইতে কম কোন এক ভগ্নাংশ হইবে।

আয় বৃদ্ধি হইলে ভোগব্যয় বাড়িবে। আয়ের বৃদ্ধি ও ভোগের বৃদ্ধি এই অনুপাতকে প্রান্তিক ভোগপ্রবণত। (Marginal Propensity to consume)

্ এই গড় ভোগপ্রবণতার অর্থ নৈতিক তাংপর্ধ কম নয়। নির্দিষ্ট পরিমাণ কর্মসংসানের স্তরে যে পরিমাণ দ্রবাদি উৎপন্ন হইতেছে তাহানের মোট বায়ের কত অংশ কেবল ভোগান্তর্য বিক্রম্ন করিয়া তুলিয়া আনা ঘাইতে পারে, আমরা তাহা ইহার সাহায্যে জানিতে পারি। ভোগবার হইল ভোগান্ত্ররের জম্ম মোট বায়ের পরিমাণ অর্থাৎ ভোগান্ত্ররা বিক্রমজাত আয়ের পরিমাণ, স্কতরাং ভোগান্ত্রেরের চাহিলা ও ঘোগান হইতে জাতার আয়ের কত অংশ আসিল, তাহা আমরা ইহা হইতে জানিতে পারি। অপরপক্ষে সকল দ্রবাসামগ্রীর মোট বায়ের কত অংশ মূলধনী দ্রবা বিক্রম্ন করিয়া তোলা ঘাইবে, অর্থাৎ মূলধনী দ্রবেরে চাহিলা ও ঘোগান হইতে জাতীর আয়ের কত অংশ আসিল, তাহাও আমরা গড় সঞ্চয়প্রবণতা হইতে জানিতে পারিব। তাই অস্থান্থ বিষয় সমান থাকিল্লে ক্রেশে ভোগান্ত্রেরের এবং মূলধনী দ্রবের উৎপাননের পারম্পরিক অমুপাত নির্ভর করে C/Y এবং S/Y এর উপর। পূর্ণ শিকোল্লত গেণগুলিতে গড় ভোগপ্রবণতা কম থাকে এবং গড় সঞ্চয় প্রবণতা বেশি থাকে। স্ক্তরাং দীর্ঘকালীন উএয়ন বা স্থারিজ (stability) বজায় রাখার শর্স্ত আলোচনার জন্ম গড় ভোগ ও সঞ্চর-প্রবণতা ধারণা ছইটি থুবই প্রোজনীয়।

বলে। যদি δ -কে অতি অল্প পরিবর্তনের প্রতীক ধরা হয়, তাহা হইলে এই প্রান্তিক ভোগপ্রবর্গতাকে $\delta C/\delta Y$ বলা চলে। ইহাতে বোঝা যায় যে, আয়ের অতি অল্প পরিবর্তন ভোগে অতি অল্প পরিবর্তন আনিবে এবং এই ছুই পরিবর্তনের অনুপাত কিন্ধপ। কিন্তু আমরা জানি, আয়ে পরিবর্তন অপেক্ষা (অর্থাৎ δY) ভোগে পরিবর্তন (অর্থাৎ δC) কম হইবে। স্বতরাং $\delta C/\delta Y$ ধনাত্মক হইলেও উহা ৷ হইতে কম। আয় ও ভোগের বৃদ্ধির পরিমাণ সমান হইলে উহা হইত ৷ কায়-বৃদ্ধির তুলনায় ভোগবৃদ্ধি বেশি হইলে উহা হইত ৷-এর বেশি; আয় বৃদ্ধির তুলনায় ভোগের বৃদ্ধি কম বিল্যা উহা ৷ হইতে কম। তাই আমরা বিলতে পারি $O < \frac{\delta C}{\delta Y} < 1$, অথবা ৷ $> \frac{\delta C}{\delta Y} > O.*$

ভোগপ্রবণতা কি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল (Determinants of C Function)

কেইন্স ধরিয়া লইয়াছিলেন যে, ভোগ প্রবণতা বা ভোগকারক স্বল্পকালে মোটামুটি অপরিবর্তিত থাকে; তাই আয়স্তর নির্ধারণে বিনিয়োগব্যয়ের গুরুত্ব বেশি বলিয়া তিনি মনে করিয়াছিলেন। ভোগপ্রবণতা শুধুমাত্র আয়ের উপব নির্ভরশীল বলিলে আমরা ধরিয়া লই যে, মনোগত বিষয়গুলিতে (subjective factors) পরিবর্তন আলে না, এবং বাস্তব বিষয়গুলির মধ্যে আয় ছাড়া অয়্য কিছুতে পরিবর্তন হইতেছে না। ভোগপ্রবণতা অপরিবৃতিত থাকে কি না জানিতে হইলে, তাই, এই বাস্তব ও মনোগত বিষয়গুলি সম্পর্কে আলোচনাকরা দরকার। ভোগপ্রবণতা নির্ধারণকারী এই সকল বিষয় আলোচনাব সম্বে আমাদের ছুইটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন। প্রথমত, কি সময়ের মধ্যে আমর।

* এই প্রান্তিক ভোগপ্রবণতার অর্থ নৈতিক তাৎপর্য খুবই গুক্তপূর্ণ। সমাজে আয়ন্তবে যতচুকু বৃদ্ধি হয় তাহার কিছু অংশ ভোগ ব্যয় হইবে এবা কিছু অংশ সক্ষয় হইবে। ইহা জানা থাকিলে কোন এক বিশেষ আয়ন্তর বজায় রাখাব জন্ম কতথানি বিনিযোগ ব্যয় করা দবকাব তাহা আমরা পূর্বেই জানিতে পারি (planning of investment to maintain the desired level of income)। যেমন ধরা যাউক, (১০০ কোটি টাকার শুর হইতে) ৫০ কোটি টাকা আয় বৃদ্ধি হইল এবং ভোগব্যয় বাড়িল ৩০ কোটি; অর্থাৎ প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা হইল ৬০% বা
০০৬। সকল উৎপাদক মিলিয়া উৎপাদন বাড়াইল ৫০ কোটি টাকার, কিন্তু ভোগব্যয় ৩০ কোটি
ইওয়ায় (৫০—৩০) ২০ কোটি টাকার বিনিয়োগ ব্যয় হওয়া দরকাব। তাহা না হইলে আয়ন্তর ১৫০ কোটি টাকার বজায় রাখা যাইবে না।

এই বিশ্লেষণ করিতেছি, অর্থাৎ দেই দময়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠানগত ও মনস্তাত্ত্বিক প্রভাবগুলি বিচার করা দরকার। দ্বিতীয়ত, আমাদের ধরিয়া লইতে হইবে যে, আমরা পূর্ণ শিল্পোন্নত দেশের ক্রেতাদের আচরণ বিশ্লেষণ করিতেছি। এই ছুইটি অনুমানের ভিত্তিতে প্রথমে বাস্তব বিষয়গুলি আলোচনা করা যাউক।

সর্বপ্রথমে বলা দরকার যে, দেশের আয়বন্টনকাঠামোর উপর ভোগপ্রবণতা বা ভোগকারক নির্ভর করে।* দেশের আয়বন্টন অধিকতর বৈষম্যমূলক হইলে অল্প কয়েকজন ব্যক্তির হাতে আয় বেশি থাকে এবং অধিক সংখ্যক ব্যক্তির হাতে আয় কম থাকে। আমরা জানি আয় বেশি থাকিলে ভোগপ্রবণতা কম এবং যাহাদের আয় কম তাহাদের ভোগপ্রবণতা বেশি। তাই আয়-বৈষম্য অধিক হওয়ায় দেশে গড় ও প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা কম থাকে, অর্থাৎ সঞ্চয়-প্রবণতা বেশি থাক। আয়বন্টন যত কম বৈষম্যমূলক আয়-বন্টন কাঠামো
হইবে, অর্থাৎ ক্রেতাদের মধ্যে আযের বন্টন-সাম্য যত বেশি হইবে, তাহাদের গড় ও প্রান্তিক বা সামাজিক কারণে আয়বন্টনে বিপুল পরিবর্তন আদিলে ক্রেতাদের অভ্যাসেই এমন পরিবর্তন আদিতে পারে যে, ভোগপ্রবণতায় শুরুত্বপূর্ণ বদল হয়। প্রগতিশীল করব্যবস্থার সাহায্যে তাই অনেক সময় সমাজের আয়বন্টনে পরিবর্তন আনিয়া ভোগপ্রবণতাকে বদ্লাইয়া দিয়া পূর্ণ কর্মসংস্থানে প্রীছিবার চেষ্টা করা হয়।

দেশের কর-কাঠামোতে পরিবর্তন (changes in the tax structure)
ভোগপ্রবণতায় পরিবর্তন আনিতে পারে। প্রত্যক্ষ করের পরিমাণ বেশি থাকিলে
ভোগপ্রবণতা বেশি থাকে, পরোক্ষ কর বেশি থাকিলে
কব কাঠামো
ভোগের পরিমাণ হ্রাস পায়। ইহার কারণ হইল প্রত্যক্ষ কর
সাধারণত সঞ্চযের উপর বেশি চাপ দেয়, ভোগব্যের উপর ততটা নয়। পরোক্ষ
করের পরিমাণ বাড়াইলে সাধারণত ভোগব্যয় কমে।

কোন দেশে কি পরিমাণ ভোগবায় হইবে তাহা কিছু পরিমাণ নির্ভর করে যৌথমূলধনী কোম্পানীসমূহের বিভিন্নরূপ রীতিনীতির উপর (corporate

^{* &#}x27;The most important influence on the demand for cansumption goods is the distribution of income.' Mrs. Robinson, The Problem of Ful Employment, P. 3.

financial policies)। লাভের কত অংশ তাহারা নিজেদের নিকট রাখিয়া দিয়া কত অংশ লভ্যাংশ হিদাবে দিবে. তাহা ভোগপ্রবণতাকে যৌপমূলধনী প্রভাবিত করে। কোম্পানীরা নিজেরা টাকা সঞ্চয় করিলে কোম্পানীগুলির ক্রেভাদের হাতে ভোগব্যয়ে খরচার উদ্দেশ্যে কম টাকা যায়, আর্থিক নীতি তাই ভোগব্যয় কমে। কোম্পানীর লাভ হওয়া এবং

লভ্যাংশ বর্ণ্টন করা ইহাদের মধ্যে যত বেশি সময়ক্ষেপ হইবে, (গুণকের ফলে) আয় প্রসারের বেগ তত মন্দীভূত হইবে, তাহাও মনে রাখা দরকার।

তাহা ছাড়া, ক্রেতাদের হাতে তরল নগদ সম্পত্তির পরিমাণ দ্বারা (consumer's Liquid Assets) ভোগপ্রবর্ণতা অনেকাংশে প্রভাবিত হয়। যেমন ক্রেতাদের হাতে রক্ষিত নগদ টাকা, চল্তি ও সঞ্চ্যী আমানত এবং তরলসম্পত্তির পরিমাণ সরকারী বও-এই সকল তরল সম্পত্তির পরিমাণ জানা না থাকিলে ভবিষ্যৎ ভোগব্যয় ও নৃতন সঞ্চয়ের পরিমাণ জানা যায না।

পরোক্ষভাবে হইলেও, স্থদের হার দারা ভোগপ্রবণতা প্রভাবিত হয়। স্থাদের হার বাড়িয়া গেলে বীমাকোম্পানীগুলির নিজেদের লগ্নী হইতে বেশি আয় হয়, তাই তাহারা প্রিমিয়ামের হার কমাইয়া দিতে পারে। স্থদের হার বাডিলে বওগুলির দাম কমিয়া যায়, অর্থাৎ ভোগ ব্রাস পাইয়া বণ্ডের চাহিদা বাড়িয়া যাইতে পারে। স্থায়ী ভোগ্যদ্রব্যগুলির (গাড়ি, বাড়ি স্থদের হার প্রভৃতি) চাহিদার সঙ্গে বণ্ডের চাহিদা প্রতিযোগিতা করে. ফদের হার বাড়িলে এক ধরনের সম্পত্তির পরিবর্তে ব্যক্তি অপর ধরনের সম্পত্তি ক্রয় করিতে থাকে, ভোগব্যয় হ্রাস পাইতে পারে। আবার স্থদের হার কমিলে ক্রেভারা বণ্ডের জন্ম চাহিদ্য ক্যাইয়া দিয়া স্থায়ী ভোগদ্রেবাগুলির জন্ম চাহিদ্য বাডাইয়া দিতে পারে।

এই সকল "বাস্তব" বিষয়গুলি দারা ব্যক্তির ভোগপ্রবণতা প্রভাবিত হয়, তাই সমাজের গড় ভোগপ্রবণতা ইহাদের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। ইহাদের মধ্যে যে শক্তি ব্যক্তির ভোগপ্রবণতার উপর অধিকতর প্রভাবশীল, ঠিক সেইটিই সমাজের গড় ভোগপ্রবণতার উপর অধিক প্রভাবশীল না-ও ইহারা বদলায় না বলিয়া হইতে পারে। ভোগপ্রবণতা স্থিতিশীল – ইহা ধরিয়া লইবার আমরা ধরিয়া লই জন্ম আমরা তাই এই সকল বিষয়ে পরিবর্তন ঘটিতেছে না বিদিয়া মনে করিয়া লই: নির্দিষ্ট 'অবস্থা-কাঠামো' বজায় আছে স্বীকার করিয়া আলোচনা করি ('in a given situation')।

যে সকল মনোগত বিষয়ের (subjective factors) উপর ভোগপ্রবণতা নির্ভর করে, তাহাদেরও আলোচনা করা দরকার। প্রথমত, বর্তমান সমাজের ব্যক্তি ও পরিবারসমূহ সাধারণত বেশির ভাগ চিস্তা করে নিরাপন্তা সম্পর্কেঃ বার্থক্য, অস্কৃত্বতা ও অন্তান্থ বিপদ আপদের জন্ম সঞ্চয় করাই তাহাদের নিকট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যদি সামাজিক নিরাপন্তার (Social security measures)

মনোমত বিষয়গুলি
—স্বঃকালে ইহার।
মোটামটি স্থির

ব্যবস্থা উন্নত হয়, তবে ভোগপ্রবণতা বৃদ্ধি পাইতে পারে। দ্বিতীযত, ভোগপ্রবণতা অধিকাংশে নির্ভর করে, সমাজে কিন্ধপ দ্রব্যসামগ্রী পাওয়া যায়, তাহাদের বিক্রয় ব্যবস্থা

ভাল কি খারাপ, প্রতিবেশিদের সঙ্গে পাল্লা দিয়া তাহাদের

অপেক্ষা জীবনযাত্রার মান বাড়াইয়া চলার ইচ্ছা প্রভৃতির উপর। তৃতীয়ত, ভবিয়তে জীবনযাত্রার মান উন্নত করার ইচ্ছায় ব্যক্তি বর্তমানে ভাগে কমাইয়া বেশি সঞ্চয় করিতে পারে, এই ইচ্ছায়ত শক্তিশালী বর্তমানে ব্যক্তি তত বেশি সঞ্চয় করিতে চাহিবে। বর্তমানে জীবনযাত্রার মান খুব নিচু থাকিলে সঞ্চয় বাড়াইয়া মূলধন-গঠনের চেষ্টা চলিতে থাকিবে মাহাতে ভবিয়তে জীবনযাত্রার মান বাড়ান যায়। চহুর্থত, আর্থিক ব্যাপারে বিজ্ঞতা ও বিবেচনা (Financial prudence) সাধারণত ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানগুলির সঞ্চয়-প্রবণতাকে প্রভাবিত করে। ভবিয়ত সম্পর্কে অনিশ্চয়তা, বর্তমান যয়পাতির পরিমাণ ও উৎকর্ম, বাজারে প্রতিযোগিতার তীব্রতা ও সম্ভাবনা, দরকারমত অন্তা কোন স্থে হইতে টাকা পাওয়ার স্থযোগ স্থবিধা, য়য়পাতির ক্ষয়-ক্ষতি প্রণ-এর প্রয়োজন — এই প্রকার বিয়য় মিলিয়া তাহাদের সঞ্চয় প্রভাবিত হয়। তবে সাধারণত বলা হয় যে, সয়য়লালে ভোগপ্রবণতা মোটায়টি অপরিবর্তিত থাকে।

বিনিয়োগ ও আয় (Investment and Income: The Investment Function)

বিনিযোগ বলিলে বোঝা যায় নৃতন মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদনে টাকং লগ্নী করা। সমাজে পুরাতন কোন বগু, ডিবেঞ্চার বা শেয়ারে টাকা খাটাইলে তাহাকে বিনিয়োগ বলা চলে না, কারণ এইক্লপ বিনিয়োগ ও অবিনিয়োগ টাকার লগ্নীতে নৃতন কর্মসংস্থান ও আয় স্পষ্টি হইতেছে না। যে টাকা খাটান হইল, ভাহাতে নৃতন কারখানা, যন্ত্রপাতি প্রভৃতির উদ্ভব হইলে অর্থাৎ বর্তমনের ভুলনায় আয় ও

কর্মসংস্থানের স্তর বাড়িলে, তবেই তাহাকে বিনিয়োগ বলা চলে। আবার উৎপাদন, আয় ও কর্মসংস্থানের পরিমাণ পূর্বাপেক্ষা কমিয়া যাইতেছে, এইরূপ ভাবে সমাজে টাকা খাটান বন্ধ করিলে তাহাকে অবিনিয়োগ (Disinvestment) বলা চলে।

কোন নির্দিষ্ট সময়ে, সমাজের সকল উল্ফোক্তারা মিলিয়া নৃতন মুলধনী দ্রব্য উৎপাদনে যে টাকা খাটান, তাহাই মোট বিনিয়োগ ব্যয়। এই বিনিয়োগ ব্যয় বহু বিচিত্র প্রকার শক্তির খারা প্রভাবিত হয়। উহাদের মধ্যে প্রধান কয়েকটিকে

বিনিয়োগ নির্ভর করে অনেক প্রকারের উপর:

স্থদের হারের উপর।

খণ্ডন করা যাইবে না। যেমন, আমরা ধরিয়া লইব সমাজে উহাদের মধ্যে ছুইটি উত্যোক্তাদের সম্মুখে বিনিয়োগের স্বযোগ স্থবিধার নির্দিষ্ট

পুথক করিয়া ফেলা দরকার, তাহা না হইলে এই জটিলতা

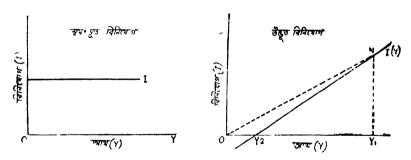
প্ৰধান একটি ধরন আছে, উহা ঐতিহাসিক দিক হইতে মোটামটি নিদিষ্ট (investment opportunities historically given)৷ আমরা স্কলকালের অবস্থা বিচার করিতেছি, তাই ইহাও ধরিয়া লইতে হইবে যে, সমাজে মুলধন-সঞ্চয়ের পরিমাণ পর্যাপ্ত আছে। । এই সকল বিষয় মোটামটি স্থির ধরিয়া লইয়া আমরা ত্বইটি প্রধান শক্তি বাছিয়া লইব। বর্তমান কালে, অতিদীর্ঘকালীন প্রভাবগুলিকে হিসাবের মধ্যে না আনিয়া আমরা বলিতে পারি যে, সমাজে বিনিয়োগের পরিমাণ নির্ভর করে আয়ন্তর, মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা এবং

- (ক) আয়স্তরের উপর বিনিয়োগ কিন্ধপভাবে নির্ভর করে, তাহা বুঝিতে হইলে বিনিয়োগকে ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা দরকার: স্বয়ংভূত বিনিয়োগ ও উদ্ভত বিনিয়োগ (Autonomous Investment and আয়স্তরের উপর Induced Investment)। সমাজে কিছু পরিমাণ বিনিয়োগের নির্ভরশীলতা বিনিয়োগ থাকে, যাহা আয়-স্তরের উপর নির্ভরশীল নয়। বিভিন্ন আয়ন্তরে এইরপে বিনিয়োগ সমান থাকে, আবার আয়ন্তর সমান থাকিলেও এইরূপ বিনিয়োগে পরিবর্তন হইতে পারে— এই ধরনের বিনিয়োগ
- স্দীর্থকালের বিল্লেষণে কেইন্স্ বলিয়াছেন যে, বিনিয়োগের উপর অক্তান্ত প্রভাব ছাড়াও, মূলধন সঞ্যায়ের পরিমাণ (capital accumulation) প্রধানত প্রভাব বিস্তার করে। দীঘকালে তাই একদিকে বিনিয়োগের স্থযোগ স্থবিধার অভাব এবং অপ্রনিদ্ধে প্রভূত মূলধন भ्या मिल भूलथरनत अणिमीचकालीन अफ्ष (secular stagnation of capital) भ्या भित्र । আবার হারড্ বলেন, দীর্ফাল, সমাজে বিনিয়োগের পরিমাণ প্রধানত নির্ভরশীল আমর্দ্ধির হারের উপর (rate of income growth.)

আয়স্তর নিরপেক। সরকার নৃতন কুল কলেজ, রাস্তাঘাট, গৃহনির্মাণ, সামরিক যন্ত্রপাতি প্রভৃতিতে যে সকল টাকা খাটায়—উহারা স্বয়ংভূত বিনিয়োগ, ইহাদের পরিমাণ সমাজের আয়স্তরের উপর নির্ভর করে না। যুদ্ধের সময়ে বা পরিকল্পিত অর্থনীতিতে বিনিয়োগকে স্বয়ংভূত বিনিয়োগ বলা চলে, কারণ ব্যবসায়ীদের লাভলোকসানের উপর ইহা নির্ভর করে না। অধ্যাপক টিন্বারগেন-এর ভাষায় বলা চলে যে 'if public nvestments are used as a political means to influence employment, it is justified to consider investment activity as an independent variable.' অপরপক্ষে, বিভিন্ন আয়স্তরে উদ্ধৃত বিনিয়োগের পরিমাণ বিভিন্ন, আয়স্তর বৃদ্ধির ফলে এবং সেই বর্ধিত আয়স্তর রক্ষা করার জন্ম যে বিনিয়োগ ঘটে, তাহাই উদ্ধৃত বিনিযোগ। সংক্ষেপে বলা চলে,

বে বিনিয়োগের আয়গত স্থিতিস্থাপকতা নাই (Incomeস্বাংভূত বিনিয়োগ ও
উদ্ভূত বিনিযোগ
বিনিয়োগ; আবার, যে বিনিয়োগের আয়গত স্থিতিস্থাপকতা

আছে, (Income-elastic Investment function), তাহা উদ্ভূত বিনিয়োগ। নিচের ছবিতে ইহাদের দেখান হইতেছে। বাঁ দিকের ছবিতে স্বয়ভূত বিনিয়োগের রেখাটি আয়স্তর রেখা অর্থাৎ Y অক্ষের সমান্তরাল,আয়স্তর বাড়িলেও ইহা সমান থাকে।



ভানদিকের চিত্রটিতে I(Y) রেখাটি উছুত বিনিয়োগের রেখা। সাধারণত ধরিয়া লওয়া হয় যে, আয়স্তর বাড়িলে মুনাফা বাড়ে তাই ব্যবসায়ীদের মনে বিনিয়োগের ইচ্ছা দেখা দেয়। বিভিন্ন আয়স্তরে উছুত বিনিযোগের বিভিন্ন পরিমাণ কিতাঝে কার্যকারণ সম্পর্ক দ্বারা যুক্ত (Functionally related), এই রেখা তাহা প্রকাশ করিতেছে। I(Y) রেখাটি তলার দিক দিয়া Y রেখাটিকে ভেদ করিয়া উপরে উঠিতেছে। অর্থাৎ OY_2 পরিমাণ আয় থাকিলে কোনরূপ বিনিয়োগের উদ্ভব হয় না, OY_2 পরিমাণের কম থাকিলে ঋণাত্মক বিনিয়োগ

বা অবিনিয়োগ ঘটে। \mathbf{OY}_1 আয়স্তরে উদ্ভূত বিনিয়োগের পরিমাণ হইল \mathbf{OY}_1 .

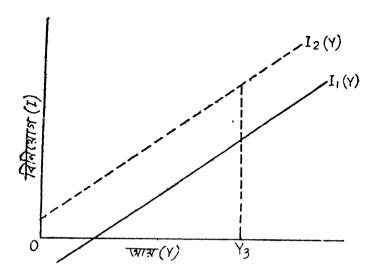
পূর্ব পৃষ্ঠার চিত্রের I(Y) রেখা হইতে আমরা ছুইটি বিষয় জানিতে পারি: ইহারা হইল গড় বিনিয়োগ প্রবণতা এবং প্রান্তিক বিনিয়োগ প্রবণতা (average propensity to invest and marginal propensity to invest)। মোট আয় ও ঐ জরে মোট বিনিয়োগের অনুপাতকে বলা হয় গড় বিনিয়োগ-প্রবণতা; ইহাকে আমরা I/Y রূপে প্রকাশ করিতে পারি। আর আয় বৃদ্ধির হার এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধির হার —এই ছুই-এর অনুপাতকে বলা হয় প্রান্তিক বিনিয়োগপ্রবণতা। ইহাকে আমরা ঠা/ঠয় রূপে প্রকাশ করিতে পারি। এই ছুইটি ধারণার অর্থ নৈতিক তাৎপর্য খুব কম নয়। মোট আয়ের কত গড়ও প্রান্তিক অংশ মূলধনী দ্রব্য উৎপাদন করিয়া পাওয়া যাইতেছে অধ্বা বিনিয়োগপ্রবণতা এবং হুইচের তাৎপর্য মোট আয়ের কত অংশ মূলধনী দ্রব্যোৎপাদনে নিমুক্ত হইতেছে প্রতিটি আয়য়রের ক্ষেত্রেই আমরা তাহা জানিতে

পারি এই গড় বিনিযোগপ্রবণতা দারা। আবার, জাতীয় আয়ে সামান্ত পরিবর্তন হইলে বেসরকারী বিনিয়োগ কতথানি উঠানামা (Fluctuate) করিবে ভাহা আমরা জানিতে পারি এই প্রান্তিক বিনিয়োগপ্রবণতার সাহায্যে।

বিনিয়োগপ্রবণতার রেখা বা I(Y) রেখা সম্পর্কে আমাদের আর একটি কথা জানা প্রয়োজন। পরপৃষ্ঠার চিত্রের মত এই রেখাটি যদি সম্পূর্ণ উপরে উঠিয়া যায়, তবে বোঝা যাইতেছে যে, সকল আযের স্তরেই উছুত বিনিয়োগের পরিমাণ পূর্বাপেক্ষা বাড়িয়া গিয়াছে। সকল আয়স্তরেই বিনিয়োগের পরিমাণ সমানভাবে বাড়িবে এমন কোন কথা বলা যায় না। তবুও সহজে বুঝিবার জন্ম ইহা আমরা ধরিয়া লইয়াছি যে, প্রান্তিক বিনিয়োগপ্রবণতা সকল আয়স্তরেই সমান, তাই $I_2(Y)$ রেখা $I_1(Y)$ রেখাটির সমান্তরাল।*

^{*} বান্তবে অবশু এইরূপ না হওয়ারই সন্তাবনা। আয়ন্তর কম থাকিলে প্রান্তিক বিনিয়োগপ্রবণতা কম থাকিতে পারে, কারণ, এই অবস্থায় দেশে কিছু পরিমাণ মজুত করা দ্রব্য ও উপকরণ
এবং বন্ধপাতির ক্ষমতা অব্যবহৃত অবস্থায় থাকিতে পারে (idle capacity in the form of
unused inventories and fixed equipment)। আয়ন্তর বৃদ্ধি পাইলে এই অব্যবহৃত
ক্ষমতা দূর হয়, তাই উচ্চ আয়ন্তরে প্রান্তিক বিনিয়োগ প্রবণতা বেশি থাকারই সন্তাবনা। এইরূপ
অবস্থায় প্রতিটি আয়ন্তরে উদ্ভূত বিনিয়োগের পরিমাণ বিভিন্ন থাকিবে, মুইটি উদ্ভূত বিনিয়োগের
রেথা সমান্তরালে অবস্থিত থাকিবে না। সংক্রেপে বলা হয় বে, বিনিয়োগ-অপেক্ষক তথন
non-linear ইইবে ('non-linear' investment function)।

সমগ্র বিনিয়োগের রেখাটি উপরে উঠিয়াছে, অনেক কারণে এইক্সপ ঘটিতে পারে। যেমন দেশে সাধারণভাবে, সকল আয়স্তরেই, স্থদের হার হাস পাইয়াছে,



ভথন এইরূপ সম্ভব। মজুরি ব্রাস, শ্রমিকের উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি বা টেকনোলজির উন্নতি—যে সকল কারণে সমগ্র অর্থ নৈতিক দেহে ব্যয়ের কাঠামোতে পরিবর্তন আসে, তাহারাই বিনিয়োগের রেখাটির অপসরণের পরিসীমা (shift parameter)।

(খ) মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা ও স্থাদের হার উভয়ে মিলিয়া কিরুপে বিনিযোগের পরিমাণ স্থির করে, এখন তাহা আলোচনা মূলধনের প্রান্তিক কার্য_ করা দরকার। মূলধনী দ্রব্যের চাহিদার উপর বিনিয়োগের কারিতা ও স্থাদের হার পরিমাণ নির্ভর করে তাহা আমরা জানি। এই চাহিদা বা বিনিয়োগপ্রবণতা ত্ইটি বিষয়ের কার্যকল, মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা ও স্থাদের হার।*

কোন বিনিয়োগকারী ব্যক্তি (investor) বিনিয়োগ করে কেন ? ইহার কারণ হলৈ," এই বিনিয়োগ হইতে সে কিছু প্রতিদান (return) পার।

এই আলোচনার সময়ে আমরা ধরিয়া লইতেছি বে, হুদের হার অধীনভাবে নির্মাপ

হইতেছে (Independently given)। এই অবস্থায় বিভিন্ন হুদের হারে যে বিভিন্ন পরিমাপ

বিনিয়োগ ঘটিবে তাহার তালিকাকে বলা হয় মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতার তালিকা

(Schedule of the Marginal efficiency of capital)।

কোন ব্যক্তির হাতে কিছু পরিমাণ টাকা আছে, সে এই টাকা নৃতন মূলধনী দ্রব্যোৎপাদনে অর্থাৎ বিনিয়োগে না খাটাইয়া উহা দিয়া যে-কোন প্রকার বণ্ড কিনিতে পারে। মূলধনী দ্রব্যোৎপাদনে ঝুঁকি কম নয়, সাফল্য-অসাফল্যের কথা কিছু বলা যায় না। তবুও সে বণ্ডের বাজারে টাকা না খাটাইয়া

প্রান্তিক কার্যকারিত। স্থদের হারের কম হইলে চলিবে না একমাত্র তথনই বিনিয়োগ করিবে যথন বণ্ড হইতে তাহার আয়ের তুলনায় বিনিয়োগ হইতে আয় বেশি হয়। অর্থাৎ বিনিয়োগ হইতে পাওয়া আয় বাজারে চলিত হংদের হার হইতে বেশি; অস্ততপক্ষে কম নয়। আয় একটি অবস্থার

কথা চিন্তা করা যায়। যদি ব্যবসাদার ব্যক্তিটি নিজের টাকা না খাটান, অপরের নিকট হইতে টাকা ধার করিয়া আনেন, তবে তাহাকে নজর রাখিতে হইবে যেন তিনি যে-ফদ দেন তাহার তুলনায় সেই টাকা খাটাইয়া তিনি বেশি প্রতিদান পাইতে পারেন। তিনি নির্দিষ্ট স্থদের বণ্ড বিক্রয় করিয়া টাকা জুলিতে পারেন বটে, কিন্তু সেই টাকা দিয়া তিনি যে নৃতন মূল্যনী দ্রব্য তৈয়ারীর ব্যবসায় করিবেন, তাহা হইতে কিন্ধপ লাভ বা প্রতিদান তিনি আশা করেন, এই কথা তাঁহাকে সর্বদাই ভাবিতে হইবে। ইহার অর্থ হইল মূল্যনী দ্রব্যের নৃতন ইউনিট হইতে প্রতিদান, অর্থাৎ মূল্যনের প্রান্তিক কার্যকারিতা চল্ তি স্থদের হারের তুলনায় কম হইলে সেই বিনিয়োগ হইতে পারে না। বিনিযোগপ্রবণতা তাই নির্ভর করে মূল্যনের প্রান্তিক কার্যকারিতা ও স্থদের হারের মধ্যে এই সম্পর্কের উপর।

স্থানের হারের সহিত সমাজে বিনিয়োগের এই সম্পর্ককে আমরা একটি তালিকার (schedule) আকারে প্রকাশ করিতে পারি। পর পৃষ্ঠার চিত্রে ইহা দেখা যাইতেছে।

চিত্রটিতে আমরা ভূদমান্তরাল অক্ষে বিনিয়োগের পরিমাণ এবং লম্মুখী আক্ষে হুদের হার পরিমাপ করিতেছি। I(r) হইল বিভিন্ন হুদের হারে বিভিন্ন পরিমাণ বিনিয়োগের রেখা। হুদের হার Or_1 হইতে বাড়িয়া Or_2 হইলে বিনিয়োগ OI_1 হইতে ব্রাদ পাইয়া OI_2 হইতেছে। হুদের হার কমিলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইতেছে।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা প্রয়োজন। বিশেষ ধরনের কোন একটি মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদন বাড়াইতে থাকিলে উহার প্রান্তিক কার্যকারিত। ক্রমিয়া যাইতে থাকে। ইহার কারণ হইল সেই ধরনের ফল্লের যোগান যত বৃদ্ধি পাইবে, উহা হইতে সম্ভাব্য প্রতিদানের পরিমাণও তত ব্রাস পাইবে।

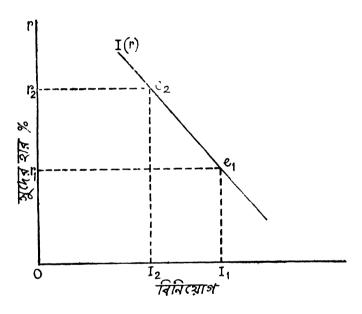
এই ধরনের যন্ত্র বেশি থাকিলে বাজারে উহার বিক্রয়জাত

মূলধনী ত্রব্যের পরিমাণ
ও প্রান্তিক কার্থকারিতার সম্পর্ক
আয় (prospective yield) কম। আবার যন্ত্রটি হইতে সম্ভাব্য

উপেল্ল হইতে থাকিলে উহার উৎপাদন ব্যয় বাড়িবার

সম্ভাবনা দেখা দিবে, তাই যোগান দাম বাড়িতে থাকিবে। সম্ভাব্য আয়ে ব্লাক্স

অথচ যোগান দামে বৃদ্ধি উভয়ের ফলে মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা ব্লাস পাইবে।



ইহা সকল মূলধনী দ্রব্যের ক্ষেত্রেই সত্য। উপরের চিত্রের I(r) রেখার প্রতিটি বিন্দু MEC পরিমাপ করে, ইহা আমরা বলিতে পারি। বিনিযোগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে MEC হাস পাইতেছে।

বিনিয়োগের স্থদগত স্থিডিস্থাপকডা (Interest-Elasticity of Investment)

এতক্ষণ আমরা আলোচনা করিলাম যে, স্থানে হারে উঠানামার উপর বিনিয়োগের পরিমাণ নির্ভর করে। কিন্তু এই নির্ভরশীলতা কতদূর তাহা দেখা দরকার। বিনিয়োগের হৃদগত স্থিতিস্থাপকতা বলিলে বোঝা যায় হৃদের হারে অল্প
শরিবর্তন হলৈ বেদবকারী উত্তোক্তাদের বিনিয়োগের পরিমাণ কতথানি
শরিবর্তিত হয়। এই তুই পরিবর্তনেব হারেব অরপাতকে বিনিযোগের হৃদগত
শ্বিতিস্থাপকতা বলে। পূর্বের ছবিতে লক্ষ্য করিলে দেখা
বিনিয়োগের হৃদগত
যায় যে, বিনিযোগের হৃদগত স্থিতিস্থাপকতা যত কম
স্বিতিহাপকতা
কাহাকে বলে (more inelastic) I (Y) বেখাটি তত অধিকতর খাড়া
(steeper)। ইহার হৃদগত স্থিতিস্থাপকতা যত বেশি
(more elastic), এই রেখাটি তত বেশি চেটাল (flutter)। ইহা আমবা
শহজেই বুঝিতে পারিতেছি। কথা হইল, শিল্পোন্নত দেশগুলিতে, যেমন ইংলণ্ডেও
আনেরিকায় মূলধনী যন্ত্রপাতির চাহিদা হৃদের হাবেব উপর কতথানি নির্ভর করে।
শাধারণভাবে আজকাল মনে করা হয়, এই দকল দেশে বিনিয়োগের হৃদগত
শ্বিতিস্থাপকতা কম। এই স্থিতিস্থাপকতা কম হইবার সম্ভাব্য কারণ কি কি ?

যত কম সমযের মধ্যে যন্ত্রপাতির আয় হইতে উহ'র যোগান দাম ফেরৎ পাওযার সম্ভাবনা থাকে স্থাদের হারের প্রভাব তত কম হয়। যন্ত্রেব জীবনকাল যত দীর্ঘ, উহা হইতে সম্ভাব্য আয়ের পরিমাণে উঠানামার উদ্যোক্তার পরিকলনা সম্ভাবনা তত প্রবল, কারণ বহু বিচিত্র ঘটনাও শক্তির কাল প্রভাব ইহার উপর পড়িতে পারে। তাই স্থাদের হারের প্রভাব সর্বাপেক্ষা বেশি।

যথন ফার্মগুলি নিজেদের সঞ্চিত টাকা বা রিজার্ভ হইতে বেশি পরিমাণ বিনিয়োগ করে তথন মূলধনী দ্রব্যের জন্ম চাহিদার হৃদগত স্থিতিস্থাপকতা কম হৃহবে। ইহা সহজেই বুঝা যায়। ইহার কারণ হইল যে, সাধারণত উত্যোক্তারা নিজম্ব টাকা খাটাইলে তাহার উপর হৃদ ছিদাব করেন না। মনে কর, ব্যাক্ষ হুইতে টাকা ঋণ করিয়া আনিলে যে-হৃদ দিতে হয়, তাহা মোট ব্যয়ের এক পঞ্চমাংশ। যন্ত্রটি বিক্রয় করিয়া যে রেভিনিউ পাওয়া যায় তাহা হুইতে এই হৃদ বাদ দিয়াই নীট রেভিনিউ ছিদাব করা দরকার। কোন ফার্মের মালিক, যথেষ্ট ছিদাবী হুইলে নিজের টাকা খাটাইলেও যে-হৃদ (Imputed interest;) তাহাকে অন্তর্ত্ত দিতে হুইত উহা বাদ দিয়া নীট রেভিনিউর হিদাব করিবেন। কিন্তু বাস্তবে অনেকে ইহা করেন না। ফলে হুদের হার পরিবর্তনের উপর বিনিয়াণের পরিমাণে পরিবর্তন ততটা নির্ভর করে না, বিনিয়োগের স্বদগত স্থিতিস্থাপকতা কম হয়।

এই কারণেই, মন্ধুরির হারে পরিবর্তন মুনাফা কমাইয়া দেয় বলিয়া উছোজ্ঞারা বিচলিত হন, কিছু স্থাদের হারে পরিবর্তনে তভটা বিচলিত হন না ।*

তবুও আমরা মনে করিতে পারি যে, সিকিউরিটিতে টাকা খাটাইলে যে স্থান্দ পাইতে পারিত, উভোক্তারা তাহার বিছুটা অন্তত হিসাব করিয়া নিজের ব্যয়ের অন্তভুক্তি কবিয়া থাকেন।

বিনিয়োগের হৃদণত স্থিতিস্থাপকতা আলোচনার বাস্তব তাৎপর্য (practical significance) কমন্য। যদি সত্য সভ্যই ইছা অস্থিতিস্থাপক হয়, তবে হৃদের হারে পরিবর্তন আনিয়া চল্তি বিনিয়োগের হারে পরিবর্তন ঘটানোর সম্ভাবনা কমিয়া যায়। হুদের হারের নীতি বা হুলভ টাকার নীতি ইহার বাস্তব তাৎপর্য (Interest policy or cheap money policy) প্রয়োগ করিয়া বিনিয়োগ, আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির সম্ভাবনাপ্ত আর ততটা থাকে না। এই অবস্থায় হুদের হার ব্যতীত আরও যে-সকল বিষক্ষ বিনিয়োগের উপর প্রভাব বিস্তার করে, তাহাদের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। নীতি নির্ধারণের সময়ে (policy consideration) তাই, অভ্যান্ত যে-সকল শক্তিম্পুলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতার সমগ্র তালিকাকে অপসারণ (shift) করিতে পারে তাহাদেরও বিচার করা প্রয়োজন হইয়া প্রভা

স্থুদ ব্যতীত বিনিয়োগ নির্ধারণকারী বিষয়সমূহ (Shift factors affecting Investment Schedule—other than the Interest rate)

স্থাদের হার ছাড়াও অন্থান্থ বিষয়ের উপর মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা (MEC) বা বিনিয়োগের পরিমাণে পরিবর্তন নির্ভর করে। এই সকল বিষয়ে পরিবর্তন হইলে সম্ভাব্য সকল স্থাদের হারেই বিনিয়োগ বাড়িতে পারে বা কমিতে পারে। হঠাও ও বিপুল পরিমাণে বিনিয়োগে পরিবর্তন আসা সাধারণত এই সকল গতিশীল শক্তির (dynamic forces) উপরই নির্ভর করে, স্থাদের হারে পরিবর্তনের উপর নয়।

ব্যবসায়ীদের আস্থার উপর যে সকল বিষয় প্রভাব বিস্তার করে, তাহাদের সকলকেই আমরা এইরূপ গৃতিশীল শক্তি বলিয়া গণ্য করিতে পারি ৷ কেইন্সের ভাষায় বলা চলে যে, উছোক্তাদের মনে মূলংনী সম্পত্তি হইতে

^{*} আরও একটি বিষয় লক্ষা করা যায়। সমাজে একচেটিয়া শক্তির প্রসার হওয়ায় নির্দিষ্ট
একই ব্যক্তি ব্যাক্ষ ও ফার্মের মালিক থাকে। ফলে হুদের হার বাড়িলে ফার্মের মালিক হিসাবে
ভাহাদের লোকসান ব্যাক্তের মালিক হিসাবে পুরণ হইয়া যায়। ভাই হুদের হার বাড়িলে তাহার৳
ভতটা বিচলিত হন না।

সম্ভাব্য প্রতিদান সম্পর্কে দীর্ঘকালীন প্রত্যাশায় (Long term expectations) পরিবর্তন আসিলে মুলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতায় পরিবর্তন আসিতে পারে। ব্যবসায়ীদের ভাষায় বলা চলে যে, 'মুনাফার আশা' বা 'লোকসানের ভয়' বেসরকারী বিনিয়োগপ্রবণতায় উঠানামা ঘটায়। নিচের তালিকাতে আমরা এইরূপ প্রধান শক্তিগুলিকে তালিকাবদ্ধ করিতেছি।

আভ্যন্তরীণ (Endogenous)

আয়ের স্তর বা আয়ে পরিবর্তনের চাহিদার স্তর হার: ভোগ্যদ্রব্যের এবং উহার গতিধারা (trend); মুলধনের বর্তমান পরিমাণ, বিশেষত স্থির মূলধনের; আর্থিক মজুরির হার এবং অন্তান্ত উপাদানের দাম; শেয়ার বাজারের কার্যকলাপ, শেয়ারের দামে উঠানামাব মাধ্যমে প্রকাশিত।

সংখ্যার বৃদ্ধি ও উহার গড়ন (Composition); প্রাকৃতিক ক্রেতা-গোষ্ঠীর মনস্তভ : আর্থিক ও কর্নীতি; রাজনৈতিক আবহাওয়া; শ্রমিকদের চলনশীলতা (Labour Movements); সামাজিক আইনগত প্রতিষ্ঠানসমূহ, বৈদেশিক বাণিজ্য; যুদ্ধ, বিপ্লব এবং মনুষ্যস্থ জ্ব আন্তান্ত প্রকার পরিস্থিতি; আবহাওয়া ও অপ্রভাষিত অন্স কোনরূপ অবস্থা।

উপরের তালিকাতে বিষয়গুলিকে আভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত এই ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। ইহার স্থবিধাও কম নয়। ইহাতে বুঝা যায় যে, মৃলধনের প্রান্তিক কার্যকারিভায় আমৃল পরিবর্তন অংশত আভ্যন্তরীণ কারণে ঘটে, ইহারা অর্থ নৈতিক কাঠামোর মধ্য হইতে উদ্ভূত এবং ; অংশত ইহা বাহ্য নানা প্রকার কারণের ফল। এই পার্থকেরে আরও উপকারিতা হইল নিয়ন্ত্রণের নীতি স্থির করা সম্ভব হয় এবং কিছুটা ভবিষ্যদাণী করাও চলে। স্বল্পকালীন ভবিষ্যদাণী করার সময়ে মোটামুটি ধরিয়া লওয়া চলে যে, বহিরাগত বিষয়গুলি সমান থাকিবে, এই উদ্দেশ্যে আভ্যন্তরীণ বিষয়গুলির আলোচনাই মূলত গুরুত্বপূর্ণ। দেখা ষায় যে, বিনিয়োগের হার স্থির রাখিতে হইলে (to stabilize the rate of investment) আভ্যন্তরীণ বিষয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করাই অধিকতর স্থবিধাজনক। এই সকল বিষয় ছাড়াও, কেইনৃদ্ বলেন, আমাদের আরও বহু বিষয়ের কথা মনে রাখা দরকার, যেমন, উদ্যোক্তাদের 'নার্ড ও হিস্টিরিয়া', এমন কি তাহাদের 'হজমশক্তি এবং আবহাওয়ার প্রতিক্রিয়া'। মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতার এইরূপ বিপুল পরিবর্তন হইতে বুঝা যায় কেন বাণিজ্য-চক্রের সমৃদ্ধি ও সংকট উভয়ই তীব্রতর, কেন উভয় দিকেই উঠানামা অস্বাভাবিক। শুধু তাহাই নয়। ইহা হইতে আরও বুঝা যায় যে, "মোটামুটি স্বাভাবিক ধরনের ব্যবসায়ীদের উপযোগী বা অনুকূল রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশের উপরই অর্থ নৈতিক সমৃদ্ধি নির্ভর করে" (কেইন্স্)। সর্বোপরি, আমরা সাধারণভাবে এই শিক্ষা পাই যে, ভোগদ্রেরের জন্ম চাহিদার তুলনায় মূলধনী দ্রব্যের জন্ম চাহিদা অনেক বেশি অনুকৃতিপ্রবণ এবং বিপদজনক, ইহার উপর কথনই পূর্ণ আস্থা রাখা চলে না।

ভারল্যপছন্দ ও স্থদের হার (Liquidity Preference and the rate of interest)

আয ও কর্ম সংস্থানের স্তর নির্ধারণ করিতে হইলে আর একটি বিষয় আলোচনা করিতে হইবে, ইহা হইল স্থদের হার, বা তারল্যপছন্দের তত্ত্ব। আয় ও কর্ম সংস্থান নির্ভব করে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের উপর, ইহাদের ত্বইটিই প্রভাবিত হয় স্থদের হার হারা। সমাজে টাকার পরিমাণ জানা থাকিলে স্থদের হার নির্দ্ধপিত হয তারল্যপছন্দের তালিকার হারা। স্থতরাং এই তারল্যপছন্দ কিসের উপর নির্ভর করে (Liquidity Function), তাহা আমাদের বিশ্লেষণ করিতে হইবে। বিভিন্ন স্থদের হারে সমাজে এই তারল্যপছন্দের তালিকা এবং টাকার যোগান উভয়ে মিলিয়া দেশে স্থদের সাধারণ হার (general rate) স্থির করে। তাহা ছাড়া ইহারা আরও ব্যাখ্যা করে বিভিন্ন সময়ের জন্ম

বিনিয়োগেব উপর স্থানের দাম অর্থাৎ বিভিন্ন সময়ে ফলপ্রস্থা হইবে এইরূপ স্থানের ও অন্তাল্য বিচাব তরল সম্পত্তিগুলির (liquid assets) চাহিদা, উহার সহিত স্থানের হারের সম্পর্ক, তারল্যহীন সম্পত্তিগুলির দাম (prices

of non-liquid assets), প্রত্যাশিত মুনাফার হার, বিনিয়োগ, আয়স্তর ও কম সংস্থান, সকল কিছু ব্যাখ্যা করার জন্ম এই তারল্যপছন্দের তত্ত্ব আমরা ব্যবহার কবিতে পারি।

ভারলঃপছন্দ 'কাহাকে বলে—"মজুত-প্রবণতা" (Liquidity Preference—the "Propensity to Hoard")

তারল্যপছন্দ কাহাকে বলে বুঝিতে গেলে প্রথমে সঞ্চয় করা (saving)
ও মন্তুত করার (hoarding) মধ্যে পার্থক্য স্পাষ্ট করিয়া বোঝা প্রয়োজন

সঞ্চয় হইল, ব্যক্তির বা সমষ্টির, যে-কোন ক্ষেত্রে, আয় হইতে ভোগব্যয়ের পার্থক্য

—ইহাদের বিয়োগ ফল। আয়ের যে-অংশ, ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক,
ভোগ হইতে পারিল না, তাহাই সঞ্চয়; অর্থাৎ ভোগব্যয় ও সঞ্চয় উভয়ে মিলিয়াই
সেই নির্দিষ্ট স্তরের আয়ের সমান। যেমন কোন ব্যক্তির আয় 100 টাকা,
ভোগব্যয় ৪০ টাকা, ফলে সঞ্চয় 20 টাকা। সঞ্চয় সম্পর্কে
সঞ্চয় কাহাকে বলে
ধারণাতে আমাদের আর কিছু চিন্তা করার কারণ নাই।
এই 20 টাকা ব্যক্তি কোথায় রাখিল, আলমারীতে কিম্বা মাছরের তলায়, ব্যাক্ষে
বা শেষার কিনিয়া তাহা এই ক্ষেত্রে আমাদের বিচার্য নয়। আয় এবং ভোগের
পার্থকাই সঞ্চয়।

অপরপক্ষে, এই সঞ্চয় ব্যক্তি কি-ভাবে রক্ষা করিবে, তাহারই উপর মজুত হইল কি না তাহা বোঝা যাইবে। "মজুত" হইল, নগদ টাকার রূপে ব্যক্তি সঞ্চয়ের যে-অংশ জমাইয়া রাখিতে চায়। মজুত করা বলিলে আমরা বুঝিব ব্যক্তি অতরল সম্পত্তিগুলিতে (on non-liquid assets) টাকা খাটাইল না, নগদ টাকারপে হাতে ধরিয়া রাখিল। আয়ের কিছু অংশ ভোগে ব্যয় না করার অর্থ হইল সঞ্চয় করা; আর সেই সঞ্চয় ধার না দেওয়া বা বিনিয়োগ না করার অর্থ হইল মজুত করা। সঞ্চয় করিলে উহা ভোগ করা যায় না, ইহা এক ধরনের ত্যাগ স্বীকার; আর মজুত করিলে সেই সঞ্চয় হইতে স্থদ পাওয়া যায় না, ইহাও এক ধরনের ত্যাগ স্বীকার। মজুত করার অর্থ ই হইল ব্যক্তি ধার না দিয়া এবং বিনিয়োগ না করিয়া কিছু আয় (স্থদ বা মুনাফা) হইতে বঞ্চিত হইতেছে। মজুত করার এই ধারণা একান্ত মনস্তাত্তিক।

মজ্ত না করিয়া সেই টাকা খাটাইলে হৃদ পাওয়া যায়, তাই হৃদের হারের উপর ব্যক্তির এবং সমাজের সামগ্রিক মজ্তের পরিমাণ নির্ভর করে। বিভিন্ন হ্রারের হারে সমাজে বিভিন্ন পরিমাণ নগদ বা তরল টাকা লোকে হাতে ধরিয়া রাখিতে চায়, হৃদের হার বাড়িলে তরল টাকা হাতে ধরিয়া রাখার ইচ্ছা কম; আর হৃদের হার কম খাকিলে তরল টাকা হাতে ধরিয়া রাখার ইচ্ছা বেশি। ইহাকেই কেইন্স্ বলিয়াছেন 'টাকার চাহিদা' (demand for money) এবং বিভিন্ন হৃদের হারে টাকার চাহিদাকে আমরা একটি তালিকার আকারে অর্থাৎ নগদ-পছন্দের তালিকার ক্রপে প্রকাশ করিতে পারি (schedule of liquidity preference)। নগদ টাকার জন্ম অর্থাৎ তারল্যের জন্ম চাহিদা এবং টাকার

যোগান— এই ছুইয়ে মিলিয়া হুদের হারে উঠানামা ঘটায়, ফলে সমাজে বিনিয়োগের পরিমাণে পরিবর্তন আসে।

এই প্রদঙ্গে মজুত (hoarding) এবং টাকার প্রচলনবেগ (velocity of money), এই উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা করিলে ভাল হয়। সাধারণ-ভাবে, কেইন্সের পূর্বে ধনবিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যে, মজুত করার অর্থ হইল টাকার প্রচলনবেগ কমিয়া যাওয়া, ফলে দামগুর হ্রাদ পাওয়া। স্থতরাং চিরাচরিত ধারণায় মজুত করার অর্থ হইল প্রচলন বেগ ক্ষিয়া যাওয়া। কিন্তু মজুত করিলে প্রচলনবেগ কমিয়া উৎপাদন ও ব্যবসায়-বাণিজ্য হ্রাস পাইকে মজুতের বিভিন্ন রূপ কি না তাহা নির্ভর করে লোকে কি বিশেষ ধরনে তাহাদের একাংশ মজুত করিতে চায় তাহার উপর। কেউ যদি মান্বরের তলায় জমানো টাকা মজুত করিয়া রাখিতে চায়, তবে দে অবশুই চলম্ভ টাকাকে প্রচলনধারা হইতে অপসারণ করিয়া আনিতেছে। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই ধরনের মজুত করাকেই লোকে উৎপাদন আয় ও কর্মসংস্থান হ্রাসের কারণ বলিয়া মনে করেন। এইজন্মই রবার্টসন বলিতেছেন যে, সঞ্চয়কে কথনও সঞ্চিত করিয়া রাখা চলে না। আবার, অপরপক্ষে, এই মজুত যদি ব্যাঙ্ক-আমানতের ব্লপ নেয়, অর্থাৎ নগদ তরল होका लात्क वहात्क क्या तात्थ. তবে উहात कन थातान ना-छ हहेत्व नात्त । কারণ ব্যাঙ্কে রক্ষিত তাহার এই টাকা অচল থাকিতেছে না, অপর কোন ব্যবসায়ীরা ধার লইয়া উহাকে সচল রাখিতেছে, কেইন্সের ভাষায় বলিতে গেলে এই ধরনের মজুত "provides the offsetting facilities for some other party.'' মুক্তির দিক দিয়া অবশ্য বলা চলে যে, ব্যাকণ্ডলি এই টাকা বসাইয়া না রাথিয়া স্থদের বিনিময়ে খাটাইতে পারে বটে, কিন্তু ধার লইতে ইচ্ছুক ব্যবসায়ীরা আগাইয়া না আদিলে ব্যাহ্বগুলি ইহাতে সক্ষম হইবে না। আরও এক ধাপ অগ্রসর হইয়া বলা চলে যে, ঋণগ্রহীতা পাওয়া গেলেও তাহারা সকল ঋণ উৎপাদন ও ব্যবসায়-বাণিজ্যে খাটাইবার হুযোগ পাইতেছে না, ইহাও সম্ভব পর। এই সকল বিদ্ধাপ সম্ভাবনার কথা বাদ দিলে আমরা সোজাহজি বলিতে পারি যে, ব্যাক্ষে টাকা জমা রাখিলে বা এই ধরনে টাকা মজুত করিলে সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয় না 🕪

ভাহা ছাড়া নিজেদের হাতে জমানো টাকা অনেক আছে, এইরপ ধারণা লোকের মনে থাকিলে উহার মনন্তাত্ত্বিক প্রভাব ভালই হয় কারণ চল্তি আয় হইতে বেশি অংশ বায় করায় ইচ্ছা থাকিতে পারে। স্তরাং লোকের মন্ত্ত টাকা কোন্রূপে আবদ্ধ রাখিতে চাহে, তাহা বিশেষ গ্রন্থপূর্ণ বিষয়। আরগ্রেরের উপর ইহার প্রভাব কি তাহা জানিতে হইলে ইহার আলোচন। দরকার। কেইন্সই সর্বপ্রথম মন্ত্তের ধারণা লইযা স্থদের আর্থিক তত্ত্ব (monetary theory of interest) গড়িয়া তুলিলেন এবং ইহাকে আয়স্তর ও

কর্মসংস্থান তত্ত্বের সহিত মিলিত করিলেন। তাঁহার মতে, মন্তুতের পরিমাণ স্থানের দামস্তারের উপর মন্তুতের প্রভাব পড়ে স্থানের হারের মাধ্যমে। হারে পরিবর্তন আনিযা বিনিয়োগকে প্রভাবিত কেইন্সের ধারণায় লোকের মনে টাকা ধরিয়া রাথার ইচ্ছায় কবে কিন্ধাপ পরিবর্তন আসিতেছে উহাই মূল কথা, টাকার

প্রচলনবেগ নয়। মজুতের পরিমাণ লইয়া কেইন্দের ততটা কিছু বলার নাই, কিন্তু মজুত প্রবণতায় পরিবর্তন হইলে স্থানের হারে পরিবর্তনের মাধ্যমে সমাজে বিনিয়োগের পরিমাণ এভাবিত হয়, ইহাই তাঁহার বক্তব্য। আমাদের তাই, এখন আলোচ্য বিষয় হইবে 'মজুত-প্রবণতা' বা 'নগদ-পছন্দের' তালিকার সহিত স্থাদের হার, টাকার যোগান, বিনিয়োগ এবং কর্মসংস্থান-এর যোগাযোগ।

সগদপছক্ষের অভিপ্রায় (Motives for Liquidity)

নগদ টাকা লোকে হাতে ধরিয়া রাখিতে চায় কেন, অর্থাৎ কেন তাহারা তরলরণে তাহাদের সম্পত্তি রাখিতে চায়, তাহা কেইন্স বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। নির্দিষ্ট কোন একটি হুদের হারে টাকার জন্ত মোট চাহিদাকে বলা হয় মিশ্রিত চাহিদা (composite demand for money)। বিভিন্নরূপ চাহিদা থাকে এই মিশ্রিত চাহিদা ত্বই ধরনের চাহিদা লইযা গঠিত:

ক) বিনিময়ের মাধ্যমরূপে টাকার চাহিদা লইযা গঠিত:
ক) বিনিময়ের মাধ্যমরূপে টাকার চাহিদা, ইহাকে বলে শক্রিয় ব্যালান্স (active balance), এবং (খ) মূল্যের ভাণ্ডাররূপে টাকার চাহিদা, ইহাকে বলে নিজ্ঞিয় ব্যালান্স (Inactive balance)। বিনিময়ের মাধ্যমেরূপে টাকার চাহিদা হয় ত্বইটি অভিপ্রায়ে, লেনদেন ও সাবধানতা (transactions and precaution); আবার মূল্যের ভাণ্ডাররূপে টাকার চাহিদা হয় ফাটকাদারির (speculation) অভিপ্রায়ে। এই তারল্যের অভিপ্রায়গুলি আলোচনা করা বাউক।

প্রথমত, লেনদেনের অভিপ্রায়। কোন একটি বিশেষ সময়ে, সমগ্র দেশের সকল অধিবাসী এক্তে, দেশের টাকার এক অংশ নিজেদের দৈনন্দিন লেনদেনের

কাজ চালাইবার উদ্দেশ্যে হাতে ধরিয়া রাখিতে চান। ব্যক্তি বা পরিবারের আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সময়ের ব্যবধান থাকে; ব্যবসায়ীদের লেনদেনের আভপ্রায়
কোহাকে বলে ও কিনের
কোহাকে বলে ও কিনের ইহালের মধ্যে এইরূপ সম্বের ব্যবধান (time lag) দেখিতে উপৰ নিৰ্ভৰণীল যায়। এই সময়ের মধ্যে লেনদেনের কাজ পাওয়া চালাইবার জন্ম নগদ টাকার দরকার হয়। সময়ের এই ব্যবধান যত কম, এই উদ্দেশ্যে নগদ টাকা হাতে রাথার প্রয়োজনও তত কম হইবে। মাদের শেষে যে ব্যক্তি মাহিনা পায়, তাহার তুলনায় দপ্তাহের শেষে যে মাহিনা পায় তাহাকে নগদ টাকা কম হাতে রাখিতে হয়। ঠিক এইব্লপ, কোন ফার্ম নিজের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী যদি মনে করে যে, টাকার লগ্নী করা ও বিক্রয়লব্ধ মূল্য হাতে পাওয়া ইহাদের মধ্যে সময়ের ব্যবধান কম হইবে, তবে সে কম নগদ টাকা হাতে রাখিবে; এইরূপ সময়ের ব্যবধান বেশি থাকিবে মনে করিলে তাহার তারল্যপছন্দ তুলনামূলকভাবে বেশি হইবে। এই প্রদঙ্গে যাহা লক্ষ্য রাথা দরকার তাহা হইল এই যে, লেনদেনের উদ্দেশ্যে টাকার এই চাহিলার তীব্রতা ব্রা শক্তি নির্ভর করে আয়ন্তরের উপর। ইহাকে আমরা প্রকাশ করির্টে পারি এইভাবে যে, $\mathbf{L}_t = \mathbf{f}(\mathbf{Y})$; \mathbf{L}_t হইল লেনদেনের অভিপ্রায়ে রক্ষিত টাকা এবং \mathbf{Y} হইল আয়স্তর।

আমাদের অভিজ্ঞতা হইতেই আমরা জানি যে, দেশে যথন তুলনামূলকভাবে আয়ন্তর, কর্মপংস্থান স্তর এবং দামস্তর উঁচুতে আছে সেই অবস্থায় ব্যক্তি ও ফার্ম সকলেরই লেনদেনের উদ্দেশ্যে অধিক টাকা হাতে এই Lt বা লেনদেনের রাখা দরকার। আয়ন্তরই প্রধান শক্তি, যাহা দামপ্রিকী টাকান্তে কথন চাহিলাকে এবং ফলে দাধারণ দামস্তরকে প্রভাবিত করে। পরিবর্তন আমে স্তরাং আমরা স্পষ্টই বৃঝিতে পারি লেনদেনের রক্ষিত টাকা আয়ন্তরের উপরই নির্ভরশীল। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, লেনদেনের অভিপ্রায়ে রক্ষিত টাকার চাহিলায় পরিবর্তন আদে অনেক কারণে, যেমন, ব্যক্তির মনে ভবিশ্বং আয়ন্তর সম্পর্কে প্রত্যাশায় পরিবর্তনের ফলে, আয়ন্ত ধরচার মধ্যে প্রচলিত সম্য়ের ব্যবধান পাণ্টাইয়া গেলে, ধারে জিনিসপত্র কেনার স্থবিধা বাড়িল কি কমিল তাহার উপরে এবং ব্যক্তিগত গড় আয়ে পরিবর্তনের উপরে ।

দ্বিতীয়ত, নগদ-পছদেদর আর একটি কারণ হইল যে, অধিবাসীদের সর্বদ।
আকস্মিক ও অচিন্তঃপূর্ব ব্যয় মিটাইবার জন্ম প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইবে।

ইহাকে বলে সাবধানতার অভিপ্রায়। ব্যক্তিরা বা ফার্মগুলি সাধারণত ব্যাঙ্কে তৎক্ষণাৎ চেক কাটিয়া তোলা যায় এইক্লপ আমানতে সর্বদা কিছু পরিমাণ তরন্দ টাকা রাখে; কারণ হঠাৎ কোন না কোন প্রয়োজনে কিছু সাবধানতার অভিপ্রায় কাহাকে বলে ও
টাকা সকলেরই দরকার হইতে পারে। হঠাৎ কোন বন্ধুর

াব্বাৰ্ভার আভ্যার কাহাকে বলে ও টাকা সকলেরই দরকার হইতে পারে। হঠাৎ কোন বন্ধুর কিসের উপর নির্ভরশীল বিবাহে উপহার দিতে হইতে পারে; সস্তায় স্থলভ মূল্যে বা

নীলামে জিনিসপত্র কেনার দরকার হইতে পারে, অচিন্তানীয় কোন বিপদ আপদ আসিয়া পড়িতে পারে; ফার্মন্তলিও হঠাৎ সন্তায কাঁচামাল কেনার হযোগ পাইতে পারে, যন্ত্রটি অসময়ে বিকল হইতে পারে। সাবধানতার অভিপ্রায়ে রক্ষিত মোট টাকার পরিমাণ নির্ভর করে আয়ন্তরের উপর—কারণ এই সবল আমুমন্ত্রিক ব্যয়ন্তলি (incidental expenses) আযন্তর বাড়িলে বৃদ্ধি পায় এবং আয়ন্তর কমিলে হ্রাস পায়। এই নির্ভরশীলতার সম্পর্ককে আমরা এইরূপে প্রকাশ করিতে পারি যে, $L_p=f(Y)$; L_p হইল সমাজে সাবধানতার অভিপ্রায়ে রক্ষিত মোট টাকার পরিমাণ। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, সাবধানতার অভিপ্রায়ে রক্ষিত মোট টাকার পরিমাণ। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, সাবধানতার অভিপ্রায়ে রক্ষিত টাকার চাহিদায় পরিবর্তন আসে অধিবাসীদের মনে ভবিষ্যুৎ ব্যবসায়-বাণিজ্যের গতি সম্পর্কে ধারণা বদলাইলে, তরল সম্পত্তি পাওয়ার স্থবিধা ও তরল টাকা হাতে রাখার খরচা (ব্যাক্ষের পাওনা) প্রভৃতিতে পরিবর্তন আগিলে।

রক্ষিত টাকাকে কেইনুস একই এবং সাবধানতার লেনদেনের জন্ম শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন, তাহার প্রধানত ছুইটি কারণ আছে। প্রথমত, ইহাদের জন্ম চাহিদা মোটামটি স্থির, স্থিতিশীল সমাজে ভবিষ্যুৎ পরিবর্তনের সম্ভাবনা জানা আছে এবং ইহাদের সম্পর্কে সঠিকভাবে ভবিয়াদ্বাণী ইহাদের একই শ্রেণীতে করা চলে। তাই ইহাদের ক্ষেত্রে, টাকাকে নিছক বিনিম্থের ধরা হইয়াছে কেন মাধ্যমন্ত্রপে গণ্য করা সম্ভব। দ্বিতীয়ত, লেনদেন ও সাবধানতার অভিপ্রায়ে রক্ষিত টাকা ফদের হার সম্পর্কে সচেতন নয়। আমাদের অভিজ্ঞতা হইতেই ইহা আমরা দেখিতে পাই। স্থদের হার বাড়িলে বা বণ্ডের माम कमिल এই ছুই উদ্দেশ্যে রক্ষিত টাকার পরিমাণ সাধারণত বদলায না, মোটামটি নির্দিষ্ট পরিমাণ কিছু টাকা এই উদ্দেশ্যে ব্যক্তি ও ফার্মগুলি হাতে রাখে। স্থানের হার 🕻 % বাড়িলে সঙ্গে সঙ্গে এই ছাই উদ্দেশ্যে লাৈহেক কম টাকা ছাতে রাখিয়া বেশি বণ্ড কিনিতে শুরু করিল তাহা দেখা যায় না; আবার ক্রদের হার 💃% কমিলে বগু বিক্রম করিয়া এই উদ্দেশ্যে টাকা বেশি হাতে রাখিতে আরম্ভ করিল, ইহাও ঘটে না। কিন্তু এই ছুইটি অভিপ্রায়ে রক্ষিত টাকাকে আমরা আলোচনা হইতে বাদ দিতে পারি না। কারণ লোকের মনে নিক্রিয় তহবিল হইতে টাকা সরাইয়া আনিয়া সঞ্জিয় তহবিলে রাধার ইচ্ছা যদি বাড়ে, তবে হাদের হার প্রভাবিত হইবে। তাই টাকার মিশ্রিত চাহিদার (composite demand) মধ্যে ইহাদের গণ্য করা নিশ্চয় দরকার।

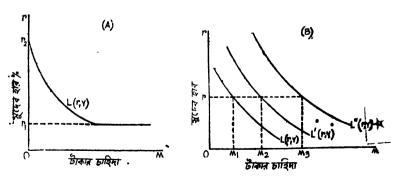
ততীয়ত, গতিশীল সমাজে ভবিষ্যতে কি ঘটিবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই, তাই টাকার সকল কাজের মধ্যে মূল্যের সঞ্চয়ন্ধপে কাজটি পুবই গুরুত্বপূর্ণ। টাকার এই ধর্ম বা গুণের দরুনই লোকে ফাটকাদারির অভিপ্রায়ে নগদ কিছু টাকা হাতে ধরিয়া রাখিতে চায়। ইহাকে ফাটকাদারির অভিপ্রায় বলে. কারণ, অর্থ নৈতিক জগতের অনিশ্চয় গতিপ্রকৃতির মধ্যে নিহিত মুনাফার আশা লোকসানের ভয় ইহাকে প্রভাবিত করে। বিশেষত, স্থদের হারে ভবিষ্যৎ পরিবর্তনের সম্ভাবনায় টাকার এইরূপ চাহিলা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হয়। (यमन धनी व्यक्तिता এवः विनित्यागकाती প্রতিষ্ঠানসমূহ (व्याह, वीमारकाम्यानी প্রভৃতি) যদি মনে করে যে ভবিষ্যতে স্থদের হার চড়িবে, তবে তাহারা বর্তমানে শীর্ঘকালীন বণ্ড কিনিয়া টাকা আবদ্ধ করিতে চাহিবে না। যেমন, বাজারে স্থাপর হার 4%, এক ব্যক্তির নিকট 1000 টাকা আছে। সে এই টাকা দিয়া কিছু বতু কিনিয়া রাখিতে পারে, বছরের শেষে তাহার 40 টাকা আয় হইবে। কিন্তু ইহা না করিয়া দে এই 1000 টাকা অলদ অবস্থায় হাতে ধরিয়া রাখিতে পারে; ইহাতে দে স্থা হইতে বঞ্চিত হইতেছে বটে, কিন্তু তাহার তারল্য বজায় আছে, এই অবস্থাকেই দে তুলনামূলকভাবে স্থবিধাজনক মনে করিতেছে। কর, টাকার বাজারে সকলের মনে ধারণা যে, স্থদের হার শীঘ্রই 5% হইবে। ইহার অর্থ হইল 1000 টাকার বতু হইতে 40 টাকার স্থায়ী বাংসরিক আন্ধ পাইতে হইলে বণ্ডের দাম হইবে 800 টাকা (40/0.05)। ইহার ফলে ব্যক্তির 200 টাকা মূলধন বাঁটিয়া গেল, টাকাটা আবন্ধ না রাখায় ভাহার পক্ষে এই অবস্থার স্থযোগ লওয়া সম্ভব হইল। এইরূপে ফাট্ক। নিয়োগের অভিপ্রায়ে লোকে নগদ টাকা হাতে ধরিয়া রাখিতে চায়। উপরের উদাহরণ হুইতে স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে যে, ফাটকা নিয়োগের উদ্দেশ্যে রক্ষিত টাকার পরিমাণে পরিবর্তন আদে স্বশ্বে হারে পরিবর্তন আদিলে, ইহাকে তাই স্বশ্বের অপেক্ষক (function of rate of interest) বলা চলে। আমরা ইহা প্রকাশ করিতে পারি এইভাবে বে, L. = f(r). কেইন্দ টাকার এইরূপ চাহিদার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন কারণ ইহা স্থদের হারে পরিবর্তন সম্পর্কে খুবই অসুভৃতিশীল।

নগদপছদের ভালিকা (Schedule of Liquidity Preference or the Liquidity Function)

বিভিন্ন স্থাদের হারে লোকে যে-বিভিন্ন পরিমাণ টাকার চাহিদা করে, অর্থাৎ নগদ ও তরলন্ধপে যে সকল বিভিন্ন পরিমাণ টাকা হাতে ধরিয়া রাখিতে চায়, তাহাদের তালিকাকে বলে নগদপছন্দের তালিকা (schedule of Liquidity Preference)। আয়স্তর সমান ধরিয়া লইলে টাকার চাহিদা স্থাদের হারের বিপরীত দিকে উঠানামা করে (inversely varies with the interest rate)। স্থতরাং নগদ পছন্দ হইল স্থাদের হারের অপেক্ষক অর্থাৎ ইহা স্থাদের হারের উপর নির্ভরশীল (is a function of the interest rate), স্থাদের হার বাড়িলে

ইহার পরিমাণ কমে, এবং স্থাদের হার কমিলে ইহার পরিমাণ
নগদ-পছন্দ স্থাদের
বাড়ে। ইহার কারণ হইল স্থাদের হার কম থাকিলে নগদ
বা তরল টাকা হাতে ধরিয়া রাখায় লোকসান কম, তাই
লোকে বেশি টাকা হাতে ধরিয়া রাখিতে কাতর হয় না। স্থাদের হার যত বেশি
বাড়িবে, টাকা হাতে রাখিলে লোকসান তত বেশি। তাই লোকেরা বেশি টাকা
ধার দিতে চাহিবে, অর্থাৎ অতরল সম্পত্তিগুলিতে টাকা খাটাইবার দ্বিধা জয় করিতে
পারিবে।

কোন এক বিশেষ আয়ন্তরে এই নগদপছলের তালিকাকে, অর্থাৎ স্থদের ছারের সহিত নগদপছলের অপেক্ষক-সম্পর্ককে (Functional relationship) আমরা নিচের রেখা-চিত্রে প্রকাশ করিতে পারি:



উপরের (A) চিত্রে দেখা যাইতেছে, নগদপছন্দ হইল স্থানের হাসমান

অপেক্ক (a decreasing function of the rate of interest or $\delta \mathbf{L}/\delta \mathbf{r} < 0$)। কম হুদের হারে লোকের নগদপছন্দ বেশি। বেশি হুদের হারে তাহাদের এই নগদপছন্দ কম। খুব বেশি স্থদের হারে. নগদ পছন্দ বেথার যেমন, 12 তে লোকেরা তরল সম্পত্তি (অর্থাৎ নগদ টাকা) আকৃতি কিন্নপ ও কেন মোটেই হাতে রাখিতে চাহে না, তাই তারল্যপছন্দের রেখা লম্বয়খী অক্ষের সহিত মিশিয়াছে, যেখানে L(r,Y)=O. বাস্তবে অবশ্য দৈনন্দিন লেনদেন ইত্যাদির জন্ম লোকেরা নিশ্চয় কিছু টাকা হাতে রাখিবে, যদিও উহার উপর ফদ না পাওয়ায় তাহাদের কিছুটা লোকসান হইতে থাকে। লক্ষ্য রাথা দরকার যে, খুব কম স্থদের হারে, যেমন 💤 তাকার চাহিদারেখা ভূসমাস্তরাল হুইয়া উঠে। অর্থাৎ, খুব কম ফলের হারে তারল্য পছনের ফালত স্থিতিস্থাপকতা অসীম (demand for money is infinitely elastic with respect to interest)। ইহার তাৎপর্য এই যে, যথন স্থাের হার পুর কম তথন লােকে নিজেদের পূর্ণ তারল্য বজায় রাখিতে চায; খদ-প্রদানকারী সম্পত্তির তুলনায় নগদ টাকা হাতে জমাইয়া রাখার স্থবিধা অনেক বেশি।

উপরের (B) চিত্রটিতে দেখা যাইতেছে যে, একই স্থানের হারে নগদপছন্দের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে $-OM_1$, হইতে OM_2 , OM_3 হইতেছে। নগদপছন্দের সমগ্ররেখাটি (অর্থাৎ সমগ্র নগদপছন্দের অপেক্ষক বা the entire liquidity function) উপরে উঠিযা যাইতেছে। স্থাদের হার সমান থাকা অবস্থাতেও এইরূপ ঘটিতে হারে, যদি আযস্তব বৃদ্ধি পায। বর্ধিত আয়স্তরে লোকের। সকলে মিলিয়া পুরাণো স্থির স্থাদের হারেই পূর্বাপেক্ষা বেশি টাকা হাতে জমাইয়া রাখিতে চায়, তাই সমগ্র রেখাটি উপরে উঠিয়া যাইতেছে।*

কেইন্দের মতে, এই নগদপছন্দের তালিকা বা L(r,Y) রেখা এবং সমাজে টাকার যোগান উভয়ে মিলিয়া হৃদের হার নিদ্ধপণ করে। পরপৃষ্ঠার চিত্রে Mরেখা দেখা যাইতেছে, ইহা প্রকাশ করে টাকার যোগান। আমরা ধরিয়া লইতেছি যে, দেশে টাকার পরিমাণ নির্ধারিত হয় স্বাধীনভাবে; আর্থিক

^{*} কেবলমাত্র আয়ন্তর নহে, ভবিয়ৎ সম্পর্কে প্রত্যাশায় পরিবর্ত্তন আসিলে, আর্থিক মঙ্কুরি, কর হার, প্রভৃতি বদলাইলেও এইরূপ ঘটতে পারে। তবে ইহাদের পরিবর্ত্তন আয়ন্তরে প্রত্যাশিত পরিবর্ত্তনের মাধ্যমেই নগদ পছদে পরিবর্ত্তন আনে।

কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ সরকার বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দ্বারা, তাহাদের নিজস্ব কোন নীতি

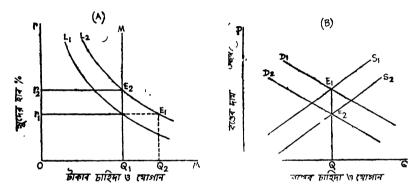
L ও M-এর ঘাত প্রতিঘাতে স্থদের হাব স্থিব হয অমুযায়ী। ইহা স্থদের হারের অপেক্ষা রাথে না তাই লম্বমুখী অক্ষের সমান্তরাল। টাকার যোগান বা M রেখা ডাহিনে সরিলে টাকার যোগানে বৃদ্ধি প্রকাশ করে; উহা বামে সরিলে টাকার যোগানে ব্লাস বোঝা যায়। M রেখার

অপদরণ (shift), অর্থাৎ টাকার যোগানে পরিবর্তন অনেক কাবণে ঘটিতে পারে, যেমন, খোলা বাজারে কার্যকলাপ, ডিসকাউণ্ট নীতি বা ঋণ-নিয়ন্ত্রণের অন্তান্ত নীতিসমূহ।* পূর্বপূষ্ঠার চিত্রে r_{\circ} হইল ভারদাম্য-স্থদের হার; টাকার চাহিদা রেখা L(r,Y) এবং স্বনির্ভরশীল টাকার যোগান রেখা M—এই উভয়েব ছেদবিন্দতে এই স্থানের হার পাওয়া যাইতেছে। এই স্থানের হারে টাকার চাহিদা এবং যোগান উভযেই OM । যদি বিভিন্ন স্থদের হারে লোকে কম নগদ টাকা হাতে ধরিষা বাখিতে চায় তবে তারল্যপছন্দের রেখা বামদিকে সরিয়া আসিবে, নূতন রেখা $L_1(r,Y)$ দেখা এই অবস্থায় স্থদের হার কমিয়া আদে, নৃতন ভারদাম্যের স্থদ 🗥 পাওয়া টাকার পরিমাণ সমান থাকিলেও তাই, নগদ পছন্দ বদলাইলে স্থদের হাবে পরিবর্তন আসিতে পারে। আবার নগদপছন্দ সমান অবস্থায় টাকার পরিমাণ কমিলে স্থদের হাব বাড়িবে এবং বাড়িলে ইহা কমিবে। আমবা মোটামটি ধরিয়া লইতেছি যে, স্থিতিশীল এই ভারদাম্য স্থাপিত হয় সম্যের গতিপথে (static equilibria have been dynamically established through time) | ভারসাম্য স্থদের হারে টাকার চাহিদা ওযোগান সমান বলিলে বোঝা যায্যে, লোকেব আর নিজেদের হাতে টাকার পরিমাণ বাডাইবার বা কমাইবার কোন কোঁক নাই। বণ্ড বিক্রম করিয়া নগদ টাকা হাতে রাখা বা হাত হইতে নগদ টাকা ছাভিয়া দিয়া বণ্ড হাতে রাখা—লোকেরা এখন এইরূপ কিছুই করিতেছে না, তরল ও অতরল সম্পত্তিব কোনটির পরিমাণেই এখন কোনরূপ পরিবর্তন আসিতেছে না।

^{* &}quot;Actually, of course, the fiscal monetary authorities and the private banking system exercise their due influence on the availabilities of money and credit. Since the motives underlying the supply of money are highly complex and often non-economic, shifts in the M function might simply be considered a matter of central bank decisions. If this procedure is accepted then it will be rather easy to show the determination of the equilibrium market rate of interest."

[†] ইহাদের সামঞ্জন্তসাধনকারী শক্তি হইল dr/dt=f(L—m)। ইহাদের মধ্যে dr/dt হইল স্থদের হারে পরিবর্তন এবং L—m হইল টাকার চাহিদা ও যোগানে পার্থক্যের পরিমাণ। ভারসাম্যের স্তরে L(r,Y)—m=O, অর্থাৎ যেখানে আয়হীন তরল টাকা বা নগদ-পছন্দের পরিমাণ এবং আয়শীল অতরল সম্পত্তি (যেমন, ষ্টক ও বঙ্জ)—উভয়ের কাহারও কোনরূপ পরিবর্তনের দিকে ঝোঁক নাই।

নগদপছন্দ ও হৃদের হারের সম্পর্কটি আর একটু ঘনিষ্ঠভাবে বিশ্লেষণ করা চলে। আমরা জানি, টাকার যোগান সমান থাকা অবস্থায়, নগদপছন্দ বাড়িয়া গেলে হৃদের হার বৃদ্ধি পাইবে, কারণ লোকের এই নগদপছন্দ বা মজুতের ইচ্ছা জয় করিয়া ধার দিতে তাহাকে রাজি করাইতে হইলে পূর্বাপেক্ষা বেশি হৃদের লোভ দেখাইতে হইবে। অপরপক্ষে, টাকার যোগান সমান থাকা অবস্থায় নগদপছন্দ কমিযা গেলে হৃদের হার কমিয়া যাইবে, কারণ এই অবস্থায় পূর্বাপেক্ষা কম হৃদেই সে ধার দিতে রাজি থাকিবে, বগু বা সিকিউবিটিতে টাকা খাটাইতে তাহার আপন্ধি আর ততটা তীত্র নয়। নিচের ছবিতে ইহা দেখানো হইতেছে। টাকার যোগান ${}_{\bullet}^{\bullet}M_{\bullet}$ নির্দিষ্ট আছে, নগদ পছন্দ L_1 হইতে L_2 -তে বৃদ্ধি পাইলে হৃদের হার



 r_1 হইতে r_2 হইযাছে। লোকে বেশি টাকা হাতে রাখিতে চাম, কিন্তু আর্থিক কর্তৃপক্ষ টাকা বাড়াইল না, নগদ টাকা হাতে রাখার সাধ মিটিভেছে না, এই অবস্থায় একটু বেশি স্থদ দিলে তবেই প্রান্তিক মজুত কারীরা (marginal hoarders) নগদ টাকার উপর অধিকার কিছুটা ছাড়িয়া দিবে, অতরল সম্পত্তি ত্র য করিতে রাজি হইবে (অর্থাৎ, বণ্ডের দাম না কমিলে সে উহা কিনিবে না)। r_1 স্থদের হারে টাকার নূতন চাহিদা উহার যোগান অপেক্ষা Q_1 Q_2 বেশি। এই স্থদের হারে, তাই, যোগান ও চাহিদায় ভারসাম্য আসিতেছে না। একমাত্র বিশ্বত স্থদের হার r_2 তে টাকার নূতন চাহিদা E_2 বিন্দুতে টাকার যোগানের সমান। তাই r_2 , অর্থাৎ Q_1 E_2 হইল ভারসাম্যের স্থদের হার। বিপরীত পক্ষে, নগদ পছন্দ L_2 হইতে L_1 -এ কমিয়া গেলে স্থদের হার r_2 হইতে r_1 হইবে।

(B) চিত্রটিতে দেখা যাইতেছে, কিন্ধপে বণ্ডের দামে পরিবর্তনের মধ্য দিয়া হৃদের হারে পরিবর্তন প্রকাশ পাইতেছে। মনে কর, নগদ পছন্দ বাড়িয়া

বাওয়ায় বণ্ডের জন্ম চাহিদা D_1 হইতে কমিয়া D_2 হইল, অর্থাৎ লোকে নগদ টাকা হাতে রাখা স্থবিধাজনক মনে করিতেছে। ফলে তাহারা S_1 হইতে স্বন্ধের হারে পরিবর্তন প্রির্বর্জন একাশ পায় বণ্ডের আনিয়াছে। বণ্ডের চাহিদা হ্রাস এবং যোগান বৃদ্ধির বাজারে দক্ষন উহাদের দাম কমিয়া QE_2 হইয়াছে। বণ্ডের দাম হাসের অর্থ ই হইল স্বদের হারে বৃদ্ধি। এইন্ধপে টাকার চাহিদা ও যোগানে পরিবর্তন কিন্ধপে স্বন্ধের হারে পরিবর্তনের মধ্য দিয়াই জানিতে পারা যায়। বস্তুত বণ্ডের দামে পরিবর্তনের স্কর্চক।

স্তরাং কেইন্সের মতে, ভারদাম্য স্থদের হারের শর্ভ হইল $M=M_1+M_2=L_1$ $(Y)+L_2$ (r). টাকার যোগানের দিকে, M হইল নগদ টাকা ও চল্তি বাঙ্ক-আমানত, M_1 হইল লেনদেন ও দাবধানতার অভিপ্রায়ে রক্ষিত টাকা (L_t+L_p); M_2 হইল ফাটকাদারির টাকার যোগান ও অভিপ্রায়ে রক্ষিত টাকা। টাকার চাহিদার দিকে, L_1 (Y) হইল লেনদেন ও দাবধানতার অভিপ্রায়ে টাকার চাহিদার পরিমাণ, ইহা আয়স্তরের উপর নির্ভরশীল; এবং L_2 (r) হইল ফাটকাদারির অভিপ্রায়ে টাকার চাহিদার পরিমাণ, ইহা, স্থদের হারের উপর নির্ভরশীল। তারল্যের এই দ্বমীকরণ (Liquidity equation) হইতে আমরা জানিতে পারি কিরূপে নির্দিষ্ট কোন আয়ের স্তরে টাকার যোগান ও চাহিদার সম্তার বিন্দুতে স্থদের হার নির্ধারিত হয়।

সঞ্চয় ও বিনিয়োগ: ক্লালিকাল ও নয়াক্লালিকাল ধারণা (Savings and Investment: Classical and Neo-Classical doctrines):

ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বিশ্লেষণের কাজ ছিল স্থাদের হার নিরূপণ করা, আর আধুনিক কালে বলা হয় যে, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ উভয়ের মিলিত প্রভাবে উৎপাদন, আয়স্তর ও কর্মসংস্থানের স্তর নির্ধারিত হয়। দ্রব্যের যোগান ও চাহিদার ঘাত-প্রতিঘাতে যেমন দ্রব্যের দাম নিরূপিত হয়, ক্লাসিকাল ধারণা কিরূপ ছিল
ত্তিত্বাতে স্থাদের হার স্থির হয়। চল্তি স্থাদের হারে পরিবর্তন ঘটিলে সমাজে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের

পরিমাণে পরিবর্তন আসে, ঠিক যেমন ভারদাম্যের বাজারদরে পরিবর্তন আসিলে

বোঝা যায় যে, দ্রব্টের যোগান ও চাহিদায় ঠিকমত ব্যালান্স নাই। ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীরা মনে করিতেন যে, সঞ্চয় ও বিনিয়োগে ভারসাম্য আসার পথে দেশের আয়ন্তর ন্থির থাকে, অথবা আয়ন্তরে পরিবর্তন না ঘটাইয়াই স্থাদের হার সঞ্চয় ও বিনিয়োগে পরিবর্তন আনে ও ইহাদের ভারসাম্য স্থাপন করে।

স্থে-র নিয়ম (Say's Law) আলোচনা করিলেই এই বিষয়টি স্পষ্টভাবে বোঝা যাইবে। যোগান নিজেই নিজের চাহিদা স্বষ্টি করে, এই কথা বলিলে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সর্বদা আপনাআপনি সমান থাকিবে এই কথা মানিয়া লইতে হয়, কিন্তু কিন্ধপে ও কোনু পথে ইহাদের ভারসাম্য আসে

স্সে-র বাজারের নিয়ম হইতেই আমরা ইহা জানিতে পারি

তাহা আমরা জানিতে পারি না। ক্লাসিকাল তত্ত্ব ধরিয়া লয় যে, চলতি হৃদের হারে যত খুশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা

চলে, বিনিয়োগের স্থযোগের কোন অভাব নাই, এবং স্থদের

ছারে পরিবর্তনের ফলে সঞ্চয়ে বিপুল পরিবর্তন আসে।

স্থানের হার বাড়িলে সঞ্চয় বাড়ে, এবং ইহাকে লগ্নী করার অফুরন্ত স্থােগ থাকায় স্বটাই বিনিয়োগে চলিয়া যায়। এই তত্ত্বের নিহিত ধারণা (implied idea) হইল, স্ক্য়াধিক্য (over-saving) বা বিনিয়োগাধিক্য (over-investment) বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না।

অপরপক্ষে, মঞ্চয় যদি নির্ভর করে আয়স্তরের উপর, তবে স্থদের হারের স্হিত সঞ্যের সম্পর্ক ভিন্নরূপ হইয়া পড়ে। ঠিক সেইরূপ চলতি স্থদের হারে বিনিয়োগের স্থােগ (investment opportunities) যদি সীমাবন্ধ হয়, তবে বিনিযোগের স্থদগত নির্ভরশীলতা আমরা মানিয়া লইতে পারি না। যদি আমরা মানিয়া লই যে, সঞ্ষ ও বিনিয়োগ উভয়ই আয়স্তরের উপর নির্ভর করে, হুদের হারের উপর নয়, তবে সঞ্চয় ও বিনিয়োগে

সঞ্চ ও বিনিযোগ নির্হর করে আয়স্তরের উপর, ফুদের হাবেব

উপর নয়

তারতম্য ঘটা মোটেই অসম্ভব নয়। যেমন উচ্চ আয়-সম্পন্ন দেশগুলিতে আয় এত বেশি যে

বিনিযোগের উপযুক্ত স্থােগের অভাব দেখা যাইতেছে। এই আয়ন্তরে ? দের হার যত কমই হউক না কেন, সঞ্চয় ও বিনিয়োগে ভারসাম্য আনিতে পারিতেছে না।

ন্য়া ক্লাসিকাল একদল লেখক, যেমন, উইক্সেল, মাইসেস্ হায়েক, প্রভৃতি এই সম্পর্কে একটু নুতন ধরনের আলোচনা করিয়াছিলেন। ইহাদের মক্তে সমাজে অর্থ নৈতিক সংকটের কারণ হইল ভোগাধিক্য (over consumption বা সঞ্চয়ের কমতি (under saving)। এই কথা বৃঝাইবার

উইকদেলের তন্ত্র: "স্বাভাবিক" স্থদের হাব জন্ম তাহারা স্থানের 'স্বাভাবিক হার' (Natural rate) এবং 'বাজারের-হার' (Market rate) সম্পর্কে আলোচনা

করিয়াছেন। স্থাদের 'সাভাবিক হার' বলিলে বোঝা যায় এমন হার যাহাতে দেশের সঞ্চয় ও বিনিযোগ সমান থাকে, ফলে দাম-তার পরিবর্তিত হয় না। আবার বাজারী স্থাদের হার হইল দেশে চল্তি স্থাদের হার, টাকার বাজারের অবস্থার উপর এই হার নির্ভর করে। যথন দেশে এই বাজার হার ও স্বাভাবিক হার সমান থাকে তথন সঞ্চয় ও বিনিযোগ সমান হয়, দামত্তর অর্থাৎ টাকার মূল্য অপরিবর্তিত থাকে, দেশে আর্থিক ভারসাম্য বজায় থাকে। "স্বাভাবিক স্থাদের হার" ব্যাখ্যা করা বিশেষ অস্থবিধাজনক, কারণ বিভিন্ন লেখক এই ধারণাকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তবে মোটামুটি ভাবে, মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদনক্ষমতার ভিত্তিতে মুনাফার যে হার (rate of profit determined by the

productivity of capital), তাহাকেই স্থদের 'স্বাভাবিক

'স্তদেব স্বাভাবিক হাব" কাহাকে বলে

হার' বলা হইয়। থাকে। 'স্বাভাবিক' বিশেষণ হইতে স্পষ্ট

বুরা যায় যে, 'বাজার' হার ইহা হইতে পৃথক হইলে

অস্বাভাবিক কোন ঘটনা দেখা দিবে, দামস্তর স্থির থাকিবে না এবং সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ভারদাম্য বিচ্যুত হইবে।

উভযের তারতম্যের ফলে আর্থিক ভারদাম্য হইতে কিরূপে বিচ্যুতি ঘটে তাহা আমরা আলোচনা করিতে পারি। হুদের 'বাজার-হার' যথন উহার 'স্বাভাবিক-হার' হইতে কম থাকে, তথন উৎপাদন বৃদ্ধি করা লাভজনক হইয়া উঠে, কারণ ঋণের দাম অপেক্ষা যন্ত্রপাতির প্রতিদান বেশি। এই অবস্থায় বিনিয়োগ

দামস্তবে উঠানামা কেন হয বৃদ্ধি পায় এবং সমৃদ্ধি দেখা যায়। এই সমৃদ্ধির গতি থামিয়া যাইতে পারে, যদি ভূল ব্যাঙ্কিং নীতির ফলে স্থদের বাজার-হার চড়িয়া যায় এবং লোকে ভোগ কমাইয়া সঞ্চয়

করিতে না থাকে। সঞ্চয়ের ঘাট্তি ((under-saving) দেখা দিলেই সংকট দেখা দিবে। অর্থাৎ লোকেরা যদি বর্তমানের ভোগ হইতে বিরত থাকিযা ব্যাঙ্ক বা মূলধন-বাজারের মাধ্যমে উৎপাদকদের মূলধন-যোগান অব্যাহত না রাথে, তবে নিশ্চয় সংকট দেখা দিবে। ভোগবিসাদী জনদাধারণই তাই সংকটের জন্ম দায়ী, বিনিয়োগকারীরা তো বিনিয়োগের জন্ম দর্শন প্রস্তুত হইষাই আছে। বাজারে

স্থাদের হার কম থাকিলে বিনিয়োগ-স্থোগের কোন অভাব নাই, ইহা ধরিয়া লওয়া হইয়াছে, তাই আর কোন অস্থবিধা নাই।

এই ধারণা কেইন্সীয় তত্ত্বের সম্পূর্ণ বিরোধী, তাহা আমরা ক্রমে দেখিতে পাইব। এই তত্ত্বের প্রণেতারা ইহা চোখে দেখিতে পান নাই যে, স্বদের 'স্বাভাবিক হার'ই খুব কম হইতে পারে। উহা অপেক্ষা বাজার-হার আর কমানো চলে না, তাই বিনিয়োগ বাড়ানো মোটেই সম্ভব হইতেছে না। এই তত্ত্বের ক্রটি যেমন মনে কর, বর্তমান অবস্থায় 'স্বদের স্বাভাবিক হার' শতকরা ৩ টাকা; নৃতন বিনিয়োগ হইতে গেলে বাজারী স্বদের হার ইহা অপেক্ষা অনেক কম হওয়া দরকার। কিন্তু বর্তমানের মনস্তাত্ত্বিক ও প্রতিষ্ঠানগত জটিলতার দক্ষণ স্বদের বাজার-হার শতকরা ২-ই্-এর কম কখনই নামানো চলে না। এই অবস্থায় নৃতন বিনিয়োগ বাড়াইবার সম্ভাবনা নাই বলিলেই চলে।

এই কারণেই, 'হুদের স্বাভাবিক হার' কিসের উপর নির্ভর করে তাহার আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ। আর্থিক ভারসাম্যহীনতা (Monetary disequilibrium) ব্যাখ্যা করার কাজে স্থদের স্বাভাবিক হার ও বাজার হারে পার্থক্য বলিলে এই বিষয়ে সকল কিছু বলা শেষ হয় না, বিশ্লেষণও নিছক অবাস্তব হইয়া পড়ে। দেশে মূলধন-গঠনের লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া লোকেরা প্রভূত পরিমাণে সঞ্চয় করিতেছে, ফলে হানেও কম আছে—এইব্লপ অবস্থাতেও 'হুদের স্বাভাবিক হার' ততটা উঁচু না থাকিতে পারে যাহাতে দেশের সকল সঞ্চয় উচ্ছোক্তারা বিনিয়োগ করিবে; বাজারী স্থদের হার কম থাকিলেও করিবে না। কেইন্স্-ই ৫থমে মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা সম্পর্কে আলোচনা করিয়া এই বিষয়ে স্পষ্ট আলোকপাত করিয়াছেন। নূতন বিনিয়োগের ব্যয় অপেক্ষা উহা হইতে সম্ভাব্য ও প্রভ্যাশিত আয়ের পরিমাণ কি কি বিষয়ের উপর কেইন্সীয় তত্ত্বের গুরুত্ব নির্ভর করে তাহা সম্পষ্টভাবে নির্ধারণ করিতে পারিলে, 'স্বাভাবিক হার'কে কিরুপে বাড়ানো যায় বা 'বাজারী হার'কে কিরুপে ক্মানো যায় সেই সকল সম্ভাবনা ও সীমাবদ্ধতার কথা আমরা আলোচনা করিতে পারি।

কেইন্সীয় সঞ্য-বিনিয়োগ তত্ত্ব শুক্ত করার পূর্বে আমরা আর এবটি তত্ত্ব আলোচনা করিব, ইহা হইল সঞ্যাধিক্য তত্ত্ব বা ভোগ-ঘাট্তিব তত্ত্ব (Theory of over-saving or under-consumption)। তই তত্ত্বের প্রচারক ছিলেন হব্সন (Hobson)। ম্যাল্থাস, সিস্মণ্ডি ও মার্কসের ধারণার সহিত এই তত্ত্বের কিছুটা মিল আছে, কারণ

হব্সনের মতে ধনতান্ত্রিক সমাজের আয়বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার

মধ্যেই সঞ্চয়াধিক্য ঘটিবার বীজ লুকানো আছে। আয়
বৈষম্যের দর্ষণ বেশির ভাগ লোকের আয় কম, ফলে দেশে
ভোগব্যে বাড়িতে পারে না, অথচ সঞ্চয় বৃদ্ধির অভ্যাসের দর্ষণ ক্রমাগত মূল্যন-সঞ্চয়
বাড়িয়া চলে, ভোগের স্তর রক্ষা করার তুলনায় দেশে অনেক বেশি পরিমাণ
বিনিয়োগ ঘটিতে থাকে, সামগ্রিক উৎপাদনাধিক্য দেখা দেয় এবং দেশময়
বেকারি স্পষ্টি হয়।

আধুনিক কালের ধারণা, অর্থাৎ কেইন্সের তত্ত্বকে গড়িয়া তুলিতে হব্ সনের তত্ত্ব কয়েকটি দিক হইতে সাহায্য করিয়াছে। (ক) জাতির সমৃদ্ধি নির্ভর করে ভোগব্যয় বৃদ্ধির উপর, (খ) দেশের মূলধন-গঠন এই তত্ত্বের শুক্ত প্রস্থায়ের উপর ততটা নির্ভর করে না, যতটা প্রকৃত প্রপ্রত্যাশিত ভোগব্যয়ের উপর নির্ভর করে, এবং (গ) আর্থিক ভারসাম্য রক্ষার ব্যাপারে আয়-বন্টন করাই মূল প্রয়োজন—এই সকল ধারণা হব্ সনের তত্ত্বে পাওয়া যায়।

কিন্তু এই তত্ত্বের মূল গলদ হইল, ইহা ধরিয়া লয় যে, যাহা সঞ্চিত হয় উহার সবটাই প্রকৃতপক্ষে বিনিয়োগ হইতেছে। অর্থাৎ ইহার ভুল হইল বাড়্তি সঞ্চয়কে বাড়্তি বিনিয়োগ বলিয়া মনে করা, ইহাদের মধ্যে পার্থক্য না রাখা। ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের বহুবিধ সমালোচনা করিলেও হব্সন্মনে করিতেন যে, স্পের হার সর্বদাই সঞ্চয় ও বিনিয়োগে ভারসাম্য আনিতেছে, ফলে তাঁহার নিকট সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ধারা একই বলিয়া মনে হইত। প্রকৃতপক্ষে হব্সন্ চিন্তিত ছিলেন অধিক সঞ্চয়ের জন্ত নয়, অধিক বিনিয়োগের জন্ত, কারণ উহারই ফলে মূলধনী দ্রব্যের বাজারে উৎপাদনাধিক্য দেখা দেয়। মূলধনী দ্রব্যের অধিকোৎপাদন ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন বাড়ায়, ফলে উভয় প্রকার দ্রব্যের বাজারেই অধিকোৎপাদন লেখা দেয়। কিন্তু সঞ্চয়ের আধিক্য আপনা-আপনি অধিক বিনিয়োগে পরিণত হয় কি করিয়া সেই বিষয়ে এই তত্ত্ব কোনরূপ আলোকপাত করে না। আমরা দেখিতে পাই, পূর্ণ কর্মসংস্থান স্করে দেশে যে-সঞ্চয় হয়, তাহা বিনিয়োগের স্বযোগ খুঁজিয়া পাওয়াই ভার, অন্তত সহজে উহার বিনিয়োগ হয় না। আধুনিক কালের ধনতন্ত্রের মূল সমস্যাই হইল অতিরিক্ত সঞ্চয়কে বিনিয়োগের পথে চালিত করার স্বযোগ খুঁজিয়া পাওয়া।

সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সম্পর্কে কেইন্সীয় ভত্ত্ব (Keynesian doctrine of Savings and Investment)

থেমন, বিভিন্ন দামে ক্রয়ের পরিমাণ ও বিক্রয়ের পরিমাণ উভয়ের ঘাত-প্রতিঘাতে কোন দ্রব্যের বাজারে ভারসাম্যের দাম নির্দিষ্ট করে, ঠিক সেইরূপ কেইন্সের মতে বিভিন্ন আয়স্তরে সঞ্চয়ের পরিমাণ এবং বিনিয়োগের পরিমাণ উভয়ের মিলিত প্রভাবে দামগ্রিকভাবে দেশের অর্থ নৈতিক কাঠামোতে ভারসাম্যের আয়স্তর প্রতিষ্ঠিত হয়। দামে উঠানামার মাধ্যমে যেমন দ্রব্যের যোগান ও চাহিদায ভারসাম্য থাকে, ঠিক সেইরূপ আয়স্তরে উঠানামার নাধ্যমেই

আয়ন্তবে পরিবর্তন ইহানের ভাবসামো লইয়া আদে সঞ্চয় ও বিনিয়োগে ভারসাম্য গড়িয়া উঠে। প্রতিটি সমথের ক্ষণ-বিন্দুতে যেমন বিশেষ একটি দামে কোন দ্রব্যের বাজারে ভারসাম্য রহিয়াছে, ঠিক সেইরূপ কোন

এক বিশেষ ক্ষণে সমাজের মোট সঞ্চয় ও বিনিয়োগও সমান আছে। ইহারা ক্ষণ-বিন্তুতে সমান, কিন্তু আয়ন্তরে পরিবর্তনের প্রভাবে সদানিয়তই পরিবর্তিত হইতেছে, নূতন আয়ন্তরে ইহাদের পুনরায় ভারসাম্য স্থাপিত হইতেছে। ইহারা তাই সর্বদা সমান, কিন্তু একবার অসমান হইলে আয়ন্তরে পরিবর্তনের মধ্য দিয়া আবার পরস্পারের সমান হইয়া পড়ে। আমরা ভাই ইহাদের ছুই দিক হইতেই আলোচনা করিব, হিসাবগত দিক হইতে ইহারা সমান (accounting equality)।

হিসাবের দিক হইতে দেখিতে গেলে সমাজের মোট সঞ্চয় ও মোট বিনিয়োগ সর্বদা সমান। যে কোন আয়স্তরে ইহা সত্য এবং যদিও সঞ্চয়ের সিদ্ধান্ত ও বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত সমাজে পৃথক ব্যক্তিরা গ্রহণ করে তবুও ইহাতে কোন ভুল নাই। এই দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে ইহাদের সমান বলিলে ঠিক বলা হয না, ইহারা অভেদ (Identity), একই বিষয়কে ত্বই দিক হিসাবের দিক হইতে হুতে দেখা হইতেছে মাত্র। সঞ্চয় ও বিনিয়োগে এই ভুলারা অভেদ তভেদরূপের কারণ হইল সমাজের মোট আয় এবং মোট ব্যয়ের পরিমাণ সমান, ইহারা একই, ত্বই দিক হইতে একই বিষয়ের প্রতি

দৃষ্টিপাত। ভোগব্যয় ছাড়া সমাজে যে-ব্যয় হয় তাহাকেই আমরা বিনিয়োগ-ব্যয় বা বিনিয়োগ বলি, অর্থাৎ I=Y-C. আবার আয় হইতে ভোগ-ব্যয়

বাদ দিলেই পাওয়া যায় সঞ্চয়, অর্থাৎ S=Y-C. স্বতরাং S নিশ্চয় I-এর সমান। এই অভেদটিকে এই ভাবে লেখা চলেঃ

উপরের হিসাবে দেখা যায়, সঞ্চয় হইল আয—ভোগব্যয়, এবং বিনিয়োগও হইল আয়—ভোগব্যয়, তাই সঞ্চয় ও বিনিয়োগ পরস্পর সমান। ইহারা সংজ্ঞাগত ভাবেই সমান (ex definition α), ঠিক যেমন, MV ও PT পরস্পর সমান। এমনভাবে ইহাদের সংজ্ঞা নির্দিষ্ঠ করা হইয়াছে যাহাতে ইহারা সমান হয়। মোট ব্যয়ের (Y) মধ্যে আছে ভোগব্যয় (C) ও বিনিয়োগব্যয় (I); আবার আয়ের (Y) একাংশ দিয়া ভোগব্যয় করা হইয়াছে, তাই নিশ্চয় বিনিয়োগ ব্যয় (I) করা হইয়াছে সঞ্চয়ের অংশ (S) হইতে।

একটি বিষয় মনে রাখা দরকার। সঞ্চয় ও বিনিয়োগের এই হিসাবগত অভেদরূপ সামগ্রিক (aggregate) সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ইহারা পরস্পর সমান-এই কথা চিন্তা করা বা ধারণায় আনা অস্থবিধাজনক, যদি আমরা ভুল করিয়া কোন একটি ব্যক্তির দিক হইতে এই কথা চিন্তা করি। যেমন, সমাজে কোন এক ব্যক্তি যে-পরিমাণ বিনিয়োগ করে উহা অপেক্ষা বেশি সঞ্চয় করিতে পারে। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু সমাজের সামগ্রিক দৃষ্টিতেই সকল ব্যক্তি মিলিয়া একত্রে যে-পরিমাণ বিনিয়োগ করে ইহাদের সমত। সম্ভব উহা অপেক্ষা বেশি সঞ্চয় করিতে পারে না। ইহার কারণ একজন ব্যক্তি নিজের সঞ্চয় বাডাইলে তাহার নিজস্ব ব্যয় কমাইয়া দেয়, ফলে অন্সের আয় ও সঞ্চয় উভয়ই কম হয়। তাই নিজে সঞ্চয় করিয়া সে সমাজের মোট সঞ্চয় বাড়াইয়া তুলিতে পারে না। যেমন, কোন এক ব্যক্তি নিজের বিনিয়োগ অপেক্ষা আরও 10 টাকা বেশি সঞ্চয় করিল। ভোগ না কমাইলে সঞ্চয় বাডানো যায় না, তাই ব্যক্তির ভোগব্যয় 10 টাকা কমিয়া গেল। যে-সকল জিনিস সে কিনিতেছিল, সেইগুলির মালিকদের হাতে 10 টাকা কম আয় হইল। কিন্তু তাহাদের ভোগব্যয় কমে নাই, তাই তাহাদের এই 10 টাকা কম সঞ্চয় হইল। সঞ্চয় ও বিনিয়োগ পরস্পর সমান রহিল, শুধু আয়ন্তর হ্রাস পাইল।

দঞ্চয় ও বিনিয়োগের এই দমতা হইতে আমরা একটি বিষয় জানিতে

পারি। ক্লাসিকাল লেখকদের মনে ধারণা ছিল, কোন ব্যক্তির সঞ্চয় বাড়িলে

ক্যক্তিগত গুণ কিন্তু
সামাজিক দোষ

করিয়াছিলেন। কিন্তু কেইন্স্ দেখাইলেন যে, ব্যক্তির পক্ষে

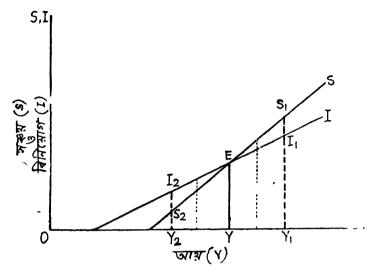
যাহা কল্যাণকর সমাজের সামগ্রিক স্বার্থ তাহা রীতিমত অকল্যাণকর হইতে পারে।

পূর্ণকর্মসংস্থান স্তরের পূর্বে লোকের সঞ্চয় প্রবণতা বৃদ্ধি পাইলে দেশের সামগ্রিক
আয় ও কর্মসংস্থানস্তর ব্লাস পায়।

তবে মনে রাখা দরকার যে, ইহাব বিশ্লেষণগত উপযোগিতা খুবই
সীমাবদ্ধ। সঞ্চয় ও বিনিযোগে কিন্ধপে সামঞ্জন্ম আসে, সেই পথ বা ধারার
(adjusting mechanism) বিশ্লেষণ না থাকিলে এই অভেদটিকে
আমরা ব্যবহার করিতে পারি না। ইহা সামঞ্জন্ম সাধনের গতি-পথ ব্যাখ্যা
করে না, তাই এই অভেদটি স্থিতিশীল বিশ্লেষণের হাতিয়ার
সমান ধরিলেও ইহাদের
ভক্ত কমে না
(tool of static analysis)। সঞ্চয় ও বিনিয়োগের
পরস্পরবিরোধী সিদ্ধান্ত কিন্ধপে গতিশীল ধারার সামঞ্জন্মে
পৌছে সেই ধারার ব্যাখ্যা না করিলে ইহার বিশ্লেষণযোগ্যতা কমিয়া যাইবে।
ভাই আধুনিক কালের আযতন্ত্বে ইহাদেব গতিশীল (dynamize) করিয়া ভোলা
হইয়াছে। নিশ্চল ও নিক্রিয় ধারণাগুলিতে প্রোণদান করিয়া সচল ও স্বিক্রিয় করিয়া
তোলা হইযাছে।

সঞ্চয় ও বিনিয়েগে পারস্পরিক গতিশীল সম্পর্ক (dynamic relationship)
বিশ্লেষণের সময় আমরা ইহাদের তালিকা হিলাবে মনে করি (in the schedule sense)। যেমন, দ্রব্যের বাজারে উহার যোগান ও চাহিদা সমান হয় একমাত্র ভারসাম্যের দাম বজায় থাকিলে, ঠিক সেইরূপ সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সমান হইবে ভারসাম্যের আয়ন্তরে (at the equilibrium level of income)। যেমন, ভারসাম্যের দাম না থাকিলে যোগান ও চাহিদা অসমান হইতে পারে, ঠিক সেইরূপ ভারসাম্যের আয়ন্তর বজায় না হাদের মধ্যে গতিশীল সম্পর্ক কি থাকিলে সঞ্চয় ও বিনিযোগে পার্থক্য দেখা দিতে পারে। দ্রব্যের বাজারে ভারসাম্য আনয়নকারী শক্তি হইল দাম, সেইরূপ এইক্লেত্রে উহা হইল আয়ন্তর। পরপৃষ্ঠার ছবিতে সঞ্চয়, বিনিয়োগ ও আয়ন্তরের এই গতিশীল সম্পর্ক দেখা যাইতেছে। ভূসমান্তরাল অক্ষে আয় এবং লম্বমণী অক্ষে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ উভয়কে পরিমাপ করা হইতেছে।

S ও I হইল সঞ্চয় ও বিনিয়োগের রেখা। বিনিয়োগের রেখা I-কে সঞ্চয়-রেখা S নিচের দিক হইতে কাটিয়া উঠিতেছে। আয়স্তর Y_s থাকিলে সঞ্চয়ের তুলনায বিনিয়োগ I_sS_s বেশি। বিনিয়োগ বেশি হইলে ব্যবসায়ীদের মুনাফা বেশি,

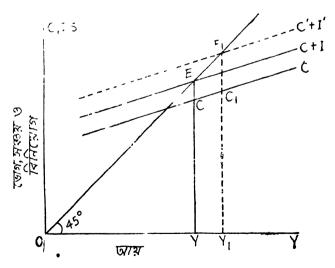


কারণ সঞ্চয় কম, আয়ের বেশি অংশ ব্যয় হয়। জিনিসপত্র বিক্রয়ের সম্ভাবনা বেশি। সমাজের আয়-পরিমাণ পরবর্তী স্তরে ক্রমাণত উঠিতে থাকে, য়তক্ষণ না এইরূপে OY স্তরে পৌছে। সঞ্চয় ও বিনিয়োণ পরস্পর সমান থাকে। আয়স্তর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের মধ্যে পার্থক্য হ্রাস পাইতে থাকে, অবশেষে ইহারা পরস্পার সমান হইয়া পড়ে। আয়স্তর OY₁ থাকিলে বিনিয়োগের তুলনায় সঞ্চয় বেশি। ক্রমে আয়স্তর কমিয়া আসিয়া OY স্তরে উভয়ের ভারসাম্য ঘটে।

স্থতরাং আমরা দেখিতে পাই যে, সঞ্চয় ও বিনিয়োগকে এইক্লপ তালিকার ধারণায় গ্রহণ করিলে (in the schedule sense) ইহারা পরস্পরের সমান হয়, নিজেদের মধ্যে ঘাত-প্রতিঘাতে। এই ধারায় কিছুটা সময় অতিবাহিত হওয়া দরকার (over time), এবং ভারসাম্য সাধনকারী পদ্ধতির ধারাপথ

বা কৌশল হইল আয় (equilibrating mechanism of জন্ম ইহাদের income)। আয়ন্তরে পরিবর্তনের হার সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সামপ্রন্থ ঘটার সঙ্গে এমন ভাবে মৃক্ত যে সঞ্চয়ের তুলনায় বিনিয়োগ বাড়িলে আয়ন্তর বাড়ে এবং বিনিয়োগ কমিলে আয়ন্তর কমে। সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সমান একমাত্র ভারসাম্য-আয়ের স্তরে, যেথানে আয় বাড়িতেছে না বা কমিতেছে না। আয়স্তরে পরিবর্তনই সঞ্চয় ও বিনিয়োগে পরিবর্তনের পথ মস্থা করিয়া রাখিয়াছে, ইহাদের পরস্পারকে সমান করার অবস্থা প্রতি মুহুর্তে স্ফাষ্টি করিয়া চলিয়াছে।

সঞ্চয় ও বিনিয়োগকে প্রভাবিত করিতে গিয়া, সেই কাজের মধ্য দিয়া সমাজের আয়ন্তর নিজেও ইহাদের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া চলিয়াছে। কিন্ধপে ভোগপ্রবণতা (অথবা ইহার বিপরীত সঞ্চয়প্রবণতা) এবং বিনিয়োগ- আবার সঞ্চয় ও প্রবণতা উভয় শক্তি মিলিয়া আয়ন্তর নির্ধারণ করিতেছে? প্রবিদ্যোগ উভয়ে মিলিয়া কিন্ধপে আয়ন্তর ধনবিজ্ঞানের ভাষায় বলা চলে যে, সমাজের ভোগ ও বিশ্বোগকে স্বপ্রভাবিত পরিবর্তনীয় শক্তি (independent variable) এবং আয়ন্তরকে অপরপ্রভাবিত পরিবর্তনীয় শক্তি (dependent variable) হিসাবে গণ্য করিয়া আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। কেইন্সের মত অনুসারে আমরা স্কল্পকালে ভোগপ্রবণতাকে অপরিবর্তিত ধরিয়া লইতেছি; এই অবস্থায় বিনিয়োগপ্রবণতায় পরিবর্তন কিন্ধপে আয়ন্তরে পরিবর্তন ঘটায়; নিচের ছবিটি হইতে ইহা বোঝা যাইতেছে।



লম্বমুখী অক্ষে ভোগ, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ এবং ভূদমান্তরাল অক্ষে আয় পরিমাপ করা হইতেছে। C রেখা হইল ভোগরেখা, উহার উপরে C+Iরেখা হইল ভোগ ও বিনিয়োগের সম্মিলিভ রেখা। প্রতিটি আয়ন্তরে

সেই স্তরের ভোগের পরিমাণের সহিত বিনিয়োগের পরিমাণ যোগ করিয়া এই ছুইটি রেখার লম্বয়খী দূরত্ব জানা যাইবে।

C রেখা হইতে C+I রেখাটির দ্রত্ব অনুযায়ী বুঝা যাইবে নির্দিষ্ট আয়স্তরে বিনিয়োগের পরিমাণ কতথানি। উপরের ছবিতে C রেখা ও C+I রেখার দ্রত্ব সকল আয়স্তরেই সমান, অর্থাৎ ইহারা পরস্পার সমান্তরাল, তাহা দেখা যাইতেছে। অর্থাৎ বিনিয়োগ হইল স্বয়ংভূত ধরনের, আয়স্তরে পরিবর্তন ইহাতে পরিবর্তন আনে না, ইহা স্প্রভাবিত পরিবর্তনীয় বিষয় (Independent variable), অপর কিছু দ্বারা বর্তমানে প্রভাবিত হইতেছে না। এই C+I রেখাটি 45° রেখাটির সহিত E বিন্তুতে মিলিত হইতেছে, OY হইল

সঞ্চয় ও বিনিয়োগ ভারসাম্যের আয়স্তর। অর্থাৎ লোকেরা কি পরিমাণ ভোগ-উভ্যের সমতার বিন্দুতে ভারসাম্যের আয় দেখা দেয় ব্যয় করিতে চায়, এই ছুই-এ মিলিয়া স্থির করে ভারসাম্যের

আয়—যে-আয়ন্তরে লোকেদের ভোগবায় করিয়া যাহা বাকি

থাকে অর্থাৎ সঞ্চয় হয় উহার সম্পূর্ণ অংশ তাহারা বিনিয়োগ দ্রব্যে ব্যয় করে। অর্থাৎ এই ছই বিন্দৃতে মোট ভোগ্যদ্রব্যে ব্যয়ের পর অবশিষ্ট আয়ের অংশ (অর্থাৎ সঞ্চয়) নিশ্চয় বিনিয়োগ দ্রব্যে ব্যয়ের সমান। CE পরিমাণ সঞ্চয়, আবার CE পরিমাণই বিনিয়োগ। সঞ্চয় ও বিনিয়োগ যতক্ষণ পৃথক থাকে ততক্ষণ ভারসাম্যের আয় দেখা দেয় নাই, যথন ইহারা সমান হইল, সেই বিন্দৃতে ভারসাম্যের আয় পাওয়া গেল। ভারসাম্য আযের স্তরে YC+CE=YE; অর্থাৎ ভোগব্যেয় + সঞ্চয় (বা বিনিয়োগ)=মোট আয়।

এই অবস্থায় 'স্বয়ংভূত' কোন কারণে যদি C+I রেখাটি উপরে উঠে, তবে আমরা দেখি যে, নৃতন C^1+I^1 রেখাটি 45° রেখাকে E_1 বিনিয়োগের পরিবর্জনই বিন্দুতে ছেদ করে এবং এই বিন্দুতে নৃতন বর্ধিত আয়স্তর আয়ে পরিবর্জন ঘটায় OY_1 পাওয়া যায়। এই নৃতন স্তরে ভোগ ও বিনিয়োগ নৃতন আয়ের সমান এবং সঞ্চয় ও বিনিয়োগ পরস্পার সমান। অপসর্গশীল ভার-সাম্যের (shifting equilibrium) এক একটি বিন্দু হইল E এবং E^1 , ইহারাই আয়স্তরে পরিবর্জন শুকাল করিভেছে। এই প্রস্কাল মনে রাখা দরকার যে, আমরা যদি ভোগের পরিমাণ স্ক্লকালে স্থির ধরিয়া লই, তবে আয়ে এই পরিবর্জন নিশ্বয় বিনিয়োগে পরিবর্জনের ফল। ভাই এখন আমাদের আলোচ্য বিষয় হইবে আয়ন্তরের উপর বিনিয়োগে পরিবর্জনের ফল কি।

বিনিয়োগ-বৃদ্ধি ও আয়ন্তরে বৃদ্ধির সম্পর্ক: গুণক তম্ব (Relation between increase in Investment and Increase in Incomelevel: the multiplier):

বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইলে সমাজে কর্মসংস্থান ও আয়ের পরিমাণ বাড়িয়া যায়; বিনিয়াগে প্রাথমিক বৃদ্ধির ফলে কর্মসংস্থান ও আয়ে মোট বৃদ্ধির পরিমাণ নির্ভর করে গুণকের উপর। প্রাথমিক আয়ের যতগুণ মোট আয় বাড়ে তাহা আয়ের গুণক (Income Multiplier); আবার প্রাথমিক কর্ম সংস্থানের যতগুণ মোট কর্ম সংস্থান বাড়ে তাহা কর্ম সংস্থানের গুণক (Employment Multiplier)। আনেক সময় ইহাকে বিনিয়োগের গুণক (Investment Multiplier) বৃদ্ধা হয়।

শুণক কাহাকে বলে? উদাহরণস্বরূপ, মনে করা যাউক যে, সমাজে চল্তি বিনিয়োগ-পরিমাণের অধিক নৃতন ভাবে 1 লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করা হইল। যেমন, কোন কারখানা স্থাপনের এই জন্ম 1 লক্ষ টাকা শুণক কাহাকে বলে: ব্যয়িত হইল। কারখানা স্থাপন এবং চালু করার জন্ম বিনিয়োগে পরিমাণে বিভিন্ন প্রকার দ্ব্যসামগ্রী, মজুর, প্রভৃতি উপকরণ ক্রেয়ে আয় বাড়াইয়া তোলে জন্ম এই টাকা খরচ করা হইল। অর্থাৎ বিনিয়োগের ফলে পূর্বে বেকার ছিল এইরূপ শ্রমিকের কর্ম সংস্থান ও আয় স্থাষ্টি হইল এবং অন্যান্ম উপকরণের মালিকদেরও আয় কিছুটা বৃদ্ধি পাইল। 1 লক্ষ টাকা বিনিয়োগের ফলে প্রথমেই জাতীয় আয় 1 লক্ষ টাকা বাড়িয়া গেল।

কিন্তু আয়-প্রসাবের ধারা এই স্তরে ক্ষান্ত থাকে, তাহা নহে। কারণ, যাহাদের আয় হইল তাহারা সেই আয় মোটেই ব্যয় না করিয়া স্বটা সঞ্চয়

করে, তাহা হইতে পারে না। যদি বর্ধিত আয়ের

ধশক নির্ভর করে সমস্তটাই সঞ্চিত হইয়া যায়. তাহা হইলে সমাজে ওই
প্রান্তিক ভোগধ্রবণতার উপর

1 লক্ষ টাকার-অধিক মোট আয় স্পষ্ট হইতে পারিল না;

আয়-প্রসারের ধারা স্তব্ধ হইয়া গেল। ধনবিজ্ঞানের ভাষায়
বলা চলে, যদি সমাজের গড় প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা 0 হয় (অর্থাৎ আয় বৃদ্ধির

ফলে ভোগের পরিমাণ মোটেই না বাড়ে), তাহা হইলে শুণক হইল 1

(K=1), অর্থাৎ নূতন বিনিয়োগের পরিমাণ পর্যন্ত মাত্র মোট আয় বৃদ্ধি
পাইবে, ইহার বেশি নহে।

যদি এইরূপ হয় যে, বিনিয়োগের দক্ষন যাহার৷ একলক টাকা নৃতন আর

হিশাব পাইবে, তাহারা সবটাই ভোগ্যদ্রব্যে ব্যয় করে, তাহা হইলে ওই এক লক্ষ্টাকা ব্যয় হইয়া ভোগদ্রব্য বিক্রেতাদের নৃতন আয় যদি সবটা ব্যয় করেন তাহা হইলে তাঁহার। যে সকল দ্রব্যাদি ক্রেয় করিলেন, উহাদের বিক্রেতাদের 1 লক্ষ্টাকা নৃতন আয় হইল। রামের ব্যয় হইতে শ্যামের আয় হয়, শ্যামের ব্যয়ই যহুর আয়, যহুর ব্যয়ই মধুর আয়—এইভাবে সমাজের ব্যয় ও আয় পরস্পরসংযুক্ত। যদি মোটেই সঞ্চয় না হয়, তাহা হইলে এই এক লক্ষ্টাকার সম্পূর্ণ টাই অনবরত ব্যয় ও আয় স্থিটি করিতে থাকিবে, এই ধারা কোথাও থামিবে না। ধনবিজ্ঞানের ভাষায় বলা চলে, যদি, সমাজের প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা 1 হয়, অথাৎ বর্ধিত আয়ের সম্পূর্ণ অংশই ব্যয় হইয়া যায়, তবে গুণক হইল অসীম ($K=\infty$)।

কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা 0 হইতে বেশি (অর্থাৎ বর্ধিত আয়ের সমস্তটা সঞ্চিত হয় না), অথচ ইহা 1 হইতে কম (অর্থাৎ বর্ধিত আয়ের সমস্তটা ব্যয়িত হয় না)। প্রথমে বিনিয়োগের ফলে 1 লক্ষ টাকা যাহাদের আয় হিদাবে আদিয়াছিল, তাঁহারা কিছুটা দঞ্চ্য করিয়া বাকি অংশ বায় করিল, এই ব্যয় আবার অন্তের আয় সৃষ্টি করিবে; তাঁহারা আবার তাঁহাদের বৃধিত আয়ের কিছু অংশ ব্যয় করিবে, সেই ব্যয় হইতে আরও নূতন আয় ফলে আরও নূতন ব্যয় ও আয় ক্রমাগত স্পষ্টি হইতে থাকিবে। প্রত্যেক স্তরে সঞ্চয় হইতে থাকায়, প্রতিবারে নূতন আয় স্মষ্ট্রর পরিমাণ এইরূপে কমিতে থাকিবে, অবশেষে বর্ষিত আয়ের পরিমাণ যখন খুব কম, ব্যয়ের দ্বারা আব নূতন আয় স্ষষ্টি হইতে পারিতেছে না, সেই স্তর পর্যন্ত এই ধারা চলিয়া অবশেষে ক্ষান্ত হইবে। নূতন বিনিয়োগ হইতে স্বষ্ট প্রাথমিক আয় এইরূপ নিজের বছক্ষণ বেশি আয় স্বষ্টি করিবে। পুকুরের ঠিক মধ্যখানে ঢিল ছুঁড়িলে জলে চক্রাকৃতির ঢেউ-এর স্বষ্টি হয়, ঢেউগুলির পরিধি যত প্রসারিত হইতে থাকে উহাদের উচ্চতা তত কমিতে থাকে, তীরের দিকে দেই উচ্চতা মিলাইয়া যায়, কিন্তু সমগ্র জলস্তরে উত্তালতার স্থাষ্ট করে। সমাজের অর্থ নৈতিক দেহে নৃতন বিনিয়োগের ফলও তাই; আয় ও কর্ম সংস্থানে প্রাথমিক বৃদ্ধি নূতন আয় ও কর্ম সংস্থানের ঢেউ স্বাষ্টি করিয়া সমগ্র সমাজ-দেহে সঞ্চারিত হইয়া অর্থ নৈতিক কাজকর্মের স্তরে উত্তালতা আনে। প্রথম দিকে আয় ও কর্ম সংস্থানের ঢেউগুলি উচ্চতায় বেশ বড়, কিন্তু প্রতিটি পরবর্তী বারে উহার আয়তন কমে, ক্রমে ইহা কমিয়া অবশেষে শিলাইয়া যায়।

স্তরাং, বিনিয়োগ-বৃদ্ধির ফলে সমাজের মোট আয় কত গুণ বাড়িল তাহাকে গুণক বলে, অর্থাৎ $K=\frac{\delta Y}{\delta 1}$, অথবা $\delta Y=K\delta I$. গুণকের এই আয়তন (Size of the Multiplier) নির্ভর করে প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতার আয়তনের উপর । প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা বেশি হইলে গুণকের আয়তনও বড়, কারণ প্রত্যেক স্তরের আয় হইতেই বেশি পরিমাণে ভোগব্যয় হইলে উহা পরবর্তী স্তরে বেশি পরিমাণে আয় স্থাই করে । প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা কম হইলে গুণকের আয়তনও ছোট, কারণ প্রত্যেক স্তরের আয় হইতেই কম পরিমাণ ব্যয় পরবর্তীস্তরে কম পরিমাণ আয় স্থাই করে । যদি প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা $\frac{1}{2}$ হয়, তাহা হইলে গুণক হইল 2 ; প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা $\frac{2}{3}$ হইলে গুণকের আয়তন 4 ।

গুণকের আয়তন কিভাবে পরিমাপ করা হয় ? ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে প্রান্তিক সঞ্চয়-প্রবণতা (Marginal Propensity to Save) হইল প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতারই ঠিক অপর দিক। নৃতন 100 টাকা আয়ের 80 টাকা মদি ব্যয় হয়, তাহা হইলে নিশ্চয় 20 টাক। সঞ্চয় হইতেছে; অর্থাৎ প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা $\frac{1}{8}$ হুণকেরে প্রান্তিক সঞ্চয়-প্রবণতা $\frac{1}{8}$ গুণককে এইভাবে প্রকাশ করা চলে যে, K=1/S; K হুইল গুণকের আয়তন এবং S হুইল প্রান্তিক সঞ্চয-প্রবণতা; উপরের উদাহরণে $K=1/\frac{1}{8}$; \therefore K=5.

প্রান্তিক ভোগপ্রবণতার দিক হইতেও আমরা গুণকের আয়তন পরিমাপ করিতে পারি। মনে করা যাউক, প্রান্তিক ভোগপ্রবণতার নাম হইল m. আমর। জানি প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা ও সঞ্চয-প্রবণতা যোগ করিলে 1-এর সমান হয়। যেমন প্রান্তিক সঞ্চয়প্রবণতা $\frac{1}{5}$ হইলে ভোগপ্রবণতা $\frac{1}{5}$, উভ্যে মিলিয়া পূর্ণসংখনে 1; এই অবস্থায় K=1/S=1/1-m; এবং প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা (m) হইল= 1-S=1-1/K. উপরের উদাহরণে আমরা m ধরিয়াছি $\frac{1}{5}$ এবং S ধরিয়াছি $\frac{1}{5}$. এই অবস্থায় K=1/S=1/1-m, $K=1/1-\frac{1}{5}$, $K=1/\frac{1}{5}$, অর্থাৎ K=5. আমরা তাই m বা S জানা থাকিলে K বাহির করিতে পারি, অথবা K জানা থাকিলে m বা S জানিতে পারি।

এইরপে গুণকের আয়তন বাহির করিয়া উহার সাহায্যে আমরা জানিতে পারি যে, দেশে মোট বিনিয়োগ বৃদ্ধির কতগুণ আয় বাড়িল। যেমন যদি 1000 টাকার নুতন বিনিয়োগ হয়, এবং K যদি হয় 5, তবে আয়ন্তর বৃদ্ধি পাইল5000, অর্থাৎ, 8Y=K8I.

বিনিয়োগ বৃদ্ধি হইলে গুণকের আয়তন অনুযায়ী যথন আয় ও কর্মসংস্থান
বাড়ে তথন ইহাকে ধনাত্মক গুণক (Positive Multiplier) বলা হয় ; বিনিয়োগ
কমিলে গুণকের আয়তন অনুযায়ীই আয় ও কর্মসংস্থান
ধনাত্মক গুণক ও
ক্ষণাত্মক গুণক
কমে, সেই অবস্থায় ইহাকে ঋণাত্মক গুণক (Negative
ধণাত্মক গুণক
Multiplier) বলা হয় । গুণক 5 হইলে 1 লক্ষ টাকার
বিনিয়োগে বৃদ্ধি সমাজে 5 লক্ষ টাকার মোট আয় বৃদ্ধি করে ; ঠিক দেইরূপ 1 লক্ষ্
টাকায় বিনিয়োগ কমিয়া গেলে সমাজে মোট 5 লক্ষ টাকার আয় হ্রাস পায় ।

মনে রাখা দরকার যে, প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা (যাহার ভিন্তিতে গুণকের আয়তন হিসাবে করা হয়) আয়ের সকল স্তরে সমান থাকে না । আয়স্তর বাড়িতে থাকিলে প্রত্যেক আয়স্তরের বৃদ্ধিই প্রান্তিক ভোগপ্রবণতাকে আয়ে পরিবর্তন ঘটাইবার কমাইয়া দেয়; স্বতরাং আয়স্তরে প্রত্যেকবার বৃদ্ধির ফলে কালে গুণকের নিজেরই পরিবর্তন হয় গুণকের আয়তন পূর্বাপেক্ষা কমিতে থাকে। আবার, শ্বণাত্মক গুণকের কার্যকারিতার সময়ে আয়স্তরে প্রত্যেক বারের হ্রাস প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতাকে পূর্বাপেক্ষা বাড়াইয়া গুণকের আয়তন বাড়াইতে থাকে।

গুণকের উপর সময়েরও বিশেষ প্রভাব থাকে। কারণ, বিনিযোগের পরিবর্তন
সমগ্র সমাজদেহে সঞ্চারিত হইয়া আয় ও কর্মসম্প্রানের পরিমাণে পরিবর্তন আনিতে
কিছুটা সময় অভিবাহিত হয়। 1 লক্ষ টাকার বিনিযোগ প্রথমে 1 লক্ষ টাকার
আয় স্বাষ্টি করিলে এবং পরবর্তীবারে (রুপ্রান্তিক ভোগগুণক কাল বা প্রবণতা থাকিলে) ৪০ হাজার টাকার নূতন আয় স্বাষ্টি
করিবে, ইহার পরবর্তীপ্তরে 65 হাজার টাকার নূতন আয়
স্বাষ্টি করিবে। কিস্তু প্রথম বারের ভোগ-বায় এবং বিতীয় বারের ভোগ-বায় একই
সময়ে ঘটিতেছে না। আয়-স্বান্টীর প্রত্যেক স্তরেই এইরূপ সময় অভিবাহিত হয়;
ইতিমধ্যে অক্যান্স বিনিয়োগের ফলাফল বা প্রভাব আয়ের উপর পড়িতে পারে।
কোন বিশেষ বিনিয়োগের বৃদ্ধি বা ব্রানের ফলাফল সম্পূর্ণ হইতে যে সময় প্রয়োজন
তাহাকে গুণককাল বা প্রসারকাল (Multiplier or Propagation Period)
বলা হয়।

গুণকের আয়তন বিভিন্ন বিষয় ধারা কমিয়া যাইতে পারে। বিভিন্ন প্রকার "ছিদ্রুসমূহ" (Leakages) গুণকের আয়তন কমাইয়া বিনিয়োগে পরিবর্তনের দক্ষণ আয়ে পরিবর্তনের হার কমাইয়া দিতে পারে। (ক) নৃতন আয় যাহাদের
হাতে আদিল তাহারা উহার সাহায়ে পুরানো ঋণ পরিশোধ

ছিড্রসমূহ
করিতে পারে, (খ) আয় বৃদ্ধির ফলে নগদ টাকা বেশি
পরিমাণে হাতে জমাইয়া রাখিতে পারে, বা তারল্য-পছন্দ বাড়িয়া যাইতে পারে,
(গ) বিদেশী আমদানি-দ্রব্য ক্রয় করিতে পারে,* (ঘ) দামবৃদ্ধি হইতে পারে।

যেমন, পূর্ণ কর্মসংস্থান অবস্থায় বিনিয়োগে বৃদ্ধি ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদনক্ষেত্র হইতে
শ্রমিক ও উপকরণ সরাইয়া আনিবে, ফলে ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন কমিবে।
উপাদানের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় দ্রব্যসামগ্রীর দাম বৃদ্ধি পাইবে, যথেষ্ঠ পরিমাণে
আয়-বৃদ্ধি সন্তব হইবে না।

অনুন্নত দেশে, এই গুণকের আয়তন বা প্রভাব আরও তিনটি বিষয়ের দ্বারা বিশেষ রূপে প্রভাবিত হয়। প্রথমত, দেশে আর্থিক মূলধনের পরিমাণ কম থাকায়, রাষ্ট্র কর্তু ক বিনিয়োগ ব্যক্তিগত বিনিয়োগকে কমাইয়া দিতে পারে, কারণ মূলধনের বাজার হইতে রাষ্ট্র নিজেই বিনিয়োগের জন্ত মূলধন তুলিয়া অনুন্নত দেশ ও লইলে ব্যক্তিগত বিনিয়োগ হাস পাইতে পারে। দ্বিতীয়ত, দেশে আসল মূলধন অর্থাৎ যন্ত্রপাতি প্রভৃতির পরিমাণ কম থাকায় আয় বৃদ্ধি হইলেই ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বাড়ান সম্ভব না-ও হইতে পারে। তৃতীয়ত, আয় বাড়িলে থাগুদ্রব্য ও কৃষিজাত দ্রব্যের চাহিদা বাড়ে, ফলে উহাদের দাম বৃদ্ধি হয়, অধিক আয় স্বষ্টি করিতে পারে না।

ত্বরণ তত্ত্ব (Acceleration Theory):

সমাজের ভোগব্যয়ে বৃদ্ধির ফলে যে পরিমাণে নূতন বিনিয়োগ বৃদ্ধি হয় তাহাদের অনুপাতকে ত্বরণ (Acceleration) বলা হয়।

সমাজে সাধারণত ছুই প্রকারের বিনিয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়: স্বয়স্ভূত

আভ্যন্তরীণ আয়ে পরিবর্তন = রপ্তানিতে পরিবর্তন × সঞ্চর + আমদানি-প্রবণ্তা

[♣] রপ্তানি হহতে প্রাপ্ত নীট আয় দেশের অভ্যন্তরে বিনিয়োগ-বৃদ্ধির ছ্যায় কাজ করে, এবং
দেশের আয় ও কর্মসংস্থানের উপর ইহার প্রভাব আভ্যন্তরীণ বিনিয়োগেরই ছ্যায় । রপ্তানির
উপর বিদেশীয়দের বায় রপ্তানি-দ্রব্যে নিয়ুক্ত শ্রমিক ও উপকরণের মালিকদের আয় বাড়ায়,
ভাহাদের সেই আয় পুনরায় ব্যয়িত হইয়া দেশে নৃতন আয় সৃষ্টি করে, মোট আয়-স্টের পরিমাণ
শুণকের আয়তনের উপর নির্ভর করে । আমদানীকে "ছিন্তু" হিসাবে, আভ্যন্তরীণ প্রাপ্তিক
সঞ্চর-প্রবণ্তান (S) মধ্যে একই সঙ্গে ধরিয়া লইয়া বৈদেশিক বাণিজ্যের শুণক পরিমাণ করা
চলে । অর্থাৎ দেশের আয়ন্তরের উপর রপ্তানির মোট ফল নিয়লিথিত স্ত্রেয়ারা হিসাব
করা বায়ঃ

বিনিয়োগ (Autonomous Investment) এবং উদ্ভূত বিনিয়োগ (Derived of Induced Investment)। রাষ্ট্র বা অন্তান্ত জনপ্রতিষ্ঠানদমূহ রাজনৈতিক, স্বাস্থ্যরক্ষা বা অক্সান্ত কারণে যে সকল বিনিয়োগ করিয়া থাকেন, ত্বই প্রকার বিনিয়োগ যেমন পার্ক, সরোবর প্রভৃতি; অথবা নৃতন আবিষ্কৃত দ্রব্য বা যন্ত্র প্রভৃতিতে বিনিয়োগ; অথবা অনেক কাল পরে উহা হইতে আয় পাওয়া যাইবে এন্নপ কার্যে বিনিয়োগ প্রভৃতিকে স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ বলা চলে, কারণ বর্তমানের কোন আর্থিক বিষয় (যেমন আয়ন্তর বা মুনাফার হার প্রভৃতি) এই বিনিয়োগের পিছনে কারণ হিসাবে কাজ করে না। ইহারা তাই স্বয়ম্ভত কিন্তু ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা সেই থাকায় জগ্য উৎপাদনের উপযোগী যন্ত্ৰপাতি প্ৰস্তুত করিতে হয়: আবার ভোগদ্রের উৎপাদনে নিযুক্ত যন্ত্রপাতি-উৎপাদনের উপযোগী ত্বরণসহগ বা ত্বক পাতিও দরকার। ইহাদের উপর বিনিযোগের কাহাকে বলে ভোগদ্রব্যের জন্ম চাহিদা; ইহাদের তাই, উদ্ভূত বিনিয়োগ বলা হইয়া থাকে। সমাজের ভোগব্যয় বাড়িলে ভোগদ্রেরের উৎপাদকগণ আরও ষন্ত্রপাতি কিনিতে চায়, ফলে এই ধরনের বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়। সমাজের ভোগব্যয়ে পরিবর্তন এবং উদ্ভত বিনিয়োগের পরিমাণে পরিবর্তন –এই ছুই-এর অমুপাতকে তুর্ণদৃহণ (Acceleration Coefficient) বা ত্বক (Accelerator) বলে। যেমন যদি, সমাজের ভোগব্যয়ের পরিমাণ 2 কোটি টাকা বাড়িয়া যায়, ফলে যদি ইহার দরুণ উত্তত বিনিয়োগের পরিমাণ 4 কোটি টাকা বাড়ে, তাহা হইলে ত্বরণসহগ বা ত্বরক হইল 2। যদি উদ্ভূত বিনিয়োগ 8 কোটি টাকা হয়, তাহা হইলে ত্বরণদহণ বা ত্রফ হইল 4।

যদি ভোগদেব্যের উৎপাদনে কোন মুলধনী যন্ত্রপাতির ব্যবহারই না হয়
(যেমন অতি প্রাচীনকালের আধা-অসভ্য অবস্থায় বা হাত দিয়া ফল পাড়িয়া
আনা—এইরূপ উৎপাদন ক্ষেত্রে) তাহা হইলে ত্বরণ সহগ ০, কারণ ভোগব্যয়ে
বৃদ্ধি হইলেও বিনিয়োগ মোটেই বাড়িতেছে না। আরও
কি অবস্থায় ত্বরণ-সহগ
০ বা ধ্বই কম
কমেকটি কারণে এইরূপ ঘটিতে পারে যেমন, (ক) বর্তমানে
যন্ত্রপাতির উৎপাদনী শক্তি অব্যবহৃত অবৃস্থায় থাকিলে
(excess capacity), (খ) ভোগব্যয়ে বৃদ্ধি বা নৃতন যন্ত্রপাতির জন্ম চাহিদা পুবই
সাময়িক ও অস্থায়ী ধরনের হইলে, এবং (গ) স্বয়্নস্কৃত বিনিয়োগ ঘটিলে কারণ
ইহা বিভিন্ন অনার্থিক ও বাহ্ন কারণের দ্বারা নির্ধারিত। এইরূপ কোন

কোন ক্ষেত্রে, ত্বরণসহগ ০ হইতে পারে না, বা খুবই কম (অর্থাৎ 1 হইতেও অনেক কম, যেমন, $\frac{1}{16}$ বা $\frac{1}{20}$) হইতে পারে ।

যদি ভোগব্যয়ে পরিবর্তন অধিক হয়, এবং সেই ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনের জন্ম এমন যন্ত্রের প্রয়োজন হয় যাহার ইউনিট-প্রতি কি অবস্থায় ত্বরণ-সহগ বেশি উৎপাদন-ব্যয় খুবই বেশি, তাহা হইলে ত্বরণ-সহগ

ত্বরণনীতি (Acceleration Principle) কিন্ধপে কার্য করে, বা ভোগব্যম বৃদ্ধি হইলে কিন্ধপে বিনিয়োগ বাড়িয়া যায়? ধরা যাউক্, দেশে এক বিশেষ ধরনের 1000টি ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনে নিযুক্ত আছে; প্রত্যেকটি যন্ত্রের স্থায়িত্ব 10 বৎসর। স্বতরাং প্রত্যেক বৎসর 100টি যন্ত্র অকেজো হইয়া যায়, ফলে

বিনিয়োগ আছে। যদি এই অবস্থায় ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা বা ভোগব্যয় শতকরা 10% বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে আরও 100টি নৃতন যন্ত্র উৎপাদনের প্রয়োজন হইবে, পুনঃস্থাপনের জন্ম বাৎসরিক 100টি যন্ত্রের উৎপাদন তো চলিতে থাকিবেই। স্বতরাং যন্ত্র উৎপাদনকারী শিল্পে বৎসরে 100টি যন্ত্রের স্থলে 200টি যন্ত্রের উৎপাদন স্কুক্র করিতে হইবে, বিনিয়োগে ও কর্ম সংস্থান দ্বিশুণ হইয়া যাইবে। ভোগব্যয়ে মাত্র 10% পরিবর্তন বিনিয়োগে 100% পরিবর্তন আনিতে পারে। কিন্তু পরের বংসর যথন উৎপাদন শেষ হইয়া গেল, তথন আর 200টি যন্ত্রের চাহিদা থাকিবে না। আবার পুনরায় 100টি যন্ত্র (পুনস্থাপনের জন্ম যাহারে; 200টির উৎপাদন হইতে কমিয়া 100টির উৎপাদন হইতে কমিয়া 100টির উৎপাদন হইবে। ঠিক এই কারণে বাণিজ্য চক্রের সময়ে দেখা যায় যে, মূলধনী যন্ত্রপাতির উৎপাদন ভয়ানক অস্থায়ী এবং ইহাতে হঠাৎ বিপুল পরিমাণে উঠানামা ঘটে।

গুণক ও ত্বরণের পারস্পরিক ঘাতপ্রতিঘাত এবং মিলিভ প্রভাব (Interactions of Multiplier and Acceleration and their combined effect):

বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে মোট আয়ে বৃদ্ধি, গুণক ও দ্বরণ এই ছ্ই-এর সম্মিলিত ফলাফল। মোট ব্যয় বাড়িয়া গেলে সমাজে আয় বাড়িয়া বায়, কি পরিমাণ মোট আয় বাড়িবে, তাহা গুণকের উপর নির্ভর করে। বংধিত আয়ু ব্যয়িত হইবার ফলে ভোগব্যয়ের বৃদ্ধির দরুণ উদ্ভত বিনিয়োগও বাড়িবে, ইহা নির্ভর করিবে ত্বরকের উপর। এই উদ্ভত বিনিয়োগে বৃদ্ধি গুণকের ফলে পুনরায় আয় বাড়াইবে এবং সেই আয় ব্যয়কে বাড়াইয়া মিলিত ফলাফল পুনরায় বিনিয়োগ বাডাইবে। উভয়ের ত্ববেশব ফ্লে পারস্পরিক সহযোগিতায়, উহাদের সন্মিলিত প্রভাবের ফলে বিনিযোগের বৃদ্ধি মোট আ্বাব, বায় ও কর্মদংস্থান দকল কিছকেই বাডাইয়া দিবে। ঋণায়ক গুণক ও ত্বরণের প্রভাবে বিপরীত পক্ষে, ইহাদের সন্মিলিত ফলে জাতীয় আয কমাইযা দিতেও পারে। এই ছুই এর মিলিত ফলকে লিভারেজ প্রভাব (Leverage effect) বলে; অর্থাৎ প্রাথমিক বি নিয়োগে বৃদ্ধি এবং উভ্যের মিলিত ফলে মোট আবে বৃদ্ধি—এই ছুই-এর অনুপাতকে লিভারেজ সহগ (Leverage Coefficient) বলা হয়। অনেকে উভযের মিলিত প্রভারকে একর করিণা উহাকে অতিগুণক (Super-multiplier) নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।

পরিশিষ্ট

উইকসেলের স্বাভাবিক স্থদের হার সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত টীকা (A short note on Wicksell's Natural Rate of Interest):

অষ্ট্রিয়ার ধনবিজ্ঞানী উইক্সেল (Knut Wicksell) স্থাের বাজার-হার (a loan market rate of interest) এবং উহার 'আসল' বা 'সাভাবিক ছারের' (a real or natural rate of interest) মধ্যে পার্থক্য করিয়াছেন। ঋণের দাম হিসাবে টাকার বাজারে যে সকল বিভিন্ন হারে স্থদ দেওয়া হয়, তাহাদের গড় হিসাব করিলে এই ঋণ-হার অণবা বাজার-স্বাভাবিক হার অনেক হার পাওয়া যায়। আর 'আদল' বা 'সাভাবিক হার' ভাবে ব্যাথা করা বলিলে তিনি বুঝিয়াছেন: (১) যে হারে ঋণপুঁজির চাহিদা

এবং সঞ্চয়ের যোগান পরস্পার সমান হয়; (২) যে হার মোটামুটিভাবে নূতন উৎপন্ন মূলধনী দ্রব্য হইতে প্রত্যাশিত আয়ের বা প্রতিদানের সমান; (৩) যে হার বজায় থাকিলে দ্রব্যসামগ্রীর দামের সাধারণ স্তব্যে উঠানামার ঝোঁক থাকে না: (৪) টাকার লেনদেন-বিনা আদল মূলধনী দ্রব্যকে উহার নিজস্ব আরুতিতে ঋণ দিলেও যে হার প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত।*

ভট্টযাছে

^{* (1)} At which the demand for loan Capital and the supply of savings exactly agree; (2) which more or less corresponds to the expected yield of the newly created capital; (3) at which the general level of commodity prices has no tendency to move upward or downward; (4) which would be established if one would not make use of monetary transactions but real capital would be loaned in natura.

উইক্সেলের মূল বক্তব্য হইল এই যে, স্থদের স্বাভাবিক হার হইতে বাজার-হার পথক হইলে দেশের অর্থনীভিতে প্রসার বা সংকোচনের গভিবেগ দেখা দিবে। বাজার-হার যতক্ষণ স্বাভাবিক হারের কম, ততক্ষণ নানা কারণে জিনিসপত্তের দাম বৃদ্ধি পাইতে থাকে। প্রথমত, সঞ্চয় হ্রাস পায় এবং ভোগব্যয় বৃদ্ধি পায়, এদিকে উভোক্তারা (স্বাভাবিক হার বেশি থাকিলে যে মুনাফা হইতে ক্ষ্ণের স্বাভাবিকহার ও পারিত উহাপেক্ষা) বিনিয়োগ হইতে অধিক মুনাফা পাইবার প্রত্যাশা করেন। নূতন-স্পষ্ট ব্যাঙ্ক-ঋণের সাহায্যে উচ্চোক্তারা উপকরণের জন্ম চাহিদা বাড়াইয়া দেয়, মন্ধুরি ও অন্সান্ম উপাদানের দাম বাড়ে, ফলে ভোগদ্রব্যের চাহিদা আরও বুদ্ধি পায়। কিন্তু ঠিক এই দময়ে মূলধনী ম্রব্যোপোদনের উদ্দেশ্যে বেশি দাম দিয়া উপকরণ ক্রয় করা হয় বলিয়া ভোগ্য-দ্রব্যের উৎপাদন কমে। এই সকল বিছুর প্রভাবে দাম বাড়িতে থাকে—যতক্ষণ স্থদের বাজার-হার উহার স্বাভাবিক হার অপেক্ষা কম, ততদিন এই ধারা চলিতে থাকে। স্বাভাবিক হার বজায় থাকিলে ঋণপুঁজির চাহিদা ও সঞ্চয়ের যোগান সমান হইত। বাজার-হার উহা হইতে কম থাকায় আর্থিক ভারদাম:-ঝণযোগ্য ভাণ্ডারের পরিমাণ কেবলমাত্র সমাজের স্বেচ্ছাক্তড হীনতার কারণ সঞ্চয় দ্বারা ভরান যায় না, স্ফীতিমূলক পদ্ধতিতে (out of inflationary sources) ইহার যোগান বাড়াইতে হয়। এই কারণে দ্রব্যসামগ্রীর দামের সাধারণ ন্তর বাড়িতে থাকে। অপর পক্ষে, হুদের স্বাভাবিক হারের তুলনায় উহার বাজার-হারকে ক্বত্রিমভাবে বাড়াইয়া রাখিলে সংকোচনের ধারা হার হয়, সাধারণ দামস্তর হ্রাস পায়। স্বাভাবিক-হার ও বাজার-হার সমান থাকিলে, অর্থ নৈতিক কাঠামো ভারসাম্যে থাকিবে, কেবলমাত্র স্বেচ্ছাক্বড সঞ্চয় হইতেই ঋণপুঁজির যোগান হইবে, দামন্তর স্থির থাকিবে এবং টাকার অংকে প্রকাশিত হলের হার মৃদধনী দ্রব্যের প্রান্তিক প্রতিদানের সমান হইবে। এইরূপেই দেশে আর্থিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে (conditions of monetary equilibrium) |

ইহা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, এই বিশ্লেষণের সময় উইক্দেল দেশে পূর্ণ কর্মসংস্থান ধরিয়া লইয়াছিলেন। পূর্ণ কর্মসংস্থানের অনুমান ত্যাগ করিয়া আমরা মদি ধরিয়া লই যে, দেশে প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন ধরেনের অব্যবহৃত শ্রম ও উপকরণ আছে, তবে মূলধনী দ্রব্যের প্রসারকালে ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদক

কমাইতে হয় না, উভয়কে একই সঙ্গে বাড়ান যায়, এমন কি ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির হার বেশি রাখাও চলে। এই অবস্থায় দাম বৃদ্ধির ঝোঁক স্থগিত রাখা যায়,

এই তত্ত্বের অসম্পূর্ণতা কোণায়

অন্তত কিছুকালের জন্ম তো বটেই। ইহার তাৎপর্য হইল যে, দেশে ছ্ইটি স্বাভাবিক স্থাদের হার আছে। একটিতে দেশের দামস্তর অপরিবর্তিত থাকে. আর অন্যটিতে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ

সমান হয়। ইহাদের এই পার্থক্যের কারণ আছে। স্ফীতিমূলক উৎস হইতে ক্লেন্সিঅনতাবে সংগৃহীত ঋণপুঁজির যোগান বাড়িবার ফলে সমানহারে বিক্রযোগ্য দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণও বাড়িতে পারে। তাহা ছাড়া, বলা চলে যে, ইহা এমন অবস্থা যেথানে সম্ভাব্য বিনিয়োগের (investment potential) ভুলনায় সঞ্চয়ের যোগান কম থাকে।

উইকদেলের পূর্বের লেখকের। স্থদের হারকে মোর্টেই টাকা বা অর্থদংক্রান্ত বিষয় বলিয়া মনে করিতেন না। তাঁহাদের ধারণা ছিল যে, স্থদ হইল মূলধন-নিয়োগের ফলে পাওয়া অতিরিক্ত দ্ব্যসামগ্রীর মূল্য, যাহাকে বলে মূলধনের আসল প্রতিদান (real return of capital)।

এই শতাক্ষীর শুরুতে উইক্সেলের তত্ত্ব প্রচারিত হয়, এবং এই তত্ত্বের শুরুত্বই হইল অর্থ ও মূলধনের তত্ত্বকে একরে মেলানো (to integrate the theories of money and capital)। কেইন্স আরও এক ধাপ উইক্সেল ও কেইনস্
আগ্রসর হইয়াছেন এবং স্থানের হার নিরূপণে একমাত্র আর্থিক কারণ ছাড়া অন্থ কোন বিষয়ের উপর বিশেষ শুরুত্ব দেন নাই। কেইন্সের মতে 'স্থানের হার এক ধরণের 'দাম' নয় যাহাতে বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে উপকরণের চাহিদার সঙ্গে বর্তমানের ভোগ হইতে বিরত থাকার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়।' ইহা এমন ধরনের 'দাম' যাহা নগদ টাকার রূপে সম্পদ ধরিয়া রাখার ইচ্ছার সঙ্গে নগদ টাকার পরিমাণে সমতা আনে অস্থান হার হইল তারল্য ছাডিয়া দেওয়ার পুরস্কার।''*

^{* &}quot;The rate of interest is not the 'price' which brings into equilibrium the demand for resources to invest with the readiness to abstain from present consumption. It is the 'price' which equilibrates the desire to hold wealth in the form of cash with the available quantity of cash......The rate of interest is the reward for parting with liquidity." Keynes, General Theory, P 167. তিনি আনত বলিতেছেন যে, "The theory of interest might be expressed by saying that the rate of interest serves to equate the demand and supply of hoards—i.e. it must be sufficiently high to offset an increased propensity to hoard relatively to the supply of idle balances." Keynes Economic Journal, vol XLVII (1937) P. 250.

- 1. 'Classical theory tended to explain unemployment as either Frictional or Voluntary.' Explain.
- 2. "The classical postulates do not admit of the possibility of the third category, which I shall define below as "involuntary" unemployment." (Keynes: General theory, P. 6.), Explain.

3. What is Effective Demand? Why is it unstable?

4. Discuss the determinants of the level of income and Employment.

5. Explain the Income equation Y=C+I.

- 6. Discuss the consumption function and illustrate it graphically.
- 7. What is Propensity to Consume? Distinguish between Average and Marginal Propensity to Consume and show the importance of such distinction in the theory of Income and output.
- 8. "The fundamental psychological law, upon which we are entitled to depend with great confidence both a priori from our knowledge of human nature and from the detailed facts of experience, is that men are disposed, as a rule and on the average, to increase their consumption as their income increases, but not by as much as the increase in their income. (Keynes General theory, P. 96) Explain.
- Compare classical theory and Keynesian theory as to their attitudes towards the process of equalisation of Saving and Investment.
- 10. If Saving equals Investment at a given income level, how can an increase in investment be financed?

11. Explain why S=I

12 Distinguish between savings ex ante and saving ex post.

13. Define Knut Wicksells 'real.' or 'natural rate of interest.

- 14. It was Wicksell's contention that any deviation of the market rate of interest from the natural rate would cause a cumulative process of expansion or contraction. Explain.
- 15. "An equilibrium level of income is only possible if planned saving equals planned investment." Critically examine the statement.
- 16. Discuss the subjective and objective factors determining the propensity to consume.
- 17. Distingusih between Autonomous and Induced Investment. Why such distinction is important?

18. Discuss the factors determining the volume of Investment in an economy at a particular Income level.

19. Explain the determinants of the I Function.

- 20. Define Marginal Efficiency of capital. Why this concept is useful in Income theory?
- 21. Discuss the inter-relationship between Rate of Interest, Saving and Investment.
 - 22. Discuss the importance of the shape of Liquidity demand curve.
- 23. Distinguish between "Hoarding" and "Saving," and show the importance of such distinction in the theory of Income and Employment.

- Explain the motives to Liquidity-Preserence.
 Define the so-called "multiplier". Compare it with the incomevelocity of circulation of money.
- 26. Explain how an increase in investment will change the level of national income. Why is the marginal propensity to consume important in this process?

27. Explain the Acceleration Principle.

28. Discuss the interactions of Multiplier and Acceleration.

আয় ও কর্মসংস্থানে উঠানামাঃ বাণিজ্য চক্র

Fluctuations in Income and Employment: the Trade Cycle

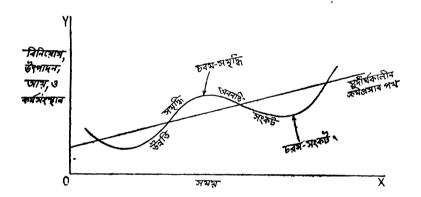
পৃথিবীব যে সকল দেশ শিল্পবিপ্লবেব ফলে পুরাণো সামন্ততান্ত্রিক অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা ইন্তে ধনতান্ত্রিক অর্থ নৈতিক ব্যবস্থায় উন্তেবণ কবে তাহাদেব অর্থ নৈতিক অগ্রগতির প্রধান রূপ হইল দ্রুত মূলধন-সঞ্চয় (Rapid Capital Accumulation) এবং উৎপাদন ধারায় ক্রমাণত মূলধন নিযোগের অন্প্রপাত বাড়াইয়া দ্রুব্যসামগ্রীর উৎপাদনে বিপুল পরিমাণ বৃদ্ধি। উনবিংশ ফ্রিকালীন ক্রমপ্রসাব শতান্ধীর ফরু হইতে সেই সকল ধনতান্ত্রিক দেশের অর্থ নৈতিক কর্মসংস্থানে স্বল্পভালীন অগ্রগতিব এই ধারা বিশ্লেষণ কবিয়া দেখা গিয়াছে, এই উঠানামা সকল দেশে ফ্রেনিকালীন ক্রমপ্রসাব (Secular Expension) ঘটিলেও স্বল্পকালে আয়ন্তব, দামন্তর, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান প্রভৃতিতে নিয়মিতভাবে, প্রায় নির্দিষ্ঠকাল অন্তব, তীব্র উঠানামা হয়।* ব্যবসায়-বাণিজ্যের সমৃদ্ধির জ্যোযরের পরেই ব্যবসায় বাণিজ্যের সংকটেব ভাটা দেখা দেখা সমৃদ্ধির যুগে আয়ন্তব, দামন্তর, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান সকলই অধিক, ব্যবসায়জগৎ আশায় উদ্বেল; তাহার পরেই সংকটের যুগে আয়ন্তব, দামন্তর, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান

^{*} টেউ-এব মন্ত এই ওঠানামা বা চক্র সাধাবণত তিন প্রকাবের দেখা গিয়াছে : (ক) দীর্ঘ টেউ অথবা কন্ডুতিয়েক চক্র : ৫০ হইতে ৬০ বছবেন মধ্যে ব্যবসায্বাণিজ্যেব উঠানামা—এইবপ তুইটি চক্রের আলোচনা ইয়াছে (১৭৮৯-১৮১৪, ; ১৮১৪ ১৮৯৬,) ; তৃতীয়টি যাহা বিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে গুলু হইয়াছে, তাহার আলোচনা চলিতেছে । গুঃম্পিটাবের মতে, প্রথম চক্রেব কাবণ হইল শিল্পবিশ্লবের নৃতন আবিদ্ধাব ; দ্বিতীয় চক্রের কাবণ হইল বাপা ও ইম্পাত প্রচলন ; তৃতীয় চক্রের কারণ হইল বিছাৎ, বাসাযনিক শিল্প প্রভৃতিব ব্যবহাব । বর্তমানে স্বংক্রিয়শন্তিব দ্বাবা যন্ম চালনা ও আটমের ব্যবহাব নৃতন চক্রেব অবতাবণা কবিতেছে । (থ), স্বল্পকালীন টেউ অথবা জাগ্লার চক্র : ৮ হইতে ১০ বংসবেব মধ্যে এইবপ উঠানামাকেই বাণিজ্যচক্রেব লা হয় । (গ) স্বল্পতর টেউ বা অত্যল্পকালীন চেউ অথবা কিচিন্ চক্র : প্রত্যেক জাগলাব বাণিজ্যচক্রেব মধ্যে তিনটি ছোট ছোট চক্র দেখা যায়, প্রত্যেকটিব স্থায়িত্ব মোটামুটি ৪০ মাস । ইহা ব্যতীত আমেরিকার ধনবিজ্ঞানীগণ, বিশেব কবিয়া আমেরিকায়, ১৮—২০ বংসব লইযা গৃহনির্মাণশিলের চক্র লক্ষা করিয়াছেল।

খুবই কম, ব্যবসায়জগৎ নিরাশায় আচ্ছন্ন। অর্থ নৈতিক কাজকর্মে এইরূপ উঠানামাকে বাণিজ্য চক্র (Trade Cycle) বলা হয় *

ব্যাধারণভাবে বাণিজ্যচক্রকে উধ্ব'গতি ও নিমুগতি (Upswing and downswing) এই ছুই দিকে ভাগ করা হয়। উঠার দিকে বা তেজীর দিকে ছুইটি স্তর: উরতি (Recovery) ও সমৃদ্ধি (Prosperity);

চক্রের বিভিন্ন ন্তর নামার দিকে বা মন্দার দিকে ছুইটি স্তর: অবনতি
(Recession) ও সংকট (crisis)। উঠার দিকে সর্বাধিক
সমৃদ্ধির বিন্দু হইল চরম-সমৃদ্ধি (Boom); নামার দিকে সর্বাধিক সংকটের বিন্দু
হইল চরম-সংকট (Slump)। নিচের চিত্রে ইহা দেখা যাইতেছে।



আয়ন্তর ও কর্মসংস্থানের ঢেউ-এর এইরূপ উঠানামাকে 'চক্রু' বলা হয় কারণ, এক দিকের অতিরিক্ত গতি অপরদিকের অতিরিক্ত গতি স্ষষ্টি করে, একদিকের প্রাবল্য ও আতিশয্য শুধু নিজের অবস্থার সংশোধন করিয়াই ক্ষান্ত থাকে না, অপরদিকের প্রাবল্য ও আতিশয্য স্থাষ্টি করে। ইহাকে চক্র কেন ঘড়ির দোলকের স্থায কোনদিকের গতিই আপনা-আপনি বলা হয় অন্ত দিকে যাইবার বেগ স্থাষ্টি করে; সমৃদ্ধির মধ্যেই সংক্ষান্ত বীজ উপ্ত থাকে, আবার সংকটই সমৃদ্ধির দিকে উন্নতির পথ প্রশক্ত

*"What we have to study,...is not fluctuation as such, but fluctuation about a rising trend. Historically, the cycle began to appear, with the Iudustrial Revolution'—just at the stage, that is, when expansion in the social output became a leading characteristic of the economic system. The cycles which have been experienced have all of them taken place against a background of secular expansion." Hicks, Trads cycle P. 8.

করে। ইহাকে চক্র বলার আরও কারণ হইল, এই উঠা-নামা ঘটে নিয়মিত ভাবে (Regularity), এবং ইহার কিছুটা নির্দিষ্ট কালব্যবধান (Periodicity) দেখা যায়; 7 হইতে 10 বৎসরের মধ্যে মোটামুটি একটি চক্রের গতিধারা প্রবাহিত হয়।⇒

বাণিজ্য চক্তের বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে প্রথম হইল যে, সকল শিল্পে ও ব্যবসায়ে উহ্নতি বা অবনতি মোটামুটি একই সময়ে আসে। কোন বিশেষ শিল্পের উন্নতি অন্ত শিল্পের উন্নতির সহায়ক; কোন বিশেষ শিল্পের অবনতি অন্ত শিল্পের অবনতি ডাকিয়া আনে; ইহারা তাই একত্র-সংক্রামক ৰাণিজ্যচক্ৰেব বৈশিষ্টসমহ (১) একত্র সংক্রামক (Synchronic)। দ্বিতীয়ত, বাণিজ্যচক্রগুলি মোটামুটি

- (২) আন্তর্জাতিক
- (৩) মূলধনী শিল্পে প্রভাব তীব্রতর
- (৪) প্রত্যেক চক্রের নিজম্ব ক্লপ

আন্তর্জাতিক প্রকৃতির। আমদানি-রপ্তানির উপর দেশের আভ্যন্তরীণ অর্থনীতির প্রভাব যত বেশি, ততই অন্ত

দেশের উহুতি বা অবনতি (বৈদেশিক-বাণিজ্যের গুণক ত্ববের পরিমাপে) দেশীয় শিল্প বাণিজ্যে উন্নতি বা অবনতি

স্থাষ্টি করিবার স্থযোগ পায়। তৃতীয়ত, বাণিজ্য চক্তের প্রভাব সকল শিল্পেই অমুভূত হয় বটে, কিন্তু এই উঠানামা সকল শিল্পেই সমান হারে দেখা যায় না। ভোগ্যদ্রব্যের শিল্পের তুলনায় মূলংনী দ্রব্যের শিল্পে এই উঠানামা তীব্রতর হইয়া পাকে (ত্বরণ-প্রভাবের দরুণ)। চতুর্থত, সকল বাণিজ্যচক্র একই প্রকারের হুইলেও প্রত্যেকটি চক্র অন্সচক্র হুইতে কিছুটা পূথক, প্রত্যেকটি চক্রেরই নিজস্ব রূপ বা বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। পিগু তাই বলিয়াছেন যে, ইহারা একই পরিবারের সন্তান হইলেও ইহাদের মধ্যে যমজ দেখা যায় না।

বাণিজ্যচক্তের বিভিন্ন শুরসমূহ (Different Phases of a Trade cycle)

উন্নতি ও সমৃদ্ধি এবং অবনতি ও সংকট—এই চারিটি স্তর লইয়া একটি বাণিজ্য চক্র গঠিত, ইহাদের প্রত্যেক স্তরেরই নিজস্বরূপ ও বৈশিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।

* "By a coclical movement we mean that as the system progresses in, e. g. the upward direction, the forces propelling it upwards at first-cather force and have a cumulative effect on one another but gradually lose their strength until at a certain point they tend to be replaced by forces operating. in the opposite direction ; which in turn gather force for a time and accentuate one another until they too, having reached their maximum development, wane and give place to their opposite." Keynes, General Theory. P. 314.

(ক) উল্লভি (Revival or Recovery)

সংকটের কাল অতিবাহিত হইলে দ্রব্যসামগ্রীর জন্ম চাহিদা ক্রমশ বাড়িতে স্থক্ষ করে, বিশেষ করিয়া যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতিপুরণের জন্ম বা অকেজো যন্ত্রপাতি বাদ দিয়া নৃতন যন্ত্রপাতি সংস্থাপনের জন্ম তাগিদ দেখা দেয়। সেই সময় হইতে উন্নতির স্বরু পেশে প্রচুর, বেকার পরস্পব সংশ্লিষ্ট বৃদ্ধির ঘূৰ্ণাবৰ্তন বা আয় ও মজুরিব হার কম, উত্যোক্তা ও ব্যাক্ষণ্ডলির হাতে বিনিয়োগ-विनित्यारण উन्दर्गमान যোগ্য টাকার অভাব নাই। এই পরিবেশই বৃদ্ধি সহায়ক। কিছুকাল ধরিষা ব্যবদায়ীরা ব্যবদায় ও ভোগের উদ্দেশ্যে দরকারী জিনিষপত্র কেনে নাই। কিন্তু স্থায়ী ও অর্ধস্থায়ী (durable and sami durable goods)। ব্ৰুলান দুরুকাব, আরু উহাদের না কিনিলে চলে না। দ্রবাসামগ্রীর জন্ম চাহিদা স্থরু হয়, বিক্রেতাদের নিকট **হইতে** উৎপাদকগণ অর্ডাব পাইতে স্থক্ত করে। শিল্পের উত্যোক্তা উৎপাদন স্থক্ত করিবার জন্ম ব্যাক্ষ হইতে কম স্থান প্রাইতে থাকে; অধিক কাঁচামাল ক্রয় করে ও নূতন শ্রামিকণের কর্মে নিযোগ করিতে থাকে। ইহাদের হাতে আয় স্পষ্ট হওয়ায় তাহা ব্যের ফলে দ্রবাদামগ্রীর চাহিদা ক্রমেই বাড়িতে থাকে; শুক্ত ও ত্বরণের নীতি কার্যকরী হইতে থাকে। একে অন্তের ঘাত প্রতিঘাতে আগাইয়া চ**লে** (cumulative expansion process), বিনিয়োগের বৃদ্ধি আয় ও কর্মদংস্থানকে ক্রমে বাড়াইযা দিতে থাকে, মূলগনের প্রান্তিক কার্যকারিতা অধিক থাকে। মূনাকা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়, মুনাফার আশা অপেক্ষাকৃত দ্রুত বাড়ে। যদিও সকল দ্রব্যের দাম সমান হারে বাড়ে না, তাহা হইলেও সাধারণভাবে দামগুর বাড়িতে থাকে, ব্যবদায় সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত হয়।

অন্থিরতা ও চাপল্য স্থরু হয়, যে কোন ভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি করাটাই উত্যোক্তা-দের লক্ষ্য থাকে। দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য ও শেয়ারের মূল্য দ্রুত বাড়িতে থাকে ইহার ফলে দ্রব্যের বাজারে বা শেয়ারের বাজাবে ফাট্কা স্থরু হয়, ফলে দাম ও মুনাফার বৃদ্ধি স্বাভাবিকতার সকল সীমা অতিক্রম করিয়া যায়।

শমৃদ্ধির মধ্যেই আগামী সংকটের বীজ অংকুরিত হইতে থাকে: কাঁচামাল ও উপ-করণ সমূহের জন্য চাহিদা বাড়িয়া যাওয়ায় উৎপাদন-ব্যয় বাড়িয়া যায়, ঋণস্ষ্টির ক্ষমতা কমিয়া আসায় ব্যাক্ষসমূহ ঋণের পরিমাণ কমাইতে বাধ্য হয়, হ্রদের হার বাড়ে। উৎপাদন-ব্যয়ে বৃদ্ধি, হ্রদের হারে বৃদ্ধি এবং দ্রব্যসামগ্রীর অধিক উৎপাদন সকল কিছু মিলিয়া মুনাফার হার কমাইযা দেয়, দামবৃদ্ধির তুলনায় গরীব জনসাধারণের আয় না বাড়ায় ক্রয়ক্ষমতাও সংকুচিত হইয়া আসে, এবং এইরূপে অবনতির পথ প্রশস্ত হইয়া উঠে।

(গ) **অ**বনতি (Recession):

চরম সমৃদ্ধির যুগে হঠাৎ আশাভঙ্গের ফলে ব্যবসায়ীগণ উৎপাদন ও কর্ম নিয়োগ কমাইয়া দেয়, মুলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা হঠাৎ ভাঙ্গিয়া পড়ে (a sudden collapse in the marginal efficiency of capital), চরমসমৃদ্ধির বুদ্ধুদ ফাটিয়া গিয়া ব্যবসায়ে হঠাৎ তীব্র অবনতি দেখা দেয়। পারস্পরিকভাবে সংশ্লিষ্ট বিক্রেতাগণ অর্ডার দেন না, উছোক্তা উৎপাদন করে না, হ্রাসের ঘূর্ণাবর্তন ব্যাঙ্ক বা অন্তান্ত ঋণদাতাগণ ঋণপরিশোধের জন্ম চাপ আয় ও কর্মসংস্থানে দিতে থাকে। উদ্যোক্তাগণ ঋণ পরিশোধ করিতে পারে অধোঘূৰ্ণমান হ্ৰাস দ্রব্য অবিক্রীত থাকে। সমাজে কারণ ভয়ের আবহাওয়া দেখা যায় যে আমানতকারীরা ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তুলিয়া লইতে চাহে কিন্তু নগদ পরিশোধ করিতে না পারায় ব্যাঙ্কে "দৌড়" (run) হইতে থাকে, জনসাধারণের দঞ্চয়ের দর্বনাশ করিয়া ব্যাঙ্ক-সমূহ ফেল পড়িতে বাধ্য হয় |*

(ম) সংকট (Depression or Crisis)

এইন্ধপে অর্থ নৈতিক সংকট সকল শিল্প বা ব্যবসায়কে আচ্ছন্ন করে, দেশের বিনিয়োগ আয়ন্তর, উৎপাদন ও কর্ম সংস্থানের পরিমাণ ভীষণ কমিয়া যায়

* "prosperity ultimately bring on conditions which start a liquidation of the huge credits which it has piled up. And in this course of liquidation; prosperity merges into crisis." Mitchel.

(ঋণাত্মক গুণক ও ঋণাত্মক ত্বনের ফলে)। দ্রব্যসামগ্রীর প্রাচুর্যের মধ্যে ভয়াবহ দারিদ্র্য দেখা দেয়, দামন্তর কম থাকিলেও দ্রব্যবিক্রম করা সম্ভব হয় না:

ভারবিং দারিত্র) দেবা দের, দানতর বন্ধ বাবিংগত এব্যবিদ্ধান করি বিং না বিংল করিণ লোকের হাতে ক্রয় করিবার মত আয় থাকে না ।

ঘূর্ণবির্তনের গতিরোধ, ঋণের ভিন্তিতে গঠিত ব্যবসায়ী সমাজ ঝাঁকুনি থাইতে
সংকটের নিয়বিন্দু
থাকে, অনেকের "সম্পন্তি" (assets) মূল্যহীন হইয়া পড়ে,
বহু ছুর্বল প্রতিষ্ঠান উঠিয়া যায় । অর্থ নৈতিক কাঠামোতে প্রচুর পরিবর্তন আসে,
পুরাতন উভ্যোক্তারা ব্যবসায় ছাড়িয়া দেয়, বহু উত্যোক্তা দেউলিয়া ঘোষিত
হয় । কিছুকাল পরে ব্যাঙ্কসমূহ ক্রমে পুনরায় স্বস্থ হইয়া উঠে, ধীরে ধীরে পুনরায়
উন্নতির পথ প্রশন্ত হয় । নিত্য প্রযোজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর মজ্ত ছুরাইয়া যায়,
য়ম্বপাতিসমূহ অকেজো হইয়া পড়ে, বিনিয়োগ ও উৎপাদন বৃদ্ধির তাগিদ অন্মভব
করা যায় না । য়ম্বপাতির স্থায়িত্বকাল ও ভোগদ্রব্য মজুতের খরচার উপর
সংকটকাল নির্ভর করে । ক্রমে উন্নতি স্কর্ফ হইবার মত অবস্থার স্থষ্টি হয় ।*

ৰাণিজ্যচক্ৰ কেন ঘটে (Causes or Models of Trade Cycles)

ক্লাদিকাল যুগ হইতে স্থক্ষ করিয়া বর্তমানকাল পর্যন্ত কোন ধনবিজ্ঞানী বাণিজ্যচক্র সম্পর্কে সর্বজনগ্রান্থ কোন তত্ত্ব বা মডেল গঠন করিতে পারেন নাই। ধনতান্ত্রিক অর্থ নৈতিক কাঠামোতে নিয়মিত এইরূপ ভারদাম্যের বিচ্চুতি ঘটে কেন, তাহা লইয়া এখনও পর্যন্ত আলোচনা চলিতেছে। অনেকে বহু বান্থ বিষয়ের উপর জোর দিয়া আলোচনা করিয়াছেন; আবহাওযা, যুদ্ধ বিগ্রহ এবং বড় কোন কিছুর আবিদ্ধার, ইহার কোনটিই বাদ যায নাই। এইগুলির দারা ভারদাম্যের বিচ্চুতি এবং পরবর্তীকালীন দামঞ্জস্ম অনেকক্ষেত্রে ব্যাধ্যা করা চলে বটে, কিন্তু ঢেউ-এর মত, স্বয়ংগতিসম্পা এই উঠানামার রূপ ফুটাইয়া তোলা যায় না। বিচ্চুতির কারণ হিসাবে ইহাদের গণ্য করিলে সমাধান খুবই সহজ বলিয়া বাহ্যকাবণগুলি অসম্পূর্ণ মনে হয়, কিন্তু কেন এই বিচ্চুতি ঘটিলেও অর্থ নৈতিক দেহে স্বয়ংশোধনশীল শক্তিগুলি দেখা দেয়; নিয়মিতভাবে, নির্দিষ্ট কাল-ব্যবধানে এবং

^{* &}quot;The explanation of the time element in the trade cycle, of the fact that an interval of time of a particular order of magnitude must usually elapse before recovery begins, is to be sought in the influences which govern the recovery of the marginal efficiency of capital. There are reasons given firstly by the length of life of durable assets in relation to the normal rate of growth in a given epoch, and secondly by the carrying costs surplus stocks". Keynes. General theory, P 317.

কেবলমাত্র ধনতান্ত্রিক অর্থ নৈতিক কাঠামোতেই এই উঠানামা ঘটে তাহার পূর্ণ ব্যাখ্যা ইহাদের দারা পাওয়া যায় না। তাই মনে করা হয় যে, দোলস্ত চেয়ার ও পেওুলামের মত (rocking chair and the pendulum) এই দোলনের কারণ আমাদের অর্থ নৈতিক কাঠামোর অভ্যন্তরেই নিহিত আছে। বহিরাগত কোন শক্তি ধাকা দিলে এই দেহ উহা আত্মন্ত করিয়া লয়, অনিয়মিত এই চাপ সে নিজের নিয়মের অন্তর্ভুক্ত করিয়া ফেলে। সকল তত্ত্ব বা বাণিজ্যচক্রের সকল মডেল আমরা আলোচনা করিব না; আসল (Real), মনস্তান্তিক (Psychological), আর্থিক (Monetary) এবং সঞ্চয়-বিনিয়োগ আমরা কয়েকটি মডেল (Saving-Investment)—এই কয়টি মাত্র আমাদের আলোচনা করিব আলোচ্য বিষয হইবে। আসল কারণ বলিলে বোঝা যায়, শিল্পোৎপাদনের অবস্থায় প্রকৃত পরিবর্তন, যেমন নূতন কোন উৎপাদন পদ্ধতির প্রয়োগ বা ক্রেভাদের রুচিতে পরিবর্তন। মনস্তাত্ত্বিক কারণ হইল বাস্তব অর্থ নৈতিক অবস্থা সম্পর্কে লোকের মনে ধারণার পরিবর্তন। আর্থিক কারণের মধ্যে আছে টাকার যোগান বা দামে (অর্থাৎ হুদের হারে) পরিবর্তন। সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত কারণাবলী লইয়াই আজকালকার মডেলগুলি গঠিত হইতেছে।

স্থ্যমপিটারের নৃতন-প্রচলন তত্ত্ব (Schumpeter's Theory of Innovation)

অধ্যাপক স্থাম্পিটারের মতে, বাণিজ্যচক্রের কারণ নৃতন প্রচলন, যন্ত্র-কৌশলের কোনদ্ধপ গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন। স্থিতিশীল সমাজে উৎপাদন পদ্ধতি বা অহ্য কোন শক্তির পরিবর্তন ঘটে না, বাণিজ্যচক্রও দেখা দেয় না। কিন্তু অর্থ নৈতিক দেহ গতিশীল উদ্যোক্তাদের কাজকর্ম এই কাঠামোতে সর্বদা পরিবর্তন সঞ্চারিত করিতেছে। তাহাদের কাজই হইল নৃতন উৎপাদনপদ্ধতি, যন্ত্রপাতি, দ্রব্য, বাজার খুঁজিযা বাহির করা। সমাজের স্থিতিশীল ভার্ম্য এই নৃতন প্রচলন নিজের প্রভাব বিস্তার শতেশিলতা আনে করে। এই নৃতন প্রচলন নিজের প্রভাব বিস্তার গতিশীলতা আনে করে। এই নৃতন প্রচলনের ফলে সমাজ পুরানো উৎপাদনকাতিশীলতা আনে করে। এই নৃতন প্রচলনের ফলে সমাজ পুরানো উৎপাদনকাতিশীলতা আনে করে। এই নৃতন প্রচলনের ফলে সমাজ পুরানো উৎপাদনকাতিশি হৈতে নৃতন স্তরে উনীত হয়, মৃল্ধনের চাহিদা বাড়ে। ইহার দক্ষণ যে গতির সঞ্চার হয়, তাহারই মধ্যে সেই গতির বিরোধী শক্তিক কাজ করিতে থাকে। কালক্রমে এই নৃতন-প্রচলনের ফলে

বলিয়া উহাদের দাম বাড়িতে থাকে, মুনাফা হ্রাস পায়, অধিকতর প্রসারের ইচ্ছা কমিয়া যায়। উছ্যোক্তারা নিজেদের কাজের পরিধি সংকৃচিত করে; ব্যাঙ্কের ঋণ পরিশোধ করা হয়; স্থামপিটারের ভাষায় বলা চলে যে 'আত্ম-সংকোচন' (Auto-deflation) ঘটে।

স্থানপিটারের মতে বাণিজ্য-চক্র এই নৃতন-প্রচলনেরই ফল। তাঁহার ভাষার বলিতে গেলে "If there be a purely economic cycle at all, it can only come from the way in which new things are, in the institutional conditions of capitalist society, inserted into the economic process and absorbed by it." নৃতন-প্রচলন প্রবর্তনকালে প্রসার ঘটে, আবার এই প্রবর্তন শেষ হইলে সংকোচন দেখা দেয়। আবিষ্কার (inventions) ও নৃতন-প্রচলনের (innovations) মধ্যে পার্থক্য আছে। আবিষ্কারের ধারা অবিচ্ছিন্ন হইতে পারে বটে, কিন্তু নৃতন প্রচলন ঘটে আকম্মিকভাবে, কারণ ইহা নির্ভর করে উভোক্তাদের উৎসাহের উপর। কোন একজন উভোক্তা নেতৃত্ব লইলে অপর সকলে তাহাকে অনুসরণ করে – এই কারণেই অনেক দিকে অনেক পরিমাণে নৃতন-প্রচলন একসঙ্গে ঝাঁক বাঁধিযা আদিয়া থাকে (innovations come in bunches)। তাই ধনতান্ত্রিক সমাজে অর্থ নৈতিক অগ্রগতি মন্থণ ও অচঞ্চল রেখায অগ্রসর হয় না, আক্মিক কতক-শুলি ঝাঁকুনি ও কাঁপুনির মধ্য দিয়া তরঙ্গভঙ্গীতে চলে।

মনে কর, কোন একটি দেশে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সমান, বেকারি নাই, এই অবস্থায় কোন উভোক্তা কোন বিষয়ে নৃতন-শুচলন স্থক্ত করিল। ব্যাক্ষণ্ডলির
নিকট হইতে ঋণ লইয়া এই বিনিয়োগ ঘটিতে থাকে,
ভরতিও সমৃদ্ধি আরও অনেক উভোক্তা ইহার অনুসরণ করে, মুনাফার
লোভে সকলে মিলিয়া বিনিয়োগ বাড়াইয়া দেয়। এই পরিবর্তনের সম্মুথে
অনেক পুরানো ফার্ম উঠিযা যাইতে বাধ্য হয়। এক দিকের উন্নতি দিতীয়
ন্তবের উন্নতি ঘটায় (secondary waves)। এই দিতীয় তরঙ্গ দেশের সমগ্র
ব্যবসায়-জগতে পরিব্যাপ্ত হয়।

এই নৃতন-প্রচলনের উপযোগী যন্ত্রপাতি, ঘরবাড়ি প্রভৃতি তৈয়ার হওয়া পর্যন্ত প্রদারকাল চলিতে থাকে, তাহার পরে অবনতি দেখা দেয়, সমৃদ্ধির কারণ নিজেকে নিঃশেষ করিলে অবনতির শুরু। নূতন-প্রচলনের চাপ সমাজদেহ
আত্মন্থ করিয়া লয়, এই নূতন অবস্থার সঙ্গে সে নিজের গতির সামঞ্জন্য আনে।
অনেক পুরানো ফার্ম এই পরিবর্তনের সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইযা লইতে পারে
না, ব্যাঙ্কের ঋণ পরিশোধ হয় না, ঋণ-সংকোচন শুরু হয় (credit deflation)।

অবনতি-কালের মধ্যে সমাজ এই পরিবর্তন মানিয়া লইযা
নূতন ভারসাম্যের আশেপাশে ("neighbourhood of
equilibruim") পেঁছি, অবনতি-কালের দৈর্ঘ্য নির্ভর করে এই সামঞ্জন্য সাধ্যে
কিরূপ সময় লয় তাহার উপর (length of depression depends on the
length of the period necessary for adaptation)। গতিশীল ও
অগ্রসর্মান সমাজ বিভিন্ন বিষয়ের অগ্রগতির সঙ্গে যেভাবে থাপ খাওয়াইযা লয়,
তাহাই বাণিজ্যচক্রের রূপ গ্রহণ করে, ইহাই স্থানপিটারের অভিমত।

এই তত্ত্বকে বহুভাবে সমালোচনা করা হইয়াছে। প্রথমত, আধুনিক সমাজে যৌথ মূলধনী ব্যবসায় প্রসারের ফলে উভোক্তার রূপ পরিবর্তিত হইয়াছে। দ্বিতীয়ত, এই তত্ত্বে অর্থনীতি অপেক্ষা সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রবল। তৃতীয়ত, উলোক্তাব উপর এতটা শুরুত্ব দেওয়ায় শিল্পোনয়নেব কাঠামো অনেকথানি অবৈজ্ঞানিক এবং ব্যক্তি ভিত্তিক হইয়া উঠে (strong personal element)। সর্বোপরি, স্থামপিটার অন্তান্থ বহু বিষয়কে তত্ত্বের মধ্যে আনেন নাই, যেমন শুনক, ত্বরণ, মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা, সামগ্রিক ব্যয় ও কার্যকরী চাহিদার স্তর প্রভৃতি। একমাত্র নৃতনপ্রচলনের ধারার সাহায়ে বাণিজ্যচক্রের পূর্ণ ব্যাথ্যা সম্ভব্পর হয় না।

মনস্ত†ত্ত্বিক ভত্ত্ব (Psychological theory)

অধ্যাপক পিশু (Pigou) এবং তাহার অনুগামীগণ বলেন যে, সমাজের কোন 'আসল' কারণের (real cause) ফলে বাণিজ্যচক্ত দেখা দেয় না ; ইহার মূল কারণ হইল মনস্তাত্ত্বিক । বাস্তব অবস্থাতে কোন কিছু পরিবর্তনকে বলা হয় 'আসল' কারণ, আর বাৃস্তব অবস্থা সম্পর্কে লোকের মনে ধারণার পরিবর্তনকে বলা চলে 'মনস্তাত্ত্বিক' কারণ। বাস্তব অবস্থায় কোনদ্ধপ পরিবর্তন না আসিলেও মনস্তাত্ত্বিক কারণগুলিতে পরিবর্তন আসিতে পারে। অধ্যাপক পিশুর মতে, বাণিজ্যচক্তের পিছনে

মনস্তাত্ত্বিক প্রভাবই প্রধান, কারণ অর্থ নৈতিক কাজকর্মে প্রত্যাশার ভূমিকা (role of expectation) বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যাহা ঘটিয়াছে এইরূপ ঘটনার তুলনায় যাহা ঘটিতে পারে তাহাদের প্রাধান্তই বেশি, ইহারাই মানুষকে কাজে প্রেরণা দেয়।

পিগুর মতে ভবিদ্যুৎ সম্পর্কে সঠিক বিচারের অভাব, অর্থাৎ সঠিক ভবিষাদ্বাণী করিতে না পারার মধ্যেই বাণিজ্যচক্রের কাবণ লুকানো আছে। তাঁহার ভাষায় বলিতে গেলে "expected facts are substituted for accomplished facts as the impulse to action. This brings into play variations in the tone of mind of persons whose action controls industry, emerging in errors of undue optimism or undue pessimism in their business forecasts". বৰ্তমান শিল্প-জগতের ছইটি বৈশিষ্ট্যের দরুন ভবিয়াম্বাণীর এই ত্রুটি দেখা দেয়. (ক) ধনতান্ত্ৰিক উৎপাদন ধারা দীর্ঘ ও চক্রাকৃতি (round about process), ও (খ) উৎপাদন কাঠামোর ব্যক্তিকেন্দ্রিক সংগঠন, যেথানে কয়েকজন ব্যক্তি সমাজের দ্রব্যসামগ্রীর অভাব মিটাইতে নিযুক্ত, অর্থাৎ কোনন্ধপ কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা না থাকা। চক্রাকৃতি উৎপাদন-ধারার দক্তন উৎপাদন শুরু করার সিদ্ধান্ত এবং উৎপন্ন দ্রব্য বাহির হওয়ার মধ্যে বেশ কিছুকাল সময়ের ব্যবধান থাকে। ভবিশ্যৎ চাহিদা সম্পর্কে প্রত্যাশার ভিন্তিতেই বর্তমানে উৎপাদন ব্যবধান যত বেশি থাকে ভূলের শুরু হয়। সমযের আশাও নিবাশাব সম্ভাবনাও তত বাড়ে, অসামঞ্জস্তের গভীরতাও তত বেশি। প্রাবল্য দেখা দেয মুলধনী দ্রব্যে সময়ের এই ব্যবধান বেশি বলিয়া প্রত্যাশার কেন উঠানামাও বেশি, সমাজ যত গতিশীল, উহার মধ্যে সামঞ্জস্ত

হুইতে বিচ্যুতির সম্ভাবনা তত প্রথর। এই কারণে শিল্পোন্নত দেশগুলিতে বাণিজ্যচক্রের তীব্রতা অন্যান্য দেশের তুলনায় অধিক।

ভবিশ্বদ্বাণীর এই ক্রটিবিচ্যুতির আরও অনেক কারণ আছে। অত্যন্ত জটিল এই শিল্পপ্রধান অর্থ নৈতিক কাঠানোতে ক্রেভাদের পছন্দ সর্বদা পরিবর্তনশীল, আর তাহা ছাড়া, উৎপাদকেরা বহু দ্রের বাজারে বিক্রথের জন্ম উৎপাদন করে। প্রতিযোগিতামূলক অর্থ নৈতিক কাঠামোর মূল প্রকৃতির মধ্যেই ভুল ভবিশ্বদ্বাণীর সম্ভাবনা নিহিত, কারণ এই অবস্থায় মোট উৎপাদন হুইল বহু সংখ্যক 'স্বাধীন' উৎপাদকের অপরিক্লিত সিদ্ধান্তের কার্থকল,

প্রত্যেকেই আশা করে যে অপরের তুলনায় বাজারের বেশি অংশ দে হস্তগত করিবে। দেশে যথন আর্থিক আয় বাড়িতেছে কিন্তু ভোগ্যদ্রব্যের যোগান ততটা বাড়ে নাই, ফলে দাম বাড়িতেছে –এই অবস্থাতেই আশাধিক্যের ভুল ঘটে (errors of over-optimism)। দাম যতদিন কখন ও কিরূপে বাড়িতেছে, ততদিন ব্যবদায়ীদের মনে উহা বৃদ্ধির ইহা ঘটে প্রত্যাশা প্রবলতর হইতেছে। ফাটুকাদারদের দরুন প্রসারের ধারা মাত্রাতিরিক্ত অগ্রদর হইতেছে। এই গতির পূর্ণতাকাল (gestation period) শেষ হইলে বাজারে ভোগ্যন্তব্যের যোগানে আধিক্য দেখা দেয়, চাহিদার তুলনায় বর্তমান দামে বিক্রয়যোগ্য জিনিসের পরিমাণ বেশি হওয়ায় ব্যবদায়ীদের মুনাফার প্রত্যাশা তীব্র আঘাত পায়। অবনতির সময়েও ফাটুকাদারদের কার্যকলাপ এই অবনতির তীব্রতা বাডাইয়া তোলে. ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। আশা ও নিরাশা উভয়ই সংক্রামক, তাই এক ব্যবদায়ীর মানসিক প্রবণতা অন্থ ব্যক্তিতে দঞ্চারিত হইতে থাকে, ঢেউ-এর মত ইহাদের উঠানামা এবং দলবন্ধ জনতার মতামত –এই সকল মিলিয়া বাণিজচক্র সৃষ্টি করে।

বিশুদ্ধ আর্থিক ভন্থ (Purely monetary theory of the Trade cycle)

টাকার আচরণ বা প্রকৃতির মধ্যেই বাণিজ্যচক্রের বীজ নিহিত আছে, এইরূপ ধারণা এককালে অনেক ধনবিজ্ঞানীর মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যাইত। ইহাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন হট্টে (Hawtrey), তিনিই প্রথমে কেবলমাত্র আর্থিক কারণের উপর ভিত্তি করিয়া এইরূপ বাণিজ্যচক্রের তত্ত্ব গড়িয়া তুলিয়াছেন।

তাঁহার মতে বাণিজ্যচক্রের প্রকৃতি হইল দেশের কার্যকরী চাহিদায় উঠানাম। আধুনিক সমাজে চাহিদা বলিলে বোঝা যায় টাকার সাহায্যে জিনিসপত্র কেনার ইচ্ছা, টাকার জন্ম চাহিদাই প্রকৃতপক্ষে কার্যকরী চাহিদার ক্রপ লয়। দেশের লোকেরা কত টাকা খরচ করিতে রাজি • আছে, তাহাই দ্রব্যসাম্থীর জন্ম কার্যকরী চাহিদা। ক্রেতাদের হাতে আর্থিক আয় বাড়িলে। এই কার্যকরী চাহিদা বাড়ে, কারণ তাহারা তথন বেশি টাকা থরচ করিতে

রাজি থাকে। ভারসাম্যের অবস্থায়, ক্রেভাদের ব্যয় তাহাদের আয়ের সমান।
বাস্তব জগতে অবশ্য এই ভারসাম্য বজায় থাকে না,
টাকার গতিস্রোতে
উঠানামাই বাণিজ্যচক্র ক্রেভাদের হাতে হয় বেশি টাকা অথবা কম টাকা আসিয়া
পড়ে। এই টাকা ক্রেভারা পায় দেশের ব্যান্ধব্যবস্থার
মাধ্যমে, ব্যান্ধগুলি শুপ্রসারের সাহায্যে লোকের হাতে টাকা ঢালিয়া দেয়,
অথবা ঋণসংকোচন করিয়া টাকা ছাঁকিয়া তুলিয়া লয়। এই মূলাফীতি বা
মূলাসংকোচনের নিয়মিত আসা-যাওয়াই বাণিজ্যচক্রের বহিঃপ্রকাশ, ইহা সম্পূর্ণঅর্থসংকোন্ত ঘটনা ('purely a monetary phenomenon')।

যদিও দেশের ব্যাঙ্কিংব্যবস্থা বাণিজ্যচক্তের জন্ম মূলত দায়ী, তবুও এই পতন-অভ্যুদ্যের স্থ্রধার হইল দেশের ব্যবসায়ীরা। তাহারা যথন দ্রব্যসামগ্রীর মজুত বাড়াইতে চায়, তখন ব্যাঙ্কের নিকট <mark>ঝণের জন্ম চাপ দেয়। ব্যাঙ্কের হাতে</mark> ঋণস্টির ক্ষমতা আছে, সকল ব্যাঙ্ক সন্মিলিভভাবে ঋণপ্রসার ঘটাইতে থাকে। ব্যাঙ্ক-ঋণের ভরদায় বাবদায়ীরা উৎপাদকের নিকট বেশি অর্ডার দিতে থাকে, উৎপাদকেরাও উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বাড়াইতে থাকে। কিৰূপে সমৃদ্ধি দেখা চাষী, মজুর ও উপকরণের মালিকদের হাতে এই টাকা দেয পৌছায, দেশের ব্যাঙ্কঋণ লোকের হাতে আয় হিসাবে টাকার রূপে অবস্থান করিতে শুরু করে। এই টাকা নিশ্চযই ব্যয় হইবে, তাই দেশে টাকাকভির ব্যয় বাড়িতে থাকে। এইরূপে কম হৃদ থাকার দরুন ব্যবসায়ীর। দ্রব্যসামগ্রী মজুত করার যে ৫চেষ্টা করে তাহারই মধ্য দিয়া কার্যকরী চাহিদার পরিমাণ তাহারা বাড়াইয। তুলিতে পারে। মজুত করার মধ্য দিয়াই কার্যকরী চাহিদা বাড়ে এবং এইক্লপে লোকের ক্রয়শক্তি বাড়াইযা তাহারা মজ্বতদ্রব্য বিক্রয়ের স্থযোগ গড়িয়া তোলে। এইরূপে সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত হয়, পরস্পর প্রভাবিত উন্নয়নের ধারা (cumulative process of expansion) কাজ করিতে থাকে; টাবার ওচলন-বেগ বাড়িয়া যায়; দ্রব্যমজুত, ব্যাঙ্কঋণ, কার্যকরী চাহিদাও টাকার আয়ব্যয় পরস্পরকে তাড়া করিয়া ঘূর্ণিবেগে যেন উহাদের বাডাইয়া তোলে।

কিন্তু এই স্থাসময় চিরকাল চলে না, ইহারই মধ্যে অবনতির বীজ অংকুরিত হৈতে থাকে। ব্যাঙ্কের ঋণস্থার ক্ষমতার সীমা আছে, একটি গুরে পৌছিয়া ভাহার। ঋণপ্রসার ক্মাইয়া দিতে চায়, স্থাদের হার বাড়াইয়া দেয়। স্থামান

অবস্থায় দেশে স্থণ-রিজার্ভের অনুপাতই ঋণপ্রসারের এই সীমা নির্দিষ্ট করে।
স্থান হার বৃদ্ধির ফলে ব্যবসায়ীরা মজুতের পরিমাণ কমাইবার
চেষ্টা করে, উৎপাদকদের নিকট অর্ডার কমাইয়া দেয়, উৎপাদন
কমিয়া যায়, উপকরণের মালিকদের হাতে আয় ব্রাস পায়। কার্যকরী চাহিদাও
কমে, ফলে অবনতির গতি তীব্রতর হইয়া উঠে। ব্যাক্কঋণের পরিমাণ কমিয়া আসে,
লোকের হাতে টাকা কমিয়া গিয়া ব্যাক্কের আলমারিতে আবদ্ধ হইতে থাকে।
কিছুদিন সংকট চলার পরে কোন কোন ব্যবসায়ীর মজুত করার ইচ্ছা আবার দেখা
দেয়, কেন্দ্রীয় ব্যাক্কও থোলাবাজারী কার্যকলাপের নীতি প্রযোগ করিতে থাকে।
ব্যাক্কের হাতে টাকা বাড়ে। অলস টাকা হাতে রাখিলে মুনাফা নাই, স্থদের হার
কমাইলে ব্যবসায়ীরা ঋণ লইতে পারে এই আশায় তাহার। ঋণ বাড়াইবার চেষ্টা

সংক্ষেপে বলিতে গেলে, হট্রের এই মডেল বিশ্লেবণ করিলে আমর। কতকগুলি
বিষয় দেখিতে পাই। যেমন টাকার যোগান স্থিতিস্থাপক না হইলে বাণিজ্যচক্র ঘটে না; যে-দেশে আধুনিক ব্যান্ধব্যবস্থা আছে
হট্রে মডেলের মূলকথা

সেখানকার টাকার যোগান নিশ্চয় স্থিতিস্থাপক হইবে;
ব্যান্ধব্যবসায়ের সাধারণ নিয়মই হইল টাকার মোট যোগান কমানো ও বাড়ানো;
টাকার যোগানে এই হ্রাসর্দ্ধির দ্বারাই বাণিজ্যচক্র ব্যাধ্যা করা সম্ভবপর; এই
বাণিজ্যচক্র ব্যান্ধ্যণের হ্রাসর্দ্ধি ছাড়া আর কিছুই নয়।

হটের তত্ত্বকে বহু বিভিন্ন দিক হইতে সমালোচনা করা হইয়াছে। বাণিজ্য-চক্তের সকল ঘটনার নেতা হিদাবে পাইকারী ব্যবদায়ীদের গণ্য করা চলে না, উহাদের উপর অতিরিক্ত শুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাহা ছাড়া, এই ব্যবদায়ীরা স্থদের হার সম্পর্কে এতটা অনুভূতি-শীল বলিয়া মনে হয় না। স্থদের হার কমিলেই ব্যবদায়ীরা মজুত করিবার জন্ম উৎপাদকের নিকট অর্ডার দিল—সংকট হইতে উন্নতির পথ এতটা সরল নয়। মূলধনের প্রাপ্তিক কার্যকারিতা বাড়িলে তবেই বিনিয়োগ, কর্মদংস্থান ও আয় বৃদ্ধির ধারা শুরু হইতে পারে, তাহার পূর্বে নয়। উপরস্ক, বাণিজ্যচক্রকে

আমরা কেবলমাত্র টাকার ব্যাপার বলিয়া • মনে করিতে
পারি না। দেশের উৎপাদনপদ্ধতি, আবিন্ধার, যন্ত্রকৌশল,
বিক্রয়ব্যবন্থা, সঞ্চয় ও বিনিয়োগের হার সমস্ত কিছু ইহার
শহিত জড়িত। বিনিয়োগের বৃদ্ধিই ব্যাক্ষ্মণ ও টাকার পরিমাণ বাড়ায়,

কিন্তু টাকার পরিমাণে বৃদ্ধি বিনিয়োগ বাড়াইয়া তোলে, এমন কথা মানিয়া লওয়া চলে না। সর্বোপরি, হট্রের ধারণা যে, ব্যাঙ্কখণের পরিমাণে উঠানামাই বাণিজ্যচক্রের কারণ। ইহা আধুনিক জগতে আর সত্য নয়। আজকাল কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সর্বদাই ঋণ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে, অনেক সময় তাহারা সফলও হয়। তাহা সত্ত্বেও বাণিজ্যচক্রে ঘটে। আধুনিককালের বাণিজ্যচক্রের তত্ত্বে তাই আর্থিক বিষয়ের প্রভাবগুলিকে (যেমন স্থদের হার বা ব্যাঙ্কঋণের পরিমাণ) পূর্বের স্থায় ততটা গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করা হয় না। *

হায়েকের ভন্থ (Hayek's theory)

বাণিজ্যচক্রের একটি প্রধান লক্ষণ হইল ভোগদ্রেবেরে শিল্পের তুলনায় মূলধনী দ্রব্যের শিল্পে অধিকতর উঠানামা। অস্ট্রীয়ান মতবাদে বলা হয় যে, এই তুই শ্রেণীর শিল্পে তুলনামূলক উঠানামার কারণ ব্যাঙ্কিংব্যবস্থার মধ্যেই পুঁজিয়া পাওয়া যায়। লোকের ইচ্ছাক্বত সঞ্চয়ের পরিমাণ ছাপাইয়া ব্যাঙ্কতত্ত্বকে তাই আর্থিক অতিবিনিয়োগতত্ত্ব (Monetary over-investment theory) বলা হয়। একটু গভীরভাবে এই তত্ত্বটি আলোচনা কর। যাউক।

নির্দিষ্ট কোন এক সময়ে সমাজের সকল উপকরণ যতপ্রকার দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনের কাজ নিমুক্ত আছে, তাহাদের বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত করা চর্লে। ভোগকারী হিসাবে কতকগুলি দ্রব্য লোকের সদাসর্বদা দরকার হয়, সেইগুলির

^{* &}quot;Recent theory has also tended to minimize the importance of such factors as the rate of interest and the operations of the banking system in explaining, the trade cycle. Here again there is a contrast with the theory of a generation or more ago, and here again it probably reflects a contrast between the experience of this century and that of the nineteenth century. Inappropriate monetary policies and barking collapse can exaggerate cycles, even in modern conditions; conversely wise monetary policy can be used as one weapon for helping to control cycles......Nevertheless, it is probably correct to avoid laying emphasis on the purely monetary matters in explaining the core of the cyclical process under twentieth century conditions; they can be introduced later as important embellishments that help explain the great differences in detail between individual cycles." A. C. L. Day, Outline of Monetary Economics, P. 322.

উৎপাদন ক্রেতাদের নিকট-স্তরের। আবার, কতকগুলি দ্রব্যসামগ্রী ক্রেতাদের
সদাসর্বদা দরকার হয় না, সেইগুলির উৎপাদন ক্রেতাদের
দাল লইয়া দেশের
উৎপাদন কাঠামো নিমন্তরের উৎপাদন (lower stages of production),
গঠিত আর দ্রের জিনিসপত্রকে বলে উচ্চস্তরের উৎপাদন (higher stages of production)। এই সকল বিভিন্ন স্তর লইয়া গঠিত থাকে দেশের
উৎপাদন-কাঠামো (structure of production)। যেমন জামা, জুতা
প্রভৃতির উৎপাদন নিমন্তরের, আবার ব্লাস্টফার্নেদ বা ইঞ্জিন তৈযারী উচ্চস্তরের
উৎপাদন।

শ্মাজের মোট আয়কে লোকেরা ছুইটি ধারায় প্রবাহিত করে, একটি ব্যয়
অপরটি সঞ্চয়। যে অংশ ব্যয় হয় তাহা সরাসরি ভোগ্যদ্রব্য ক্রয়ে চলিযা যায়।
কিন্তু যে অংশ সঞ্চয় হয় তাহা প্রত্যক্ষভাবে মূল্যনী দ্রব্যের ক্রয়ে প্রবেশ করে না।
লোকের হাত হইতে সঞ্চয় যায় ব্যাক্ষের হাতে, বীমা কোম্পানী বা অস্তান্ত আর্থিক
প্রতিষ্ঠানগুলির ভাণ্ডারে। এই সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া সঞ্চয় উত্যোক্তাদের
হাতে পড়ে, তাহা বিনিয়োগের পথ ধরে। দেশের মোট সঞ্চয় মোট বিনিয়োগের
মূল্যের সমান হয় যদি দেশে 'ভারসাম্য স্থদের হার' বজায়
সঞ্চয় ও বিনিয়োগ
লাকে। এই 'ভারসাম্য স্থদের হার' হইতে দেশের বাজারহার বেশি থাকিলে সঞ্চয় বেশি হয় কিন্তু বিনিয়োগ কমে;
আবার ইহার তুলনায় দেশের বাজার-হার কম থাকিলে সঞ্চয় কম হয় কিন্তু
বিনিয়োগ বাডে।

বাজার-স্থদের হার যদি ভারসাম্য স্থদের হারের তুলনায কম থাকে, তবে লোকের সঞ্চয় কম, কিন্তু বিনিয়োগ বেশি হইবে। কিন্তু তাহা কিরূপে সন্তব ? লোকের স্বেচ্ছাকৃত সঞ্চয় যদি কম হয়, তবে উত্যোক্তারা বেশি বিনিয়োগ করার টাকা পায় কোথা হইতে? সঞ্চয় ও বিনিয়োগে এই পার্থক্য কিন্তু বাজিকণের প্রসার সন্তব হয় এই কারণে যে, দেশের ব্যাঙ্কগুলি ঋণস্প্তে করিতে ঘাবা সঞ্চয অপেকা বিনিয়োগ বেশি পারে। স্থতরাং বাজার-স্থদের হার কম থাকিলে অধিক হইতে পারে বিনিয়োগ ঘটে কিছুটা স্বেচ্ছাকৃত সঞ্চয় হইতে, আর কিছুটা ব্যাঙ্কঋণের সাহায্যে। বাজার-স্থদের হারে হ্রাস মূলধনী দ্রব্যের দাম বাড়াইয়া দেয়, উত্যোক্তারাও মূলধনী দ্রব্যে বেশি টাকা খাটাইতে থাকে। নিম্নস্তরের উৎপাদন হইতে উপকরণগুলি সরিয়া আসিয়া উচ্চস্তরের উৎপাদন

নিযুক্ত হইতে থাকে। দেশের উৎপাদন-কাঠামোতে পরিবর্তন দরকার হইয়া পড়ে।

ম্লধনী দ্রব্যের উৎপাদন এইরূপ প্রদারিত হইতে থাকায় লোকের হাতে আয় বাড়ে, তাহারা ভোগদ্রব্যের চাহিদা বাড়াইবার চেষ্টা করায় উহাদের দাম বাড়ে। তাহা ছাড়া ম্লধনী দ্রব্যোৎপাদন বাড়াইবার জন্মও উপক্রণগুলিকে পূর্বাপেক্ষা বেশি দাম দিতে হয়, তাই ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদনব্যয়ও বৃদ্ধি পায়, এবং উহাদের দাম বাড়ে। ভোগ্যদ্রব্যের দাম বাড়িলে জনদাধারণের বাধ্যতামূলক সঞ্চয় হয় (forced saving), কারণ অনেকে বেশি দামে জিনিসপত্র কিনিতে পারে না। ভোগ্যদ্রব্যের দাম বাড়িতে থাকিলে দেশের উভোক্তারা ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন বাড়াইতে চেষ্টা করে, সমাজের উপকরণগুলি আবার 'উচ্চস্তর' হইতে 'নিম্নস্তরে' চলিয়া আসিতে চায়। আবার দেশের উৎপাদন-কাঠামোতে পরিবর্তন আনা দরকার হইয়া পড়ে। দেশের ক্ষেছাক্বত সঞ্চয়ের পরিমাণ অনুযায়ী উৎপাদন-কাঠামোর সামঞ্জন্ম সাধন প্রয়োজন হইয়া পড়ে।

হতবাং হাযেকের মতে, ভারদাম্য-হ্রদের হার অপেক্ষা বাজার-হ্রদের হার কম থাকিলে অতি-বিনিয়োগ দেখা দেয়: চরমদমৃদ্ধি (Boom) ইহারই ফল। কিন্তু বিনিয়োগের এই 'আধিক্য' চিরকাল চলিতে পারে না, কারণ কেন দমৃদ্ধি ও সংকট উহাব পিছনে স্নেচ্ছাক্তত সঞ্চয় নাই, ব্যাঙ্কঝণের ভিন্তিতে দেখা নেয
ইহা আর কতদূর চলিতে পারে? 'সমৃদ্ধির' এই বুদ্বুদ্ ফাটিয়া যায় কারণ লোকের স্নেচ্ছাক্ত সঞ্চয় কম। আবার অবনতি হইল এমন সময় যখন দেশের উৎপাদন কাঠামোতে পরিবর্তন ঘটানো হইতেছে – স্বেচ্ছাক্ত সঞ্চয়ের পবিমাণ অনুযায়ী ঐ মাপে উহাকে ছোট করা হইতেছে। উৎপাদনকাঠামোর কাট্ছাট করার সময়ে প্রয়োজনের তুলনায় বেশি করা হইলে এই অবনতি-কাল দীর্ঘদিন ধরিয়া চলে, বেকারি ও সংকট অধিকতর ঘনীভূত হয়।

এই প্রদক্ষে আর একটি কথা বলা দরকার। মূলধনীদ্রব্যের শিল্প-প্রসারের
ধারা কেন বন্ধ হইয়া যায় সেই সম্পর্কে হায়েক আর একটি মন্তব্য করিয়াছেন।
ইহাকে বলে রিকার্ডো-প্রভাব (Ricardo-effect)
হায়েকের বিতীয় মতঃ রিকার্ডো বলিয়াছিলেন যে, মজুরি বাজিলে উল্লোক্তারা
রিকার্ডো প্রভাব
শ্রমিকের বদলে যন্ত্র-নিয়োগের পরিমাণ বাড়াইয়া দিবে,
আবার মজুরি কমিলে যন্ত্রের পরিবর্তে অধিক সংখ্যায় শ্রমিক নিয়োগ করিতে

থাকিবে। হায়েকের যুক্তি হইল যে ক্রমপ্রসারের ঘূর্ণাবর্তন (cumulative process of expension) ভোগ্যনুব্যের জন্ম চাহিদা বাড়ায় অথচ ইহাদের উৎপাদন না বাড়িয়া মূলধনীদ্রব্যের প্রদার হয়, তাই ভোগ্যদ্রব্যের দাম বাড়ে, অর্থাৎ আদল মন্তুরি (real wages) কমিয়া যায়। আদল মন্তুরি কমিলে উত্যোক্তারা মূলধন-নিয়োগ কমাইয়া শ্রমিক-নিয়োগ বাড়াইয়া দেয়, অর্থাৎ পূর্বাপেক্ষা বিনিয়োগ কমায়। এই বিনিয়োগের ব্রাসই অবনতির পথ উন্মুক্ত করে। মূলধন-নিয়োগের পরিমাণ কমানোব অর্থ ই হইল উৎপাদনধারাকে ব্রস্বতর করা বা কম চক্রাকৃতি করিয়া তোলা (to shorten the production-process or to make it less round-about)। তাই দেশের উৎপাদন-কাঠামোতে গুরুতর পরিবর্তনের মধ্য দিয়া অবনতির স্থ্রপাত হয়। আবার, রিকার্ডে৷ প্রভাব দংকটকালে দেখা যায় ভোগ্য-দ্রব্যদামগ্রীর দাম কম, অর্থাৎ কিরূপে কাজ করে আসল মজুরি বেশি। উঢ়োক্তারা আবার কথনও 'রিকার্ডো-প্রভাব' প্রয়োগ করে, অর্থাৎ শ্রমিকের পরিবর্তে যন্ত্রের নিয়োগ বাড়াইতে চেষ্টা করে। উৎপাদনপদ্ধতিতে মূলধনের নিয়োগ বাড়ে, উৎপাদনধারাকে দীর্ঘতর করা

এই তত্ত্বের বিরুদ্ধে বহুপ্রকার সমালোচনা হইয়াছে। প্রথমত, বলা হয় যে, উছোজারারা 'আসল' মজুরি অনুযায়ী তাহাদের কাজকর্মের রূপ ও নীতি নির্ধারণ করে না। দ্বিতীয়ত, উৎপাদনপদ্ধতি বা ধারাকে দীর্ঘ হইতে ব্রস্ত করা মোটেই শহজসাধ্য নয, আর স্বল্পকালে এইরূপ ঘটে বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায় না। তৃতীয়ত, বিনিয়োগের ধারা একবার শুরুক করিলে আসল-মজুরির পরিবর্তন ঘটিলেও কমানো যায় না, উহাকে সম্পূর্ণ করিতে হয়, তাহা না হইলে স্বটাই লোকসান। চতুর্থত, ভোগ্যন্তব্যের দাম র্বির সঙ্গে আর্থিক মজুরি বৃদ্ধি পাইলে আসল-মজুরি স্মান স্তরে থাকিয়া যাইতে পারে।

হয় বা আরও অধিক চক্রাকৃতি করিয়া তোলা হয়। এইরূপে উন্নতির পথ

কেইশ্সীয় ভম্ব (Keynesian Theory):

প্রশস্ত হয়।

কেইন্সের মতে কর্মসংস্থান, আয় ও উৎপাদনের পরিমাণে নির্দিষ্ট সময় অন্তর ষ্টিঠানামাকে বাণিজ্যচক্র বলা হয়। তাঁহার অভিমতে মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতাতে উঠানামার দক্ষন বিনিয়োগের হারে পরিবর্তন এইক্লপ বাণিজ্যচক্র ঘটাইয়া থাকে। দেশে কর্মশংস্থানের পরিমাণ মোট
মূলধনের প্রান্তিক
কার্যকারিতায় আয় ও উৎপাদন স্থির করে এবং এই কর্মসংস্থানের
জোয়ার ভাটা পরিমাণ নির্ভর করে সামগ্রিক ব্যয়ের উপর। এই মোট
ব্যয় তিনটি পরিবর্তনীয় বিষয়ের দ্বারা নির্ধারিতঃ মূলধনের
প্রান্তিক কার্যকারিতা, স্থানের হার এবং ভোগ-প্রবণতা। সাধারণত, স্বল্পকারে
স্থানের হার ও ভোগ-প্রবণতা পরিবর্তিত হয় না, স্থতরাং আয় ও কর্মসংস্থানের
উঠানামার পিছনে মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতাই হইল প্রধান সক্রিয় শক্তি।
নূতন বিনিয়োগ হইতে প্রত্যাশিত মুনাফার হারকে মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা
বলা হয়।

ব্যবসায়-উন্নতির গোড়ায় দিকে মুনাফা সম্বন্ধে আশার প্রাবল্য দেখা যায়, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের পরিমাণ বাডিতে থাকে, আয়স্তর বাডিয়া বিনিয়োগের বৃদ্ধি বহু পরিমাণে আয়ের বৃদ্ধি ঘটায়, গুণকের উম্বতি প্রভাবের ফলে ক্রমবর্ধিষ্ণু হারে বিনিয়োগ ও আয় বাড়াইয়া সমৃদ্ধির প্রসার করে। কিন্তু এই সমৃদ্ধির সীমা আছে। প্রথমত, ক্রমশ নৃতন মুলধনী দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় বাড়িয়া যায়, কারণ কাঁচামাল, শ্রমিক বা অন্তান্ত উপকরণের ঘাটুতি শুরু হইতে থাকে, এবং ফলে তাহাদের দাম বাড়িতে থাকে। দ্বিতীয়ত, মূলধনী দ্রব্যের যোগান বাড়িয়া যাওয়ায় প্রত্যাশিত মুনাফার হার কমিয়া যায়। তাহা ছাড়া, ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন বিক্রম্ম সেই অমুপাতে বাড়ে না; কারণ আয় বৃদ্ধি হইলেও ভোগপ্রবণতা দেই অনুপাতে বাড়িতে না থাকায় ভোগব্যয়ে অধিক বুদ্ধি হয় না। এই সকল কারণে মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা দ্রুত হ্রাস পায়। অবস্থার চাপে হুদের হার সেই সময়ে বেশি থাকে, উহাকে কমানো সম্ভব হয় না। কারণ (ক) ব্যান্ধ-ঋণের জন্ম চাহিদা থাকে খুবই বেশি, এবং (খ) বিভিন্ন উদ্দেশ্যে, বিশেষ করিয়া ফাট্কা ব্যবসায়ে নিয়োগের জন্ম নগদ পছন্দ বাড়িয়া যাওয়ায় লোকে নগদ টাকা বেশি পরিমাণে হাতে রাখিতে চায়। মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতায় দ্রুত হ্রাস অধচ স্থানের হারে বৃদ্ধি-এই উভয়ের ফলে বিনিয়োগ একসলে হঠাৎ কমিয়া যাইতে চায়। 'হঠাৎ' কমিয়া যাওয়ার কারণ হইল ব্যবসায়িগণের সম্মিলিত দলমতের প্রভাবে ব,বসায়ের ভবিষ্যুৎ সম্পর্কীয় আশা-নিরাশা নির্ধারিত হয়, এই দলবন্ধ বাজারী মতামত সর্বদাই অস্থির ও চঞ্চল।

অবনতি শুরু হইলে উৎপাদন, কর্মসংস্থান, আযন্তর সবই কমিতে থাকে;
শুণকের প্রভাবে অবস্থার নিয়গতি ক্রমবর্ধিষ্ট্ হারে বাড়ে। সমগ্র সমাজ
দ্রুতগতিতে চরম-সংকটের স্তরে পৌছায়। এই অবস্থায় মূলধনের প্রান্তিক
কার্যকারিতায় বৃদ্ধির স্থচনা হইলেই পুনরাঘ উৎপাদন ও
সংকট
কর্মসংস্থান বাড়িতে পারে। কতকাল পরে এই উন্নতি
শুরু হইবে তাহা নির্ভির করে, (ক) মজুত করা বা উৎপাদনে নিযুক্ত যন্ত্রপাতির
শুায়িত্ব কালের (durability) উপর এবং, (খ) গুলামজাত সবস্থায় যন্ত্র বা
দ্রব্যাদি মজুত রাখার ব্যয়ের উপর (carrying costs)। তাহা ছাড়া,
(গ) মজুত করা ভোগ্যদ্রব্যের যোগান কিছু পরিমাণে কমিয়া যাওয়ার উপর।
মূলধনী ও ভোগ্যদ্রব্যের পরিমাণ হাস পাইলেই উৎপাদন হইতে মুনাফা এবং
মুনাফার প্রভাগা উভয়ই বৃদ্ধি পায়; মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা বাড়িতে
থাকে; উৎপাদনের বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধির পথ প্রশক্ত হইতে থাকে।

হিক্সের ভন্থ (Hicks' Theory):

হিক্সের মতে, অর্থ নৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, শিল্প-বিপ্লবের পর হইতেই বিভিন্ন দেশে শিল্পোন্নতি শুরু হইয়াছে এবং সেই সময় হইতেই বাণিজ্য চক্রের উদ্ভব ঘটিতেছে। অর্থাৎ ইহা ক্রমপ্রসারমান অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার বিশেষ সমস্থা; ক্রমবর্ধমান অর্থ নৈতিক ধারার ছুইপার্শ্বে দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্যের এইরূপ নিয়মিত উঠানামা ঘটিয়া চলিয়াছে। বলা যায় যে, ব্যবসায়-বাণিজ্যের এইরূপ পতন-অভূদেয়-বন্ধুর-পন্থার মধ্য দিয়াই দীর্ঘকালীন অর্থ নৈতিক ক্রমবৃদ্ধির উদ্বর্শ মুখী ধারা প্রবাহিত; ক্রমপ্রসারশীল অর্থ নৈতিক কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতেই চক্রাকৃতি সংকট এবং সমৃদ্ধির প্রকৃতি ও কারণ বিশ্লেষণ করা দরকার।

বাণিজ্য-চক্র হইল সমাজের উৎপাদন ও আয়স্তরের নিয়মিত উঠানামাঃ তাই ইহাদের উপর ভোগব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যয়ের প্রভাব পরিমাপকারী গুণক ও ত্বরক তত্ত্বের সাহায্যেই এই উঠানামার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা সম্ভব। এই তুই পদ্ধতির মিলিত ফলাফলে কি ভাবে কি কারণে বাণিজ্য-চক্রের উন্তব ঘটে, হিক্স্ তাহাই আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে, উৎপাদন বা আয়ে পরিবর্তন

বিনিযোগে, বিশেষ করিযা উদ্ভূত বিনিযোগে, কিন্ধপ পরিবর্তন আনে, তাহারই উপর বাণিজ্য-চক্র প্রধানত নির্ভর করে।*

তাঁহার মতে কোন সমাজে বিনিযোগ প্রধানত ছুই ধবনের: স্বয়ন্ত্ত বিনিযোগ এবং উছুত বিনিযোগ (Autonomous Investment and Induced Investment)। সমাজে কোন ধবনের বিনিযোগ-ব্যয় দ্রব্যস্থানীর উৎপাদনের পরিমাণের উপর নির্ভ্র করে না। ছুই শ্রেণীর বিনিযোগ বাষ্ট্র কর্তৃক স্কুল, কলেজ, বাস্তাঘাট, গৃহনির্মাণ প্রস্তৃতি বা আবিক্ত যন্ত্রপাতি বা নৃতন দ্রব্য উৎপাদন, এবং যাহা হইতে দীর্ঘকালে আয় সৃষ্টি হইতে পাবে এইরূপ বিনিযোগ, ইহাবা দকলে স্বয়ন্ত্রত বিনিযোগ — ইহা অপবাপর দ্রব্য উৎপাদনের পরিমাণের উপর নির্ভ্রশীল নহে। ক্রম্মপ্রসাবমান অর্থ নৈতিক কাঠামোতে অগ্রগতির সঙ্গে সংক্রে সমাজে এইরূপ বিনিযোগের পরিমাণ বাডে। অপবপক্ষে, বিশেষ কোন দ্রব্যের উৎপাদন পরিমাণ রৃদ্ধি কবিতে হইলে কোন কোন ধবনের যন্ত্রপাতির উৎপাদন বাড়াইতে হয় (যেমন, বস্ত্রের চাহিলা রৃদ্ধি পাইলে মাকু-র উৎপাদন বাড়ানো দরকার);

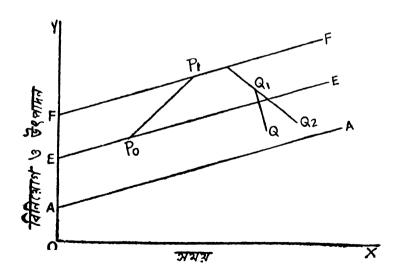
কেইন্দীয কর্মসংখানতবে গুণকতর প্রধান স্থান অধিকাব কবিয়া আছে। তাঁহার মতে মোট আয় হইল মোট বিনিযোগ × গুণক, গুণককে সমান ধবিয়া লইলে আয়ে পরিবর্তনের হাব = মোট বিনিযোগেব পরিবর্তনের হাব × গুণক। স্কুবাং, বাণিজ্যাক্র বা আয়ন্তরে পবিবর্তনের কাবণ বিশ্লেশ কবিয়ে তিনি এই গুণকতব্বের উপর বিশেষ নির্ভর কবিয়াছেন।

হিকস এই তত্ত্বকে কাৰ্যত অগ্ৰাহ্য কৰিবাছেন। কেইন্সীয় গুণকতত্ত্বকে বাদ দিয়াই বাণিজ চক্ৰ বিশ্বেষণেৰ চেষ্টা কৰিবাছে। কেইন্সীয় গুণককে তিনি বলিবাছেন ক্ষণোৎভৰ গুণক (Instantaneous Multiplier)। গুণক বিশ্বেষণ কৰিতে গিয়া কেইন্সের ভোগপ্রবাতা তত্ত্বের প্রকৃতি মনে বাথা দবকার। তাঁহার মতে, চবৃতি গোগবায় চবৃত্তি আর ইইতেই করা হয়, এবা চবৃতি ভোগবায় সঙ্গে সঙ্গে কি পবিমাণ মোট আয় সৃষ্টি কবিতেছে তাহা ভোগপ্রবাতার উপন নির্ভব কবে এবা সেই নির্দিষ্ট বা স্থায়ী গুণকের দ্বাবা পরিমাণ করা যায়।

হিক্দ্ কিন্তু ভোগপ্রবণতাকে অশুভাবে দেখিবাছেন। তাঁহাব মতে স্থাকের পরিমাণকে নিনিষ্ট ও স্থায় বিবিধা ধবা চলে না। আয় প্রসাবের ধাবাব অগ্নগতিব সঙ্গে সঙ্গকের আয়তন বনলাইযা ঘাইতে থাকে, ইহা তাই সর্বনাই পবিবর্তনদীল; ইহার সাহায়ে মোট আর ও মোট কর্মসংখানের পবিমাপ করা চলে না। তিনি বলিযাছেন যে, চনুতি ভোগবায় নির্ভর করে "গত কালের" আয়েব উপর, কেইন্সের মত চনুতি আশেষ উপর নির্ভর করে না। আয় এবং ভোগ বায়ে সময়ের বাবধান (time lag) খীকার করিয়া লইলেই এবং সেই বাবধানের পরিমাণ সকল ক্ষেত্রে সমান নহে ইহা ধরিয়া লইলেই কিন্তু সম্পূর্ণ অশুভাবে হিসাব করা প্রয়োজন হয়। সেই অবস্থাব, শুণকের আয়তন স্থায়ী ধরিয়া লইলে বিনিয়োগ পবিবর্তনের ফলে নুতন সামাবিস্থার আয় পাওয়া যাইবে অসীম এক-কেক্সাভিন্থী শ্রেণীর পেধে (at the end of the infinite convergence series । স্তরাং বিশেষত, শ্বরকানীন বিবরের বিশ্বেণে, গুণকতরের প্রয়োগ ঠিক হইবে বলিয়া তিনি মনে করেন না।

মূলধনী দ্রব্যোৎপাদনে এইরূপ বিনিয়োগকে উদ্ভূত বিনিয়োগ বলা হয়। মনে রাখা দরকার যে, দ্রব্যোৎপাদন ও যন্ত্রোৎপাদন ইহাদের মধ্যে পরিমাণগত সম্পর্ক আছে এবং তাহা দ্রব্যের ও যন্ত্রের প্রকৃতি এবং যান্ত্রিক কলাকৌশলের দারা নির্দিষ্ট (যেমন বৎসরে 10000 কাপড়ের উৎপাদন বাড়াইতে হইলে 50টি মাকুর উৎপাদন প্রয়োজন)। ইহাই ত্বরণনীতির ভিত্তি অর্থাৎ উৎপাদনে বৃদ্ধি কি অনুপাতে বিনিয়োগে বৃদ্ধি ঘটায় তাহারই উপর ত্বরণের প্রভাব নির্ভর করে।

কোন দেশে যে আয়স্তর আছে তাহা সাধারণভাবে তিনটি বিষয়ের দারা নির্ধারিত: স্বয়স্তুত বিনিয়োগের পরিমাণ, উদ্ভূত বিনিয়োগের পরিমাণ এবং ভোগব্যয়ের পরিমাণ। নিচের চিত্রে দেখা যাইতেছে, বিনিয়োগ ও আয়স্তর স্বয়স্তৃত বিনিয়োগের রেখা ক্রমে উঠেতেছে, কারণ সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে রাই ক্রমেই এইরূপ বিনিয়োগ বাড়াইতে থাকে। উৎপাদনের ও আয়ের রেখা উহার উধ্বে অবস্থিত থাকে কারণ উপরোক্ত তিনটি বিষয় লইয়াই মোট আয় গঠিত। নিচের চিত্রে এই তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করা হুইতেছে:



চিত্রে AA রেখা স্বয়স্কৃত বিনিয়োগের পরিমাণ এবং EE রেখা উৎপাদনস্তর ও আয়স্তরের নির্দেশক; উভয়ের মধ্যে দূরত্ব গুণক ও ত্বরণের মিলিত ফল এই উভয়ের মিলিত ফলকে অতিগুণকের (Super multiplier) ফলাফল বলিয়া মনে করা হয়।

यिन हेहाता मिनिया वित्मय मेक्टिमानी हय, जाहा हरेल छे९भागन वृद्धि হুইয়া ক্রমে এমন এক অবস্থায় পেঁছিবে যেখানে আর উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই, পূর্ণকর্মসংস্থানের 'ছাদে' (Full Employment সমৃদ্ধির তার নির্ণয ceiving) ঠেকিয়। উৎপাদন আর বাড়িতে পারিতেছে না। পূর্ণকর্মদংস্থান স্তরের উৎপাদন FF রেথায় দেখানো হইয়াছে। নিয়োগযোগ্য উপকরণের অভাবে উৎপাদন ছাদে ঠেকিবার পর আর বাড়িতে পারে না। নৃতন আবিষ্ক ত দ্রব্য উৎপাদনের জন্ম সরকারী ব্যয় অর্থাৎ প্রথম স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ শেষ হইয়া যাইবার পর, ইহা নিজে আর বৃদ্ধি পায় না; পুরানো রেখায় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসে। কিন্তু উদ্ভূত বিনিয়োগ নিজে শেষ হয় না; নূতন আয় স্ষ্টিও উৎপাদন বাড়াইয়া নিজেই নিজেকে বাড়াইয়া চলে; এইক্সপে পূর্ব-সংস্থান স্তরে পৌছায়। উহার পরে উৎপাদন আর বাড়িতে পারে না, ওই রেখার উপরেই গড়াইতে থাকে (এবং ডান দিকেই গড়াইবে কারণ স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ, উৎপাদন, আয়ন্তর প্রভৃতি বৃদ্ধি পাওয়ায় উর্দ্ধতিম সীমা নির্দিষ্ট- সমাজ এখন রেথার একটু ডান দিকেই অবস্থিত)। কারী বিষয়সমূহ কিন্ত উৎপাদনের রেখাকে নিম্নে নামিতেই হইবে. কারণ স্বয়স্থৃত বিনিয়োগ আর নাই, কেবলমাত্র উদ্ভূত বিনিয়োগ অভ

উচ্চস্তরে উৎপাদনকে রক্ষা করিতে পারে না। রাষ্ট্র যদি সময় বুঝিয়া আবার স্বয়স্তৃত বিনিয়োগ না করে বা ক্রমাগত করিতে না থাকে অথবা সমাজে পুনরায় এইরূপ বিনিয়োগ না ঘটে তাহা হইলে উৎপাদন ও আয়ের স্তর কমিয়া আসিবে। উৎপাদন কমিলে (ঝণাত্মক ত্বরণের ফলে) অবিনিয়োগ (Disinvestment) ঘটিতে থাকে। যদি ঠিক যে হারে বিনিয়োগ উদ্ভূত হইয়াছিল ঠিক সেই হারেই উহা হ্রাস পাইতে থাকে, তাহা হইলে উৎপাদন Q_{1q} রেখায় কমিবে। কিন্তু সাধারণত তাহা ঘটে না। স্থামী মূলধনে অবিনিয়োগ ধীরে ধীরে ঘটিতে থাকে, স্থামী মূলধনের ক্রয়ক্ষতি ঘটিতে বেশি সময় লাগে। স্বতরাং Q_1Q_2 রেখায় উৎপাদন নামিয়া আসে।

হিক্দের মতে, প্রধানত ছুইটি কারণে উৎপাদনের নিমুগতি ত্বান্বিত হুইবে।
প্রথমত আর্থিক কারণের ফলে। এইরূপ অবস্থায় সাধারণত আর্থিক কর্তৃপক্ষ
আনুষ্টি কমাইয়া দিতে চেষ্টা করে, ফলে স্থদের হার
নিমুগতি কি কারণে
ত্বান্থিত হুইয়া থাকে

বাড়িয়া যাইতে থাকে; তাহা ছাড়া তারল্য পছন্দ বাড়িয়া
মাওয়াতে স্থদের হার বাড়িবে। এই সকল বিষয় ঋণাত্মক
শুণক ও ত্বরণের মিলিত ফলাফলকে তীব্রতর করিয়া তুলিবে, উৎপাদন, আয়
ও কর্মসংস্থান নামিযা আসার গতি দ্রুততর হুইবে। দ্বিতীয়ত, এই অবস্থায়
ব্যবসায়ীদের আশাভঙ্গের ফল বিশেষ তীব্র হয়। অনেক অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী
সমৃদ্ধি বেশি দিন চলিতে থাকিলেই ভয় পাইয়া উৎপাদন সংকুচিত করিতে
থাকেন; তাঁহাদের বাণিজ্য-চক্রের সচেতনতাই (Cycle-consciousness)
উৎপাদন ও বিনিয়োগ কমাইবার ঝোঁক স্বষ্টি করে। তাহা ছাড়া, শেয়ার
বাজারের "দলবদ্ধ জনতার মতামত" বিশেষ অস্থির প্রকৃতির।

উৎপাদন, আয়, কর্মসংস্থান প্রভৃতি নামিয়া আদারও কিন্তু সীমা আছে; সেই মেঝেতে (floor) ঠেকিয়া উৎপাদন, আয় ও কর্মসংস্থান আর নামিতে পারে না। তিনটি বিষয়ের দারা এই নিম্নতম সীমার স্তর নির্দিষ্ট হয়।

প্রথমত, সংকট যতই গভীর হউক না কেন, কিছু নিম্নতম সীমা নির্ধারণকারী বিষয়- পরিমাণ ভোগব্যয় সমাজে সর্বদা হইবেই, আয় না সমূহ থাকিলেও ঋণ করিয়া, সঞ্চয় ভাঙাইয়া যে-কোন উপায়ে ব্যক্তিরা নিম্নতম দৈহিক প্রয়োজন মিটাইতে থাকিবে।

দ্বিতীয়ত, সংকট কালে সরকারী ব্যয় সাধারণত কমে না, স্থতরাং তাহ।
চলিতে থাকিবে; এমন কি ছঃখ-ছুর্দশা দূর করার জন্ম কিছুটা বাড়িতেও পারে।

ভৃতীয়ত, কিছু পরিমাণ স্বয়স্থৃত বিনিযোগ, যেমন স্কুল, কলেজ, গৃহ-নির্মাণ প্রভৃতির জন্ম ব্যয় সমাজে চলিবেই; ইহারা চল্তি অর্থ নৈতিক অবস্থার উপর নির্ভর করে না। এই তিনটি বিষয়ের উপর মোট ব্যয় সমাজে দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদার নিয়তম সীমা এবং সেই পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনের উপযোগী অর্থ নৈতিক কাজকর্ম চরম সংকটের সময়েও চলিতে থাকিবে; ইহারা বেকারির উধ্ব তম সীমার পরিমাণ (Upper limit of Unemployment) নির্ধারণ করিয়া রাখিয়াছে।

মজ্ত মূলধনী প্রব্যাদির অবিনিযোগ (Disinvestment), এবং তাহাদের ক্ষয়ক্ষতির বা অকেজো হইণা যাইবার নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সংকটকাল স্থায়ী হইবে; কারণ তাহার পর উহাদের পুনঃসংস্থাপনের জন্ত উন্নতির শুক কিছু নৃতন বিনিযোগ করার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। ফলে, আবার সেই শুণক ও জ্বণের সাম্মলিত ফলাফলে উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির দৌড় শুক হইবে, সমাজের সংকট আণ ঘটাইযা উন্নতির পথ প্রশস্ত করিবে।

ৰাণিজ্য-চক্ৰ নিয়ন্ত্ৰণ বা অৰ্থ নৈতিক ছায়িত্ব সাধন (Control of Business cycles or Economic stabilization)

বাণিজ্য চক্রের নিয়য়ণ করিষা অর্থ নৈতিক স্থায়িত্ব সাধনের উদ্দেশ্যে বহু
প্রকার নীতি আলোচিত হইয়াছে। এই সকল নীতিকে সাধারণভাবে ছই শ্রেণীতে
বিভক্ত করা হয়, আর্থিক নীতি (Monetary policies) ও ফিস্কাল নীতি
(Fiscal policies)। বহুপূর্বকাল হইতেই ধনবিজ্ঞানীরা মনে করিতেন য়ে,
উপয়ুক্ত ধরনের আর্থিক নীতি ও পদ্ধতি গ্রহণ করিলে
বাণিজ্যচক্র নিয়য়ণ করা চলে। যেমন, হয়ে (Hawtrey)
মনে করিতেন য়ে, এই উদ্দেশ্যে দেশের ব্যাল্পভালিকে
প্রমনভাবে নিয়য়ণ করা দরকার যাহাতে উহারা ঋণপ্রসারের পরিমাণ নিজেদের
প্রশিষত বাড়াইতে বা কমাইতে না পারে। হায়ের (Hayek) বলিতেন য়ে,
দেশে এমন স্থানের হার বজায় রাথিতে হইবে যাহাতে সমাজের স্থেছারুত সঞ্চয় দেশে
বিনিয়োণের মোট মুল্যের সমান হয়। উইক্সেলের (Wicksell) মতে অর্থনৈতিক এই স্থায়িত্ব তথনই সম্ভব হয় যথন দেশে স্থানের স্বাভাবিক হার ও বাজারহার সমান থাকে।

আমরা জানি দেশের কার্যকরী চাহিদায় উঠানামাকে বাণিজচেক্র বলে। এই কার্যকরী চাহিদ। নির্ভর করে মোট ব্যযের উপর, অর্থাৎ মোট ভোগব্যয় ও মোট বিনিয়োগ ব্যয়ের উপর। আর্থিক নীতির কাজ হইল দেশের বেদরকারী বিনিয়োগ ব্যয়ের উঠানামার পরিধি সংকুচিত করা। দেশে ব্যাহ্বখণের প্রসার কমান ও বাড়ান এবং স্থদেব হার কমান ও বাড়ান – ইহাবাই আর্থিক নীতির উদ্দেশ্য। (ক) ব্যাঙ্ক ঋণের প্রসার কমান বা বাড়ান-ব উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক থোলাবাজারী নীতি প্রযোগ ক্রিতে পারে, অথবা বাণিজ্যিক ব্যাক্ষণ্ডলির নগদজমার অনুপাতে পবিবর্তন আনিতে পাবে। উন্নতিকালের শেষে সমাজ যথন সমৃদ্ধির পথ ধরিষা দ্রুতবেগে অবনতির দিকে ছুটিয়া চলে তখন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ঋণপত্ত বিক্রম করিমা ব্যাঙ্ক ও ব্যক্তির হাত হইতে টাকা তুলিমা লইতে চেষ্টা করে এবং ব্যাঙ্কের নগদ জমার অনুপাত বাড়াইযা দেয়। আবাব সংকটকালে সমাজকে যথন উন্নতির পথে লইযা যাওয়া দ্বকাব তখন খোলাবাজাবী নীতি ও নগদ জমাব অনুপাতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এই ঋণপত্রগুলি কিনিয়া লয়, ব্যাঙ্ক ও পবিবর্ত্তন ব্যক্তিদের হাতে প্রভূত পবিমাণে টাকা ঢালিয়া দেয় এবং ব্যাঙ্কেব নগদ জমাব অনুপাত কমাইযা দেয। এইরূপে চরম সমৃদ্ধি বিন্দুর (Boom) পূর্বে সমাজে বেসরকারী বিনিযোগেব মাত্রাতিবিক্ততা বোধ করার চেষ্টা কবে, আবার চবমদংকটবিন্দু (alump) হইতে সমাজকে উত্তরণেব উদ্দেশ্যে বেদরকাবী বিনিযোগের মাত্রাধিক ঘাটুতি দূব করাব চেষ্টা কবে।

কিন্তু টাকাব যোগান বাড়াইবার এই আর্থিক নীতিসমূহ সর্বদা সফল হব বলিষা মনে করা চলে না। আতিরিক্ত মাত্রায সমূদ্ধি ঠেকাইবাব এই চেষ্টা সফল হয না, কাবণ আজকালকাব রাষ্ট্রেবা সর্বদা প্রভূত পরিমাণে ঋণ কবে বলিষা বাজারে অজপ্র ঋণপত্র থাকে। কেন্দ্রীয ব্যাক্ষ টাকা তুলিযা লইবার বাণিজ চক্র রোধ জন্ম যদি আরও কিছু ঋণপত্র বিক্রয করিষা দেয, তবে কবিতে পাবে না ব্যাক্ষগুলি বা ব্যক্তিরা পুরাণো ঋণপত্র কেন্দ্রীয ব্যাক্ষের নিকট বিক্রয় করিয়া বা জমা রাথিয়া আবার নিজেদের হাতে নগদ টাকার পরিমাণ বাড়াইতে পারে। উপরস্ক এই সময়ে নগদ-পছন্দ ভয়ানক কমিয়া যাইতে পারে। তীব্র মুদ্রাম্ফীতির দক্ষণ টাকার মূল্য দ্রুত কমিতেছে, জিনিসপত্র কিনিযা রাখাই ভাল, এইক্লপ মনে করিয়া লোকে বেশি টাকা বাজারে ছাড়িয়া দিতে পারে। আবার সংকটকালে, টাকার পরিমাণ বাড়াইলেই উন্নতি দেখা দেয় না, কেহ ধার নিতে চাহে না, বিনিয়োগ করার ইচ্ছা না থাকিলে ব্যক্ষগণের প্রসার সম্ভব নয়।

তাহা ছাড়া, এই সময়ে ব্যবসায় মন্দা বলিয়া লোকের নগদ পছন্দ বেশি হইতে পারে, ভবিয়তের উন্নতি আশা করিয়া বর্তমানে বেশি টাকা হাতে জমাইয়া রাখিতে পারে। (থ) আর্থিক নীতির আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হইল হল-নীতি। চরমসমন্ধির বিন্দুতে পেঁ ছাইলে এই সমৃদ্ধির বুদ্বুদ্ ফাটিয়া যাইবে, তাই তাহার পূর্বে বিনিয়াগ ও কর্মসংস্থানের অস্বাভাবিক প্রসার রোধ করা দরকার। এই উদ্দেশ্যে অনেকে বলেন যে হুদের হার বাড়াইয়া দেওয়া উচিত হুদের হার পরিবর্তন বেশি হুদের হারে উভ্যোক্তারা বিনিয়োগ কমাইয়া দেয়। আবার সংকটকাল হইতে উন্নতি ঘটাইতে হইলে হুদের হার কমাইয়া দেওয়া দরকার, কারণ তবেই বিনিয়োগ বাড়িতে পারে।

ফদের হারে পরিবর্তন ঘটান-র এই নীতির কত প্রকার সীমাবদ্ধতা আছে

তাহা আমরা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং পরিচ্ছেদে আলোচনা করিয়াছি। সেই সকল সীমাবদ্ধতা ছাডাও এই নীতির বিরুদ্ধে অনেক কথা বলার আছে। বিনিযোগের আতিশ্য বন্ধ করিয়াই সংকট ঠেকান যায়, তাই স্থানে হার বাড়াইয়া বিনিয়োগ বন্ধ করা দরকার, এই বক্তব্যে ত্রুটি আছে। কেইন্স বলেন যে, স্থদের হার বাড়াইয়া চরম সমৃদ্ধির বিন্দুতে পৌছান রোধ করার এই নীতি মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। আমরা চরম-সমন্ধ্রিতে পৌছাইতে কিন্ত কেইনস্বলেন চাই এবং সেই স্তরেই অর্থ নৈতিক কাঠামোকে রক্ষা করিতে উহা সম্পূর্ণ ভুল নীতি চাই (Stabilisation at full employment point), দরকার। স্থদের হার বাড়াইলে সমাজের পক্ষে দরকারী ইচা মনে বাখা হইয়া যাইতে পারে. বিনিযোগ লোকের বন্ধ ক্ষিয়া যাইতে পারে, দেশের মোট ব্যয় ও কার্যকরী চাহিদা ক্ষিয়া যাওয়ায় সুরু হইয়া যাইতে তংক্ষণাৎ অবনতি ও সংকট পারে. সম্প্রির স্থদের হার বাড়ান তাই আত্মঘাতী নীতি। এই সময় আপ্রাণ চেষ্টা করা দুরুকার যাহাতে আয়বন্টনে পরিবর্তন আনিয়া বা অন্ত যে কোন গদ্ধতিতে দেশের ভোগপ্রবণতা বাড়াইয়া তোলা যায়, কিছুতেই যেন কার্যকরী চাহিদা

কমিয়া না ্যায়। ভাই কেইন্সের মতে চরমসমৃদ্ধির বুদ্বুদ্ ঠেকাইতে হই**লে**

^{* &}quot;The remedy would not lie in the clapping on a high rate of interest which would probably deter some useful investments and might further diminish the propensity to consume, but in taking drastic steps, by redistributing incomes or otherwise, to stimulate propensity to consume." Keynes, General theory, P. 321.

কিছুতেই উচ্চস্থদের হার ধার্ব না করিয়া নিম্নস্থদের হারের নীতি অনুসরণ করা দরকার। সমৃদ্ধির বিলোপ করিয়া আমাদের আধা-সংকটের স্তরে ফেলিয়া রাথা বাণিজ্যচক্র প্রতিরোধের সঠিক পথ নয়, ইহার নিভূল পস্থা হইল সংকটের বিলোপ সাধন এবং প্রায়-সমৃদ্ধির স্তরে আমাদের স্থায়ীভাবে বক্ষা করা। তাই স্থদের হার বাড়াইবাব নীতি মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়, ইহা রোগীকে মারিয়া অন্থ সারান-র নীতির মতই বিপদজনক। এইসকল বিচার করিয়া কেইনস্ বলিয়াছেন, "The remedy would lie in various measures designed to increase the propensity to consume by the redistribution of incomes or otherwise". এই উদ্দেশ্যে, তাই তিনি আর্থিকনীতি অপেক্ষা ফিস্কাল নীতির উপর অধিক শুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন।

আমরা জানি মে, কার্যকরী চাহিদায় তীব্র উঠানামাকেই বাণিজ্যচক্র বলে তাই সমাজের সামগ্রিক ব্যয়ে হঠাও হ্রাসর্দ্ধি ঠেকান দরকার। সামগ্রিক ব্যয়ের মধ্যে আছে ভোগব্য়ে, বেসরকারী বিনিয়োগ ব্যয় ও সরকারী ব্যয়; সংক্ষেপে আমরা বলিতে পারি যে $\mathbf{Y} = \mathbf{C} + \mathbf{I} + \mathbf{G}$. আর্থিক নীতিগুলির প্রধান উদ্দেশ্য হইল I-এর পরিমাণে অস্থিরতা রোধ করা; আর ফিন্কাল নীতির প্রধান লক্ষ্য হইল C এবং G এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাহাতে \mathbf{Y} -তে তীব্র উঠানামা না হইতে পারে। সরকারী কর আদায, ব্যয়, বাজেট গঠন এই সকল মিলিয়া ফিন্কাল নীতি গঠিত; বাণিজ্যচক্ররোধের কাজে নিযুক্ত হইলে ইহাকে চক্র বিরোধী ফিন্কাল নীতি বলে (contra-cyclical ফ্রিকাল নীতিব

ফিস্কাল নীতিব ভাকত ও বিভিন্ন অংশ Fiscal Policy)। বেসরকারী ভোগব্যয় ও বিনিয়োগব্যয়

হঠাৎ কমিয়া যাওযাই সংকটের কারণ, এই অবস্থায় পূর্ব কর্মসংস্থান স্তরে থাকিতে গেলে সমাজে যতটা সামগ্রিক ব্যয় দরকার হইত ততটা হইতেছে না, ফাঁক থাকিয়া যাইতেছে। এই ফাঁক বা ব্যবধান পূবণ করাই তথন ফিস্কাল নীতির লক্ষ্য। ইহাকে তাই পূরণমূলক ফিস্কাল নীতিও বলা

^{* &}quot;Thus the remedy for the boom is not a higher rate of interest but a lower rate of interest! For that may enable the so-called boom to last. The right remedy for the trade cycle is not to be found in abolishing booms and thus keeping us permanently in a semi-slump; but in abolishing slumps and thus keeping us permanently in a quasi-boom.....Thus an increase in the rate of interest, as a remedy for the state of affairs arising out of a prolonged period of abnormally heavy new investment, belongs to the species of remedy which cures the disease by killing the patient." Keynes, General theory, P. 322-323.

হইয়া থাকে (Compensatory Fiscal Policy)। ইহার ছুইটি দিক : (ক) পূরণমূলক ব্যয়ের নীতি (Compensatory Spending Policy) এবং পূরণমূলক করনীতি (Compensatory tax policy)।

সরকারী ব্যয়ের নীতি বা প্রণমূলক ব্যয়ের নীতি আলোচনা করা দরকার।
সরকারী ব্যয়কে মোটামূটি তিন শ্রেণীতে ভাগ করা চলেঃ (১) সাধারণ
পরিচালনামূলক ব্যয় (ordinary operating expenses
প্রণমূলক বায়েব নীতি
কিকণে কাজ কবে

of Government) (২) হস্তান্তর ব্যয় (Transfer
payments), এবং (৩) উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় বা সরকারী
বিনিয়োগ (outlay on public works or public investment)। বাণিজ্যচক্র নিযন্ত্রণের উপযোগী করিয়া সরকারের সাধারণ পরিচালনামূলক ব্যয় নির্বাহ
করা চলে না। হস্তান্তর ব্যয়সমূহ বাণিজ্যচক্রের প্রকোপ রোধ করিতে পারে,
যেমন সংকটকালে অধিকতর বার্ধক্য পেনসন, বেকারভাতা প্রভৃতি দিয়া সমাজের
মোট ভোগব্যয় বাড়াইবার চেষ্টা করা চলে। সরকারী নির্মাণ কার্য বা বিনিয়োগ
এমনভাবে কমান বাড়ান চলে যাহাতে বাণিজ্যচক্রের উঠানামার ব্যাপ্তি কিছুটা হ্রাস
পায়। এইরূপে সরকারী ব্যয়-নীতির হারা সমাজের ভোগব্যয় ও বিনিয়োগ-ব্যয়
উভয়ের উপরই কিছুটা প্রভাব প্রতিষ্ঠা করা যায়।

পুরণমূলক করনীতির গুরুত্ব খুবই বেশি, কারণ আমরা উপরে দেখিয়াছি, মোট সরকারী ব্যয়ের মধ্যে মাত্র অল্প একটু অংশকে বাণিজ্যচক্র রোধের কাজে ক্মান বা বাড়ান চলে। করনীতিকে ছইটি উদ্দেশ্যে নিয়োগ করা চলে। যেমন, করের সাহায্যে দেশের আয়-বৈষ্ম্য হ্রাস করা যায়, ফলে সমাজের মোট ভোগব্যয় বাড়িতে পারে। ধনীদের ভোগ-প্রবণতা কম, তাহাদের নিকট হইতে আরও বেশি কর আদায় করিলে সমাজের মোট পূবণমূলক করনীতির ভোগব্যয় বিশেষ হ্রাস পায় না। সেই টাকা দরিদ্রদের হাতে কাজ কিৰূপ দিলে সমাজের মোট ভোগব্যয় বাড়ে, কারণ ভাহাদের তাহা ছাড়া, বিনিয়োগ-ব্যয় বাড়াইবার ভোগ-প্রবণতা বেশি। করনীভিকে প্রয়োগ করা যায়। করের প্রকৃতি ও কর-হার সেইদ্ধপ হওয়া দরকার যাছাতে সংকটকালে বেসরকারী বিনিয়োগ বাড়ে, আবাব স্ফীতি-কালে বেদরকারী বিনিয়োগ কমে। কর-কাঠামো এরূপ নমনীয় যাহাতে বাণিজ্যচক্রের গতি অসুযায়ী প্রত্যেকটি করের হার ও দিক পরিবর্তন করা সম্ভব। দেশের কর কাঠামোর মধ্যে এইরূপ করের ব্যবস্থা রাখিতে পারিলে, সমৃদ্ধিব যুগে আপনা-আপনি উহা হইতে আদায় বেশি হয়। আবাব সংকট-কালে আপনা আপনি আদায় কম হয়। বাণিজ্যচক্রেব বিভিন্ন স্তবে এই কবগুলি হইতে আদায় নিজ হইতে পবিবর্তিত হইয়া চক্রেব প্রকোপ উভয় দিকেই কমাইতে পাবে। ইহাদেব তাই বলে স্বয়ংক্রিয় স্থায়িত্বসাধনকাবী শক্তি (Automatic Stabilisers)।

ফিস্কাল নীতিব এই ছুই অঙ্গ —সবকাবী ব্যুষ নীতি ও কবনীতি –বাস্তবে কাজ কবে বাজেটেব (budget) মধ্য দিয়া। প্রতি বংসব বাজেটে সবকাবী আয় ও ব্যয় সমান বাথিবাৰ ক্লাসিকাল নীতি প্ৰিত্যাগ না ক বলৈ বাণিজ্যচক্ৰ বিবোৰী ফিদকাল নীতি কাৰ্যকৰী কৰা চলে না। বাজেটে প্ৰতি বংসৰ সমতাবিধান কবা একান্ত গোঁডামি, বাণিজচেক্র বোধ চদকালীন বাজেট কবিবাব উদ্দেশ্যেই চক্রকালীন বাজেই বচনা কবা দবকাব বচনাব নীতি (cyclical budgeting)। (যমন, সমৃদ্ধিব প্রাবল্যকে বাধা দিতে পাবিলে আসন্ন দংকট বোধ কবা থায়, তাই এই যুগে ব্যয় কমাইয়া আয বাডাইযা বাজেটে উৰ্বন্ত বাখা প্ৰযোজন। সমৃদ্ধি যুগেব বাজেট বচনায সমতা বাখিলে চলে না। অপব পক্ষে সংকটকালে বাঘ বাড়াইযা আয কমাইযা বাজেটে ঘাটতি বাখা দবকাব। দেই সম্যেও বাজেটে সমতাব নীতি গ্রহণীয় নয়। উৰুত্ত বাজেটেব সময় যে অর্থ ছাঁকিয়া তোলা হইয়াছিল, ঘাটতি বাজেটেব শুম্বে তাহা ঢালিয়া দেওয়া দ্বকাব। এইব্বপে সমগ্র চক্রকাল লইয়া একটি বাজেট বচনা কৰা চলে, এই চক্রকালেব উভয় দিক লইয়া মিলিতভাবে বাজেটে

সর্বশেষে, মনে বাথা দবকাব যে, বাণিজ্যচক্র শিল্পারত ধনতান্ত্রিক অর্থ নৈতিক কাঠামোব অঙ্গ, এই পতন-অভ্যুদ্ধেব বন্ধুব পহাতেই ধনতান্ত্রিক দেশে স্পীর্ঘকালীন ক্রমপ্রদাব ঘটে; নিযমিত ঝাঁকুনি, উঠানামা কিন্তু বিনিয়োগের সামাজিক নিয়ন্ত্রাই ও অস্থিবতা এই প্রকাব সমাজেব আভ্যন্তবীণ গতি-প্রকৃতিব একমাত্র পথ বহিঃপ্রকাশ মাত্র। এইরূপ সমাজেব উৎপাদন ব্যবস্থাব মালিকানা ব্যক্তিগত ব্যবদাযীদেব হাতে, তাঁহাবা সমাজেব

পূর্ণ-চক্রকালীন সমতা থাকিলেই চলিবে।

প্রযোজনেব কথা না ভা বিষা নিজ মুনাফাব উদ্দেশ্যে উৎপাদন কবেনু। বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন এই উত্যোক্তাদেব বিনিযোগেব পিছনে সাবা দেশব্যাপী কোন কেপ্রীয় পবিকল্পনা নাই। বাণিজ্যচক্র বোধ কবাব পদ্বা হিদাবে কেইন্সেব মত সমর্থন কবিষা বেশিব ভাগ ধনবিজ্ঞানীই আজকাদ বলেন যে, বিনিযোগেব সামাজিক

নিয়ন্ত্রণই বাণিজ্যচক্র রোধ করার অন্থতম প্রধান পথ। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রকার অবস্থা অনুযায়ী বিনিয়োগের সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বিভিন্ন রূপ লইতে পারে, কিন্তু ইহাই একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ উপায়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।*

অনুনত দেশ ও বাণিজ্যচক্রঃ

অনুন্নত দেশসমূহে বাণিজ্যচক্র দেশের অভ্যন্তরে ক্ববি-উৎপাদনে উঠানামার উপরেই প্রধানত নির্ভর করে; শিল্পের সংখ্যা, পরিমাণ ও শিল্পে বিনিয়োগ এইক্রপ দেশে কম। তবে, অভাভ শিল্পোন্নত দেশসমূহের সহিত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে যোগস্ত্র থাকায় অপর দেশের সমৃদ্ধি ও সংকট উভয়ই অনুন্নত দেশসমূহে প্রবেশ করে।

আধুনিক কালে আন্তর্জাতিক পরিবহন ব্যবস্থার বিশেষ উন্নতি হওয়ায়
এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যে আদান প্রদান বাড়িয়া যাওয়ায় স্বয়ং-সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক অঞ্চল আর বিশেষ নাই ; বিভিন্ন দেশের অর্থ নৈতিক কাঠানো পরস্পর
নির্ভরশীল ও সংযুক্ত। স্বতরাং কোন উৎপত্তি-কেন্দ্র (Epicentre) হইতে
স্বন্ধ হইয়া ভূমিকম্প যেরূপ বিভিন্ন দিকে ছড়াইয়া পড়ে, অর্থ নৈতিক জগতেও
কোন দেশের সংকট বা সমৃদ্ধি এইরূপে বিভিন্ন দেশে ছড়াইতে থাকে ; ইহারা
কিরূপ ছড়াইবে তাহা নির্ভর করে প্রতিবেশী দেশসমূহের বৈদেশিক বাণিজ্যের
ক্ষণক ও ত্ববেকর আযতনের উপর।

যদি কোন অনুনত দেশ প্রধানত ক্বিজাত কাঁচামাল রপ্তানি করে তাহা হইলে অধিক রপ্তানি এবং বাণিজ্য হারে আনুকূল্যের মাধ্যমে সে আমদানিকারী উন্নত দেশের সমৃদ্ধির অংশ লাভ করে। সংকটের সময়ে তাহার ছ্রাবস্থা ছই প্রকারের: (ক) ক্বিজাত কাঁচামালের চাহিদা কমিয়া যাইয়া রপ্তানির উদ্ভূপ্ত থাকে না। (খ) সংকটে বিপন্ন উন্নত দেশগুলি হইতে অবিক্রীত দ্রব্যসমূহ আসিয়া তাহার দেশের শিশু শিল্পসমূহকে সমূলে বিনষ্ট করে।

* "In conditions of laissez faire the avoidance of wide fluctuations in employment may, therefore, prove impossible without a far-reaching change in the psychology of investment markets such as there is no reason to expect. I conclude that the duty of ordering the current volume of investment cannot safely be left in private hands." Keynes, General theory, P. 320.

তবে যদি কোন অনুনত দেশ প্রধানত কৃষিজাত খাছাদ্রব্যের রপ্তানিকারক হয়. তাহা হইলে সংকটের সমযে তাহার সর্বাধিক স্থবিধা, কারণ উগ্নত দেশে

কুষিজাত কাঁচামাল অগবা গাল্ডবোৰ

সংকট আসিলেও সে খাগু ক্রয় করিবেই, স্বতরাং অনুরত দেশের রপ্তানি বিশেষ কমিবে না, অথচ সংকটকালীন সন্তা রপ্তানি-কারক দামে নিজের প্রযোজনীয় শিল্পজাত দ্রব্য দে ক্রয় করিতে পারিবে : বাণিজ্যহার তাহারই অমুকূলে আসিবে, আন্তর্জাতিক

বাণিজ হেইতে তাহার লাভ বেশি হুইতে থাকিবে। উন্নত দেশে সমৃদ্ধি আদিলে অবশ্য তাহার স্থবিধা বিশেষ নাই, কারণ সমৃদ্ধিব ফলে খাছা দ্রব্যের চাহিশা বিশেষ বৃদ্ধি পায় না ৷ ঠিক দেই সময়ে শিল্পজাত আমদানি দ্রব্যের দাম বাড়িবার ফলে বাণিজ্যহার তাহার প্রতিকলে যায়, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভ কম হইতে থাকে।

अयुगीलकी

- 1. Explain what is meant by trade cycle and describe the different phases of a trade cycle.
 - 2. Describe the characteristics and phases of a typical business cycle.
 - 3. Discuss Schumpeters' theory of Business cycles.
- 4. Discuss the role of Psychological factors in the determination of Business cycles.
 - 5. Examine critically the monetary theory of Trade Fluctuations.
- 6. In what respects the upper and lower turning points of a trade cycle are dissimilar?
- 7. Why Fluctuations are relatively more pronounced in capital goods industries?
 - 8. Critically examine Hayek's monetary over-investment theory.
 - 9. Critically examine Hayek's Ricardo-effect.
- 10. "Keynes's-equilibrium theory provides us with the theoritical framework for a theory of stagnation." Explain.
- 11. Discuss how trade cycle can only be explained through the interaction of multiplier and acceleration.
- 12. "The Trade cycle is best regarded, I think, as being occasioned by a cyclical change in the marginal efficiency of Capital." (Keynes) Explain.
- 13. Discuss the role of monetary factors in aggravating the course of Business Fluctuations.
 - 14. Discuss the methods of controlling the Trade Cycles.
- 15. Compare and evaluate the role of monetary and Fiscal policies in controlling Trade Fluctuations.

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

International Trade

উৎপাদনের উপাদানসমূহ পৃথিবীর সকল অঞ্চলে সমানভাবে বন্টিত নাই;
কোন অঞ্চলে কোন উপাদানের পরিমাণ বেশি, কোথাও বা উহার পরিমাণ কম।
তাহা ছাড়া, বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদনে বিভিন্ন উপাদানসমূহ কম বা বেশি পরিমাণে
নিয়োগ করা হয়। একটি দ্রব্য উৎপাদনের প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহ কোন
অঞ্চলে অধিক পরিমাণে ও কম দামে পাওয়া গেলে উহার উৎপাদন-বয়
দেখানে কম পড়ে; উপাদানসমূহের যোগান কম হইলে ও দাম বেশি হইলে দ্রব্যের
উৎপাদন-বয় অধিক হয়। সতরাং কোন বিশেষ অঞ্চলের উপাদান-লভ্যতা
(Availability of factors) অমুযায়ী সেই অঞ্চল বিশেষ
আঞ্চলিক শ্রমবিভাগ
ধরনের দ্রব্য উৎপাদনে নিযুক্ত হয়; বয়্যক্তি ঝেনন নিজের শক্তি,
সামর্থ্য অনুসারে বিশেষ প্রকার কর্মে বা জীবিকাতে নিযুক্ত থাকে, সেইরূপ কোন
অঞ্চলও এমন দ্রব্য উৎপাদনে উহার সকল উপাদানসমূহ নিয়োগ করে যাহাতে
তুলনামূলক ভাবে, উহার উৎপাদন ক্ষমতা সর্বাধিক বা উৎপাদন-বয়য় সর্বাপেক্ষা
কমা।

কিন্তু পৃথিবীতে দকল অঞ্চলসমূহ রাজনৈতিক ভাবে এক রাষ্ট্রের মধ্যে অবস্থিত নহে, বলা যায় যে রাজনৈতিকভাবে পৃথিবী বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভক্ত,
বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে স্থনির্দিষ্ট সীমা নির্ধারিত আছে। এক এই বিষয়ে পৃথক রাষ্ট্রের অধিবাসী ও ব্যবসায়ীদের সহিত অন্থ রাষ্ট্রের অধিবাসী ও ব্যবসাদারদের পরস্পরের নিকট হইতে ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসাদারদের পরস্পরের নিকট হইতে ক্রয়-বিক্রয় ও লেনদেন-কে আভুর্জাতিক বাণিজ্য বলা হয়।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে দেশের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য হইতে পৃথক ভাবে আলোচনা করার কারণ কি? কেন এই বিষয়ে পৃথক তত্ত্ব রচিত হইয়াছে ইচার অনেক কারণ আছে। রাজনৈতিক ভাবে রাষ্ট্রবিভাগ রাজনৈতিক কাজ-

কর্মের কেত্রে বহু প্রকার ও বিভিন্ন ধরনের সমস্থার শৃষ্টি করে। প্রথমত, উপাদানসমূহ একটি দেশের মধ্যে যতখানি চলনশীল বিভিন্ন রাষ্ট্রের
কারণ ইহা আভ্যন্তরীণ
বাণিজ্য হইতে পৃথক

বিভিন্ন অভ্যন্তরে কোন অঞ্চলে কোন উৎপাদনের দাম বেশি
হইলে অন্থান্থ অঞ্চল হইতে উপাদানসমূহ সেই অঞ্চলে ধাবিত হয়, ফলে মোটামুটি
ভাবে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে উপাদানের পারিশ্রমিকে অধিক পার্থক্য থাকে না।
কিন্তু বিভিন্ন দেশের মধ্যে শ্রমিক, মূলধন বা উদ্যোগ-ক্ষমতার চলনশীলতা তুলনামূলকভাবে অনেক কম; অন্থ রাষ্ট্রে মজুরি, হৃদ বা মূনাফা অধিক হইলেও উপাদানসমূহ
নিজের রাষ্ট্র ত্যাগ করিয়া অন্থ রাষ্ট্রে যাইতে চাহে না।

তুলনামূলক চলনশীলতা
ফলে সকল রাষ্ট্রে উপাদানসমূহের পারিশ্রমিকের হার সমান
নহে; বিভিন্ন দ্ববের উৎপাদন ব্যযের উপর ইহার বিশেষ অভাব দেখা দেয়।

দিতীয়ত, পৃথিবীর প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই নিজস্ব আর্থিক ব্যবস্থা আছে, এক রাষ্ট্রের টাকা অপর রাষ্ট্রে লেনদেনের কার্যে ব্যবহৃত হয় না। স্কতরাং আন্তর্জাতিক ক্রয়বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এক দেশের টাকাকে অন্ত দেশের টাকায় নিজস্ব আর্থিক ব্যবহা রূপান্তরিত করিতে হয়, উপরস্ত এক দেশের টাকার বিনিময়ে অপর দেশের যে পরিমাণ টাকা পাওয়া যায় সেই বৈদেশিক বিনিময় হার বা টাকার বৈদেশিক মৃদ্যাও সকল সময় স্থির থাকে না, তাহার উঠানামা ঘটে।

তৃতীয়ত, প্রত্যেকটি দেশের মধ্যে অর্থ নৈতিক কাজকর্ম, উৎপাদন, বন্টন, বিনিময় প্রভৃতিনিয়ন্ত্রণের জন্ম বিশেষ ধরনের আইন-কান্থন বা রীতি-নীতি, প্রথা প্রভৃতি প্রচলিত থাকে, তাহাও দেই দেশের উৎপাদন-ব্যয়কে পৃথক অর্থ নৈতিক বিশেষভাবে প্রভাবান্থিত করে। প্রত্যেকটি দেশে ব্যাঙ্ক সংগঠন ও পরিবেশ ব্যবস্থা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ পৃথক ধরনের, তাহাদের রীতি-নীতি ও যোগ তা পৃথক। হৃতরাং বিভিন্ন দেশের উৎপাদন স্বতন্ত্র পরিবেশে পরিচালিত হয়।

সর্বশেষে, মনে রাখা দরকার যে, আধুনিক জগতে রাষ্ট্রসমূহ প্রত্যেকে নিজস্ব বাণিজ্যনীতি অনুসরণ করে এবং অপর রাষ্ট্র হইতে দ্রব্যসামগ্রী আমদানি-রপ্তানিতে বিভিন্ন ধরনের বাধা নিষেধ আরোপ করে। দেশের পৃথক বাণিজ্য নীতি আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে বিভিন্ন অঞ্চলেরমাল চলাচলের উপর সাধারণত এইরূপ কোন বাধা নিষেধ থাকে না। এই সকল কারণে আন্তর্জাতিক

বাণিজ্যের তত্ত্বকে পৃথক করিয়া আলোচনা করা হয়, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উৎপত্তি, রীতিনীতি ও সমস্থার বিশ্লেষণ এই আলোচনার অন্তর্ভু ক্ত ।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিন্তি: উৎপাদন ব্যয়সমূহের অনুপাতে পার্থক্য (The basis of International trade: Difference in cost-ratios):

কেন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উদ্ভব হয় বাকেন এক দেশ বিশেষ ধরনের দ্রব্যাদি আমদানি বা রপ্তানি করে তাহা বিশ্লেষণের জন্ম ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীর। উৎপাদনব্যয়ের পার্থক্য বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, প্রত্যেকটি দেশ

কোন্ধরনেব দ্রবা আমদানি ও বপ্তানি হইবে সেই সকল দ্রব্যই উৎপাদন করিবে যাহাদের উৎপাদনে তাহার স্বাভাবিক দক্ষতা বা স্থবিধা তুগনামূলকভাবে অধিক। সেই দেশের জলবায়, জমি, খনিজ ও ক্ষমিম্পদ, লোকের চরিত্রগত

বৈশিষ্ট্য, দক্ষতা, ঘরবাড়ি, যন্ত্রপাতি, পরিবহন ব্যবস্থা প্রভৃতির দরণ যে সকল দ্রব্যের উৎপাদন সর্বাপেক্ষা স্থবিধাজনক, সেই দেশ সেই সকল দ্রব্যই উৎপন্ন করিবে। নিজের প্রযোজনের তুলনায় অধিক পরিমাণে উৎপাদন করিয়া সেই উদ্ধৃত্ত পণ্য রপ্তানি হিসাবে অন্ত দেশে প্রেরণ করিবে এবং অন্ত দেশ হইতে এমন দ্রব্য আমদানি করিবে যাহার উৎপাদনে তাহার স্বাভাবিক

স্থবিধার পরিমাণ অপর **দেশের** তুলনায় কম।*

কি কি ধরনের পণ্য উৎপাদনে কোন দেশের কিন্ধপ স্বাভাবিক স্থবিধা আছে তাহা এই সকল দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন-ব্যয়ের দ্বারা প্রকাশ পায়। একটি দ্রব্য অন্থ দেশের তুলনায় কম ব্যয়ে উৎপাদন করিতে পারিলে বুঝা

^{* &}quot;To the question which goods a country will import and which it will export, the classical theory gives the following answer. Each country will produce those goods for the production of which it is especially suited on account of its climate, of the qualities of its soil, of its other natural resources, of the innate and acquired capacities of its people, and—this must be given special emphasis—of the real capital which it possesses as a heritage from its past, such as buildings, plant and equipment, and means of transport. It will concentrate upon the production of such goods, producing more of them than it requires for its own needs and exchanging the surplus with other countries against goods which it is less suited to produce or which it cannot produce at all." Haberler, International Trade P. 125.

ষাইবে যে এই দ্রব্য উৎপাদনে স্বাভাবিক স্থবিধা বেশি বলিয়া ব্যয় কম পড়িতেছে। এই ব্যয়-পার্থক্য তিন প্রকারের হইতে পারেঃ সমান ব্যয় পার্থক্য, চরম ব্যয়-পার্থক্য এবং তুলনামূলক ব্যয়-পার্থক্য।

(ক) সমান ব্যয় পাৰ্থক্য (Equal difference in costs) :

যদি উভয় দেশের মধ্যে উৎপাদন-কায়ের অনুপাতে সমান পার্থক্য থাকে, তাহা হইলে সেই অবস্থায় উহাদের মধ্যে বাণিজ্য চলিতে পারে না। যেমন, ধবা যাউক—

A দেশে,	10 দিন পরিশ্রমের ব্যযে	20 ইউনিট ধান, এবং
	10 দিন পরিশ্রমেব ব্যযে	30 ইউনিট কাপড় উৎপন্ন হয়,
আবার, B দেশে,	10 দিন পরিশ্রমের ব্যযে	30 ইউনিট ধান, এবং
	10 দিন পরিশ্রমের ব্যযে	45 ইউনিট কাপড উৎপন্ন হয়।

এমতাবস্থায়, A দেশে 1 ইউনিট ধানের বিনিময়ে 1 টুইউনিট কাপড় পাওয়া যায়, কারণ উভয়ের উৎপাদন-ব্যয় সমান। B দেশে উভয় দ্রব্যের আভান্তরীণ বিনিময় হার হইল 1 ধান: 1 টুকাপড়। এই অবস্থায় উভয় দেশে দ্রব্যের মধ্যে ব্যয়ের অনুপাত সমান হওয়ায আন্তর্জাতিক বাণিজ্য স্থক হইতে পারে না, কারণ কেহ কোন দ্রব্য বিদেশে পাঠাইয়া নিজের দেশে যাহা পাওয়া যায় তাহার অধিক অন্থ দ্রব্য পাইতে পারে না। অবশ্য এই অবস্থাতেও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য স্থক্ক হইয়া গেলে উপাদানের নিযোগে দিক্-পরিবর্তন ঘটিলে, উৎপাদন ব্যযে পরিবর্তন আদিবে, ব্যয় পার্থক্যের অনুপাত সমান থাকিবে না, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সম্ভাবনা উন্মুক্ত হইবে।

(খ) চরম ব্যন্ন পার্থক্য (Absolute difference in rosts) :

যদি উভয় দেশের মধ্যে দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন-ব্যয়ের অনুপাতে চরম পার্থক্য থাকে, তাহা হইলে উভয়ের মধ্যে বাণিজ্য হওয়া সম্ভবপর। যেমন, ধরা ষাউক—

A দেশে,	10 দিন পরিশ্রমের ব্যয়ে	20 ইউনিট ধান, এবং
	10 দিন পরিশ্রমের ব্যযে	10 ইউনিট কাপড় উৎপন্ন হয।
B (97%)	10 দিন পরিশ্রমের ব্যয়ে	10 ইউনিট ধান, এবং
	20 দিন পরিশ্রমের ব্যয়ে	20 ইউনিট কাপড় উৎপন্ন হয।

 ${f A}$ দেশের মধ্যে ${f 1}$ ইউনিট ধানের বদলে ${f 1}$ ইউনিট কাপড় পাওয়া যায়, ${f B}$ দেশের মধ্যে ${f 1}$ ইউনিট ধানের বদলে ${f 2}$ ইউনিট কাপড় পাওয়া যায়। ${f A}$ দেশের

ধান উৎপাদনে চরম স্থবিধা এবং B দেশের কাপড় উৎপাদনে চরম স্থবিধা। উৎপাদন ব্যয়েও চরম পার্থক্য ; A দেশ ধান উৎপাদনে, B দেশ কাপড় উৎপাদনে তাহাদের সকল উপাদান নিয়োগ করিবে। এইরূপে উভয় দেশের নিজম্ব স্বাভাবিক স্থবিধা অনুযায়ী উপাদান নিয়োগের ফলে উভয় দ্রুব্যের উৎপাদনের পরিমাণই বৃদ্ধি পাইবে। পূর্বে যে-ব্যয়ে 20+10=30 ইউনিট ধান এবং 10+20=30ইউনিট কাপড় উৎপন্ন হইতেছিল, বাণিজ্যের দরুণ আঞ্চলিক শ্রমবিভাগের ফলে সেই একই বায়ে 20+20=40 ইউনিট ধান এবং 20+20=40 ইউনিট কাপড উৎপন্ন হইবে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বহুলাংশ এইরূপ চরম ব্যয়-পার্থক্যের উপর নির্ভর করে; পৃথিবীর শীতপ্রধান দেশের ও গ্রীষ্মপ্রধান দেশের উৎপন্ন দ্রব্যাদির মধ্যে বিনিময় ও বাণিজ্যের দিকে লক্ষ্য কবিলেই ইহা বুঝা যায়।*

(গ) তুলনামূলক ব্যয় পার্থক্য (Comparative difference in costs):

উৎপাদন ব্যয়ে চরম পার্থক্য না থাকিয়া তুলনামূলক পার্থক্য থাকিলেও উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্য চলিতে পারে। যেমন, ধরা যাউক —

A দেশে, 10 দিন পরিশ্রমের ব্যয়ে 20 ইউনিট ধান, এবং

10 দিন পরিশ্রমের বায়ে 20 ইউনিট কাপড উৎপন্ন হয়.

B দেশে, 10 দিন পরিশ্রমের বাবে 20 ইউনিট ধান, এবং

10 দিন পরিশ্রমের ব্যয়ে

30 ইউনিট কাপড উৎপত্র হয়।

A দেশে উভয় দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয়ের অনুপাত হইল 1:1 এবং এই হারেই দেশের মধ্যে উহাদের বিনিময় হইতে থাকিবে। কিন্তু B দেশে উভয় দ্রব্যেই উৎপাদন-ব্যথের অনুপাত হইল 1:11, দেশের অভ্যন্তরে উহাদের এই হারেই বিনিময় হয়। কোন দেশেরই কোন দ্রব্য উৎপাদনে চরম স্করিধা নাই, তুলনামূলক ভাবে B দেশের কাপড় উৎপাদনে স্থাবিধা বেলি।

^{* &}quot;The classical doctrine assumes that labour is completely mobile within a country and therefore distributes itself among the different branches of production in such a way that its marginal productivity is everywhere equal to its wage. This rule does not apply to international trade, since labour is not mobile between countries. This immobility of factors between two countries clearly will not matter if the distribution of labour between them happens to cicarry will not matter if the distribution of labour between them happens to be the same as that which would come about under complete mobility. In such circumstances an exchange of goods will take place only if each of the two countries can produce one commodity at an absolutely lower production cost than the other country......A large part of world trade rests upon absolute differences in cost. One thinks at once of the trade between the temperate zones and the tropics.....The same applies to the exchange of goods between agricultural countries with fertile land and industrial countries with deposits of coal and iron." Haberler, International Trade P. 127-28.

ছুই দেশের মধ্যে উভয় দ্রব্যের উৎপাদনে তুলনামূলকভাবে ব্যয়-পার্থক্য আছে, সেইজন্ম উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্য চলিতে পারিবে। তুলনালক ব্যয়-A দেশের ব্যবসায়ীগণ l ইউনিট ধানের বদলে নিজের পার্থকোর নীতি দেশে 1 ইউনিট কাপড় পায়, তাহারা B দেশ হইতে 1 ইউনিট কাপড়ের কিছু বেশি পাইয়া 1 ইউনিট ধান রপ্তানি করিবে। অপরদিকে, B দেশের ব্যবসায়ীগণকে l ইউনিট ধান পাইতে হইলে নিজের দেশে 1½ ইউনিট কাপড় দিতে হয়, তাহারা 1 টু ইউনিট কাপড়ের কিছু কম বিদেশে রপ্তানি করিয়া 1 ইউনিট ধান আমদানি করিবে। স্বতরাং A দেশের উৎপাদকগণ ধানেব রপ্তানিতে ও কাপডের আমদানিতে আত্মনিয়োগ করিবে: অপরপক্ষে B দেশের উৎপাদকণণ কাপডের রপ্তানি ও ধানের আমদানি করিতে থাকিবে। ধবা যাউক. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য স্থক্ক হইবার পরে উভয় দ্রব্যের বিনিময়ের অনুপাত হইয়াছে $\mathbf{1}$ ইউনিট ধান $=\mathbf{1}\frac{1}{4}$ ইউনিট কাপড়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে \mathbf{A} দেশ প্রতি ইউনিট ধান রপ্তানি করিয়া 🏅 ইউনিট লাভ (gain) করিতেছে ; B দেশেও প্রতি 1 ইউনিট ধানের আমদানিতে 🕯 ইউনিট কাপ লাভ (gain) হইতেছে। উভয় দেশেই উপাদান-সমূহেব নিয়োগে পুনবিভাস হইতেছে, A দেশের উৎপাদকগণ কাপডের উৎপাদন হইতে উপাদানসমূহ অপসারণ করিয়া উহাদের ধানের উৎপাদনে নিয়োগ করিতেছে; В দেশের উৎপাদকেরা ধানের উৎপাদন হইতে উপাদানসমূহ অপসারণ করিয়া উহাদের কাপড়ের উৎপাদনে নিযোগ করিতেছে। উভয়ের স্বাভাবিক স্ববিধা অনুযায়ী উৎপাদন হওয়ায় এবং আঞ্চলিক শ্রমবিভাগ প্রবৃতিত হওয়ায় উভয় দেশের শ্রমিক-দক্ষতা ও উভয় দ্রব্যের উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে এবং ফলে, উভয় দেশের জনসাধারণের আয়স্তর ও জীবনযাত্রার মান উন্নত হইতেছে।*

^{* &}quot;The theorem can be expressed algebraically. Let us call the labour-cost of good A in the country I a_1 and in country II a_2 , and the labour cost of good B in country I br and in country II b2, Then there is an absolute difference in costs if $\frac{a^I}{a_2} < I < \frac{b^I}{b_2}$. Country I has an absolute advantage over country II in A, and country II has an absolute advantage over country I in B. Here is a comparative difference in costs if $\frac{a^I}{a_2} < \frac{b^I}{b_2} < I$. This means that country I has absolute superiority over country II in both goods but that its superiority is greater in A than B." Haberler, International Trade, P. 129.

সমালোচনা: —অনেকে বলেন যে এই তত্ত্ব আলোচনার সময় এমন সব বিষয় ধরিয়া লওয়া হইয়াছে (Assumptions) যাহাদের কোন সত্যতা নাই। কিন্তু যদি স্বীকার্য বিষয়সমূহ একে একে অপসারণ করা যায়, তাহা হইলেও তুলনামূলকব্যয়ের নীতি বা এই নিয়ম আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কারণ ব্যাখ্যার

সমালোচনা ও তাহার উত্তর পক্ষে সঠিক বিশ্লেষণ বলিয়। গৃহীত হইতে পারে। (>) দ্রব্যের বা দেশের সংখ্যা বাড়াইলেও ইহা লক্ষ্য করা যায় যে কোন দেশের মধ্যে যে সকল দ্রব্যসমূহের ব্যয় তুলনা-

মলকভাবে অন্ত দেশগুলির ব্যয় হইতে কম, দেগুলি রপ্তানি হয়, এবং যে সকল দেশের ব্যয়ের তুলনায় কম সেই সকল দেশেই উহাদের রপ্তানি হইয়া থাকে। (২) শ্রমশক্তির হিদাবে উৎপাদন-ব্যয় হিদাব না করিয়া টাকার হিদাবে দ্রব্যের প্রান্তিক ও গড় ব্যযের হিসাব করিলেও তুলনামূলক ব্যয়ের নীতির মলকেন্দ্র সঠিক বলিয়া ধরা যায। কারণ, টাকার সাহায্যে হিসাব করিলেও ইহা ভুল নয যে, যে দকল দ্র্ব্যামগ্রী অধিক বায়ে নিজের দেশে উৎপন্ন করিতে হয় আমরা তাহা বিদেশ হইতে আমদানি করার চেষ্টা করি এবং উহার বিনিময়ে আমাদের দেশ হইতে সেই দ্রব্যই রপ্তানি করি যেগুলির উৎপাদন-দেশের পক্ষে এই নীতি যে লাভজনক, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। (৩) ক্লাসিকাল তত্ত্ব ধরিয়া লইতেছে যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য স্থক্ক হইবার পরেও দেশে উপাদান-নিয়োগে পুনবিভাদ সমান থাকে, এবং কোন দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি বা ব্রাদের দরুণ ইউনিট-প্রতি উৎপাদন ব্যয়ে কোনও রূপ পরি-বর্তন হয় না। বাস্তব জীবনে কিন্তু ইহা সত্য নয়, উৎপাদন ব্যয় বাড়িতে কমিতেও পারে। কিন্তু বা তাহাতেও নীতি পারে

প্রতিদানের নিয়ম ও তুলনামূলক বায় পার্থকোর নীতি

হিসাবে তুলনামূলক ব্যযের নীতি তুল বলিয়া প্রমাণিত হয় না।
উভয় দ্রব্যেরই উৎপাদন-ব্যয় বাড়িতে থাকিলে অবশ্য
এমন এক সময় আদিবে যথন ব্যয়-পার্থক্য বিল্প্ত

হইবে, বাণিজ্যে লাভ না থাকায উভয় দ্রব্যের আমদানি-রপ্তানিই বন্ধ হইয়া যাইবে। অর্থাৎ দেই সময়ে তুলনামূলক ব্যয়-পার্থক্য না থাকায় বাণিজ্য চলিবে না। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে বছদ্রব্য লইয়া বাণিজ্য চলে, কাহারও উৎপাদন-ব্যয় বাড়ে বা কাহারও কমে, উপাদানের পূর্ণ নিয়োগ হইয়া গেলে উৎপাদন আর বাড়ান যায় না, উৎপাদন-ব্যয়েও বিশেষ পরিবর্তন আলে না, স্তরাং এক দেশের সহিত অন্ত দেশের বাণিজ্য সর্বদাই চলিতে পারে এবং তুলনামূলক ব্যয়-

পার্থক্যই তাহার কারণ। উৎপাদন-ব্যয়ে হ্রাস বৃদ্ধি ব্যয়-পার্থক্যের পরিমাণে হ্রাস বৃদ্ধি ঘটাইয়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভের পরিমাণ বাডায বা কমায়। (৪) বলা হয় যে, ক্লাদিকাল তত্ত্ব পরিবহন-ব্যয়ের হিদাব করে না, স্নতরাং ইহা সম্পূর্ণ বাস্তব অবস্থাবিচ্যুত ধারণা। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, আলোচনার স্থবিধার জন্মই পরিবহন-ব্যয়ের হিসাব এই পরিবহন ব্যয় ও তত্ত্বের মধ্যে নাই। পরিবহন-ব্যয় ধরিয়া লইলে এই তুলনামূলক ব্যয় পার্থকোর নীতি নীতিকে এইরূপ বলা যায় যে, দ্রব্যের পরিবছন-ব্যয় ছইতে উভয় দেশের উৎপাদন-ব্যয়ের মধ্যে পার্থকটেকু অধিক হইলেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্ভব। অবশ্য পরিবহন-বায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণ ও উহা হইতে লাভের আয়তন কমাইয়া দেয়, ইহা অবশুই

এই ভদ্মেকটি দিক (Certain aspects of this doctrine)

(ক) প্রতিদানের নিয়ম ও তুলনামূলক ব্যয়ের তত্ত্ব (Laws of Returns and the doctrine of comparative costs):

ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীরা সমহার প্রতিদানের নিয়ম ধরিয়া লইয়া এই তত্ত্ব গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। উপরের উদাহরণে আমরা দেখিয়াছি যে, ${f A}$ দেশের উৎপাদকেরা ধানের উৎপাদনে সকল উপকরণ নিযোগ করিতে থাকিবে এবং কাপড়ের উৎপাদন হইতে উপকরণ সরাইয়া আনিতে থাকিবে। অপরপক্ষে, B দেশের উৎপাদকেরা ধানের উৎপাদন হইতে উপকরণ সরাইয়া কাপডের উৎপাদনে

নিয়োগ করিতে থাকিবে। তাহাদের উভয় দ্রব্যের প্রান্তিক সমহার প্রতিদানের নিয়ম ও এই তত্ত

বলা চলে।

ব্যয়ে কোন দেশে কোনব্ধপ পরিবর্তন আসে না, অর্থাৎ সমব্যয়ের নীতি কার্যকরী হইতে থাকিবে। এইরূপ ঘটিলে

ব্যয়ের অমুপাতে প্রথমে যে পার্থক্য ছিল, অর্থাৎ যে পার্থক্যের দক্ষণ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য স্থক হইতে পারিয়াছিল, সেই পার্থকা অনন্তকাল ধরিয়া চলিতে থাকিবে। A দেশ ধানের উৎপাদন ক্রমাগত বাড়াইলে এবং কাপড়ের উৎপাদন ক্রমাগত কমাইলে ব্যয়ের অমুপাতে কোন পার্থক্য আসে না, B-র ক্ষেত্রেও দেইরূপ। উভয় দেশের মধ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসার চলিতেই থাকিবে, কারণ ব্যয়পার্থক্য কথনই মিলাইয়া যাইতেছে না।

কিন্তু এইক্লপ অবস্থা ধরিয়া লওয়া চলে না, ইহা অতি অবাস্তব ব্যাপার।

সাধারণভাবে আমরা মনে করিতে পারি যে, দ্রব্যের উৎপাদন ক্রমাগত বাড়াইলে ক্রমহাসমান প্রতিদানের নিয়ম (Law of Diminishing Returns) দেখা দেয়। অর্থাৎ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসারের ফলে ক্রমাগত A দেশে ধানের প্রান্তিক ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে ও কাপড়ের প্রান্তিক ব্যয় কমিবে; আবার B দেশে কাপডের প্রান্তিক ব্যয় বাড়িবে ও ধানের প্রান্তিক ব্যয় হ্রাস পাইবে। কিছুদিন পরে দেখা যাইবে উভয় দেশেই উভয় দ্রব্যের ব্যয়-পার্থক্যের অনুপাত সংকুচিত হইয়া আদিয়াছে, ক্রমে এই পার্থক্য বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। A দেশে ধানের উৎপাদন ব্যয় বাড়িতেছে, কিছুদিন পরে A দেখিবে আর ধান ক্রমহাসমান প্রতিদানের রপ্তানিতে লাভ (gain) নাই, এদিকে নিজের দেশে কাপড়ের নিয়ম ও এই তত্ত ব্যয় কমিয়াছে, B হইতে আর কাপড় আমদানি না করিয়া (В-তে ব্যয় বাড়িয়াছে) নিজের দেশে কিছু কাপড় উৎপাদন করা-ই স্থবিধাজনক। ঠিক এইক্সপ, B দেশে ধান উৎপাদন কমাইযা দেওয়ায় উহার উৎপাদন-ব্যয় ত্রাস পাইয়াছে, কাপড়ের উৎপাদনব্যয় বাজিয়াছে, A-র সহিত তুলনামূলক ব্যয়-পার্থক্য কমিয়া আদিয়াছে। যতদিন না উভয় দেশে উভয় দ্রব্যের কথন বিশেষায়ণ ব্যয় পার্থক্যের অনুপাত সমান হয়, ততদিন পর্যন্ত আন্তর্জাতিক সম্পূৰ্ণ হ্য না বাণিজ্য চলিতে থাকিবে। কিন্তু উৎপাদনব্যয় বৃদ্ধির নিয়ম কার্যকরী হওয়ায় বিশেষায়ণ সম্পূর্ণ হইতে পারিবে না, ছইটি দ্রব্যই ছই দেশে কিছুটা পরিমাণে অন্তত উৎপন্ন হইতে থাকিবে। *

ক্রমবর্ধমান প্রতিদানের নিয়ম কার্যকরী হইলে, অর্থাৎ প্রান্তিক ব্যয় কমিতে থাকিলে বিষয়টি একটু জটিল হইয়া পড়ে। অনেকে আছেন, যাহারা ক্রমবর্ধমান প্রতিদান ঘটিতেই পারে না বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের মত সম্পূর্ণ মানিয়া লও্যা চলে না। কোন কোন ক্লেত্রে, সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত হইলেও এই নিয়ম কার্যকরী হয় বলিয়া দেখা যায়, এবং সেই সকল ক্লেত্রের আলোচনাও আমরা একেবারে বাদ দিতে পারি না। গ্রাহাম (Graham)

^{*} আরও ছুইটি কারণে বিশেষায়ণ সম্পূর্ণ না হইতে পারে। (ক) যদি ধান বা কাপড়ের মধ্যে কিছু আংশ বিশেষ শুণসম্পন্ন বা অত্যস্ত ভাল ধরনের হয়, তবে বেশি ব্যয় ও দাম থাকিলেও বাহিরের বাজারে উহা কিছুটা বিক্রয় হইতে পারে, তাই দেশের মধ্যে উহার উৎপাদন চলিতে থাকিতে পারে। (থ) শুক্ষ বা বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের সাহায্যে রাষ্ট্র তেমন ত্রব্যের উৎপাদন চালাইতে পারে যাহা সাধারণ অবস্থায় এই নীতি অনুযায়ী উৎপন্ন হইত না। শিশুশিল্প বা জাতির পক্ষে প্রয়োজনীয় শিলের ক্ষেত্রে এইরূপ দেখা যায়।

বলিয়াছেন যে, ক্রমবর্ধমান প্রতিদানের নিয়ম কার্যকরী হইলে ক্লাসিকাল এই ডম্ভ অর্থাৎ তুলনামূলক ব্যয়ের এই নীতি সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ হয়-ক্রমবর্ধমান প্রতিদানের ইহা আর মানিয়া লওয়া চলে না। তিনি গণিতের একটি নিয়ম ও এই তত্ত্ব উদাহরণের সাহায্যে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, ছুইটি দেশের মধ্যে তুলনামূলক ব্যয়ের নীতি অমুযায়ী বাণিজ্য স্থরু হইলে উহার মধ্যে একটি দেশকে হয়তো এমন শিল্পের উৎপাদন ছাড়িয়া দিতে হইল যেখানে ক্রমবর্ধমান প্রতিদান কার্যকরী হইতেছিল এবং উপকরণগুলিকে এমন শিল্পে লইয়া আসিতে হইল যেখানে ক্রমন্ত্রাসমান প্রতিদান ঘটিবে। তাঁহার মতে, ক্রমিপ্রধান দেশগুলিরই এই অবস্থা। যেমন, ভারত যদি তুলনামূলক ব্যয়ের নীতি সম্পূর্ণ মানিয়া চলে, তবে হয়তো তাহাকে ক্রমন্ত্রাসমান প্রতিদান-শীল চা-শিল্পের প্রসার ঘটাইতে হইবে কিন্তু ক্রমবর্ধমান প্রতিদানশীল কোন শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন কমাইতে হইবে। শিল্পপ্রধান দেশগুলির অবস্থা এই বিষয়ে খুবই স্থবিধাজনক— যে সকল শিল্পে ব্যয় হ্রাস পায়, তাহারা সেই শিল্পগুলির প্রতিষ্ঠা বা প্রসার করিতে থাকিবে।

প্রাহামের এই বক্তব্য আমরা মানিয়া লইতে পারি না। দীর্ঘকালে কোন
শিল্পে ক্রমবর্থমান প্রতিদান চলিতে পারে না; কিছুকাল পরেই অবশুস্তাবী নিয়ম
অনুসারে ক্রমন্ত্রাসমান প্রতিদান স্বরু হয়। এই নিয়মের
কিন্তু আমরা পূর্ণ
প্রতিযোগিতা ধরিয়া
লইতে পারি না পূর্ণ প্রতিযোগিতা বিলুপ্ত হয় এবং একচেটিয়া দেখা দেয়।
কোন শিল্পে একচেটিয়া দেখা দিলে উহা নিশ্চয়ই উৎপাদনের
পরিমাণ হ্রাস করিবে এবং দাম বাড়াইয়া রাখিবে, ও সেই দামে চাহিদা অনুযায়ী
যোগান দিতে থাকিবে।

একটি কথা মনে রাখা দরকার। যদি ব্যয়সংকোচের স্থবিধা পাইতেছে এইরূপ কোন শিল্প অর্থাৎ ক্রমন্তাসমান ব্যয়ের অধীন কোন শিল্প বিদেশী প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইয়া পড়ে, প্রতিযোগিতায় হটিয়া বাফ ব্যরসংকোচ গিয়া উৎপাদন কমাইতে বাধ্য হয় ও ফলে উহার ও শুক্ষ ব্যয় বাড়ে, তখন তাহাকে সাময়িকভাবে সংরক্ষণী শুদ্ধ দিয়া রক্ষা করা দরকার। এইরূপ শুদ্ধের সাহায্যে উহাকে বাঁচাইয়া প্রসারের স্থযোগ দিলে নিশ্চয় সে বাহু ব্যয়সংকোচের স্থবিধা কিছুটা লাভ করিতে পারিবে।

আন্তর্জাতিক মূল্যের ডম্ব: বাণিজ্য হার (Theory of International values : The terms of trade) :

আন্তর্জাতিক মূল্যতত্ত্ব ও বাণিজ্যহার (Terms of trade) সম্পর্কীয় আলোচনা করেন জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল এবং তাহার এই আলোচনাকে ক্লাসিকাল তুলনামূলক ব্যয় তত্ত্বের উপসিদ্ধান্ত (Corollary) হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

উভয় দেশে দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন-ব্যয়ের অনুপাতে তুলনামূলক পার্থক্যই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি। যে দেশ যে দ্রব্য অন্ত দেশের তুলনায় কম ব্যয়ে উৎপাদন করিতে পারিবে, সেই দেশ সেই দ্রব্য উৎপাদনে সকল উপাদান নিয়োগ করিবে এবং উৎপন্ন দ্রব্য অন্য দেশে রপ্তানি করিবে: নিজের দেশে অন্ত দেশের ভূলনায় যে দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় বেশি তাহা সে আমদানি করিবে। রপ্তানি দ্রব্যের বিনিময়ে যে হারে সে আমদানি পাইবে, অর্থাৎ বাণিজ্যহার কাহাকে রপ্তানি ও আমদানির বিনিময়ের অনুপাতই হইল বাণিজ্ঞা-বলে হার। তুলনামূলক ব্যয় পার্থক্যের মধ্যে যে কোন বিন্দুতে বাণিজাহার নির্ধারিত হইতে পারে। যেমন, A দেশে ধান ও কাপডের ব্যয়ের অমুপাত হইল 1 ধান: 1 কাপড়, B দেশে উহাদের ব্যয়ের অমুপাত হইল 1 ধান: 1 के কাপড। 1 ইউনিট ধান রপ্তানি করিয়া কি পরিমাণ কাপড আমদানি করা হইল (যেমন, 1_{12}^{1} , 1_{8}^{1} , 1_{4}^{1} , 1_{8}^{1} ইত্যাদি) রপ্তানি ও আমদানির এই অমুপাতকেই বাণিজ্য-হার বলা হয়। এই বাণিজ্যহার হইতেই অন্ত দেশের দ্রব্যের হিসাবে নিজের দ্রব্যের আন্তর্জাতিক বিনিময়-মূল্য বোঝা যায়।

* "It follows that decreasing costs due to internal economies are consistent, in the long run, with free competition. This important fact removes the foundations of Graham's argument, for his theory rests upon the assumption of free competion...It may happen that an industry is already benefiting from external economies, and could obtain increased benefit by a further expansion which is impeded by correction...The vicious circle described by Graham makes its appearance. But the industry could survive, and could obtain further benefits from external economies by expanding, if it were temporarily potented by a tariff." Haberler, International Trade, P. 204-207.

দ্রব্যের আন্তর্জাতিক মূল্য বা বাণিজ্য-হার নির্ভর করে পারস্পরিক শ্চাহিদার শক্তির উপর। A-এর দ্রব্যের জন্ম B-এর চাহিদা যদি B-এর দ্রব্যের জন্ম A-এর চাহিদা হইতে অধিক শক্তিশালী হয় তাহা হইলে বাণিজাহার নির্ভর করে বাণিজ্যহার B-এর প্রতিকূলে যাইবে (রপ্তানি বিনিময়ে পারম্পরিক চাহিদার উপর B দেশ আমদানির পরিমাণ কম পাইবে); এবং A-এর অমুকূলে আসিবে (রপ্তানির বিনিময়ে A দেশ আমদানির পরিমাণ রেশি পাইবে। আবার A-এর দ্রব্যের জন্ম B-এর চাহিদা যদি B-এর দ্রব্যের জন্ম \mathbf{A} -এর চাহিদা হইতে কম শব্দ্বিশালী হয় তাহা হইলে বাণিজ্যহার B-এর অনুকলে আদিবে এবং A-এর অনুকূলে যাইবে। অন্সের দ্রব্যের জন্ম নিজের দেশে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা এবং নিজের দ্রব্যের জন্ম অন্ম দেশে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা— এই দ্বই বিষয়ের উপর বাণিজ্য-হার নির্ভর করে। বাণিজ্য-হার A-এর প্রতিকূলে আসিলে সে 1 ইউনিট ধানের বদলে, ধরা যাউক, 11 ইউনিট কাপড় পাইবে; বাণিজ্যহার A-এর প্রতিকূলে আসিলে সে 1 ইউনিট ধানের কালে. ধরা যাউক, 1 💤 ইউনিট কাপড় পাইবে।

বাণিজ্য-হারকে নিম্নলিখিত সমীকরণের আকারে প্রকাশ করা যায়:

> বাণিজ্য হার = আমদানির দাম রপ্তানির দাম

স্তরাং বাণিজহোর জানিতে হইলে রপ্তানি দ্রব্যের দাম ও আমদানি দ্রব্যের দাম তুল না করা দরকার হয়। ইহা কিন্ধপে করা যায় । কাছাকাছি কোন একটি বংসরকে মূল বংসর ধরিয়া লইয়া রপ্তানি-দামের বাণিজ্যহারের স্চক স্টক ও আমদানি-দামের স্টক তৈয়ার করিতে হয় (Index of export prices and Import prices)। ইহার পরে এই ছুইটিতে প্রতি বংসর কতথানি পরিবর্তন আসিয়াছে তাহার হিসাব করিয়া (আমদানি দামের স্টক÷রপ্তানি-দামের স্টক) একটি তৃতীয়

স্ফচক সংখ্যা গঠন করা হইল। এই তৃতীয় স্ফচক সংখ্যাটির সাহায্যে আমরা জানিতে পারি যে, আমদানির দামস্তরের তুলনায় রপ্তানির দামস্তরে কিরূপ পরিবর্তন হইয়াছে। ইহাকেই বলে বাণিজ্যহারের স্ফচক (Index number of the Terms of the Trade)।

কোন একটি দেশের দিক হইতে দেখিতে গেলে বাণিজ্যহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাণিজ্যহারের কোন বিক্লপ পরিবর্তন বাণিজ্য হইতে দেই দেশের লাভ (gains from trade) কমাইয়া দেয়, ফলে জাতীয় আয়ের পরিমাণ হ্রাস পায়। যেমন, মনে কর, পৃথিবীর বাজারে যদি চা-এর চাছিদা হ্রাস পায় ও দাম কমে, তবে ভারতের দিক হইতে দেখিতে গেলে, পূর্বের পরিমাণ আমদানি আনিতে হুইলে বেশি পরিমাণে চা পাঠাইতে হুইবে। চা-এর বাণিজ্যহারের গুরুত্ব. জাতীয় **আ**য়ের উপর উৎপাদকের আয় হ্রাস পাইবে, এই শিল্পে মজুরি ও মাহিনার হার কমিয়া আসিবে, ফলে অন্তান্ত শিল্পের প্ৰভাব আয়ও কমিয়া যাইবে। অপরপক্ষে, বাণিজ্যহার ভারতের অনুকৃল হইলে আয় ও কর্মসংস্থান স্তর উপরে উঠিবে। বেন্হামের ভাষায় বলিতে গেলে "The real income per head of a country depends mainly on its output per head and partly on its terms of trade."

কয়েকজন ধনবিজ্ঞানীদের মতে (যেমন, Graham) আন্তর্জাতিক মূল্য সম্পর্কীয় এই ক্লাসিকাল তত্ত্ব কেবলমাত্র প্রায় সমশক্তিসম্পন্ন দেশসমূহের পারস্পরিক বাণিজ্যহারের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা চলে। বৃহৎ দেশে এবং সমালোচনা ক্ষুদ্র দেশের মধ্যে বাণিজ্যহার পারস্পরিক চাহিদার ছারা নির্ধারিত হয় না, কারণ ক্ষুদ্র দেশের মোট উৎপাদন বৃহৎ দেশের চাহিদার অতি অক্স অংশ অথবা ক্ষুদ্র দেশের মোট চাহিদাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়াই বৃহৎ দেশ উৎপাদন চালাইয়া যাইতে পারে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ইইতে লাভ (The gains from Foreign Trade):

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে পৃথিবীর সকল দেশ সর্বাপেক্ষা কম ব্যয়ে দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনে নিযুক্ত থাকে, এবং সকল দেশই রপ্তানি স্থারা অপর দেশ হুইতে কম দামে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী আমদানি করে। নিজের দেশে উৎপাদন করিতে ছইলে যে ব্যয় করিতে হইত এবং ফলে যে দাম দিতে হইত, তাহা মোট লাভ নির্ভর করে:

অপেক্ষা অনেক কম দামে সে দ্রব্যসামগ্রী পাইতে পারে।

অপেক্ষা অনেক কম দামে সে দ্রব্যসামগ্রী পাইতে পারে।

বাণিজ্যের মোট স্তরাং ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের অভিমতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণ যত বৃদ্ধি পাইবে, সকল দেশের মোট লাভ তত বাড়িবে। পরিবহন-ব্যয় ও বাণিজ্য-শুদ্ধ হ্রাপের ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে প্রত্যেকটি দেশ স্বতন্ত্রভাবে কিরুপ লাভ করে, অর্থাৎ মোট লাভ কিরুপে বাণিজ্যকারী দেশগুলির মধ্যে বিভক্ত হইয়া যায় ? কোন্ দেশ কি পরিমাণ লাভ করিতে পারিবে তাহা কয়েকটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে।

প্রথমত, ইহা নির্ভর করে ছাই দেশের দ্রব্যোৎপাদনের ব্যযের মধ্যে তুলনামূলক পার্থক্যের পরিমাণের উপর। যদি ছুইটি দেশের তুলনামূলক ব্যয়ের অমুপাতে অধিক পার্থক্য থাকে, তাহা হইলে প্রত্যেকেরই লাভের উৎপাদন বায়ে তলনা-পরিমাণ বেশি হইবার সম্ভাবনা; উৎপাদন-ব্যয় সমূহের মধ্যে মূলক পার্থকে।র পরিমাণের উপর পার্থক্য যত বেশি, আন্তর্জাতিক বাণিঙ্গ্য হইতে লাভও তত অধিক। উৎপাদন ব্যয়ের অমুপাতে এই পার্থক্য নির্ভর করে প্রধানত উভয় দেশে শ্রমিক শ্রেণীর উৎপাদনক্ষমতা ও দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণের উপর ৷ আমাদের আমদানি দ্রব্যগুলির উৎপাদনে নিযুক্ত বিদেশী শ্রমকদের দক্ষতা ও উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি পাইলে আমাদের লাভ অধিক হ'ইতে থাকিবে (কারণ আমরা একই পরিমাণ রপ্তানি করিয়া বিদেশী দ্রব্য বেশি পরিমাণে আমনানি করিতে পারিব); আমাদের রপ্তানি দ্রবাঞ্জনির উৎপাদনে নিযুক্ত দেশীয় শ্রমিকদের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইলে বিদেশ অধিকতর লাভ করিতে পারিবে (কারণ বিদেশ হইতে একই আমদানির বিনিময়ে আমরা অধিকতর দেব্য রপ্তানি করিব)।

দিতীয়ত, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভ নির্ভর করে বাণিজ্য-হারের উপর। যে হারে এক দেশ নিজের রপ্তানি দ্রব্যের পরিবর্তে দিদেশ হইতে

মনে রাখা দরকার বে, জার্মানীর ঐতিহাসিক মতবাদ এই তত্ত্বের বিরোধিতা করিতেন।
 তাঁহাদের মতে বর্তমানে অবাধ বাণিজ্যের খারা সম্পান বৃদ্ধি অপেকা বর্তমানে বাণিজ্য শুক্তের
 খারা দেশের উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়াইরা ভোলা দেশের পক্ষে অধিকত্তর লাভ্রনক ইইতে পারে।

আমদানি দ্রব্য পায়, তাহাকে বাণিজ্যহার বলা হয়। নিজের দেশের কম দ্রব্যের বিনিময়ে অপর দেশের কত অধিক দ্রব্য পাওয়া যায় তাহাই লাভের নির্ধারক।

এই বাণিজ্যহার নির্ভর করে পারস্পরিক চাহিদার উপর। নিজের দ্রব্যের জস্তু অপর দেশের চাহিদার তুলনায় অপর দেশের দ্রব্যের জস্তু নিজের চাহিদা অধিকতর শক্তিশালী হইলে বাণিজ্যহার সেই দেশের প্রতিকূলে যাইবে এবং অপর দেশের অমুকূলে আসিবে। স্থতরাং এই পারস্পরিক চাহিদা নির্ভর করে আমদানি ও রপ্তানির পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতার উপর। যে দেশের রপ্তানির জন্তু বৈদেশিক চাহিদা অন্থিতিস্থাপক হইবে (অর্থাৎ দাম বাড়িলেও চাহিদা বেশি কমিবে না, মোট রেভিনিউ বৃদ্ধি পাইবে) এবং ইহারই সঙ্গে দেশের অভ্যন্তরে বিদেশী আমদানির চাহিদা স্থিতিস্থাপক হইবে (অর্থাৎ দাম বাড়িলে চাহিদা অধিক কমিয়া যাইবে, মোট রেভিনিউ হ্রাস পাইবে), সেই দেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে বেশি লাভ করিতে পারিবে, কারণ বাণিজ্যহার তাহারই অমুকূলে আসিবে।

টাকা হিসাবে বাণিজ্যহারকে অনেক সময় আমদানি-দাম ও রপ্তানি-দামের অনুপাত হিসাবে প্রকাশ করা হয় (Ratio of Import Prices and Export Prices)। রপ্তানি-দামের তুলনায় যদি আমদানি-দাম কমিয়া যায় তবে বাণিজ্যহার অনুস্কলে আসিবে, লাভও অধিক হইবে।

- ভৃতীয়ত, অস্তাস্থ দেশের তুলনায় একটি দেশের আয়তন যত ছোট হইবে, আর্ত্তাইনিক বাণিজ্য হইতে তাহার লাভ তত বেশি হওয়ার সম্ভাবনা।
কারণ, বিদেশী দ্রব্যের জন্ম তাহার চাহিদা খুবই কম এবং দেশের আয়তনের উপর
ফলে বিদেশী দ্রব্যের দামও তাহার চাহিদার দ্বারা বিশেষ শ্রভাবাদ্বিত হয় না। কিন্তু তাহার রপ্তানি-দ্রব্যের জন্ম বিদেশী বৃহৎ রাষ্ট্রের চাহিদার পরিমাণ বেশি এবং ফলে লে অধিক দামে ঐ দ্রব্য বিক্রয়ের স্থবিধা পাইতে পারে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভের এই তত্ত্ব ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের হারা রচিত, প্রধানত রিকার্ডো ও মিল এই তত্ত্বের কাঠামো গঠন করিয়া গিয়াছিলেন। অধ্যাপক হাবারলার এই তত্ত্বের ছুইটি ক্রটির কথা উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাহা দূর করিবার জন্ম উৎপাদন সম্ভাবনার রেখার (production substitution curve) সাহায্য লইয়াছেন। নির্দিষ্ট হাবারলারের নৃত্ন পরিমাণ উপকরণের সাহায্যে ছুইটি দ্রব্যের যে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী পরিমাণ দিমালন উৎপন্ন হইতে পারে, তাহা হইতেই এই উৎপাদন সম্ভাবনার বা রূপান্তরণের রেখা (Transformation Curve) জানা বায়। এই পদ্ধতিতে, তাঁহার মতে, শ্রম-ব্যয়ের তত্ত্ব বাদ দেওয়া চলে, এবং একই সঙ্গে বহু বিভিন্ন সংখ্যক উৎপাদনের উপাদান দেখান চলে। এই বিকল্পতত্ত্ব একটু পরেই বিশদভাবে আলোচিত হইতেছে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভের পরিমাণ পরিমাপ করার উদ্দেশ্যে
মার্শাল ভোগোদৃত্ত তত্ত্বের সাহায্য লইযাছেন। তাঁহার মতে দেশের ক্রেতাগণ
কোন দ্রব্যের জন্ম যে পরিমাণ দাম দিতে প্রস্তাত লাভের পরিমাণ:
(১) ভোগোদ্ভের হারা
অপেক্ষা কম দামে তাঁহারা জিনিসটি পাইবেন; চাহিদার
দর ও বাজার-দরের পার্থক্যই ভোগোদৃত্তরূপে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে একটি
দেশের লাভের পরিমাণ।

টাউসিগ্ বলিয়াছেন, একটি দেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভ পার দেশের মধ্যে বর্ষিত মন্ত্রির হারের স্তরের ও আয়স্তরের মাধ্যমে এবং ইহাদের দারাই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভ পরিমাপ করা যায়। যে দেশ অধিক পরিমাণে রপ্তানি করিতেছে, সেই দেশের রপ্তানি-স্তরের দারা স্বায় উৎপাদনকারী শিল্পে মন্ত্রের চাছিদা বাড়িয়া যাইবে। এবং মুনাফা বৃদ্ধি পাওয়ায় মন্ত্রির হার বৃদ্ধি পাইবে। রপ্তানি-শিল্পে বর্ষিত মন্ত্রির হার (প্রতিযোগিতার দর্মণ) দেশের অন্তান্ত শিক্পে মন্ত্রির হার বাড়াইয়া দিবে, ফলে দেশে সাধারণ আয়ন্তর বৃদ্ধি

আধুনিক ধনবিজ্ঞানীগণ গুণক তত্ত্বের (Concept of Multiplier) সাহাব্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হুইতে লাভের পরিমাণ পরিমাপ করেন। রপ্তানি-বৃদ্ধির কল দেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলের স্থায়, ইহার ফলে দেশে নৃতন আয় স্থাষ্ট হয়, ভোগ্যদ্রব্যের ও মৃলধনী দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং দেশে আরও বেশি পরিমাণ কর্মসংস্থান, নৃতন আয়, নৃতন বিনিরোগের ধার। প্রসারিত হুইডে

পাকে। কিন্তু নৃতন আয় স্থাষ্ট বা আয়ন্তরে বৃদ্ধির ফলে প্রান্তিক আমদানি প্রবণতা

(Marginal propensity of Import) বাড়িয়া যায়,
(৩) বৈদেশিক বাণিজ্যের আমদানির পরিমাণও বৃদ্ধি হয়। এই আমদানির পরিমাণে

বৃদ্ধি অপর দেশের আয়ন্তরে বৃদ্ধি ঘটাইলে তাহাদের আমদানি বাড়িতে পারে এবং ফলে প্রথম দেশের রপ্তানি বৃদ্ধি হইতে পারে। আমদানিপ্রবণতার বৃদ্ধি ছিন্তর্নপে (leakage) কাজ করে এবং গুণকের পরিমাণ ক্রমাইয়া দেয়, দেশের আয়ন্তর ও কর্মসংস্থানে পূর্ণমাত্রায় প্রসার ঘটিতে দেয় না।
কোন নির্দিষ্ঠ সময়ের মধ্যে, আন্তর্জ তিক বাণিজ্যের প্রভাবের ফলে জাতীয়

আয়ের হাস বা বৃদ্ধি পরিমাপ করা যায় বৈদেশিক বাণিজ্যের গুণকের সাহায্যে (Foreign Trade Multiplier)।

ৰিকল্প বিশ্লেষণ পদ্ধতি (An Alternative method of analysis):

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্কে ক্লাসিকাল তত্ত্ব প্রধানত রিকার্ডোর হাতে গড়িয়া উঠিয়াছিল। শ্রমশক্তিকে একমাত্র ব্যয় হিসাবে গণ্য করিয়া উহার ভিজিতে তিনি এই তত্ত্ব রচনা করিয়াছিলেন। মিল্ এই তত্ত্বকে অগ্রসর করাইয়াছিলেন পারস্পরিক চাহিদার নীতির (Doctrine of Reciprocal demand) সাহায্যে। তাঁহাদের সম্মুথে প্রধান প্রশ্ন ছিল: (১) একটি দেশ কোন্ দ্রব্যগুলিকে ক্রয় করিবে এবং কোন্গুলিকে বিক্রয় করিবে? (২) কি হারে এই বিনিময় চলিতে থাকিবে, অর্থাৎ আমদানি ও রপ্তানির মধ্যে বাণিজ্য হার কি হইবে? এই দ্বিতীয় প্রশ্নটিকে একটু ভিন্নভাবে উপস্থিত করা চলে, তাহা হইল আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভ কতটা হয় এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যে এই মোট লাভ কিন্ধপে বন্টিত হইয়া য়ায়? ইহাদের সম্পর্কে আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি।

অধ্যাপক হাবারলার (Haberler) প্রমুখ ধনবিজ্ঞানীরা এই তত্ত্বকে আর এক স্তর আগাইয়া দিয়াছেন। তিনি এক ধরনের উৎপাদন-পরিবর্ততার রেখা (ptoduction substitution curve) প্রয়োগ করিয়াছেন। হাবারলারের উৎপাদন দেশে উৎপাদনের উপাদান ছির ধরিয়া লইয়া সম্ভাবনার রেখা উহাদের সাহায্যে ছুইটি দ্রব্যের সম্ভাব্য বিভিন্ন সন্মিদন কি ভাবে উৎপাদন করা যায়—তাহা দেখান এই রেখার উদ্দেশ্য। এই রেখাটিকে এমন ভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে যে ইহার যে কোন বিন্দুর ঢাল (slope) উভয় দ্রব্যের প্রান্তিক ব্যয়ের অমুপাতের সমান । অধ্যাপক হাবারলাল দেখাইয়াছেন যে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভ পরিমাপ করিতে না পারিলেও, ইহা কিরূপে স্টেই হইতেছে তাহা এই উৎপাদনপরিবর্ততার রেখার সাহায্যে দেখান যায় । পরবর্তীকালে অধ্যাপক লিয়নটিয়েফ্ (Leontieff) এই উৎপাদনসম্ভাবনার রেখার সহিত নিরপেক্ষ রেখা পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া এই তত্ত্বকে আরও সম্পাষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন।

এই উৎপাদন-সম্ভাবনার রেখা বা রূপান্তরণ রেখা (Transformation curve) কাহাকে বলে? প্রথমে একটি তালিকার (schedule) রূপে আমরা ইহা আলোচনা করিতে পারি। মনে কর, কোন দেশে নির্দিষ্ট পরিমাণ উপকরণ যেমন, শ্রম বা মূলধন আছে: ইহার সাহায্যে হয় ধান অথবা কাপড় অথবা উভয়ের দ্রবেরেই কিছু পরিমাণ উৎপাদন করা চলে। সেই উপকরণগুলিকে সম্পূর্ণ ধানের উৎপাদনে নিয়োগ করিলে অনেকখানি ধান পাওয়া যায়, আবার উহাদের (যস্তের সাহায্য লইয়া) সম্পূর্ণ কাপড়ের উৎপাদনে নিয়োগ করিলে অনেকটা কাপড় তৈয়ার হইতে পারে। অথবা সেই উপকরণগুলির সাহায্যে ছইটি দ্রব্যই

কপাস্তরণ বেথা কাহাকে বলে

দ্রব্যকে অপর দ্রব্যটিতে রূপান্তরিত করা চলে শারীরিকভাবে নয়। একের উৎপাদন হইতে উপকরণ অপশারণ করিয়া

কিছু পরিমাণে উৎপাদন করা যায়। ইহাদের কোন একটি

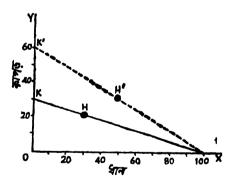
অপরের উৎপাদনে নিয়োগ কর। সম্ভব, অর্থাৎ একটির উৎপাদন কমাইয়া অপরটির উৎপাদন বাড়ান চলে। যেমন ধরা যাউক, ভারতবর্ষে ধানকে সর্বদা কাপড়ে রূপান্তরিত করা যায় 10:3 এই নির্দিষ্ট অমুপাতে। ইহার অর্থ হইল 10 ইউনিট ধান ছাড়িয়া দিলে তবেই 3 ইউনিট কাপড় তৈয়ার করা চলে। আমরা আরপ্ত ধরিয়া লইতেছি যে, সকল উপকরণ ধানের উৎপাদনে নিয়োগ করিলে 100 ইউনিট ধান এবং 0 ইউনিট কাপড় উৎপন্ন হয়। তাহা হইলে (অর্থাৎ ইহাদের রূপান্তরণের অমুপাত 10:3 হইলে) ভারতে 90 ধান:3 কাপড়, 80 ধান:6 কাপড়, 0 ধান:30 কাপড়— প্রভৃতি উৎপন্ন হইতে পারে। ইহাই উৎপাদন-সম্ভাবনার বা রূপান্তরণের তালিকা, নিচে ইহা দেখান হইয়াছে।

^{*} এই তালিকা, রেণাচিত্র Samuelson-এর Economics গ্রন্থটি হইতে লওরা হইয়াছে। অনুসন্ধিৎস্থ ছাত্রেরা Haberler-এর International Trade-এর Chapter XII, এবং Kindelberger-এর International Economics-এর Chapter V-ও দেখিতে পারেন।

অর্থ তত্ত্ব

ধান	কাপড়
100	0
90	3
80	6
70	9
60	12
50	15
40	18
30	21
20	24
10	27
0	30
	100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

এই তালিকাটিকে রেখাচিত্রে প্রকাশ করিলে আমরা উৎপাদন সম্ভাবনার বা রূপাস্তরণের রেখা পাইতে পারি। নিচের চিত্রে, X অক্ষে ধান উৎপাদনের



পরিমাণ এবং Y অক্ষে কাপড় উৎপাদনের পরিমাণ আমর। পরিমাপ করিতে পারি। AK হইল উৎপাদন সম্ভাবনার রেখা। ধান ও কাপড়ের ব্যরের অমুপাত নির্দিষ্ট, ধরা হইয়াছে বলিয়া ইহা সরলরেখার আকার লইয়াছে। (ক্রমন্ত্রাসমান বা ক্রমবর্থমান ব্যয় ঘটিলে উহার আক্রতি ভিন্নরূপ হইবে, তাহা পরে আলোচিত হইবে)। আলোচনার স্থবিধার জন্ত উভয়ের ব্যরের অমুপাতে নির্দিষ্টতা ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। এই রেখার মধ্যে ভারতবর্ষ ঠিক

এই অবস্থায় যদি কাপড়ের উৎপাদনে কোন নূতন যন্ত্রপাতির বা পদ্ধতির আবিষ্কার হয়, তবে উহার ফলাফল কি হইবে ? মনে কর, যে উপকরণে 10 ইউনিট ধান হয় তাহাতে 3 ইউনিট কাপড় উৎপন্ন না হইয়া এখন 6 ইউনিট কাপড় তৈয়ার হইতে পারে, তবে উৎপাদন-সম্ভাবনার রেখা উপরে উঠিয়া যায়। উপরের চিত্রে AK রেখা দারা ইহা দেখান হইতেছে। এই আবিষ্কারের ফলে ভারতবর্ষ H বিন্দু হইতে H বিন্দুতে উঠিতে পারে, উহাতে দুইটি দ্রব্যই সে পরিমাণে বেশি পাইতেছে।

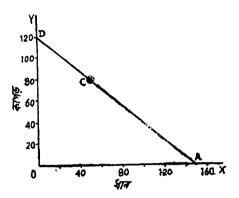
এতক্ষণ আমরা ভারতের কথা আলোচনা করিয়াছি, এখন ইংলগ্ডের কথা আলোচনা করা দরকার। ইংলগ্ডে শ্রমিক বেশি অথচ জমি কম, তাই দেশে ধান ও কাপড়ের ব্যয় অন্থপাত পৃথক। এদেশে তুলনামূলকভাবে ধানের উৎপাদন ব্যয় বেশি, কিন্তু কাপড়ের উৎপাদন ব্যয় কম। তাই, আমরা মনে করিতে পারি বে, ইংলগ্ডে প্রতি 10 ইউনিট ধান তৈয়ারীর উপকরণ দিয়া ৪ ইউনিট কাপড় তৈয়ার করা বায়। ইহাই ইংলগ্ডের উৎপাদন-সম্ভাবনার বা ক্লপাস্তরণের অনুপাত। ভারতের স্থায় ইংলগ্ডেরও এইক্লপ একটি ক্লপাস্তরণের তালিকা আছে, বেমন:

সম্ভাবনা	ধান	কাপড়
A	150	0
В	100	40
\mathbf{c}	50	80
D	0	120

10:8 নির্দিষ্ট অমুপাতের হারে ইংলণ্ডের এই উৎপাদন সম্ভাবনার তালিকা

* কেন ভারতবর্ধ ঠিক 30 ইউনিট ও 21 ইউনিট কাপড় উৎপাদন করিতেছে ? এই প্রশ্ন প্রথানে আলোচা নর। তবুও সংক্ষেপে বলিরা রাখা দরকার। পরিক্তিত অর্থ নৈতিক কাঠা মোতে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন পরিক্তনা কমিশন; কিন্ত প্রতিযোগিতামূলক অর্থ নৈতিক কাঠামোতে ইহা নির্ধির করে এই তব্যগুলির যোগান, চাহিদা এবং দামের উপর। আনির দ্রিত দাম-ব্যবহাই বিভিন্ন দ্রোগংপাদনে দেশের উপকরণগুলির নিরোগ-বিক্তাস নির্ধারণ করে।

বা রূপান্তরণের তালিকাকে আমরা রেখাচিত্রের সাহায্যে প্রকাশ করিতে পারি।
নিচে ইংলণ্ডের ক্ষেত্রে এই রেখা দেখান হইয়াছে। এই চিত্র হইতে আমরা



আরও দেখিতে পাইতেছি যে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য স্থক্ক হওয়ার পূর্বে ইংলগু 50 ধান ও 80 কাপড় উৎপাদনে তাহার সকল উপকরণ নিয়োজিত রাখিয়াছে।

এই অবস্থায় মনে কর উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্য স্থার হইবে। কি হারে ধান ও কাপড় পরস্পারের মধ্যে বিনিময় হইতে পারে । ভারত রপ্তানি করিবে ধান এবং ইংলগু রপ্তানি করিবে কাপড় ইহা বোঝা যাইতেছে। 10:3 ও 10:8-এর মধ্যে 10:5; 10:7 প্রভৃতির যে কোন একটি হার স্থির হইবে, ইহাও আমরা স্পষ্ট বৃঝিতে পারিডেছি। যে হারে এই বিনিময় ঘটিবে তাহাই বাণিজ্যহার (Terms of Trade), বা দামের অন্থপাত (price ratio)। একটু চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, উভয় দেশের নির্দিষ্ট ব্যয়াম্বপাতের

বাহিরের দিকে (10:3% 10:8-এর বাহিরে) কোন বাণিজা হল হইবার বাণিজ্যহার থাকিতে পারে না। যেমন, 10:1 বা সম্ভাবনা কোথায় 10:12 এই ছুইটি অমুপাত লইয়া দেখা যাউক। ভারত

যদি নিজের দেশে ধান উৎপাদন না করিয়া সেই উপকরণ কাপড় উৎপাদনে নিয়োগ করে, তবে দে 3 ইউনিট কাপড় পায়, বিদেশ হইতে দে কেন ধানের বিনিময়ে 1 ইউনিট নিতে রাজি হইবে ? শুধু তাহাই নহে। যদি 10:1 অমুপাত জোর করিয়া চাপান যায় তবে ভারত কেবদ কাপড় উৎপাদনে উপকরণসমূহ নিয়োগ করিবে, ধানের উৎপাদন ছাড়িয়া দিবে। ইহার কারণ কি ? ভারত নিজের দেশে 1 ইউনিট কাপড়ের বদদে 10/3 অর্থাৎ 3:33

ইউনিট ধান উৎপাদন করিতে পারে, কিন্তু বাহির হইতে সে যদি 10 ইউনিট ধান পায় তবে কেন নিজের দেশে ধান উৎপাদন করিবে ?

এইবার ইংলণ্ডের দিকটি আলোচনা করা যাউক। যদি বিনিময়ের অনুপাত 10:1 রাখা হয়, তবে দে-ও কাপড় বিক্রয় করিয়া ধান কিনিতে চাহিবে। নিজের দেশে ইংলণ্ড এক ইউনিট কাপড়ের বিনিময়ে 10/8 অর্থাৎ 1.25 ইউনিট ধান পায়।

বিনিময় করিলে 1 ইউনিটের বদলে সে 10 ইউনিট ধান ব্যয় পার্থকো অনুপাতের শুরুত্ব বিক্রয় করিতে চায় এবং সেই উদ্দেশ্যে ধানের উৎপাদন হইতে

সকল উপকরণ সরাইয়া আনিয়া কাপড়ের উৎপাদনে নিয়োগ করে, তবে উভয়ের
মধ্যে বাণিজ্য চলিতে পারে না। এইরূপে আমরা দেখিতে পারি যে, উভয়্ন
প্রব্যের বাণিজ্য-হার 10:8-এর উপরেও উঠিতে পারে না, যেমন 10:12
হয় না, কারণ তাহা হইলে উভয়েই কেবলমাত্র ধান উৎপাদন স্বর্ফ করিবে, কেহ
কাপড উৎপাদন করিবে না।

স্তরাং এইরূপে আমরা এই সিদ্ধান্তে নিশ্চয় পোঁছিতে পারি যে 10:3 এবং 10:8 এই ছুইটি চরম-সীমার মধ্যবর্তী কোন অমুপাতে যেমন 10:6 ছারে উভয় দ্রব্যের বিনিময় হইতে থাকিবে। উভয় দেশই নিজ নিজ তুলনা-মূলক স্থবিধা অমুযায়ী বাণিজ্য করিবে, ভারত ধান উৎপাদনে বৈশিষ্ট্য লাভ করিবে এবং ইংলও কাপড় উৎপাদনে বিশেষত্ব লাভ করিবে। উভয় দেশই

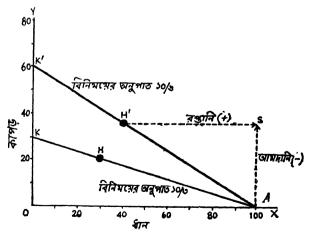
কেন বাণিজ্যে ছই দেশেরই বেশি লাভ হুইবে পূর্বাপেক্ষা উন্নততর জীবনযাত্রার মান লাভ করিবে। ভারত নিজের দেশে 10 ইউনিট ধানকে 3 ইউনিট কাপড়ে ক্মপান্তরিত করিতে পারে, কিন্ত বাণিজ্যের ফলে দে একই পরিমাণ ধানকে 6 ইউনিট কাপড়ে ক্মপান্তরিত করিতেছে।

ইংলও নিজের দেশে ৪ ইউনিট কাপড়কে 10 ইউনিট ধানে রূপান্তরিত করিতে পারে; কিন্তু বাণিজ্যের ফলে সে 6 ইউনিট কাপড়কেই 10 ইউনিট ধানে পরিণত করিতে পারিতেছে। উভয় দেশের উপকরণসমূহ তুলনামূলকভাবে দক্ষতর ক্লেত্রে নিমৃক্ত হইতেছে। তাহাদের উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি পাইতেছে। বাণিজ্যের ফলে তাই সম-পরিমাণ উপকরণের সাহায্যে উভয় দ্রব্যই বেশি পরিমাণে পাওয়া যাইতেছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে তাই পরোক্ষ উৎপাদন (indirect production) বলা চলে।

ঠিক কোন বিন্দুতে, উভয় দেশের উৎপাদন-ব্যয়ের অমূপাতের অন্তবর্তী

কোন স্তরে বাণিজ্যহার স্থির হটবে? সাধারণ বৃদ্ধিতে আমাদের প্রথমেই মনে হইতে পারে যে, বাণিজ্যহার 10:5} হইবে, অর্থাৎ উভয়ের পার্থক্যের ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় ইহা স্থাপিত হইবে, মোট পার্থক্য সমানভাবে ভাগ করিয়া উভয়ে সমান লাভ করিতে থাকিবে। ইহা কিন্তু সত্য নয়। জন্ ষ্টু য়ার্ট মিল দেখাইয়াছেন যে, ছুইটি ব্যয়ের অনুপাতের মধ্যে ভারসামোর বাণিজা-বাণিজ্যহার নির্দিষ্ট হইবে ওই দ্রব্য ছুইটির প্রত্যেকটির হার**ঃ পারম্পরিক** যোগান ও চাহিদার ঘাতপ্রতিঘাতে। ইহাকেই তিনি নাম চাহিদার তত্ত্ব দিয়াছেন পারস্পরিক চাহিদার তত্ত্ব (Theory of Reciprocal Demand)। সমগ্র পৃথিবীময় সেই দ্রব্যটির চাহিদা ও যোগানের পারস্পরিক চাপে এমন স্তরে এই বাণিজ্যহার নির্ধারিত হইবে যেখানে দ্রব্য ছইটির চাহিদা ও যোগান ভারদাম্যে পৌছিষাছে। এই ভারসাম্যের অবস্থা হইতে বিচ্যুতি আসিতে পারে, যদি (ক) লোকের রুচি ও পছন্দ, এবং (খ) যন্ত্র কৌশল প্রভৃতিতে কোনক্রপ পরিবর্তন আসে।

এই 10:6 অমুপাতের বাণিজ্যহারের প্রভাবে উভয় দেশের উৎপাদন-সম্ভাবনার রেখা বা রূপান্তরণের রেখা পরিবর্তিত হয়, তাহা আমরা সহজেই বৃঝিতে পারিতেছি। যেমন, ভারতের ক্লেত্রে ইহার আঞ্চতি কিক্সপ হয়, আমরা তাহা নিচের চিত্রে দেখিতেছি।



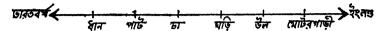
আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পূর্বে ভারতের উৎপাদন-সম্ভাবনার রেখা ছিল এ০: 3 বিনিময়ের অমুপাত অমুযায়ী AK রেখা। বাণিজ্যের পরে, যথন 10:6 বিনিময়ের অনুপাত নির্দিষ্ট হইল তথন তাহার এই ক্পপান্তরণ রেখাটি উধ্বের্ব উঠিয়াছে। ইহা হইল AK'. ঠিক যেক্সপ কোন আবিদ্ধার বা যন্ত্রকোশলের উন্নতি ঘটিলে ক্পপান্তরণ রেখা উপরে উঠে, এই ক্ষেত্রেও সেইক্সপ ঘটিয়াছে। ভারত পূর্বাপেক্ষা উন্নত ন্তরে উন্নীত হইয়াছে। এই AK'রেখার কোন বিন্দৃতে সে স্থইটি দ্রব্যের উৎপাদন করিতে থাকিবে, অর্থাৎ তাহার উপকরণবিস্থাস কি হইবে, তাহা নির্ভর করিবে দেশের মধ্যে দামব্যবস্থার উপরে। আন্তর্জাতিক

উৎপাদন ও ভোগ-সম্ভাবনার উপর বাণিজ্যের ফলাফল কিব্দুপ ? বাণিজ্যের ফলে দেশের মধ্যে দ্রব্যের ও উপকরণের দামে পরিবর্তন আসিবে, ধরা যাউক সে তাহার নূতন রেথার H'বিন্দৃতে উৎপাদন ও ভোগ করিতে থাকে। এই রেথাটিকে ভোগ-সম্ভাবনার রেথা বিলিয়াও গণ্য করা চলে, ইহার H' বিন্দৃতে ভারত 40 ইউনিট ধান এবং 36 ইউনিট

কাপড় ভোগ করিতে থাকিবে। ভাঙা রেখা-ছুইটির সাহাম্যে ভারতের রপ্তানি (+) এবং আমদানি (-) দেখান হইতেছে। এইরূপে ইংলণ্ডের ক্বেত্রে দেখান চলে যে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে তাহার ভোগ ও উৎপাদন বাড়িয়া গিয়াছে। বাণিজ্যের ফলে ছুইটি দেশেরই উৎপাদন ও ভোগের পরিমাণ বাড়িয়া যাওয়া—ইহা কোন ম্যাজিকের ফল নয়, বিশেষায়ণের ফলে উভয় দ্রব্যের উৎপাদনই বাড়িয়া গিয়াছে।

যদি একাধিক দ্রব্য থাকে, তবে অবস্থা কিন্ধপ দাঁড়ায়, তাহা আলোচনার সময় এখন আসিয়াছে। এই তত্ত্বের মূল সিদ্ধান্ত তাহাতে কিছু পাণ্টায় না, এমন কি খুঁটিনাটিতে অল্প কিছু পরিবর্তন আনাও বিশেষ শক্ত হাবারলার বলিয়াছেন নয়। এতক্ষণ আমরা ধরিয়া লইয়াছি যে, ধান ও কাপড় যে, এই ছুইটি দ্রব্যেরই উৎপাদন, ভোগ ও বাণিজ্য চলিতেছে। কিন্তু বান্তব জগতে ধান ছাড়া গম, পাট, আথ প্রভৃতি ক্ষমিজাত দ্রব্যের কোন অভাব নাই, আর বহু প্রকারের কাপড় ও বহু প্রকার শিল্পজাত দ্রব্যেও আছে। এত বেশি দ্রব্যসামগ্রী থাকা সন্ত্বেও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লাভ কমিবে না, বরং বৃদ্ধি পাইবে। এই প্রসঙ্গে হাবার্লার্ (Haberler) দেখাইয়াছেন যে, যথন স্থুইটি দেশে সমহার ব্যয়ের নীভিতে অনেক দ্রব্য উৎপত্ন করা যায়, তখন উহাদের আপেক্ষিক স্থবিধা বা তুলনামূলক ব্যয় অসুযায়ী নিদিষ্ট স্তরক্রমে সাজান চলে।

থেমন. আমাদের তুলনামূলক স্থবিধার গুরক্রম অনুসারে আমর। নিচের জিনিসগুলিকে সাজাইয়া রাথিয়াছিঃ



এই স্তর অমুসারে আমরা দেখিতে পাই যে, কোন্ কোন্ দ্রব্যের ব্যক্ষ
তুসনামূলকভাবে সবচেয়ে কম ভারতে ধানের ব্যয় সবচেয়ে কম, তাহার পর
পাট ইংলণ্ডের তুলনামূলক স্থবিধা হইল মোটর গাড়িতে সবচেয়ে বেশি,
ভাহার পরে উল, তাহার পরে ঘড়ি, এইরূপ। এই অবস্থায় একটি বিষয় আমরা
সঠিক বলিতে পারি, বাণিজ্যের ফলে ভারতে ধান উৎপন্ন হইবেই এবং ইংলণ্ডে

ছুইটি দ্রব্যের বেশি থাকিলেও এই তত্ত্ব মূলত সঠিক

মোটর গাড়ি প্রস্তুত হইবেই, কারণ ইহাতে তাহারা প্রত্যেকে
দক্ষতম। কিন্তু কোন্ কোন্ দ্রব্য রপ্তানি ও আমদানি
হইবে তাহার সীমানারেথা (dividing line) কোথায়
প্রভিবে গ পাট ও চা-এর মধ্যে গ অথবা ভাবত চা পর্যন্ত

উৎপাদন করিবে এবং ঘড়ি হইতে ডান দিকের দ্রব্যগুলি ইংলণ্ডের হাতে ছাড়িয়া দিবে ? আবার এই দীমানারেখা ছ্ইটি দ্রব্যের মধ্য দিয়া না গিয়া একটি দ্রব্যের উপর দিয়া চলিয়া যাইতে পারে; সেই অবস্থার দেই দ্রব্যটি ছ্ইটি দেশেই কিছু কিছু উৎপাদন হইতে থাকিবে। এই অবস্থায় কি ঘটিতে পারে ?

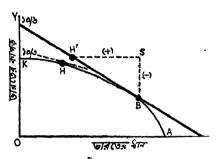
ইহা প্রধানত নির্ভর করে বিভিন্ন দ্রব্যেব আন্তর্জাতিক চাহিদার তুলনামূলক শক্তির উপর। অর্থাৎ চাহিদা ও যোগানের পারস্পরিক চাপ অনুযায়ী এই দীমারেখার দঞ্চার-পথ নির্ধারিত হইবে। ধান ও পাট এর জন্ম আন্তর্জাতিক চাহিদা বাড়িযা গেলে ভারতের অনুকূলে বাণিজ্যহার দরিয়া আদিয়া আমাদের এমন দমৃদ্ধিশালী করিযা তুলিতে পারে যে, আমরা দকল উপকরণ উহাতে নিযুক্ত করিযা চা উৎপাদন ত্যাগ করিতেও পারি; উহার উৎপাদন আর ততটা লাভজনক না-ও থাকিতে পারে। আবার রাজস্থানেব মক্ষভূমিতে দহজে চা তৈয়ারী করা যায় এইরূপ কোন আবিষ্কার হইলে বিভিন্ন দ্রব্যের তুলনামূলক স্থবিধার স্তর্জম সম্পূর্ণ নৃতনভাবে পরিবর্তিত হইয়া যাইতে পারে এবং বিশেষায়ণ ও বাণিজ্যের ধরন বদলাইয়া যাইতে পারে।*

^{* &}quot;So long as our assumptions continue to cover only the cost-data, we cannot determine the exact position of this dividing line. We can say only that it must be drawn in such a manner that country I enjoys a comparative advantage in every commodity it exports relatively to every commodity it imports. If we wish to determine its exact position—whether between B and C or between C and D and so on—we must introduce the further condition that the credit side and the debit side of the balance of payments must be equal." Haberler, International. Trade, P. 137.

সংখ্যায় ছইটি দেশের বেশি থাকিলেও এই তত্ত্বটির মূলকথা অপরিবর্তিত থাকে। কোন বিশেষ দেশের দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী তাকাইয়া দেখিলে নিজের বাহিরে অস্থান্ত সকল দেশকে এক শ্রেণীভূক্ত করিয়া ছইটি দেশের বেশি "পৃথিবীর অবশিষ্ট অংশ" (rest of the world) বলিয়। গণ্য করিতে হয়। রাষ্ট্রের সীমানারেখার সহিত বাণিজ্যের স্ববিধার কোনরূপ যোগস্থে নাই। এই তত্ত্ব সর্বত্ত প্রযোজ্য, বিভিন্ন দেশের মধ্যে অথবা একই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে।

এতক্ষণ আমরা ধরিয়া লইয়াছি যে, উৎপাদন বাড়িলে বা কমিলে উভয় দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় সমান থাকে। তাই ক্সপান্তরণরেখা সরল রেখার ক্রপ লয়। কিন্তু বাস্তবে দকল শিল্পেই উৎপাদন বাড়াইতে গেলে বায় বাড়ে; এই রেখাটি তাই উৎস বিন্দুর দিকে অবতল (concave to the origin)। সাধারণভাবে ইংলণ্ড অপেক্ষা ভারতবর্ষ ধান উৎপাদনে অনেক বেশি যোগ্য হইলেও, ভারতে ধানের উৎপাদন বাড়িলে এমন একটা স্তর আসে যখন উৎপাদন আর একটু বাডাইবার চেষ্টা করিতে থাকিলে ব্যয় বৃদ্ধি পায। ভারতে প্রতিযোগিতার দরুন ইংলণ্ডে ধানের দাম কমিয়া গিয়াছে বটে; কিন্তু তবুও কোন ক্রমহ্রাসমান প্রতিদান কোন অতিরিক্ত উর্বর জমিথও আছে যেখানে কিছু কিছু ধান ও উৎপাদন বায়ে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঠিক এইরূপ ইংলণ্ডে কাপড়ের বুদ্ধিব ফলাফল উৎপাদন ব্যয় বাডে বলিয়া ভারতেও কোন কে'ন দক্ষতর কলকারখানায় কাপড়ের উৎপাদন কিছু কিছু চলিতে থাকে। স্থতরাং, ক্রমন্ত্রাসমান প্রতিদানের নিয়ম বা ক্রমবর্ধমান ব্যয়েব নীতি কার্যকরী হয় বলিয়া বিশেষায়ণের ধারা সম্পূর্ণ হইতে পারে না; উভয় দ্রব্যেরই কিছু কিছু পরিমাণ উভয় দেশে উৎপাদন হইতে থাকে। পরপৃষ্ঠার চিত্রে ইহা দেখা যাইতেছে।

 অনুপাত (10 : 3) উহাদের ব্যয়ের অনুপাতের সমান ; H বিন্দুতে AK রেখার । ঢাল ইহা প্রকাশ করিতেছে।



বাণিজ্যের পরে, উভয় দেশের সাধারণ বাণিজ্যহার দাঁড়াইল 10:6; এই অবস্থায় ভারতের উৎপাদন B বিন্দুতে সরিয়া আদে। কাপড়ের উৎপাদন কিম্মা আদে, কিন্তু একেবারে বন্ধ হয় না, নৃতন উৎপাদন বিন্দু B-তে পেঁছায়। প্রভিষোগিতার দরুন ঐখানে রেখাটির চাল হইল 10:6, অর্থাৎ অল্প কিছু ধান উৎপাদনের জন্ম কিছুটা কাপড়ের ব্যয় এবং এই ছইটি দ্রব্যের আন্তর্জাতিক দামের অনুপাত সমান। B বিন্দুতে এবং একমাত্র ঐ বিন্দুতেই ভারতের জাতীয় উৎপাদনের মূল্য (10:6 দাম অনুপাতের হিসাবে) সর্বাধিক। সরল রেখাটি হইল ভারতের নৃতন ভোগ-সম্ভাবনার রেখা, বাণিজ্যের ফলে ভারত যাহা পাইয়াছে। যোগান ও চাহিদার ঘাত-প্রতিঘাতে ভোগের এই স্তর নির্ধারিত হয়, H'বিন্দুতে উহা প্রকাশ পাইতেছে। পূর্বের স্থায়, ভাঙা রেখাগুলি রম্ভানি (+) এবং আমদানি (-) নির্দেশ করিতেছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভও হইতেছে, তবে ক্রমন্থাসমান প্রতিদান ও ব্যয়বৃদ্ধির দরুন লাভ ততটা বেশি নয়, বিশেষায়ণও ততদুর প্রশারিত হয় নাই। ভারসামোর বিন্দুতে উভয় দেশে উভয় দ্রব্যের প্রান্তিক উৎপাদনব্যয় দ্রব্য ছুইটির বাণিজ্য-হারের, অর্থাৎ 10:6-এর সমান।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য শুরু হওয়ার পরে ইংলণ্ডের উপকরণ ধান হইতে সরিয়া

গিয়া কাপড়ের উৎপাদনে নিযুক্ত হইতে থাকে। এই ধরনের
উপকরণ আদানপ্রদানের উৎপাদনে জমির দরকার কম কিন্তু শ্রমিকের দরকার বেশি,
পরিবর্তে এব্যের
আদান প্রদান
ফলে ইংলণ্ডের সীমাবদ্ধ জমির উপর জনসংখ্যার চাপ
অনেকটা ব্রাস পায়। জমির জন্ম অতিরিক্ত চাহিদা ক্ষে,
মন্ত্রির তুলনায় তাই থাজনা ব্রাস পায়। অপরদিকে, ভারতে বিপরীত ধরনের

প্রভাব কার্যকরী হয়, ধানের উৎপাদন বাড়াইবার জন্ম জমির উপর চাপ বাড়ে, মজুরির তুলনায় খাজনা বৃদ্ধি পায়।

উভয় ক্ষেত্রেই দ্রব্যের অবাধ আদানপ্রদান বা বাণিজ্যের ফল হইল অনেকটা বিভিন্ন দেশের মধ্যে অবাধে উপকরণগুলির যাতায়াতের সনান। ঠিক যেমন, ইংলও হইতে ভারতে লোক চলিয়া আসিলে এথানকার শ্রমের ছম্প্রাপ্যতা কমিত, খাজনার তুলনায মজুরির হার হ্রাস পাইত, দ্রব্য আদান প্রদানের ফলেও তাহাই ঘটিতেছে। এইব্লপে উভয দেশেই অতি স্প্রাপ্য (superabundant) উপকরণের সহজলভ্যতা দূর হয় এবং ছ্মপ্রাপ্য উপকরণের ছ্বল ভতার লাঘব ঘটে। ইহাই হেক্সার-ও'লীন তত্ত্ব (Hecksher-Ohlin theory) নামে বিখ্যাত। এই তত্ত্বের মূল কথাই হইল, দ্রব্যদামগ্রীব আদানপ্রশানের ফলে দকল দেশে উপকরণের ছম্প্রাপ্যতা কিছুটা হ্রাস হয। ও'নীন ক্লাসিকাল হেক্দাৰ ও'লান তত্ত্ব **তত্ত্বকে** এইভাবে কিছুটা উন্নত করিয়া তুলিযাছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, বিভিন্ন দেশের মধ্যে শ্রম ও মূলধনের অবাধ যাতাযাত থাকিলে উহা মন্থবির হার ও উপকরণের দামে মোটামুটি দমতা আনিবে। কিন্তু নিজ নিজ দেশের দীমানা ছাড়াইয়া উপকরণগুলিব যাতাযাত না ঘটিলেও অবাধ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে, আংশিকভাবে হইলেও উপকরণের দামে এইরূপ সমতা দেখা দিবে। এই প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলা দবকার। দেখা যাইতেছে যে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে ইংলপ্তের জাতীয উৎপন্নের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় বটে, কিন্তু এই জাতীয় আয়ের বর্ণটন এমনভাবে বদলাইয়া যাইতে পারে যাহাতে দেশের অধিবাদীদের সামগ্রিক কল্যাণ হাদ পায়।

এতক্ষণ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের তুইটি কারণ দেখানো হইবাছে:

(ক) বিভিন্ন দেশেব মধ্যে তুলনামূলক বাযে পার্থক্য এবং (থ) ক্রমন্থাসমান ব্যয়। কিন্তু এই তত্ত্ব সম্পূর্ণ করার জন্ত বাণিজ্যের তৃতীয় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কারণটি বলা প্রয়োজন। উভা দেশের বায় সম্পূর্ণ সমান চাহিদাব পার্থক্য হইলেও এবং তাহা বাড়িতে থাকিলেও রুটি ও পছলে তারতম্যের দর্মন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সন্তবপুর। যেমন নরওয়ে ও স্ইডেন মোটামুটি একই হারে মাছ ও মাংস উৎপন্ন করিতে পারে। কিন্তু স্ইডেনের অধিবাসীরা মাংস পাইলে খুনী, আবার নরওয়ের অধিবাসীরা তুলনায় মাছ পছন্দ করে বেশি। এই অবস্থায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে উভয়

দেশই পাভবান হয়; স্থইডেন হইতে মাছ রপ্তানি হইয়া নরওয়ে হইতে মাংস আমদানি চলিতে থাকে। উভয় দেশেরই তৃপ্তি, জীবনযাত্রার মান ও সামগ্রিক কল্যাণ বৃদ্ধি পায়।

লুভন বিকর ভত্তের মূল্যায়ণ (Evaluation of this Alternative Doctrine):

এই নৃতন তত্ত্বের পক্ষে অধ্যাপক Haberler বলেন যে, ইহা পুরাতনতত্ত্ব হইতে উন্নত, কারণ আমাদের এখানে ছ্ইটি সংকোচক অসুমান (restrictive assumption) না মানিলেও চলে। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, শ্রমব্যয়ের তত্ত্ব বাদ দিলেও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের তত্ত্ব গঠন করা সম্ভব। তত্ত্বপরি, এই নৃতন ব্যাখ্যায় একই সঙ্গে বহু বিভিন্ন সংখ্যক উৎপাদনের উপাদান দেখান চলে।

অধ্যাপক Viner অবশ্য এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গী মানিয়া লইতে পারেন নাই। তাঁহার মতে নৃতন পদ্ধতির এই স্থবিধাগুলি কাল্পনিক মাত্র, ইহাদের ভূয়া বলিলেও ভুল হয় না। তিনি বলেন যে, উৎপাদন সম্ভাবনার রেখা কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সমস্থাকে আডাল করিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছে। উৎপাদন-ভাইনারের সমালোচনা পরিবর্ততার এই রেখা ধরিয়া লয় যে, দেশে উপকরণের পরিমাণ নিদিষ্ট (fixed factor supply)। Viner বলেন যে, ইহা সঠিক নয়। টেকনলজির দ্বারা নির্দিষ্ট এই রেখাটিকে স্থির বলিয়া ধরা যায় না, কারণ উৎপাদনের কোন উপাদানের পরিমাণই নির্দিষ্ট নয়, ইহা নির্ভর করে উপাদানটির দামের উপর। আর উপাদানের দাম নির্ভর করে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উপর। সংক্ষেপে তাঁহার মতে, উৎপাদনের উপাদানগুলির যোগান যদি পরিবর্তন করা যায়, তাহা হইলে লাভ পরিমাপ করার উদ্দেশ্যে দ্রব্যসমূহের উপযোগিতা ছাড়াও এই সকল উপাদানের যোগানের "আসল ব্যয়" হিসাব করা দরকার। নিরপেক্ষ রেখা পদ্ধতির প্রয়োগের বিরুদ্ধেও সমালোচনা করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, ব্যক্তির কল্যাণ পরিমাপ করার সময়ে আমরা সহজেই বলিতে পারি উচ্চতর নিরপেক্ষ রেখায় উন্নীত হইলে ব্যক্তির কল্যাণ বাড়িল। কিন্তু জাতির বা দেশের কেত্রে ইহা বলা চলে না। 5 ধান ও 2 কাপড় হইতে দেশে যদি 6 ধান ও 2 কাপড় তৈয়ারি হয়, ভবে দেশের সমষ্টিগত নিরপেকরেখা (Community Indifference curve) উপরে উঠিল বটে, কিন্তু আয়-বন্টনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার ফলে মোট সামাজিক কল্যাণ হ্রাস পাইতে পারে।

নির্দিষ্ট পরিমাণ উপকরণের এই অনুমান যদি বাদ দিতে হয় এবং সমগ্র দেশের উপযোগী সমষ্টিমূলক নিবপেক্ষ রেথা গঠন করা যদি কোন মতে সম্ভব না হয় তবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কল্যাণ বাডায় কি না এই তত্ত্ব গঠন করার কোন উপায় থাকে কি ? স্থামুয়েলদন (Samuelson) বলেন যে, ক্লাসিকাল লেথকদের এই সংকোচক অনুমানসমূহ বাদ দিলেও দেখা যায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে বাণিজ্যকারী দেশগুলি সম্ভাব্য ও প্রকৃত লাভ (potential and actual gain) পাইয়া থাকে। তাঁহার মতে, বাণিজ্য শুরু হইলে প্রতিটি দেশই সকল উপকরণ কম পরিমাণে ব্যবহার করিয়া প্রতিটি দ্রব্য পূর্বাপেক্ষা বেশি স্থানুযেল্সন্ বলেন যে, পরিমাণে পাইতে পারে। মোট লাভের কোন বাস্তব না গেলেও কল্যাণ পরিমাপক পাও্যা যায় না ইছা ঠিকই; কিন্তু সকল উপকরণ বাডে কম ব্যবহার করিয়া প্রতিটি দ্রব্য বেশি পাইলে জাতির কল্যাণ নিশ্চয় বৃদ্ধি পায়। এই দিক দিয়া দেখিলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দরুন সকল পেশেরই কল্যাণ হয়। তাই তিনি বলেন যে, "some degree of trade, however restricted or unrestricted it may be, is necessarily better for all countries than no trade at all."

ৰাণিজ্যব্যালাক ও জাতীয় আয় (Balance of Trade and the National Income):

কোন এক ট দেশের আয়স্তর এবং বাণিজ্যব্যালান্সের মধ্যে পরস্পর প্রভাবশীল সম্পর্ক (reciprocal-relationship) আছে। বাণিজ্য ব্যালান্সে পরিবর্তন দেশের আয়স্তরকে প্রভাবিত করে, আবার আয়স্তরে পরিবর্তন বাণিজ্যব্যালান্সের অবস্থায় পরিবর্তন আনে।

এই সম্পর্ক বিশ্লেষণ করার জন্ম করেকটি বিষয় আমাদের ধরিয়া লওযা দরকার (assumptions)। আমরা মনে করি যে, প্রতিট দেশে দামন্তর, স্থেদের হার এবং স্থায়ী বিনিয়োগের পরিমাণ সম্বান আছে, বিশ্লেষণের অনুমানসমূহ উপরস্ক প্রতিটি দেশেই কিছু পরিমাণ বেকারি আছে। এই অনুমানটির কারণ হইল যে, আমাদের ধরিয়া লওয়া দরকার কোন দেশের দ্রব্যের জন্ম চাহিদা বাড়িলে দেশের মধ্যে উহার উৎপাদনই বাড়িবে, দাম

বাড়িবে না। সর্বোপরি, আমরা আরও ধরিয়া লইব যে, ছুইটি দেশের টাকার বিনিময় হার (exchange rate of two currencies) ছির আছে।*

আয়স্তরের প্রভাব বাণিজ্যব্যালান্সের উপর কিক্সপে পড়িতে পারে ? আয়স্তরে কোন পরিবর্তন বাণিজ্য ব্যালান্সের উপর প্রভাব বিস্তার করে আমদানি ও রপ্তানির মাধ্যমে। ঠিক যেরূপ বর্তমান আয়ের ভিন্তিতে আমরা ভবিষ্যতে ভোগের কল্পনা করি, সেইন্ধপ দেশে বর্তমানের আয়ন্তর অমুযায়ী ভবিষ্যুৎ আমদানির পরিকল্পনা করা হয়। বর্তমানে আয়ন্তর বাড়িলে আমাদের আমদানি বৃদ্ধি পায, আয়ন্তর কমিলে আমদানি ব্রাস পায়। যেমন, আয় পরিবভিত হইলে ভোগ পরিবভিত হয়—ইহাদের এই সম্পর্ক প্রকাশ করিবার জন্ম আমরা 'প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা' ব্যবহার করি; ঠিক সেইরূপ, আয়ের সহিত আমদানির আয়স্তর ও আমদানিঃ মুম্পর্ককে আমরা বলি 'প্রান্তিক আম্দানি-প্রবণতা' প্রান্তিক আমদানি (Marginal Propensity to import)। আয়ন্তর প্রবণতা পরিবর্তিত হইলে আমদানির পরিমাণে যে পরিবর্তন হয়, এই ছুই পরিবর্তনের অনুপাতকে প্রান্তিক আমদানি-প্রবণ্তা বলে। যেমন, আয়ন্তর 100 বাডিলে লোকেরা যদি 10 টাকার আমদানি বাড়াইয়া দেয় তবে জাতির প্রান্তিক আমদানি-প্রবণতা হইল 👬 অর্থাৎ 0.1.

এই সম্পর্কটির গুরুত্ব ছুই দিক হইতে আলোচনা করা যাইতে পারে।
প্রথমত, প্রান্তিক আমদানিপ্রবিণতা সাধারণত শৃষ্ণ (০) হইতে বেশি হয়,
অর্থাৎ দেশে আয়ন্তর বাড়িলে নিশ্চয় আমদানি পূর্বাপেক্ষা কিছুটা বৃদ্ধি পাইবে।
অর্থাৎ, দেশের মধ্যে আয়ন্তর বৃদ্ধির প্রত্যক্ষ ফল হইল
আমদানি বাড়িলে
আমদানি বাড়িলে
বাণিজ্য ব্যালান্স প্রতিকূল করার দিকে ঝোঁক স্মষ্টি করা;
কারণ আয়ন্তর বাড়িলে রপ্তানি বাড়িবেই এরূপ কোন
কথা নাই। আবার, বিদেশের আয়ন্তর বাড়িলে ভাহাদের আমদানি বৃদ্ধি
পাইবে, ফলে আমাদের বাণিজ্য-ব্যালান্স অনুকূল করার চেষ্টা করিবে।
দ্বিতীয়ত, আয়ন্তর ও আমদানির মধ্যে সম্পর্কের আর একটি দিক আছে।
আমদানির উপর আমাদের ব্যয়ের ফল অনেকটা সঞ্চয়ের মত, কারণ এই ব্যয়

^{* &}quot;This, together with the assumption of constant prices within each country, means that prices of imported goods in term of home currency in each country do not vary." A.C. L. Day, Outline of Monetary Economics, P. 37L.

দেশের মধ্যে নৃতন আয় স্থাষ্ট করে না। দেশের জিনিস কিনিয়া টাকা থরচ করিলে উহা দেশীয় দ্রব্যোৎপাদনকারী ও বিক্তেতার আয় সরাসরি বাড়াইয়া তোলে, বিদেশী জিনিস কিনিলেও এই আয় বাড়ে বটে, তবে ইহা বিদেশী উৎপাদকদের আয় বৃদ্ধি করে। আমাদের দেশের লোকের আয় ও কর্মসংস্থান ইহাতে বাড়ে না। যেমন, বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে আমাদের দেশের মায়স্তর বাড়িল। বর্ধিত আয়ের কিছুটা দেশী জিনিস ক্রযে ব্যয়িত হইল, আর কিছু অংশ আমদানি বৃদ্ধির ফল বিদেশী জিনিসে থরচ হইল। যে অংশ দেশীয় জিনিসপত্রে সক্ষেত্র মতন ব্যয় হয়, উহাব ফলে দেশের লোকের আয় ও কর্মসংস্থান বাড়ে, আয় প্রসাবের ধারা এইরূপে ক্রমে প্রসারিত হইতে থাকে। অপরপক্ষে বর্ধিত আয়েব যে অংশ আমদানি-বৃদ্ধিতে ব্যয়িত হইল তাহার প্রভাবে দেশের মধ্যে কোনরূপ আয়-বৃদ্ধি দেখা দিল না; সঞ্চযের মতনই উহা দেশের আভান্তরাণ আয়-প্রসাব শোত্রের ধারা হইতে বাহিরে রহিল।

এইরূপ আর একটি গুরুত্বপূর্ণ তুলনা উল্লেখ করা দরকার। রপ্তানিব ফল হইল দেশে আভ্যন্তরীণ বিনিয়োগের মতই। আয-নির্ধারণের তত্ত্ব হইতে আমরা জানি যে, দেশে নৃতন বিনিয়োগ আয়স্তরের উপর নির্ভরশীল উপর নির্ভব কবে না নয়, বর্তমান আয়স্তর হইতে স্বাধীন বা নিরপেক্ষ ধরনের কোনরূপ কারণে বিনিয়োগ নির্ধারিত হয় (যেমন ইহা অনেকাংশ নির্ভরশীল শিল্প-টেকনিকের উপর)। ঠিক সেইরূপ দেশের রপ্তানিস্তর উহার আয়স্তরের উপর নির্ভরশীল নয়; বহিরাগত অনেক শক্তির প্রভাবে ইহা স্থির হয়, যেমন বিদেশী আয়স্তর দ্বারা। অর্থাৎ বিনিযোগের ন্থায়ই কোন দেশের রপ্তানিস্তর সেই দেশের আয়স্তরের উপর নির্ভর করে না।

শুধু তাহাই নহে। রপ্তানিস্তরে পরিবর্তন আসিলে, (অপরাপর সকল কিছু সমান থাকিলে) বিনিয়োগের স্তরে পরিবর্তনের স্থায় প্রভাব হয়। ইহা দেশের মধ্যে উৎপাদন, আয় ও কর্মসংস্থানে বহুগুণ রপ্তানিতে হ্রাস্থৃদ্ধির পরিবর্তনের স্থচনা করে। রপ্তানি বাড়িলে দেশের মধ্যে ফল বিনিয়োগের হ্রাস বৃদ্ধির স্থায় উৎপান্ন দেব্যের বিক্রয় বৃদ্ধি পায়; এই সকল, উৎপাদক ও বিক্রেতাদের আয় বাড়ে, তাহাদের এই বর্ধিত আয় দেশের মধ্যে ব্যয়িত হইয়া শুণ-প্রসারের ধারা (multiplier expansion) হতরাং আমরা সংক্রেপে বলিতে পারি যে, রপ্তানি-বৃদ্ধি বা আমদানি-ব্রাসের দক্ষন বাণিজ্য ব্যালান্সে কোনরূপ উন্নতির ফলে আভ্যন্তরীণ দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বাড়ে, এইরূপে দেশে আয়ের গুণক প্রসার শুক হয়। আবার বিপরীত দিকে, বাণিজ্য ব্যালান্সে কেন্দরূপ অবনতির ফলে অপরাপর সকল কিছু সমান থাকিলে আয়ে গুণক-সংকোচনের ধারা দেখা দেয়।

বৈদেশিক বাণিজ্যের গুণক (The foreign trade Multiplier)

জাতীয় আয়ের উপর বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রভাব কর্টা, তাহা পরিমাপের জন্ম আমরা বৈদেশিক বাণিজ্যের গুণক আলোচনা করি। যেমন কোন এক বৎসরে ভারত হইতে 10 কোটি টাকা মূলে।র রপ্তানি বৃদ্ধি পাইল। এই রপ্তানি বৃদ্ধির ফলে 10 কোটি টাকার অনেক বেশি পরিমাণে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইবে। যে পরিমাণ রপ্তানি বাড়িল, তাহার কতগুণ আয়স্তর বৃদ্ধি পাইবে তাহাই বৈদেশিক বাণিজ্যের গুণক।

যেমন, মনে কর, একটি দেশ হইতে যে পরিমাণ রপ্তানি বাড়িল তাহাকে আমরা E বলিতেছি। তাহার অর্থ হইল এই যে, সেই দেশের রপ্তানিশিল্পের লোকজন পূর্বাপেক্ষা E পরিমাণ টাকা বেশি আয় করিতে পারিল। মালিকদের মূনাকা এবং শ্রমিকদের মজ্রিদ্ধপে এই টাকা উহাদের আয় বাড়াইয়া দিল। জাতীয় আয় E পরিমাণে বৃদ্ধি পাইল। বর্ধিত এই আয়কে তিনটি উপায়ে ব্যবহার করা চলেঃ (ক) দেশীয় জিনিসপত্রে ভোগব্যয়়, (থ) বিদেশী বা আমদানি দ্রব্যাদিতে ভোগব্যয় এবং (গ) সঞ্চয়। কিছুটা আভ্যন্তরীণ ভোগব্যয়, কিছুটা বিদেশী ভোগব্যয়, ও কিছুটা সঞ্চয়—এই তিন উপায়ে বর্ধিত আয়কে লোকে ব্যবহার করিবে।

মনে কর, দেশের মধ্যে প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা হইল ০. অর্থাৎ, যদি আমরা মনে করি লোকে বর্ধিত আয়ের $\frac{1}{4}$ অংশ আভ্যন্তরীণ ভোগদ্রব্য ক্রেরে ব্যয় করিবে, তবে $c=\frac{1}{4}$ । 10 কোটি টাকা নূতন আয় স্পষ্ট হইলে লোকে 10 কোটি $\times \frac{1}{4}=2\frac{1}{8}$ কোটি টাকা আভ্যন্তরীণ ভোগব্যয় করিবে। সাধারণত মনে করা হয় যে, সম্প্রকালে এই c, বা আভ্যন্তরীণ প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা সমান থাকে।

প্রথম স্তরে, E পরিমাণ রপ্তানি বাড়িলে জাতীয় আয় E পরিমাণ বাড়ে। বর্ষিত এই E পরিমাণ আয় হইতে লোকে E imes c পরিমাণ টাকা আভ্যন্তরীণ

ভোগব্যয়ে খরচ করে। ফলে এই সকল দ্রব্যের উৎপাদক ও বিক্রেভাদের আয় Ec পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ, দ্বিভীয় স্তরে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায় Ec পরিমাণ। তৃতীয় স্তরে লোকে এই Ec হইতে $Ec \times c = Ec^2$ পরিমাণ টাকা খরচ করে। জাতীয় আয় Ec^2 বৃদ্ধি পায়। পরবর্তী স্তরে জাতীয় আয় বাড়ে $Ec^2 \times c = Ec^3$ পরিমাণ। জাতীয় আয়ে এই বৃদ্ধির ধারা ততদূর চলিতে থাকে যতদূরে বর্ধিত আয়ের পরিমাণ এত কম যে, উহা ভোগ হইযা আর নৃতন আয় স্ফাষ্ট করিতে পারে না। অর্থাৎ E পরিমাণ রপ্তানি বাড়িলে শেষ পর্যন্ত জাতীয় আয়ে বৃদ্ধি কত হইল তাহা পাওয়া যায় নিচের অংকটি হইতে:

$$E+E_a+E_a^2+E_a^3+E_a^4\cdots\cdots$$

ইহা যোগ করার স্থ্র হইল $E \times 1/1-c$. এই দ্ধপে E পরিমাণ রপ্তানি বৃদ্ধির ফলে জাতীয় আয় উহার কতগুণ বাড়িবে তাহা আমরা জানিতে পারি E-কে 1/1-c দিয়া গুণ করিয়া। স্থতরাং এই 1/1-c কে আমরা বৈদেশিক বাণিজ্যের গুণক বলিতে পারি। যেমন c হইল $\frac{1}{4}$, এই অবস্থায় জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইবে $10 \times 1/1-c$ কোটি টাকা। অর্থাৎ, $10 \times 1/1-\frac{1}{4}=10 \times 1/\frac{3}{4}=10 \times 4/3=13\cdot3$ কোটি টাকা।

রপ্তানি হ্রাস পাইলেও উহার প্রভাব আমরা এই বৈদেশিক বাণিজ্যের গুণক হইতে পরিমাপ করিতে পারি। রপ্তানি হ্রাসের পরিমাণ যদি হয় ${f F}$, তবে জাতীয় আয় হ্রাস পাইবে ${f F} imes 1/1-c$ পরিমাণ।

বৈদেশিক বাণিজ্যের গুণককে ব্যাখ্যা করার সময়ে 'প্রান্তিক আমদানি প্রবণতা' ও 'প্রান্তিক সঞ্চয় প্রণবতা' এই ছুইটি ধারণার কথা মনে রাখা দরকার। যদি প্রান্তিক আমদানি প্রবণতা হয় m এবং প্রান্তিক সঞ্চয়প্রবণতা হয় s, তবে c+m+s=1, কারণ বর্ধিত আয়ের কিছুটা অংশ আভ্যন্তরীণ ভোগে ব্যয় হয়, কিছু অংশ আমদানি দ্রব্যে ব্যয় হয় এবং কিছুটা সঞ্চয় হয়। উপরের সমীকরণ হইতে আমরা লিখিতে পারি যে, 1-c=m+s, স্থতরাং বৈদেশিক বাণিজ্যের গুণককে 1/1-c না লিখিয়া আমর, 1/m+s লিখিতে পারি। অর্থাৎ বৈদেশিক বাণিজ্যের গুণকভ $\frac{1}{2}$ পাঃ এ+প্রাঃ সঃ প্র ; (অর্থাৎ, 1/2শান্তিক আমদানি প্রবণতা + প্রান্তিক সঞ্চয়প্রবণতা)।

[•] Sum = 1st Term x 1/1—Common Ratio.

অৰ্থ তত্ত্ব **অনুশীলনী**

- 1. Why should there be a separate theory for International trade?
- 2. Show how the comparative cost of producing different commodities in different countries determine international specialisation of production as well as trade.
- 3. "The fact that a commodity can be produced at a lower cost by one country than by another is no guarantee that it will pay the first country to produce it and not to import it from the second." Explain and illustrate.
- 4. Explain the basis of International trade and examine the possibility of trade between two highly industrialised countries.
- 5. Do you think that if there are more then two commodities and two countries, the whole theory of comparative advantage has to be scrapped?
- 6. "Although trade does not equalise the earnings of the factors of production in different countries, it does tend to level out differences." Comment.
- 7. Explain what is meant by 'terms and trade', and point out the factors on which it depends.
- 8. What is Reciprocal demand and how does it help to determine the International Values.
- q. Examine the meaning of the concept "terms of trade" and point out the repurcussions of a change in the terms of trade on the economy of a country.
- 10. What are the gains from foreign trade? How these gains can be measured? On what factors these gains depend?
 - 11. Write a short note on the concept of Foreign Trade Multiplier.

বৈদেশিক বিনিময় ও বাণিজ্য নীতি

Foreign Exchange and Trade Policy

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বিশেষ সমস্যা হইল এক দেশের অর্থকে অপর দেশের অর্থ রূপান্তরণ (conversion) করা! পৃথিবীর সকল দেশে সমান ধরনেব অর্থ নাই, বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকার অর্থ প্রচলিত। বৈদেশিক বিনিময় কাহাকে বলে হুতরাং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে উভূত দেনা-পাওনা মিটাইতে হইলে ক্রেতার অর্থকে বিক্রেতার অর্থে রূপান্তরিত করিতে হয়। এক দেশের অর্থকে অপর দেশের অর্থে রূপান্তরণের পদ্ধতি, রীতিনীতি ও কাজকর্মকে বৈদেশিক বিনিময় (Foreign Exchange) বলা হয়।

অর্থের এই রূপান্তরণ কিরূপে ঘটে? মনে করা যাউক, ভারতের মিঃ সেন, ইংলপ্তের মিঃ টমের নিকট 5000 টাকা মূল্যের চা বিক্রয় করিয়াছে (বা রপ্তানি করিয়াছে)। মিঃ টম ক্রেভা, হুতরাং বিক্রেভাকে এই মূল্য বা ঋণ পরিশোধ করিতে হইলে পাউগুকে ভারতীয় টাকায় রূপান্তরিত করিতে হুইবে।

মি: সেন চা রপ্তানির সময় একখানা ছণ্ডি বা বিনিময়-বিল তৈয়ার করিষা
মি: টমের নিকট পাঠাইয়াছিলেন : ধরা যাউক, মি: টম্ 90 দিন পরে পাউও দিবেন
বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়া ওই বিলে স্বাক্ষর করিয়াছেন। 90
ক্রিরণে আন্তর্জাতিক
বাণিজ্য দাম মিটানো
হয়: বিনিময়বিল ও
ব্যাক্ষের ড্রাফট
ক্রিমান্তর (হxchange Bank) নিকট
উপস্থিত হইয়া ওই বিল ভাঙাইয়া টাকা পাইয়া গেলেন,
প্রাপ্তি-সময়ের পূর্বে ভাঙানো হইল বলিয়া ব্যাঙ্ক বাট্টা লইল। বিনিময়-ব্যাঙ্কের
ইংলণ্ডে যে অফিস আছে, বিল বা ছণ্ডি সেখানে চলিয়া গেল, প্রতিশ্রুত 90 দিন
উপ্তীর্ণ হইলে মি: টমের নিকট উহা উপস্থিত হইল এবং ইংল্ডের ব্যাঙ্কটি তাঁহার
নিকট হইতে পাউও পাইয়া গেল। আমদানি হইলেও এইরূপে মূল্য পরিশোধ

আধুনিক কালে মূল্য পরিশোধের জন্ম বা অর্থের রূপান্তরণের জন্ম দাধারণত ব্যাঙ্কের ড্রাফট ব্যবহৃত হয়। যেমন, মিঃ দেন মিঃ টমের নিকট হইতে 600 পাউগু মূলেরে যন্ত্র আমদানি করিয়াছেন। তিনি ভারতে অবস্থিত কোন বিনিময় ব্যাঙ্কে শিয়া টাকার বদলে পাউগু কিনিতে চাহিলেন। ব্যাঙ্ক তাঁহাকে বিনিময়-হার জানাইয়া দিল, অর্থাৎ দে 1 টাকায় কি পরিমাণ ব্রিটশ অর্থ বিক্রয় করিতে রাজি আছে তাহা জানাইল। সেই হারে 600 পাউগু ক্রয় করিতে যে পরিমাণ টাকার প্রয়োজন তাহা জমা দিয়া মিঃ দেন ব্যাঙ্কের নিকট হইতে 600 পাউগুর একথানি ব্যাঙ্কের ড্রাফট পাইলেন, তিনি উহা মিঃ টমের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। মিঃ টম্ ড্রাফট প্রশানকারী ব্যাঙ্কের লগুন শাথা বা অফিদ হইতে পাউগু পাইয়া গেলেন।

ইহা হইতে বুঝা যায় যে, ভারতবর্ষ বপ্তানি করিলে ভারতীয় টাকায় উহার মূল্য পরিশোধের উদ্দেশ্যে বিদেশে বিদেশী অর্থ বিনিম্য-ব্যাক্ষে জমা পড়ে এবং বিদেশের ব্যবসায়ীগণ ভারতীয় টাকা ক্রয় করিতে দেশী টাকার বৈদেশিক চাহে। এইরূপেই বৈদেশিক বাজারে ভারতীয় টাকার চাহিদা ও যোগান চাহিদা স্মষ্টি হয়। আবার, ভারতবর্ষ আমদানি করিলে উহার মৃ**ল্য পরিশোধের জন্ম বিনিম্য ব্যাঙ্কে টাকা** জমা দিয়া আমরা বিদে**নী** অর্থ ক্রম করিতে চাহি; বৈদেশিক বাজারে ভারতীয় টাকার যোগান হয়, এবং দেশের মধ্যে বিদেশী অর্থের চাহিদা স্বষ্ট হয়। শুধু দ্রব্যের আমদানি ও রপ্তানি হইতেই দেশীয় টাকার বা বিদেশী অর্থের এইরূপ যোগান ও চাহিদা দেখা দেয, তাহা নহে। আরও অনেক কারণে ইহা ঘটে। যেমন কোন ছাত্র লগুনে পড়িতে যাইবে। সে এখানকার ব্যাঙ্কে দেশীয় টাকা জমা দিয়া ইংলণ্ডের পাউগু কি নিতে চাহে। ইহাতে বিদেশের বাজারে আমাদের টাকার যোগান হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে পেশের বাজারে বিদেশী অর্থের জন্য চাহিদা স্টে যায়। ঠিক এইরূপ, ইংলপ্তেব কোন ব্যবদায়ী আমাদের কোম্পানীর শেয়ার কিনিতে চায বা দেখানকার কোন ব্যক্তি ভাজমহল দেখিতে চায়। সে নিজের দেশের কোন ব্যাঙ্কে পাউও জমা দিয়া ভারতীয় টাকার চাহিদা স্বাষ্ট্র করে। সংক্ষেপে বলা যায় যে, তিনটি উদ্দেশ্যে ইহা লইয়াই লেনদেন-(मर्ट्गत गर्धा विरम्भी व्यर्थत এवः विरम्रामत ব্যালান্স গঠিত (मनीय ठोकांत ठाहिमा (मथा यात्र, (मन(मन, विनिर्याण अ) ফাটুকা নিয়োগের উদ্দেশ্যে (Transaction, investment and speculation)। ইহাদের একতা হিসাবকে বলে লেনদেন-ব্যালান্স। কোন দেশের টাকার যোগান ও চাহিদার সকল কারণ লইয়া সেই দেশের লেনদেন-ব্যালান্স গঠিত হয়।

বাণিজ্য ব্যালাক ও লেনদেন ব্যালাক (Balance of trade and Balance of Payments)

কোন দেশ হইতে দ্রব্যসামগ্রীর রপ্তানি হইলে তাহার জন্ম বিদেশীয় অর্থে দাম
পাওয়া যায় এবং বিদেশ হইতে দ্রব্যসামগ্রী আমদানি করিতে হইলে তাহার জন্ম
দেশীয় টাকায় দাম দিতে হয়। রপ্তানি দ্রব্যাদির মূল্য ও আমদানি দ্রব্যাদির
মূল্যের একত্ত হিসাবকে বাণিজ্য ব্যালাক্ষ (Balance of trade) বলা হয়।
বাণিজ্য ব্যালাক্ষ সমতা অর্থাৎ আমদানি ও রপ্তানির
বাণিজ্য ব্যালাক্ষ দামের সমতা থাকিবেই এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই।
এইরূপ সমতা থাকিলে বোঝা যায় দ্রব্যের আমদামি-রপ্তানির দরুন বিদেশের
বাজারে দেশীয় টাকার যোগান ও চাহিদা সমান। যদি কোন নির্দিষ্ট সময়ের
মধ্যে কোন কোন দেশের আমদানির মূল্য রপ্তানির মূল্য অপেক্ষা অধিক হয় তাহা
হইলে সেই দেশের বাণিজ্য ব্যালাক্ষ প্রতিকূল (unfavourable)। অপর পক্ষে
রপ্তানির মূল্য আমদানির মূল্য অপেক্ষা অধিক হইলে সেই দেশের বাণিজ্য ব্যালাক্ষ
অনুকূল (favourable)।

কিন্তু দ্রব্যসামগ্রীর ক্রয় বিক্রয় ছাড়াও অন্থান্থ বহু বিষয়ের জন্ম বিদেশে অর্থ প্রেরণ করিতে হয় বা বিদেশ হইতে অর্থ পাওয়া যায়। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে দ্রব্যসামগ্রী ছাড়াও বহু বিষয়ে বিদেশের সহিত লেনদেন করিতে হয়; কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন দেশের সহিত পৃথিবীর সকল দেশের যে লেনদেন হয়, তাহার হিসাবকে সেই দেশের লেনদেন ব্যালান্স (Balance of payment) বলা হয়।

যে সকল বিষয় লইয়া দেশের লেনদেন ব্যালান্স গঠিত হয় তাহাদের নিম্ন-লিখিতভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যায়ঃ

I. চলতি ব্যালাকা (Current Balance)

ক) দ্রব্যসামগ্রীর লেনদেন, আমদানি ও রপ্তানির দ্রব্যাদি বা "দৃশ্য" (Visible) বিষয়সমূহ। (থ) "অদৃশ্য" (Invisible) বিষয়সমূহ, যেমন জাহাজের ভাড়া বা পরিবহণ ব্যয়, ভ্রমণকারীদের লেনদেনের উদ্দেশ্যে ব্যয়, বিদেশী কোম্পানীদের মুনাফা, সরকারী অর্থ প্রেরণ প্রভৃতি।

II. পুঁজির ব্যালাকা (Capital balance):

দেশ হইতে বিদেশে পু^{*}জির রপ্তানি বা বিদেশ হইতে দেশে পু^{*}জির আমনানি অথবা স্বর্ণের আগমন ও বহির্গমন।

পুঁজির হিদাবকে (Capital Account) ছুইভাগে বিভক্ত করা যায়: (ক) দীর্ঘকালীন পুঁজির হিসাব, (খ) স্বল্লকালীন পুঁজির হিসাব। স্থায়ী বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে দেশ হইতে যে মুলবন বিদেশে চলিয়া যায় বা বিদেশ হুইতে দেশে আসে তাহাদের এই খাতে হিদাব করা হয়। ইহাকে বসা যায় লেনদেন ব্যালান্সের বিনিয়োগ-ক্ষেত্র (Investment বিনিযোগ ও ফাটকা sector), দীর্ঘকালের জন্ম দেশীয় মুলধনের বিদেশে নিয়োগের উদ্দেশ্যে টাকাৰ বৈদেশিক বিনিয়োগ বা দেশের অভ্যন্তরে বৈদেশিক মূলধনের বিনিয়োগ চাহিদা ও যোগান এই খাতে হিদাবের জন্ম ধরা হয়। তাহা ছাড়া ফাট্কা নিয়োগের অভিপ্রায়ে (যেমন দেশে স্থাদের হার বাড়লে বা কমিলে) স্বর্লকালীন পুঁজি দেশ হইতে বাহির হইয়া যায বা দেশের মধ্যে প্রবেশ করে। ইহাকে বলে ফাট কা-নিযোগের ক্ষেত্র (Speculative sector) স্বল্পকানীন পুঁজির হিদাবে প্রথমেই ধরা হয় স্বর্ণের আগমন বা বহির্গমনের পরিমাণকে। ইহা ছাড়া বিদেশের ব্যাল্ক বা ব্যবসায়ীদের নিকট দেশীয় ব্যবসায়ীদের জমা বা পাওনাসমূহকে এবং দেশের ব্যাঞ্চ বা দেশীয় ব্যবদায়ীদের নিকট বিদেশী ব্যবদায়ীদের জ্মা বা পাওনাসমূহকে এই স্বল্পকালীন পুঁজির হিসাবে ধরা হয়।

লেনদেন-ব্যালালে সমতা ও ভারসাম্য (Equality and Equilibrium in the Balance of Payments):

হিসাব-পদ্ধতি (accounting procedure) অনুযায়ী কোন দেশের
লেনদেন ব্যালান্সের দেনা ও পাওনার ছুইট দিক সর্বশা সমান থাকিবে।
নিছক হিসাবের ক্ষেত্রে দেনা পাওনার উত্তয় দিক নিশ্চয় সমান থাকে। দেশ
হইতে প্রেরিত সকল অর্থ ইহার দেনা (debit)। যদি
লেনদেন ব্যালান্সের
দেনা পাওনার উত্তয় কোন দেশ অভ্য দেশের তুসনায় অধিক দ্রবয়, শেয়ার
দিকই সর্বদা সমান ইত্যাদি বিক্রয় করে বা মাল বহন প্রভৃতি কার্যাদির ছারা
অধিক আয় করে তাহা হইলে এই সকল মিলিয়া তাহার
পাওনার দিক (credit) গঠিত হইল, ইহা সে অভ্যের নিকট হইতে পাইবে।
যদি এই মূল্যের ক্ষা বিদেশীরা দেশের মধ্যে পাঠাইয়া দেয়, তবে সেই লেনদেন

দেনার দিকে (debit side) লিখিয়া রাখা হইল (কারণ বিদেশ হইতে উহা পাওয়া যাইতেছে)। যদি স্বৰ্গ পাঠাইয়া না দেয়, তাহা হইলে বিদেশে ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ীদেব নিকট স্বল্পকালীন বা দীর্ঘকালীন পুঁজি হিসাবে ইহা আছে। এমন ভাবেই হিসাব লিখিয়া রাখা হইল যেন অন্তকে ঋণ হিসাবে ইহা দেওয়া হুইয়াছে। অর্থাৎ দেশের বৈদেশিক ঋণদানের পরিমাণ (foreign lending) বৃদ্ধি পাইয়াছে, লেনদেন ব্যালান্সে ইহাই ধরা পড়িবে। স্থতরাং লেনদেন ব্যালান্দে দেনা পাওনার উভয় দিক সর্বদা সমানই থাকিবে, ইহা একপ্রকার স্বতঃসিদ্ধ বলা চলে।

ইহা হইতে বুঝা যায় যে, রপ্তানির দারাই আমদানির মূল্য পরিশোধ করা হয় (Export pay for Imports)। কারণ, যে দ্ব্য আমদানি করা হইল উহার বিনিময়ে হয় দ্রব্য-রপ্তানি অথবা মূলধন-রপ্তানি করিয়া

রপ্তানি দ্বারাই আমদানির মূল্য পরিশোধ

উহার মূল্য পরিশোধ করিতে হয়। দ্রব্যসামগ্রী আমদানি করিলে তাহার মূল্য মিটানো হয়; দেশ হইতে দ্রব্যসামগ্রীর বা পুঁজির রপ্তানি করিয়া লেনদেন ব্যালান্সে উভয় দিকের

সমতা হইতে ইহা বোঝা যায়।

লেনদেন-ব্যালান্সের উভয় দিকে এইরূপ স্বতঃসিদ্ধ সমতা নিছক যান্ত্রিক সমতামাত্র (mechanical equality); ইহাকে লেনদেন ব্যালান্সের ভারদাম্য (equilibrium) বলা উচিত নয়। ভারদাম্য বলিলে

বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে স্থায়িত্ব সমতা ও ভারসামো পার্থকাঃ লেনদেন ব্যালান্সে ভারসামে৷ এবং ভারসামা-বিহীনতা কাহাকে বলে

অর্থ নৈতিক অবস্থা স্থান্ট আছে এরূপ বোঝা যায়। লেনদেন ব্যালান্সে নিছক হিসাবগত সমতা দেশের বৈদেশিক বাণিজ্য অথবা দেশের আর্থিক বা অর্থনৈতিক অবস্থার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে কিছুই বলে না, দেশের ঘোর অর্থ নৈতিক

আছে বা দেশের

বিপর্যয়ের মধ্যেও লেনদেন ব্যালান্সে তথাক্থিত সমতা পাকিবেই। দীর্ঘকালের হিসাবে বৈদেশিক বাজারে দেশীয় অর্পের জন্ম চাহিদা ও যোগান সমান আছে, প্রভূত পরিমাণ মূলধন দেশ হইতে রপ্তানি হয় না বা **(मत्म आममानि इस ना, (मभीस अवर्धत दिएमिक मूना वा दिएमिक विनिमस-**হার (Rate of Foreign Exchange) মোটামুটি স্থায়ী ও বিশেষ উঠানামা ছয় না—এইরূপ অবস্থাকেই লেনদেন ব্যালান্সের ভারদায্য (Equilibrium in the balance of Payments) বলা হইয়া থাকে। যদি এইরূপ অবস্থা না থাকে, অর্থাৎ দীর্ঘকাল যাবৎ দেশ হইতে পুঁজি বাহিরে চলিয়া যাইতে থাকে বা বাহির হইতে দেশের মধ্যে আদিতে থাকে, বৈদেশিক বাণিজ্যহারে ঘন ঘন এবং প্রচুর পরিমাণে উঠানামা (fluctuations) ঘটিতে থাকে, তাহা হইলে বলা হয় যে, লেনদেন ব্যালালে ভারসাম্যবিহীনতা (disequilibrium) স্থাষ্ট হইয়াছে। স্মতাও ভারদাম্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে।

কোন দেশের লেনদেন ব্যালান্সে ভারসামাবিহীনতা আদিতে পারে যদি
(ক) দ্রব্যসামগ্রীর আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণ, অথবা (খ) স্বল্পকালীন ও
দীর্ঘকালীন পুঁজির আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণ পরিবর্তিত হয়। দ্রব্যাদি
আমদানি ও রপ্তানির পবিমাণ পরিবর্তিত হয়, যদি (১) চাহিদার পরিবর্তন
ঘটে, (২) যোগানের পরিবর্তন ঘটে, (৩) দ্রব্যসামগ্রীর সংখ্যাতে ও উৎকর্ষে
পরিবর্তন ঘটে, (৪) দেশেব বা বিদেশের উৎপাদনক্ষমতা বিধ্বস্ত হয় বা ভিন্নদ্রপ
হইয়া যায় (যেমন যুদ্ধের ফলে), (৫) জনসংখ্যাব বৃদ্ধি বা হাস ঘটে (যাহাতে
দ্রব্যাদিব চাহিদা বাড়ে বা কমে), (৬) ঋণ গ্রহণ, ঋণদান, ক্ষতিপুরণ দান
বা গ্রহণ করা হয়, এবং (৭) বিনিময-হারে পরিবর্তনের দক্ষন আমদানিরপ্রানিব দামে পরিবর্তন হইয়া উহাদেব চাহিদাব পরিবর্তন ঘটে। পুঁজির
আমদানি ও রপ্তানিতে পরিবর্তন আদে যদি (১) নৃতন বৈদেশিক বিনিয়োগ ঘটে,
(২) ঋণ পরিশোধ বা হৃদ প্রদান শুক্ক হয়, এবং মুনাফা বা নিরাপন্তার উদ্দেশ্যে
ফাট্ কাদারী লেনদেনে পরিবর্তন আদে।

জাবসাম্য সাধনের পদ্ধতি (Theories of Balancing Process):

কোন দেশের লেনদেন ব্যালান্সে ভারদাম্যহীনতা আদিলে বিভিন্ন শক্তির ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার ফলে লেনদেন ব্যালান্সে স্বযংক্রিযভাবে পুনরায় ভারদাম্য ফিরিয়া আদে। ভারদাম্যে পৌছিবার স্বযংক্রিয় পদ্ধতি (self equilibrating mechanism) দম্বন্ধে ক্লাদিকাল ও আধুনিক এই ছুই প্রকার মতামত প্রচলিত আছে।

ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানিগণের অভিমতে আর্থিক পদ্ধতির মাধ্যমেই (monetary mechanism) লেনদেন ব্যালান্দে ভারসাম্য রক্ষিত হয়। যদি কোন একটি দেশে রপ্তানির মূল্য উহার আমদানির মূল্য হইতে অধিক হয়, তবে সেই দেশ অপর দেশ হইতে স্বর্ণ পাইবে এবং

বে-দেশের লেনদেন ব্যালাহ্ন প্রতিক্ল, সে স্বর্ণ পাঠাইয়া দিবে। অমুক্ল লেনদেন ব্যালাহ্ন থাকার দরুণ দেশে স্বর্ণ প্রবেশ করিবে, গতিবিধি ও দামন্তরে ফলে দেশে অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে, দামন্তরও বাডিয়া পরিবর্তনের ধারা যাইবে। অপরদিকে, প্রতিক্ল লেনদেন ব্যালাহ্নের দরুন অপর দেশটি হইতে স্বর্ণ চলিয়া আসিবে, এবং ফলে উহার

অর্থের পরিমাণ কমিয়া যাইবে, দামস্তরও কমিয়া আদিবে। কালক্রমে, যেদেশের আয়ন্তর বৃদ্ধি হইয়াছে তাহার রপ্তানি কমিবে এবং অপর দেশের
দামস্তর কমিয়া যাওয়ায় সেই দেশ হইতেই আমদানি বৃদ্ধি পাইবে। এইভাবে
আমদানি ও রপ্তানির মূল্যে সমতা সাধিত হইবে। যে দেশের দামস্তর কমিয়া
গিয়াছে সেই দেশ অধিক রপ্তানি করিতে পারিবে এবং বিদেশী দামস্তর অধিক
থাকায় উহার আমদানি কমিয়া যাইবে; আমদানি ও রপ্তানির মূল্যে সমতা
ফিরিয়া আদিবে, লেনদেন ব্যালান্সের প্রকিক্লতা থাকিবে না। এইবাপে তুই
দেশের লেনদেন ব্যালান্সেই পুনরায় ভারসাম্যাবস্থায় পৌছিবে। স্বর্ণ য়াতায়াতের
ফলে দামস্তরে উত্থান পতনের মাধ্যমে লেনদেন ব্যালান্সে মহতাসাধনের এই
ক্লাসিকাল তত্ত্বের নাম হইল 'স্বর্ণের গতিবিধি সংক্রান্ত রিকার্ডীয় তত্ত্ব' (Ricardian theory of Gold Movements)।

আধুনিককালে ভারদাম্য-বিধানের এই ক্লাসিকাল স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে যে, এই তত্ত্ব অর্থ-মূল্য সম্পর্কীয় পরিমাণতত্ত্বের উপর
নির্ভরশীল। অর্থাৎ ইহা ধরিয়া লয় যে, স্বর্ণের পরিমাণের ক্লাদিক্যাল তত্ত্বের
সমালোচনা পরিবর্তন দেশে অর্থের পরিমাণে পরিবর্তন আনিবেই, এবং
অর্থের পরিমাণে পরিবর্তন আদিলে দামস্তরেও পরিবর্তিত
হইবে (অর্থাৎ সমাজে পূর্ণকর্মনিয়োগ শুর ধরিয়া লওয়া হইতেছে)।* কিন্তু
পৃথিবীতে স্বর্ণমান প্রচলিত নাই, আর অর্থের পরিমাণে পরিবর্তন হইলেই

কর্মসংস্থান রহিয়াছে। এরপ অবস্থায় অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধিতে স্থদের হার কমিয়া বিনিয়োগ, কর্মনিয়োগ ও উৎপাদন বাড়িতে পারে; প্রথমেই দামন্তরে বৃদ্ধি হয় না।

দেশের দামস্তর পরিবতিত হয় না; কারণ সাধারণত দেশগুলিতে অপূর্ণ

^{* &}quot;The classical theory contains an explicit acceptance of the quantity theory of money as well as an implied assumption that output and employment are unaffected by international monetary disturbances...The Keynesian revolution cast doubt upon both of these crucial assumptions." Metzler, A survey of contemporary Economics, P 212.

সাম্যাবস্থা ফিরিয়া আসিবে।

আধুনিক ধনবিজ্ঞানীদের মতে স্বর্ণের যাতায়াত এবং দামশুরে পরিবর্তন ছাড়াও লেনদেন ব্যালান্স ভারসাম্য ফিরিয়া আসিতে পারে। মনে করা যাউক, A দেশের লেনদেন ব্যালান্স অন্তক্ল হইয়াছে এবং B দেশের লেনদেন ব্যালান্স প্রতিক্ল অবস্থায় আছে। A দেশ আধুনিক তন্ব: আন্তব্ধ হইতে অধিক রপ্তানি হওয়ার ফলে সেই দেশে রপ্তানি-পরিবর্তনের ধারা দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে, কর্মসংস্থান ও আয়শুরও বর্ধিত হইয়াছে। অপরদিকে B দেশে অধিক পরিমাণ আমদানি হওয়ায় এবং কম রপ্তানি হওয়ায় আভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান ও আয়শুর কমিয়া গিয়াছে। A দেশে তাহার আয়শুর বৃদ্ধি হওয়ায় আমদানিপ্রবিতা (Propensity to import) বাড়িয়া গিয়াছে, ফলে A দেশে আমদানির পরিমাণ বাড়িবে। অপরপক্ষে, B দেশে আয়শুর কমিয়া যাওয়ায় A দেশ হইতে আমদানি কমিবে। এইরূপে উভয়দেশে আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণে পরিবর্তন হইয়া উভয়ের সমতা-সাধন হইবে, লেনদেন ব্যালান্সে ভার-

ক্লাসিক্যাল তত্ব ও আধুনিক তত্ত্বের মিল হইল, উভয়েই বলিতেছেন
ভারসাম্যাবস্থায় ফিবিয়া আসিবার জন্ম স্বয়ংক্রিয়
ছুই তত্ত্বের মিলও
ধরণের পদ্ধতি আছে। কিন্তু মিল অপেক্ষা ইহাদের
পার্থক্য
পার্থক্যই গভীর। ক্লাসিক্যাল মতে দামন্তরে পরিবর্তনের
দ্বারা সমতাসাধন হয়, কিন্তু আধুনিক মতে আয়স্তরে পরিবর্তনের মাধ্যমেই ভারসাম্যের পুনরুদ্ধার ঘটে।

মনে রাখা দরকার যে, ফাটকাদারি মৃলধনের আমদানি বা রপ্তানির ফলে ভারসাম্যের বিচ্যুতি ঘটলে এই পদ্ধতিতে ভারসাম্যে পুনরাগমন করা চলে না, কারণ ফাটকাদারি পুঁজির লেনদেন উভয় দেশের আয়স্তরকে পরিবর্তিত করিয়া আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণে পরিবর্তন ঘটাইতে পারে না।*

^{* &}quot;Like the classical theory of the balance of payments, the theory which has emerged in the last ten years envisages a more or less automatic balancing mechanism. Unlike the classical theory, however, the new explanation normally accounts for only a part of the adjustment and thus constitutes a theory of disequilibrium as well as a theory of equilibrium. Moreover, the cumulative movement of income at home and abroad which is the essence of modern theory will not occur unless the disturbing influence affects the circular flow of income as well as the balance of payments."

Metzler, P 220,

লেনদেন ব্যালান্সে ভারসাম্য সম্পূর্ণভাবে ফিরিয়া না-ও আসিতে পারে।

এরূপ ঘটিতে পারে যে, আয়স্তরে পরিবর্তনের পরিমাণ

থ্যুলে কি করা হয়

এত বেশি হইল না যাহাতে আমদানি ও রপ্তানির মূল্যে
প্নরায় সমতা ফিরিয়া আসিল। এরূপ অবস্থায় যদি
ভারসাম্য-বিহীনতা (ধরা যাউক, প্রতিকূল্ভা) চলিতেই থাকে তাহা হইলে
এইরূপ প্রতিকূলতা দূর করিয়া সাম্যাবস্থা ফিরাইয়া আনিবার জন্ত তিনটি পদ্ধতি
গ্রহণ করা যাইতে পারে ঃ

- কে) **রপ্তানি রৃদ্ধি:** উন্নত ধরনের বিক্রয় ব্যবস্থার সাহায্যে বা আভান্তরীণ ব্যয় সংকোচের **ঘা**রা রপ্তানি বৃদ্ধির চেষ্টা করা।
- (খ) আমদানি হ্রাস: প্রত্যক্ষভাবে বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি (direct controls) দাব। আমদানির পরিমাণ কমাইবার চেষ্টা করা।
- (গ) **অর্থের বহিমূল্য হ্রাস**: সরকারীভাবে বিদেশী অথের হিসাবে দেশীয় অর্থের বিনিন্দ্র মূল্য কমাইয়া দেওয়া। ইহার ফলে দেশীয় দ্রব্যাদি বিদেশের বাজারে সন্তঃ হইবে এবং বিদেশা দ্রব্যের দাম দেশের বাজারে বৃদ্ধি পাইবে। ফলে, রপ্তানি বৃদ্ধি ও আমদানি হ্রাস একই সঙ্গে ঘটিবে, লেনদেন ব্যালাব্যে ভারসাম্য ফিরাইয়া আনা সম্ভব হইবে।

বৈদেশিক বিনিময়-হার কিরূপে নিরূপিত হয় (How the Rate of Foreign Exchange is Determined?)

গুই দেশের অর্থ যে-হারে পরম্পারের সহিত বিনিময় হয়, তাহাকে উভয় দেশের বৈদেশিক বিনিময়-হার (Rate of Foreign Exchange) বলে ।কোন দেশের অর্থের বিনিময়ে অপর দেশের অর্থ যে বৈদেশিক বিনিময়হার কাহাকে বলে পরিমাণ পাওয়া যায়, অর্থাৎ অপর দেশের অর্থের হিসাবে নিজ-দেশের অর্থের মূল্য—ইহাকেই বৈদেশিক বিনিময়-

হার বলে। ইহাকে অর্থের বহিমৃ ল্যন্ত (External Value) বলা চলে।*

কোন দেশের অর্থের বৈদেশিক বিনিময়-হার কোন নির্দিষ্ট ও স্থির অন্ধণাত নহে, প্রায় সর্বদাই ইহার উঠা-নামা ঘটে। যে-ভাবে এবং যে-শক্তিসমূহের দ্বারা বৈদেশিক বিনিম্য-হার নির্দ্ধিত হয় তাহাদের ছুইটি পৃথক অবস্থা অনুযায়ী বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন: (১) যথন উভয় দেশের মধ্যে স্বর্ণমান

[🚁] যেমন ভারতের অর্থ ১ টাকার বিনিময়ে ব্রিটেনের অর্থ ১ শিঃ ৬ পেঃ পাওয়া যায়।

প্রচলিত আছে, এবং (২) যখন উভয় দেশে বা অন্তত একটি দেশে অরপাস্তরনীয় কাগজী অর্থ (Inconvertible Paper Currency) প্রচলিত।
(১) স্বর্ণমান প্রচলিত থাকাকালীন বিনিময়-হার নিরপণ:

যদি স্বৰ্ণমান প্ৰচলিত থাকে তাহা হইলে দেশে স্বৰ্ণমূদ্ৰা প্ৰচলিত থাকিতে পারে অথবা দেশীয় কাগজের টাকা ও অর্পের মধ্যে বিনিময়ের অফুপার্ত নির্দিষ্টভাবে নির্ধারিত থাকে। এইকপ অবস্থায়, উভয দেশের অর্থের মধ্যে বিনিময়-হার নির্ধারিত হয় নিজ নিজ অর্থের সহিত স্বর্ণের স্বৰ্মান ব্যাস্থায পরিমাণগত সম্পর্কের দারা। ধর। যাক্ A দেশের 1 মুদ্রার মধ্যে যে-পরিমান স্বর্ণ আছে সেই সমপরিমাণ স্বর্ণ B দেশের তিনটি মুদ্রার মধ্যে রহিয়াছে। এরূপ অবস্থায় মর্ণের হিসাবে 1 A মৃদ্রা 3 B মৃদ্রার সমান মূল্যের ; স্থতরাং 1 A মূলার বিনিময়ে 3 B মূলা পাওয়। যাইবে (1A = 3B); ইহাই প্রস্পারের বিনিময়-হার। ইহাকে বলা হয় মুদ্রণজনিত বিনিময়েব সমহার (Mint Par of Exchange)। স্বাভাবিক অবস্থায়, লেনদেন ব্যালান্দে ভারদাম্য বজায় থাকিলে, উভয় দেশের মধ্যে এই হারই নির্ধাবিত व्यानात्म ভातमभठा नष्टे श्रेटल উভয় দেশের বৈদেশিক বিনিময়-হারেও উঠানামা (Fluctuation) হইবে; তবে এই উঠানামার নির্দিষ্ট দীমা পাকে, ভারসাম্যে বিচ্যুতির পরিমাণ অন্থ্যায়ী সেই নির্দিষ্ট-সীমার মধ্যে বিনিময়-হাক নির্ধারিত থাকিবে। বৈদেশিক বিনিম্থ-হারে উঠানামার সীমা (Limit) বা পরিধি নির্ভর করে এক দেশ হইতে অপর দেশে মুর্ণ পাঠাইবার বায়ের উপর।

বৈদেশিক লেনদেন থাতে কোন দেশের আমদানির তুলনায় রপ্তানি বেশি হইলে বিনিময় হার তাহার অফুক্লে যাইবে, রপ্তানির তুলনায় আমদানি অধিক হইতে থাকিলে বিনিময়-হার তাহার প্রতিক্লে আসিবে। প্রথমক্ষেত্রে যদি লেনদেন-ব্যালান্স A এর অফুক্লে হয় তাহা হইলে A এর 1 মূদ্রা B দেশের ব্যালান্য A এর অফুক্লে হয় তাহা হইলে A এর 1 মূদ্রা B দেশের বিনিময়-হারে বিচ্ছির লানদেন ব্যালান্য A এর প্রতিক্ল হইলে বিনিময়-হারও লেনদেন ব্যালান্য A এর প্রতিক্ল হইলে বিনিময়-হারও তাহার প্রতিক্লে যাইবে, অর্গাৎ 1 A মূদ্রা=3 B মূদ্রা— স্বর্ণ প্রেরণের ব্যায়। বিনিময়-হারের উঠানামা এই ছই ছারকে ছাডাইয়া যাইতে পারে না। কারণ প্রথম ক্ষেত্রে, B-এর ব্যবসায়ীরা

উহা হইতে অধিক মূল্য দিয়া ব্যাঙ্ক হইতে A মূদ্রা কিনিবে না, ব্যাঙ্ক উহা অপেক্ষা অধিক দাম চাহিলে অর্ণ ক্রয় করিয়া A-এর ব্যবসায়ীদের নিকট পাঠাইয়া দিবে। দিতীয় ক্ষেত্রে, A এর ব্যবসায়ীরা ওই দামেই B মূদ্রা কিনিতে বাধ্য হইবে, অর্ণ ক্রয় করা ও প্রেরণ করার ব্যয় তাহাদের বহন করিতেই ইইবে। বিনিময় হারের উঠানামার এই হই সীমাকে উচ্চ অর্ণবিন্দু (Upper gold point) এবং নিয় অর্ণবিন্দু (Lower gold point) বলে।

(২) অরূপান্তরনীয় কাগজী অর্থ থাকাকালীন বিনিময়-হার নিধারণ:

স্থান প্রচলিত থাকিলে পাতুবিন্দুগুলির (Specie points) দ্বারা নির্দিষ্ট সীমার বাহিরে বিনিময়-হার উঠানামা করিতে পারে না। কিন্তু যথন অরূপান্তরনীয় কাগজী অর্থ প্রচলিত থাকে তথন বৈদেশিক অরূপান্তরনীয় কাগজী বিনিময়-হারে উঠানামার কোন সীমা-পরিসামা নাই, ইহার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটা সন্তব। সেইরূপ অবস্থায় কি ভাবে বিনিময়-হার নির্ধারিত হয় তাহার সম্বন্ধে ছুইটি প্রচলিত তত্ত্ব আছে:

ক) ক্রেয়শক্তির সমতা তত্ত্ব (Purchasing Power Parity theory), এবং (থ) আধুনিক কালের চাহিদা ও যোগান তত্ত্ব (Demand and Supply theory)।

কে) ক্রম শক্তির সমতা তত্ত্ব: সুইডেনের ধনবিজ্ঞানী গুস্তাভ্ক্যাসেল (Gustav Cassel) বৈদেশিক বিনিময়-হার নির্ধারণ সম্পর্কে ক্রয়-শক্তির সমতা তত্ত্ব প্রচার করিয়াছিলেন। এই তত্ত্ব অমুযায়ী, সাধারণ অবস্থায়, উভয় দেশের অর্থের বিনিময়-হার নিছ নিছ দেশের অভ্যন্তরে অর্থের ক্রয়শক্তির সম্পর্ক প্রকাশ

হুই দেশের অর্থের আভ্যন্তরীণ মূল্যের সমতা করে। নিজের দেশে অর্থের আভ্যস্তরীণ ক্রয়শতির এবং অন্থ দেশে অপর অর্থের আভ্যস্তরীণ ক্রয়শক্তি—এই উভয় দেশের অর্থের আভ্যস্তরীণ ক্রয়শক্তির সমতার বিন্দৃতেই ইহাদের মধ্যে বিনিময়-হার নির্ধারিত হয়। বেমন, ইংল্ডে

কিছু পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী যদি 1 পাউণ্ডে পাওয়া যায় এবং সেই একই ধরনের সমপরিমাণ দ্রব্যসামগ্রীর দাম (similar assortment) যদি ভারতের অর্থে 15 টাকা হয়, তাহা হইলে 1 পাউণ্ডের এবং 15 টাকার ক্রেয়-ক্রমতা সমান। স্ক্তরাং বিনিময়-হার হইবে 1 পাউণ্ড = 15 টাকা।

এই তত্তিকে আর একভাবে বলা চলে। কোন একটি দেশের মধ্যে

অর্থের ক্রয়শক্তি আভাস্তরীণ দামস্তরের বিপরীত দিকে উঠানামা করে, তাহা আমরা জানি। স্থতরাং তৃই দেশের অর্থের ক্রয়শক্তির অমুপাত উচাদের দামস্তরের অমুপাতের বিপরীত হইবে। অর্থাৎ,

 $\frac{1}{1}$ পা: (£) $=\frac{\pounds$ -এর ক্রয়শক্তি ভারতের দামস্তর $\frac{1}{1}$ টা: (Rs.) $=\frac{\pounds}{1}$ সিs.-এর ক্রয়শক্তি ইংলণ্ডের দামস্তর

নিজ দেশে অর্থের আভ্যন্তরীণ-ক্রয়শক্তির পরিবর্তন ঘটলে বৈদেশিক বিনিময়-হারেরও পরিবর্তন ঘটবে; আভ্যন্তরীণ মূল্য কমিলে বহিমূল্যও কমিবে,

আভ্যস্তরীণ মূল্য বাড়িলে বহিমূল্যও বাড়িবে। স্থৃতরাং বিনিময়হারে উঠানামা ও তাহার কারণ পরিবর্তনশীল বিন্দু, দেশের অভ্যস্তবে দামস্তবের পরিবর্তন

অমুখায়ী ইহা পরিবর্তিত হয়। ভারসাম্যের বিনিময়-হারকে উভয় দেশের দামস্তরে পরিবর্তিনের হার দিয়া গুণ করিলে এই পরিবর্তিত বিনিময-হার পাওয়া যায়। Cassel বলিতেছেন যে "it is only when we know the exchange rate which represents a certain equilibrium that we can calculate the rate which represents the same equilibrium at an altered value of the monetary units of the two countries."

একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি বুঝা যাইতে পারে। ভারত ও ইংলণ্ডের অর্থের মধ্যে 1 পাঃ=15 টাকা বিনিময়-হার দ্বির ছিল। কিছুদিন পরে উভয় দেশেই দামস্তরে পরিবর্তন হইল, স্চকসংখ্যা অমুখায়ী ইংলণ্ডের দামস্তর হইল 300 এবং ভারতের দামস্তর হইল 200। এরূপ অবস্থায় নূতন বিনিময়-হার হইবে 1 পাঃ=টাকা $\frac{15\times200}{300}$ =10, অর্থাৎ 1 পাঃ=10 টাকা। ইংলণ্ডের আভ্যন্তরীণ দামস্তর বৃদ্ধি হওয়ায় পাউণ্ডের বহিমূল্যিও কমিয়া গিয়াছে, পাউণ্ডের বিনিময়ে পূর্বের তুলনায় কম ভারতীয় টাক। পাওয়া যাইতেছে।

ক্যাদেল বর্ণিত এই ক্রয়শক্তির সমতাত র আধুনিক কালের ধনবিজ্ঞানীর।
বিভিন্ন কারণের জন্ম গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করেন না। (ক) যে ফুচক-সংখ্যার
সাহাযে দেশীয় অর্থের আভ্যন্তরীণ ক্রয়শক্তির পরিবর্তন নির্ণয় কবা হয়, সেই
ফুচক সংখ্যার নির্মাণকালে আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রবেশ করে
এইরূপ সর্কল প্রকার দ্রব্যসামগ্রী যদি হিসাবে গ্রহণ করা হয় তবে এই তত্ত্ব
নির্ভূল থাকিতে পারে না। কারণ আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের
সমালোচনা
দ্রব্যসামগ্রীর দামে পরিবর্তন লেনদেন ব্যালান্সে প্রভাব
বিস্তার করে না, বিদেশী বাজারে দেশীয় অর্থের যোগান ও চাহিদাকেও

প্রভাবিত করে না। আর, শুরু যদি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রবেশ করে এইরপ দ্রব্যের সাহায্যে স্চক-সংখ্যা গঠিত হয়, তবে এই তত্ত্ব নিছক স্বতঃসিদ্ধ, কারণ ইহাদের দামস্তর সকল দেশে স্বভাবতই সমান। (থ) মূলধনের আগমন বা নির্গমনের ফলে বৈদেশিক বিনিময়-হারের পরিবর্তন এই তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে পারে না। (গ) বিশেশ রপ্তানি দ্রব্যের চাহিদা বাড়িলে বা কমিলে, অথবা দেশে আমদানি দ্রব্যের চাহিদা বাড়িলে বা কমিলে (দেশে ও বিদেশে উৎপাদন ব্যয়ে পরিবর্তন হইলে) আভ্যন্তরীণ দামস্ত র পরিবর্তন না হইয়াও বিনিময়-হারে পরিবর্তন আসিতে পারে। Metzler তাই বলেন যে, "The inability of the Parity theory to allow for shift in international demand for capital movements, for technological changes, or for any other events altering the terms of trade soon made a paparent that the theory was not a general explanation of exchangerates, but was applicable only under special conditions."

স্থতরাং উপসংহারে আমর। বলিতে পারি যে, ক্রয়শক্তির সমতাতত্ত্ব কেবল মাত্র বিশেষ অবস্থাতেই সত্য হইতে পারে; যথন কোন মূলধনের বা ঋণের লেনদেন হইতেছে ন। অথবা উৎপাদনের যন্ত্রকৌশলগত অবস্থায় বা বাণিজ্ঞানের কোনরূপ পরিবর্তন আসিতেছে না। বিনিময়-হারে যে-সকল শক্তি পরিবর্তন আনে ক্রয়শক্তির পরিবর্তন তাহার মধ্যে একটি মাত্র। তবুও আমরা এই তত্ত্বের অন্তর্নিহিত গভীর সত্যকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিতে পারি না। দীর্যকালে বিভিন্ন দেশের অর্থের আভ্যন্তরীণ ক্রয়শক্তি বিনিময়-হারকে নিশ্চয়

কিছুটা প্রভাবিত করে। বিনিময়-হার নির্ধারণের তত্ত্ব
এই তত্ত্বের আংশিক
সভ্যভা
হিসাবে আধুনিক কালে ইহাকে আর গ্রহণ করা হয় না
বটে, কিন্তু কোন দেশের লেনদেন ব্যালান্সের উপর সেই

দেশের অর্থের আভ্যন্তরীণ ক্রয় শক্তিরও প্রভাব আছে, এই তত্ত্বে সাহায্যে এই সত্য উদ্ঘাটিত হয়।

(খ) আধুনিক তত্ত্ব: কি ভাবে বিনিময় হার নির্ধারিত হয় ঃ
আধুনিক ধনবিজ্ঞানীগণ বিনিময়-হারকে দাম বলিয়া মনে করেন,
বৈদেশিক অর্থেব হিসাবে প্রকাশিত নিজ দেশের অর্থের দাম। সকল দ্রবাসামগ্রীর দাম যেরূপ উহার যোগান ও চাহিদার দার।
বৈদেশিক বাজাবে
অর্থের চাহিল ও ভারসাম্যের বিন্দুতে নিরূপিত হয়, সেইরূপ অবাধ
যোগানের দারা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও প্রতিযোগিতামূলক বাজার
থাকিলে অর্থের বহিমূল্যও বৈদেশিক বাজারে উহার

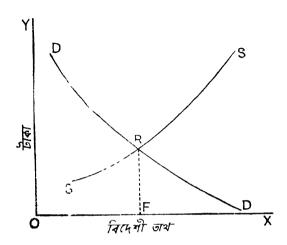
চাহিদা ও যোগানের দারা নির্ধারিত হইয়া থাকে।

বৈদেশিক বাজারে নিজ দেশের অর্থের চাহিদা নির্ভর করে রপ্তানির ম্ল্যের উপর এবং বিদেশীরা বিভিন্ন কারণে কি-পরিমাণ অর্থ সেই দেশে পাঠাইতে চাহেদা ও যোগান কাজারে অর্থের দিকের উপর)। বৈদেশিক বাজারে নিজ দেশের অর্থের কোপা হইতে উদ্ভূত হয় যোগান নির্ভর করে আমদানির মূল্যের উপর এবং দেশ হইতে কি-পরিমাণ অর্থ বিদেশে চলিয়া যাইতে চাহে তাহার উপর (অর্থাৎ লেনদেন-ব্যালান্সের দেনার দিকের উপর)।

বৈদেশিক বাজারে অর্থের চাহিদা যদি বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ যদি লেনদেন ব্যালান্স অন্তর্গ হয় তাহা হইলে বিদেশী ব্যবসায়ীরা অধিক পরিমাণে দেশীয় অর্থ কিনিতে চাহিবে. বৈদেশিক বাজারে দেশীয় অর্থের বিক্রেতাগণ অর্থের দাম বাড়াইয়া দিবে, অধিক বৈদেশিক অর্থ দিয়া দেশীয় চাহিনা বা যোগানে পরিবর্তন বিনিময়হারকে অর্থ ক্রয় করিতে হইবে, অর্থাৎ বৈদেশিক বাজাবে বিনিময় পরিবর্তিত করে হার দেশের অন্তর্কলে আসিবে। অপরপক্ষে, বৈদেশিক বাজাবে অর্থের যোগান বৃদ্ধি পাইলে, অর্থাৎ যদি লেনদেন ব্যালান্স প্রতিকৃল হয়, তাহা হইলে বিদেশী ব্যবসায়ীয়া অধিক পরিমাণে দেশীয় অর্থের চাহিদা করিবে না, বৈদেশিক ব'জারে দেশীয় অর্থের বিক্রেতাগণ অর্থের দাম কমাইয়া দিবে, কম বৈদেশিক অর্থ দিয়া দেশীয় অর্থের ক্রয় করিবে, বৈদেশিক বিনিময়-হারও দেশের প্রতিকৃলে যাইবে।

স্তরাং লেনদেন-ব্যালান্সের উঠানামার উপরই বিনিময়ের হারের উঠানামা
নির্ভর করে; লেনদেন ব্যালান্সের ভারসাম্য থাকিলে বিনিময়-হারেও ভারসাম্য
লেনদেন ব্যালান্স থাকে, অর্থাৎ লেনদেন ব্যালান্সের উপরই বিনিময়-হার
গঠনকারী বিষয়সমূহই নির্ভর করে। লেনদেন-ব্যালান্স গঠনকারী বিষয়সমূহ
বিনিময়-হার নির্ধারণ করে। লেনদেন-ব্যালান্স গঠিত
হয়, (ক) আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণ এবং (খ)
মূলধনের গমনাগমন বা বিদেশে ঋণদানের পরিমাণের (Foreign lending)
ভারা।

এই তন্ত্রটিকে আমরা একটি রেখা-চিত্রের সাহায্যে প্রকাশ করিতে পারি। বিদেশী অর্থের চাহিদা-রেখা (DD) ডাহিনে নিচের দিকে নামিতেছে। ইহার কারণ হইল, যখন টাকার হিসাবে বিদেশী অর্থের দাম কমে তখন উহার চাহিদা বৃদ্ধি পায়। বিদেশী অর্থের দাম কমিলে বিদেশী দ্রব্য আমাদের দেশে সস্তা হয়, উহাদের চাহিদা বা আমদানি বাড়ে, তাই বিদেশী অর্থের চাহিদা



বাড়ে। অপরপক্ষে, বিদেশী অর্থের যোগান-রেথ। (SS) উপর দিকে উঠার পথে ডান দিকে হেলিয়। থাকে। ইহার কারণ হইল বিদেশী অর্থের দাম বাডিলে উহার যোগান বৃদ্ধি পায়। বিদেশী অর্থের দাম বাডিলে দেশীয় দ্রব্য বিদেশের বাজারে সন্তঃ হয়, ফলে আমাদের রপ্তানির পরিমাণ বাড়ে, বিদেশী অর্থের যোগান বৃদ্ধি পায়। DD ও SS রেখা R বিলুতে মিলিত হইয়াছে। এই বিলুতে বিনিময়-হার নির্ধারণ হইতেছে RF: OF, অর্থাৎ RF টাকার বিনিময় OF বিদেশী অর্থ পাওয়া যাইতেছে। এই বিনিময়-হার বজায় থাকিলে বিদেশের বাজারে টাকার যোগান ও চাহিদা, অথবা দেশের মধ্যে বিদেশী অর্থের যোগান ও চাহিদা সমান হয়।

আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণ বা DD ও SS রেথার আকৃতি নির্ভর করে চারিটি বিষয়ের স্থিতিস্থাপকতার উপর: (ক) দেশীয় রপ্তানির জন্ত বৈদেশিক চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা, (থ) নিজ দেশের রপ্তানির যোগানের স্থিতিস্থাপকতা, (গ) 'বদেশী আমদানির জন্ত আমাদের দেঁশে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা, এবং (ঘ) বিদেশী আমদানি দ্রব্যগুলির যোগানের স্থিতিস্থাপকতা। এই সকল প্রভাবসমূহকে একত্রে বলা হয় 'বাণিজ্যাবস্থা" (Trade Conditions)। বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্য অবাধ ও অনিয়ন্তিত

ভাবে চলিতে পারিলে দেশ্য টাকার ও বিদেশী অর্থের যোগান ও চাহিদার

আমদানি ও রপ্তানিব পরিমাণ কিদের উপর নির্ভব কবে ঘাত-প্রতিঘাতে, প্রতি মূহুর্তে বিনিম্য-হারে এই ভারদাম্য স্থাপিত হইতেছে। আবার দেশীয় ও বিদেশী অর্থের যোগান ও চাহিদায় পরিবর্তন আসিলে এই ভারদাম্যের বিনিম্য-হারও পরিবর্তিত হইয়া যাইতেছে। মিদেস

বিন্দনের ভাষাৰ বলিতে গেলে "Any change in the conditions of demand or of supply reflects itself in a change in the exchange-rate and at the ruling rate the balance of payments balances from day to day or from moment to moment."

বিদেশ অর্থ বা দেশায় অর্থের যোগান ও চাহিদা কেবলমাত্র দ্রব্যের আমদানি-বপ্তানি হইতেই দেখা দেয় না, বৈদেশিক ঋণদানের পরিমাণের উপরও ইহা নিভর করে। আবার বৈদেশিক ঋণদান (Foreign lending) তিন প্রকার প্রভাবের বারা নির্ধাবিত হয়ঃ কে) শেয়াব বান্ধারের প্রভাবসমূহ (Stock Exchange Influences): আন্তর্জাতিক ঋণদান, স্কদ প্রদান,

বৈদেশিক ঋণদান কিনেব উপর নিভব করে ঋণপরিশোধ, দেশীয লোক কর্তৃক বৈদেশিক শেয়ারের ক্রথবিক্রয় বা বিদেশী কর্তৃক দেশীয শেয়ারের ক্রয-বিক্রয প্রভৃতি। (থ) ব্যাফিং প্রভাবসমূহ (Banking

Influences), বিনিম্য-বিল, ব্যাঙ্গের ড্রাফ্ট ক্রয-বিত্রম, ভ্রমণকারীদের অর্থ প্রেরণ বা আন্মন প্রভৃতি। (গ) কারেন্সী অবস্থা (Currency Conditions): দেশের মূদ্রাব্যস্থার উপব বিশাস ও আহা পাকিলে বিদেশ হইতে দেশে অর্থ আদে, মুন্ধনের আগমন (Inflow) ঘটে। অপর পক্ষে, মূদ্রাব্যস্থার উপর আহা হাবাইয়া ফেলিলে দেশ হইতে অর্থ বাহির হইযা যায়, মূলধনের বহির্গমন (out flow) ঘটে।

লেনদেন ব্যালান্স গঠনকারী এই সকল বিষযসমূহের ছার। বৈদেশিক
বিনিম্য-হার নির্ধাবিত হয় এবং উহাদের পরিবর্তনের ফলে
বিনিম্য-হারে উঠানামা
লেনদেন ব্যালান্সে পরিবর্তন ঘ.ট, বৈদেশিক বাজারে
দেশায অর্থের থোগান ও চাহিদাব পরিবর্তন আসে, বি নম্য-হারে উঠানাম।
(fluctuations) ঘটিয়া থাকে।

ভারসাম্যাবস্থার বিনিময়-হার (Equilibrium Rate of Foreign Exchange) ঃ

স্থান ব্যবস্থার মুদ্রণজনিত বিনিময়ের সমহার (Mint Par of Exchage)
অন্তথায়ী প্রত্যেক দেশের বিনিময়-হার দ্বির হয় ; এবং স্থান
কর্ণান ব্যবস্থার
প্রেরণের ব্যয় পর্যন্ত এই হারের উপরে ও নীচে বিনিময়হার উঠানামা করিতে পারে। স্থান্তবাং, স্থানান প্রচলিত থাকিলে মুদ্রণজনিত
বিনিময়ের সমহারই উভয় দেশের মধ্যে ভারসাম্যাবস্থার বিনিময়হার।

কাগজীমান প্রচলিত থাকিলে, ক্রয়ক্ষমতার সমতা-তত্ত্ব গ্রহণ
করিলে, উভয দেশের অর্থের আভ্যন্তরীণ ক্রয়ক্ষমতার
কাগজীমান বাবস্থায়
অফুপাত ই ভারসাম্যাবস্থার বিনিময-হার। কিন্তু দেখা
গিয়াছে যে, বিভিন্ন দেশের আভ্যন্তরীণ ক্রয়ক্ষমতার
ভিত্তিতে বিনিময-হার স্থিব থাকে না; আভ্যন্তরীণ ক্রয়ক্ষমতার পরিবর্তন
বিনিময়-হারকে নির্ধারণ করে না; লেনদেন ব্যালাম্সের দেনা ও পাওনাব
উপর, অর্থাৎ বৈদেশিক বাজাবে দেশীয টাকার যোগান ও চাহিদার দ্বারা

আধুনিক লেনদেন বালান্সের তত্ত্ব (Balance of Payments theory)
অনুধারী, কোন নির্দিষ্ট সময়ে বিনিময-হার এইরূপ হইবে যাহাতে বৈদেশিক
বাজারে দেশীয় টাকাব যোগান ও চাহিদা সমান থাকে। অর্থাৎ বিনিমযহার স্থির থাকে যদি এই যোগান ও এই চা হিদা সমান
লেনদেন বালান তত্ত্ব
বা আধুনিক তথানুখাখী থাকে। বৈদেশিক বাজাবে দেশীয় টাকার যোগান ও
চাহিদা নির্ভর করে বাণিজ্য-ব্যালান্স (Balance of
Trade) ও 'ঝণদান-ব্যালান্সের' উপব (Balance of Lending)। বাণিজ্যব্যালান্স নির্ভর কবে যোগান বা চাহিদার পরিমাণ নির্ধারণকারী চারি প্রকাব
থিতিত্তাপকতার উপর এবং ঝাদান-ব্যালান্স নির্ভর করে শেষার বাজারের
প্রভাবসমূহ, ব্যাক্ষেব প্রভাবসমূহ ও কারেন্সীর অবস্থাব উপর। যে বিনিম্যহার বৈদেশিক বাজারে দেশীয় টাকার যোগান ও চাহিদাকে এমন ভাবে সমান
রাখে যাহাতে লেনদেন ব্যালান্সে স্থায়িত্ব থাকে, ভারসাম্য স্থইতে বিচ্যুতিসাধনকারী প্রভাবসমূহের ক্রিয়া শুক ন। হয়, সেই হারকেই ভারসাম্যাবহার
বিনিম্য-হার (Equilibrium Rate of Exchange) বলা চলে।

বাস্তবক্ষেত্রে, নীভিনির্ধারণ ও প্রয়োগের ব্যাপারে, এই তন্ত্বগত ধারণা বিশেষ কোন সাহায্য করিতে পারে না। ইহার কারণ হইল যে, প্রচলিত বিনিমর-হারের দকণ লেনদেন ব্যালাক্ষ গঠনকারী বিষয়সমূহে (যেমন বিভিন্ন স্থিতিস্থাপকতাগুলিতে) স্থায়িত্ব আছে কি না, অথবা কতথানি অস্থায়িত্ব (Instabilty) স্থিটি হইতেছে তাহা সঠিকভাবে পবিমাপ-যোগ্য নহে। তবুও মিশরের কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষের পরিচালক রাগ্নার নার্কসে (Ragnar Nurkse) বিভিন্ন নীতি নির্ধারণের ও কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগের উপযোগী সংজ্ঞা নির্ধারণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। উাহার মতে, ভারসাম্যাবস্থার বিনিমর-হার হইল "সেই হার যাহা কিছুদিন ধরিয়া লেনদেন-ব্যালাক্ষকে ভারসাম্যাবস্থার রাথে" ("that rate which, over a certain period of time, keeps the balance of payments in equilibrium")।

"কিছুদিন ধবিষা" বলিলে বৃঝা যায় যে খুব অল্ল সময় হিসাব করিলে চলিবে না, কারণ লেনদেন ব্যালাসে সামন্ত্রিক উঠানামা ও বিচ্যুতি ঘটিবেই বা বাণিজ্যচক্রজনিত উঠানামাও স্বাভাবিক। এই সকল স্বল্পকালীন উঠানামা বা ভারসাম্যের বিচ্যুতি ঠেকাইবার জন্ম প্রত্যেক দেশই কোন না কোন বন্দোবস্ত রাথে; সাধারণত বৈদেশিক অর্থ মজুত করিয়া কোন কেন্দ্রীয় তহবিল—স্বর্ণ, বৈদেশিক মৃদ্রা ও বিভিন্ন দেশ ঋণ পাইবার স্থযোগ, স্থবিধা সংজ্ঞার ব্যাঝা ও ব্যবস্থা প্রভৃতি লইয়া এই কেন্দ্রীয় তহবিল গঠিত হয়। লেনদেন ব্যালান্স স্থির থাকিলে বৈদেশিক অর্থের এই কেন্দ্রীয় সংরক্ষিত ভাণ্ডার অক্ষুণ্ণ থাকে, এই ভাণ্ডারে বৈদেশিক অর্থের এই কেন্দ্রীয় সংরক্ষিত ভাণ্ডার অক্ষুণ্ণ থাকে, এই ভাণ্ডারে বৈদেশিক অর্থের পরিমাণে হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। স্থতরাং বলা চলে "যে হার বজায় থাকিলে কিছুদিনের মধ্যে দেশের বৈদেশিক অর্থভাণ্ডারে মজুতের পরিমাণে কোন পরিবর্তন ঘটে না, তাহাই ভারসাম্যাবন্ধার বিনিময়-হার।"

"লেনদেন ব্যালাক্ষ" বলিলে এক্ষেত্রে দেনাপাওনার সকল বিষয় ধরিলে চলিবে না, নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বাদ দিয়া হিসাব করিতে হইবে। (ক) ভারসাম্য ফিরাইয়া আনিবার জন্ত কেন্দ্রীয় ভাণ্ডার হইতে ব্যয়িত বৈদেশিক ক্ষর্থ। (খ) মূলধনের স্বল্পকানীন আদানপ্রদান। এই স্বল্পকাণীন মূলধন ওই প্রকৃতির :(১) ভারসাম্য আনম্যনকারী ধরনের, যেমন কেন্দ্রীয় ব্যাহ্ব ব্যাহ্বার বাড়াইলে স্বল্পকালীন মূলধনের দেশে আগমন—যে-কোন মূহর্তে

বাহিরে চলিয়া ঘাইতে পারে বলিয়া ইহাদের প্রকৃতপক্ষে দেনার দিকেই ধরা উচিত। (২) ভারসাম্য বিচ্যুতিকারী ধরনের, যেমন মূলধনের বহির্গমন, "উত্তপ্ত অর্থের" আনাগোনা প্রভৃতি—ওই সকল অস্বাভাবিক বিষয়কে নিয়ন্ত্রণে আনাই উচিত।

"ভারসাম্যাবস্থায়" বলিলে এক্ষেত্রে বোঝা যায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বাধা নিষেধ আরোপ না করিয়। দেনা ও পাওনার পরিমাণ সমান থাকা। আমদানি কমাইয়া বা দেশে কর্মসংস্থানের পরিমাণ কমাইয়া দিয়া দেনাপাওনাকে সমান করা হইলে তাহাকে ভারসাম্য বলা চলে না।

মিসেদ জোয়ান রবিন্দন বলেন যে, কোন দেশের পক্ষে চিবকালের জন্ত নির্দিষ্ট কোন ভারসাম্যের বিনিময়-হার নাই। দেশার টাকার বা বিদেশী টাকার যোগান ও চাহিদার ঘাত-প্রতিঘাতে দদা-সর্বদাই লেনদেন ব্যালান্দে ভারদাম্য থাকে: এই যোগান ও চাহিদায় কোননপ মিনেস ববিন্সন পরিবর্তন নিজেকে প্রকাশ করে বিনিময়-হারের পরিবর্তন কি বলেন আনিয়া। নির্দিষ্ট অবস্থা-কাঠামোর মংধ্য ম্লাদেব হারে ও কার্যকরী চাহিদার বিভিন্ন স্থারে বিভিন্ন ভারসামোর বিনিময়-হার দেখা দেয়। এমন কি কোন বিনিময়-হার ভারসাম্যের অবস্থা সাময়িকভাবে বজায় ন। রাখিলে স্থদের হারে উপযুক্ত পরিবর্তন আনিয়া বিনিয়োগ ও আয়ন্তর বদলাইয়া ফেলিয়া দেই বিনিময়-হারকেই ভারসাম্যের হারে পরিণত করা চলে। স্থতরাং, তাহাব মতে "The notion of the equilibrium exchange rate is a chimera. The rate of exchange, the rate of interest, the level of effective demand and the level of money wages react upon each other like the balls in Marshall's bowl, and no one is determined unless all the rest are given."

অগ্ৰ-বিনিময় (Forward Exchange)

যথন কোন দেশের বিনিম্থ-ছার সম্পূর্ণ নির্দিষ্ট থাকে ন। (স্বর্ণমান ব্যতীত
অক্সান্ত ক্ষেত্রে), তথন ব্যবসায় বাণিজ্যে ঝুকি থাসিয়া পড়ে, কাবণ বিনিম্থছারে অনিশ্চিত উঠানামার ফলে ব্যবসায়ীদের অপ্রত্যাশিত লাভ বা লোকসান

^{*} Mrs. Joan Robinson, "The Foreign Exchanges", Readings in the theory of International Trade.

ঘটিতে পারে। বিনিমর-হারে উত্থান-পতনজনিত লোকসানের ঝুঁকি এড়াইবার জন্ম অনেক ব্যবসায়ী কিছুদিন পূর্বেই ভবিদ্যুতে বৈদেশিক অর্থ বিনিমর হারে উঠানামার ক্রয়ের জন্ম চুক্তি করিয়া রাখিতে পারেন। যেমন ঝুঁকি কমাইবার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষের মি: সেন ইংলণ্ডের মি: টমের নিকট হইতে 1000 পাউণ্ডের জিনিস ক্রয় করিয়াছেন, তিন মাস পরে এই দাম দিতে হইবে দ্বির হইয়াছে। মি: সেন যদি মনে করেন, তিন মাস পরে বিনিময়-হার ভারতের প্রতিকূলে যাইবে, অর্থাৎ ভবিদ্যুতে প্রতি পাউণ্ড ক্রয় করিতে হইলে বর্তমানের তুলনায় বেশি টাকা দিতে হইবে, তাহা হইলে তিনি লোকসানের ঝুঁকি এড়াইবার জন্ম বর্তমানেই হার নির্দিষ্ট করিয়া তিনমাস পরে পাউণ্ড ক্রয়ের জন্ম ব্যাক্রের সহিত্ চুক্তি করিয়া রাখিতে পারেন।

স্তরাং দেখা যায়, বৈদেশিক টাকার বাজারে কোন নির্দিষ্ট সময়ে ছুই
প্রকার বিনিময়-হার থাকে; বর্তমান লেনদেনের জগু তৎকালীন হার (Spotrate) এবং ভবিষ্যং লেনদেনের জগু প্রগ্রার (Forward rate)। চুক্তির
সময়ে এই তৎকালীন হারের হিসাবে অগ্রহার উল্লিখিত
(quoted) হয়। অগ্রহার বাট্টাযুক্ত হইলে বোঝা যায়
দেশীয় টাকার বদলে ভবিষ্যতে অধিক বিদেশী অর্থ পাত্তয়। যাইবে; অগ্রহার
প্রিমিয়ামযুক্ত হইলে বোঝা যায় যে, দেশীয় টাকার বদলে ভবিষ্যতে কম বিদেশী
অর্থ পাত্তয়া যাইবে।

তৎকালীন হার ও অগ্রহারে কি-পরিমাণ পার্থক্য থাকিবে তাহা প্রধানত, সুইটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে: (১) ছই দেশে প্রচলিত স্থাদের হার এবং (২) ভবিষ্ম: বাজারের অবস্থা সম্বন্ধে বর্তমানের ধারণা। যদি দেশের তুলনায় বিদেশে স্থাদের হার অধিক থাকে তাহা হইলে অগ্রহার বাট্টাযুক্ত হইবে। অর্থাৎ, বর্তমানের তুলনায় দেশীয় টাকার বিনিময়ে অধিক বৈদেশিক অর্থ বিষ্টি বিষয়ের উপর ব্যাক্ষ রাজি হইবে। ভবিষ্মতে যে-পরিমাণ বৈদেশিক অর্থ প্রইটি বিষয়ের উপর বিক্রের জন্ম সে চুক্তি করিয়াছে ব্যাক্ষ নিজে ঝুকি এড়াইবার জন্ম এথনই তাহা বিদেশে প্রেরণ করিবে; বিদেশে স্থাদের হার বেশি থাকায় ওই প্রেরিত অর্থ হইতে তাহার যে অধিক আয় হইবে উহারই দর্ষণ সে বাট্টা দিতে পাইবে। অপর পক্ষে, যদি স্থাদের হার দেশে অধিক থাকে তাহা হইলে ব্যাক্ষ এথনই বিদেশে অর্থ প্রেরণ

করিবে না, তাহাতে স্থদ হইতে আয় কম হইবে। স্থতরাং দে বর্তমানে প্রিমিয়াম সহকারে বৈদেশিক অর্থ বিক্রেয় কবিবে অর্থাৎ দেশীয় টাকার বিনিময়ে কম পরিমাণে বৈদেশিক অর্থ দিতে চাহিবে। দ্বিতীয়ত, ভবিষ্যতে বৈদেশিক অর্থের দামে উঠানামার সম্ভাবনা, আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণে ভবিষ্যুৎ পরিবর্তনের সম্ভাবনা প্রভৃতির দারাও অগ্রহাব নির্ধাবিত হইবে।

বহিমু'ল্যপাতন (Devaluation) :

স্বর্ণমান ব্যবস্থায় দেশের লেনদেন ব্যালান্সের ভারসাম্যে বিচ্যুতি ঘটলে দেশের আভাস্তরীণ টাকার পরিমাণ সংকৃচিত করিয়া দামস্তর, কর্মসংস্থান ও আয়ের পরিমাণ কমাইয়া রপ্তানি বুদ্ধি ও আমদানি হ্রাসের চেষ্টা করা হইত।

কাগজীমান ব্যবস্থায় সেকপ কৰা সম্ভব হইলেও আধুনিক त्वनद्यन वानिम ভা বসামাবিহীন তা দর করিবাব উদ্দেশ্য

কালে জাতীয় গর্থনীতির স্থাথিত ও সমৃদ্ধির জন্ম দেশের উৎপাদন আযন্তব, ও কর্মদংস্থান কমাইবাব নীতি কোন

আর্থিক কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করিতে চাহেন না। বিদিন্ন উপায়ে

যদি আমদানি হ্রাস এবং রপ্তানি বৃদ্ধি কর। সম্ভব না হয় তাহা হইলে আর্থিক কর্তৃপক্ষ সরকারীভাবে বৈদেশিক বাজারে দেশীয় টাকার মূল্য কমাইয়া (मन।

বৈদেশিক মুদ্রার ব। স্বর্ণের তুলনায় দেশায় মুদ্রার বিনিময়-মূল্য কমাইয়। দেওবা হইলে তাহাকে বহিমূল্যপাতন (Devaluation) বলে। বেমন, 1949 সালের সেপ্টেম্বর মাসে মার্কিন ডলারের (এবং স্বর্ণের) কাহাকে বলে তুলনায় ভারতীয় টাকার বিনিময় মূল্য 1 টাক, = 30 দেণ্ট हहेर्छ 1 **होका = 21 मिल्हें क्याहिया मिल्हें** इहेरा हिला।

বহিমূল্যপাতনের ফল হইল, মূল্যহাসকারী দেশের বাজারে বিদেশি व्यामनानि ख्वानित नाम वाष्ट्रिया याख्या এवः विदन्तन्त वाजादा मुनाङ्गानकाती দেশের রপ্তানি-দ্রব্যাদির দাম কমিয়া যাওয়। যেমন কেন ভারদাম্য 1949 সালের সেপ্টেম্বরের পূর্বে 1 টাকার বদলে আমেরিকা কিরাইয়া আনে **इहेट्ड मिथानकां 30 मिले मामित जिनिम भाउंग याहेड.**

কিন্তু বহিমূল্য-ছ্রাদের ফলে 1 টাকার বদলে পূর্বের তুলনায় কম, মাত্র 21 দেন্ট দামের দ্রব্য পাওরা ষাইবে; পূর্বের পরিমাণ বিদেশী দ্রব্য ক্রয় করিতে বেশি টাক। দিতে হইবে অর্থাৎ আমদানি দ্রব্যের দাম বাড়িবে। অপরপক্ষে, বহিম্পা পাতনের পূর্বে ভারতবর্ষের 1 টাকা দামের দ্রব্য আমেরিকাতে 30 সেণ্ট দামে বিক্রেয় হইত, কিন্তু বহিম্পা-ছাসের পরে মাত্র 21 রগ্রানি বৃদ্ধি ও সামদানি হ্রাস সেণ্ট দিয়াই আমেরিকার ব্যবসায়ীরা তাহা ক্রেয় করিতে পারে। ফলে বিদেশের বাজারে বিদেশীরা তাহাদের অর্থে কম দাম দিয়া ভারতীয় রপ্তানি-দ্রব্যাদি ক্রেয় করিতে পারিবে। স্ক্তরাং বিদেশী বাজারে আমাদের রপ্তানি বৃদ্ধি পাইবে এবং দেশীয় বাজারে বিদেশ হইতে আমদানি কমিয়া যাইবে। লেনদেন ব্যালান্সে ভারসাম্যের বিচ্যুতি দূর হইয়া পুনরার ভারসাম্য স্থাপনের ঝোঁক দেখা দিবে।

বহিম্ল্যপাতনের ফলে রপ্তানি কি পরিমাণ বাড়িবে ও আমদানি কি পরিমাণ কমিবে ভাহা নির্ভর করে (১) মূল্যপাতনের পরিমাণ (degree) ও স্থিতিকালের (duration) উপর, এবং (২) আমদানি ও রপ্তানি দ্রব্যাদির চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার উপর। যদি বহিমু ল্যপাতনের প্রভাব পরিমাণ নিতান্ত কম হয় অথবা বহিমূল্য হ্রাদের স্থিতিকাল ছইটি বিষয়ের উপর নিৰ্ভৱশীল খুব কমই হয় তাহা হইলে আমদানি-রপ্তানির পরিমাণেব উপর উহা কোন প্রভাব বিস্তার না করিতেও পারে। দিতীয়ত, যদি বিদেশ হইতে আমদানিক্ত দ্রব্যের জন্ত দেশের চাহিদ। অস্থিতি-স্থাপক হয় তবে আমদানি দ্রব্যের দাম বাড়িলে দেশীয় চাহিদা উপযুক্ত পরিমাণে না কমার দক্তন বৈদেশিক খাতে দেনার পরিমাণ বৃদ্ধি হইবে। ঠিক সেইরূপ যদি দেশের রপ্তানি দ্রব্যাদির জন্ম বিদেশের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হয়, তবে রপ্তানি দ্রব্য বিদেশে সন্তা হওয়ার ফলেও চাহিদা সেই অমুপাতে বৃদ্ধি পাইবে না, ফলে বৈদেশিক খাতে পাওনা হ্রাস পাইবে। বহিমু ল্যপাতনের অপর পক্ষে, উভয় ক্ষেত্রেই চাহিদা স্থিতিস্থাপক হইলে পরিমাণ্ড ছুইটি বিষ্য মল্য-ছ্রাসের ফলে অধিক পরিমাণে আমদানি কমিবে ও অনুযায়ী স্থির করা হয় রপ্তানি বাড়িবে। স্থতরাং বহিমূল্যপাতনের ফলে মোট

প্রভাব কি দাড়াইবে দেই অমুযায়ী বহিম্বিগুপাতনের পরিমাণ বা হার স্থির করা হয়। ভারসাম্য হইতে বিচ্যুতির পরিমাণ ও মূল্য হ্রাসের মোট ফলা-ফলের সম্ভাবনা—ইহাদের বিচার করিয়া বহিম্বিগুপাতনের পরিমাণ স্থির করা হইবে।

রপ্তানি বাণিজ্যে অন্তান্ত দেশের তুলনায় অধিকতর স্থবিধা পাইবার উদ্দেশ্তে ব্যবহার করা হইলেও বহিম্প্রাপাতন প্রকৃতপক্ষে বিপজ্জনক কৌশল। প্রথমত, ইহার ফলে দেশের আভ্যন্তরীণ উৎপাদন-ব্যয় ও দামন্তর বাড়িয়া যাইতে পারে

(মজুরির হার বৃদ্ধির দক্ষণ এবং আমদানি দ্রব্যের দাম

ইহার বিপদও কম

র্দ্ধির দক্ষণ)। দ্বিতীয়ত, অস্তান্ত দেশও এই পদ্ধতির
প্রয়োগ করিতে পারে; পৃথিবীতে প্রতিযোগিতামূলক বহিম্ল্যপাতন ঘটিতে
পারে। অথবা, এইরূপে রপ্তানি বৃদ্ধির চেষ্টা করিলে অস্তান্ত দেশ সাধারণত
উচ্চহারে আমদানি-শুক বসাইয়া থাকে।

কিন্তু এত বিপদ সন্ত্বেও আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব (Internal economic stability) বজায় রাখিতে হইলে এবং লেনদেন-ব্যালান্সে ভারসাম্যের বিচ্যুতি দুর করিতে হইলে এই নীতি প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা সম্পূর্ণ
অস্বীকার করা চলে না। তবে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার
প্রয়োজনীয়তা
ভিত্তিতে বহিম্পাপতিন নীতি প্রয়োগ করা উচিত।
আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের (International Monetary Fund) এক
ধারায় তাই বলা হইয়াছে যে, কেবলমাত্র লেনদেন ব্যালান্সে কোন "মৌলিক
বা কাঠামোগত ভারসাম্য-বিচ্যুতি" Fundamental or structural dis
equilbrium) সংশোধন করিবার জন্তই বিনিময়-হারে এইরূপ পরিবর্তন করা
চলিবে।*

विनिमञ्ज निञ्चल (Exchange Control) %

রপ্তানির পরিবর্তে দেশের পাওনা এবং আমদানির দরুণ দেশের দেনা—
অর্থাৎ বৈদেশিক থাতে দেনা ও পাওনার পরিমাণ; বিনিময়-হার এবং দেনাপাওনার দিক্ নির্ণয়, সবই যদি রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে নির্ধারিত
বিনিময় নিয়ন্ত্রণ
হয় তবে তাহাকে বিনিময় নিয়ন্ত্রণ বলে। বিংশ শতাক্ষীর
দিতীয় দশকের শেষ ভাগ হইতে আমেরিকা ও ইউরোপের

বিভিন্ন দেশে অর্থনৈতিক সংকটের ফলে ও অর্থনান পরিত্যাগের দরুণ বৈদেশিক

^{* &}quot;One special formula for secular dis-equilibrium can be found into which exchange depreciation fits not too badly. Suppose that in the developed country A, technological progress is taking place faster in all commodities than in country B, which is less developed, and that this is reflected in a progressive reduction of prices in A as compared with B...... The decline in A's prices relative to B's tends to produce an export surplus in A and import surplus in B. If the elasticities of demand and supply are high enough, the way to restore balance of payments equilibrium due to this secular cause may be exchange depreciation in B and appreciation in A." Kindleberger, International Economics. P. 520.

লেনদেনে যে বিশৃংথল উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা দূর করিবার জন্তই পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র বৈদেশিক লেনদেনের থাতে সকল দেনা পাওনাকে সম্পূর্ণ ভাবে নিয়ন্ত্রণ করার পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বিনিময় নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য (Objectives of exchange Control):

বছবিধ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিনিময়-নিয়ন্ত্রণ নীতি গ্রহণ করা যাইতে পারে। যেমন, (১) বিনিময় হারে স্থায়িত্ব (Stability) রক্ষার জন্য, রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য, রুজির জন্য, রাজির জন্য বিনিময় হার রক্ষা করিয়া টাকার বহিমূল্য রৃদ্ধির জন্য; (২) মূলধন অর্ণ বা অন্ত্যাবশুক ক্রবাাদির রপ্তানিতে বাধা দিবার জন্য; (৩) অন্ত্যাবশুক আমদানির যোগান নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে; (৪) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে নিজ দেশের দরক্ষাক্ষির ক্ষমতা বাডাইবার জন্য; (৫) লেনদেন-ব্যালান্দে ভাবসাম্য রক্ষার জন্য; (৬) দেশীয় শিল্পকে বিদেশা শিল্পের হাত হইতে সংরক্ষণের (Protection) উদ্দেশ্যে; (৭) রাজস্ম রৃদ্ধির উদ্দেশ্যে (যেমন চিলি); (৮) কোন বিশেষ দেশ বা দেশসমূহকে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিশেষ ধরণের স্থযোগ স্থবিধা দেওয়ার জন্য; (১) রাজনৈতিক কারণে কোন বিশেষ দেশের বিরুদ্ধে ব্যবসায় বাণিজ্যের মারক্ষৎ আক্রমণ চালাইবার জন্য; (১০) অর্থনৈতিক পরিকল্পনার জন্য প্রযোগনীয় দ্রব্যাদি আমদানি; কাঁচামালের রপ্তানি বন্ধ করা, বা প্রয়োজনীয় ব্রেদেশিক মূলধন সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে।

বিনিময় নিয়ন্ত্রগের পদ্ধতি (Methods of exchange control) ঃ

বিনিময় হার বৈদেশিক খাতে দেনা পাওনার নিয়ন্ত্রণের জন্ত কোন রাষ্ট্র বছবিধ পদ্ধতি গ্রহণ করিতে পারে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে বিভিন্ন দেশের আর্থিক কর্তৃপক্ষ বহুপ্রকার নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে প্রধান তিনপ্রকার নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি উল্লেখযোগ্য।

(১) হস্তক্ষেপ পদ্ধতি (Intervention): রাষ্ট্র যদি মনে করে ধে সাধারণ স্প্রবস্থায় চাহিদা ও যোগানের শক্তির দ্বারা বিনিময়-হার থেরূপ হইতে পারে তাহা অপেকা ভিন্ন রূপ হওয়া দরকার, তবে সে নিজে সরাসরি বিনিময়হার নির্ধারণের উদ্দেশ্যে (বহিমূর্ণে) বৃদ্ধি বা হ্রাস ঘটাইবার হতকেপ পদ্ধতির উপায়
ভাগ্) হস্তক্ষেপ করিতে পারে । ইহার জন্ম সে নিজম্ম তহবিদ হইতে বৈদেশিক অর্থ বিক্রয় করিতে পারে বা বাজার হইতে উহা ক্রয়

করিয়া লইতেও পারে। হস্তক্ষেপের দারা বিনিময় হার প্রভাবিত করার ক্ষমতা প্রধানত নির্ভর করে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের বৈদেশিক টাকা মজুত করিবার ক্ষমতার উপর। তাহা চাড়া, হতক্ষেপের দারা নিয়ন্ত্রণ-নীতি সাময়িকভাবে চলিতে পারে, কিন্তু দীর্ঘকালে স্থায়ীভাবে চলিতে পারে না।

(২) অবরোধ পদ্ধতি (Restriction) ঃ সাধারণভাবে সকল বৈদেশিক
অর্থসংক্রাস্ত লেনদেনের ক্ষমতা রাষ্ট্র বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বা কোন কর্তৃপক্ষ
নিজেদের হাতে তুলিয়া লয়। এই বিনিময়-নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ নিজের লক্ষ্য
সাধনের উদ্দেশ্যে বিভিন্নভাবে বাজারের অবাধ কাজকর্মের স্বাধীনভাকে
সংকুচিত করে বা কেন্দ্রীয় ভাবে সকল বৈদেশিক অর্থসংক্রাস্ত ব্যবসায় নিজেই
পরিচালনা করে। অনেক রকমের নিয়মকায়ন স্বাষ্ট করিয়া এই নিয়ন্ত্রণ
কার্যকরী করিয়া তুলিতে হয়। যেমন, (ক) বিদেশে টাকা পাঠাইতে হইলে
কতৃপক্ষের অনুমতি লইতে হইবে, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিদিপ্ত
যবরোধ পদ্ধতির
বিভিন্ন উলায়
কার্যনিই সাত্র অর্থ প্রেরণ করা চলিবে, কোন্ দেশে
পাঠাইতে পারিবে তাহাও রাষ্ট্র হির করিয়া দিবে। বিদেশ

হইতে টাকা আদিলেও তাহা নির্দিষ্ট হারে আদিতে হইবে, সেই সকল বৈদেশিক টাকা কর্তৃপক্ষের নিকট জম। দিতে হইবে এইরূপ নিয়ম থাকিতে পারে। (থ) কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে লাইনেস গ্রহণ না করিয়া কোন আমদানি-রপ্তানি করা চলিবে না, এরূপ নিয়ম থাকিতে পারে। প্রত্যেক লাইসেন্সে আমদানি রপ্তানির পরিমাণ এবং কোন দেশ বা কোন মুদ্রাঞ্ল (currency area) হইতে আমদানি-রপ্তানি করা চলিবে তাহা নির্দিষ্ট পাকে। (গ) বিনিময় নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ জমান পদ্ধতি বা আটক-হিসাব পদ্ধতি গ্রহণ করিতে পারে (freezing or blocking of accounts)। পাটক-হিসাব পদ্ধতিতে বিদেশী পাওনাদারদের নামে রক্ষিত হিসাবে তাহাদের সকল পাওনা জমা দিবার জন্ত দেশীয় দেনাদারদের নির্দেশ দেওয়া হয়। বৈদেশিক পাওনাদারগণ এই অর্থকে নিজেদের দেশীয় মূদ্রায় ব্যয় করিতে পারেন না। আটককারী দেশ হইতেই দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়ে উহা ব্যয় করিতে হয় অর্থাৎ সেই দেশ হইতেই দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করা চলে। অনেক সময়, (যেমন জার্মানীতে) ঐ আটক অর্থের হারা বিদেশী পাওনাদার দেশ হইতে কি জিনিস এবং কত প্রিমাণ ক্রয় করিতে পারিবে তাহা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। অনেক সময় বহু কম হারে, লোকসান দিয়া বিদেশী পাওনাদারকে এই আটক অর্থ বা উহার বিনিময়ে দ্রব্যাদি পাইবার স্থযোগ দেওয়া হয়। ব্যাক্ত অব্ইংলওের রক্ষিত বিতীয় অ্যাকাউণ্টে ভারতের পাওনা ষ্টার্লিং অর্থ ইহার প্রকৃষ্ট নমুনা।

- (৩) চুক্তি (Agreements) নিয়ন্ত্রণকারী দেশ অস্তান্ত দেশের সহিত বৈদেশিক বাণিজ্য বা বৈদেশিক অর্থসংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকার চুক্তি করিয়া বিনিময় নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। এইরূপ চুক্তি সাধারণত তিন প্রকারের হইতে পারে।
- (ক) পণ্যবিনিময় চুক্তিসমূহ (Barter Agreements) : অনেক সময় নিয়ন্ত্রণ-কর্তৃপক্ষ ছই দেশের ব্যবসায়ীগণকে নিজেদের দ্রব্যাদি বিনিময়ের চুক্তি করিবার অধিকার দেন। এইরূপ ক্ষেত্রে, কোন দ্রব্য আমদানি করিযা ভাহার বদলে কোন দ্রব্য রপ্তানি করা হয়, টাকা লেনদেনের কোন প্রয়োজন ঘটে না। সাধারণভাবে, আধুনিক জগতে সমাজতান্ত্রিক-বিভিন্ন প্রকার চুক্তিদমূহ রাষ্ট্রসমূহ অভাভ রাষ্ট্রের সহিত বা অভ রাষ্ট্রের ব্যবসায়ীদের সহিত এইরূপ চুক্তি বারা আমদানি ও রপ্তানি চালাইয়া থাকেন। (খ) ক্লিয়ারিং চুক্তিসমূহ (Clearing Agreements): উভয় দেশের মধ্যে চুক্তির দারা দ্রবাসামগ্রী ক্রয় বিক্রয়ের জন্ম বিনিময়-হার স্থির করা হয় এবং উভয় দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর দেনাপাওনা মিটাইবার ভার ছাডিয়া দেওয়া হয়। দ্রব্য ক্রম্ম করিয়া ক্রেতা নিজের দেশের কেন্দ্রীয় বাাদের নিকট নিজেদের দেশের টাকাই জমা দেয়, পরে হই কেন্দ্রীয় ব্যান্ধ এই দেনাপাওনা মিটাইয়া লন। (গ) লেনদেন চুক্তিসমূহ (Payments Agreements) ঃ নির্দিষ্ট সময়ের শেষে দেনাপাওনার কিছু বাকি থাকিলে স্বর্ণের দারা বা অপর কোন তৃতীয দেশের টাকার দারা উহা মেটান হইবে এইরূপ চুক্তি করা যাইতে পারে। व्यथना, किन्द्रोत्र नाएकत निकृष्ठे छहे होका क्षत्र। थारक, এবং পাওনাদারগণ আগামী বংসরের বাণিজ্যে দেনাদারদের অধিক দ্রব্য ক্রয় করিয়া ওই অবশিষ্ট পাওনা টাকা ব্যয় করিয়া ফেলেন, এইরূপও হইতে পারে। অনেক সময় তুই-এর বেশি কয়েকটি দেশের মধ্যে একত্রে দেনাপাওনা মিটাইবার উদ্দেশ্যে এইরূপ চুক্তি থাকে (Multiple clearing), যেমন ইউরোপীয় অর্থ নৈতিক সহ-যোগিতার সংগঠন (Organisation for European Economic cooperation) এবং ইউবোপীয় লেনদেনের সঙ্ঘ (European Payments nion) প্ৰভৃতি ।

বিনিময় নিয়ন্ত্রণের দোষগুণ (Merits and Demerits of Exchange Control):

বিনিময় নিয়ন্ত্রণের প্রধান স্থবিধা বা গুণ হইল, সঠিকভাবে ব্যবহার করিলে এই পদ্ধতির সাহায্যে রপ্তানি বৃদ্ধি করা বা অপ্রয়োজনীয় আমদানি কমান সম্ভব। দিতীয়ত, িনিময়-হারে তীব্র উঠানামা বন্ধ হয় বলিয়া দেশে বৈদেশিক অর্থ লইয়া ফাট্কা ব্যবসায় চালান সম্ভব হয় না এবং বিনিময়-বিনিম্ন নিযন্ত্রণের চারি হারে উঠানামার ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা না থাকায় ব্যবসায়ীদের ছশ্চিস্তার কারণ থাকে না। তৃতীয়ত, গত স্থবৃহৎ অর্থ নৈতিক সংকটেব সময়ে দেখা গিয়াছে, ক্ষুদ্র দেশগুলি নিজেদের মধ্যে এইকপ চুক্তি কবিয়া বা শক্তিশালী দেশগুলির সহিত চুক্তি দ্বারা ব্যবসায়-বাণিজ্য চালাইতে সক্ষম হইয়াছে, বিনিম্ন নিয়ন্ত্রণ না থাকিলে বৃহৎ রাষ্ট্রের চাপে তাহারা ব্যবসায় চালাইতে পারিত না। চতুর্থত, অফুরত দেশসমূহ দেশের শিল্পস্থাসারণ করিবাব জন্ত অনেক ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি গ্রহণ করিতেছে এবং উন্নয়নের যুগে ইহা খুবই কার্যকরী।

ইহার প্রধান ক্রটি হইল, ইহা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মোট পরিমাণ কমাইয়া দের, স্কৃতরাং সকলের পক্ষেই ক্ষতিকারক। বিভীয়ত, বিনিময় নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিতে পৃথিবীতে বিভিন্ন বি-পাক্ষিক বাণিজ্যচুক্তি দ্বারা (Bilateral Trade Agreements) ব্যবসায় চালান হয় এবং আন্তর্জাতিক চারি প্রকার দোষ বা বাণিজ্যের সমৃদ্ধির পক্ষে ইহা বিশেষ ক্ষতিকারক। অধ্বিধা তৃতীয়ত, অর্থ নৈতিক রেষাবেষির ও অন্তকে ভীতিপ্রদর্শনের দ্বারা স্থিধালাভের চেষ্টা—সমগ্র পৃথিবীতে এইরূপ আবহাওয়ার ক্ষষ্টি হয় এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্ত যে উন্মুক্ত অবাধ পরিবেশ ও সন্দিচ্ছার আবহাওয়া থাকা প্রয়োজন তাহা সম্ভব হয় না। চতুর্থত, সরকারী ব্যবসায় বাণিজ্য বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে।

কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মনে রাখা দরকার, পৃথিবীর সকল দেশ শিল্পোন্নয়নের সমান স্তরে উপনীত হয় নাই এবং বিভিন্ন স্তরে প্রত্যেকটি দেশ বিভিন্ন আধ্নিক জগতে ইহার করিতেছে। অর্থ নৈতিক পরিকল্পনাসমূহের সার্থক রূপারবোলনীয়তা য়নের জন্ম আমদানি-রপ্তানির পরিমাণ, দিক ও দ্রব্যাদি
নিয়ন্ত্রণ করা খুবই স্বাভাবিক, স্ক্তরাং দোষ ক্রটি ও রেষারেষি সত্ত্বেও এই সকল পদ্ধতির ব্যবহার নিকট ভবিশ্বতে প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করা চলে।

ব্ৰুধা বিনিময় হার (Multiple Exchange Rates)

रामान्य कालांकात अञ्चलकालीन ऐक्रीनामात करल रेतरम्भक विनिमग्रकारक উঠানামা ঘটিয়া থাকে: বৈদেশিক বাজারে দেশীর টাকার যোগান ও চাহিদার পরিবর্তন সদা-সর্বদাই বিনিময়-হারে পরিবর্তন আনে। সরকারী-হার ও রাষ্ট্র কর্তক নির্দিষ্ট বিনিম্য-হারে রাষ্ট্রের আর্থিক লেনদেন বাজার-হার হয়, কিন্তু বাজারের বিনিময়-হার (Market Rate of

Exchange) সর্বদাই অস্তির ও চঞ্চল, একেবারে সম্পর্ণ নির্দিষ্ট নতে।

সেইবপ বিভিন্ন সময়ের মধ্যে বিচার করিলে দেখা যায় যে. বিনিম্য-হারে ভারতম্য আছে। যেমন, বাজারে ভারতের টাকার বদলে ব্রিটিশ পাউগু কি পরিমাণ পাওয়া যাইতে পারে তাহার অনেক বিনিম্থ-হার রহিয়াছে। বর্তমানেই ক্রয় করিলে যে দামে পাউণ্ড পাওয়া যায়, 30 সময়ের পার্থকো বাজার দিন, 60 দিন বা 90 দিন পরে ক্রয়ের জন্ম চুক্তি করিলে হারে পার্থকা পাউণ্ডের জন্ম অন্য দাম দিতে হইতে পারে। স্রভরাং বর্তমানেই বিভিন্ন প্রকাব সময় অমুযায়ী অগ্রাবিনিময়ের (Forward Exchange) দরুণ বহুসংখাক বিনিময় হার দেখিতে পাওয়া যায়।

কিন্তু অনেক সময়ে, রাষ্ট্রেব নির্দেশেই হুই দেশের টাকার মধ্যে বিভিন্নপ্রকার বিনিময়ের হার রক্ষা করা হয় ; একই সময়ে ছুই দেশের টাকার মধ্যে বহুসংখ্যক

নির্দিষ্ট হইত। ভ্রমণের উদ্দেশ্যে মার্ক কিনিলে এক দাম, কোন দ্রব্য ক্রয়ের

কিন্তু সরকারী ভাবেই বিভিন্ন বিনিময়-হার ধার্য পাকিতে পারে। উভাকে বল্লধা বিনিম্য হার বলে

বিভিন্ন উদ্দেশ্যে এইরূপ

করা হয়

বিনিময়হার চাল রাখা হইলে তাহাকে বহুধা বিনিময় হার (Multiple Exchange Rates) বলে ৷ সরকার এইরূপ নির্দেশ দেন যে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন উন্দেশ্যে ব্যবহারের জন্ম বিনিময়-হার পৃথক হইবে, এবং সেই উদ্দেশ্যে কুত্রিম ভাবে (বাজারের যোগান ও চাহিদার প্রভাবকে অস্বীকার করিয়া) বিভিন্ন প্রকার বিনিময়-হারের প্রয়োগ করাকে কার্যকরী করিয়া তোলেন। যেমন বিভিন্ন প্রকার দ্রব্য আমদানি করিতে হইলে, বা রপ্তানি করিতে হইলে ব। বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বৈদেশিক অর্থ ক্রয় কবিতে হইলে দেশীয় টাকার হিসাবে বিভিন্ন দাম নির্দিষ্ট থাকে অর্থাৎ বিভিন্ন বিনিময়-হার থাকে। 1930-সালের পর হইতে প্রথমে লাতিন আমেরিকার দেশসমহ ও পরে জামানী এইরূপ বছ্ধা বিনিম্ম-হার প্রথা ব্যাপকভাবে প্রযোগ কবে এবং বিশেষ নিন্দার্হ হইলেও বর্তমানে অনেক দেশ বহুধা বিনিময়-হার বজায় রাথিয়াছে। যেমন, হিটলারের আমলে জার্মানীর টাকা মার্ক ক্রয় করিতে হইলে উদ্দেশ্ত অমুযায়ী উহার দাম উদ্দেশ্রে অন্ত দাম. বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্নরপ দাম, এইরপে বিভিন্ন হারে বিদেশীদের নিকট মার্ক বিক্রয় করা হইত। এই সকল হারের সহিত জার্মান অধিবাসীগণ মার্কের বিনিময়ে অন্ত দেশের অর্থ যে হারে ক্রয় করিতেন তাহারও কোনরপ সমতা ছিল না। যেমন, বর্তমানে লাতিন আমেরিকার দেশসমূহের মধ্যে চিলি বিভিন্ন উদ্দেশ্রে ভলার ক্রয়ের জন্ত বিভিন্ন দাম (চিলির টাকা পেসোর হিসাবে) স্থির করিয়া রাখিয়াছে। মূলধনী ক্রব্য আমদানির উদ্দেশ্রে সাধারণত কম পরিমাণ দেশীয় টাকা দিয়াই বৈদেশিক অর্থ ক্রয় করা যায়, কিন্তু বিলাস-দ্রব্য আমদানি করিতে হইলে অধিক পরিমাণে দেশীয় টাকা দিয়া বৈদেশিক অর্থ পাইতে হয়, সরকারী অস্বশস্ত্র ক্রয়ের জন্ত আবার ভিন্নরপ বিনিময়-হার নির্দিষ্ট আছে।

এইরূপ বছধা বিনিময় হার থাকিলে বেআইনী মুনাফার সম্ভাবনা খুবই বাড়িয়া যায়; কারণ কম দানে বৈদেশিক টাকা ক্রয় করিয়া বেশি দানে বিক্রয়ের স্থযোগ ও সম্ভাবনা উপস্থিত হয়। স্থতরাং, বছধা বিনিময়-হার প্রথা কার্যকরী করিতে হইলে শক্তিশালী ও দৃঢ় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বলবৎ রাখিতে হয়, বস্তুত আন্তর্জাতিক লেনদেনের সকল দিকই নিয়ন্ত্রণে রাখার এই পদ্ধতিব ক্রাট সমূহ প্রয়োজন হয়। বহিম্ল্যপাতন Devaluation বা বহিম্ল্যবর্ধনের Appreciation তুলনায় এইরূপ বছধা বিনিময়-হার প্রথা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য-বৃদ্ধির পক্ষে এবং অবাধ দ্রব্যচলাচলের পক্ষে অধিকতর ক্ষতিজনক। এই কারণে আন্তর্জাতিক আর্থিক ভাণ্ডার বছধা বিনিময়-হার প্রথা নিয়ম বিরুদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে।

অবাধ বাণিজ্য ও সংরক্ষণ (Free Trade and Protection)

ইংলণ্ডের ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীগণ অবাধ বাণিজ্যনীতি প্রবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন। উনবিংশ শতাদীর ব্যবসায় বাণিজ্যে বিপুল সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উদারনৈতিক (Liberalism) মনোভাব এবং অথনৈতিক ক্ষেত্রে অবাধ-বাণিজ্যের সমর্থন ইংলণ্ডে বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ব্যবসায় বাণিজ্যের উপর কোনন্দপ বাধা নিষেধ আরোপ না করার নীতিকে অবাধ বাণিজ্য নীতি বলা হয়। এই অবাধ বাণিজ্যেব পক্ষে বৃত্তিসমূহ: দক্ষতা বৃদ্ধি ভিৎপাদন বৃদ্ধি, বাত্ত্বাস, আন্তর্জাতিক শ্রম-বিভাগের স্থফল ভোগ করিবার আয বৃদ্ধি, ভোগ বৃদ্ধি স্থযোগ পায়। আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগের ফলে প্রত্যেক দেশ সর্বাধিক স্থবিধার সহিত যে দ্রব্য উৎপাদন করিতে সর্বাপেক্ষ্য উপযোগী, সেই সকল দ্রব্য উৎপাদনেই সকল উপকরণ নিয়োগ করিবে। ফলে সকল দেশেরই উপাদনসমূহের নৈপূণ্য ও দক্ষতা বৃদ্ধি পায়, সমগ্র পৃথিবীতে দ্রব্যসামগ্রীর মোট উৎপাদন বাড়িয়া যায়, দ্রব্যসামগ্রীর ইউনিট-প্রতি উৎপাদন বায়রও কমিয়া যায়। উপাদানসমূহের আয় বাড়িয়া যায়, কারণ সর্বাধিক স্থবিধার সহিত উৎপাদন করিলে তাহাদের উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। ক্রেতা হিসাবে সকলেই উন্নত ধরনের দ্রব্য কম দামে পাইতে পারে। আবাধ বাণিজ্য নীতি পরিত্যাগ করিয়া আমদানি শুল্ক আরোপনের ফলে দ্রব্যাদির দাম বৃদ্ধি পায়, উৎপাদকের স্বার্থে ক্রেতার স্বার্থ ক্ষ্প্র হয়।

সংরক্ষণের পক্ষে প্রধান যুক্তি হইল, অবাধ বাণিজ্য আপনাআপনি উপাদানসমূহকে প্রত্যেক দেশে সর্বাধিক স্থবিধা অন্থযায়ী উৎপাদন ক্ষেত্রে নিয়োর
করে তাহা দেখা যায় না। যেহেতু কোন দেশ অন্ত দেশের তুলনায় কিছুকাল
পূর্বে শিল্পসম্প্রসারণ স্থক করিয়াছিল, সেই জন্ত তাহার অনেক পূর্বলব্ধ স্থবিধা
থাকিতে পারে। পূর্বে স্থক করার এই সকল স্থবিধার ফলে তাহার তুলনায়
অন্ত দেশগুলির উৎপাদন-ব্যয় বেশি থাকায় তাহার। প্রতিযোগিতায় হারিয়া
যায়।

স্থতরাং, সংরক্ষণের সাহায্যে উভয়ের স্থবিধা প্রথমে সমান করিয়া লইয়া তাহার পরেই অবাধ প্রতিযোগিতা চলিতে পারে। অসমান শক্তিধারীদের মধ্যে অবাধ প্রতিযোগিতায় হুর্বলের পরাজয় নিশ্চিত; উহা সবলের একাধিপত্য বজায় রাথিবার এবং হুর্বলকে শক্তিশালী না হইতে দিবার ছল মাত্র।

সংরক্ষণের পক্ষে বৃত্তি
সমূহ: তুর্বলের বা নবাগতের প্রতিযোগিতার
ক্ষমতা বৃদ্ধি, জাতীর
বার্থ রক্ষা অস্থান্ত
ব্যবদারের বিরুদ্ধে
আার্যকা, ক্রত শিল্প
সম্প্রদারণ বা বাণিকাচক
রোধের উপার প্রভৃতি

এবং গুবলকে শাক্তশালা না হহতে দিবার ছল মাত্র।
সংরক্ষণের সাহায্যে বর্তমানে দেশের সম্পদবৃদ্ধির ক্ষমতা
বাড়াইয়া ভোলাই বর্তমানে সম্পদপ্রাপ্তি অপেক্ষা অধিকতর
প্রয়োজনীয়। তাহা ছাড়া, অর্থ নৈতিক কারণে অবাধ
বাণিজ্য উন্নততর নীতি হইলেও অপরাপর বহু কারণে
যেমন বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে, সংরক্ষণনীতি অধিকতর গ্রহণযোগ্য হইতে পারে। যেমন, অস্ত্রোৎপাদন বা আত্মরক্ষার
পক্ষে প্রয়োজনীয় শিল্প স্থাপন করা, উৎপাদন-ব্যয় অধিক
হইলেও অবশ্য-প্রয়োজনীয়। ইহাও মনে রাথা দরকার

যে দেশের স্বাস্থ্য বা চরিত্র-হানিকর দ্রব্যের আমদানি অবশুই জাতীয় স্বার্থে বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত। অপর দেশ ডাম্পিং করিয়া দেশীয় শিল্পকে অস্তায়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করিবে, তাহাও ঠিক নয়; সেই ডাম্পিং রোধ করার প্রচেষ্টা সর্বদাই করা দরকার। অথবা, অপর দেশের শিল্পগুলি সরকারী সাহায্য-পুষ্ট হইয়া রপ্তানি বাড়াইয়া আমাদের দেশের শিল্পকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবে—তাহাও চলিতে দেওয়া জাতীয় স্বার্থের অয়ুকূল নহে। তাহা ছাড়া, আধুনিক জগতে দেশীয় অর্থনীতির সামগ্রিক উন্নতি, জীবনয়াত্রার মান বাড়ান প্রভৃতি উদ্দেশ্যে প্রত্যেক দেশ নিজস্ব নীতি স্থির করিতেছে; একপ অবস্থায়, বিশেষত, অয়ৢয়ত দেশসমূহ দেশের বাহিরের শক্তিগুলির হাত হইতে স্বাভাবিকভাবে নিজেদেব রক্ষার প্রচেষ্টা করিবে। বাণিজ্য-চক্রের হাত হইতে রক্ষা পাইবার উদ্দেশ্যে সংরক্ষণনীতি প্রয়োগ করা খুবই দরকার। চরম সংকটেব কালে আমদানি শুল্ক দেশের উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বাডিতে সাহায্য করে। তাহা ছাড়া, অপর কোন দেশের বাণিজ্য-সংকট যাহাতে আমাদের দেশে প্রসারিত হইতে না পাবে, তাহার উদ্দেশ্যেও সংরক্ষণ নীতিকে ব্যবহার করা প্রয়োজন।

স্থতরাং, সমগ্র পৃথিবীর পক্ষে সাধারণভাবে অবাধ বাণিজ্যের নীতি স্থফলদায়ী হইলেও, কোন বিশেষ দেশের নিজ-স্বার্থের দৃষ্টিভঙ্গীতে ইহাকে কথনই গ্রহণযোগ্য মনে করা চলে না, এবং বলা চলে যে সংরক্ষণনীতি সাধারণ ভাবে জাতীয় স্বার্থসিদ্ধির অমুকূল।

সংরক্ষণের পক্ষে যুক্তিসমূহ (Arguments in favour of Protection) ঃ

১। দেশের টাকা দেশে রাখা (Keeping money at home):

অনেকে বলিতে চাহেন যে, বিদেশী দ্রব্য ক্রয় করিলে লোকে দ্রব্য
পাইলেও টাকা পায় বিদেশীর।; কিন্তু দেশীয় দ্রব্য ক্রয়
করিলে দেশের লোক দ্রব্যও পায় আবার টাকাও পায়।
ইহার সমর্থকদের বক্তব্য হইল, যাহাতে দেশের টাকা বাহিরে যাইতে না
পারে সেইজন্ম বিদেশী দ্রব্য ক্রয় না করাই উচিত।

কিন্ত এই যুক্তি একেবারেই ভুল, কারণ আমদানি না করিলে রপ্তানি বন্ধ
হইয়া যাইবে, বিদেশীদের দ্রব্য ক্রয় না করিলে বিদেশীরাই
বা কি করিয়া আমাদের দেশের রপ্তানি ক্রয় করিবে?
দ্রব্য ক্রয় না করিয়া জাতীয় আয় বাড়ান যায় না, কারণ তাহ। হইলে রপ্তানি
হইতে আয়ও কমিয়া যায়। আর, সকল দেশই এইরূপ নীতি গ্রহণ করিলে
অবশেষে কাহারও উপকার হয় না; সকলেরই বৈদেশিক ব্যবসায় ও বাণিজ্য

বন্ধ হইয়া যায়; বৈদেশিক বাণিজ্যের অর্থনৈতিক স্থবিধাগুলি কেহই লাভ করিতে পারে না।

২। দেশের বাজার সৃষ্টি করা (Home Market Argument)

সংরক্ষণের ফলে বিদেশী দ্রব্য দেশে না আসিলে দেশীয় শিল্প স্থাপিত হইবে,
দেশে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে, ফলে দেশীয়

্ছতি
দ্রব্যাদির আভ্যন্তরীণ বাজার বিস্তৃত হইবে, দেশের সকল
শিল্পেরই লাভ হইবে—ইহাই এই যুক্তির রূপ।

কিন্তু এই যুক্তির সমর্থকগণ ভূলিয়া যান যে, সংরক্ষণের দ্বারা আমদানি কমাইলে উহার ফলে রপ্তানিও কমিয়া যায়। স্ক্তরাং আমদানি বন্ধ করিয়া সেই দ্রব্য দেশে উৎপাদন স্কুরু করিলে আয় ও ক্রয়ক্ষমতার বিরন্ধ যুক্তি
বৃদ্ধি হইয়া দেশীয় বাজার বিস্তৃত করে বটে, কিন্তু, রপ্তানি
স্থাস পাইবার দকণ বপ্তানি-শিল্পে বেকারির ফলে আয় ও ক্রয় ক্ষমতা সংকুচিত হুইয়া দেশীয় বাজারকে অপর দিক হুইতে সংকুচিত করিয়া ফেলে।

কিন্তু যদি আমদানি-হ্রাসের ফলে দেশে যে পরিমাণ নৃত্ন আয় পৃষ্টি হইল, ভাগা রপ্তানি কমিবার ফলে আয় হ্রাসের পরিমাণ হইতে অধিক হয়, ভাগা হইলে দেশের মোট আয়ে নীট বৃদ্ধি হইতে পারে। স্কৃতরাং সভাভা উভয় দেশের আমদানি ও রপ্তানির পারস্পরিক চাহিদার শক্তির উপর এই যুক্তির সভ্যতা নির্ভর করে; বিশেষ ক্ষেত্রে ও বিশেষ অবহায় এই যুক্তি সভ্য চইতে পারে।

৩। বাণিজ্য ব্যালাক্স অমুকূল রাখা (Balance of Trade Argument)

প্রাচীন মার্কেটাইলিষ্ট ধনবিজ্ঞানীগণ বলিতেন যে, বিদেশ হইতে স্বর্ণ আনিতে পারিলেই দেশ সম্পদ্শালী হইতে পারে এবং সেই উদ্দেশ্যে সর্বদা রপ্তানি-আধিক্যের (export-surplus) নীতি গ্রহণ করা স্কৃতি
উচিত। রপ্তানি আধিক্যের দ্বার। সর্বদা বাণিজ্ঞা-ব্যালান্স অমুকূল রাখিতে পারিলেই দেশের মধ্যে স্বর্ণ আদিতে পারে।

ক্লাদিকাল ধনবিজ্ঞানীগণ এই মার্কেণ্টাইলিষ্ট ধারণা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, স্বর্ণ-ই একমাত্র সম্পদ নহে। আর অমুক্ল বাণিজ্ঞা-ব্যালাম্পের দরুণ দেশে ক্রমাগত স্বর্ণের আগমন আভ্যস্তরীণ অর্থের পরিমাণ বাড়াইয়া দামস্তর বাড়াইয়া দিবে এবং ফলে ভবিশ্বতে রপ্তানি কমিয়া স্বর্ণ পুনরায় বাহির হইয়া যাইবে (স্বর্ণের গতিবিধি সংক্রান্ত রিকার্ডীয় তর)। আধুনিক ধনবিজ্ঞানীগণও মনে করেন যে, অমুকূল বাণিজ্য-ব্যালান্সের ফলে দেশের আয়ন্তর বর্ধিত হইবে, স্থতরাং প্রান্তিক আমদানি-প্রবণতায় রন্ধির দক্ষণ আমদানিরা পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে, বাণিজ্য-ব্যালান্সের আয়ুকূল্য হ্রাস পাইবে। অনির্দিষ্ট কালের জন্ম বাণিজ্য ব্যালান্স অমুকূল রাখার নীতি গ্রহণ করা তাই কোন দেশের পক্ষেই সন্তব নহে। যদিও কেইন্সের মতে রপ্তানি-আধিক্যের ফল দেশে বিনিয়োগ রুদ্ধির অমুরূপ—ইহার ফলে আয়ন্তর ও কর্মসংস্থান বিশেষ বৃদ্ধি পাইতে পারে. কিন্তু তাহা হইলেও মনে রাখা দরকার যে, সকল দেশ-ই একসঙ্গে এই নীতি গ্রহণ করিতে স্বরুক করিলে অবশেষে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিপুল বিশৃংখলা স্থাষ্টি হইবে। প্রত্যেক দেশই অপর দেশের স্বার্থের বিনিময়ে নিজের স্বার্থবৃদ্ধির চেষ্টা করিয়া প্রতিবেশীকে দরিদ্র-করার-নীতি (Beggar-my-neighbour-policy) গ্রহণ করিলে মোট ব্যবসায়-বাণিজ্যের পরিমাণ কমিয়া গিয়া সকলকেই দরিদ্র করিয়া ভূলিবে।

(৪) উচ্চ মজুরি বজায় রাখা (To maintain high Wages)

অনেক সময় বলা হয়, নিয় মজুরির হার-সম্পন্ন দেশ হইতে আমদানির বিরুদ্ধে শুল্ক না বসাইলে সেই দেশ হইতে সস্তা আমদানি-দ্রব্য দেশের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেশের উচ্চ মজুরির হারকে নামাইয়া দিবে। বৃজি কারণ, অপর দেশে নিয় মজুরি-হারের ফলে তাহাদের উৎপাদন-ব্যয় কম, কিন্তু নিজ দেশে উচ্চ মজুরি-হারের ফলে উৎপাদন-ব্যয় বেশি। স্থতরাং আভ্যন্তরীণ উচ্চ মজুরির হাব বজায় রাথাব উদ্দেশ্যে নিয় মজুরির হার-সম্পন্ন দেশ হইতে আমদানির বিরুদ্ধে শুল্ক বসান উচ্চত এইরূপ বলা হইয়া থাকে।

এই যুক্তি গ্রহণ কর। চলে না, কারণ উচ্চ মজুরির ফলে উৎপাদন-ব্যয় সর্বদাই অধিক হইবে বা নিম্ন মজুরিব ফলে উৎপাদন-ব্যয় কম হইবে—ইহাও ঠিক নহে। উচ্চ মজুরির হার অধিক উৎপাদন-ক্ষমতার দরুণ বা উন্নত সাংগঠনিক নৈপুণ্যের দরুণ বা প্রাক্ততিক সম্পদের প্রাচুর্যের দরুণ হইতে পারে। ফলে প্রকৃতপক্ষে সেই দেশে ইউনিট-প্রতি বায় কম, এইরূপ ঘটিতে পারে।

এইব্ধপ অবস্থায় সংবক্ষণের নীতি দেশের উচ্চ মজুরিকে রকা না করিয়া,

কমাইয়া দিতেও পারে। কারণ সংরক্ষণের ফলে সর্বাধিক স্থ্রিধাজনক ক্ষেত্রে
নিযুক্ত না হইয়া কম উৎপাদন-ক্ষমতা সম্পন্ন শিল্পে শ্রমিক
নিযুক্ত হইতে স্থক্ষ করিবে, স্থতরাং জাতীয় সম্পদ বা
মজুরির হার উভয়ই কমিবে। তাহা ছাড়া, সংরক্ষণী শুল্কের ফলে দ্রব্যের দাম
বাড়িবার দক্ষণ আসল মজুরি কমিয়া যাইবে।

কিন্তু, সাধারণভাবে দেখা যায়, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে বাণিজ্যকারী
উভয় দেশের উপাদানের দামে সমতা আসে। এরূপ অবস্থায় নিম্ন মজুরি সম্পন্ন
দেশের পক্ষে অবাধ বাণিজ্য স্থবিধাজনক, এবং উচ্চ মজুরি-সম্পন্ন দেশের
পক্ষে অস্থবিধাজনক। কারণ, উচ্চ মজুরি কিছুটা নামিয়া এবং নিম্ন মজুরি
কিছুটা উঠিয়া উপাদানের দামে এই সমতাসাধন ঘটে।

(৫) বেকারি দূর করা (To Cure Unemployment)

অনেক সময় বলা হয়, সংরক্ষণের ফলে দেশে বেকারি দূব হুইয়া
কর্মসংস্থানের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু ক্লাসিকাল
কিন্তুপ কর্মসংস্থান বিজ্ঞানীদের মতে সংরক্ষণের দ্বারা আমদানি হ্রাস
বৃদ্ধিঃ কেন বৃদ্ধি পাইলে সেই সকল দ্রব্যের শিল্পে কর্মসংস্থান বাড়িলেও
পাষ না
বিপ্তানি কমিয়া যাওয়ার ফলে রপ্তানি দ্রব্যের শিল্পে বেকাবি
বাড়িবে; স্কভরাং দেশের মোট কর্মসংস্থানে নীট বৃদ্ধি হুইবে না।

তবে, যদি আমদানি শুলের দারা আমদানি কমাইয়া দেশে কর্মসংস্থান বাড়ান হয়, অথচ রপ্তানির পরিমাণ যাহাতে না কমে সেই ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলে মোট কর্মসংস্থান বাডিতে পারে। অবশ্র আধুনিক বুক্তি যদি অপর দেশও প্রতিরোধ নীতি অবলম্বন করিয়। কিরূপে আমদানি স্থির রাপিয়া রপ্তানি বাডান তাহাদের আমদানির উপর শুল্ক বসায় তাহা হইলে রপ্তানি যায়. ১। অর্থ সাহায্য কমিয়া কর্মসংস্থান কমাইয়া দিবে। রপ্তানি হ্রাস বন্ধ করার জন্ত দেশটি তুই প্রকার পদ্ধতি গ্রহণ করিতে পারে। প্রথমত, আমদানি শুক্ত হইতে প্রাপ্ত অর্থের দারা রপ্তানি শিল্পকে অর্থ সাহায্য (Bounty) করা—যাহাতে বিদেশে কম দামে বিক্রয় করিয়া পূর্বের পরিমাণ রপ্তানি বজায় কিন্তু এইরূপ অবস্থায় বিদেশও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা রাখিতে পারে। গ্রহণ করিবে।

विजीयज, यिन मश्त्रकनकांत्री दिन त्रथानि-आधित्कात नक्रन भाउना विदिन्ती

টাকা দেশে আনিতে না চাহে এবং বিদেশেই ঋণ বা বিনিয়োগ অথবা সাহায্য হিসাবে খাটায়, তাহা হইলে এই রপ্তানি-আধিক্য বজায় রাখা সম্ভবপর হইবে। যেমন, যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে আমেরিকা সর্বাধিক রপ্তানি করে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও নিজ-দেশে সংরক্ষণের দ্বারা আমদানিতে বিপুল বাধা স্পষ্ট করিয়া রাখিয়াছে। রপ্তানির ফলে আমেরিকার পাওনা অর্থ বিদেশী দ্রব্যের আমদানি দ্বারা পরিশোধ লইলে পাছে দেশে আয় ও কর্মসংস্থান কমিয়া যায় এইজন্ম উচ্চ সংরক্ষণী প্রাচীরের আড়ালে থাকিয়া সে ব্যবসায়-মৃদ্ধ চালায়। যাহাতে বিদেশ হইতে তাহাকে দ্রব্যের আমদানি করিতে না হয়, এইজন্ম সে পাওনা-অর্থ বিভিন্ন রাষ্ট্রকে ঋণ দেয়, দান করে, ইউরোপীয় পুনর্গঠনের দর্ফণ ব্যয়্ম করে বা বিদেশে সৈন্মবাহিনী বক্ষা করে।

কিন্ত এই নীতি নিতান্ত স্বল্পকালীন, কারণ স্থানিদিষ্ট কালের জন্ম কেহ
মূলধনের রপ্তানি চালাইয়া যাইতে পারে না। এমন সময় স্থাসে যথন স্থাসল
পরিশোধ লইতেই হইবে বা স্থান লইতেই হইবে; এবং
এই পদ্ধতির মহবিধা
এরপ স্থাবস্থায় স্থামদানি বৃদ্ধি না করিলে চলিবে না।
তাহা ছাড়া, এই নীতির ফলে দেশে মূলধনের পরিমাণ কমিয়া স্থাভ্যন্তরীণ
বিনিময় ও কর্মসংস্থান হ্রাস পাইতেও পারে।

(৬) শিশু শিল্পকে রক্ষা করা (To Protect Infant Industires)

পৃথিবীর সকল দেশে শিল্পোন্নয়নের স্তর সমান নহে, সকলেই শিল্পবিপ্লবের স্থাবিধা সমান পরিমাণ গ্রহণ করিতে পারে নাই। প্রথমে যাহারা শিল্প ব্যবসায় ও বাণিজ্যের পথে অগ্রসর হইয়াছিল, তাহারাই অধিকতর স্থযোগ, স্থবিধা, শিল্পজ্ঞান ও দক্ষতার অধিকারী হইয়াছে। স্থতরাং, শিল্পে অমুন্নত শিল্প অমুন্নত দেশগুলি শিল্পোন্নয়ননের কাজ স্থন্ন করিয়া অবাধ বাণিজ্য নীতি গ্রহণ করিলে প্রতিযোগিতায় উন্নততর দেশগুলির নিকট পরাজিত হইবে। অমুন্নত দেশগুলি উন্নয়নের প্রাথমিক স্তরে সংরক্ষণের দ্বারা নিজেদের শিল্প বাণিজ্যে ব্যাপারে শিশু দেশকে বিদেশী প্রতিযোগিতার হাত হইতে বাঁচাইবে, শিল্পোন্নয়নের প্রাথমিক জ্ঞান, শিক্ষাদীক্ষা ও সাংগঠনিক প্রস্তুতির স্তর বিদেশীদের হাত হইতে রক্ষা করিবে। জার্মান ধনবিজ্ঞানী ফ্রেডারিক্ লিষ্ট এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন; তাঁহার মতে,

ক্ষযি-উৎপাদনের স্তর হইতে কোন দেশে শিল্প সম্প্রসারণ করিতে হইলে এইরূপ সংরক্ষণ নীতি গ্রহণ করা বিশেষ প্রয়োজন।

লিষ্ট্ এই নীতি বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন "অমুন্নত দেশ" সম্বন্ধে, কিন্তু আধুনিককালে দেশের শিশু "শিল্লকে" বৈদেশিক প্রতিযোগিতার হাত হইতে বক্ষা করা প্রয়োজন—এই যুক্তিতে সংরক্ষণ নীতিকে সমর্থন করা হইয়া থাকে। "সত্যোজাতকে সেবা কর, শিশুকে রক্ষা কর এবং বয়স্থকে মুক্ত কর"—ইহাই এই যুক্তির মূল কথা।

যুক্তি সঠিক হইলেও এই নীতিকে প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রচুর অম্বরিধা আসিয়া পড়ে। এই নীতি অম্বায়ী যে সকল "শিশু" ভবিষ্যতে এমনভাবে উন্নত হইয়া উঠিবে যে সংরক্ষণ তুলিয়া লইলেও উন্নত দেশের শিল্পস্থ্রের সহিত প্রতিধ্যালি কর্মান করা অর্থাৎ সেই দ্রব্য আমদানির উপর শুব্দ বসান দরকার। কিন্তু পূব হইতেই সঠিকভাবে জানা যায় না কোন্ শিল্প এরূপ বাড়িতে পারে। তাহা ছাড়া একবার শুব্দ বসাইলে সংরক্ষণের আড়ালে বাড়িয়া উঠিবার পরেও সেই শিল্প চিরকাল "সংরক্ষিত" থাকিতেই চায়, নিজের পায়ে আবলম্বী হইয়া দাঁড়াইবার বাসনা ও মনোভাব কখনও গড়িয়া উঠে না, শিশুর আর বয়ংপ্রাপ্তি ঘটিতে চাহে না।

(৭) শিল্পের বৈচিত্র্য সাধন (To Diversify the Industries)

সংবক্ষণের সাহায্যে দেশে সকল প্রকার শিল্প গড়িয়া ভোলা উচিত কারণ দেশে বহুপ্রকার ব্যক্তি থাকেন, প্রত্যেকের প্রতিভা সমান নয়। যাহাতে সকল ব্যক্তি নিজেদের ঝোঁক, প্রবণতা বা নৈপুণা অন্থযায়ী নিজেকে উন্নত করিতে পারে সেইজন্ত দেশে সকল প্রকার শিল্প থাকা। প্রয়োজন। বিভিন্ন ধরনের শিল্প স্থাপিত হইলে জাতীয় স্বয়ংসম্পূর্ণতা (National Self-sufficiency) ঘটবে, ইহাতে প্রয়োজনের সময় সকল দ্রব্যোৎপাদনেরই ব্যবস্থা থাকিবে। তাহা ছাড়া, সমরোপকরণ-শিল্প বা বৈদেশিক আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করিতে হইলে যে সকল শিল্প থাকা অবশ্র প্রয়োজনীয়—এই সকল শিল্পের উন্নতির জন্ত নিশ্চয়ই সংরক্ষণনীতি গ্রহণ করা উচিত। আ্যাডাম্ শ্বিথ বলিয়া গিয়াছেন যে, দেশ-রক্ষার তুলনায় টাকার শুরুত্ব কয় (opulence is less important than defence)।

(৮) ডাম্পিং-এর হাত হইতে রক্ষা পাওয়া (To protect from Foreign Dumping)

বিদেশী ব্যবসায়ীরা নিজের দেশে চড়া দাম বজায় রাথিয়া অন্ত দেশে উৎপাদন ব্যয় হইতে কম দামে বিক্রয় করিলে ইহাকে সাধারণত ডাম্পিং বলা হয়। এই ডাম্পিং-এর ফলে দেশীয় শিল্পপতিগণ প্রতিভাম্পিং-এর বিক্লজে যোগিতায় টি কিতে না পারায় ক্রমে উঠিয়। যাইতে বাধ্য হন, বিদেশী ব্যবসায়ীরা তখন বাজারের একচেটিয়া অবস্থার স্থাযোগ পাইবাব জ্ঞাদাম চড়াইয়া দেয়।

ভাম্পিং ঘটিতে থাকিলে অবশুই তাহার বিরুদ্ধে শুক বদাইয়া দেশায় শিল্পসমূহকে সংরক্ষিত করা উচিত, কিন্তু দেখা যায় যে, ডাম্পিং বন্ধ হইলেও শুক্

চলিতে থাকে এবং কোন কারণে শুক বদান হইলে সেই
অহবিধা
শুক্ষ অন্তান্ত আইন-কান্থনের ন্তায় স্থায়ীভাবে সরকারের
নীতির অঙ্গ হিদাবে বাঁচিয়া থাকে।

সংরক্ষণ নীতির বিপদ (Positive Dangers of Protection):

সংরক্ষণ নীতির কয়েকটি ক্রটি ও বিপদ আছে। যেমন, প্রথমত, বৈদেশিক প্রতিযোগিতা কমিয়া গেলে দেশীয় উত্যোক্তা ও ব্যবসায়ীগণ অলস, নিরুৎসাহ বা উত্যোক্তা ও ব্যবসায়ীগণ অলস, নিরুৎসাহ বা উত্যোক্তা রহান. আমদানি হ্রান, দামবৃদ্ধি, সাধনের প্রেরণা নষ্ট হইতে পারে, উৎপাদন ব্যয় হ্রানের একচেটগ শিল্পদংগঠন. কোন প্রচেষ্টা থাকে না; সাধারণত সংরক্ষিত শিল্পে রাজনৈতিক অসাধ্তা, যন্ত্রপাতির উন্নতি করা হয় না এবং অনেক সময় উচ্চ-হারে অভ্তি
আমদানি শুক্ক স্থাপনের ফলে আমদানির পরিমাণ থুবই কমে, মোট রাজন্বের পরিমাণও কমিয়া য়য়।

ভোগকারীগণ দামর্দ্ধির ভয় করেন, কারণ আমদানি শুল্কের ভার থুব কম ক্ষেত্রেই উত্যোক্তার স্কল্ধে পড়ে, প্রধানত ভোগকারীর নিকট হইতে দাম বাড়াইয়াই উহা আদায় করা হয়। গরীব ভোগকারীর উপের আরও চাপ পড়ে।

বলা যায় যে, শুল্কই একচেটিয়া সংগঠনের জন্মদাতা। বৈদেশিক প্রতি-যোগিতা দূর হইলে দেশীয় উত্যোক্তাগণ একত্রে জনসাধারণকে তীব্রতর ভাবে শোষণ করিবার জন্ম একচেটিয়া সংগঠন গড়িয়া তোলেন। তাহা ছাড়া, দেশের অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে অসাধৃতা ও অস্তায় বৃদ্ধি পায়; অনেক ক্ষেত্রে এই সংরক্ষণের জন্ত ব্যবসায়ীরা নিজেদের স্বার্থায়ী চলিতে বাধ্য করার উদ্দেশ্যে টাকার সাহায্যে রাজনৈতিক নেতাদের ক্রেয় করিয়া রাথেন, অস্তত বহু রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এরূপ ঘটিয়াছে তাহা দেখা গিয়াছে।

সংরক্ষণের পদ্ধতি ও রূপ (Methods and forms of Protection):

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন সময়ে বহুপ্রকার পদ্ধতি গ্রহণ করিয়া আমদানি রপ্তানির পরিমাণ ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করিয়াছেন। তাহাদের সকল প্রচেষ্টা ও পদ্ধতিকে বিভিন্ন ধরনে শ্রেণীবদ্ধ করার চেষ্টা করা হইয়াছে; দেখা গিয়াছে যে সংরক্ষণ মোটাম্ট নিম্নলিখিত কয়েকটি রূপ গ্রহণ করিতে পারে।

(১) **愛霉** (Duties):

শুক্ষকে চুই প্রকারে বিভক্ত করা যায়: রাজস্ব শুক্ষ (Revenue Duties) এবং সংরক্ষণী শুক্ষ (Protective Duties)। প্রধানত সরকারী আয় বাড়াইবার উদ্দেশ্রে প্রথম প্রকার শুক্ষ বসান হয়, এবং সাধারণত দেশীয় শিল্পের সংরক্ষণের উদ্দেশ্রে দিতীয় প্রকার শুক্ষ বসে। স্ববন্ধ এইরূপ বিভাগ বৈজ্ঞানিক বৃক্তিসম্মত নয়, আইন প্রণয়নকারীদের উদ্দেশ্রের ভিত্তিতে শুক্তের সঠিক শ্রেণীবিভাগ করা চলে না। তব্ও এইরূপ বিভাগ করিলে দেখা যায়, ইহাদের মধ্যে পরস্পর বিরোধিতা থাকিতে পারে, অর্থাৎ রাজস্বের দিক হইতে যে শুক্ষ বিশেষ আয়কারী তাহা সংরক্ষণের দিক হইতে পর্যাপ্ত নয়; আবার সংরক্ষণের দিক হইতে যাহা পর্যাপ্ত, তাহাতে আমদানি বন্ধ হইয় যায় ও রাজস্ব আদায় থুবই কমিয়া যাইতে পারে। ব

শুল্ককে আরও হুই প্রকারে বিভক্ত করা যায়: আমদানি শুল্ক ও রপ্তানি শুল্ক।

কে) আমদানি শুল্ক: বিদেশ হইতে আমদানিকত দ্রব্যের উপর শুল বসাইলে তাহাকে আমদানি শুল্ক বলা : য়। এইরূপ আমদানি শুল্ক, প্রধানত, ছই প্রকারের হইতে পারে: বিনির্দিষ্ট শুল্কে (Specific duty) এবং মৃল্যামুসার শুল্ক (Advalorem Duty)। নির্দিষ্টামুসারে শুল্ক দ্রব্যের ওজন,

অবশ্র দীর্ঘকালে, সংরক্ষণী গুক্তের ফলে দেশে কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধি হওয়ায় সরকারী রাজক
আদায়ের পরিমাণ বাড়িয়া বাইতে পায়ে।

আয়তন বা অস্থান্ত বৈশিষ্ট্য অমুধায়ী শুক্ষের হার স্থির করা হয়; মূল্যামুদার শুক্ষে দ্রব্যের মূল্য অমুধায়ী শুক্ষের হার নির্ধারিত হয়।

(খ) দেশীয় শিল্প সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে সেই শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামালের উপর রপ্তানি শুল্ক বসান যাইতে পারে। বপ্তানি শুল্কের ফলে রপ্তানি কমিবে: আভ্যন্তরীণ বাজারে কাঁচামালের দাম কমিয়া যাইবে, বিদেশে ঐ কাঁচামাল ফুপ্রাপ্য হইবে, উহার দাম বাড়িবে। এইরপ করিলে দেশীয় শিল্পের প্রতিযোগিতার ক্ষমতা রুদ্ধি পায়। এই ব্যবস্থার ত্রুটি হইল, ইহা কার্যত কাঁচামাল উৎপাদকের স্বার্থ ক্ষ্ম করিয়া পণ্য উৎপাদকের স্বার্থ রক্ষা

(২) অৰ্থ সাহায্য (Bounties and Subsidies):

বিশেষ কোন একটি দেশীয় শিল্পের উৎপাদন ব্যয় অধিক থাকিলে ব। বিদেশী দ্রব্যের সহিত প্রতিযোগিতার ক্ষমতা কম থাকিলে সরকার উহাকে অর্থসাহায্য করিতে পারেন। এই উপায় অবলম্বন করিয়া দেশীয় শিল্পকে সংরক্ষণ করার নীতিকে অর্থসাহায্য-পদ্ধতি বলা হয়। অনেক সময় কম হারে আমদানি শুক বসাইয়া দেশীয় শিল্পকে একই সঙ্গে কিছুটা অর্থ সাহায্যও করা হয়; আমদানি-শুক হইতে প্রাপ্ত অর্থ অর্থ-সাহায্যে ব্যয়িত হইতেছে, একপও দেখা যায়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান (I. T. O.) আমদানি-শুক স্থাপন পছন্দ না করিলেও অর্থ-সাহায্য সম্বন্ধে নীরব আছেন। সাধাবণত উৎপাদনের পরিমাণ অন্থায়ী অর্থ-সাহায্য দেওয়া হয়, কিন্তু অনেক সময়ে মোট কিছু অর্থও একত্রে (lumpsum) সাহায্য রূপে দেওয়া চলিতে পারে।

অর্থ-সাহায্য পদ্ধতির বিরুদ্ধে বলা হয়, (ক) এই নীতি কার্যকরী করিছে

হইলে উৎপাদনের উৎকর্ষ ও পরিমাণের উপর তীক্ষ নিয়ন্ত্রণ রাথা প্রয়োজন,

বাস্তবে তাহা সম্ভব না-ও হইতে পারে। (খ) দেশীর

শিল্পের প্রতিযোগিতার ক্ষমতা বাড়াইতে হইলে অত্যস্ত
বৈশি পরিমাণ অর্থ-সাহায্যের প্রয়োজন হইতে পারে। (গ) জনসাধার্মণের নিকট

হইতে কর আদায় করিয়া তাহা মৃষ্টিমেয় শিল্পতির ত্বার্থ রক্ষার জন্ম ব্যয় করা
উচিত কিনা তাহা বিবেচনা সাপেক্ষ।

কিন্ত অর্থ সাহায্য নীতির স্বপক্ষে বলা হয়, (ক) শুল্কের ফলে দামবৃদ্ধি

হইবে, কিন্তু অর্থ-সাহায্যে দাম বৃদ্ধি হইবে না, (খ) প্রদন্ত অর্থ দেশেই থাকিবে,
বিশ্বের বিভিন্ন গুণগত গুরের (grade) মধ্যে পার্থক্য
নির্ণয় করা ও সেই অমুধায়ী অর্থ-সাহায্য করা সন্তবপর,

(ঘ) সকলেই সঠিকভাবে জানিতে ও বুঝিতে পারে যে এই সংরক্ষণের জক্ত ঠিক কি পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হইতেছে।

(৩) পরিমাণগত বাধা-নিষেধ (Quantitative restrictions)

এই পদ্ধতি অন্ন্যায়ী কোন রাষ্ট্র নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন দ্রব্যের আমদানির পরিমাণ স্থির করিয়া দেয় এবং সাধারণত, (ক) লাইসেন্স প্রদান করিয়া আমদানির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে। এই পদ্ধতির বিশেষ লাইসেন্স স্থবিধা আছে। অনেক সময় শুল্ক ধার্য করিলেও উৎপাদনব্যয়ে বা দামে পরিবর্তন ঘটিয়া শুল্কের কার্যকারিতা কমাইয়া দিতে পারে। কিন্তু এই পদ্ধতিতে আমদানির পরিমাণ সংকুচিত করিয়া সংরক্ষণের উদ্দেশ্য সফল করিতে যথেষ্ট সাহায্য করে। এই পদ্ধতির বিরুদ্ধে বলা হয় যে, ইহাতে বৈদেশিক বাণিজ্য-ক্ষেত্রে সরকারী হস্তক্ষেপ খুবই বাডিয়া যায়। শুল্কের দ্বারা সংরক্ষণ করিলে আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক দামের মধ্যে কিছুটা সংযোগ রক্ষিত হয়, কিন্তু এই পদ্ধতিতে ছই দেশের দামে কোন সংযোগ থাকে না। আমদানি-

শুৰু ও পরিমাণগত বাধা-নিষেধ, উভয়-পদ্ধতির তুলনামূলক বিচার নিয়ন্ত্রণের ফলে দাম বৃদ্ধি পায়, এবং তাহার দরুণ মুনাফা ব্যবসায়ীরাই লাভ করিয়া থাকেন; কিন্তু শুক্ত ধার্য করিলে আমদানিও নিয়ন্ত্রিত হয়, রাষ্ট্রের আয়ও কিছুটা বৃদ্ধি পায়। আমদানি-নিয়ন্ত্রণ করিলে সাধারণত কোন্ আমদানিকারীকে কতটা আমদানির স্থযোগ দেওয়া হইবে এবং কোন্

দেশ হইতে কতটা আমদানি করিতে পারিবে ইহাও ঠিক করিতে হয়। পক্ষপাতিত্ব ও অসাধুতার স্থযোগ ইহার ফলে বাড়িয়া যায়। আমদানির পরিমাণ বেশি কমাইলে দেশীয় উৎপাদকগণ মিলিয়া একচেটিয়া সংগঠন স্থাপন করিয়া জনসাধারণকে শোষণের স্থযোগ পায়।

(খ) পরিমাণগত বাধা-নিষেধের স্থার একটি রূপ হইল বিদেশী দ্রব্য স্থামদানি করিয়া নির্দিষ্ট স্থান্ত দেশীয়া দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া। তবেই বিক্রয় করা চলিবে এইরূপ নিয়ম করিয়া দেওয়া। সকল দ্রব্যের ক্ষেত্রে এই নিয়ম চলিতে পারে না, একই প্রকার ও একই ধরনের দ্রব্যাদির ক্ষেত্রে standardised products) এইরূপ নিয়ম করিয়া দিলে অবশ্র দেশীয় দ্রব্যের
 কিছু পরিমাণ বিক্রেয় নিশ্চিত কর। যায়।

(গ) পরিমাণগত বাধা-নিষেধের বিশিষ্ট উপায় হইল আমদানির আমু-পাতিক অংশ বা কোটা নির্দিষ্ট করা।

যখন কোন দ্রব্য আমদানির পরিমাণ নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয় কিন্তু তাহা
পৃথিবীর যে কোন দেশ হইতে আমদানি করা চলে তখন তাহাকে বিশ্বব্যাপী
(Global) কোটা বলে। তবে, ইহাতে বিভিন্ন রপ্তানিসর্বব্যাপী কোটা
কারী দেশ অনেক ক্ষেত্রে আমদানিকারী দেশের প্রতি
পক্ষণাতিত্বের অভিযোগ আনিয়া থাকে। স্থতরাং অনেকক্ষেত্রে, একই সঙ্গে
কোন দেশ হইতে কতটা আমদানি হইবে তাহাও নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়।

ষদি কোন দ্রব্যের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বিনা শুক্তে বা কম হারে আমদানি
করিবার অন্তমতি থাকে, কিন্তু উহার বেশি আমদানি
শুক্ত কোটা
করিতে হইলে শুক্ত বা অধিক হার শুক্ত দিতে হয়, তবে
তাহাকে শুক্ত-কোটা (Tariff Quota) বলে। অধিক হারে শুক্ত দিলে অবশ্র

অপর কোন দেশের সহিত আলাপ আলোচনা না করিয়া নিজের স্বার্থে
কোন সরকার কোন নির্দিষ্ঠ সময়ের মধ্যে আমদানির
একপাক্ষিক ও
উচ্চতর পরিমাণ স্থির করিয়া দিলে তাহাকে একপাক্ষিক
কোটা (Unilateral Quota) বলে। উভয় দেশের
সহিত আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে উভয়ের আমদানির পরিমাণ স্থির হইলে
তাহাকে দ্বিপাক্ষিক কোটা (Bilateral Quota) বলে।

(৪) শাসনতান্ত্রিক সংরক্ষণ (Adminstrative Protection) :

শাসন সংক্রাস্ত বহু আইনকামনের ফলে সংরক্ষণ নীতি কার্যকরী হইতে পারে। যেমন, (ক) গুরু কর্তৃপক্ষের আদেশও নির্দেশ, (খ) রেল ও জাহাজ কর্তৃপক্ষের আদেশ, নির্দেশ বা ভাড়ার স্বতন্ত্রীকরণ, (গ) সরকারী প্রয়োজনে দ্রব্যাদি ক্রয়-সংক্রাস্ত আদেশ নির্দেশ প্রভৃতি।

রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য (State Trading)

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ হইতে পারে যখন ব্যক্তির হাতে বাণিজ্যের কোন ক্ষমতা না রাখিয়া বৈদেশিক বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার রাষ্ট্র নিজের হাতে তুলিয়া লয়। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কর্তৃত্বে, তাই বৈদেশিক বাণিজ্যও রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য তাহা হইতে বাদ যাইতে পারে না। পরিকল্পিত অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার অঙ্গ হিসাবেই রাষ্ট্র আমদানি ও রপ্তানির বাণিজ্য নিজের আয়ত্তে রাথে। প্রথমে সোভিয়েট রাশিয়া ও পরে জার্মানি এইরূপ রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য পরিচালনা পদ্ধতির প্রসার কবিয়াছে। অভাত্য দেশের নিকট হইতে দর ক্যাক্ষির ক্ষেত্রে স্বাণিক স্থ্বিধ। লাভ করা রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের অপরাপর উদ্দেশ্যের অস্তর্ভুক্ত বলা যাইতে পারে।

বিভিন্ন রাষ্ট্র বিভিন্ন উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের নীতি গ্রহণ করিতে পারে।
কৃষিজাত দ্রব্যের দাম স্থির রাখা, অন্ত রাষ্ট্রের সহিত সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করা,
বৃদ্ধের জন্ম প্রয়োজনীয় মালমশলা মজ্ত করা, প্রভৃতি বিভিন্ন লক্ষ্য সাধনের জন্ত
রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় পরিচালিত হইতে পারে। রাশিয়া, পূর্ব
রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের
উদ্দেশ্যন্ত্র
উদ্রোপীয় দেশসমূহ ও নয়া চীন ছাড়াও আর্জেণিনা;
গমের ব্যবসাতে অষ্ট্রেলিয়া ও কানাডা; কাঁচা তুলা, চা,
লোহ সংক্রান্ত ব্যতীত অন্তান্ত ধাতুসমূহের এবং থান্তদ্রব্যের ব্যবসায়ে ইংলও
এবং অনেক ক্ষেত্রে আমেরিকাও এইরূপ রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালাইয়া থাকেন।
ভারতেও রাষ্ট্রের তরফ হইতে বাণিজ্য চালাইবার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য
করণোরেশন স্থাপিত হইয়াছে।

রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের স্থবিধা হিসাবে বলা হয়, ইহার ফলে ক্রেভারা উপকৃত হইবেন, কারণ ব্যবসায়ীদের হাত হইতে আমদানি ও রপ্তানির বিপুল মুনাফ।
রাষ্ট্রের হাতে চলিয়া আসিলে রাষ্ট্র দ্রব্যাদির দাম কমাইয়া
ফ্বিধা

দিতে পারে বা উন্নয়নমূলক কার্থে ওই মুনাফা ব্যয় করিতে
পারে । বৈদেশিক বাণিজ্যের একচেটিয়া সংগঠন ভান্তিয়া দেওয়াও সম্ভব হইবে ।
অপর রাষ্ট্রের সহিত দরক্যাক্ষির ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইবে, বাণিজ্যহার দেশের
অমুকুলে আসিবে । অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সফল করিবার উপযোগী দ্রব্যাদির
আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ সহজ হইবে ।

রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য নীতির বিরুদ্ধে বলা হয় যে, সরকারী কর্মচারীগণ বাণিজ্য সম্পর্কে একান্ত অনভিজ্ঞ এবং দেশের চাহিদা ও যোগানের সহিত তাহাদের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক না থাকায় তাহারা ভূল পরিমাণে এবং ভূল দামে আমদানি ও রপ্তানি করিবে। বাণিজ্যক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধি পাইবে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে মনান্তর ব্যক্তিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকায় আন্তর্জাতিক কলহ, তিব্রুতা ও সংঘর্ষের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। তাহা ছাড়া, প্রতিযোগিতা লোপ পাইয়া একচেটিয়া অবিকার স্থাষ্ট হইবে এবং সরকারী কর্তৃত্বের অনবরত পরিবর্তনের ফলে রাজনৈতিক দলগুলি এই ক্ষমতার উপযুক্ত বাবহার করিতে পারিবে না। কোন সরকারের কোন নির্দেশ অপর দল সরকার গঠন করিয়া বাতিল করিয়া দিবে—এইকপ বিশৃংখলার উদ্ভব হইবে। ইহাও মনে রাখা দরকার যে, সরকারী সকল ব্যবসাযের ভার এক্ষেত্রেও উত্যোগ ও উৎসাহ উপযুক্ত পরিমাণে না থাকায় জাতীয় স্বার্থ ব্যাহত হইবে। রাজনৈতিক ভাবে তুর্বল দেশগুলি রাজনৈতিক চাপে বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে থাকিবে।

আন্তৰ্জাতিক আৰ্থিক সংস্থাসমূহ

আবর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার (International Monetary Fund) ঃ
পৃথিবীতে যথন স্বর্ণমান প্রচলিত ছিল তথন বৈদেশিক বিনিময়হার
স্বায়ংক্রিয় ভাবে নির্ধাবিত হইযা পড়িত এবং স্বর্ণের স্থাদান প্রদান দ্বারাই
আমদানি ও বপ্তানির মূল্য পরিশোধ করা হইত বা আন্তর্জাতিক স্পেত্রে সকল
প্রকার লেনদেন করা হইত। 1929-30 সালের মহা অর্থপ্রায়েজনীয়ত।
নিতিক সংকটের ফলে স্বর্ণমানেব পতন হইলে বৈদেশিক
বাণিজ্যের বিনিময়-ব্যবস্থা (Exchange-infechanism)

সম্পূর্ণ বানচাল হইয়া গেল। তাহার পর স্থক হইল দ্বিপাক্ষিক চুক্তি, অন্থির ও সদাচঞ্চল বিনিময়হার, বহিমুল্যপাতন, আমদানি ও রপ্তানি শুক, কোটা প্রভৃতির যুগ। আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণ কমিয়া গেল, আভ্যন্তরীণ দামন্তর, আয় ও কর্মগংস্থানের স্তর সঠিক রাথাই প্রত্যেক হইয়া দাঁডাইল। এরূপ বিশৃংখল অবস্থায় এমন প্ৰধান লক্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গডিয়া তোলার मिन প্রয়োজন আভ্যন্তরীণ আর্থিকনীতির স্বাধীনতা যাহার দারা বজায় এবং আমুর্জাতিক বাণিজ্যের লেনদেন অবাধভাবে চলিতে পাৰে। ব্ৰেটনউডদ্ চুক্তি দাবা স্থাপিত এই আন্তৰ্জাতিক অৰ্থ ভাণ্ডার পুরাতন স্বর্ণমানের স্থলে প্রতিষ্ঠিত এক নৃত্ন ব্যবস্থা; স্বর্ণ ও কাগজীমান উভরের বৈশিষ্ট্য মিলাইয়া গৃহীত এক ধরনের মিশ্রমান; কেইন্সের ভাষায় বলিতে গেলে "উন্নত ধরনের আন্তর্জাতিক অর্থ ব্যবস্থা" স্থাপনের প্রচেষ্টা। বহু আলাপ আলোচনার পর আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

আলোচনার প্রথমে ব্রিটেন এবং আমেরিকা উভয় আন্তর্জাতিক অর্থ
ভাণ্ডারের প্রতিষ্ঠা দেশই নিজস্ব প্রস্তাব পেশ করেন; ইংলণ্ডের প্রস্তাবিত পরিকল্পনাকে বলা হয় ব্যাঙ্কর পরিকল্পনা (Bancor Plan) এবং মার্কিণ প্রস্তাবকে বলা হয় ইউনিটাস্ পরিকল্পনা (Unitas Scheme)।

কেইন্সের নেতৃত্বে ব্রিটেন যে পরিকল্পনা পেশ করিয়াছিল তাহার মূল কথা ছিল আন্তর্জাতিক লেনদেনের উদ্দেশ্মে নৃতন এক ধরনের মূদ্রা প্রচলন এই পরিকল্পনায় বলা হইয়াছিল যে, এক আন্তর্জাতিক ক্লিয়ারিং मःश श्रां शिक हहेरत ; श्रविरोद मकल (मशहे साहे मःश्राद म**ভा हहेरत** ; বাাঙ্কে ব্যক্তি যেমন হিসাব রাথে জাতিসমূহও নিজ নিজ ব্রিটেন কর্তৃক উত্থাপিত কেইন্দীয় প্রস্তাব বা , নামে ক্লিয়ারিং সংস্থায় সেইরূপ হিসাব রাখিবে; স্বর্ণের সহিত নিৰ্দিষ্টহাৱে নিৰ্ধাৱিত ব্যাল্কর (Bancor) নামে নতন বাান্কর পরিকল্পনা আন্তর্জাতিক অর্থে এই হিসাব রক্ষিত হইবে। আন্ত-র্জাতিক লেনদেন হইতে উদ্ভত সকল দেনাপাওন। এই টাকার হিসাবে ক্লিয়ারিং সংস্থার নিকট জাতির জম। বাডাইয়া বা কমাইয়া মিটাইয়া ফেলা হইবে। সংস্থার সভ্য হইবে সকল দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক, ইহাদের নামেই এই হিসাব বক্ষিত জমার হিসাব বাড়িতে থাকিবে; লেনদেন ব্যালান্স প্রতিকূল হইতে থাকিলে সংস্থার নিকট রক্ষিত জমার হিসাব কমিতে থাকিবে। যাহাতে জ্মা ক্রমাগত বৃদ্ধি বা হ্রাস না পায় সেই জন্ম ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে; এমন পদ্ধতি উদ্ভাবন করিতে হইবে যাহাতে লেনদেন ব্যালাম্পের আহুকুল্য বা প্রতিকূলতা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই দ্রীভূত হইয়া যাইতে প্রত্যেকটি সভ্য-রাষ্ট্র প্রয়োজনবোব করিলে সংস্থা হইতে নির্দিষ্ট পরিমাণ ওভারড়াফট্ লইতে পারে এরূপ ব্যবস্থা থাকিবে; ইহার ফলে কোন একটি দেশ অপর কোন দেশের দেন। মিটাইবার জগু কিছুটা সময়ও পাইবে।

শামেরিকার পরিকল্পনায় একটি আন্তর্জাতিক স্থায়িত্ব-সাধনকারী ভাণ্ডার

(International Stabilization Fund) স্থাপনের কথা
আমেরিকা কর্তৃক

আমোরকা কতৃক উত্থাপিত হোরাইট প্রস্তাব বা ইউনিটাস্ পরিকল্পনা বলা হইয়াছিল। নিজ দেশের কিছু মুদ্রা সকল সদস্ত রাষ্ট্রই এই ভাণ্ডার-কর্তৃপক্ষের হাতে জমা দিবে, অন্ত রাষ্ট্রের নিকট বিক্রয়ের জন্ত তাহা ব্যবহৃত হইবে। সকল লেনদেনের

রূপই হইবে এক মুদ্রার দারা অপর মুদ্রার ক্রয় ও বিক্রয়, ব্যাঙ্কর পরিকল্পনার স্থায় কোন আন্তর্জাতিক মুদ্রা স্পষ্ট করা এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল না। লেনদেন ব্যালান্স অন্তর্কুল হইলে ভাণ্ডারের নিকট রক্ষিত সেই দেশীয় মুদ্রা দ্রুত ফুরাইয়া আসিবে (অস্থাস্য দেশ দেনা মিটাইবার উদ্দেশ্যে ক্রয় করিয়া লইবে);

লেনদেন ব্যালান্স প্রতিকূল হইলে ভাগুাবের নিকট রক্ষিত সেই দেশীয় মূদ্রা মোটেই ফুরাইবে না, ভাগুারের হাতেই থাকিয়া যাইবে (অভান্ত দেশ ক্রয় করিবে না, কারণ দেনা মিটাইবার প্রয়োজন নাই)।

कांत्रप्त ना, कांत्रण एक्ना निर्माश्चरात्र व्यव्याजन नार्थ ।

ব্রিটেন ও আমেরিকার পরিকল্পনা লইয়া ছই দেশের রাষ্ট্রনায়কগণ এবং ধনবিজ্ঞানীদের মধ্যে আলাপ আলোচনার পর নূতন এক পরিকল্পনার উত্তব হয় এবং 1944 সালের জুলাই মাসে যুক্তরাষ্ট্রের ব্রেটন ভাগ্যর স্থাপন
উভ্স্নামক স্থানে এই পরিকল্পনা গৃহীত হয়। পরিকল্পনা

সম্পর্কীয় চুক্তির হুই অংশঃ প্রথম অংশ আন্তর্জাতিক অর্থ-

ভাণ্ডার সংক্রান্ত এবং অপর অংশ আন্তর্জাতিক পুনর্গঠন ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত।
1956 সালের 27 ডিসেম্বর হইতে আন্তর্জাতিক অর্থ-ভাণ্ডারের কার্য
মুক্ত হয়।

আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের সংগঠন ও কার্যাবলী (Organisation and Functions of the I. M. F.):

বৈদেশিক বিনিময় সহজতর করিবার উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক অর্থ-ভাণ্ডার স্থাপিত হইয়াছে। সকল সভ্যই নিজ দেশের মুদ্রা এবং স্বর্ণ বা ডলারের কিছু পরিমাণ অর্থ এই ভাণ্ডারে জমা দেয় এবং প্রয়োজন হইলে ভাণ্ডার হইতে অপর দেশের অর্থক্রেয় করিতে পারে।

880 (আটশত আশি) কোটি ডলার লইয়া এই অর্থ-ভাণ্ডার গঠিত, যাহারা এই ভাণ্ডারের সদস্ত তাহারা নিজ নিজ কোটা (Quota) জমা দিয়া এই তহবিদ সৃষ্টি করিয়াছে। প্রত্যেক সদস্থের কোটার 25%, অথবা সরকারী ভাবে রক্ষিত্ত বা ডলারের 10% (উভয়ের মধ্যে যেটির পরিমাণ কম) স্বর্ণ ভাণ্ডারের সংগঠনের ও কার্বকলাপ বা ডলারে জমা দিতে হইয়াছে। সদস্থ রাষ্ট্রসমূহ অবশিষ্ট অংশ নিজ মুদ্রাতেই জমা দিয়াছে। ছোট ছোট কয়েকটি

রাষ্ট্র নিজ কোটার সম্পূর্ণ অংশ জমা দিতে পারে নাই, সোভিয়েত ইউনিয়ন এই অর্থ-ভাণ্ডারে যোগদান করে নাই। সকল সদস্ত রাষ্ট্রই অর্ণ বা ডলারের সহিত নিজ মূদ্রার বিনিময়-হার নির্ধারিত করিয়া সরকারীভাবে তাহা ঘোষণা করিয়াছে। সরকারীভাবে নির্দিষ্ট ও ঘোষিত এই বিনিময়হারের উভয় দিকে (উপ্পর্ব বা নিয়ে) সর্বাধিক 10% পর্যস্ত বিনিময় হারে পরিবর্তন সদস্তগণ প্রয়োজন অমুমারী নিজেরাই করিতে পারেন; এবং ভাণ্ডার-কর্তৃপক্ষের অমুমান্ত লইয়া বৈদেশিক বিনিময় হারে আরও 10% পরিবর্তন করা চলে। লেনদেন ব্যালান্দে "মৌলিক ভারসাম্যবিহীনতা" (Fundamental Disequilibrium) দেখা দিলেই সরকারী বৈদেশিক বিনিময়হারে এরূপ পরিবর্তন করা সম্ভব; কিন্ত ভাণ্ডারের কোন নিয়মে বলা হয় নাই যে, কতবার বা কতদিন অস্তর এইরূপ পরিবর্তন করা নিয়মসক্ষত। অর্ণের বা ডলারের সহিত বিভিন্ন মূদ্রার বিনিময়-হার নির্দিষ্ট হওয়ায় সকল সদস্ত-রাষ্ট্রের অর্থের মধ্যেই পারম্পরিক বিনিময়-হার নির্দিষ্ট হওয়ায় সকল সদস্ত-রাষ্ট্রের অর্থের মধ্যেই পারম্পরিক বিনিময়-হার নির্দিষ্ট হওয়ায় সকল সদস্ত-রাষ্ট্রের অর্থের মধ্যেই পারম্পরিক বিনিময়-হার আপনা-আপনি স্থির হইয়া পভিয়াছে।

লেনদেন ব্যালান্সে প্রতিকূলতা আসিলে বা বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দেনা হইলে কোন সদস্তরাষ্ট্র এই ভাণ্ডার হইতে অপর দেশের অর্থ ক্রেয় করিতে পারিবে। সরকারী ভাবে নির্দিষ্ট দামের উপর ½% হইতে 1% অবিক দামে উহা ক্রেয় করিতে হইবে; ভাণ্ডারের কাজকর্ম চালাইবার উপযোগী ব্যয় এইরূপে পাণ্ডয়া যাইবে। কোন সদস্ত-রাষ্ট্র প্রতি বৎসর নিজের কোটার 25% পর্যন্ত অন্ত দেশের অর্থ ক্রেয় করিতে পারেন। কেনি সদস্ত দেশ নিজের কোটার 200%-এর অধিক নিজদেশীয় অর্থ এই ভাণ্ডারে জমা রাখিতে পারিবে। ভাণ্ডার হইতে ঋণ গ্রহণ করিলে স্থদ দিতে হইবে: দীর্ঘকালের জন্ত এবং কমে পরিমাণে ঋণ গ্রহণ করিলে স্থদের হার বেশি; স্বল্পকালের জন্ত এবং কম পরিমাণে ঋণ গ্রহণ করিলে স্থদের হার কম। ভাণ্ডার কোন

ভাণ্ডারের বিভিন্ন প্রকার বৈদেশিক মৃদ্রা যাহাতে দ্রুত ফুরাইয়া না যায় এবং যাহাতে সদক্তরা
ভারদামাবিহীনতা দুর করিবার উপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণে তৎপর হন—নেই উদ্দেশ্তে এইয়প ব্যবস্থা
করা হইয়াছে।

দেশের মূল্রাকে "ছম্প্রাপ্য" (Scarce) বলিয়া ঘোষণা করিয়া সেই সদশু-দেশকে স্বর্ণের বিনিময়ে মুদ্রা বিক্রয় করিতে বা ভাণ্ডারকে ঋণদান করিছে অমুরোধ জানাইতে পারে।

ভাতাবের দৈনন্দিন কাজ পরিচালনা করিবে 12 জন লইয়া গঠিত একটি कार्यकरो পরিচালকরুন্দ (Executive Director): সর্বাধিক কোটাসম্পন্ন পাঁচটি দেশের (সোভিয়েত ইউনিয়ন যোগ না দেওয়ায় পরিচালনা ভারতবর্ষ ইহার একজন স্থায়ী সদস্ত) পাঁচজন প্রতিনিধি; যুক্তরাষ্ট্র বাতীত অপবাপব আমেরিকার দেশগুলি হইতে ছইজন; অতাত দেশ হইতে পাঁচজন। কার্যকরী পরিচালকবৃদ্দ একজন সভাপতি নির্বাচিত করিবে এবং তিনি কার্যকরী সংস্থার প্রধান হিসাবে ভাগুরের কাজকর্ম পরিচালনা করিবেন।

সাধারণভাবে বলিতে গেলে ভাণ্ডারের উদ্দেশ্য হইল পৃথিবীব স্বান্তর্জাতিক বাণিজ্যেব পরিমাণ বৃদ্ধি ও পবিধি বিস্তৃতিব জন্ম বৈদেশিক লেনদেনের ব্যাপারে সকল প্রকার বাধা নিষেধ অপসারিত করা; সংক্ষেপে বলিলে সকল দেশের অর্থেব বছমুখী রূপান্তরযোগ্যতা (Multilateral convertibility) প্রতিষ্ঠা করা। তাহা সত্তেও বর্তমান অবস্থার প্রযোজনীয়ত। বিচাব করিয়া বৈদেশিক বিনিময়ের বাধানিষেধসমূহ (Foreign exchange restrictions) সম্পূর্ণ দুর করাব কথা ভাণ্ডারের নিষমে বলা হয় নাই। পরিবর্তনের যুগে বিনিমহ-নিযন্ত্রণের সকল পদ্ধতি, এমন কি বছধা বিনিময় হারও (Multiple Exchange Rates) দচৰ वांभा याहेरज भारत ; जरत मछत इहेरमहे जन्द (लनराम न्यानास्म जनसात हेन्जि घिटिलाई हैशारनंत्र भित्रहात कता कर्जरा दिलाया द्यायेगा कता

বাধানিবেধসমূহ

স্বান্তর্জাতিক অর্থভাগ্রার হইযাছে। ভাণ্ডাব হইতে ঋণগ্রহণ না করিয়াই স্বস্তাস্ত সকল দেশের দেনা মিটান যায়—এইরূপ অবস্থায় আসিলেই

বিনিময়-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাসমূহ পরিহার করা বাঞ্নীয় ছইবে। 5 বৎসর পরেও এইকপ ব্যবস্থাদি প্রয়োগ করিতে ছইলে ভাণ্ডারের অসমতি লইতে হইবে, ইহাই নিয়ম দারা স্থিব হইয়াছিল। এইরূপে সান্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার বিনিময়-কাঠিন্সের (Exchange rigidity) পরিবর্তে বিনিময়-স্থাথিত্ব (Exchange stability) বজায় রাখিতে চাহিয়াছেন এবং কিছু পরিমাণ বিনিময়-নিয়ন্ত্রণ (Exchange control) বজায় রাখিয়া বিনিময়-নমনীয়তা (Exchange flexibility) আনিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার কেইন্দের প্রস্তাবিত আন্তর্জাতিক ক্লিয়ারিং সংস্থার ন্তায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন না আনিলেও ইহার কতকগুলি বিশেষ স্থবিধা রহিয়াছে। পরিবর্তনের যুগ শেষ হইলে অর্থের বহুমুখী রূপান্তর-যোগ্যতা ফিরিয়া আসিতে পারে, বহুমুখী বৈদেশিক বাণিজ্য (Multilateral Trading) স্কে হইতে পারে, এরূপ আশার স্পষ্ট হইয়াছে। দিতীয়ত, পরিবর্তনের যুগে

বার্ত্তর্গার প্রান্তর প্রান্তর বার্ত্তর বার্তর বার্ত্তর বার্ত্তর বার্ত্তর বার্ত্তর বার্ত্তর বার্ত্তর বার্ত্তর

তৃতীয়ত, বিভিন্ন দেশের কোটা একত্রে মিলাইয়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লেনদেন কিছুটা সহজ করিয়াছে; কোটার পরিমাণ অল হইলেও লেনদেন-ব্যালান্সে সাময়িক ভারসাম্যের বিচ্যুতি দূর করিতে কিছুটা সাহায্য করিয়াছে। চতুর্থত, দেনাদার দেশগুলির ঋণভার লাঘ্য করিতে পাওনাদার দেশগুলিও যে কিছুটা কর্তব্য আছে, আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ফলে সেই বোধ জাগ্রত হইয়াছে।

যে সম্প্রীতি ও সহযোগিতার মনোভাব বজায় থাকিলে আন্তর্জাতিক

অর্থভাগুার সাফল্য লাভ করিতে পারে, তাহার অভাব-ই ভাগুরের দোষাবলী ব ইহার অসাফল্যের কারণটি স্টুষ্ট করিয়াছে। তাহা কিছুটা অসাফল্যের কারণ ছাড়া, বহু সদস্ত রাষ্ট্র ভাগুরের নিয়ম-বিরোধী কাজ

করিলেও দেই সকল বেআইনী কার্যাদি বন্ধ করা অসম্ভব হয় নাই। ভবিষ্যতেও ইহা সম্ভব না হইলে "উন্নত ধরনের আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা" গড়িয়া তোলা যাইবে না। যেমন, সোভিয়েট রাশিয়া এই ভাগুরে যোগ দেয় নাই; ফ্রান্ধ বা ষ্টালিং-এর বহিম্ল্য নিয়মবিক্রন্ধ পরিবর্তন ইইয়াছে; ভাগুর কর্তৃক নিদিষ্ট দামের উধের্ব দক্ষিণ সাফ্রিকা স্বর্ণ বিক্রমের চেষ্টা করিতেছে। তাহা সত্ত্বেও মনে রাখা দরকার যে, বহু বাধা বিপত্তি ও পরস্পর-বিরোধী জাতীয় স্বার্থের মধ্যে সামঞ্জন্ম সাধন করার এই প্রচেষ্টা খুবই প্রয়েজনীয়; আর কেইন্সের ভাষায় বলিতে গেলে কোন ভাল কিছু গড়িয়া তুলিতে হইলে, কোখাও হইতে নিশ্চয় ক্রক করা দরকার ("One must begin somewhere")।

অর্থ নৈতিক পুনর্গঠন ও উন্নতির জন্ম আন্তর্জাতিক ব্যাস্ক (International Bank for Reconstruction and Development)

ব্রেটন্দ্উড চুক্তিতে অর্থ নৈতিক পুস্র্গঠন ও উন্নতির উদ্দেশ্তে একটি আন্তর্জাতিক ব্যান্ধ স্থাপনের কথাও বলা হইয়াছিল। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশগুলিতে আর্থনৈতিক পুনর্গঠন এবং অমুন্নত দেশসমূহে অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন, ইহাই
এই ব্যাক্ষের উদ্দেশ্য। সদস্ত-দেশগুলি হইতে অর্থসংগ্রহ
উদ্দেশ্য
করিয়া 1000 কোটি ডলার অমুমোদিত মূলধন লইয়া এই
ব্যাক্ষ গঠিত হইয়াছে। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের সকল সদস্য এই ব্যাক্ষেরও
সদস্থ বটে।

যে সকল ধনশালী দেশে উদ্ভ মূলধন বহিয়াছে তাঁহার। যদি স্বল্প-মূল্য-ধনশালী দেশে মূলধন প্রেরণ না করেন তাহা হইলে পৃথিবীর সকল দেশ অর্থনৈতিক অগ্রগতির ফলভোগ করিতে পারে না; পৃথিবীর কোন অঞ্চলে দাবিদ্রাধনীদেশেব জীবন যাত্রাব মান কেও নিচে টানিয়। গুরুষ রাথে। তাই এই ব্যাঙ্কেব গুরুষ প্রই বেশি, অন্তল্গত দেশসমূহে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করিতে এই ব্যাঙ্ক সাহায্য করিবে।

এই ব্যাঙ্ক হইতে বিভিন্ন দেশের সরকাব বা ব্যক্তিদের অর্থ সাহায্য করা হয় এবং ব্যক্তি অর্থসাহায্য গ্রহণ কবিলে সেই দেশের সরকার উহাতে নিশ্চয়তা বা গ্যারাণ্টি (Guarantee) প্রদান করেন। একমাত্র অর্থনৈতিক উন্নতি বা উৎপাদন-শীল কার্যের উদ্দেশ্যেই ঋণ দেওয়া হয়। কোন কিরপে সাহায্য করে
ব্যক্তিগত বিনিয়োগকাবী বিদেশে বিনিয়োগ করিলে ব্যাঙ্ক তাঁহাকে নিশ্চয়তা প্রদান কবেন, নিজেরা ঋণগ্রহণ করিয়া অপরকে ঋণ দিতে সাহায্য করিতে পারেন।

1947 সালের মে মাস হইতে ব্যাঙ্কের কার্য স্থক্ত হইয়াছে। আন্তর্জাতিক
অর্থ ভাগ্তারেরর স্থায় এই ব্যাঙ্ক পরিচালিত হয়; কার্যকরী
পরিচালকমণ্ডলীর প্রধানকে প্রেসিডেন্ট বলা হয়।

এই ব্যাক্ষের বিক্জে বলা হয় যে, ইহা প্রধানত যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশসমূহকে
সাহায্যদান করিতেই ব্যস্ত এবং সেক্ষেত্রেও ইহার সাহায্যের পরিমাণ
প্রয়োজনের তুলনায় সামান্ত। তাহা ছাড়া, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকার
রাজনৈতিক দলভুক্ত দেশগুলিকেই সাধারণত অধিক সাহায্য করা হয়, অর্থাৎ
মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির সহায়ক হিসাবে ইহাকে ব্যবহার
সমালোচনা
করা হয়, এরপও বলা হয়। অন্তর্গ্গ বলা হয় দেশ
শুলি এখন পর্যন্ত বিশেষ সাহায্য ইহা হইতে পায় নাই। আরও বলা হয় যে,
উদ্বিদ্ধান্তিক মূলধনের বহিনিয়োগ এবং মূনাফাশীল নিয়োগই ইহার প্রধান

৬৬৪ অর্থ তত্ত্ব

লক্ষ্য ; ইহা হইল আভ্যন্তরীণ নিয়োগের ক্ষেত্র সংকুচিত হওয়ায় বিদেশী বাজারে মার্কিন বিনিয়োগ চালনা করার সংগঠন।

जनू भी ननी

- 1. "Our Imports are paid for our Exports"-Elucidate
- 2. How is difference in the values of Exports and Imports corrected?
- 3. On what factors the gains from International Trade depend? How the gains can be measured?
- 4. "There are limits to the fluctuations in Rate of Exchange." Explain with reference to (a) Countries on gold standard (b) Countries on Inconvertible paper money.
- 5. Explain how foreign exchange rates are determined between two countries with Inconvertible paper currenoies.
- 6. Enumerate the influence that bring about fluctuations in the rate of Foreign Exchange.
 - 7 Examine the effects of a Depreciating currency on Foreign Trade
 - 8. State the case for Free Trade.
 - 9 Discuss the case for Production.
 - 10 Examine the principal arguments for Free Trade and Protection.
- 11. Do you advocate Free Trade or Protection 9 Give reasons in support of your answer.
- 12. Examine the validity of the different arguments that have been advanced in favour of protection,
- 13 Compare Import duties and Quantitative restrictions as means of protecting home Industries.
- 14. Write brief explanatory note on the objects and mechanism of Exchange control.
- 15. Distinguish between Balance of Trade and Balance of payments. How can a continuous deficit in the balance of payments be corrected?

রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি ঃ সরকারী ব্যয় Government finances 2 Public Expenditure

ধনবিজ্ঞানের যে অংশ রাষ্ট্র ও অক্যাক্ত জনপ্রতিষ্ঠানসমূহের (মিউনিসি-প্যালিটি, করপোরেশন প্রভৃতির) আয়-ব্যয়, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ প্রভৃতির নীতি ও পদ্ধতি আলোচনা করে তাহাকে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি (Public finance) এই রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি ধনবিজ্ঞান ও রাহ্ববিজ্ঞান উভয়েরই অংশ। রাষ্ট্রয় আয়ে, ব্যয়, সঞ্চয়, বিনিয়োগ প্রভাত রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি: ^{রাশ্রম সম্মাত} • ধনৰিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান উৎপাদনের পরিমাণ ও ক্ষমতার উপর প্রভাব বিস্তার করে; জাতীয় আয়ের পরিমাণে ও জীবন যাত্রার মানে হ্রাস বৃদ্ধি ঘটার। রাষ্ট্রীয় আয়ে হ্রাস সমাজের সামগ্রিক আর কমাইয়া দেয়, রাষ্ট্রীয় ব্যয়ে বুদ্ধি সামগ্রিক আয় বাড়ায়, দেশের আয় ও কর্মসংস্থানের স্তর-নির্ধারণে রাষ্ট্রীয় আয়ব্যয়ের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। রাষ্ট্রীয় নিয়মকামুন ও নীতি ব্যক্তির দৈনন্দিন কাজকর্মকে প্রভাবিত করে। স্নতরাং, ইহা ধনবিজ্ঞানের অংশ-বিশেষ।

চিম্বাজগতে উনবিংশ শতানীর ভাবধারার প্রভাব এখন আর নাই, রাষ্ট্রের কাজকর্মের পরিমাণে ও ধরণে আধুনিককালে বহু পরিবর্তন ঘটিয়াছে। কেবল-মাত্র আইন ও শৃংথলা রক্ষা করাই আধুনিক রাষ্ট্রের লক্ষ্য নহে, ব্যাপক অর্থ-নৈতিক উন্নতি বা বিভিন্নমুখী অথনৈতিক কাজকর্ম করা রাষ্ট্রের কর্তব্যের অঙ্গীভূত হইয়া পড়িয়াছে। রাষ্ট্রের আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ কম হওয়াই মঙ্গল, উনবিংশ শতাদীর অবাধ ব্যক্তিস্বাধীনতামূলক এইরূপ ধারণা এমতাবস্থায় আর চলিতে পারে না। কল্যাণরাষ্ট্র গঠন করা আধুনিক সমাজ-রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির বিজ্ঞানীদের আদর্শ; সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার জয়যাত্রা

আজিকার যুগে অব্যাহত। এরপ অবস্থায় ক্রমেই রাষ্ট্রের আয়, বায় ও ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে, রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির আলোচনা তাই ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

শুরুত্ব বৃদ্ধি

ব্যক্তিগত অর্থনীতি ও রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির পার্থক্য (Distinction between Private Finance and Public Finance)

ব্যক্তিগত অর্থনীতি ও রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির মধ্যে বছক্ষেত্রে পার্থক্য দেখিতে পাওয়। যায় । সর্বপ্রথম, ইহা লক্ষ্যণীয় যে, সাধারণত ব্যক্তি নিজের আয় অম্বায়ী ব্যয় স্থির করেন, কিন্তু রাষ্ট্র প্রথমে ব্যয় স্থির করিয়া পরে সেই পরিমাণ আয়সংগ্রহের চেষ্টা করে । বিদিও অনেকক্ষেত্রেই রাষ্ট্র ব্যয়সংকোচের চেষ্টা করে এবং আয় অম্বায়ী বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যয়-বিভাগের ব্যবস্থা করে, তাহা হইলেও সাধারণত রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির দৃষ্টিভঙ্গী একটু পৃথক থাকে ।

দিতীয়ত, রাষ্ট্র নিজের অভ্যন্তরে নাগরিকদের বা রাষ্ট্রের বাহিরে বিদেশীদের নিকট হইতে ঋণগ্রহণ করিতে পারে। কোন ব্যক্তির দিক হইতে দেখিতে গোলে সকল ঋণই বাহ্যিক; ব্যক্তি কখনই নিজের নিকট হইতে ঋণগ্রহণ করিতে পারে না।

তৃতীয়ত, প্রয়োজন হইলে রাষ্ট্র অর্থ স্থাষ্ট করিয়া নিজের ব্যয় নির্বাহ করে, কিন্তু ব্যক্তির পক্ষে এইরূপ অর্থ স্থাষ্ট করা সম্ভব নয়।

চতুর্থত, কোন ব্যক্তি তাহার বর্তমান আয় হইতে ভবিষ্যতের জন্ম সঞ্চয়ের চেষ্টা করেন, কিন্তু রাষ্ট্র সর্বদাই সেইরূপ উদ্ভ-গঠন ও সঞ্চয়ের চেষ্টা করে না। ঘাট্তি ব্যয়ের দারাও জ্রুত শিলোনয়ন বা পূর্ণকর্মসংস্থান স্তরে পৌছান রাষ্ট্রের লক্ষ্য হিসাবে গৃহীত হয়। তাহা ছাড়া দেশের ভবিষ্যৎ বংশধরদের সম্পর্কে রাষ্ট্রের দায়িত্ব খুবই বেশি, সর্বদা ইহা মনে রাথিয়াই রাষ্ট্র বর্তমানের আয়-ব্যয়ের ব্যবস্থা করে।

পঞ্চমত, ব্যক্তির ব্যয় সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোকে বেরূপে প্রভাবান্থিত করে তাহা হইতে রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের প্রভাবের রূপ পূপক ধরনের। তাহা ছাড়া, নিজের আয়, ব্যয় ও সঞ্চয়ের ফলে সমাজ-দেহে সামগ্রিকভাবে কি প্রতিক্রিয়। হইতেছে তাহা বিচার করিয়া ব্যক্তিগত অর্থনীতি পরিচালিত হয় না; কিন্তু রাষ্ট্র তাহার কাজকর্ম চালাইবার জন্ম সর্বদাই সামগ্রিক প্রভাব ও ফলাফল বিচার করিয়া থাকে।

সর্বশেষে বলা চলে, ব্যক্তি যথন ব্যয় করে তথন সে ব্যয়ের প্রত্যেক দিক হইতে সমান প্রান্তিক উপযোগিতা পাইবার চেষ্টা করে। রাষ্ট্র কিন্তু চেষ্টা করিলেও সাধারণত, উহাতে সক্ষম হয় না। কারণ, রাজনৈতিক, দলগত, শ্রেণীগত বা আঞ্চলিক স্বার্থরকার জন্ত অনেক সময় অর্থনৈতিক হিসাবে অবৌক্তিক ব্যয় করিতে হইতে পারে; অথবা ভবিষ্যতে স্থফলদায়ী কিন্তু বর্তমানে প্রান্তিক উপযোগিতা থুবই কম, এরূপ ব্যয়ের প্রয়োজনও হইতে পারে।

রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির উদ্দেশ্য (The objects of Public Finance):

ক্লাদিকাল ধনবিজ্ঞানীদের মতে রাষ্ট্রীয় অর্থ নীতির লক্ষ্যই হইবে যথাসম্ভব কম কর আদায় ও ব্যয় করা। তাঁহাদের মতে ব্যক্তিস্বাতস্ত্র্যবাদ-ই একমাত্র গ্রহণযোগ্য রাষ্ট্রীয় লক্ষ্য, স্বতরাং অর্থ নৈ তিক কাজকর্ম সর্বনিম পরিমাণ ব্যক্তির হাতেই ছাডিয়া দেওয়া বিশেষ দরকার। তাহা ছাডা, রাষ্ট্র ব্যয় করিলে তাহা অন্তংপাদক হইবেই, অন্তভ ব্যক্তিরা ব্যয় করিলে যতটা উৎপার্দনশীল হইতে পারিত ততটা কিছুতেই হইবে

না। স্থতরাং প্লাড বেলার বলা চলে, ফলপ্রস্থ হইবার জন্ম অর্থকে ব্যক্তির পকেটেই ফেলিয়া রাখা দরকার (Money should be left to fructify in the pockets of the individual)।

কিন্তু এই নীতি গ্রহণযোগ্য নয়, এবং আধুনিককালে ইহা বর্জিত হইয়াছে।
সাধারণভাবে সকল কর সর্বদাই খারাপ এরপ বলা চলে না, যেমন নেশার উপর
কর সরাসরিভাবে জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের সাহায্য
এই নীতি গ্রহণযোগ্য
নয়
করিতে পারে। তাহা ছাড়া, অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়
যে, রাষ্ট্র ব্যক্তির তুলনায় অধিক উৎপাদনশীল ভাবে ব্যয়

করিতেছে; ব্যক্তি নিজের ব্যক্তিগত বিলাসিতায় বা খেয়াল খুশীতে অষ্ধা ব্যয় করিত, রাষ্ট্র তাহা আদায় করিয়া জনসাধারণের উপকারার্থে বায় করিতেছে। অবশ্য, কর এরপভাবে আরোপিত হওয়া দরকার যাহাতে ব্যক্তির কর্মোগ্যম ও সঞ্চয়-স্পৃহা কমিয়া না যায় এবং ব্যয় এরপ প্রকার হওয়া উচিত যাহাতে উহা অপব্যয়িত হইয়া না পড়ে।

রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির উদ্দেশ্য সম্পর্কীয় আর একটি নীতি হইল সর্বাধিক সামাজিক উপযোগিতার নীতি (the Principle of maximum social advantage)। ব্যক্তি যেরূপ আয় ও ব্যয়ের মাধ্যমে সর্বাধিক সামাজিক উপযোগিতার নীতি আয় ও ব্যয় করিবে যাহাতে সামগ্রিকভাবে সকল সমাজ সর্বাধিক উপকৃত হয়। রাষ্ট্রীয় আয় এবং রাষ্ট্রীয় ব্যয় উভয়ের ফলেই কাহারও হাত হইতে অর্থ সরিয়া আসিতেছে এবং কাহারও হাতে উহা চলিয়া বাইতেছে, সম্পদের হস্তান্তর (transfer of wealth) ঘটিতেছে এবং ইহার ফলে উৎপন্ন সম্পদের পরিমাণ ও প্রকৃতিতে পরিবর্তন ঘটিতেছে (changes take place in the amount and the nature of wealth which is produced)।

সম্পদের এইরূপ হস্তাস্তরণের ছারা উহার পরিমাণ ও প্রকৃতিতে এমন পরিবর্তন আনিতে হইবে যাহাতে সর্বাধিক সামাজিক উপযোগিতা ঘটে. ইহাই হইল রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির লক্ষ্য।

রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কাজকর্মের ফলে সর্বাধিক সামাজিক উপকারিত। পাওয়া যার কিনা তাহা বিচার করিতে হইলে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা দরকার। প্রথমত, কর-কাঠামোর প্রকৃতি (Nature of Tax-structure) ও কর পদ্ধতি (Methods of taxation) সম্বন্ধে বিচার করা প্রয়োজন। বিভিন্ন প্রকার কর আছে এবং তাহাদেব বিভিন্ন পদ্ধতিতে আরোপ করিয়া রাজম্ব

বিচার্ষ বিষয় সমূহ:
(ক) কর প্রকৃতি ও
কর পদ্ধতি
(ধ) রাষ্ট্রীয ব্যরের
প্রকৃতি ও দিক বিচার

তোলা যাইতে পারে। কোন ধরনের করের ক্ষেত্রে এবং পদ্ধতিতে করভার অধিক, কোথায়ও বা ইহা কম। স্থতরাং করের প্রকৃতি ও পদ্ধতি এরপ হওয়া বাঞ্চনীয় যাহাতে করভার (burden of taxtion) সর্বনিম হয়। বিভীয়ত, কর আরোপনের সর্বশেষ ফলাফল বিচার করাও প্রয়োজন।

যদি কর আরোপ করাব ফলে কর্মোত্তম ও সঞ্চয় স্পৃহা কমিয়া যায়, তাহা হইলে উহাকে সমর্থন করা চলে না। তৃতীয়ত, রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের প্রকৃতি ও দিক্-বিচার (Nature and direction) বিশ্লেষণ করাও বিশেষ দরকার। যেমন বর্তমানে অধিক ভার বহন করিতে হইলেও রাষ্ট্রীয় ব্যয় মূলধন-গঠনের কার্যে নিয়োজিত হয়, তাহা হইলে অর্থ নৈতিক বিচারে উহা গ্রহণযোগ্য। পরিমাণে রাষ্ট্রীয় বায় কম হইলেও অনেকক্ষেত্রে উহা অপ্রয়োজনীয় দিকে নিয়োজিত হয়, অর্থনৈতিক বিচারে উহা পরিত্যজ্য। রাজনৈতিক কারণে, দেশরক্ষা ও আভ্যন্তরীণ শৃংথলারক্ষার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় বায় থাটি অর্থ নৈতিক বিচারে গ্রহণযোগ্য না হইলেও সামগ্রিকভাবে জাতীয় স্বার্থে উহা কল্যাণকর হইতে পারে।

আধুনিক কালে শিরপ্রধান দেশসমূহে পূর্ণকর্মসংস্থান স্তরে পৌছান-ই রাষ্ট্রীয়

অর্থনীতির প্রধান লক্ষ্য হিসাবে গৃহীত হয়। রাষ্ট্র এরপ
শিরপ্রধান দেশসমূহে
পূর্ণ কর্মনংখান স্তরে
হারে ও এমন প্রকার কর স্থাপন করিবে যাহাতে
পৌছান ও তাগ বলায কর্মসংস্থানের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, অনিয়োজিত উপকরণরাধা বা আধিক অসাম্য
দূর করা

স্থাকর্মসংস্থান স্তরের উপ্যোগী ভারসাম্য বজায় থাকে।

এমনভাবে কর আরোপিত হইবে যাহাতে কম ভোগপ্রবণতাদম্পন্ন ব্যক্তিদের হাত হইতে অর্থ সরিয়া আদে, এবং এমনভাবে ব্যয় হইবে যাহাতে অধিক ভোগপ্রবণতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের নিকট সেই অর্থ চলিয়া যায়; সমাজের মোট বিনিয়োগ ব্যয় ও ভোগব্যয় বৃদ্ধি পায়। অনেকক্ষেত্রে সমাজে আয়বৈষ্ম্যের পরিধি ক্মানও রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির লক্ষ্য হিসাবে গণ্য হয়।

শিল্পে অম্মত দেশসমূহে রাষ্ট্রীয় অথনীতির লক্ষ্য হইবে ক্রত শিল্প
সম্প্রদারণ বা অর্থনৈতিক প্রসারকে (economic expansion) ত্বান্থিত
করা। এমনভাবে রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয় ব্যবস্থা গঠন করা দরকার যাহাতে
অর্থনৈতিক অগ্রগতি (growth) ক্রততর হইবার উপযোগী
শিল্পে অম্মত দেশসমূহে
অর্থনৈতিক অগ্রগতি (growth) ক্রততর হইবার উপযোগী
শিল্পে অম্মত দেশসমূহে
অর্থনৈতিক প্রগারকে
ত্বান্থিত প্রসারক
ভাতীয় আয়, বিনিযোগ, সঞ্চয় ও মূল্যন-গঠন সকল
কিছুই যাহাতে একসঙ্গে বাড়িতে থাকে অথচ তীব্র মূল্যকাতি ঘটিতে না
পারে, ইহা লক্ষ্য রাথা দরকার। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা অম্থায়ী ব্যক্তিগত
ক্রেত্রে (Private Sector) আয়, ব্যয় ও সঞ্চয় না কমাইয়া সরকারী ক্লেক্রে
(Public Sector) বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে ক্রমশ অধিক পরিমাণ অর্থ পাওয়া
যাইতে থাকে; ইহাই এই নীতির বাস্তব লক্ষ্য।

লার্ণারের ফাংশানাল ফিনান্স তত্ত্ব (Lerner's theory of Functional Finance) :

 task of adjusting investment and consumption to give full employment."

তাঁহার মতে পূর্ণ-কর্মসংস্থানকে লক্ষ্য ধরিয়া লইলে যে সকল নীতি ছারা এই লক্ষ্যে পৌছান সম্ভব তাহাদের গ্রহণ করিতে হইবে, বাজেট রচনা ও সরকারী কাজকর্ম সম্পর্কে পুরাতন চিস্তা-ধারণা বা রীতিনীতি সম্পূর্ণ বর্জন করিতে হইবে। দেশের জনসাধারণের উর্লিতর জন্মই সরকারের প্রতিষ্ঠা, তাই সরকারের নিজস্ব কোনরূপ নীতিকে বিচার করার একমাত্র মানদণ্ড হইল জনকল্যাণ ঘটিতেছে কি না তাহা দেখা। সরকারের নিজের উপর সেই নীতির প্রভাব তুলনামূলকভাবে কম শুরুত্বপূর্ণ। যেমন, যে কোন করের ছইটি প্রভাব: করের দরুণ পূর্বের তুলনায় কর-দাতার হাতে টাকার পরিমাণ কমিয়া যায়, এবং সরকারের হাতে টাকার পরিমাণ বাড়িয়া যায়। ইহার করনীতির একমাত্র করনীতির একমাত্র করাকার হাতে টাকার পরিমাণ বাড়িয়া যায়। ইহার কর্মনীতির একমাত্র কর্মাতি টাকা কম রাখা দরকার হয়, তবেই যেন সেই করটি বসান হয়। সরকারের হাতে টাকার পরিমাণ বাড়ানর জন্ম যেন কর্মনীত বসান হয়। সরকারের হাতে টাকার পরিমাণ বাড়ানর জন্ম যেন কর্মনীত বসান হয়। সরকারের হাতে টাকার পরিমাণ বাড়ানর জন্ম যেন ক্রমনীত কর্মনীতাকে দরিদে না করিয়াও নিজের হাতে বেশি টাকা পাইতে পারে

করটি বসান হয়। সরকারের হাতে টাকার পরিমাণ বাড়ানর জন্ম যেন কথনই কর-আরোপ করা না হয়, কারণ সরকার যে কোন সময়ে ইচ্ছা করিলেই কোন করদাতাকে দরিদ্র না করিয়াও নিজের হাতে বেশি টাকা পাইতে পারে (নোট ছাপাইয়া বা ঋণ লইয়া)। স্কতরাং, লার্ণারের মতে, সরকারের টাকা দরকার, এই যুক্তিতে যেন কথনই কর আরোপ করিয়া টাকা তোলা না হয়। সরকার যদি কোন অর্থনৈতিক লেনদেন বন্ধ করিতে চান, একমাত্র তবেই যেন উহার উপর কর আরোপ করেন। ধনীকে গরীব করা দরকার মনে হইলে একমাত্র তবেই যেন ব্যক্তিদের নিকট হইতে ক্রেরের নাম করিয়া টাকা তুলিয়া লওয়া হয়, নচেৎ নহে।

কর-আবোপ এবং সরকারী ঋণনীতি সম্পর্কে লার্ণার একেবারে চরম ধরনের মত গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, দেশে পূর্ণকর্মসংখ্যান বজায় রাখিয়া সরকারী ঋণের পরিমাণ থুব বেশি পরিমাণে বাড়াইয়া তুলিলেও কোনরূপ ক্ষতি নাই। তাঁহার মতে, জাতীয় ঋণের পরিমাণ যত বেশিই হউক না কেন, উহার কোনই কুফল নাই, যদি অবশু পূর্ণকর্মসংখ্যান দেশে বজায় থাকে। ভবিষ্যৎ বংশধরদের নিকট ইহা কোনরূপ ঋণনীতির লক্ষ্য ও তাই ভার নয়, কারণ এই বংশধরগণ ভবিষ্যতে ঋণ পরিশোধের সময়ে নিজেদের টাকা নিজেদেরই নিকট হস্তান্তর করিতেছে। জাতীয় ঋণের

স্থাদ দেওয়াও ভারশীল নয়, কারণ, দেশের নাগরিকেরা নিজেরাই নিজেদের টাকা পরিশোধ করিতেছে। প্রতিটি ঋণের পিছনেই কোন না কোন সম্পদ স্থাষ্ট হইতেছে সম্পত্তির। একমাত্র বৈদেশিক ঋণই জাতির সম্পদ কমাইয়া দেয়। স্থতরাং, প্রয়োজন হইলে সীমাহীন পরিমাণে আভ্যন্তরীণ ঋণ স্থাষ্ট করিয়াও দেশে পূর্ণকর্মসংস্থান প্রতিষ্ঠা করা সরকারী অর্থনীতির একমাত্র লক্ষ্যা, ইহাই লার্পার বলিতে চাহেন।

রাষ্ট্রীয় ব্যয় (Public Expenditure)

দেশের জনসাধারণের কর্মসংস্থান ও আয়ের ক্ষেত্রে, তাহাদের জীবন যাত্রার মান প্রভৃতি ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের প্রভাব রাষ্ট্রীয় আয় হইতে কিছুমাত্র কম নহে, এই তত্ত্ব আধুনিক যুগের ধনবিজ্ঞানীদের চিস্তা জগতে একটি বিশেষ

দান। পূর্বে রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের পরিমাণই ছিল খুব কম স্থতরাং পূর্বের তুলনায় রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের পরিমাণে বৃদ্ধি ইহার অর্থনৈতিক গুরুত্ব ও ফলাফল ধনবিজ্ঞানীদের তত্ত্বালোচনায় অংশ গ্রহণ করে নাই। রাষ্ট্রের কর্তব্যের

পরিধি বিস্তৃত হওয়ায়, রাষ্ট্রায় ব্যয় ক্রতগতিতে ও ক্রমবর্ধ মান হারে বাড়িয়া
যাওয়ায় এবং কেইন্সীয় মতবাদের প্রভাবে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী বা সমগ্রালোচন
পদ্ধতি (Marco-analysis) প্রসার লাভ করায় ইহার আলোচন। ক্রমশ
গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করিতেছে।

রাষ্ট্রীয় ব্যয়ে প্রভৃত পরিমাণ বৃদ্ধির কারণ অনেক। প্রথমত, আধুনিক কালের রাষ্ট্র আর পূর্বের ন্তায় ক্ষ্ডায়তন নাই, রাষ্ট্রের সীমানা বধিত হইয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে, ভৌগোলিক সীমানা বধিত না হইলেও ইহার জনসংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে। দিতীয়ত, সকল প্রকার দ্রব্যসামগ্রীর দাম বৃদ্ধি পাইয়াছে; সভাবতই সরকারী ক্ষেত্রে (Public sector) প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়ের জন্ত অধিক অর্থব্যয়ের প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। তৃতীয়ত, জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি হইয়াছে, মাথাপিছু ব্যক্তিগত আয় বাড়িতেছে, জীবনয়াত্রার মান-ও বৃদ্ধি পাইতেছে। রাষ্ট্রীয় আয় বয়য় উভয়ই বাড়িতেছে। চতুর্থত, আধুনিক কালে মৃদ্ধ চালান বা সমরোপকরণ সংগ্রহ করা বিশ্লেষ বায়সাধ্য

সাধারণভাবে সর্বত্র
ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যুদ্ধ-প্রস্তুতি, যুদ্ধ-পরিচালনা
ভার ব্যর বৃদ্ধির কারণ
ও যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন সকল কিছুই রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের পরিমাণ

বাড়াইয়া দিয়াছে। পশ্মত, সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার প্রসারের ফলে

রাষ্ট্র ক্রমশ অধিক পরিমাণে জনকল্যাণমূলক কাজকর্ম করিতেছে, ফলে তাহার ব্যয়ও বাড়িয়া গিয়াছে। ইহাও দেখা যায় যে, কোন কোন ধরনের শিল্প বা ব্যবসায় রাষ্ট্রের হাতে থাকিলে উৎপাদন-ব্যয় কম পড়ে, উপকরণের অপচয় হয় না। এই সকল কারণে আধুনিক কালে প্রায় সকল দেশেই রাষ্ট্রীয় ব্যয় বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

রাষ্ট্রীয় ব্যয় কণ্টা কিরূপ হওয়া উচিত তাহার কোন নির্দিষ্ট
পরিমাণ নেই, অর্থনৈতিক নীতি এবং জনসাধারণের
ব্যয়ের পরিমাণ সম্পর্কীর
ইচ্ছা ও প্রয়োজনাহযায়ী ইহার পরিমাণ ধার্য করা
উচিত। তবে উৎপাদন, কর্মসংস্থান, জাতীয় ও ব্যক্তিগত
আধ্যের উপর ইহার গভীর প্রভাব থাকায় এইসকল বিষয়কে আকান্খিত স্তরে
শইয়া আসিবার উপযোগী পরিমাণে রাষ্ট্রীয় ব্যয় করা উচিত।

রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Public Expenditure)

বিভিন্নভাবে রাষ্ট্রীয় ব্যয়কে শ্রেণীবিভক্ত করা হইয়াছে। যেমন:

- (১) প্রথমত, রাষ্ট্রীয় ব্যয়কে (ক) যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যয় বা কেন্দ্রীয় ব্যয় (থ) রাজ্যের ব্যয় বা প্রায়ন্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের ব্যয়—প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে।
- () দিতীয়ত, বাষ্ট্রীয় ব্যয়কে দান (grants) বা ক্রম্শা (Purchase Price)—এইকপ ভাবে বিভক্ত করা চলে। যে সকল ব্যয়ের দরুণ রাষ্ট্র তৎক্ষণাৎ কোন দ্রব্য পায় না তাহাদের দান বলে, কিন্তু কোন দ্রব্য বা কার্যাদি ক্রয়ের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র যে ব্যয় করে, তাহাকে ক্রেম্শা বলা হয়।
- (৩) তৃতীয়ত, যে সকল ব্যয়ের ফলে দেশের সম্পদ-সন্তার বৃদ্ধি পায় তাহাকে উৎপাদনশীল (Productive) ব্যয় বলা যায়, যাহাদের ফলে কোনরূপ সম্পদ সন্তার বর্ধিত হয় না, তাহাদের অমুৎপাদক (Unproductive) ব্যয় বলা হয়।
- (৪) চত্তুর্থত, ডাল্টন এর মতে রাষ্ট্রীয় বায়কে ছুইভাগে বিভক্ত করা যায়:
 (ক) বহিরাক্রমণ বা আভ্যস্তরীণ বিশৃংথলার হাত হইতে দেশকে রক্ষার উদ্দেশ্যে ব্যয়, এবং (খ) সামাজিক জীবনের উৎকর্ষ বুদ্ধর উদ্দেশ্যে ব্যয়।
 - (৫) পঞ্চমত, আসল-বায় (Real Expenditure) এবং হস্তান্তর-বায়

(Transfer Expenditure)—এই তুই শ্রেণীতেও ইহাকে বিভক্ত করা চলে। বে সকল ব্যয়ের ফলে সমাজের উপকরণ বা সম্পদ সমূহের ব্যবহার হয়, তাহাদের আসল-বায় বলে, যেমন যুদ্ধ বা প্রব্যোৎপাদন প্রভৃতি। কিন্তু ষে সকল ব্যয়ের ফলে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর বা ব্যক্তির মধ্যে সম্পদ হস্তান্তরিত হয় মাত্র, যেমন আভ্যন্তরীণ ঋণ পরিশোধ বা হ্লদ প্রদান প্রভৃতি—তাহাদের হস্তান্তর-বায় বলা হয়।

- (৬) ষষ্ঠত, প্লেহ্নের মতে জনসাধারণের পক্ষে কতটা কল্যাণকর, ইহা বিচার করিয়া রাষ্ট্রীয় ব্যয়কে চারি ভাগে ভাগ করা সম্ভব।
- (ক) যে সকল ব্যয় সকল নাগরিকের পক্ষে সমান কল্যাণকর, ষেমন পুলিশ, দৈগুবাহিনী, প্রভৃতি (খ) যাহা কোন কোন শ্রেণীর পক্ষে বিশেষ কল্যাণকারী, কিন্তু সামগ্রিক ভাবেও কল্যাণকর বলিয়া বিবেচ্য, ষেমন সমাজবীম। প্রভৃতির জগু ব্যয়। (গ) যাহা কোন কোন ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ কল্যাণকারী এবং সকলের পক্ষে কল্যাণকর, যেমন বিচার বিভাগের জগু ব্যয়। (খ) যাহা কোন কোন ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ কল্যাণকর, যেমন সরকারী চাকুরীতে বা সরকারী শিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তিদের জগু ব্যয়।

সরকারী ব্যয় ও জাতীয় আয় (Public Expenditure and National Income):

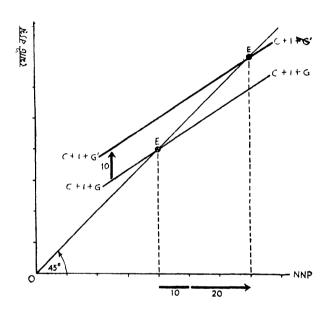
সরকারী ব্যয় সম্পর্কে রাষ্ট্রের নীতি কি হওয়া উচিত তাহা সঠিক বিচার করিতে হইলে জাতীয় আয় নির্ধারণকারী বিষয়গুলি সম্পর্কে স্থুমন্ত ধারণা থাকা প্রয়োজন। জাতীয় আয় বলিতে আমরা কি বৃঝি? ইহা হইল দেশের সম্পূর্ণোৎপন্ন দ্রব্য সামগ্রীয় মূল্য অথবা সকল কি কি বিষয় লইয়া উপাদানের আয়ের সমান। এই ছইটির যোগফল পরস্পর সমান হইবে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, একটি নির্দিষ্ট সময়ে, যেমন I বৎসরের মধ্যে, দেশে সকল ভোগ্যদ্রব্য ও মূলধনী দ্রব্যের মূল্য যোগ করিলে জাতীয় আয় পাওয়া যায়। এই সকল দ্রব্যের মূল্য পাওয়া যায় মোট বিক্রয় হইতে, অর্থাৎ এই সময়ের মধ্যে দেশের লোকের মোট ব্যয় যোগ করিলে জাতীয় আয়ের সমান হয়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জাতীয় বায় ও জাতীয় আয় সমান।

জাতীয় ব্যয়ের তিনটি অংশ :— (১) ব্যক্তিগত ভোগবায় (C), (২) ব্যক্তিগত বিনিময় ব্যয় (1) এবং, (৩) সরকারী ভোগ ও বিনিয়োগ ব্যয় (G)। দেশে

পূর্ণ কর্মসংস্থান থাকিতে হইলে এই সামগ্রিক ব্যয় এত ইহার মধ্যে সরকারী ব্যয় একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিয়োগ ঘটিতে পাবে। সাধারণত অপরিকল্পিত ধনতান্ত্রিক অর্থ নৈতিক কাঠামোতে এইকপ কোন স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি

নাই যাহাতে সামগ্রিক ব্যয় সর্বদা আপনা-আপনি এই স্তরে বজায় থাকে।

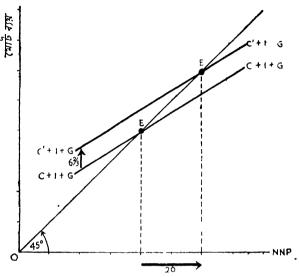
সামগ্রিক ব্যয়ের বিভিন্ন অংশ আলোচনা করা যাউক। ভোগবায় নির্ভর করে আয়ন্তর ও ভোগপ্রবণতার উপরে। সমাজে প্রতিটি ব্যক্তির নিজস্ব ভোগপ্রবণতা পুথক হইলেও সামগ্রিকভাবে দেখা যায় যে, আয় ও ভোগের মধ্যে কার্যকারণগত এক ধরনের সম্পর্ক আছে। ভোগ হইল আয়ের ক্রমবর্ধমান অপেক্রক (increasing function of income), যদিও আয় বৃদ্ধির তুলনায় ইহাতে বৃদ্ধি হয় কম। আয়ের যে অংশ ব্যয় হইল না তাহা সঞ্চয় হয়। কিন্তু সঞ্চয় হইলেই উহার বিনিয়োগ হয় না. কারণ বিনিয়োগ নির্ভর করে উত্তোক্তাদের মুনাফার প্রত্যাশার উপর। দেশে মোট সঞ্চয়ের একটি অংশ যদি বিনিয়োগ না হয়, তবে আয়স্তর কমিয়া যাইতে বাধ্য। কালক্রম ৰা ধাৰাবাহিকতা বিশ্লেষণের (Period or Sequence analysis) সাহায্যে এই বিষয়ট আরও ভালভাবে বোঝা যাইতে পারে। মনে কর I কালস্তবে সমাজের মোট আয় হইল 10000 টাকা: এই সময়ের মধ্যেই 6000 টাকার ভোগবায় এবং 4000 টাক। সঞ্চয় হইতেছে। মনে কর, এই সময়ে দেশের সকল উত্তোক্তা মিলিয়া 2000 টাকা বিনিয়োগ ব্যয় করিতেছে। ফলে পরবর্তী कालखरत र्थाए II-ए, नमार्कत यात्र शहरत 8000 हाका। भूर्ववर्धी কালস্তরে সঞ্চয়ের তুলনায় বিনিয়োগ কম হওয়ায় পরবর্তী কালস্তরে সামগ্রিক আয় হ্রাস পাইল, কিছু পরিমাণ সঞ্চয় মজুত করার (hoarding) ফলে এই অবস্থা দেখা দিয়াছে। স্থতরাং I কালস্তবের আয় হইতে যতটুকু ভোগ ও বিনিয়োগ, বায় হইতেছে তাহাই সৃষ্টি করে II কালন্তরের আয়। I কালন্তরে সমান্দের বায়স্রোতে যদি নৃতন টাকা ঢালিয়া দেওয়া হয়। (injection of new money) বা মঙ্গুড-পরিত্যাগ (dishoarding) স্থক হয়, II কালস্তবে জাতীয় আয়ের পরিমাণ বাডিয়া যাইবে। এই বিশ্লেষণ হইতে সহজেই বলিতে পারা যায় যে, সরকারী ব্যয়ের প্রভাবে সমাজের আয়- শ্রোত প্রভাবিত হয়, মোট ব্যয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হইল এই সরকারী ব্যয় বা G। নিচের ছবিতে দেখা যাইতেছে যে C+I+G হইতে সরকারী ব্যয় বৃদ্ধির ফলে অর্থাৎ C+I+G'-এর ফলে জাতীয় আয়ের স্তর বৃদ্ধি পাইয়াছে।



পূর্ণকর্মসংস্থানে পৌছিবার উদ্দেশ্যে সরকারী ব্যয় G হইতে বাড়িয়া G' হওয়ায় জাতীয় আয় ব্যয় ও কর্মসংস্থানের স্তর বাড়িয়া গিয়াছে, E হইতে E'হইয়াছে। জাতীয় আয়ে এই বৃদ্ধি সন্তবপর হইতে পারে যদি সরকারী ব্যয়ে বৃদ্ধির ফলে অথবা অহা কোন কারণে এই সময়ে ব্যক্তিগত ভোগব্যয় ও বিনিয়োগব্যয়, অর্থাৎ C এবং I কমিয়া না যায়।

এইরপে জাতীয় আয়ের উপর কর-ছাসের ফলাফলও আমরা পর পৃষ্ঠার চিত্রে দেখিতে পাইতেছি। কর-ছাসের ফলে ক্রেতাদের হাতে ব্যয়োপযোগী আয়ের পরিমাণ পূর্বাপেক্ষা বেশি থাকে, ফলে $C+I+\mathring{G}$ -র মধ্যে C বাড়িয়া য়য়। নৃতন C+I+G-র ফলে সমাজের মোট ব্যয় এখন E হইতে E বিন্দৃতে উঠিয়া গিয়াছে। এই চিত্র ছইটি হইতে দেখা য়াইতেছে যে, সরকারী ব্যয়ে বৃদ্ধির ফল কর-ছাসের ফলের তুলনায় অধিকতর শক্তিশালী।

ইহার কারণ হইল, কর-হ্রাসের ফলে যে আর বাঁচিয়া যায়, ভাহার কিছু
অংশ ব্যক্তি সঞ্চয় করে।



যেমন প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা \S অবস্থায় 10 কর হ্রাস হইলে CC বৃদ্ধি পাইবে $\S \times 10 = 6\S$ । মনে রাখা দরকার, কর হ্রাসের ফলে সরকারী আন্ধ্র কমিলেও তাহার ব্যয় সমান আছে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে।

তিনটি উৎস হইতে সরকার তাহার ব্যয় বাড়াইবার জন্ম টাকা সংগ্রহ করিতে পারে: (১) চল্তি আয়, (২) পুরানো মজ্ত, (৩) টাকা তৈয়ারী করা। সরকার যদি চল্তি আয়ের উপর কর আরোপ করিয়া টাকা

এই ব্যয়ের প্রভাব নির্ভর করে কিরূপে সরকারী আয় হইল ভাহার উপর তোলে, তবে উহার ব্যয়ে জাতীয় আয় বাড়িবে কি না তাহা নির্ভর করে যাহারা ঐ কর দিল তাহারা সেই টাকা লইয়া কি করিত তাহার উপর। যদি সেই কর-উন্তোলন সমাজে ব্যক্তিগত ভোগ ও বিনিয়োগ ব্যয় সংকৃচিত

করে, তবে জাতীয় আয় পূর্বাপেকা বাড়িতে পারে না। ঋণের সাহায্যেও যদি সরকার এইরূপ টাকা তুলিয়া লয়, তাহা হইলেও ইহার ফল একই দাড়াইবে। যদি অবশু জাতীয় আয়ের যে অংশ মজ্ত (hoarded) হইত, সেই অংশ হইতে সরকার টাকাটা তুলিয়া লয়, তবে সরকারী ব্যয় বাড়িলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইবে। সর্বোপরি, যদি নৃতন টাকা শৃষ্টির দারা সরকারী ব্যয়ে বৃদ্ধি ঘটান

হয়, তবে অন্যান্ত সকল কিছু সমান অবস্থায়, জাতীয় আয় নিশ্চয় প্রসারিত। হটবে।

সরকারী ব্যয়ের ফলে জাতীয় আয় কতথানি বাড়িবে তাহা নির্ভর করে গুণক ও ত্বরকের আয়তনের উপর। সরকারী ব্যয় একবার বাড়াইলে দ্বিতীয়,

ভূতীয় ও পরবর্তী স্তর সমূহে উহার প্রভাব ভোগবায় ও ভণক ও খরণের দরণ মোট চাপলক প্রভাব
ভিজুত বিনিয়োগ ব্যয়ের মাধ্যমে প্রসারিত হইতে থাকে।
শেষ স্তর পর্যস্ত জাতীয় আয়ের উপর সরকারী ব্যয়ের বে

পূর্ণ প্রভাব দাঁড়াইবে তাহাকে বলে চাপ-লব্ধ বা ভার-লব্ধ প্রভাব (Leverage effect)।

রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের ফলাফল (Effets of Public Expenditure)

(ক) উৎপাদন (Production) ঃ

ভাল্টনের মতে উৎপাদনের উপর রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের প্রভাব তিন দিক হইছে বিচার করা যাইতে পারে: কর্মোগুম ও সঞ্চয়ের ক্ষমতা (Ability to work and save), কর্মোগ্যাম ও সঞ্চয়ের স্পৃহা (Desire to work and save), এবং সম্পদ ও উপকরণ সমূহের নিয়োগে দিক-পরিবর্তন (Diversion of economic resources)। যে সকল ব্যয়ের ফ্রে

কে) কর্মোত্তম ও সঞ্জের জনসাধারণের উৎপাদনক্ষমতা বাড়িয়া যায়, যেমন শিক্ষা

ক্ষমতা (খ) কর্মোল্লম ও দঞ্রের স্বাস্থ্য প্রভৃতির জন্ম ব্যয়, তাহারা লোকের কর্মোল্লম স্পৃং। বাড়াইতে সাহায্য করে। আয় বৃদ্ধি পায়, সঞ্চয়ের ক্ষমতাও

র্ব) উপকরণের নিয়োগে বাড়ে। আধুনিক কালে রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের একাংশ দিক-পরিবর্তন জনসাধারণকে সাহায্য, বেকারভাতা, বুদ্ধ বয়সে পেন্শন্

ইত্যাদি হিসাবে দেওয়া হয়, ডাল্টনের মতে ইহার অর্থ নৈতিক ফলাফল অন্তভ, কারণ ইহা কর্মোগুম ও সঞ্চয়ের স্পৃহাকে কমাইয়া দিতে পারে। অনেক ক্লেত্রে, রাষ্ট্র নিজেই শিল্প প্রতিষ্ঠা করে বা অর্থ-সাহায়্য করিয়া বিশেষ ধরনের শিল্প স্থাপনে সহায়তা করে। এইরূপ ব্যয়ের ফলে উৎপাদন-উপকরণসমূহ এক ব্যবহার হইতে সরিয়া আসিয়া অপর ব্যবহারে নিয়ুক্ত হইতে থাকে, উহাদের নিয়োগে দিক্-পরিবর্তন ঘটে। এইরূপ দিক্-পরিবর্তনের ফলে যদি মেট উৎপাদন ও জাতীয় আয় এবং উপাদান সমূহের দক্ষতা রৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে রাষ্ট্রীয় আয়ের ফল অর্থ নৈতিক বিচারে সামগ্রিকভাবে কল্যাণকর বলিয়া বিবেচ্য।

(খ) বল্টন (Distribution) ঃ

এমনভাবে সরকারী ব্যয় করা সম্ভব যাহার ফলে সমাজে আয়-বৈষম্য কমাইয়া
ফেলা যায়। যেমন ধনীদের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া বেকারভাতা, বৃদ্ধ
বয়সে পেন্শন্, বিনাব্যয়ে শিক্ষার বন্দোবস্ত প্রভৃতি উদ্দেশ্যে ব্যয় করিলে আয়বৈষম্য কিছুটা কমে। ডাল্টনের মতে এইরপ উদ্দেশ্যে
বায় প্রগতিমূলক (Progressive) নীতিতে করা দরকার,
অর্থাৎ ব্যক্তি যত অধিক গরীব হইবে তত অধিক হারে
রাষ্ট্রের নিকট হইতে আর্থিক সাহায্য পাইবে। সরকারী ব্যয়ের সাহায্যে আয়বৈষম্য কমাইয়া মোটামুটি বন্টন-সাম্য আনিবার এই নীতির উৎপাদনের উপর
প্রভাব অর্থ নৈতিক দিক হইতে শুভকর না-ও হইতে পারে। ধনীদের উপর

অধিকহারে কর বসাইলে তাহাদের কর্মোন্তম ও সঞ্চয়ের ক্ষমতা কমিয়া যাওয়া, অপরদিকে গরীবদের মধ্যে আলস্ত বুদ্ধি পাইলে তাহাদের কর্মোন্তম ও সঞ্চয়ের

(গ) কৰ্মসংস্থান ও আয় (Employment and Income):

স্পুহা কমিয়া যাওয়া—উভয় প্রকার প্রভাবই ঘটতে পারে।

সমাকে মোট কর্মসংস্থান ও আয়ের স্তর মোট ব্যয়ের পরিমাণের ছারা স্থির इम्र এবং রাষ্ট্রীয় বায় মোট বায়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অংশ। সমাজে ব্যক্তিদের মোট ভোগব্যয় বা বিনিয়োগ ব্যয় কমিয়া গেলে কর্মসংস্থান ও আয়ন্তর কমিয়া যাইবার সম্ভাবনা : স্মৃতরাং একপ অবস্থায় রাষ্ট্রীয় বায় বাডাইয়া কর্মসংস্থান ও আয়ন্তরে হ্রাস ঠেকান যাইতে পারে। বাণিজ্য-চক্রের অপূৰ্ণ কৰ্মদংস্থান থাকিল সমৃদ্ধির যুগে যথন অভাধিক ব্যবসাযক্ষীতি ঘটে, তথন ৰাণিজা চক্ৰের সংকট-বাষ্ট্রীয় ব্যয় হাস করিলে দামস্তরে ও বাণিজ্যে অস্বাভাবিক কালে বা সংকট প্লতি-বোধের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় স্ফীতি কমিতে পারে; বাণিজ্য চক্রের সংকটের যুগে রাষ্ট্রীয় ৰায়ের বাবহার বায়ে বৃদ্ধি দামন্তবে ও বাণিজ্যে উন্নতির সহায়ক হইতে পারে। সমাজে পূর্ণকর্মসংস্থান না থাকিলে রাষ্ট্রীয় ব্যয় বাড়াইয়া অপূর্ণ-কর্মসংস্থান ন্তর হইতে ক্রমোন্নতির পথ প্রশন্ত করা রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি হিসাবে গৃহীত হইয়া থাকে। উপরোক্ত সকল ক্ষেত্রেই অবশু এই কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, রাষ্ট্রীয় ব্যয়-কুদ্ধির ফলে যদি ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে মোট ভোগব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যয় কমিয়া যাইতে বাধ্য হয়, তাহা হইলে মোট কর্মসংস্থান ও স্বায়ন্তর বাড়িবে না, উপাদানসমূহের নিয়োগে দিক্-পরিবর্তন হইবে মাত্র। ইহাও লক্ষ্য রাথা প্রয়োজন যে, রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের ফলে কি পরিমাণে কর্মশংস্থান ও স্মায়স্তর বৃদ্ধি পাইবে ভাহা নির্ভর করে গুণক ও ত্বকের (Multiplier and Acceleration) স্মায়ভনের উপর।

পূরণকারী ব্যয় (Compensatory Spending) ঃ

যথন ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে মোট ব্যয়ের পরিমাণ কমিয়া যায় তখন রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের ছারা সেই ফাঁক পূরণ করিতে পাবিলে সমাজে সর্বাধিক জাতীয় আয় ও কর্ম-সংস্থান বজায় রাখা চলে। বাণিজ্য-সংকটের যুগে যথন ব্যক্তিগত ভোগব্যয় ও বিনিয়োগ বায় কম, তখন রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের পরিমাণ বাডাইয়া দেওয়া হয়; যথন বাণিজ্যোয়তি (recovery) স্কুরু হইয়াছে তখন ক্রমশ অধিক পরিমাণে রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের পরিমাণ কমাইয়া দেওয়া হয়; চরম-উয়তির boom) কাছাকাছি আদিয়া পড়িলে রাষ্ট্রীয় বায় খুবই কমাইয়া দিতে হয়। পূর্ণকর্মসংস্থান স্তরের পরে মুজা-ক্ষীতির যুগে এমন কি ঋণায়্মক রাষ্ট্রীয়-বায় (negative public spending) করিতে হয়, য়র্গাৎ বায় না করিয়া করের সাহাযো অধিক আয় তুলিয়া বাজেটে উদ্ব করিতে হয়।

দামস্তর, আয় ও কর্মদংস্থান কমিতে থাকিলে এবং বাণিজাসংকট গভীরত্তর হইতে থাকিলে সমাজের ব্যক্তিগত ব্যয়ধারা সংক্চিত হইতে থাকে; রাষ্ট্রের কর্তব্য হইল সমাজের ব্যয়শ্রোতে অধিক টাকা সঞ্চালিত করা। এই উদ্দেশ্রে

দামস্তর, আগন্তর ও কর্মসংস্থানের স্তর কমিতে থাকিলে রাষ্ট্র অধিক বায় করিতে থাকিবে। জনসাধারণের মজুত-প্রবণতা (propensity to hoard) বৃদ্ধির ফলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সংকোচনশীল (contractionary) প্রভাবসমূহকে দূর করিয়া প্রসারশীল (expansionary) প্রভাবসমূহকে

শক্তিশালী করাই এই প্রকার রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের উদ্দেশ্য। এইরূপ রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের পরিমাণ সাধারণত খুবই বেশি হওয়া দরকার; কারণ দেখা যায় যে, সংকটের সময়ে ব্যক্তির ভোগপ্রবণতা স্বাভাবিক অবস্থার তুলনায় আরও কম থাকে, ফলে সমাজের মোট ভোগবায়ও কম।

পূরণমূলক ব্যয় সাধারণত ঘাট্তি ব্যয়, কারণ কর-বৃদ্ধির ঘারা অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা করিলে ব্যক্তির হাত হইতে আরও অর্থ সরাইয়া আনা হইবে, ব্যক্তিক্তেরে ভোগব্যয় ও বিনিয়োগব্যয় আরও কমিয়া যাইবে। অবশ্র করের সাহায্যে লুকান মজ্ত অর্থ আদায় করিতে পারিলে এরপ কিছু ঘটবে না। যে অর্থ ব্যক্তির হাতে থাকিলে ভোগে বা বিনিয়োগে নিযুক্ত হইতে পারিত তাহা

করের দারা রাষ্ট্রের হাতে তুলিয়া আনিয়া ব্যয় করিলে উহার প্রসারশীল প্রভাব (expansionary effects) আনেক কম হইবে। শুধু তাহাই নহে। রাষ্ট্রীয় ব্যয় হইতে সর্বাধিক প্রসারশীল প্রভাব পাইতে হইলে এরূপভাবে উহা ব্যয় করা দরকার যে, যাহাদের হাতে সেই ব্যয় ব্যক্তিগত আয় হিসাবে যাইবে তাহারা উহা মজ্ত না করিয়া পুনরায় ব্যয়ে প্রবৃত্ত হইবে। অর্থাৎ, এরূপ ভাবেই রাষ্ট্রীয় ব্যয় হওয়া দরকার যে, সমাজে যে-শ্রেণীর লোকের ভোগপ্রবণতা সর্বাধিক তাহাদের হাতেই উহা আয় হিসাবে চলিয়া যায়।

দামন্তর, আয় ও কর্মসংস্থান বাড়িতে থাকিলে এবং সমাজ চরমসমূদ্ধির (boom) দিকে অগ্রসর হইতে থাকিলে সমাজের ব্যক্তিগত ব্যয়ধারা বিস্তৃত ও প্রশস্ত হইতে থাকে, রাষ্ট্রের কর্তব্য হইল সমাজের ব্যয়স্রোত হইতে ক্রমশ

দামন্তর, আয়ন্তর ও কর্মসংস্থানের ন্তর বাড়িতে থাকিলে অধিক পরিমাণে অর্থ তুলিয়া লওয়া। এই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র ব্যয়-সংকোচন করিতে থাকিবে। ব্যক্তি-ক্ষেত্রে ব্যয যত বাড়িতে থাকিবে, রাষ্ট্র নিজের ব্যয় তত কমাইবে। যে

পর্যন্ত উপাদানের পূর্ণনিয়োগ না ঘটে সেই পর্যন্ত কিছু পরিমাণ রাষ্ট্রীয় ব্যায় হইতে থাকিবে। পূর্ণ কর্মনিয়োগ স্তরের কিছু পূর্ব হইতেই এইরূপ রাষ্ট্রীয় ব্যায়র সংকোচন প্রয়োজন হইবে; যদি সেই স্তরের পরেও অর্থনৈতিক কাজকর্ম প্রসার লাভ করিতে থাকে তাহা হইলে ঋণাত্মক রাষ্ট্রীয় ব্যায় করিতে হইতে পারে অর্থাৎ করবৃদ্ধির দারা ব্যায়র তুলনায় আয়াধিক্য স্পষ্টি করার প্রয়োজন হইতে পারে। এইরূপ অবস্থায় মৃদ্রাক্ষীতিমূলক প্রসার রোধ করিবার উদ্দেশ্রে বাজেটে উদ্বত্ত করিতে হইবে।

আধুনিককালের ধনবিজ্ঞানীরা প্রণম্লক ব্যয়ের সঙ্গে পাম্প-প্রাইমিং ব্যয়ের (Pump-priming expenditure) বা উত্তোলন-মূলকব্যয়ে পার্থক্য করিয়া থাকেন। পূরণমূলক ব্যয় বলিলে বোঝা যায় পূর্ণকর্মসংস্থান স্তরের তুলনায় দেশের সামগ্রিক ব্যয় যতথানি কম থাকে সেই ফাঁকটুকু সরকারী ব্যয় দ্বারা পূরণ করা। আর, পাম্প-প্রাইমিং ব্যয় বলিলে বোঝা যায় স্মবনতি বা সংকটেরসময়ে সরকারী ব্যয়ের মাধ্যমে এমন পরিমাণ টাকা একবার ঢালিয়া দেওয়া যাহার ফলে, আর কোন সরকারী ব্যয় না করিলেও, অবনতি বা সংকটের মোড় ঘূরিয়া দেশে উন্নতির যাত্রা স্বক্ষ হইতে পারে। ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীদের নিরাশার মনোভাবে পরিবর্তন আনিয়া আশার সঞ্চার করাই প্রকৃতপক্ষে এই পাম্পিং-ব্যয়ের কাজ, কারণ একমাত্র তাহা হইলেই একবারের

সরকারী ব্যয় দেশে উন্নয়নের নিজস্ব গতিবেগ স্পৃষ্টি করিতে পারে। পূরণমূলক ব্যয়ের এইরূপ কোন উদ্দেশ্ত থাকে বলিয়া ধরা হয় না। অবশ্ত ইহা ঠিক যে, প্রকতপক্ষে, পূরণমূলক ব্যয়ের পাম্প-প্রাইমিং প্রভাব দেখা যায়, আবার পাম্প-প্রাইমিং ব্যয় কিছুটা পূরণমূলক বটে। কিন্তু ইহাদের কার্যপদ্ধতিতে পার্থক্য আছে। এই প্রদঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, বাস্তবে কখনই পাম্প-প্রাইমিং নীতি বিশেষ কার্যকরী হয় না; অবনতির গহরের হইতে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাকে টানিয়া তুলিতে হইলে পূরণমূলক ব্যয়ের নীতিরই অধিকতর সাফল্য লাভের সন্তাবনা, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।*

जञ्नीन नी

- 1. What is public finance? Is there any essential difference between private finance and public finance?
- 2. "The basic principles of public finance are the same as those of a family budget". Explain.
 - 3, What are the objectives of public finance in a modern state?
 - What is Functional Finance?
- 5. What are the causes of increase in Public Expenditure in recent years?
 - 6. Classify Public Expenditure.
 - 7. Discuss how Public expenditure influences National income.
- 8. What are the effects of Public Expenditure on (a) Production, (b) Distribution, and (c) Employment & Income.
 - 9. What is Compensatory Spending? What are its limitations?
- 10. Under what circumstances would it be desirable to resort to deficit financing? Can you suggest any safeguards to ensure that it does not produce any adverse effect?
 - 11. What are the principles which should guide public expenditure?
- * Pump-priming means a volume of public spending, for the pu-pose of setting the economy on the way towards full utilisation of resources on its own power without further aid from governmental spending.....Pump priming is intended to be a remedy for a temporary maladjustment which prevents the society from functioning in a normal manner so as to recover from depression when the economy needs to be shaved off from dead-centre...The concept of pump-priming is different from 'compensation' in that the latter connotes no implications with respect to setting the system going on its own momentum. The latter concept, strictly conceived, implies merely that public expenditures may be used to compensate for the decline in private investment. It may be said to be successful even though it succeeds in achieving a rise in the national income no greater than the volume of expenditures made. Hansen, Fiscal policy and Business cycles, ch 12.

সরকারী আয় ও করনীতি Public Revenue and Taxation

রাষ্ট্রীয় আয়ের উৎসসমূহ (Sources of Public Revenue):

আধুনিক যুগের রাষ্ট্রসমূহের ব্যয় বাড়িয়া যাওয়ায় তাহারা নিত্য ন্তন আয়ের উৎস খুঁজিয়া বাহির করিতেছে। সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে রাষ্ট্রীয় আয়ের চারিপ্রকার উৎস আছে: (ক) কর, (খ) দান ও সাহায্য, (গ) শাসনতান্ত্রিক আদায়সমূহ, এবং (ঘ) বাণিজ্যিক আদায়সমূহ।

কোন প্রত্যক্ষ উপকারিত। আশা না করিয়া বাধ্যতামূলকভাবে ব্যক্তি রাষ্ট্রকে যে অর্থ দিয়া থাকেন, তাহাকে কর বলে। আইনের ঘারা বাধ্যতামূলকভাবে এই কর আদায় করা হয এবং এই করের বিনিময়ে সরাসরি প্রত্যক্ষভাবে, সমপরিমাণ কোন স্থবিধা ব্যক্তি লাভ করে না।

অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্র অন্তান্ত হত্তে সাহায্য পায় যেমন, কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে প্রাদেশিক সরকারসমূহ আর্থিক সাহায্য পায়। কোন দাতা নির্দিষ্ট কোন কার্যে ব্যয়ের উদ্দেশ্যে সরকারকে দান হিসাবে কিছু অর্থ দিয়া যাইতে পারেন, এরূপ ভাবেও রাষ্ট্রের আয় হইতে পারে। এইরূপ সাহায্য বা দান উভয়ই দাতার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।

শাসনতান্ত্রিক আদায়সমূহ বলিলে বোঝা যায় ফী, লাইসেন্স প্রভৃতি পাইবার জন্ম প্রদেয় অর্থ, জরিমানা, বাজেয়াপ্ত জমা, এবং বিশেষ আদায় সমূহ। সাধারণত এই সকল শাসনতান্ত্রিক আদায়গুলি ব্যক্তির ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল এবং ইহার বিনিময়ে কোন কোন উপকার পাওয়া যায়। অবশু উপকারের পরিমাণের সহিত প্রদেয় অর্থের পরিমাণের কোন সম্পর্ক থাকে না।

বাণিজ্যিক আদায়সমূহ বলিলে রাষ্ট্র যে সকল দ্রব্য বা কার্য বিক্রেয় করে ভাহাদের জক্ত দানসমূহকে বোঝা যায়। নির্দিষ্ট দ্রব্য বা নির্দিষ্ট কার্যের বিনিময়ে রাষ্ট্র ব্যক্তিদের নিকট হইতে যে দাম পায় ভাহাই বাণিজ্যিক আদায়।
স্বব্য উংপাদনকারী ব্যবসায়ী ফার্মের ক্ষেত্রে যেরূপ গড় বা প্রান্তিক ব্যয়
স্ক্রেযায়ী দাম নিরূপিত হয়, সরকারী দ্রব্যাদির দাম সেইরূপ হিসাবে নির্ধারিত

না-ও হইতে পারে, রাজনৈতিক বা সামাজিক প্রয়োজনের কথা মনে রাথিয়া দাম স্থির থাকিতে পারে। অথবা, উহাদের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের একচেটিয়া অধিকার থাকায় একচেটিয়াস্থলভ মুনাফা দামের সহিত যুক্ত থাকিতে পারে।

মনে রাখা দরকার যে, এখন পর্যন্ত পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই কর হইতে আদায়ের পরিমাণ অন্যান্ত উৎস হইতে আদায়ের তুলনায় বেশি। কিন্তু ক্রমশ: শাসনতান্ত্রিক ও বাণিজ্যিক আদায়সমূহ হইতে রাজস্বের পরিমাণ বাড়াইবার দিকে ঝোঁক দেখা যাইতেছে। অবশ্য এইরূপে রাজস্বের সকল উৎসকে শ্রেণীবিভক্ত করা যায় কিনা তাহাতেও সন্দেহ আছে। যদি রাষ্ট্রীয় দ্রব্যের বা কার্যের দাম উহার উৎপাদন-বায় অপেক্ষা অধিক হারে ধার্য করা হয়, তাহা হইলে কার্যন্ত উহা করেব পর্যায়ভুক্ত হইল। আবার অনেক রাষ্ট্রীয় কার্যের জন্ম বায় করা হয় কিছুটা দাম এবং কিছুটা কর হইতে, য়েমন সরকারী কলেজের ছাত্রগণ মাহিনাও দেন এবং আদায়কৃত কর হইতেও তাহাদের জন্ম বায় করা হয়।

কর-কামুন (Canons of Taxation)

কর-কর্তৃপক্ষ যে সকল কাত্মন মানিয়া চলিয়া কর আরোপ করিবে ও আদায় করিবে, ভাহাদের কর-কাত্মন বলা হয়। অ্যাডাম্ স্মিথ চারিটি কর-কাত্মনের কথা বলিয়াছেন।

প্রথমত, কর প্রদান-ক্ষমতা বা সমতার কামন। প্রত্যেক দেশের প্রজাগণ সরকারী ব্যয় নির্বাহের জন্ম তাহাদের প্রত্যেকের কর-প্রদান-ক্ষমতা অমুযায়ী কর দিবে ইহাই প্রথম কামুন। আড়েম্ শ্মিথের মতে, সমতার কামুন প্রদান ক্ষমতা অমুযায়ী কর দিলেই সকল নাগরিকের ক্ষেত্রে ত্যাগ-স্বীকারের সমতা সাধিত হইবে। এইরূপ ঘটিলে ব্যক্তিগত ভাবে সকল করদাতার আসল ভার (Reai burden) এবং সমাজের সামগ্রিক কর-ভার সর্বাপেক্ষা কম থাকিবে।

দিতীয়ত, নিশ্চয়তার কাছন। প্রত্যেক ব্যক্তিকে বাধ্যতামূলকভাবে যে কর দিতে হইবে তাহার প্রদানকাল, পরিমাণ প্রভৃতি নিশ্চিত থাকা দরকার।
অ্যাডাম্ স্মিথের মতে সমতার কাছন হইতেও।নশ্চয়তার নিশ্চরতার কাছন অধিক গুরুত্বপূর্ণ। করের পরিমাণ ও প্রদানকাল সম্পূর্ণ নিশ্চিত না থাকিলে করদাতাকে বিশেষ অস্থ্বিধায় পড়িতে হয়,

ঘূষ এবং অব্যবস্থা বৃদ্ধি পায়, সরকারী বাজেট-গঠনও বিশেষ অস্থবিধাগ্রস্ত হইয়া পড়ে।

তৃতীয়ত, স্থবিধার কামুন। প্রত্যেক কর এরপভাবে ও এরপ সময়ে আরোপিত হওয়া উচিত যাহাতে করদাতাদের বিশেষ স্থবিধা হওয়ার সম্ভাবনা গ এই কামুনের অর্থ হইল করদাতাদের অস্থবিধা যেন সর্বাপেকা কম হয়; য়থন ও যেভাবে কর দেওয়া তাহার পক্ষে সর্বাধিক স্থবিধাজনক, যেন ঠিক সেই সময়ে ও সেই ভাবেই কর আদায় করা হয়। যেমন চাষীর নিকট হইতে কর আদায় ফসল উঠিবার পরে করা উচিত, ভাহার পূর্বে নহে।

চতুর্থত, ব্যয়-সংকোচের কায়ুন। প্রত্যেক কর এরপ হইবে যেন ইহা হইতে রাষ্ট্রের যে আয় হয় তাহার তুলনায় এই কর আদায়ের ব্যয় খুব কম পড়ে। যদি কর হইতে যে রাজস্ব আদায় হয় তাহা সম্পূর্ণ কম বায়ে রাজস্বসংগ্রহের কামুন

করিলে বলা চলে যে, ইহা লক্ষ্য রাথা দরকার যেন উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার উপর কর-আ্রোপের ফলাফল সামগ্রিক ভাবে ক্ষতিকারক না হয়।

করকান্থনসমূহ আলোচনা করিলে দেখা যায়, প্রথম কান্থন হইতে অস্তান্ত তিনটি কান্থন পৃথক, কারণ প্রথমটি করনীতি সংক্রান্ত এবং অপর তিনটি কর-আদায় পদ্ধতি সংক্রান্ত।

প্রথম কাম্বন অর্থাৎ করপ্রদান ক্ষমতা বা সমতার কাম্বন সম্বন্ধে বলা চলে,
ইহা যথেষ্ট অস্পষ্ট ধরনের; কিছুটা নৈতিক এবং কিছুটা অর্থ নৈতিক বিবেচনার
উপর ইহা প্রতিষ্ঠিত। এই কাম্থনটির অস্পষ্টতার আরও
কাম্বনসমূহের সমালোচনা
কারণ হইল করপ্রদান-ক্ষমতা পরিমাপের কোন বান্তব
মানদণ্ডের উল্লেখ ইহাতে নাই। আরও অস্থবিধা হইল, সমামূপাতিক হার বা
ক্রমবর্ধমান হার, কোন নীতি গ্রহণ করা উচিত এবং কি পদ্ধতি অম্থায়ী
সকলের ত্যাগে খীকার সমান করিতে পারা যায়, তাহার স্থস্পষ্ট বিচার
ইহা হইতে পাওয়া যায় না। অন্তান্ত কাম্থনগুলিও অত্যন্ত সাধারণ ধরনের;
উহারা শাসনতান্ত্রিক সমস্তা মাত্র, অর্থ নৈতিক আলোচনার দিক হইতে
শুক্তবহীন।

1707

পরবর্তী কালের ধনবিজ্ঞানিগণ উপরোক্ত কান্থনসমূহের সহিত আরও হইটি
ন্তন কান্থন যোগ করিয়াছেন, তাহারা হইল (ক) উৎপাদনশীলতা, ও (থ)
হিতিস্থাপকতা। করসমূহ উৎপাদনশীল হইবে, অধাৎ দেশের অর্থনৈতিক
অগ্রগতির সঙ্গে সরে কর হইতে অধিকতর রাজস্ব আদার
উৎপাদনশীলতাও
হিতিস্থাপকতার কান্থন
অধিকতর রাজস্ব আদায় হইতে থাকিবে (যেমন দ্রব্যাদির উপর কর বসাইলে
জনসংখ্যা ও জাতীয় আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উহা হইতে
অধিকতর রাজস্ব আদায় হইতে থাকে)—ইহাই উৎপাদনশীলতার কান্থন।
হিতিস্থাপকতার কান্থন হইল, রাষ্ট্রের বা দেশের প্রয়োজনে সেই কর
হইতে অধিক আয় করা চলে বা আয় কমাইয়া দেওয়া চলে। কর-কাঠামোর
এই নমনীয়তা আধুনিক কালে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হয়, কারণ
বাপ্রিল্যচক্রকালীন বা উয়য়নশীল অর্থনীতিতে এইরূপ নমনীয়তা বিশেষ প্রয়োজন।
করসংক্রোক্ত নী ভিস্মৃত (Principles of Taxation) ?

যে নীতিসমূহ মানিয়া লইয়া রাষ্ট্র জনসাধারণের নিকট হইতে কর আদায় করে, অর্থাৎ কর-কাঠামো গঠন করার পিছনে যে নীতিসমূহ প্রচলিত থাকে, তাহাদের করসংক্রাস্ত নীতি বলা হয়। প্রধান নীতিগুলি নিম্নে আলোচিত হইল।

ৰ্ক) উপকারিতা তয় (The Benefit theory) ঃ

এই নীতি অন্থায়ী, রাষ্ট্রের আঁওতায় ব্যক্তি যতথানি প্রবিধা লাভ করে তাহার করের পরিমাণ দেই অন্থায়ী নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন। রাষ্ট্রের নিকট হইতে ব্যক্তি যত বেশি স্ক্রিধা লাভ করিবে তত বেশি কর তাহাকে দিতে হইবে।

কর আরোপ করার নীতি হিসাবে ইহা মোটেই গ্রহণ যোগ্য নহে। রাষ্ট্র কর্তৃক যে সাধারণ স্থবিধাগুলি সকলকে দেওয়া হয়, তাহারই জন্ত কর দেওয়া হয়, কোন বিশেষ স্থবিধার জন্ত নহে। তাহা ছাড়া, সৈন্ত, পুলিস বা বিচার-বিভাগ হইতে আমাদের প্রত্যেকের পৃথক স্থবিধা পরিমাপের উপায় কি ? আরও বলা চলে, যদি গরীব ব্যক্তি ধনীর তুলনায় রাষ্ট্র হইতে বেশি স্থবিধা পায় তাহা হইলে তাহাকে অধিক কর দিতে হইবে, ইহা কখনই সমর্থনযোগ্য নহে। তবে সামগ্রিক বিচারে এই তন্ত্ব গ্রহণীয়, অর্থাৎ সামগ্রিক ভাবে বা সকল নাগরিককে একত্রে বিচার করিলে, রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদন্ত মোট স্থবিধা অম্বায়ী সামগ্রিক ভাবে সকলে মিলিয়া মোট করভার বহন করা কর্তব্য।

(খ) কার্বের ব্যন্ন তম্ব (The cost of service Theory) ঃ

এই তত্ত্ব অমুযায়ী কোন ব্যক্তির জন্ম বিভিন্ন প্রকার কার্যাদি সম্পন্ন করিতে রাষ্ট্রের যে-ব্যয় করিতে হয়, ব্যক্তির নিকট সেই পরিমাণ করে আদায় করিয়া লওয়া উচিত।

কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই নীতিব প্রয়োগ অবাস্তব। ডাক বিভাগের দ্রব্যাদিব দাম, রেলের ভাড়া, সরকারী বাসের ভাড়া বা সংকারী কারখানা হইতে উৎপন্ন দ্রব্যের দাম প্রভৃতি ক্ষেত্রে ইহা প্রয়োজ্য সমালোচনা হইতে পারে বটে; কিন্তু সাধারণভাবে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্ম রাষ্ট্রের কি-পরিমাণ ব্যয় হয় তাহার অংশ নিরূপণ বরা সম্ভব নহে। এই ভত্ত্ব অন্নথায়ী বৃদ্ধ বয়সে পেনশন ভোগিগণ প্রতি মাসের পেনশন তো ফেরত দিবেনই, উপবন্থ, সরকারী পেনশন দপ্তরের আংশিক ব্যয়ভারও তাঁহাবা বহন কবিবেন।

(গ) প্রদানক্ষমতা তম্ব (Ability to Pay Theory) ঃ

এই তত্ত্ব অনুষায়ী ব্যক্তি তাহার কর প্রদানক্ষমতা অনুযায়ী রাষ্ট্রকে কর দিবেন। রাষ্ট্র সকলের স্বার্থরক্ষার জন্ত স্থাপিত সার্বজনীন প্রতিষ্ঠান, স্কতরাং শকলেই নিজের সাধ্যমত ইহাকে কর দিবেন—ইহাই প্রদানক্ষমতার তত্ত্ব। অ্যাডাম্ স্মিথও তাহার করকামুন-সমূহের মধ্যে ইহাকে প্রথম স্থান দিয়াছেন। নৈতিক বা অর্থ নৈতিক বিচারে ইহা সর্বোত্তম, ভারসঙ্গতও বটে, স্কতরাং আধুনিক কালে এই তত্ত্বই গৃহীত হইয়াছে।

কিন্তু এই তন্ত্বাস্থ্যায়ী বাস্তবে প্রয়োগগত নীতি নির্ধারণ করিবার সময়ে
বিশেষ অস্ক্রবিধার পড়িতে হয়; কারণ করপ্রদান ক্ষমতা
প্রিমাপের কোন সঠিক ও উপযুক্ত মানদণ্ড পাওয়া
ষায় না।

পূর্বে ব্যক্তির সম্পত্তির পরিমাণকেই কর প্রদানক্ষমতার মানদণ্ড হিসাবে ধরা হইত। অধিক সম্পত্তি থাকিলে কর অধিক; সম্পত্তি কম থাকিলে কর কম। কিন্তু দুেখা গেল যে, কর প্রদানক্ষমতা পরিমাণের প্রদানক্ষমতা আদর্শ মান হিসাবে সম্পত্তিকে গ্রহণ করা চলে না। সম্পত্তি: সমালোচনা অনেক ব্যক্তির প্রচুর আয় অথচ সম্পত্তি কম, তাঁহারা করের আঁওভায় পড়েন না; কর প্রদানক্ষমতা অধিকহওয়া সম্ভেও তাঁহারা কর হইতে অব্যাহতি লাভ করেন।

এই আট দ্ব করিবার জন্ম অনেকের মতে ব্যয়কে প্রদানক্ষমতার মানদণ্ড হিসাবে গণ্য করা উচিত। এই মতামুসারে, যাঁহারা অধিক ব্যয় করেন, তাঁহাদের কর-প্রদানের ক্ষমতা বেশি, এইরপ ধরিয়া ব্যক্তিগত ব্যর: স্বালোচনা
বেশি থাকিলে বা অন্তথ-বিস্তথের জন্ম ব্যয় বেশি হইলে উহা হইতে প্রমাণিত হয় না যে. ভাহার কর-প্রদানক্ষমতা অধিক।*

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া আধুনিক কালে আয়কেই কর-প্রদানক্ষমতা পরিমাপের সঠিক মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে। সাধারণত,
উচ্চ আয়-বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপর অধিক হারে কর এবং
বান্তির আর

নিম্ন আয়-বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপর অলহারে কর আরোপ
করা হয়। বলা হয় যে, এইরূপেই সকল ব্যক্তির মধ্যে ভ্যাগ-স্বীকারে সমভা
আনা যাইতে পারে।

কিন্তু আয়কেও সম্পূর্ণরূপে সঠিক ও নিখুঁত মানদণ্ড বলা চলে না। ব্যক্তির আথিক আয় তাহার কর-প্রদানক্ষমতার সঠিক পরিচায়ক নহে, কারণ, বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট অর্থের প্রান্তিক উপযোগিতা পৃথক, ফলে তুই ব্যক্তির আর্থিক আয় সমান হইলেও উভয়ের কর-প্রদানক্ষমতা স্থাক হইলেও পারে। তাহা ছাড়া, উভয়ের আর্থিক আয় সমান হইলেও উভয়ের প্রয়োজনীয় বায়-পরিমাণে পার্থক্য থাকিতে পারে। উপরস্ক, উভয়ের ত্যাগস্বীকারে যথেষ্ঠ তারতম্য থাকা সম্ভব। সমান পরিমাণ আয় করিতে কাহারও অধিক পরিশ্রম করিতে হইতে পারে।

স্তরাং ব্যক্তির কর-প্রদানক্ষমতা সঠিক নিরূপণ করিতে হইলে আয়েঞ্চ সহিত আরও কয়েকটি বিষয় একত্রে বিচার ও বিবেচনা করা প্রয়োজন ।

^{*} এতদ্দব্যেও আধুনিক ধনবিজ্ঞানী অধ্যাপক ক্যাল্ডরের মতে ব্যক্তিগত ব্যরকর স্থাপন করা বৈজ্ঞানিক নীতিসন্মত ও বৃদ্ধিন্দত। তাঁহার মতে (ক) অনেক ক্ষেত্রে দেখা যার বে, আর গোপন করিলা কর বাঁকি দেওরার চেষ্টা করা হইতেছে। (২) তাহা ছাড়া, আয়ের উপর অধিক কর ছাপন করিলে কর্মোছম ও সঞ্চরের স্পৃহা কমিয়া যার। বারের উপর কর কর্মোছম ও সঞ্চরের স্পৃহাকে ব্যাহত করে না। (গ) তাহা ছাড়া বর্তনানের আয়-বৈষম্য ক্মাইতে হইলে বা সম্পদের পুনবর্তন করিতে হইলে ব্যর-কর অধিকতর উপযোগী। (ঘ, ধনিব্যক্তিগণ পুরানো মঞ্চুত সম্পদ, সম্পত্তি ও মূল্যবান অলহারাদি হইতে যথেষ্ট আয় অথবা হ্ব-হ্বিধা ভোগ করেন, তাহাদের কর-প্রদানক্ষতা অধিক, অথচ ইহারা আয়করের আঁওতায় আদেন না। ব্যর-কর স্থাপিত নাচ হইলে তাহাদের নিকট হইতে উপযুক্ত পরিমাণে কর আগের করা বার না।

ভাব জোশিয়া স্ট্যাম্পের মতে আর্থিক আয়ের পরিমাণের সহিত আরও পাঁচটি বিষয় বিবেচনা করিয়া ব্যক্তির কর-প্রদানক্ষমতা নির্ধারণ করা দরকার। প্রথমত, কাল-বিচার (Time Test)। দেখা দরকার যে, কোন্ সময়ে ব্যক্তির আয় হইল। সাধারণত, পূর্ববর্তী বংসরে আয়ের উপর বর্তমান কর লওয়া হয়। কিন্তু পূর্ববর্তী বংসরে লাভ হইলেও হয়তে।বর্তমান বংসরে প্রভূত লোকসান হইতেছে, স্কৃতরাং কর দেওয়া কইসাধ্য হইয়া পড়িতেছে। তাই যথন আয় হইল তথনই কর আরোপ করিয়া উহা আদার করিয়া লওয়া

দরকার। ইহাকেই 'আয়-করো-আর দিতে-পাছেণ' ব্যবস্থা আর অনুবারী সঠিক কর-প্রদানক্ষমতা
নির্বারণের পাচটি বিচার ইহাও দেখা দরকার ব্যক্তির ওই আয় নিয়মিত বা ১। কালবিচার আনিয়মিত কি না। উপরস্ক ওই আয় পাইবার জন্ম ব্যক্তির বা নাট-আয়বিচার

৩। আব-উৎদ বিচার সারাবৎসর পরিশ্রম করিয়াছে, অথবা আংশিক পরিশ্রম ৪। পারিবারিক করিয়া অবশিষ্ঠ কাল আলন্তে কটিটিয়াছে, ভাহাও লক্ষ্য

পারিবারিক
অবস্থা বিচার
 উদ্বন্ত-বিচার

রাখা দরকার। দিতীয়ত, নীট-আয় বিচার (Pure-Income test)। দেখা দরকার যে, দেই আয় পাইবার

জন্ম কিরপ আহ্বন্ধিক ব্যয় বা যন্ত্রণাতির ক্ষয়ক্ষতি হইয়াছে। তৃতীয়ত, আয়ের উৎস বিচার (Income Source Test)। লক্ষ্য রাখিতে হইতে হইবে বে, সম্পত্তি বা পরিশ্রম কোন্টির মাধ্যমে আয় হইতেছে; সম্পত্তি হইতে আয় হইলে অধিক হারে এবং পরিশ্রম দারা আয় হইলে কম হারে কর বসানো সঙ্গত। চতুর্বত, পারিবারিক অবত্থা বিচার (Domestic circumstances Test)। পরিবারে পোয়্যসংখ্যা অধিক হইলে কম হারে, এবং সংখ্যা কম হইলে অধিক হারে, কর আরোপ করা যুক্তিযুক্ত। পঞ্চমত, উর্ভ-বিচার (Surplus-Test)। দেখিতে হইবে যে, আয়ের মধ্যে উর্ভের অংশ কতথানি; ব্যয় করিয়া কিরপ উর্ভ থাকে। শুধু তাহাই নহে; নিয়তম যোগান-দামের (Minimum Supply Price) তলনায় ব্যক্তির আয় কত অধিক।

(ঘ) অর্থনৈতিক নীতির হাতিয়ার (Instrument of economic policy):

উপকারিতা, কার্যের ব্যয়, প্রদানক্ষমতা বা ত্যাগ স্বীকার প্রভৃতি বিচার

না কবিয়া অনেকক্ষেত্রে ছোটখাট বহু নীতি অমুষায়ী কর ধার্য করা হয়।
বাষ্ট্রের প্রধান অর্থ নৈতিক নীতিকে সাহাষ্য করার উদ্দেশ্রে
অবছার প্রয়োজন
অমুষায়ী কর-নীতি
নির্ধারণ
সংক্রেণের উদ্দেশ্রে, রপ্তানী বৃদ্ধির জন্ত, কোন দ্রব্যের ব্যবহার কমাইবার জন্ত (যেমন নেশার দ্রব্যাদি), যুদ্ধের
সময়ে সমরোপকরণ পাইবার জন্ত, জনসাধারণের ভোগ কমাইবার উদ্দেশ্রে,
প্রভৃতি নানারপ কারণে কর আবোপ করা যাইতে পারে।

আধুনিক কালে শিরোয়ত দেশসমূহে পূর্ণকর্মসংস্থান স্তরে পৌছানো, অথবা
আয়-বৈষম্য কমানো, ইহাই করস্থাপনের পিছনে প্রধান নীতি। ব্যক্তির
নিকট হইতে এরপভাবে কর আদায় করিতে হইবে
শিরোয়ত দেশসমূহের
পূর্ণকর্মসংস্থান বা
আর-বৈষম্য কমানো
 এবং ভোগবায় বৃদ্ধি পায়। বাণিজ্য-চক্রের সংকটকালে
 কর-হার কমাইয়া অধিক অর্থ ব্যক্তিদের হাতে ভোগ বা
বিনিয়োগ-বায়ের ভক্ত রাথিয়া দেওয়া হয়, সমৃদ্ধির কালে কর-হার বাড়াইয়া
ব্যক্তিদের হাতে ভোগ ও বিনিয়োগের ভক্ত অর্থ কম রাথা হয়। ভোগবায়
বাড়াইবার ভক্ত ভোগ-প্রবণতা বাড়াইবার উদ্দক্তে বিক্রয়-কর কমানো
চলে, অথবা ধনীদের দারা ব্যবহৃত দ্রব্যাদির উপর বিক্রয় কর কমাইয়া দেওয়াও
সম্ভব।

শিল্পে অনুনত দেশসমূহে অথনৈতিক পরিবল্পনা অনুযায়ী অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্রে করন্থাপনই হইল প্রধান নীতি। কিরপভাবে করন্থাপন করিলে ক্রুত শিল্পসম্প্রসারণ ঘটিবে বা অর্থনৈতিক ক্রুমোরতি অনুনত দেশসমূহে অর্থনৈতিক প্রসার (economic growth) প্রাহিত হইতে পারে ভাহা বিচার করিয়া কর নিরপণ করা হয়। অযথা বিলাস-দ্রেরের বা ভোগাদ্রবার ত্রয় কমাইয়া সঞ্চয় স্পৃহা ও কর্মোছম বাভানো, দেশে মূলংন-গঠন ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি, ব্যক্তিগত মন্ত্ত (heards) সরাইয়া আনিয়া সরকারী ক্রেত্রে অধিকতর বিনিয়োগ— এই স্কলই অনুনত দেশসমূহের করসংক্রান্ত প্রধান নীতিসমূহ।

করভার বঞ্টন সংক্রান্ত অনুপাতিক হারের এবং ক্রুমবর্ধ নদীল হারের নীতি (Principles of Proportion and Progression)

সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে করভারের বউনসংক্রান্ত নীতি মালোচন। করিলে তিনপ্রকার নীতি দেখিতে পাওয়া যায়ঃ আফুণাতিক, ক্রমবর্ধনণীদ ও ক্রমন্ত্রাসমান।

আর যাহাই হউক না কেন, সকল আর হইতে একটি নির্দিষ্ট হারে কর
আদার করিবার নীতি অন্তুসরণ করিলে তাহাকে (Proআর্মুণাতিক, ক্রমবর্থমান
ও ক্রমহাসমান
ফানতির বিশ্ব হারে কর আদার করিবার নীতি অন্তুসরণ
করিলে তাহাকে ক্রমবর্ধমান কর (Progressive Tax) বলা হইরা পাকে।
অধিক আরম্ভরের ব্যক্তিনের নিক্ট হইতে ক্রমণ কম হারে কর আদার
করিবার নীতি অন্তুস্ত হইলে উহাকে বলা হয় ক্রমহ্রাসমান কর (Regressive
Tax)। ইহা ক্রমবর্ধমান নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত। সাধারণভাবে আন্থণাতিক
ও ক্রমবর্ধমান-হারের নীতি তুইটিই প্রধান ও আলোচ্য।

আমুপাতিক নীতি অমুধায়ী করম্বাপনের পদ্ধতি খুবই দরল এবং ইহার প্রধান উদ্দেশ্য হইল আয়ুরণ্টনের বর্তমান ধরনে কোনরূপ পরিবর্তন না আনা। সকল ব্যক্তিই যদি তাঁহার আয় হইতে নির্দিষ্ট একই হারে কর দেন. ভাহা হইলে কর আদায়ের পরেও বণ্ট:নর কাঠামোতে কোনরূপ পরিবর্তন আদে না। অ্যাডাম শ্বিথের কর-সংক্রান্ত প্রথম কানুনে আমুপাতিক নীতির তাই এইরপ করস্থাপনের কথা বলা হইয়াছে। গুণ ও দেখি নীতির গুণ হইল ইহার সারল্য। কিন্তু নিছক প্রয়োগগত সরলতাই কর-নীতি নিরূপণের গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক হইতে পারে না। ছাড়া ইহা সম-ত্যাগ নীতির বিরোধী। কারণ, উক্ত আনবিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট টাকার প্রান্তিক উপযোগিতা কম এবং নিম্ন আয়-শীল ব্যক্তির কেতে টাকার প্রান্তিক উপযোগিত। অধিক। বেমন, 100 টাকা আয়কারী ব্যক্তির নিকট 5 টাকা এবং 1000 টাকা আয়কারী ব্যক্তির নিকট 50 টাকা কর লইলে তুলনামূলকভাবে প্রথম ব্যক্তিকে অধিক ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়। ক্রমবর্ধ নশীল কর (Progressive Taxation):

অ্যাডাম স্মিথের করকাত্মন সংক্রান্ত আবোচনা হ**ইতে আমরা দেখিরাছি** ধ্যে, প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার ক্ষমতা অত্যায়ী রাষ্ট্রের ব্যয় নির্বাহের জন্ত কর দিতে প্রস্তুত থাকিবে। ক্ষমতা অমুখায়ী কর দেওয়ার কথাতে স্মিথ প্রধানত সমামুণাতিক করের কথা ব্রিয়াছিলেন। কিন্তু আধুনিক কালে ক্ষমতার নীতি অমুখায়ী কর আরোপ কথা বলিতে প্রধানত ক্রমবর্ধনশীল করের কথাই বোঝায়। বর্তমান কালের সকল রাষ্ট্রেই ক্রমবর্ধনশীল হারে করের নীতি মানিযা লইয়াছেন। এই নীতির পক্ষে তত্ত্বগত দিক হইর্তে শুক্তকর যুক্তি তত্তা নাই, কিন্তু সকল দেশের জনমতের স্বপক্ষে যুক্তি কি কি সমর্থনের উপর ইহা স্প্রপ্রতিষ্ঠিত। আয়-বৈষম্য দ্র করা উচিত এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভাব দেশের অধিকাংশ জনসাধারণের মধ্যে দেখা যায়, আর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ অধিকাংশ অধিবাসীদের ইছা অমুযায়ী পরিচালিত হয় বলিয়া এই ক্রমবর্ধনশীল করনীতি গ্রহণ করিয়াছেন। তব্প বছদিন যাবং বিভিন্ন পণ্ডিত ব্যক্তিরা ইহার স্বপক্ষে যে-সকল তত্ত্ব গডিয়া তুলিয়াছেন, আমরা সংক্ষেপে উহাদের মধ্যে কয়েকটিকে আলোচনা করিতে পারি।

ক্রমবর্ধনশীল কবের স্বপক্ষে সর্বাপেক্ষা গুক্তবপূর্ণ যুক্তির ভিত্তি হইল ব্যক্তিগত আয়ের ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান উপযোগিতার নিয়ম। দ্রব্যসামগ্রীর মত টাকার ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, ব্যক্তির হাতে ইহার পরিমাণ যত বাড়িতে থাকে, টাকার প্রাস্তিক উপযোগিতা তত কমে। তাই কোন এক ব্যক্তির গাবের ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপরোগিতা আয় হইতে শেষ টাকাটি লইয়া আদিলে যে ভ্পি-হ্রাস হয়, উহাপেক্ষা কোন ব্যক্তির 1000 টাকা আয় হইতে শেষ টাকাটি সরাইয়া লইলে ভ্পি-হ্রাসের পরিমাণ কম। শুধু তাহাই নহে। 1000 টাকা আয় হইতে 10 টাকা লইলেও ত্যাগ স্বীকার সমান হয় না। 100 টাকার আয়ে 1 টাকার যেয়প গুরুত্ব, 1000 টাকার আয়ে 1 টাকার যেয়প গুরুত্ব, 1000 টাকার আয়ে 10 টাকার গুরুত্ব উহাপেক্ষা কম। স্বতরাং এই আয় হইতে 10 টাকার বেশি, যেমন, 50 টাকা ভ্লিয়া লইলে তবেই ত্যাগ-স্বীকারে সমতা দেখা দিতে পারে।

বিতীয়ত, অধ্যাপক হব্সন একটু ভিন্নভাবে ক্রমবর্ধনশীল করনী তিকে সনর্থন করিয়াছেন। তাঁহার মতে, প্রত্যেক ব্যক্তির আয়ের মধ্যে উষ্ত হুইটি অংশ দেখা যায়; ব্যয় এবং উষ্ত্ত। আয়ের মধ্যে ব্যয়ের অংশের উপর কর আরোপ করা ঠিক নয়, কারণ উহাতে আয়ই নয় হুইয়া যাইতে পারে। তাই সকল প্রকার করের উদ্দেশ্যই হুইল আয়ের ঐ উদ্ত অংশটুকু হইতে কিছুটা পরিমাণ সরাইয়া আনা। হব্সনের মতে, আয় যত কম উহাতে ব্যয়ের অংশ বেশি; আবার আয় যত বেশি ততই তুলনা-মূলকভাবে উহাতে উদ্তের অংশ অধিক। স্থতরাং ক্রমশ বেশি হারে কর আবরাপ করিলে কোন ক্ষতি নাই, কারণ উধ্ব-আয় স্তরে আয়ের মধ্যে অধিকতর উদ্তের অংশ হইতে সেই কর আদায় হইবে।

তৃতীয়ত, অধ্যাপক মার্শাল ইহাকে সমর্থন করিয়াছেন বণ্টনের দিক
হইতে। তাঁহার মতে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় সম্পদের
সামাজিক ভারবিচার
বিপুল বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়। ধনীদের হাত
হইতে সম্পদ সরাইয়া লইয়া দরিদ্রদের হাতে দিলে সামাজিক ভায় বিচার
রক্ষিত হয়, রাষ্ট্রের হাতে এই ভায়বিচার সাধনের অন্ততম প্রধান অন্ত হইল
ক্রমবর্ধনশীল কর।

সর্বোপরি, অধ্যাপক পিশু এই করনীতিকে সমর্থন করিয়াছেন ছইটি তত্ত্বর সাহায্যে: সর্বনিম সামগ্রিক ত্যাগের তত্ত্ব (Least aggregate sacrifice theory) এবং সম-ত্যাগের তত্ত্ব (Equal sacrific theory)। প্রথম তত্ত্ব অক্সধায়ী তিনি বলেন যে, বিশেষ একটি স্তরের পরে উচ্চ আয়ের সবটাই রাষ্ট্রের তৃলিয়া লওয়া উচিত। কিন্তু বন্টনের দিক হইতে (from distributional

aspects) ইহা ভাল হইলেও সঞ্চয়, কর্মোগুম বা উৎপাদনের নিমতম এবং দমান তাাগের নীতি

কিন্ত হইতে (from announcemental aspects)

ইহা ক্ষতিকারক। তাই এই ত্রই বিরোধী অবস্থার চাপে,

মধ্যপন্থা হিসাবে, ক্রমবর্ধনশীল করনীতি সমর্থনের যোগ্য। দ্বিতীয় তত্ত্ব, অর্থাৎ সমত্যাগের নীতি অমুষায়ী তিনি বলেন যে, কোন ব্যক্তির নিকট নিজের টাকার প্রান্তিক উপযোগিতা কেবলমাত্র সেই ব্যক্তির হাতে আয়ের মোট পরিমাণ দ্বারা প্রভাবিত হয় না, অন্ত লোকের হাতে আয়ের পরিমাণের উপরও তাহা অনেকটা নির্ভর করে। স্কুতরাং ক্রমবর্ধনশীল করের সাহায্যে মোটামুটি আয়ে সমতা আনার চেষ্টা করা দরকার।

উপরের এই সকল প্রতিটি যুক্তির বিরুদ্ধে সমালোচনা করা সম্ভবপর।
আজকালকার ধনবিজ্ঞানীরা টাকার ক্রমহাসমান প্রান্তিক এই সকল যুক্তির এই তিথাগিতার নীতি মানেন না। আনেকে বলেন যে, আর বাড়িলে ব্যক্তির প্রয়োজনবোধ ও আভাববোধের পরিমাণ বাড়ে, উহা আরও তীত্র হয় ম আন্তঃব্যক্তি উপযোগিতার তুলনা (interpersonal comparisons of utility) এই নীতির মূল কথা; ভাহাও আর মানিয়া লওয়া চলে না। ভাহা ছাড়া, আয় হইতে তৃপ্তি আনেকাংশে নির্ভর করে "প্রতিবেশীর আয়ের উপর" (Jones-factor)। সর্বোপরি, ষদি-বা ইহা মানিয়াই লওয়া গেল, কিন্ত(কি-হারে ব্যক্তির প্রাপ্তিক আয়গত উপযোগিতা (marginal income utility)হ্রাস পায় তাহার কোন বাস্তব (objective) মানদণ্ড নাই। স্ক্তরাং ক্রমবর্ধনশীলতার যে-হার বিভিন্ন রাষ্ট্র স্থির করে উহা নিতান্ত অবৈজ্ঞানিক)

(দিতীয়ত, হব্সনের যুক্তির বিরুদ্ধে বলা চলে যে, আয়ের মধ্যে ব্যয় ও উদ্ভের যে ছইট অংশেব কথা তিনি উল্লেখ করিয়াছেন সেই পার্থক্য নিতাস্ত মনস্তান্থিক (psychological), ব্যক্তির ভাবজগতের বিষয়। সর্বশেষ বিশ্লেষণে এই পার্থক্য করার মালিক সেই ব্যক্তি নিজেই। রাষ্ট্র নিজে এই পার্থক্য ধরিয়া লইতে পারে না, কারণ তাহার হাতে ইহা পরিমাপের কোনরূপ বাস্তব মানদও (objective criteria) নাই। কিসের ভিত্তিতে, তবে ক্রমবর্ধনশীলতার হার স্থির করা সম্ভব ?

তৃতীয়ত, মার্শাল ও পিগুর বক্তব্য সম্পর্কে বলা যায় যে, তাঁহাদের যুক্তি ভায়-অন্তায়বোধ ও নিজস্ম মনগডা নীতিবোধের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জডিত। ধনবিজ্ঞান শাস্ত্র বিশুদ্ধ বিজ্ঞান, 'উচিত-অন্তচিত' বলিয়া এই শাস্ত্র কোন কিছু বিশ্লেষণ করিতে পারে না।

অনেক ধনবিজ্ঞানীর মতে ক্রমবর্ধনশীল নীতির পরিবর্তে আমাদের সমামুপাতিক নীতি গ্রহণ করাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত, কারণ ক্রমবর্ধনশীলতার হার নির্ভর করে, সম্পূর্ণভাবে, কর-আরোপকারীদের থেয়াল-খুলির উপর) Mc Culloch বলিয়া গিয়াছেন, ''The moment you abandon, in the framing of such taxes, the cardinal principle of exacting from all individuals the same proportion of their income or of their property, you are at sea without rudder or compass, and there is no amount of injustice and folly you may not commit.'' (এই নীতির বিরুদ্ধে আরও বলা হয় যে, করের ক্রমবর্ধনশীলতার দক্ষন ব্যক্তির সঞ্চয় ও কর্মোগ্রম ব্যাহত হয়, বিনিয়োগের হার ক্রমে, অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধির ব্লাস পায়)।

এই সকল সমালোচনা এবং বিরোধিতা সত্ত্বেও পুথিবীর বিভিন্ন দেশে

ক্রমবর্ধনশীল করনীতি গৃহীত হইয়াছে। কর-আরোপকারীর থেয়ালখুশি অস্থায়ী এই সকল দেশে ক্রমবর্ধনশীলতার হার স্থির হয়, তাহা নহে। সমাজের অধিকাংশ জনমত দেশের আয়-বৈষম্য সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করে, তাহাদের সেই মূল্যবোধ ও সাম্যবোধের উপর মোটামুটি ভিত্তি করিয়া এই হার

এই বিষয়ে কেইন্স্ কি বলেন স্থির করা হয়। তাহা ছাড়া, ক্রমবর্ধনশালতার দরুন দেশের মূলধন-গঠন ব্যাহত হইয়াছে, বিভিন্ন দেশের ইতিহাসে এইকাপ দুষ্টাস্তও বাস্তবে বিশেষ দেখা যায়

না। সর্বোপরি, কেইন্সীয় তত্ত্ব ক্রমবর্ধনশীলতার স্থপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক সমর্থন যোগাইয়াছে। আধুনিক ধনবিজ্ঞানীরা অবিকাংশই কেইন্সীয় তত্ত্বের অমুগামী। তাঁহাদের মতে দেশে বেকারি ও অপূর্ণ কর্মসংস্থান দূর করিতে হইলে এইরূপ কর দরকার। ধনিকদের ভোগপ্রবণতা কম, দরিজদের ক্ষেত্রেইহা বেশি। আয় বাডিলে ভোগপ্রবণতা ক্রমশ কমিতে থাকে, তাহাদের আয়ের ক্রমশ বেশি অংশ সঞ্চিত হইয়া জাতীয় আয়ে বৃদ্ধি ঘটাইতে দেয় না। কার্যকরী চাহিদা বাডিতে পারে না, কর্মসংস্থান পূর্ণপ্তরে উঠিতে পারে না। ধনীদের উপর অধিক হারে কর বসাইয়া সেই টাকা বিভিন্ন উপায়ে দরিজদের হাতে দিলে তবেই সমাজের মোট ভোগব্যয় বাড়ে এবং দেশ পূর্ণ কর্মসংস্থান স্তরে পৌছাইতে পারে। তাই তিনি এই করের সমর্থক)। কেইন্দের মতে, "Since a policy of full employment requires a high marginal propensity to consume, progressive taxation is apparently necessary for transferring wealth from the rich who have a low marginal propensity to consume."

করনীতিসমূহ সম্পর্কে বিস্তৃতত্তর আলোচনা (A further discussion on the Principles of Taxation) :

প্রত্যেকটি দেশেরই কতকগুলি মর্থ নৈতিক লক্ষ্য (economic goals) আছে, সেই লক্ষ্য সাধনের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রের সকল অর্থ নৈতিক কাজকর্ম ও নীতি গৃহীত হইয়া থাকে। রাষ্ট্র যে-ধরনের কর ও যে-হার নির্বাচন করিবে তাহা এই অর্থ নৈতিক লক্ষ্যসাধনের উপযোগী হওয়া দরকার। সে এমনভাবে করের ভার সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ছড়াইয়া দিবে যাহাতে এই লক্ষ্যসাধনের প্রেচেষ্টা কোনমতেই ব্যাহত না হয়।

রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক লক্ষ্যসাধনের সহিত সামঞ্জন্ম রাথিয়া দেশের করকাঠামো
শড়িয়া তুলিতে হইলে যে-ধরনের মানদণ্ড অমুযায়ী আমরা করগুলির উপযুক্ততা
বিচার করিব তাহাদের করনীতি (principles of taxation) বলে।

ক্রুলিন পূর্ব হইতে এই
আলোচনার শুক

অসিতিছে। মার্কেণ্টাইলিন্ট ও ফিজিয়োক্রাটগণ তাঁহাদের
করনীতি প্রচার করিয়াছিলেন; আ্যাডাম স্মিথ তাঁহার
বিখ্যাত করকামূন (canons of taxation) ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন।
ক্রাসিকাল বুগের McCulloch, Say, John Stuart Mill সকলেই এই
বিষয়ে বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। পরবর্তীকালে Edgeworth, Dalton,
Pigou-ও এই বিষয়ে কম আলোচনা করেন নাই। করনীতি সম্পর্কে
আলোচনার প্রসার প্রানত নির্ভর করে অর্থনৈতিক কল্যাণ সম্পর্কীয় তবের
বা কল্যাণমূলক ধনবিজ্ঞান শাস্ত্রের উন্নতির উপর; এই শাস্ত্রের বর্তমান রূপের
ভিত্তিতে অধ্যাপক Musgrave ইহার আলোচনা করিয়াছেন।

আমর। পূর্বে বলিরাছি যে, দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সর্ম্প্রথ যে-ধরনের লক্ষ্য থাকে, তাহার উপযোগী ও অম্বর্জপ করনীতি সেই দেশে গৃহীত হয়। আধুনিককালে, মোটামুটি সকল দেশের সমাজে সর্বাধিক অর্থনৈতিক কল্যাণের উপযোগী তিনটি অর্থনৈতিক লক্ষ্য দেখিতে পাওয়া যায়: (১) সকল ব্যক্তির কল্যাণের সর্বাধিক স্থানীনতা দেওমা; * (২) দেশের উপকরণ, উংপাদনকৌশন, এবং ক্রেতা ও উপকরণ-মালিকদের পছন্দের সঙ্গে সামঞ্জ্য রাধিয়া জীবন্যাত্রার মান সর্বোত্তম করা; † (৩) তৎকালীন সামাজিক তিনটি লক্ষ্য জন্মুখারী আয়বোধের সহিত সামঞ্জ্য রাধিয়া আয়-বন্টন ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা। ‡ এই সকল অর্থনৈতিক লক্ষ্য অনুষায়ী দেশের কর্মাঠামোর তিনটি বৈশিষ্ট্য বা প্রধান নীতি আজকাল গৃহীত হইতেছে। ইহারা হইল:

(১) অর্থনৈতিক নিবপেক্ষতা (Economic neutrality): দেশের করকাঠামো এমনভাবে গঠিত হইবে যাহাতে উহা সকল উপকর্ণের সর্বোত্তম

^{*} Maximum freedom of choice consistent with the welfare of others.

[†] Optimum standards of living, in terms of available resources and techniques and in the light of consumer and factor-owner preference.

[‡] A distribution of income in conformity with the standards of equity currently accepted by society,

নিয়োগ-বিন্তাস ও ব্যবহারে কোনরূপ বাধা স্পষ্ট করিবে না; এবং সম্ভব হলৈও এই সর্বোত্তম অবস্থায় পৌছিতে সাহায্য করিবে। তিনটি নীতি (২) ন্তায় (Equity): সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তি বে আয়বন্টনকে সর্বোত্তম বলিয়া মনে করে, করভারের বন্টন যেন তাহার অক্সর্বপ হয়। (৩) করশাসনব্যবস্থার উৎকর্ষ (Quality of Tax adminstration): দেশের কর-কাঠামো এমন হইবে যেন কর-আদায়ের খবচ, কর-ফাঁকি এবং নাগরিকদের করদানে অস্ক্রবিধা স্বচেয়ে কম থাকে। এখন একে একে একে ইহাদের আলোচনা করা যাউক।

প্রথম নীতি হইল ষে, অর্থ নৈতিক নিরপেক্ষতা (Economic neutrality) রক্ষার জন্ম করসমূহ এরপ ধরনের হংয়া দরকার যাহাতে সমাজে ব্যক্তির অর্থ নৈতিক কাজকর্মের ধরনে গুরুতর পরিবর্তন না আনে। অর্থ নৈতিক কক্ষাসাধনের পক্ষে অপরিহার্য কোনরপ পরিবর্তন ছাড়া ব্যক্তির কাজকর্মে পরিবর্তন না-আনা বরনীতির একটি প্রধান বিবেচ্য

পারবতন না-আনা ব্রনাতির একচি প্রধান বিবেচ্য ১। অর্থ নৈতিক নিরপেক্ষতা বিষয়। সাধারণত তিন দিক হইতে রাষ্ট্রের কর ব্যক্তির কাজকর্মে পরিবর্তন আনিতে পারে। প্রথমত, ইহা

ক্রেতার পছল বদ্লাইয়া দিতে পারে। যেমন, ধুতি কাপড়ের উপর কর বিসলে লোকে ইহার বদলে প্যাণ্ট ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হইবে, কারণ ভুলনামূলক ভাবে প্যাণ্টের দাম এখন কম। দ্বিতীয়ত, করের ফলে কোন উপাদানের মালিক পূর্বাপেক্ষা কম বা বেশি তাহার উপাদান যোগান দিবার সিদ্ধান্ত করিতে পারে। যেমন, আয়কর বেশি হইলে পরিশ্রম কমাইয়া লোকে অধিক পরিমাণে বিশ্রাম গ্রহণ করিতে পারে। তৃতীয়ত, করের ফলে উত্যোক্তা উৎপাদন-পদ্ধতি পরিবর্তনের জন্ম সচেই হইতে পারে। ভে,গান্রব্য এবং মূলধনী-ক্রব্য উৎপাদনের অমুপাত বদ্লাইতে পারে। স্তর্বাং, এই সকল দিকে পরিবর্তন যাহাতে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক লক্ষ্যসাধনে সাহায্য করে সেইরূপ করই আরোপ করা উচিত।

দিতীয় নীতি হইল যে, ষাহাতে স্থায়ভাবে করতার বলীত হয় (Equity in the distribution of the burden) সেই দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। এখানে হাষ্য বলিলে বোঝা যায় সমাজের সাধারণ জনমত বা সর্বজনীন ইচ্ছা দে-আয়রণ্টনকে হাষ্য বলিয়া গণ্য করিতে চান, করভার যেন উহার অহ্যরুপ ভাবে বলিত হয়। ভারনীতির হুইটি দিক আছে (two aspects): একটি

হইল সমান অবস্থার সকল ব্যক্তির সহিত সমান আচরণ করা (equal treatment of equals) এবং দ্বিতীয়টি হইল পূথক অবস্থার ব্যক্তিদের অবস্থার তারতম্য অমুখায়ী আপেক্ষিক ধরনের আচরণ করা (relative treatment of persons in unlike circumstances)। প্রথম দিকটি লইয়া বিশেষ কোন সমস্তা নাই; কিন্তু দ্বিতীয় দিকটি লইয়াই বহুপ্রকার সমস্তা দেখা দেয়। যাহারা অপরের তুলনায় একটু "ভাল অবস্থায়" (better off) আছে তাহারা একটু বেশি কর দিবে ইহা সকলেই মানিয়া লইয়াছেন, কিন্তু "ভাল অবস্থার" কাহাছেন বলে এবং বিভিন্ন অবস্থার ব্যক্তিদের উপর আপেক্ষিক করভার কিরপ হওয়া উচিত, তাহা লইয়া যথেষ্ট মতবিরোধ আছে।

করভারের ন্থায়-সংগত বন্টন সম্পর্কে সাধারণভাবে ছই ধরনের **আলোচনা** বা তত্ত্ব দেখা গিয়াছে: একটির ভিত্তি হইল উপকারিতা (benefit), আর অপরটির ভিত্তি হইল প্রদানক্ষমতা (ability to pay) । উপকারিতা ও প্রদানক্ষমতা উপকারিতা তত্ত্বের মূল কথা হইল ব্যক্তি বেমন দাম দিয়া জিনিস কেনে, কারণ সেই জিনিসটি তাহার নিকট

উপকারী, ঠিক সেইরূপ সরকারের কাজকর্ম হইতে উপকার পায় বলিয়াই সে কর দেয়। কোন না কোন উপায়ে এই দেয় করের পরিমাণ নির্ধারিত হইবে উপকারিতা অমুবায়ী। এই তত্ত্বের সমর্থকেরা ইহাই স্থায়সংগত গলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু দেখা যায়, সরকারের বেশির ভাগ কাজই জনকল্যাণমূলক হইয়া উঠিতেছে, দরিদ্র শ্রেণীর কল্যাণ বাড়াইবার উপযোগী সরকারী কাজকর্ম করা হইতেছে। এই সকল কাজের ব্যয় হিসাবে একমাত্র তাহাদের নিকট হইতেই কর আদায় করা উচিত, ইহা কথনই স্থায়সংগত হইতে পারে না। তাই বর্তমানে স্থায়নীতি অমুসারে প্রেদান-ক্ষমত। অমুবায়ী করভার বণ্টনই মোটামৃটিগৃহীত হইতেছে।*

^{* &}quot;In tracing the development of thought on this matter, we find two distinct points of view. One may be referred to conveniently as the benfit approach....... The other may be referred to as the ability-to-pay approach....... In the benefit approach, the relation of the tax payer and Government is seen, as John Suart Mill putsit, in quid-pro-quo terms. Since the relation is one of exchange, the rules of the public household are taken to be more or less the same as those of the market. In the ability to pay approach, the proper contribution to public services is treated as an independent problem, quite separate from that of benefits received. Taxes are seen as compulsory payments, and the revenue-expenditure process is viewed as a planning problem not subject to solution by the automatic functioning of the market."

উনবিংশ শতাকীর মধ্য হইতে বর্তমানকাল পর্যস্ত প্রদান ক্ষমতাকে ব্যাখ্যা করার জন্ম ব্যক্তিগত ত্যাগ স্বীকারের কথা আলোচিত হইতেছে। প্রদান-ক্ষমতা অমুখায়ী ত্যাগ স্বীকার করা সম্পর্কে মোটাযুট তিন প্রকার দৃষ্টিভঙ্গা দেখা গিয়াছে; সমত্যাগনীতি (principle of equal বিভিন্ননপ ত্যাগের sacrifice), আহপাতিক ত্যাগনীতি (principle of नौजि proportional sacrifice) এবং নিম্ভম সামগ্রিক ভাগনীতি (principle of minimum or least aggregate sacrifice) ! এই সকল তত্ত্ব মোটামুট হুইটি অমুমানের ভিত্তিতে আলোচিত হুইয়াছে, (ক) ক্রমন্থাসমান আয়গত উপযোগিতার নিয়ম (law of diminishing income utility) এবং (খ) সমান আয় হইতে সকল ব্যক্তির তপ্তি-লাভের ক্ষমতা সমান অর্থাৎ উপযোগিতার আন্তঃব্যক্তি তুলনা (interpersonal comparisons of utility)। বর্তমান কালেব কল্যাণমূলক ধনবিজ্ঞান উপরের এই ছইটি অমুমানই মানিয়া লয় না। তাই ত্যাগ স্বীকারের এই সকল তত্বগুলির সাহায্যে প্রদানক্ষমতা পরিমাপ করা বর্তমানে আর চলে না।

তৃতীয় করনীতি হইল কর আদায়ের নিয়তম ব্যয়ের নীতি—(Minimum costs of tax collection)। করের উদ্দেশ্য, হার, তানিয়তম বার করদানের পদ্ধতি প্রভৃতি যত স্কুম্পষ্ট থাকে, কর-আদায়ের ব্যয় ও বিদ্ন ততই কম হইবে। সরলতা ও স্পষ্টতাই করনীতির অগ্যতম শুণ।

কর-বহন যোগ্যতা (Taxable capacity):

কোন নির্দিষ্ট সময়ে কোন দেশের জনসাধারণ মোট যে-পরিমাণ কর দিতে প্রস্তুত আছে, তাহাই দেশের কর-বহন যোগ্যতা। কোন জাতির এই কর-বহন যোগ্যতাকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়া কর-বহন যোগ্যতাকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়া কর-বহন যোগ্যতা থাকে। স্থার্ন, জোশিয়া স্ট্যাম্পের মতে, দেশের মোট উৎপাদন হইতে অন্তিত্ব রক্ষার স্তরে জনসাধারণকে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে যে-টাকা প্রয়োজন তাহা বাদ দিলে যাহা বাকি থাকে তাহাই দেশের কর-বহন যোগ্যতা। কিন্তু অন্তিত্ব রক্ষার স্তর কোথায় নির্দিষ্ট করা হইবে বা সেই স্তর বজ্ঞায় রাখিতে কি-পরিমাণ টাকা ব্যয় করা দরকার হইবে, ভাহা ছির করার কোন নির্দিষ্ট মাপকাঠি নাই। ভাহা ছাড়া, এই উছ্ভের্

সবটুকুই রাষ্ট্র লইয়া গেলে মূলধন-গঠন হয় না, জাতির ভবিশ্বং উৎপাদন ক্ষমতা ও ভবিশ্বং কর-বহন যোগাতা কমিয়া যায়।

স্তরাং জাতীয় আয় হইতে মূলধন অক্ষ্ রাথা এবং জনসাধারণের দক্ষতা বজায় রাথার জন্ম প্রয়োজনীয় টাকা বাদ দিলে যাহ। অবশিষ্ট থাকে তাহাই দেশের কর-বহন যোগ্যতা, সাধারণত এইরূপেই ইহাকে ব্যাখ্যা করা হয়। কিন্তু এই ব্যাখ্যাও বিশেষ অস্পষ্ট এবং কর-বহন যোগ্যতা নির্ধারণের অস্থবিধা জনক। মূলধন অক্ষ্ রাথা বা জনসাধারণের দক্ষতা বজায় রাথার জন্ম কি-হারে টাকা নির্দিষ্ট করিতে হইবে, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। স্বাভাবিক সময়ে শুধু মূলধন অক্ষ্ রাথিলে চলিবে না, আরও অধিক হারে টাকার সঞ্চয় করিতে হইবে, কারণ তাহা হইলেই জাতীয় আয় ক্রমশ বর্ধিত হইতে থাকে। স্থতরাং, এই ধারণার বিশ্লেষণে বিশেষ অস্থবিধা আছে। ইহা সম্পূর্ণ আপেক্ষিক; ধরা- ছোয়ার বাহিরে, অপরিমাপ্যোগ্য বহু বিষয়ের উপর নির্ভর করে।

কর-বহন যোগ্যতাকে সঠিকভাবে পরিমাপ করা যায় না বটে কিন্ধ যে-বিষয়গুলির ছারা ইহা নির্ধারিত, তাহাদের আলোচনা করা যাইতে পারে। প্রথমত, জনসাধারণের মনস্তত্ত্ব। যেমন স্বাভাবিক সময়ে লোকে যে-কর দিতে রাজি থাকে, যুদ্ধের সময়ে তাহা অপেক্ষা তাহাদের কর-বহনযোগ্যতা অনেক বেশি, কারণ ওই সময়ে তাহাদের মনোভাব সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ। দ্বিতীয়ত, দেশের অভ্যন্তরে জাতীয় আয়ের বণ্টনের নির্ধারণকারী বিষয়-উপরও কর-বহন যোগ্যতা নির্ভর করে। আয়-বৈষম্য যত সমূহ: মনস্তম্ম, জাতীয় আরের বন্টন, জনসংখ্যা বেশি থাকে, কর-বহন যোগ্যতা তত বেশি। তৃতীয়ত, বৃদ্ধির হার, দেশের জাতীয় আয়ের অনুপাতে জনসংখ্যার পরিমাণের উপর শিল্প-সংগঠন, জীবন-ইহা নির্ভর করে। জাতীয় আয়ে বুদ্ধির তুলনায় যাত্রার মান, কর-ব্যবস্থার প্রকৃতি, রাষ্ট্রীর জনসংখ্যার বৃদ্ধি দ্রুততর বা অধিকহারে হইলে মাথাপিছু ব্যয়ের প্রকৃতি আয় কমিয়া যায়; জাতির কর-বহন যোগ্যতা হ্রাস পায়।

চতুর্থত, দেশের সামগ্রিক শিল্প-সংগঠনের প্রাকৃতির উপর ইহা নির্ভর করে। যদি মৃশধন-গঠনের হার অধিক রাখিতে হয় (যেমন অফুরত দেশে পরিকল্পনার সময়ে), তাহা হইলে সেই সময়ে দেশের কর-বহন যোগ্যতা কম।, কিন্তু বর্তমানে মৃশধন-গঠনের ফলে ভবিষ্যতে জাতীয় আয় বাড়িতে পারে, এমতাবস্থায় দেশের ভবিষ্যৎ কর-বহন যোগ্যতা বেশি হইবে। পঞ্চমত, ইহা নির্ভর করে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানের উপর; কারণ উহা দারাই তাহাদের মনস্তব্ধ, দক্ষতা, কাজ করিবার ক্ষমতা ও ম্পৃহা নির্ধারিত হয়। মন্তব্ধ, কর-ব্যবস্থার (Tax System) প্রকৃতির উপর ইহা নির্ভর করে। কর-কাঠামোতে তুলনামূলকভাবে প্রভাক্ত কর অধিক থাকিলে কর-বহন যোগ্যতা বেশি; দেশের উৎপাদন-ক্ষমতা অক্ষুর রাখিয়া ইহাদের সাহায্যে অধিক পরিমাণ কর-রাজস্ব আদায় করা চলে। সর্বশেষে ইহাও লক্ষ্য রাখা দরকার যে, কর-বহন যোগ্যতা নির্ভর করে রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের প্রকৃতির উপর। যদি বর্তমানে শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতির উপর ব্যয় অধিক হয়, তাহা হইলে দেশের কর-বহন যোগ্যতা বাড়িবে। কিন্তু বর্তমানে যদি সমরসম্ভার প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে বা প্রতিযোগিতামূলক সমরপ্রস্তুতিতে রাষ্ট্রীয় ব্যয় করা হয়, তাহা হইলে দেশের কর-বহন যোগ্যতা কমিয়া যাইতেছে বলিয়া মনে-করা চলে।

ডাল্টনের মতে এই ধারণা অত্যন্ত ধোঁয়াটে ও অম্পন্ত, চ্ডান্ত কর-বহন
যোগ্যতা বলিয়া কিছু নাই, রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় ইহাকে
মোটেই স্থান দেওয়া উচিত নয়। অপরপক্ষে, ফিগুলে
রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিতে
ইহার স্থান
আছে; আভাবিক এবং অবাভাবিক অবস্থায় কোন্ দেশ
সর্বাধিক কি-পরিমাণ কর দিতে রাজি আছে দেই সীমা, অম্পন্তভাবে হইলেও,
সরকারের জানিয়া রাখা সর্বদাই ভাল। আধুনিক কালে, কলিন ক্লার্ক জাতীয়
আায়ের 25%-এর বেশি কর-আদায় উচিত নয় বলিয়া মত প্রকাশ
করিয়ায়েন।

ক্রমাত ও করপাত (Impact and Incidence of Taxes):

কোন কর ধার্য করা হইলে যাহার নিকট হইতে কর্তৃপক্ষ কর গ্রহণ করেন, তিনি করের প্রথম আঘাত বহন করেন, কিন্তু তিনি নিজে প্রকৃতপক্ষে করের আর্থিক ভার বহন না-ও করিতে পারেন। তাঁহার উপর কর আরোপিত হইল বটে, কিন্তু তিনি করের দক্ষন প্রদত্ত অর্থ অপর কাহারও নিকট হইতে আদায় করিয়া লইতে পারেন। অর্থাৎ তাঁহার উপর কর আরোপিত হইলেও সেই করের আর্থিক ভার অপর কেহ বহন করিল, এইরূপ ঘটতে পারে। যাহার উপর কর আরোপিত হইয়াছিল তিনি কর-ঘাত (impact) বহন করেন;

আর যিনি সত্যই আর্থিক ভার বহন করেন, অর্থাৎ নিজের আর হইতে কর-প্রদান করিয়া যাহার আর্থিক আয় কমিয়া যায়, তিনি প্রকৃতপক্ষে কর-পাত (Incidence) বহন করেন, এরূপ বলা হয়। কাহারও উপর কর আরোপিত হইলে তিনি কর-প্রদানের দায়িত্ব অপরের নিকট সরাইয়া দিতে পারেন। কর-প্রদানের দায়িত্ব অপরের নিকট অপসারণ করার এই ধারাকে করসরণ (Shifting) বলা হয়।

করের ফলাফল (Effects) এবং কর-পাত (Incidence) উভয়ের মধ্যে
পার্থক্য আছে। যেমন, কোন উত্যোক্তা ধনি দ্রব্যের দাম বাড়াইয়া আরোপিত
করকে সরাইয়া ভোগকারী ক্রেতাদের দিকে ঠেলিয়া দেয়,
কলাফল ও করপাত
এক নয়
তাহ। ইইলে বিক্রন্ন কমিয়া তাহার নিজের, শ্রমিকদের বা
কাঁচামালের বিক্রেতাদের আয়, বয়য়, সঞ্চয় প্রভৃতি কমিবে,
সমাজে সেই কর আরোপিত হইবার দরুল বহু প্রকার ফলাফল দেখা দিবে।
করপাত বলিলে এই সকল ফলাফল বুঝায় না; ইহার অর্থ হইল সর্বশেষ স্তরে
করের আধিক ভার কাহার উপর পড়িতেছে, কে সভাই কর প্রদান হইতে
আধিক ক্ষতিগ্রস্থ হইতেছে।

কর-সরণ অনেক রূপ লইতে পারে। কোন দ্রব্যের উপর কর আরোপিত হইলে উৎপাদক করের পরিমাণ অম্বায়ী দাম বৃদ্ধি করিয়া সেই কর ক্রেতার নিকট সরাইয়া দিতে পারে, অথবা দ্রব্যের গুণ বা উৎকর্ষ কর-সরণের রূপ কমাইয়া দিয়া পূর্বাপেক্ষা খারাপ দ্রব্য বিক্রেয় করিয়া আসল ভার ক্রেতার নিকট পাঠাইতে পারে।

কর-সরণ অগ্রম্থী (Forward) বা পশ্চাৎম্থী (Backward) হইতে পারে। যদি উৎপাদকের উপর কর আরোপ করা হয় তাহা হইলে উৎপাদক কর-প্রদানের দায়িত্ব ক্রেতাদের নিকট সরাইয়া দিলে তাহা কর-সরণের দিক্ নির্ণয় অগ্রম্থী কর-সরণ : যদি সে কাঁচামালের বিক্রেতার উপর চাপ দিয়া কম দামে কাঁচামাল ক্রয় করিয়া কর-ভার তাহার নিকট সরাইয়া দিতে পারে, তাহা হইলে উহা পশ্চাৎমুখী কর-সরণ।

কর-পাতের পরিমাণ নির্ভর করে উৎপাদক ও ক্রেতার পারম্পরিক করাপসারণের ক্ষমতার উপর। সাধারণত, যিনি কর-ঘাত বহন করেন, তিনি করের সম্পূর্ণ অংশ নিজেই বহন করেন না অথবা সম্পূর্ণ অংশই অন্তের উপর সরাইয়া দিতে পারেন না। করের পরিমাণ পর্যন্ত দামে বৃদ্ধি করিতে পারিলে কর-ভার সম্পূর্ণ অন্তের উপর সরাইয়া দেওয়া যায়; দাম মোটে বাড়াইতে না পারিলে করের পরিমাণ সম্পূর্ণ নিজে বহন করিতে হয়। সাধারণত এইরূপ অবস্থায় দাম অল্ল কিছু বাড়িয়া যায়, বিক্রেয় ও মুনাফা কমে এবং উৎপাদক ও ক্রেতার মধ্যে কর-পাতের অংশ বিভক্ত হইয়া যায়।

দ্রব্যাদির ক্ষেত্রে, কর-সরণের পরিমাপ কিরূপ হইবে তাহা সাধারণভাবে
নিভর করে দ্রব্যের যোগান ও চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার উপর। করের
আর্থিক ভার উৎপাদক ও ক্রেতাদের মধ্যে কিরূপে বিভক্ত হইবে, তাহা দ্রব্যের
চাহিদা ও যোগানের স্থিতিস্থাপকতার উপর নির্ভর করিবে। যদি দ্রব্যের চাহিদা
স্থিতিস্থাপক হয়, তবে দাম বাডান বিশেষ চলিবে না, কারণ তাহাতে বিক্রয় খ্বই
কমিয়া যাইবে; এমতাবস্থায় উৎপাদক বা বিক্রেতাকেই করের অধিক অংশ
বহন করিতে হইবে। চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হইলে দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি হইলেও
বিক্রয় বেশি কমিবে না, ক্রেতাদেরই করের অধিকাংশ বহন করিতে
হইবে। যদি যোগান স্থিতিস্থাপক হয়, তাহা হইলে
চাহিলাও যোগানের
করের অধিক অংশ ক্রেতাদের বহন করিতে হইবে;

ন্ধিজিয়াপকতা

যদি অন্থিতিয়াপক হয়, তাহা হইলে করের অধিক অংশ
বিক্রেতা বা উৎপাদককে বহন করিতে হয়। স্থতরাং করের আধিক-ভার
ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের মধ্যে বিভক্ত হইয়া যাইবে, এই বিভাগের পরিমাণ
চাহিদা ও যোগানের স্থিতিয়াপকতার পারস্পরিক শক্তির উপর নির্ভব্

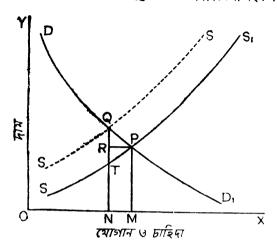
সূত্রাকারে প্রকাশ করিলে বলা যায়:

করিবে।

করভারের বিক্রেতার অংশ _ চাহিদার স্থিতিস্থাপকত। করভারের ক্রেতার অংশ যোগানের স্থিতিস্থাপকত।

কোন একটি পণ্যের উপর করপাত আমরা রেখা-চিত্রের সাহাযোও প্রকাশ করিতে পারি। পরপৃষ্ঠার চিত্রে DD1 এবং SS1 হইল ষথাক্রমে দ্রব্যটির চাহিলারেখা ও যোগান রেখা। P বিন্দৃতে ভারসাম্যের দাম প্রতিষ্ঠিত হইয়ছে। PM দামে OM পরিমাণ চাহিদা ও যোগান ইইতেছে। কর-আরোপের ফলে বর্তমান দাম দাঁড়াইল QN; এই দামে বিক্রয় হইতেছে ON, দাম বাড়িয়াছে

QN-PM=QR এবং বিক্রয়ের পরিমাণ কমিয়াছে OM-ON=PR. মোট কর QT-র মধ্যে ক্রেডারা বহন করে QR এবং উৎপাদকেরা বহন করে RT.*



বিক্রেতা ও ক্রেতাদের উপর করভারের এইরূপ বণ্টন হয় দাম ও উৎপাদনের পরিমাণে পরিবর্তনের মারফৎ এবং এই সকল পরিবর্তন কিছুটা সময়সাপেক্ষ। স্থতরাং দীর্ঘকালেই কর-পাত সম্পূর্ণ ঘটে; সময়-বিচারের শুরুষ বন্ধালে, করের প্রভাবে দাম বৃদ্ধি হয় এবং সাধারণত ভোগকারী বা ক্রেতাদেরই সম্পূর্ণ ভার বহন করিতে হয়।

দীর্ঘকালে, অপরাপর বহু প্রভাব দেখা দিতে পারে। সাধারণত, সমাজে সকল দ্রব্যাদির দাম পারস্পরিকভাবে সংযুক্ত; কোন দ্রব্যের উপর কর আরোপ করিলে অন্তান্ত দ্রব্যাদির (পরিবর্ত দ্রব্যাদি, শীর্ঘকালীন করপাত সহযোগী দ্রব্যাদি, বা কাঁচামাল প্রভৃতি) দাম, উৎপাদন প্রভৃতি প্রভাবাধিত হয়, যেমন কাঁচামালের উৎপাদক কম দাম গ্রহণ করিভে

চাহিদার হিভিন্নাপকতা =
$$\frac{MN}{OM}$$
 + $\frac{QR}{PM}$ = $\frac{MN}{OM}$ × $\frac{PM}{QR}$ এবং নোগানের হিভিন্নাপকতা = $\frac{MN}{OM}$ + $\frac{RT}{PM}$ = $\frac{MN}{OM}$ × $\frac{PM}{RT}$ হিভিন্নাপকতা = $\frac{RT}{QR}$ নোগানের হিভিন্নাপকতা = $\frac{RT}{QR}$

^{*} যদি করে থুব জন্ধহারে পরিবর্তন ইইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি, তাহা ইইলে Рও 📿 খুব কাছাকাছি অবস্থিত অর্থাৎ একেবারে পরশার নিকটতম বিন্দুবলিয়া ধরিয়া লইতে পারি: সেই অবস্থায়

[্]রকরভারের বিক্রেডার অংশ করভারের ক্রেডার অংশ

বাধ্য করিতে পারে। এই সকল বিষয়ে সন্মিলিভ প্রভাবে দী**র্ঘকালীন কর-পাভ** নির্ধারিত হয়।

যদি দ্রবাটি সমহার উৎপরের নিয়ম (Law of Constant Returns)
অন্থ্যায়ী উৎপত্ম হয়, ভাহা হইলে সাধারণত আবোপিত করের সম্পূর্ণ পরিমাণ

পর্যন্ত দামে বৃদ্ধি হইতে পারে। কর-আরোপের ফলে দাস স মহারপ্রতিবানের নিরম ও কর-পাত পরিমাণ পরিবর্তিত হইলে ইউনিট-প্রতি ব্যয় সমানই থাকে স্থাতরাং করের পরিমাণের অধিক দাম বৃদ্ধি হইতে পারে না।

দ্রব্যটি যদি ক্রমন্থাসমান উৎপরের নিয়ম মানিয়া চলে অর্থাৎ ক্রমবর্থমান উৎপাদন-ব্যয়ের নীতি অমুবায়ী উংশর হর, তাহা হইলে দামে বৃদ্ধি করের পরিমাণ হইতে কম হইবে। ষেমন, ধরা যাক 1000 ইউনিট দ্রব্য উৎপর হইতেছে, ইউনিট-প্রতি উৎপাদন-ব্যয় 7 টাকা। ইউনিট-ক্রমন্থান-প্রতিগানের প্রতি 1 টাকা কর আরোপের ফলে দাম প্রথমেই বাড়িয়া ৪ টাকা হইবে, ফলে চাহিদা কমিয়া যাওয়ায় উৎপাদন কমিবে। কম উৎপর হইলে, (ধরা যাক, 800) ইউনিট-প্রতি ব্যর কমিয়া 6½ হইল; ইহার সহিত কর যোগ করিয়া দাম হইবে 7½, অর্থাৎ করের পরিমাণের ভূলনায় দামে বৃদ্ধি কম হইল।

ন্তব্যটি যদি ক্রমবর্ধমান উৎপরের নিরম মানিরা চলে অর্থাৎ ক্রমন্থাসমান উৎপাদন-ব্যয়ের নীতি অন্থায়ী উৎপর হয়, তাহা হইলে দ্রব্যের দাম র্দ্ধি করের পরিমাণ হইতে বেশি হইতে পারে। বেমন, ধরা ফ্রমবর্ধমান প্রতিদানের বাউক 100) ইউনিট দ্রব্য উৎপর হইতেছে, ইউনিট-প্রতি উৎপাদন-ব্যয় 7 টাকা। কর আরোপের ফলে দাম প্রথমেই বাড়িয়া ৪ টাকা হইবে, ফলে চাহিদা কমিয়া যাওয়ার উৎপাদন কমিবে। কম উৎপর হইলে, ইউনিট-প্রতি ব্যয় বাড়িয়া 7½ টাক। হইল ; ইহার সহিত কর যোগ করিয়া দাম হইবে ৪½, টাকা অর্থাৎ করের পরিমাণের ভুলনায় দামে বৃদ্ধি বেশি হইল।

একচেটিয়া দ্রব্যের উপর কর-পাত নির্ভর করে করের প্রকৃতির উপর।
সাধারণত, যে পরিমাণ উৎপাদন ও বিক্রের করিলে
একচেটিয়া ব্যবদারে
ও কর-পাত
প্রিমাণ উৎপাদন ও বিক্রের করে এবং সেই
অমুধারী দাম শ্বির করে। মুনাফার উপর কর আবোপিত হইলে, দাবে

কোন পরিবর্তন হইবে না—ভাহার নিজের উপরই সম্পূর্ণ কর-পাত ঘটিবে।⇒

উৎপাদনের পরিমাণের উপর কর আরোপিত হইলে, সাধারণত দাম একটু বাড়িয়া যায় এবং ভোগকারী কর-পাতের অংশ বহন করে। করকে উৎপাদন ব্যয়ের মধ্যেই ধরিয়া লইলে প্রাস্তিক ব্যয় বেশি স্কুতরাং দামও বাড়িয়া যায়।

দাম কি পরিমাণে বাড়িবে বা একচেটিয়াদার ও ভ্রেণাদনের উপর কর ও ভ্রেণাদনের উপর কর

ভোগকারীকে কর-পাতের কিরূপ অংশ বহন করিবেন, তাহা চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার উপর নির্ভর করে।

চাহিদা যত বেশি স্থিতিস্থাপক হইবে একচেটিয়াদার তত অধিক অংশ বহন করিবেন। উৎপাদন যত বাড়িবে করহার তত্তই কমিবে—এইরূপ কর স্থাপিত হইলে একচেটিয়াদার দাম কমাইয়াও (অধিক চাহিদা স্থিটি করিয়া) উৎপাদন বাড়াইতে পারে; অর্থাৎ ব্যক্তিগতভাবে তাহার কর-ভার এড়াইবার চেটাতে ভ্রোগকর্মবীদের স্থবিধা হইয়া যাইতে পারে।

প্রাক্ষ কর ও পরেশক্ষ কর (Direct and Indirect Taxes)

্যে-ব্যক্তির উপর কর আরোপিত হয়, যদি সেই ব্যক্তিই সর্বশেষ ভরে করের আর্থিক ভার বহন করিতে বাধ্য হয়, তাহা হইলে এইরপ করকে প্রত্যক্ষ কর বলে। (যেমন, আয়কর প্রভৃতি)। যাহার উপর কর-আরোপিত হয় বা যাহার নিকট হইতে কর আদায় করা হয় যদি সেই ব্যক্তি

কর-ভার অঞ্জের উপর সরাইয়া দিতে পারে বা অঞ্জের প্রত্যক্ষ কর ও পরোক্ষ কর কাহাকে বলে সেইরূপ করকে পরোক্ষ কর বলে (যেমন বিক্রয়কর,

আমদানি শুল্ক প্রভৃতি)। অর্থাৎ, কর-ঘাত ও কর-পাত একই ব্যক্তির উপর হইলে ভাহা প্রভাক্ষ কর; কর-ঘাত ও কর-পাত পৃথক ব্যক্তির উপর হইলে ভাহা পরোক্ষ কর।

প্রত্যক্ষ করের স্থবিধা হইল যে (:) ইহা ক্রমবর্ধমান হারে আরোপিত করা যায়, ব্যক্তির কর-প্রদানক্ষমতা অমুযায়ী তাহার নিক্ট হইতে কর

শুনাকার উপর তিল একার কর জায়োপিত ইইতে পারে. (ক) মুনাকা ইইতে মোটামুটি
কিছু পরিমাণ অর্থ. (খ) মুনাকার শতকরা কিছু জংশ. (গ) মুনাকার উপর ক্রমবর্ধমান হারে।

সকল ক্ষেত্রেই সাধারণত কর-পাত একচেটিরালায়ের উপর। এই বিষয়টি আবার পরে আলোচিত
ইইতেছে।

আদায় করা সম্ভবপর। (২) প্রত্যক্ষ করের আর্থিক ভার সকলেই নিশ্চিতরূপে জানে। কথন, কি-পরিমাণ, কোথার, কিভাবে কর দিতে হইবে

তাহা নিশ্চিত ও প্পষ্ট; ইহাতে ব্যক্তি এবং রাব্র উভরেই

থতাক্ষ করের হবিধা

নিজেদের ব্যয় ও আয় সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিত থাকে। (৩)
প্রত্যক্ষ কর আদারের ব্যয় খুবই কম; ইহা ব্যয়সংকোচশীল। (৪) প্রত্যক্ষ কর খুবই প্রসারশীল (elastic); কর-হার অল একটু বাড়াইলে প্রত্যক্ষ কর হইতে রাজস্ব আয়ের পরিমাণ বাড়ানো যাইতে পারে। (৫) প্রত্যক্ষ করদাতা
রাব্রীয় ব্যয় সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠে; নিজেদের নাগরিক দায়িত্ব ও অধিকার সম্পর্কে সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টি দেখা যায়।

প্রত্যক্ষ করের অন্থবিধা হইল, (১) ইহা সাধারণত খুবই অপ্রিয় ।
সরাসরি পকেট হইতে এই কর দিতে হয় বলিয়া লোকে ইহা বিশেষ অপত্নদ
করে। লোকে ব্যক্তিগত আয়ের উৎস প্রকাশ করিতে চাহে না, তাহাও
ইহা অপছন্দের অন্ততম প্রধান কারণ। (২) প্রত্যক্ষ কর লোকের কর-ফাঁকি

দেওয়ার বা অসাধুতা অবলম্বন করার প্রবন্তা বাড়াইয়া

দেয়। (৩) প্রত্যক্ষ করের ক্রমবর্ধনান হার সম্পূর্ণ
অবৈজ্ঞানিক এবং অর্থ নৈতিক হিসাবের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। ক্রমাগত
উচ্চ আয়ন্তরে বে-হারে টাকার প্রান্তিক উপযোগিতা কমিয়া য়য়, তাহার
সহিত ক্রমবর্ধনান কর-হারের যোগ থাকা উচিত, কিন্তু বাস্তবে উহা পরিমাপযোগ্য নহে। (৪) উচ্চ আয়-বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আয়ের উপর উচ্চহারে
প্রত্যক্ষ কর আরোপ করিলে উহা সঞ্চয়-ম্পৃহা বা কর্মোন্তম কমাইয় া
দিত্তে পারে।

পরোক্ষ করের স্থবিধা হইল (১) ধনী-গরীব সকলকেই সাধারণত এই কর
দিতে হয়, ফলে কর-কাঠামো বিস্তৃতভিত্তিক (broad-based) হইতে পারে।
(থ) এই ধরনের কর প্রদান করদাতাদের পক্ষে বিশেষ স্থবিধাজনক, কারণ
ইহা প্রতিবারে খ্ব অল্প পরিমাণে দিতে হয়। (গ) দ্রব্যের
গামের মধ্যে কর জড়িত থাকে বলিয়া ইহা বিশেষ অপ্রিয়
বোধ হয় না । (ঘ) কতকগুলি দ্রব্যের চাহিদা অস্থিতি স্থাপক হওয়ায়
উহাদের উপর কর-স্থাপন করিলে প্রভৃত রাজস্ব পাওয়া যাইতে পারে। (ঙ)
পরোক্ষ করের সাহায্যে সামাজিক সংস্কারের কার্য কিছুদ্র অপ্রসর করানে।
যাইতে পারে (যেমন, মদ প্রভৃতির উপর শুক্ত)।

পরোক্ষ করের অস্থবিধা হইল (১) ব্যক্তির আয়ের পরিমাণ বিবেচনা না করিয়াই ইহা আদায় কর। হয়, স্থতরাং ইহাকে প্রগতিশীল বলা চলে না। তুলনামূলকভাবে গরীবদের উপর এই করের চাপ অধিক পড়ে, তাহাও বাঞ্ছনীয় নয়। (২) এই কর আদায় করার শাসনতাস্ত্রিক বয়য় অনেকক্ষেত্রে প্রেক্ষ করের অস্থবিধা থ্রই বেশি; স্থতরাং বয়মনির্বাহ করিয়া বিশেষ উদ্ভ রাজস্ব পাওয়া যায় না। (৩) সমাজের ভোগ-প্রবণতায় আঘাত দেওয়ায় এই কর মোট ভোগবায়ের পরিমাণ কমাইয়া দিতে পারে। (৪) পরোক্ষ কর প্রদান করিলে লোকের মনে রাজনৈতিক চেতনা ও সজাগ দৃষ্টি জাগ্রত হয় না, রাষ্ট্রের কাজকর্মের উপর অবিরাম সতর্ক দৃষ্টি রাধার প্রেরণা স্পষ্ট হয় না।

যদিও স্থায়ের দিক হইতে বা কর-প্রদানক্ষমতা বিচার করিলে প্রত্যক্ষ কর
তুলনামূলকভাবে অধিকতর কাম্য, কিন্তু বর্তমানকালে রাষ্ট্রসমূহের রাজস্বের
প্রয়োজন এত বেশি যে, উভয় প্রকার করই কর-কাঠামোয়
উপসংগর
ভান পায়। বরং দেখা যাইতেছে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে
ক্রমাগত পরোক্ষ করের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে।
করের ফলাফল (Effects of Taxation)

ডাল্টনের অভিমতে উৎপাদনের উপর করের প্রভাব তিন দিক হইতে বিচার করা চলে: (১) কর্মোগুম ও সঞ্চয়ের ক্ষমতার উপর প্রভাব, (২) কর্মোগুম ও সঞ্চয়ের স্পৃহার উপর প্রভাব, (৩) অর্থ নৈতিক উপাদানসমূহের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও বিভিন্ন অঞ্চলে নিয়োগের দিক্ পরিবর্তন সংক্রাস্ত প্রভাব।

যদি কর আরোপের ফলে ব্যক্তি তাহার ভোপব্যয় কমাইতে বাধ্য হয়
(যেমন মজুবি বা থাতের উপর কর) তাহা হইলে সেই করের ফলে তাহার
কর্মোতাম ও ক্ষমতা কমিয়া যায়। যাহাদের আয় খুব
কর্মোতাম ও ক্ষমতা কমিয়া যায়। যাহাদের আয় খুব
কর্মোতাম ও ক্ষমতা কমিয়া যায়। যাহাদের আয় খুব
কম, কিছুই সঞ্চিত থাকে না, তাহারা ব্যতীত অপর
সকলেরই সঞ্চয়-ক্ষমতা কর আরোপের ফলে কমিয়া যায়।
সাধারণত দেশের আয়-কর একটি নির্দিষ্ট আয়ের উধ্ব হইতে ধার্য করা হয়;
সেই নির্দিষ্ট আয়ের নিচে বা নিয় আয়কারী ব্যক্তিদের আয়কর হইতে
অব্যাহতি দেওয়া হয়। স্ক্ররাং আয়কর তাহাদের কর্মোতাম বা কর্মক্ষমতঃ
সংকৃচিত করে না।

कान कत मद्दक्त यनि এक्रभ धारणा द्य या, हेटा अज्ञकान द्याप्री

ইইবে, তাহা ইইলে উহা কর্মোন্তম ও সঞ্চয়ের স্পৃহার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। কিন্তু কোন স্থায়ী কর করদাতার আয়রকে স্থায়ীভাবে কমাইয়া দেয়; স্থতরাং তাহার কর্মোন্তম ও সঞ্চয়ের স্পৃহার উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। সমাজের বে-শ্রেণীর আয় বেশি, সেই শ্রেণীর ব্যক্তিদের উপর উচ্চহারে কর আরোপণ তাহাদের কর্মোন্তম ও সঞ্চয়ের স্পৃহা কমাইয়া দিবে। ডাল্টনের ভাষায় বলিতে গেলে তাহাদের ক্ষেত্রে আয়জনিত চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা অধিক (the elasticity of demand for income is large)। নিম্ন আয়বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আয়ের উপর কর ধার্য করা হইলে আয় ক্ষিয়া যাওয়ায় তাহা পূর্ব করিবার জন্ত কর্মোন্তম ও সঞ্চয়ের স্পৃহা বাডিয়া যাইতে পারে। বে-সকল ক্ষেত্রে ব্যক্তির অধিক সংখ্যক পোয়া আছে বা ব্যক্তি ভবিয়তে নির্দিষ্ট আয় পাইবার জন্ত বর্জমান সঞ্চয় করিতেছে, সেখানে ইহা খুবই সত্য। ভাল্টনের ভাষায় বলিতে গেলে তাহাদের ক্ষেত্রে আয়জনিত চাহিদার স্থিতি-

বে-শিল্পের উপর অধিক কর আরোপ করা হইয়াছে সেথানে মূনাফার হাব তুলনামূলকভাবে কমিয়া যাওয়ায় সেই শিল্প হইতে মূলধন সরিয়া অন্ত শিল্পে (যেথানে তুলনায় কর অধিক নহে) চলিয়া যাইতে চাহিবে। অনেক সময়ে

স্থাপকতা কম (the elasticity of demand for income is small)।

উপাদানসমূহের নিরোগে দিক-পরিবর্তন সংক্রাম্ভ ফলাফল এইরপ মৃলধনের ক্ষেত্রাস্তরে নিয়োগ সমাজের সামগ্রিক উৎপাদন বাড়াইতে পারে বা সামাজিক উপযোগিতার দিক হইতে বিশেষ প্রয়োজনীয় (যেমন মদ, গাঁজা বা

আফিমের উপর কর)। বেমন, আমদানি-গুল্কের ফলে দেশের শিশু শিল্পে মূলধন বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে এইরূপ কর-আরোপনের ফলে মূলধন-নিয়োগের যেরূপ দিক্-পরিবর্তন ঘটে তাহা অবাঞ্ছনীয়, বেমন রপ্তানি-শুল্কের ফলে দেশের রপ্তানি শিল্প হইতে মূলধন সরিয়া আসিতে পারে। অমুপার্জিত মূল্য বৃদ্ধির উপর (Unearned, Increment) এবং মূলধনের সকল ব্যবহারের উপর সমভাবে কর স্থাপিত হইলে (বেমন, আয়কর) উপাদানের ক্ষেত্রাস্তরে নিয়োগ বা নিয়োগে দিক পরিবর্তন ঘটেন।

যদি কোন বিশেষ অঞ্চলে ছানীয় করের (Local Taxes) হার অধিকহুর, তাহা হইলে মূলধন অপর কোন অঞ্চলে চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিবে।

সাধারণভাবে, কর-আরোপনের ফলে দেশের উৎপাদন ও কর্মসংস্থান কিছুটা
ব্যাহত হইবেই। যদি অবগ্র সেই আর হইতে উপযুক্ত
উৎপাদন ও কর্মসংখানের উপর ফলাফল ধরনের রাষ্ট্রীয় ব্যর হইতে থাকে, তবে সেই ব্যয়ের দরুণ
সমাজে উৎপাদনর্দ্ধির প্রবণতা করের দরুণ উৎপাদন
স্থাসের প্রবণতা হইতে অধিক হইতে পারে।
করের করি কর ও ভাহাদের করপাত (Some taxes and their incidence)

১। আয়কর (Income tax): সাধারণত, আয়করকে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রভাক কর বলিয়া মনে করা হয়। তাহার কারণ হইল করদাতা ইহাকে অপর কাহারও নিকট অপসারণ করিতে পারে না। স্বতরাং ইহার করঘাত ও করপাত একই ব্যক্তির উপর এইরূপ ধরিয়া লওয়া চলে। কল্উইন্ কমিটিও সাধারণভাবে এই মত সমর্থন করিয়াছেন।

এই বিষয়টি একটু বিশদভাবে আলোচনা করা ষাউক।

কেছ কেছ বলেন যে, ব্যবসায়ীরা তাহাদের উপর আরোপিত আয়করকে
কিছুটা অপসারণ করিতে পারে; দ্রব্যের বিক্রয়ন্দ্র বাড়াইতে পারিলেই ক্রেজাদের নিকট অপসারণ করা অনেকাংশে সম্ভব হইল। "কোন ব্যবসায়ী দ্রব্যের
দাম নিধারণ করার সময়ে যখন তাহার ব্যয়ের হিসাব করে,
ব্যবসায়ীদের বৃদ্ধি:
কিছুটা অপসারণ সম্ভব
তথন সে পরোক্ষভাবে হইলেও চিন্তা করিয়া থাকে যে
তাহাকে কি পরিমাণ আয়কর দিতে হইবে, এবং বাজারের
অবস্থা তাহার অনুকৃল হইলে সে এমন স্তরে দাম স্থির করে যেখানে তাহার
ইচ্ছা বা প্রয়োজন অনুযায়ী নিয়তম নীট আয় সে পাইতে পারে।" প

কিন্ত ব্যবসায়ীদের এই যুক্তি ধনবিজ্ঞানীরা মানিতে পারেন নাই। তাঁহাদের মতে, বিশেষ কতকগুলি ক্ষেত্র ছাড়া, আয়করকে অপসারণ করা চলে না, দামের মধ্যেও ইহা প্রবেশ করে না। যেমন ডালটন্ (Dalton) বলেন যে, অফ্রাফ্য স্থির ব্যয়ের মত আয়কর কোনরূপ নির্দিষ্ট বা স্থায়ী ধরনের

^{*} The colwyn committee Report on National Debt and Taxation.

^{† &}quot;When a trader endeavours to ascertain his costs with a view to fix prices, he often takes into account, at least indirectly, the amount of income-tax he will have to pay, and if the market conditions permit, fixes his prices at such a level as would yield to him the minimum net income that he desires to obtain or actually needs." Evidence of the Association of British Chambers of Commerce before Column committee.

ব্যর নয় (not a true overhead charge)। ব্যবসায় হইতে আয়ের কেজেইহা হইল নীট মুনাফার উপর কর, কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ব্যয় বাদ দিয়া থে উদ্ত টাকা ফার্মটির হাতে রহিয়া গেল তাহার উপর কর। স্থতরাং দামের মধ্যে ইহা প্রবেশ করে না। দিজীয়ত, ব্যবসায়ীরা দ্রব্যের জন্ত বাজারে কি দাম পাইবেন, তাহা আয়কর দ্বারা প্রভাবিত হয় না। বেমন, কোন একচেটিয়া ব্যবসাদার যে-বিন্দুতে উৎপাদন ও দাম দ্বির করিলে একচেটিয়া রেভিনিউ সবচেয়ে বেশি পাইবে নিশ্চয় সে সেই স্তরেই দাম নির্ধারণ করিবে,

কেন আয়কর দামের মধ্যে প্রবেশ করে না কারণ অন্ত কোন দামে তাহার মুনাফ। সর্বাধিক হইতে পারে না। তাহার উপর কর আরোপিত হইলেও সে অন্ত বিন্দুতে দাম স্থির করিবে না, ফলে আয়কর তাহার দামের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিল না। প্রতিযোগিতামূলক বাজারে

কোন ব্যবসায়ীর পক্ষে ইহা আরও অস্ক্রবিধান্তনক। তাহার ক্ষমতা তিন দিক হইতে সীমাবদ্ধ। (ক) প্রতিযোগীর দ্রব্য ও তাহার দ্রব্য আকার ও প্রক্রতিতে সমান; (খ) অস্তান্ত প্রতিযোগীদের যোগান নিয়ন্ত্রণ করার কোন ক্ষমতা তাহার নাই, স্ক্রবাং সে নিজদ্রব্যের দাম বাড়াইলে অস্তেরা যোগান বাড়াইয়া দিবে, এবং (গ) প্রতিযোগীরা উৎপাদন ও বিক্রয় বাড়াইয়া তাহাদের উৎপাদনব্যর কমাইয়া দিবে এবং তাহার চেয়ে কম দামে বাজারে বিক্রয় স্ক্রফ করিবে। প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দ্রব্যের দাম হইল প্রান্তিক উন্থোক্তার ব্যয়ের সমান; প্রান্তিক উন্থোক্তার কোন উব্ ত থাকে না, তাহার কর দিবার ক্ষমতা নাই। তাই আয়কর দামের মধ্যে প্রবেশ করে না। প্রান্তিক উন্থোক্তাকে কর দিতে হইলে সে ব্যবসায় ছাড়িয়া উঠয়। যাইত, দ্রব্যটির মোট যোগান হ্রাস পাইত, করের দর্জণ দাম বৃদ্ধি পাইত। কিন্তু প্রান্তিক উন্থোক্তা কর দেয় না, তাই করও দামের অস্তর্ভ ক্রহর না।

যৌথমূলধনী কোম্পানীর আয়করের ক্ষেত্রেও (corporate income tax)
দেখা যায় যে, ইগার অপদারণ ঘটে না। কোম্পানীর ডিরেক্টবর্গণ ব্যক্তিগত
মালিক নহেন, তাই তাঁহাদের মধ্যে অপদারণের চেষ্টা
ঘৌধকোম্পানীর
নাই। উপরস্ক, যদিও মুনাফার উৎস্বিন্দৃতে সমান হারে
কর আরোপিত হয় (at a flat rate at the source)

ভবুও ধনিক শেয়ার-ক্রেভারা অধি-কর (surtax) দেন, আবার কম বিত্তবান শেয়ার ক্রেভারা রিবেট (rebate) ফেরৎ পান। বিভিন্ন তরের ব্যক্তি লইয়া শেয়ার ক্রেতাগোষ্ঠী গঠিত বলিয়া কোন কোম্পানী দ্রব্যের দাম বাড়াইতে ততটা উৎস্ক হয় না। ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিচালিত ফা**র্মগুলির উপর** বিভিন্ন হাবে ও পরিমাণে আয়কর আবোপি চ হয়, প্রত্যেকট ফার্ম উহা দামের সঙ্গে যোগ করিলে বাজারে প্রতিটি ফার্মের দাম পৃথক হইত। কোন কোন ফার্ম তাহাদের প্রতিযোগীদের হটাইয়া দিবার জন্ত দাম কম বাডাইত। দাম বাড়াইবার এইরূপ ঝুঁকি সহসা কোন ফার্ম তাই লইতে পারে না। বিদেশী প্রতিযোগিতার ভয়েও দেশের মধ্যে এইকপ দাম-বাড়ান সম্ভব নহে।

সর্বশেষে, আর একটি কথা বলা দরকার। আয়করের **অপ্যারণ সম্ভব হয়** না কারণ যাহাদের উপর কর আবোপিত হইন তাহাদের যোগানের স্থিতি-

ব্যক্তির যোগান ও ন্মাযের জন্ম চাহিদা উভ্যই অস্থিতিস্থাপক

স্থাপকতা খুব কম, একেবারে নাই বলিলেও চলে। অর্থাৎ আয়কর দিতে হইবে বলিয়া লোকে আয় করা বন্ধ করিয়া দেয় না, কাজের যোগান দিতেই থাকে। তাহা ছাড়া, আায়কর হইল সাধারণ বা সার্বিক ধরনের (general);

ফলে এক ধরনের জীবিকা হইতে সরিষা গিষা অসার ধরনে আয়ে করিলেও ভাহাকে কর দিতে হয়; কর-আরোপিত-ব্যক্তি নিজের যোগান কোন দিকে স'কুচিত করিতে পারে ন।। আয়ের জন্ম ব্যক্তির চাহিদাও স**পূর্ণ মন্থিতিস্থাপক** অর্থাং আয়ের উপর কব হইলেও দে আয়-কর। স্থগিত রাথে না। এই কারণেই

আয়-কর এড়ান সম্ভবপর নয়।

অধ্যাপক দেলিগ্ম্যান (Seligman) অবশ্য হুইট বিশেষ অবস্থার কথা বলিয়াছেন যথন আয়কর দ্রব্যের দামের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে। প্রথমত. ক্রত দাম-বৃদ্ধির আবহাওয়ায় উত্যোক্তারা করেব সমান পরিমাণে দাম বাড়াইয়া দিতে পারে। স্বলকালে ইহা সম্ভবপর। কিন্তু দীর্ঘকালে, এই শিল্পে বেশি দাম পাওয়া যায় এই প্রলোভনে সারও মনেক ফার্ম প্রবেশ করিবে, তাই দাম কমিয়া আসিবে, করাপসরণ লোপ পাইবে। বিতীয়ত, কোন বিশেষ অঞ্চলের মধ্যে, অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক অবস্থা স্ষ্টি করিয়া কোন দেলিগ্যান কি খুচরা দোকানদার যথন কাজকারবার চালায়, তথন এই

বলেন

অবস্থায় সে নিজের উপর আরোপিত করের কিছু আংশ

বর্ধিত-দামের মাধ্যমে ক্রেতার উপর চাপাইয়া দিতে পারে।

অধ্যাপক রবার্টসনও (Robertson) মনে করেন বে, আয়কর কিছুটা পরিমাণে অপুসারণ কর। সম্ভবপর। তাঁহার মতে, দ্রব্যটর দমে যদি প্রতিনিধি-

স্থানীয় ফার্মের প্রান্তিক ব্যয়ের সমান হয়, তবে দীর্ঘকালীন বিশ্লেষণে অন্তত্ত ধরিয়া লইতে হইবে যে, ঐ ধরনের ফার্ম স্থাভাবিক মুনাফা রবার্টদন কি বলেন
পাইতেছে। দীর্ঘকালীন এই স্থাভাবিক মুনাফা তাহার প্রান্তিক ব্যয়েরই অন্তর্ভুক্ত। এই স্থাভাবিক মুনাফাই উত্যোক্তার আয় এবং ইহারই উপর আয়কর লওয়া হয়। আয়কর বাড়িলে এই ধরনের ফার্ম উৎপাদন কমাইবেন, এমন কি একটু উন্নত ধরনের ফার্মগুলিও উৎপাদন হ্রাস করিবে, ইহার ফলে দাম বৃদ্ধি পাইবে। রবার্টসন তাই মনে করেন যে, যদি আয়করের হারে বৃদ্ধি বেশি হয় এবং দীর্ঘকাল ধরিয়া লইয়া বিশ্লেষণ করা হয়, ভবে আয়করের অপসরণ একেবারে সম্ভবপর নয়, এমন কথা বলা চলে না।

মাসহেভ্ (Musgrave) প্রমুখ আধুনিক ধনবিজ্ঞানীরাও মনে করেন যে, বোম্পানীসমূহের উপর নির্ধারিত আয়কর বা মৃনাফাকর বহুক্ষেত্রেই দামের উপর প্রভাব বিস্তার করে। স্বল্লকালে ফার্মের চল্তি মূলধন (working capital) হুইতে প্রতিদান বা আয়ের ভিত্তিতেই এই কর দেওয়া হয়, তাই উৎপাদন-বায় প্রভাবিত হয়। তাহা ছাড়া, পরিচালনার পরিশ্রমিককে মোটাম্টির মুনাফার অংশ বলিয়াই মনে করা চলে; আয়করের ফলে এই পারিশ্রমিকের অংশ কমিয়া য়য়, উচ্চপদন্থ পরিচালকর্দদাম বাড়াইতে সচেই হয়। একচেটীয় ও অলিগোপলীয় ব্যবসায়ীর আয়করের প্রভাবে নিজের উৎপাদন ও দামনীতিতে (output and price policy) পরিবর্তন আনে। সংঘবদ্ধ দরকয়াকয়ির ক্ষেত্রে ফার্মের মজুরি দিবার ক্ষমতা ম্বন্দ বিচার করা হয়, তথন আয়কর বাদ দিয়া হিসাব করা হয়। মালিকপক্ষ শক্তিশালী হইলে এই অবহায় আয়করের কিছু অংশ শ্রমিকদের উপর অপসারণ সম্ভব হয়। দীর্ঘ-কালে আয়করের ফল দেখা য়য় দেশে মূলধনের ও উল্লোগক্ষমতার যোগানের মাধামে।*

^{* &}quot;The traditional rule that a profits tax cannot give rise to short-run adjustments in price remains a good point of departure, but hardly more. Without falling back upon the 'parctical' argument that businessmen do not act in this way, we find a variety of situations where the tax may lead to adjustments in price and cutput. These include the return to working capital, menopoly pricing under restraint, oligopoly pricing, and situations of collective pargaining where the firm's ability to pay is taken into consideration. Possibilites, such as these throw considerable doubt on the conventional position that price policy remains unaffected in the short run. In addition, there are the longrun considerations where the tax may act upon the supply of capital and entrepreneurship. On balance, the theoritical argument lead more support to the mederate conclusions that short run adjustments in price (1) play a significant role, and (2) that a part of the tax is persed on, than it lends to the extreme position that no such adjustments occur." Musgrave, The theory of Public Finance. P. 286.

একচেটিয়া ব্যবসায়ের উপর কর (A tax on Monopoly)

একচেটিয়া ব্যবসায়ীর উপর কর হুই উপায়ে আরোপিত হুইতে পারে:
(১) উৎপাদন-পরিমাণ হুইতে নিরপেক্ষভাবে (independent of monopoly output) অথবা, (২) উৎপাদন-পরিমাণের উপর।

উৎপাদন-পরিমাণ নিরপেক্ষভাবে আরোপিত কর ছইটি রূপ লইতে পারে:

(ক) মোটমাট কিছু পরিমাণ কর (lumpsum tax); অথবা, (খ) একচেটিয়া
মূনাফার উপর শতকরা কিছু হারে। এই উভয় ক্ষেত্রেই করপাত হইল
একচেটিয়া ব্যবসায়ীর উপর, কারণ ভোগকারী বা ক্রেভাদের উপর দাম-র্দ্ধির
মাধ্যমে করভার অপসারণ করা সম্ভব নয়। একচেটিয়া ব্যবসায়ী এমন
পরিমাণ উৎপাদন করে এবং এমন দাম বাঁধিয়া রাথে যেখানে তাহার নীট

[ক] মোটামূট-কিছুপরিমাণ কর এবং
বিচাতি ঘটিলে অন্ন কোন দাম নির্ধাবণ করিলে জাহার

[ক] মোটামূটি-কিছু পরিমাণ কর এবং [ধ] মূনাফার উপর শতক বা হাবে কর এক চোট্যা মূনাফা স্বচেরে বোল। এই দাম হহতে বিচ্যুতি ঘটিলে, অন্ত কোন দাম নির্ধারণ করিলে তাহার লাভ কমিয়া ঘাইবে, স্বাধিক পরিমাণ থাকিবে না। তাই, (ক) মোটামুট-কিছু-পরিমাণ কর ধার্য হইলে সে

দাম বাড়াইতে চাহিবে না, প্রাস্তিক রেভিনিউ (MR) এবং প্রাস্তিক ব্যয়ের (MC) সমতার বিন্দৃতে উৎপাদন ও বিক্রন্ন কার্য চালাইতে থাকিবে। সমস্ত করপাত তথন সে নিজেই বহন করিবে, কারণ করের পূর্বে যে দামে ভাহার সর্বাধিক রেভিনিউ হইত, করের পরেও সেই দামেই রেভিনিউ সবচেরে বেশি। (খ) যদি আমার একচেটিয়া মুনাফার উপর শতকরা কিছু হারে কর আরোপিত হয়, যেমন 15% হারে; তাহা হইলেও দাম পান্টাইবার কোন কথা উঠে না। করদানের পরে তাহার নীট রেভিনিউ হইবে স্বাধিক পরিমাণের 85%। স্কুতরাং একচেটিয়ার উপর সমামুপাতিক আয়কর (proportional income tax) বসাইলে উহার করপাত একচেটিয়া ব্যবসায়ীর উপরই পড়িবে।

যথন একচেটিয়। ব্যবদায়ীর উৎপাদন-পরিমাণের উপর কর আরোপিত হয়, এবং উৎপাদনে পরিবর্তন আদিলে কম-হারও পরিবর্তিত হয়, তথন এই করের করপাত নির্ভর করে চাহিদা ও যোগানের স্থিতিস্থাপকতার উপর। দ্রব্যটিয় চাহিদা যদি অস্থিতিস্থাপক হয়, তবে একচেটিয়। ব্যবদায়ী দাম বাড়াইয়। ক্রেতাদের উপর কর অপদরণ করিতে পারিবে, করপাত তথন ক্রেতাদের

উপর। অপরপক্ষে, দ্রব্যটির চাহিদা স্থিতিস্থাপক হইলে, একচেটিয়া ব্যবসায়ীকে অস্তুত কিছুটা করপাত বহন করিতে হইবে, কারণ পূর্ণ উৎপায়ন পরিমাণের কর-পরিমাণে দাম বাডাইলে চাহিদা বেশি কমিয়া যায়। ইপের কর যোগানের স্থিতিস্থাপকতার উপর নির্ভর করিবে সে কতটা কর অপুসরণ করিতে পারে। যোগান যভটা স্থিতিস্থাপক হইবে, ততই করের বেশি-অংশ ক্রেডাদের নিকট অপসারণ করা সম্ভবপর হইবে। ক্রমহাসমান अछिमात्मत निश्रम कार्यकती हहेला करतत करन मासत्रुक्ति हहेरला थहे माम প্রবাপেকা কম হয়, কারণ উৎপাদন কমিয়া যাওয়ার গড় ও প্রাস্তিক ব্যয় কমে. এবং এই কম ব্যয়ের সহিত কর-পরিমাণ যুক্ত হয়। আবার ক্রমবর্ধমান প্রতিদানের নিয়ম কার্যকরী থাকিলে উৎপাদন কমিলে গড ও প্রাস্তিক ব্যয় বৃদ্ধি পায়, ফলে উহার সহিত করের পূর্ণ পরিমাণ যুক্ত হইলে কর-পরবর্তীকালের দাম পূর্ববর্তী দাম অপেক্ষা বেশি হইয়া পড়ে। স্থতবাং, ক্রমবর্ধমান প্রতি-দানের নিয়ম কার্যকরী থাকিলে, হ্রাসমান প্রতিদানের তুলনায়, ক্রেতাদের উপর ক্রারর ভার অধিকতর।

প্রামদানি-রপ্তানি-শুল্কের করপাত (Incidence of Import-Export duties)

সাধারণত দেখা যায়, বহিবাণিজ্যের উপর শুক্ক আরোপ করিলে উহার আর্থিক ভার আমদানিকারী ও রপ্তানিকারী হুইটি দেশের মধ্যে ভাগ হইয়া যায়। করপাতের কতটা অংশ কোন্ দেশ বহন করিবে তাহা নির্ভর করে, চাহিদা ও যোগানের স্থিতিস্থাপকতার উপর। চাহিদার তীব্রতা যাহার যত বেশি করপাতের তত বেশি অংশ তাহাকে বহন করিতে হইবে।

বেষন, কোন দেশ আমদানি শুক আরোপ করিলে আমদানিকারী
ব্যবসায়ী দামের সহিত উহাকে যুক্ত করিয়া, অর্থাৎ দাম বাড়াইয়া, ক্রেতাদের
নিকট হইতে উহা আদায় করিয়া লইতে পারিবে।
কিন্তু দেশের আভ্যন্তরীণ চাহিদা যদি স্থিতিস্থাপক হয়,
তবে দাম একটু বাড়াইলে চাহিদা অধিক হ্রাসের সম্ভাবনা।
এই অবস্থায় আমদানিকারী নিজে করপাত বহন করিতে বাধ্য হইবে।
যদি আমরা ধরিয়া লই যে, এই আমদানিকারীরা স্বাভাবিক মুনাফার বেশি
পাইতেছে না, তবে তাহারা অন্ত ব্যবসায়ে চলিয়া যাইতে থাকিবে। এই

অবস্থায় যোগান কমিবে ও দাম বাড়িবে, উহা ক্রেতাদেরই বহন করার সম্ভাবনা। যদি অবশ্র বিদেশী উৎপাদকের যোগান অন্থিতিস্থাপক হয়, (অর্থাৎ সে দাম কম পাইলেও উৎপাদন কমাইতে পারে না), এবং তাহার সন্মুথে আর অপর কোন বাজারে বিক্রয়ের সম্ভাবনা থাকে, তবে এই করপাত অনেকটা (বা কিছুটা) বিদেশী উৎপাদকের দিকে ঠেলিয়া দেওয়া চলে।

আরও একদিক হইতে বিষয়টি বিচার করা চলে: যে দেশ আমদানি শুল্ক আরোপ করিল, সেই দেশে ঐ দ্রব্যের যোগানের স্থিতিস্থাপকতা কিরূপ।
নিজদেশে দ্রব্যটির যোগান যত বেশি স্থিতিস্থাপক ততই দাম বৃদ্ধি কম হইবে, ফলে আমদানি শুল্কের বেশি অংশ বহন করিবে বিদেশীরা।
যোগানের দিক হইতে
আমদানি শুল্কের ফলে দাম একটু বাড়িলেই দেশের মধ্যে উহার উৎপাদন যদি খুব বাড়ে, তবে স্বভাবতই এই করভারের বেশি অংশ বিদেশী উৎপাদকের দিকে অপসারণ করা চলে।
ঠিক এইরূপে বলা চলে যে, বিদেশী যোগান যত কম স্থিতিস্থাপক এবং দেশীয় যোগানের তুলনায় যত কম, তাহাকে শুল্কের তত বেশি অংশের ভার বহন করিতে হইবে।

রপ্তানি-শুল্কের ভার সাধারণত রপ্তানিকারী নিজেই বহন করে, কারণ কোন একজন রপ্তানিকারী একা বিশ্বের বাজারে একটি দ্রব্যের দাম প্রভাবিত করিতে পারে না। তবে (ক) কোন রপ্তানিকারী যদি একটি দ্রব্যের যোগানে একচেটিয়া অধিকার পায়, অথবা (ঝ) বিদেশে দ্রব্যটির জন্ম চাহিদা অন্থিতিস্থাপক হয়, এবং (গ) রপ্তানিকারীব সন্মুথে দ্রব্যটির জন্ম বিকল্প বাজার থাকে, তবে রপ্তানি-শুল্কের পূর্ণ পরিমাণে দাম বাড়াইয়া উহা বিদেশা ক্রেতার নিকট অপসারণ করা সম্ভবপর।

যদি কোন দেশ প্রধানত কাঁচামাল রপ্তানি করে তবে এই সকল দ্রব্যের জন্ম চাহিদা সাধারণত অন্থিতিস্থাপক; অথচ তাহার আমদানি হইল শিল্পজাত দ্রব্যে, উহাদের চাহিদা সাধারণত স্থিতিস্থাপক। এই অবস্থায় সেই দেশের আমদানি-রপ্তানি শুলের কিছুটা বিদেশীরা বহন করিবে। কিন্তু যদি বিদেশীদের হাতে এই কাঁচামালের অপর কোন উৎস থাকে, অথবা মাল বিক্রেয়ের বিকল্প বাজার থাকে, তবে তাহারা মোটেই করভার বহন করিবে না। স্থতরাং, দেখা যার যে, খুব কম ক্লেত্রেই এই সকল শুলের ভার বিদেশীদের নিকট অপসারণ সম্ভবপর।

উপসংহাবে আমরা ভাল্টনের ভাষার আমদানি-রপ্তানি শুক্তের করপাত সম্পর্কে মূলনীতি উল্লেখ করিতে পারি। তিনি বলিয়াছেন, "Taxes on imports and exports may be regarded as obstacles to exchange. The direct money burden of any such obstacle is divided between the two parties to the exchange in inverse proportion to the elasticities of their respective demands. In other words, it is divided in direct proportion to the urgencies of their respective needs, which are satisfied by the exchange."

জমি ও বাড়িব পর কর (A tax on land and buildings)

যদি দেশের সকল জমির অর্থনৈতিক থাজনার (economic rent) উপর
কর আরোপিত হয়, তবে তাহার করপাত জমির মালিকের উপর পডে।
সকল জমির অর্থনৈতিক
থাজনার উপর
(surplus), ইহা দামের অস্তর্ভুক্ত নয়, স্থতরাং দাম
বাড়াইয়া জমির ব্যবহারকারীর উপর ইহাকে অপসারণ করা
চলে না। এই উব্ভূত্ত বা থাজনা হইতেই কর দিতে হয়, জমির মালিক
তাই এই কর বহন করিতে বাধ্য হন। কিয়, যদি মালিকেরা উব্তের
সবটুকুই ইতিমধ্যে থাজনা হিসাবে তুলিয়া লইতে না থাকেন, তবে থাজনা
বাড়াইয়া করের কিছু অংশ জমির ব্যবহারকারীর উপর অপসারণ করিতে
পারেন।

যদি দেশের সকল জমির উপর একসংক্ষ কর আরোপিত না হইয়া কোন একটি বিশেষ শস্ত-উৎপাদনকারী জমির উপর আরোপ করা হয়, তবে কিছুটা কর-অপসারণ সম্ভবপর। যেমন, কেবল চা-উৎপাদনকারী তেনান বিশেষ শস্ত উৎপাদনের ব্যবহারের জমির উপর কর আরোপিত হইলে, এই কর এড়াইবার উপর জন্ত ঐ জমিতে চা ব্যতীত অক্তান্ত শস্ত উৎপাদন স্থক হইতে পারে। ফলে চা-এর উৎপাদন হ্রাস পাইবে, ইহার দাম বাডিবে, ক্রেভারা বর্বিত দাম দিতে রাজি থাকিলে করের ভার ভাহাদের

আবার, জমি হইতে উৎপাদনের পরিমাণ অফ্বারী করহার ধার্য কর।

উপর পডিবে।

^{*}Dalton, Public Finance, p. 57.

হইলে করণাত নির্ভর করিবে উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার উপর।
উৎপাদনের পরিমাণ
এই করের দরুণ শশ্রের উৎপাদন-বায় বৃদ্ধি পাইবে,
অমুখানী করের ভার উহাদের দাম বাড়িবে। চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হইলে
করের পূর্ণ পরিমাণে দাম বাড়িয়া যাইবে, ফলে ক্রেতাদের
উপর করপাত হইবে, খাজনা সমানই থাকিবে, জমির মালিক এইকপ
অবস্থায় করাহত হইবে না। অপরপক্ষে, চাহিদা স্থিতিস্থাপক হইলে,
শস্তের দাম বাড়িলে উহার চাহিদা বিশেষভাবে কমিয়া যায়, উৎপাদন হ্রাদ
পায়, প্রাপ্তিক জমিতে উৎপাদন বন্ধ হয়, থাজনা কমে, জমির মালিক কর বহন

বাড়ির উপর কর বসাইলে উহার সর্বশেষ ভার কে বহন করে? ইহার করপাত অন্তত চারিটি শ্রেণীর মধ্যে বিভক্ত হইতে পারে: বাড়ির মালিক, বাড়ের ভাড়াটিয়া, বাড়ির নির্মাতা ও বাড়িতে যে দ্রব্যটির ব্যবসায় চলিতেছে তাহার ক্রেতারা। ইহাদের মধ্যে প্রধান হই শ্রেণীর, অর্থাৎ মালিক ও ভাড়াটিয়ার মধ্যে, সাধারণত করভার বহন করে ভাড়াটিয়ারা, কারণ বাড়ির বাড়ির উপর করের ভার জন্ম চারিট শ্রেণীর উপর বাডিভাড়া বাড়াইলে ভাড়াটিয়ারা যদি অন্তত্ত চলিয়া পড়িতে পারে যাইতে স্কর্ক করেন, তবে বাড়ির মালিক বাধ্য হইয়া করভার কিছুটা বহন করিয়া থাকেন। বাড়ির উপর উচ্চহারে কর বসাইলে বাড়ি-তৈয়ারীর পরিমাণ ক্রমশ কমিয়া যায়,

উচ্চহারে কর বসাইলে বাড়ি-তৈয়ারীর পরিমাণ ক্রমশ কমিয়া যায়,
নির্মাণকারীরা কম পারিশ্রমিক লইতে রাজি হইলে করের কিছুটা অংশ
তাহাদের উপর ঠেলিয়া দেওয়া চলে। বাড়ির উপর উচ্চহারে কর বসাইলে
কম বাড়ি তৈয়ারী হইতে পারে, ফলে বাড়িভাড়া বাড়িয়া যাইবে; এই অবস্থায়
ভাড়াটিয়ারা করভার বহন করিবে। কিন্তু ভাড়াটিয়া যদি দোকানদার হয়, তবে
সে তাহার জিনিসপত্রের দাম অল্ল একটু বাড়াইয়া বর্ধিত ভাড়া ঐ দ্রব্যের
ক্রেতাদের নিকট হইতে আদায় করিয়া লইতে পারে, অর্থাৎ এই কর সে
ক্রেতাদের উপর অপসারণ করিতে পারে।

করের মুল্ধনীকরণ (Capitalisation of Taxes):

করভার এড়াইবার আইনসক্ত উপায় বলিতে গেলে একটিই, ইহা হইল করের মূলধনীকরণ (capitalisation or amortisation of tax)। কোন

ব্যক্তি কোন স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয় করার সময়ে লক্ষ্য করে যে, এই সম্পত্তি হইডে আয়ের উপর কোনরূপ কর আরোপিত আছে কি না। করের মূলধনীকরণ স্থায়ী সম্পত্তির উপর কর আরোপিত থাকিলে উহা হইতে কাহাকে বলে নীট আয় কমিয়া যায়, ফলে নৃতন ক্রেতারা এই সম্পত্তির জন্ত कम माम (मग्र। हेशारक राल करतत मुलधनीकता। करतत পরিমাণকে প্রচলিত স্থদের হারে মূলবনে রূপান্তরিত করিয়া সেই হিসাব অমুযায়ী ক্রেভারা সম্পত্তির জন্ম কম দাম দিতে প্রস্তুত হয়। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি বুঝা যাইবে। মনে কর, একটি বাড়ি হইতে বছরে 100 টাকা ভাড়া পাওয়া যায়। বাজারে প্রচলিত স্থাদের হার হইল বাৎসরিক 5%। এই অবস্থায় ঐ বাড়িটির দাম হইবে 2000 টাকা। মনে কর, বাভি ভাডার উপর 10% হারে নৃতন কর বদান হইল। কর দিবার পরে ঐ বাড়ির নীট আয় দাঁড়াইবে 90 টাকা। বাজারে 5% হৃদের হার অমুযায়ী এই 90 টাকাকে মূলধনে পরিণত একপ করভার এডান করিয়া দেখা যায় বাডিটির দাম হইবে 100 টাকা। সম্ভব বাডির ভবিষ্যৎ ক্রেতারা জানে যে, উহার আয়ের উপর কর আবোপিত হইয়াছে, তাহারা এই করকে মূলধনে রূপাস্তরিত করিয়া, বাড়ির পূর্ব-মূল্য হইতে উহা বাদ দিয়া কম দামে বাড়িট কিনিবে, এইরূপে ভবিষ্যতে চিরকালের জন্ম কর-ভার এডাইয়া যাইবে। এই ক্রেতা ভবিষ্যতে 10 টাকা কর দিবে, কিন্তু সে যে 200 টাকা কম দাম দিয়াছে. সেই 200 টাকার মূলধন হইতেই 5% স্থদের হারে ভাহার 10 টাকা আয় হইবে, তাই প্রকৃতপক্ষে কমদামের মাধামে সে কর এড়াইতে পারিয়াছে। আর বাড়ির

বাড়িব বর্তমান মালিক ছই দিক দিয়াই ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। করের দরুণ তাহার বর্তমান আয় কমিয়া গেল; আর যদি সে এই আয়-য়াস এড়াইবার জন্ত বাড়িটি বিক্রয় করিতে চায় তবে তাহাকে কম দামে বিক্রয় করিতে হইবে। কর-আরোপণের পরবর্তীকালের ক্রেতারা কম দামে সম্পত্তি কিনিয়া করের ভার এড়াইতে পারিবে। এইজন্তই একটি কথা চলিত আছে যে "পুরানো করের কোন কর-ভার নাই" ("an old tax is no tax")।

বর্তমান বিক্রেতা বা মালিক কম দাম পাইয়া এই করভার বহন করিয়াছে।

করের এইরূপ মূলধনীকরণ সম্ভব হয় যদি ইহার অমূক্ল পরিবেশ থাকে, অর্থাৎ কয়েকটি শর্ত বজায় থাকে। প্রথমত, যে সম্পত্তি আয়ের উপর কর আরোপিত হইতেছে উহা দীর্ঘস্থায়ী ধ্রনের হওয়া দরকার। স্থায়ী না হইলে করের ফলে উহা হইতে আয় কমিবে, ফলে যোগান হ্রাস পাইবে। তথন
উহার দাম বাড়িবে। এইরপে করভার ক্রেতাদের উপর
ম্লধনীকরণের
অপক্ত হইবে। বিতীয়ত, করটি এমন হইবে যে, সকল
ধরনের সম্পত্তির উপর ইহা আরোপিত হয় না, কেবল

বিশেষ কোন এক ধরনের স্থায়ী সম্পত্তির উপর ইহা আরোপিত হইতেছে।
সকল ধরনের সম্পত্তির উপর এই কর বসান হইলে লগ্নীকারীরা সর্বএই এই
কর দিতে বাধ্য, অপর কোথাও গেলে এই কর এড়ান চলে না। তৃতীয়ত,
করটি এমন হইবে যাহাতে ক্রেতাদের নিকট অপসারণ করা সম্ভব হয় না।
করের মূলধনীকরণ বলিলে বোঝা যায় সম্পত্তির মূলধনীমূল্য হ্রাস পাওয়া (a
reduction in the capital value of the asset); ইহা তথনই সম্ভব
যদি এই করের অপসারণ সম্ভব না হয়; চতুর্বত, করের পরেও সম্পত্তির
যোগান ও চাহিদার সাধারণ সম্পর্কগুলিতে কোনরূপ পরিবর্তন আসিলে চলিবে
না, উহারা মোটামূটি সমানই থাকিবে। যেমন বাড়ির আয়ের উপর কর
বসান-র পরে যদি হঠাৎ বাড়ির চাহিদা খুব বাড়িয়া যায়, তবে বাড়ির দাম
বাড়িয়া যাইবে, করের মলধনীকরণ না-ও ঘটিতে পারে।

স্থার একটি বিষয় মনে রাখা দরকার। এইরূপ সম্পত্তির উপর কর-হার হ্রাস পাইলে বা ইহাদের বিশেষ কোন স্থবিধা দেওয়া হইলেও একধরনের

বিপরীত দিকেও মূলধনীকরণ দেখা দিতে পারে মূলধনীকরণ ঘটিতে পারে। কোন সম্পত্তির উপব কর-হার হ্রাস বা কোনরূপ বিশেষ স্থবিধাদানের ফলে ওই সম্পত্তির মূলধনী মূল্য বৃদ্ধি পায়। মনে কর, বাড়ি ছাড়া অন্ত সকল প্রকার সম্পত্তির উপর কর আরোপিত হইল। এই

বিশেষ স্থবিধা পাওয়ার জন্ত, এই স্থবিধার আর্থিক পরিমাণকে ক্রেতারা মূলধনে রূপান্তরিত করিবে, এবং বাড়ির জন্ত পূর্বাপেক্ষা বেশি দাম দিতে রাজি হইবে।

অনেক ধনবিজ্ঞানী বলিতে চান যে করের মৃশধনীকরণ একপ্রকার প*চাৎমুখী অপসারণ (backward shifting)। তাঁহাদের মতে নৃতন ক্রেতা সম্পত্তির জন্ম কম দাম দিয়া করের ভার পুরাতন মালিকদের নিকট ঠেলিয়া

কর-অপদারণ ও কর-মূলধনীকরণ এক নয় দিতেছে, তাই ইহা একপ্রকার অপসারণ। কিঁন্ত, করের অপসারণ ও মূলধনীকরণের মধ্যে বিষে পার্থক্য আছে। বিশেষ কোন কর অপসারণের তাৎপর্য হইল প্রতিবার

বিক্রয়ের সময়ে এই করের দক্ষণ জ্বাটির মূল্য কর-পরিমাণ পর্যস্ত কমিয়া যাইতেছে

বিক্রেভার নিকট হইতে কম দামে ক্রেভা দ্রব্যট ক্রয় করিতে পারিভেছে। কিন্তু মূলধনীকরণ হইল করের ফলে ভবিষ্যতে কম আয় হওয়া, বাৎসরিক কম আয়গুলিকে বাজারের স্থানে হারে মূলধনে রূপান্তরণ, তাহার ফলে সম্পত্তির মূলধনী-মূল্য (Capital Value) হ্রাস পাওয়া, একসঙ্গে অনেক বছরের করের হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া,। অধ্যাপক সেলিগ্ম্যান এইজন্ম বলিয়াছেল "If a tax is shifted, it cannot be capitalised; if a tax is capitalised, it cannot be shifted."

করেকটি করের প্রকৃতি ও ফলাফল: আয় কর (Nature and effects of few taxes: Income-tax)

আজকাল পৃথিবীর সকল দেশে কর ব্যবস্থার মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করে আয়-কর। সকল প্রত্যক্ষ করের মধ্যে ইহা সর্বপ্রধান। সকল উৎসের মধ্যে আয়-করের স্থিতিস্থাপকতা খুব বেশি। ক্রমবর্ধ নশীল নীতি অন্ধ্যায়ী ব্যক্তিব প্রদান ক্ষমতার সঙ্গে সামঞ্জন্ত রাখিয়া ইহার হার সাজান চলে। এই কর আদাবের খরচা কম, তাই ইহা খুবই উৎপাদনশীল (productive)। আয়-কব হইতে সরকারের কত আদায় হইতে পারে তাহা মোটামুটি সঠিক পরিমাণে হিসাব করা সন্তবপর। আয়-করের আরও একটি স্থবিধা এই যে ইহাকে অপসরণ করা চলে না, মোটামুটি ইহার প্রত্যক্ষতা (directness) অপরের ভুলনায বেশি।

আয়-কর সম্পর্কে আলোচনার সময়ে আরও ছই ধরণের কর সম্পর্কে জান।
থাকা দরকার। অতি-কর (super-tex) বলিলে বুঝা যায় উধর্ব আয়য়য়য়
সাধারণ হারের তুলনায় বেশি হারে কর আরোপ করা। অনেক সময় সাধারণ
আয়-করের সহিত এইরূপ অতি-কর আরোপ করা হয়।
অতি-কর ও
কোম্পানী কর
ইহাতে ধরিয়া লওয়া হয় য়ে, কোন এক নির্দিষ্ঠ শুরের
পরে টাকার বা আয়ের প্রাপ্তিক উপযোগিতা খুবই কম।
বোধ-কর (corporate-tax) বলিলে বুঝা যায় য়ৌথ মূলধনী ব্যবসায়
প্রতিচান সমূহের মোট মূনাফা বা আয়ের উপর কর। শেয়ার-ক্রেতার মধ্যে
বল্টিত হওয়ার পূর্বে কোম্পানীব আয়ের উপর এই কর আরোপ করা হয়। করআদায়ের ব্যাপারে কোম্পানীকেই ব্যক্তি হিসাবে গণ্য করিয়া এই কর আদায়
করা হয়।

কথা হইল কর আরোপের দিক হইতে দেখিতে গেলে 'আয়' কাহাকে বলে? ধনবিজ্ঞানে 'আয়' বলিলে ইহার তুইটি বৈশিষ্ট্যের কথা মনে আসে: প্রথমত, কিছু সময়ের মধ্যে ব্যক্তি ইহা পাইতেছে (flow of receipts during a period of time) এবং দ্বিতীয়ত, তাহার এই পাওয়া নিম্নলিখিতভাবে অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময় অন্তর বারবার ঘটতেছে (regularity or recurrence)।

আয়কে আবার তিনভাবেও দেখা চলেঃ আসল আয়, মানসিক আয এবং আর্থিক আয়। মূলধন বা শ্রমশক্তি হইতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিয়মিতভাবে দ্রব্যসামগ্রীর যে স্রোভ পাওযা যায ভাহাই আসল আয (Real Income)। এই দ্রব্য সামগ্রী হইতে ব্যক্তি যে তৃপ্তি পার, তাহার সেই দকল উপযোগিতার স্রোতই ব্যক্তির মানসিক আয় (Psychic Income)। আর আর্থিক আয় (Money Income) হইল মূলধন বা শ্রমশক্তির ভাণ্ডার হইতে নির্দিষ্ট সময় অন্তর নিয়মিত কিরপ টাকা সে পাইতেছে। আ্ব বলিলে কি কর আরোপণের দিক হইতে মানসিক আয়ের ধারণা গ্রহণ বুঝা যায় করা চলে না, কারণ ইহা নিতাস্ত অমুভূতির বিষয় এবং সমান আয় পাইতেছে এইরূপ বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে অনুভূতির মাত্রায় বিপুল পার্থক্য দেখা যায়। নিথু তভাবে কোন ব্যক্তির আসল আয় জানিতে পার। অস্কবিধাজনক; ইহার হিসাবও শক্ত। তাই আর্থিক আয়কেই করের ভিত্তি হিদাবে ধর। হয়। কিন্তু ব্যক্তির কর প্রদান ক্ষমতা হিদাব করার ব্যাপারে আর্থিক আয় সম্পূর্ণ নিখুঁত মাপকাঠি হইতে পারে না। অর্থাৎ আয় সমান কর আবোপের সময় ব্যক্তির আয় হিদাব করার সময়ে •টাকা ছাড়াও "অস্তান্ত স্থবিধাগুলি" হিসাব করা হয়। নিজের বাড়ীতে থাকা, বেতনের অংশ হিসাবে কোম্পানী হইতে বিনা ভাড়ায় বাড়ি পাওয়া—এই সকল স্থবিধা যোগ করিয়া ব্যক্তির মোট আয় হিসাব করা হয়।

বাজির আয় হিসাব করার সময়ে একটি গুক্তপূর্ণ বিষয় মনে রাখা দরকার।
মূলধন হইতে যাহা পাওয়া যায় সেই আয় হইতে কর দিতে হইবে কিন্তু
মূলধন কাটিয়া যেন কর দেওয়া না হয়। কারণ তাহাতে দেশের মূলধন হাস
পাইবে। স্থতরাং আয়ের সংজ্ঞা নির্ণয়ের সময়ে মনে রাখা দরকার যেন উহার
মধ্যে মূলনধকে ধরা না হয়। মূলধনকে অকুয় রাখার উদ্দেশ্যে স্থল আয় হইতে

ক্ষ্-ক্ষতিপূবণ বাবদ কিছুটা সরাইয়া রাখিয়া তবেই কর-আরোপণযোগ্য নাট আয় হিসাব করা দরকার। অন্তত বান্তব ক্ষেত্রে সঠিকভাবে প্রয়োগ করার উপযোগী এমন কোন মানদণ্ড বা সংজ্ঞা চাই যাহাতে স্থল আয়ের মধ্য হইতে মূলধন ও আয়ের অংশ স্পষ্টভাবে চিনিতে পারা যায়। Value and Capital গ্রন্থে, অধ্যাপক হিক্দ্ 'আয়' কাহাকে বলে সেই আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন যে, ব্যক্তির আয় হইল সেই সপ্তাহে তাহার মোট ভোগব্যয়, যাহার পরেও সে সপ্তাহ-স্কর্কর অবস্থার মত সমান স্তরে থাকিতে পারে ("a person's income is what he can consume during the week and still expects to be as well off at the end of the week as he was at the beginning.)। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, ব্যক্তি যদি তাহার পূর্ণ আয় ভোগে ব্যয় করে তাহা হইলেও ভবিষ্যতে ঐ পরিমাণ আয় পাইতে তাহার কোন অস্ক্রিধা হয় না। ইহা তথনই সন্তব হয় যদি তাহার মূলধন অক্র্য় থাকে।

কর-কাঠামোকে মোটামৃটি স্থায়সংগত করিয়া তুলিতে হইলে নিয়তম একটি
সীমা পর্যস্ত আয়কে করের আওতা হইতে বাদ দিতে হইবে। করমুক্ত এই
নিয়তম আয়-সীমা স্থির করার সময়ে করদাতার জীবনযাত্রার মান এবং তাহার
আর্থিক দায়িত্বের কথা শ্বরণ রাখা দরকার। উচ্চ আয়স্থাযাতার নীতি
স্তরসমূহে আয়করের হার থুব বেশি রাখা হয়, এই সময়ে
করদাতার আয়ের উপর নির্ভরণীল লোকজনের সংখ্যা হিসাব করা দরকার।
স্থার জোশিয়া স্থ্যাম্প আরও অনেক কিছু বিচার করার কথা বলিয়াছেন।
যেমন, তাহার মতে পরিশ্রম-লব্ধ আয় এবং পরিশ্রম-বিনা আয়ের মধ্যেও পার্থক্য
করা দরকার (earned income and unearned income): প্রথমটির
তুলনায় বিতীয়টির উপর কর-হার অনেক বেশি হওয়া উচিত।

সাধারণত এক বৎসরের মধ্যে আরু হইয়াছে বলিয়া মনে করা হয়, অর্থাৎ সেই বংসর কালীন আয়ের উপরই কর আরোপিত হইয়া থাকে। ক্যালেণ্ডারের

হিদাব ধরিয়া বারে।-মাসের মধ্যে ঐ আয় তথন পাওয়া আয় কথন হাতে আসিব বা কতদিন ধরিয়া উঠা সন্ত হইল অয়েন, তথনই আয়ের স্পৃষ্টি হইয়াছে এইরূপ ধরিয়া লওয়া হয়। মজ্বি মাহিনা স্থদ প্রাভৃতি আয়ের কেত্রে ইহা

কিছুটা সত্য হইলেও মুনাফা বা বয়াল্টির কেত্রে ইহা সত্য নয়। প্রতিটি

ব্যবসায়ের অভিজ্ঞতা হইতেই আমরা দেখিতে পাই যে, ন্তন ব্যবসায় হইতে প্রথমে বেশি আয় হয় না। প্রথমদিকে লোকসান হয়, ক্রেমে ব্যবসায়িক স্থনাম সৃষ্টি হয়, কয়েক বৎসর পরে উহা হইতে নীট আয় হইতে থাকে। আয়ের পরিমাণ কর-যোগ্য স্তরে উঠিলে মনে হয় যেন উহা সেই চল্তি বৎসরকালের মধ্যেই উদ্ভূত হইয়ছে। ফলে সেই করের ভার বেশি বিলয়া মনে হইতে পারে। ডাক্তার, উকিল, লেখক প্রভৃতির আয়ের কথাই ধরা যাউক না কেন। তাঁহারা উপযুক্ত পরিমাণে আয় পাওয়ার পূর্বে অনেক বছর তেমন বেশি কিছু আয় করিতে পারেন না, কিন্তু পরবর্তী কোন বৎসরে আয় বাড়িলে তাঁহারা নিয়মিত আয়শীল ব্যক্তির সহিত সমান হারে কর দেন। ইহা ভায়সংগত নয়। যেমন, কোন এক ব্যক্তি প্রথম পাঁচ বছরে খুব কম আয় করিয়া য়ঠ বৎসর হইতে 10000 টাকা আয় করিতে লাগিল। অপর কোন এক ব্যক্তি প্রথম বৎসর হইতেই ঐ আয় পাইতেছিল। উভয়ের মধ্যে প্রথম ব্যক্তির তুলনায় দ্বিতীয় ব্যক্তির করবহনযোগ্যতা বেশি বিলয়া মনে করা উচিত।

অনেকে তাই কর বহনযোগ্যতার দিক হইতে বিচার করিয়া কয়েক বৎসবের আয়ের গড়কে বাৎসরিক আয় বলিয়া গণ্য করিতে বলেন। ইহার নাম গড়-বৎসর-পদ্ধতি (average-year method)। কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত ইংলণ্ডে এই নীতি গৃহীত ছিল, পূর্ববর্তী তিন বৎসরের গড় আয়কে কর-যোগ্য আয় বলিয়া মনে করা হইত। আবার অনেকে ঠিক পূর্ববর্তী বৎসরের আয়কে

করের ভিত্তি হিসাবে গণ্য করিতে বলেন, যেমন মার্কিন গড়-বংসর পদ্ধতি ও পূর্ববর্তী বংসর পদ্ধতি বংসর-পদ্ধতি (Previous year method)। এই ছইটি

পদ্ধতির পারম্পরিক স্থবিধা-অস্থবিধার কথাও সংক্ষেপে আলোচনা করা যায়।
পূর্ববর্তী-বংসর পদ্ধতির পক্ষে প্রধান বক্তব্য হইল করদাতার নিকট ইহা সরল
ও স্থবিধাজনক (simple & convenient)। কিন্তু এই নীতির ক্রটি হইল
পূর্ববর্তী বংসরটুকু মাত্র হিসাবে ধরিলে কর-ভিত্তি সংকীর্ণ হইয়৷ পড়ে, ইহাতে
করদাতার করদানযোগ্যতার সঠিক পরিমাপ হয় না। এই দোষ গ ৬-বংসর
পদ্ধতির নাই। কিন্তু গড়-বংসর পদ্ধতির অস্থবিধা হইল এই যে, লোকে পূর্বের
ভাল বংসরগুলির হইতে আয় কিছু অংশ সঞ্চিত রাখিল তাহা বিশেষ দেখা য়য়
না, তাই পরবর্তী বংসরে আয় কমিয়া গেলে গড় অম্থবায়ী কর দিতে বেশ কষ্ট
হয়। আয় এবং কর-হার প্রতি বংসরই বদলাইবে এইরূপ ধারণা থাকায়

গড়-বংসর পদ্ধতি লোকে আর ততটা পছন্দ করে না। ইংলণ্ডে এই নীতির সমর্থন আর বিশেষ পাওয়া যাইতেছে না। অর্থনৈতিক উঠানামা এবং করহারে প্রতি বংসর পরিবর্তন, এই ছটি কারণের ফলে পূর্ববর্তী বংসব পদ্ধতির পক্ষে সমর্থন বৃদ্ধি পাইয়াছে। দ্বিতীয় বিশ্ববৃদ্ধের সময় হইতে অবশ্র পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশেই বর্তমান-বংসর পদ্ধতি (currnet year method) প্রয়োগ করা হইতেছে। এই পদ্ধতি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা চলে মাহিনা-ভোগী করদাতাদের উপর। তাঁহারা এই PAYE পদ্ধতিতে (Pay-as-you-earn, অর্থাৎ আয়-করো-আর-দিতে-থাকো) কর দেওয়া খ্বই স্থবিধাজনক বলিয়া মনে করেন। কিন্তু নীতির দিক হইতে ইহার গুক্তবৃর্ণ একটি ভ্রটি হইল বর্তমানের চল্তি আয় হিসাব করার অস্থবিধা। এই পদ্ধতিতে তাই পরবর্তী বংসরে টাকা ফেরৎ দেওয়ার ব্যবহাও (refunds) রাথিতে হয়।

আয়করের ফলাফল লইয়া ধনবিজ্ঞানীরা প্রচুর বিতর্ক করিয়াছেন। আমর। উহার মাত্র কয়েকটি দিক লইয়া আলোচন। করিব। প্রথমেই দেখিতে হইবে ব্যক্তির সঞ্জের ও কাজকর্মের ক্ষমতার উপর আযকরের ফল কি আয়করের প্রভাব কি (effects on peoples ability to work and save)। আয়করের হার যদি এত বেশি রাখা হয় যে ব্যক্তি অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী কিনতে না পারে তাহা হইলে কাজ ও সঞ্চয়ের ক্ষমতা নিশ্চয়ই প্রভাবিত ইইবে। স্থতরাং আয়করের ফলাফল অনেকাংশে নির্ভর করে আয়করের হার, কোন শ্রেণীর আয়ের উপর এই কর আরোপিত হইয়াছে এবং বিভিন্ন আয়সম্পন্ন শ্রেণীর জীবনবাত্রা বিচার করিয়া নিমতম করমুক্তির যে সীমারেখা টানা হইয়াছে—এই সকল বিষয়ের সঞ্জ ও কর্মোগুমের উপর। প্রতিটী করই লোকের হাত হইতে টাকা টানিয়া ক্ষমতার উপর তুলিয়া লয়, তাই আয়করও নিশ্চয়ই তাহাদের সঞ্গের ও কর্মোগুমের ক্ষমতা কিছুটা কমাইয়া দেয়। কিন্তু ইহা সামগ্রিকভাবে সমাজের মোট সঞ্চয় ও কাজের ক্ষমতা কমায় কি না তাহা আনেকাংশে নির্ভর করে কি পদ্ধতিতে কর হইতে পাওয়া টাকা সরকার বায় করেন তাহার উপর। যদি সরকারী ঋণের উপর স্থদ দিবার উদ্দেশ্যে কর-প্রাপ্ত এই টাকাকে ব্যয় করা হয় তবে বণ্ড-মালিকদের আয় বাডিবে বা ক্রয়শক্তির হস্তান্তর ঘটিবে। সাধারণ করদাতার তুলনায় তাহাদের ভোগপ্রবণতা অনেক কম বলিয়া দেশের সঞ্চয় বৃদ্ধি পাইবে। লোকের কাজকর্মের এবং সঞ্চয়ের ইচ্ছার উপর আয়করের প্রভাব কিরূপ সেই সম্পর্কে বহু বিতর্ক হইয়াছে। সংক্ষেপে বলা চলে যে, ইহার অনেকটাই নির্ভর করে করহারের উচ্চতা এবং জনসাধারণের মানসিক অবস্থার উপর।

সঞ্চয় ও কর্মোগুমের ইচ্ছার উপর ষদি লোকে টাকা চায় সমাজে সম্মান ও প্রতিষ্ঠা লাভের উদ্দেশ্যে বা পরিবারেব সকলেব নিরাপত্তার তন্ত, তবে

আয়কর আরোপের ফলে স্বভাবতই তাহাদের কাজের ও সঞ্চয়ের ইচ্ছা বৃদ্ধি পাইবে। অধিবাসীদের মধ্যে বিচার-বিবেচনা, ভবিষ্যৎ চিস্তা প্রভৃতি থাকিলে আয়করের ফলে এই ইচ্ছা নিশ্চয়ই বাডিয়া যাইবে। স্বতরাং এই বিষয়ে আমরা সাধারণভাবে বলিতে পারি যে, ব্যক্তির আয়গত স্থিতিস্থাপকতার উপর ইহা নির্ভর কবে। অস্তাস্থ্য সকল কিছু সমান অবস্থায়, আয়ের জন্ম চাহিদা স্থিতিস্থাপক হইলে আয়করের প্রভাবে সঞ্চয় ও কর্মোগ্রমের ইচ্ছা কমিয়া যাইবে। আবার, আয়ের জন্ম চাহিদা অস্থিতি-স্থাপক হইলে সঞ্চয় ও কর্মোগ্রমের ইচ্ছা বাডিয়া যাইবে।

সঞ্চয়ের উপর আয়করের প্রভাব সম্পর্কে ধনবিজ্ঞানে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ তর্ক আছে। ব্যক্তি যথন আয় করিল তথন সেই সমগ্র আয়ের উপরই সেকর দেয়। কর দেওয়ার পরে অবশিষ্ট আয় হইতেই সে সঞ্চয় করে। মতরাং এই সঞ্চয়-আংশের উপর একবার কর দেওয়া হইয়া গিয়ছে। পরে যথন আবার সেই সঞ্চয় হইতেই আয় স্পষ্ট হইতে থাকে তথন সেই পরবর্তী আয়ের উপর আবার কর আরোপ করা হয়। ইহাতে দেখা যায় যে, আয়কর প্রকৃতপক্ষে সঞ্চয়েব উপর ভবল কর আরোপণ

ইহা দঞ্যের উপর ছুইবার কর-আরোপ করে কি না (Double Taxation)। মার্শাল, পিগু প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ধনবিজ্ঞানীরা আয়করের এই ক্রটির কথা বলিয়া গিয়াছেন। অবশু স্থার জোশিয়া গ্রাম্প এই বিষয়ে

একটু ভিন্ন মত প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার মতে ইহাতে ডবল কর-আরোপণ ঘটে না। কারণ পরবর্তী বংসরের কর ঠিক সঞ্চয়ের উপরই আরোপিত হইতেছে না, উহা আরোপ করা হইতেছে সেই সঞ্চর-জাত আয়ের উপর। সঞ্চয় হইতে আয় হয় 'অপেক্ষা'র দর্জণ স্থতরাং প্রক্রতপক্ষে কর আরোপিত হইল এই 'অপেক্ষা'র উপর, সঞ্চয়ের উপর নয়। এই বিষয়ে আমরা জোশিয়া ট্যাম্পের কথা মানিয়া লইতে পারি, কারণ সঞ্চয় ঘদি পুনরায় আয় স্প্টির কাজে মূলধন হিসাবে নিযুক্ত হয় তবেই আম-করের আঁওতায় পড়ে; কেহ সঞ্চয় জমাইয়া রাখিলে তাহাকে আর বিতীয়বার কর দিতে হইবে না।

সর্বশেষে, আয়করের ভূমিকা সম্পর্কে আজকাল দৃষ্টিভংগী অনেকাংশ বদল হইয়া গিয়াছে। বাণিজাচক্র রোধের কাজে ইহার কার্যবারিতা (contracyclical role) সম্পর্কে আধুনিকবালের ধনবিজ্ঞানীরা ইহার গুরুত্ব ত্রীকার করিয়াছেন। স্বয়ংক্রিয় স্থায়িত্ব সাধক (Antomatic stabiliser) হিসাবে ইহাকে আজকাল বাজেটের মধ্যে অতি উচ্চ আসন দেওয়া হইতেছে। চক্র-বিরোধী করনীতির (counter-cyclical taxation) একটি প্রধান অস্ত্র হইল এই আয়কর। এইরপ কর-নীতির উদ্দেশ্য হইল অপূর্ণ কর্মসংস্থান স্তরে বেদরকারী ভোগ ও বিনিয়োগ ব্যয় বাড়ান এবং পূর্ণকর্মসংস্থান স্তরে এই ভোগ ও বিনিয়োগের বৃদ্ধিকে সীমার মধ্যে রাখা, কারণ তাহা না হইলে মুদ্রাফীতি দেখা দিতে পারে। অপূর্ণ কর্মনিয়োগের স্তরে, যখন উৎপাদক ও ক্রেভাদের মধ্যে উপযুক্ত আশার সঞ্চার হইতেছে না, তখন ফিদ্কাল নীতির প্রধান দিক হইল সরকারী ব্যয়। এই সময়ে করনীতি ততটা সাহায্য আয়করের চক্রবিরোধী করিতে পারে না। এই স্তরের প্রধান কাজ ভোগব্যয় ভূমিকা বাড়ান, যাহাতে বিনিয়োগ-ব্যয় বাডিতে পারে। কিন্তু আয়কর হ্রাস করিয়া ভোগব্যয় সাধারণত বাডান যায় না। নিম্ন আয়স্তরে করভার লাঘৰ করিলে এই বিষয়ে অল্প-কিছু ফল পাওয়া যাইতে পারে। উন্নতির কাল শেষ হইয়া স্নৃদ্ধির যুগে সমাজ প্রবেশ করিলে আয়কর ধীরে ধীরে বাড়ান চলে, যাহাতে ফাট্কামূলক বিনিয়োগ ও আয় সমাজে ততটা বাড়িতে না পারে। সমাজ যত বাণিজ্যচক্রের শার্ষদেশে পৌছিতে থাকিবে, নিম্ন আয়-শ্রেণীর উপর কর তত বাডান দরকার। এইরূপে আয়করকে চক্রবিরোধী কার্যে নিয়োগ করা চলে।

আয়করের বিবিধ সমস্থা (Miscellaneous Problems of Income Taxation):

(১) মূলধনী লাভের সমস্তা (The Problem of Capital Gains)
আয়করের যত সমস্তা আছে উহাদের মধ্যে সর্বাধিক গুক্ত্বপূর্ণ হইল মূলধনী
লাভের উপর কর-আরোপ করার সমস্তা এবং মূলধনী-লোকসানকে কর হইতে
অব্যাহতি দেওয়া। কোন ব্যক্তির হাতে যে মূলধন আছে উহার বিক্রয়-মূল্য

ষদি পূর্বাপেকা বৃদ্ধি পায়, তবে তাহার মালিকের মূলধনী-লাভ হইল বলিয়া মনে করা হয়। মূলধনী দ্রব্য বা সম্পত্তিটির বিক্রেয় করিয়া উহার ব্যয় বা ক্রেমৃল্য অপেকা অধিক নগদ টাকা হাতে আসিলে এই মূলধনী-লাভ ঘটে। অপরপক্ষে বিক্রয় করিয়া ক্রয় মূল্য অপেক্ষা কম টাকা মূলধনী-লাভ ও ক্ষতি পাওয়া গেলে মূলধনী-ক্ষতি ঘটে। স্পষ্টই বুঝা যায় যে, কাহাকে বলে : মূ∻ধনী-লাভ ঘটিলে ব্যক্তির কর প্রদান ক্ষমতা বাড়িয়া যায় এবং মূলধনী-ক্ষতি হইলে তাহার করপ্রদান ক্ষমত। হ্রাস পায়। এইরপ মৃলধনী-লাভ কথনও নিয়মিত ঘটে না; ব্যক্তির আয় পাইবার যে সাধারণ চিরাচরিত পথ আছে, তাহার বাহিরে এই আয় বা ক্ষতি দেখা দেয়। মূলধনী লাভের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে। (১) ইহাদের অনিয়মিত চরিত্র; (১) কর ভার এড়াইবার উদ্দেশ্মে ব্যক্তির খুশিমত ইহাদের ঘটাইবার চেষ্টা করা: এবং (৩) উচ্চমায়গোষ্ঠীদের মধ্যেই ইহার অধিকতর প্রাহর্ভাব। সাধারণ, বাণিজ্য চক্রের সমুদ্ধিকালে মুলধনা-লাভ ঘটিতে থাকে, আর অবনতিকালে মুলধনী দেখা দেয়।

মূলধনী-লাভকে আয় বলিয়া গণ্য করা চলে বলিয়া অনেক ধনবিজ্ঞানী মনে করেন না। তাঁহাদের মতে আয় হইল মূলধন নামক কোন এক ভাণ্ডার বা সম্পত্তি হইতে নিয়মিত ধারায় যাহা পাওয়া যাইতে থাকে সেই স্রোত। মূলধন হইতে উহার আয়কে পৃথক করা সম্ভব নয়, ইহা অনিয়মিত, উহা সূলধনের বিক্রয়-মূলের উঠানামা মাত্র; ইহাকে আমরা ইহাকে মায় বলা চলে কাই আয় বলিয়া গণ্য করিতে পারি না * অপরপক্ষে, ইহা স্পষ্টই যে, মূলধনী-লাভ ঘটিলে করপ্রদান ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, কারণ ক্রম মূল্য অপেক্ষা বিক্রম মূল্য বেশি বলিয়া ব্যক্তির হাতে

টাকার পরিমাণ সরাসরি বাড়িয়া যায়। ইহা কর-আবোপ-যোগ্য, ভাহাভে কোন সন্দেহ নাই।

তবে ইহা ঠিক যে, মূলধনী-লাভকে আমরা আয় বলি বা না-বলি ইহাতে ব্যক্তির কবপ্রদান ক্ষমতা রৃদ্ধি পাইতেছে; এই টাকা তাহার নিকট এমনরূপে ষ্মাসিতেছে যে তিনি উহা ভোগবায় বা সঞ্চয় যাহা কিছু করিতে পারেন। এই টাকা সম্পূর্ণ ব্যয় বা সঞ্চয় করিলেও ভাহার ভবিষ্যুৎ আয় পাইতে কোনবূপ অস্থবিধা হইবে না। তাই উহা করযোগ্য। কিন্তু যদি উহাকে আমরা করযোগ্য বলিয়া মনে করি, তবে মূলধনী-ক্ষতিকেও করের সম্য হিসাব হইতে বাদ দিতে হয়। কয়েক বৎসরকে হিসাব-কাল বলিয়া তবুও ইহা করযোগ্য ধরিতে হয়, সেই সময়ের মধ্যে লাভ ও ক্ষতি পরম্পর কেন মিটাইয়া নীট মূলধনী লাভ-ক্ষতি হিসাব করিতে পারা यात्र। किन्छ এই मञ्चारनात ऋराग थाकिलाई तृह९ राउनात्रीता উहात मोलाङ নিশ্চয় কিছু কর ফাঁকি দিবে। তাহা ছাড়া, বাণিজ্য চক্রের অবনতির যুগে যথন মৃশধনীক্ষতি ক্রমশ দেখ। দিতে থাকিবে তথন সরকার কিছু কিছু মূলধনী ক্ষতিকে স্বীকার করিয়া লন বটে, কিন্তু ইহাব সর্বত্র প্রযোগ স্বীকার করেন না। ভার-নীতির দিক হইতে ত্রুটি থাকিয়া গেলেও কর-শাসনের স্থবিধার দিক বিচাব করিলে এই সকল রাষ্ট্র ঠিকই করেন বলিয়া মনে হয়।

আর একটি কথা আছে। সাধারণ আয়কর যে হারে আরোপিত হয়,
মূলধনী লাভ-করের হারও সেইরূপ হইবে কি না। বলা হইবাছে যে, সাধারণ
ইহার হার কিরূপ চল্তি আয়করের হারে মূলধনী-লাভ-কর আরোপ করিলে
ইবেলা উচিত মূলধনের বাজারে বছবিধ সংঘাত স্ষ্টি হয়, আন্থা ও
বিশ্বাস ভাঙিয়া পড়ে, এবং মূলধনেব বাজারে অস্বাভাবিক ধরনের কাজকর্ম দেখা
দেয়। যেমন, অবনতি-কাল স্কুক হওয়ার সময়ে সকল ব্যবসায়ীরা তাহাদের
শেয়ার বা মূলধনী-সম্পত্তি একসঙ্গে বিক্রয় করিতে উগ্রত হইবে, লোকসান
দেখাইতে পারিলে পূর্বের মূলধনী-লাভের উপর করভার কিছুটা কম হইবে।
স্কুতরাং উচ্চহারে মূলধনী-লাভের উপর কর আরোপ করার অস্ক্রিধা আছে।

(খ) উপার্জিত আয় ও অনুপার্জিত আয় (Earned Income Unearned Income)

আয়কে আরও হুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে; 'উপার্জিভ' আয় ও 'অঞ্পার্জিভ' আয়। সাধারণত মজুরি, মাহিনা এইরূপ পরি শ্রমসাধ্য কাজকর্ম হইতে যে আয় হয় তাহা উপার্জিত' আয় : আবার শেয়ারের লভ্যাংশ স্কুদ প্রভৃতি অনায়াসলক যে আয় তাহাকে 'অমুপার্জিক' আয় বলে।

'অমুণার্জিত' আয়ের তুলনায় স্বল্লহারে 'উণার্জিত' আয়ের কর বসান হউক এইরূপ কথা অনেকেই বলিয়া থাকেন। স্বল্ল আয়বিশিষ্ট শ্রেণীর বেশির ভাগ আয়ই 'উপার্জিত', জীবিকানির্বাহের উদ্দেশ্রেই তাঁহাদেব আয় ব্যয়িত হয়। উচ্চ আয়বিশিষ্ট শ্রেণীর বেশির ভাগ আয়ই 'অমুণার্জিত', এইরূপ আয়ের অধিংকাশ বিলাসব্যসনে ব্যয়িত হয়। বিলাসে ব্যয়িত না হইলেও এই আয় আবার স্থনিশ্চিত ক্ষেত্রে এইরূপ ভাবে বিনিয়োগ হয় য়ে, তাহা হইতে আবাব 'অমুণার্জিত' আয় সৃষ্টি হইতে পারে।

এই সকল যুক্তির বিক্দ্ধে গুইটি কথা বলা হয়। প্রথমত, বিনিয়োগ হইতে আয় অনেক সময় ,উপাজিত' মাহিনা ও মজুরির তুলনায় অনেক বেশি অনিশ্চিত। বিভীয়ত, বিনিয়োগ হইতে তথাকথিত 'অমুপাজিত আয়ের অনেকটাই তাহার বুদ্ধি, দক্ষতা ও ক্ষমতার দক্ষণ প্রাপ্য।

অস্থবিধা হইল এই যে করের উদ্দেশ্তে এই হই প্রকার আয়ের মধ্যে কার্যত পার্থক্য নিরূপণ করা বিশেষ অস্থবিধাজনক। 'উপাজিত' আয়েব তুলনামূলক ভাবে স্থবিধা দেওয়ার একমাত্র পথ হইল নিমতম করম্ক্তির সীমানা যথাসম্ভব উচ্তে রাথা এবং ক্রমবর্ধনশীল হারে আয়কর আরোপ করা।

(গ) আকস্মিক আয় বা অচিন্ত্যপূর্ব মূল্যবৃদ্ধি হইতে আয়ের উপর কর (Tax on windfalls or unearned increment)

আকস্মিক আয় (windfall income) বলিলে বুঝা যায় হঠাৎ কোন উপায়ে কোন ব্যক্তির হাতে বিশেষ কিছু পরিমাণ আয় আসিয়া পড়া। এই আয় সে প্রত্যাশা করে নাই অথবা ইহার জন্ত সে আকস্মিক আয় কাহাকে বলেঃ ইহার ছই রূপ
তিহার মতে, বিনা চেষ্টায় বা বিনা পরিশ্রমে নিজের অজানিতে লোকের সম্পত্তির প্রকৃত মূল্য বাড়িয়া যাওয়াকেই আমরা আকস্মিক

আজানিতে লোকের সম্পত্তির প্রকৃত মূল্য বাড়িয়া যাওয়াকেই আমরা আকম্মিক আয় বলিয়া থাকি। সাধারণভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আমরা তুই ধরনের আয়কর দেখিতে পাই: প্রথমটি হইল জমির মূল্যবৃদ্ধির উপর কর (tax on increment value of land) এবং দিতীয়টি হইল যুদ্ধকালীন অতি-মূনাফার উপর কর (tax on wartime excess profits)। আকশ্মিক আয় বা অচিস্তাপূর্ব মূল্যবৃদ্ধির উপর কর আরোপ করার অপক্ষেবছ যুক্তি দেখান হইয়ছে। ব্যক্তির মোট আয় য়াহাই হউক না কেন, নৃত্ন কোন আয়প্রাপ্তি ঘটিতে পারে এইরূপ ধারণা তাহার মনে কখনই ছিল না, ইহার জন্ত সে কোন পরিশ্রম করে নাই। বর্ধিত এই হঠাৎ-আয় হইতে কিছু পরিমাণ কর দিলেও তাহাকে স্বাভাবিক অবস্থার তুলনায় কোন করে করে আর একটি যুক্তি হইল যে, জমির ক্ষেত্রে অচিস্তাপূর্ব মূল্যবৃদ্ধি ঘটে একাস্কভাবে সামাজিক কারণে। মালিকের বিনা চেষ্টায়, জনসংখ্যার বৃদ্ধি, শিল্পপ্রসার, সহর ও গ্রাম ও জনপদের অর্থনৈতিক উন্নতি স্ব কিছু মিলিয়া জমির এইরূপ অচিস্ত্যপূর্ব মূল্যবৃদ্ধি ঘটে; তাই এই মূল্যবৃদ্ধির কিছু অংশ কর-রূপে রাষ্ট্রের নিকট যাওয়া দরকার।

যুদ্ধকালীন অতিরিক্ত মুনাফা-করের স্বপক্ষেও অনেক যুক্তি দেখান হইয়াছে।
স্যার জোশিয়া স্ট্যাম্পের মতে, রাষ্ট্র বহু বিভিন্ন পদ্ধতিতে অস্তান্ত ক্ষেত্র হইতে
সরাইয়া আনিয়া ব্যবসায়ীদের বহুবিধ উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছে।
বলিয়াই তাহারা এই অতিরিক্ত মুনাফা করিতে পারিয়াছে
২ ৷ অতিরিক্ত মুনাফার
জার তাহা ছাড়া, যুদ্ধকালীন মুনাফা বৃদ্ধির উপযোগী
চাহিদ। ও পরিবেণ স্থাষ্ট করাও রাষ্ট্রের কাজের ফল।
তাই অতিরিক্ত মুনাফার উপর কর বসাইয়া উহার কিছু অংশ রাষ্ট্রের হাতে
তুলিয়া লওয়া খুবই যুক্তিসংগত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

অতিরিক্ত বলিলেই কোন একটি নির্দিষ্ট মান-এর কথা প্রথমে মনে আসে।
যাহার তুলনায় উহা অতিরিক্ত। কোন দেশে যুদ্ধ পূর্ব হুই বংসরের গড়
মুনাফাকে এই মান হিসাবে ধরা হয়, আবার কোথাও বা তিন বংসরের
গড়কে এইরূপ স্বাভাবিক মান হিসাবে ধরিয়া লয়। এই মানের উধ্বের্ব সরাসরি
একটি নির্দিষ্ট হারে (Flat rate) এই কর আরোপ করা হয়।

কিন্তু এই সকল করের আদায়গত বা শাসনগত অস্ক্রবিধা থুবই বেশি।
বেষন জমির মূল্য যদি বাড়ে তবে প্রথমেই আমাদের জানিতে হইবে এই

মূল্যবৃদ্ধি প্রকৃত বা অপ্রকৃত। দীর্ঘকালীন স্থদের হার

অংবিধা

কমিলে বা সকল কিছু দ্রব্যসামগ্রীর দাম বাড়িলে জমির

দাম বাড়িতে পারে। ইহা অপ্রকৃত মূল্যবৃদ্ধি, কর আরোপযোগ্য নহে।

কারণ মালিকের বিনিয়োগের বা টাকার মূল্য কমিয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া,

যদি কোন অঞ্চলে এইকপ মূল্যবৃদ্ধি ঘটিতে পারে কিছুকাল পূর্ব হইতেই এইকপ আশা করা হইতে থাকে, তবে উহাকে আর সম্পূর্ণভাবে আকস্মিক বলা চলে না।

মৃত্যু-কর (Death Duty)

স্থাপুনিক কালে সকল রাষ্ট্রের করকাঠামোতে স্তুলকর একঠি গুল্ত্বপূর্ণ স্থান স্থিকার কবিতেছে। এই করের গুল্ত্ব বেশির ভাগই সামাজিক ও স্থানিতিক; ইহা হইতে রাষ্ট্রের রেভিনিউ আদায় হইবে, তাহা নহে।
কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পরে তাহার সম্পত্তি যথন উত্তরাধিস্থাকর কাহাকে বলে:
কারীব নিকট হস্তাস্তরিত হয় তথন রাষ্ট্রকে এই কর দেওয়ার কথা উঠে। এইরূপ মৃত্যুকর সাধারণত ছই ধরনের: সম্পত্তি-কর (estate duty), উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বলিত হওয়ার পূর্বে সম্পত্তির মৃল্য অন্থায়ী উহা হইতে এই কর আদায় করা হয়।
কর আদায় হইবার পরে ঐ সম্পত্তি উত্তরাধিকারীদের নিকট হস্তাস্তরিত হয়।
(২) অপরটি হইল উত্তরাধিকারী কর (inheritance tax)। ইহাতে মূল সম্পত্তি উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বলিত হইলে প্রত্যেকে যে-অংশ পাইত তাহাকে করের ভিত্তি হিসাবে গণ্য করা হয়।

প্রয়োজনের তাগিদে বিভিন্ন রাষ্ট্র প্রথমে এইনপ মৃত্যুকর আরাপ করিয়াছে, পরে শিক্ষিত জনমতের নিকট ইহাকে গ্রহণীয় করিয়া তোলার উদ্দেশ্যে ধনবিজ্ঞানীরা ও রাজনীতিক পণ্ডিতের। ইহার স্বপক্ষে বহুপ্রকার যুক্তিজ্ঞাল বিস্তার করিয়াছেন। প্রথমতঃ, উপকারিতা তত্ত্ব (benefit মৃত্যুকরের হপক্ষে হুলিনমূহ theory) অনুষায়ী বলা হইয়াছে যে, সমাজে সকল অধিকার স্থষ্টি করিয়াছে রাষ্ট্র। আমার ইচ্ছামত সম্পত্তি অপরকে দান করার অধিকার সম্ভব হইয়াছে রাষ্ট্রের ফলে, এই উপকারের বিনিময়ে সম্পত্তির কিছু অংশ কর হিসাবে রাষ্ট্রের প্রাপ্য। দিত্তীয়ত, ধনতান্ত্রিক সমাজে আয় ও সম্পদ্বৈষম্য দেখা দিবেই। এই সমাজ-ব্যবস্থা বজায় রাখিতে হইলে আয় ও সম্পদ্বিষম্য দেখা দিবেই। এই সমাজ-ব্যবস্থা বজায় রাখিতে হইলে আয় ও সম্পদ্বিষম্যর পরিধি সংকুচিত করা প্রথমাজন। তাই সম্পত্তি-কর বা উত্তরাধিকার-কর আরোপিত হওয়া দরকার। তৃতীয়ত, অনেক সময় ইহার সমর্থনে অতীত-করের তত্ত্ব (back-tax theory) প্রয়োগ করা হয়। অতীতে ব্যক্তির জীবদ্ধশায় কর ফাঁকি দিয়া এই সম্পত্তি গড়িয়া

উঠিয়াছে, তাই মৃত্যুকরের সাহায্যে একেবারে সেই সকল প্রাপ্য আদায় হইয়া हरेशा (शन—व्यानत्क এरेक्नि विलिख ठाएरन। ठजूर्यक, व्याक्षकान हेश ममर्थन করা হয ব্যক্তির প্রদানক্ষমতার নীতি অমুসারে (ability to pay principle) বলা হয় যে, যদিও উওরাধিকারসূত্রে পাওয়া সম্পত্তি একেবারে আক্মিক (windfall) নয়, তবুও ইহার ফলে হঠাৎ ব্যক্তির হাতে করপ্রদানক্ষমতার উত্তব হয়। এইরূপ বিশেষ-যোগ্যভার নীভি (principle of special ability) অমুযায়ী আমরা বলিতে পারি যে মৃত্যুকর সমর্থহীন। পঞ্চমত, করবহন-यোগ্যতার নীতি অমুযায়ী এই কর ওধু সমর্থনীয়ই নয়, ইহার ক্রমবুদ্ধির হারও অবশ্য বাঞ্চনীয়। সম্পত্তির পরিমাণ যত বেশি, করদানের ক্ষমতাও তত অধিক তাই ক্রমবর্ধনশীল হারে এই কর আরোপ করা সম্ভবপর। উত্তরাধিকারের মধ্যে আকস্মিকভার উপাদান যত বেশি, ক্রমবর্ধনশীলভার মাত্রাও তত বাড়ান চলে। মৃত ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্ক যত দূররতী, আকস্মিকতার মাত্রা তত বেশি, করহারও বেশি রাথা সম্ভব। প্রদানক্ষমতার নীতি অনুযায়ী, তাই, মৃত্যুকরকে হুই দিক দিয়া ক্রমবর্ধনশীল করিয়া তোলা চলে: সম্পত্তির আয়তনের দিক হইত, এবং, উত্তরাধিকারীর মৃত্যুব্যক্তির সহিত সম্পর্কের নিকটবর্তিতার দিক হইতে।

সম্পত্তি-কর ও উত্তরাধিকার-করের মধ্যে তুলনা করিলে দেখা যায় যে, প্রথম ধরনের করটি দিতীয় ধরনের অপেক্ষা প্রয়োগের দিক হইতে অধিকতর স্থবিধাজনক। প্রথম ধরনের করটিতে কেবল সম্পত্তির পরিমাণের দিকে তাকাইলেই চলে, কিন্তু উত্তরাধিকার-করটিতে আরও অনেক কিছু বিষয়ের উপর

সম্পত্তিকর ও উর্ত্তরাধিকার করের ভূলনামূলক স্থবিধা ও অস্থবিধা লক্ষ্য রাখিতে হয়। উত্তরাধিকার-করে ব্যক্তির কর-প্রদানক্ষমতা সম্পর্কে অধিকতর নজর রাখা যায়; সম্পত্তি-করে তাহা সম্ভব হয়না। ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, কোন সম্পত্তি উত্তরাধিকারস্ত্রে একজন পাইলে কর হিসাবে

বাহা দেওয়া উচিত আর পাঁচজন পাইলে কর হিসাবে যাহা দেওয়া উচিত—
ইহাদের পরিমাণ সমান হইতে পারে না। প্রত্যক্ষভাবে করভার বহন করে
ব্যক্তি, সম্পত্তি নয়, তাই কেবল সম্পত্তির পরিমাণের দিকে তাকাইয়া
উত্তরাধিকারীদের অংশের কথা বিচার না করিয়া কর আরোপ করা য়ুক্তিসহত
নয়। তবে ইহাদের তুলনার সময়ে উত্তরাধিকার-করের বিরুদ্ধেও অনেক কথা
বলার আছে। যাহাতে কর কম দিতে হয় সেইজভা মৃত ব্যক্তি এমনভাবে

সম্পত্তির বণ্টন নির্দিষ্ট করিয়া যাইতে পাবেন যাহাতে কাহারও থুব কম আবার কাহারও থুব বেশি প্রাপ্য হইল। করদানের পর সকলে সমান পাইবে— এইরূপ ইচ্ছা থাকিলে বেশি দ্ববর্তী সম্পর্কের উত্তবাধিকারীকে বেশি কর দিতে হইবে বলিয়া ভাহাদেরই সম্পত্তির বেশি অংশ দিয়া নিকটবর্তীদের করভার কম বলিয়া কম সম্পত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা তিনি করিতে পারেন। স্কতবাং উত্তরাধিকাব-কর ব্যক্তির মনে সম্পত্তি-বণ্টনের স্বাভাবিক ধরন বদ্লাইয়া দিতে পারে।

আধুনিক কালে কেইন্সীয় ধনবিজ্ঞান এইকপ মৃত্যুকরের পক্ষে আর এক ধরনের সমর্থন তুলিয়। ধরিয়াছে। প্রাচীন ধনবিজ্ঞানীরা আয়-বন্টন চাহিতেন নীতিগত (ethical) কারণে, কিন্তু কেইন্স ও তাঁহার অন্থগামীরা ইহা পছন্দ করেন নিছক বৈজ্ঞানিক কারণে; তাঁহাদের মতে, অর্থ নৈতিক কারণে। প্রাচীন ধনবিজ্ঞানীদের মন ছিল দ্বিধা-বিভক্ত। ক্রত শিল্পপ্রসার ও অর্থ নৈতিক অগ্রগতির প্রয়োজনে প্রভূত সঞ্চয় দরকার, এবং তাহা কয়েকটি হাতে কেন্দ্রীভূত থাকা প্রয়োজন, তাই আয়-বৈষম্য থাকা চাই। ইহা তাঁহারা বিশাস করিতেন। কিন্তু তাঁহাদের নীতিবাধ বা কল্যাণাকাংগা এই আয়-বৈষম্য সহ্থ করিতে পাারত না। দ্বিথপ্তিত-বিবেকের ষন্ত্রণা তাঁহাদের সহ্থ করিতে হইত। কিন্তু কেইন্সের সময়ে ধনতন্ত্রের প্রসার গতি শ্লথ হইরা আসিয়াছে, ইহার অচলাবস্থা

দেখা দিয়াছে। সংকট ও জড়ত্বের কারণ হিসাবে কেইন্স্ কেইন্সায় দৃষ্টতে এই করকে দেখা একটি গুক্ত্বপূর্ণ ফল। অর্থ নৈতিক কাঠামোর প্রাণশক্তি

জাগাইতে হইলে ভোগব্যর বাড়ান দরকার, এবং ইহারই জন্ত চাই স্বন প্রান্তিক ভোগপ্রবণত। সম্পন্ন বনীর নিকট হইতে টাকা সরাইয়া আনিয়া অধিক প্রান্তিক ভোগপ্রবণতাসম্পন্ন দরিদ্রের হাতে উহা তুলিয়া দেওয়া। মৃত্যুকরের সাহাধ্যে ইহা সম্ভব, তাই ইহাকে দেশের আয় ও কর্মসংস্থান বাড়াইবার উপযোগী কর-নীতির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হইয়াছে।

মৃত্যুকরের করপাত (incidence of death duty) কাহার উপর সেই সম্পকে বহু বিতর্ক দেখা দিয়াছে। একদল বলেন যে ইহা মৃত ব্যক্তির উপর, অপর দল বলেন যে ইহা উত্তরাধিকারীদের উপর, এবং তৃতীয় দল বলেন যে, ইহা উপরের তুই এেণীর কাহারও উপর নয়, উহা সেই সম্পত্তির উপর। প্রথম দলের অভিমতে মৃতব্যক্তি ঐ সম্পত্তি বন্টনের অধিকারী, তাই কর-পাত তাহারই উপর। যদি তিনি এমন কোন বীমা ব্যবস্থা বা ভাণ্ডার তৈয়ার করিয়া যান যাহা হইতে কর দেওয়া হইল, তবে প্রকৃতপক্ষে কর-ভার তাহারই উপর পড়িল। কারণ এই বীমা বা ভাণ্ডার তৈয়ার করিতে তাঁহাকে বর্তমানের বিশ্রাম ও ভোগ ত্যাগ করিতে হইরাছে। মৃত্যুকরকে যদি কেহ অপেক্ষমান আয়-কর বলিয়া মনে করে (as deferred income tax) তবে উহার করপাত মৃতব্যক্তির উপরই মনে করা করা চলে। অপরদিকে, বিতীয় মতের পক্ষেও বলার কম নাই। করপাত উত্তরাধিকারীদের উপর কারণ কর তাঁহারাই দেন, মৃতব্যক্তির নিকট

হইতে কর আদায় করা চলে না। উত্তরাধিকারীদের মৃত্যুকরের করপাত: তিনটি মত মৃতব্যক্তির সহিত সম্পর্কের নৈকট্য বা দূরব্তিতা—এই সকল

বিষয় বিচার করিয়া কর আরোপ কর। হয়, স্থতরাং আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি যে করপাত উত্তরাধিকারীদের উপর। এই হই মতের মধ্যে কাহাকেও একেবারে অস্বীকার করা যায় না, তাই এই বিতর্কের অবসান এথনও হয় নাই। আপাত দৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে করপাত নিশ্চয় উত্তরাধিকারীদেরই উপর, কারণ মৃতব্যক্তির পকেট হইতে টাকা বাহির করা চলে না। কিন্তু যদি মৃত্যুর পূর্বে সেই ব্যক্তি করের কথা চিন্তা করিয়া উহা বহন করার উদ্দেশ্রে স্বর্হৎ সম্পত্তি গড়িয়া তুলিতে থাকেন যাহাতে কর দিবার পরেও উত্তরাধিকারীরা স্বথে-স্বছন্দে থাকিবে, অথবা তিনি যদি করদানের উদ্দেশ্রে কোনরূপ বীমার পলিসি বা ভাণ্ডার নির্দিষ্ট করিয়া রাথিয়া যান, তবে কি মৃতব্যক্তির উপরই করপাত বর্তাইল না ? আবার অপরপক্ষে মৃতব্যক্তির উপরই করপাত বর্তাইল না ? আবার অপরপক্ষে মৃতব্যক্তির উপরই করপাত বর্তাইল না করিয়া সম্পত্তি গড়িয়া তোলে, তবে উহার করপাত স্পষ্টতই উত্তরাধিকারীর উপর। করপাত কে বহন করে ইহা তাই মৃতব্যক্তির ইছ্যার উপর নির্ভর করে এবং বিভিন্ন ব্যক্তির মনের ইছ্যা বছ বিচিত্র রূপ লয় বলিয়া এই সম্পর্কে কোনরূপ সাধারণ স্ত্র বা নিয়ম গঠন করা চলে না।

করপাত মৃত ব্যক্তির উপর হইতে পারে, জীবিত উত্তরাধিকারীদের উপর হইতে পারে; আংশিকভাবে উহার কিছুটা উভয়েই বহন করিতে পারে—এই অনিশ্চিত সিদ্ধাস্ত এড়াইবার জন্ম তৃতীয় একদল বলিতে চাহে যে মৃত্যুকরের করপাত জীবিত কি মৃত কাহারও উপর নয়, উহা সম্পত্তির উপর। কিছু এইরূপ উপসংহার গ্রহণ করা চলে না। তাহার কারণ হইল বে, কেবলমাত্র সম্পত্তির পরিমাণের উপরই করের হার নির্ভর করে না, আর তাহা ছাড়া কর দেয় ব্যক্তিরা, কোন বিষয়-সম্পত্তি নিজ হইতে কর দিতে আগাইয়া আসে না।

মৃত্যুকর ও আয়-করের ফলাফল ভুলনা করা দরকার (Comparison of the effects of Death duties and Income-tax)। আমরা জানি, মৃত্যুকরকে অপেক্ষমান আয়-কর (deferred income tax) বলিয়া মনে করা

মৃত্যুকর ও আবায়করের তুলনা চলে। আয়করের ক্ষেত্রে, প্রতি বৎসর আয়ের উপর কর আরোপিত হয়, কিন্তু মৃত্যুকরের ক্ষেত্রে সেই আয়কর প্রতি বৎসর না তুলিয়া অপেক্ষা করা হয়, মৃত্যুর সময়ে একসঙ্গে

পূর্বের সকল কর তুলিয়া লওয়া চলে। ইহাদের মধ্যে যে কোন একটি পদ্ধতিতে সমান পরিমাণ রেভিনিউ তোলা সম্ভবপর। ইহাদের মধ্যে পার্থকা হইল এইটুকু যে আয়করের ক্ষেত্রে করের ভিত্তি (tax base) হইল তাহার বাৎসরিক আয়, আর মৃত্যুকরের ক্ষেত্রে ইহা হইল তাহার সঞ্চিত মূলধন। কিন্তু এই তুলনা আর বেশিদ্র টানা চলে না, কারণ কোন একব্যক্তি সারাজীবন আয় করিয়া কোনরূপ সঞ্চয় না করিয়া সকল আয় বায় করিতে পারে। কেবলমাত্র মৃত্যুকর থাকিলে এই ব্যক্তির নিকট হইতে কোনরূপ কর আদায় করা যায় না। স্নতরাং ইহাদের তুলনা করিতে হইলে ধরিয়া লইতে হইবে যে, বিনিয়োগ-আয়ের উপর কর (a tax on investment income) এবং মৃত্যুকর—উভয়ের তুলনামূলক ফলাফল কি। এই তুই প্রকার করের ফলাফল সাধারণত তুইটি অংশে আলোচনা করা হয়: বাস্তব ফলাফল (physical effects) ও মনস্তান্থিক ফলাফল (psychological effects)।

বাস্তব ফলাফল বিচার করিলে দেখা যাইবে বিনিয়োগ-আয়ের উপর কর অপেক্ষা মৃত্যুকরের প্রভাব ব্যক্তির সঞ্চয়ের পক্ষে অধিকতর হানিকর। বাৎসরিক আর হইতে আয়কর দিতে হয় তাই ব্যক্তি তৎকালীন ভোগব্যয় কমাইরা সেই

কর দিয়া দেয়। কিন্তু মৃত্যুকরের ক্ষেত্রে তাহা হয় না, বাত্তব ফলাফল: আন্তর্কার ভাহার ভোগ কমায় না। তাই ব্যক্তির মূলধন কাটিয়া মৃত্যুকর দেওগার সম্ভাবনাই বেশি, কারণ আয়করের

তুলনায় মৃত্যুকরের আওঁতায় ব্যক্তির দঞ্চয়ের ইচ্ছা তুলনামূলকভাবে কম।

ব্যক্তি যদি মৃত্যুকর দেওয়ার জন্ম বীমাব্যবন্থা করিয়া রাখে এবং প্রিমিয়াম দেওয়ার উদ্দেশ্মে নিয়মিতভাবে ভোগ কমাইয়া সঞ্চয় করিতে থাকে, তাহা হইলেও আরকরের তুলনায় ইহা ব্যক্তিগত মূলধন-সঞ্গায়ের অধিকতর প্রতিকূল। ইংলণ্ডেব কল্উইন কমিটিও এই সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছেন।

কিন্তু সঞ্চয় ও মূলধন-গঠনের মনন্তাত্ত্তিক দিক হইতে বিচার করিলে দেখা ষায় যে, মৃত্যুকর তুলনামূলকভাবে উন্নততর। আয় বাডাইলে কর দিতে হইবে, তাই নির্দিষ্ট কোন এক সীমার পরে ব্যক্তি আর আয় বাড়াইতে না-ও ইচ্ছুক হহতে পারে। এইরূপে আয়কর কাজের ও সঞ্চয়েব ইচ্ছা কমাইয়া দেয়। কিন্তু মৃত্যুকরের এইরূপ কোন বিরূপ প্রভাব নাই, কারণ ব্যক্তি তাহার জীবদশায় কোনরূপ কর দিতেছে না। বংশধরের। সম্পত্তি কম পাইবে এই চিন্তায় অবশ্র কর্মোগ্রম ও সঞ্চয়ের ইচ্ছা কিছুটা কম হইবে, কিন্তু বেশির মনস্তাত্ত্বিক ফলাফল ভাগ লোকই নিজের জীবদশায় ধনী বলিয়া পরিচিত মৃত্যুক্ব উন্নতত্ত্ব হওয়ার অহংবোধ তৃপ্ত করিতে চায়। মৃত্যুকর এই ইচ্ছাকে কোনৰূপ বাধা দেয় না। পুত্ৰকলতের নিরাপত্তা-ই যদি প্রধান লক্ষ্যবস্ত হয ভাহা হইলেও মৃত্যুকর উন্নততর। কাবণ লোকে ইহাদের নিরাপত্তা বাড়াইবার জন্ম কর প্রদানের পরেও সম্পত্তির পরিমাণ বেশি রাখার উদ্দেশ্রে বর্তমানে কর্মোগ্রম ও সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি বাড়াইয়া দিতে পারে। স্থতরাং সঞ্চয় ও কর্মোগুমের ইচ্ছার উপর প্রভাব তুলনা করিলে মৃত্যুকর অপেক্ষাকৃত ভাল।

ব্যয়কর (The Expenditure Tax):

আধুনিককালে অধ্যাপক নিকোলাস্ ক্যাল্ডর (Nicholas Kaldor) করের ভিত্তি (base) হিসাবে ব্যক্তির আয়ের পরিবর্তে তাহার ব্যয়কে গ্রহণ করার কথা বলিয়াছেন। আয় অথবা ব্যয় — কিসের ভিত্তিতে ব্যক্তির নিকট হইতে কর তোলা হইবে, তাহা লইয়া বহুশতান্দী ধরিয়া পৃথিবীতে বায-করের পূনবজীবন বাদাহ্যবাদ চলিয়াছে। হব্সের লেখা হইতে হার করিয়া জন ইৣয়ার্ট মিল, মার্শাল পিশু, আরভিং ফিসার ও আরও অনেকে কবের ভিত্তি হিসাবে ব্যয়কে সমর্থন কবিয়া গিয়াছেন।

বিশেষ কোন দ্রব্যের উপর কর আরোপিত হইলে উহাকে পণ্যকর বা বিক্রেথকর বা আংশিক ব্যয়কর বা বিশেষ ব্যয়কর (Partial outlay tax) বলে। কিন্তু সাধারণ ব্যয়কর (General Expenditure tax) ইহা হইভে পূথক। সাধারণ ব্যয়কর আরোপিত হয় ব্যক্তির মোট ভোগব্যয়ের উপর; ইহা প্রত্যক্ষ করও বটে। আয়-করের মতই নির্দিষ্ট কিছু নিস্কৃতির সীমা (exemption limit) বাদ দিয়া ইহা ক্রমবর্ধমান হারে আরোপ করা চলে।
বিক্রম-কর ও
তবে করের ভিত্তি হিসাবে আয় ও ব্যয় একটু পৃথক বটে।
আর-কর হইতে লোকের মোট আয়ের এক অংশ হইল ব্যয়, অপর অংশ
ইহার পার্থক্য কি
সঞ্চয় বা নীট সম্পদের বৃদ্ধি। স্কতরাং কর-ভিত্তি হিসাবে
আয়ের তুলনায় ব্যয় সংকীর্ণতর। আয়কে যদি সম্পদের নিয়মিত প্রোত হিসাবে
ধরা হয়, তবে এই সম্পদের এক অংশ যাহা ভোগের উদ্দেশ্তে ব্যয়িত হইতেছে,
শুধু সেই অংশের উপরই কর আরোপিত হইবে। যে সকল ব্যক্তি আয়
আপেক্ষা বেশি ব্যয় করে, তাহাদের ক্ষেত্রে আয়কর অপেক্ষা ব্যয়করে কর ভিত্তি
অধিকতর প্রসাবিত।

ব্যক্তির বাৎসরিক মোট ব্যন্ন হিসাব করা যাইবে কি উপায়ে? ক্যালডরের মতে ইহার উপায় হইল: প্রথমে, বৎশরের স্কৃতে তাহার নগদ টাকা ও ব্যাহ্বআমানতের পরিমাণ হিসাব করিতে হইবে; উহার সহিত বৎসরের শেষে সেই
বংসরে তাহার সকল আয় ও উপহার (gifts) যোগ করিতে হইবে। এই যোগফল হইতে বাদ দিতে হয় বৎসরের শেষে তাহার নগদ টাকা ও ব্যাহ্ব-আমানত
এবং এই বৎসরের সকল ঋণদান ও বিনিয়োগ। এইকপে ব্যক্তির বাৎসরিক
ব্যায়ের পরিমাণ জানিতে পারা যায়।

আয়করের তুলনায় ব্যয়কর অনেকদিক হইতেই উন্নত্তর, অধ্যাপক ক্যাল্ডর ইহা মনে করেন। প্রথমত, ব্যক্তির কর্বহন্যোগ্যতার সঠিক পরিমাণ তাহার আয় হইতে পাওয়া যায় না, তাহার ব্যয়ই ইহার উপযুক্ত মানদণ্ড।

১। করবঃনযোগাতার দিক হইতে বিচার করিলে আয়ের মধ্যে অনেক বিষয় ধর। হয় না, বেমন হঠাৎ কোন স্থোগ বা সম্ভাবনা হইতে আয়, অনিয়নিতভাবে মাঝে মাঝে পাওয়া যায় এইরূপ আয় অথবা মূলধনী লাভ প্রস্তি । এই সকল ধরনের টাকা ব্যক্তির করবহন-

ষোগ্যতাকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অথচ আয়ের মধ্যে এই ধরনের বিষয়গুলি ধরা হয় না বলিয়া ইহাদের উপর হইতে কর আদায় করা সম্ভবপর হয় না। কিন্তু ব্যয়করের এই ক্রটি নাই। নিয়মিত বা অনিয়মিত, হঠাৎ লাভ বা মূলধনী লাভ, সম্পত্তি বা পরিশ্রম, যে কোন হত্ত হইতেই ব্যক্তির হাতে টাকা আফুক না কেন, ব্যয় হইলেই উহার উপর কর আরোপিত হইবে।

षिতীয়ত, ক্যাল্ডর এই করের স্বপক্ষে স্থাষ্যভার কথা ভূলিয়াছেন।

এই স্ত্রে তিনি হব্সের বক্তব্য উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, লোকে জাতীয় সম্পদের সাধারণ-ভাগুরে (Common pool) কি পরিমাণ যোগ করিতে পারে তাহা অপেক্ষা এই ভাগুর হইতে সে নিজে কতটা সম্পদ গ্রহণ করিছেছে তাহারই ভিত্তিতে কর দেওয়া উচিত। ব্যক্তির বর্তমান ও প্রত্যক্ষ জীবনযাত্রার মান নির্ভর করে তাহার ভোগব্যয়ের উপর। বর্তমানে সঞ্চয় করিয়া ভবিম্বতে ব্যয় করিলে সর্বশেষস্তরে ভোগের সময় এই করের মাধ্যমে তাহা ধরা পড়িবে। পুরাণো এবং উত্তরাধিকারস্ত্রে পাওয়া সঞ্চয় হইতে বায় করিলে, ভাষ্যতার দিক

হইতে বিচার করিয়া বলা চলে যে, সেই ব্যক্তির কিছু কর ২। স্থাযাতার দিক হইতে বিচার করিলে রাষ্ট্রকৈ নিশ্চয় দেওয়া উচিৎ। স্থায়ের দিকে তাকাইয়া ব্যয়করের স্বপক্ষে আরও অনেক কথা বলা চলে। বিভিন্ন

ব্যক্তির আয় সমান থাকিলেও তাহাদের দায়িত্ব এবং নিজস্ব স্বভাব পৃথক থাকায় ব্যয়ের পরিমাণ পৃথক হইতে পারে। স্কৃতরাং ব্যয়ের পরিমাণই ন্যায়ত করআরোপনের ভিত্তি হওয়া উচিং। তাহা ছাড়া আয়করের বিক্লমে মার্শাল-পিগুফিসারের সমালোচনাও মনে রাখা দরকার। তাঁহাদের মতে আয়করের ফলে
সঞ্চয়ের উপর ডবল কর আরোপন (Double taxation) ঘটে। ব্যক্তির যে
আয় সঞ্চিত হয়, তাহার উপর সে প্রথমে একবার কর দেয়, তাহার পরে সেই
সঞ্চয় হইতে যতবার আয় হয় প্রতিবার ব্যক্তিকে কর দিতে হয়। বায়করে
এইরূপ ঘটে না, কারণ যে অংশ সঞ্চিত হইয়াছে তাহা করের আঁওতার
মধ্যে পড়ে না। তৃতীয়ত, ক্যালভরের মতে আয়করের ফলে সঞ্চয়ের ইচ্ছা
হাস পায়।*

ক্যাল্ডর দেখাইয়াছেন যে, ইংলণ্ডের উচ্চ আয়শ্রেণীর লোকের। আরও
সঞ্চয় করা ছাড়িয়া দিয়াছে, কারণ আয়-করের প্রাস্তিক
ও। সঞ্চয়ের উপর
ইহার প্রভাব
হার (marginal income-tax rates) এত বেশি যে
বর্ধিত সঞ্চয় হইতে আয় বাড়িলে ব্যক্তিকে উহাপেক্ষা
আনেক বেশি টাকা কর হিসাবে দিয়া দিতে হয়। ব্যয়কর আরোপ

^{*&#}x27;income taxes, by reducing the net income from savings, distort the choice of the individual between present and future consumption, by making the latter less attractive than it would otherwise be. Persons are prevented from making their choices in terms of the relative costs to society of providing goods at various times, as reflected in the interest rate. In simple terms, persons are given added incentive to consume new." Due, Government Finance, P 275.

করিলে, এই অবস্থা দ্র হইবে। নানাবিধ ব্যয়ের আতিশয্য লোপ পাইবে, সঞ্চয়ের ইচ্ছা বৃদ্ধি পাইবে। অন্তর্মত দেশসমূহে, তাই, ব্যয়-করের গুরুত আরও বেশি. কারণ এই সকল দেশে উন্নত দেশগুলির জীবনযাত্রার মান "অন্তকরণ করার" ইচ্ছা খুবই বেশি (Demonstration effect)। মূলধন-গঠনে সাহায্য করার কাজে এই করকে তাই প্রয়োগ করা চলে।

চতুর্থত, বিনিয়োগের উপরও আয়করের তুলনায় ব্যয়করের প্রভাব ভাল, ক্যাল্ডর ইহা মনে করেন। আয়-করের ফলে কোম্পানীও ধনীব্যক্তিদের হাত হইতে বিনিয়োগযোগ্য টাকার পরিমাণই কেবল কমিয়া যায় না,

৪। বিনিয়োগের উপর ইহার প্রভাব ৫। কর্মোগ্রমের উপর ইহার প্রভাব

বিনিয়োগের ইচ্ছাও হ্রাস পায, কারণ বর্ধিত আয় হইতে বৃহৎ অংশ আয়কর হিসাবে সরকারকে দিয়া দিতে হইবে। তাই, ক্যালডরের মতে, আযকরের ফলে ঝুঁকিবছল বিনিয়োগে মূলধন নিযুক্ত হইতে চায় না। ব্যয়করের

সেইরূপ কোন অস্ত্রবিধা নাই, কারণ আয় ও সঞ্চয় বাড়াইলে উহার উপর কর আরোপিত হয় না, একমাত্র ব্যয়ের পরিমাণ বাড়িলেই বেশি কর দিতে হইবে।

পঞ্চমত, আয়করের তুলনায় কর্মোগ্যমের উপর ব্যয়করের প্রভাব ভাল ইহাও দেখান চলে, ইহার কারণ হইল সঞ্চয় করিয়া ব্যয়কর এড়ান চলে, কিন্তু আয়কর এড়াইবার কোন পথ নাই।

ব্যাস্করের বিকদ্ধেও যুক্তির কোন অভাব নাই। প্রথমত, ভারের দিক হইতে দেখিলে ইহার প্রধান ত্রুটি হইল পক্ষপাত্রহুইতা (discrimination)। যাহারা অধিক ব্যয় করে বা ব্যয় বরিতে বাধ্য হয় তাহাদেরই উপর কর আদায় হয়; কিন্তু যাহারা ব্যয় না করিয়া টাকা মজুত করে, তাহারা করের হাত হইতে সম্পূর্ণ নিক্কৃতি পাইতে পারে। ইহাতে সঞ্চয়শীল ধনিকদের বা রুপণ লোকদের অধিকতর স্থবিধা; বড পরিবার বা বিভিন্ন কারণে বায় বেশি হয়

ইহা ১। পক্ষপাতত্ত্তী ২। সংকোচনশীল ৩। আধায়গত অস্থবিধা এইরূপ পরিবারের অস্থবিধা। তাই ভায়ের দিক হইতে ইহা আমরা মানিয়া লইতে পারি না। অবশু এই ত্রুটি দ্র করার জন্ত উচ্চহারে মৃত্যুকর বা সম্পদকর বসান চলে; কিন্তু উহাতে এথনই সরকারের আয়র্দ্ধি না পাইবার সম্ভাবনা। বিতীয়ত, মৃত্যাক্ষীতির সময়ে এইরূপ ব্যয়কর মৃত্যাক্ষীতির

প্রতিরোধের জন্ম ভালই কাজ করিতে পারে; কিন্তু সাধারণ অবস্থায় এই

করের প্রভাব সংকোচনশীল (deflationary)। যদি দেশে কিছুট। বেকারি থাকে, তবে ব্যরকরের ব্যবহার উহাকে আরও বাড়াইয়া তুলিবে, এবং অনেক বেশি ঘাট্ভি ব্যয় না করিলে এই অবনতি দূর হইবে না। এই অবস্থায় কিন্তু আয়কর লোকের ভোগব্যয়, বিনিয়োগব্যয় বা কর্মোগ্রম কিছুই বিশেষ কমায় না। শুধু তাহাই নহে। আয়কর অনেকটা অর্থ নৈতিক অবস্থা বা কাঠামোর অঙ্গ লয় ও নমনীয় ধরনের (built-in flexibility) কারণ, চক্রকালীন অবনতির সঙ্গে আপনা-আপনি উহা হইতে আদায় কমে, আবার সমৃদ্ধির সময়ে অয়াকয়ভাবেই উহা হইতে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। তৃতীয়ত, ব্যয়করের অগ্রতম একটি অস্থবিধা হইল ইহাকে স্পষ্টুভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্রে উপযুক্ত সংগঠন গড়িয়া তোলা। আদায়-বিষয়ক অস্থবিধা ইহার একটি অগ্রতম প্রধান ক্রটি।

ব্যয়-করের আরোপ সম্পর্কে সাধারণভাবে ছুইটি পদ্ধতি গৃহীত হইতে পারে। প্রথমত, সারা বৎসরে ব্যক্তির ব্যযের উপর প্রত্যক্ষভাবে কর-আরোপ করা চলিতে পারে। ব্যক্তি যে আ্যব্যাযের হিসাব (returns filled in by individuals) দেয় তাহার ভিত্তিতেই কর আরোপিত হইতে পারে। ইহাকেই আমেরিকায় বলে থর্চা-কর (spendings tax); আর ইংলণ্ডে ইহার নাম ব্যয়কর (expenditure tax)। দিতীয়ত, বিকল্প পদ্ধতি হইল **দ্রব্যসামগ্রীর বিক্রয়ের উপর কব আরোপ করি**য়া বিক্রেতাদের নিকট হ**ই**তে উহা আদায় করা। ইহাকে পণ্যকর (commodity taxes) বলে। বিক্রেতারা ক্রেতাদের নিকট এই পণ্যকরগুলির ভার অপসারণ করিবে, ফলে প্রকৃতপক্ষে দেশের ভোগবায়ের উপর হইতেই এই কর আদায় হইয়া যাইবে। এই চুই পদ্ধতির মধ্যে কোনটি ভাল বা কোনটি মন্দ তাহা ছই ধরনের বায়কর व्यालां हिना कवितल दिया यांत्र (य, श्रव्हा-कव वा वात-कव পদ্ধতির ভালমন্দ প্রত্যক্ষভাবে আরোপ করা চলে, তাই ইহার ভার মোটামুট ইচ্ছামত কাহারও উপর কম বা বেশি হারে চাপান ধায়। ইহার হার ক্রমবর্ধ মান করা চলে, ভায়-অভায়েব বিচার অমুযায়ী বিভিন্ন আয়ন্তরে বা ৰায়ন্তরে হার নিধারণ করা যায়, মুদ্রাস্কীতির বিরুদ্ধে ইহার প্রবল প্রভাব।

কিন্তু সাধারণ পণ্যকরগুলির তুলনায় ইহাতে আদায়ের অস্থবিধা। সাধারণ পণাকরগুলি আদায়ের দিক হইতে স্থবিধাজনক হইলেও ইহার ভার এলোমেলো ধরনের ও প্রগতিবিরোধী, ইহাদের হার ক্রমবর্ধ মান করিয়া ভোলা চলে না, মূদ্রাক্ষীভিবিরোধী ক্ষমতাও ইহাদের কম।

এই কারণে আজকাল সাধারণ ব্যয়করের বদলে বিশেষ বিশেষ দ্রব্যের উপর বিক্রয় কর আরোপ করা হয়, ব্যক্তির সামগ্রিক ব্যয়কে করের ভিত্তি আংশিক ব্যয় কর অংশের উপর কর আরোপ করা হয়। ইহাকে তাই আনেকে আংশিক-ব্যয় কর বা বিনির্দিষ্ট ব্যয়-কর (Partial outlay tax) বলেন।

বিক্রয় কর (Sales tax) ?

বর্তমানকালে ব্যয়ের ভিত্তিতে ষতপ্রকার কর আরোপিত হইতেছে তাহার মধ্যে সর্বপ্রধান হইল বিক্রয় কর।* আপাতদৃষ্টিতে পণ্যসামগ্রীর বিক্রয়ের উপর এই কর আরোপিত হইলেও, কার্যত বিভিন্ন দ্রব্য বিক্রয়করের প্রকৃতি

সামগ্রীর উপর ব্যক্তির ব্যয় হইতেই এই কর আদায় হয়।
সামগ্রিক বিক্রয়কর (general sales tax) সকল প্রকার ব্যয়ের উপর হইতেই কর আদায় করে। কিন্তু সাধারণত এইরূপ সামগ্রিক বিক্রয়কর কোন দেশে দেখা যায় না, নিত্যব্যহার্য খাছদ্রব্য প্রভৃতিকে বিক্রয়করের পরিধির বাহিবে রাখা হয়। এই করের ঐতিহ্ স্প্রাচীন বলিয়া দাবি করা চলে, কারণ কোটিল্যার 'অর্থশাস্ত্রে'ও ইহার উল্লেখ আছে।

বিক্রয়করের স্বপক্ষে অনেক প্রকার যুক্তি দেখান হয়। প্রথমত, বল। হয় যে, বিক্রয়-কর হইতে প্রচুর পরিমাণে রেভিনিউ আদায় করা সম্ভব। কিন্তু শুধু তাহাই নহে। আয়করের তুলনায় বিক্রয়করের রেভিনিউ সাধারণত অধিকতর স্থিতিশীল ধরনের (Revenue from sales tax more stable than that of income tax)। বিক্রয়করের ভিত্তি হইল ভোগব্যয়, আর আয়করের ভিত্তি হইল আয়। কেইন্সীয় মতে আমর। জানি যে, বাণিজ্যচক্রের বিভিন্ন স্বার বাের বাের আয় অপেক্ষা মােট ভোগব্যয় উঠানামা কম হয়। তাই আয়কর

* আবগারী গুক, কাষ্ট্রমদ্ গুক প্রভৃতির ন্যাব 'বিক্রয়করও একপ্রকার আংশিক ব্যবকর (Partial outlay tax)। বিক্রয়করের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে বৃদ্ধিন-মূহ এবং আলোচনা সকলই আংশিক ব্যয়কর সম্পর্কেও প্রধ্যোজ্য। তাই পৃথকভাবে আর আংশিক ব্যয়কর আলোচিত ইইল না। হইতে পাওয়া রেভিনিউর তুলনায় বিক্রয়কর হইতে প্রাপ্ত রেভিনিউ মোটামৃটি
হিলাতে রেভিনিউ বেশি
ও ন্তির

হিলাতে কেনিউ বেশি
ত নিউর

আয়কর ক্রমবর্ধ নিশীল হারে আরোপিত, আর বিক্রয়কর
সমান্তপাতিক হারে। সমাজে সংকটকালে এই ক্রমবর্ধ নিশীলভার দরুণ আয়কর
হইতে রেভিনিউ বিশেষভাবে কমিয়া যায়, কিন্তু সমান্তপাতিক বিক্রয়কর হইতে
আদায় ততটা হ্রাস পায় না। তাই ইহা হইতে রেভিনিউর স্থিরতা আয়করের
তলনায় বেশি।

থিতীয়ত, শাসনভান্ত্রিক দিক হইতে দেখিতে গেলে ইহার স্থবিধা আয়করের তুলনায় অনেক বেশি। যেমন, রাজনৈতিক বা বিভিন্ন কারণে অনেক রাষ্ট্র আয়করের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করার নীতি পছন্দ করে না, আয়করের ফ্রেটিগুলি এখানে নাই, অথচ করেণ সঞ্চয় ও কর্মোগ্রমের উপর উহার সংকোচক-প্রভাব আণাত্বের স্থবিধা প্রবল। এই অবস্থায় ব্যক্তির ব্যয়কে করের ভিত্তি হিসাবে পাইলে খুবই ভাল হয়। যদি আমরা ধরিয়া লই যে,

করভারের সম্পূর্ণ অংশ সম্মুথে অপসারিত হইতেছে, অর্থাৎ সবটাই ক্রেতার নিকট হইতে আদায় হইতেছে, তবে আমরা জানি যে, প্রত্যক্ষ কর হিসাবে আয়কর যাহা করে তাহার তুলনায় ব)য় কর বা বিক্রয়কর পরোক্ষভাবে একই কাজ করে।

তৃতীয়ত, অপুর্ণন্নোত দেশগুলিতে কর শাসন ব্যবস্থা ভাল করিয়া পাড়িয়া উঠে নাই, করপ্রদান বিষয়ে নীভিবোধের মানও বিশেষ উন্নত নয়। এই সকল দেশে বিক্রয়-করের গুক্ত বেশি। এই করের আদায়গত স্থবিধা বেশি আবার থরচও কম। এরূপ কথা প্রচলিত আছে যে, বিক্রয়-কর নিজেই নিজেকে সংগ্রহের ব্যবস্থা করে। সমাজের বিক্রেভারা বিক্রিণ্ড ক্রেভাদের নিকট হইতে কর সংগ্রহ করিয়া রাষ্ট্রের হাতে তুলিয়া দেয় বলিয়া এইরূপ আলারের থরচ ওহালাম বলা হইয়া থাকে। আয়-কর হইতে রাষ্ট্রের কর-আদায়ে কম লুকানো আরের যতটা কালক্ষেপ হয়, বিক্রয় করে ভাহা হয় না, কর আবোপ করার পর হইতেই সরকারী তহবিলে টাকা আসিতে থাকে। এই সকল দেশে উচ্চ আয়করের নিরুৎসাহী প্রভাব (disincentive effect) খুবই ভীত্র, ভাই অনেকে কর-ভিত্তি হিসাবে বায়কেই

গ্রহণ করার পক্ষপাতী। আবগারী শুক্ক একাস্তভাবে পক্ষপাতমূলক

(discriminatory), কিন্তু বিক্রয়-করের এই দোষ নাই। আইনী বা বে-আইনী উপায়ে যাহারা পূর্বে আয়-কর ফাঁকি দিয়াছে বা এখনও দিতেছে, এবং দ্রব্যসামগ্রীর ভোগে সেই টাকা নিয়োগ করিতেছে তাহাদের নিকট হইতে কর আদায় করার প্রকৃষ্ট পস্থা হইল বিক্রয়-কর আবোপ করা।

চতুর্থত, যাঁহার। ব্যয়ের অধিক অংশ নিম আয় গোষ্ঠীর নিকট হইতে তুলিতে
চান তাঁহাদের মতে বিক্রয়-কর আরোপ করাই
বাড়াইতে হইলে যুক্তিযুক্ত। আয়করের তুলনায় বিক্রয়-কর নিম আয়গোষ্ঠীর নিকট অনেক সহজে পৌছিতে পারে। দেশে
ক্রত মুলধন-গঠনের জন্ম তাই অনেকে বিক্রয়-করের স্থপক্ষে কথা
বলেন।

সর্বোপরি, অধ্যাপক হান্সেন্ (Hansen) বলিতে চান যে, আয়ন্তর ও কর্মসংস্থানে তীব্র উঠানামা বন্ধ করার কাজে ইহাকে নিয়োগ করা সন্তবপর। অর্থাং বিক্রয়-করের বাণিজ্যচক্রবিরোধী ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া তিনি মনে করেন। সমৃদ্ধি-যুগের শেষপ্রান্তে উচ্চ বিক্রয়-বাণিজ্যচক্র বিরোধী কর ভোগের পরিমাণ কমাইয়া দেয়, মৃদ্রাম্ফীতির স্থাবিত আন্বন্দ্রারী

শ ক্রি

গতিরোধে সাহায্য করে। ঠিক এইরূপ, সংকটকালে.

বিক্রয়করের হ্রাস এবং সেই সঙ্গে পূবের আদায় করা
টাকার ব্যয় উন্নতির পথ প্রশস্ত করিবে। এই কাজ ছাড়াও বিক্রয়করের অন্তান্ত
ভূমিকা কম নাই। যেমন, যুদ্ধকালীন মুদ্রাক্ষীতি রোধ করার উদ্দেশ্তে
দেশের ভোগব্যয় কমান প্রয়োজন, তথন এই কর আরোপ কবা চলে।
করের দক্ষণ ভোগাদ্রব্যের দাম বাড়িবে, তাই ভোগব্যয় হ্রাস পাইতে
থাকিবে।

বিক্রয়করের বিরুদ্ধে বছ প্রকার আলোচনা হইয়াছে। প্রথমত, ইহার
অর্থনৈতিক প্রভাব বাঞ্চনীয় নয় অনেকে এইরূপ বলেন। একটি টাকা
আয়কর আদায় করিলে সমাজের মোট ব্যয়ের উপর উহার ফল ততটা নয়,
কিন্তু একটি টাকা ব্যয়কর বা বিক্রয়-কর আদায় করিলে
অর্থনৈতিক প্রভাব
বাঞ্নীয় নয়
বাঞ্নীয় নয়
ব্যয়ের উপর এইরূপ করের প্রভাব ভাল নয় বলিয়া
তাই অনেকে মনে করেন। দেশ যখন অপূর্ণ কর্মসংস্থান স্করে আছে বা
বাণিজ্যচক্রের সংকটের যুগে বিক্রয়করের ফলে লোকে ব্যয় কমাইয়া সঞ্চয়

বাড়াইতে প্রবৃত্ত হয়, ফলে মোট ভোগব্যয় সংকুচিত হয় এবং দেশের সংকট গভীরতর হইয়া উঠে।

দিতীয়ত, বিক্রয় করের বিরুদ্ধে সর্বাপেক্ষা শুরুত্বপূর্ণ যুক্তি হইল ইহা প্রায়নীতির বিরোধী। বিক্রয়কর আরোপিত হয় সমামুপাতিক হারে, তাই
নিমে আয়-গোষ্ঠার উপর করভার তুলনামূলকভাবে বেশি।
তালনীতির বিরোধী
উপরস্ক, উচ্চ আয়-গোষ্ঠাতে আয়ের অধিক অংশ সঞ্চিত্ত
হয়, তাই করভারের সামগ্রিক বল্টন অধোগতিমূলক বা ক্রমপতনশীল (regressive)। নিম আয়-গোষ্ঠার লোকের তুলনায় উচ্চ আয়গোষ্ঠার লোকের।
সাধারণত তাহাদের আয়ের কম অংশ ব্য়য় করে। শুধু তাহাই নহে। উচ্চ
আয়-গোষ্ঠার লোকের ব্যয়ের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হইল ব্যক্তিগত সেবামূলক কাজকর্ম। ইহাদের উপর কর আরোপিত নাই, তাই এই করের
অধোগতিত্ব (regressiveness) আরও বেশি।

করের অধাগতিত্ব ভাল কি মন্দ তাহা আজকাল আর আলোচিত হয় না, কারণ করভার বণ্টন সম্পর্কে সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তির মত হইল ইহা ভাল নয়। অপরপক্ষে সমগ্র কর-কাঠামোর প্রকৃতি ক্রমবর্ধনশীল হইলে উহার মধ্যে কোন বিশেষ একটি কর অধাগতিম্লক হইতে পারে। তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। এই করের এই ক্রমিট দূর করার উদ্দেশ্যে সাধারণত খাতা বস্ত্র ও নিম্ন আয়-শ্রেণীর ব্যবহার্য দ্রব্যানি করের আঁওতা হইতে বাদ দেওয়া যাইতে পারে।

তৃতীয়ত, বিক্রয়করের কর ভারের বণ্টন সম্পর্কে আরও অনেক আলোচনা করা হইয়াছে। যেমন বলা হইয়াছে যে, এই কর পক্ষপাত্যন্তই। আদায়গত অপ্রবিধার জন্ত কতকগুলি দ্রব্যের উপর কর আরোপ করা ইলা খুবই পক্ষপাত চলে না, যেমন ব্যক্তিগত সেবাকার্য, বৈদেশিক ভ্রমণ, স্থসজ্জিত দামী বাড়ি প্রভৃতি। ইহার ফলে এই সকল দ্রব্য যাহারা বেশি ব্যবহার করেন, অন্তের তুলনায় ভাহারা এই কর বেশি পরিমাণে এড়াইয়া চলিতে পারেন। সমান আয়বিশিষ্ট পরিবার গুলির মধ্যে লোক বেশি থাকায় বড় পরিবারকে বেশি কর দিতে হয়, আর লোক কম থাকায় ছোট পরিবার করভার কম বহন করেন। অবশ্র থাত্য ও বস্ত্রের উপর কর না থাকিলে বড় পরিবারের বিরুদ্ধে এই পক্ষপাত অনেকটা কমিয়া যায়।

উপসংহারে বলা চলে যে, এই সকল বিরোধিতা থাকা সত্ত্বেও বিক্রম্বর

আবোপিত হইবেই কারণ ইহার পক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য আছে যাহার निकछ नकल युक्तिहे भान इहेशा यात्र। हेहा हहेल, এहे কিন্ত আজকাল সর-করের উৎপাদনক্ষমতা খুবই বেশি। আধুনিক কালের কারের টাকার রাষ্ট্রগুলি বেকারি ও অসম্ভোষ দুর করিয়া কোন মতে এই প্রযোজন বেশি ব্যবস্থাকে বাঁচাইয়া রাখিতে চায়। তাই বিভিন্ন দিকে রাষ্ট্রীয় ব্যয় বাড়িয়া গিয়াছে। তাহার জন্ম রাষ্ট্রেব হাতে বেশি টাক। থাক। দরকার, তাই বিক্রয়করের গুরুত্ব এত বেশি। বন্টনের উপর প্রভাব খারাপ থাকা সত্ত্বেও তাই এই করের প্রয়োগ একেবারে বাদ দেওয়। চলে না। তবে বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে ইহার এই ত্রুটি কিছুট। দূর হইতে পারে। যেমন, বহু বিন্দু কর (Multi-point tax) অপেক্ষা এক-বিন্দু কর (Single-point tax) ভাল। যদি কোন দ্রব্য প্রতি-বার হাত-বদলের সময় বিক্রয়কর দিতে হয়, তবে সর্বশেষ স্তারের ক্রেডাকে বেশি করভার বহন বিভিন্ন ধরনের বিক্রয করিতে হয়। কিন্তু একবার একটি স্তরে, খচরা বিক্রয়ের কর উপর যদি করটি আরোপিত থাকে, তবে দামের সঙ্গে কর যোগ হয় কম। করের পিরামিড-গঠন (phenomenon of tax-pyramiding) তথনই ঘটতে পারে, যদি করটি প্রতি-স্তবে আদায়-শোগ্য হয় এবং প্রত্যেক ব্যক্তি পরবর্তী স্তরেব ব্যক্তির উপর করভার অপুসারণ করিয়া দিতে পাবে। এইবাপ করের ভার লাঘৰ করার উদ্দেশ্যে ফার্ম বা বাব নায়ীর। লম্বনথী প্রদারণ স্থক করে (vertical expansion)। ইহা সম্ভব হইলে বহু বিন্দু করটি প্রকৃতপক্ষে এক-বিন্দু করে পরিণত হইয়া পড়ে, একমাত্র খুচরা বিক্রয়ের সময় করপ্রদানের কথা উঠে। আদাযের স্থবিধা বিবেচনা কবিলেও দেখা যায যে, এক-বিন্দু কর তুলনামূলক ভাবে অধিকতব স্প্রবিধাজনক।

जबूशीलनी

- 1. What are taxes? Discuss the principles that underlie the system of modern taxation.
 - 2. Enumerate the principles that should guide the system of taxation.
 - B How would you justify the principle of progressive toxation?
 - 4. Examine critically the case for a system of progressive taxation.
- 5. Distinguish between Progressive and Proportional taxation and consider their advantages and limitations
 - 6. On what grounds can you justify the principle of progressive taxation?

- 7 Discuss how equity in taxation can be ensured.
- 8. How far Income is a satisfactory measure of ability to pay?
- 9. Discuss the concept of taxable capacity. Do you consider it totally useless?
- 10. "Unless hedged about with many qualifications and assumptions the taxable capacity of a community is a phrase which has very little meaning" (Dalton)—Explain.
- 11. Discuss the factors that determine the shifting and incidence for taxation.
- 12. Discuss the incidence of a tax under (a) Perfect Competition, and (b) Monopoly.
 - 18. How far, in your opinion, the moome tax may be shifted?
- 14. Discuss wherein lies the incidence of (a) Income tax, (b) a tax on Monopoly, (c) Customs duties. (d) a tax on Land & buildings.
- 15. What is meant by Capitalisation of taxes? Discuss how far 'an o'd tax no tax'?
 - 16. Discuss the effects of taxation on will to work and save
 - 17. Discuss the concept of taxable income.
 - 18. How far Income tax checks the incentive to work— and save?
 - 19 What is a Capital gains tax? Discuss its nature and effects.
 - 20. Discusse the importance and effects of Death duties,
 - 21. What is Expenditure tax? Do you support it instead of Income tax?
 - 22. Discuss the importance and effects of Sales tax in a modern economy
- 28. Write short notes on: (a) gift, tax, (b) customs, Excise and use taxes.
 - 24. Compare Income tax and Death duties.
 - 25. Discuss the use of Partial outlay taxes on welfare grounds.

সরকারী ঋণ

Public Debt

আম হইতে ব্যয় অধিক হইলে ব্যক্তির তাম রাষ্ট্রকেও সেই ফাঁক ঋণ করিয়াই পূরণ করিতে হয় বটে; কিন্তু ব্যক্তিগত ঋণ রাষ্ট্রীয় ঋণে মথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়।

(১) রাষ্ট্র জনদাধারণের নিকট হইজে জোব করিয়া বা বাণ্যতামূলক ভাবে ঋণগ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু ব্যক্তি কাহারও উপর জোর থাটাইতে পারে না। (২) সরকারী ঋণ সম্পূর্ণ অপরিশোধ্য বা চিরস্থায়ী ধরনের হইতে পারে, কবে ইহা শোধ দেওয়া হইবে দে-সম্বন্ধে ব।ক্তিগত ঋণ ও রাষ্ট্রীয কোন তারিথ নির্দিষ্ট না-ও থাকিতে পারে, কিন্তু ব্যক্তি ঝণেব পার্থক্য অনির্দিষ্ট কালের জন্ম ঋণ অপরিশোধনীয় অবস্থায় রাখিতে পারে না। (৩) রাষ্ট্র নিজের নাগরিকদের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ কবিতে পারে, কিন্তু কোন ব্যক্তি নিজের নিকট হইতে ঋণ পাইতে পারে ন। (৪) ব্যক্তি ঋণ পরিশোধ করিতে না পারিয়া দেউলিয়া হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্র দেউলিয়া হয় না। (৫) রাষ্ট্র নূতন কাগজী অর্থ প্রস্তুত করিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে পারে, বা পুরাতন ঋণ শোধ দিতে পারে, কিন্তু ব্যক্তির সেইরূপ কোন স্থবিধা নাই। (৬) ঋণ পরিশোধের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র বাধ্যতামূলক কর বসাইতে পারে, ব্যক্তির পক্ষে তাহা সম্ভব নহে। (৭) দেশে দ্রবাসামগ্রীর উৎপাদন, বণ্টন প্রভৃতি ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় ঋণের প্রভাব ও ফলাফল ব্যক্তিগত ঋণের প্রভাব ও ফলাফল হইতে পুথক ও ব্যাপক।

ক্লাসিকাল ধন-বিজ্ঞানীদের মতে বাষ্ট্র যত কম ঋণ করে ততই ভাল এবং বিশেষ প্রয়োজন না হইলে রাষ্ট্রের ঋণ করা উচিত নহে। কিন্তু দেখা যায় কয়েকটি অবস্থায় রাষ্ট্রীয় ঋণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতেই হয়। (১) যদি

রাষ্ট্রায় ঝণের **ব্**ক্তি-সঙ্গত কারণসমূহ স্বাভাবিক অবস্থায়, হঠাৎ কোন অচিম্ভাপূর্ব কারণে আয়ের তুলনায় ব্যয় অধিক হইতে থাকে, তাহা হইলে ঋণ না করিয়া

উপায় নাই। যুদ্ধ প্রভৃতি অস্বাভাবিক অবস্থায় এত অধিক বায়েব প্রয়োজন হইয়া পড়ে, তথন কর-রাজস্ব হইতে সকল ব্যয় নির্বাহ করা

বায়েব প্রয়োজন হইয়া পড়ে, তথন কর-রাজস্ব হইতে সকল বায় নির্বাহ করা সম্ভব নাও হইতে পারে। (২) অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্র নিজেই অর্থনৈতিক উপাদানসমূহের পূর্ণনিয়োগের উদ্দেশ্যে বা বিশেষ ধরনের শিল্প বাবসায় প্রভৃতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে বায় করেন; এরপ অবস্থায় রাষ্ট্রীয় ঋণের সাহায়ে সেই অর্থ তোলা চলিতে পারে। এই ধরনের বায় প্রক্রতপক্ষে মূলধন-বিনিয়োগ, ইহা হইতে ভবিষ্যতে অধিকতর সম্পদ বা আয় স্পষ্টি হইবে, স্ক্তরাং বর্তমানে ঋণ করিয়া সেই ঋণভার ভবিষ্যতের উপর বিস্তৃত করিয়া রাখ। চলে। এই সকল বাষ্ট্রায় বিনিয়োগ হইতে ভবিষ্যতে যে-আয় হইবে তাহা হইতেই স্কদসহ উহা পরিশোধ করা চলিবে।

আালেন্ ব্রাউনলীর মতে আধুনিক কালে রাষ্ট্রীয় ঋণের উদ্দেশ্ম হইল
প্রধানত তিনটি,ঃ (ক) যে-সকল উপকরণ ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে
আনত ব্যবহৃত হইত, তাহাদের সরাইয়া আনিয়া সরকারী ক্ষেত্রে
নিযোগ করার উদ্দেশ্ম, (খ) অব্যবহৃত বা অনিযুক্ত
উপকবণগুলিকে ব্যবহারের বা নিয়োগেব উদ্দেশ্ম, এবং (গ। আন্স্মিক প্রয়োজন
মিটাইবার উদ্দেশ্য।

সাধাবল হারে স্থদ প্রদান করিয়া যদি উপযুক্ত পরিমাণে ঋণ আকর্ষণ করা
না বান তাহা হইলে অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ কতকগুলি
করার বিশেষ গন্ধতি প্রদৃতি করিয়া জনসাধারণকে অধিক ঋণ দানে
সমূহ প্রােচিত করার চেষ্টা হয়। যেমন, (১) ঝণ প্রদান
করিলে উহা হইতে প্রাপ্ত স্থানকে আয়কর হইতে অব্যাহতি

প্রদান, (২) কর-প্রদানের সময়ে সরকারী ঋণপত্রসমূহের মূল্য জনিক ধরিতে দেওয়া, (৩) ঋণপত্রের লিখিত-মূল্য অপেক্ষা কমমূল্যে উহা বিক্রন্ন করা, যেমন, 100 টাকার সরকাবী ঋণপত্র 99 টাকাতে বিক্রন্ন করা, (৪) ঋণপরিশোধেব সময়ে ঋণপত্রের লিখিত-মূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্য প্রদান (যেমন 100 টাকার ঋণপত্র পরিশোধের সময় 102 টাকা ফেরৎ দেওয়া)।

রাষ্ট্রীয় ঋণের পক্ষে যুক্তি হইল, (১) ইহা মারা আকম্মিক প্রয়োজন মিটানো

সম্ভবপর হয়। কর আদায় কর। সমর্যাপেক্ষ, ইতিমধ্যে ব্যয়ের প্রয়োজন উপস্থিত হইলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট রাষ্ট্র স্বল্পকালীন ঋণগ্রহণ করে (Ways

রাষ্ট্রীয় ঋণের পক্ষে যু**ক্তি** বা ঋণের উপকারিতা and Means Advances); অথবা, বাজার হইতে সরকারী বিল ভাঙাইয়া লয় (Treasury Bills)। (২) দার্ঘকালীন ঋণ ব্যতীত দার্ঘকালীন বিনিয়োগের কাজ

গ্রহণ করা সন্থব নহে। (৩) যুদ্ধের সময়ে কর দারা ব্যয় নির্বাহ করা অপেক্ষা ঋণ দারা ব্যয় মিটানো তুলনামূলকভাবে গ্রহণযোগ্য নীতি।
(৪) জনসাণারণের পক্ষে ইহা নিশ্চিত ও কম-রু কিসম্পন্ন অর্থ-বিনিয়োগ, ফলে দেশে সঞ্চয় বৃদ্ধি ও মূলধন-গঠন স্বরাহিত হয়। (৫) সরকারী ঋণপত্রসমূহ দেশের ঋণ-ব্যবস্থাকে উন্নত করে এবং ঋণের পরিমাণ নিয়ন্তরন সাহায়্য করে (থোলাবাজারে কার্যকলাপ প্রভৃতির দারা), মূদ্রাস্ফীতির নিয়ন্ত্রণ এবং সংকট্রাণ ঘটায়। (৬) অর্থনৈতিক উন্নতি ও প্রসার ঘটাইবার পক্ষে উপযোগী আর্থিক নীতি ও কৌশল হিসাবে রাষ্ট্রীয় ঋণ কাজ করে। শিল্লে উন্নত দেশসমূহে পূর্ণ কর্মসংস্থানে পৌছানো অথবা, অমুন্নত দেশসমূহে অর্থনৈতিক অগ্রগতি স্বরাহিত করা রাষ্ট্রীয় ঋণের অন্যতম প্রধান স্ক্ষল।

রাষ্ট্রীয় ঋণের ত্রুটি হইল (১) ঋণগ্রহণের স্থবিধা থাকিলে অযৌক্তিক বা অপ্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ব্যয়ের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র অথবা ঋণগ্রহণে প্রলুক্ক হইতে পারে। (২) সরকারী রাজনৈতিক দল স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ইহাকে ব্যবহার করিতে পারে। (৩) বিদেশ হইতে ঋণ সত্যই বিশেষ ভারবহুল, কারণ জাতীয়

রাষ্ট্রীয় ঋণের বিপক্ষে বৃক্তি বা ঋণের অপকারিতা আয়ের একাংশ স্থদ প্রদান ও ঋণ পরিশোধের মারফৎ বিদেশে চলিয়া যায়। (৪) প্রভৃত রাষ্ট্রীয় ঋণের ফলে করের পরিমাণ ও হার খুবই বেশি হইতে থাকে (স্থদ প্রদান ও ঋণ পরিশোধের প্রয়োজনে)। ইহার দরণ দেশে কর্মোজন

ও সঞ্চয়ের ক্ষমতা এবং স্পৃহা কমিতে পারে। (৫) স্থাদের ভার অধিক হওয়ায় উহার আদেশ ভার কমাইবার উদ্দেশ্যে সরকার অনেক সময় 'স্থলভ অর্থের নীতি' (Cheap Money Policy) গ্রহণ করে; দেশে অত্যধিক পরিমাণ ঋণপত্র প্রভৃতি ছড়াইয়া পড়ায় মৃল্বনের বাজারে ফাটকাদারির স্থবিধা হয়, দামস্তর অন্থিতিশীল (Unstable) হইয়া পড়ে, ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক অন্থিরতা দেখা দেয়।

রাষ্ট্রীয় ঋণের শ্রেণী বিভাগ (Classification of Public Debt) । বিভিন্ন দিক হইতে বিচার করিয়া রাষ্ট্রীয় ঋণকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়।

- (১) কোন্কর্পক্ষ ঋণগ্রহণ করিতেছে সেই জকুষায়ী ঋণকে কেন্দ্রীয় ঋণ, প্রাদেশিক বা রাজ্য-ঋণ এবং স্থানায় ঋণ প্রভৃতিতে বিভক্ত করা যাইতে পারে।
- (২) যাদ জোর করিয়া ঋণ আদায় করা হয়, তাহা হইলে তাহাকে বাধ্যতা-মূলক ঋণ বলে, আরে যদি ব্যক্তির ইচ্ছার উপর ঋণদান ছাড়িয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে উহাকে স্বেচ্ছামূলক ঋণ বলা হয়।
- (৩) রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ অধিবাদীদের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিলে তাহাকে আভ্যন্তরীন ঋণ বলে, এবং বিদেশের অধিবাদীদের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিলে তাহাকে বাহ্য ঋণ বলা হয়।
- (৬) নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঋণ পরিশোধ করা হইবে যদি এইরূপ প্রতিশ্রুতি দেওয়া থাকে তাহা হইলে তাহাকে নির্দিষ্ট-পরিশোধ্য (Redeemable) ঋণ বলে; আর, যদি এই ঋণ পরিশোধের কোন সময়-সীমা নির্দিষ্ট কারয়া দেওয়া না হয় তাহা হইলে উহাকে আনির্দিষ্ট-পরিশোধ্য (Irredeemable) ঋণ বলা হয়।
- (৫) অতি-দীর্ঘকাল পরে ঋণ পরিশোধ করা হইবে, এইরপ ঋণকে দীর্ঘআবদ্ধ ঋণ (Funded Debt) বলে; এবং স্বর্রকালের মধ্যে, যেমন এক
 বৎসরের মধ্যেই ঋণ পরিশোধ করা হইবে এইরপ ঋণকে স্বল্প-আবদ্ধ ঋণ বা
 ভাসমান ঋণ (Unfunded Debt or Floating Debt) বলা হয়। এই
 সকল শল ইংলত্তে একটু পৃথক অর্থে ব্যবস্থাত হয়। যেমন ইংলত্তে দীর্ঘ-আবদ্ধ
 ঋণ বলিতে বোঝায় এমন ঋণ যাহার স্থদ দিতে সরকার আইনত বাধ্য, কিন্তু
 মূল-পরিমাণ (Principal) পরিশোধ করিতে বাধ্য নহে। ইহা ভাই স্থায়ী
 ধরণের ঋণ, যেমন কন্সলস্ (consols)। অপরপক্ষে, স্বল্প-আবদ্ধ ঋণ
 বলিতে বোঝায়, যে ঋণ নির্দিষ্ট কোন ভারিখের মধ্যে পরিশোধ করিয়া লইতে
 ভাইবে।
- (৬) অনেক সময় রাষ্ট্র আনুষ্টির ছারা ঋণ গ্রহণ করে। এই আনুষ্টিটিল সমাপনীয় (Terminable) বা চিরস্তনীয় (Perpetual) হইতে পারে। প্রথমক্ষেত্রে, কয়েক বৎসর যাবৎ স্থদ ও মূল-পরিমাণের কিছু অংশ

প্রদান করিয়া ঋণ পরিশোব কর। হয়। দিভীয় ক্ষেত্রে, যতদিন আাছুইটি-ক্রেতা (Annuitant) বাঁচিয়া থাকেন ততদিন রাষ্ট্র নিয়ামতভাবে স্থান পরিমাণের কিছু অংশ প্রদান কবিতে থাকে এবং তাঁহার মৃত্যুর পরে ঋণ পরিশোধ কর। হইয়াছে এইরূপ ধরিয়া লওয়া হয়।

(१) ঋণেব দারা অর্থ তুলিয়া যদি এরপভাবে ব্যয় করা হয় যাহাতে (ক) সেই মৃল্যের সম্পত্তি রাষ্ট্রের হাতে থাকে, বা ।খ) সম্পত্তি হইতে এমন আয় হয় যাহার দারা স্থদ প্রদান বা ঋণ পরিশোধ করা সম্ভবপর, অথবা (গ) সমাজের উৎপাদন শক্তি খুবই বাড়াইয়া দেয়—তাহা হইলে সেই ঋণকে উৎপাদক ঋণ (Productive Debt) বলা হয়। মিসেদ্ হিক্স এইরূপ ঋণকে সক্রিয় ঋণ (Active Debt) বলিয়াছেন।

ঋণের দারা গৃহীত অর্থের বিনিময়ে কোন সম্পত্তিই রাষ্ট্রের হাতে না থাকিলে বা আয় প্রদানকারী সম্পত্তিতে ব্যায়ত না হইলে অথবা সমাজের উৎপাদন-শক্তিনা বাড়াইলে উহাকে অন্তংপাদক ঋণ (Unproductive Debt) বলা হয়। যদি তাহা শুধুমাত্র নমাজের ভোগ বা তৃপ্তিকে বাড়াইয়া দেয় (যেমন মিউজিয়াম্ বা পার্ক প্রভৃতি) তাহা হইলে মিসেদ্ হিক্সের ভাষায় তাহাকে নিজ্রিয় ঋণ (Passive Debt) বলে।

যে সকল ঋণ-স্ষ্টিব কারণ অমুৎপাদক ব্যয় এবং কথনই দেইরূপ ব্যয় হইতে সনাজে তৃপ্তি বা উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়িবে না, তাহাদের তিনি মৃতভার ঋণ (Deadweight Debt) বলিয়াছেন।

সরকারী ঋণের উৎস (Sources of Public Borrowing) ?

দেশের সামগ্রিক চাহিদ। এবং জাতীয় আয়ের উপর সরকারী ঋণের প্রভাব স্পাইভাবে বিশ্লেষণ করিতে হইলে জানা দরকার যে কোন ধরণের উৎস হইতে সরকারী ঋণ আসিতেছে। প্রধান উৎসগুলিকে তাই আলোচনা করা প্রয়োজন। ১। ব্যক্তিদের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করা চলে। ব্যক্তি সরকারকে ঋণ দেয় সরকারী বণ্ড ক্রয় করিয়া। এই উদ্দেশ্রে হয় তাহার ভোগবায় বদ্লাইতে হয় অথবা তাহার সঞ্চয় পূর্বে যে-রূপে আবদ্ধ ছিল তাহাতে পরিবর্তন আনিতে হয়। সাধারণত, কোন-ব্যক্তি ভোগবায় কমাইয়া সরকারী বণ্ড ক্রয় করে না। যে বিশেষ ধরণে ব্যক্তির সঞ্চয় নিষ্কে হইয়াছিল, সরকারী ঋণ গ্রহণের ফলে প্রধানত তাহাতেই পরিবর্তন আসে।

সঞ্চয়ের যে সকল পরিবর্ড-বাবহার হইতে ব্যক্তি উহা সরাইয়া আনিয় সরকারী বণ্ডে খাটাইতে পারে তাহা আমরা আলোচনা করিতে পারি। প্রথমত, বত্ত না কিনিলে ব্যক্তি নিজের ব্যবসায় প্রসারের জন্ম ঐ সঞ্চয় নিয়োগ করিতে পারিত। দিতীয়ত, বওগুলি পাওয়ানা গেলে ব্যক্তি অলস-নগদের রূপে সঞ্চয় জমাইয়া রাখিতে পারিত। অবগ্র বাজারে সরকারী বণ্ড থাকিলেই ব্যক্তি নিজের ব্যবসায ব। অলসভাণ্ডার হইতে সঞ্চব স্বাইয়া আনিয়া বণ্ডগুলি কিনিতে থাকিবে তাহা নহে। নূতন সবকারী বগুগুলি যদি পূর্বাপেক্ষা কিছু বেশি স্থযোগ স্থবিধা দিবার প্রতিশ্রুতি বহন করে, তবেই সঞ্চযের এইরূপ কপাস্তরণ সম্ভব হইবে। তৃতীযত, অন্তান্ত প্রকার সিকিউরিট হইতে সঞ্চয় সরিয়া আসিয়া সরকারী বণ্ডে নিযুক্ত হইবে। ইহাতে দেই অপরাপর সিকিউরিটির দাম হ্রাস পাইবে, স্থদের হার বাডিয়া যাইবে, ব্যবসায়ের প্রসার ব্যাহত হইবে। ২। ব্যান্ধ ব্যতীত অভাভ আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে সরকারী ঋণ উঠান চলে। বীমা কোম্পানী, বিনিয়োগী প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির নিকট সরকারী বণ্ড বিক্রয় করা সম্ভবগর। এই সকল প্রতিষ্ঠান যথন সরকারী বণ্ড কেনে তথন তাহার। নগদ জমার পরিমাণ কিছুট। কমাইয়া দেয়। অভাগ আধিক সাধারণত তাহাদের সরকারী বণ্ড কেনার বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠান হইতে টাকা আদে অকান্ত সিকিউরিটি কেনা কমাইয়া দিয়া। ইহাতেও, পূর্বের মতন, সিকিরিটির দাম কমে ও স্থদের হার বৃদ্ধি পায়। ৩। বাণিজ্ঞাক ব্যাক্ষগুলির নিকট হইতে সরকার ঋণ করিতে পারে। অভ্যান্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ব্যাঙ্কের পার্থক্য হইল এই যে, ব্যাঙ্ক ঋণস্পষ্ট করিতে পারে, আর সকলে ইহা পারে না। ব্যাক্ষণ্ডলির হাতে বাণিজ্ঞিক ব্যাক্ষণ্ডলির নিয়তম বিজার্ভের উধেব টাকা থাকিলে সেই অতিবিক্ত নিকট হইতে টাকার কয়েকগুণ বেশি পরিমাণ সরকারী বতু ইহার৷ ক্রয় করিতে পারে। এইরূপে সরকারী বণ্ড কেনার ক্রয়শক্তি ইহারা নিজেরাই স্ষ্টি করে, ব্যক্তির ভায় কেবল এক ব্যবহার হইতে আমরা অপর ব্যবহারে সঞ্চয় সরাইয়া লইয়াই ইহারা ক্ষান্ত হয় না। ৪। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট সরকারী বণ্ড 'বিক্রয় করা চলে। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের নিকট সরকারী বণ্ড বিক্রয় করিলে যেরূপ সমাজের ক্রয়শক্তির পরিমাণ বাড়ে, ঠিক সেইরূপ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সরকারী বণ্ড কিনিলে দেশে টাকার পরিমাণ বাড়িয়। যায়। কারণ এই কিনিয়া তাহার৷ সরকারের নামে রক্ষিত অ্যাকাউণ্টে জমার ব্র

পরিমাণ বাড়াইয়া দেয়, এবং সরকার সেই অ্যাকাউণ্ট হইতে দরকার-মত চেঞ্চ কাটিয়া টাকা তুলিয়া লয়। সেই টাকা ক্রমে ব্যক্তিদের কেন্দ্রীর ব্যান্ত্রে নিকট হইতে আসে, ভাহাদের নিজস্ব নামে কোন এক বাণিজ্যিক ব্যান্ত্রেজমা হয়, ঋণস্পষ্টিব ধারা স্থক হয়। এইকপ ঋণ করিলে তাই সংকোচনমূলক ধাবার কোনকপ সন্থাবনা তো নাই-ই বরং প্রসার শীল ধারার্ক্র স্ত্রপাত ঘটিতে পাবে।

ৰাষ্ট্ৰীয় ঋণের ভার (The burden of Public Debt) ঃ

সরকারী ঝাণের ভার সম্পর্কে আধুনিক কালে বেশ কিছুটা মতপার্থকা দেখা যায়। কেহ বলেন উহা আশীর্বাদ, কেহ বলেন উহা অভিশাপ। বাঁহারা কেইন্সীয় বিশ্লেষণের পক্ষপাতী, তাঁহারা ঘাট্তি ব্যয়কে সমর্থন করেন; দেশের সামগ্রিক আয়ন্তর ও কর্মসংস্থান স্তর উন্নত করা একমাত্র রাষ্ট্রীয় লক্ষ্য বলিয়া মনেন করেন। সরকারী ঝাণ বাডাইয়া বিনিয়োগ বাডাইলে দেশে আয়প্রসারের সন্তাবনা—ভাই তাঁহারা ম্পষ্টই ঘোষণা করেন যে, প্রভাবিন ও অবাচীন: আভ্যন্তরীণ ঝাণের কোনরূপ ভার নাই। অপরপক্ষে, বক্ষণশীল ক্লাসিকাল তত্ত্বের মতধাবা এখনও শুকাইয়া যায় নাই, তাঁহারা ঝাণ বাাপাবটাকেই বাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক দেহের হুর্বলতা ও অযোগ্যতার প্রকাশ বলিয়া ভীব্র অপছন্দ করেন, ঝাপ্রসাবকে 'দেউ লিয়ার পথ' বলিয়া ঘোষণা করেন। এই উভয় মতই একপেশে, ইহাদের মধ্যে কোনটিই পূর্ণ সত্য প্রকাশ না কবিয়া অর্থসতা প্রকাশ করে।

জাতীয় ঋণ জাতিকে দেউলিয়া করিয়া তোলে—এই মতের স্ত্রপাত হয় অষ্টাদশ শতাদীতে। সেই সময় এই মত ছিল থুবই সত্য, আব 'দেউলিয়া' কথাটিবও সেই যুগে এক বিশেষ তাৎপর্য ছিল। ইহার কারণ হইল, সেই সময়

প্রত্যেক মত নিজের দৃষ্টতে দমস্থাটি বিচার করে জাতীয ঋণ ব্যয়িত হইত প্রধানত অপচয়মূলক কাজে, স্থায় যুদ্ধে বা অপ্রয়োজনীয় বিশাসবহল রাজকীয় আড়ম্বর ও বিলাসব্যসনে। কিন্তু আজিকাব মুগে সরকারী কাজ-কর্ম দেশেব আয়ন্তব ও অর্থনৈতিক বিষয়গুলিকে অনেক

বেশি পরিমাণে প্রভাবিত কবে, পূর্বেব ঐ দৃষ্টি লইয়া ইহাদেব আর বিচার করা চলে না। তাই, রক্ষণশীল মতের পরিবর্তে, অপর একটি মত প্রচলিত হইয়াছে। ইহার বক্তব্য হইল যে, আভ্যন্তরীণ ঋণের কোন ভার নাই, কারণ 'আমরা নিজেদেরই নিকট ঋণী'। এক প্কেট হইতে টাকা লইয়া ইহা অফ্য পকেটে ফেলা মাত্র। স্থদ আর ঋণ পরিশোধে যে টাকা থরচ হয়, তাহা মহাজনদের আয় হইল, দেশের সামগ্রিক আয় তাই সমানই রহিয়া গেল। যদি অবশ্য এই ঋণ বিদেশীদের নিকট হইতে আনা হয়, তবের ঋণের জন্ম স্থদ প্রভৃতি দিলে জাতীয় আয় কমিয়া যায়, জাতীয় অর্থনৈতিক কল্যাণের মান বা স্তব হ্রাস পায়। এই কথার অর্থ এই নয় যে, বৈদেশিক ঋণ কোন দেশের উৎপাদনক্ষম হাবতে পারে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, তবে দেশের মধ্য হইতে ঋণ করিলে তাহার নীট প্রতিদান অপেক্ষা বৈদেশিক ঋণের নীট প্রতিদান কম। আগ্রন্তরীণ ঋণের কথার গুকত্ব হইল জাতীয় আয়ের স্তর ইহাতে প্রভাবিত হয় না। ঋণ করার সময়ে সমাজের মধ্যে একের হাতে হইতে সম্পদ অন্ত হাতে আগ্রাইণ ঋণের

আভ্যন্তরীণ কণের
চলিয়া আসে, ঋণের ফলে সমাজের হাতে সামগ্রিক জাতীয় সম্পদ হ্রাস পায় না; ববং এই ঋণের ব্যয়েব ফলে

উহ। বাড়িতেই পারে।

উপরের আলোচনায় অবশ্র একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বাদ দেওয়া হইতেছে। ব্যক্তি-কেন্দ্রিক অর্থনৈতিক দেহে, প্রতিটি ঋণেব ব্যক্তিগত দিক এবং জাতীয় দিক ছই-ই আছে। আভাস্তরীণ ঋণেব ক্ষেত্রে আমরা নিজেবা নিজেদেরই নিকট ঋণী

আভান্তরীণ ঋণের কিছু ভার আছে : কারণ ব্যক্তি ও জাতি একই ন্য

ইহা ঠিকই, কিন্তু আমাদেরই মধ্যে কেহ সেই ঋণ দিয়াছে, আর অন্তেরা সেই ঋণ শোধ করার জন্ম দায়ী। ব্যক্তিগত ঋণের ক্ষেত্রে ইহা অতি স্থস্পষ্ট, দেনাদার ও মহাজন একই সমাজের অধিবাসী হইলেও ইহারা একই ব্যক্তি নন।

সরকারী ঋণের ক্ষেত্রে, সর্বশেষ দেনাদারবা (করদাতাগণ, কারণ তাঁহাদেরই কর দিয়া ঐ ঋণ শোধ করিতে হইবে) কেহ কেহ মহাজ্বনও হইতে পারেন (বত্ত-ক্রেভাগণ), ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু সরকারী ঋণের মালিকানা এবং করভারের বণ্টন ঠিক একই অধিবাসীদের উপর পড়িবে, এমন কোন বাবস্থা নাই। একমাত্র তাহা হইলেই মহাজন হিসাবে ব্যক্তির স্থিধা করদাতা হিসাবে করভার বহনের অস্থবিধা ধারা খণ্ডিত হইতে পারিত।

ভাই আমরা এই কথা অনায়াসে মানিয়া লইতে পারি না যে, দেশের

অধিবাসীরা সামগ্রিকভাবে নিজেরাই মহাজন বলিয়া আভ্যন্তরীণ ঋণের কোনরূপ ভাব নাই। আভ্যন্তরীণ ঋণেব কোনরূপ তার আছে কি নাই তাহা নির্ভর কবিবে আমরা কি দৃষ্টিতে ইহা দেখি—সামগ্রিক দৃষ্টিতে, অথবা একক-

উৎপাদন ও বণ্টনের দিক হইতে ইহাদের বিচার করা যায ভিত্তিক দৃষ্টিতে। ঋণ লইয়া উহাকে উৎপাদনক্ষম কাজে খাটাইলে ভাহার কোন নীট ভার নাই, বরং সামগ্রিকভাবে সমাজের নীট কল্যাণ বাড়ে, কারণ বিনিয়োগ না-হওয়ার

তুলনায় উহা হওয়াব ফলে সমাজ পূর্বাপেক্ষা একটু ভাল অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছে (better off)। কিন্তু ঋণের ফলে সমাজেব মধ্যে এই ঝণমূল (principal)ও স্থানের হস্তান্তর এমনভাবে ঘটতে পারে বে, সমাজের নিশেষ বিশেষ অধিবাসীদের উপর নির্দিষ্ট প্রকার ভার বাডাইয়া তুলিতে পারে। উৎপাদনের দিক হইতে যাহা ভাল, এইরূপ অনেক নীতিই বণ্টনের দিক হইতে গ্রহণীয় নয়।

উপরের এই আলোচনার পবে এখন আমবা জাতীয় ঋণের ভার সম্পর্কে আমাদের আলোচনাকে সংক্ষেপে সাজাইতে পারি। নিচের এই বিষয়গুলি মনে রাখিলেই এই বিষয় সম্পর্কে আমাদের ধারণা স্পষ্টতর হইয়া উঠিবে।

- (১) উৎপাদক ঋণের ভার কিছুই নাই কারণ উহার স্য় দারা যে-সম্পত্তি রাষ্ট্রের হাতে আসে তাহা হইতে আয় বা উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং স্থদ বা ঋণ-মূল পরিশোধ করা যায়। অঞ্পোদক ঋণের ভার দেশের লোকের উপর পডে, কারণ কর-রাজস্ব হইতেই উহার পরিশোধ বা স্থদ প্রদান করিতে হয়।
- (২) ঋণ-ভার পরিমাপ করিতে হইলে বহু বিষয় গণনার মধ্যে আনিতে হয়; যেমন ঋণের পরিমাণ, আভাস্তরীণ বা বাহু, ঋণের উদ্দেশ্য, পরিশোধের শর্জ ও পদ্ধতি প্রভৃতি। তাহা ছাডা, জাতীয় আয়ের ঋণভার পারমাণের বিষয় সমূহ সমূহ দেশের কোন শ্রেণীর হাতে কিরূপভাবে ব্রটিত আছে

—প্রভৃতি সকল কিছু বিচার করা দরকার।

- (৩) রাষ্ট্রীয় ঋণভার হুই প্রকার: আর্থিক ভার ও আদল ভার। ইহার প্রহ্যেকটি ভার আবার ছুই প্রকারের হুইতে পারে—প্রকাক্ষ ভার ও প্রোক্ষ ভার।
- (৪) কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাহ্য ঋণের প্রত্যক্ষ আর্থিক ভার হইল, স্থদ ও ঋণ পরিশোধের জহ্ম যে পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হয়। স্থদ ও ঋণ-

পরিশোধের জন্ত দ্রব্যসামগ্রী রপ্তানি করিবার ফলে সমাজের ভোগ, ভৃপ্তি বা অর্থনৈতিক কল্যাণ কমিয়া যায়, তাহাই প্রত্যক্ষ আসল বাল বলভার
ভার; ঝণের প্রতাক্ষ আসল ভার নির্ভৱ করে সমাজের কোন্ শ্রেণীর নিকট ইইতে কিরুপ অর্থ আদায় করিয়া ঝণ পরিশোধ করা ইইতেছে, তাহার উপর। যেমন, যদি ধনিক শ্রেণীর নিকট ইইতে অধিক অর্থ আদায় করা হয়, তাহা ইইলে ঝণেব প্রত্যক্ষ আসল ভার কম ইইবে, অর্থাৎ অর্থনৈতিক কল্যাণ কম হ্রাস পাইবে। বাহ্য ঝণের পরোক্ষ আসল ভারও দেখা যায়, কারণ (ক) পরিশোধনীয় অর্থ ভূলিবার জন্ত অধিক হারে কর বসাইলে দেশেব উৎপাদন ও উৎপাদন-ক্ষমতা হ্রাস পাইতে পারে, এবং (খ) বিভিন্ন দিকে নিযোগ করিয়া দেশের কল্যাণ বাডাইবার কার্যে ওই অর্থ নিয়ের করা সম্ভব হয় না।

- (৫) আভ্যন্তরীণ ঋণের কোন প্রত্যক্ষ আর্থিক ভার নাই, কারণ স্কদ ও ঋণপরিশোধ করিলে উহা দেশবাসীগণই পাইয়া থাকেন, এক শ্রেণীর নিকট হুইতে অপর শ্রেণীর নিকট ওই অর্থ হস্তান্তবিত করা হয় মাত্র। কিন্তু আভ্যন্তরীপ ঋণের পারাক্ষ অর্থিক ভার দেখিতে পাওয়া যায়। কারণ, কে ধনী-গরীব সকলেই কর দেয়, কিন্তু স্কদ হিসাবে আয়-বৃদ্ধি হয় ধনী শ্রেণীর, তাঁহারাই সরকারী ঋণ-পত্র ক্রয় করেন। একপ অবস্থায়, দেশের সম্পদ গরীবদের হাত হুইতে ধনীদের হাতে চলিয়া যায়—সম্পদের এইকপ হস্তান্তর আর্থিক বৈষ্ম্যের পরিধি বিস্তৃত করে। (থ) উচ্চহারে কর স্থাপনের ফলে উৎপাদন ক্ষতিগ্রন্থ হয়। (গ) কঙ্গাণমূলক সরকারী বায় কমে। (ঘ) দ্রবাদিব মূল্যবৃদ্ধি হয়, গরীবদের আভান্তবীণ ঋণভার

 ক্ষাব্যারার মান ও কর্মদক্ষতা হ্রাস পায়। (৬) স্থদের ক্যাতান্তবীণ ঋণভার

 ক্ষাপ্রতিষ্ঠাও হ্রাস পায়। (চ যুদ্ধের সম্যে গুহীত ঋণের আ্বাসল ভার সুদ্ধের
- (৬) লার্নারের মতে কেবলমাত্র বাহ্য-ঝণই ভারশীল এবং ব্যক্তিগত ঋণের স্থায় তাহা রাষ্ট্রকে দরিদ্র করিয়। তোলে। কিন্তু আভ্যন্তরীণ ঋণের ভার বিশেষ কিছু নাই। বর্তমান ঋণের ভার ভবিষ্যতেব বংশধরদেব উপব পডিতেছে, আনেকে তাহা বলিলেও লার্নারের মতে উহা লার্নারের মত ঠিক নয়, কারণ ভবিষ্যং বংশধরগণ সেই ঋণ অন্তকে নয়, নিভাবেরই শ্রিশোধ করেন। তাঁহার মতে, রাষ্ট্রীয় ঋণের পরিমাণ্ড মোটেই

পরে বাডে, কারণ যুদ্ধোত্তর যুগে দামস্তর ও স্থদের হাব কমিয়া যায়।

শুরুত্বপূর্ণ বিষয় নহে। আর আভ্যন্তরীণ ঋণের হুদকে কখনই ভার বলা চলে না কারণ উহা ব্যক্তিরা নিজেরাই পাইয়া থাকেন।

রাষ্ট্রীয় ঋণের অর্থ নৈতিক ফলাফল (The Economic Effects of Public Debt)

রাষ্ট্র ঋণ করিলে কিছু সংখ্যক ব্যক্তির নিকট হইতে অর্থ রাষ্ট্রেব নিকট চলিয়া আসে; সেই অর্থ ব্যয় করিলে পুনবায তাহা কিছুসংখ্যক ব্যক্তিব নিকট ফিরিয়া যায়; সেই ঋণ পবিশোধেব সমযে সাধারণ করদাতাদের নিকট হইতে অর্থ চলিয়া আসিয়া সরকারী ঋণপত্র-ক্রেতাদের নিকট চলিয়া যায়। স্থতরাং বাষ্ট্রাঃ ঋণ, উহার ব্যয় ও পরিশোধ বহুপ্রকার অর্থ নৈতিক প্রভাব স্থাই করে।

যদি রাষ্ট্র ব্যাক্ষসমূহের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করে ভাহা হইলে দেশে আর্থের পরিমাণ বাড়িয়া যাইতে পারে। ব্যাক্ষসমূহ সরকারী ঋণপত্র ক্রয় করিয়া উহা কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষর নিকট বন্ধক দিয়া ঋণ-গ্রহণের দ্বারা জনসাধারণকে ঋণ দিতে পারে। কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষও সেই অর্থের পরিমাণের অধণপত্রকে জমা হিসাবে গণ্য করিয়া উহার ভিত্তিতে অধিক অর্থ প্রাচলিত করিতে পারে। ব্যাক্ষ ব্যতীত অন্ত ক্ষেত্রে যেমন, ব্যক্তির নিকট ঋণপত্র বিক্রয় করিলে মৃদ্রাসংকোচনশাল প্রভাব ঘটে, কারণ ব্যক্তিদের হাত হইতে অর্থ সরাইয়া লইলে সমাজেব ব্যয়প্রোত সংকুটিত হয়।

দামস্তরের উপর প্রভাব নিভর করে হুইটি বিষয়ের উপর: (ক) অথের পরিমাণে পরিবর্তন, ও (থ) অর্থ নৈতিক কাজকর্মে পরিবর্তন। ব্যাঙ্ক হুইতে ঋণ গ্রহণ করিলে অর্থের পরিমাণ বাড়ে, দামস্তর ও রুদ্ধি পায়। ব্যাঙ্ক ব্যুতী ত অস্তাস্ত হুইতে ঋণগ্রহণ করিলে অর্থের পরিমাণ কমে, দামস্তরও হ্রাস পায়। রাষ্ট্রীয় ঋণের ব্যয়ের ফলে যদি উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও দ্রব্যোৎপাদনে বৃদ্ধি ঘটে তাহা হুইলে দামস্তরে রুদ্ধি না-ও হুইতে পারে; অ রক্ষেত্রে, সেই ব্যুথের ফলে আয় ও অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি হুইবে এবং দামস্তরে হ্রাস না-ও হুইতে পারে। কেইন্সের মতে, দেশে অনিযুক্ত উপাদান থাকিলে উৎপাদন বাড়িবে কিন্তু দামস্তর হির থাকিবে. কিন্তু

ভবে লুকানো মজুত অর্থ হইতে রাষ্ট্রকে ঋণ প্রদান কবিলে এইকপ ফলাফল নাও ঘটনেত
 পারে।

পূর্ণনিয়োগের পরেও ঋণ ও ব্যয় করা হইলে উৎপাদন সমান থাকে, তবে দামস্তর বাডিয়া যাইবে প

ঋণ-পরিচালনা সংক্রান্ত নীতি ও নিয়মসমূহের দ্বারা (Debt Management) স্থাদের হার প্রভাবান্থিত হয়। ঋণ-পরিচালনার কাজ হইল ঋণগ্রহণের সময়, ঋণ গ্রহণের রূপ ও পদ্ধতি, কোন্ শ্রেণীর স্থান্থ হারের উপর
নিকট হইতে ঋণগ্রহণ করা হইবে, কি স্থাদ দেওয়া হইবে
কবে ও কি হারে কি পরিমাণ ঋণ পরিশোধ করা হইবে,
ঋণপত্রে ক্রেতাদের কি স্থযোগ দেওয়া হইবে এই সকল বিষয়ে নীতি-নির্ধারণ করাকে ঋণ-পরিচালনা বলে। যে-হেতু স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন উভয়প্রকার ঋণের বাজাবেই রাষ্ট্র প্রধান ঋণগ্রহীতা, দেই জন্ত ইহার ঋণ-প্রিচালনার প্রভাব স্থানের ইপর প্রে

ঋণ গ্রহণ করিয়। সেই অর্থ যে-দিকে ব্যয় করা হয় সেইদিকে উপাদানসমূহ নিয়্ক হইতে থাকে। রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের ফলে উপাদানউপাদানসমূহ নিয়োগের
সম্ভের নিয়োগে এমন দিক্-পরিবর্তন ঘটা উচিত যাহা
প্রভাব
সামাজিক ভাবে কল্যাণবর্শক।

সরকারী ঋণপত্র ক্রয় করেন ধনী ব্যক্তিগণ, কিন্তু উহার স্থদ বা পরিশোধ করা হয় দেশের সকলের নিকট হইতে কর-রাজস্ব আয-বটন কাঠামোর তুলিয়া। স্ততরাং সমাজে বিভিন্ন ব্যক্তির বা বিভিন্ন প্রভাব শ্রেণীর মধ্যে এইরূপে সম্পদের হস্তান্তরণ ঘটে। যদি ব্যয়

একপ করা হয় যে পুনরায় সেই অর্গ গরীবদের নিকট বর্ধিত আয়রূপে ফিরিয়া আনে, তবে সামগ্রিকভাবে তাহা কল্যাণজনক।

আধুনিক কালে সকল দেশেই রাষ্ট্রীয় ঋণের পরিমাণ ক্রত বৃদ্ধি পাইতেছে এবং ক্রমণ ইহার প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। মোটের উপর বলা চলে যে, ইহার প্রভাব নির্ভর করে, (ক) কিরূপে ঋণ উপসংহার তোল। হইল, (খ) কিরূপে এই ঋণ বক্ষিত হইল, এবং (গ) কিরূপে এই ঋণ পরিশোধ করা হইল, এই সকল বিষয়ের উপর।

† সোমানের মতে রাষ্ট্রীয় ঋণ এবং দামস্তরের সহিত কোন সংপাতাত্ত্বিক সম্পর্ক খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; কিন্তু আালেন্ ও ব্রাউন্লীর মতে ইহাদের মধ্যে কিছুটা হুদুর সম্পর্ক আছে। তবে, যেহেতু বাজেটের মধ্যে ঋণের হুদ ও পরিশোধনীয় অর্থ প্রভৃতির পরিমাণ কম, তাই সাধারণভাকে দামস্তরের উপর ইহাদের প্রভাবও কম। আবার একে একে ইহাদের আলোচনা করিব। তবে তাহার পূর্বে আমাদের ঋণ পরিশোধের পদ্ধতিগুলি জানা প্রয়োজন।

ঋণ পরিশোধের পদ্ধতি (Methods of Debt Repayment)

সাধারণভাবে নিয়লিথিত পদ্ধতিসমূচের দারা বাষ্ট্রীয় ঋণ পরিশোধ করা হইয়া থাকেঃ

- (১) বাজেট উদ্ধের দারা: যদি বাজেটে উদ্ভথাকে ভাগা গইলে সেই উদ্ভের দারা আংশিকভাবে ঋণপরিশোধ করা চলে। কিন্তু সাধারণত দেথা যায় বাজেটে উদ্ভ হইলে তাথার দারা অভাত গুরুত্বপূর্ণ কাজ করা হয় (যেমন কর্ত্রাস বা কল্যাণমূলক কাজক্ম প্রভৃতি), এবং শেষ পর্যন্ত উহার দারা ঋণ পরিশোধ করা হইয়া উঠে না।
- (২) নিমজ্জমান তহবিল (Sinking Fund): অনেকক্ষেত্রে ঝণ্পরিশোনের উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ তহবিল প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাতে নির্মিত-ভাবে অর্থ জমা দেওয়া হয়, এবং বেশ কিছু পরিমাণ অর্থ জমা হইলে উহা হইতে ঝণ পরিশোধ কবা হয়। নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ নিয়মিতভাবে জমা দিলে তাহাকে নির্দিষ্ট-নিমজ্জমান তহবিল (Definite Sinking Fund) বলা হয়। আর, য়য়ন য়ে-পরিমাণ অর্থ জোটানো গেল তাহা জমা দেওয়া হইলে তাহাকে অনির্দিষ্ট নিমজ্জমান তহবিল (Indefinite Sinking Fund) বলে। প্রতিবংসর তহবিলজাত অর্থের স্থদ উহার সহিত য়োগ কবিলে তাহাকে বর্ধনশীল নিমজ্জমান তহবিল (Cumulative Sinking Fund) বলা হয়; উহা হইতে প্রাপ্ত স্থদ উহাতেই জমা না রাখিলে তাহাকে স্থির-তহবিল (Constant Sinking Fund) বলে। বাস্তবক্ষেত্রে দেখা য়য়, রাজনৈতিক প্রভাবে ওই অর্থ অন্যান্ত উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হইয়া য়য় এবং উহা য়ায়া ঝণ পরিশোধ করা হইয়া উঠে না।
 - (৩) রূপান্তরণ ((Conversion): অধিক স্থানত্নকারী ঋণকে কম স্থানত্নকারী ঋণে রূপান্তরিত করাকে রূপান্তরণ (Conversion) বলে। বাজারে স্থানের হার পূর্বাপেকা কমিয়া গেলে বর্তমানের কম স্থানে নৃত্ন ঋণ কবিয়া পুরাতন অধিক স্থান বহনকারী ঋণ পরিশোধ করিলে ঋণির ভার কিছুটা কমে।
 - (৪) মুলধনা কর ছাপন (Capital Levy): সকল প্রকার মূলধনের উপর ক্রমবর্ধমান হারে কর বসাইলে প্রভৃত পরিমাণ অর্থ পাওয়া যায় এবং

তাহার দারা ঋণ পরিশোধ করা চলে। এই পদ্ধতিকে মৃলধনী-কর স্থাপন বলা হয়। ইহার স্থবিধা হইল: (ক) দ্রুত ঋণ পরিশোধ হইমা যায়, (খ) করভার প্রধানত ব্যবসায়ী ও ধনিকশ্রেণীর উপর পড়ে, সাধারণ ব্যক্তিদেব উপর নহে। (গ) বৃদ্ধ ও ন্যস্ক ব্যক্তিশা ভার বহন করে এবং যুদ্ধে যাহাবা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছে দেই সকল অল্পবয়স্ক ব্যক্তিরা ভারগ্রস্ক হয় না। (ঘ) স্থায়ী ও উচ্চ আয়কবের অস্থবিধার হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। ইহার বিকদ্ধে বলা চলে যে, (ক) ইহাব বহু প্রযোগগত অস্থবিধা আছে। (খ) সমস্ত রাষ্ট্রায় ঋণ পরিশোধ না করাই উচিত, কারণ সমাজে সরকাবী ঋণপত্রসমূহের প্রচুর স্থবিধা আছে। (গ) ইহা পক্ষপাত্রষ্ট, কারণ যাঁহাদের সম্পত্তি আছে বা যাঁহারা চাকরি করিয়া প্রচুর আয় করেন তাঁহারা করের হাত হইতে বাঁচিয়া যান, কিন্তু মূলধনেব মালিকগণের উপর অধিক চাপ পড়ে। (ঘ) ধনিকশ্রেণীর অবস্থা ও সঞ্চয়-ক্ষমতা আঘাত পায়, ফলে দেশের সঞ্চয় ও মূলধন-গঠন হ্রাস্থায়।

- (1) **অস্বীকার করা (Repudiation):** অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্র অবশেষে বাধ্য হইবা পবিশোধের দাবিত্ব অস্বীকার করিতে পারে। প্রভূত পরিমাণ ঋণের দারিত্ব হইতে এই পদ্ধতি দ্বারা সরকার মুক্তিলাভ করিলেও ইহা সঙ্গত নহে, কারণ স্থনাম নই হয বলিয়া সরকারের ভবিষ্যং ঋণগ্রহণ ক্ষমতা কমিষা যায। ঋণ গ্রহণ, ঋণের মালিকানা ও ঋণ পরিশোধের অর্থ নৈতিক ফলাফল (Economic effects of Borrowing, Owning of existing debt and Debt repayment):
- (১) ঋণ-গ্রহণের ফলাফল (Economic effects of borrowing):
 সরকারী ব্যয় করার উদ্দেশ্রে কর আরোপন দ্বারা টাকা ভোলা বা
 ঋণ সংগ্রহ করিবা টাকা উঠান এই ত্ই পদ্ধতির অর্থনৈতিক ফ্লাফল
 সমান নয়। ইহার কারণ হইল: (ক) সরকারকে ঋণ দেওয়া সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাক্তত, এবং (থ) এইরূপ ঋণদানের ফলে ঋণদাতাদের ব্যক্তিগত
 সম্পদ কমিযা যায় না, ঐ সম্পদের রূপান্তরণ ঘটে মাত্র। এই তুইটি
 বৈশিষ্ট্যের প্রধান ফল হইল যে, মোটামুটিভাবে দেখিতে
 কর ও বণের
 তুলনামূলক ফলাফল
 আরোপনের তুলনায় ইহাতে দেশের সামগ্রিক চাহিদাব
 উপব সংকোচনশীল প্রভাব গুরু কম। বরং বলা চলে যে, কর আদায়ের সাহায্যে

টাকা তুলিয়া বিশেষ কোন একটি সরকারী ব্যয় করিলে যে প্রভাব দেখা দিবে, তাহার তুলনায় ঋণ করিয়া সেই ব্যয় করিলে উহাতে অধিকতর প্রসারশীল প্রভাব দেখা দিবে। এই পার্থক্যের ছইটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ আছে। প্রথমত, ঋণদান স্বেচ্ছাক্রত হওয়য় স্পষ্টই বৃঝা যায় যে, যে টাকা সঞ্চিত বা জমানো অবহায় পড়িয়া থাকিত, একমাত্র তাহারাই সরকারের হাতে আসিতেছে, দেশের ভোগ-ব্যয় সংকুটিত হইতেছে না। বিতায়ত, ঋণদান স্বেচ্ছাক্রত হওয়য় এবং লোকের হাতে নীট সম্পদ কমে না বলিয়া লোকের সঞ্চয় ও কর্মোগ্রমের উপর কোন বিরূপ প্রভাব ইহাতে দেখা দেয় না। করের ক্ষেত্রে এই বিরূপ প্রভাব নিশ্বয় কিছুটা দেখা দিবে। অবশ্র কোন কোন কোনে, সরকারী ঋণের বৃদ্ধি সরকারের আর্থিক স্থায়্রত্বের উপর আন্থা কমাইয়া দেয়, ফলে দেশে বিনিয়োগের উদ্দেশ্রে বেসরকারী ব্যয় কমিয়া যাইতে পারে।

সরকারী ঋণ গ্রহণের প্রভাব মূলত নির্ভর করে কোন্ ধরনের উৎস হইতে ঋণ তোলা হইতেছে উহার উপর। ব্যক্তিদের নিকট হইতে ঋণ তোলা হইলে, ইহা স্বেছাক্রত বলিয়া, সাধারণক্ষেত্রে ভোগব্যয় না কমিবারই সন্তাবনা। কিন্তু রাষ্ট্র যদি নৈতিক চাপ দেয় (যেমন যুদ্ধের সময়), অথবা ঋণপত্রগুলিকে থুবই আকর্ষণীয় ও স্ক্রিধাজনক শর্ভে ঘোষণা করে, তবে ভোগব্যয় অল্ল কিছু কমিতে

ব্য**ক্তি**র নিকট হইতে ঋণ ভোলা হইলে পারে। শুধু তাহাই নহে। ইহাতে সরকারী বিনিয়োগ ব্যয়ও বিশেষ প্রভাবিত হইবে না। কারণ বেশির ভাগ সরকারী ঋণপত্রই কেনা হইবে ব্যক্তির অলস সঞ্চয় হইতে।

তবে বেসরকারী বণ্ডগুলির সঙ্গে সরকারী বণ্ডের প্রতিযোগিতা কিছুটা দেখা দিবে না এমন বলা চলে না; কারণ ব্যক্তি নিজের সঞ্চয় হইতে সরকারী বণ্ড অথবা বেসরকারী বণ্ড কিনিবে। এই প্রতিযোগিতার দক্ষণ উভয়কেই স্থদ বাড়াইতে হইতে পারে। এইরূপে দেশে স্থদের হার বাড়িলে বিনিয়োগ কিছুটা সংকুচিত হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। বিনিয়োগ কতটা বাধা পাইবে তাহা নির্ভর করে স্থদের হারে বৃদ্ধির পরিমাণের উপর এবং বিনিয়োগের স্থদগত স্থিতিস্থাপকতার উপর।

ব্যাঙ্ক ব্যতীত অন্তান্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে ঋণ কবিলে (যেমন বীমা কোম্পানী, ইস্থা হাউস প্রভৃতি) দেশের বিনিয়োগব্যয় ততটা বেশি প্রভাবিত হয না। এই সকল প্রতিষ্ঠানসমূহ তাহাদের সঞ্চিত নগদ টাকা আংশিক
পরিমাণে ছাডিয়া দিয়া সরকারী বণ্ড কিনিবে বটে; কিন্তু
আর্থিক প্রতিষ্ঠানন্তলিব
নিশ্চয অক্সান্ত ঋণপত্র না কিনিয়া উহাদের পারবতে
তাহাবা সরকারী বণ্ডে টাকা খাটাইতে চাহিবে। স্ক্তরাং
স্থানের হারে বৃদ্ধির দক্ণ বিনিযোগের উপর বিরূপ প্রভাব পাডবে। এই
অবস্থায় সরকারী ঋণ উঠান-র আর এক ৮ সংকোচনশীল প্রভাব হইল এই
ব্যু, সরকারী বণ্ড কেনাব ফলে অন্তান্ত প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দেওয়ার ক্ষমতা
দেশে ক্মিয়া যায়।

ব্যাক্ষের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিলে উহাব ফলে দেশে তীব্র ঋণপ্রসাবের সঞ্চাবনা। ইহা ছইটি উপায়ে সম্ভবপর: (১) সরকারী ব্যাক্ষের নিকট হইতে ব্যক্তিরা ঋণ লইতে পাবে, অথবা, (২) বাষ্ট্র ব্যাক্ষণ্ডলির নিকট সরাসরি বণ্ড বিক্রম করিতে পারে। ইহাদের যে কোন উপায় সৃহীত হউক না কেন সরকার এই ঋণ বা ক্রয়শক্তি হাতে পার অভিরিক্ত ব্যাক্ষ-ঋণ সৃষ্টে করিয়া। তাই ইহার প্রভাব প্রসাবশীল। ইহা সম্ভব হয় যদি দেশের বাণিজ্যিক ব্যাক্ষণ্ডলির হাতে অধিক জমা থাকে এবং অভ্যান্ত ঋণ না কমাইয়াই তাহার। সরকারী বণ্ড ক্রয় করিতে পারে।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট বণ্ড বিক্রম করিয়া যদি রাষ্ট্র ঋণ-গ্রহণ করে তবে উহাও তীব্রভাবে প্রসার দূলক। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নিজের খাতায় আমানত লিখিয়া রাখিয়া সরকারকে ঋণ দেয়, এই ক্রমশাক্ত রাষ্ট্র দ্রব্যক্রীয় বাঙ্কের সামগ্রীব ক্রয়ে ব্যয় করিতে পারে। এই ক্রম্পক্তি একেবারে নৃতন তৈয়ারী করা হইল, সমাজের অভ কোন অংশ এই ক্রমশক্তির ব্যবহার পরিত্যাগ করে নাই। নৃতন স্বষ্ঠ এই ক্রম্পক্তি সবকার ব্যয় করিলে উহা আমানতের রূপে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির আলমারিতে পৌছায়, উহার ভিত্তিতে ব্যাঙ্কগুলি আবার ঋণপ্রসার স্কুক করে।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে, সামগ্রিক ব্যয়ের উপর সরকারী ঋণের মোট প্রভাব আলোচনা করিলে দেখা যায় যে ভোগব্যয় হ্রাসের সন্তাবনা খুব কম।
বিনিয়োগব্যয়ের উপর ইহার প্রভাব তুলনামূলকভাবে সামগ্রিক প্রভাব আলোচনা বেশি কারণ ব্যক্তিদের নিকট বণ্ড বিক্রয়ের ফলে তাহাদের টাকা বেসরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগ হওয়ার স্থ্যোগ পায না, নুতন শেরার বা বণ্ডের বাজারে তাহাদের খাটান টাকার পরিমাণ ক্রমিয়া যায়। একটি পরোক্ষ পথ আছে যাহা দিয়া সমাজের অর্থনৈতিক দেহে সরকারী ঋণ প্রত্যক্ষভাবে সংকোচনশাল প্রভাব আ।নতে পারে। সরকারী ঋণ বৃদ্ধি পাইলে ভবিষ্যতে করবৃদ্ধির বা জাতীয় দেউলিয়।বস্থায় ভয়ে বর্তমানে বেসরকারী বিনিয়োগব্যয় ও ভোগব্যয় ছই-ই কমিতে পারে।

তবে সাধারণক্ষেত্রে সরকারী ঋণের সংকোচনমূলক প্রভাব কম বলিয়া ঋণ করিয়া সরকারী ব্যয়-বৃদ্ধির নীট প্রভাব নিশ্চয় প্রসারশাল। কর-আদায় করিয়া ব্যয়ের তুলনায় ঋণ করিয়া ব্যয়ের প্রভাব অনেক বেশি প্রসারমূলক, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ভোগব্যয়ের উপর সরকারী ঋণ ভোলার কোন প্রভাব নাই, এবং বিনিয়োগের উপরও প্রভাব কম। অথচ, অপরপক্ষে, কর-অরোপের ফলে সামগ্রিকভাবে সংকোচনমূলক প্রভাব নিশ্চয় বেশি। সরকারী ঋণের ফলে দেশের সংকোচনশাল প্রভাব একমাত্র তথনই নিট প্রভাব প্রসারশাল দেখা দিতে পারে যথন লোকের মনে সরকারী আথিক স্থায়িত্ব সম্পর্কে অনিশ্চয়তা ও আস্থাহীনতা আসে। উপসংহারে, আমরা বলিতে পারি যে, সরকারী ঋণের প্রসারমূলক ফল সেই ঋণ ব্যয়ের উপর নির্ভরশাল, কেবলমাত্র ঝণ-উঠান-র উপরই অর্থ নৈতিক প্রসার নিতর করে না। (২) বর্তমান ঋণ ও তাহার মালিকানার ফলাফল (Economic effects of owning and servicing the debt) ঃ

সরকারী ঋণ-উঠান এবং সেই ঋণের টাকায় সরকারী বায়—এই উভয়ের ফলাফল হইতে পৃথক করিয়া বিচার করা দরকার যে, দেশের মাব্য কিছু পরিমাণ সরকারী ঋণ থাকিলে উহার অর্থ নৈতিক ফলাফল কি। এই সরকারী ঋণপত্রগুলি হইল একপ্রকার দাবি বা অধিকার। সরকারের উপর, অর্থাৎ দেশের করদাতাদের উপর এই সকল বগুক্রেতাদের একরপ দাবি বা অধিকার আছে। মালিকদের দিক হইতে দেখিতে গেলে বণ্ডের পরিমাণ বাড়িলে বণ্ডগুলি ব্যক্তিগত সম্পদ ছাড়া আর কিছুই নহে,। তাহারা বা কমিলে ছহা জাতীয় সম্পদ নয়, কারণ ব্যক্তিগত সম্পদ হিসাবে জাতীয় সম্পদ নয়, কারণ ব্যক্তিগত সম্পদ হিসাবে ছিমাবে খণ্ডিত হইয়া যায়। যতদিন দেশের অভ্যন্তরে এই ঋণ থাকে ততদিন ইহা দেশের প্রকৃত সম্পদে হ্রাস বা বৃাদ্ধ প্রকাশ করে

না। তবুও সারা দেশের বিভিন্ন অর্থ নৈতিক বিষয়ের উপর এইরূপ সরকারী

খাণের গুরুত্ব কম নয়।

দেশে সরকারী ঋণ থাকার সাধারণ প্রভাব হইল ভোগব্য বৃদ্ধি পাওয়া। ইহার কারণ হইল যে, বণ্ড হাতে থাকিলে ব্যয়ের ইচ্ছা ও ক্ষমতা বাডিযা যায়। ইহাতে অর্থ নৈতিক দেহে প্রসারশিল প্রভাব দটে। বিনিয়োগের দিক হইতেও ইহার প্রভাব কম গুক্তবর্ণ নয়। দেশে প্রচুর পবিমাণ সরকারী ঋণপত্র থাকায়, রাষ্ট্র স্থানের হার বাডাইতে অনিচ্ছুক থাকে, ঋণপত্র না থাকিলে যে স্থান থাকিত, ভাহাপেক্ষা বাস্তবে দেশে স্থানের হার কম থাকিতে পারে। ইহাতে বিনিয়োগের প্রসার ঘটার সম্ভাবনা। অপরপক্ষে, ঋণের দকণ সরকারের ভবিষ্যুৎ স্থাযিত্ব সম্পর্কে আম্বাহীনতাব মনোভাব দেখা দিলে উত্যোক্তারা দীর্ঘকালীন বিনিয়োগে টাকা খাটাইতে অনিচ্ছুক হইতে পারে।

সমাজে এত ঋণপত্র থাকার ফলে ইহাদের মালিকদের স্থদ দিবার দাযিত্ব সরকারের উপর আসিয়া পডে। করের প্রধান ভার হইল স্থদ দিবার জন্ত দেশের অর্থনীতিকে যে ধরনের চাপ বহন করিতে হয়। সাধারণত স্থদ দেওয়া হয় কর আদায় করিয়া। ইহার ফলে অনেক অবাঞ্নীয় ফলাফল দেখা

হুদ প্রদানের ভার কাহার উপর দিতে পারে। থেমন, উহাতে আয়ের বণ্টন-কাঠামো পরিবর্তিত হইবে। সকল দেশের দিকে তাকাইলেই দেখা যায় যে, বণ্ডগুলি অতি অল্পসংখ্যক ধনী ব্যক্তির

মালিকানায় কেন্দ্রীভূত (আমেরিকায় ৬২% বণ্ড মাত্র ১০% ব্যক্তির হাতে সীমাবদ্ধ); অথচ দেশের করগুলি, এমন কি ক্রমবর্ধমান করগুলিও, গরীব ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হাত হইতে টাকা তুলিয়া লয়। এইকপ ইহা আয়-বৈষম্য বাড়াইয়া তুলিতে পারে, ফলে সমাজের মোট ভোগব্যয় হ্রাস কবিয়া আয় ও কর্মসংস্থানের শুর ক্যাইয়া দিতে পারে।

এই অস্থবিধা দ্র করার উদ্দেশ্তে বলা হইয়াছে ধে, বণ্টনগত কোনরূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে না যদি ব্যক্তিরা যে অমুপাতে কর দেয় সেই অমুপাতে রণ্ডের মালিকানা তাহাদের হাতে থাকে। কিন্তু সঠিক কথা বলিতে গোলে তাহা সম্ভব নয় এবং বাঞ্জনীয়ও নয়। ইহা সম্ভব নয় কারণ, প্রথমত,

বডের ও করের সম-বটন হইলেও কিছু কি ছু ভার থাকে বগুক্রেতার। সমজাতীয় অর্থ নৈতিক দল নয় যাহাদের উপর করের জাল ফেলিয়া একত্ত ছাঁকিয়া তোলা যায়। দ্বিতীযত, বণ্ডের মালিকানা এবং করের ভিত্তি সদাসর্বদা পরিবর্তিত হইতেছে। এই পদ্ধতি বাঞ্চনীয় নয় তাহার

কারণ হইল, স্থদ দিবার উদ্দেশ্তে কর আরোপন ও আদায়ের পথে বছপ্রকার

সংঘাত (frictions) দেখা দেয়। উচ্চ হারে আরোপিত কর কর্মোগ্রম, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ কমাইয়াই ক্ষান্ত হয় না, মামলা-মোকদ্দমা প্রভৃতির সংখ্যাও বাড়াইয়া দেয়। তাহা ছাড়া, কোন গণতান্ত্রিক দেশে করের ভার বাড়িলে রাজনৈতিক চাপ এবং গণ-অসম্ভৃত্তি বাড়ে বই কমে না। এই সকল চাপ ও টানাপোড়েনের দক্ষন বণ্ডের মালিকানার সমান অন্তুপাতে কর-ভারের বণ্টন ঘটিলেও দেশের স্কন্থ অর্থ নৈতিক কাজকর্ম ব্যাহত হয়। প্রতি বংসর ইহারা যে অনিশ্চয়তা ও সংঘাত সৃষ্টি করে, তাহার ভারও কম নয়।

কোন কোন ধনবিজ্ঞানী বলেন যে, যদি করদাতা হিসাবে কর দিয়া একই
ব্যক্তি বগুদাতা হিসাবে উহা স্থদের আকারে ফেরত পায় তবে স্থদ না দিলেও
কোন ক্ষতি নাই, স্থদ দেওয়া একেবারে স্থগিত রাখিলেও
চলে। এই প্রস্তাবের অর্থ হইল জাতীয় ঋণের পরিমাণ
দরকার কি প্রতি বংসর কেবল বাড়িয়াই চলিবে। তাহা ছাড়া, স্থদ
না থাকিলে সরকারের পক্ষে বগু বিক্রয় করিয়া ঋণ তোলা
সম্ভব হইবে বলিয়া মনে করা যায় না।

করভার কমাইবার জন্ম অনেক ধনবিজ্ঞানী প্রস্তাব করিয়াছেন যে, ক্যত্রিম উপায়ে বণ্ডের বাজার বাড়াইয়া তুলিয়া সরকার স্থদের হার কম রাথিতে পারেন। অর্থাৎ রাষ্ট্র দেশে টাকার পরিমাণ ক্রমাগন্ত টাক ড়াইয়া স্থদের বাড়াইয়া চলিবেন। এই নীতি সরকারের পক্ষে বিশেষ বিপদজনক হইতে পারে। দেশে কম স্থদ এবং অজন্র সরকারী বণ্ড থাকিলে, সরকারের পক্ষে ব্যাঙ্কিং ও আর্থিক নীতির মাধ্যমে মুদ্রাক্ষীতি রোধ করা একেবারে অসম্ভব হইয়া পড়ে। কারণ, বাণিজ্যিক ব্যাক্ষণ্ডলির হাতে ঋণপ্রসারের উপযুক্ত প্রভূত পরিমাণ সরকারী বণ্ড থাকে।

স্তরাং সামগ্রিকভাবে দেখিতে গেলে, আভ্যম্তরীণ ঋণের স্থাদের ভার দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে সাহায্য না করিয়া বাধারই স্পষ্ট করে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

(৩) ঋণ পরিশোধের অর্থ নৈতিক ফলাফল (Economic effects of debt repayment):

সমাজে মোট সরকারী ঋণের পরিমাণ কমাইতে হইলে কর বা অভ্য

বেভিনিউ থাতে সরকারী আয়ের পরিমাণ সরকারী ব্যরের তুলনার বেশি করা
দরকার। ঋণ পরিশোধ অনেক রূপ লইতে পারে, ষেমন
ফলপ্রস্কাল শেষ হওয়ার সঙ্গে সাকে লোকের হাত হইডে
সরকারী বও কিনিয়া লইয়া টাকা মিটাইয়া দেওয়া,
অথবা ফলপ্রস্কাল শেষ হওয়ার পূর্বেই বও-বাজার হইতে উহাদের কিনিয়া
লওয়া।

ঋণ-পরিশোধের অর্থনৈতিক ফলাফল অনেকটা ঋণ-গ্রহণের বিপরীত।
বশু-ক্রেতাদের দাম মিটাইয়া দেওয়ায় কিছুটা প্রসারমূলক প্রভাব দেখা দিবে,
কারণ ইহার ফলে বশু-ক্রেতাদের সম্পত্তি অধিকতর তরল
ঝণ গ্রহণের বিপরীত
প্রভাব
আকার ধারণ করে। কিন্তু এই প্রভাব বিশেষ কিছু
শক্তিশালী হইবে না। বশু বিক্রয় করিয়া ব্যক্তি
বা আধিক প্রতিষ্ঠানের হাতে যে-টাকা আসিল তাহা সমাজের সঞ্চযের
আংশ, এই সঞ্চয় দারা তাহারা আবার নৃতন ঋণপত্র ক্রয় করিবে। বেসরকারী
বিশ্বের জন্ম চাহিদার এই রূপ বৃদ্ধি স্থদের হার কমাইয়া দিবে এবং বাজারকে
তেজী করিয়া তুলিয়া কিছুটা বিনিয়োগ বাড়াইতে পারে।

ব্যান্ধ-কর্তৃক রক্ষিত ঋণপত্র কিনিয়া লইলে উহার প্রসারশীল প্রভাব আরও কম বলিয়া মনে হয়। ব্যান্ধগুলির হাতে পূর্ব হইতে বেশি বিজার্ভ থাকিলে বণ্ড কিনিয়া লওরায় আমানত কমিয়া গিয়া নগদ টাকার পরিবর্তন বাড়িয়া গেল মাত্র। ব্যাক্ষের হাতে নগদ টাকার পরিমাণ বাড়িলে ঋণ স্থাষ্ট কিছুটা পরিমাণ বাড়িতে পারে, যদি অবশ্য পূর্বে তাহারা নগদ টাকার পরিমাণ কম থাকায় ঋণপ্রসারের স্ক্রোগ হইতে বঞ্চিত থাকে। বেক্সীয় ব্যাক্ষের হাতের ঋণপত্রগুলি সরকার কিনিয়া লইলে উহার কোনরূপ প্রসারশীল প্রভাব নাই।

অপরঁপকে, ঋণ পরিশোধের উপযুক্ত পরিমাণ টাকা সরকারের হাতে তুলিয়া আনার জন্ত যে-পরিমাণ কর বসাইতে হইবে, তাহার সংকোচনশীল প্রভাব অনিবার্য, কারণ এইরূপ করের ফলে ভোগব্যয় এবং বিনিয়োগ-ব্যয় উভয়ই কমে। তাই কর আদায় ও ঋণ পরিশোধের মিলিত প্রভাব সংকোচনমূলক হইতে বাধ্য।

चार्मिक कारन, व्यवश्र मत्रकाती श्रेश श्रीतामार्थत व्याशावणे। निकास वेष्ट्रा

বা খেয়াল-খুশির ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কোনরূপ ফলপ্রস্কাল উল্লেখ
না করিয়া সরকারী বগু বাজারে ছাড়িয়া দেওয়া আজকাল
আধুনিককালে ইহাকে
আর ভার বলিয়া কেন

থাকায় ঋণের পরিশোধ অনির্দিষ্ট কালের জন্ম স্থগিত রাথ। চলে। এই অবস্থায় তাই, কেহ কেহ বলেন যে, সরকারী ঋণের ঋণমূল

চলে। এই অবস্থায় তাই, কেই কেই বলেন যে, সরকারা ঋণের ঋণুমূল (principal) আর বাস্তব নয়, ইহা নিছক কল্পনা ও অবাস্তব অক্সমানের বিষয় ইইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রকৃত ভার হইল স্থদ প্রদানের এবং এই ভারও নিতাস্ত আপেক্ষিক ব্যাপার, ইহা প্রধানত নির্ভর করে (ক) জাতীয় আয়ের পরিমাণ, (ধ) কর-কাঠামোর প্রকৃতি এবং (গ) দেশের অধিবাসীদের মধ্যে বণ্ড-মালিকানার

ৰণ্টনের উপর।

বাস্তবপক্ষে, ঋণভারের গভারতা প্রধানত নির্ধারণ করা যায় জাতীয় আয়ের স্তর অমুষারী। ইহা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, অন্তত যথন আমরা ঘাট্তি ব্যয়ের সাহায্যে জাতীয় আয় বাড়াইবার কথা বলি। কারণ জাতীয় উন্নয়নের এই কার্যস্থচী সফল হইলে সরকারী ঋণের মূল-পরিমাণ এবং বাৎসরিক স্থদের পরিমাণ নিজের আয়তন বাড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে নিজের ভার কমাইবার ব্যবস্থা

আদল কথা জ্বাতীয় আব্দের সহিত ইহার অমুপাত কি সকলের অলক্ষ্যে আপনা-আপনি করিতে থাকে। জাতীয় আয় অধিকতর বৃদ্ধি পাইলে উহার সহিত জাতীয় ঋণের অফুপাত হ্রাস পায়। ঋণভারের এই হ্রাস ব্যাক্তদের মধ্যে কিরপে বৃদ্ধিত হয় তাহ। নির্ভর করে আয়-বৃণ্টনের

উপর এবং উহার সহিত ঋণগ্রহণ ব্যবস্থা, করপাতের ধরন, স্থদ প্রদানের বন্টন-কাঠামো প্রভৃতি তুলনা করিয়া। আবে ইহা তো স্পষ্টই দেখিতে পাওয় যার যে, ঋণ-পরিমাণের তুলনায় জাতীয় আয়ে বৃদ্ধির হার বেশি হইলে আসল ভার হাস পায়।

সর্বশেষে, মনে রাথা দরকার যে, জাতীয় ঋণের আয়তন ও গঠন (size and composition) পরিবর্তিত হইলে জাতীয় আয়ের পরিমাণই ঝণের আয়তন ও গঠন বল্লাইয়া যাইতে পারে। ব্যক্তি ও অহাই আর্থিক বদলাইলে জাতীয় প্রতিষ্ঠানের হাত হইতে বণ্ডগুলি ব্যাক্ষের হাতে পৌছিলে প্রসারমূলক ধারা শুরু হইতে পারে। যে-কোন স্ত্র হইতে কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষের নিকট পৌছাইলে উহার প্রসারশীল প্রভাব আরও

বেশি। বিপরীত পক্ষে, বণ্ডগুলিকে অপসরণ করিলে দেশে সংকোচনশীল প্রভাব বাডিয়া যাইবে।

আন্তর্জাতিক ঋণ পরিশোধ (International debt repayments) :

আধুনিক জগতে কোন দেশ একক ও বিচ্ছিন্নভাবে বাঁচিয়া থাকে না, বিভিন্ন দেশের সঙ্গে তাহাকে অর্থ নৈতিক লেনদেন করিতে হয়। একটি দেশের জাতীয় ঋণ অহ্য দেশের সরকারকে কিরপে পরিশোধ করা চলে? বহু বিভিন্ন কারণে একটি দেশের সরকার অহ্য দেশের সরকারকে ঋণ পরিশোধ করিতে পারে, যেমন (১) যুদ্ধের পরে বিজিত দেশের সরকার বিজয়ী দেশের সরকারকে বাধ্যতামূলক ক্ষতিপূরণ দান করিতে পারে (reparations); অথবা (২) উন্নয়নমূলক কোন কার্যে গৃহীত ঋণ পরিশোধ করিতে পারে। বিভিন্ন দেশের সরকারের মধ্যে এইরূপ ঋণ পরিশোধের সময় বিশেষ কতকগুলি অর্থ নৈতিক সমস্তা দেখা দেয় যাহাদের আমরা অপসরণ সমস্তা (transfer problem) বিশিয়া থাকি।

ক্ষতিপূরণ দান বা ঋণ পরিশোধের হুইটি ন্তর প্রধানত লক্ষ্য করা যায়।
প্রথমত, দেনদার দেশটিকে কর আরোপণ দারা বা মুদ্রাম্ফীতি ঘটাইয়া কিছু
পরিমাণ টাকা তুলিতে হইবে। ইহাতে দেনদার দেশটিতে শিল্প ও বাণিজ্য
ক্ষতিগ্রস্ত হইবে এবং জাতীয় আয় হ্রাস পাইবে। মুদ্রাম্ফীতি
কিরপে টাকা তোলা ঘটাইলে জাতির আসল আয় কমিয়া যাইবে এবং নিম্ন আয়
বাব
সম্পন্ন শ্রেণীগুলি তুলনামূলকভাবে অধিকত্তর ঋণ পরিশোধের
ভার বহন করিতে বাধ্য হইবে।

দ্বিতীয় সমস্থা হইল, ঐ দেনদার দেশটি যে-টাকা এইরূপে তুলিয়া
লইল তাহাকে মহাজনী দেশটির টাকায় রূপাস্তরিত করা। ইহাকেই বলে
অপসরণ সংকট বা transfer crisis। যেমন জার্মান সরকার কোন উপায়ে
নিজের দেশের মধ্য হইতে এই টাকা তুলিল। এখন
কিরূপে সেইটাকার তাহার নিকট সমস্থা হইল কিরূপে সে জার্মানীর মার্ককে
রূপান্তর ঘটানো যায়

বুটেনের পাউণ্ডে রূপাস্তরিত করিতে পারে। ঠিক
কিরূপে জার্মানীর মার্ক বুটেনের পাউণ্ডে পরিণত হইয়া বুটেনে পৌছে এবং এই
পথে দেনদার দেশটিকে কিরূপ ভার বহন করিতে হয় তাহা লইয়া প্রসিদ্ধ
ধনবিজ্ঞানীদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিতর্ক হইয়া গিয়াছে। ঋণ পরিশোধ

শশুৰ করিবার জন্ত জার্মানীকে রপ্তানি-আধিক্য (export surplys) ঘটাইতে হইবে, অর্থাৎ আমদানির তুলনায় রপ্তানি বাড়াইয়া বুটেনের পাউও আয় করিছে হইবে এবং এইরূপে পাউও আয় করিয়া উহার দ্বারা বৃটিশ সরকারের ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে।

লর্ড কেইন্সের মতে এইরূপ রপ্তানি-আধিক্য ঘটাইতে হইলে রপ্তানি জব্যসামগ্রীর দাম কমাইতে হইবে। তাহা না হইলে মহাজনী দেশের ক্রেতারা উহাদের ক্রেয় বাড়াইবে কেন ? দাম কতটা কমাইলে এইরূপ রপ্তানি-আধিক্য বজায় রাখা সম্ভব হইবে তাহা নির্ভর করে বিদেশের বাজারে জার্মান-

কেইন্দের মতঃ দাম কমাইয়া রপ্তানি ৰাড়াইতে হইবে দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার উপর। এইরূপ দামস্তর কমাইবার দরুদ বাণিজ্যের পণ্য-হার (the barter terms of trade) জার্মানীর প্রতিকৃলে আসিবে। ইতিমধ্যে

যদি আমদানি দ্রব্যাদির দাম বাড়িয়া যায় তাহা হইলে জার্মানীর বাণিজ্য-হার আরও বেশি প্রতিকূল হইয়া পড়ে। ইহার অর্থ হইল বে, তাহাকে নির্দিষ্ট পরিমাণ আমদানি পাইতে হইলে পূর্বাপেক্ষা বেশি পরিমাণ রপ্তানি করিতে হইতেছে। কর আরোপণ বা মূদ্রাক্ষীতি ঘটাইবার সময় সে প্রথম স্তরের ভার (primary burden) বহন করিয়াছিল; এখন সে বহন করিতেছে দ্বিতীয় স্তরের ভার (Secondary burden)। তাহার জাতীয় আয়ের এক অংশ বিদেশীদের নিকট শুধু পাঠাইয়া দিলেই চলে না, বাণিজ্য-হার প্রতিকূল হওয়ায় প্রতি-ইউনিট আমদানির জন্ম পূর্বাপেক্ষা বেশি দ্বব্য তাহাকে রপ্তানি করিতে হয়। এই দ্বিতীয় স্তরের ভারকেই বলে অপসরণের ক্ষতি (transfer loss)।

অধ্যাপক ও'লীন (Ohlin) অবশ্য এই মন্ত মানিতে পারেন নাই। তাঁহার মতে রপ্তানি-আধিক্য ঘটাইবার জন্ম জার্মানীর আভ্যন্তরীণ দামন্তর কমাইবার কোন প্রয়োজন নাই। এই কারণে ঋণ-পরিশোধের কোন দিতীয় স্তরের ভার দেখা দেয় বলিয়া তিনি মনে করেন না। তাঁহার মতে, সংশ্লিষ্ট হুইটি দেশের ক্রমণন্তির ক্ষমতাতে পরিবর্তনের কথা কেইন্স সম্পূর্ণ অবহেলা করিয়াছেন। ক্ষতিপূরণ দানের তাৎপর্য হইল জার্মানী ও'লীনের মত: দামনা হুইতে ক্রয়ণক্তি বিদেশে হস্তাস্তরিত করা। এইরূপ কাইলেও রপ্তানি ক্রয়ণক্তি হস্তাস্তরিত হইলে জার্মানীর অধিবাসীদের মাথাপিছ আর পুর্বাপেক্ষা কমিয়া যায়, অধ্ব বিদেশের অধিবাসীদের ক্রয়ণক্তি

वृद्धि भाष्त । देशन फरन विरम्भी सरवान कछ कार्मानीन চाहिमा व्यर्थाए कार्यानीत कामनानि द्वांन भाहेर्त, व्यथे व्यथक वितनी व्यथिनानीत्व চাহিদা অর্থাৎ জার্মানীর রপ্তানি বৃদ্ধি পাইবে। এইরূপে পুরাতন দামেই জার্মানীর রপ্তানি বাড়িবে ও আমদানি কমিবে, ফলে জার্মানীর পক্ষে রপ্তানি-আধিক্য স্থাষ্ট করা সম্ভব হইবে। বাণিজ্যের পণ্য-হার জার্মানীর প্রতিকৃলে ষা ওয়ার কোন প্রয়োজন নাই এবং কোনরপ 'অপসরণের ক্ষতি'ও ঘটিবে না।

অনেকে বলেন যে. প্রকৃত সত্য এই উভয় মতের মধ্যে নিহিত আছে। ইহাতে কোনরূপ সন্দেহ নাই যে, উভন্ন দেশের পারস্পরিক ক্রমুশক্তিতে কিছুটা পরিবর্তন নিশ্চয়ই আসিবে যাহাতে কিছু পরিমাণ রপ্তানি-আধিক্য দেখা দিতে পারে। তবে ইহাও ঠিক যে, উভয় দেখের দামস্তরে এইরূপ পরিবর্তন ঘটা নিশ্চয়ই সম্ভব, দেনদার দেশটির বাণিজ্য-হার প্রতিকৃল হওয়াও সম্ভবপর। তাই, দ্বিতীয় স্তরের ভার নিশ্চয় কিছুটা দেখা দিতে পারে।

ছইটি মত মিলিয়াই

বাণিজ্য-হারে পরিবর্তন কতদুর দেখা দিবে তাহা অনেক ৰ্ব্যাল্যাল্য প্রকৃত সত্য পাওরা যার প্রকার শক্তির উপর নির্ভর করে, যেমন পারম্পরিক চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা, জার্মানীতে যোগানের স্থিতি-

স্থাপকতা, দেশে ঋণ সংকোচনের প্রয়োজনীয়তা, বিদেশে শুল্কের পরিমাণ প্রভৃতি। বিদেশে শুল্কের পরিমাণ বাডাইলে দেনদার দেশটিকে দাম বেশি পরিমাণে ক্মাইতে হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। মহাজনী দেশের সরকার যদি নিজ দেশের দাম ও আয়ন্তর বাড়াইতে বাধা দেয় তবে দেনদার দেশটিতে দাম ও মজুরি বেশি পরিমাণ কমাইতে হইবে। উভয় ক্ষেত্রেই, তাই ঋণ পরিশোধের ভার দেনদার দেশটিকে অধিক পরিমাণে বহন করিতে হইবে।

এই প্রদক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করা দরকার। বিদেশ হইতে ঋণ পরিশোধ পাইলে মহাজনী দেশটি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এইরূপ আলোচনা অনেক ধনবিজ্ঞানী করিয়াছেন। দেনদার দেশটির রপ্তানি বাডিবে এবং মহাজনী দেশটির আমদানি বাডিবে ইহা আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু ইহাতে মহাজনী দেশটির শিল্প

মহাজনী দেশের উপর ঋণ পরিশো ধের বিৱাপ প্ৰভাৰ

ব্যবসায় ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলি নিজের দেশে ও বিদেশে কি পূর্বাপেকা কম পরিমাণ বিক্রয় করিতে পারিবে না? ইহাতে কি মহাজনী দেশটিতে বেকারি ও শিল্প-সংকোচন দেখা দিবে না? তাই কয়েকজন ধনবিজ্ঞানী মহাজনী

দেশটির উপর ঋণ পরিশোধের বিরূপ প্রভাবের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

অবশু মনে রাখা দরকার যে সর্বক্ষেত্রেই এরপ যুক্তি মানিয়া লওয়া চলে না। দেনদার দেশটির পণ্যসামগ্রী যে সব সময়ই মহাজনী দেশটির জব্যসামগ্রীর সঙ্গে প্রতিযোগিতামূলক হইবে উহাতে কোন সন্দেহ নাই। দেনদার দেশটি কাঁচামাল রপ্তানীতে পারদর্শী হইতে পারে এবং মহাজনী দেশটি শিল্পপ্রধান দ্রব্য উৎপাদনে দক্ষ হইতে পারে। মহাজনী দেশটির ক্রয়শক্তি বাড়িলে উহা অধিক পরিমাণে দেনদার দেশটির জিনিস কিনিয়া লইতে পারে; এইরূপ ক্ষেত্রে মহাজনী দেশের অভ্যন্তরে কোনরূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে না।

দিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে আন্তর্জাতিক ঋণ লেনদেনের পরিমাণ অনেক বাড়িয়া
গিয়াছে। পুন ঠিন ও লেনদেনের কাজে ঋণ-প্রাদানের উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক
আধ্নিক বুগে ইহা
অনেকটা নিবন্তিত
পরিশোধের উদ্দেশ্যে কিন্তির ব্যবস্থা করা হইয়াছে (instalment), ইহাতে মনে হয়, দেনদার দেশগুলির উপর
ঋণ-পরিশোধের অত্যধিক চাপ এবং মহাজনী দেশগুলির উপর উহার বিরূপ
প্রতিক্রিয়া ঘটিতে পারিবে না।

जन्मी मनी

- 1 What are public debts? How do they affect our economic life?
- 2. What are the different forms of public debts? Suggest measures by which the burden of public debt may be reduced.
- 8. Discuss the purposes for which public debts may be legitimately incurred by the Government
 - 4. Distinguish between the burden of an internal and external loan.
 - 5. Why it is said that an internally held debt has no burden at all?
- 6. Discuss the economic effects of government borrowing, interest-payments and the repayment of government loans.
- 7. What are the problems connected with the repayment of intergovernmental debts?

ফিস্কাল নীতি ও বাজেট Fiscal Policy and budget

সরকারের আয় ও ব্যয়ের ফলে জাতীয় আয়, উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের স্তর্ম বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। পূর্বে রাষ্ট্রের কর, ঋণ ও ব্যয় প্রভৃতির প্রভাব মূলত বন্টনের দিক হইতে আলোচনা করা হইত, কিন্তু বর্তমানে দেশের উৎপাদন ও আয়ন্তরের উপর ইহাদের প্রভাব অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করা হইতেছে।

কর, ঋণ ও বায়সংক্রান্ত রাষ্ট্রের সকল নীতিকে একত্রে ফিস্কাল নীতি
(Fiscal Policy) বলা হয়। দেশের অর্থনৈতিক নীতির (economic policy) যে উদ্দেশ্ত বা লক্ষ্য ধরিয়া লওয়া হয় তাহাকে কিস্কাল নীতি
কাহাকে বলে সফল করিয়া তোলাই ফিস্কাল নীতির কাজ। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রকার অর্থনৈতিক লক্ষ্য থাকে। উয়ভ দেশেসমূহের লক্ষ্য হইল পূর্ণ কর্মসংস্থান প্রতিষ্ঠা করা এবং ঐ স্তরে স্থায়িত্ব বজায় রাখা, আবার অন্তর্মত দেশসমূহের লক্ষ্য হইল দেশের উৎপাদনে ও টেক্নলজিকাল কাঠামোতে এমন পরিবর্তন আনা যাহাতে ক্রভ অর্থনৈতিক

ফিসকাল নীতির মধ্যে তাই সকল প্রকার সরকারী ব্যয় ও আয় আলোচনা করা দরকার; চল্তি দ্রব্য ও কাজকর্মের উপর সরকারী ব্যয়, ঋণদান, হুস্তাস্তর-ব্যয় স্থায়ী ধরনের মূলধন গঠন এবং দ্রব্যসামগ্রী মজুত করা—

উন্নয়ন বা ক্রমবৃদ্ধি ঘটিতে পারে।*

*"Fiscal policy is concerned with the manner in which all the different elements of public finance, while still primarily concerned with carrying out their own duties (as the first duty of a tax is to raise revenue) may collectively be geared to forward the aims of economic policy." Mrs. Ursula Hicks, Public Finance, P 269.

"a policy under which the Government uses its expenditure and revenue programmes to produce desirable effects and avoid undesirable effects on the national income, production and employment." Arther Smithles, article in Survey of contemporary Economics, P 174.

আবার অপরদিকে কর হইতে প্রাপ্ত রেভিনিউ, সম্পত্তি হইতে আর, ঋণ করা

স্বিক্ছই ফিস্কাল নীতির অস্তর্জুক। ফিস্কাল নীতির এই সকল
অঙ্গপ্রত্যক্ষের মধ্যে পারম্পরিক সামপ্রত্য রক্ষা করাও এই নীতির অস্তর্জুক;
প্রকৃতপক্ষে এই ব্যালাস্ট্র ফিস্কাল নীতির প্রাণ। আয়ের সকল দিক এবং
ব্যায়ের সকল দিক মিলিয়া সরকারী ফিস্কাল নীতি দেশের মোট সঞ্চয় ও
বিনিয়োগে এমন পরিবর্তন আনে যে, দেশের উৎপাদন, আয়, কর্মসংস্থান ও
দামস্তর বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। আধুনিককালে তাই ফিস্কাল নীতির
গুরুত্ব বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ফিস্কাল নীভির লক্ষ্য (Objectives of Fiscal Policy)

সরকারী ফিদ্কাল নীতি বাস্তবে রূপ পায় বাজেট-গঠনের মধ্য দিয়া; রাষ্ট্রের আর, ব্যয়ের পরিমাণ ও উহাতে পরিবর্তন সরকারী ফিদ্কাল নীতিকে প্রকাশ করে। সরকারের অর্থ নৈতিক লক্ষ্য সাধনের উপ্যোগী 'পদ্ধতিই' মূলত ফিদ্কাল নীতি, কিন্তু অর্থ নৈতিক লক্ষ্য ছাড়াও বাজেটের মাধ্যমে সরকারের আরও অনেক প্রকার লক্ষ্য সফল করার চেষ্টা হয়। সরকারী নীতির লক্ষ্য হিসাবে আমরা কয়েকটিকে উল্লেখ করিতে পারি, ষেমন জাতীয় নিরাপত্তা, সামাজিক নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রগতি, এবং রাজনৈতিক হায়িও। এই সকল লক্ষ্যের মধ্যে কয়েকটি পরম্পরের প্রতিযোগী, আবার কয়েকটি পরস্পরের পরিপ্রক।

অনেকে মনে করেন সরকারী বাজেট-নীতির একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত্ত জাতীয় নিরাপত্তা। ইহা কিন্তু সত্য নয়। কারণ তাহা হইলে আরও বেশি টাকা, প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রের সকল আয় দেশরক্ষাথাতেই থরচ করা দরকার। তাহা না করিয়া, কিছু টাকা, অস্থাস্থ থাতে বায় করিয়া রাষ্ট্র কিছু ঝুঁকি বহন করে ভাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু ঝুঁকি না লইলে অন্থান্থ লক্ষ্য একাস্তই অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে। বিভীয়ত, এই শতান্দীর তৃতীয় দশকে লোকের মনে এইরূপ থাকিয়া যাইবে। বিভীয়ত, এই শতান্দীর তৃতীয় দশকে লোকের মনে এইরূপ থারিণা ছিল য়ে, অর্থ নৈতিক প্রগতি ও সামাজিক নিরাপত্তা একই সঙ্গে অগ্রসর হয়, সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা উন্নততর ক্ষরিতে পারিলে বেশরকা, প্রগতি, নিরাপত্তা ও ছারিছ

প্রপতি ও নিরাপত্তার নীতির মধ্যে বিরোধ দেখা দিতে পারে, একই দঙ্গে

উভরের দাবি পূরণ করা সম্ভব না-ও হইতে পারে। তৃতীয়ত, সকল দেশের বাষ্ট্রেই নিজের রাজনৈতিক স্থায়িত্ব বক্ষা করা অস্ততম প্রধান লক্ষ্য। এই রাজনৈতিক স্থায়িত্ব রক্ষার জন্ত সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন প্রয়োজন সন্দেহ নাই, কিন্তু এই পরিবর্তনের মাত্রা বেশি হইলে রাজনৈতিক স্থায়িত্ব সাধারণত রক্ষা পায় না। সরকারী সকল কাজকর্মই প্রধানত এই রাজনৈতিক স্থায়িত্ব রক্ষার উদ্দেশ্তে পরিচালিত হয়, অন্তান্ত সকল লক্ষ্যই এই প্রধান লক্ষ্যকে অনুসরণ করে।

এই সকল লক্ষ্য ছাডাও সরকারের অর্থনৈতিক সে-সকল লক্ষ্য থাকিতে পারে তাহাদের আলোচনা দরকার, কারণ ফিস্কাল নীতি প্রত্যক্ষভাবে ব্যবহৃত হয় এই সকল অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্তই। সরকারে বছ অর্থনৈতিক লক্ষ্য থাকিতে পারে। প্রথমত, ধনবিজ্ঞান শাস্ত্রের ইতিহ্ অনুযায়ী আমরা দেখিতে পারি যে, ইহার লক্ষ্য হইল সর্বাধিক অর্থনৈতিক কল্যাণ (maximum economic well-being)। অর্থনৈতিক কল্যাণ-এর ধারণা সম্পর্কে বছপ্রকার তত্ত্বগত ক্রটিবিচ্যুতি দেখা দিলেও ইহাকে একেবারে উডাইলা দেওয়া চলে না। দ্বিতীয়ত, প্রতিটিদেশে এবং সারা বিশ্বে আধুনিক কালে পূর্ণ কর্মসংস্থানকে অর্থনৈতিক লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করা হইতেছে। দেশে অনিচ্ছামূলক বেকারি না থাকার অবস্থাকেই পূর্ণ কর্মসংস্থান স্তর বলা হয়।*

ভৃতীয়ত, অনেকে বলেন যে, দেশে পূর্ণ কর্মসংস্থান অপেক্ষা আসল আয়ের
বৃদ্ধিকেই প্রধান লক্ষ্য হিসাবে গণ্য করা উচিত। মূলধনবৃদ্ধি
সঞ্চযের এবং টেকনিকাল জ্ঞান-বৃদ্ধির হারের উপর
। পূর্ণ কর্মসংস্থান স্বকারী নীতির স্থপ্রভাব বজায় রাখাই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।
থা আসল আয়ে বৃদ্ধি
যেমন, এমনভাবে সরকারী করনীতি রচনা করা প্রয়োজন
যাহাতে দেশে মূলধন-সঞ্চয়ের সর্বোত্তম (optimum) হার
পাওয়া যায়, ইহা যে স্বাধিক হার হইতে হইবে, ভাহার কোন কথা নাই।

* এই প্রদক্ষে মনে রাথা দরকার যে, অর্থ নৈতিক লক্ষ্য হিচাবে কেবলমাত্র পূর্ণ কর্মসংখানকে গণ্য করা চলে না, কারণ দেশে গড় আদল মজুরি কিরাণ, ইহ'তে ভবিশ্বৎ বৃদ্ধির হার কড, এই দকল বিষরে ঘোবণা না থাকিলে নিছক বেকারী না থাকাকেই অর্থনৈতিক লক্ষ্য হিচাবে ধরা চলে না। আদ্বের বউন কিরাপ, অর্থনৈতিক কল্যাণের তার কিরাপ এই দকল না বলিয়া কেবলমাত্র পূর্ণ কর্মসংস্থান ঘটিলেই অপ্রাণর দকল আশীর্ষাদ দেশের উপর আপনা আপনি ব্যতিত হইবে, একথা মানিয়া লওয়া চলে না।

শ্রমিকের উৎপাদন-ক্ষমতার উপর করনীতির প্রভাব বিবেচনা করিতে হইবে।
দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ আসল আয়ের প্রয়োজনীয়তা তুলনা করিয়া উন্নয়নন্দক ও কল্যাণকর কার্যহাটীর মধ্যে সরকারী ব্যয় বণ্টন করিয়া দিতে হইবে। অনেক সময় আসল আয়-বৃদ্ধির এই লক্ষ্য এবং পূর্ণ কর্মসংস্থানের লক্ষ্যের মধ্যে বিরোধিত। দেখা দিতে পারে। যে নীতিতে সর্বাধিক কর্মসংস্থান ঘটে, ঠিক সেই নীতিতে আসল আয় সর্বাধিক না হইতে পারে, অথব। অর্থনিতিক উন্নয়নের সর্বোত্তম হার না-ও পাওয়া যাইতে পারে। চতুর্থত, কেহ কেহ সমাজের মোট উৎপাদন ও কর্মসংস্থানে বৃদ্ধিকেই একমাত্র লক্ষ্য মনে করেন না,

৪। বাজিগত মালি-কানার প্রদার ৫। পরিকল্পিত কল্যাণ বৃদ্ধি ৬। আর সমতা আনা গ। স্থায়িত্ব বঞ্জার রাধা ব্যক্তিগত মালিবানাক্ষেত্রের প্রসারকেই সরকারের প্রধান উদ্দেশ্র বলিয়া গণ্য করিতে চান। এই লক্ষ্য অনুযায়ী বরহার কমানো এবং ব্যবসায়ীদের অধিকতব অস্থবিধা দানের নীতিকে সরকারী কল্যাণমূলক কার্যসূচী অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হয়। পঞ্চমত, অনেকে আবার ইহার ঠিক বিপরীত পরিক্রিত কল্যাণ-বৃদ্ধিকেই

(planned welfare approach) প্রধান লক্ষ্য বলিয়া মনে করেন। যেমন লর্ড বিভারিজ (Beveridge) মনে করেন যে অভাব, ব্যাধি, অশিক্ষা ও দারিত্যে দুর করার জন্ত দেশের সকল বিনিয়োগের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ হাপন করা খুবই প্রয়োজনীয় - ইহাই সরকারের অর্থনৈতিক লক্ষ্য। ষঠত, আব একটি অর্থনৈতিক লক্ষ্য হইল আয়ে অধিকতর সমতা আনা। উৎপাদন-বৃদ্ধি বা জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্তে নয়, সমতার থাতিরেই আয়-বৈষম্য দূর করিতে হইবে, ইহাই অনেকে লক্ষ্য হিসাবে সম্মুখে রাখিতে চান। এই লক্ষ্যের সহিত অপরাপর অনেক লক্ষ্যের বিরোধ আছে বলা হয়, যেমন আয়-বৈষম্য ব্রাস করিলে ধনীদের সঞ্চয়ের ইচ্ছা এবং শ্রমিকদের কর্মদক্ষতার স্থব উদ্ভয়ই কমিয়া যাইতে পারে। সর্বশেষে, দেশের আয় ও কর্মসংস্থানের স্থায়িষ্ব বজায় রাথাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক লক্ষ্য বলিয়া ঘোষণা করা হয়।

উপরে আলোচিত এই সকল বহু বিভিন্ন প্রকার লক্ষ্যসমূহকে অধ্যাপক মাসগ্রেভ (Musgrave) তিন শ্রেণীতে বিহক্ত করিয়াছেন। কোন দেশের ফিস্কাল দপ্তরের মধ্যে তিনটি শাথা করনা করিয়া লইয়া এক এক শ্রেণীর কাজকর্ম এক একটি শাথার দ্বারা পরিচালিত হয় বলিয়া তিনি মনে করিয়া লইয়াছেন। এই ভিনটি শাখা হইল 'উপকরণ-বিস্তাস শাখা' (Allocation Branch), 'বণ্টনের শাখা' (Distribution Branch), এবং 'হায়িত্ব রক্ষণের শাখা' (Stabilization Branch)। এই সকল শাখা প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্তব্য করিবে বটে, কিন্তু একে অন্তের কাজ ব্যাহত করিবে না, পারপ্পরিক সামঞ্জন্ত রক্ষা করিয়া চলিবে * প্রতিটি শাখা নিজ নিজ লক্ষ্য অমুসারে সেই শাখার নিজ কাজকর্মের পরিকল্পনা করিবে, এই সময় সে ধরিয়া লইবে বেন অস্তান্ত শাখাও নিজ নিজ লক্ষ্য অমুসারে কাজ করিতেছে। প্রতিটি শাখার এইরূপ পৃথক পরিকল্পনাগুলি লইয়া জাতীয় বাজেট রচিত হইবে, সরকারী কর ও ব্যয়নীতি, অর্থাৎ রাষ্ট্রের ফিদ্কাল নীতি এই সকল ক্ষ্তু ক্ষ্ উপ-পরিকল্পনাগুলির সন্মিলিত প্রকাশ। স্করাং জাহাদের মতে আদর্শ ফিদ্কাল নীতি এই তিনটি শাখার পৃথক পৃথক লক্ষ্যের মধ্যে সর্বোত্তম সামঞ্জন্ত সাধন করিবে: সর্বোৎকৃষ্ট উপকরণ-বিস্তাস, আয় ও সম্পদের বণ্টন এবং স্থায়িত্ব-সাধন, এই তিনটি লক্ষ্যই উপযুক্তভাবে রক্ষিত হইবে।

সর্বশেষে, আর একটি কথা মনে রাখা দরকার। কেইন্সীয় তত্ত্বে উদ্ধৰ হয় গভীব বাণিজ্যসংকটের পরিবেশ হইতে, তাই আধুনিক কালের ফিস্কাল নীতি উপরের ঐ তিনটি শাখার মধ্যে তৃতীয়টিকে তুলনামূলকভাবে অধিকতর শুকুত্ব দেয়, অর্থাৎ স্থায়িত্বক্ষাকে মূল লক্ষ্য বলিয়া মনে করে। শিল্পোন্নত দেশগুলিতে স্থায়িত্বক্ষণ বলিলে বুঝা যায় দামস্তর স্থির রাখা এবং পূর্ণকর্ম সংস্থান বজায় রাখা। দামস্তর স্থির রাখার পক্ষে অনেক যুক্তি আছে। ইহাতে সহসা পরিবর্তন হইলে বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রীর দামে পরিবর্তন আসে, আয়-বন্টনের কাঠামো বদল হইয়া যায়। সমাজের অর্থনৈতিক দেহে অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতা দেখা দেয়, সকল দ্রব্যের দাম সমান হারে পরিবর্তন হয় না বলিয়া

^{*&}quot;The responsibilities of the Ffscal Department in our imaginary state are derived from a multiplicity of objectives. For present purposes these are grouped under three headings: The use of fiscal instruments to (1) secure adjustments in the allocation of resources; (2) secure adjustments in the distribution of income and wealth; and (8) secure economic stabilizationLet us now think of each of these functions as being performed by a particular branch of our imaginary Fiscal Department. These branches may be referred to respectively as the Allocation, Distribution and Stabilization Branches." Musgrave, The theory of Public Fenance, P. 5.

উপকরণের নিয়োগ-বিভাসও পান্টাইয় যায়।* পূর্ণকর্মসংস্থান বজায় রাখার পক্ষেও মৃক্তি কম নাই। সামাজিক শান্তি, নিরাপত্তা ও কল্যাণ বৃদ্ধি করা—সকল উদ্দেশ্রেই ইহা প্রয়োজন। এই ছইটি লক্ষ্যের মধ্যে পরম্পারবিরোধিত। আনেক সময়েই দেখা দিতে পারে, কিন্তু এই ছইটিই বাঞ্নীয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

অপু:র্ণান্নত দেশগুলিতে ফিদ্কাল নীতির লক্ষ্য হিসাবে সাধারণত অর্থ নৈতিক উন্নয়ন, বিকাশ বা ক্রমবৃদ্ধিকে (economic growth) অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হইতেছে। সকল দেশেই অবশু স্থায়িত্ব ও ক্রমবৃদ্ধিকে লক্ষা হিসাবে ধরা হয়, (কারণ সমাজকে পূর্ণকর্মসংস্থান স্তবে স্থির রাখিতে হইলেই কিছটা ক্রমর্দ্ধির প্রয়োজন হয়); তাহা হইলেও দেশের অবস্থা অমুযায়ী এক এক দেশে ইহাদের তুলনামূলক গুরুত্ব পূথক থাকে। দেশটি দরিদ্র ও অমুন্নত. জনসংখ্যা ক্রত বাড়িতেছে—এই অবস্থায় সে স্বভাবতই ক্রমবৃদ্ধির উপর জোর দিবে বেশি। অবশ্র স্থায়িত্ববক্ষণের দায়িত্ব তথনও তাহাকে মনে রাখিতে हहेर्द. উहारक व्यदहना कतिरन চनिर्दान। रयमन व्यामता ज्ञानि रय. উন্নয়নের যাত্রাপথে মূলধনী দ্রব্যোৎপাদনে লোকের কর্মসংস্থান ও আয় বাড়িবে. কিন্তু ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন তভটা দ্রুত রৃদ্ধি না পাওয়ায় মুদ্রাম্ফীতির চাপ দেখা দিতে থাকে। মূদ্রাক্ষীতির এই ব্যবধান (inflationary gap) সংকুচিত করার জন্ম এই দেশের সরকারকে নিশ্চয় কর এবং ঋণের সাহায্যে ববিত আয়ের এক অংশ তুলিয়া লইতে লইবে। ছাহা না হইলে বৈদেশিক মুদ্রাসংকট ও আভ্যন্তরীণ মূদ্রাক্ষীতি দেশে অর্থ নৈতিক দায়িত্বে বিপর্যয় ডাকিয়া আনিবে। স্থতরাং সকল দেশেই, ফিস্কাল নীতির প্রধান লক্ষ্য হিসাবে আমর। বর্তমান কালে, অস্তান্ত লক্ষ্যকে বাদ দিয়া স্থায়িত্ব ও ক্রমবৃদ্ধিকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করিতে পারি; অবশ্র কোন দেশের বিশেষ অবস্থায় সাময়িকভাবে

ইহাদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে কোন একটিকে সেই দেশ অপরটির তুলনার প্রধান স্থান দিতে পারে তাহাতে সন্দেহ নাই *

ফিস্কাল নীতির কৌশল: কিস্কাল নীতি ও জাতীয় আয় (The mechanics of Fiscal Policy: Fiscal Policy and National Income):

সরকারের অর্থ নৈতিক যে-কোন লক্ষ্যে পৌছিতে হইলে দেশের জাতীয় আর বাড়ানো বা কমানো দরকার হয়, অর্থাৎ জাতীয় আয়ের পরিমানে নিজের ইচ্ছামত উঠানামা ঘটানো প্রয়োজন হয়। সরকারের কর ও ব্যয় কমাইয়া বা বাড়াইয়া জাতীয় আয়ের পরিমানে নিজের পছলদমত পরিবর্তন কিরূপে আনা চলে ? ইহা আলোচনা করিতে হইলে আমাদের জাতীয় আয় নির্ধারণের আলোচনা স্মরণ করা দরকার। জাতীয় আয় গঠ কারী অঙ্গপ্রতাদসমূহ অথবা ইহার নিরূপণকারী শক্তিসমূহ স্পষ্টভাবে জানিতে না পারিলে কিরূপে আমরা ইহার উপর সরকারী আয়-ব্যয়ের প্রভাব বিশ্লেষণ করিতে পারিব ?

আমরা জানি যে, কোন দেশের জাতীয় আয় ও কর্মসংস্থানের স্তর নির্ভর করে কার্যকরী চাহিদার উপর এবং এই কার্যকরী চাহিদা সামগ্রিক ব্যয়ের উপর নির্ভরশীল। দেশের এই সামগ্রিক ব্যয়ের পরিমাণ (aggregate expenditure) যদি তত বেশি না হয় যাহাতে নিয়োগযোগ্য সকল উপকরণের কর্মসংস্থান সম্ভবপর, তবে রাষ্ট্রকে এই সামগ্রিক ব্যয়ের পরিমাণ বাডাইয়া তুলিতে হইবে যাহাতে দেশের অর্থনৈতিক সংকট দ্র হয় এবং আয় ও কর্মসংস্থানের পরিমাণ বাড়ে। অর্থাৎ সমাজকে পূর্ণ কর্মসংস্থান স্তরে থাকিতে হইলে যে-পরিমাণ সামগ্রিক বায় হওয়া দরকার উহা অপেক্ষা কম হইলে এই ব্যয়ের ব্যবধানটুকু রাষ্ট্র নিজে পূরণ করিবে, অথবা এমন নীতি গ্রহণ করিবে বাহাতে সমাজের মোট বায় বৃদ্ধি পায়।

কোন সমাজের সামগ্রিক ব্যয় (E) নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লইয়া গঠিত:

- 1. ব্যক্তিগত ভোগ ব্যয় (C).
- 2. ব্যক্তিগত বিনিয়োগ ব্যয় (I).
- 3. কর-আদায় হইতে প্রাপ্ত টাকার সরকারী ব্যয় (R).
- 4. ধাৰ হইতে প্ৰাপ্ত টাকার সরকারী ব্যয় (L).
- 5. বৈদেশিক-বাণিজ্যের ব্যালাক্স (B), ইহা ধনাত্মক বা যোগহুচক হইতে পারে (আমদানির তুলনায় রপ্তানি বেশি হইলে), অথবা ঋণাত্মক বা বিয়োগ স্চক হইতে পারে (রপ্তানির তুলনায় আমদানি বেশি হইলে)।

সমাজের সামগ্রিক ব্যয় অর্থাৎ $E=C+I+R+L\pm B$. পূর্ণকর্মসংস্থান স্থারের সামগ্রিক ব্যয়কে F ধরিয়া লইলে আমরা বলিতে পারি যে, সমাজে E=F থাকিলে পূর্ণকর্মসংস্থান বজায় আছে। E যদি F হইতে বেশি হয়, তবে দেশে দ্রব্যসামগ্রীর দাম বাড়িতে থাকিবে, মুদ্রাক্ষীতি দেখা দিবে। আবার E যদি F হইতে কম হয়, তবে সমাজে অপূর্ণ নিয়োগ থাকিবে, পূর্ণকর্মসংস্থান স্তারে সমাজ পৌছিবে না। উভয় ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রের কাজ হইবে এমন নীতি অবলম্বন করা যাহাতে E=F হইতে পারে। এই ভারসাম্যের স্তরে সমাজকে রক্ষা করাই ফিসকাল নীতির দায়িত।*

সরকারের বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের আর্থিক নীতি (Monetary policy) এই কাজ করিতে পারে না বলিয়া ধনবিজ্ঞানীরা মত প্রকাশ করিয়াছেন। মনে কর, আমরা অপূর্ণ কর্মসংস্থানের স্তরে আছি, এবং এই অবস্থায় টাকার যোগান বাড়ানো হইল। লোকের সম্পত্তি-ধারণ-কাঠামো (asset-structure)

সমান ধরিয়া লইলে, অর্থাৎ তাহাদের নগদ-পছন্দ আর্থিক নাতি নিরূপায় কেন অপরিবর্তিত আছে ধরিয়া লইলে ইহার ফলে ফুদের হার কমিবে এবং বিনিয়োগ বাড়াইয়া তুলিবে। কিন্তু (কেইন-

সীয় ভত্তামুধায়ী) স্থদের হার কমিবার সীমা আছে, একটি নির্দিষ্ট স্তবের পরে স্থদের হার আর কমে না (নগদ-পছন্দ রেথা পূর্ণ ছিভিন্থাপক হইয়া

^{*} ক্লাদিকাল মডেলে আমরা পুর্কির্মনংস্থান ধরিয়া লই, তাহাদের ধারণায় সমাজে দর্বদাই $\mathbf{E} = \mathbf{F}$ বজার থাকে। এই অবস্থায় টাকার পরিমাণ বাড়িলে উৎপাদনের পরিমাণ আর বাড়ানো বার না, কারণ সকল উপকরণের পূর্ব নিয়োগ আমরা ধরিয়া লইয়াছি। টাকার পরিমাণে বৃদ্ধির স্বটাই লেনদেনের থাতে চলিয়া বায়, অর্থাৎ লেনদেনের উদ্দেশ্তে লোকেরা এখন পূর্বাপেক্ষা বেশি টাকা ধরচ করিতে চার। টাকার প্রচলন বেগ (বা \mathbf{V}) সমান ধরিয়া লওয়া হর, তাই ইহা সরাদরি \mathbf{E} -র পরিমাণ বাড়াইরা ভোলে। দামন্তর বৃদ্ধি পার, অর্থের পরিমাণতন্ধ কার্থকরী ইইতে থাকে।

উঠে), এই সীমার পরে টাকার পরিমাণ বাড়িলে আর স্থদের হার কমে না, বিনিয়োগ ও আয়ন্তর বাড়ে না। আর্থিক নীতির ইহাই সীমা, এইখানে সে অসহায়, তাহার কার্যকারিতা আর নাই। এই অবস্থাতেই ফিদ্কাল নীতির গুক্ত।*

জাতীয় আয়ের উপর ফিস্কাল নীতির প্রভাব আমরা এখন সংক্ষেপে আলোচনা করিতে পারি। সরলভাবে বুঝাইবার জন্ম আমরা ছইটি অমুমান মানিয়া লইব: (১) কর ও ব্যয়ের ফলে সমাজের আয়-বণ্টনে এখন কোন পরিবর্তন আসিতেছে না, এবং (২) ব্যক্তিগত উত্যোক্তা ও ফার্মগুলির বিনিয়োগের ক্ষমতা ও ইছে। সরকারী নীতি-নিরপেক্ষ অন্থান্ম কারণের ফলে বা স্বাধীনভাবে নির্ধারিত হইতেছে। এই ছইটি অমুমান ধরিয়া লইলে আমরা কয়েকটি স্ত্র গঠন করিতে পারি।

- (>) করের পরিমাণ সমান অবস্থায় দ্রব্যসামগ্রী ও কাজকর্মের উপর সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি পাইলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইবে। সরকার কর্তৃক ক্রয় করা দ্রব্যসামগ্রী ও কাজকর্মের মূল্যের সহিত ইহার গুণক ও হরকের দক্ষন সকল প্রভাব (repurcussion effects) যোগ করিলে জাতীয় আয়ে বৃদ্ধির পরিমাণ জানিতে পারা যায়।
- (২) কর-আদায়ের পরিমাণ সমান রাখিয়া সরকারী হস্তাস্তর-বায় বাড়াইয়। দিলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইবে।
- (৩) সরকারী ব্যয় সমান রাথিয়া কর-আদায়ের পরিমাণ কমাইয়া দিলে লোকের হাতে ব্যয়োপযোগী আয়ের পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে (সরকার কর্তৃক হস্তান্তর-ব্যয় বৃদ্ধির সমান ফল হইবে)।

*"Suppose that we are in a position of under-empolyment equilibrium and that the money supply is increased. At the prevailing level of money income, the increment will be an addition to the supply of asset money. Within some limits, this may be expected to reduce interst and raise investment. In the special Keynesian case, interest cannot continue to fall forever; the liquidity preference schedule becomes infinitely elastic, thus setting a floor to the rate of interest. Once this floor is reached, further additions to the money supply will not reduce and hence, will have no effect on I and Y. This is the characteristic case of the Keynesian model. Monetary policy is totally helpless and without bearing on either real or monetary magnitudes in the system............Fiscal policy now has its day."

Musgrave. The theory of public Finance, P. 415.

- (৪) উপরের স্ত্রগুলি হইতে জানা যায় যে, সরকারী ব্যয়ে বৃদ্ধি বা কর-আদায়ে সমপরিমাণ হ্রাস ব্যক্তিগত আয় ও ব্যয়ের উপর একই প্রভাব ফেলিবে।
- (৫) কর আদায়ে বৃদ্ধি এবং সমপরিমাণে সরকারী হস্তান্তর-ব্যয় একে অন্তকে খণ্ডন করিবে।
- (৬) দ্রব্যসামগ্রীর উপর সরকারী ব্যয়ে বৃদ্ধি এবং ঠিক সমপরিমাণ কর-আদায়ে বৃদ্ধি পরম্পরকে থণ্ডন করিবে, ফলে কর-আদায়ের পরে ব্যক্তির হাতে আয় ও ব্যয় অপরিবতিত থাকিবে।

শাধারণ হত্রগুলি আলোচনার পরে আমরা এখন পূর্বের অন্থমান ছুইটি একে একে অপসারণ করিব। আজকাল সকল দেশেই কর-কাঠামো এমন ভাবে রচিত যাহাতে আয়-বৈষম্য হ্রাস পায়, সরকারী ব্যয়ের প্রভাব সমতার দিকে আরও অধিক পরিমাণে ঝোকে। সরকারী ব্যয়ের মধ্যে নির্মাণ কায (Public works) প্রভৃতির দক্তন ব্যয়ের ফলে সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর সকলেরই আয় বৃদ্ধি পায়, কিন্তু বেকার ভাতা, বার্ধক্য ভাতা প্রভৃতি ব্যয়ের দক্তন নিম্ন আয়বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আয় অনেক বেশি পরিমাণে বাড়ে। যদি উত্যোক্তা বা ফার্মের উপর কর-হার থুব বেশি বৃদ্ধি পায়, তবে ব্যক্তিগত বিনিয়োগ-ব্যয় হ্রাস পায়, আবার ইহাদের উপর করের পরিমাণ কমিলে সমাজে এই বিনিয়োগ-ব্যয় বাড়ে। সরকারী বিনিয়োগ কথনও কথনও ব্যক্তিগত বিনিয়োগ কমাইয়া দেয়, কিন্তু বেশির ভাগ সময়েই বাহু ব্যয়-সংকোচের স্থবিধা (external economies) বাড়াইয়া দেয় বলিয়া ব্যক্তিগত বিনিয়োগে বৃদ্ধি ঘটায়। কম সরকারী ব্যয় করিয়। জাতীয় আয় যদি থুব বেশি বাড়ানে। যায়, তবে তাহাই সবচেয়ে ভাল। ইহা অবগ্র নির্ভর করে গুণক ও অরণের মালিত ফলাফলের উপর।

স্বল্পকালীনঃ পুর্ণমূলক বা চক্রবিরোধী ফিস্কাল নীভি (Short run: Compensatory or Contra-cyclical Fiscal Policy)∗

আধুনিক কালে শিল্লোন্নত দেশসমূহে জাতীয় আয় ও কর্মসংস্থানে স্থতীত্র উঠানামা দেখা গিয়াছে, আধিক নিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতির সাহায্যে ভারসাম্য-স্তর হইতে সামগ্রিক আয়ের এই বিচ্যুতি রোধ করা সম্ভব হয় নাই। তাই ফিস্কাল

*আলোচনার স্ববিধার জন্ত আমরা ফিস্কাল নীতিকে বন্ধকালীন ও দীর্থকানীন হুই দিক হুইতে বিশ্লেষণ করিব। দীর্ঘকালে আমাদের লক্ষ্য হুইল ভারসাম্যের জাতীর আয় (F) বজার রাধা। জনসংখ্যার বৃদ্ধি, টেকনিকাল জ্ঞানের বৃদ্ধি, মূলধন গঠনের পরিমাণ, দীর্ঘকালীন ভোগ ও বিনিরোগ-প্রবণতার এই সকল বিধয়ের সহিত সামঞ্জ্ঞত রাখিয়া দেশকে পূর্ণ কম্পংছানত্তরে গতিশীল রাধা এই ভারসামান্তরের জাতীয় আয়ের দায়িত্ব। এই অর্থনৈতিক উন্নয়ন বা ক্রমবৃদ্ধি ১ economic growth) সরকারী ফিস্কাল নীতির সাহায়ে প্রভাবিত হুইতে পারে। জাতীয় নীতির গুৰুত্ব বাড়িয়াছে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে এই নীতির কাজই হইল দেশের অর্থ নৈতিক উন্নয়নে ভারসাম্য বজায় রাথা; "it uses public finance

ফিদকাল নীতির সম্ভাবনা বৃদ্ধি: জাতীয় জায় সম্পর্কে তত্ত্বগত ও প্রযোগগত জ্ঞানের প্রসাব as a balancing factor in the development of the economy." জাতীয় আয় নিধারণকারী শক্তি-সমূহ কি কি তাহার সম্বন্ধে আধুনিক ধনবিজ্ঞানীদের জ্ঞান বৃদ্ধি পাইয়াছে, কেইন্সীয় তত্ত্ব হইতে আমরা এই শিক্ষা পাইয়াছি। শুধু তাহাই নহে। রাশিবিজ্ঞানের প্রভৃত

উন্নতি হইয়াছে, জাতীয় আয় গঠনকারী বিষয়গুলি সম্পর্কে প্রতিটি দেশে বাস্তব জ্ঞান ও সরকারী হিসাব গ্রহণ-ব্যবস্থা পাকা হইয়ছে। অর্থ-নৈতিক দেহের গ্রন্থিগুলির পরিমাণগত পরিমাপ এবং পরম্পর-নির্ভরশীল গতিশীল সম্পর্ক লোকচক্ষুর সম্মুথে পূর্ণরূপে উদ্ঘাটিত হইয়া গিয়াছে। তত্ত্বগত প্রয়োগগত উভয় দিক হইতেই তাই ফিসকাল নীতি কার্যকরী হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাইয়াছে। স্বল্লকালীন জাতীয় আয়ে উঠানামা রোধ করার কাজে ফিস্কাল নীতির কর্মকৌশল আমরা ছই দিক হইতে আলোচনা করিব, সরকারী আয়ের দিক হইতে (from revenue side) এবং সরকারী ব্যয়ের দিক হইতে (from expenditure side)।

পূরণমূলক ফিস্কাল নীতির কৌশল বা হাতিয়ারগুলি (instruments of compensatory finance) প্রথমে আলোচনা করা যাউন। আমরা ইহাদের ছই শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারি। কতকগুলি হইল সরকারী আর্থিক কাঠামোর অঙ্গ-লগ্ন (built-in to the system of puplic finance), ইহাদের অনেক সময় স্বয়ংক্রির স্থায়িত্বসাধকও বলা হয় (automatic stabilizers)। আবার, কতকগুলির কার্যকারিতা নির্ভর করে সরকারী সিদ্ধান্তের উপর। ইহাদের মধ্যে প্রথমশ্রেণীর নীতিসমূহ, অর্থাৎ বাজেটের অঙ্গ-লগ্ন নীতিসমূহের ছইটি স্থবিধা পাওয়া যায়; (১) ভারসাম্যের আয়ত্তর হইতে কোন বিচ্যুতি দেখা দিলে এইগুলি তৎক্ষণাৎ কার্যকরী হয়, কোন সময়ক্ষেপ হয় না, এবং

আর ও কর্ম সংস্থানের স্তরে স্বল্পকালে যে তীত্র উঠানামা হয়, যাহাকে আমরা বাণিজ্যচক্র বলি, তাহা রোধ করার জন্ত, আজকাল প্রণমূলক ব্যয়ের নীতি গ্রহণ করা হয়। তাই ইহাকে চক্রবিরোধী ফিদ্কাল নীতিও বলা হয় (contra oyclical Fiscal policy): আবার, স্বল্পকালীন বিশ্লেষণে আমরা পেবিব কোন দেশের জাতীর আযে এই ভারসাম্য স্তরের উপরে নীচে উঠানামা করে, এই ভারসাম্যের স্তর হইতে প্রকৃত জাতীর আয়ে বিচ্ছাতি ঘটে। ইহা দূর করাই স্বল্পকালীন ফিদ্কাল নীতির কাল।

(২) ইহাদের জন্ম কাহারও কোনকপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার দরকার হয় না।
এই ধরনেব পদ্ধতিসমূহ আপনাআপনি বাণিজ্যচক্রের বিরোধীশক্তি হিসাবে
কাজ করে। দেশে মূদ্রাক্ষীতি দেখা দিতে থাকিলে ইহারা নিজেদেব স্বাভাবিক
রীতিতেই আম বাড়াম ও ব্যয় কমায়, মূদ্রাক্ষীতির প্রকোপ কমাইতে সাহায্য
করে। আবার অবনতি ও সংকটের স্ত্রপাত হইলে এই সকল উৎস স্বাভাবিকভাবেই আয় কমায় ও ব্যয় বাড়ায়, সংকটের গভীরতা হ্রাস করে। ইহাদের
কাজ অনেকটা তাপমাত্রা-রক্ষণ মন্ত্রের মত (in the manner of thermostat), আকাংখিত তাপমাত্রা রক্ষা করিবার জন্ম যে-কোন প্রকার তাপবিচ্যুতিকে ইহা বাধা দেয়।

এইরপ ছইট বিষয়ের কথা সহজেই উল্লেখ করা চলে। প্রথমত ক্রম-বর্ধনশাল হাবের আয়কর। দেশে কর্মসংস্থান ও আয়স্তর বাড়িতে থাকিলে এই উৎস হইতে সরকারী আয় বৃদ্ধি পায়, আবার ব্যবসায়-অবনতি ও সংকটের সময়ে এই উৎস হইতে সরকারী আয় কমিয়া যায়। দ্বিতীয়ত, বেকার-ভাতা।

অবনতি ও সংকটের অবস্থা শুরু হইলে দেশে বেকারের অবলগ্ন বিষয়গুলিব উদাহরণ:
করপে তাহারা টাকাই এই থাতে ব্যয় হইতে থাকে, সংকট-নিরোধক শক্তিকাজ করে।
অতিক্ষীতির যুগে পৌছিলে বেকারের সংখ্যা কমে, এই থাতে সরকারী ব্যয় আপনাআপনি হ্রাস পাইতে থাকে, বেকারি-বীমা সংস্থায় অর্থমজুতের পরিমাণ রন্ধি পায়।*

এইরপ স্বাং ক্রিয় কৌশলগুলির প্রধান ক্রটি হইল ইহাদের হুর্বলতা; সরকারী সিদ্ধান্তের ফলে বে-নীতি গৃহীত হয় উহাদের কার্যকারিত। ইহা অপেক্ষা আনেক বেশি সবল। পি বিশেষ ধরনের অবস্থা অমুযায়ী বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করার সরকারী সিদ্ধান্ত ফিন্কাল নীতির কায়কারিতা আনেকখানি বাড়াইতে পারে, খুব মৃত্ত ও হালা ধরনের বিচ্চাতি ছাড়া এই স্বাম্লক কর ও স্বাং ক্রিয় পদ্ধতিগুলি কায়করী হয় না। শক্তিশালী নীতি-শুলির মধ্যে দেখা যায় যে, মুদ্রাক্ষীতির বুগে পূর্বমূলক কর নীতি (Compensatory Tax Policy) অধিকতর স্ক্রিয়, আবার

^{*}ৰারও একটি উৎস উন্থে করা বাইতে পারে। "Another, which is not so easily recognised as such, is the practice of reckoning the depreciation on fixed assets and stocks for these purposes on the original costs of the equipment or of the longest held stocks respectively. In times of rising prices this practice results in taxing more than true profits while as prices fall tax-liability is less than true profits." Mrs. Hicks, Public France. P. 277.

† Taylor, The Economics of public France, P 589.

অবনতি ও সংকটের যুগে পুরণমূলক ব্যয় নীতির (Compensatory Spending Policy) সাফল্য বেশি। অবনতির যুগে করত্রাস এবং সমৃদ্ধির যুগে ব্যয়-ক্লাস ততটা কার্যকরী হয় না।

মূদ্রাস্ফীতি রোধের কার্যে কোন ধরনের কর অধিকভর সাফল্যলাভ ক্রিবে তাহা নির্ভর করে মুদ্রাক্ষাভির কারণ ও গভীরতার উপর। যেমন, যুদ্ধকালীন মুদ্রাফীতি রোধের কাজে মৃলধনী-লেভি বা মৃত্যুকর ততটা দ্রুত কার্যকরী হয় না, কারণ এই ধরনের কর সমাজের চল্তি উপকরণকে তৎক্ষণাৎ সরাইয়া আনিতে পারে না। জিনিসপত্রের আমদানি কম, বিক্রয়-করও তাই খুব বেশি কার্যকরী নয়। তাই আয় ও মুনাফাকরের উপরই ভরসা বেশি। ছম্পাণ্য জিনিসগুলির উপরে উচ্চহারে ক্রয়-কর বসাইলে রেশনিং-বহিভূ´ত লোকে কিছুটা কম কিনিতে পারে। তবে, এই সময়, মুদ্রাফীতির যুগে সাধারণত, কর বসাইয়। ভোগ বা বিনিয়োগ কিছুই কমানে। করনীতি কতটা যায় না, প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতি (direct controls) কাৰ্যকবী প্রয়োগ করিতে হয়। আজকাল অবশ্র ভোগব্যয় কমাইবার জন্ম অনেকে ব্যম্ন কর (expenditure tax) আরোপ করার প্রস্তাব তুলিয়াছেন, তাঁহাদের মতে ইহার মূদ্রাক্ষীতি-নিরোধক শক্তি থুবই বেশি।

সংকট বা অবনতির যুগে কার্যকরী চাহিদা (effective demand)
বাড়ানোই মূলকথা, করের সাহায্যে ইহা মোটেই সম্ভব নয়।
সংকটকালে ততটা নয
যেমন, আয়-কর কমাইলে লোকের হাতে যে-টাকা বাঁচিযা
যায় তাহা দিয়া ভোগ-বায় বাড়ে বলিয়া মনে হয় না আর, বাবসায়ীরাও
আয়-কর কমাইলেই বিনিয়োগ বাডাইবার উপযুক্ত আস্থা ফিরিয়া পায় না।
একমাত্র বিক্রয়-কর বা ক্রয়-কর কমাইলে ভোগবায় বাড়িবার প্রবণতা দেখা
দিতে পারে। অর্থ নৈতিক সংকট দ্র করিয়া উন্নতির (recovery) কথা চিন্তা
করিতে হইলে সরকারী বায়ের দিক হইতেই আক্রমণ শুক্ বরা ভাল।

অবনতির (depression) সময়ে, দেশে যথন কর্মসংস্থান ও আয়ন্তর খুব কম থাকে সেই অবস্থায়, সরকারী বায় বাড়ানে। অনেকটা সফল হইতে পারে। শিল্লোরত দেশসমূহে, মোটায়ট তিন ধরনের বেকারি দেখা যায়ঃ সংঘাতজনিত, বাণিজ্যচক্রজনিত এবং স্থানীর্ঘকালীন (Frictional, Cyclicatago ক্রার্থকার করার জন্ত বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি অবলম্বন করা দ্বকার। যেমন সংঘাতজনিত বেকারি দ্ব করার উদ্দেশ্যে কর্মসংস্থান-বিনিময়কেন্দ্র (employment

exchanges) স্থাপন করা প্রয়োজন। ইহা শাসনতান্ত্রিক নীতির অন্তর্গত (adminstrative policies)। দীর্ঘকাগীন বেকারি দূর করার উপায় হইল কলকারখানা গড়িয়া তোলা, বেসরকারী বিনিয়োগের ফ্যোগ-স্থবিধা বাড়ানো, ব্যবসায়ীদের ঋণ দেওয়া, করভার কমানো, ছুর্দশাগ্রস্ত অঞ্চলে কারখানা স্থাপনে ব্যবসায়ীদের উৎসাহ দেওয়া। তাহা ছাডা, ইহা মোটামূটি দীর্ঘকালীন ফিস্কাল নীতির অন্তর্গত। বাণিজ্যচক্রকালীন বেকারিই শিল্লোয়ত দেশের প্রধান সমস্তা। ইহা দূর করার জন্ত সরকারী ব্যয়ের দিক হইতে প্রধান নীতি হইল সরকারী নির্মাণ-কার্যস্থচীর প্রসার (expansion of Public works programmes)। রাস্তাবাট, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল পার্ক, সরোবর—এই সকল নির্মাণে সরকারী ব্যয় প্রত্যক্ষভাবে লোকের কর্মসংস্থান ও আয়ের স্থযোগ দেয়। ইহাদের দক্ষন বেসরকারী বিনিয়োগের বাহ্ ব্যয়সংকোচের স্থবিধা (external economies) বৃদ্ধি পায়; তাহা ছাড়া, গুণক ও ত্বনের দক্ষণ এই সরকারী ব্যয় অল্পকালের মধ্যে জাতীয় আয়ের পরিমাণ বাড়াইয়া তোলে। ইহাই প্রণম্লক ব্যয়ের নীতি।

বানিজ্য চক্রজনিত বেকারির বিরুদ্ধে আক্রমণে সাফল্যের মূল কৌশল হইল দ্রুত্তা। কার্যকরী চাহিদায় তীব্র হ্রাস কোনমতে অভিক্রত ঠেকাইতে পারিলেই সাফল্য সম্ভবপর। সরকারী নির্মাণ কার্যের বাধা বা কালক্ষয় (obstacles and delays) তিন দিক হইতে দেখা দিতে পারে। প্রথমত, ঠিক সময়মত ইহা শুরু করা দরকার। রোগ নির্ণয়ে দেরি হইলে বা ভূল হইলে রোগীর অবস্থা থারাপের দিকেই ঘাইবে। ঠিক কথন, কোন্ অঞ্চলে কতটা এবং ঠিক কোন্ধরনের বায় শুক করা দরকার সেই বিষয়ে বাধা-ধরা নীতি অপেক্ষা বাস্তব অভিজ্ঞতাই বড় কথা। সিদ্ধান্ত করার পরেও প্রতিটি কার্য-স্কার খুটিনাটি পরিকল্পনা রচনা করা দরকার, ইহাতে কিন্ত ইহার অফ্রিধা কম নয় বিশ্বীয়ত, কণ্ট্রাক্ট দেওয়ার

ব্যাপার থাকিলে আরও বেশি সময় লাগে। তৃতীয়ত, বেশির ভাগ নির্মাণ-কার্যেই উপকরণের চাহিদা শুরু হইতে বেশ কিছুটা সময় যায়, কয়েক মাস কাটিয়া যাওয়ার পরে উপকরণ ও শ্রমিকের চাহিদা সর্বাধিক পরিমাণে দেখা দেয়। সর্বোপরি, যদিও তত্ত্বের দিক হইতে বলা সহজ যে, উন্নতি শুরু হইলে এবং দেশের অর্থনৈতিক অবস্থায় সমৃদ্ধি দেখা দিলে এই নির্মাণকার্য

ব্যাপারেও প্রচুর সময় অভিবাহিত হয়, জমি কেনার

গুটাইয়া ফেলিতে হইবে, কিন্তু বাস্তবে চল্তি নির্মাণকার্য হঠাৎ থামাইয়া দেওয়া চলে না। এইরূপ অবিবেচক কার্যের দক্ষন সমৃদ্ধি স্থায়ী হইয়া না অকালে অবন্তি শুকু হইয়া যাইতে পারে।

ফিস্কাল নীতির সমালোচনা ও সীমাবদ্ধতা (Criticisms and qualifications to Fiscal Policy)

আধুনিককালে ফিদ্কাল নীতির গুরুত্ব খুবই বাডিয়া গিয়াছে এবং সকল দেশের সরকারই ক্রমণ বেশি পরিমাণে ইহার সাহায্যে দেশের অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব (economic stabilization) বজায় রাখার চেষ্টাকরিতেছেন। এই অবস্থায় এই নীতির দীমাবদ্ধতা জানা দরকার এবং ইহা কার্যকরী করার অস্তান্ত শর্ত কিরূপ তাহাও আলোচনা করা প্রয়োজন।

প্রথমত, ফিস্কাল নীতির উপর আন্থা স্থাপন করিয়া ভারসাম্যের বিচ্যুতি রোধ করার চেষ্ট। চলিতে থাকিলে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোর মলগত দোষ ক্রটি ও অসামঞ্জস্ত অনেক সময় চাপা থাকে। অর্থনৈতিক দেহের সংস্কার ও কাঠামোগত পরিবর্তন দরকার. কিন্তু ফিদকাল নীতির মলম ঘারা বছত্তর পরিবর্তন রোধের প্রয়োজনীয়তা এডাইয়া চলা ভাল নয়। যেমন, একচেটিয়া ব্যবসায়ীরা ক্লত্রিমভাবে দাম বাডাইয়া রাখিয়াছে, অথবা একচেটিয়া শ্রমিক সংঘ তাহাদের উৎপাদন-ক্ষমতা হইতে ক্যত্রিমভাবে অনেক বেশি মজুরির হার বাঁধিয়া রাখিয়াছে। এই অবস্থায় অর্থনৈতিক দেহে তাহাদের ক্ষমতা কমানোই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু সরকারী বিনিয়োগ বাড়াইয়া লোকের হাতে কৃত্রিমভাবে টাকা ঢালিয়া দিয়া এই প্রয়োজনীয় কাজে অবহেলা করা হইতেছে, এইরূপ ঘটিতে পারে 🛊 দিতীয়ত, ফিদ্কাল নীতির বিরুদ্ধে বলা হয় যে, ইহার ফলে দেশে প্রচর পরিমাণ সরকারী ঋণ দেখা দিবে। অধিক পরিমাণ সরকারী ঋণ থাকিলে দেশের আয়-বৈষম্য বাডিয়াই ফিদকাল নীতির চলিবে, কারণ এই ঋণের ফ্রদ হিসাবে সমাজের অধিকাংশ সমালোচনা লোকের হাত হইতে কর তুলিয়া সরকারী ঋণপত্রের মালিক কতিপয় ধনী ব্যক্তিকে নিয়মিত পরিশোধ করিতে হইবে। তৃতীয়ত,

^{*&}quot;Reliance on fiscal policy perpetuates maladjustments and may obscure the need for economic reforms. For instance, public investment in times of depression may prevent reduction of construction costs which may be used to offset the ill effects of monopolistic action and consequently remove pressure to go to the source of the trouble." Arthur Smithies, A Survey of contemporary Economics, P 177.

অনেকে বলেন যে, বাৎসরিক বাজে ট সমত। প্রতিষ্ঠা করার এই নীতি লভ্যন করা শুক হইলে সরকারী অপব্যয় ও অভিব্যয়ের দ্বার উন্মুক্ত হইয়া যাইবে। চতুর্থত, ইহাও বলা হয যে, ফিস্কাল নীতির উপর নির্ভরশীলতা এইরপ বাডাইযা দেওযাব ফলে অন্তান্ত উপায়গুলিব গুরুত্ব অনেকথানি কমিয়া গিয়াছে। আমেরিকাব কমিটি অব্ ইকনমিক ডেভেলপ্মেণ্ট-এব গবেষণা-বিভাগের ধনবিজ্ঞানাদেব মতে অগনৈতিক স্থায়িত্ব সাধনেব কার্যস্কীতে আর্থিক নীতি ও স্বকাবী ঝাল প্রিচালনাব নীতি অনেক বেশি সক্রিয় হওয়ার স্থযোগ আছে। পঞ্চমত, প্রণমূলক ফিস্কাল নীতির বিক্তমে বহু প্রকার রাজনৈতিক যুক্তি দেওয়া হয়। যেমন, এই নীতিব দক্তন স্বকারের সঙ্গে নাগরিকদের সম্পর্ক অনেকটা চাকুবিদাতা মালিক ও চাকুবিজীবী শ্রমিকের মধ্যে সম্পর্কের হায় দাঁডাইয়া যাইবে। ব্যক্তিগত ব্যবসাধীদেব কর্মগ্রেক সংকৃতিত হইবে, সরকারী বিনিয়োগ বাড়িবাব অর্থই হইল ব্যক্তিগত বিনিয়োগ প্রাস্থাতয়া। সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও বিনিষেধের জালে ব্যক্তিগত উল্যোগ ও প্রচেষ্টাব কণ্ঠরোধ হইবে, দেশে সমাজতন্ত্র দেখা দিবে।

এই সকল সমালোচনা ছাডা আমাদের আর একটি বিষয় আলোচনা করা প্রয়োজন। সাধারণভাবে ধনবিজ্ঞানীরা কয়েকটি শর্ত বা পরিবেশের কথা উল্লেখ করেন, যাহা বজায় থাকিলে তবেই পূর্ণমূলক ফিস্কাল নীতি পূর্ণ সাফল্য লাভ কবিতে পারে। এই সকল শত বা অন্তক্ল পরিবেশের মধ্যে সর্বপ্রধান হইল প্রশাসনিক জ্ঞান ও দক্ষতা। সমাজের বিভিন্ন অংশের কাজকর্ম ও গতিবিধি সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান ও পরিমাণগত হিসাব থাকা দরকার, বাশিবিজ্ঞানের প্রয়োগ ব্যবস্থায় এইজন্ম উপ্রুক্ত সংগঠন এবং প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা প্রয়োজন। প্রশাসনিক দক্ষতা সততা ও গতিশালত। থাকা দরকার, তাহা না হইলে এই নীতির পূর্ণ সাফল্য সম্ভব নয়। বিতীয়ত, ইহার জন্ম দেশের জনসাধারণ ও সরকারের মধ্যে এক ধরনের মনতাবিক প্রস্তি থাকা দরকার। বাণিজ্যচক্রের উঠানামার সহিত করের পরিমাণ ও হার কমাইতে বাড়াইতে হইলে দেশের সাধারণ আইনসভা

হার কমাহতে বাড়াহতে হহলে দেশের সাবারণ আহ্নণভা ফিন্কান নীতির সাফলোর শর্ত বারবার বাধা দিতে পারে, তাঁহারা এই কাঁজে ততটা দক্ষ নহেন। এই উদ্দেশ্রে যোগ্য ব্যক্তিদের লইয়া গঠিত

কমিশন থাকা প্রয়োজন, যাঁহারা অবস্থার পরির্তনের দিকে সর্বদা তীক্ষ্ণ লক্ষ্য রাথিবেন এবং সেই অমুযায়ী কর ও ব্যয় কাঠামোতে উপযুক্ত পরিবর্তন আনিতে থাকিবেন। ঘন ঘন কর-পরিবর্তন করদাতাদের মনে এমন অনিশ্চয়তার মনোভাব সৃষ্টি করিতে পারে যে, হয়তো তাহাদের এই মনোভাবই সামাজিক অস্থাযিত্বের কারণ হইষা দাঁডায়। তৃতীযত, বাণিজ্যচক্রবিরোধী ফিস্কাল নীতি সফল হইতে হইলে বাজেটেব পুনর্গঠন দরকাব। বাজেট-রচনার পুরাতন রীতি পদ্ধতি পরিত্যাগ করিষা নৃতন ধরনের বাজেট রচনাও সেই বাজেট কার্যকরী করাব নিয়মকামুন দেশে গড়িষা উঠা প্রযোজন। তাহা না হইলে এই নীতির পূর্ণ সাফল্য কিরণে সন্তব হইতে পাবে ?

বাজেট (The Budget)

এক বংসবের মধ্যে রাষ্ট্রেব বিভিন্ন-প্রকাব ব্যবের পরিমাণ এবং উহার বিভিন্ন প্রকার আযেব উৎস ও আযের পরিমাণ সম্বলিত হিসাবকে বাজেট বলা হয়। পূর্ব বংসবেব প্রকৃত আয় ছাড়াও আগামী বংসবেব সন্তাব্য আয় ও সন্তাব্য ব্যবের হিসাব; ব্যবেব তুলনায় আয় অধিক হইলে সেই অর্থ কি করা হইবে; আয়ের তুলনায় ব্যয় অধিক হইলে কোন্ উৎস হইতে সেই ঘাটতি পূরণ করা হইবে, এই সকল তথ্য লইয়া বাজেট গঠিত হয়। সন্তাব্য ব্যব্দকা সন্তাব্য আয় অধিক হইলে তাহাকে উদ্ভ বাজেট (Surplus budget) বলা হয়; সন্তাব্য ব্যব্দকা সন্তাব্য আয় কম হইলে তাহাকে ঘাটতি বাজেট (Deficit Budget) বলে; সন্তাব্য আয় ও ব্যয় সমান হইলে তাহাকে সমতাসিদ্ধ (Balanced Budget) বলা চলে।

সমতাহীন বাজেট (Unbalanced Budget)

ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের মতে, (ক) বাজেট সর্বদাই ছোট হওযা বাঞ্ছনীয়,
অর্থাৎ ব্যক্তিগত উত্যোগ ও ব্যক্তিপ্রধান অর্থনীতি ক্ষুণ্ণ না করিয়া রাষ্ট্রের
আয় ও ব্যয় উপ্তহই খুব কম হওয়া উচিত: (খ) প্রেতি
ক্লাসিকাল বাজেটীয়
বাতিসমূহ
ঘটিতি বা উদ্বন্ত কিছুই থাকা উচিত নয়। (গ) প্রধানত,
ভোগব্যয়ের উপরই কর বসানো উচিত, সঞ্চয়েব উপর নহে, (ঘ) যদি কোন
মতেই ঘটিতি এড়ানো না যায়, তবে দীর্ঘকালীন ঋণপত্র ছারা অর্থ সংগ্রহ করা
বাঞ্ছনীয়, (গু) উৎপাদন-ক্ষম বিনিয়োগের উদ্দেশ্যেই কেবলমাত্র ঋণ গ্রহণ করঃ

সঙ্গত (চ) যত ক্রত সম্ভব রাষ্ট্রীয় ঋণ পরিশোধ করা কর্তব্য। ক্লাসিকাল
ক্লাসিকাল বৃদ্ধিসমূহ
ধনবিজ্ঞানীদের মতে সমাজে বাক্তিগত উত্যোগই পূর্ণ
কর্মসংস্থান বজায বাথে, স্থতরাং রাষ্ট্রে অধিক আ্মায় ও বাদ্বের
চেষ্ট্রা করিলে (ক) ব্যক্তির সঞ্চয় কমিবে, বা (খ) ব্যক্তির কর্মোগ্রোগ ও
উৎপাদনের পরিমাণ কমিবে, বা (গ) মূদ্রাশ্দীতি ঘটিবে।

আ।ধুনিক ধন-জ্যোনিগণ মনে করেন যে, ব্যক্তিগত শিল্লোগ্যোগ ও কর্ম-প্রচেষ্টায সমাজ পূর্ণ কর্মসংস্থান স্তরে নাও থাকিতে পারে অথবা এইকপ অর্থ নৈতিক ব্যবস্থাতে বাণিজ্যচক্রের উদ্ভব সর্বদাই ঘটতে পাবে; স্থতবাং ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের নির্ধারত এই ফিস্কাল নীতি বাংসবিক সমতানাধন নিচক অন্তাদ ও প্রথা বংসর নিয়ম করিয়া বাজেটে সমতা ঘটাইতে হইবে বা উহাবই মধ্যে যে-কোন প্রকারে আয়-ব্যযের হিসাবগত মিলন সাবন কবা দরকাব এইরূপ ধারণা অবৈজ্ঞানিক ও সম্পূর্ণ যান্ত্রিক ধরনের।

উপরন্ত, বাজেটে তথাকথিক সমতা সাধনেরই বা গুকত্ব কি, আধুনিক ধন-বিজ্ঞানিগণ এই প্রশ্ন করিয়াছেন। দেশের কর্মদংস্থান, আয়স্তর, জীবনযাত্রার মান সকল কিছুই ভারসাম্যবিহীন থাকিয়া বৎসরাস্তে বাজেটে নিছক সমতা বজায় রাখাটাই একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ-- আধুনিক ধন-বিজ্ঞানি-বাজেটে সমতা সাধনের গণ তাহা স্বীকার করেন না। শুধু তাহাই নহে, বংসরাস্তে নীতি অর্থনৈতিক বাজেটে সমতা সাধনের নীতি বাণিজ্য-সংকট ও বাণিজ্য-যুক্তিতে গ্রহণযোগ্যও নহে সমৃদ্ধিকে ভীব্রতর ও গভীরতর করিয়া তুলিতে পারে। সংকটের সময়ে রাষ্ট্রীয় আয়ে কম থাকায় সমতার নীতি অমুযায়ী (ক) উচ্চ হারে কর বসাইতে হয় এবং (থ) রাষ্ট্রীয় ব্যয় কমাইতে হয়—উভুয়ই সঙ্কটকে ভীব্রতর করে। সমৃদ্ধির যুগে (ক) রাষ্ট্রীয় ব্যয় বেশি থাকে এবং (থ) কর কমাইয়া দেওয়া হয়—উভয়ই মুদ্রাম্ফীতি ঘটাইতে সাহায্য করিয়া সমৃদ্ধির অবসান ও আগামী সংকটের সম্ভাবনা বাড়াইয়া দেয়।

বাজেটে স তা সাধনের প্রাচীন নীতি পরিত্যাগ না করিয়া, ইহার দোষ-ক্রটি পরিহার করার উদ্দেশ্মে, আধুনিক কালের কতিপয় সুইডিশ ধনবিজ্ঞানী বাণিজ্যচক্রকালীন বাজেট (Cyclical Budget) গঠনের প্রস্তাব করিয়াছেন।
তাঁহাদের মতে সমতাসিদ্ধ বাজেট গঠনের চিরাচরিত নীতি
চক্র-কালামুঘায়ী
বাজেট রচনা ও চক্রকালীন সমতা সাধন
বৎসর হিসাব করিয়া উহারই মধ্যে আয় ও ব্যয় সমান না

হইলেও ক্ষতি নাই। সমৃদ্ধির যুগ ও সংকটের যুগ—উভয় যুগ

লইয়া যে বাণিজ্যচক্র-কাল—ইহার মধ্যে বাজেটের আয় ও ব্যয় সমান হইলেই চলিবে। সংকটের যুগে কয়েক বৎসর বাজেটে ঘাট্তি যাইবে, সংকট হইতে উত্তরণের উদ্দেশ্রে রাষ্ট্রীয় ব্যয় অধিক হইতে থাকিবে। সংকটকালের শেষে ক্রমে রাষ্ট্রীয় বয় কমাইতে হইবে, সমৃদ্ধির যত প্রসার হইবে বাজেটে ঘাট্তি তত কমিবে এবং চরম-সমৃদ্ধির তরে পৌছিবার সময়েরাষ্ট্রীয় আয় অধিক বাড়াইয়া বাজেটে উদ্ত করিতে হইবে। সংকটের য়গের ঘাট্তির পরিমাণ সমৃদ্ধির মুগের উদ্তের দারা পুরাইয়া লইতে হইবে।

কিন্তু চক্রকালাস্থায়ী বাজেট গঠনের এই নীতির বাস্তব প্রয়োগ কোথাও এখন পর্যন্ত হয় নাই, ইহার কিছু কিছু প্রয়োগ-গত অস্কবিধা আছে। আগামী বাণিজ্যচক্র ঠিক কবে আসিবে; কতদিন সমৃদ্ধি বা সংকট থাকিবে; শুক হইল কিনা; ইহার তীব্রতা কিরূপ; ঘাট্তি বা উবৃত্তের পরিমাণ কিরূপ হওয়া উচিত; ব্যক্তিগত উত্যোক্তাদের আশানিরাশার তীব্রতা কতথানি—এই সকল বিষয় বিচার বিবেচনা করা বাস্তবে খ্বই অস্কবিধাজনক। এই নীতি সফল হইতে হইলে প্রশাসনিক সংগঠন ও আর্থিক সংস্থাসমূহকে কার্যকারিতার দিক হইতে খ্বই নমনীয় ও সচেতন ধরনের হইতে হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই।

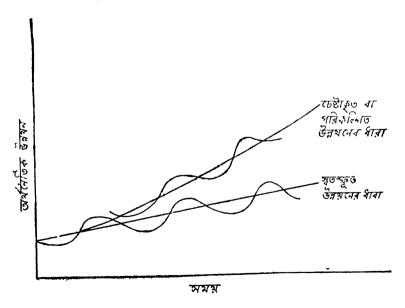
দাৰ্ঘকালীন ফিস্কাল নীতি ও অৰ্থ নৈতিক উন্নয়ন (Long-run Fiscal Policy and Economic Growth)

সাধারণত, শিল্পোন্নত দেশে স্বতঃস্কূর্ত ক্রমবৃদ্ধির হার (spontaneous growth rate) মোটামূট বেশি; ইহারই আশে পাশে জাতীয় আয় ও কর্ম সংস্থান স্তরে স্বল্লকালীন উঠানামা ঘটে। এই বাণিজ্যচক্র রোধ করার উদ্দেশ্রে

পূরণমূলক ফিস্কাল নীতি প্রয়োগ করা হয়। এই সকল নিলোরত ও
দেশের স্বাভাবিক ক্রমর্দ্ধির হারকে বাড়াইবার জন্ম রাষ্ট্রীয়
কাজকর্মের চেষ্টা এখন চলিতেছে। তবে তাহা অপেক্ষাও
ভারসাম্যের আয় হইতে স্বল্পলান বিচ্যুতির গতিরোধ করিতে পারাই বড় কথা। অপরপক্ষে, অপূর্ণোন্নত দেশসমূহে, এই স্বতঃস্কৃতি ক্রমর্দ্ধির হার মোটামূটি কম; ইহার আশে-পাশে জাতীয় আয় ও কর্মসংস্থান স্তরে স্বল্পকালীন উঠানামাও ঘটিয়া থাকে। এই স্বল্পকালীন উঠানামা রোধ করার উদ্দেশ্যে চক্রবিরোধী বা পূর্ণমূলক ফিদ্কাল নীতি গ্রহণ করা দরকার, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহারই সঙ্গে সঙ্গে এই সকল দেশে দীর্ঘকালীন ফিদ্কাল

শ্বল্পকালীন ও দীর্ব কালীন ফিস্কাল নীতির লক্ষ্য নীতির উপর অবিকতর গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন যাহাতে ক্রমবৃদ্ধির হার বাড়িতে পারে। স্থায়িত্ব ও ক্রম-বৃদ্ধি (Stability and Growth) ইহারাই ফিস্কাল নীতিব ছুইটি লক্ষ্য; কিন্তু শিলোনত দেশে স্থায়িত্বের উপর

জোর বেশি, আব অপূর্ণোন্নত দেশে ক্রমবৃদ্ধির উপর গুক্ত্ব অধিকতর। অবগ্র মনে রাথা দরকার যে, এই ছইটি লক্ষ্য পরস্পবের পরিপূরক, হায়িত্বের অবস্থা বজায় রাথিতে পারিলে ক্রমবৃদ্ধি ঘটে, আবার ক্রমবৃদ্ধি না ঘটিলে স্থায়িত্ব দার্ঘকাল বজায় থাকে না। নিচের চিত্রে আমরা দেথিতে পাই যে, স্বতঃক্তৃতি উন্নয়নের ধারা অন্তর্মার বৃদ্ধি পায়, কিন্তু চেষ্টাক্রত উন্নয়নের ধারা অধিক হাবে জাতীয়



আর ও কর্মণংখানকে বাড়াইতে পারে। উভয় হারের আশে পাশে চক্রকালীন উঠানামা রোধের চেষ্টা করা পূরণমূলক ফিস্কাল নীতির কাজ, কিন্তু দীর্ঘকালীন অতঃমূর্ত উন্নয়নের ধারা উপরে তুলিয়া ঐ ধারাকে অধিকতর উধ্ব মুখী করা দীর্ঘকালীন ফিদ্কাল নীতির দায়িত।

ফিস্কাল নীতির সাধারণত ছইটি অংশ, অর্থাৎ ব্যয-নীতি ও কর-নীতি; ইহারা দেশেব অর্থনৈতিক উন্নয়নে কিনপে সাহায্য করে আমর। তাহা আলোচনা করিব।

প্রথম ধরনের ব্যয় বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, সাধারণত অপূর্ণোন্নত দেশে পথঘাট, শহর, বন্দর গড়িয়া তোলার উদ্দেশ্যে সরকারী ব্যয় হইতে থাকে। আর তাহা ছাড়া, স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রভৃতির জন্মও রাষ্ট্র ব্যয় করিতে শুক করে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতির উপর ব্যয় এমন ধরনের হওয়া দরকার যাহাতে উহার ঘারা দেশের অর্থনৈতিক উৎপাদনক্ষমত। বৃদ্ধি পায়; কল্যাণ বৃদ্ধি ঘটিলেও উহা সরকারী ব্যয়ের প্রাথমিক লক্ষ্য নহে। এই সকল ব্যয় সম্পর্কে একটি কথা মনে রাথা দরকার। এই ধরনের স্ক্রেপিকালীন সমাজ-উন্নয়নমূলক স্থায়ী অর্থলগ্রী (long-term social over-head outlays) হইতে এমন ক্রত হারে উন্নয়ন হয় না যাহাতে রাষ্ট্রের আয় ক্রতে বৃদ্ধি পাইতে পারে। ইহাদের প্রভাব অতি ধীরে

ধীরে বেশ কিছুদিন পরে পরোক্ষভাবে দেখা দিতে থাকে।

> । বাধীন ব্যবসায়ের
পরিবেশ স্ট করার বিতীয় ধরনের ব্যযের মধ্যে গুক্ত্বপূর্ণ হইল দেশে শিল্প ও

ব্যব ক্ষমিতে জত উন্নয়নের উপযোগী মূল পরিবেশ গডিয়া তোলা,
অর্থাৎ বিত্যুৎশক্তি, বস্তারোধ, জলসেচ, মৃত্তিকারক্ষণ প্রভৃতি কাজকর্মে ব্যয়।

ইহারাও 'সমাজকল্যাণমূলক' ব্যয়ের মত, অর্থাৎ অনেককাল পরে এই ব্যয়ের

ফলে দেশের সম্পদর্দ্ধির ধারা শুরু হইতে পারে। উপরস্তু, ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীরা যে-সকল শিল্পে বিনিয়োগের ঝুঁকি গ্রহণে ইচ্ছুক নন, অথবা সমাজের অর্থ নৈতিক শক্তির কেন্দ্রন্থগুলি যাহাতে কতিপয় ব্যক্তির কুক্ষিগত হইয়া না পড়ে, এই সকল উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র সরাসরি উন্নত ধরনের যান্ত্রিক কৃষিক্ষেত্র ও কলকার-

খানা স্থাপন করিতে পারে। এই ধরনের সরকারী ব্যয় বেশি ২। সরাসরি জব্য উৎপাননের ব্যয় হার ক্রততর হয় এবং রাষ্ট্রের হাতে আয়ের পরিমাণ বাড়িয়া ভবিষ্যতে রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ উন্নয়নের সভাবনা আরও বাডাইয়। তোলে।

ক্রমর্জির উদ্দেশ্রে সরকারী কর-নীতি কিভাবে সাহায্য করে এখন তাহা আলোচনা করা দরকার : অপূর্ণোন্নত দেশে ব্যক্তিদের সঞ্চয় ও বিনিয়োগের পরিমাণ কম বলিয়া এই সকল দেশের ফিস্কাল নীতির গুরুত্বপূর্ণ অংশই হইল অর্থ ও উপকরণ সংগ্রহ করা। মাথাপিছু আয় ও ৴ঞ্চয় কম, স্তরাং উয়য়ন-মূলক বায় কেবলমাত্র করের সাহায্যে তোলা সম্ভব হয় না। উয়য়নের উদ্দেশ্রে সরকারী কর-নীতিয় ছই ধরনের কাজ আছে : (১) পূর্বে আলোচিত উয়য়ন-মূলক সরকারী বায় করার উপযোগী আয় বাড়ানো, এবং

ক্রমগৃদ্ধির উদ্দেশ্যে করনীতির বাবহার (২) উন্নয়নকালে যে অবগ্রস্তাবী মৃদ্রাক্ষীতি দেখা দিবে তাহাকে আয়ত্তের মধ্যে রাখা। উন্নয়নমূলক ব্যয় ও দ্রব্য-

সামগ্রীর উৎপাদনর্দ্ধি —ইহাদের মধ্যে কিছুটা সময়ের ব্যবধান (time lag) দেখা দিবে, সেই সময় মূদ্রাস্টীতি ঘটিবে। কিছুটা মূদ্রাস্টীতি ভালই, উন্নয়নের রথচক্র ইহাতে মস্থা হয়, কারণ মূহ্বর্ধনশীল দামস্তর ব্যবসায়-বাণিজ্যের গতি বৃদ্ধি করে, ক্রমবর্ধমান সরকারী ঋণের আসল ভার লোকচক্ষুর অন্তরালে কমিতে থাকে। কিন্তু উহাকে আয়ন্তের মধ্যে রাখার জন্ম এই সময় সরকারী করনীতির ব্যবহার অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মূদ্রাস্টীতি রোধের অন্তান্ম পদ্ধতিগুলি, বেমন আর্থিক ও প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের নীতিসমূহ এইরূপ দেশে তত্টা কার্যকরী নয়; তাই করনীতির প্রয়োগ আরও গুরুত্বপূর্ণ।

উন্নয়নের উদ্দেশ্যে কোন্ ধরনের করের উপর ভরসা করা চলে, তাহা আলোচনা করা দরকার। অপূর্ণোন্নত দেশে সাধারণত, আমদানি-শুল্বের ব্যবহার অধিক মাত্রায় ঘটে। ইহা সংগ্রহের দিক হইতে স্থবিধাজনক, দেশে যাহাদের আয় বাড়িয়াছে তাহাদেরই পকেট হইতে এই টাকা আদায় হয়, এই শুল্বের আড়ালে দেশীয় শিল্পের সংরক্ষণ ও প্রসার সম্ভবপর হয়,

ইহাতে দেশের ব্যবসায়ীর। উৎসাহ পান, বাহিরের পুঁজিপতিরাও সংরক্ষণের স্ববিধা পাওয়ার জন্ম দেশের মধ্যে বিনিয়োগ করেন। রপ্তানি-শুক্তের গুরুত্বও কম নয়, বিশেষত, কৃষি-দ্রব্যের উপর রপ্তানি-শুল্ক হইতে প্রভৃত আয় হয়, দেশের শিল্পোন্নয়নে সাহায্যের জন্ম এই সকল কৃষি দ্রব্যের রপ্তানি কুমানোও কিছট। দরকার।

এই সকল দেশে আয় ও মুনাফা-করের সাহায্যেও উন্নয়নের কাজ অগ্রসর করা যায়। এইরূপ অপূর্ণোন্নত দেশে ব্যক্তিগত মালিকানায় ছোট ছোট ফার্মের সংখ্যাই বেশি, তাই কোম্পানী-কর মোটামটি আয়করেরই রূপ গ্রহণ করে। বিদেশী মালিকানার ফার্মগুলির উপর অধিক কর বসাইবার ঝোঁক খবই বেশি দেখা দেয়। অনেক সময়, এইরূপ দেশে, কোম্পানীদের প্রথম দিকে কিছুকাল কর হইতে অব্যাহতি দেওয়া চলে, এইরূপ 'কর-নিষ্কৃতিকাল' (tax-holiday) যত বেশি হইবে, ব্যক্তিগত মালিকানার সঞ্চয় ও বিনিয়োগের পরিমাণ তত বাড়িবার সম্ভাবনা। অবশ্য মনে রাথা দরকার যে, অর্থ নৈতিক উন্নয়নের কাজে করনীতি অপেক্ষা সরকারী ব্যয়-নীতির কার্যকারিতা অনেক বেশি ।*

অসুশীলনী

- What is Fiscal Policy? How it differs from Monetary policies?
- 2. What are the objectives of Fiscal Policy in developed and underdeveloped economies?
 - 8. What are the economic objectives of modern states?
 - 4. Discuss the relationship between Fiscal policy and National Income.
 - 5. Analyse the mechanism of Fiscal Policy.
- 6. Give an idea of the contra-cyclical fiscal policy,7. What is compensatory spending? How it works? What are its limitations?
- 8. Write short Notes on: (a) Public works programme, (b) Interest. free financing, (c) Pump-priming, (d) Automatic or Built-in Stabilizers. (e) Functional Finance.
- 9. Assume that a Government balanc's the budget every year. Can it still pursue policies which will increase total outlay?
- 10. If the Government is willing to incur a deficit, would tax reduction or deficit spending be preferable if we want to increase total outlay?
 - 11. Discuss the role of Fiscal Policy in promoting Economic Growth.
- *"....it is very doubtful how far tax concession in their own right really succeed in promoting development The services which the Government of a backward country can offer through its expenditure to promote development are likely in the long run to be more helpful than the taxes it refrains from collecting." Mrs. Ursula Hicks, Public Finance, P 808

জাতীয় আয়

National Income

সামগ্রিক বিশ্লেষণ নীতি বা সমষ্টিভিত্তিক ধনবিজ্ঞান (Aggregative analysis or Macro-Economics)

আধুনিক কালের ধনবিজ্ঞান মোটামূটি ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত: এককভিত্তিক

ও সমষ্টিভিত্তিক। এককভিত্তিক ধনবিজ্ঞানে বিচ্ছিন্নভাবে একটি ক্রেতা বা একটি ফার্মের আচরণ আমরা বিশ্লেষণ করি, তাহাদের গতিবিধি ও রীতিনীতি সম্পর্কে বিভিন্নন্ধপ নিয়ম গঠন করি এবং ক্রেতাটি ও ফার্মটিকে বিভিন্ন পরিবেশে উপস্থাপিত করিলে এই নিয়মগুলিকে কিন্ধপে বদলাইতে হয় তাহা সমষ্টিভিত্তিক ধনবিজ্ঞান আলোচনা করি। অপরপক্ষে, সমষ্টিভিত্তিক ধনবিজ্ঞানে দেশের কাহাকে বলে

সমগ্র অর্থ নৈতিক কাঠামো লইয়া আলোচনা হয়, সমষ্টিগতভাবে অর্থনৈতিক কাঠামোর গতিবিধি ও আচরণ সম্পর্কে বিশ্লেষণ করা হয়।
সমগ্র দেশের বা জাতির অর্থ নৈতিক ভাঙাগড়া, স্থিতি ও গতি সম্পর্কে বিভিন্নন্ধপে বৈজ্ঞানিক নিয়ম গঠন করা হয়, এবং সমগ্রভাবে জাতির শ্রীবৃদ্ধি বা লক্ষ্মীলাভ সম্পর্কে আলোচনা হইয়া থাকে। প্রসঙ্কত উল্লেখযোগ্য যে, ক্লাসিকাল পণ্ডিতেরা প্রধানত সমষ্টিভিত্তিক বিশ্লেষণ করিয়া গিয়াছেন, অ্যাভাম শ্রিপের বই-এর নামই

নয়া ক্লাসিকাল লেখকগণ এই সমষ্টিভিত্তিক আলোচনার পরিবর্তে প্রধানত এককভিত্তিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। এই আলোচনা পদ্ধতির মূল কথাই হইল, কোন সমাজের ব্যক্তিরা নিজ নিজ স্বার্থ বাড়াইবার উদ্দেশ্যে সর্বাধিক তৃথি বা সর্বাধিক মূনাফা পাইবার চেষ্টা করিতেছে। এই লক্ষ্য সম্মুথে রাথিয়া তাহারা ছির করিতেছে কোন্ ধরণের দ্রব্য কড পরিমাণে ভোগ করিবে বা উৎপাদন করিবে। মোট উৎপাদন ছির ধরিয়া লইয়া তাঁহাদের আলোচ্য

হইল "জাতিসমূহের সম্পদের কারণ ও প্রকৃতি সম্পর্কে অনুসন্ধান" ("An Enquiry

into the nature and causes of the wealth of Nations") |

বিষয় হইল কিরপে বিভিন্ন উপাদান একত্তে সম্মিলিত করা যায় এবং উৎপন্ন দ্রব্যের মৃল্য কিরপে উপাদানগুলির মধ্যে বন্টন করা সম্ভবপর। মোট উৎপাদনের পরিমাশ সমান বা অপরিবর্তিত মনে করিলে আমাদের ধরিয়া লইতে হয় দেশের সকল উপকরণ পূর্ণনিয়ুক্ত আছে। যদি দেশে পূর্ণনিয়োগ আমরা ধরিয়াই লই তাহা হইলে একমাত্র আলোচ্য বিষয় থাকে উৎপাদনের এক শাখা হইতে অপর শাখার, অর্থাৎ এক ক্ষেত্র হইতে অপর ক্ষেত্রে উপাদানের অপসারণ ও নিয়োগ কেমন করিয়া এবং কত ভালভাবে করা যায়। নয়া ক্লাসিকাল লেখকেরা এককভিত্তিক ধন্ধন করিতেন যে, সকল ব্যক্তির নিজ নিজ স্বার্থবৃদ্ধির তাগিদে এবং দাম ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাজে সর্বদা সর্বোক্তম উপকরণ-নিয়োগ (optimum allocation of resources) ঘটিতে পাবে।

কেন প্রাচীন ধনবিজ্ঞানীরা পূর্ণ কর্ম সংস্থান বা মোট উৎপাদন ধরিয়া লইয়াছিলেন তাহা আলোচনা করা দরকার। প্রকৃতির রাজ্যে এক ধরণের শৃংখলা আছে, যেন কোন এক 'অদৃশ্য হস্ত' (Invisible Hand) এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল গতিবিধি স্ফাক্লক্সপে নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন, এই ধারণা তাঁহার। অর্থ নৈতিক কাঠামোর ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করিয়াছিলেন। পরম মঙ্গলময় এই শক্তির প্রভাবে আপনা-আপনি স্বয়ংক্রিয়ভাবে দেশে পূর্ণ-কর্ম সংস্থান বজার

#একটি কথা মনে রাখা দরকার। কেইন্স্ কিন্ত এই রাসিকাল ও নয়া রাসিকাল ধারণাকে
মূলত সঠিক বলিয়া মনে করিতেন। নয়ারাসিকাল লেথকদেব অনুমানগুলি (assumption)
সত্য ধরিয়া লইলে তাহাদের আলোচনা মূলত সঠিক, ইহাই ছিল তাহার ধারণা। তাহার
আপাত্তর বিষয় ছিল এই যে ঐ অনুমানগুলি মানিয়া লইলে আমরা বান্তব অবস্থা সর্বদা ব্যাথা
করিতে পারি না। অদৃশ্য কোন এক শক্তি সমাজে এমন তরে মোট উৎপাদন ঘটাইতেছে বে
সর্বদা পূর্ণ কর্মসংস্থান বজায় থাকে, এই অনুমান তিনি খীকার করেন নাই। তিনি ইহাও
মানিতেন না যে, ব্যক্তিখার্থ অনুযায়ী কাজকর্ম সর্বদা সমাজ-খার্থ রক্ষা করিতে পারে। এই
অনুমানগুলি প্রায়্ত ক্রেতেই বা কথনই মানিয়া লওয়া চলে না' ('seldom or never satisfied')
এবং ফলে ধনবিজ্ঞান শাস্ত্র বান্তব জগতের অর্থ নৈতিক সমস্থা মিটাইতে অক্ষম হইয়া পড়ে
(incapable of solving 'the economic problems of the actual world')—ইহাই
তিনি মনে করিতেন। কেইন্সের মতে পূর্ণ কর্মনিয়োগের অবস্থা হইল একটি বিশেষ তার, বে
ব্যরে পৌছিলে তবেই ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানের তত্বসমূহ পূন্রায় কার্যকরী হইতে পারে ('the classical theory comes into its own again').

পানিবে, তাঁহাদের দৃষ্টিভংগী ছিল এইরূপ। প্রকৃতির রাজ্যের মত স্বশৃংখল ও মস্পভাবে সমগ্র অর্থ নৈতিক কাঠামোর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও গ্রন্থিন আপনা আপনি পরিচালিত হইবে, এইরূপ মনে করিয়া তাঁহারা নিশ্চিত ছিলেন। প্রাকৃতিক নিয়মের মতই অমোঘ যোগান ও চাহিদার নিয়ম সমগ্র ক্লাসিকাল এই ধারণার অর্থ নৈতিক কাঠামোকে নিয়ন্ত্রণ করিবে, কারণ কি বিজ্ঞানীদের কাজ দাঁডাইল একক-বিচারে আত্মনিয়োগ করা। তাঁহাদের মনে হইল, ধনতন্ত্রই একমাত্র স্বাভাবিক ব্যবস্থা (natural order). ইহার পূর্বে সামাজিক কাঠামোর বিবর্তন হইয়াছে বটে কিন্তু সমাজ-বিবর্তনের শেষ ধাপে আসিয়া আমরা ধনতান্ত্রিক কাঠামো পাইয়াছি (terminal station of social evolution), ইহাই চিরস্থায়ী, অপরিবর্তনীয় এবং স্বাভাবিক। যদি কোনন্ধপ অসঙ্গতি ও সংঘাত থাকে তবে তাহা অস্বাভাবিক ও নিয়মবিরুদ্ধ (exception to the rule)। উৎপাদক নিজের স্বার্থ খুবই ভাল বোঝে. দে এমনভাবে দ্রব্যের ও উপাদানের বাজার ছুইটিকে দামের উঠানামা দিয়া নিয়ন্ত্রণ করিবে যাহাতে সাময়িকভাবে অবিক্রীত দ্রবাসামগ্রীর আধিক্য অর্থাৎ সাধারণ উৎপাদনাধিক্য (general over production) দেখা না দেয়। ইহা ধরিয়া লইয়াই এই যুগের ধনবিজ্ঞানীরা এককবিচারে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

যতদিন পর্যন্ত দেশের অর্থ নৈতিক কাঠানো দ্রতগতিতে সহজতাবে অগ্রসর হইতেছিল, ততদিন এই কাঠানোকে অক্ষয় ও নিশ্ছিদ্র বলিয়া ধরিয়া লইতে তাঁহাদের মনে কোন বাধা ছিল না। দেশের মোট উৎপাদন কর্মসংস্থান ও দামন্তরের আলোচনা বাদ দিয়া তাঁহারা ফার্মের উৎপাদন বা বিশেষ একটি দ্রব্যের বা উপাদানের দাম লইয়া বিশ্লেষণে মন্ত হইয়াছিলেন। ব্যক্তিকে কেন্দ্র করিয়া গঠিত প্রান্তিক আলোচনা পদ্ধতি' ইংলতে এমন যুগে দেখা দিয়াছিল যখন বাণিজ্যচক্রের প্রকোপ খুব কম। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে যে ব্যবসায়সংকট স্থক্ত ইহা হইতে ধনতান্ত্রিক কাঠানো আর পূর্বের ন্তায় স্কন্ধ হইয়া কখনই সবলক্ষপে দাঁড়াইতে পারিল না। তাই এই ব্যবস্থার চিরক্ষায়ী ক্লপ আর পণ্ডিতদের চোথের সম্মুখে রহিল না। গোভিয়েট ক্লশিয়ায় সামগ্রিক অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা ও দ্রত অর্থ নৈতিক উৎগ্রন্থ সামগ্রিক অর্থ নৈতিক কাঠানোর বিশ্লেষণের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া দিল। উপরন্ধ, আধুনিককালের যুদ্ধে কেবলমান্ত যুদ্ধক্ষেতে সৈন্ত পাঠাইলেই চলে না, দেশের সকল উপকরণ ও শক্তিকে পরিকল্পিত ভাবে এই

উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীভূত করিতে হয়। যুদ্ধকালীন জরুরী ব্যবস্থায় দেশের সকল উপকরণকে সামগ্রিকভাবে একত্তে সংগৃহীত করা দরকার। এই সকল বিভিন্ন অবস্থার চাপে ধনবিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনায় আবার সেই ক্লাসিকাল সমষ্টিভিত্তিক বিশ্লেষণের স্বত্রপাত হইতেছে।

এই প্রসঙ্গে সমষ্টিভিত্তিক আলোচনার একটি অতি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দেওয়া দরকার। ক্লাসিকাল লেথকদের পূর্বে, প্রধানত ইংলণ্ডে, একদল পণ্ডিত ছিলেন তাঁহাদের মার্কেণ্টাইলিষ্ট (Mercantilists) বলা হয়। এই মার্কেণ্টাইলিষ্টরা সমগ্র দেশের ও জাতির অর্থ নৈতিক অবস্থার কথা সামগ্রিকভাবে চিন্তা করিতেন, আমদানির তুলনায় রপ্তানি বেশি রাখিলে দেশের সম্পদ সামগ্রিকভাবে বৃদ্ধি পায়, দেশের সকল উপকরণের সর্বোত্তম নিয়োগ হয়, তাই তাঁহারা এইরূপ নীতি অবলম্বন করার কথা বলিতেন। দেশে স্বর্ণ প্রবেশ করিলে স্থদের হার কমে, বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইয়া কর্মসংস্থান বাড়ে, এই সকল আলোচনাও তাঁহারা কমিয়া গিয়াছেন। ক্লাসিকাল যুগে ম্যাল্থাস্ও এই রূপ সমষ্টিভিন্তিক আলোচনা করিয়া স্বযংক্রিয় আত্মনিয়ন্ত্রণকারী অর্থ নৈতিক কাঠামোর তদানীন্তন ধারণার বিরুদ্ধে তিনি দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, দেশের সামগ্রিক চাহিদা কম থাকিতে পারে। কার্পণ্য ও মধুমক্ষিকা-হুলভ সঞ্চয়প্রবৃত্তিই সকলের পক্ষে একমাত্র কল্যাণকর, এই ধারণার বিরুদ্ধে তিনি দেখাইয়াছিলেন যে, এই মধুমক্ষিকা-বুন্তি বেশিদুর বাড়াইলে দ্রব্যসামগ্রীর ক্রয় হ্রাস পাইবে, উৎপাদনের হার কমিয়া যাইবে, মুলধনের জড়ত্ব দেখা দিবে এবং ইহার ফলে শ্রমিকের জন্ম চাছিদা হ্রাস পাইবে। অর্থ নৈতিক 'অদৃশ্য হস্ত'-এর উপর আস্থা না রাখিয়া তিনি এই আধুনিককালীন সমষ্টিভিত্তিক আলোচনার স্থত্রপাত ঘটাইয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে কার্ল মার্ক সের বথা অবশ্য উল্লেখ করা দরকার। সকল ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের

মধ্যে তিনি ছিলেন একটু স্বতন্ত্র এবং অনেকের মতে আধুনিক কালে ^{ক্রহা} সমগ্র ক্লাসিকাল মতবাদের যোগ্য উত্তরসাধক ও ধারক। পুনরায় দেখা দিতেছে কেন বোলিং-এর মতে মান্ধ ই 'সমগ্র অর্থ নৈতিক কাঠামোর সমস্যা লইয়া আলোচনার প্রথম প্রচেষ্টা করেন'. 'অর্থ নৈতিক

জীবন ও সম্পর্কগুলির সামগ্রিক একটি চিত্র' দাঁড় করাইবার চেষ্ট। করেন— 'পূর্বতন ধনবিজ্ঞানীরা যে কাজ অবহেলা করিয়াছিলেন, সকল মত মিলাইবার দেই চেষ্টা তিনি করিয়াছিলেন'।
তথু তাহাই নহে। বর্তমান কালে
অর্থ নৈতিক উন্নয়ন ও ক্রমোন্নতির যে সকল তত্ত্ব গড়িয়া উঠিতেছে, তাহাদের প্রায়
সবগুলিই মাক্সের তত্ত্ব হইতে প্রেরণা পাইযাছে। মার্ম্ম ও কেইন্দের মধ্যে
পার্থক্যের কথাও একটু মনে রাখা দরকার। ধনতান্ত্রিক অর্থ নৈতিক কাঠামোকে
মার্ম্ম ইতিহাসের গতিধারায় একটি বিশেষ ধবনেব স্তব বলিযা মনে করিতেন এবং
এই কাঠামোকে একটি সদা পরিবর্তনশীল ও গতিশীল দেহ হিসাবে গণ্য করিতেন।
কেইন্দ্ এই কাঠামোকে চিরস্থায়ী মনে করিয়া ঐতিহাসিক দিক হইতে এই নির্দিষ্ট
অবস্থা-কাঠামোর মধ্যেই ধনতন্ত্রের সামগ্রিক ভারসাম্য সম্পর্কে আলোচনা
করিয়াছিলেন।
।

আধুনিককালে, কেইন্দের পূর্বে বা তাহার সমসাম থিক চালে, আরও ক্যেকজন লেখক এই সমষ্টিভিন্তিক আলোচনা করিয়া গিয়াছেন, যেমন ওয়াল্রাস্ (Walras) উইক্সেল্ (Wicksell), এবং ফিসাব (Fisher'। কিন্তু বর্তমান যুগের সামগ্রিক বা সমষ্টিভিন্তিক আলোচনাপদ্ধতি মূলত কেইন্সের অবদান। তিনি General theory of Employment, Interest and Money নামক বইখানাতে আধুনিককালে এই সমষ্টিভিন্তিক আলোচনা-পদ্ধতির নৃত্ন স্ক্রপাত ক্রেন।

জাতীয় অর্থনৈতিক কাঠামোর সামগ্রিক রূপ (A Total picture of the National Economy)

সমাজের সামগ্রিক রূপ চোথের সন্মুথে রাখিলে আমরা দেশের মোট অর্থ নৈতিক গতিধারার আভাষ পাইতে পারি। বৃষ্টির জলে পুষ্ট নদী যেমন সমুদ্রে

* The first attempt to deal with the problems of the whole economic system, to build 'a picture of economic life and relationship as a whole'—'a task of synthesis which previous economists had neglected.'

†"Marx's aggregative analysis is considered predominantly 'organistic' in the sense that it is concerned with the organism of capitalism as a developing whole. By contrast, it is to be noticed, Keynes's analysis ran largely in terms of 'mechanistic' equilibrium analysis, since his method consisted in investigating the equilibrium muchanism of capitalism in a historically given situation. This then is the fundamental difference in methodology between Marx and Keynes, apart from the fact that 'Keynes wanted to applogize and preserve, while Marx wanted to criticize and destroy,' as L. R. Klein alludes to their diametrically opposed ideological bearings." K. K. Kurihara, Introduction to Keynesian Dynamics. P. 15.

প্রবাহিত হয় এবং আবার মেঘের আকারে নৃতন বারিধারায় পুষ্ট হইয়া সমুদ্রের সহিত মেশে—মাসুষের অর্থ নৈতিক কাজকর্মও সেইক্লপ ব্যক্তিগত আয় স্ফটি করে। ব্যক্তিগত সামগ্রিক গতিশীল চিত্র করিয়া সামগ্রিক ভাবে জাতীয় আয় স্ফটি করে। ব্যক্তিগত সামগ্রিক গতিশীল চিত্র আয় হইতেই সমাজে মোট ভোগ ও চাহিদার স্ফটি হয়—পুনরায় উৎপাদন চলিতে থাকে—জাতীয় আয়ের ভাণ্ডার পূর্ণ হইয়া উঠে। চক্রের স্থায় সঞ্চরণশীল, উৎপাদন—আয় স্ফটি—ব্যয়—ভোগ ও সঞ্চয়—পুনক্রৎপাদন, ইহাই সমাজের অর্থ নৈতিক কাজকর্মের সামগ্রিক প্রতিচ্ছবি।

সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি কোন না কোন উপাদান ছিসাবে সম্পদ উৎপাদনের কাজে (দ্রব্যাদি বা কার্যাদি) নিযুক্ত আছে। উৎপাদনের সকল উপাদান দেশের বিভিন্ন উৎপাদনক্ষেত্রে নিযুক্ত হইয়া বহুপ্রকার দ্রব্যসামগ্রী ও কার্যাদি (goods & services) উৎপন্ন করিতেছে। এই সকল দ্রব্য ও কার্য (goods & services)

অর্থের বিনিময়ে বিক্রয় হয় অথবা তাহাদের অর্থ-মূল্য হিসাক্ষ স্বোত্ধারা
করিতে পারা যায়। উহাদের বিক্রয় মূল্য হইতে স্বষ্ট হয় ব্যক্তিগত
আয় ; এই মোট বিক্রয় মূল্য উৎপাদনে নিযুক্ত উপাদানসমূহের (অর্থাৎ থাজনা,
মন্ত্রি, স্বদ ও মুনাফা) আয় স্বষ্ট করে। উপাদানসমূহের আয় যোগ করিয়া
আমরা জাতীয় আয়ের পরিমাণ জানিতে পারি। এই জাতীয় আয়-ই সমাজের মোট
স্রব্য সামগ্রী ক্রয়ে বয় হইয়া য়য় ৽ ; ইহা মোট ব্যয়ের সমান। †

মোট ব্যয়ের কিছু অংশ ভোগ্য দ্রব্য ক্রের ব্যয় হয়, যে অংশ সঞ্চয় হয় তাহা নূতন মূলধনী দ্রব্য উৎপাদনে ব্যয়িত হয়। সমাজে ভোগ্যদ্রব্য ও মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদন স্থায় হয়; সমাজের লোকজন উপাদান হিসাবে বিভিন্ন ধরনের কাজ কর্মে নিযুক্ত হইয়া যায়। পুনরায় তাহাদের আয় স্প্রি হয়, ব্যয় ও সঞ্চয়

*এই আলোচনায় বহু জটিলতা বাদ দেওয়া হইয়াছে, প্রাথমিক ধরনের আলোচনা মাত্র।
এই সম্পর্কে বিস্তৃত 'আলোচনা 'আয় ও কর্মসংস্থানতত্ত্ব' পরিচেছদে পাওয়া যাইবে।

াছুই দিক হইতে ইহা দেখা যার। এক ব্যক্তির আয় নিশ্চর অক্ত ব্যক্তির ব্যর, স্তরাং মোট আর ও মোট ব্যর সমান। মোট আরের কিছুটা ভোগা জব্যে সরাসরি ব্যরিত হইবে, কিছুটা সঞ্চিত হইবে। সেই সঞ্চর মূলধনী জব্যের উৎপাদনে ব্যর হইবে। অথবা কোন কিছুতে ব্যর না হইলে মোট আর কমাইরা দিবে, কারণ উহার ব্যর না হওরার অক্তের আর সৃষ্টি হইতে পারিকে চলিতে থাকে, এইভাবে অবিরাম ধারায় সমাজে অর্থ নৈতিক গতিধারার স্রোত বহিয়া চলে। ইহাদের সাজাইলে দেখা যায়:

মোট উপাদানের নিয়োগ

।
মোট উৎপাদন (জাতীয় সম্পদ)

।
মোট আয় (জাতীয় আয়)

।
মোট ব্যয়

।

মোট ভোগ

মোট দঞ্চয়

।
ভোগ্য দ্রব্যের উৎপাদন

মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদন

মোট উপাদানের নিয়োগ

এই ধার। বিশ্লেষণ করিলে দেশের অর্থ নৈতিক জীবনযাত্রার গতি ও প্রকৃতি অনেক পরিমাণে বোঝা যায়। দেশে যদি উপযুক্ত পরিমাণে উপাদান না থাকে বা তাহারা দক্ষতাবিহীন ও অমুন্নত হয় তাহা হইলে মোট দ্রব্য সামগ্রী বা সম্পদের

উৎপাদন কম হইবে। সম্পদ কম উৎপন্ন হইলে উহার জীবন যাত্রার গতি ও প্রকৃতি ভোগ্যন্তব্যক্রয়ে ব্যয় কম হইবে, এবং কম সঞ্চয়ের দক্ষন

মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদন-ও কমিয়া যাইবে। দেশে জীবন যাত্রার মান, মোট আয়, ব্যয়. মোট ভোগ-পরিমাণ এবং মোট মূলধন-গঠন (capital-formation) স্ব হাস পাইবে।

আরও জানা যায, মোট ব্যয় যদি বাড়ানো হয় তাহা হইলে উপাদান-সমূহের
অধিক নিয়োগ সম্ভবপর এবং তাহারই ফলে দেশে অধিক
দেশে কর্মনিয়োগের আয় স্পষ্ট হইতে পারে। রাষ্ট্র যদি সমাজের মোট ব্যয়
পরিমাণ মোট ব্যয়ের
উপর নির্ভরশীল বাড়াইতে পারে, তাহা হইলে উপাদানগুলি বেকার
থাকিবে না, সমাজে সম্পদ উৎপাদন বাড়িয়া যাইবে এবং

আয়ের স্তরও বৃদ্ধি পাইবে।

দেশের লোকের অর্থ নৈতিক কাজকর্মের ফলে যে দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন হয় উহারই একাংশ লোকে ভোগ করে এবং অপরাংশ নৃতন দ্রব্য উৎপাদনে বিনিয়োগ করে। মোট উৎপাদন বাড়াইতে পারিলেই ভোগের জন্ম দ্রব্যসামগ্রী বা বিনিয়োগের জন্ম মূলধনী দ্রব্যাদি সকল কিছু বৃদ্ধি পায়। স্থতরাং এইভাবে মোট উৎপাদন, জাতীয় সম্পদ এবং জাতীয় আয় বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

এই সকল কারণে জাতীয় আয় বিশেষ শুক্ল পূর্ণ ধারণা। সমাজের কত পরিমাণ উপকরণ কোন্ অংশে (কৃষি, শিল্প, ব্যবসায় ইত্যাদিতে) কিন্ধপ ভাবে সম্পদ উৎপাদনে নিযুক্ত আছে তাহা জাতীয় আয়ের বিশ্লেষণ দ্বারা জানা যায়। এই সম্পদ কোন্ কোন্ দ্রব্য লইয়া গঠিত; কোন্ দ্রব্য কি জাতীয় আযেব অক্স- পরিমাণে উৎপন্ন হইল; কোন্ শ্রেণীর হাতে জাতীয় আয়ের কত অংশ চলিয়া যাইতেছে; দেশে মোট ভোগ্যন্ত্রব্য কোন্ শ্রেণীর মধ্যে কিন্ধপভাবে বন্টিত হইয়া আছে, সকলই জাতীয় আয়ের বিশ্লেষণের দ্বারা ব্বিতে পারা যায়। ইহার দ্বারাই দেশের অর্থ নৈতিক কাঠামোকে সমগ্রভাবে দেখা যায় এবং কি কি অল প্রভ্যন্তের (component parts) পারস্পরিক নির্ভরশীলতার উপর অর্থ নৈতিক কাজকর্ম আপনগতিতে আবর্তিত হইতেছে তাহা বোঝা যায়, দেশের অর্থ নৈতিক ব্রহ্মাণ্ডের ন্ধপ পর্যবেক্ষণ করা যায়। ভাগীরথী যেন্ধপ মহাদেবের জটা হইতে নামিয়া আবার মহাদেবের জটাতেই ফিরিয়া যায়—কোন দেশের অধিবাসীদের সকল প্রকার দৈনন্দিন কাজকর্মের প্রোতধারাও জাতীয় আয় হইতে স্বষ্ট হইয়া জাতীয় আয়কেই পুনরায় পুষ্ট করিয়া তোলে।

জাতীয় আয় (National Income)

"কোন দেশের শ্রম ও মূলধন, প্রকৃতির উপকরণ আহরণের দারা এক বংসরের মধ্যে যে পরিমাণ বস্তুজাত দ্রব্য বা বিভিন্ন কার্যাদির নীট সমষ্টি (net aggregate) উৎপন্ন করে"—মার্শাল তাছাকে জাতীয় আয় বলিয়াছেন।

◆

্তুখ্যাপক ফিসার বলেন যে, জাতীয় সম্পদ বলিলে সাথা বংসরে উৎপন্ন দ্রব্য ও কার্যাদির পরিমাণ বোঝা উচিত নয়। তাঁহার মতে প্রধানত জীবন্যাতার মান আলোচনার জক্মই জাতীয় আরের ধারণা দবকার এবং উহার পরিমাপ শুরুত্বপূর্ণ। তাই তিনি সারা বংসরে মোট ভোগের পরিমাণকে জাতীয় আর বলিয়াছেন। যেমন 1959 সালে 60 হাজার টাকা মূল্যের একটি বাড়ি তৈয়ারি হইল। মার্শালের মতে উহাকে সেই বংসরের জাতীয় আরেব মধ্যে হিসাব করিতে হইবে। কিন্তু ওই বাড়ীটিকে ব্যক্তি (ধরা যাউক) 30 বছর ধরিয়া ভোগ করিবে, প্রতি বংসর উহার দ্রী আংশ ভোগ করা হইতেছে। তাই বছরে 2 হাজার টাকার বেশি যোগ করা উচিত নহে, ইহাই কিসারের অভিমত। কিন্তু এই মত সাধারণভাবে গৃহীত হয় নাই, উৎপাদনের পরিমাণ হিসাবেই জাতীয় আরকে গণনা করার নীতি গৃহীত ও প্রচলিত হইরাছে। কারণ, জাতীয় আরের উৎপাদনে উঠানামাই দেশের কর্মসংখান ও আরত্তরে উঠানামা প্রকাশ করে।

সনাজের বিভিন্ন দিকে উৎপাদনে নিযুক্ত সকল উপাদান যে পরিমাণ সম্পদ এক বৎসরের মধ্যে স্বষ্ট করে তাহার নাম মোট জাতীয় আয় (Gross National Income)। এই মোট জাতীয় আয় হইতে সেই সময়ের মধ্যে মূলধনের যে ক্ষয়-ক্ষতি হইল তাহা পূরণের জন্ম কিছু সম্পদ বাদ দিয়া যাহা জাতীয় আয়
অবশিষ্ট থাকে তাহাই নীট জাতীয় আয় (Net National Product) বা জাতীয় বিভাজ্য-আয় (National Dividend)। এই জাতীয় আয় বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে বিভক্ত হইযা প্রত্যেক উপাদানের আয় স্বষ্টি করে। সকল উপাদান এই জাতীয় বিভাজ্য আয় হইতে নিজস্ব আয় পায় বলিয়া ইহাকে বিভাজ্য-আয় (Dividend) বলে।

এই জাতীয় আয কোন নির্দিষ্ট ভাগুর (fund) নহে, ইহা স্রোতশীল ধারা। প্রতি বৎসর সকল উপাদানের কার্যের ফলে এই সম্পদ উৎপন্ন হয় এবং সকল উপাদানের মধ্যেই তাহা বন্টিত হয়। উপাদানসমূহের মিলিত কার্যফলে উৎপন্ন এই সম্পদ তাহাদের আয়ের উৎসপ্ত বটে। এই জাতীয় আয় চারি প্রকার আযে বিভক্ত হইয়া (খাজনা, মজুরি, স্থদ ও মুনাফা) সমগ্র দেশের জনসাধারণের ব্যক্তিগত আয় সৃষ্টি করে।

মার্শাল এই জাতীয়-আয় বলিতে এক বংসরে উৎপন্ন দ্রব্য সামগ্রী ও কার্যাদির পরিমাণকে বুঝিয়াছেন। দ্রব্যসামগ্রী ও কার্যাদির এই পরিমাণকে বাস্তব ক্ষেত্রে হিশাব করা এবং তাহার সঠিক পরিমাপ করা সম্ভব নহে। দেশের সকল প্রান্তে কোন দ্রব্য কত পরিমাণে উৎপন্ন হইল তাহার ঠিকানা নাই। দ্রবা কার্যাদির হিসাবে তাহা ছাড়া একই দ্রব্যের বহু প্রকার-ভেদ আছে (যেমন জাতীয় আয়েব বহুপ্রকারের আম, কুমড়ো, চা, জুতো ইত্যাদি)। একই পরিমাপে অস্তবিধা মানদত্তের মাধ্যম ব্যতীত ইহাদের হিসাব করিতে হইলে বিরাট তালিকা প্রস্তুত করিতে হয়। আরও অস্থবিধা হয় 'আসল' ধারণা অনুযায়ী ('Real' concept) মূলধনের ক্ষয়ক্ষতি পূরণ হিসাবের ক্ষেত্রে। 10000 পেন্সিল হইতে ক্ষয়ক্ষতি পূরণের জন্ম কত পেন্সিল বাদ দিয়া রাখিতে হইবে? আবার হিশাবে যাহা বাদ দেওয়া হইল (ধরা যাক্ 200টি), তাহা কি ব্যবহৃত হইয়া দেশের সম্পদ ও কল্যাণ বৃদ্ধি করিবে না ? তাই জাতীয় আয়কে 'আসল' আয় হিসাবে গণনা করার বহু বাস্তব অস্থবিধা আছে।

এই সকল অস্থবিধা দূর করিবার উদ্দেশ্যে অধ্যাপক পিশু জাতীয় আয়কে

ইলাবক করিয়াছেন টাকার হিলাবে; এক বৎসরের মধ্যে উৎপন্ন সকল দ্রব্যসামগ্রী

ও কার্যাদির অর্থ-মূল্যের মোট পরিমাণ হিলাব করিয়া। এক
বৎসরের উৎপন্নের ক্রথ-মূল্য

বৎসরে উৎপন্ন সকল দ্রব্য সামগ্রীর ও কাজকর্মের টাকার

হিলাবে প্রকাশিত দাম যোগ করিয়া মোট জাতীয় আয় পাওয়া

যায় এবং ওই সময়ের মধ্যে মূলধনের যে ক্ষয়ক্ষতি হইয়াছে তাহা পূরণের জন্ম
প্রয়োজনীয় টাকা উহা হইতে বাদ দিয়া নীট জাতীয়-আয় বা জাতীয় আয় হিলাক

জাতীয় আয় সম্পর্কে আরও ছুইটি বিষয় বিচার করা প্রয়োজন। প্রথমত, দেশের সম্পদের উপর বিদেশির মালিকানা থাকিলে উহা হইতে আয় জাতীয় আয়ের পরিমাণ হইতে বাদ দেওয়া উচিত। বিদেশের সম্পদের উপর দেশীয় লোকের মালিকানা থাকিলে উহা হইতে আয় জাতির আয়ের সাহুর্জাতিক বাণিজাও সহিত যোগ করা উচিত। আমদানি-রপ্তানি হইতে দেশের পাওনাকে জাতীয় আয়ের সহিত যোগ করা উচিত; অথবা দেনা-কে বিয়োগ করা উচিত। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্র কর ধার্য করার ফলে সকল

*কিন্ত এই ভাবে অর্থমূলোর সাহায্যে হিনাব করারও অনেক ক্রটি আছে। বহু দ্বানামগ্রী উৎপাদক নিজেই বাবহার করে (যেমন চাবী নিজের উৎপব্ধ ধান ভোগ করে, বা ওাজী নিজের উৎপব্ধ কাপড় বাবহার করে, শিক্ষক নিজের ছেলে মেয়েদের পড়ার, হোটেলওয়ালা নিজের হোটেলেই থাছাদি গ্রহণ করে)। এই সকল দ্রব্যের মূলাকে অর্থের হিসাবে পরিমাপ করা চলে না, ইহারা অর্থমূল্য সৃষ্টি করে না, অপচ ইহাদের বাদ দিলে জাজীয়-আয়ের প্রকৃত পরিমাণ বোঝা বার না। কোনো বাজি ভাহার টাইপিইকে বিবাহ করিয়া যদি ভাহাকে আর মাহিনা না দিয়া টাইপের কাজ করাইয়ালয় তাহা হইলে সেই কাজের মূলা সৃষ্টি না হওয়ায়, এইরূপ অবস্থায় অর্থের হিসাবে জাজীয় আয় কমিয়া যায়। এই সকল অস্থ্রবিধা থাকা সজ্বেও পরিমাণগত পরিমাপ করার স্থ্রিধা পাকার দরশ অধ্যাপক পিগুর সংজ্ঞা গ্রহণ করিয়া অর্থমূলোর হিসাবেই জাতীয় আয়ের পরিমাপ করা হইয়া থাকে।

অর্থমূল্যের সাহায্যে জাতীয় আয় পরিমাপের আরও জুইটি অস্থ্রিষা আছে। প্রথমত, অর্থের নিজেরই মূল্য পরিবর্তন হইতে পারে, ফলে জাতীয় আয়ের পরিমাণে পরিবর্তন দেখা দেয়, কিছ তাহাতে দেশের সম্পদের পরিবর্তন হয় না। বেমন দামন্তর বৃদ্ধি পাইলে (অর্থাৎ অর্থের নিজস্ব মূল্য কমিয়া গেল) অর্থের হিসাবে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইল বটে, কিছ দেশের সম্পদ বাড়িল না। এই অস্থ্রিধা দূর করিবার জন্ত অর্থের নিজস্ব মূল্য ছির ধরিয়া লাইয়া, অর্থাৎ দামন্তর ছির ধরিয়া জাতীয় আয়ের পরিমাপ করা হয়। বিতীয়ত, দ্রব্যকার্যাদির অর্থমূল্যে

উপাদানের আয় হইতেই সেই কর আদায় করা হয়। নীট জাতীয় আয় হইতে করের পরিমাণ বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই সকল ব্যক্তির ব্যয়োপযুক্ত আয়ের সমান (Disposable Income)। রাষ্ট্র কর্তৃ ক উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীর মৃদ্যকে মোট জাতীয় উৎপন্নের মধ্যে যোগ করা দরকার। সরকারী কর্মচারীদের মাহিনাকে অবশ্যই মোট জাতীয় আয়ের মধ্যে হিসাব করা প্রয়োজন, কারণ বিভিন্ন কার্যাদির পারিশ্রমিক হিসাবেই সেই আয়ের স্পষ্টি হয়।

জাতীয় আয়ের পরিমাপ (Measurement of National Income)

জাতীয় আয় হইল (ক) এক বৎসরের উৎপন্ন সকল প্রকার দ্রব্যসামগ্রী ও কার্যাদির মোট দাম; (খ) সকল উপাদানের আয় স্বষ্টি হইবার উৎস ও ভাওার, এবং (গ) সমাজের মোট ভোগব্যয় ও সঞ্চয়ের যোগফল। স্বতরাং ইহার পরিমাপ তিন ভাগে হইতে পারে। প্রথমত, দেই বৎসরে উৎপন্ন সকল দ্রব্যসামগ্রী ও কার্যাদির দাম যোগ করিয়া; দ্বিতীয়ত, উৎপাদনের কার্যে সহায়তার দরুণ উপাদান-সংহের সকল পাওনা (Payment) যোগ করিয়া, এবং তৃতীয়ত, সমাজের মোট ভোগব্যয় ও সঞ্চয় যোগ করিয়া। এই তিনটি হিসাব স্বভাবতই সমান হইবে, কারণ মোট উৎপন্নের দামের সমষ্টি হইতে সকল উপাদানের আয় স্বষ্টি হয়; মোট উৎপন্নের দাম সকল উপাদানের পাওনা লইয়াই গঠিত হয়; এবং সমাজের মোট আয় সকলের হাতে ভোগব্যয় ও সঞ্চয় রূপে ছড়াইয়া থাকে। প্রথমটিকে বলা হয় সম্পূর্ণ-উৎপন্নের সমষ্টি (Final products total); পরিমাণের তিনটি দ্বিতীয়টিকে বলা হয় উপাদান-পাওনার সমষ্টি (Factor payments total); এবং তৃতীয়টিকে বলা হয় ভোগ-

সঞ্চয়ের সমষ্টি (Consumption-Savings Total)। প্রথম পদ্ধতিতে সকল উৎপন্ন দ্রব্যকার্যাদির (goods and services) দাম যোগ করিয়া; দ্বিতীয় পদ্ধতিতে, সকল উপাদানের পাওনা বা আয় যোগ করিয়া; এবং তৃতীয় পদ্ধতিতে সকল ভোগব্যয় ও সঞ্চয়ের পরিমাণ যোগ করিয়া জাতীয় আয়ের পরিমাণ পরিমাণ

অর্থাৎ দামে কোন পরিবর্তন হইল না, অথচ জব্যের উৎকর্ম বৃদ্ধি বা ব্রাস পাইল, তাহ। ঘটিন্তে পারে। ইহার ফলে জীবনযান্তার মানে বাল্তব পরিবর্তন আনিবে, কিন্তু জাতীর আফ পরিমাণগত ভাবে সমানই থাকিয়া ঘাইবে। যেমন পূর্বের ৪১ ভিজিটের ডাক্তারের তুলনাফ এখনকার একই দামের ডাক্তারের কার্য অনেক উন্নত ধরণের। করা সম্ভব। সংখ্যাতাত্ত্বিকগণ (Statisticians) সাধারণত প্রথম দুইটি পদ্ধতি গ্রহণ করেন, কারণ কোন ক্ষেত্রে প্রথম পদ্ধতিতে হিসাব করা স্থবিধা (যেমন শিল্প, কৃষি, খনি ইত্যাদি): আবার কোন কোন ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পদ্ধতি স্থবিধাজনক (যেমন ওকালতী, ভাক্তারী, শিক্ষকতা ইত্যাদি)। পরিমাপের পক্ষে তৃতীয় পদ্ধতি বিশেষ স্থবিধাজনক নয়।

(ক) উৎপাদন-মুমারী পদ্ধতি বা সম্পূর্ণ-উৎপদ্পের সমষ্টি (Census of Production Method or The Final Products Total)

এক বৎসরে উৎপন্ন সকল দ্রব্যকার্যাদির অর্থ-মূল্য যোগ করিলে আমরা মোট জাতীয় উৎপাদন (Gross National Product) পাইতে পারি। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, সর্বশেষ স্তরের উৎপন্ন দ্রব্যের দামই কেবলমাত্র যোগ দিতে হইবে। যে সকল দ্রব্য অর্থ-উৎপন্ন অথবা উৎপাদনের মাধ্যমিক স্তরে (intermediate stages) রহিয়াছে, তাহাদের ধরা চলিবে না। যেমন আদবাব প্রস্তুতকারী যেকাঠের সাহায্যে আসবাব উৎপাদন করিতেছে সেই কাঠের দাম যোগ দেওয়া হইবে না, কারণ তাহা উৎপাদনের সর্বশেষ স্তরে পৌছায় নাই। কিন্তু যদি পুড়িবার জম্ম কাঠ ব্যবহৃত হয় তাহা হইলে সেই কাঠের দাম হিসাব করিতে হইবে, কারণ তাহা সম্পূর্ণ দ্রব্য (Final Product) হিসাবেই ব্যবহৃত হইতেছে। এইভাবে হিসাব করিলে ডবল-গণনার (double counting) হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে।

দেশের উৎপন্ন দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি হয়, বিদেশের উৎপন্ন দ্রব্য দেশে আমদানি হয়। রপ্তানি ও আমদানির মূল্যের পার্থক্য মোট জাতীয় আয় হিসাবের সময়ে যোগ বা বিয়োগ করিতে হইবে। যদি তুলনায় আমদানি বেশি হয়, তাহা হইলে বিয়োগ হইবে, যদি তুলনায় রপ্তানি বেশি হয়, তাহা হইলে যোগ ইইবে।

এইভাবে মোট জাতীয়-আয় হিসাব করিয়া মৃপধনের ক্ষয়ক্ষতি প্রণের জন্ম কিছু অর্থ বাদ দিয়া নীট জাতীয়-আয়ের পরিমাপ করা হইয়া থাকে। অর্থাৎ দেশের সকলে মিলিয়া যে সকল ভোগদ্রের বা কার্যাদি ক্রয় করিয়াছে ভাহাদের দাম, গভর্ণমেন্ট যাহা ক্রয় করিল ভাহার দাম, নৃতন মৃগধনী দ্রব্যের দাম, এই সকল যোগ করিলে জাতীয় আয় পাওয়া যায়।

(খ) আয়-মুমারী পদ্ধতি বা উপাদান-পাওনার সমষ্টি (Census of Income Method or The Factor Payments Total)

এক বংসরে দেশের, (ক) সমগ্র মজুরি, মাহিনা, ইত্যাদি (খ) সকল ফার্ম বা ব্যবসায়ের নীট আয় (মজুরি মাহিনা ইত্যাদি বাদ দিয়া, কারণ তাহা অক্সত্র ('ক'-তে) হিসাব করা হইয়াছে); (গ) সকল ঋণ হইতে নীট হাদ; এবং (ঘ) সকল নীট খাজনা, এই সকল যোগের দ্বারা জাতীয় আয় পরিমাপ করা চলে।

এই ভাবে জাতীয় আয় পরিমাপ করিতে হইলে কয়েকটি বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। (ক) হস্তান্তর-পাওনাসমূহ (Transfer Payments) বাদ দিতে হইবে। যেমন, একখণ্ড জমি বিক্রয় হইলে সেই পাওনা জাতীয় আয়ের গণনার মধ্যে আদিবে না; কারণ তাহা কোন নূতন আয় নহে, কোন নৃতন উৎপন্ন দ্রব্য-সামগ্রীর অর্থ মূল্য নয়। ভিক্ষুকের আয় বা কোন দান-গ্রহণও গণনার মধ্যে আদে না, কারণ ওইরূপ আয় কোন দ্রব্য সামগ্রীর উৎপাদন ধারায় কাজ করিবার দক্ষণ স্ষষ্টি হয় না। কোন দ্রব্যোৎপাদন বা কোন কাজকর্মের দক্ষণ যে আয় তাহাই জাতীয় আয়ের হিসাবের মধ্যে আসিবে। (খ) মালিকের নিজের যে সকল উপাদান (যেমন নিজের বাড়ী, জমি, পরিচালনা ক্ষমতা বা মূলধন) উৎপাদন কার্যে নিযুক্ত হয়, তাহাদের বাজার-দরের হিসাবে অর্থ-মূল্যে ক্লপান্তরিত করিয়া গণনার মধ্যে আনা প্রযোজন। (গ) বিনা দামে যে দকল দ্রব্য বা কার্যাদি পাওয়া যাইতেছে। যেমন, বাড়িতে গ্রীলোকের কাজ বা নিজের বাগানের তরী-তরকারী) তাহাদের কোন আয় বা অধ্যুদ্য স্থষ্টি না হওয়ায়—জাতীয় আয়ের গণনার মধ্যে আনা হইবে না। (ঘ) ফার্মের মোট মুনাফার যে অংশ মজুত-তহবিলে (Reserve Fund) জমাইয়া রাখা হইয়াছে (অর্থাৎ যাহা লভ্যাংশ হিসাবে শেয়ার-ক্রেতাদের আয় স্থষ্ট করে নাই), তাহাও যোগ দিতে হইবে। কারণ আয় হিসাবে ব্যক্তিদের হাতে না গেলেও ঐ মৃল্য দেশে স্বাষ্ট হইয়াছে।

(গ) ভোগসঞ্চয় পদ্ধতি বা ভোগসঞ্চয়ের সমষ্টি (Consumption-Saving Method or The Consumption Savings Total)

সকল ব্যক্তির ক্লেত্রেই আয়ের এক অংশ ভোগ্যদ্রব্য ক্রয়ে ব্যয় হয় এবং অপর অংশ সঞ্চয় হয়। তাই এক বৎসরের মধ্যে সমাজের মোট ভোগ ব্যয় ও মোট সঞ্চয় যোগ করিতে পারিলে নাট জাতীয় আয় পরিমাপ করিতে পারা যায়।

সাধারণত ভোগব্যয় ও সঞ্চয়ের কোন সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না, তাই এই পদ্ধতি কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করার শ্ববিধা নাই।

জাতীয় আয় পরিমাপের অন্থবিধা (Difficulties in the measurement of National Income)

জাতীয় আয়ের পরিমাপ সকল দেশেই বছ বাস্তব অস্থবিধার মধ্য দিয়া করিতে হয়; বিশেষত অমূরত দেশসমূহে অস্থবিধার পরিমাণ বেশি। প্রথমত, যে সকল দ্রব্য বা কার্যাদি বিক্রয় হয় না অথবা বিক্রয়ের জন্ম বাজারে আসে না, তাহাদের ক্ষেত্রে বাজার-দাম কি হইতে পারিত ইহা ধরিয়া লইয়া জাতীয় আয়ের মধ্যে যোগ করিতে হয়। ইহা অস্থবিধাজনক তো বটেই, হিসাবও নির্ভূপ না হইবার সম্ভাবনা। অমূরত দেশসমূহে সমাজের মোট উৎপাদনের একটি বৃহৎ অংশ

অনুন্নত দেশে, বেমন ভারতবর্ষে, পবিমাপেব বাস্তব অন্তবিধা উৎপাদকণণ নিজেরা ব্যবহার করেন। অনেক ক্ষেত্রে অর্থের প্রচলন কম; পণ্য-বিনিময় (Barter) প্রচলিত আছে। এই সকল দেশে অর্থের হিসাবে জাতীয় আয় পরিমাপ কর।

বিশেষ অস্থবিধাজনক। দ্বিতীয়ত, অনুনত দেশে অধিক সংখ্যায়

একক- মালিকানা ব্যবসায সংগঠন প্রচলিত থাকায় এবং সাধারণভাবে ব্যবসায়ের হিসাবপত্র বৈজ্ঞানিকভাবে না রাখায়, উৎপাদনের পরিমাণ এবং দাম সম্বন্ধে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করার স্থবিধা কম। তৃতীয়ত, এই সকল দেশে উপাদানসমূহের বিশেষায়ণ (Specialisation) অনেক দূর প্রসার লাভ করে নাই। যেমন, একই ব্যক্তি চাষ করিয়া, মাছ ধরিয়া, বন্ত্রাদি উৎপাদন করিয়া এবং দোকান চালাইযা আয় করে। জাতীয়-আয়ের বিভিন্ন ক্ষেত্র-ভেদ করার (Classification of sectors), অর্থাৎ কোন ক্ষেত্র হইতে কি আয় হইল তাহা স্পষ্টভাবে শ্রেণীবদ্ধ করার উপায় থাকে না।

কি বিষয়ের উপর জাতীয় আয়ের আয়তন নির্ভর করে (Factors determining the size of the National Income)

জাতীয় আয়ের আয়তন নির্ভর করে দেশের নীট উৎপাদন এবং বিদেশ হইতে নীট আয়ের উপর। এই ছুইটি বিষয় লইয়াই জাতীয় আয় গঠিত। প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণ ছির ধরিয়া লইলে, দেশের মোট উৎপাদন নির্ভর করে কর্মনিয়োগের পরিমাণ ও শ্রমিকদের উৎপাদন ক্ষমতার উপর। দেশে মোট কর্মনিয়োগের পরিমাণ নির্ভর করে দ্রব্যসামগ্রীর জন্ম কার্যকরী চাহিদার (Effective Demand) উপর। কার্যকরী চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে অধিক দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনের জন্ম অধিক শ্রমিক নিয়োগ করা হইবে। অসুন্নত দেশে জীবনযাত্রা ও আয়ের স্তর এত নিচে যে কার্যকরী চাহিদা কম; তাই শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের স্থযোগ কম।

শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা নির্ভর করে প্রধানত শ্রমিক-পিছু মূলধন নিয়োগের অনুপাতের উপর। শ্রমিক-পিছু মূলধন-নিয়োগের পরিমাণ কার্থকরী চাহিদা, যত বৃদ্ধি পাইবে, শ্রমিকের উৎপাদন-ক্ষমতা ততই বাড়িবার মূলধন নিয়োগ ও বৈদেশিক বাণিজা সম্ভাবনা। স্থতরাং মূলধন ও তাহার নিয়োগের পরিমাণের উপর জাতীয় আয়ের আয়তন নির্ভর করিবে। বিদেশ হইতে নীট আয় নির্ভর করে দেশ কত কম আমদানি করিয়া চালাইতে পারে এবং কত

-নীট আয় নির্ভর করে দেশ কত কম আমদানি করিয়া চালাইতে পারে এবং কড বেশি রপ্তানি করিতে পারে তাহার উপর। এই সকল বিষয়ের উপর জাতীয়-আয়ের আয়তন নির্ভর করে।

মূল্ধন তাকুপ্প রাখা (Maintaining Capital Intact)

উৎপাদন ধারায় মূলধনী দ্রব্য নিয়োগের ফলে যে ক্ষয়ক্ষতি হয় তাহা পূরণ করিয়া মূলধনের মূল্য পূর্বের ভায় অকুণ্ণ রাখা— ইহাকে মূলধন অকুণ্ণ রাখা বা মূলধন বজায় রাখা বলে।

যদি একটি যন্ত্রের দাম 500 টাকা হয় এবং ওই যন্ত্রটির আয়ু 10 বৎসর ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে প্রতি বৎসর উহার 10 ভাগের 1 ভাগ অর্থাৎ 10 টাকা ক্ষয় হইতেছে, এইরূপ মনে করা চলে। ওই যন্ত্রদারা উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য হইতে এই পরিমাণ অর্থ (অর্থাৎ 50 টাকা) প্রতি বৎসর ক্রিমাণ করা হয় সরাইয়া রাখিলে 10 বৎসর পরে ওই যন্ত্রটি সম্পূর্ণ কয় হইলেও নৃতন যন্ত্র ক্রয় করিবার মতন অর্থ সঞ্চিত হইবে, উৎপাদন ধারা অব্যাহত থাকিবে। যন্ত্রের ক্রয়ক্ষতি নিয়মিত পূরণ না হইলে 10 বছর পর যন্ত্রটি সচল থাকিবে না এবং ইহার ফলে ফার্মের আয় কমিয়া যাইবে।

'মূলধন অক্ষ্ম রাখা'র এই তত্ত্ব হইতে জানা যায় যে, ক্ষয়ক্ষতি নিয়মিত ভাবে পুরণ হইলে দেশে মূলধন বজায় থাকিবে। কিন্তু মূলধনের পরিমাণ একই থাকিলে অর্থ নৈতিক ক্রমবৃদ্ধির (Economic growth) সম্ভাবনা থাকে না, সমাজের অর্থ নৈতিক কাঠামো একই স্তরে আবর্তন করিতে থাকে। স্থতরাং মোট জাতীয় আয় হইতে শুধু ক্রয়ক্ষতি পূরণের জন্মই নহে, দেশে আরও মূল্ধন-গঠন ও যন্ত্রপাতি প্রসারের জন্ম, ক্রমাগত অধিক পরিমাণে অর্থ সঞ্চিত ক্রমবৃদ্ধি যন্ত্রপাতি প্রসারের জন্ম, ক্রমাগত অধিক পরিমাণে অর্থ সঞ্চিত হওয়া প্রয়োজন। প্রতি বৎসর জাতীয় আয় হইতে আগের বৎসরের তুলনায় অধিকতর উপকরণ মূলধন-গঠনের উদ্দেশ্যে সরাইয়া লইলে দেশে ক্রেমশ বর্ধনশীল হারে মূলধন-গঠন সম্ভব হয় এবং সেই মূলধন প্রয়োগের দারা শ্রমিকের উৎপাদনক্রমতা বাড়াইয়া জাতীয় আয়ের পরিমাণ বাড়ানো যায়।

জাতীয়-জায় বিশ্লেষণের তাৎপর্য: সামাজিক হিসাব গ্রহণ (Significance of National Income analysis: Social Accounting)

জাতীয় সম্পদ ও আয় সম্বন্ধে এমন ভাবে তথ্য পরিবেশন করা হয় এবং শ্রেণীবদ্ধ করা হয় যে তাহা হইতে আমরা জাতীয় আয়ের গঠনকারী বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ (Component parts) বুঝিতে পারি। যেমন ব্যবসাদি হইতে কি পরিমাণ মুনাফা, জমির মালিকানা হইতে কি পরিমাণ থাজনা, চাকুরি ইত্যাদি হইতে কি পরিমাণ মাহিনা, ঋণ-প্রদান হইতে কি পরিমাণ মদ এবং পরিশ্রমের দর্মণ কি পরিমাণ মজুরি দেশের লোকে পাইতেছে—এই সকল আমরা জানিতে পারি জাতীয় আয় বিশ্লেষণের সাহায্যে। জাতীয় অর্থ নৈতিক কাঠামো, ইহার সামগ্রিক ক্লপ,

জাতির অর্থ নৈতিক কাঠামো ও গতি-প্রকৃতি বৃ্ঝিতে পার।

এক অংশের সহিত অপর অংশের সম্পর্ক, ইহার গতিপ্রকৃতি, সকল কিছু আমরা জাতীয় আয় গঠন-কারী অংশ-সমূহের বিভাগ হইতে বুঝিতে পারি। আয় ব্যয়ের ধরন (pattern of Income and Expenditure), জাতীয় উৎপাদনের কোন অংশে কি পরিমাণ মূলধন নিযুক্ত, কোন্ অংশে শ্রামক-

দক্ষতা কিরূপ, কোন্ অংশ হইতে মূলধন পরাইবা আনিয়া কোন্ অংশ নিয়োগ করা দরকার—সবই এই জাতীয় আয়ের বিপ্লেষণ হইতে জানিতে পারা যায়। কতটুকু আয় সরাইয়া লইলে (কর, ঋণ ইত্যাদির সাহায্যে) মূদ্রাস্ফীতি রোধ করা যায়, তাহাও জানা যায়। জাতীয় আয়ের উঠানামা (Fluctuations in National Income) রোধ করিতে হইলেও এই সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। দেশের উপকরণ-সমূহের সর্বাধিক স্বষ্ঠু ব্যবহারের উদ্দেশ্যে জাতীয় আয়ের বিশ্লেষণ স্থারা সঞ্চয়ের ও মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধির সন্তাবনা অমুমান করা চলে। এক দেশের

অর্থ নৈতিক অবস্থার সহিত অপর দেশের অর্থ নৈতিক অবস্থার তুলনামূলক বিচারে জাতীয় আয়ের ধারণা খুবই সাহায্য করে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও উন্নত ও অসুন্নত দেশগুলির জাতীয় আয়ের বিশ্লেষণের দ্বারা আর্থিক ও কারিগরী সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা যায়। একটি দেশের জাতীয় আয়ে উঠা নামা, অপর দেশের জাতীয় আয়কে কির্মণে প্রভাবিত করে, তাহার পর্যালোচনা জাতীয় বার্থে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কোন দেশের অর্থ নৈতিক ক্রমবৃদ্ধি ও প্রগতির হার (Rate of Economic Growth or Progress) পরিমাপ করার ব্যাপারে ইহা খুবই কার্যকরী। আধুনিক ধনবিজ্ঞানের আলোচনায় জাতীয় আয়ের বিশ্লেষণ, তাই, কেন্দ্রীয় স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা তৈয়ার করার সময়েও ইছা বিশেষ উপযোগী। কোন্ ক্ষেত্র হইতে উপকরণ সরাইয়া কোন্ ক্ষেত্রে নিয়োগ করিতে হইবে তাহা এই বিশ্লেষণ হইতেই জানা যায়। কোন্ ক্ষেত্রে মূলধন নিয়োগ করিলে যে-হারে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, অপর ক্ষেত্রে মূলধন নিয়োগের অনুপাত তত রাখিলে উৎপাদন হয়তো সেই হারে বাডে না।

जन्मेनमै

- 1. What is Macro-economics? Why marco-analysis has become important in our times?
- 2. Discuss the circular flow of a National Economy. Or, Give a total picture of the National Economy.
 - 3. Define National Income and discuss how to measure it.
- 4. What precautions should be taken in computing the National Income of a country?
- 5. Discuss the need and importance of National Income calculation or Social Accounting.
 - 6. Write a short note on: Social Accounting.

টাকার প্রকৃতি

The Nature of Money

টাকার উৎপত্তি ও ব্যবহারিক উপকারিতা (Origin and usefulness of Money)

প্রত্যেক দেশে সমাজ-বিবর্তনের প্রাথমিক কোন এক স্তরে অর্থের বা টাকাকড়ির আবিন্ধার ও চলন শুরু হইযাছে। এমন সময় ছিল যথন ব্যক্তি নিজের প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্য নিজেই উৎপাদন করিত, দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনে সে স্বাবলম্বী ছিল। সেই অবস্থায় বিনিময়ের প্রয়োজন হইত না এবং বিনিময়ের কোন মাধ্যম ব্যবহারের প্রয়োজনও ছিল না। ক্রমে সমাজে প্রমাহিতাগ প্রবৃত্তিত বার্টার কাহাকে বলে হইল, স্বাবলম্বিতা লুপ্ত হইয়া গেল, অন্তের দ্বারা উৎপদ্ধ দ্রব্যের সহিত নিজের উৎপন্ন দ্রব্য বিনিময়ের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। এই সামাজিক প্রয়োজনের তাগিদে বিভিন্ন ধরনের মাধ্যম স্পষ্টি হইল। বহু প্রকার স্থল ও অস্থবিধাজনক দ্রব্যের সাহায্যে প্রথম যুগের বিনিময় চলিত, বর্তমানে উন্নত ধরনের মুদ্রা, কাগজীনোট, চেক, হুণ্ডি, বিনিম্য-বিল বা বিল অফ এক্সচেঞ্জ প্রভৃতি প্রচলিত হইযাছে।

যথন হইতে গোষ্ঠীগত বা ব্যক্তিগত শ্রমবিভাগ শুরু হইযাছে তথন হইতেই এক গোষ্ঠীর বা এক ব্যক্তির দ্রব্যের সহিত অন্ত গোষ্ঠী বা অন্ত ব্যক্তির দ্রব্য-বিনিময়ের স্মান্ত পান্য হিনাহার দ্রব্য-বিনিময়ের স্মান্ত পান্য হিনাহার দ্রব্য বিনিময় হইতেছে, বিনিময়ের মাধ্যম রূপে টাকা যেখানে উপস্থিত নাই, সেই প্রকার দ্রব্য বিনিময়কে বলা হয় 'অর্থ বিহীন পণ্যবিনিময়' বা বাটার (Barter)। এই বাটার প্রথায় পণ্যের সহিত পণ্যের স্বাসরি বিনিময় হইয়া থাকে।

কিন্তু এই প্রধার বহুপ্রকার অস্থবিধা আছে। বিনিময়কারী ব্যক্তিদের অভাবগুলি পরস্পরের পরিপুরক হওয়া চাই। বস্ত্র উৎপাদনকারী তাঁতী যদি

বল্লের বিনিময়ে চাউল পাইতে চায় তবে তাহাকে কেবলমাত্র একজন চাষীর নিকট গেলেই চলিবে না, এমন একজন চাষী খু জিয়া বাহির করিতে বার্টার প্রথার অস্থবিধা হুইবে যাহার ঠিক পেই পরিমাণ বিনিময়যোগ্য চাউল আছে. এবং তাঁতী যে-পরিমাণ ও যে-প্রকারের বস্ত্র বিনিময় করিতে ইচ্ছুক, চাষীরও ঠিক সেই পরিমাণ ও সেই প্রকার বস্ত্রের দরকার। এক্রপ অবস্থায় বিনিময়ের গতিধার। নিয়মিত ভাবে চলিতে পারে না, যদি পরস্পরের পরিপুরক অভাবযুক্ত ব্যক্তি জুটিয়া যায় তবেই ইহা সম্ভব। এইরূপ বিনিময়ের মধ্যে আকস্মিকতা আসিয়া যায়। দ্বিতীয় অস্ববিধা হইল, পণ্যবিনিময় প্রথায় একটি দ্রব্যকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করিয়া বিক্রয় বা ক্রয় করার স্থবিধা নাই। কেহ যদি জামার বিনিময়ে এক সের চাউল পাইতে চায়, তবে দে কি জামাটাকে বহু অংশে বিভক্ত করিয়া একদের চাউল পাইবে ? এইরূপ বৃহৎ দ্রব্যের সহিত ক্ষুদ্র দ্রব্যগুলি বিনিম্যের স্থযোগ এই প্রথায় নাই। তৃতীয়ত, বার্টার প্রথায় প্রত্যেক দ্রব্যের সহিত প্রত্যেকটি দ্রব্যের অসংখ্য বিনিময়-মূল্যের হার উদ্ভূত হয়। সমাজে এইরূপ অসংখ্য বিনিময়ের অমুপাত থাকিলে বিনিময়ের কাজ স্থচারুরূপে চলিতে পারে না। চহুর্থত, টাকা না থাকিলে সমাজে ব্যক্তিগত সঞ্চয় থাকিতে পারে না, কারণ দ্রব্যসামগ্রী বেশিদিন শঞ্চয় করিয়া রাখা চলে না। সমাজে ব্যক্তিগত সঞ্চয়কে স্থবিধা অনুযায়ী ও ইচ্ছাত্রযায়ী বিনিয়োগ করাও চলে না।

পণ্য-বিনিময় প্রথার এই সকল অস্থবিধা থাকায় বিনিময়ের স্থবিধার জন্ত নানা প্রকার মাধ্যমের ব্যবহার শুরু হইয়াছে। টাকা ব্যবহারের প্রথম মুগে যে-জিনিস সকলে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত, সকলের নিকট প্রয়োজনীয়, সকলেই যাহা পাইতে চায়, যাহা বহন করা স্থবিধাজনক, সেইরূপ কোন দ্রব্য বিনিময়ের মাধ্যমরূপে ব্যবহৃত হইতে শুরু করিয়াছিল। গো-ধন, কড়ি, সর্বশ্রেষ্ঠ বিনিময়ের হাতীর দাঁত, কাঁচ প্রভৃতি দ্রব্য বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে ও বাহিরে পণ্য-বিনিময়ের মাধ্যমরূপে প্রচলিত ছিল। অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি গাইলে ক্রমে স্বর্ণ, রৌপ্য ইত্যাদি বিনিময়ের উপযোগী মাধ্যমরূপে প্রচলিত হইয়াছে। বিনময়ের মাধ্যমরূপে ভালভাবে কাজ করিতে হইলে সেই দ্রব্যের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য গা গুণ থাকা দরকার। (১) দ্রব্যটিকে বহন করার স্থবিধা পাকা চাই। বিনিময়ের মাধ্যমটি এমন হওয়া চাই যাহাতে ক্ষুদ্র আয়তন ও কম ওজনের মধ্যে গ্রহুর পরিমাণ মূল্য নিহিত থাকিতে পারে। তাহা হইলেই ইহা স্থানান্তরে বহন রা স্থবিধাজনক হইতে পারে। (২) বিনিময়ের মাধ্যমটি দীর্ঘস্থায়ী হওয়া চাই।

কারণ, মূল্য ও ক্রমণজ্ঞি সঞ্চিত অবস্থায় অর্থের দ্ধপে জমাট বাঁধিয়া থাকে এবং তবিয়তে ব্যয়ের জন্ম সঞ্চয় করিয়া রাখা হয়। ইহা অনবরত হস্তান্তরিত হইবে, তাই সমাজে ক্রয়প্রাপ্ত না হয় সেইরূপ হওয়া দরকার। (৩) বস্তুটিকে বিভাগ-যোগ্য হইতে হইবে, যাহাতে উহাকে সমানভাবে ক্র্দ্র হইতে ক্র্দ্রতর অংশে বিভক্ত করা যাইতে পারে এবং উহাকে গলাইয়া উহার উপর সীলমাহর বা স্বাক্ষর মুদ্রশ করা সম্ভব হয়। (৪) বিনিময়ের মাধ্যমগুলি আকারে ও প্রকারে একই রকম হওয়া দরকার, একজাতীয়তা না থাকিলে লোকে উহা গ্রহণ করিতে চাহিবে না, উহার আদান-প্রদানে বিদ্ন ও বিলম্ব দেখা দিবে। (৫) মাধ্যম বস্তুটি এরূপ হওয়া দরকার যে, সকলেই উহাকে সহজে চিনিতে পারে, বিনিময়ের কাজ যাহাতে ব্যাহত না হয়। (৬) বস্তুটির নিজস্ব মূল্য সাধারণভাবে মোটামুটি স্থির থাকা প্রয়োজন নতুবা বিনিময়ের অস্ববিধা দেখা দিবে। যে-মানদণ্ডের সাহায্যে অপরাপর পণ্যসমূহের মূল্য পরিমাপ করা হইবে উহার নিজস্ব মূল্য সঠিক ও স্থির থাকা প্রয়োজন। সকল জিনিসের মূল্য-পরিমাপের আদর্শ মানদণ্ড হইতে হইলে মাধ্যম-বস্তুটির নিজ-মূল্যের ঘন ঘন পরিবর্তন অবাঞ্নীয়।

আধুনিক কালে দেখা গিয়াছে, ধাতু দারা নির্মিত মূদ্রার পরিবর্তে কাগজী নোটের প্রচলন তুলনামূলক ভাবে অধিকতর স্থবিধাজনক। বিনিময়ের মাধ্যমবস্তু হইবার সকল প্রকার গুণই কাগজের আছে। কম মূল্যের বিনিময়-কার্যগুলি সম্পন্ন করিবার জন্ম অল্প মূল্যের ধাতু নির্মিত মূদ্রাও রহিয়াছে। কারণ অল্পমূল্যের বিনিমযের পরিমাণ পুবই বেশি, এই উদ্দেশ্যে কাগজের নোট ব্যবহার করিলে উহা অতি দ্রুত ক্ষয় হইয়া বিনিময়ের ক্ষেত্রে অস্থবিধা স্পষ্টি করিবে।

টাকার কাজ (Functions of Money)

বার্টার বা পণ্যবিনিময় প্রথার সকল প্রকার অস্থবিধা দূর করিয়া পণ্য-বিনিময়ের গতিধারাকে অব্যাহত রাখা ও মস্থা করা টাকার প্রধান কাজ। বার্টার প্রথায় অভাবের পারস্পরিক পরিপুরকতা না থাকিলে বিনিময় হইতে পারে না, টাকার প্রচলন ঐরপ আক্ষিকতা হইতে বিনিময়-মাধ্যম প্রথাকে মৃক্তি দেয়। পণ্য বিনিময়ের ধারার মধ্যে এইরপে টাকা এক পণ্যের সহিত অপর পণ্য বিনিময়ের মাধ্যমন্ত্রপে কাজ করে।

দ্বিতীয়ত, টাকা হইল মূল্য পরিমাপের মানদণ্ড বা মূল্যের মাপকাঠি। স্থানের পরিমাপের জন্ম যেরূপ ফুট, গজ, মাইল; কালের পরিমাপের জন্ম সেকেণ্ড, মিনিট, ঘণ্টা ইত্যাদি; সেইরূপ সমাজে উৎপন্ন বিনিময়্যোগ্য মানদণ্ড বহুবিধ দ্রব্যসামগ্রীর মূল্যের পরিমাপের জন্ম সাধারণ কোন

মানদণ্ড থাকা প্রয়োজন। অর্থের নামেই সকল দ্রব্যের মূল্যকে পরিমাপ করা হয়।

তৃতীয়ত, সমাজে দেনাপাওনার হিসাব রাখার ব্যাপারে মানদণ্ড হিসাবে কাজ করে টাকা। সমাজের অর্থ নৈতিক কাজকর্মে সকল সময়ে নগদ টাকার লেনদেন না-ও হইতে পারে, বরং আধুনিককালে ঋণেব সাহায্যে অর্থ নৈতিক কাজকর্ম চলিতেছে। ঋণের পরিমাণ ও মূল্য সঠিকভাবে স্থির রাখা টাকার অন্ততম প্রধান কাজ। কোন ব্যক্তি যে নি**র্দিষ্ট** পরিমাণ মূল্য বর্তমানে ঋণ গ্রহণ বা প্রদান করিতেছে দে দেই পরিমাণ মূল্যই ফেরৎ পাইবে বা দিবে। টাকা ঋণ প্রদান ও ঋণ-পরিশোধের ভিত্তি হওয়ার ফলে ঋণ লেনদেনের প্রচুর স্থাবিধা হইয়াছে। ঋণের বাজার স্থাষ্টি হইয়াছে, সেখানে প্রচুর পরিমাণে অর্থের ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধ চলিতেছে, উৎপাদন ও যাবতীয় অর্থ নৈতিক কাজকর্মের স্থবিধা হইয়াছে। ভবিষ্যতের বাজার ও বর্তমানের বাজারের মধ্যে, দ্রবর্তী স্থানের বাজারসমূহের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হইরাছে। টাকাই হইল এইরপ ঋণ লেনদেনের মাপকাঠি।

চতুর্থত, মূল্যকে বিশেষ একটি আকারে বা ক্লপে সঞ্চয় করিয়া রাখা অথব। মূল্যের সঞ্চিত রূপ হিসাবে কাজ করা টাকার কাজ। ইহা হইল জমাট বাঁধা ক্রমশক্তি; ভবিষ্যতে ব্যয়ের জন্ম বা বিনিময়ের উদ্দেশ্যে লোকে ইহাকে জমাইয়া রাখিতে পারে। এই ক্রয়শক্তি দে অপর কাহাকেও দিতে মূল্যের সঞ্চিত রূপ পারে বা নির্দিষ্ট সময়ের জন্ম এই ক্ষয়শক্ষির উপর অধিকার ছাড়িয়াও দিতে পারে। অন্য কোন আক্লতিতে এই সম্প ন্ত বা ক্রয়শক্তি পরিবর্তিত করা যায়, দ্ধপান্তরিত করা চলে, তাই টাকাকে বলা হয় তরল সম্পত্তি (Liquid seset)। সমাজে উৎপন্ন পণ্যের মৃদ্যসমূহ যেন টাকার আরুতিতে লোকের হাতে क्य-मंक्तित ऋप धतिया जमां वैंधिया त्रियाहि – जोरे ठोका इटेन भूतात्रहे দঞ্চিত ক্রপ।

টাকার এই সকল কাজ হইতেই প্রাচীন ও আধুনিক সমাজে ইহার ওক্তম্ব নামরা উপলব্ধি করিতে পারি। টাকা প্রচলনের দরুণ লোকেরা অর্থ নৈতিক দিক

হইতে ক্রেতা ও বিক্রেতা হুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়ে। টাকা ব্যবহারের দরণ পারস্পরিক পণ্য বিনিময়ের কাজ বাজার-যোগান ও বাজার-চাহিদায় রূপান্তরিত হয়। জিনিসপত্রের লেনদেন মূলত নৈর্ব্যক্তিক (Impersonal) হইয়া উঠে। পণ্যবিনিময় য়ুগের তুলনায় এই য়বয়য়য় বিনিময়ের স্থান-কাল-পাত্রের সীমানা ও নির্দিষ্টতার বাধা অপসারিত হয়। দ্রব্যগুলিকে আর মায়য়ের শ্রমজাত সামগ্রী বলিয়া মনে হয় না; মায়য়ের শ্রমনিরপেক নিজম্ব গতিসম্পন্ন কোন জিনিসপত্র বলিয়া ইহারা প্রতিভাত হয়। যোগান, চাহিদা ও বাজারের শক্তিসমূহের ক্রিয়াকলাপ দেখা দিতে থাকে। দ্রব্যের অন্তর্নিহিত শ্রমের বদলে অদৃশ্য এই বাজারী শক্তিসমূহ দ্রব্যের দাম নির্ধারণে প্রধান প্রভাব বলিয়া মনে হয়। বিনিময় ব্যবস্থার প্রসার ঘটে, দেশের অধিকাংশ দ্রবংসামগ্রী ও কাজকর্ম বেচাকেনার জন্ম বাজারে উপস্থিত হইতে থাকে। টাকার পরিমাণ বাড়াইলে দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে আয়ের পরিমাণ বিপুল পরিবর্তন আসে, সমাজের শ্রেণীবিন্তাসে প্রভূত পরিবর্তন স্থাতিত হয়।

অর্থের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Money)

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সমাজে যে-সকল ধরনের অর্থ দেখিতে পাওয়া যায় উহাদের বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে। প্রথমত, অর্থকে হিসাবী-অর্থ (Money of account) এবং প্রকৃত-অর্থ (Actual money) এই স্বুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রকৃত অর্থ হইল, যে-মূদ্রার বা কাগজী নোটের সাহায্যে সমাজে বিনিময়ের কাজকর্ম চলে, যেমন পাউগু, শিলিং, পেন্স অথবা হিসাবী অর্থ ও বাস্তব আমাদের দেশে ধাতুর দারা প্রস্তুত টাকা বা কাগজী নোটের অৰ্থ টাকা। হিসাবী-অর্থ হইল যে-নামে একটি দেশের অর্থ-নৈতিক কাজকর্ম ও বিনিময়ের লেনদেনের হিসাব রাখা হয়। সব দেশেই এমন একটি নাম থাকে যাহার দ্বারা সমস্ত হিসাব পরিরক্ষিত হয়, যেমন বুটেনে স্টার্লিং, আমেরিকায় ডলার, ফ্রান্সে ফ্রান্ক, রাশিয়ার রুবল ইত্যাদি। হিসাবী-অর্থ হইল সেই দেশের অর্থের নাম বা উপাধি মাত্র, একত অর্থ হইল যে-বস্তুটি বিনিময়ের মাধ্যমরূপে হস্তান্তরিত হয়। নাম বা উপাধি স্থির ও সমান থাকিতে পারে, আসল অর্থ পরিবর্তিত হইয়া যাইতে পারে। যেমন আমাদের দেশে টাকা এই নামটি হিসাবী-অর্থক্লপে বছদিন যাবৎ চলিয়া আসিতেছে, 1941 সালের পূর্বে প্রত্যেকটি

প্রকৃত মুদ্রাতে 160 থেন রোপ্য থাকিত, কিন্তু বর্তমানে প্রকৃত মুদ্রা পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে, ইহা নিকেলে প্রকৃত বা কাগজী নোট।

দ্বিতীয়ত, প্রকৃত অর্থকে ছুই শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে, ধাতব অর্থ (Commodity money) ও প্রতিনিধিস্থানীয় অর্থ (Representative money)। ধাতব অর্থ হইল যাহা ধাতুর মারা প্রস্তুত এবং যাহার উপরিলিখিত-মূল্য (Facevalue) উহার অন্তর্নিহিত ধাতুর (Intrinsic value) মূলেরে সমান। এই ধাতব অর্থ যেরূপ বিনিম্যের মাধ্যম, তেমনই মূল্যের সঞ্চয়। কিন্তু প্রতিনিধিস্থানীয অর্থ বিনিম্যের মাধ্যম হইলেও মূল্যের সঞ্চয় নহে। এই ধাতৰ অৰ্থ ও প্ৰতি-প্রতিনিধিস্থানীয় অর্থকে (যেমন, কাগজী নোট) আবাব ত্বই নিধিষ্যুলক অর্থ বিভক্ত করা যাইতে পাবে, রূপান্তব-যোগ্য শ্রেণীতে (Convertible) ও রূপান্তরের অ্যোগ্য (Inconvertible)। যদি সেই কাগজী নোট ও প্রতিনিধিস্থানীয় অর্থকে ধাতব অর্থে পরিবর্তিত করা যায় অর্থাৎ যদি আর্থিক কর্ত পক্ষ কাগজী নোটের পরিবর্তে দেশের জনসাধারণকে ধাতব অর্থ দিতে বাধ্য থাকেন, তবে দেই অর্থকে রূপান্তর-যোগ্য প্রতিনিধিস্থানীয় অর্থ বলা যাইতে পাবে। অপব পক্ষে, যদি আর্থিক কর্তৃপক্ষ প্রতিনিধিস্থানীয় অর্থের পরিবর্তে ধাতব অর্থ দিতে বাধ্য না থাকেন, তবে উহাকে অরূপান্তরণীয় প্রতিনিধি-স্থানীয় অৰ্থ বলা হইয়া থাকে।

ভূতীয়ত, অর্থকে আইন-সিদ্ধ অর্থ (Legal tender) এবং ঐচ্ছিক অর্থ (Optional money) বিভক্ত করা যাইতে পারে। আইন-সিদ্ধ অর্থ হইল বাহার সাহায্যে যে-কোনন্ধপ বিনিময় করা সম্ভব এবং সমাজের সকল ব্যক্তি ঐ অর্থ দেনা-পাওনার ক্ষেত্রে গ্রহণ করিতে বা প্রদান করিতে বাধ্য। আইন যাহাকে অর্থ বিলিয়া স্বীকার করে এবং জনসাধারণকে অর্থ হিসাবে মানিয়া লইতে চাপ দেয়, বাহা কেহ অর্থ বিলিয়া স্বীকার না করিলে ভাহা আইন-বিরোধী কাজ হয়, তাহার নাম আইন-সিদ্ধ মুদ্রা। ইহাকে প্রচলিত প্রধান অর্থও আইন সিদ্ধ অর্থ ও (Standard money) বলা হয়। ইহা ব্যতীত সমাজে অরিছক অর্থ । এই অর্থকে আমানতী অর্থও বলা যাইতে পারে। বর্তমান সমাজে বেশির ভাগ লেনদেন নগদ অর্থে হয় না, অন্তত বেশির ভাগ বৃহৎ লেনদেন প্রায়ই চেকের সাহায্যে হইয়া থাকে। লোকে ব্যাঙ্কে যে-অর্থ আমানত রাথে

তাহার ভিন্তিতে চেক কাটিয়। সে দেনা মিটায়। এইরূপে যে-বিনিময় কাজ চলে তাহার মাধ্যম হইল চেক। আমানতকারীর উপর লোকের আছা আছে—এই জন্তই স্ব-ইচ্ছায় পাওনাদার চেক গ্রহণ করে, আইন তাহাকে জোর করিয়া চেক গ্রহণে বাধ্য করিতে পারে না। তাই ইহার নাম ঐচ্ছিক অর্থ। বিভিন্ন ব্যাঙ্কের থাতাতেই হিসাব রক্ষিত হয়, সকল ব্যাঙ্কগুলির পারস্পরিক দেনা-পাওনা কাগজে পত্রেই শেষ হইযা যায়, ইহার দরুণ নগদ অর্থ প্রচলনের কোনরূপ প্রয়োজন হয় না। চেক, থেছে তুরিনিমযের মাধ্যম, স্তরাং ইহাও বিনিময-ক্ষেত্রে প্রায় টাকাব কাজ করে।

অর্থ বা টাকার প্রকৃতি (The Nature of Money)

সমাজবদ্ধ সকল মানুষের মধ্যে পারস্পরিক অর্থ নৈতিক সম্পর্ক বিচার করিলে দেখা যায টাকাকড়ি বা অর্থের লেনদেনই এই সম্পর্কের ভরকেন্দ্র। সমাজের মানুষে মানুষে বহুবিচিত্র সকল প্রকার সম্পর্কের কেন্দ্রন্থল হইল টাকা। অর্থ বা টাকাকড়ির বৈশিষ্ট্য হইতে ইহা দেখা গিয়াছে। প্রথমত, শিল্পোন্নত দেশগুলিতে বেশির ভাগ দেনাপাওনাই টাকা দিয়া মেটানো হ্য। জিনিসপত্র বা অপরের

টাকাব ছইটি বৈশিষ্ট ১। টাকাব শ্ধপেই আয় দেখা নেয কাজকর্ম ক্রয়, শেয়ার ও বণ্ড কেনা, করপ্রদান সমস্ত কিছুই করা হয় টাকার সাহায্যে। এই কথাটির গভীর তাৎপর্য আছে। আমরা সকলে আমাদের সকল আয় পাই টাকার মাধ্যমে: আমরা টাকা আয় কবি এবং টাকাই বয়ে

করি। অপব কাহারও নিকট কোন-না কোন উপকরণ বিক্রয় করিয়াই আমাদের আয় হয়, তাই টাকার বিনিময়ে বিক্রয় করিয়া আমাদের আয় হয় টাকা। দ্বিতীয়ত, যত রকম বিভিন্ন পদ্ধতিতে লোকে তাহাদের সম্পদ হাতে রাখে, তাহার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ উপায হইল এই টাকা। শিল্পোন্নত দেশগুলিতে প্রায় প্রতিটি ব্যক্তির কিছু-না-কিছু পরিমাণ টাকা হাতে আছে, কম হউক বা বেশি হউক।

সমাজে বহু রকমের সম্পদ আছে, বেমন ঘর বাড়ি, জায়গ। জমি, খনি-কারখানা, শেয়ার, বণ্ড প্রভৃতি। কোন ব্যক্তির হাতে এই সকল বিষয় থাকিলে তাহার

২। ইহা দাবি বা অধিকার প্রকাশ কবে মনে হয যে, সেই দ্রব্যটি বা অপর কোন কিছুর উপর তাহার অধিকার আছে। টাকাও এক ধরনের সম্পদ, ইহারও মূল কথা হইল অধিকার বা দাবি (olaim)। কাগজের নোট হাতে থাকিলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর দাবি থাকে, আবার

চেক বই হাতে থাকিলে ব্যাঙ্কের উপর দাবি থাকে। অবশ্য উভয়ের মধ্যে পার্বক্য

আছে। নগদ টাকা সকলে লইতে রাজি, কিন্তু পরিচিত লোক ছাড়া অন্ত কেছ বিনা বিধায় চেক লইতে রাজি নয়। উপরস্তু, দাবি বা অধিকার বলিলে আর একটি কথা বোঝা যায়। টাকার সাহায্যে যে-কোন জিনিস কেনা যায় বলিয়া আমরা বলিতে পারি যে, টাকা হাতে থাকিলে সমাজের সকল প্রকার দ্রব্যের উপর অধিকার বা দাবি জন্মায়। অর্থের বা টাকার সংজ্ঞা হিসাবে আমরা তারুই বলিতে পারি, সমাজের সকল প্রকার বিনিময়যোগ্য দ্রব্যের উপর সাধারণভাবে যে-জিনিসটির দাবি বা অধিকার আছে, তাহাই টাকা।

টাকা বা অর্থের প্রকৃতি বুঝিতে হইলে টাকা ছাড়া সমাজের অস্থান্থ প্রকার সম্পদের কথাও অল্প আলোচনা করা দরকার। টাকা ছাড়া সমাজে আরও কতকগুলি জিনিসের মধ্যে এই অধিকার বা দাবি আছে। এক ব্যক্তির হাতে

এই দাবি বা অধিকার আবও কিছুব মধ্যে দেখা যায যদি এমন একটি কাগজ বা দলিল থাকে যাহার সাহায্যে সে অল্প কিছুদিনের মধ্যে অন্থ কোন ব্যক্তির নিকট হইতে কিছু পরিমাণ টাকা পাইবে, তাহা হইলে সেই দলিলটি নিশ্চয় এক ধরনের সম্পদ। ইহা টাকা নয়, কারণ সমাজের

সর্বসাধারণ লেনদেনের ক্ষেত্রে সেই দলিলটি গ্রহণ করিতে না-ও রাজি হইতে পারে। তাহা ছাড়া, এই সকল দলিল বা ঋণপত্র হইতে এক ধরনের আয় পাওয়া যায় তাহাকে স্থল বলে।

যে-সকল দলিল বা ঋণপত্র হইতে ফুদ পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে ছুই ধরনের ঋণপত্র সম্পর্কে একটু বিশদভাবে আলোচনা করা দরকার, ইহারা হইল বিল এবং বও। যে-সকল ঋণপত্রের নাম বিল, তাহাতে লেখা থাকে নির্দিষ্ট কিছুকাল পরে (সাধারণত 3 মাস) উল্লিখিত কিছু পরিমাণ টাকা দেওয়। হইবে। স্থানের হার সম্পর্কে বিলে কোন কিছু লেখা থাকে না। লেখা না থাকিলেও স্থানের হারের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই, তাহা নয। 1000 টাকার একটি বিল যদি আমি 990 টাকা দিয়া ক্রেয় করি, তবে এই 990 টাকা খাটাইয়া তিনমাস পরে আমার 10 টাকা বেশি আয় হইল। ইহাই ফ্দ। আমরা হিসাব করিয়া

বলিতে পারি যে, তিনমাসে 1%-এর অল্প একটু বেশি
বিল ও বও
কাহাকে বলে স্থাপের হারে আমি টাকা খাটাইলাম। বণ্ডের বিষয় একটু
পূথক। এইরূপ দলিলে লেখা থাকে যে, নির্দিষ্ট সময়ের
ব্যবধানে সাধারণত এক বছরের শেষে, নির্দিষ্ট কিছু পরিমাণ টাকা হুদ হিসাবে এই
দলিলের মালিক পাইবে। এই প্রতিশ্রুতি কয়েক বছরের জন্ত দেওয়া হুইতে পারে,

তাহার পরে যে-মূলধন ঋণ লওয়া হইয়াছিল উহা ফেরৎ দেওয়া হয়। মাবার এই প্রতিশ্রুতি অনিদিষ্ট কালের জন্মও হইতে পারে।

বিল ও বণ্ডের মধ্যে এই পার্থক্য হইতেই জানা যায় সমাজে কত বিচিত্র ধরনে স্থাদের উদ্ভব হয়; এবং স্থাদ প্রদানশীল এই দলিলগুলি কত স্থাদ্ধভাবে শ্রেণীবিভক্ত। প্রথমত, বিল ও বও হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ঋণের উপর স্থাদ দিবার প্রতিশ্রুতি ছুইটি ধরনে প্রকাশ কবা যাইতে পারে—ঋণ পরিশোধের মধ্যে ইহা

লুকানো থাকিতে পারে (যেমন বিলেব ক্ষেত্রে); অথবা সংগ্রাকা কি পৃথকভাবে ইহা উল্লিখিত থাকিতে পাবে (যেমন বণ্ডের ক্ষেত্রে)। দ্বিতীয়ত, ঋণ পবিশোধ পাইবার জন্ম ঋণ-

দাতাকে কতদিন অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে সেই বিষয়েও ইহাদেব মধ্যে বিপুল পার্থক্য দেখা যায়। বিলকে সাধাবণত গণ্য কবা হয় সল্পকালীন ঋণ বলিয়া, আর বণ্ডকে গণ্য করা হয় দীর্ঘকালীন ঋণ হিসাবে। সাধারণত হৃবিধার জন্ম এক বৎসরের মধ্যে পরিশোধ্য ঋণকে সল্পকালীন ঋণ বলে, আব উহাব বেশি দিনের জন্ম পরিশোধ্য ঋণকে দীর্ঘকালীন ঋণ বলে।

বিল ও বণ্ড ছাড়াও, আধুনিক সমাজে আর এক গুরুত্বপূর্ণ ধরনেব দাবি বা অধিকার দেখা দিয়াছে, উহারা হইল শেয়ার বা স্টক। কোন একটি কোম্পানীর সম্পত্তির উপর মালিকানার অংশীদারত্ব স্বীকার করিয়। এই শেয়ার-গুলি সর্বসাধারণের ক্রযের জন্ম বাজারে ছড়ানো থাকে; ইহাদের ক্রয় করিলে কোম্পানীর কিছু পরিমাণ মুনাফার উপর অধিকার বা দাবি জন্মায। শেয়ার হইতে আয সম্পূর্ণ অনিশ্চিত, কোম্পানীর পরিচালনার সাফল্যের উপর নির্জর করে আয় হইবে কি না, এমন কি মূলধনের বাজার-মূল্য বজায় থাকিবে কি না। এই সকল শেষারের ক্রয় সম্পর্কে তাই ঝুঁকি লইতে হয, বিভিন্ন রক্ষের শেয়ার থাকে বিলয়া কেউ কম বা কেউ বেশি ঝুঁকি লইতে পারেন।

ইহা ছাড়াও সমাজে বহু প্রকার সম্পত্তি দেখিতে পাওযা যায়। ইহারা বহু
্বিভিন্ন রূপ ধারণ করে, যে-রূপ ধারণ করিলে মালিকের
এই সকল ছাড়া বহুবিধ স্থবিধা হয়, ইহারা সেইরূপে অবস্থিত থাকে, যেমন
রূপে সমাজে সম্পদ অবস্থান করে ঘরবাড়ি, যন্ত্রপাতি, জাযগা-জমি, রাস্তাঘাট প্রভৃতি। সমগ্র দেশের দিক হইতে দেখিতে গেলে সমাজের মোট সম্পদ

এই সকল বিভিন্ন রূপ লইয়া অবস্থান করে।

টাকা (money); বিভিন্ন প্রকার দাবি ও অধিকার (claims); এবং এই সকল সম্পত্তি (assets) — ইহা ছাড়া, আর এক ধরনের সম্পদ (wealth) আছে, যাহাদের উল্লেখ না করিয়া পারা যায় না। ইহাদের কোন বাস্তব রূপ নাই, ইহারা অশরীরী সম্পত্তি (incorporeal assets), যেমন ব্যবসাযের স্থনাম (good will), সরকারী মালিকানা স্বীকার (patent) কতকগুলির আবাব বাস্তব রূপ নাই rights), ব্যক্তির দক্ষতা ও জ্ঞান প্রভৃতি (skill and knowledge)। এই সকল বিষয়কে কেবলমাত্র উহাব মালিকের দৃষ্টিতে দেখিলেই সম্পদ বলা চলে; সমগ্র সমাজের দৃষ্টিভংগী অনুযাযী ইহাদের আমরা মোট সম্পদের অন্তর্ভু ক্ত করিতে পারি না।

আর্থিক বিশ্লেষণের তাৎপর্য (Significance of Monetary Analysis)

ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীর। মনে করিতেন যে, অর্থসংক্রান্ত ঘটনাসমূহ
সমাজের প্রকৃত ঘটনার রূপ ও গতি-প্রকৃতিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাথে; বিনিমযকাঠামোর প্রকৃত গতিবিধি অর্থরূপ পর্ণার অন্তরালে ঘটিযা থাকে। তাঁহারা
তাই প্রধানত উৎপাদন, বিনিময় ও ভোগ-কার্যের উপর গুরুত্ব আরোপ
করিয়াছিলেন। তাঁহারা ধরিয়া লইয়াছিলেন, যোগান ও চাহিদার 'প্রাকৃতিক'
নিয়্মসমূহ অর্থের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় না, অর্থ এই সকল
নিয়্মসমূহ আর্থিক বাহরের শ্বানা বিচলিত হয় না।
অর্থ নৈতিক আচরণ (economic behaviour) নির্মপণকারী এই সকল মৌলিক
নিয়্মসমূহ আর্থিক বিষ্য়ের দ্বারা বিচলিত হয় না।

এইরূপ ধারণা থাকার মূল কারণ হইল, তাঁহারা অর্থের নিজস্ব মূল্য অপরিবর্তিত মনে করিতেন। বলা চলে, তাঁহারা কার্যত অর্থের মূল্যকে স্থির বা অপরিবর্তনশীল ধরিয়া লইতেন। অর্থের মূল্য বা ক্রয়ক্ষমতা অর্থাৎ সমাজের সামগ্রিক দামস্তর স্থির ধরিয়া লইলে আর্থিক বিশ্লেষণের কোন প্রয়োজন থাকে না, অর্থের অক্তিত্ব অগ্রাহ্থ করিয়া পৃথকভাবে কোন একটি দ্রব্যের দাম বা ফার্ম বা শিল্পের ভারসাম্যাবস্থা বিশ্লেষণ করা সম্ভবপর হয়।

আধুনিক ধনবিজ্ঞানের ধারণা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত, অর্থের মূল্য কথনই ছির থাকে না, দাম-শুর সর্বদাই অছির ও চঞ্চল, ইহা ধরিয়া লইয়াই আধুনিক কালের আর্থিক তত্ত্বসমূহ গড়িয়া উঠিয়াছে। অর্থের মূল্য আধুনিক ধারণা বা দামশুরের ভারসাম্য যে-সকল বিষয়ের উপর নির্ভর করে, অর্থাৎ আর্থিক ভারসাম্যের (Monetary equilibrium) শর্ত-নির্দ্ধণণ

বর্তমান যুগের আলোচনায় অন্ততম প্রধান অংশ গ্রহণ করে। অর্থের মৃশ্যকে অন্থির ও চঞ্চল গণ্য করিয়াও তাহাকে স্থির ও অচঞ্চল রাথার প্রয়াল আধুনিক ধনবিজ্ঞানে আর্থিক তত্ত্বের লক্ষ্য।

আধুনিক সমাজেব অর্থ নৈতিক কাঠামোতে গতিশীলতা আনিয়া দেওয়া
ব্যাপক অর্থ-ব্যবহারের প্রধান ফল। বর্তমান ও ভবিশ্বতের মধ্যে সেতু বন্ধন
অর্থের অন্থতম প্রধান কাজ এবং ইহাবই ফলে সমাজে এই গতিশীলতার স্থাষ্ট
হয। ভবিশ্বতের দামন্তব বা অর্থেব মূল্য সম্বন্ধে ধারণা বর্তমান কালের
অর্থ নৈতিক কাজকর্মকে বিশেষভাবে প্রভাবান্থিত করে।
অর্থেব ক্রযক্ষমতাব পরিবর্তন সমগ্র সমাজের মোট উৎপাদন,
মোট কর্মনিযোগ, মোট আয়, ব্যয়, সঞ্চয় ও বিনিযোগকে পবিবর্তিত কবিয়া
সমাজের অর্থ নৈতিক কাঠামোতে আমূল পরিবর্তনেব স্থচনা করিতে পারে।
সমাজের বহু সমস্যা দূবীকরণে সাহায্য কবে এই অর্থ; এবং তাই আর্থিক নীতি ও
কৌশল (Monetary policy) অর্থ নৈতিক নীতি ও কৌশলের (Economic policy) অবিচ্ছেছ অংশ। আধুনিক ধনবিজ্ঞানীগণ অর্থের মূল্যকে এক্পপভাবে
নিযন্ত্রণ করিতে চাহেন, যাহাতে সমাজে উৎপাদন, পূর্ণ কর্মসংস্থান বা অর্থ নৈতিক
ক্রমবৃদ্ধির পথ প্রশস্ত হয়।

কিন্তু আর্থিক তত্ত্বালোচনা যতই গুরুত্বপূর্ণ হউক না কেন, ইহা প্রধানত সঙ্গলালীন বিশ্লেষণ, কাবণ সঙ্গলালেই আর্থিক শক্তিপ্তলির প্রভাব তীব্রভাবে অফুভব করা যায়, দামগুর এবং আয়স্তর বিশেষভাবে অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধির প্রমর্থন ভূমিকা উঠানামা করে। সমগ্র সমাজেব অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধির (Economic growth) দীর্ঘকালীন বিশ্লেষণে আর্থিক ভত্তুসমূহের গুরুত্ব অন্তান্ত বিষযের তুলনায় অনেক কম; উহার আলোচনায় যন্ত্র-কৌশলগত (Technological), প্রতিষ্ঠানগত (Institutional) এবং কাঠামোগত (Structural) বিষযের পরিবর্তন প্রধান বিবেচ্য বিষয়।

ইহাও মনে রাখা দরকার যে, আর্থিক পদ্ধতিসমূহ অস্তান্থ অনাথিক (non-monetary) পদ্ধতিসমূহের সাহায্য লাভ ব্যতীত কোন সময়েই অর্থ নৈতিক সমস্তার সমাধান করিতে পারে না। শুধু আর্থিক ও কর-কৌশল (Monetary and fiscal policies) সমাজের সকল মৌলিক সমস্তার মূলোদ্ঘটন ও সমাধান করিতে পারে না। রবাটদন বলিয়াছেন, "সমাজের প্রকৃত অর্থ নৈতিক আশদ

(economic evils) হইল অপ্রচুর উৎপাদন এবং অসম বণ্টন. ইহারা নিছক আর্থিক মলমের প্রয়োগে দূর হইবার নয়"। স্থতরাং আধুনিক ধনবিজ্ঞানীগণ যতই শুধু আর্থিক সমস্থার উপর গুরুত্ব আরোপ করুন-না-কেন, সমাজের মৌলিক ও প্রকৃত শক্তিসমূহের গতিপ্রকৃতি নির্ধারণে অর্থের বিশ্লেষণকে প্রধান স্থান দেওয়া চলে না।

অনুশীলনী

- 1. What is money? Discuss its chief functions.
- 2. What were the difficulties of Barter Economy? How money has facilitated economic transactions?
 - 3. Money has been classified in your text book as follows:
 - (i) Standard money.
 - (ii) Representative money.
- (iii) Credit money:—(a) Token money, (b) Government Notes, (c) Bank Notes. Explain and illustrate this classification.
 - 4. Define Money. "There are different degrees of money." Explain.
 - 5. Discuss the Significance and role of Money in a modern economy.

আর্থিক ব্যবস্থা

Monetary Systems

যে পদ্ধতিতে কোন দেশের অর্থ প্রচলিত রাখা হয় এবং তাহার পরিমাণ ও
মূল্যকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়, তাহাকে আর্থিক ব্যবস্থা বলে। সাধারণভাবে
বলিতে গেলে তিনপ্রকার আর্থিক ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া
আর্থিক ব্যবস্থা
কাহাকে বলে এবং
উহা কয় প্রকার মান ব্যবস্থায় আইনসিদ্ধ মূদ্রা স্বর্ণ বা রৌপ্য দারা প্রস্তুত হয়।
এরূপ ব্যবস্থায় ইহাকে হয় স্বর্ণমান অথবা রৌপ্যমান বলা হয়।
দ্বিধাতুমান অবস্থায় স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয় ধাতুদ্বারা প্রস্তুত হই প্রকার মূদ্রা প্রচলিত
থাকে; ইহাদের মধ্যে পারস্পরিক বিনিময়-হার সরকারীভাবে নির্দিষ্ট থাকে।
কাগজীমান অবস্থায় কাগজের নোটসমূহ আইনসিদ্ধ অর্থক্বপে সমাজ-দেহে
প্রচলিত থাকে।

বিধাতুমান (Bimetallism)

থিধাতুমানের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে। ইহাতে ছুইটি ধাহুর খারা প্রস্তত মূদ্রা আইনসিদ্ধ ভাবে প্রচলিত থাকিবে যেমন (দোনা ও ক্লপা); সরকারী-ভাবে নির্দিষ্ট বিনিময়-হার অন্থায়ী ইহাদের পারস্পরিক বিনিময় হইবে; দেশে মুদ্রায়ন (coinage) প্রচলিত থাকিবে, অর্থাৎ দোনা এবং ক্লিপা লইয়া ট কশালে গেলে কোন খরচ না লইয়া বা অতি অল্প ব্যয়ে মূদ্রা প্রস্তুত করা সরকারী নীতিসন্মত। যথন এক্লপ নিয়ম থাকে যে, একটি ধাতু মুদ্রায়নের জন্ম গৃহীত হয় এবং অন্থ ধাতুটি গৃহীত হয় না; তথন তাহাকে খঞ্জমান (Limping Standard) বলা হয়।

ছিধাতুমানের বহু স্থবিধা আছে। প্রথমত, স্থামান বা রৌপ্যমানের তুলনার এই ব্যবস্থায় দামস্তর অধিকতর স্থির থাকে। দেশের ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রয়োজন অমুযায়ী অর্থের পরিমাণ বাড়ানো সহজ হয়, কারণ কোন একটি ধাতুর যোগান কম পড়িলে অন্ত ধাতুর দারা প্রস্তুত মুদ্রার পরিমাণ হুবিধা বাড়ানো যায়। অথবা, যখন কোন একটি ধাতুর যোগান বৃদ্ধি পাইতেছে তখন অপর ধাতুটির যোগান কমিয়া যাইতে পারে, ফলে মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা এড়ানও সম্ভবপর। শুধু স্বর্ণমান প্রচলিত থাকিলে, পৃথিবীর সকল দেশেই স্বর্ণের প্রয়োজন বেশি হইত। এই অবস্থায় স্বর্ণের যোগান পর্যাপ্ত না হইবার সম্ভাবনা ; ফলে দামন্তর নামিয়া আসিতে পারে এবং ব্যবসায় সংকট শুরু হইতে পারে। দেশের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির পক্ষে ইহা স্থবিধাজনক, কারণ তাহারা যে-কোন ধাতুর সাহায্যে নিজেদের নিম্নতম জমার ভাণ্ডার রক্ষা করিতে পারে। দ্বিতীয়ত, রৌপ্য-উৎপাদনকারী দেশসমূহ রৌপ্য বিক্রয় করিতে না পারিলে নিজেদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী বিদেশ হইতে ক্রয় করিতে পারিত না; তাই রৌপেরে অর্থগত ব্যবহারের ফলে তাহাদের আর্থিক অবস্থা ভাল থাকিতে পারে। এই যুক্তি একসময়ে দ্বিবাতুমানের স্বপক্ষে প্রবলভাবে প্রচারিত হইল। তৃতীয়ত, আন্তর্জাতিক থিধাতুমান আপনাআপনি বৈদেশিক বিনিময় হার ভির রাখে, কারণ স্বর্ণ ব্যবহারকারী দেশসমূহ এবং রৌপ্য ব্যবহারকারী দেশসমূহের মধ্যে নির্দিষ্ট হারে ধাতু-বিনিময় সম্ভবপর হইয়া থাকে। যেহেতু পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে স্বর্গ ও রৌপ্যের বিনিময়-হার নির্দিষ্ট থাকে, সেই কারণে বৈদেশিক বিনিময় হারও স্থির থাকে।

দিধাতুমানের অস্থবিধা হইল, যদি ছুইটি ধাতুর উৎপাদন ও যোগান পরস্পান-বিরোধী দিকে না হইয়া একই দিকে ধাবিত হয়, তাহা হইলে ফলে হয় প্রবল মূদ্রাম্ফীতি নতুবা প্রবল মূদ্রাসক্ষোচন ঘটিবে। দ্বিতীয়ত, অফ্রবিধা
কোন একটি নির্দিষ্ট দেশের পক্ষে দ্বিধাতুমান বজায় রাখা শক্ত, কারণ গ্রেশামের নিয়ম অনুযায়ী স্বর্ণ বা রৌপ্যের বাজার মূল্য সরকারী মূল্য হইতে পৃথক হইলে 'নিয়ষ্ট' অর্থ (অর্থাৎ বাজারে যাহার মূল্য গিয়াছে) বা এইরূপ ধাতু মূদ্রা 'উৎয়ষ্ট' অর্থকে, (অর্থাৎ বাজারে যাহার মূল্য বাড়িয়া গিয়াছে) এইরূপ ধাতুমূদ্রাকে বাজার হইতে অপসারিত করে। ছুইটি ধাতুমূদ্রা লইয়া ফাটকাদারি বৃদ্ধি পায়, দেশের বিনিময়-কাঠামো বিপর্যন্ত হইয়া পড়ে। স্বতরাং দেখা যায় যে, কার্যত একধাতুমান প্রচলিত থাকে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সকল দেশ যদি দ্বিধাতুমান গ্রহণ করে, তবেই ইহার সাফল্য সম্ভবপর। আধুনিক কালে ধিধাতুমান ব্যবস্থা কোথাও প্রচলিত নাই এবং ভাবয়তেও প্রচলিত হওয়ার সম্ভাবনা কমিয়া গিয়াছে। কাগজী অর্থের বছল ও ব্যাপক প্রচলন রৌপ্যের পুনর্থীকরণের (Remonetisation of silver) সম্ভাবনা বিশেষভাবে ক্যাইয়া দিয়াছে।

বোলাবের নিয়ম (Gresham's Law)

ইংলণ্ডে টিউডার রাজবংশের স্বেচ্ছাচারী রাজবৃন্দ নিরুপ্ট মুদ্রা বাজারে প্রচলন করিয়াছিলেন। এলিজাবেথ রাণী হইয়া ওই নিরুপ্ট ধরণের মূদ্রাগুলিকে অসম্মানজনক বিবেচনা করিয়া উৎরুপ্ট ধরণের মূদ্রা প্রচলিত করিতে চাহিলেন।
কিন্তু তিনি যতই উৎরুপ্ট মূদ্রা বাজারে ছড়ান না কেন,
ভিৎপত্তি
নিরুপ্ট মুদ্রাগুলি প্রচলিত হইতে লাগিল, উৎরুপ্ট মুদ্রাসমূহ
বাজার হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেল। রাণী বার বার চেপ্টা করিয়াও উৎরুপ্ট

বাজার হইতে অন্তহিত হইয়া গেল। রাণী বার বার চেষ্টা করিয়াও উৎক্ষষ্ট
মূদ্রাকে বাজারে প্রচলিত করিতে পারিলেন না, অবশেষে তাঁহার আর্থিক
উপদেষ্টা টমাস গ্রেশামকে ইহার কারণ দর্শাইতে বলিলেন। গ্রেশাম এই
ঘটনার যে-কারণগুলি দেখাইলেন, তাহাই পরে গ্রেশামের নিয়ম নামে
পরিচিত হইল।

গ্রেশামের নিয়ম হইল, কোন সমাজে যদি উৎকট্ট ও নিকট ধরনের অর্থ
পাশাপাশি প্রচলিত থাকে, তবে নিকট অর্থ উৎকট্ট অর্থকে প্রচলন ধারা হইতে
অপসারিত করিয়া দেয়। যদি গুণ বা মূল্যের দিক হইতে পৃথক একটি উৎকট্ট
ও একটি নিকট্ট প্রকার অর্থ একই সল্পে আইন-সিদ্ধ অর্থ
নিয়ম
হিসাবে বাজারে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তবে কিছুদিন পরে দেখা
যাইবে উৎকট্ট প্রকার অর্থ আর প্রচলন-ধারার মধ্যে নাই, নিকট প্রকার অর্থ-ই
সমাজের সকলের মধ্যে হস্তান্তরিত হইতেছে। 'যখন উভয়েই সীমাহীনভাবে
আইনসিদ্ধ, তখন নিকট-প্রকার অর্থ উৎকট্ট-প্রকার অর্থকে প্রচলন ধারা হইতে
অপসারিত করিবে"—সংক্ষেপে ইহাই হইল গ্রেশামের নিয়ম।

এই নিয়মে অর্থের উৎকর্ষ বা নিক্নষ্টতা সম্বন্ধে ব্যাখ্যা প্রয়োজন। নিক্নষ্ট অর্থ বলিতে অচল মুদ্রা বা অর্থ বৃঝায় না। গুণ বা ধাতুগত মূল্যে দিক হইতে যাহার মূল্য অপরের তুলনায় কম, তাহাকেই তুলনামূলকভাবে নিক্নষ্ট বলা যাইতে পারে। যেমন, যখন দেশে কেবলমাত্র স্বৰ্ণ বা রৌণ্য নির্মিত মুদ্রার প্রচলন থাকে তথন পুরাতন, ঘষা, ক্ষয়প্রাপ্ত মুদ্রাপ্তলি তুলনামূলকভাবে নূতন পরিমাণে বেশি ধাহুযুক্ত, এথনও পর্যন্ত ক্ষয়প্রাপ্ত হয় নাই, এইরূপ উৎকৃষ্ট অর্থের তুলনায় নিকৃষ্ট। যথন ধাতব মুদ্রা এবং কাগজী নোট পাশাপাশি প্রচলিত থাকে, তথন যেহেতু কাগজী অর্থের বস্তুগত মূল্য কম, সেই হেতু তাহারা নিকৃষ্ট। যথন সমাজের আর্থিক কাঠামো দ্বি-ধাহুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত তথন হুইটি ধাহু-মুদ্রার বাজার-দর এবং সরকারী দরের তারতম্য অনুযায়ী যাহার মূল্য কম তাহা নিকৃষ্ট।

কি-ভাবে এই নিক্ক প্রত্যার অর্থ উৎক্র প্রত্যার অর্থকে বাজার হইতে অপসারিত করে? কি-কারণে উৎকৃষ্ট অর্থ দেশের প্রচলন-ধারা হইতে অন্তর্হিত হইমা মাম ই তিনটি কারণের সাহায্যে এই ঘটনাটিকে ব্যাখ্যা করা হইমাছে। প্রথমত, স্বর্ণ বা রৌপ্যের ধাতু হিদাবে মুদ্রাতে ব্যবহৃত হওয়া ব্যতীত আরও অনেক ধরনের অনার্থিক (non-monetary) ব্যবহার আছে। উৎকৃষ্ট ধরণের মুদ্রাগুলির ভিতরে ধাতুর পরিমাণ বেশি থাকায় লোকে সেইগুলি সর্বাপেক্ষা পূর্বে গলাইয়া ফেলিবে। দ্বিতীয়ত, বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিদেশী রপ্তানীকারীগণ মুদ্রার ভিতর ধাতুর পরিমাণ অন্থযায়ী অর্থ গ্রহণ করিবে; স্বতরাং, যে-সকল মুদ্রার মধ্যে ধাতুর পরিমাণ বেশি, সেইগুলি অর্থাৎ উৎকৃষ্ট অর্থগুলি দেশের বাহিরে চলিযা যাইবে। তৃতীযত, লোকের স্বভাব হইল উৎকৃষ্ট-প্রকার অর্থ যতক্ষণ সম্ভব নিজেদের নিকট রাখিয়া দেওয়া; বিনিময় ক্ষেত্রে নিক্নষ্ট-প্রকার অর্থ যতক্ষণ সম্ভব নিজেদের নিকট রাখিয়া দেওয়া; তিনিময় ক্ষেত্রে নিক্নষ্ট-প্রকার অর্থ-ই তাহারা প্রথমে চালাইবার চেষ্টা করিবে। স্বতরাং, উৎকৃষ্ট অর্থ লোকের জিন্মায় থাকিবে, প্রচলন-ধারা হইতে অন্তর্হিত হইয়া যাইবে, এবং নিক্নষ্ট ধরনের অর্থ প্রচলিত হইতে থাকিবে।

এই নিয়ম যাহাতে বাস্তবক্ষেত্রে কার্যকরী না হয়, সেই উদ্দেশ্যে আধুনিক কালের আর্থিক কর্তৃপক্ষ সর্বদাই পুরাতন, ক্ষয়প্রাপ্ত মূদ্রা বা নোটকে বাজাব হইতে অপসারিত করিয়া নতুন উৎকৃষ্ট ধরনের অর্থ প্রচলন-ধারার মধ্যে ছাড়িয়া দেন।

বাস্তবক্ষেত্রে ছুইটি বিশেষ অবস্থায় এই নিয়ম কাষকরী হুইবে না। যদি উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট উভয় প্রকার অর্থের মোট পরিমাণ, সমাজের বিনিময়-কার্যে মাধ্যমের নিকট প্রয়োজনের তুলনায় কম হয় তবে এই নিয়ম সীমাবদ্ধতা কার্যকরী হুইবে না। দ্বিতীয়ত, যদি নিকৃষ্ট অর্থ এতই নিকৃষ্ট হয় যে লোকে ইহা মোটেই গ্রহণ করিতে চাহিতেছে না, তবে বাধ্য হুইয়াই উৎকৃষ্ট অর্থ প্রচলন-ধারার মধ্যে চলিতে থাকিবে।

ম্বৰ্ণমান (Gold Standard)

যখন কোন দেশের প্রধান আইনসিদ্ধ অর্থ হইল সোনার দারা প্রস্তুত মুদ্রা এবং একপ কাগজী অর্থ যাহার বিনিময়ে সরকারী মুদ্রা-দপ্তর হইতে নির্দিষ্ঠ হারে সোনা পাওয়া সন্তবপর, তখন সেইরূপ আর্থিক ব্যবস্থাকে স্বর্ণমান বলা হয়। পৃথিবীতে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু হইবার সময় হইতে সোনা প্রধান বিনিময়ের মাধ্যম হিসাব প্রচলিত হইতেছে এবং বহুদেশ নিজেরা স্বর্ণমান গ্রহণ করায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যেও স্বর্ণের সাহায্যে লেনদেন চলিত। অর্থের ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফলেই পৃথিবীতে এককালে স্বর্ণমানের উদ্ভব ও প্রচলন হইয়াছিল।

স্বর্ণমান প্রচলিত থাকায় স্বর্ণ ও অর্থের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল; স্বর্ণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে দেশে অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইত, স্বর্ণের পরিমাণ কমিয়া গেলে অর্থের পরিমাণও হ্রাস পাইত। স্বর্ণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে, হয় সেই স্বর্ণের দ্বারা মূদ্রা প্রস্তুত হইত অথবা সেই স্বর্ণকে মজ্তুত করিয়া ব্যাহ্ণগুলি দেশে ঋণগত অর্থের (Credit Money) পরিমাণ বাড়াইশা দিত। কেন্দ্রীয় ব্যাহ্ণরে মুদ্রানীতি এমনভাবে পরিচালিত হইত যাহাতে স্বর্ণের যোগান বৃদ্ধি পাইলে অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে পারে, এবং স্বর্ণের যোগান কমিলে অর্থেব যোগানও কমিয়া যাইতে পারে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এইরূপ স্বর্ণমান প্রচলিত থাকিলে ইহা স্বয়ংক্রিয মানরূপে (Automatic Standard) বিভিন্ন দেশের দামস্তর ও লেনদেন বালান্সের (Balance of Payments) ভারসাম্য রক্ষা করে। প্রতাকটি দেশের বৈদেশিক বিনিম্য-হারে ভারসাম্য আপনা-আপনি রক্ষিত হয়। এই স্বয়ংক্রিয়তা (Automatism) স্বর্ণমানের প্রধান বৈশিষ্ট্য ও উৎকর্ষ বলিয়া পরিগণিত হইত।

যদি এইরূপ অবস্থায় কোন দেশের লেনদেন ব্যালান্স প্রতিকূল (unfavourable) হইয়া উঠে, অর্থাৎ রপ্তানির তুলনায় আমদানি অধিক হয়, তবে
সেই দেশ হইতে স্বর্ণ বাহিরে চলিয়া যাইবে। স্বর্ণের পরিমাণ কম হওয়ায়
দেশে মুদ্রা সঙ্কোচন (Currency Contraction) ঘটিবে,
স্বর্ণমানের স্বয়ংক্রিয় দামস্তর নামিয়া আসিবে। অপরপক্ষে, যে-দেশের
গতি-পদ্ধতি
লেনদেন ব্যালান্স অমুকুল (favourable) হইয়াছিল,
সেই দেশে স্বর্ণ প্রবেশ করিবে, মুদ্রাপ্রসার (currency expansion) ঘটিবে,

প্রবং দামস্তর উধের উঠিবে। ছই দেশের দামস্তর এইরূপ পরিবর্তিত হইলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গতি ও পরিমাণে পরিবর্তন আদিবে। যে-দেশের দামস্তর কম, ক্রমে দেই দেশ অধিক রপ্তানি করিতে সক্ষম হইবে ও স্বর্ণ ফিরিয়া পাইবে; যে-দেশের দামস্তর অধিক, তাহার রপ্তানি কমিবে এবং স্বর্ণ দেশের বাহিবে চলিয়া আইবে। পুনরায় স্বর্ণের আনাগোনা শুরু হইবে, এবং ক্রমে ছই দেশের দামস্তর এরূপ অবস্থায় আদিবে যখন স্বর্ণের আনাগোনা বন্ধ হইয়া গিয়াছে, বৈদেশিক বাণিজ্যের দরুণ লেনদেনের মারফত পৃথিবীর স্বর্ণ বিভিন্ন দেশে বন্টিত হইয়া থাকিবে।

স্বর্ণমান ব্যবস্থার এই স্বয়াক্রিয় ভারদাম্য সাধনের কারণ ছুই দিক হুইতে দেখা চলে: ব্যাঙ্কিং-প্রতিক্রিয়া ও গুণক-প্রতিক্রিয়া। দেশ হইতে স্বর্গ বাহির 'হইযা গেলে অর্থের যোগান হ্রাদ পাইবে, ফলে স্থদের হার বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে, ব্যাক্ষণ্ডলি তাহাদের ঋণদানের পরিমাণ ও নীতি সংকৃতিত করিবে। স্বর্ণ প্রবেশ নকরিতে থাকিলে ইহাব বিপরীত প্রতিক্রিয়া হইবে অর্থাং টাকাব যোগান বৃদ্ধি পাইবে, ফদের হার <u>হাদ পাইবে, ব্যাক্ষণ্</u>ডলি তাহাদেব ঋণদানের পবিমাণ ও শীতি প্রদারিত কবিবে। এই বাঙ্কিং প্রতিক্রাব কিতুটা পরিবেশেব প্রভাব ন্সাড়ে (palliative effects), তাহা আমাদের মনে রাখা দরকার। স্থদের ·ইহার বাড়িলে স্বৰ্ণক্ষথশীন দেশে বাহিব হইতে কিছুটা স্বল্লকালীন মূলধন (short ্রিterm capital) প্রবেশ করিতে থাকিবে। উপরস্তু, স্থদের হার বাড়িলে পিরোক্ষভাবে আমদানি কি≨টা হ্রাস পাইবার সম্ভাবনা, কাবণ, ব্যবসাযীদের টাকা ঝণ করার খরচা বেণি। গুণক-প্রতিক্রিযার কথাও আমাদের মনে রাখা দরকাব, দারণ ইহা দারাও স্বর্ণমানের সামঞ্জ্য-সাধনকারী ধাবা প্রভাবিত হয়। স্বর্ণ বাহির হইতে থাকিলে দেশের মধ্যে সংকোচক শক্তিসমূহ কাজ করিতে শুরু করে। স্বর্ণ প্রবেশ করিতে থাকিলে প্রদারশীল শক্তিগুলির প্রভাব বৃদ্ধি পায়। ব্যাঙ্কিং-প্রতিক্রিয়া ও গুণক-প্রতিক্রিয়ার মিলিত ফলে দেশে অর্থ নৈতিক কাজকর্মের স্তর level of business activity) হয় নিচে নামিবে, অথবা উপরে উঠিবে। ার্থ নৈতিক কাজকর্মের স্তর হ্রাদ পাইলে অর্থাৎ উৎপাদন ও কর্মদংস্থানের পরিমাণ কম হইলে সেই দেশের আমদানি হ্রাস পাইবে। াঙ্কিং প্রতিক্রিয়া ও অর্থ নৈতিক কাজকর্মের স্তর উচ্চে উঠিলে অর্থাৎ উৎপাদন ম্পাক প্রতিক্রিয়া ও কর্মসংস্থানের পরিমাণ বেশি হইলে সেই দেশে বাহির তে আমদানির পরিমাণ বাড়িবে। ইহার ফলে স্বর্ণক্ষয়শীল দেশ হইতে স্বর্ণক্ষের

পরিমাপ কমিয়া আসিবে, আবার স্বর্ণবৃদ্ধিলীল দেশে স্বর্ণবৃদ্ধির পরিমাণ হ্রাস পাইবে।
আয় ও কর্মসংস্থানের এই উঠা-নামা কেবলমাত্র নিজেদের প্রভাবের মধ্য দিয়া
ছই দেশে ভারসাম ফিরাইয়া আনিতে পারে না বটে, কিন্তু ব্যাদ্ধিং ও গুণকপ্রতিত্রিয়া অনেকখানি বৈদেশিক লেনদেনের খাতে ভারসাম্য ফিরাইযা আনিতে
সাহায্য করে।

**

স্বযংক্রিয ভারসাম,সাধনের এই ধারা সম্পর্কে একটি কথা মনে রাখা দরকার। এই ভারসাম্যে যখন কোন দেশ পৌছিবে, তখন উহার বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ উভয় প্রকার ব্যালান্সই রক্ষিত হইবে। একমাত্র বাহু ব্যালান্স থাকিলেই স্বর্ণের শ্রোত (আগমনের বা বহির্গমনের) বন্ধ থাকিবে, ফলে আভন্তেরীণ ব্যালান্স বা ভারসাম্য বিনষ্ট হওয়ার কোন ভয উভয দেশে উভয় থাকিবে না। প্রতিটি দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যালাস বজায প্রকার ভারসামা থাকিলে তবেই উহার দামস্তর ও আযস্তর সমান থাকিবে. थाकाई वालास्मव মূল কথা ব্যালান্স ভাঙিবার মত প্রভাব দেশের মধ্যে দেখ দিবে না। ভারসাম্যের একমাত্র সম্ভাবনা হইল যখন উভয় দেশের আভান্তরীণ ও বাছ্য ভারসাম্য বজায় আছে. কারণ কোন দেশে ইহার কোন একটিতে পরিবর্তন দেখা দিলে উভয় দেশেই উভয় প্রকাব ভারসাম্যে বিচুর্গত দেখা দিতে থাকিবে।

পূর্ণ ও ক্রেড ভারসাম্যের শর্ড (Conditions of full and rapid Adjustment)

আমরা আলোচনা করিলাম যে স্বর্ণমান ব্যবস্থায় স্বথং ক্রিয এই ধার পূর্ণ ভারসামে, তথনই পৌছিতে পারে যেখানে বাহা ও তাভান্তবীণ বালান্স বজাগ আছে। কিন্তু এই ধারার মধ্যে এমন কোন নিশ্চযতা নাই যে কোনরূপ ভারসাম্য নিশ্চয় স্থাপিত হইবে। উপরস্ত, এই ভাবসাম্য অতি দ্রুত ফিরিয়া আসিবে কি না, তাহারও কোনরূপ স্থিরতা নাই। স্কুতবাং ভারসাম্যে পৌছানোব শুর্ত এবং তাড়াতাড়ি পৌছানোর শুর্ত ছুইটি বিষয়ই আলোচনা কবা দরকার।

^{3. *} The two forces that set the gold standard adjustment process in motion...are the banking reaction...and the multiplier induced reactions...In general and in the lorg run the banking forces and the multiplier forces operate tegether. Poth forces lead to a change ir the level of activity, which is an essential stage in the adjustment process in gold standard conditions in industrialized countries...But in so doing they cause a serious disturbance in internal balance in both countries." A. C. L. Day, Outline of Monetary Economics. P. 483-5.

প্রথমত, সামঞ্জন্ম সাধনেব এই ধাবাব একটি মূল কথা হইল অর্থ নৈতিক কাজকর্মেব স্তবে উপযুক্ত পবিবর্তন আসা এবং একমাত্র এই ধাবাব শেষেই পবিপূর্ণ আভ্যন্তবীণ ভাবসাম্য ফিবিয়া আসিতে পাবে। যদি উভয দেশেব আভ্যন্তবীণ দামস্তবে পবিবর্তন না হয তবে ভাবসাম্য ফিবিয়া আসা সম্ভব হয় ন।। কিন্তু দামস্তবে পবিবর্তন আনিতে হইলে দেশেব মজ্বি ও দাম-কাঠামো (wage and

স্প্রত্তি নমনীয় হওয়া দ্বকাব। তবেই স্প্রতিবাদ্যান অর্থ নৈতিক কাজকর্মের পরিমাণে পরিবর্তনের স্তরগুলি অল্প সময়ে পার হইয়। আসা চলে। দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রীয় বাল্লে এই খেলার নিয়মগুলি (rules of the game) পালন না করিলেও ভারসাম্য ফিবিয়া আসিতে পাবে যদি স্বয়ংক্রিয় গুণকের সাহায়ে দেশে আয়স্তবের প্রসার বা সংকোচন ঘটে। ইহা সম্ভব, কারণ ব্যক্তিই গাতি অপরিবর্তিত থাকিলেও আয়স্তবে পরিবর্তন দেশের আভ্যন্তবীণ দামস্তবে কিছুটা পরিবর্তন আনিতে পাবে। তৃতীয়ত, দামস্তবে কিছুটা পরিবর্তন যদি লোকের মনে ফাটকা-বাজির প্রবৃত্তি রাভাইয়া দিয়া সেই পরিবর্তনের গভীরতা রাভাইয়া দেয় তবে ইহার ফলে ভারসাম্য ফিরিয়া আসিতে পাবে না। যেমন, দামস্তব হ্রাস পাইল, আরও দাম কমিরার আলায় ক্রেতারা ক্রেয় করা স্থানিত বাথিল, ইহাতে দামস্তব আরও হ্রাস পাইরে। এইরূপ অবস্থায় ভারসাম্যবিন্ধুর আশেপাশে অর্থ নৈতিক কাজকর্মের স্তর উঠানামা (oscillate) করিবে, কিন্তু ভারসাম্যে প্রেটিছরে না।

চতুর্থত, সামঞ্জস্ত-সাধনেব এই ধাবা ভাবসাম্যে না-ও পোঁছিতে পাবে যদি উভয দেশেই আমদানিব প্রান্তিক প্রবণতা (marginal propensity to import) খুব বেশি হয়। যে-দেশটি হইতে স্বর্ণ বাহিব হইতেছে, উহাব দামগুব, আষ ও কর্মসংস্থান গুব প্রাস্থ পাওয়া দবকাব। পববর্তী বাণিজ্যকালে ইহাব আমদানি কম হওয়া প্রযোজন এবং বপ্তানিব আধিক্য দবকাব। যদি ইহাব প্রান্তিক আমদানি-প্রবণতা বেশি থাকে, তবে এই ধাবা সগুব না-ও হইতে পাবে। ঠিক একই কাবণে, যদি উভয় দেশেই চাহিদাব স্থিতিস্থাপকতাগুলিব মোট সমষ্টি (the sum of the price elasticities of demand) কম হয়, তবে এইরূপ ভাবসাম্য না-ও আদিতে পাবে।

উপবেব এই শর্ভগুলি বজায় থাকিলেও ভাবদাম্যে পৌঁছানোব পথ অতি দীর্ঘ াইতে পাবে, ফলে এই পথে গুছত্বপূর্ণ ভাঙাগডাব (serious fluctuations) সম্ভাবনা দেখা দেয়। স্থতরাং দ্রুত ভারসাম্যে পৌছিবার শর্তগুলি আলোচনা করা দরকার। প্রথমত, স্বর্ণমান ব্যবস্থার "থেলার নিয়মগুলি" সকলের মানিয়া চলা চাই। স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি ভারসাম্য ঘটাইতে হ্যতো পারে ঠিকই, কিন্তু তাহাতে দেরি হইতে পারে। সকল খেলোযাড় যদি সচেতনভাবে ক্রুত ভারসামের এই নিয়মগুলিকে অনুসরণ করে, তবে ইহা দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হইতে পারে। যেমন, স্বর্ণের আনাগোনায কেহ কোনরূপ বাধানিষেধ আরোপ করিবে না, ইহার প্রভাব স্থদের হার, দামগুর ও আয়ুররের উপর পড়িবে, তাহাতে কেহ বাধা দিবে না। দ্বিতীযত, ভারসাম্য দ্রুত ফিবিযা পাওয়া যায় যদি দেশের দাম ও মন্তুরির কাঠামো নমনীয় হয়। তৃতীযত, যদি উভয় দেশের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতাগুলি প্রবল হয়, তবে দ্রুত বালোস ফিবিয়া আদে। সর্বোপরি, কোন দেশে দামগুর বাড়িলে ফাটকাবাজি মাহাতে শুরু হইয়া না যায় অর্থাৎ দামগুরের উপর ফাট্কাবাজির প্রভাব কম পড়ে, তাহাও লক্ষ্য রাখা দ্বকাব।

স্বর্ণমানের এইরূপ স্বয়ংক্রিয় গতিবিধির পূর্ণ সাফল্যের জন্ম (Full equilibrium under gold standard adjustment process) ক্ষেক্টি শর্ত বজায় থাকা চাই । প্রথমত, স্বর্ণের আনাগোনায় কোনরূপ বাধানিষের থাকা চলিবে না। দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বা সরকার স্বর্ণের আনাগোনার ফলে দামস্তরের উপর ইহার হ্রাস-বৃদ্ধির সম্পূর্ণ প্রভাব বিস্তারে সাফলোর সম্ভাবনা কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিবে না। স্বর্ণের আনাগোনায় বাধানিষের থাকিলে বা উহা দামস্তরের উপর প্রভাব ফেলিতে না পারিলে লেনদেন ব্যালান্সের ভারসাম্যবিহীনতা দূর হইতে পারে না। স্বর্ণমান সফল ভাবে চালাইতে গেলে এই সকল "খেলার নিয়ম" (Rules of the gold standard game) মানিয়া চলিতে হয়।

অর্থানের বিভিন্ন রূপ (Different types of gold standard)

স্বর্ণের সহিত দেশে প্রচলিত অর্থের সম্পর্কের গভীরত। অমুযায়ী বিভিন্ন ধরণের স্বর্ণমান পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কালে দেখা গিয়াছে।

(১) স্বৰ্ণমূদ্ৰামান বা বিশুদ্ধ স্বৰ্ণমান (Gold currency standard or the pure Gold Standard)

1914 সালের পূর্বে ইংলগু, আমেরিকা এবং আরও ক্ষেক্টি দেশে বিশুদ্ধ স্বর্ণমান প্রচলিত ছিল। এই ব্যবস্থায় স্বর্ণের দ্বারা প্রস্তুত মূদ্রা প্রধান অর্থক্রপে প্রচলিত থাকে; মূদ্রাকর্ত্ পক্ষ (Currency Authority) আইনত স্বর্ণের বদলে অধিবাদীদিগকে মূদ্রা প্রস্তুত করিয়া দিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকেন এবং দেশের ভিতবে বা বাহিরে স্বর্ণের যাতায়াতের উপর কোন প্রকার বাধা-নিষেধ থাকেন।।

(২) স্বৰ্ণাতুমান (The gold Bullion Standard)

যখন দেশে সর্ণমূল। চালু থাকে না, কাগজীমূলার দারাই দেশের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয়ের কাজ চলে, মূলাকত্ পক্ষ আইনত স্বর্ণের দারা মূলা প্রস্তুত করিয়া দিতে বাধ্য থাকেন না, তবে বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে লেনদেনের জন্ম নির্দিষ্ট হারে স্বর্ণ বিক্রয় করেন বা নির্দিষ্ট হারে লেনদেন করেন, তখন এইরূপ আর্থিক ব্যবস্থাকে স্বর্ণধাহুমান বলা হয়। 1925 সাল হইলে 1931 সালের মধ্যে ইংলণ্ডে এবং 1927 সাল হইতে 1631 সালের মধ্যে ভারতবর্ষে এইরূপ স্বর্ণধাহুমান প্রচলিত ছিল।

(৩) স্বৰ্ণবিনিময় মান (Gold Exchange Standard)

1898 সাল হইতে 1931 সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষের আর্থিক ব্যবস্থাকে স্বর্ণ-বিনিষয় মান বলা হইত : এই ব্যবস্থায় স্বর্ণমূদ্রা চালু থাকে না, মূদ্রাকর্তৃপক্ষ স্বর্ণমূদ্র। প্রস্তুত কবিবার জন্ম স্বর্ণ গ্রহণ করেন না বা স্বর্ণ ক্রেয়বিক্রয়ন্ত করেন না। তবে বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মূল্য প্রদানের জন্ম প্রযোজন হইলে নির্দিষ্ট হারে দেশীয় মূদ্রার বিনিম্যে এমন কোন দেশের মূদ্রা বিক্রয় করেন, যাহা স্বর্ণমানের উপর প্রতিষ্ঠিত।

(৪) স্বৰ্ণ মজুত মান (Gold Reserve Standard)

এইরূপ ব্যবস্থায় স্বর্ণমূদ্র। চালু থাকে না, কাগজীনোট বা অপর কোন মুদ্রা চালু থাকিতে পারে। মুদ্রাকভূপিক স্বর্ণের বা বৈদেশিক মুদ্রার একটি ভাগুর গঠন করেন এবং মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময়-হারের উঠানামা নিয়ন্ত্রণ করিয়া তাহাতে ভারসাম্য রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনমত সেই ভাণ্ডার হইতে স্বর্ণ বা বৈদেশিক মুদ্রার ক্রমবিক্রয় করেন। এইরূপ ভাণ্ডারকে বিনিময়-হারে সমতারক্ষাকারী ভাণ্ডার (Exchange Equalisation Fund) বলা হয়। ইহারই সাহায্যে দেশীয় তর্পেব বহিমুল্য এইভাবে স্থির রাখার চেষ্টা করা হয়। যথন অর্থের বহিমুল্য বা বৈদেশিক বিনিময-হাবে উঠানাম। ঘটে, তথন এইরূপ ভাণ্ডার হইতে নিজদেশের মুদ্রা বা স্বর্ণেব ক্রয় এবং বিক্রযের দ্বারা বিনিময-হারকে স্থির রাখার অথবা লেনদেন ব্যালান্সে ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা করা হয়। পশ্চিম ইউরোপে এবং বিটেনেও 1936 সাল হইতে 1939 সালেব মধ্যে এই ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল।

ম্বর্ণমানের গুণ ও দোষ বিচার (Merits and Demerits of Gold Standard)

স্থানানের গুণ হইল, এই ব্যবস্থায় দামস্তর ও বৈদেশিক বিনিম্য-হার আপনাআপনি স্থির হইলা পড়ে এবং কোন দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের ব্যালানে
ভারদাম্যাবস্থা হইতে বিচুতি ঘটিলে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে উহা পুনরায় ভারদাম্যের
বিন্দুতে ফিরিয়া আদে। স্থানান ব্যবস্থায় স্থানা-গোনার
ইহাব গুণ কি কি মাধ্যমে উহার প্রভাবের ফলে আপনাআপনি লেনদেন
বালোনে ভারদাম্য বক্ষিত হয়। খিতীয়ত, আন্তর্জাতিক স্থামান চলিতে থাকিলে
আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে দেনাপাওনা স্থবিধাজনক হয় এবং একটি সর্বজনগ্রাহ্য
সাধারণ বিনিম্বের মাধ্যম হিদাবে স্থার্র ব্যবহার সন্তব্পর হয়। তৃতীয়ত, স্থামান
বজায় থাকিলে অর্থের পরিমাণ নির্ভ্র করে দেশে স্থার্র যোগানের উপর;
রাজনৈতিক কারণে টাকার যোগান নির্দ্ধপিত হয় না, মুদ্রাস্থীতির সন্তাবনা থাকে
না। চতুর্থত, জনসাধারণ স্থাপছন্দ করে, স্থামান চালু রাখিলে সেই দেশের
মুদ্রাব্যবন্তা দেশে ও বিদেশে সন্মান লাভ করে এবং উহার উপর জনসাধারণের
নির্ভ্রশীলতা বুদ্ধি পায়।

স্থানানের ত্রুটি হইল, প্রথমত, ইহাকে কথনই স্বয়ংক্রিয়নান বলিয়া গণ্য করা চলে না। কেন্দ্রীয ব্যাঙ্ক বা মুদ্রাকর্ত্ পক্ষ যথেষ্ট্র সাবধানতা ও বিবেচনার সহিত স্থানানের থেলার নিয়মসমূহ মানিয়া না চলিলে নিছক স্বয়ংক্রিয়ভাবে ইহা সচল থাকে না; ইহাকে তাই পরিচালিত মান (Managed Standard) হিসাবেই গণ্য করা উচিত। শুধু তাহাই নহে, বাস্তবক্ষেত্রে তথাকথিত থেলার

নিয়মসমূহ' পরিপূর্ণভাবে কখনো পালন করা হইত না। দেশে স্বর্ণ প্রবেশ করিলে মুদ্রাকর্তৃপক্ষ 'ব্যাঙ্ক হার' বাড়াইয়া স্বর্ণের পুনরায় বহির্গমন বন্ধ করিতে চেষ্টা করিতেন, অথবা বর্ধিত স্বর্ণের বিনিময়ে নিজ দেশের অর্থের পরিমাণ বাড়াইতে চাহিতেন না। দেশীয় স্বার্থরকাই তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল। সেই স্বার্থের তাগিদে পরবর্তীকালে স্বর্ণমানের নিয়ম কেছই বিশেষ মানিয়া চলেন নাই। দ্বিতীযত, স্বর্ণমান ব্যবস্থায় অর্থের আভ্যন্তরীণ মূল্য স্থির রাথার পরিবর্তে প্রধানত উহার বহিমুল্যের স্থিরতার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইত। নিজেদের দামস্তর, উৎপাদন ও আযন্তর অব্ছেলা করিয়া কেবল বৈদেশিক বিনিময়-হার স্থির রাখা কথনই যুক্তিসঙ্গত কাজ বলিয়া মনে করা যায় না। তাহা ছাড়া, এই ব্যবস্থায কোন দেশ নিজস্ব পৃথক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে আয়ন্তর বৃদ্ধির জন্য নিজস্ব অর্থ নৈতিক নীতি গ্রহণ করিতে পারে না।* তৃতীয়ত, কেইন্সের ইহার দোষ কি কি অভিনতে, স্বর্ণমান ব্যবস্থার ফলে মুদ্রাসঙ্কোচন ও বেকারির দিকে ঝোঁক আদিয়া পড়ে। যে-দেশে আমদানির তুলনায় রপ্তানির পরিমাণ বেশি, দেই দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হ্লদের হার বাড়াইয়া স্বর্ণের রপ্তানি বন্ধ করিতে চায়। ইহার ফলে দেশের অভ্যন্তরে বিনিয়োগ কমিয়া যায় এবং দেশে আয়ন্তর ও কর্মনিয়োগের পরিমাণ ভ্রাদ পায়। যদি দেশে আমদানির তুলন[†]য় রপ্তানি অধিক হইতে থাকে তাহা হইলে দেশের মধ্যে স্বর্ণ প্রবেশ করে এবং মূদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি হওয়ায় স্থদের হার কমে, দেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইয়া পূর্ণ কর্মসংস্থান স্তর উত্তীর্ণ হইয়া মুদ্রাস্ফীতি ও সঙ্কটের স্বাষ্টি করে। চতুর্থত, স্বর্ণমান ব্যবস্থা কিন্তু বাস্তবে কথনই কোন দেশের দামগুর বা বিনিময়-হার স্থির রাথিতে পারে নাই। কালিফোর্নিয়ার স্বর্ণ খান আবিষ্কার স্বর্ণের যোগান বৃদ্ধি করিয়া মূদ্রার পরিমাণ বাড়াইয়া মূদ্রাস্ফীতি ঘটাইয়াছিল। গত শতাব্দীর শেষভাগে বিভিন্ন কারণে স্বর্ণের চাহিদা ও ব্যবহার খুবই বৃদ্ধি পাওয়ায় অর্থের পরিমাণ কমিয়া মুদ্রাসঙ্কোচনের স্ষ্টি করিয়াছিল। পঞ্চমত, কাগজী মানের তুলনায় স্বর্ণমান খুবই ব্যয়বহুল।

^{*&}quot;But the gold standard is a jealous god. It will work—provided it is given exclusive devotion. The Central Bank must be prepared to work for stability of exchange rates and for nothing else; it must be prepared to expand credit when—but only when—it is receiving gold from abroad, and to contract credit when—but only when—it is losing gold for export." Crowther, An outline of Money. P. 306.

কাগজী অর্থের দারা বিনিময়ের কাজ চালানো মোটেই অস্থবিধাজনক নহে, স্বতরাং স্বর্ণের প্রচলন বা স্বর্ণ মজুত রাথা অথথা অপব্যয় ছাড়া আর কিছু নহে। সভ্য মান্নমের এইরূপ 'হল্দে ধাহুর' (yellow metal) প্রতি অহেতুক আকর্ষণ শোভনীয় নহে। কেইন্সের অভিমতে ইহা একপ্রকার 'বর্বব যুগের নিদর্শন' (Barbarous relic)।

স্থর্নমান পতনের কারণ (Causes of breakdown of the gold Standard)

স্বৰ্ণমান ব্যৱস্থার তথাকথিত 'থেলাব নিষমসমূহ' যথাযথভাবে কখনই প্রতিপালিত হয় নাই, প্রায় সকল দেশই নিষম ভঙ্গ করিয়া স্বৰ্ণমানকে প্রায় অচল অবস্থায আনিষা ফেলিয়ছিল। স্বর্ণেব আনাগোনার উপর যথেষ্ঠ বাধা-নিষেধ আরোপিত হইত, এবং স্বর্ণের আগমনের বা বহির্গমনের কোন প্রভাব দামস্তরের উপর পড়িতে দেওয়া হইত না। ইহাই স্বর্ণমান পতনের প্রধান কারণ।

প্রথম মহাযুদ্ধের মধ্যে পৃথিবীর সকল দেশই মার্কিন যুক্তরাট্রেব নিকট হইতে অন্তর বা দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছিল এবং স্বর্ণ দ্বারা উহার মূল্য প্রদানের ফলে আমেরিকাতে প্রচুর পরিমাণ স্বর্ণপ্রবেশ করিয়াছিল। কিন্তু সেই স্বর্ণ আমেরিকার দামস্তরের উপব প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই, কারণ প্রথম মহাযুদ্ধ ও মূদ্রাকর্তৃপক্ষ সেই স্বর্ণকে ভিন্তি করিয়া মুদ্রাপ্রসার না করিয়া তাহাকে বন্ধ্যা ধাতু হিসাবে জমাইয়া বাখিয়াছিল। ফলে অন্তান্ত দেশের তুলনায় আমেরিকার দামস্তবের এই অসমতাব (Disparity) ফলে আরও অধিক পরিমাণে স্বর্ণ আমেরিকায় প্রবেশ করিয়াছিল। এইক্লপে অন্তান্ত দেশে স্বর্ণেব যোগান কম হওয়ায তাহারা বাধ্য হইয়া স্বর্ণমান পরিত্যাণ করিয়াছিল।

অন্থান্থ দেশে বর্ণ ছিল অল্প পরিমাণ, উহাকে জাতীয় বার্থ ও নিরাপন্তার দক্ষণ রক্ষা করা অবশ্য প্রয়োজনীয় হইনা পড়িয়াছিল; স্বতরাং রুটেন হইতে যথন ব্যত্যাগের হিড়িক গুরু হইল, সেই অবস্থায় 1931 সালে ব্রিটেন স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিতে বার্ব হইল। অর্থ নৈতিক জাতীয়তাবাদ (Auturcky) প্রসার লাভ করায় বৈদেশিক বাণিজ্যহারের তুলনায় নিজ দেশের দামন্তর, আয়ন্তর প্রভৃতি স্থির রাথা, বেকারি দূব করা ও কর্মনিয়োগেব স্তর উধ্বে তোলা, এই সকল

অধিকতর প্রয়োজনীয় ও গ্রহণীয় লক্ষ্য হিসাবে গৃহীত হইবাছিল। তাই ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই স্বর্ণমান ভাঙিয়া পড়া অবশুস্তাবী হইবা উঠিয়াছিল।

সাফল্যের সহিত স্বর্ণমান চালু থাকিতে হইলে ইহাও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন, যেন অধ্বর্ণ দেশগুলি আমদানির তুলনায় রপ্তানি বাড়াইযা রপ্তানি-উদ্ ত্ত (Export Surplus) স্থাষ্ট করিয়া তাহার দ্বারা উত্তমর্ণ দেশগুলিকে ঋণ পরিশোধ করিতে পারে। অর্থাৎ স্বর্ণমানে প্রতিষ্ঠিত কোন দেশ এমন কোন সাফল্যের শর্ত আর্থিক বা বাণিজ্যনীতি গ্রহণ কবিবে না যাহাতে লেনদেনের ব্যালান্সের কোন ভারসাম্যবিহীনতা বিদ্রিত হইতে বাধা পায। লেনদেন ব্যালান্সের প্রযোজনে মুদ্রাপ্রসার ও মুদ্রাসঙ্কোচন করিতে হইবে, এবং প্রয়োজন হইলে অপব দেশ হইতে দ্বর্গসামগ্রীর আমদানি গ্রহণ করিতে হইবে এবং স্বর্ণের বহির্গমন মানিয়া লইতে হইবে, কোন শুল্ক-প্রাচীর তুলিয়া বা ক্রন্তিম বাধানিষেধ আরোপ করিয়া দ্বর্য বা স্বর্ণের গতিবিধি বন্ধ করা চলিবে না। স্বর্ণমানের এই স্বর্ণস্ত্র (golden rule) কেইই মানিয়া না লইবাব ফলে অবশ্যস্তাবীক্রপে ইহাব পতন হইয়াছে।

প্রাতন হারে স্টার্লিং-এর বিনিময়-মূল্য ধার্য করিল, এবং এই বিনিময়-হার ধার্য করার ফলে স্টার্লিং 'বর্ধিত-মূল্য' মূলাতে (Overvalued কি-ভাবে বর্ণমানের পতন হইল স্থিন করার ফলে স্টার্লিং 'বর্ধিত-মূল্য' মূলাতে (Overvalued করার ফলে স্টার্লিং 'বর্ধিত-মূল্য' মূলাতে (Overvalued করে হইল স্থেন হইল স্থেন করে মূল্যান্তার বিনিময়-হার এরূপ স্থেন হইল কর হয় যে, ফ্রাঙ্কের মূল্যান্তার (Devaluation) ঘটিয়া গেল। জার্মানীতে নূতন এক প্রকার মূলার প্রচলন হইল, তাহার উদ্দেশ্য ছিল মুদ্ধকালীন উদ্বন্ত ক্রমক্ষমতার বিলোপদাধন অর্থাৎ মূলার অতি-স্ফীতি (hyperinflation) রোধ করা।

ইংলণ্ডের মুদ্রা-মূল্য বৃদ্ধি (over-valuation) রপ্তা.নর পরিমাণ কমাইযা দিল। তাহার অর্থ নৈতিক কাঠামোর কাঠিন্ত বা অনমনীযতা (Rigidities) রপ্তানি দ্রব্যাদির দাম কমাইতে স্থােগ দেয় নাই, ফলে সে রপ্তানি বাড়াইয়া অন্তান্ত দেশের সহিত প্রতিযোগিতায় আঁটিয়া উঠিতে পারে নাই, রপ্তানির তুলনায় আমদানি অধিক হইয়াছে, এবং ফলে স্থাের বহিগমন হইয়াছে। অপর পক্ষে ফ্রান্সের ক্ষেত্রে মুদ্রামূল্য ব্রাসের প্রভাব কার্যকরী হইয়াছে, রপ্তানি বৃদ্ধি পাইয়াছে, দেশে স্থা প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু সেই স্থা ফ্রান্সের দামন্তরের

উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই, কারণ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক তাহা মন্ত্র্ করিয়া রাখিয়াছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমদানি দ্রব্যের আগমন এবং স্বর্ণের বহির্গমন উভয়ের উপরেই বাধা-নিষেধ আরোপ করিয়া স্বর্ণমানের ভারসাম্য-সাধনকারী পদ্ধতিকে (Equilibrating mechanism) বানচাল করিয়া দিয়াছিল।

এই সকল কারণ ছাড়াও সমস্থা ছিল 'উত্তপ্ত অর্থের' (Hot Money)। প্রথম মহাযুদ্ধের প্রবর্তী আন্তর্জাতিক আবহাওয়ায় ব্যক্তিগত ব্যব্দাদারণের প্রভূত পরিমাণ অর্থ নিরাপত্তা ও স্থানের লোভে দেশ হইতে দেশান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইত। তদানীন্তন পৃথিবীতে বিপুল আন্তর্জাতিক ঋণ, মুদ্ধের ক্ষমক্ষতিপূরণ-জনিত বিপুল দেনা-পাওনা এবং তাহাব লেনদেন স্বর্ণমানের মুদ্রাপরিবর্তন পদ্ধতির (Transfer-mechanism) উপর গুরুতর চাপ ফেলিয়াছিল, যাহার ভারে উহার ভরাড়বি প্রায় অবশান্তাবী হইয়া পড়ে। 1929 দালে আমেরিকার শেয়ার বাজারে সহসা দ্রুত-মন্দার ফলে যে-সকল দেশ আমেরিকার অর্থ-সাহায্যের দ্বারা বাঁচিতেছিল বা আমেরিকাব অর্থ নৈতিক অবস্থার সহিত নিজের অবস্থা সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিল (বিশেষত জার্মানী ও অফ্রিয়া), সেই সকল দেশে বিপুল সংকট উপস্থিত হয়। স্বল্পকালীন ঋণসমূহ তৎক্ষণাৎ ফেরৎ চাওয়া হয় এবং ব্যবসাধীদের আশার মূলে কুঠারাঘাতের ফলে উৎপাদন ও বিনিযোগ-ব্যবস্থা ভাঙিয়া পড়ে। 1930 দালে জার্মানীর কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষের দরজা বন্ধ হয়, সামেরিকা এক বৎসর যুদ্ধঋণ ও ক্ষতিপূরণ গ্রহণ স্থানিত রাখে। ইংলণ্ডে বহু দেশ হইতে অর্থ জমা রাখা হইত, তাহা সহসা তুলিয়া লইবার প্রচেষ্টা শুরু হওষায় স্বর্ণমান টি কাইয়া রাখা খুবই কঠিন হইয়া উঠে। নৌ-বিদ্রোহের ফলে ইংলণ্ড হইতে আরও অধিক পরিমাণে স্বর্ণের বহির্গমন চলিতে থাকায় বাধ্য হইয়া 1931 সালের সেপ্টেম্বরে ইংলগু কবিয়া দিল। 1933 সালে আমেরিকা স্বর্ণমান প্রদান বন্ধ করিল এবং ফ্রান্স, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড, ইটালী সকলেই নেতৃস্থানীয় দেশগুলির পদাক অমুসরণে বাধ্য হইল। স্বর্ণমানের কলক্ক-বিজভিত গৌরবম্য ইতিহাসের পরিস্মাপ্তি ঘটিল। নিজ নিজ দেশের অর্থ নৈতিক উন্নতির বাধাসক্ষপ স্বর্ণমানের স্বর্ণশংখল অপদারিত হইল ।

ম্বৰ্ণমান পুন:প্ৰতিষ্ঠার সম্ভাবনা (Possibility of Restoration)

আধুনিক কালে সকল দেশের সরকারই নিজ দেশে অর্থ নৈতিক স্থায়িত্ব, পূর্ণকর্মসংস্থান, দেশের সামগ্রিক উন্নতি প্রভৃতিকে আর্থিক নীতির লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে। 'মুদ্রা-সংকোচনের দিকে অন্তর্নিহিত ঝোঁক' (inherent bias towards deflation), অন্যনীয় বিনিময়-হার, সর্বলা জাতীয় অর্থ নৈতিক ও নির্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণ জমা রাখা, স্বর্ণের গতিবিধি অনুযায়ী আর্থিক নীতি পারস্পরিক মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রাসঙ্কোচন, রক্ষণশীল আভ্যন্তরীণ ঋণ-নীতি, বাজেটে সমতা রক্ষা করা বা ঘাটতি বাজেট না করা: স্বর্ণমানের এই সকল নিয়ম নিজ দেশে অর্থ নৈতিক উগ্নতির পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় আর্থিক নীতিকে সাহায্য করে না। উপরন্ত, অনুন্নত দেশগুলিতে বর্তমানে যে বিপুল উন্নয়নের কর্মস্টী গৃহীত হইয়াছে, তাহার জন্ম প্রভূত পরিমাণে বৈদেশিক মূলধন এই সকল দেশের মধ্যে আসিতেছে। এইক্লপ একপাক্ষিক মূলধনের প্রেরণ বা প্রবেশ (unilateral capital transfer) কোনটিই স্বর্ণমান থাকিলে সম্ভবপুর নয়। স্বতরাং নি:দদেহে বলা যায়, যুদ্ধ-পূর্ব ধরনের স্বর্ণমান ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা নাই বসিলেই চলে।

শুধু তাহাই নহে। পৃথিবীর অধিকাংশ স্বর্ণ এখন মার্কিন যুক্তরাট্টে মজুত হইয়া রহিয়াছে: অন্থান্থ দেশে স্বর্ণের পরিমাণ এত কম যে স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠার উপযোগী স্বর্ণ তাহারা পাইবে না। যুক্তরাট্ট এবং অন্থান্থ দেশের সংরক্ষণী-বাণিজ্যনীতি স্বর্ণমান পুনঃপ্রতিষ্ঠার পক্ষে বিরাট প্রতিবন্ধক স্বন্ধপ হইযা দাঁড়াইয়াছে।

আধুনিক কালে, আন্তর্জাতিক বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে, স্বর্ণের শুরুত্ব বিশেষ-ভাবে কমিয়া গিয়াছে, ফলে প্রধান প্রধান মুদ্রা নিজস্ব লেনদেনের স্থবিধার জন্ম পৃথক পৃথক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছে; স্টালিং এলাকা, ডলার এলাকা, ক্লব্ল এলাকা প্রভৃতি স্থাই হইয়াছে।

এতংসত্ত্বেও ১৯৪৪ সালে প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক আর্থিক ভাণ্ডারের নিযম অনুষায়ী প্রত্যেকটি দেশ তাহার প্রধান আইন-সিদ্ধ মূদ্রার সহিত স্বর্ণ বা মার্কিন ডলারের বিনিময়-হার নির্দিষ্ঠ করিয়াছে। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন মূদ্রার মধ্যে সর্বসন্মত পারস্পরিক বিনিময়-হার নির্দিষ্ঠ রাখার উদ্দেশ্যে এইক্পপ করা হইয়াছে। ইহাকে তাই অনেকে মিশ্রমান (Mixed Standard) বলেন। কিন্তু ইহা মনে

রাখা দরকার যে, স্বর্ণের ভিস্তিতে আর্থিক ব্যবস্থা গঠন করা এই নিয়মের উদ্দেশ্য নহে, আন্তর্জাতিক স্বর্ণমানের প্রতিষ্ঠা বা পুরাতন উপায়ে ইহাকে চালু করা বাস্তব অবস্থা বিচার করিলে আর সম্ভবপর নয়।

কাগজী মান (Paper Standard)

দেশের প্রধান আইন-সিদ্ধ টাকা হিসাবে কাগজীনোট প্রচলিত থাকিলে তাহাকে কাগজীমান বলা হয়। এই কাগজী নোট আজকাল সাধারণত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রচলিত হয় এবং সরকারী আর্থিক নীতি দ্বারা কাগজী মান পরিচালিত হয়। চেক বা বিনিময়-বিলকে কথনই নোট বলা হয় না, কারণ তাহা সীমাবদ্ধভাবে আইন-সিদ্ধ (Limited legal tender)। এই কাগজীনোট দ্ধপান্তর-যোগ্য (convertible) বা দ্ধপান্তরহীন (Inconvertible হইতে পারে।

কাগজী নোটের বহু স্থবিধা আছে। একদঙ্গে বহু টাকার লেনদেন করিতে হুইলে ধাতু দ্বারা প্রস্তুত মুদ্রার তুলনায় কাগজী টাকা বিশেষ স্থ বিধাজনক। দ্বিতীয়ত,

ধাতুমুদ্রার তুলনায় ইহাতে ব্যয় অনেক কম। এবং ক্রমাগত হস্তান্তরের ফলে ধাতুর প্রভূত অপবায় কাগজী নোটের ক্ষেত্রে বহন করিতে হয় না। তৃতীয়ত, কাগজীমান ব্যবস্থাতে দেশের মর্থ নৈতিক নীতির সহিত সামঞ্জস্ত রাখিয়া আর্থিক নীতি গঠন করা চলে। কেইন্দের মতে, দেশে কর্মসংস্থানের গুরোলয়ন ম্ববিধা এবং অর্থ নৈতিক উন্নতি বিধান করিতে হুইলে আর্থিক নীতির সাহায্য অবশ্য প্রয়োজনীয়, স্বতরাং উহা এরূপ নমনীয় হওয়া উচিত যে, আভ্যন্তরীপ নিয়মকানুনের দ্বারা টাকা প্রচলনের পরিমাণকে প্রয়োজনানুষায়ী নিয়ন্ত্রণ করা চলে। ধাতুর উপর প্র ভিষ্টিত কোন মানের পক্ষে এরূপ নমনীয়তা সম্ভবপর নয়। বাণিজ্যচক্র বা ব্যবসায়-সংকট দূর করিতে হইলে অর্থের পরিমাণ সহজে পরিবর্তনযোগ্য রাখা প্রয়োজন। কাগজীমান ব্যবস্থাতে প্রভূত ধাতু মজুত রাথার প্রয়োজন নাই, ইহার নমনীয়তা (flexibility) এবং স্থিতিস্থাপকতা (elasticity) অধিক। বর্তমান পৃথিবীতে অন্মনীয় অর্থ নৈতিক সংস্থাসমূহ (Rigid Economic Institutions) থাকায়. (যেমন শ্রমিক সংঘ, মালিক সংঘ, রাজনৈতিক দল ইত্যাদি) এবং অর্থ নৈতিক জাতীয়তাবাদী মনোভাব (Auturcky) শক্তিশাদী হওয়ায় কাগজী ট্রাকার গুরুত্ব খুবই বৃদ্ধি পাইয়াছে।

কাগজী অর্থের অস্থবিধা হইল, অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে মুদ্রাস্ফীতি ঘটিবার বিরুদ্ধে কোন প্রতিবন্ধক এই ব্যবস্থার মধ্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিহিত নাই। যুদ্ধকালীন মুদ্রাস্ফীতি জনসাধারণের স্মৃতিতে এখনও জাগরুক আছে। তাই তাহাদের মনে বিশ্বাস ও আস্থা উৎপাদন করা কাগজীমানের দ্বারা মোটেই সম্ভবপর

নয়। দিতীয়ত, পরিচালনার ক্রটিবিচ্যুতি হইতে পারে, অম্বনিধা শ্রেণীসাথে বা দলগত সার্থে টাকার নিয়ন্ত্রণ এবং আর্থিক নীতি পরিচালিত হওয়াও অসম্ভব নয়। তৃতীয়ত, কাগজীমান ব্যবস্থায় বৈদেশিক বিনিময়-হারে উঠানামার কোন সীমা-পরিসীমা থাকে না, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ, কাগজীমান ব্যবস্থায় টাকার আভ্যন্তরীণ মূল্যের স্থিরতা বা স্থায়িত্বের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপিত হয়, কিন্তু টাকার বহির্ম্ল্যকে বৈদেশিক বাজারে দেশীয় যোগান ও চাহিদার উপর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। চহুর্থত, টাকার পরিমাণ যথেছে বৃদ্ধি করিলে দেশে দামস্তর বৃদ্ধি হওয়ার বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মূলার বহির্ম্ল্য হ্রাস (Devaluation) ঘটাইতে হয়, এবং রপ্তানি বৃদ্ধির ঝোঁক দেখা দিতে পাবে। অস্থান্থ সকল দেশও আত্মরক্ষামূলক বা প্রতিশোধমূলক বহির্ম্ল্য হ্রাসের (Devaluation) চেষ্টা করিবে এবং এই ভাবে রপ্থানি বৃদ্ধিতে সচেষ্ট হইবে। এইরূপে প্রতিযোগিতামূলক বহির্ম্ল্যন্ত্রাসের দৌড় শুরু হইবে ও বৈদেশিক বাণিজ্যে বিশৃংখলা দেখা দিবে। কাগজী টাকা প্রচলনের এই সকল বিশেষ অস্থবিধা রহিয়াছে।

কাগজা নোট প্রচলনের নীতিসমূহ (Principles of Note Issue)

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কি নীতি অনুষায়ী কাগজী টাকা প্রচলন করিবে, তাহার সম্পর্কে ছই প্রকার মতবাদ এককালে প্রচলিত ছিল। একদল ধনবিজ্ঞানীর অভিমতে দেশে কাগজী নোট প্রচলিত হয় ধাতুমুদ্রার পরিবর্তে। কেন্দ্রীয় বাাঙ্কে জমা হিসাবে রক্ষিত
মূল্যবান ধাতুর প্রতিনিধি হিসাবে ইহা সমাজে প্রচলিত থাকে
কারেণ্দী নীতি মাত্র। স্বতরাং যে-পরিমাণ মূল্যের নোট প্রচলিত হইবে
তাহার সমম্লের ধাতু কেন্দ্রীয় বাাঙ্ক নিজের নিকট জমা
রাথিবে। ইহাকে বলা হয় কারেন্দ্রী নীতি (Currency Principle)। অপর
যতবাদ অনুযায়ী নোটের কাজ হইল ব্যবসায়-বাণিজ্যে সহায়তা করা,
ইহা তাই সমাজে বক্তিদের মধ্যে অনবরত হস্তান্তরিত হইতে থাকে, খুবই অক্স

পরিমাণ কাগজীনোট ধাতু-মুদ্রায় বা ধাতুতে রূপান্তরণের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট উপস্থাপিত হয়। যদি অর্থ নৈতিক লেনদেনের পক্ষে প্রয়োজনীয় পরিমাণের অধিক টাকা সমাজে চালু করা হয়, তাহা হইলেই ধাতুতে রূপান্তরণের জন্ম সেই টাকা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট ফিরিয়া আদিবে, প্রয়োজনীয় পরিমাণের র্সমান হইলে উহা প্রচলিত হইতেই হইবে। স্বতরাং কোন সাধারণ বাণিজি ক ব্যাঙ্ক যেরূপ অল্প মজুত রাথিয়া অধিক ঋণদান করিতে পারে, দেরূপ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কও জনসাধারণের আস্থা বুজায় রাথার উদ্দেশ্যে অতি অল্প ধাতু মজুত রাথিয়া কাগজীনোট চালু করিতে পারে। নোট-প্রচলনের এই নীতিকে ব্যাঙ্কিং নীতি (Banking Principle) বলে।

কারেন্সী প্রথায় প্রচলিত কাগজীনোট জনসাধারণের আস্থাভাজন হইলেও ইহা ব্যয়বহুল এবং অপব্যয়মূলক, কারণ প্রভূত পরিমাণ মুদ্রা বা ধাতু অযথা অনুৎপাদকভাবে দক্ষিত থাকে। এই প্রথায় সমাজের অর্থ নৈতিক উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নোটের পরিমাণ বাড়ানো বা কমানো সম্ভব হয় না, ধাতুর যোগানই টাকাব পরিমাণ নির্ধারণ করে। কারেন্সী প্রথায় দেশে সকল উপকরণের পূর্ণনিয়োগের পক্ষে প্রয়োজনীয় টাকার পরিমাণ অপেক্ষা বাস্তবে কম বা বেশি টাকা প্রচলিত হইয়া ঘাইতে পারে, কারণ সেই ধাতুর যোগানের ও মূল্যের উপর টাকার যোগান ও মূল্য নির্ভর করে। ব্যক্ষিং প্রথায় এই অস্থবিধা দূর হইলেও দেশের আর্থিক ব্যবস্থা কিছুটা ঝুঁকিবছুল হইয়া পড়ে।

ধার্ জমার পরিমাণ সম্পর্কীয় বিভিন্ন নীতি অনুযায়ী নোট প্রচলন ব্যবস্থা-সমূহকে চারিপ্রকারে বিভক্ত করা যায়।

১। নির্দিষ্ট ফিডিউসিয়ারী ব্যবস্থা (Fixed Fiduciary System)

এই ব্যবস্থায় একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ পর্যন্ত বিনা মজ্তে টাকা প্রচলন করা যাইতে পারে; এই দীমাকে ফিভিউসিয়ারী দীমা (Fiduciary Limit) বলে। এই দীমার পরে টাকা চালু করিতে হইলে উহার অতিরিক্ত কাগজীনোটের সম্পূর্ণ মৃত্যু জমা রাখিতে হয়। যেমন 1000 পর্যন্ত টাকা চালু করিতে গেলে কোন জমা দরকার হয় না; কিন্তু উহার পরে যে কোন পরিমাণ টাকা, যেমন 10 টাকা যদি বাজারে ছাড়ার দরকার হয়, তবে 10 টাকার মূল্যের ধাতুই

জমা রাখিতে হইবে। এই প্রথা অপচয়মূলক, কারণ ফিডিউসিয়ারী সীমার উধ্বে প্রভৃত পরিমাণে ধাতু অযথা আটক থাকে, যাহাকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে দরকার-মত থাটানো চলিত। তাহা ছাড়া, ইহা যথেষ্ট প্রসার-ক্ষম নহে, সম্পূর্ণ মূল্যের ধাতু মজ্ত রাখার নিয়ম বাস্তবক্ষেত্রে ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রয়োজনে টাকার পরিমাণ বৃদ্ধির প্রতিবন্ধকর্মপে কাজ করিতে পারে।

1844 সালের ব্যাঙ্কচার্টার আইন অনুসারে ইংলণ্ডে এই বিধি গৃহীত হইলেও এবং আরও কয়েকটি দেশ ইহা অনুসরণ করিলেও, দেখা গিয়াছে যে বছবার ব্যাঙ্কচার্টার আইন মূলতুবী রাখিয়া ব্যবদায়-বাণিজ্যের প্রয়োজনে ব্যাঙ্ক অফ্ ইংলণ্ডকে ধাতু জমা না রাখিয়া নোট প্রচলনের স্থবিধা দিতে হইয়াছে। অবশেষে ম্যাক্মিলান কমিটির স্পারিশে এই ব্যবস্থা তুলিয়া দেওয়া হয়।

২। সর্বোচ্চ সীমা ব্যবস্থা (The Maximum Limit System)

এই ব্যবস্থায় আইনসভা একটি সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দেয়, যে-পর্যন্ত কোন জমা না রাথিয়া টাকার প্রচলন করা যাইতে পারে। কিন্তু সেই সীমার পরেও অর্থপ্রচলনের চেষ্টা করিলে আইনসভার অনুমোদনের ও আইন-পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়। এই ব্যবস্থার ছুইটি গুণ আছে: অর্থ কর্তৃপক্ষ অর্থপ্রচলনের ব্যাপারে কিছুটা স্বাধীনভাবে কাজ চালাইতে পারে, অযথা ধাতু মজ্ত করিয়া রাখিতে হয না। ইহার অস্থবিধা হইল যে, যদি এই সীমা খুব নিচুতে ধার্য করা হয, তাহা হইলে ব্যবস্থার প্রসার ক্ষমতা রহিল না, আর যদি খুবই উ চুতে ধার্য করা হয তবে মুদ্রাক্ষীতির সম্ভাবনা রহিয়া গেল। ফ্রান্সে 1929 সালের পূর্বে ইহা প্রচলিত ছিল, কিন্তু তাহার পরে ইহাকে তুলিয়া দেওয়া হয়।

৩। আৰুপাতিক জমা ব্যবস্থা (The Proportional Reserve System)

এই ব্যবস্থায় মোট প্রচলিত নোটের কিছু অংশ ধাতুতে জমা হিসাবে রাখিতে হয় (শতকরা হিসাবে, যেমন 55% বা 30% বা 40% ইত্যাদি।)

এই ব্যবস্থার স্থবিধা হইল, ইহার পরিচালনা খুবই সূহজ ও সরল। তত্ত্বপরি, ইহা প্রদার-ক্ষম এবং ইহাতে অধিক ধাতু অমথা মজ্ত রাথার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু এই ব্যবস্থার ক্রুটি হইল, ইহা কিছু পরিমাণ ধাতুকে অমথা মজ্ত রাথে। তাহা ছাড়া, এই ব্যবস্থায় ধাতুর মজ্ত কমিয়া গেলে উহা হইতে অধিক হারে টাকার প্রচলন কমাইয়া ফেলিতে হয়। যেমন 500টি নোটের পিছনে 25% হারে জমা হিসাবে 125টি স্বর্ণমুলা জমা রাথা হইয়াছে; যদি স্থর্ণের পরিমাণ কমিয়া

124টি হয় তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ 4টি কাগজী নোটের প্রচলন বন্ধ করিতে হইবে। সর্বোপরি বলা যায়, যদি আর্থিক কর্তৃপক্ষের উপর লোকের আন্থা বজায় থাকে তবে ওই জমা নিতান্তই অনাবশুক এবং যদি লোকে আন্থা হারাইয়াই ফেলে তবে ওই আংশিক জমা সকল নোটের স্বর্ণে রূপান্তরণের পক্ষে নিতান্ত অমুপযুক্ত।

৪। স্বৰ্ণব্যতারকী আবুপাতিক জমা ব্যবস্থা (Proportional Reserve System not based on gold)

এই ব্যবস্থায়, কোন দেশের নোটের বিনিময়ে, আইনত, একটি নির্দিষ্ট অন্থপাতে অপর দেশের অর্থ এবং কিছু পরিমাণ স্বর্ণ জমা রাখিতে হয়। যেমন, কিছুকাল পূর্বেও, ভারতবর্ষে প্রচলিত নোটের মূল্যের 40% জমা রাখা হইত, তবে এই জমা কিছু স্বর্ণমূদ্রা, কিছু স্বর্ণ (ধাতু) এবং কিছু বৈদেশিক মূদ্রাতে (স্টালিং বা ডলার)। এই ব্যবস্থার স্বর্বিধা অনেক। ইহা প্রসার-ক্ষম, বৈদেশিক বিনিময়-হার নিয়ন্ত্রশে সহায়তা করে এবং বিদেশের ব্যাক্ষে বৈদেশিক মূদ্রা জমা রাখার স্থবিধা থাকায় স্বন্ধ হিদাবে দেশের কিছু আয়ও হইতে পারে।

এই ববেস্থার বিরুদ্ধে বলা হয় যে, বৈদেশিক মুদ্রাকে নিজ দেশের অর্থের পিছনে জমা হিসাবে না রাথাই ভাল। যেমন, গত মহাযুদ্ধের সময়ে ইংলণ্ডে প্রাপ্ত স্টার্লিং জমা হিসাবে গণ্য করিয়া ভারতের মধ্যে প্রভূত পরিমাণে নোট প্রচলিত হইয়াছিল এবং ফলে ভারতে মুদ্রাক্ষীতি ব্যাপক আকার ধারণ করিয়াছিল। স্বতরাং, বৈদেশিক বিনিময়-হারে স্থিরতা রক্ষার উদ্দেশ্যে স্ফলদায়ী হইলেও দেশের মধ্যে নোট-প্রচলনের ভিত্তি হিসাবে কোন বৈদেশিক মুদ্রাকে গ্রহণ না করাই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

নোট-প্রচলন নিয়ন্ত্রণের সঠিক নীতি (Right Principle of Regulation):

আধুনিক কালে প্রায় সকল দেশেই অর্থ নৈতিক উন্নতি, দামস্তরের উঠানামা বন্ধ করা, পূর্ণনিয়োগের স্তরে পৌঁছানো এই রূপ বিভিন্ন প্রকার লক্ষ্য অমুযায়ী। টাকা ও ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর হাস্ত আছে। স্থতরাং, কি-পরিমাণ নোট চালু করা দরকার অথবা প্রচলন-ধারা হইতে তুলিয়া লওয়া দরকার, এই সকল নির্ধারণ করা অতি অবশ্যই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। অর্থকর্তৃপক্ষ বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যথেষ্ঠ দায়িত্বশীল

প্রতিষ্ঠান, স্থতরাং তাহার বিবেচনার উপর এই ব্যাপারে নির্ভর করা চলে।
আর সমাজের ঋণক্রপ অর্থ নিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ দায়িত্ব যথন কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষের, তথন
নোটের উপর তাহার দায়িত্ব স্বীকার না করার কি যুক্তি থাকিতে পারে। যথন
অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার সার্থক ক্রপায়নের জন্ম অর্থসংগ্রহের দায়িত্ব এবং ঘাট্তি
বাজেটের দ্বারা উরয়নমূলক প্রচেষ্টাসমূহে অর্থবিনিয়োগের ভার কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষ বহন
করিতেছে, তথন নোট প্রচলনের দায়িত্ব তাহার উপর নিশ্চয়ই ছাড়িয়া দেওয়া চলে,
আইনের দ্বারা তাহার ক্ষমতার প্রতিবন্ধকতা স্থষ্টি করিলে চলিবেনা।

কিন্তু তবুও জনসাধারণের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জনের স্থবিধার জন্থা, হঠাৎ প্রয়োজন মিটাইবার উদ্দেশ্যে এবং বৈদেশিক বিনিয়োগ, লেনদেন ও বিনিময়-হার সঠিক রাথিবার নিমিন্ত কিছু পরিমাণ স্থা ও বৈদেশিক মূদ্রা জম। রাথার নিয়ম করিয়া দেওয়া ভাল। শুধু তাহাই নহে; নোট প্রচলনের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারিত করিয়া রাথা মূদ্রাম্ফীতি প্রতিরোধের উপায় হিসাবে যথেষ্ট কার্যকরী। তবে এই সীমা বেশ উধ্বে ধার্য করা দরকার, যাহাতে স্বাভাবিক সময়ে উন্নয়ন-মূলক আর্থিক নীতি গ্রহণে কোন বাধা না আসিতে পারে।

এই সীমা কোথায় ধার্য হইবে বা কি-পরিমাণে স্বর্ণ ও বৈদেশিক মুদ্রা জমা থাকিবে তাহা বিভিন্ন দেশের পৃথক অর্থ নৈতিক পরিবেশ ও অর্থ নৈতিক লক্ষ্য অনুযায়ী পৃথক হইবে। শুধু তাহাই নহে, একটি দেশের অর্থ নৈতিক অগ্রগতির বিভিন্ন সমযে বিভিন্ন অর্থনৈতিক লক্ষ্য অনুযায়ী তাহা নির্ধারিত হইবে। নোট-প্রচলনের এমন ব্যবস্থা নির্ধারণ করা দরকার যাহা কমব্যয়শীল বা ব্যয়সঙ্কোচমূলক, প্রসারক্ষম, ঝুঁকিহীন ও নিরাপদ এবং অর্থের অন্তর্মূল্য (Internal Value) এবং দ্বহির্মূল্য (External Value) মোটামুটিভাবে স্থির রাখে।

अनुनी मनी

- 1. When is a country said to be on Gold Standard? "There are degrees Gold Standard"—Illustrate the statement.
- 2. Discuss the automatic mechanism of restoring equilibrium under old Standard. What are the conditions of full and rapid adjustment?
 - 3. Discuss the metits and demerits of Gold Standard.
- 4. Explain what you understand by the Gold Bullion Standard and the old Exchange Standard.
- 5. Elucidate the merits and drawbacks of a paper currency system.
- 6. Discuss the different methods for the regulation of the Note issuehich of them you prefer and why?

টাকার বাজার ও ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা

Money Market and Banking

ঋণপ্রথা ও ঋণপত্র (Credit system and Credit Instrument)

কোন দ্রব্য ক্রয়বিক্রমের সঙ্গে সঙ্গেই যদি টাকা লেনদেন হয় তবে তাহাকে নগালেনদেন (Cash Transaction) বলা হয়। যদি ক্রেন্ডা দ্রব্য ক্রমের সময়েই দ্রব্যের মূল্য হিসাবে টাকা দিতে রাজি না হয়, কিছুদিন পরে দিবে এইরূপ আখাফ দেয় এবং তাহার এই অঙ্গীকার বা প্রভিশ্রুতির উপর আখ্ রাখিয়া বিক্রেন্ডা যদি দ্রব্য বিক্রম করে, তবে তাহাকে ঝণভিত্তিক লেনদেন (Credit Transaction) বলা যাইতে পারে। এই ঝণভিত্তিক লেনদেনের মূল হইল আস্থা বা বিশ্বাস। ভবিশ্যতে ঋণগ্রহীতার না অর্থ দিবার ইচ্ছা ও ক্রমভার উপর ঝণদাতার আস্থা ও বিশ্বাস এইপ্রকার ঋণভিত্তি লেনদেনের মল ভিত্তি।

যে-ব্যক্তি ঝণ গ্রহণ করে সে ভবিষ্যতে নগদ টাকা দিবার প্রতিশ্রুতির সং সঙ্গে এক প্রকার চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করিয়া দেয়। এই সকল বিভিন্ন প্রকা চুক্তিপত্রকে ঋণপত্র (Credit Iustruments) বলা ১ই খণপত্র থাকে। সমাজে বিভিন্ন প্রকার ঋণপত্র প্রচলিত আগ্র থেমন — কাগজী নোট, চেক, হুণ্ডি বা বিনিময়-বিল, ব্যক্ষের ড্রাফট্ ইত্যাদি বর্তমানের ব্যবসায়-বাণিজ্যের বিপুল লেনদেন ও জটিল সম্পর্ক-জালে ঋণের স্থ বিশেষ শুক্তম্পূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য।

কি উদ্দেশ্যে ও কেমনভাবে এই ঋণ গ্রহণ করা হইতেছে সেই অনুষায়ী ইং[†] ভোগোদ্যেশী-ঋণ এবং উৎপাদনী-ঋণ এই ছ্ই ভাগে বিভক্ত করা হয়। ব্য^{ক্} ভোগের উদ্দেশ্যে জিনিসপত্র ক্রয়ের দরুল যখন ঋণ গ্রহণ করা হয় তখন ভ ভোগোদ্যেশী-ঋণ এবং নতুন বা বর্ধিত উৎপাদনের কার্যে নিয়োজিত হইলে তাই উৎপাদনী-ঋণ বলা চলে।

বহু প্রকারের ঋণপত্র বর্তমান সমাজে দেখিতে পাওয়া যায, (ক) প্রমিদরী নোট, (খ) চেক, (গ) বিনিম্য-বিল, (ঘ) ব্যাঙ্কেব বহুপ্রকাব ঋণপত্র ড্রাফট প্রভৃতি। কোন নির্দিষ্ট তারিখে অথবা চাহিদা অনুযাযী নগদ অর্থ দিবার প্রতিশ্রুতি লিপিবদ্ধ থাকিলে দেইরূপ ঋণপত্রকে প্রমিদ্রী নোট বলা হয। পূর্বে কোন ব্যক্তি, কোন ব্যাঙ্ক বা সবকার এইরূপ প্রমিদ্বী নোটের প্রচলন করিতে পারিত। প্রমিদবী নোটেব প্রচলনকাবীব উপব আন্তা ও বিশ্বাস পাকিলে এইসকল নোটসমূহ এক ব্যক্তিব নিকট হইতে অন্ত ব্যক্তিব নিকট হস্তান্তবিত হইতে থাকে এবং ইহাব সহাযতায় অর্থ নৈতিক লেনদেন ঘটে। সাধারণভাবে, আজকাল কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বা গভর্গমেট এইরূপ নোট চালাইবার অধিকার নিজেরা গ্রহণ করিয়াছেন। (খ) ব্যান্ধে আমানতকারী বংক্তি কর্তক কাহাকেও টাকা দিবার জন্ম ব্যাঙ্কেব উপব নির্দেশপত্রকে চেক বলা হয়। এই চেক্ হস্তান্তরিত হইযা অর্থ নৈতিক লেনদেনে বিনিম্যের মাধ্যমক্লপে কাজ কবে। চেকের সহিত কাগজী নোটেব পার্থক্য আছে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বা সরকার কর্তৃক প্রচলিত নোটগুলি হইল আইন-সিদ্ধ মৃদ্রা, চেক কথনই আইনসিদ্ধ নহে; ইহা গ্রহণ করিতে আইনত কেহ বাধ্য নহেন। (গ) দ্রব্যের ক্রেতার উপবে দ্রব্যের বিক্রেতা নির্দিষ্ট তাবিখের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দিবার নির্দেশ দিয়া যে-পত্র দেন তাহাকে বিনিম্য-বিল বলে। সাধারণত, ৩০ দিন, ৬০ দিন, বা ৯০ দিন পবে ক্রেতা ।বিক্রেতাকে এই অর্থ প্রদান করিবাব প্রতিশ্রুতি দেয়। এই নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে দ্রব্যের বিক্রেতাকে ঐ বিল ভাঙাইতে পারে অথবা বন্ধক দিয়া টাকা পাইতে পারে । (ঘ) যথন কোন ব্যাঙ্ক নিজের অপব কোন শাখাকে বা অপর কোন ব্যক্তিকে কিছু টাকা দিবার জন্ম নির্দেশ দেয় তথন সেই নির্দেশ-নামাকে ব্যাঙ্কের ড্রাফট্ বলে। ঋণ ব্যবস্থার প্রধান স্থবিধা হইল, ইহার ফলে নগদ টাকা ব্যবহারের প্রযোজনীয়তা কমিয়া যায়। প্রভূত পরিমাণে টাকা বহনের ও লেনদেনের ঝুঁকি এবং অস্থবিধা থাকে না। সমাজে ব্যবদা-বাণিজ্য ও ইহাদেব স্থবিধা উৎপাদন সকল কিছু ঋণপ্রথার দ্বারা উপকৃত হয়; স্থান ও কালের মধ্যে সংযোগ-সেতু হিসাবে ঋণ-প্রথা কাজ করে। ধাতৃ ও ধাতব মুদ্রার বদলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এই ঋণপত্র দ্বারা নেনদেন অনেক বেশি

াকণ-প্রথার বিশেষ বিপদ ও ত্রুটি হইল, ইহার ফলে মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা । বিকে খুব বেশি। ব্যাঙ্ক ঋণদানের পরিমাণ বাড়াইলে বা স্বকার অধিক পরিমাণে

ম্ববিধাজনক।

প্রমিসরী নোটের প্রচলন করিলে দ্রব্যসামগ্রীর দাম বৃদ্ধি পাইয়া মুদ্রাক্ষীতি
হইতে পারে। হ'ট্রে বলেন যে, ব্যবসা-সংকট বা বাণিজ্যও অহবিধা

চক্র স্থাষ্টতে এই প্রকার ঋণপ্রথাই প্রধানত দায়ী, ব্যান্ধঋণের সঙ্কোচ ও প্রসারই এইরূপ ব্যবসায়-চক্র ঘটাইয়া থাকে। ঋণ-প্রথার ফলে
সমাজে অনির্দিষ্টতা আসিয়া পড়ে; শেয়াব বাজারে বা দ্রব্যের বাজারে ফাট্রকা
ব্যবসায় শুরু হইতে পারে। জাতীয় বা আন্তর্জান্তিক ক্ষেত্রে ট্রাস্ট বা বৃহৎ
একচেটিয়া ব্যবসায় সংগঠন স্থাপিত হইতে পারে।

ব্যাঙ্ক (Banks): ঝণ লইযা যে-সংগঠনের ব বসায় পরিচালিত হয় সেইরূপ প্রতিষ্ঠানকে ব্যাঙ্ক বলে। সমাজের নিকট হইতে ঝণ করা এবং সেই টাকা ব্যক্তিদের মধ্যে ঋণ হিসাবে খাটানো, ইহাই ব্যাঙ্কের কাজ। সমাজে বহু প্রকার ব্যাঙ্ক দেখিতে পাওয়া যায়; বিভিন্ন ক্লেত্রে ঝণদানের কাজে বিভিন্ন প্রকার ব্যাঙ্ক নিযুক্ত থাকে।

ব্যাঙ্কের প্রধান কাজ হইল ব্যক্তিদের সঞ্চয়গুলি আমানতের আকারে একত্ত সংগ্রহ করা। আমানত অনেক প্রকারের হইতে পারে। কারেন্ট বা চল্ভি আমানত, সেভিংস বা সঞ্চয়ী-আমানত ও স্থির-আমানত। কারেন্ট আমানত হইতে ইচ্ছাত্র্যায়ী টাকা উঠানো চলে, কিন্তু সেভিংস ও স্থির-আমানত হইতে টাকা উঠাইবার বিছু বিছু বাধ্য-নিষেধ থাকে। আমানত হইল ব্যাঙ্কের ঋণ এবং ইহা ব্যাঙ্কেরই দায়িত্ব (Liability)। কারেন্ট হিসাবে রন্ধিত টাকাকে চাহিদা আমানত (Demand deposit) বলা চলে এবং অক্যান্ত ধরনের আমানতকে কাল-আমানত (Time deposit) বলা চলে।

থিতীয়ত, এই সকল টাকা ব্যান্ধ নিজের ব্যবহারের জন্ম ধার করে না। স্থদ পাইবার আশায় সে এই টাকাকে বিভিন্ন প্রকার ঋণপত্তে খাটায় অর্থাৎ শিল্প, বাণিজ্য ও অন্থান্থ কাজে ঋণ দেয়। ব্যান্ধ ঋণ দেয় ঋণগ্রহীতার নামে আমানত স্পষ্টি করিয়া, কোন আমানতকারীকে ওভার ড্রাফট্ দিয়া, বিল অব এক্সচেঞ্জ বা ছণ্ডি ক্রেয় করিয়া। দেশের বাণিজ্যিক ব্যান্ধগুলি সাধারণত ঋণ দেয় স্বল্প কালের ভন্ম, আবার বিনিয়োগ ব্যান্ধ বা শিল্প ব্যান্ধগুলি ঋণ দেয়।

ভূতীয়ত, কেন্দ্রীয় ব্যাহ্ব কাগজী নোটু প্রচলন করে এবং অক্সাফ্ত ব্যাহ্বও চেকের সাহায্যে লেনদেনের সহায়তা করে। কোন বাছে যথন টাকা জমা রাথে তথন আমানতকারীকে চেক কাটিয়া টাকা তুলিয়া লইবার স্থযোগ দেয়। এক ব্যাঙ্কের চেক অপর ব্যাঙ্কে জমা হয়, একজনের চেক বহুজনে গ্রহণ করে। এইরূপে বিনিম্ম ও প্রচলনের মাধ্যম হিদাবে টাকা স্বষ্টি করা ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলা চলে।

চহূর্বত, ব্যাঙ্কেব বিবিধ প্রকার কাজ আছে। দলিল-পত্র বা অলঙ্কার প্রভৃতি বহুমূল্য দ্রব্যাদি নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে লোকে ব্যাঙ্কে জমা রাখে। ব্যক্তির হিদাব রক্ষা কবে, বিষয় সম্পত্তি দেখান্তনা কবে, অথবা ব্যবদাযক্ষেত্রে সেই ব্যক্তির প্রতিনিধি হিদাবে বিভিন্ন প্রকার কাজ করিযা থাকে। বৈদেশিক মুদ্রা বেচাকেনা করে। দেশের এক অঞ্চল হইতে অন্য অঞ্চলে টাকার যাতায়াত সহজ করিযা তোলে।

দেশে ব্যক্ষ-ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম। উপযুক্ত ব্যক্ষ-ব্যবস্থা ছাড়া শিল্প-বাণিজ্যে সমৃদ্ধ হইয়া উঠা কোন দেশের পক্ষে সহজ্যাধ্য নহে। অনুশ্রত ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা দেশের শিল্প ও বাণিজ্যে অনুশ্রতির কারণ বলা চলে। ব্যক্ষ-প্রথাব ফলে মূলধনের চলনশীলতা বৃদ্ধি পায়। ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতাদের মধ্যে

ব্যাঙ্ক সংযোগ ঘটাইয়া দেয়। যাহারা মজুত টাকা ব্যবহার বর্তমান সমাজে ব্যাঙ্কের গুরুত

আসিয়। উপযুক্ত বিনিয়োগকারীদের সেই টাকা ঋণ দিয়া বাঙ্কে উভযকেই সাহায্য কবে। সমগ্র দেশে টাকার যে-কেনাবেচা চলিতেছে বাঙ্ক কোজে সহায়তা করে। চেক কাটিয়াও জমা লইয়া দেশের ব্যাঙ্কপ্রলি মিলিয়া যে প্রভূত পরিমাণ টাকা 'স্পষ্টি' করে তাহাতে দেশেব আর্থিক কাঠামোতে প্রসারশীলতাও নমনীযতা দেখা দেয়। সমাজে সঞ্চয়-প্রবৃত্তি বা সঞ্চয়-প্রবৃত্তা বাভ্নিয়া যায়; বাঙ্কে বি.নযোগের প্রয়োগ থাকায় সঞ্চয় ও বিনিযোগের ইচ্ছা ও আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। ইতন্তত বিক্ষিপ্ত কুমে কুমে ব্যক্তিগত সঞ্চয়কে একত্র সংগ্রহ করিয়া তাহা বিনিযোগ করা হয় ব লিয়া সমাজে উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও আয়ন্তর বৃদ্ধি পায়, অর্থ নৈতিক কলাণ্য সাধিত হয়।

ব্যাক্ষের ব্যাকান্য শীট (Balance Sheet of a Bank)

বাণিজ্যিক ব্যান্থের উষ্পর্ত পত্র বা ব্যান্থান্স শীট (Balance sheet) বিশ্লেষণ করিলে ব্যান্থের কাজকর্মের রূপ প্রকৃতভাবে বোঝা যায়। যে-সকল টাকা ব্যান্থের নিকট জমা দেওয়া হইয়াছে, ব্যাঙ্ক দেই সকলের জন্ম জনসাধারণের নিকট দায়ী; ইহা তাহার দেনাসমূহ (liabilities)। যে সকল টাক। বিভিন্ন কেবে ব্যান্ধ খাটাইয়াছে, নিযুক্ত সেই সকল টাকা ব্যান্ধের পাওনাও পাওনার কাঠামো বিশ্লেষণ কবিলে প্রতেকেটি ব্যান্ধের আর্থিক অবস্থা, উহার কার্যাবলী প্রভৃতি স্পষ্টভাবে অনুধাবন করা যায়। সাধারণভাবে, দেনাও পাওনার উভয়দিক সমান থাকে: কাবণ ব্যান্ধেব সকল পাওনা বা অর্থনিয়োগ বা সম্পত্তি অন্থের নিকট হইতে গৃহীত টাকার সাহাযে কবা হয়। সাধারণত, ব্যান্ধসমূহ যৌথমূলধনী প্রতিষ্ঠান হিসাবেই গঠিত হয়; স্কতবাং শেয়ার বিক্রয় করিয়াই প্রাথমিক মূলধন সংগৃহীত হয়।

দেনার দিকে (ক) শেয়ার বিক্রম করিয়া যে-পরিমাণ অর্থ পাওয়া গিয়াছে
তাহা প্রথমেই উল্লেখযোগ্য। (খ) দ্বিতীয়ত, চল্তি আমানত বা চাহিদাআমানত। (গ) তৃতীয়ত, স্বায়ী আমানতসমূহ। (ঘ)
ফেনাব বিষ্মসমহ
চতুর্থত সাবধানতার জন্ম সকল ব্যাক্ষই মুনাফার অংশ দ্বারা
রিজার্ভ তহবিল গড়িয়া তোলে। উহা শেয়ার ক্রেতাদের সম্পত্তি বলিয়া ব্যাক্ষের
দেনা হিসাবে ধরা হয়। (৬) পঞ্চমত, অন্যান্থ ব্যাক্ষকে দেয় যে অর্থ বাকি
রহিষাছে অথবা ব্যাক্ষেব নিকট যে-সকল বিল দেনা হিসাবে রহিয়াছে।

পাওনা বা সম্পত্তির দিকে (ক) সর্বপ্রথমে ধরিতে হয়, যে নগদ টাকা ব্যাঙ্কের হাতে রহিয়াছে, দৈনন্দিন লেনদেনের কাজ সম্পন্ন করিবার জন্ম যাহা ব্যাঙ্কের নিজের রিজার্ভে অথবা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট গচ্ছিত রাথা পাওনাব বিষযসমূহ হইয়াছে। (খ) অন্সান্ম ব্যাঙ্কের নিকট যে-পাওনা আছে অথবা অত্যক্সকালীন বিনিয়োগসমূহ। (গ) তৃতীয়ত, সরকারী ঋণপত্র ক্রয় করিয়া ব্যাঙ্ক যে টাকা বিনিয়োগ করিয়াছে। (ঘ) ঋণ হিসাবে যে-টাকা বিভিন্ন ক্রেরে বিনিয়োগ করিয়াছে। (৬) পঞ্চমত, ব্যাঙ্কের নিজন্ম ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র অথব। অন্যান্য সম্পত্তিসমূহ।

ব্যাঙ্কের এই ব্যালান্স শীট বা দেনাপাওনার হিসাব পর্যবেক্ষণ করিয়া
ব্যাঙ্কের কাজকর্মের স্বন্ধপ জানিতে পারা যায়। কোন বিশেষ ব্যাঙ্কের আর্থিক
অবস্থাও স্পষ্টভাবে জনুধাবন করা সম্ভব হয়। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কিং-প্রথার
নাণিজ্যিক ব্যাঙ্কপ্রথান
ভিন্ন নাভি
বিয়মসমূহ স্টাঙ্কদ্ধপে প্রতিপালিত হইতেছে কিনা তাহাও
ব্যা যায়। সাধারণত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কপ্রথার তিনটি
নীতি আছে; সাবধানতা, মুনাফালভ্যতা ও তরলতা
(safety, profitability and liquidity)। ব্যাঙ্কের বিনিয়োগ এক্ষপ

হওয়া আবশ্যক যাহাতে জনসাবাবণেব আমানতী টাকাব কোন লোকসানেব ভ্য থাকে না। উপযুক্ত ক্ষেত্রে, উপযুক্ত বন্ধক লইয়া তবেই টাকা বিনিয়োগ কবা উচিত। মুনাফাব দিকেও লক্ষ্য বাথা দবকাব। সর্বোপবি, বিনিয়োগ এইরূপ হওয়া উচিত যাহাতে প্রযোজন হইলেই অতি সম্বব উহাবে নগদ টাকায রূপান্তবিত কবা যায়। অর্থাৎ, এরূপ সম্পন্তিতে বিনিয়োগ ববা উচিত, যাহাকে অতিদ্রুত নগদ টাকায় পবিণত কবা চলে।

বিভিন্ন প্রকার সম্পত্তিতে ব্যাস্কের টাকা খাটানো (Distribution of assets of a Bank)

বোন ব্যাঙ্কেব ব্যালান্স শীটেব পাওনা বা সম্পত্তিব দিকে তাকাইলে আমবা দেখিতে পাইব ব্যাঙ্কটি কোন্ বোন্ খাতে কত টাকা খাটাইযাছে। দেশে বিভিন্ন প্রকাব সম্পত্তি আছে, যেমন নগদ টাকা, বেসবকাবী ও স্বকাবী ঋণপত্র, বিল অফ্ এক্সচেঞ্জ, বগু ও ডিবেঞ্চাব, বিভিন্ন শিল্পে বা ব্যবসাযে ঋণ দেওয়া, ঘব ভাডা, আস্বাবপত্র, জায়গা জমি প্রভৃতি। ইহাদেব মধ্যে কোন ধ্বনেব সম্পত্তিতে সে কত টাকা খাটাইবে, তাহা আলোচনা কবা প্রযোজন।

ব্যাঙ্ক জানে যে, তাহাব সকল আমানত যদি সে বাব দিয়া দিতে পাবিত তবে তাহাব মুনাফা হইত খুব বেশি। কিন্তু তাহা সন্তব নয। বেশিব ভাগ আমানত-কাৰীই চেক কাটিয়া লেনদেন কবে স্ততবাং বলঙ্কগুলি তাহাদেব পাৰস্পবিক দেনাপাওনা খাতায-পত্ৰেই মিটাইয়া ফেলিতে পাবে , নগদ টাকাব বিশেষ দবকাৰ

হয না। তবুও কিছু সংখ্যক আমানতকাবী নগদ টাকা বাগা অনেক সম্য ফেবং চায। তাই কিছু প্ৰিমাণ নগদ টাকা তাহাকে নিজেব কাছে স্বদা জমা বাখিতেই হইবে। বেশি

ঋণ দিলে বেশি স্থদ আয় হইবে, স্থতবাং বাাক্ষেব ইচ্ছা হইল নগদ টাকা কম বাথিয়া বেশি টাকা ঋণ দেওয়া। কিন্তু সাবধানের মাব নাই তাই বাাক্ষ এই লোভ সংবৰণ কবিয়া বাথে, মোট আমানতের কিছু অংশ সে নগদ টাকা কপে জমা বাথে। নগদ টাকাই সর্বাপেক্ষা তবল সম্পত্তি (most liquid of all assets), দবকাব মত ইহাব সাহায্যে বাাক্ষ তাহাব যে-কোন দেনা মিটাইতে পাবে, কিন্তু নগদ টাকা হাতে জমাইয়া বাথিলে সেই টাকা হইতে স্থদ পাওয়া যায় না। বেশিব ভাগ দেশে স্বকাবী আইন অনুযায়ী বা চিবাচবিত প্রথা (convention) মনুযায়ী মোট আমানতেব কিছু অংশ সকল বাাক্ষ নগদ টাকাব আকাবে জমা বাথিয়া থাকে।

ইহার পরেই সর্বাধিক তরল সম্পত্তি হইল অন্থ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে পাওনা টাকা। ইহাই তাহার আত্মরক্ষার বা প্রতিরোধের প্রথম সাইন (first line of

defence)। ব্যাঙ্ক যথন দরকার মনে করে তৎক্ষণাৎ সে অক্স অক্সান্ত ব্যাঙ্কের নিকট পাওনা হাতে নগদ টাকার পরিমাণ বাডাইয়া ফেলিতে পারে।

সম্পত্তিগুলির তারল্য ক্রমশ হ্রাস পাইতেছে, (in descending order of liquidity ', তাই দেখা যায় যে, অস্তান্ত বাংক্ষরে নিকট হইতে পাওনার পরেই স্থান হইল তলব-ঋণের (call loans) বা অত্যল্পকালীন ঋণের। একদিন বা ক্যেকদিনের জন্ম এই ঋণ দেওয়া হয়। এই ধরণের ঋণ হইতে ব্যাল্পগুলি স্থাপ পায় খুবই কম, ঋণগুহীতাকে কোনরূপ সময় না দিয়া (without notice) এই ধরণের ঋণ ফেরৎ লওয়া চলে অর্থাৎ নগদ টাকায় রূপান্তরিত করা সম্ভব। অসুহত

দেশের তুলনায় উন্নত দেশগুলি ব্যাক্ষের এই প্রকার বিনিয়োগে

তলব-ধণ বা বেশি টাকা খাটাইয়া থাকে। তারল অনুযায়ী ইহার পরের অতাঙ্কলানীন ধণ ধাপের বিনিয়োগ হইল সরকারী ঋণপত্র ক্রয় করা। স্বল্পকালীন

ঋণপত্র বা ট্রেজারী বিল ক্রয় করিয়া অথবা দীর্ঘকালীন ঋণপত্র বা সরকারী প্রমিসরী নোট ক্রয় করিয়া ব্যাঙ্ক এই খাতে টাক। খাটায়। এই সকল স্থত্ত হইতে একটু

বেশি স্থদ পাওয়া যায়। ইহাদের তারল্যও বিশেষ কম নয়,
সরকারী ধণপত্র
কারণ যে-কোন সময ইহাদের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট
ভিস্কাউণ্ট করিয়া নগদ টাকা পাওয়া যায়। এইখাতে ব্যাঙ্কগুলির বিনিয়োগ মুদ্ধের
মধ্যে ও পরবর্তীকালে বাভি্য়। গিয়াছে। ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কেরা তাহাদের মোট
আমানতের ৩০% সরকারী ঋণপত্রে খাটায়, ভারতের ব্যাঙ্কগুলি প্রায় ৫০%।

বেদরকারী ব্যবসাশীদেব যে বিলগুলিকে ডিস্কাউণ্ট করিয়া ব্যাক্ষ নিজের হাদে রাখিযাছে, সেইগুলিও তাহার গুরুত্বপূর্ণ সম্পত্তি। ইহাদের মধ্যে যেগুলি খুব শীদ্র ফলপ্রস্থ হইবে (nearing maturity) বেদরকারী উহাদের তারল্য অপেক্ষাকৃত বেশি। এই বিলপ্তলি ব্যবসায়ীদেব বিল নিজে নিজেই ফলপ্রস্থ হয়, অর্থাৎ, ৩ বা ৬ মাদের মধ্যে ইহা হইতে টাকা পাওয়া যাইবে, দরকার হইলে এই সময়-সীমার পূর্বেই অন্থ ব্যাক্ষে বা কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষে ইহাদের ভাঙাইযা লওয়া চলিবে, অর্থাৎ ডিস কাউণ্ট করিয়া নগদ টাকা পাওয়া যাইবে। তাহা ছাড়া এই বিলপ্তলি

হস্তান্তরযোগ্য সম্পত্তি (negotiable instruments), তাই ইহাদেব বন্ধক দিয়া পেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বা অন্থান্থ ব্যাঙ্কেব নিকট হইতে দবকাব মত নগদ টাকা পাওয়া যায়।

ব্যবসাধী ও শিল্পপতিদেব ব্যান্ধ ঋণ দেয়, অব্যা কোন-না-কোন সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া সে এই ধবনেব বিনিযোগ কবিয়া থাকে। আজকাল অব্যা কোন কোন দেশে (যেমন ইংলণ্ডে) অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত জামিনেব ভিজিতেও ঋণ দেওয়া হয়। ঋণগ্রহীতাব নামে নূতন আমানত বা জমা খুলিয়া দিয়া বা তাহাব নিজস্ব আমানতেব ভুলনায় বেশি টাকা ভুলিয়া লওয়াব অনুমতি দিয়া (overdraft) ব্যান্ধ এইরূপ ঋণ দিয়া থাকে। এই ধবণেব বিনিয়োগেব তাবল্য প্রধানত নির্ভব কবে বন্ধকী বাখা জিনিসেব তবলতাব উপব। তাহা ছাডা, নিজস্ব ঘববাডি, আসবাবপত্র প্রভৃতিও ব্যাঙ্কেব নিজস্ব সম্পত্তি। কিন্তু এই প্রকাব সম্পত্তিব তাবল্য অন্থান্ড প্রকাব বিনিয়োগেব ভুলনায় কম।

বাণিজ্যিক বাংশ্বর মূলনীতি বা ঋণনীতি (Fundamental Principles of Commercial Banking or the credit Policy of a Commercial Bank)

বাণিজ্যিক ব্যাস্কগুলিব কাজ হইল জনসাধাবণের নগদ টাবাকে আমানতে পবিণত কবা, আবাব সেই আমানতকে নগদ টাকায় কপান্তবিত কবা। জনসাধাবণের নিকট হইতে আমানত হিসাবে তাহাবা যে ঋণ লয়, সেই ঋণ আমানতকাবী ব্যক্তিবা যথন খুশি ফেবৎ চাহিতে পারে। মাবধানতা ব্যাক্ষের টাকা ফেবৎ দিবার ক্ষমতার উপর এই আফা বা খুনাফা লভ্যতা ও ভর্মতা বিশ্বাসই ব্যাক্ষের দিক হইতে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শাক্ত। তাই তাহাকে সর্বদা সাবধান থাকিতে হয়, সে এমন পবিমাণ নগদ টাকা হাতে বাথিবে বা এমন জাযগায় টাকা থাটাইবে যাহাতে আমানতকারীর টাকা নষ্ট না হয়। কিন্তু কেবলমাত্র সাবধানতাব নীতি অবলম্বন কবিয়া টাকা হাতে লইযা ব্যিয়া থাবিলেই তাহাব চলিবে না। ব্যাক্ষ একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, আব মুনাফা কবাই সকল ব্যবসায়ের লক্ষ্য। যত কম

টাকা জমা রাথিয়া বেশি টাকা ধার দিবে, ততই তাহার মুনাফার সম্ভাবনা। তাই যে-ধরনের বিনিয়োগে সর্বাধিক মুনাফা পাওয়া খায় সেই ধরণের বিনিয়োগে টাকা খাটাইবার কথা তাহাকে ভাবিতে হইবে। কেবলমাত্র সাবধানতার নীতি অবলম্বন করিয়া বদিয়া থাকিলে তাহার চলিতে পারে না। তাহাকে মুনাফালভ্যতার নীতি অনুযায়ী উপযুক্ত পরিমাণে বিনিয়োগও করিতে হইবে। কিন্তু, বাঙ্ক দর্বোচ্চ মুনাফার নীতি অনুযায়ী টাকা খাটাইতে পারে না, কারণ কেবলমাত্র এই নীতি অনুসরণ কবিলে তাহাকে বিপদে পড়িতে হইতে পারে। ব্যাঙ্ক নিজের টাকায় ব্যবসায় করে না, অপরের নিকট হুইতে ঋণ লওয়া টাকা বা আমানতই সে ঋণগ্রহীতাদের ধাব দেয। এই আমানতকারীরা যথন খু দি নিজেদের টাকা ফেরৎ চাহিতে পারে, অধিকাংশ আমানতকারীরা তাহাদের আমানত একত্তে তুলিয়া লইতে চাহিলে ব্যাঙ্কে রান (run) হইতে থাকে। এই সময়ে ব্যাঙ্কের উপর লোকের আস্থা ও বিশ্বাস টলিয়া গিয়াছে, সকল আমানতকারীকে নগদ টাকা ফেরৎ দিতে পারিলে তবেই এই আস্থা দে পুনরায অর্জন করিতে পারে। স্থতরাং ব্যাঙ্কগুলি এমনভাবে টাকা খাটায় যাহাতে তাহার বিনিয়োগগুলিকে দে যথাসম্ভব দ্রুত নগদ টাকায় রূপান্তরিত করিয়া ফেলিতে পারে। কোন কোন সম্পত্তি দ্রুত অপর ধরনের সম্পন্তিতে রূপান্তরিত হইতে পারে, তাহাই সেই সম্পন্তির তরলতার মাত্র। (degree of liquidity), তাই নগদ টাকাই সর্বাপেকা তরল সম্পত্তি। ব্যাঙ্ক তাই এমনভাবে বিনিযোগ করে যাহাতে তাহার বেশির ভাগ আমানতই তরল বিনিয়োগে আবদ্ধ থাকে, এই তারল্যের নীতি স্মরণ না করিয়া সে পারে না।

বিজ্ঞ ব্যাঙ্কারের কাজই হইল এই সকল পরস্পরবিরোধী নীতির মধ্যে উপযুক্ত সামঞ্জস্থানা। সে সাবধান থাকিবে, মুনাফাও বাড়াইবে, আবার এমন

বিজ্ঞ বাংকার এই তিনটি নীতি স্মরণ বাংগিবে যোগ্য। সাবধান হইয়া যদি সে বেশি টাকা জমা রাথে তবে বিনিয়োগের জন্ম টাকা কম থাকিবে, লাভের আশা কম।

রূপে বিনিয়োগ করিবে যাহা সহজে নগদ টাকায় রূপান্তর-

যদি সর্বাধিক তরল সম্পত্তি, অর্থাৎ একেবারে নগদ টাকা হাতে

রাথে তাহা হইলে লাভ হইবে কোথা হইতে ? যত বেশি অতরল বা তারশ্যহীন বিনিয়োগে টাকা খাটাইবে তত বেশি ফ্ল পাইবে, তাহার লাভও বেশি হইবে। কিন্তু তারল্যহীন বিনিয়োগে তাহার ঝঁকি বেশি, নিরাপন্তা কম। তাই বিজ্ঞা ব্যাহারের কাজই হইল এই তিন্টি নীতির মধ্যে সামঞ্জ্য রাখা। প্রথমেই ধরা যাউক জমার কথা। বলা হয় যে, ব্যাঙ্কিং-এর সাফল্য জনেকাংশে নির্ভর করে জমা বা রিজার্ভের উপযুক্ত পরিচালনার উপর (Successful banking depends laregely on the management of reserves)। নিজের হাতে রক্ষিত নগদ টাকা এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট রক্ষিত জমা ইহাই তাহার আত্মরক্ষার প্রথম সোপান। এই জমার পরিমাণ বেশি হইবে না, কিন্তু পর্যাপ্ত হইবে। জমা উপযুক্ত না হইলে ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্কের নীতি নিজের বিপদ নিজেই ডাকিয়া আনিতেছে। আবার প্রয়োজনের তুলনায় বেশি হইলে যে-মুনাফা সে পাইতে পারিত

তাহা হ ইতে ব্যাঙ্ক বঞ্চিত হইতেছে। এই জমা বা রিজার্ভ পরিচালনার ব্যাপারে তাই বিজ্ঞ ব্যাঙ্কারকে ধনলিপ্সা ও ভীরুতার মধ্যে কোথাও একটা সামঞ্জস্ম খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। আমানতের ঠিক কত অংশ সে নগদ টাকায জমা রাখিবে তাহা অনেকটা নির্ভর করে তাহার বিবেচনার উপর, কি-হারে আমানতকারীরা নগদ টাকা তুলিয়া লইবার কথা চিন্তা করিতেছে সেই সম্পর্কে ব্যাঙ্কারের অভিজ্ঞতার উপর। ব্যাঙ্কের মোট দেনার তুলনায় তাহার নগদ জমার পরিমাণ সর্বদাই কম. তাই সকল আমানতকারী এক সঙ্গে নগদ টাকা চাহিলে ব্যাঙ্ক ফেরৎ দিতে পারে না। কোন একটি ব্যাঙ্ক অবশ্য অন্তান্ত ব্যাঙ্কের বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে হঠাৎ প্রয়োজন হইলে টাকা আনিয়া আমানতকারীদের দেনা মিটাইতে পারে, কিন্তু সকল ব্যাঙ্কের পক্ষে একইসঙ্গে ইহা সম্ভবপর নয়। ব্যাঙ্কের উপর যতক্ষণ আমানত-কারীদের আস্থা আছে, ততক্ষণ এই রিজার্ভের গুরুত্ব ততটা নাই, কিন্তু একবার আস্থা হারাইতে থাকিলে মোট আমানতের ১০০% জমা রাথাই একমাত্র নিরাপদ। স্থাসময়ে ইহার প্রয়োজন নাই, কিন্তু অসময়ে এই জমা পর্যাপ্ত নয়—এই অবস্থা মানিয়া লইয়াই ব্যাঙ্কারকে কাজ চালাইতে সাধারণত ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের মোট আমানতের ৮ হইতে ১০% রাখে; সকল দেশেই বাান্ধারদের অভিজ্ঞতা হইতে মোটামুটি এই রিজার্ভের অনুপাত সকল ব্যাঙ্কারের জানা থাকে।

রিজার্ভ বা জমার পরিমাণ সম্পর্কে মোটামুটি স্থির করিয়া ব্যাঙ্কার তাহার বিনিয়োগের দিকে নজর দেয়। মুনাফা বাড়াইতে হইবে, আবার বিনিয়োগের তারল্যও বজায় রাখিতে হইবে। বিভিন্ন ঝুঁকিসম্পন্ন ঋণে বিভিন্ন স্থদের

^{*&}quot;Modern private banking is an uneasy compromise of elements which are unnecessary if the sun is shining, and insufficient if it is not."

হারে দে টাকা খাটায়। এই বিষয়ে কোন ব্যান্ধারকে অনেক দিকে চিন্তা করিতে হয়। যেমন, সাধারণত বাণিজ্যিক ব্যান্ধন্তলি বেশি দিন আবদ্ধ থাকিতে পারে এইরূপ স্থানে টাকা খাটায় না। সাধারণত লোকে অল্ল বিনিয়োগ সম্পর্কে সময়ের জন্ম টাকা আমানত রাখে, তাই ব্যান্ধকেও ঐ আমানত অল্পসময়ের মধ্যেই খাটাইয়া লইতে হয়। অল্পসম্যী আমানত লইযা দীর্ঘকালীন বিনিয়োগে টাকা খ টাইবার ঝুঁকি সে নিতে পারে না। খুব অল্প সময়ের মধ্যে (যেমন তিন মাসে) যে-বিলগুলি আপনাআপনি ফলপ্রস্থ হইয়া উঠে (self liquidating), সেই ধরনের ঋণপত্রে নিয়োগ করাই ব্যান্ধের পক্ষে যুক্তিসঙ্গত। অধিক সময়ের জন্ম ধার দেওয়ার ছুইটি বিপদ, টাকা ফেরং না পাওয়ার সম্ভাবনা আছে, আর বন্ধকী সম্পত্তির মূল্য বাজারে হ্রান্স হইতে পারে। সেইজন্ম বলা হয় যে, বিজ্ঞ বলান্ধারের গুণ হইল বিল ও বন্ধকের মধ্যে পার্থক্য বুঝিতে পারা (difference between bill and mortgage)।

কেবলমাত্র প্রথমশ্রেণীর বিল চিনিতে পারিলেই ব্যাঙ্কারের কাজ শেষ হয় না. তাহাকে বিভিন্ন সমযের মধ্যে এই বিনিযোগগুলি উপযুক্তভাবে বন্টন করিয়। দিতে হয়। এই বিষয়ে তাহাকে অনেক দিকেব উপর নজর রাখিতে হয়। কখনও কখনও টাকার লেনদেন বাড়ে, তাহাকে বলে তেজী মর্ম্ম (busy season); আবার কথনও কথনও টাকার লেনদেন কমে উহাকে বলে মন্দা মর্মুম (black season)। মন্দার মরম্মে ব্যাক্ষের ঋণের জন্ম চাহিদা কম, আবার তেজী মরস্থমে উহার চাহিদা বেশি। তাই ব্যান্ধার এমনভাবে বিল ও দিকিউরিটিগুলি কেনে যাহাতে মন্দার মরস্থমে বেশি টাকা তাহার কাছে ফিরিয়া না আসে অপচ তেজী মরম্বমে অধিকাংশ বিদ্য ও দিকিউরিটিঞ্জলি ফলপ্রস্থ হয় এবং তাহার নিকট নগদ টাকা পৌছে। মন্দার মরস্বমে যখন ব্যাঙ্কের হাতে নগদ টাকা বেশি, তখন সে অতি অল্প সমযের জন্ম টাকা খাটাইবে, ইহাতে খুব কম আয় হইলেও সে দীর্ঘকালান বিনিয়োগে আবদ্ধ করিবে না। কারণ সে তেজী মরস্থমের অপেক্ষায় আছে, সেই সময় তাহার হাতে নগদ টাকার প রমাণ যধাসম্ভব বেশি থাকা বিভিন্ন সময়ে দরকার। দীর্ঘকালীন বিনিয়োগে টাকা খাটানোর ঝোঁক ফলপ্রস্থ ঝণপত্র আজকাল ব্যাকণ্ডলির মধ্যে নেখা যাইতেছে। যদি হাতে বেশ কিছু পরিমাণ বেশি টাকা থাকে তবেই ব্যাহ্ব এই চিন্তা করিতে পারে।

বিনিয়োগের ঝুঁকির পরিমাণ কমাইবার উদ্দেশ্যে আজকাল কয়েকটি ব্যাঙ্ক মিলিয়া দিম্মিণিত প্রতিষ্ঠান (consortiumn) গঠন করিয়া দীর্ঘকালীন বিনিয়োগ করিবার চেষ্টা করিতেছে।

বিনিয়োগের তারল্য বজায় রাখার জন্ম ব্যাঙ্ক তাহার মোট বিনিয়োগকে বিভিন্ন প্রকার ঋণের মধ্যে স্থাচিন্তিতভাবে ছড়াইয়া রাখিবে। কিছু টাকা সে তরল-ঋণ ও অত্যঙ্ককালীন ঋণেব বাজারে খাটাইবে। এবং নির্দিষ্ট সময়ে যে-বিলগুলি আপনা আপনি ফলপ্রস্থর সম্ভাবনা তাহাতে কিছু টাকা রাখিবে। সরকারী স্বন্ধকালীন বিল বা ট্রেজারী বিলে সাধারণত বেশি টাকা রাখা হয়।

মধ্যকালীন বা দীর্ঘকালীন সরকারী বিনিয়োগে টাকা রাখা হয়।

মধ্যকালীন বা দীর্ঘকালীন সরকারী বিনিয়োগে টাকা রাখা ততটা যুক্তিযুক্ত নয় বলিয়া অনেকে মনে করেন, কারণ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের স্থদ সম্পর্কে নীতির উপর এই সিকিউরিটি-গুলির দাম নির্ভর করে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রদের হার বাড়াইলে সরকারী সিকিউরিটিগুলির বাজার-দব কমিয়া যায়, তাই ইহাতে টাকা খাটানো বিশেষ নিরাপদ নয়।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, ব্যাঙ্কের ধনসম্পন্নতা (solvency) ও তরলত। (liquidity) উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। কোন ব্যাঙ্কের অবস্থা ভাল, ইহা বেশ ধনসম্পন্ন—এই কথা বলিলে বোঝা যায় তাহার ঋণ-পরিশোধের যোগ্যতা আছে। অর্থাৎ, ব্যাঙ্কের মোট সম্পন্তির পরিমাণ এত যে সে মোট দেনা মিটাইতে সক্ষম, তাহার ঋণশোধযোগ্যতা আছে। কিন্তু এই অবস্থাতেও তাহার তারল্য না থাকিতে পারে। তারল্য নির্ভর করে দে কি ধরনের সম্পত্তিতে টাকা খাটাইয়াছে, উহাদের কত দ্রুত এবং ক্ষতি স্বীকার না করিয়া আবার নগদ টাকায় পরিণত করা সম্ভব—ইহার ঋণশোধযোগান্তা উপর। ঋণসম্পন্নতা থাকিলেই ব্যাঙ্কটি নিরাপদ ও তরলতা তারল্য থাকিলে তবেই তাহার ঝঁকি কম। অনেক সম্পত্তি এক নয় থাকা অবস্থাতেই যদি চাহিবামাত্র ব্যাঙ্কটি আমানতকারীকে টাকা দিতে না পারে, তবে তাহার নিরাপন্তা নাই। তাই বিনিয়োগের मिक इटेएड व्यास्त्रत नवीधिक एकप्यपूर्व विषय इटेन विनिर्यार्थत छात्रना বজায় রাখা।

সম্পত্তি বা বিনিয়োগ পরিচালনার তত্ত্ব (Theories of Asset Management)

কেমন করিয়া ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের বিনিয়োগের বা সম্পত্তির তারুল্য বজায় রাখিতে পারে সেই বিষয় ব্যাঙ্কিং-এর পণ্ডিতের। বহু আলোচনা করিয়াছেন। অনেকদিন ধরিয়া বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির নীতি হিসাবে গৃহীত হইয়াছে যে, এই ব্যাঙ্কগুলি কেবলমাত্র স্কল্পকালের জন্ম আপনাআপনি পরিশোধ্য এবং উৎপাদক-ঋণ (shorterm self-liquiding, productive loan) দিবে। এই নীতি অমুদর্ণ করিলে ব্যাঙ্কগুলি কেবলমাত্র ম্রব্যদামগ্রীর উৎপাদন ও বিক্রয়ের (বা বন্টনের) উদ্দেশ্যে ঋণ দিবে। কোন কারখানায় দ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে, বা কারখানা হইতে দ্রব্যগুলি বিক্রয়ের জন্ম বাজারে যাইতেছে আসল-বিল বা —এই সকল ধারাকে সাহায্য বা ত্বরাগ্রত করার জ**ন্ম** স্বয়ংশোধের নীতি ব্যাক্ষগুলি ধার দিবে, অনেকে এইরূপ মনে করেন। উৎপন্ন হইলে বা বিক্রয় হইয়া গেলে ব্যাঙ্ক সেই টাকা হইতে এই ঋণ ফেরৎ পাইবে, উৎপাদন ও বিক্রয়ের ধারার মধ্যেই এই ঋণ শোধ হইয়া যাইবে—তাই ইহাদের স্বয়ংশোধ্য ঋণ বা সম্পত্ত (self-liquidating assets) বালয়া মনে করা হয়। এই ধরণের কাজে ঋণ দানের নীতিকে বলা হয় "আদল-বিলের নীতি" (Real Bills Doctrine) বা "ষয়ং পারশোধের তত্ত্ব" (Theory of Self-Liquidity)। সমগ্র উন্বিংশ শতাব্দাতে ব্যান্তংজগতে এই নাতির প্রাধান্ত ছিল,

আধুনিককালে এই তত্ত্বের বহুবিধ সমালোচনা হইয়াছে এবং মোটামুটি ইহার পরিবর্তে ভিন্নরূপ নাতির কথা বলা হইতেছে।* যেমন, প্রতিটি ব্যাঙ্কের প্রতিটি ঋণই যাদ এইরূপ 'আসল-বিলের নীতি' অনুযায়ী করা হয় তাহা হইলে ব্যবসায় বাণিজ্য চলিতে পারে না। যে-উৎপাদনধার। বা বিক্রয়-ধারা সম্পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে ঋণ লওয়া হইয়াছল তাহা সম্পূর্ণ হইবার পূর্বমূহুর্তে আবার ঋণ লওয়া দরকার হয় অথবা পুরাতন এই নীতির ক্রটি বিশ্ব আবার দেওয়া হইবে (renewal of old loans) এইরূপ প্রতিক্রতির প্রয়োজন হয়। পুরাতন ঋণ সম্পূর্ণ শোধ পাইলে আবার

এবং বর্তমানেও বহু পণ্ডিত ইহাকে সমর্থন করেন।

^{*&}quot;The real bills doctrine, as Mr. Hart has observed, sounds very nice as it has a flavour of unattainable moral beauty' about it. But it conceals several fallacies."—Dr. S. K. Basu, A Survey of Contemporary Banking Trends, P 281.

ন্তন ধারা শুক্রর সময়ে ঋণ পাওয়া যাইবে এইরূপ হইলে সমাজে উৎপাদন ও বাণিজ্য ক্ষতিগ্রন্থ হয় না। দেশের কোন কোন ব্যান্ধ যদি নৃতন ঋণ স্পষ্টি করিয়া চলে তবে দেই ঋণপ্রোতই দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন ও বিক্রয় বাড়াইয়া দিয়া সকল ব্যান্ধ হইতে ঋণগ্রহীতাদের পুরাতন ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা গড়িয়া ভুলিতে থাকে। পুরাতন বিলগুলি পরিশোধের পূর্বে যদি ব্যাঙ্কেরা নৃতন বিল গ্রহণ করিতে রাজি না হয়, তবে সম্ভাব্য ঋণগ্রহীতাদের কাজকর্ম প্রসারিত হয় না, উৎপাদন ও ব্যবসায়বাণিজ্য হ্রাস পায়, দেশের ক্রয়শক্তি কমিয়া যায়, দামস্তর কমে, পুরাতন ঋণগ্রহীতারাও তাহাদের ঋণ শোধ করিয়া উঠিতে পারে না। ধিবিশেষত, ব্যবসায় সংকটের যুগে জিনিসপত্র বিক্রয় করিয়া অনেক সময় ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়, এই অবস্থায় যদি ব্যবসায়ীদের নৃতন ঋণ পাইবার পূর্বেই পুরাতন ঋণ শোধ দিতে হয় এবং দেশে সকল ব্যান্ধ মিলিয়া ঋণ সংকোচনের নীতি গ্রহণ করে তবে ব্যবসায়বাণিজ্য নিশ্চ্য ক্ষতিগ্রন্থ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই নীতি তাই সমর্থনিযোগ্য নহে।

তাহা ছাড়া, আধুনিক কালে তারল্য সম্পর্কে ধারণা পূর্বাপেক্ষা একটু ভিন্নব্নপ হইষা উঠিয়াছে। কোন বাঙ্কে যদি তাহার সম্পত্তিগুলিকে অন্থ বাঙ্কের নিকট বিক্রয় করিয়া দিতে পারে অথচ তাহার কোনব্নপ আর্থিক ক্ষতি না হয়, তবেই সেই ব্যাক্ষ তরল অবস্থায় আছে বলিয়া মনে করা যায়। দরকারমত আমার হাতের বিল ও সিকিউরিটিগুলি বিনা-ক্ষতিতে আমি যদি অন্থল্ঞ বিক্রয় কবিতে পারি, তবেই আমার ঋণশোধযোগ্যতা এবং তারলা বজাষ রহিল, এইক্রপ মনে করা চলে। ইহাকে বলে 'অপসারণের নীতি' (Shiftability theory)। দ্রুত এবং লোকসান না দিয়া কোন ব্যাক্ষ অপর ব্যাক্ষের নিকট নিজ সম্পত্তি হস্তান্তরিত করিয়া নগদ টাকা ফেরৎ

*"If bankers, in a misguided attempt to 'liquidate' their assets, refuse to take up any new bills and do simply sit back in their parlours and wait for the maturities of the bills in their portfolios there is a catastrophic fall in the supply of purchasing power and the catastrophic fall in prices which makes it impossible for debtors to meet bills out of the proceeds of their operations. Only by maintaining their assets can banks maintain the 'self-liquidating' character of a substantial class of them. The banks are for the most part important direct lenders in the short-term Capital market, and the availability of means to pay off maturing short-term debts depends essentially on the bank's readiness to make new short-term loans." Sayers, Modern Banking (4th Edn) P, 196.

পাইতে পারে—এই ধরণের সম্পত্তিতে বিনিয়োগ করিলেই তারল্য বজায় থাকে। ফলপ্রস্থ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার প্রয়োজন নাই—দরকার হইলে উহার পূর্বেই বিলপ্তলিকে অন্যত্র অপসারণ করা সম্ভব হইলে উহাকে তারল্য বলিয়া মনে করা হয়।

অপসারণ তত্ত্বের সমর্থনকারীরা মনে করেন যে, কেবলমাত্র অন্থ ব্যাঙ্কের নিকট নয়, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট অপসারণের যোগ্য বিবেচিত হইলেই সেই বিলগুলি কিনিয়া বিনিয়োগের তারল্য বজায় রাখা চলে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যে-সকল বিল বা ঋণপত্র কিনিতে প্রস্তুত আছে, কোন ব্যাঙ্ক সেইগুলিতে টাকা খাটাইলেই তাহার তারল্যাবস্থা বজায় থাকে, কারণ দরকারমত সে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে উহাদের বিনিম্যে নগদ টাকা পাইবে।

'আসল-বিলের তত্ত্ব' বা 'অপসারণের তত্ত্ব' যাহাই গ্রহণ করা হউক না কেন ব্যবসায সংকটের যুগে ইহাদের কোনটিই বাাস্থকে বাঁচাইতে পারে না। সংকট-কালে বিল ও সিকিউরিটিগুলি আপনা-আপনি ফলপ্রস্থ (self liquidating) হইযা উঠে না, কারণ ঋণগ্রহীতাদের ঋণশোধের ক্ষমতা হ্রাস পায়। সকল ব্যাক্ষের ক্ষেত্রে এইরূপ অবস্থা আসিলে কোন ব্যাস্কই অপর কাহারপ্ত

বে শ্রীষ বাঞ্চই নিকট নিজের কোন আশ্রয়স্থল

নিকট নিজের কোন সম্পত্তি অপসারণ করিতে পাবে না। এই অবস্থায় একমাত্র কেন্দ্রীয় ব্যাঞ্চই সর্বস্রোষ্ঠ আশ্রয়স্থল।

কেন্দ্রীয় বর্গন্ধ যদি ঋণপত্রগুলি গ্রহণ করিতে অসম্মত হয়, তবে সেই বর্গন্ধের পক্ষে ভারল্য বজায় বাগা কিছুতেই সম্ভব নয়। কেন্দ্রীয় ব্যান্ধের গ্রহণযোগ্য বিনগুলিতে বিনিযোগ করিতে পারাই ভাই ভারল্যরক্ষার প্রকৃষ্ট পথ।

সর্বশেষে আমেরিকার ব্যক্ষিং-জগতে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কোঁকের কথা উল্লেখ করা দরকার। আমেরিকার ব্যক্তিলি আজকাল ব্বেদাযীদের মধকালীন ও দার্ঘকালীন প্রযোজন মিটাইবার জন্তও ঋণ দিতেছে। ইহাদের টার্ম লোন্ (Term loan) বলে। বর্তমানের চুক্তি অনুযায়ী এক বৎসর পরে খে-ঋণ পরিশোধনীয় উহাকে টার্ম ঋণ বলা হইতেছে। সাধারণত এই সকল ক্ষেত্রে ঋণকাল ১ বৎসরের বেশি, কিন্তু ৫ বৎসরের কম। সমস্ত ঋণকাল ধরিয়া ভবিষ্যুতের

^{*&}quot;What is essential is maintenance of a substantial quantity of assets which can be shifted on to other banks before maturity in case of necessity. Thus liquidity is tantamount to shiftability." S. K. Basu Contemporary Banking Trends, P 283.

ভায় হইতে এই ধরণের ঋণ পরিশোধ করা হইয়া থাকে। যস্ত্রপাতি, মজ্ত দ্রব্যসামগ্রী এবং অনেক সময় ঘরবাড়িও বন্ধক লওয়া হয়। বারবার সম্প্রকালীন ঋণ-দান ও গ্রহণ করার অস্থবিদা এড়াইবার জন্ম এবং আমে রিকার ব্যাহ্মগুলির হাতে প্রভূত উদ্বৃত্ত টাকা বিনিয়োগের পথ বাহির করার উদ্দেশ্যে এই ধরনের ঋণনীতির উদ্ভব হইয়াছে। মার্কিন ব্যাহ্মিং-জগতের এই নৃতন কাজকর্ম বহুলাংশে পুরাতন ব্যাহ্মিং নীতির বিরোধী। 'আসল-বিলের তত্ত্বে' ঋণগ্রহীতার দ্রব্য বা সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া ব্যাহ্ম টাকা আদায় করে; 'অপসারণ তত্ত্বে' অপর কোন

ঋণগ্রহীতার ভবিষ্যং প্রত্যাশিত অ'য়ের তত্ত্ব ঝণদাতার নিকট হইতে ব্যাঙ্ক এই ঝণ পরিশোধ পায়।
কিন্তু এই টার্ম ঝণগুলি ব্যাঙ্ক ফেরৎ পায় "ঝণগুলীতার
প্রত্যাশিত আয়" হইতে (anticipated income of the
borrower)। এইরূপে মার্কিন যুক্তরাট্রে ব্যাঙ্কগুলির

বিনিমোগের তারল্য সম্পর্কে নৃতন এক তত্ত্ব গড়িযা উঠিতেছে। ঋণগ্রহীতা নিজের ভবিশ্যত আয় হইতে সঞ্চয় করিয়া ব্যাঙ্কের ঋণ পরিশোধ করিবে—এই তত্ত্ব পূর্বের ছুইটি হইতে অনেকাংশে পৃথক তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।*

ব্যান্ধ কতু ক ঋণস্থি (Creation of credit by Banking system)

আধুনিককালে ব্যাঙ্কের আমানত ছুই প্রকারে স্ফে ইইতে পারে। প্রথমত, আমানতকারী কোন ব্যক্তি নগদ টাকা লইনা ব্যাঙ্কে উপস্থিত হুইলে ব্যাঙ্ক তাহার নামে আমানত-হিসাব (Deposit account) খুলিয়া দেয; ইহাকে প্রকৃত আমানত (Actual deposit) বলে। দ্বিতীয়ত, কোন হুই প্রকার আমানত ব্যক্তি ব্যাঙ্কের নিকট হুইতে ঋণগ্রহণ করিলে ব্যাঙ্ক ঋণপৃষ্টি
গ্রহীতার নামে নিজের খাতায় হিসাব খুলিয়া দেয; সেই
হিসাব হুইতে ঋণের পরিমাণ পর্যন্ত টাকা চেকের সাহাম্যে তুলিয়া লইবার অনুমতি দেয়। ইহাকে স্ফু-আমানত (Created deposit) বলা হয়।

প্রথম প্রকার বা প্রকৃত আমানত সৃষ্টি হয় আমানতকারী ব্যক্তির তাগিদে।
দ্বিতীয় প্রকার বা স্ফু-আমানত সৃষ্টির তাগিদ আসে ব্যাঙ্কের নিকট হইতে।
এইরূপে আমানত সৃষ্টি করিয়াই ব্যাঙ্ক ঋণ দেয়।

ব্যাঙ্ক কোথা হইতে ঋণ দেয়! যে নগদ টাকা তাহার নিকট আমানত

^{*} Dr. S. K. Basu, Contemporary Banking Trends, P. 285-89.

হিসাবে আসে, তাহার সম্পূর্ণ পরিমাণ ঋণ দিতে পারে না, কারণ আমানতকারী যদি টাকা উঠাইয়া লইতে চায়, ব্যাহ্বকে তাহা দিতে হইবে। অভিজ্ঞতার ভিস্তিতে প্রত্যেকটি ব্যাহ্ব জানে যে, সকল আমানতকারীগণ এক সঙ্গে তাঁহাদের সকল আমানত উঠাইয়া লইতে চাহেন না। মোট নগদ ব্যাহ্ব কর্তৃক আমানতী আমানতের সম্পূর্ণ পরিমাণ ব্যাহ্ব না রাখিলেও দৈনন্দিন অর্থের নির্দিষ্ট হার
নিজের হাতে নগদ জমা লেনদেনের কাজ চালানো যায়। স্বতরাং নগদ আমানতের কিছু অংশ, শতকরা কিছুভাগ নগদ টাকা দৈন্দিন লেনদেনের উদ্দেশ্যে জমা রাখিয়া অধিকাংশ টাকাই ঋণ হিসাবে দেওয়া হয়। নগদ সঞ্চয়াংশের (Cash Reserve) পরিমাণ বেশি হইলে ব্যাহ্ব কম ঋণ দিতে পারে, নগদ সঞ্চয়াংশের পরিমাণ কম হইলে ঋণের পরিমাণ বাড়াইতে পারে।

ব্যাঙ্ক যখন আমানত স্থষ্ট করে তখন ঋণগ্রহীতার নামে আমানত হিসাবে ব্যাঙ্কের খাতায় হিসাব লিখিয়া রাখে এবং সেই হিসাব হইতে চেক কাটিয়া ঋণগ্রহণকারী ঋণ দেয়। সেই ঋণ পুনরায় নগদ আমানত ব্যাঙ্কবাবস্থা কর্তৃক হিসাবে, হয ঋণপ্রদানকারী ব্যাঙ্কে, অথবা অপর কোন ব্যাঙ্কে জমা হইয়া পড়ে। এই নূতন জমার ভিন্তিতে ব্যাঙ্ক পুনরায় ঋণবৃদ্ধি করিবার প্রয়াস পায়। এইরূপে প্রতিবার ঋণদানের ফলে নূতন আমানত স্থন্ট হয় এবং প্রতিবার নূতন আমানত স্থন্টির ফলে নূতন ঋণদান সম্ভব হয়। এইরূপে ব্যাঙ্কগুলি মিলিয়া সামগ্রিকভাবে ভাঠাদের মোট নগদ-আমানতের বহুগুণ বেশি যোট ঋণ স্থান্ট করিয়া থাকে।

মনে করা যাউক, A-ব্যাঙ্ক কোন এক ব্যক্তির নিকট হইতে 1000 টাকার নগদ আমানত পাইল। ধরা যাউক, দেশে এইরূপ আইনসঙ্গত নিয়ম বা প্রথা চালু আছে যে, মোট নগদ আমানতের 10% ব্যাঙ্ককে নিজের কাছে জমা রাখিতে হয়। এমভাবন্ধায় A-ব্যাঙ্ক নগদ আমানতের 10% অর্থাৎ 100 টাকা জমা রাখিয়া অর্থাষ্ঠ 900 টাকা কাহাকেও ঋণদান করিবে।

কিন্তু বর্তমান ব্যাহ্বব্যবস্থাই এইরূপ যাহাতে ঘটনার স্রোত আরও বহুদ্ব অগ্রসর হইয়া যায়। যাহারা 900 টাকা ঝণ পাইল তাহারা এই টাকা ব্যয় করাব ফলে যাহাদের হাতে গিয়া ইহা নূতন আয়রূপে দেখা দিল, তাহারা A-ব্যাঙ্গে বা অন্থ কোন ব্যাঙ্কে জমা দিবে। মনে কবা যাউক, সেই 900 B-ব্যাঙ্গে কাদ আমানতরূপে জমা পড়িল। B-ব্যাঙ্ক 900 টাকা নগদ-আমানতের 10%

অর্থাৎ 90 টাকা জমা রাথিয়া 810 অপর কাহাকেও ঋণ হিদাবে দিয়া দিল। সেই 810 টাকা, আবার ধরা যাউক, C-ব্যাক্কে জমা পড়িল এবং C-ব্যাক্ক ইহার 10% অর্থাৎ 81 টাকা জমা রাথিয়া 729 টাকা নৃতন ঋণ স্ষষ্টি করিল। যতদিন না পর্বন্ত নগদ-আমানতের পবিমাণ বিশেষভাবে কমিয়া গিয়া পরিমাণ এইরূপ দাঁড়াইবে যাহাতে নৃতন ঋণস্ষ্টি করা আর সম্ভব নহে, ততদিন এইরূপে নৃতন ঋণস্ষ্টি-ধারা চলিতে থাকিবে। এই ক্লেত্রে 900 টাকার প্রথম ঋণদানের ফলে সমগ্র সমাজে 9000 টাকার ঋণ স্বষ্টি পাইবে। স্তরাং, দেখা যাইতেছে, ব্যাক্কগুলি একত্রে মিলিযা সমাজে মোট অর্থের পরিমাণ বাড়াইয়া দিতে পারে।

পেশের ব্যান্ধ ব্যবস্থা (Banking System) কর্তৃক ঋণস্ঠির ক্ষমতার কিন্তু দীমা আছে। কোন ব্যাক্ষ যদি বেশি নগদ টাকা নিজের হাতে জমা রাখিয়া দেয়. তবে ভবিষ্যতে অন্থ বাঙ্কিও নগদ-আমানত কম পাইবে বাাঙ্ক বাবগ্ব কর্ত্র এবং সমাজে মোট ঋণস্ষ্টির পরিমাণ কমিয়া যাইবে। ঋণস্প্তির সীমাবদ্ধতা দ্বিতীয়ত, কোন ব্যক্তি যদি ঋণ গ্রহণ করিয়া কোন ব্যাঙ্কে জমা না দিয়া দেই নগদ টাকা নিজের হাতে জমাইয়া রাখে, তবে তাহা ঋণস্ষ্টি করিতে পারে না। তৃতীয়ত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের আর্থিক নীতির (খোলা বাজারে কার্যাদির) দ্বারা সমাজে নগদ টাকার পরিমাণ কমাইয়া দিলে মোট ঋণস্ষ্টের পরিমাণ কমিয়া যাইতে পারে। চতুর্থত, ব্যাঙ্ক ঋণ দিতে তথনই রাজি থাকে যথন উপযুক্ত বন্ধকী দ্রব্য পায়। উপযুক্ত বন্ধকী দ্রব্য না থাকিলে ঋণ দেওয়া ব্যাঙ্কের পক্ষে বিপজ্জনক। তাই দেশে বন্ধক-যোগ্য উপযুক্ত শেয়ার ও সম্পত্তি থাকা সরকার; তবেই ঋণের প্রসার সম্ভব। অধ্যাপক সেয়াস ঠিকই বলিয়াছেন বে. "The banks put this newly created money into the hands, not of everybody at once, but of those individuals who can offer to the bank the kind of asset which the bank thinks attractive."

সর্বোপরি, মনে রাথা দরকার যে, বাাস্কগুলির ঋাস্টির ক্ষমতা নির্ভর করে দশে ববেদায় বাণিজ্যের অবস্থার উপর, অর্থাৎ দেশে উপযুক্ত আশাবাদী যাবহাওয়া আছে কি নাই তাহার উপর। যদি বেশি সংখ্যকে ব্যক্তি ঋা লইতে । আদে, তবে ব্যাঙ্কের নিজের ইন্ছা থাকিলেও ঋণপ্রদারের এই ধারা দ্রুত যুগুন হইতে পারে না। ঘোড়াকে জলের নিক্ট পৌছানো চলে, কিন্তু জনপানে

বাধ্য করা যায় না; ঠিক সেইদ্ধপ ব্যাঙ্কের ইচ্ছা থাকিলেও দেশে ঋণগ্রহণকারী ব্যক্তির অভাবে ঋণপ্রসারের ধারা সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে।

মিশ্রা ব্যাঙ্কিং (Mixed Banking)

প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে. ইউরোপের কয়েকটি দেশে (যেমন ইতালী, জার্মানী, হাঙ্গেরী, বেলজিয়াম প্রভৃতিতে) প্রাচীন ব্যাল্খি-নীতির বৃদলে নূতন ব্যাঙ্কিং রীতি-পদ্ধতি দেখা দিয়াছে। চিরাচরিত ব্যাঙ্কিং-নীতি ছিল সম্প্রকালীন প্রয়োজনে ব্যবসায়-বাণিজে টাকা খাটানোঃ ব্যাস্কঞ্জল সাধাবণত কলকারখানাকে ধার দিত না, কারণ ইহাতে বেশিদিনের জন্ম টাকা অপরের নিকট আবদ্ধ রাথিতে হয। কিন্তু এইসকল দেশের ব্যাক্ষসমূহ শিল্পগুলিকেও ধার দিয়াছে এবং বেশিদিনের জন্ম তাহাদেব নিকট টাকা ফেলিয়া মিশ্ৰ ব্যাহ্ণি কি রাথিয়াছে। নিজেদের দেশেব শিল্পোন্নয়নে ব্যাক্ষসকল ও কেন এইভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে, ইহাদের প্রচেষ্টায় নুতন নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইয়া গড়িয়া উঠিতে পাবিয়াছে। এই সকল দেশের ব্যাক্ষমূহ বিনিয়োগ-ব্যাক্ষিং (Investment Banking) শুরু বাণিজ্যিক করিয়াছে। যুদ্ধোন্তর অর্থ নৈতিক সংকট, শিল্প-পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা, দেশে অর্থ নৈতিক সংগঠনের পরিবর্তন । যেমন জার্মানীতে যুদ্ধের প্রযোজনে অতি দ্রুত শিল্পায়ন), এই সকল কারণে রক্ষণশীল ব্যাঙ্কিং-নীতি ভাঙিয়া পড়িয়াছে এবং পৃথিবীর বহুদেশে নূতন ধরণের এই প্রকার মিশ্র ব্যাঙ্কিং গড়িয়া উঠিয়াছে।

স্থবিধাজনক—ইহা জার্মানী, ডেনমার্ক, স্বইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের ইতিহাস হইতে
কানা যায়। এখানকার ব্যাঙ্কাররা ঋণগ্রহণকারী শিল্পপতির আছন্ত খোজখবর
রাখে, সেই শিল্পের ভবিশুও উন্নতির সন্তাবনা লইয়া যথেই
কিন্তা করে। ভবিশুতে বিক্রয়ের জন্ম বাজাবে শেযার ছাড়
ক্রার্থাণ্ড কি অবহায়
হইবে ইহার ভিন্তিতেই ব্যাঙ্ক শিল্পপতিকে ঋণ দেয়, শেয়ার
হাড়া হইলে যাহাতে উহা বিক্রয় হয় সেইজন্ম ব্যাঙ্ক সেই
শেয়ার সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করিয়া তোলে, নিজেরা অনেক সময় শেয়ার
বিক্রয়ের আংশিক দায়িত্ব গ্রহণ করে, গ্যারান্টি দেয়, আগুররাইট করে, নিজেদে
ক্রনাম জড়াইয়া দিয়া শিল্পপতিকে টাকা ভুলিতে এবং বিভিন্ন প্রকার ব্যবসায়িব
সম্পর্ক গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করে। যদি কোন একটি ব্যাঙ্কের আমানতে

দেশের অর্থ নৈতিক অগ্রগতির পক্ষে এই প্রকার মিশ্র ব্যাঙ্কিং বিশেষ

তুলনায নিজস্ব মূলধনেব পরিমাণ বেশি হয়, আমানতেব অধিক অংশ দীর্ঘকালীন আমানত হয়, তাহা হইতে বাাস্কেব মোট বিনিয়োগেব কিছু অংশ শিল্পেব দীর্ঘকালীন মূলধন ভাগুবৈ নিয়োগ কবা সম্ভবপব। এই ধবণেব বিনিয়োগে লাভেব হাব বেশি, উপবস্ত যে-মুঁকি আছে তাহা দূব কবা অসম্ভব নয়। খুব সাবধানতাব সহিত ও বিবেচনা কবিয়া যদি ভবিশ্যতে উন্নত হইবে এইন্ধপ শিল্পে টাকা খাটানো যায়, এবং ক্ষেকটি ব্যাহ্ম একত্র হইগা সিণ্ডিকেট বা কন্সটিযাম গঠন কবিয়া শিল্পে ঋণ দেওয়া হয় তবে সভাবতই কাঁকিব পবিমাণ কমিয়া যাইবে। ব্যাহ্মাব ও শিল্পপতি পবস্পবেব অভিক্ষতা হইতে লাভবান হন, শিল্পতি বাজ বেব অবস্থা জানিতে পাবেন, আবাব ব্যাহ্মাববাও শিল্পটিব আভ্যন্তবীণ অবস্থা জানেন বলিয়া লোকসান এডাইবাব চেপ্তা কবিতে পাবেন।

মিশ্র ব্যক্তিং ব্যবস্থাব ত্রুটিবিচ্যুতিব দিকটাও আলোচনা কবা দ্বকাব। এই ক্রুটিবিচ্যুতিগুলি স্বাধিক প্রকাশ পায় ব্যবসায-সংকটেব যুশে, কাবণ এই সময় মূলধনী দ্রব্যসামগ্রীব দাম বা বিনিযোগেব মূল্য বাদ পায়। ব্যক্তিব অধিকাংশ বিনিযোগই আবদ্ধ হইষা পড়ে, নগদ টাকায় ক্রপান্তবণ সন্তব হয় না। ১৯২৯ — ৩০ সালেব অর্থ নৈতিক সংকটে আমেবিকা, ফ্রান্স, জাপান ও অভ্যন্ত দেশে ইহাই ঘটিযাছিল। আমেবিকাব ব্যক্তিঞ্জিল নিজেবা বা তাহানেব সহপ্রতিষ্ঠানগুলিব মাধ্যমে শেষাব-বাজাবে প্রভৃত টাকা খাটাইয়াছিল তাই শোবেব দাম ক্মিয়া যাওয়ায় তাহাদেব অবস্থা হঠাও বিপদজনক হইষা উঠে। ব্যক্তিজিল

প্রাযই সাবধানতাব সীমাবেখা অতিক্রম কবিয়া দীর্ঘকালীন ক্রিটবিচাতি
ফুটবিচাতি
ফুটবিচাতি
ক্রিটবিচাতি
ফুটবিচাতি । শিল্পে অভি-বিনিযোগের দক্ষাই ১৯৩২ সালে

ফ্রান্সেব Banque Nationale de credit ভাঙিয়া পড়িয়াছিল; ঠিক একই কাবলে Austrian Creditanstalt বিশেষ বিপদগ্রস্থ হইয়া পড়িয়াছিল। মিশ্র ব্যাঙ্কিং-এব ফলে অর্থ নৈতিক কাঠামোব সকল অঙ্গে এমন এক ফাটকাদাবিব মনোভাব দেখা দেয় যে, তাহা দেশেব স্বাভাবিক অর্থ নৈতিক গতিকে তুম্ছ কবিয়া অস্বাভাবিক কতকগুলি প্রবণতাব স্থাষ্ট কবে। বাঙ্কামমূহ অসঙ্গত ধবণেব বিনিয়োগে প্রমন্ত হইয়া উঠে, অবশেষে তাবলহীন সম্পত্তিতে আমানতকাবীদেব টাকা আবদ্ধ কবিয়া ফেলে।

এই সকল বিদ্ধপ অভিজ্ঞতাব ফলে অনেক শেশই মিশ্র ব্যাঙ্কিং-এব বিক্দ্ধে আইন প্রণয়ন কবিয়াছে। মার্কিন যুক্তবাঙ্কে আইন কবিয়া বলা হইয়াছে যে,

বাণিজ্যিক ব্যাক্ষসমূহ শিল্পে দীর্ঘকালীন বিনিয়োগ করিতে পারিবে না। ১৯৩৬ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে বেলজিয়ামের ব্যাক্ষসমূহ আর শেয়ার বা শিল্পক্তেরে বিনিয়োগ করিতে পারিবে না - এইরূপ আইন করা হইয়াছে। স্ইডেন, ভারতবর্ষ সর্বত্র এইরূপ আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু, মিশ্র ব্যাঙ্কিং এর বিরুদ্ধে এইরূপ আইন করা সত্ত্বেও বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের

বিৰূপ প্ৰ'তিক্ৰিয়া, কিন্তু উহা কাটিয়া শাইতেভে সম্মুখীন হইয়া পুনরায় মিশ্রব্যাক্ষিং রীতি গ্রহণ করার কথা
চিন্তা করিতেছেন। ব্যাক্ষগুলির হাতে টাকার পরিমাণও
বাড়িয়া গিয়াছে, স্বল্পকালীন বিনিয়োগে আর তাহাদের
উপযুক্তভাবে নিয়োগ করা যাইতেছে না। তাই উন্নত

দেশগুলিতে ব্যক্তিং-বিশেষজ্ঞগণ অল্প পরিমাণে মিশ্রব্যক্তিং গ্রহণ করার প্রস্তাব সমর্থন করিতেছেন।

ব্যাঙ্কিং-কাঠামো: একক ব্যাঙ্কিং বনাম শাখা-ব্যাঙ্কিং (Banking Structure: Unit-Banking vs Branch-Banking)

প্রত্যেক দেশের অগ্রগতির ইতিহাসে বিশেষ প্রকার কতকগুলি প্রভাব কাজ করিয়াছে, তাই সকল দেশের অর্থ নৈতিক সংগঠন সমান নয়। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কিং-এর কাঠামোও সকল দেশে সমান হইতে পারে না। তবুও সাধারণভাবে ব্যাঙ্কিং-কাঠামোকে ছই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়ঃ বিটিশ ধরণের শাখাব্যাঙ্কিং এবং মার্কিন ধরণের একক বা ইউনিট ব্যাঙ্কিং। ইংলণ্ড ছাড়া কানাডা. দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, ভারতবর্ষ প্রভৃতি স্থানে শাখা-ব্যাঙ্কিং প্রচলিত আছে। একটিমাত্র অফস হইতে ব্যাঙ্কিং-এর কাজকর্ম করা হইলে উহাকে বলে একক ব্যাঙ্কিং; আবার একাধিক অফিস হইতে ব্যাঙ্কিং-এর কাজকর্ম করা হইলে তাহাকে বলে শাখা-ব্যাঙ্কিং। সাধারণত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই একক ব্যাঙ্কিং দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাদের অনেক সময় স্থানীয় ব্যাঙ্কিং (Localized Banking) বলে। অবশ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শাখা-ব্যাঙ্কিং এর স্ববিধান্তলি পাওয়ার জন্য করেসপণ্ডিং ব্যাঙ্ক-প্রথা (Corresponding Bank

System) প্রভৃতি দেখা দিয়াছে। এই প্রথায় গ্রামাঞ্চলের ইউনিট ব্যাশ্বিং ৫ শাপা- কোন স্থানীয় ব্যাঙ্ক বড় বড় শহরের কোন কোন ব্যাঙ্কে ব্যাঙ্কিং কাহাকে বলে নিজের টাকা জমা রাখিতে পারে। এই ভাবে এক স্থান হুইতে অন্ত স্থানে টাকা পাঠানো তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর হয়, অন্ত কোন শহরের ব্যবসায়ীর বিল আদায় করাও স্থবিধাজনক হয়। বিরাট শাখা-অফিস না রাথিয়া এইরূপে মার্কিন ব্যাঙ্কণ্ডলি শাখা-ব্যাঙ্কিং-এর স্থবিধা কিছুটা ভোগ করিতে পারে। উভয় প্রকার ব্যাঙ্ক-কাঠামোর স্থবিধা-অস্থবিধা আলোচনার সময়ে এই কথা মনে রাখা দরকার। শাখা-ব্যাঙ্কিং-এর স্থবিধাগুলি আলোচনা করিলে ইউনিট ব্যাঙ্কিং-এর অস্থবিধাগুলি ধরা পড়িবে; আবার ইউনিট ব্যাঙ্কিং-এর স্থবিধাগুলি বিশ্লেষণ করিলে শাখা-ব্যাঙ্কিং-এর ক্রটিগুলি বোঝা যাইবে।

শাথা-ব্যাঙ্কিং-এর স্থবিধার মধ্যে প্রথম হইল যে, ইহা বুহৎমাত্রায় উৎপাদনের ব্যয়সংকোচ ও স্থযোগসমূহ পাইতে পারে, অর্থাৎ শ্রমবিভাগ ও বিশেষায়ণের স্থবিধা পাওয়া যায়। তাহাদের বেশি অর্থ-সামর্থ্য থাকে, তাই বেশি মাহিনায দক্ষ ব্যক্তিকে উপযুক্ত স্থানে নিয়োগ করিতে পারে। ইউনিট-ব্যক্তিং-এ বিশেষায়ণ প্রসার করার স্থবিধা খুবই কম, তাহাতে সন্দেহ নাই। দক্ষ ব্যক্তিকে পরিচালনার কাজ হইতে অব্যাহতি দিয়া নীতি-নির্ধারণ ও অক্যান্ত উন্নয়নমূলক কাজে (যেমন কোথায় টাকা খাটানো হইবে, ঝুঁকি ও ফলপ্রস্থতা কেমন ইত্যাদি বিচার করার কাজে। নিয়োগ করিতে পারে। দ্বিতীযত, শাখা-ব্যাঙ্কিং-এর স্থবিধা হইল যে, প্রতিটি শাখা-অফিস কম নগদ জমার সাহাযে কাজ চালাইবার সুযোগ পায়। দরকারের সময় একটি শাখা অপর শাখা হইতে টাকা লইযা আসিযা কাজ চালাইতে পারে. তাই প্রতিটি শাখাতেই কম জমা রাখিলে স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত হয় না। কবেদ পণ্ডেণ্ট ব্যবস্থায় ইউনিট ব্যাক্ষগুলিও এই স্থবিধা পায়; ইউনিট ব্যাঙ্কটি অপর ব্যাঙ্কে যে-টাকা জমা রাথে তাহা হইতে স্থদ পায না (বা পাইলেও পুব কম পায়)। তৃতীয়ত, ইউনিট ব্যাঙ্কিং-এব তুলনায় শাথা-ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় কম খরচে এক স্থান হইতে অন্ত স্থানে টাকার আদান-প্রদান করা চলে। আমানতকারীরা যথন টাকা জমা বাথে তথন তাহারা এই সকল স্বযোগ-স্বিধা খুঁজিবে, যে-ব্যাঙ্কে কম খ্রচায ভাল কাজ পাওয়া যায, তাহাবা সেই ব্যাঙ্কেই টাকা জমা রাখিবার চেষ্টা করিবে। চতুর্থত, ইউনিট শাপা ব্যাঙ্কিংএর স্থবিধা ব্যাঙ্কিং-এর তুলনায় শাখা-ব্যাঙ্কিং-ব্যবস্থা বিভিন্ন স্থানের ও ইউনিট বাাক্ষিংএর মধ্যে ঝুঁকি ছড়াইয়া রাখিতে পারে। এক বাক্সে যেমন অহবিধা কি কি সকল ডিম রাখ। যুক্তিযুক্ত নয় সেই রকম একটি অঞ্চলের অর্থ নৈতিক শ্রীবৃদ্ধির উপর ভরদা না করিয়া বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়া ভাল। কোন তুর্দশাগ্রস্ত অঞ্চলের লোকসান সমৃদ্ধিশালী অঞ্চলের লাভ দিয়া পূরণ

করা চলে। এই কারণেই ১৯২৯-৩০ সালের সংকটকালে আমেরিকার কৃষি-অঞ্চলের ব্যাক্ষণ্ডলি বন্ধ হইয়া যায়, কিন্তু ব্রিটেনের ব্যাক্ষসমূহ কোনমতে টি কিয়া যায। ভারতেও এইরূপ দেখা গিয়াছে। পঞ্জাবে দাঙ্গার সময়ে ওখানকার স্থানীয ব্যান্ধগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া উঠিয়া গিয়াছে, কিন্তু উপদ্রুত যে-সকল ব্যাঙ্কের শাখা ছিল, তাহার। ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও নিজেদের অবস্থা সামলাইয়া লইতে পারিয়াছে। পঞ্চমত, শাখা-ব্যাঙ্কিং-এর দরুণ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের স্থদের হাবে তারতম্য কিছুটা দূর হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। বিভিন্ন অঞ্লের মধ্যে মূলধনের চলনশীলতাব অভাব স্থাদের হারে আঞ্চলিক তারতম্যের অন্ততম প্রধান কারণ। কোন অঞ্চল স্থদের হার বেশি হইলে কম স্থদের অঞ্চল হইতে টাকা তুলিয়া আনিষা সেখানে খাটানো যায়, ফলে উভয় অঞ্চলের স্থদের হারে পার্থক্যের মাত্রা কমিয়া আদে। ষষ্ঠত, এইভাবে এক অঞ্চল হইতে অন্ত অঞ্চলে টাকা পাঠানো সহজ ও স্থবিধাজনক হওযায় ব্যাঙ্কের মোট মুনাফা বুদ্ধি পায। কোন একটি শাখায টাকা অলস হইযা পভিষা থাকাব উপক্ৰম হইলে উহাকে অপর অঞ্চলে পাঠানো চলে যেখানে বেশি স্থদের হাবে উহাকে নিয়োগ করা হয়। সকল অঞ্চলে তেজী বা মন্দার মরস্থম একই সময়ে আসিবে এমন কোন কথা নাই, তাই শাখা-ব্যাঙ্কিং এই দিক হইতে বিশেষ স্থবিধাজনক। সপ্তমত, শাখা-ব্যাক্ষিং-এর স্কবিধা হইল যে, এই ব্যবস্থায় বিভিন্ন প্রকার ঋণপত্র এবং বিনিয়োগের মধ্যে ব্যাঙ্ক পছন্দ বা বাছাই করার স্থবিধা পায। কোন এক বিশেষ ধরনের ঋণপত্তে টাকা খাটানো হইবে, এই সিদ্ধান্ত একবার গ্রহণ করা হইবাব পর বিভিন্ন শাথার মারফৎ সারা দেশে সেই একার ঋণপত্র খুঁজিয়া বাহির করা সম্ভব। অষ্ট্রমত, শাখা-ব্যাস্থিং কম ব্যুয়শীল, শাখা-মফিসগুলি সাধারণত জাঁকজমক-হীনভাবে পরিচালনা করা চলে, কিন্তু ইউনিট ব্যাঙ্গের পক্ষে ইহা সম্ভব নহে। কিন্তু এই যুক্তি অনেকেই মানিতে চাহেন না। তাঁহাদের মতে সকল শাখার ব্যে যোগ **मिल (म**था यात्र हेटाएँ वरात्र প्रतिमान (विभाष्टे हटेरा । नवमण, माथा-वर्राक्षिः থাকিলে দেশের বিভিন্ন অঞ্লের অবস্থা ও সমস্থাগুলি বাদ্ধ-কর্তৃপক্ষ জানিতে পারেন, দেশের সামগ্রিক অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা, অধিবাসীদের অভ্যাস, রীভিনীতি ও জীবিকা প্রভৃতি সম্পর্কে তাহাদের জ্ঞান গভীরতর হয়। ব্যাঙ্কারদের জ্ঞান ও বিচারবৃদ্ধি অনেক তীক্ষ হইয়া উঠে, ব্যাঙ্কিং-পরিচালনার মান উন্নত উপরস্ক, বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক প্রয়োজন মিটানোও সম্ভবপর হয়। সর্বোপরি, বাাছের শাখাগুলি প্রকৃতপক্ষে শিক্ষণকেন্দ্র, নূতন শিক্ষার্থীরা কোন এক শাখায়

কাজ করিলে ব্যাঙ্কিং-এব সকল প্রকার কাজকর্ম শিখিতে পাবে, ক্রমে জটিল ধবণের কাজ বুঝিতে পারে।

শাখা-ব্যাঙ্কিং-এব অস্থবিধাগুলি বা ইউনিট ব্যাঙ্কিং-এব স্থবিধাগুলি আলোচনা করা আবশ্যক। প্রথমত, ব্যাঙ্কটিব কাজেব জন্ম দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাদীবা যদি প্রযোজনবোধ না কবে, তবে শাখা-ব্যাঙ্কিং-এ লাভ নাই। বিভিন্ন দেশে ব্যাষ্কটিব শাখা প্রতিষ্ঠা কবিলে বহুপ্রকান অস্থবিধা দেখা দেয়। বিভিন্ন দেশেব আইন-কান্ত্রন, ব্যবদাযের বীতিনীতি, প্রথা, অবস্থা ও টাকার ইউনিট সকল বিনয়ে পার্থকা থাকে—শাখা-ব্যাঙ্কিংকে এই সকল অস্থবিধাব মধে কাজ কবিতে হয়। ছিতীযত, শাখা-ব। ছিং-এ উপযুক্ত পবিচালনা ও নিযন্ত্রণেব বহুবিধ সমস্যা দেখা দেয। বহুদূবে অবস্থিত, বিক্ষিপ্ত শাখাগুলিব উপব নজব বাখা খুবই অস্কবিধা-জনক, উপযুক্ত নিযন্ত্রণেব অভাবে যে, কোন শাখা নষ্ট হইয়। যাইতে পাবে। তৃতীযত, শাথা-ব্যাঙ্কিং খুবই ব্যেবহুল ও অপচ্যমূলক। প্রত্যেকটি শাথাব পবিচালনা ও বক্ষণাবেক্ষণেব জন্ম ব্যাহ্বের ব্যয় বাভিয়া চলে, মুনাফাও হ্রাস পায। বাক্ষপ্তলি দূবে অবস্থিত থাকায় তাহাদেব ব্যবসাথিক

শাগা বাাঞ্চিত্রৰ অস্থবিধা

ত ক্ষান্তিত্বৰ কাজকর্মেব মোট প্রিমাণ বাড়ে বটে, কিন্তু শাথাগুলিব স্থবিধা কি কি মধ্যে যোগাযোগ বক্ষা কবা ও কেন্দ্রীযভাবে উহাদেব প্রিচালনা

কবাব ব্যয় বিশেষভাবে বুদ্ধি পায়। চতুর্থত, কোন শাখাব অবিবেচনা ও গাফিলতিব দরুণ দেই শাখাব প্রতি লোকেব আস্থাহীনতা জন্মাইলে অক্সান্ত শাখাব উপব্রও আমানত-কাবীদেব বিশ্বাস টলিয়া যায়, সমগ্র ব্যাঙ্কটি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়ে। অবশ্য ইহাদেব বিপক্ষে বলা চলে যে, প্রতিটি শাখা অপব শাখাব শক্তিস্তম্ভও বটে, কাবণ কোন একটি শাখায বানু হইতে শুরু হইলে অন্যান্য সকল শাখাব অর্থ ভাণ্ডাব ঐ শাখাব সাহাযে অবিলম্বে ছটিয়া আদিতে পাবে। পঞ্চমত, ইউনিট ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় কোন একটি ব্যাঙ্ক তুর্বল হইলে সেই ব্যান্কটি উঠিয়া যায়। কিন্তু শাখা-ব্যাল্কিং ব্যবস্থায় কোন একটি ছবল শাখাও সমগ্র ব্যাঙ্কটিকে ক্ষতিগ্রস্ত কবিষা তুলিতে পাবে। শাখা-বা স্থি-এব ছত্তচ্ছাযায় তুর্বল ব্যাক্ষগুলি বাঁচিয়া থাকে, জনসাধাবণ তাঁহাদেব ক্রটিবিচ্ছতিগুলি ধবিতে পারে না। ষষ্ঠত, শাখা-ব্যাহ্বিং ব্যবস্থায় দীর্ঘস্ত্রতা আসিয়া পড়ে; সকল সিদ্ধান্তের ব্যাপাবে প্রধান-কার্যাল্যের দিকে তাকাইযা বসিযা থাকিতে হয়, ফলে জরুবী সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও দ্রুত কাজকর্ম সম্পাদন সম্ভবপর হয় না। সপ্তমত, প্রযোজনের মাত্রা ছাডাইয়া শাখা-ব্যাঙ্কিং এর প্রদাব ঘটাইলে যত্ততত ব্যাঙ্কেব শাথা গজাইয়া উঠে, ব্যাঙ্কের আধিক্য দেখা দেয়। ইহার ফলে শুরু হয় আয়ঘাতী প্রতিযোগিতা, দাম-কাটাকাটি, আমানত আরুষ্ট করার উদ্দেশ্যে আতিরিক্ত হারে হাদ ঘোষণা, এবং কাঁ কিবছল বিনিয়োগে টাকা খাটাইবার প্রবণতা। অষ্টমত, ইউনিট ব্যাঙ্কিং-এর স্বপক্ষে বলা হয় য়ে, এই বয়াঙ্কের পরিচালকদের স্থানীয় লোকজন, তাহাদের ব্যবসায়িক ক্ষমতা, সততা ও সমস্যা সম্পর্কে গভীরতর জ্ঞান থাকে, ফলে কোন্ ব্যবসায়ে টাকা খাটানো নিরাপদ তাহা ভালভাবে বুঝিতে পারে। কিন্তু জ্ঞান থাকিলেও উহা প্রয়োগ করা স্থানীয় ব্যাঙ্ক পরিচালকের পক্ষে বিশেষ অস্থবিধাজনক। পারিবারিক সম্পর্ক, সামাজিক ঘনিষ্ঠতা প্রভৃতি কারণে এই পরিচালক অনেক সময় অনুপয়ুক্ত ব্যক্তিকেও ঋণদানে বাধ্য হন।* কিন্তু শাথা ব্যাঙ্কের পরিচালকের এই অস্থবিধা নাই। ঋণদানের প্রত্যেকটি প্রস্তাব প্রধান-কার্যালয়ে পার্চাইতে হয়, তাই কাহাকেও কোন ঋণ অগ্রান্থ করিতে হইলে তিনি প্রধান-কার্যালয় নামে এক অদৃশ্য শক্তির উপর দায়িত্ব অর্পণ করিয়া নিজের মুখ রক্ষা করিতে পারেন। ।

উপসংহারে, আমরা বলিতে পারি বে, উভথের তুলনামূলক বিচারে শাখাব্যাঙ্কিং-এর পক্ষে যুক্তিগুলি দৃঢ় এবং ইহার স্থাবিবাই বেশি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গ্রামাঞ্চলে শহরের ব্যাঙ্কারদের সম্পর্কে একটা ভীতি ও বিদ্ধপতা আছে, তাহা ছাড়া সারা দেশে অর্থের বাজারে একচেটিয়া মর্থ-ট্রাস্ট (Money trust)

গড়িয়া উঠিতে পারে এইন্ধপ ভয়ও লোকের মনে আছে।
শাধাব্যান্ধিং-এবই
প্রসাব দেখা যাইতেছে
অপ্রকাশ্যে, বিভিন্ন ইউনিট ব্যান্ধের শেয়ার ক্রয় করিয়া
পরস্পর-সংলগ্ন ডিরেক্টারী (interlocking directorates), হোল্ডিং কোম্পানী

^{* &}quot;The individual banker may have been too unwilling to refuse a loan to the incompetent or dishonest scion of a family with which his father or grand-father had been on intimate social terms." Sayers, Modern Banking, P. 26.

^{† &}quot;At the sametime, the remoteness of Head office and the local manager's subjection thereto enables him, when he has to refuse a loan, to do so without the social awkwardness that might arise if he took sole responsibility for the decision. The local manager can always place his personal knowledge of a client at the disposal of Head office, and, if there is occasion to refuse a loan, he can always thurst the unpleasant onus on that remote abstraction "Head office" without jeopardizing his social contacts with the client." Sayers, Modern Banking Pp 26-27.

গঠন করা, প্রভৃতি ব্যবস্থার মাধ্যমে মোটামুটি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ বাবস্থা ও একচেটিয়া কর্তৃ স্ব গড়িয়া উঠিয়াছে – ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

সবোত্তম ব্যাক্ষ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় শর্তসমূহ (The essentials of a sound banking system)

আধুনিক জগতের উন্নত দেশসমূহে বিনিময়-মাধ্যমের বেশির ভাগ সরবরাহ করে ব্যাঙ্কসমূহ। দেশের শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য, সঞ্চয়, বিনিয়োগ ও মূলধনগঠন, এই সকল কিছু প্রসারের জন্ম উপযুক্ত ব্যাঙ্ক ব্যবস্থ। থাক। প্রয়োজন। দেশেব অধিকাংশ লোক তাহাদের সমস্ত সঞ্চয় ব্যাঙ্কে আমানত রাথে, স্বতরাং তাহারা আশা করিতে পারে যে. তাহাদের এই সঞ্চয় বিনষ্ট হইবে না এবং প্রয়োজনমত তাহারা এই আমানত নগদ টাকায় ফিরিয়া পাইবে ৷ দেশের কিরূপে ব্যাক্ষণ্ডলির ব্যাশ্বণ্ডলি বেশি সংখ্যায় ফেল পড়িতে শুরু করিলে লোকেরা নিরাপত্তার দিকে লক্ষ্য নগদ টাকা নিজেদের হাতে রাখিবে, উহা শিল্প ও ব্যবসায-রাপা হয বাণিজ্যে নিয়োগ করিতে দিধা করিবে। ভাল ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার সর্বপ্রথম প্রযোজনীয় গুণ হইল নিরাপত্তা। বর্গান্ধ বন্বস্থার এই নিরাপত্তার জন্য সাধারণত ক্যেকটি পদ্ধতি প্রত্যেক দেশেই অবলম্বিত হইষা থাকে। প্রথমত দেশের সরকার বা আর্থিক কর্তৃপক্ষ ব্যাঙ্কিং পরিচালনার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে কতকগুলি নিয়ম বাঁধিয়া দেয—নিয়তম মূলধনের পরিমাণ, নিয়তম জমা বা রিজার্ভের অনুপাত, শাখা ও উপশাখার সংখ্যা, রিজার্ভ তহ বল গঠন প্রভৃতি। দ্বিতীয়ত, সাধারণত দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে অনেক ধরণের ক্ষমতা দেওয়া হয় যাহার দ্বারা দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সাধানণ ব্যাঙ্কগুলির হিসাব প্রিদর্শন করিতে পারে, সময়মত বিভিন্ন বিষয়ে নির্দেশ ও উপদেশ দিতে পারে। তৃতীযত, অনেক দেশে, যেমন আমেরিকায়, ব্যাঙ্কের আমানত নষ্ট হইবার বাঁ কি এড়াইবার জন্ম বীমার ব্যবস্থা আছে। এই সকল ব্যবস্থা থাকিলে তবেই দেশে ভাল বর্ণাঙ্কং-কাঠামো গডিয়া উঠিতে পারে।

এই বিষয়ে মনে রাখা দরকার যে, কেবলমাত্র কতকগুলি ভাল আইন থার্কিলেই যে ভাল ব্যাক্ষিং গড়িয়া উঠিবে এরূপ কোন কথা নাই। ভাল ব্যাক্ষার থাকাই ভাল ব্যাক্ষিংয়ের অবশ্য প্রয়োজনীয় শর্ত। ব্যাক্ষারদের মধ্যে ভাল ব্যাক্ষার সভতা, কর্মদক্ষতা, দ্রুত সিদ্ধান্ত লইবার ক্ষমতা, বিচার-বিবেচনা এবং ব্যবসায়িক নৈপুণ্য এই সকল গুণের সমাবেশ আবশ্যক। ভাল ব্যক্ষি ব্যবস্থার জন্ম দরকার সারা দেশে সকল অঞ্চলে সমান ভাবে ব্যাক্ষ গড়িয়া ওঠা। যে-কোন শিল্পে বা ব্যবসায়-বাণিজ্যে লোকেরা নিযুক্ত থাকুক না কেন, অথবা যে কোন অঞ্চলেই তাহারা বসবাস করুক না কেন, আমানত হিসাবে টাকা জমা রাখা এবং প্রয়োজনমত ঋণ পাওয়ার স্থবিধা সকলের সমানভাবে থাকা দরকার।

দেশের বাণি,জ্যিক ব্যাক্ষগুলি স্ফু ভাবে গড়িয়া উঠিতে হইলে একটি বিষয়ে
লক্ষ্য রাথা দরকার, ইহা হইল তাহাদের বি.নিয়োগের তারল্য। আমানতকারীরা
চাহিবামাত্র যদি নগদ টাকা না পায় তাহা হইলে ব্যাঙ্কের উপর
তাবলা
আসা টুটিয়া যায়, স্বতরাং ব্যাক্ষগুলি তাহাদের সম্পত্তিকে
সর্বাপেক্ষা তরল অবস্থায় রাখিতে পারিবে এইরূপ ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।
আমরা জানি, দেশের সকল ব্যাক্ষ মিলিয়া অনেক পরিমাণে ঋণস্বষ্টি করিতে
পারে। নিজেদের খাতায আমানত হিসাবে লি.থিয়া রা.থিয়া ঋণগ্রহীতাদের টাকা
ধার দেয়। দেশের লোকেরা নিজেদের ইচ্ছায় যে-পরিমাণ সঞ্চর করে ব্যাক্ষপ্তলি

দেষ না। নিজেদের ঋণ দিবার ক্ষমতা তাহার। নিজেরাই স্থাই করে। ব্যাক্ষপ্ত লির হাতে ঋণস্টিব এই ক্ষমতা প্রকৃত পক্ষে দেশের ঋণ-ভাণ্ডাবের যোগান বাড়াইয়া চলে এবং ইহার স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি করে। ব্যাক্ষঋণের স্থিতিস্থাপকতা প্রদারের ফলে বহুপ্রকার অর্থ নৈতিক কাজকর্মের স্থিবিধা হয়, ব্যবসাশীরা তাহাদের দৈন দিন কাজকর্মের জন্ম চলতি মূল্যন এই ব্যাক্ষণ্ডালির নিক্ট হইতেই পাইয়া থাকে। স্থতরাং ভাল ব্যাক্ষ ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম হইল উহার স্থিতিস্থাপকতা।

সেই স্বেচ্ছাকৃত সঞ্চয়ের পরিমাণ দ্বার। তাহাদের ঋণের পরিমাণ প্রভাবিত হইতে

সর্বোপরি, দেশের ব্যাফ ব্যবহার স্থায়িত্বের দিকে আমাদের লক্ষ্য রাখা দরকার। যদি অতিরিক্ত ঋণস্পষ্ট হইতে থাকে, তবে কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক সমৃদ্ধি দেখা দেয়, অপরপক্ষে ঋণস্বাষ্টির পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় কম হইলে শিল্প ও ব্যবদায়-বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ব্যাক্ষখণের অতিরিক্ত স্থায়িত্ব প্রশার বা সক্ষোচন কোনটিই বাস্থনীয় নয়, ইহার স্থায়িত্বই হইল মূল কথা। দেশের ব্যাক্ষধ্যবন্থায় এই স্থায়িত্ব মাছে কি না সেই বিষয়ে লক্ষ্য রাখার দায়িত্ব দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষের হাতে স্বস্ত । কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষ অর্থ নৈতিক ও শাসনতান্থিক নীতি ও পদ্ধতিগুলির সাহাথ্যে ব্যাক্ষ ব্যবহায় স্থায়িত্ব কলায় রাখিতে পারিলে দেশে উপযুক্ত ব্যাক্ষ্য সংগঠন গড়িয়া উঠিতে পারে।

ৰাণিজ্যিক ব্যাক্টের জাতীয়করণ (Nationalisation of commercial banks)

ব্যক্তিং-এর জাতীয়করণ বলিলে বোঝা যায় সাধারণভাবে দেশের সমস্ত ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয় মালিকানায় ও নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হইবে। কোন ব্যক্তির হাতে ইহার পরিচালনা থাকিবে না। প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বাজগুলির উপর সরকারী কর্তৃত্ব বাড়িয়া যাইতেছিল, দ্বিতীয বিশ্বযুদ্ধের পর ক্রমশ দেখা গেল পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের আর্নিককালে জাতীয়- কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কই সরকারী মালিকানায় অথবা নিয়ন্ত্রণে ক্রণের দাবি উঠিয়াছে পরিচালিত হইতেছে। উন্বিংশ শতাব্দীর তীব্র ব্যক্তিস্বাতস্ত্র্য ও অবাধ বাণিজ্যের ধারণা আর নাই। রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও জাতীয় পরিকল্পনা এই ছুই ভাবধারার প্রভাব বৃদ্ধি পাইয়াছে। শিল্পোগ্নত দেশগুলিতে ব্যাঙ্কের লক্য হইয়াছে পূর্ণ কর্মসংস্থান প্রতিষ্ঠা করা, আর অন্ত্রনত দেশগুলিতে দ্রুত শিল্প সম্প্রদারণ জাতায় অর্থ নৈতেক নীতি হইষা দাঁড়াইয়াছে। পুঞ্বীর প্রাচীনতম কেন্দ্রীয় ব্যান্ধ আফ্ ইংল্যাও এবং তাহা ছাড়া ব্যান্ধ অফ্ ফ্রান্স, সেট্রান বাঙ্ক অফ্ চেকোস্বোভাকিয়া, কমনওয়েলথ ব্যাঙ্ক অফ্ অস্ট্রেলিয়া, রিজার্ভ ব্যাস্ক অফ্ ই,গুয়া প্রভৃতির জাতীয়করণ হইয়া গিয়াছে। কেন্দ্রীয় ব্যাস্কু,লির জাতীয়করণ সম্পর্কে মোটামুটি সকল চিন্তাশীল ব্যক্তিই একমত হইয়াছেন। কিন্তু বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির জাতীয়করণ বিষ্ধে এই প্যন্ত কোন ঐক্যমত দেখা যায় নাই।

এধ্যাপক সেযাস (Sayers) জাতীয়করণের এই সমস্থাকে বিভিন্ন দিক
হইতে বিচার করিয়াছেন। প্রথমত, বলা হয় যে বাণিজি,ক বাদ্ধগুলির
জাতায়করণ হইলে উহারা আরও দক্ষতার সাইত কাজকর্ম করিতে পারিবে,
বেসরকারী মালিকানায় থাকিলে এতটা দক্ষতা আশা করা যায় না। বেসরকারী
নিয়ন্ত্রণে ব্যাহগুলি দেশের সঞ্চয় সংগ্রহ করা এবং বিভিন্ন
জার্হায়করণের দাবির দিকে উহাকে বিনিযোগ করা প্রভৃতি কাজ সরকারী
পিছনে মুক্তিসমূহ
কর্ত্পক্ষের স্থায় ততটা দক্ষতার সহিত করিতে পারে না।
আরও বলা হয় যে, জাতীয়করণের পরে ব্যাহ্বগুলির পরিচালন-বয়র কমিয়া
মাইবে এবং বছপ্রকার অপবয়র ও অপচয় বয় হইবে। দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রীয় বয়হ
জাতীয়করণ করার উদ্দেশ্য হইল দেশের অর্থ নৈতিক গতিবিধিকে উপয়ুক্তভাবে

নিয়ন্ত্রণের ভার রাষ্ট্রের হাতে লইয়া আসা, কিন্তু দেশের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির জাতীয়করণ না হইলে এই নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ হইতে পারে না। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের আর্থিক নীতি সফল করিয়া তুলিতে হইলে দেশের সাধারণ বাণিজ্যিক বাাস্কগুলি রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হওযা দরকার। তৃতীয়ত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের জাতীয়করণের পক্ষে যুক্তি হইল যে উহা টাকা তৈয়ারী করে। কিন্তু অর্থস্টের ক্ষমতা বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিরও কম নয়। স্থতরাং দেশের শিল্প, ব্যবসায় ও বাণিজ্য, উৎপাদন, আয় ও কর্মসংস্থান, দামস্তর ও জীবনযাত্রার মান বেসরকারী ব্যাক্ষ ব্যবসায়ীদের খেয়াল খুশির উপর ছাড়িয়া দিলে চলে না। চহুৰ্থত, দেশে যদি সমাজতান্ত্ৰিক অৰ্থ নৈতিক কাঠামো গড়িয়া তুলিতে হয় তাহা হইলে পরিবর্তনের এই মধ্যবর্তী স্তরে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে জাতীয়-করণ করা অবশ্যই দরকার। দেশে সমাজতান্ত্রিক পথে শিল্প ও কৃষির প্রসার তথনই দ্রুত হইতে পারে যদি দেশের অর্থস্থাট্ট এবং দঞ্চয় ও বিনিয়োগের এই মূল কেন্দ্রগুলি, অর্থাৎ দেশের ব্যাম্বর্যবস্থা সম্পূর্ণ ভাবে রাষ্ট্রের হাতে আসে। বেদরকারী টাকার ব্যবদায়ীর। বেদরকারী শিল্পকেই দাহায্য করিবে। দুমাজ-তান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রকে তাহারা অর্থসাহায্য করিলেও ইহা সমাজতান্ত্রিব নীতিসমত নয়, কারণ রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্র হইতে উৎপাদনের এক অংশ হৃদ হিসানে বেসরকারী ক্ষেত্রে চলিয়া যাইবে। সর্বশেষে বলা চলে যে, বেসরকারী ক্ষেত্রেং ব্যাঞ্ছ-ব্যবদায়ার৷ ফাট্কাবাজি ও নিজেদের ব্যক্তিগত ও দলগত স্বার্থসিদ্ধিন চেষ্টায় বহু ব্যাস্ক নষ্ট করিয়াছে, দরিপ্র জনসাধারণের সারা জীবনের সঞ্চ যতটা গুরুত্ব সহকারে রক্ষা করা উচিত ছিল, তাহা করে নাই। প্রতরাং সক আমানতকারার স্বার্থে এবং সঞ্চবের নিরাপত্তা বজায় রাথার জন্ম ব্যাক্ষ ব্যবসা পরিচালিত হওয়া উচিত।

এই সকল যুক্তির বিরুদ্ধে অনেকে বলেন যে, ব্যাক্ষণ্ডলি সরকারী হাতে চলিফ গেলে দীর্ঘস্ত্রতা, আমলাতাস্ত্রিক পরিচালনা, জরুরী কাজগুলি দ্রুত সম্পাদ্দে অক্ষমতা প্রভৃতি দোষ দেখা দিবে; ফলে দক্ষতার মান নামিফ এই সকল যুক্তির মাইবে। দ্রুততা ও দক্ষতা – ব্যাক্ক-ব্যবসায়ের ছুইটি পর বিরোধী বক্তব্য প্রয়োজনীয় গুণ, কিন্তু রাষ্ট্রীয় মালিকানায় তাহা হইবার নয় জাতীয়করণের পক্ষে যে-সব উপকারের কথা বলা হইয়াছে তাহার অনেকটা কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষের নিয়ন্ত্রণের দারা পাওয়া সম্ভবপর। পারস্পরিক প্রতিযোগিতা ব হুইলে ব্যান্ধ-ব্যবসায়ের মান হ্রাস পাইবে, স্থতরাং অবিলম্বে জাতীয়করণ দরকার নাই —ইহারা এইরূপ বলিয়া থাকেন।

অর্থের বাজার (Money Market)

6

যে-বাজারে ঋণ হিসাবে অর্থের লেনদেন হয় তাহাকে অর্থের বাজার বলা
হয়। এই বাজারে ঋণদাতা এবং ঋণগ্রহীতাগণ পরস্পারের
অর্থের ক্রম-বিক্রম ও
সহিত ঋণের লেনদেন করেন। সাধারণত, ব্যাঙ্কসমূহ ঋণের
বিক্রেতা', হৃদ হইল ঋণের 'দাম', এবং ঋণগ্রহীতা ব্যক্তিগণ
বা সংগঠনসমূহ হইল ঋণের 'ক্রেতা'। শিল্পে বাণিজ্যে উন্নত দেশসমূহে অর্থেব
বাজার ধুবই সংগঠিত; অনুন্নত দেশে অর্থের বাজার অনুন্নত এবং অসংগঠিত।

অর্থের বাজারকে দময়ানুষায়ী বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়ঃ অত্যন্ত্রকালীন বাজার, স্বল্পকালীন বাজার ও দীর্ঘকালীন বাজার। বিভিন্ন পরিমাণ সময়ের জন্ম সমাজে ঋণের চাহিদা ও যোগান হইতে পারে। যদি একদিন, ক্যেকদিন বা মাত্র কয়েক সপ্তাহের জন্ম ঋণ দেওয়া হয় তবে তাহাকে তলব-ঋণের (Call-loan Market) বাজার বলা হয়। বাণিজ্যিক ব্যাক্ষসমূহ সাধারণভাবে এই তলব-ঋণেব বাজারে ঋণ দেয়; এইরূপ ঋণকে তাহারা খুবই তরল-বিনিয়োগ (Liquid Investment) বলিয়া মনে করে, কারণ প্রয়োজন হইলে খুব কম সময়ের মধ্যে এই ঋণ আদায় করিয়া নগদ অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভবপর। অনেক সময (याँ।খ-মুলধনী ব্যবদা-প্রতিষ্ঠানসমূহও মুনাফা বণ্টনের পূর্বে দেই মুনাফাকে কিছু সময়ের জন্ম এইরূপ তলব-ঋণের বাজারে খাটাইয়া লয়। এই বাজারে ঋণগ্রহীতা হইল (ইংল্ণ্ডে প্রধানত) বিলের দালালগণ (Bill-brokers), এবং (আমেরিকায প্রধানত) শেষারের দালালগণ (Share brokers)। বিভিন্ন প্রকাব ঋণেব ইংলণ্ডে ব্যাঙ্কের নিকট হইতে বিলের দালালগণ ঋণ গ্রহণ বাজারঃ অতাল্পকালীন করিয়া বিল ক্রয় করে এবং উহা ফলপ্রস্থ (mature) হওয়া পর্যন্ত ধরিয়া রাখার চেষ্টা করে। যে-স্থদে এই ঋণ গ্রহণ করা হয় তাহার নাম তলব-হার (Call rate)। সাধারণত, ব্যাক্ষণ্ডলি এই প্রকার তলব-ঋণ পুনরমুমোদন (Renew) করে বটে, কিন্তু নগদ অর্থের প্রয়োজন অধিক হইলেই তাহারা ইহা তৎক্ষণাৎ ফেরৎ চায়। তথন ঋণগ্রহীতাগণ যে-কোন উপায়ে অন্ত যে-কোন স্থান হইতে এই অর্থ আনিয়া দেয়। প্রধানত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতেই তাহারা ঋণ গ্রহণ করিয়া আনে। অর্থাৎ বিলের দালাসগণকে বা ঋণ- গ্রহীতাগণকে 'নিঙ্ভাইয়া' ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য করা হয় বা অর্থ আদায় করিয়া লওয়া হয়। তাহারা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহে বাধ্য হয়; বলা হয় যে, "বাজার ব্যাঙ্কের নিকট হাজির হইয়াছে" ("to go into the bank")। আমেরিকায় প্রধানত, শেয়ার বাজারের দালালরাই তলব-ঋণের বাজারে ঋণ করে; কারণ আমেরিকায় ফাটকা বাজারে শেয়ার ক্রয়ের সময়ে উহার মূল্যের ২৫% অংশ তৎক্ষণাৎ জম। দিতে হয়। অবশিষ্ঠ ৭৫% অংশ দিবার সময়ে ফাটকা বাজারের শেয়ারের দালালগণ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ করিতে আসে এবং ওই শেয়ারগুলিকেও অন্থান্ম সম্পাতির সহিত সহ-বদ্ধকী (Colateral security) হিসাবে জমা রাখিয়া ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করে। ব্যাক্ষ এইরূপ ক্ষেত্রে অতি অল্প সময়ের জন্ম যে-স্থদে তাহাদের ঋণ দেয় তাহাকে ঋণের তলব-হারও (Call-rate) বলে। ফাট্কা বাজারের অবস্থা অনুযায়ী এই তলব-হারও উঠানামা করে। সাধারণত, যুক্তরাদ্ধীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের, বাজারের তলব-হার নিয়য়্রণ করিবার ক্ষমতা পুরই সীমাবদ্ধ।

কিছু বেশিদিনের, যেমন সাধারণত, ৩ মাসের জন্ম সল্পলীন ঋণ দেওয়া
হয়। বিশেষ করিয়া বাণিজ্যিক ব্যাহ্বসমূহ এইরূপ স্লুকালীন
স্বল্পকালীন ঋণের বাজারে (Short period Loan Market) ঋণ
বাজার
দেয এবং বিল ডিস্কাউন্ট করিয়া বা ব্যক্তিকে তাহার
আমানতের পরিমাণের অধিক উঠাইবার স্থােগ দিয়া এই ঋণ প্রদান করা হয়।
ব্যবসায়ীর। ছাড়াও কোন দেশের সরকার ট্রেজারী বিল ভাঙ্গাইয়া এই বাজার হইতে
ঋণগ্রহণ করিয়া থাকে।

ইহা ব্যতীত দীর্ঘকালীন ঋণের বাজারও দেশে থাকে। এই দীর্ঘকালীন ঋণের বাজারে দেশে ব্যক্তিদের মূলধন সঞ্চয়, সেই সঞ্চয়ের সংগ্রহীকরণ (accumulation) ও মূলধন-গঠন হইয়া থাকে। ব্যাক্ষ, বীমা কোম্পানী ও শেয়ার বিক্রয় প্রতিষ্ঠান-সমূহ সমাজে বিভিন্ন ব্যক্তির বিক্রিপ্ত সঞ্চয়গুলিকে একত্রে দীর্ঘকালীন ঝণের সংগ্রহ করিয়া শিল্পবাণিজ্যে নিয়োগের উপযোগী মূলধনে রগান্তরিত করে। বিভিন্ন কার্যে লগ্নীর জন্ম সরকার, মিউনিসিপ্যালিটি, জনপ্রতিষ্ঠানসমূহ (Public bodies) বা যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানসমূহ এই বাজারে ঋণের চাহিদা করে। শেয়ার-বাজারে শেয়ারের ক্রম-বিক্রয়ের ফলে দীর্ঘকালীন বিনিয়োগ ঘটে এবং মূলধনের হস্তান্তর হইয়া থাকে।

ঝণের বাজারেও বিভিন্ন উদ্দেশ্যে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঋণদানের জন্ম পৃথক ধরণের প্রতিষ্ঠান থাকে এবং সাধারণত, বিশেষ ধরণের বিভিন্ন বিনিয়োগ-ক্ষেত্র আক্ষান্নী ধণের আক্ষান্নী ধণের আক্ষান্নী ধণের আক্ষান্নী ধণের থাকে। যেমন, বিভিন্ন প্রকার ব্যাঙ্ক আছে: বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন ব্যাঙ্ক, শিল্প ব্যাঙ্ক বা বিনিয়োগ ব্যাঙ্ক, জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক, সমবায় ব্যাঙ্ক, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক, আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক প্রভৃতি এই সকল প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ধরনের বাজারে ঋণদান করে।

সর্বোপরি, অর্থের বাজারের মধ্যমণি এবং পরিচালক ও নিয়ন্ত্রণকারী হইল কেন্দ্রীয় বান্ধি। এই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দেশের সকল প্রকার অর্থ সম্পর্কীয় প্রতিষ্ঠান-শুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে; ঋণের বাজারে অর্থের চাহিদা ও যোগান নির্ধারণ করে। ঋণের দাম অর্থাৎ স্থাদের হার দেশের অর্থ নৈতিক অবস্থ। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ও লক্ষ্য অনুযারী নির্ধারিত করার প্রয়াস পায়। দেশের অর্থ নৈতিক অবস্থা অনুযায়ী আর্থিক নীতি পরিচালনা করা এই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাজ। সমাজে অর্থের শুষ্কতা দেখা দিলে অর্থ ঢালিয়া দেওয়া এবং অর্থাধিক্য দেখা দিলে অর্থ হাঁকিয়া তুলিয়া আনা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কেরই অন্তত্ম প্রধান দায়িত্ব।

ক্লিয়ারিং হাউস (Clearing House)

পরস্পরের সহিত যুক্ত এবং একে অন্তের উপর নির্ভরশীল। সমাজের বিভিন্ন
ব্যক্তি বিভিন্ন ব্যাক্ষের গ্রাহক, স্থতরাং ব্যবদা-বাণিজ্যের কার্যে এক ব্যাক্ষের
আমানতকারীগণ অন্ত ব্যাক্ষের আমানতকারীগণের নিকট হইতে চেক পান এবং
তাহাদের চেক দিয়া থাকেন। ফলে প্রত্যেকটি ব্যাক্ষই অন্ত ব্যাক্ষের নিকট
দেনাদার ও পাওনাদার হইয়া পড়ে। কোন ব্যাক্ষ অন্ত ব্যাক্ষের নিকট হইতে
পাওনা নগদ অর্থ লইয়া আসিল আবার সেই ব্যাক্ষকেই নগদ
ব্যাক্ষসমূহের মধ্যে অর্থ দিয়া দিল, এইরূপ পারস্পরিক নগদ লেনদেন অহে তুক
পারস্পরিক দেনাপাওনা
মিটাইবার প্রতিষ্ঠান
পরিশ্রমাধ্য ও অপব্যরমূলক। স্থতরাং বিশেষ কোন স্থানে
একত্র হইয়া ব্যাক্ষের প্রতিনিধিগণ পারস্পরিক দেনাপাওনার
হিসাব করিয়া থাতায়-পত্রে নিজেদের হিসাব মিলাইয়া লন; এই সংগঠনই ক্লিয়ারিং
হাউন বলিয়া পরিচিত। সাধারণত, কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষের স্থানীয় অফিনে এই কার্য

অর্থ লেনদেনের ব্যাপারে কোন বিশেষ অঞ্চলের ব্যাঙ্কদমূহ থুবই ঘনিষ্ঠভাবে

পরিচালিত হয এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট রক্ষিত নিজের জমা হইতে প্রতিটি ব্যাঙ্কের হিসাব বাড়াইয়া বা কমাইয়া ব্যাঙ্কগুলি নিজের মধ্যে লেনদেন করে।

जन्मीननी

- 1. Distinguish between credit and cash and explain how credit affects an economy of cash.
 - 2. What are credit instruments? Discuss their utility.
- 3. Discuss the various functions performed by a modern Bank. Indicate the benefits that banks render to society.
- 4. Draw an imaginary Balance-sheet of a commercial bank and explain the items mentioned therein.
- 5. "Banks are not merely purveyors of money, but also in one important sense, manufacturers of money." Discuss.
 - 6. Describe how the commercial banking system can create credit.
 - 7. Discuss the process of multiple credit creation by the Banking System.
- 8. Explain how banks create money, and discuss the limitations, if any, on the bank's power of creating money.
- 9. "The bank does not create money out of thin air; it transmutes other forms of wealth into money." Discuss.
- 10. How do the commercial banks distribute their assets to ensure their liquidity?
- 11. "A constant tug of war between the competing aims of liquidity and profitability summarises the functions of a Modern Bank." Explain.
- 12. "Commercial banks should employ their resources in self-liquidating trade bills and not in the long term financing of the industry." Discuss.
- 13. Annalyse briefly the assets of a modern Bank and explain the principles which govern its structure.
- 14. "The art of banking lies in being able to distinguish between a bill of exchange and a mortage"—Explain.
- 15. Examine carefully the "real bills doctrine" and the "shiftability theory of bank liquidity. Discuss in this connection the 'anticipated income theory of liquidity' that has been recently developed.
- 16. Discuss the advantages and disadvantages of Unit-Banking and Branch-Banking structures.
 - 17. What is Mixed Banking? What are its merits and dangers?
- 18. Discuss whether you would like to nationalise the Commercial barks of a country.
 - 19. Discuss the essential requirements of a good banking system.
- 20. What is Money Market? Discuss the constituents of a typical money market.

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক

Central Bank

প্রত্যেকটি দেশে টাকার বাজারকে নিযন্ত্রণ করার জন্ম এক একটি কেন্দ্রীয় ব্যাদ্ধ আছে। টাকার বাজাবে টাকার যোগান যাহাতে কম না পড়ে অথবা বেশি না হয়, টাকাব চাহিদা যাহাতে মিটিতে পারে, টাকার দাম বা স্থাদেব হার যাহাতে পুব বেশি বা পুব কম না হয়, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে লগ্নী করার জন্ম টাকার দামে যাহাতে বিশেষ কোন পার্শকানা থাকে, এই সকল

বিষয়ে লক্ষ্য রাখার জন্ম একটি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কর্তা দরকার। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এইরূপ নিয়ন্ত্রণকাবী প্রতিষ্ঠান।

নকাব যোগান, চাহিদা, দাম ও মূলোব নিয়লণকাবী প্রতিষ্ঠান

শুধু টাকার দাম নয়, টাকার মৃলের কথন কিরূপ উঠানামা হইতেছে, সেই বিষয়েও লক্ষ্য বাথা দ্রকার। যে-স্কল

প্রতিষ্ঠান টাকার বাজারে লেনদেন কবে (যেমন বর্গাঞ্চ) তাহাদের কাজকর্মের প্রতি দৃষ্টি রাথাও কম দবকার নহে। সর্বোপরি, যত দিন যাইতেছে, ততই সকল দেশের সরকার অর্থ নৈতিক কাজকর্মে সক্রিয়ভাবে হস্তক্ষেপ করিতেছে। কেহ পূর্ণ কর্মসংস্থান প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছে. কেহ বা দ্রত শিল্পোন্নযনকে অর্থ নৈতিক লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করিতেছে—এই সকল লক্ষ্য সাধনের চেষ্টায় তাহারা টাকার যোগান, চাহিদা, সঞ্চয়, বিনিয়োগ ও স্থানের হার প্রভৃতিকে নিজেদের প্রভাবাধীন করিবার চেষ্টা করিতেছে। রাইকে তাহার অর্থ নৈতিক লক্ষ্য (economic objective) সাধনে সাহাম্য করার উদ্দেশ্য দেশে টাকার যোগান, চাহিদা, দাম ও মূল্য—এই সকল বিষয়ে নীতি অর্থাৎ আর্থিক নীতি পরিচালনা করার দায়িত্ব লইতে পারে, এইরূপ প্রতিষ্ঠান হিসাবে কেন্দ্রীয় ব্যাঞ্চ সকল দেশেই অবশ্য প্রযোজনীয়।

এমন সময় ছিল যথন ধনবিজ্ঞানীরা টাকার বাজারকে এইরূপ নিয়ন্ত্রণ করার পক্ষপাতী ছিলেন না। মামুষমাত্রেই ভূল করে, স্বতরাং দেশের সামগ্রিক লেনদেন অর্থনৈতিক কল্যাণ এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠানের উপর ছাড়িয়া দিতে তাঁহারা রাজি ছিলেন না। যোগান ও চাহিদার স্বয়ংক্রিয় শক্তি টাকার মূল্যকে যে-গুরে রাখিবে, উহাই স্বাভাবিক স্তর, সেই স্তর হইতে বিচ্যুত হইলে আপনাআপনি স্বয়ং-শোধনের ধারা শুরু হইবে, বাহিরের কোন হস্তক্ষেপ

অনেকে বলিতেন ইহার কোন দরকার নাই দরকার নাই, তাঁহার। এইরূপ মনে করিতেন। আজকাদ অবশ্য এই সকল মুক্তি অচল হইয়া গিয়াছে। বারবার পৃথিবীতে বহুবিধ অর্থ নৈতিক সংকট দেখা দিয়াছে, বাজারের আছা-নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি সেই সংকট রোধ করিতে পারে নাই ।

টাকার মূল্যে কখনে। তীব্র উঠানামা ঘটিয়াছে; কখনও-বা ব্যবসায়ের প্রয়োজন থাকিলেও টাকার পরিমাণ বাড়িতে পারে নাই; আবার কখনও প্রয়োজনের অতিরিক্ত টাকা দেশের স্বাভাবিক অর্থ নৈতিক কাজকর্ম বিপর্যস্ত করিয়া দিয়াছে। সমাজে টাকার নিরপেক্ষ (neutral) ভূমিকা সম্পর্কে তাঁহাদের যে-বিশ্বাস ছিল, বর্তমান কালে সকল সমাজেই টাকার সক্রিয় শক্তি সেই বিশ্বাস টলাইয়া দিয়াছে। তাই আজকাল স্বাই টাকার বাজার নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষ প্রতিষ্ঠার পক্ষে।

তাহা ছাড়া, বর্তমান কালের সমাজে বহু প্রকার পরিবর্তন আসিয়াছে। আজকালকার সমাজে টাকা বলিলে অনেক ধরণের সম্পত্তি বোঝা যায়, ইহাদের একের সঙ্গে অপরের পার্থক্য খুব কম। নগদ টাকা, চেক, বিল,

কিন্তু বর্তমান কালে ইহা অবগ্য প্রয়োজনীয় বণ্ড, শেয়ার, সোনা—ইহারা স্বাই টাকা, স্কলেই কোন না কোন ক্ষেত্রে বিনিময়ের মাধ্যম ও মূল্যের সঞ্চয়রূপে কাজ করে। তাহা ছাড়া, এই স্বল লইয়া ব্যবসায় করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরণের প্রতিষ্ঠান তৈয়ার হইয়াছে।

এত বিভিন্নরপের টাকা এবং এত বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান লইয়া যে-সমাজ গঠিত, তাহা কড়টা আত্ম-নিয়ন্ত্রংশীল হইতে পারে, সেই বিষয়ে সন্দেহ আছে। এই কারণে দেশে বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন এবং দক্ষ কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষ নিশ্চয় দরকার হুইয়া প্রিয়াছে।

টাকার বাজারে জটিলত। থাকিলেই কেন্দ্রীয় ব্যাস্থ দরকার — এই যুক্তির দক্ষণ একদল ব্যক্তি বলেন যে, অপূর্ণোন্নত দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষের কোন দরকার নাই। এই সকল দেশে এখনও বাবসায়-বাণিজ্যের ততটা প্রসার হয় নাই, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ কম, মূলধন-গঠন ও মূলধন-নিয়োগ কম, তাই টাকার বাজারের জটিলতা ততটা নাই। উপরস্ক এই সকল দেশে ব্যাস্ক বা বিনিয়োগ

কারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কম, উপযুক্ত সংখ্যক চেক, বিল, বণ্ড, শেয়ার না থাকায় ইহাদের কাজকর্মও সীমাবদ্ধ। দেশে সম্ভাকালীন অক্ত্রত দেশে ইহার টাকার বাজার এখনও গডিয়া উঠে নাই। দবকার আছে কি ? বাজাবেই বাণিজ্যিক ব্যাস্কগুলি সন্ত্রকালীন বিল ও সিকিউরিটিগুলি বেচাকেনা করিয়া টাকা খাটায়। কিন্তু যদি দেশে এইরূপ টাকার বাজাব না থাকে, তবে সেই দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাঞ্চের দরকার নাই মনে করা চলে। তাহা ছাড়া, ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রসার কম বলিয়া লোকের সম্মকালীন বিনিয়োগেব ততটা দরকার নাই, বিভিন্ন ধরনের ঋণপত্রগুলির মধ্যে স্থাদের ছাবে সমতা রাখার প্রশ্নও তত্তটা উঠে না। এই সকল ঋণপত্র বা তরল সম্পত্তিব হুষ্ঠ আদানপ্রদান নির্ভব করে এই সকল বিভিন্ন ঋণকালেব মধ্যে স্থানের হারে সামঞ্জন্ম থাকাব উপর। এই উদ্দেশ্যেই কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষের প্রয়োজনীয়তা। কিন্তু যদি উপযুক্ত পরিমাণে ঋণপত্র না থাকে, বা লেনদেনকারী প্রতিষ্ঠান না থাকে তবে অযথা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়া লাভ কি ৪ সর্বোপরি, অনুন্নত দেশগুলিতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর সরকারী হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা খুবই প্রবল, তাই উচ্চাকাংক্ষী অপরিপক্ক রাজনৈতিক নেতাদের হাতে দেশের টাকার বাজারের নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমত। চলিয়া যাইতে পারে। এইরূপ দেশে, তাই, কেন্দ্রীয় ব্যাস্কের কোন দরকার নাই, ইহা কেহ কেহ বলিয়া থাকেন।

এই সকল যুক্তি আমরা মানিয়া লইতে পারি না। ই হারা মনে কবেন যে, বান্ধগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা ছাড়া কেন্দ্রীয় বান্ধের আর কোন কাজ নাই। কিন্তু দেশে টাকার প্রচলন ও গতিবেগ নিয়ন্ত্রণ কবা. সরকারের বান্ধার হিদাবে কাজ করা এই সকল কাজ কে করিবে? অধ্যাপক পেয়ার্দের (Sayers) মতে অন্থন্নত দেশেব বৈদেশিক বাণিজেবে লেনদেন স্বষ্ঠুতাবে চালানো বা টাকার বৈদেশিক মূল কে স্থির রাখা সবই কেন্দ্রীয় ব্যাস্কের ওক্ষণায়িত্ব, এই সকল বিষয়ে সরকারের উপদেষ্টা হিদাবে উহার ভূমিকা আরও গুরুত্বপূর্ণ। তাহ। ছাড়া, এই সকল দেশে উপযুক্ত ব্যবসায়-বাণিজ্য গড়িয়া উঠিতে সাহায্য করার জন্ম বাণিজ্যিক ব্যাক্ষণ্ডলি প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাস্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার। আর রাজনৈতিক প্রভাব উন্নত অন্থ:ত সকল দেশেই আসিতে পারে, এইরূপ অবাঞ্চনীয় কিছু না ঘটে, সেই বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখার চেষ্টা সর্বদা করা প্রয়োজন। বহু অন্থন্নত দেশের অভিজ্ঞতা হইতে আমরা দেখিতে পাইয়াছি যে, কেন্দ্রীয়

ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা বহুভাবে এই সকল দেশের অর্থ নৈতিক উন্নয়নকে সাহায্য করিয়াছে।

দেশের অভাভ ব্যাক্ষ হইতে কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষ অনেকাংশে পৃথক। বাণিজ্যিক বাকিগুলি পরিচালিত হয় উহাদের মালিকদের মুনাফা বাড়াইবার জন্ত, ইহাই উহাদের লক্ষা। কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষ পরিচালিত হয় জাতীয় ও সামগ্রিক দৃষ্টিভংগী লইযা রাষ্ট্রের অর্থ নৈতিক লক্ষা সাধনের জন্তা, মুনাফার জন্তা নয়। তাই নোট প্রচলনের অধিকার অন্তান্ত বাক্ষিকে দেওয়া হয় না, কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষকে ইহার একচেটিয়া কন্ত্রি ছাড়িয়া দেওয়া হয়। অন্তান্ত বাক্ষেকে নিয়ন্ত্রণ করে অন্তান্ত বাক্ষেব সহিত্ত ইহার অনেক প্রথক্ত কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষ, উহাদের সর্বশেষ স্তরের টাকা পাইবার মহাজন

ইছাব জনেক পাথক। কেন্দ্রার ব্যাক্ষ, ডহাদের সর্বশেষ স্তরের টাকা পাহবার মহাজন (lender of the last resort) হিসাবে সে কাজ করে। সরকারের ব্যাক্ষার রূপে অন্থান্থ ব্যাক্ষ কাজ করে না, ইহা কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষেরই দায়িত্ব। বাণিজ্যিক ব্যাক্ষের নীতি সাবধানতা, মুনাফা করা এবং বিনিয়োগের তারল্য বজায় বাথা এই সকল কোন কেন্দ্রীয় ব্যাহিং-এর নীতি নয়।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর এইরূপ ধারণা ছিল যে, কেন্দ্রীয় বর্ণান্ধ সরকারী হস্তক্ষেপ হইতে সাধীনভাবে নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করিবে। ইহার কারণ হইল প্রধানত রাজনৈতিক প্রভাব হইতে কেন্দ্রীয় ব্যাঞ্চকে মুক্ত হ ছিম কবণ ও রাখা। তাহা ছাড়া, রাষ্ট্রায় পরিচালনা আ**মলাতান্ত্রিক প্রভাবের** বাষ্ট্রিয় নিয়ন্ত্রণ বুদ্ধি ঘটায়। বেত্নভুক্ সরকারী কর্মচারীদের চাকুরির স্থায়িত্ব এবং ভবিষ্যাৎ নিরাপত্তা অধিক থাকায় তাহাদের উৎসাহ ও উত্যোগ ক্রমে নষ্ট চইযা যায়। ইহাও বলা হইত যে, ব্যাক্ষ-ব্যবসায় একটি বিশেষ ধরণের কার্য, ইচাব জন্ম বিশেষ জ্ঞান লাভ করা প্রয়োজন: আইন-সভার সদস্য বা পার্টি-নেতাদের এইরূপ জ্ঞান না থাকাই সম্ভব। এই সকল কারণের দক্ষণ শেয়ার-ক্রেভাদের বা বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের মালিকানায ও নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক গঠন করাই তখন প্রচলিত ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু এই সকল যুক্তি থাকা সত্ত্বেও দেখা গিয়াছে যে, জনহার্থ বৃক্ষাকারী কেন্দ্রীয় আধিক প্রতিষ্ঠানকে মুনাফ! লাভের উদ্দেশ্যে ব্যবসায়ীদের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত নহে। কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষের কর্তাদের ঝাঁকি গ্রহণ ব। অধিক উচ্চোগী হওযার প্রয়োজন নাই, ইহা মুনাফা কেন ও কিব্ৰু অনুসন্ধানকারী প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান নয়।

আর যদি কোন মুনাফা হয়, তবে তাহা জাতীয় স্বার্থে জাতীয় অর্থভাগুরে যাওয়াই উচিত। রাষ্ট্রের সঙ্গে কেন্দ্রীয় ব্যান্থের কিন্ধপ সম্পর্ক হইবে তাহা মূলত নির্ভর করে দেশেব বাজনৈতিক, আদর্শগত ও অর্থ নৈতিক বছবিধ কারণেব কার্যফলেব উপব। সমাজতান্ত্রিক ভাবধাবাব প্রসাব, অর্থ নৈতিক উন্নয়নেব উপর গুরুত্ব আবোপ, বৃদ্ধাকালীন উপকবণ সংগ্রহ ও যুদ্ধোত্তব পুনর্গঠন সকল কিছু মিলিয়া জাতীয়কবণেব দিকে কোঁল বাডাইয়া তুলিয়াছে। আবও একটি কথা মনে বাখা দবকাব। দেশেব অর্থনীতি ঠিক কিন্ধপ ভাবে চলে, সেই গতিধাবা বর্তমানকালে অনেকটা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। বাশিবিজ্ঞানেব উন্নতি, গণচেতনা বৃদ্ধি, ধনবিজ্ঞান শাসেব উন্নতি — সকল কিছু মিলিয়া সমাজ-দেহেব সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও গ্রন্থিত্বলি চিত্র আমবা অধিকতব স্পষ্টভাবে দেখিতে পাইতেছি। তাই নিযন্ত্রণ কবাব সম্ভাবনা স্থাষ্ট হইয়াছে, ইহাব ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছে। স্বতবাং বর্তমানে বিভিন্ন বাই কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষেব নীতি সম্পূর্ণভাবে নিযন্ত্রণ কবিবাব উদ্দেশ্যে ইহাব পবিচালনাব ভাব গ্রহণ কবিয়াছে। বাই বিভিন্ন পদ্ধতিতে কেন্দ্রীয় ব্যান্থকে নিযন্ত্রণ কবে; শেযাব ক্রম্ম কবিয়া, পবিচালকমগুলীতে মনোনীত সদস্য নিযোগ কবিয়া অথবা সম্পূর্ণ মালিকানা স্থাপন কবিয়া।

কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষের কার্যাবলী (Functions of a Central Bank)

বাষ্ট্রেব অর্থ নৈতিক লক্ষ্য সাধনেব উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যক্ষি বিভিন্ন বক্ষ কাজ কবিয়া থাকেন।

প্রথমত, দেশে অর্থেব প্রচলন ও নিয়ন্ত্রণেব একচেটিয়া অধিকাব কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কেব পূর্বে বাষ্ট্র নিজেই এর্থ প্রচলন কবিতেন। পবে বাণিজিক হাতে হান্ত থাকে। ব্যাঙ্কসমূহ এই কাগেব ভাব গ্রহণ কবে, কিন্তু বর্তমানে একমাত্র গাৰ্থিক বাৰস্থাৰ সংগঠন কেন্দ্রীয় বাক্ষেব হাতেই এই ক্ষমতা ছাডিয়া দেওয়া হইয়াছে। গড়িয়া ভোলা ও প্ৰিচালনা কাগজী নোট প্রচলনেব অধিকাব যাহাতে বাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বা মুনাফাৰ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত না হয় সেইজন্য কেন্দ্ৰীয় ব্যাঙ্কেৰ হাতে ইহা মুস্ত থাকা উচিত। বিভিন্ন বাঙ্কেব বিভিন্ন প্রকাব নোট থাকে . স্বতবাং দেশে অর্থ নৈতিক লেনদেনের প্রভৃত অস্থবিধ। হয়। এক প্রকাব নোট প্রচলিত হইলে নোটেব অতিবিক্ত প্রচলনেব (Excess issue) সম্ভাবনা কম। দেশে বাান্ধ ঋণেব পৰিমাণ বাড়িষা যাওয়াতেও নোট প্ৰচলনেব ক্ষমতা বাড়িষা গিয়াছে কাবণ নোট প্রচলনের ক্ষমতা থাকায় কেন্দ্রীয় ব্যান্ধ অন্তান্ত ব্যান্ধের ঋণপ্রদান ক্ষমত। নিযন্ত্রণ কবিতে পারে। রাষ্ট্রের নির্দেশ ও পবিচালনায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ঘাবা প্রচলিত কাগজী নোটের প্রতি জনসাধারণের আন্ধা ও বিশ্বাস স্বভাবতই বেশি থাকে। তাহা ছাড়া,

নোট-প্রচলন হইতে যাহাতে মুনাফার উদ্ভব না হয় সেইজন্ম নোট-প্রচলনের ক্ষমতা বাণিজ্যিক ব্যাক্ষসমূহের হাতে না দিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষের হাতেই রাখা উচিত।

দিতীয়ত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে সরকারের সকল আর জমা হয়, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কর নিকট হইতেই সকল ব্যয় করা হয় এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হিসাবে কার্য অনেক ক্ষেত্রে এই সরকারী আয়ব্যয়ের হিসাবেও রক্ষা করে।
সরকারী ঋণ পরিচালনার ভারও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর।
সরকারের জন্ম প্রয়োজন হইলে ঋণপত্র বিক্রয় করিয়া ঋণ গ্রহণ করে, নিয়মিত হৃদ দেয় এবং পরিশোধের ব্যবস্থা করে।

তৃতীয়ত, দেশের বাণিজ্যিক ব্যক্ষিসমূহ তাহাদের নগদ আমানতের কিছু অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট জম। রাথে। জমার পরিমাণ আইন বা প্রথার দ্বারা নির্ধারিত। এই জমা রাখিবার ফলে ব্যাঞ্চণলি প্রযোজন হইলে কেন্দ্রীয় ব্যাঞ্কের নিকট হইতে ঋণ পায় অথবা প্রথম শ্রেণীর বিনিম্য-বিল ভাঙাইয়া দরকার মত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে। बाक्तम्द्रव वाक এই প্রদঙ্গে ইহাও মনে রাখা দরকার, কেন্দ্রীয় ব্যান্ধ হইল হিদাবে কার্য পর্বশেষ স্তরের ঋণদাতা। অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে হঠাৎ প্রয়োজন হইলে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহ বিনিময় বিলের বদলে অথবা সল্পকালীন ঋণপত্তের (Short-term Securities) বদলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট ঋণ পাইতে পারে এবং সেই খণের **ছা**রা নিজেদের দেনা মিটাইতে সক্ষম হয় বা উচ্চ হাদে কোথাও লগ্নী করিতে পারে। কোনদ্ধপ ব্যাঙ্কিং-সংকটের সময় তাহাদের সম্পত্তি-গুলির বদলে হঠাৎ নগদ-অর্থ পাওয়ার এই স্থবিধার ফলে मर्वरमम खरत्रत धन जान তাহাদের পক্ষে বিনিয়োগের তারল বজায় রাখা স্থবিধাজনক হয়। দেশের সমগ্র ঋণ-কাঠামোতে এইব্নপে তারল ও প্রদারতা (Liquidity and elasticity) বজায় থাকা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাজের ফলেই ঘটে। কেন্দ্রীয় ब्राष्ट्र ना शांकितन, अथवा अग-পত वा विनिमय-विन প্রভৃতিকে প্রয়োজন হইলেই নগদ অর্থে রূপান্তরণের স্থবিধা না থাকিলে বাণিজ্যিক ব্যাক্ষসমূহ আমানতের আরও বেশি অংশ নিজেদের নিকট নগদ অর্থক্সপে জমা রাখিতে বাধ্য হইত; তাহাদের অর্পলগ্রীর পরিমাণ আরও কম হইড, দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্যে নগদ অর্থ পাইবার সম্ভাবনা কম থাকিত : ঋণ-ব্যবস্থা সংকৃচিত থাকিত।

চতুর্থত, প্রচলিত কাগজী নোট ব। দেশের ঋণব্যবস্থার নিরাপন্তা রক্ষার জন্ত কুর্ণ বা বৈদেশিক অর্থ জনা রাধা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দায়িত্ব। দেশে ক্র্যান চাদ্ থাকিলে দেশের মধ্যে ও বাহিরে স্বর্ণের আসা-যাওয়া নিয়ন্ত্রণ করাও কেন্দ্রীয় ব্যাক্টের কাজ। অর্থের বৈদেশিক বিনিময়-হার বা অর্থের অর্থের বহির্মূল্য নিয়ন্ত্রণ করাও কেন্দ্রীয় ব্যাক্টের দায়িত্ব। বৈদেশিক লেনদেনের ক্ষেত্রে যাহাতে কোনরূপ অস্থবিধা না হয়, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখাও কেন্দ্রীয় ব্যাক্টের কর্তব্য। আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থাসমূহে দেশীয় স্বার্থ রক্ষা করা এবং বৈদেশিক বিনিময়-হারকে এক্লপভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাহাতে লেনদেন ব্যালান্দে মৌলিক ভারসাম্যবিহীনতা (Fundamental Disequilibrium) আসিতে না পারে, তাহা দেখাও কেন্দ্রীয় ব্যাক্টের দায়িত্ব।

পঞ্চমত, দেশে টাকার বাজারকে নিয়ন্ত্রণের জন্ম ব্যান্ধঝণকে নিয়ন্ত্রণ করা কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষের অন্মতম প্রধান কাজ। ব্যান্ধ-হার পরিবর্তনের দ্বারা বাজারের স্বদের হার নিয়ন্ত্রণ, খোলাবাজারের কার্যকলাপের দ্বারা দেশে টাকার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ,

বাণিজ্যিক ব্যাক্ষসমূহের নিকট হইতে নগদ জমার পরিমাণে ব্যানিষয়ণ পরিবর্তন করিয়া এবং অন্থ্রোধ বা নির্দেশ প্রভৃতির দারা টাকার বাজারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করা কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষেরই দায়িত্ব।

দেশের ঋণকাঠামো নিয়ন্ত্রণ করিতে না পারিলে দামন্তর স্থির রাখা সম্ভব হয না; ব্যবসায়সমৃদ্ধি ও ব্যবসায়সংকট বা বাণিজচেক্র দূর করা সম্ভব হয় না।

দামন্তর স্থির রাগা বাণিজ্য-চক্র দূর করা, পূর্ণ-কর্মসংস্থান, অর্থ নৈতিক ক্রমোগ্রতি আধুনিক কালে পূর্ণ কর্মনিয়োগের স্তরে দেশের অর্থ নৈতিক অবস্থা স্থায়িভাবে বজায় রাখিবার জন্মও ঋণনিয়ন্ত্রণের কাজ বিশেষ সাহায্যকারী। যে-সকল অনুনত দেশ অর্থনৈতিক প্রিকল্পনার সাহায্যে দ্রুত অর্থ নৈতিক ক্রমোন্নতির (Econo-

mic growth) চেষ্টা করিতেছে, উহাদের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাজ হইল সেই উদ্দেশ্যে আর্থিক নীতিদমূহ পরিচালনা করা।

ষষ্ঠত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অন্থান্থ বহু প্রকার কাজকর্ম আছে। ব্যাঙ্কসমূহেব
পারস্পরিক দেনা-পাওনা মিটাইবার জন্ম ক্লিয়ারিং হাউস
পরিচালনা প্রভৃতি পরিচালনা করা, দেশের আর্থিক এবং অর্থনৈতিক
অবস্থার প্রতি নজর রাখা এই সকল কার্য কেন্দ্রীয়
ব্যাঙ্ককেই করিতে হয়।

ঋণ নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি (Methods of credit Control)

আমরা জানি যে, দেশের টাকার মূল্য মোটামূটি স্থির রাখা কেন্দ্রীয় বাাঙ্কের গুরু দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালন করিতে হইলে দেশে টাকার যোগান তাহাকে নিশ্চয নিযন্ত্ৰণ কবিতে হইবে। কিন্তু টাকাব যোগান বলিলে কেবল নগদ টাকা বুঝায না, ব্যাঙ্কেব যে-আমানত হইতে চল্তি লেনদেন চলে, উহা নিশ্চয টাকাব সমানই কাজ কবে। বস্তুত, পৃথিবীব উন্নত কণ নিযন্ত্ৰণ দেশগুলিতে দেশে টাকাব মোট যোগানেব মধ্যে বেশিব ভাগ অংশই এইকপ ব্যাঙ্কেব আমানত। তাই দেশেব ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থাব উপব নিযন্ত্ৰণ আবোপ কবা প্ৰযোজন এবং ব্যাঙ্কগুলিব ঋণ-স্থাষ্ট বা ঋণদান-ক্ষমতাব উপব প্ৰভাব বিস্তাবেৰ উপযোগী পদ্ধতি ও ক্ষমতা উভযই কেন্দ্ৰীয় ব্যাঙ্কেব জানা থাকা দবকাব।

ঋণ নিযন্ত্ৰণেব জন্ম কেন্দ্ৰীয় ব্যাদ্ধ কৰ্তৃক ক্ষেক্টি পদ্ধতি প্ৰযোগ কৰা হয়।
ইহাদেব মধ্যে প্ৰধান হইল ব্যাদ্ধ বেটে পৰিবৰ্তন। যে-হাবে স্বকাৰীভাবে
কেন্দ্ৰীয় বাদ্ধ বিনিময়-বিলসমূহেব বদলে টাকা ঋণ দেয় তাহাকে ব্যাদ্ধ-হাব
বা ব্যাদ্ধ বেট (Bank Rate) বলে। এই ব্যাদ্ধ-হাব হইল কেন্দ্ৰীয়
ব্যাদ্ধেৰ স্থাদেব হাব—এই হাবেই কেন্দ্ৰীয় ব্যাদ্ধ ঋণ দেয়।
ব্যাদ্ধ হাবে পৰিবৰ্তন
সমাজে দ্ৰব্যসামগ্ৰী বৃদ্ধিব তুলনায় আৰ্থিক আ্ষেব পৰিমাণ
বাভিতে থাকিলে বা সঞ্চয়েব চুলনায় বিনিযোগ বৃদ্ধি হইতে থাকিলে কেন্দ্ৰীয়
ব্যাদ্ধ ব্যাদ্ধ-হাব বাডাইয়া দেয়। ব্যাদ্ধ-হাবে বৃদ্ধিব ফলে বাজাবে স্থাদেব হাবও
বাভিয়া যায়। ইহাৰ ফলে ঋণগ্ৰহণেব ব্যাহ্ বৃদ্ধি হয়, ঋণগ্ৰহণ ও বিনিযোগ ক্ষ
পৰিমাণে হইতে থাকে, সমাজে আ্থিক আ্ষেব স্থাতে ভাটা পডে। ব্যাদ্ধ-হার
ক্ষমাইলে ঋণগ্ৰহণেৰ ব্যাহ মিয়া যায়, ঋণগ্ৰহণ ও বিনিযোগ অধিক পৰিমাণে হইতে
থাকে, সমাজে আ্থিক ভায়েব স্থাতে জোয়াব আ্ষানে।

কেন্দ্রীয ব্যাঙ্ক বাজানে সবকারী ঋণপত্র ক্রেযবিক্রয কবিয়া দেশে টাকার
যোগান বাডাইতে বা কমাইতে চেষ্টা করে; এই পদ্ধতিব নাম থোলা বাজারের
কার্যকলাপ (open market operations)। সমাজে টাকার পরিমাণ
ক্ষাইতে হইনে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সবকারী ঋণপত্র বিক্রয় করে,
কার্যকলাপ
এইরূপে জনসাধারণেব বা ব্যাঙ্কেব হাত হইতে নগদ টাকা
ভূলিয়া লয়, ফলে ব্যাঙ্কসমূতের ঋণস্পন্ত ক্রেয়া লয়, এইরূপে
ক্রেমাণ বাডাইতে হইলে সে ঋণপত্রসমূহ ক্রেয় করিয়া লয়, এইরূপে
জনসাধারণেব বা ব্যাঙ্কেব হাতে নগদ টাকা তুলিয়া দেয়, ব্যাঙ্কসমূহের ঋণস্পন্ত ক্রিবরার
ক্রমতাপ্র বৃদ্ধি পায়।

দেশের ব্যাহসমূহ তাহাদেব নিকট নগদ জমাব কিছু অংশ কেন্দ্রীয় ব্যান্তের

নিকট জমা রাথে (Reserve Ratio)। ফলে ব্যাঙ্কের পক্ষে সেই নগদ টাকা
ঋণস্ষ্টি করিবার ভিত্তি হিদাবে ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। যদি কেন্দ্রীয়
ব্যাঙ্ক দেশে ঋণস্থাইর পরিমাণ বাড়াইতে চান, তাহা হইলে
জমার অনুপাতে কমাইয়া দেন, ব্যাঙ্কের হাতে নগদ অর্থ
বেশি থাকায় তাহার ভিত্তিতে অধিক 'ঋণস্থাই' সম্ভব হয় ।

যদি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দেশে ঋণরূপ অর্থের পরিমাণ কমাইতে চান, তাহা
হইলে জমার অনুপাত বাড়াইয়া দেন, ব্যাঙ্কের হাত হইতে নগদ অর্থ
সরাইয়া আনেন, ঋণ স্থাইর ভিত্তি কমিয়া যাওয়ায় ঋণরূপ অর্থের পরিমাণ
কমিয়া যায়।

অনেক সময় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কোন বিশেষ ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ কমাইতে বা বাড়াইতে চাহিলে পৃথক ভাবে তাহা করিতে পারেন (Rationing of credit)। যদি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক মনে করেন যে, ধরা যাউক, বত্ত-শিল্পে বিনিয়োগ অধিক হইতেছে, কিন্তু ইস্পাত শিল্পে আশাসুরূপ বিনিয়োগ হইতেছে না, ভাহা হইলে ব্যাঙ্কসমূহকে নির্দেশ দিবেন যে নির্দিষ্ট পরিমাণের অধিক ঋণ বত্ত-শিল্পে দেওয়া চলিবে না। এইরূপে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে, যেমন শেয়ার বাজাবে ফাট্কাদারী বন্ধ করার উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্ক কর্তৃক ঋণের পরিমাণ নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

শেয়ার বাজারে ফাটকাদারী রোধ করার উদ্দেশ্যে ব্যক্তির ব্যবহার ক্যাইবার জন্ম অনেক সময় এক প্রকার পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। শেযারের কোন দালাল বা কোন ফাটকা ব্যবসায়ী শেয়ার বন্ধক রাথিয়া ঋণ আনিতে গেলে যে-পরিমাণ নগদ টাকা জমা দেয় তাহাকে বলে প্রয়োজনীয় নগদাংশ) Margin Requirements)। যেমন 1000 টাকার কোন শেয়ার বন্ধক দিয়া যদি ঋণ হিসাবে 900 টাকা আনিতে পারা যায় তাহা হইলে 100 টাকা হইল প্রয়োজনীয় নগদাংশ বা শার্জনে পরিবর্তন মার্জিন। এক্ষেত্রে মার্জিন হইল শেয়ারের মূল্যের 10%। মার্জিনে পরিবর্তন অর্থাৎ 10% মার্জিনে কোন ব্যক্তি সহবন্ধকী (Colateral Security) দ্বব্যের (শেয়ারের) মূল্যের 90% ঋণ লইতে পারে। প্রয়োজনীয় নগদাংশ বা মার্জিন যত অধিক হইবে তত অধিক নগদ টাকা জমা দিতে হইবে বা শেয়ারের বন্ধকীতে তত কম পরিমাণ ঋণ পাইতে পারিবে। যেমন প্রয়োজনীয় নগদাংশ বা মার্জিন 20% হইলে সে 800 টাকা ঋণ পাইবে। এইভাবে মার্জিন

বাড়াইয়া ফাট্কাদারীতে নিয়োগের উদ্দেশ্যে ব্যাত্কঋণের পরিমাণ কমানো সম্ভবপর।

স্থায়ী ধরণের ভোগ্য দ্রব্যসমূহ (যেমন রেডিও, টেলিভিশন, ফ্রিজিডেয়ার, গ্রামোফোন, আসবাবপত্র প্রভৃতি) আজকাল প্রায়ই কিন্তিতে দাম দেওয়ার শর্ডে ক্রয়-বিক্রয় করা হয়; দ্রব্য ক্রয়ের সময় দামের একাংশ (বেমন 20% বা 25%) দেওয়া হয় এবং মাসিক, বা তৈমাসিক বা ষাগাসিক নির্দিষ্ট ভোগকার্ষে ঋণের নিয়ন্ত্রণ সংখ্যক কিন্তিতে (যেমন মাসিক হিসাবে 30 কিন্তি বা তৈমাসিক হিদাবে 10 কিন্তি, যাম্মাসিক হিদাবে 5 কিন্তিতে) সম্পূৰ্ণ দাম পরিশোধ করা হয়। দেখা গিয়াছে যে, স্থায়ীধরণের ভোগ্য দ্রব্যসমূহের চাহিদা অত্যন্ত অন্থির প্রকৃতির (unstable), এবং তাহা দামস্তর, উৎপাদন এবং কর্মসংস্থানের পরিমানের উপর বিশেষ প্রভাবশীল। হতরাং আধুনিককালের কেন্দ্রীয় ব্যান্ধ, বিশেষ করিয়া আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে দেশের স্থায়ী ভোগ্য দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের কিন্তি বা অন্যান্ত শর্তাদি নিয়ন্ত্রণের ক্রমতা দেওয়া হইয়াছে (Consumer credit Regulation)। আমেরিকায় এই ক্ষমতা Regulation W নামে পরিচিত। যদি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক চায় যে মুদ্রাস্ফীতি ও বিনিয়োগ-বৃদ্ধি क्याइरेल ब्हेरे जाहा हरेल रम अहे अस्पत मर्जाम कठिनजत कतिरव याहारा स्वतामित ক্রয় ক্মিয়া যায়। যেমন, ক্রয়ের সময় নগদ একাংশের পরিমাণ বাড়াইয়া দিবে. अप्त विक्रयर्थाण सुरवात मःथा कमारेया मिरव, माम পরিশোধের কিন্তির मःथा कमाइति। यनि किलोग नाक ठाग त्य धरेक्नभ सामी त्यांगा सत्तात विकास वृक्षि इडेक এবং উহাতে উৎপাদন ও বিনিযোগ বাড়িয়া যাউক, তাহা হইলে দে এই ঋণের শর্তাদি শিথিলতর করিবে। যেমন, ক্রয়ের সময় দামের নগদ একাংশের পরিমাণ কমাইয়া দিবে, ঋণে বিক্রয়-যোগ্য দ্রব্যের সংখ্যা বাড়াইয়া দিবে, দাম পরিশোধের কিন্তির সংখ্যাও বাডাইবে।

অর্থের বাজারের শীর্ষে অবস্থিত বলিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাক্ক সাধারণত সকল ব্যাক্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। অনুরোধ উপরোধের ক্ষারা

আশায় অনেক ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাক্ক অনুরোধ-উপরোধের পদ্ধতি গ্রহণ করে এবং ব্যাক্কথণ বাড়ানো বা কমানো উচিত কিনা তাহা ব্যাক্করের ব্যাইবার চেষ্টা করে (moral persuasions)।

শ্বণমিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিসমূহের সীমাবদ্ধতা (Limitations of the methods of Credit Control):

এই সকল পদ্ধতি বিনা বাধায় পূর্ণমাত্রায় প্রয়োগশীল ও কার্যকরী হইয়া থাকে তাহা নহে; বাস্তব ক্ষেত্রে ইহারা নানাবিধ কারণে সীমাবদ্ধ। স্থচিন্তিত ভাবে প্রয়োগ করিলেও ইহারা সর্বত্ত সফল না হইতে পারে।

যেমন ধরা যাউক, দামন্তরে পরিবর্তন আদিয়াছে। দেশে উৎপাদন, বিনিযোগ ও কর্মসংস্থানের পরিমাণ ব্রাস বা বৃদ্ধি পাইতেছে, "স্বাভাবিক" অবস্থা ফিরাইয়া আনিবার জন্ম কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নিজস স্থাপের হার বা ব্যাঙ্কহার ক্মাইয়া বা বাডাইয়া দিবে। (ক) কিন্তু হৃদের হার ঠিক কি পরিমাণ কমানো বা বাডানো দরকার তাহা কেন্দ্রীয় বদঙ্ক কি-ভাবে স্থির করিবে ? ভুল-ক্রটির ব্যান্ধ হার পদ্ধতির মধ্য দিয়া পরীক্ষা (Trial and Error) করার সুযোগ অসার্থকতা এই ব্যাপারে খুবই কম। (খ) यहि व्याक्ट-हातुत (मह 'আদর্শ' পরিবর্তনটুকু জানাও যায়, তাহা হইলেও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্ক-হার কমাইলে বা বাডাইলে অন্তান্য ব্যাষ্ট ভাহাদের স্থদের হার কমাইবে বা বাড়াইবে এমন কোন নিশ্চয়তা নাই। অমুন্নত দেশসমূহে, যেমন ভারতবর্ষে, অর্থের বাজার বিশেষ অসংগঠিত, "দেশীয় ব্যাস্কগুলি" (যেমন গ্রাম্য মহাজন, শ্রেষ্ঠা, সাহকার ইত্যাদি) কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষের অদের হার সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন হইতে পারে। (গ) ব্যাঙ্কসমূহ স্থদের হার পরিবর্তন করিলেও, মেন মুদ্রাম্ফীতির দময়ে স্থদের হার বাড়িলেও ব্যবসাদারণণ বিনিয়োগ ক্মাইবে এমন নিশ্চযতা নাই, কারণ প্রত্যাশিত মনাফার হার খুব বেশি এবং মোট ব্যয়ের মধ্যে স্থদের দরুণ ব্যয় অতি অল্প অংশ মাত্র। আবার ব্যবসায়-সংকটের সময়ে হ্রদের হার কমাইলেও গভীর নিরাশার প্রভাবে বিনিয়োগ বৃদ্ধি না হইবারই সম্ভাবনা।

খোলাবাজারের কার্যাবলীও যে সম্পূর্ণ সামল্য লাভ করে তাহা নহে। (ক) দামল্তর বাড়িতে থাকিলে মুদ্রান্দীতি কমাইবার জন্ম কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ঋণপত্র বিক্রম্ন করিয়া নগদ টাকা ব্যাঙ্কের নিকট হইতে সরাইয়া আনিতে পারে, কিন্তু যদি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহ আবার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ লইয়া দেই নগদ টাকার সাহায্যে ঋণবৃদ্ধি করিতে থাকে তাহা হইলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য বিফল হইয়া যায়। (খ) ব্যবদায়-সংকটের যুগে বাজার হইতে ঋণপত্রসমূহ ক্রম্ম করিয়া

কেন্দ্রীয় ব্যান্ধ টাকার পরিমাণ সমাজে বাড়াইয়া দিতে পারে বটে কিন্তু ব্যাক্ষসমূহ্
প্রাতন ঋণ পরিশোধের জন্ম বা সাবধানতা অবলম্বন করিয়া
দামাবদ্ধতা

ক্ষেমাবদ্ধতা

ক্সেমাবদ্ধতা

ক্ষেমাবদ্ধতা

ক্ষেমাবদ্ধতা

ক্ষেমাবদ্ধন

ক্ষেমাবদ্ধতা

ক্ষেমাবদ্ধন

ক্ষেমাবদ্ধতা

ক্ষেমাবদ্ধতা

ক্ষেমাবদ্ধতা

ক্ষেম্বদ্ধত

কেন্দ্রীয় বাদ্ধের নিকট নগদ জমাব অনুপাতে পবিবর্তন, (ক) সকল বাদ্ধেক সমানভাবে প্রভাবান্থিত কবে না, কাবণ অনেক বাদ্ধ পূর্ব হইতেই কেন্দ্রীয় ব্যাদ্ধের নিকট নিযমের বেশি নগদ জমা রাখে। তাহা ছাড়া, নগদ টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি হইলেই যে ব্যাক্ষসমূহ ঋণবৃদ্ধি করিতে পবিবর্তনের দীমাবদ্ধতা চাহিবে এরূপ নহে। আর, ঋণবৃদ্ধি করিতে চাহিলেই তাহারা করিতে পারে না, উল্লোক্তাগণ ঋণগ্রহণে প্রস্তুত আছে কি না তাহাও লক্ষ্য রাখা দবকাব।

তত্ত্বের দিক হইতে ঋণের বেশনিং সতাই বিশেষ স্থবিধাজনক, কারণ ইহাব দারা ঋণের পরিাণকে নিয়ন্ত্রণ করা তো যাযই, উপরস্ত কেন্দ্রায় ব্যাঙ্ক সমাজেব বিভিন্ন দিকে পরিকল্পনা অনুযায়ী উন্নতিব জন্ম ঋণবন্টন করিতে পারে। তবে এই পদ্ধতি বাস্তবে প্রযোগের অস্থবিধা হইল ইহার বাধ্যতাশ্বের রেশনিং-এব
অস্থবিধা
ইপর হস্তক্ষেপ বলিয়া ইহাকে মনে করা চলে। এই পদ্ধতিব
কার্যকারিতাও কম, কারণ এক উদ্দেশ্যে ঋণ লইয়া উদ্যোক্তাগণ অন্য উদ্দেশ্যে নিযোগ
করিতে পারে। কেন্দ্রীয় বাধ্যি ব ব্রণিভিন্ন ব্যাঙ্কের পক্ষে ঋণব্যবহারের দিক্তি

(नगान-वक्षकी अ: ११त अ: ग्राङनीम नगमाः । वा माजित अविवर्धन काहे ह

ব্যবসায়কে বহুপরিমাণে সংকুচিত করিবে সন্দেহ নাই, কিন্তু মুদ্রাস্ফীতি বা মুদ্রা-শংকোচেব প্রতিষেধক হিসাবে কাজ করে না। সমাজে মার্জিন নীতির টাকার পরিমাণ ব। আর্থিক ব্যয়ের পরিমাণ ক্যানো বা সীয়াবদ্ধতা। বাড়ানো এই পদ্ধতির দ্বারা সম্ভব হয় না, ইহা কেবলমাত্র শেযার-লেনদেনে লগ্নীর পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। ভোগ্যদ্রব্যক্তয় নিয়ন্ত্রণও ঋণের কেবল মাত্র বিশেষদিকে ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি ত্রয়নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির হিদাবে গৃহীত হয়, কিন্তু ইহার দ্বারা যে মৌলিক কারণ-সীম।বদ্ধতা গুলির ফলে দামস্তর ভারসাম্যবিহীন হইয়া পড়ে তাহাদের নিযন্ত্রণ করা যায় না। অনুবোধ বা প্রভাব-বিস্তার সাফল লাভ করে যদি স্বভাবতই কেন্দীয অগ্যাগ্য ব্যান্ধ বাক্সকে অনুবোধ বা প্রভাবের হিসাবে স্বীকার করিয়া লয় এবং দেশে ব্যাঙ্কের সংখ্যা সীমা কম থাকে। আর ব্যাঙ্কের উপর প্রভাব বিস্তার করিলেই দেশে ঋণস্ষ্টি কমানো বা বাড়ানো যায না, ঋণগ্রহীতাদের আশা-নিরাশা ও কাজকর্মের উপর ইহা বহুলাংশে নির্ভর করে।

ব্যান্ধরেট সম্পর্কে বিশ্বতন্তর আলোচনা (A further discussion on Bank rate)

নিমতম যে-হারে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রথম শ্রেণীর বিলগুলিকে ডিদ্কাউণ্ট কবে অথবা পছন্দসই সিকিউরিটির ভিন্তিতে ঋণ দেয়, তাহাকে ব্যাঙ্করেট বলে। এই ব্যাঙ্করেটের মোটামুটি উদ্দেশ্য হইল বাহির হইতে তিন দিক হইতে দেশের মধ্যে সোনা ও আন্তর্জাতিক মূলধন আরুষ্ঠ করা ইহাকে আলোচনা ব্যবসায়-বাণিজ্যের মধ্যে এবং দেশের স্তব করা হইবে কবা। ব্যাঙ্করেটে পরিবর্তন কিন্ধপে দেশের বাণিজ্যের গতির উপর প্রভাব বিস্তার করে সেই কার্যপদ্ধতি (Modus operandi) সম্পর্কে মোটামুটি তিনপ্রকার বিশ্লেষণ প্রচলিত আছে: প্রাচীন ধারণা, হটের (Hawtrey) বিশ্লেষণ ও কেইন্সের বিশ্লেষণ। প্রাচীন ধারণ অনুযায়ী ব্যাস্করেটের কাজ হইল সোনার গতিবিধি নিযন্ত্রণ করা : ২ট্রে'র মতে ইহা বিনিযোগের ব্যয়ে পরিবর্তন আনে; আর কেইন্সেব মতে ইছা বিনিযোগে পবিবর্তন থানে **দীর্ঘকালীন স্থদে পরিবর্তনের মাধ্যমে। হট্টে ও** কেইন্সের আলোচন অনেকাংশে একল্প, উভয়েই ব্যাছরেটের প্রধান প্রভাব যে বিনিয়োগের উপর তাহা বলেন। তবে হট্টে ইহাকে গণ্য করেন ব্যয়-প্রভাব হিসাবে (as a cost factor) কিন্তু কেইন্স ইহাকে গণ্য করেন মূলধনীকরণ-প্রভাব হিসাবে (as a capitalisation factor)। আমরা একে একে ইহাদের আলোচনা করিব।

প্রাচীন ধারণা অনুযায়ী ব্যাঙ্করেটের প্রধান কাজ হইল দেশে স্বর্ণের গতিবিধি
নিয়ন্ত্রণ করা। কোন দেশের বৈদেশিক ব্যালান্সে ঘাটতি দেখা দিলে সেই দেশ
হইতে স্বর্ণ বাহির হইয়া যাইতে থাকে। দেশের স্বর্ণভাগুার কমিয়া যায়, তাই,
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্করেট বাড়াইয়া দেয়। ব্যাঙ্করেট বৃদ্ধির প্রভাব প্রথমেই পৃড়িবে
বৈদেশিক বিনিময়ের উপর। সেই দেশের সকল ব্যাঙ্ক তাহাদের লেনদেনের
উদ্দেশ্যে নিজস্ব স্থদের হার বাড়াইয়া দেয়। ব্যাঙ্করেট বেশি বলিয়া বেশি স্থদ পাওয়ার
আশায় পৃথিবীর অন্থান্ত দেশের ব্যবদায়ীরা সেই দেশের ব্যাঙ্কে টাকা লগ্নী করিতে
চাহিবে, বিদেশ হইতে সোনা সেই দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবে, অন্তওপক্ষে
স্বর্ণের বহির্গমন বন্ধ হইবে। বিদেশের বাজারে সেই দেশের টাকার চাহিদা বাড়িয়া
যাইবে, তাই বিদেশী মুদ্রার হিসাবে দেশীয় টাকার দাম বাড়িবে। বৈদেশিক

ব্যাহ্বরেট কিরূপে বাণিজ্য ব্যালান্সে ভারসাম্য আনে বিনিময়হার দেশের অনুকূলে আদিবে। ব্যান্করেট বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্যবসায়ীরা কম ঋণ লইবে, দেশে ব্যবসায়-বাণিজ্য কম হইবে, আয় ও দামস্তর নামিয়া যাইবে। সেই দেশের

বাজারে দ্রব্যসামগ্রী আর বেশি বিক্রয় হইবে না (কারণ সেথানে আয় ও দাম কম); বরং সেই দেশ হইতে রপ্তানি বৃদ্ধি পাইবে (কারণ অন্তান্ত দেশের তুলনায় ইহা পূর্বাপেক্ষা সস্তা)। ইহাতে বৈদেশিক বাাণজ্যের ঘাটতি দূর হইবে, দেশে অধিকতর স্বর্ণ প্রবেশ করিতে থাকিবে। এইরূপে স্কল্পলীন টাকার বাজার, দীর্ঘকালীন মূলধনের বাজার এবং লেনদেন ব্যালান্দে পরিবর্তনের মধ্য দিয়া ব্যাঙ্করেটে পরিবর্তন বৈদেশিক মূদ্রার বাজারে পরিবর্তন আনে।

অবশ্য ইহার মধ্যে একটি কথা আছে। ব্যাঙ্করেটে পরিবর্তন তথনই লেনদেন ব্যালান্সে ভারসাম্য আনিতে পারে যথন সেই দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কর উপর বিদেশী বিনিয়োগকারীদের আস্থা থাকে। সেই দেশের টাকার স্থায়িছের উপরই যদি লোকের বিশ্বাস না থাকে, তবে ব্যাঙ্কহার বাড়াইলেই তাহারা নিশ্চয় নিজ নিজ দেশের টাকা বা সোনা এই দেশে জমা দিতে ছুটিয়া আসিবে না।

প্রাচীন ধারণার মূল ভিন্তি ছিল স্বর্ণমান। স্বর্ণমান ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের একমাত্র কাজ ছিল নিজের স্বর্ণভাগুারকে রক্ষা করা। পৃথিবীর পরিবর্তিত ভবস্থায় ব্যাহ্মরেট আর প্রাচীন ধারণা অনুযায়ী কাজ করে না। ইহার প্রধান প্রভাব আভ্যন্তরীণ আয়, কর্মসংস্থান ও দামস্তরের উপরে। তাই আজকালকার ধনবিজ্ঞানীবা বি নিযোগের উপর ব্যাহ্মবেটের কিন্ধপ প্রভাব পড়ে উহাই আলোচনা করিযা থাকেন। এই বিষয়ে ছুইটি ধারায় আলোচনা হুইয়াছে।

হট্রে (Hawtrey) বলেন যে, ব্যান্ধরেট বাড়িলে অন্তান্ত ব্যান্ধণুলি তাহাদেব শ্বল্পকালীন স্থাদেব হাব বাড়াইযা দেয। ইহার কারণ আমরা জানি: (ক) কেন্দ্রীয ব্যাঙ্কের নিকট বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি যে ঋণ করিয়াছে, তাহার দরুণ এখন উচ্চতর हार्त रूप पिट्ड हरेरा, এवः (थ) वहाइश्वि रय-मकन विन किनियार इंडिएम्ब ভাঙাইতে গেলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এখন পূর্বাপেক্ষা বেশি হুদ চাহিবে। দেশে যে-সকল পাইকারী বা খুচবা ব্যবসায়ী আছে, তাহাবা সাধারণত হটে কি বলেন ব্যাঙ্কের নিকট হইতে স্বল্পকালীন ঋণ লইযা জিনিসপত্র মজুত কবে। এইরূপ সকল দ্রব্য মন্থ্রত কবাব খবচা এখন বাড়িয়া গেল, কাবণ ব্যাঙ্কগুলি তাহাদেব স্থদেব হার চড়াইযা দিয়াছে। তাই এই ব্যবদায়ীরা যতটা সম্ভব কম দ্রব্য মজুত বাখিবে, উৎপাদকদেব নিকট হইতে মালপত্র কেনাব জন্ম আব নূতন অর্ডাব দিবে না। শুধু তাহাই নহে, ব্যাঙ্কের ঋণ তাড়াতাড়ি ফেবং দেওযার উদ্দেশ্যে তাহাবা মন্থত দ্রব্য দ্রুত বিক্রীব চেষ্টা কবিবে, প্রযোজন মনে কবিলে একট কমাইযাও দিতে পাবে। এদিকে উৎপাদকেরা দাম ना পाইया উৎপাদন द्वाम कविए थाकिएत, জिनिस्मित माम অৰ্ডাব একট কমাইয়াও বিক্রীব পবিমাণ বজায় বাথার চেষ্টা কবিতে থাকিবে। কিন্তু দাম কমাইলেও জিনিদপত্তেব চাহিদা বাড়িবে না, কারণ দেশে ব্যান্ধ-ঋণের পরিমাণ কমিলে বিনিযোগ, উৎপাদন, কর্মদংস্থান ও আয় কমে। ভোগ্য দ্রব্যের উৎপাদন হ্রাদ পাইলে যন্ত্রপাতির প্রযোজন কম হইবে, পুরানো যন্ত্রেব বদলে কেহ নূতন যন্ত্র বদাইবে না, তাই মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদনও হ্রাস পাইবে। ঠিক ইহার বিপরীত ফল হইবে যদি ব্যাঙ্করেট কমানো হয। পাইকারী ও খুচরা ব্যবদাযীরা বেশি টাকা ঋণ লইবে, মালপত্র মজুত করাব উদ্দেশ্যে বেশি অর্ডার দিবে, বিনিযোগ, উৎপাদন ও আয় বাডিতে থাকিবে।

এই বিশ্লেষণ কিন্তু কেইন্স মানিয়া লইতে পারেন নাই। তিনি মনে করেন থে, মজুত করার জন্ম ব্যবশায়ীরা যে-টাকা লগ্নী করে, তাহার থরচা হলের হার

বদলাইলে তভটা বদলায় না। মজুত করার জন্ম টাকা চাই ঠিকই. এবং দেই
টাকা ব্যাঙ্ক হইতে ধার করিয়া আনিলে স্থাপও নিশ্চর দিতে
হয়। কিন্তু এই স্থাদের হারই তাহাদের মজুত করার পিছনে
্র একমাত্র কারণ নয়, এমন কি প্রধান কারণও নয়। গুদামের
ভাড়া, বীমার প্রিমিয়াম, নয় ইইবার জন্ম কিছুটা ক্ষয় ও ক্ষতিপূরণ, এই সকল খরচা
কম নয়; এবং সেয়াসের মতে "বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই সকল বয়য় স্থাদের হারের
বিপুল পরিবর্তনকে অগ্রাহ্ম করিবার পক্ষে যথেই।" ★ কেইন্স্ তাই হট্রের বিশ্লেষণকে
ভুল না বলিলেও "a very incomplete account" বলিয়া সমালোচনা
করিয়াছেন।

কেইন্সের (Keynes) মতে ব্যাহ্ণরেটে পরিবর্তন দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থায়
পরিবর্তন আনে দীর্ঘকালীন বিনিয়োগের পরিমাণে পরিবর্তন আনিয়া। স্বল্পকালীন
ক্ষেদের হারগুলিতে পরিবর্তন আসিলে দীর্ঘকালীন স্থাদের হারগ
ক্রেমে প্রভাবিত হয়, ইহার ফলে উচ্চোক্তাদের মনে স্থায়ী
মূলধনী দ্রব্যে, যেমন কারখানা, যন্ত্রপাতি প্রভৃতিতে, দীর্ঘকালীন বিনিয়োগ করার
ইচ্ছায় পরিবর্তন আসে। স্থাদের হার য়ত বেশি, দীর্ঘকালীন বিনিয়োগের ইচ্ছা
তত কম; আবার স্থাদের হার কম থাকিলে এই সকল যন্ত্রপাতিতে টাকা খাটাইবাব
সম্ভাবনা ও ইচ্ছা তত প্রবল।

ব্যাহ্মরেটে স্বল্পকালীন পরিবর্তনের প্রভাব কিন্ধপে দীর্ঘকালীন স্থদের হারের উপর প্রসারিত হয় ? স্বল্পকালীন স্থদ বাড়িলে ব্যাহ্ম ও বিনিয়োগকারী ব্যক্তিরা স্বল্পকালীন ঋণপত্রপত্র বা সিকিউরিটিগুলি বেশি কিনিবে, এবং এই উদ্দেশ্যে দীর্ঘকালীন ঋণপত্রপ্তলির দাম কমিয়া যাইবে। ইহা আরও ঘটিবে এই কারণে যে, স্বল্পকালীন হারের সম্পর্ক কিন্ধপ স্থদের হার বাড়িলে লোকে কম টাকা ধার করিয়া ব্যবসায চালাইতে চাহিবে, তাই দীর্ঘকালীন ঋণপত্রের দাম কমিয়া যাওয়ার অর্থ হইল, কম টাকা খাটাইয়া পূর্বের ভাষ নির্দিষ্ট পরিমাণ স্থদ

^{* &}quot;but in most cases they are sufficient to swamp any but the most extreme changes in interest rates...in general, in speaking of most modern economies, we can say that the bankers cannot substantially influence economic activity through this particular channel." Sayers, Modern Banking (4th Edition-P. 168-169.

পাইতে থাকা, অর্থাৎ দীর্ঘকালীন স্থদের হার বাড়িয়া যাওয়া। এইর্নপেই স্বল্পকালীন স্থদের হারে পরিবর্তনের ফলে দীর্ঘকালীন স্থদের হারে একই দিকে পরিবর্তন আদে।

ক্ষমির বান্ধন কর্মন কর্মের বান্ধন কর্মান ক্ষেত্র করে বিনিয়ের বাজারে পরিবর্তন আনে। স্থায়ী
ফুলানী দ্রব্য বিনিয়োগের পরিমাণ নির্ভর করে উহা হইতে প্রত্যাশিত মুনাফার
হারের উপর, ইহার উপর দীর্ঘকালীন সদের হারের প্রভাব
হারের উপর, ইহার উপর দীর্ঘকালীন সদের হারের প্রভাব
বিনয়োগ প্রভাবিত হয়
থ্রই বেশি। প্রত্যাশিত মুনাফার হার সমান অবস্থায় স্থারে
হার বাড়িলে তাই বিনিয়োগ ক্ষমে; আর স্থানের হার ক্মিলে
তাই বিনিয়োগ বাড়ে। বিনিয়োগ ক্ষিলে কর্মসংস্থান ও আয়স্তর ক্ষে, ফলে সঞ্জ্য
ও ভোগব্যর উভ্যেব পরিমাণই হাল পায়, মুলননী দ্রব্যে বিনিয়োগ আরও ক্ষিয়া

যায। স্থাদের হার কমিলে ইহার বিপরীত প্রভাব ঘটিতে দেখা যায়।

ব্যাঙ্করেটের কার্যপদ্ধতি যত সহজ স্রল মহণক্ষপে আলোচিত হইল, বাস্তবে কিন্তু বিষযটি এত সরল নহে। ব্যাঙ্করেট পদ্ধতির সাফল্যের জন্ম ক্যেকটি অবস্থা বজায় থাকা দরকার, এই শর্ভগুলি প্রতিপালিত না হইলে ইহা সফলভাবে কাজ করিতে পারে না। দেশে স্থাংগঠিত এবং ব্যাপক মূলধনের বাজার (well organised and broad capital market) থাকা ইতার সাফল্যের অন্ততম প্রধান শর্ত। আমরা জানি, স্বল্পকালীন স্থানের হার কত দ্রুত সাফল্যের সহিত দীর্ঘকালীন স্থদের হারে পরিবর্তন আনিতে পারিল, তাহাই ব্যাঙ্করেট-প্রভাবের গোড়ার কথা। স্থসংগঠিত ও প্রশস্ত াক্বেটে বসাফলোর শর্জ
মূলধনের বাজার গড়িয়া তুলিতে না পারিলে স্বল্প ও দীর্ঘকালীন ঋণপত্রের কেনাবেচা ভালভাবে কবা যায় না, উভয় কালের স্থলের হার একই দিকে পরিবর্তিত হওয়ার পথ স্থাম থাকে না। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্করেট বাড়াইলে বা কমাইলে বাণিজ্যিক ব্যাক্ষগুলিও স্থানে হার বাড়াইবে বা কমাইবে –এইরূপ অবস্থা থাকা চাই। যদি অবশ্য তাহারা কেন্দ্রীয় ব্যাক্ক হইতে প্রভূত পরিমাণে মণ গ্রহণে অভ্যন্ত থাকে, তবে ইহা ঘটিবেই। এইরূপ ঋণের প্রয়োজন না থাকিলেও ইহা সম্ভব হয যদি ব্যাঙ্কগুলি সহযোগিতা করে। সর্বোপরি বাাঙ্করেটের শাফল্য নির্ভর কবে দেশের আর্থিক কাঠামোর নমনীয়তার উপর। যেমন ব্যান্ধরেট ক্যানো হইল, ব্যাক্ষণ্ডলির স্থানের হারও ক্যিল, কিন্তু কোন না কোন প্রবোজনীয় উপকরণের অভাবে মূলবনী দ্রব্যের উৎপাদন বাড়ানো গেল না, বিনিয়োগ সম্ভব হইন না, এইক্লপ অবস্থায় ব্যাক্ষরেটে পরিবর্তন নিজ উদ্দেশ্য সফর করিতে পারিবে না।

ব্যান্ধরেট পদ্ধতিকে বহুভাবে সমালোচনা করা হইয়াছে। প্রথমত, বলা হইয়াছে যে, উপরের শর্তগুলি সর্বত্র পাওয়া ঘাইবে এমন কোন কথা নাই। বরং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই, কয়েকটি শিল্পোন্নত দেশ ছাড়া এই শর্তগুলি পালিত হইতে দেখা যায় না। দ্বিভীয়ত, এই নীতি সফল হইবে কি না তাহা অনেকটা নির্ভর করে ব্যবসায়ীদের মানসিক অবস্থার উপর। সংকটের সময়ে ব্যাহ্মরেট কমাইলেও ব্যবসায়ীরা বিনিয়োগ করিবার মত মনের জোর খুঁজিয়া পায় না। আবার তীব্র মুদ্রাম্ফীতির সময়ে ব্যাহ্রেট অল্প কিছু বাড়াইয়া কোনরূপ কাজ হয় বলিয়া মনে হয় না, কারণ মনে প্রত্যাশিত মুনাফা তখন খুবই উঁচুতে। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট স্তরের বাঙ্কহার আর বেশিদূর বাড়ানো চলে না। তৃতীয়ত, ব্যবসায়ীদের মনোভাবে আশা বা নিরাশার আতিশয্য থাকে না, তখন মনে ব্যাঙ্করেটে পরিবর্তন দেশের সকল রাখা দরকার যে, শিল্পকে ভাবে প্রভাবিত করিতে পারে না। কোন কোন ৰাান্ধৱেট নীতিব বিনিয়োগ হইতে স্বল্পকালে ফল পাওয়া যায়; আবার সমালোচনা কোন কোনটি হইতে দীর্ঘকালে প্রতিদান আসে। দ্রুত-প্রতিদান শীল বিনিয়োগের উপর ব্যাঙ্কহারের প্রভাব ততটা নাই, কিন্তু দূর-প্রতিদানশীল বিনিয়োগের উপর ব্যাঙ্কহারের প্রভাব খুবই বেশি। চতুর্থত, সরকারী মালিকানা, ট্রাস্ট্রম্পতি, আধা-সরকারী মালিকানা প্রভৃতির কর্তৃত্বাধীনে যে-সকল বিনিয়োগ ঘটে, ভাহারা সাধারণভাবে মুলধনের বাজার-নিরপেক্ষ, ইহারা স্থদের হারে উঠানামায় ততটা বিচলিত হয় না। পঞ্চমত, আধুনিক কালে ছুইটি নুতন বিষয় লক্ষ্য করা যাইতেছে। আজকালকার দ্রুত পরিবর্তনশীল জগতে উৎপাদনের যন্ত্রপাতি ও মূলধনী দ্রব্যগুলি অতি দ্রুত পুরাতন ও অকেজো হইয়া পড়ে (obsolescence), ফলে উ্ভোক্তারা অতি দীর্ঘদিন স্থায়ী অধিক মূল্যের যন্ত্রপাতিতে বিনিযোগ করিতে চায় না। ইহার সহিত আরও একটি বিষয় যুক্ত হুইয়াছে। উত্তোক্তারা উচ্চহারে মূলধনী দ্রব্যের ক্ষয়ক্ষতি পূরণ বাবদ টাকা উৎপাদন-ব্যয়ের মধ্যেই ধরিয়। লইতেছেন, তাই স্থদের হার অনেকথানি গুরুত্বহীন হইয়া উঠিয়াছে। ষষ্ঠত, আধুনিক কালে সকল দেশেই সরকারী ঋণের পরিমাণে

বিপুল প্রসার হইয়াছে। ব্যাঙ্করেট বাড়িলে সরকারের অস্থবিধা, কারণ তখদ তাহাকেও ধার করিতে হইবে পূর্বাপেক্ষা বেশি হৃদে (সরকারী ঋণপত্রে বেশি হৃদ না দিলে লোকেরা ইহা না কিনিয়া অহা কিছু ক্রয় করিবে)। স্থদের হার

বাড়ানোর ব্যাপারে আজকাল তাই সরকারপক্ষ ততটা মত দেন না। এই
সকল ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও, গত কয়েক বংসরে, এই পদ্ধতির
কিন্তু ইহাকে
একেবাবে বাদ দেওয়া
হয় না
হয় না
ব্যাহ্ম কেবলমাত্র আর্থিক নীতি প্রয়োগ করেন না, আরও

বহুপ্রকার ফিস্কাল ও শাসনতান্ত্রিক নীতি ও পদ্ধতি প্রযোগ করেন (যেমন রেশনিং, কোটা প্রভৃতি)। তাই, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অস্ত্রাগারে ব্যাঙ্করেট একটি শুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

খোলাবাজারে কার্যকলাপ সম্পর্কে বিস্তৃতত্তর আলোচনা (A further discussion on Open market operations)

উপরের আলোচনা হইতে আমরা দেখিযাছি, দেশের বাণিজ্যিক
ব্যাঙ্কগুলি যদি ব্যাঙ্করেট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিজ
এখন আর ইহা
ব্যাঙ্করেটের অনুগামী নিজ স্থদের হারে একই দিকে পরিবর্তন না আনে, তবে
নয ঐ পদ্ধতি সাফল্য লাভ করিতে পারে না ! স্থতরাং
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের চেষ্টা হইবে যাহাতে অন্থান্থ বাঙ্কি তাহাকে অনুসরণ করে।
এই উদ্দেশ্যেই প্রথম দিকে খোলাবাজারে কার্যকলাপের নীতি প্রয়োগ করা হইত।
কিন্তু বর্তমানে ইহাকে আর ব্যাঙ্করেটের সাহায্যকারী নীতি বলিয়া মনে করা
হয় না —ইহার স্বাধীন কার্যক্ষমতা সকলে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

এই নীতি কিরূপে কার্যকরী হয তাহা আমরা দেখিয়াছি। দেশে মুদ্রাক্ষীতি দেখা দিতে থাকিলে কেন্দ্রীয় বাাঙ্ক সরকারী সিকিউরিটিগুলি বিক্রয় করিতে থাকে, লোকের (ও ব্যাঙ্কের) হাত হইতে টাকা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে চলিয়া যায়, ব্যাঙ্কের হাতে নগদ টাকা কমে, তাহাদের ঋণস্থীর ভিন্তি সংকৃচিত হয়, সমাজে ঋণগত টাকার পরিমাণ কমিয়া যায়, মুদ্রাক্ষাতির বেগ মন্দীভূত হয়। আবার অর্থ নৈতিক মন্দার অবস্থা থাকিলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এই সিকিউরিটিগুলি ক্রয় করিতে থাকে

লোকের (ও বাাঙ্কের) হাতে নগদ টাকা চলিয়া যায়, ব্যাঙ্কের
থোলাবাজারী
কার্যকলাপের নীতি
হয়, সমাজে ঋণগত টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, অর্থ নৈতিক

শংকট কাটিয়া উঠিয়া ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রসারের সম্ভাবনা দেখা দেয়।

পূর্বে এইন্ধপ ধারণা ছিল যে, একমাত্র ব্যাঙ্করেটের সহকারী নীতি হিদাবেই

খোলাবাজারে কার্যকলাপের নীতি কাজ করিতে পারে। ব্যাঙ্করেট বাডাইবার সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সিকিউরিটি বিক্রয় করিত, ব্যাঙ্কগুলির ইহাকে পর্বে হাতে টাকার পরিমাণ কমিয়া যাইত, ঋণদান সংক্রচিত করিবার বাঙ্কবেটেবই অঙ্গ জন্ম স্থাদের হার বাডাইয়া দিত। ঠিক এইরূপ ব্যান্ধরেট বলিখা অনেকে বলিতেন ক্মাইবাব সঙ্গে সঙ্গে কেন্দীয় ব্যাঙ্ক এই সিকিউরিটিগুলি ক্রুয় করিত, ব্যাঙ্কের হাতে টাকার পরিমাণ বাড়িয়া যাইত, ঋণদান বাড়াইবার উদ্দেশ্যে স্থদের হার কমাইয়া দিত। এইরূপে উভয়নীতি একত্ত্রে প্রযুক্ত হইত। অনেকে তাই খোলাবাজারী নীতিকে পৃথক বলিয়া মনে করিতেন না। ব্যাঙ্গরেটে পরিবর্তন না ঘটাইয়া স্বাধীনভাবে খোলাবাজারী নীতি গ্রহণ করা চলে না – ইহাই তাঁহারা মনে করিতেন। তাঁহাদেব যুক্তি ছিল এইরূপ: যদি ব্যাশ্বরেট সমান থাকে, কিন্তু সংকট-ত্রাণের উদ্দেশ্যে বাজার হইতে সিকিউরিটি কিনিয়া লইয়া ব্যাক্ষণ্ডলির হাতে নগদ টাকা ঢালিয়া দেওয়া হয়, তবে তাহারা দেই টাকা দিয়া ঋণের প্রসার না ঘটাইয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট তাহাদের ঋণশোধ শুরু করিতে পারে। ইহারই সম্ভাবনা বেশি। কিন্তু ঠিক সেই সমযে ব্যাস্কহার কমাইলে, তাহারা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে টাকা না-ও ফেরং দিতে পারে, কারণ স্থদের হার কম. এবং ব্যবসায়ীরা এই কম স্থদের হাবে বেশি টাকা চাহে বলিয়া তাহাদের ঋণদানের পরিমাণ বাডাইয়া দিতে পারে। তাই ব্যাল্পরেটে পরিবর্তন ছাডা ইহার স্বাধীন

কেইন্স কিন্তু ভিন্নপ্রপ মনে করেন। তাঁহার মতে খোলাবাজারী নীতির কার্যকারিতা অনেক বেশি, ইহাকে তাই স্বাধীন নীতি বলিয়া গণ্য করাই ভাল। যেমন মনে কর, কোন বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের হাতে নিজের রিজার্ভের অতিরিক্ত কিছু টাকা আছে। দে উহা কাহাকেও ঋণ দিবার কথা ভাবিতেছে। এই ঋণদানের ফলে ঘুরিয়া ফিরিযা ঐ টাকা আরও বহুগুণ ঋণ স্বষ্টি করিবে। এই সময়ে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সিকিউরিটি বৈচিয়া ঐ টাকাটি তুলিয়া লইলে এই ঋণ প্রসারের কিন্তু অনেকে ইহাকে ধারার স্ত্রপাত হইতে পারিল না, গোড়াতেই বন্ধ হইয়া গেল। কিন্তু চান এইরূপে দেখা যায় অল্প অল্প করিয়া খোলাবাজারে সিকিউরিটি বেচিলে ব্যাঙ্কগুলি ধীরে ধীরে তাহাদের কাজকর্ম কমাইয়া দেয়। আবার ক্রমে ক্রমে খোলাবাজার হইতে সিকিউরিটি কিনিয়া লইতে থাকিলে ধীরে ধীরে ব্যাঙ্কগুলিও ঋণ প্রসারের নীতি অবলম্বন করে। ব্যাঙ্করেট পরিবর্তন না

কার্যকারিতা নাই, এইরূপ মনে করা হইত।

করিয়াই খোলাবাজারী নীতির মাধ্যমে অনেক দূর পর্যন্ত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নিজের উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারে। *

ব্যাঙ্করেট ও খোলাবাজারে কার্যকলাপের নীতি এই ছুই-এর মধ্যে বছ দেশের অর্থ নৈতিক কাজকর্মের উপর উভযের পার্থক্য আছে। প্রথমত. প্রভাব ভিন্নরূপ। খোলাবাজারে কার্যকলাপের ফল অনেকটা প্রভাক্ষ, ব্যাঙ্ক-গুলির নগদ জমার পরিমাণ বদলাইলে তাহাদের ঋণ দিবার ক্ষমতা সঙ্গে সঙ্গে প্রভাবিত হয়। কিন্তু বাঙ্করেটের প্রভাব অনেকটা পরোক্ষ, বহু কিছু বিষ্থের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া উহা ঋণেব বাজারে প্রভাব বাান্ধবেট ও খোলা-হয়। বিস্তারে সমর্থ দ্বিতীযত, ব্যক্ষরেটের বাজাবী কার্যকলাপে অনিশ্চিত. বিভিন্ন পার্থকা অনেকখানি বহু চাপে কারণের ব্যাঙ্করেট বাডিলেও দেশের কেন্দ্ৰীয বাহ্মগুল সাধাবণ হইতে ঋণেব পবিমাণ না কমাইবাব সিদ্ধান্ত লইতে কিন্তু ব্যাক্ষণ্ডলির হাতে নগদ টাকার পরিমাণে আঘাত দেয বলিয়া থোলাবাজারী কার্যকলাপ অনেকটা নিশ্চিত। ততীয়ত, ব্যাঙ্কবেটের প্রভাব প্রথমে পড়ে সম্মকালীন স্থদের হারের উপরে, কিন্তু খোলাবাজারী কার্যের দীর্ঘকালীন সিকিউরিটিগুলির কেনাবেচা হয় বলিয়া প্রথম দীর্ঘকালীন স্থদের হার কিছুটা প্রভাবিত হইতে থাকে।

থোলাবাজারী কার্যকলাপের দাফলেরে জন্ম তিনটি শর্ত বজায় থাকা
দরকার। প্রথমত, এই দকল সিকিউরিটি বেচাকেনার জন্ম স্থাংগঠিত ও
প্রশস্ত বাজার থাকা দরকার। দ্বিতীয়ত, দেশের বাণিজ্যিক
গোলাবাজারী কার্য
কলাপের দাফল্যের
শর্ত প্রীমাবদ্ধতা এইরূপ হও্যা দরকার। তৃতীয়ত, দরকারী ঋণের
পরিমাণ অতিরিক্ত না হও্যা দরকার এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের
হাতে প্রচুর পরিমাণ বিক্রয়যোগ্য সিকিউরিটি থাকা দরকার। উপরের এই

^{* &}quot;In this way a progressive series of small deflationary open market sales by the Central bank can induce the banks progressively to diminish little the scale of their operations. Certainly there can be no doubt that a progressive series of small inflationary open market purchases by the Central bank.....are potentially, and almost invariably, effective in inducing the member banks to follow suit. In this way, much can be achieved without changing the Bank rate."

I. M. Keynes, A Treatise on Money, Vol. II. Pp. 254-255.

শর্তগুলির মধ্যেই খোলাবাজারী কার্যকলাপের নীতির দীমাবদ্ধতা প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে। অনেক উন্নত দেশের টাকার বাজারেও এই নীতি কার্যকরী হওযার পথে অনেক বাধা থাকে। এই প্রদঙ্গ কিছু পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে।*

অপূর্ণোন্নত টাকার বাজারে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং-এর সমস্থা (Problems of Central Banking in underdeveloped Money Markets)

পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই আজকাল কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইষাছে; কিন্তু সকল দেশের টাকার বাজাব সমান ত্তবে উন্নীত হয় নাই। কোন দেশ ব্যবসায-বাণিজ্যে উন্নত, সেথানকার টাকার বাজাবে উন্নত শ্রেণীর ব্যাঙ্ক ও মূলধনী প্রতিষ্ঠান আছে; আবাব অপব অনেক দেশে এইরূপ কোন কিছু এখনও গড়িযা উঠে নাই। অপূর্ণোন্নত দেশগুলির টাকার বাজারের কয়েকটি বিশেষত্ব থাকে। প্রথমত, এইক্লপ দেশে অত্যল্পকালীন (দিন, 7 দিন প্রভৃতির জন্ত) ঋণের বাজার, বা তলব-ঋণের বাজার (call-loan market)

এইকপ দেশে টাকাব বাজারেব বৈশিষ্টাঃ ১। তলব-ঋণের

বাজাব না থাকা

আমানতের সহিত জমার অনুপাত রক্ষা করিয়া চলিতে পারে না। যেথানে ব্যাস্কগুলির জমার অনুপাত নির্দিষ্ট

নাই, ফলে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি নির্দিষ্ট হাবে

নাই, দেখানে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বিপুল পরিমাণে খোলা-বাজাবী কার্য না কবিলে ব্যাক্ষগুলির ঋণনীতি প্রভাবিত হয় না। কিন্তু অপূর্ণোন্নত দেশে এত বিপুল পরিমাণ সিকিউরিটি ক্রয-বিক্রয়ের

স্থবিধা না-ও থাকিতে পারে। দ্বিতীযত, দেশে উপযুক্ত বিল-বাজারের অভাবও একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্রটি, তাহাতে সন্দেহ নাই। বিল-বাজার না থাকিলে সম্মকালীন ঋণের জন্ম রি-ডিদ্কাউণ্ট কবিদা ব্যাম্বগুলি বা বোকাররা কেন্দ্রীয়

বাঙ্কেব নিকট হাজির হয না। তাহাদের নিয়ন্ত্রণ করা ২। বিল-বাজাব ত্বঃসাধ্য হইযা উঠে। বিল-বাজারের লেনদেনকারীরা না থাকা

যখন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্গের নিকট টাকার জন্ম আনে, তখন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্থাদের হার পাণ্টাইযা বা ঋণের পরিমাণ কম বেশি করিয়া তাহাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। কিন্তু বিল-বাজার না থাকিলে নিয়ন্ত্রণের এইরূপ

^{&#}x27;ঋণ নিয়ন্ত্রণ নীতির সীমাবদ্ধতা' শীর্ষক আলোচনা দেখুন।

সম্ভাবনা কমিযা যায়। তৃতীয়ত, অপূর্ণোন্নত দেশে টাক্রার বাজারে বহু বিচ্ছিন্ন,
যয়ংস্বাধীন অসংলগ্ন অংশ থাকে, ইহাদের একের সহিত
ত বিচ্ছিন্ন বহু
উপৰাজাৰ
হয়, পাশাপাশি অন্ত বাজারে ভিন্ন দামে উহার লেনদেন চলে,
বিভিন্ন বাজারের মধ্যে ঋণুযোগ্য টাকার চলনশীলতা থাকে না, তাই দামের পার্থক্য
দূর হয় না।

ভারতবর্ষে টাকার বাজারে আমরা এক ধরনের দ্বৈতস্থিতি (dichotomy) দেখিতে পাই, স্কুসংগঠিত পশ্চিমী ধরনের ব্যাঙ্ক এবং অসংগঠিত ধরনের দেশীয ব্যাস্ক। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রভাব পড়ে প্রধানত সংগঠিত অংশের উপর, অপব অংশের ঋণনীতি, ঋণ পরিমাণ, ঋণবিষ্য বা ঋণের দাম (policy, volume, direction and price of loans) কিছুই সে নিযন্ত্রণ করিতে পাবে না। দেশীয় ব্যাঙ্ক, অর্থাৎ মহাজন, শ্রেষ্ঠী ও সাহুকার প্রভৃতি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট ধার করিতে যায় না, তাই ব্যাঙ্করেটে হেরফের হইলে তাহার হুদের হার প্রভাবিত হয় না। চতুর্থত, অ পূর্ণোন্নত ''অনেক দেশই অর্থ নৈতিক দিক হইতে এখন পর্যন্ত অন্ত-নির্ভর ধরনের (dependent economies), এবং তাহাদের অবস্থা অর্থ নৈতিক দিক হইতে স্ব-নির্ভর বা আত্মপ্রধান দেশের (dominant economies) তুলনায় ভিন্নব্ধপ। স্ব-নির্ভর দেশগুলিতে অর্থ নৈতিক কাজকর্মেব গতি স্থির হয় প্রধানত আভ্যন্তরীণ বিষয়ঞ্জলির চাপে, যেমন দেশে বিনিযোগী কাজকর্মের হঠাৎ বৃদ্ধি; যদিও অবশ্য লেনদেন ব্যালান্সের অবস্থা দ্বারা এই আভ্যন্তরীণ বিষয়গুলির বেগ বুদ্ধি পাইতে পারে। আভ্যন্তরীণ শক্তিগুলির চাপে কাজকর্মের গতিবেগ যত বাড়িতে থাকে ব্যাঙ্কের ঋণপ্রসার তত বৃদ্ধি পায, যদি না ঠিক একই সময়ে তাহাদের নগদ ব্যালান্স বাড়ে তবে ব্যাঙ্কসমূহ এই চাহিদা মিটাইবার অবস্থায় আসে না। দেশে বিনিযোগী কাজকর্ম ৪। ব্যাক্ষগুলি বিদেশী বাডিলে তাহাদের কাছে নগদ টাকা জমার পরিমাণ বাড়িবে মুদ্রার বিনিময়ে ব্যালান বাড়াইতে পারে এমন কোন কথা নাই। তাহারা এই মতিরিক্ত নগদ ব্যালান্স দ্বুইটি উপায়ে পাইতে পারে. সিকিউরিট বিক্রয় করিয়া অথবা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ করিয়া। ব্যাঙ্করেট বাড়িলে এই উভয় দিকেই অস্থবিধা হইবে। তাই দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কার্যের দ্বারা ব্যাঙ্করেটে পরিবর্তনেব মাধ্যমে প্রভাবিত হইতে পারে। কিন্তু অপরপক্ষে, পরনির্ভর অর্থনীতিতে, অর্থ নৈতিক কাজকর্মের গতিবেগ শ্বির হয সাধাবণত বৈদেশিক বাণিজ্যেব অবস্থার চাপে, বিশেষত রপ্তানি দ্রব্যাদির দামেব দ্বাবা। তাই যে-সকল শক্তির ফলে ব্যান্ধখণেব চাহিদা বৃদ্ধি পায়, তাহারাই আপনা-আপনি ব্যান্ধসমূহেব বৈদেশিক বালোন্স বাডাইযা তোলে। ব্যান্ধ তথন এই বৈদেশিক মুদ্রা কেন্দ্রীয ব্যান্ধের কাছে বিক্রয় করিয়া নিজের হাতে দেশীয় টাকাব পরিমাণ বাডাইয়া তুলিতে পাবে। যদি কেন্দ্রীয ব্যান্ধ টাকাব বৈদেশিক বিনিম্য-হাবে সমতা বাথিতে চায, তবে সে ব্যান্ধগুলিকে নগদ ব্যালান্স যোগান দিতে থাকিবে। স্থতবাং এইভাবে ব্যান্ধসমূহ কেন্দ্রীয ব্যান্ধেব নিকট হইতে ঋণের প্রযোজনীয়তা এডাইতে পাবে, ফলে ব্যান্ধবেট বৃদ্ধিব সংকোচক প্রভাব হইতে নিজেদেব বাঁচাইয়া চলিতে পাবে' ।

পঞ্চমত, এই সকল অপূর্ণোল্লত বা প্রবনির্ভব দেশেব কেন্দ্রীয় ব্যাশ্বগুলি

* "There are however certain characteristics which may tend to make the bank-rate a less effective instrument of control in these money markets than in the industrially advanced countries. Many of the countries which have undeveloped money markets are also dependent economies, and their position is in some respects quite different from what may be called dominant economies. In the latter of the pace of activities is set mainly by domestic factors, i.e., a burst of investment activities at home, though these may be reinforced by the position of the balance of payments. As the pace of activities quickens under the impact of internal factors and the demand for bankadvances rise, banks may not be in a position to meet this demand unless their cash balances increase at the same time. There is nothing in the rise of investment activities at home to cause an increase in their cash reserves. They may get hold of additional cash balances in two ways, viz. by selling a portion of their security holdings in the market, and by rediscounting bills or borrowing from the Central Bank. A rise in the Bank rate will cause difficulties in both directions. The banking system may therefore be influenced by the central bank action through changes in the bank rate. In a dependent economy, however, the pace of activities is usually set by the state of foreign trade especially by the level of export prices. So the same factors which give rise to increased demand for bank advances also cause an increase in the foreign balances of the banks. The latter may easily replenish their local cash balances by selling these foreign funds to the Central Bank. In so far as the Central Bank aims at keeping the rate of exchange steady, it will have to supply the banks with cash balances. Banks may therefore be enabled to avoid borrowing from the Central Bank and escape the restrictive effects of a change in the bank rate in the upward directions."

Dr. S. N. Sen, Central Banking in undeveloped Money Markets. P. 50-51.

আন্তর্জাতিক অর্থকেন্দ্র নয়, অর্থাৎ বিভিন্ন দেশের টাকার লেনদেন ইহাদের

মাধ্যমে ঘটে না। ব্যাশ্বরেট বাড়াইয়া, অল্প কিছু বিদেশী

ে। এই সকল দেশে
ব্যাশ্বরেট বৈদেশিক
ব্যালান্দে সমন্তা
প্রভূত পরিমাণে স্বল্পকালীন মূলধন ইহাদের নিকট ছুটিয়া
আনিতে পারে না
আসে না। তাহাদের বাণিজ্য ব্যালান্দের অবস্থা
অনুযায়ী বিদেশী টাকা তাহারা পায়, ইহার বেশি নয়।
তাই বৈদেশিক ব্যালান্দে ঘাটতি হইলে ব্যাশ্বরেট বাড়াইয়া তাহারা ইহা
মিটাইতে পারে না।

অপূর্ণোন্নত দেশের টাকার বাজারের যে-বৈশিষ্ট্যগুলি উপরে আলোচিত হইল, তাহা হইতেই আমরা দেখিতে পাই যে, এই সকল দেশে ব্যাঙ্করেটের কার্যকারিতা কেন দীমাবদ্ধ। কিন্তু তাই বলিয়া এইদ্ধপ টাকার বাজারে ব্যাঙ্করেট পদ্ধতির একেবারেই কোন প্রকার উপযোগিতা নাই, এমন মনে করা চলে না। ডি'কক (De kock) বলেন যে, অপূর্ণোন্নত দেশেও ব্যাঙ্করেটের কিছটা গুরুত্ব নিশ্চয় আছে। প্রথমত, নির্দিষ্ট ধরনের অনুমোদিত সিকিউরিটির বদলে জনসাধারণ কি হারে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট ঋণের স্থবিধা পাইয়া থাকে, তাহা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা এই সকল দেশে বাঙ্করেটের কাজ। এইরূপ একটি মান (Standard) ঘোষণা করিলে উহার প্রভাব অনেকটা ভাল হয়। দ্বিতীয়ত, দেশের বাণিজিকে ব্যাঙ্কসমূহ এমন একটি হুদের হার পায়, যাহার ভিত্তিতে তাহারা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে দরকারমত টাকা ধার আনিতে পারে। তৃতীয়ত, ব্যাঙ্করেট ঘোষণা করিলে টাকার বাজারে, অন্তত ইহার স্থলংগঠিত অংশে. ইহার বর্তমান ও কিছুটা মানসিক প্রভাব পড়ে। কারণ এই ব্যাঙ্করেট দার। ভবিষ্যৎ গুরুত্ব মোটামটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ইচ্ছা-অনিচ্ছার রূপ প্রকাশ পায়. ব্যাঙ্কসমূহ টাকার বাজারে কি-নীতি অনুসরণ করিবে এই সম্পর্কে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের

ব্যান্ধসমূহ ঢাকার বাজারে কিন্নাত অনুসরণ কারবে এই সম্পুকে কেন্দ্রার ব্যান্ধের ইচ্ছা ও নির্দেশের রূপ তাহারা জানিতে পারে। সর্বোপরি, অনেকে মনে করেন যে, ভবিশ্যতে এই সকল দেশে ঋণ নিয়ন্ত্রণের নীতি হিদাবে ব্যান্ধরেটের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাইরে। কালপ্রবাহে ক্রমশ বাণিজ্যিক ব্যান্ধেরা কেন্দ্রীয় ব্যান্ধের নেতৃত্ব মানিয়া লইতেছে, বেশি পরিমাণ টাকা ঋণ লইতেছে এবং মোটাম্টি উহার সহযোগিতা, উপদেশ ও নির্দেশ গ্রহণ করিতেছে। ব্যবদায়-বাণিজ্যের প্রদারের সঙ্গে সঙ্গে ইহা আরও বৃদ্ধি পাইবে। তাহা ছাড়া, অপুর্ণোন্নত দেশের ব্যান্ধসমূহ আজকাল

মোটামুটি নগদ জমার অমুপাত স্থির রাথিতেছে। ভবিষ্যতে, তাই ব্যাক্ষরেটের কার্যকারিতা বাড়িবে, এইরূপ মনে করা চলে।

অপূর্ণোম্নত টাকার বাজারে খোলাবাজারী কার্যকলাপের নীতি কার্যকরী হয় কি

না, এখন তাহা আলোচনা করা প্রয়োজন। আমরা জানি যে খোলাবাজারী নীতি সফল হইতে হইলে মোটামুটি তিনটি শর্ত প্রয়োজন: প্রশস্ত ও সক্রিয় সিকিউরিটি বা বিলের বাজার থাকা, ব্যাঙ্কগুলির নগদ জমার অমুপাত নির্দিষ্ট থাকা, এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে পুনর্বাট্টার স্থবিধা বা ঋণ লেনদেনের স্থবিধা না থাকা। সাধারণত বেশির ভাগ অপূর্ণোত্মত দেশেই এই সকল শর্ত অনুপস্থিত থাকে। সেয়াস বলেন যে, এইরূপ দেশে সিকিউরিটির বাজার খুব ছোট বা নাই বলিলেই চলে. তাই খোলাবাজারী কার্যকলাপের সম্ভাবনা খুবই সীমাবদ্ধ। তাঁহার মতে ''সংকীর্ণ সিকিউরিটির বাজারে ইহার প্রভাব মূলত পড়ে বিভিন্ন স্থদের হারের কাঠামোর উপর, ব্যাঙ্কগুলির নগদ জমার পরিমাণের উপর থোলাবাজারী নীতির নয়. ফলে তাহাদের ঋণ দিবার ইচ্ছার উপরেও নহে।" সীমাবদ্ধতা দ্বিতীয়ত, নগদ জমার অনুপাত অনির্দিষ্ট থাকিলেও এই নীতি কার্যকরী হয় না ; কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সিকিউরিটি ক্রয় করিলে সেই নগদ টাকা ব্যাঙ্কেরা জমাইয়া রাখিতে পারে, অথবা কেন্দ্রীয় বাঙ্ক সিকিউরিটি বিক্রয় করিলে, হস্তে রক্ষিত প্রয়োজনের অতিরিক্ত টাকা দিয়া উহা ক্রয় করিতে পারে, ঋণের পরিমাণ ক্যানো দরকার হয় না। তৃতীয়ত, পুনর্বাট্টা বা ঋণ গ্রন্থহণের স্থবিধা থাকিলে থোলাবাজারী নীতি ততটা কার্যকরী হয় না; কারণ নিজেদের হাতে টাকা বাডিলে ব্যাছগুলি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ঋণ শোধ দিয়া আসিতে পারে বা টাকা কমিলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে টাকা ঋণ লইয়া আসিতে পারে। আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করা যায়। সকল অপূর্ণোত্মত দেশগুলিতেই উন্নয়ন-প্রচেষ্টা শুরু হইয়াছে, সরকারী ঋণপত্র বেচিয়া টাকা উঠানোর পরিমাণ সকল দেশেই বাড়িয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ঋণপত্র ক্রয়-বিক্রম করিবার ক্রমতা সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, কারণ দীর্ঘকালীন ফদের হার বাড়িয়া গেলে সরকারের বিশেষ লোকসান। তাহা ছাড়া, বিক্রয় যোগ্য ঋণপত্তের পরিমাণ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে সকল সময় পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকিবে, এমন কথা বলা যায় না। সর্বোপরি, অপুর্ণোল্লত দেশে ব্যবসায়-বাণিজ্যে টাকা খাটাইবার মনোবুন্তির অভাব দেখা যায়, এই সত্য অস্বীকার করা চলে না। খোলাবাজারী নীতির দ্বারা টাকা ঢালিয়। দিলেই আপনা-আপনি ব্যাক্ত ঋণের পরিমাণ বাড়িবে, এমন কথা ধরিয়া লওয়া চলে না। এই সকল

ক্রারণে এই নীতির কার্যকারিতা অপূর্ণোন্নত টাকার বাজারে বিশেষ ভাবে সীমাবদ্ধ।

অবশ্য অনেক ধনবিজ্ঞানী বলেন যে, এইরূপ দেশে, ক্রমশ সিকিউরিটি-বাজারের আয়তন ও কাজকর্ম বৃদ্ধি পাইতেছে, অদূর ভবিষ্যতে এই নীতির কার্যকারিত। তাই বৃদ্ধি পাইবে। তাহা ছাড়া বিভিন্ন মরস্থমে দেশে টাকার বাডতি বা ঘাটতি দেখা যায়, এবং টাকার যোগানে এই তারতম্য ঘটানোর অস্ত্র হিসাবে খোলাবাজারী নীতি কিছুটা কার্যকরী। সর্বোপরি, তবে ব্যাহ্মরেটের তুলনায় এইরূপ টাকার বাজারের সকল অংশ সমান উন্নত নয় এবং ইহা গুকত্বপূর্ণ বিভিন্ন খণ্ড-বাজারের মধ্যে টাকার লেনদেন ততটা নাই। কখনও, বাজারের কোন অংশে, হঠাও টাকার বাড়তি ও ঘাটতি দেখা দিলে ব্যাঙ্করেট অপেক্ষা এই নীতি অধিকতর কার্যকরী, কারণ ইছা সঠিক বা নির্দিষ্ট স্থানে আঘাত দিতে পারে। ব্যাঙ্করেট সামগ্রিকভাবে সকল প্রকার বিনিয়োগের উপর প্রভাবশীল, কিন্তু অপূর্ণোন্নত দেশে আঞ্চলিক বা অর্থ নৈতিক কাঠামোর বিশেষ কোন অঙ্কের উপর প্রভাব বিস্তার করা অনেক সময় দরকার হইয়া পড়ে। এই উদ্দেশ্যে, তুলনামূলকভাবে, খোলাবাজারী নীভিকে বেশ কিছুটা ব্যবহার করা চলে।

ব্যাঙ্কসমূহের রিজার্ভের অনুপাতে পরিবর্তন পদ্ধতিকে (variation in the reserve ratio) অনেকে অপূর্ণোনত দেশে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করেন। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি ঘোষণা করে যে, ইহার পর হইতে মোট আমানত ও নগদ জমার অনুপাত বাড়াইতে হইবে, ভবে প্রতিটি ব্যাঙ্কের ঋণদান ক্ষমতা কমিয়া যাইবে। অপরপক্ষে ঋণপ্রসার ঘটুক—ইহা মনে করিলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এই নগদ জমার অনুপাত কমাইয়া দিবে, ব্যাশ্বসমূহের হাতে ঋণদানের যোগ্য টাকার পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে। যথন ব্যাহ্মরেট ও খোলাবাজারী নীতি বিফল হয়, সেই অবস্থায় এই নীতি প্রয়োগ করা চলে, কারণ ইহার কার্যকারিতা অনেকটা প্রত্যক্ষ (direct)। ব্যান্ধরেটে পরিবর্তন অন্সান্স ব্যান্ধের স্থদের ব্যাক্ষরেট ও থোলা হারকে না-ও প্রভাবিত করিতে পারে, খোলাবাজারী কার্য-

বাজারী নীতির সহিত ইহাৰ তুলনা

কলাপও অনেক ক্ষেত্রে তাহাদের গণনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না। কিন্তু এই নীতি ব্যাঙ্কের ঋণ দিবার ক্ষমতাকে সরাসরিভাবে কমাইতে বা বাড়াইতে পারে। সরকারী ঋণের পরিমাণ. কেন্দ্রীয়

ব্যাঙ্কের হাতে ঋণপত্তের পরিমাণ— এই সকল বিষয়েয় উপর খোলাবাজারী নীতির কার্যকারিতা নির্ভর করে, কিন্তু পরিবর্তনীয় জমার নীতি ইহাদের বারা প্রভাবিত হয় না। এই সকল কারণে অধ্যাপক সেয়ার্স ও আরও অনেকে অপূর্ণোল্লত দেশে ইহার ব্যাপক প্রয়োগ স্থপারিশ করিয়াছেন।

কিন্তু অপূর্ণোগ্নত দেশে অনেকে এই নীতি কার্যকরী হয় না বলিয়া মনে করেন। বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং-ব্যবস্থা আলোচনা করিয়া Mr. Plumptre এই সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছেন যে, এই নীতিতে সাধারণ ব্যাকণ্ডলির উপর কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ক্ষমতা বিশেষ বৃদ্ধি পায় না। তিনি বলেন যে, এই নীতি কার্যকরী হইতে গেলে ছুইটি শর্ত স্বীকার করিতে হয়: (ক) ব্যাঙ্কসমূহ তাহাদের নগদ রিজার্ভের অমুপাত অনুযায়ী ঋণ দেয়, এবং (খ) তাহারা মোট আমানত ও নগদ জমার মধ্যে নির্দিষ্ট অনুপাত রক্ষা করে। কিন্তু Mr. Plumptre-র মতে অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাঙ্কসমূহ সর্বদা নজর রাথে কি-পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা তাহাদের হাতে আছে, স্থানীয় টাকার নগদ ব্যালান্সের প্রতি তাহাদের ততটা নজর নাই। দ্বিতীয়ত, ব্যাক্কণ্ডলি নির্দিষ্ট অমুপাতে বিজার্ভ রাখার নীতি মানিয়া চলে না। নগদ জমার পরিমাণ ও অনুপাত তাহারা কখনও খুব বেশি বা কখনও খুব কম রাখে; তাই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক রিজার্ভের অনুপাত অল্প একটু-আধটু বদল করিলে তাহাদের ঋণনীতি মোটে প্রভাবিত হয় না। দর্বোপরি, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক জমার অনুপাত বাড়াইলে যদি তাহাদের ঋণযোগ্য টাকার পরিমাণ কমিয়াই যায়, তবে তাহারা সরাসরি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট কিছুটা বৈদেশিক মূদ্রা বিক্রয় করিয়া স্থানীয় নগদ টাকার ভাগুার বাড়াইয়া তোলে। Mr. Per Jacobsson-ও এইরূপ আপন্তি তুলিয়াছেন। তাঁহার মতে ব্যাঙ্কের ঋণনীতি স্থির করার পূর্বে সে বহু বিষয়ের উপর নজর রাখে, উহার মধ্যে নগদ জমার অমুপাত হইল মাত্র ক্ষুদ্র একটি বিষয়। তাই কেবল ইহাতে পরিবর্তন আনিয়া ব্যাঙ্কের ঋণ-পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভবপর নয়। এই সকল আপন্তি ছাডাও এই নীতির বিরুদ্ধে আর এক ধরনের যুক্তি দেখানো হয়। বলা হয় যে, এই নীতি জটিল, অনমনীয় ও পক্ষপাত লোখ-ছুষ্ট (clumsy, inflexible and discriminatory)। থোলাবাজারী নীতিতে অল্প একটু পরিবর্তন ঘটানো যায়, কিন্তু নগদ জমার অনুপাতে পরিবর্তন সারা দেশের ঋণব্যবস্থাকে বিপুলভাবে নাড়া দিতে পারে। ইহার নমনীয়তা নাই, কারণ দেশের অনেকে বলেন এই কোন একটি বিশেষ অঞ্চলে টাকার বাড়তি বা ঘাটতি দেখা নীতি কাৰ্যকরী হয় না দিলে এই নীতি প্রয়োগ করা চলে না। রিজার্ডের অমুপাতে পরিবর্তন সারা দেশের পক্ষে সমভাবে প্রযোজ্য। অপূর্ণোগ্নত দেশে অনেক সময়

আঞ্চলিক উন্নয়নের লক্ষ্য গ্রহণ করা হয়, কিন্তু এই নীতি সেই লক্ষ্য সাধনে সমর্থ নয়। ইহা পক্ষপাতদ্বন্ধ, কারণ বড় ব্যাঙ্ক ইহাতে বিচলিত হয় না, কিন্তু ছোট ব্যাঙ্কগুলি বিব্রত হইয়া পড়ে। আরও বলা হয় যে, রিজার্ভের অনুপাত বদলাইলে উহার মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব ভাল নয়, কারণ ইহাতে দেশের শেয়ার-বাজারের স্বাভাবিক কার্যকলাপ ব্যাহত হইতে পারে।

এই দকল সমালোচনা দত্ত্বেও অনেক ধনবিজ্ঞানী ইহার প্রয়োগ পছন্দ করেন। যে দকল অস্থবিধার কথা উল্লেখ করা হইল, উহাদের দূর করিয়া এই নীতিকে কিছুটা কার্যকরী করিয়া তোলা যায়। যেমন, তবুও অনেকে ইহাকে বাদ দিতে চান না সেয়াদ (Sayers) বলেন যে, বিভিন্ন শ্রেণীর বা বিভিন্ন অঞ্চলের ব্যাঙ্ককে বিভিন্ন হারে, জমাব অনুপাত রক্ষা করিতে হইবে, এইরূপ নীতি ঘোষণা করা চলে। অতি অল্প পরিমাণে জমার অনুপাত বদলাইতে থাকিলে দেশে হঠাৎ ইহার বিরূপ প্রভাব না-ও দেখা দিতে পারে।

অপূর্ণোন্নত দেশে উপরের এই সকল নীতির তুলনায় ঋণনিয়ন্ত্রণের বাছাই-পদ্ধতিসমূহ (selective methods of credit control) অনেক বেশি কার্যকরী। এই দকল দেশে উপকরণের পরিমাণ দীমাবদ্ধ, অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার দাহায্যে এমনভাবে উপকরণের নিয়োগ পবিচালিত করিতে হইবে যাহাতে শিল্পদম্প্রদারণ দ্রুত হইতে পারে। তাহা ছাড়া, সমাজের দিক হইতে অপ্রযোজনীয দ্রব্য উৎপন্ন হইয়া উপকরণের অপব্যয় না হয় তাহাও দেখা দরকার। এই সক**ল** উদ্দেশ্যে বেসরকারী বিনিয়োগের পরিমাণ ও দিক নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। বাছাই-পদ্ধতিদমূহ (selective methods) অধিকতর কার্যকরী। বাছাই-পদ্ধতিসমূহ প্রধানত ত্বইটি: প্রযোজনীয় মার্জিনের অনুপাতে বছাই করাৰ নীাত পরিবর্তন এবং ভোগ্য-দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের কিস্তিতে পরিবর্তন। এই সকল দেশে ভোগদেব্যের ক্রয-বিক্রয় এখন পর্যন্ত এমন ব্যাপক স্তরে উন্নীত হয় নাই, যেখানে কিন্তিবন্দী ক্রয়-বিক্রয়ের বিপুল প্রসার হইয়াছে। তাই এই নীতির কার্যকারিতা ততটা নাই। কিন্তু প্রয়োজনীয় মার্জিনের পরিবর্তনের নীতি খুবই কার্যকরী এবং ইহার প্রয়োজনীয়তাও খুব বেশি। তাই 1949 সালের ভারতীয় ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইন ভারতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে এই ক্ষমতা দিয়াছে। আমাদের দেশে ইহার প্রয়োগও করা হইয়াছে, যেমন, ভারতে থাগুদ্রব্যের ফাটকাবাজি বন্ধ করার জন্ম 1956 সালে রিজার্ভ

নির্দেশ দিয়াছিলেন, যেন ব্যাঙ্কঋণের দাহায্যে খাতশশ্রের ফাটকাবাভি না হয়।

অপূর্ণোন্নত দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং সম্বন্ধে অনেক সময়ে বলা হয় যে, এই সকল দেশে টাকার বাজারে কিছুটা প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ করা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উচিত। সাধারণ ব্যাঙ্কেরা যে-সকল কাজ করে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কেরও সেইরূপ কিছু কিছু কাজ করা প্রয়োজন। ঋণনিয়ন্ত্রণের জন্ম এইরূপ ক্ষমতা উহার হাতে থাকা দরকার যে, প্রয়োজন মনে করিলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সোজাস্থজি বাজারে প্রবেশ করিয়া যাহাকে খুশি ঋণ দিতে পারে। দক্ষিণ আফ্রিকার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এইরূপ নীতি গ্রহণের সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন এবং যাহাতে

কিছুটা সাধাৰণ ব্যাঞ্চিং এৰ কাজ কৰা দৰকাৰ নিজের ব্যাঙ্করেট বাজারে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে সেইজন্ম কিছু কিছু বিল কেনা-বেচার পথও অবলম্বন

করিয়াছিলেন। কোন কোন শ্রেণীর ব্যক্তিদের নিকট হইতে

তাঁহারা আমানতও গ্রহণ করেন। টাকার বাজারের সহিত নিয়মিত ও প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপন করা, টাকার দাম ও ব্যাঙ্কের নীতিকে প্রভাবিত করা, টাকার বাজারের অসংলগ্ন অংশসমূহের মধ্যে টাকার দাম ও পরিমাণে মোটামূটি সমতা রক্ষা করা—এই সকল উদ্দেশ্যে অনেকেই ইহাকে সমর্থন করেন। দেশে ব্যাঙ্কব্যবস্থার দ্রুত উন্নয়ন এবং উপযুক্ত উৎকর্ষের স্তরে পৌছানো, এই নীতির দ্বারা সম্ভব হইতে পাবে। বিভিন্ন অঞ্চলে ও বিভিন্ন ব্যবসায়ে মূলধনের নিয়োগ পরিকল্পনা অনুযায়ী করিতে হইলে এইরূপ ক্ষমতা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে নিশ্চয় ধাকা দরকার।*

* "The tendency for the lopsided distribution of credit is to be found in the less developed economies. One important characteristic of most of these countries is their reliance upon the production of a few commodities for export. This may induce the businessmen to concentrate their activities on the already known lines of production and to neglect the development of new industries. Moreover, these countries seem to be determined to crowd into the compass of 5 to 10 years the developments that took 50 or more years in the older countries. The authorities should naturally like to retain in their hands control over the misuse or direction of the limited resources...This has involved not only attempts to extend the sphere of influence of Central Banks into the comparatively inaccessible or inadequately organised branches of the short-term market, but even incursions into the domain of long term finance, which is traditionally regarded as lying outside the proper interest of the Central Banks."

ইংলণ্ডের ব্যান্ধিং ব্যবস্থা (British Banking System)

পৃথিবীর প্রাচীনতম ব্যাক্ষ হইল ইংলণ্ডের ব্যাক্ষ অফ ইংলণ্ড। 1694 সালে পার্লামেন্টের আইন দ্বারা ইহা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং উহার পর হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত পৃথিবীর অন্থান্থ দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষগুলির নমুনা (Model) হিসাবে ইহা গণ্য হইয়াছে। গঠনের সময় হইতে বেসবকাবী শেয়ার ব্যাক্ষ অফ্ ইংলণ্ডেব ক্রেতাগণ ইহার মালিক ছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেব পরে গঠন বিশ্ববীক সালের ব্যাক্ষ অফ ইংলণ্ড আইন অনুযায়ী সমস্ত শেয়ার বাট্র কিনিয়া লইয়াছে। বর্তমানে ইহার পরিচালনা করেন একটি কোট। ইহাতে আছেন একজন গবর্ণর, – একজন ডেপুটি গবর্ণর এবং মোল জন ছিরেক্টর—সকলেই সরকার কর্তৃক নিযুক্ত। গবর্ণর এবং ডেপুটি গবর্ণর পাঁচ বৎসরের জন্থ নিযুক্ত হন, আর ডিরেক্টরগণ চার বৎসরের জন্থ। ইহারা প্রত্যেকেই পুনর্নিযুক্ত হইতে পারেন।

ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ডের সমস্ত কাজকর্ম উহার ছুইটি বিভাগের মধ্য দিযা পরিচালিত হয—ইস্থা বিভাগ ও ব্যাঙ্কিং বিভাগ। ইস্থা বিভাগের কাজ হইল নোট প্রচলন করা, Fixed Fudiciary Limit System অনুযায়ী ইংলণ্ডের নোট প্রচলন করা হইয়া থাকে। 1450000 পাউও পর্যন্ত কোন স্বর্ণ মজুত কাজকর্ম ইস্থ বিভাগ না রাখিয়া নোট প্রচলন করা চলে, উহার উপরে প্রচলিত নোটের শতকরা 100 ভাগই স্বর্ণে জমা রাখিতে হয়। স্বর্ণ মজুতের এই রীতি এখন পর্যন্ত চলিয়া আসিতেছে, যদিও মনে রাখা দরকার যে, কাগজের এই নোটগুলি স্বর্ণে রূপান্তর যোগ্য নয়।* 1939 সাল হইতে দেশের স্বর্ণমজুতের পরিমাণ বিনিম্থের স্মতা সাধনকারী আনকাউণ্টে (Exchange Equalisation Account) জ্যা রাখা হইয়াছে।

ব্যাঙ্কিং বিভাগ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সকল প্রকার ফাজ করিয়া থাকেন। ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার বিশেষত্ব এই যে, যদিও ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ড সকল বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ককে ঋণ দিভে রাজি আছে এবং তাহাদের দ্বারা উপস্থাপিত বিলণ্ডলিকে প্রযোজন হইলে

[়] প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় পবিচালকবৃদ্দেব সভায ব্যাঙ্কের পবিচালন সম্পর্কীয় যাবতীয় নীতিব পর্বালোচনা করা হয়, ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ বহুদিন যাবং এই ঐতিহ্ রক্ষা করিয়া আসিতেছেন।

পুনরায় ভাঙ্গাইয়া দিতে রাজি আছে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কোন বাণিজ্যিক ব্যাহ্ব দরকার হইলে কেন্দ্রীয় ব্যাহ্বের কাছে টাকা চাহিতে যায় না। বাাহ্বিং বিভাগ ব্যাহ্বগুলির হঠাৎ টাকার দরকার হইলে তাহারা বিল-বোকারদের দেওয়া ঋণ ফেরৎ চায় এবং এই বিল-বোকাররা তথন ব্যাহ্ব অফ ইংলণ্ডের নিকট হাজির হয় ঋণ বা পুনরায় ডিসকাউন্টের স্থবিধা পাইবার জন্ম। এইক্লপ অবস্থায় বলা হয়, যেন বাজার ব্যাহ্বের নিকট হাজির হইয়াছে ("to go into the bank")।

বটিশ ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল বিল-ব্রোকার এবং ডিস্কাউন্ট ছাউসগুলির কার্যকলাপ। দেশের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি সাধারণত তাহাদের নিয়মিত গ্রাহকদের নিকট হইতে পাওয়া বিলগুলি ডিস কাউণ্ট করে। কিন্তু বেশির ভাগ বিল তাহাদের নিকট হাজির করে এই বিল-ব্রোকাররা। বুটেনের টাকার ডিস্কাউণ্ট হাউসগুলি বিলের ব্যবসায়ে বিশেষ পারদর্শী, বাজাবের বৈশিষ্ট্য কোন বিল ভাল বা মন্দ তাহা চিনিতে পারার বিষয়ে তাহাদের দক্ষতা খুবই বেশি। টাকা কম পড়িলে এই ডিস্কাউণ্ট হাউসগুলি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের নিকট ধার লইতে যায় অথবা এই বিলগুলি পুনরায় ভাঙ্গাইবার জন্ম উপস্থিত হয়। দেশের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কেরা যদি ঋণ সংকোচনের নীতি গ্রহণ করে, অর্থাৎ ডিস কাউন্টের ও পুন্ডিস কাউন্টের স্থবিধা তুলিয়া লইতে থাকে, ভবে এই ডিস্কাউণ্ট হাউসগুলি ঋণের জন্ম বা বিলগুলিকে ভাঙ্গাইবার জন্ম ব্যাঙ্ক অফ ইংল্প্রের নিকট ছুটিয়া যায়। ব্যাঙ্ক এবং ডিস্কাউণ্ট হাউসগুলি যে-সকল বিল লইয়া কাজকর্ম করে সেগুলি দবই বৈদেশিক বিনিময় বিল (Foreign Bills of Exchange)। সাধারণত ইংল্ওে আভ্যন্তরীণ বিনিময়-বিল লইয়া লেনদেন বিশেষ করা হয় না। সাধারণত, ব্যাঞ্চ অফ ইংল্ডের ডিস্ কাউন্টের হার অর্থাৎ ব্যাঞ্চরেট বাাম্ভলির বিল ভাঙ্গাইবার রেট অপেক্ষা অর্থাৎ ডিস্ কাউণ্টের রেট অপেক্ষা বেশি। ইংলণ্ডের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কিংএর প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, দেশের পাঁচটি বৃহৎ বাস্কি তাহাদের অসংখ্য শাখা-প্রশাখা লইয়া সারা দেশের টাকার বাজারে

লেনদেন করে। এইরূপ শাখা-ব্যাল্কিংয়ের ফলে ব্যান্ধ পরিচালনার খরচ অনেক কম এবং খুব কম পরিমাণ নগদ জমা লইয়া ভাহাদের পল্পে ইংলভের বাণিছ্যিক ব্যবসায় পরিচালনা সম্ভবপর হয়। ব্যান্ধ অফ্ ইংলও দেশের বাণিছ্যিক ব্যান্ধগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্ম ব্যান্ধরেট

নীতি, থোলাবাজারে কার্যকাপের নীতি এবং অমুরোধ-উপরোধের নীতি প্রয়োগ

করেন। ইংলণ্ডের ব্যাস্কগুলি নিম্নতম কি-পরিমাণ নগদ টাকা জমা রাখিবে তাহা আইনের ঘারা কোনরূপ নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া নাই। তাই নগদ জমার অনুপাতে পরিবর্তনের নীতি এই দেশে প্রযোগ করা চলে না। কিন্তু ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ডের নিজস্ব সম্মান খুবই বেশি, তাহা ছাড়া ওই দেশে স্বল্পকালীন টাকার বাজাব খুবই অনুভূতিশীল ও উন্নত ধরনে সংগঠিত—এই কারণে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির উপর কেন্দ্রীয় বাান্ধের প্রভাব বিশেষ কার্যকরী।

ক্ষেত্রারাল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (Federal Reserve Bank) — সমগ্র মার্কিন

যুক্তরাইকে বারোটি অঞ্চলে বিভক্ত করিয়া প্রতিটি অঞ্চলের জন্ম নিজস্ব এক একটি

ফেডারাল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত আছে। যে-কোন অঙ্গরাজ্যে নিজস্ব আইনের

অধীনে কোন একটি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে এবং ইহাকে

আঞ্চলিক কেন্দ্রীয়

ব্যাঙ্ক

কথা নাই। কিন্তু ফেডারাল রিজার্ভ আইনের অধীনে

প্রতিষ্ঠিত হইলে ইহাকে ফেডারাল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সভ্য হইতে হইবে এরপ কোন

অপ্রতিষ্ঠিত হইলে ইহাকে ফেডারাল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সভ্য হইতে হইবে : এই অবস্থায়

তাহাকে নিজ অঞ্চলের ফেডারাল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শেষার ক্রয় করিতেই হইবে ।

এইরূপ জাতীয় ব্যাঙ্কের সংখ্যা মোট ব্যাঙ্কের অর্ধেক। কিন্তু ইহাদের আমানতের পরিমাণ দেশের মোট আমানতের হ্ন অংশ।

1913 সালের ফেডারাল রিজার্ভ আইন অনুযায়ী ওয়াশিংটনে একটি উচ্চ-শক্তিসম্পন্ন ফেডারাল রিজার্ভ বোর্ড স্থাপিত হইয়াছে। এই বোর্ডেবই বর্তমান

তবে সব ক্ষমতাই বোর্ড অফ্ গভর্ণরের হাতে নাম হইল ফেডারাল রিজার্ভ সিদ্টেমের বোর্ড অফ গবর্ণরস্। এই বোর্ডই প্রকৃতপক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক, এবং বারোটি ফেডারাল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইল কার্যত ইহার শাখা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট কর্তৃক মনোনীত (সেনেটের

অনুমোদন সাপেকে) সাতজন সভ্য লইয়া এই বোর্ড অফ্ গবর্ণরদ গঠিত।
প্রতি ত্বই বংসর অন্তর একজন সভ্য পদত্যাগ করিয়া থাকেন। বোর্ডের
চেয়ারম্যান এবং ভাইস্ চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপতি কর্তৃক চার বংসরের জন্ম নিযুক্ত
হন। ইহা ছাড়া একটি ফেডারাল উপদেষ্টা কাউন্সিল (Federal Advisory
Council) আছে, ইহা প্রতিটি ফেডারাল রিজার্ভ জিলা হইতে একজন প্রতিনিধি
লইয়া গঠিত। এই বোর্ডের খোলাবাজারী কার্যকলাপ পরিচালনার জন্ম
একটি ফেডারাল খোলাবাজারী কার্যকলাপ ক্রিটি আছে (Federal Open

Market Committee), বোর্ডেব সাতজন সভ্য এবং ফেডাবাল রিজার্ভ ব্যাঙ্কগুলি হইতে পাঁচজন প্রতিনিধি লইযা ইহা গঠিত।

মার্কিন যুক্তবাষ্ট্রে সাধাবণত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে নিযন্ত্রণেব উদ্দেশ্যে খোলাবাজাবী কার্যকলাপ এবং ব্যাঙ্কবেট পবিবর্তনেব নীতি প্রযোগ কবা হয়। ফেডাবাল
বিজার্ভ বার্ডি অনেক ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক অফ ইংলগু-এব হ্যায় সভা ব্যাঙ্কগুলিকে ঋণ
আদান-প্রদান সম্পর্কে অনুবোধ বা উপদেশ জানান।
কানিষ্পাণিব পদ্ধতি
সমূহ
আইনেব দ্বাবা নির্দিষ্ট এবং বোর্ড অফ গবর্ণবেব হাতে এই
অনুপাত পবিবর্তন কবাব ক্ষমতা দেওযা আছে। বাছাই-বিনিযোগেব নীতি এবং
শুণগত ঋণ-নিযন্ত্রণেব নীতি (Selective and Qualitative credit controls)
আমেবিকাতে গত কুডি বৎসবে ক্রমশ অধিক পবিমাণে প্রযোগ কবা হইযাছে।

আমেবিকাব ফেডাবাল বিজার্ভ ব্যাহণ্ডলি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কেব একটি গুরুত্বপূর্ণ কাৰ্য কবিষা থাকেন। কোন সভা ব্যান্ধ তাহাব নিবট কোন বিল লইষা আসিলে তিনি ঐ বিলগুলি ভাঙ্গাইয়া দিতে সর্বদা প্রস্তুত আছেন। মার্কিন ব্যাঙ্কগুলিব হাতে নগদ টাকা কম পডিলে তাহাবা সবাসবি কেন্দ্রীয় বাাঙ্কেব নিকট হইতে ঋণ কবিতে পাবে, কিন্তু ইংলণ্ডেব ব্যাঙ্গেবা এইরূপ অবস্থায় বিল ব্রোকাব বাণিজ্যিক ব্যাশ্বগুলিব এবং ডিস্কাউণ্ট-হাউসগুলিকে বাধ্য কবে ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ডেব সহিত তাহাব সপৰ্ক নিকট হইতে ঋণ লইতে। আধুনিক কালে আমেবিকায় দেখা যাইতেছে যে, কোন একটি ব্যাঙ্কেব টাকা কম পডিলে সে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কেব নিকট না গিয়া অপব কোন ব্যাঙ্কেব নিকট হইতে ঋণ লইতে পাবে। তাহা ছাড়া, মার্বিন যুক্তবাষ্ট্রেব ব্যাঙ্কগুলি আইনত প্রচুব পারমাণ সরকারী ঋণপত্র কিনিযা রাখিতে পাবে। নগদ টাকা কম পড়িলে সাম্যিকভাবে বাজাবে সে ঋণপত্রগুলি বিক্রয কবিবা দেব। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলিব সহিত এইব্নপ ঋণ আদান প্রদান সম্পর্ক থাকায় খোলাবাজাবী কায়বলাপের নীতি তটো সাফল্য লাভ কবিতে পাবে না। হুক্তবাষ্ট্রেব বাাম্বর্জনিতে নগদ জমার অনুপাত বেশি বলিয়া তাহারা নগদ জমার পাঁচ ছযগুণেব বেশি ঋণ সৃষ্টি কবিতে পাবে না। অপব পক্ষে ইংলণ্ডেব ব্যাশ্বগুলিতে নগদ জমা কম বাখা হয় বলিয়া তাহাবা নগদ তামানতেব প্রায় 12% গুণ ঋণ প্রদার কবিতে পাবে।

ইংলণ্ড ও আমেরিকার ব্যান্ধব্যবন্থার তুলনা (Comparison between British and US Banking systems)

ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাঙ্কব্যবস্থার মধ্যে তুলনা করিলে প্রথমেই চাথে পড়ে উভয় দেশের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কিং-এর মধ্যে পার্থক্য। ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কিংজগতে যেমন বৃহৎ পঞ্চশক্তির প্রাধান্ত (Big Five) আছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সেইরূপ নাই। ইংলণ্ডের সকল শহনেই পাঁচরাণিজ্যিক ব্যাঙ্কিং এ
পার্থক্য ছয়টি বৃহৎ ব্যাঙ্কের শাখা দেখিতে পাওয়া যায়, মোটামুটি
ইহাদের ব্যবসায়-বাণিজ্য বা কাজকর্মেব ধরণ একই। কিন্তু
আমেরিকায় শাখা ব্যাঙ্কিং এর প্রসাব ঘটে নাই, এক একটি অঞ্চল লইযা এক একটি
ব্যাঙ্ক ব্যবসান চালাইয়া থাকে। শুধু তাহাই নয়। এই সকল বিভিন্ন ইউনিটব্যাঙ্কগুলির সকলে সমান ধরণের কাজ করে না। কাহারও কৃথিতে ঝোঁক,
কাহাবও শিল্পে, কাহারও-বা ব্যবসায়-বাণিজ্যে—তাহা ছাড়া কাজকর্মেব পুঁটিনাটি
ধরণেও অনেক পার্থক্য দেখা যায়। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কিং-এর রীতিনীতিতে এত
বৈচিত্র্য থাকায় ছুই দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাজকর্মের ধরণও কিছুটা পৃথক হইযা

ইংলণ্ডে ক্ষেকজন ব্যক্তি একত্রে বিদিয়া আলাপ-আলোচনা করিলে দেশের ব্যক্তিংনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আদিতে পারে, কেন্দ্রীয় ব্যক্তি তাহার ইচ্ছা-অনিচ্ছা ও স্থবিগা-অস্থবিগার কথা ক্ষেকজনকে জানাইলেই ব্যক্তিং জগতকে নিযন্ত্রণের কাজ সহজ হইয়া যায়। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে 14000 স্বয়ংস্বাধীন ব্যান্থ আছে, বহু সহস্র ব্যক্তি নিজেদের ব্যান্ধার বলিয়া দাবি তুলিতে পারে, বিস্তৃত অঞ্চলে ইহারা ছড়ানো ও বিক্ষিপ্ত। নিউ ইয়র্কের ব্যান্ধারদের বা ও্যানিংটনের বাজনৈতিক নেতাদের প্রতি ইহাদের বশ্যতা নিতান্ত সীমাবদ্ধ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলতি আমানতের পরিমাণ ইংলণ্ডের তুলনায় অনেক

^{*&}quot;The development of nationwide branch banks has been prevented by law and still more by the traditional feelings in which the legal restrictions are deeply entrenched. These feelings are derived to some extent from the historical fear of the newer west for the money power of the older east; they also express the more general feeling in every region against remote control, and the distrust of any incipient monopoly of finance. The laws restricting branch banking are essentially those of the forty eight states, and they vary from one state to another." Sayers, Modern Banking, P. 257.

বেশি। ঋণ দিবাব ক্ষেত্রেও দেখা যায যে, তাহাদেব মাঝাবি সমযেব জন্ম ঋণ বেশি, বন্ধবনী-ঋণও (দীর্ঘকালীন) আছে। বর্তমান কালে ভোগেব উদ্দেশ্যে শ্বংগিব পরিমাণ পূর্বাপেক্ষা রৃদ্ধি পাইযাছে। ইংলণ্ডে এই কার্চবিষ্যে এই সকল দেখা যায় না। লণ্ডনেব বাজাবে ব্যাঙ্কগুলি স্বাসবি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কেব নিকট টাকা ধাব কবে না, দবকাব হইলে ডিস্ কাউন্ট মার্কেটে চাপ দেয় এবং বিল-ব্রোকাববা তথন বাধ্য হইয়া ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ডেব নিকট ছুটিয়া আসে। মার্কিন যুক্তবাষ্ট্রে এইন্ধপে ঘটে না। সেখানে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি স্বাসবি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কেব নিকট হইতে টাকা ধাব পায়। ছোট ছোট ব্যাঙ্কগুলি অনেক সময় বড় বড় ব্যাঙ্কেব নিকট নিজেদেব ব্যালান্স আমানতী হিসাবে জমা বাথে। ইংলণ্ডে এইন্ধপ ঘটে না।

আমেবিবায প্রচুবসংখ্যক ব্যাঙ্ক থাকাব ফলে এবং ভৌগোলিক দিক হইতে বিক্ষিপ্ত থাকাব দকণ ক্লিযাবিং ও টাকা লেনদেনেব ব্যাপাবে বহু জটিলতা ভোগ কবিতে হয়। ইংলণ্ডে মোটেই এত অস্থবিধা নাই। এই জটিলতাব দকণ মুক্তবাট্টে একজন আমানতকাবীকে যতটা কমিশন ও পাবিশ্রমিক দিতে হয়, ইংলণ্ডে তাহাপেক্ষা এই সকস দেয়-ব পবিমাণ অনেক কম। 1929-30 সালেব ব্যাঙ্কিং-সংকটেব পব হইতে দেশেব অধিকাংশ আমানতই সীমাবদ্ধ হইয়া আছে। এইজন্ম ফেডাবাল আমানত বীমা কবপোবেশন (Federal Deposit Insurance Corporation or F. D. I. C.) গঠিত হইয়াছে। কোন ব্যাঙ্কেব প্রতিটি আমানতকাবীব 10000 ভলাব পর্যন্ত এই বীমাব দ্বাবা সংবক্ষিত; ফলে বৃহৎ কোম্পানী ও অতি ধনীব্যক্তি বাতীত যুক্তবাদ্ধীয় অধিবাসীদেব ব্যক্তিগত সঞ্চয় লোকসান যাইবাব কোন ভয় নাই। একটি ব্যাঙ্ক এইকপে বীমাবদ্ধ হইলে F. D. I. C তাহাব হিসাবপত্র সম্পর্কে খোঁজখবব বাথিবাব অধিবাবী। এইক্লপে যুক্তবাদ্ধীয় সবকাব অনেক ব্যাঙ্কেব আভ্যন্তবীণ অবস্থা সম্পর্কভাবে জানিতে পাবেন। এইক্লপ কোন ব্যবস্থা ইংলণ্ডে নাই।

ইংলণ্ডে সাধাবণত, বেশিব ভাগ ক্ষেত্রেই ব্যাস্কগুলি অতি অল্পকালীন ঋণদান কৰে। ব্যাঙ্কেব হাতে টাকাব পবিমাণ বেশি থাকিলেও তাহাবা মোটামূটি এই নীতি মানিয়া চলে। কিন্তু আমেবিকাষ 1939 সালেব পব হইতেই টার্ম লোন (term loan) ও ক্রেডা-ঋণ (consumer credit) দেখা দিয়াছে। চাব বা পাঁচ বংসবেব জন্ম ব্যবসায়ী বা শিল্পপতিদেব এই ঋণ দেওয়া হয়। ইংলণ্ডেব তুলনায় আর একটি পার্থক্য হইল যে, ইংলণ্ডে অনেক সময়ে মৃথের কথায় বা চিঠির আদান-প্রদানে ঋণের লেনদেন হয়, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাট্রে ঋণের ব্যাপারে বহুপ্রকার কাগজপত্র, উকিল-মূহুরী ও দলিস লেখাপড়ার দরকার হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া, মার্কিন যুক্তরাট্রের বাণিজ্যিক ব্যাহ্নগুলিতে কি-পরিমাণ নগদ জমার অনুপাত হইবে তাহা নির্ভর করে আইনের উপর; ফেডারাল রিজার্ভ ব্যবস্থা বা কোন কোন অঙ্গরাজ্য (member-state) এইরূপ আইন করিয়। থাকেন। কিন্তু ইংলণ্ডে এইরূপ কোন আইন নাই, ব্যাহ্মগুলি মোটামুটি সর্বদন্মত একটি প্রথা মানিমা চলে। সর্বোপরি, সারা ইংলণ্ডে সকল স্থানে ব্যাহ্ম্ সমান প্রকার ঋণে স্বদের হার সমান—এইরূপ অবস্থা মার্কিন যুক্তরাট্রে দেখা যায় না।

উভয় দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং-ব্যবস্থার মধ্যে তুলনা করিলে দেখা যায়, উভয়েরই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হিদাবে শক্তি ও ক্ষমতার উৎস হইল, ইহারা নগদ টাকা জোটাইবার সর্বশেষ আশ্রয়স্থল। ইংলণ্ডে ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ড যে-দ্রপ নগদ টাকা প্রচলন করে, আমেরিকাতেও সেইদ্রপ ফেডারাল ট্রেজারী কর্তৃক বুলিয়ন এই সকল পার্থকোর সার্টিফিকেট (Bullion certificates) প্রচলিত করা ফলেই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং এ পার্থকা হয়। বৃটেন এবং আমেরিকা উভয় দেশেই বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কণ্ডলি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট গচ্ছিত তাহাদের টাকাকে দরকার মত নগদ টাকা বা তরল সম্পত্তি বলিয়া গণ্য করে। উভয় দেশেই সাধারণ ব্যাঙ্কেরা প্রয়োজন হইলে নগদ টাকার জন্ম কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দ্বারস্থ হয়। উভয় দেশেই ব্যাঙ্করের ব্যাঙ্করের ব্যাজরের স্থদের হার অপেক্ষা উধ্বেণ।

উভয় দেশের কেন্দ্রীর ব্যাঙ্কিংয়ে এইরূপ সমতা থাকা সত্ত্বেও পার্থক্য কম দেখা যায় না। যুক্তরাট্টে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অনেকটা বিকেন্দ্রিক ধরণের। বারোটি ফেডারাল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এবং একটি ফেডারাল বোর্ড সকলেই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিংযের কোন না কোন কর্তব্য করিয়া থাকেন। অপর পক্ষে ব্যাঙ্ক অফ ইংলও নিজ-দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সমস্ত কর্তৃত্ব যেন কেন্দ্রীভূত করিয়া রাখিয়াছে। ব্যাঙ্ক অফ ইংলও একটি রাট্টায়ন্ত প্রতিষ্ঠান, কিন্তু ফেডারাল রিজার্ভ ব্যাঙ্কগুলির মালিক হইল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ ব্যাঙ্কেরা।

উভয় দেশের ইতিহাস, ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রসারের ধারা, জাতিগত বৈশিষ্ট্য এবং রাজনৈতিক কাঠামোতে প্রভেদ—সকল কিছু মিলিয়া এই সকল পার্থক্য গড়িয়া তুলিয়াছে।

অর্থ তত্ত্ব

जनू गैनमी

- 1. Discuss the necessity of a Central Bank in a country.
- 2. What is a Central Bank and in what respects it is different from ordinary bankers?
- 3. What is a Central Bank? Do you support its Nationalisation? What is its relation to the state?
 - 4. Discuss the functions of a typical Central Bank.
- 5. "The Central Bank operates as a bankers' bank and a lender to them of last resort." Elucidate.
- 6. Discuss the validity of the argument used to support the following propositions: (a) A Central Bank should not undertake ordinary banking business with public, (b) A Central Bank should have a monopoly of noteissue.
- 7. Consider the need for controlling money supply. Briefly enumerate the more important methods which the Central Bank of a country may adopt in order to control such supply.
- 8. Discuss the more important methods of controlling the volume of credit. What are their limitations?
 - 9. How does a modern bank control the quantity and quality of credit?
- 10. What is a Bank Rate? Discuss the effects of the Bank Rate on general prices, trade and industry.
- 11. What are open market operations? How do they affect the volume of currency?
- 12. Discuss the efficacy of monetary measures in controlling fluctuations in the price level.
 - 13. How and how far a Central Bank can maintain monetary equilibrium?
- 14. Discuss the operations of (a) Bank of England, (b) Federal Reserve System.
 - 15. Distinguish between the banking systems of the U.K. and the U.S.A.
- 16. Discuss the problems of Central Banking in underdeveloped money markets.
- 17. Discuss how far Bank Rate and Open Market Operation policies are suitable in the underdeveloped economies.

আর্থিক তত্ত্বঃ টাকার মূল্য ও তাহার পরিমাপ

Monetary theory: the value of money and its measurement

টাকার বিনিম্যে যে-সকল জিনিস্পত্র পাওয়া যায় তাহারাই টাকার মূলা।
কিছুকাল পূর্বের তুলনায বর্তমানে টাকার বিনিম্যে বেশি
পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী পাওয়া গেলে টাকার মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে
বলা হয়ঃ আবার পূর্বের তুলনায দ্রব্যসামগ্রী কম পরিমাণে পাওয়া গেলে টাকার
মূল্য ব্লাস ইইয়াছে বলা চলে।

টাকার বিনিময়ে দেশে কি-পরিমাণ দ্রবংসামগ্রী পাওয়া যায়, তাহা নির্ভর করে দামস্তরের (Price-level) উপর। দামস্তর উধ্ব'াভিমুখী হইলে টাকার মূলং কমিয়া আদে; দামস্তর নিম্নাভিমুখী হইলে টাকার মূলং বাড়িয়া যায়।

কিন্তু কিছু সময়ের ব্যবধানে লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, সমাজে কোন কোন দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পাইয়াছে, কোন কোন দ্রব্যের দাম কমিয়া গিয়াছে— সকল দ্রব্যের

দামে একই সঙ্গে বৃদ্ধি বা একই সঙ্গে ব্রাদ সচরাচর দেখা দামন্তব যায় না। ইহাদের দামে বৃদ্ধির বা প্রাসের হারেও তারতমর্থাকে। কিন্তু লক্ষ্য করা যায়, সকল দ্রব্যসামগ্রীর দামের গড় (average) হয় উপ্পর্মুখী অথবা নিম্নগামী; সকল দ্রব্যের দাম পরিবর্তনের একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্রীয় বৌক থাকে। সকল দ্রব্যসামগ্রীর দামের এই গড়ের নাম হইল দামন্তর। বিভিন্ন সময়ের দামন্তরগুলিকে পাশাপাশি সাজাইলে স্থচক-সংখ্যা (Index Number)

পাওয়া যায়। কোন বিশেষ সময়ে নির্দিষ্ট দ্রবংসামগ্রীর স্চক সংখ্যা দামের গড়কে, অপর কোন সময়ের একই দ্রবংসামগ্রীর দামেব গড়ের সহিত তুলনা করিতে হইলে এই স্থচক সংখ্যা ব্যবহার করিতে হয়।

যে-বৎসরের দামগুরের সহিত পরবর্তী কোন বৎসরের দামগুরের পরিবর্তন পরিমাপ করা হইতেছে, তাহাকে বলা হয় মূল বৎসর (Base year)। সেই মূল বৎসরের সকল দ্রব্যসামগ্রীর দামের তালিকা প্রস্তুত করিতে হয় এবং প্রত্যেকটি
দামকে 100 হিসাবে ধরিতে হয়। তাহার পর, যে-বৎসবের
কিভাবে স্টক-দংখাা
গঠন কবিতে হয়
প্র্রোক্ত দ্রব্যসামগ্রীর দামের তালিকা প্রস্তুত করিয়া মূল-বৎসরের দামদমূহের সহিত তুলনামূলক পরিবর্তন হিসাব করিতে হয়; 100-ব তুলনায় আনুপাতিক ভাবে তাহাদেব হাস বা বৃদ্ধিব হিসাব করা হয়। অবশেষে উভযের গাণিতিক গড় (Arithmetic average) নির্ণয় করিয়া মূল বৎসরের তুলনায় পরবর্তীকালের দামন্তরে পরিবর্তন লক্ষ্য কবিতে পাবা যায়। নিচেব উদাহরণ হইতে ইহা বুঝা যাইবে।

1939 সাল (মূল বংসর)		1947	সাল (হিসাবী বৎসর)
চাল-প্ৰতি মণ 4 টাকা=100		•••	16 টাকা=400
ডাল—প্ৰতি মণ 10 টাকা=100			20 টাকা=200
জুতা—প্ৰতি জোড়া 5 টাকা=100			7] টাকা=150
`	•••	•••	3 টাকা=75
$400 \div 4 = 100$			$825 \div 4 = 206\frac{1}{4}$

উপরের উদাহরণে দেখা যাইতেছে, ক্যেকটি দ্রব্যের দামের সাহায্যে প্রস্তুত স্থান্ত 1939 সালেব তুলনায 1947 সালে দামস্তর শতকরা 106 বুদ্ধি পাইযাছে। অর্থের সহিত বিনিম্য হয় এরপ যত অধিক দ্রব্যসামগ্রী লইয়া হিসাব করা হইবে, সেই স্থান্ত তত সঠিকভাবে অর্থের সাধারণ ক্রুমশক্তিতে (general purchasing power of money) পরিবর্তন পরিমাপ করিতে পারিবে।

কিন্তু এইভাবে হিদাব করার একটি বিশেষ ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। সকল
দ্রব্যকে সমান গুরুহ দিয়া হিদাব করিলে সেই স্থচক সংখ্যা নির্ভুল হইতে পাবে
না, কারণ দেশের ক্রেতারা তাহাদের ভোগ-পরিকল্পনায় সকল দ্রব্যকে সমান
গুরুত্ব দেন না। তাই সকল দ্রব্যের দামে পরিবর্তন
বিভিন্ন হবে। যপাযোগ্য তাহাদের জীবনযাত্রার মানে, অর্থাৎ তাহাদের নিকট
ভব্দ প্রদানব
প্রযোজনীযতা অর্থের ক্রয়-ক্ষমতাতে পরিবর্তনের সঠিক পরিমাপ করিতে
পারে না। সমাজের ব্যয়-কাঠামোতে (Expenditure
structure) দ্রব্যসাম্প্রীর পারস্পরিক শুরুত্ব অবহেলা করা চলে না। গণিতের

হিদাব বাস্তব অবস্থা প্রতিফলিত না-ও করিতে পারে। সমাজের অধিকাংশ লোকের পক্ষে অবস্থা-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দামে অল্প পরিবর্তন সমাজের অল্পাংশ লোকের পক্ষে কম-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দামে অধিক পরিবর্তন অপেক্ষা বাস্তব-ক্ষেত্রে বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। অথচ, গণিতের হিদাবে চালের দামে বৃদ্ধি টর্চের দামে হ্রাদের ফলে খণ্ডিত হইয়া যাইতে পারে, স্থচক সংখ্যায় সেই পরিবর্তন প্রতিফলিত না-ও হইতে পারে, অথচ এইন্ধপ পরিবর্তন নিশ্চযুই টাকার সাধাবণ ক্রযুশক্তি অর্থাৎ জীবন্যাত্রার মানে পরিবর্তন আনিয়াছে, অর্থাৎ ব্যক্তির নিকট অর্থের বাস্তব মূল্য বদুলাইয়া দিয়াছে।

এই অস্থবিধা দূর করার জন্ম দেশে গুরুত্বশীল স্থচক সংখ্যা (weighted index number) গঠন করা হয়। দেশের মোট ব্যথের মধ্যে কত অংশ একটি দ্রব্যের পিছনে ব্যয়িত হইতেছে তাহা হিসাব করিয়া গুরুত্বশিল স্টকসংখ্যা সমাজের ব্যয়-কাঠামোতে প্রত্যেকটি দ্রব্যসামগ্রীর গুরুত্ব অনুধাবন করা হয় এবং মূল ও হিসাবী বৎসরের দামগুলিকে সেই পরিমাণ গুরুত্ব দিয়া পূরণ (Multiplication) করিয়া গুরুত্বশীল স্টচকসংখা গঠন করা হয়। নিচের তালিকা হইতে ইহা দেখা যাইতেছে। পূর্বেব সরল স্টচক সংখ্যাটিকে গুরুত্ব দিয়া নূতন ভাবে হিসাব করা হইযাছে।

মূল :	বৎসব	হিসাবী বৎসব
	७ क च	গুরুত্ব
চাল	$100 \times 8 = 800$	$400 \times 8 = 3200$
ডাল	$100 \times 6 = 600$	$200 \times 6 = 1200$
জুতা	$100\times5=500$	$150 \times 5 = 750$
চা	$100\times1=100$	$75 \times l = 75$
	$2000 \div 20 = 100$	$5225 \div 20 = 261\frac{1}{4}$

গুরুত্বহীন স্ট্রক সংখ্যায় দামগুরে বৃদ্ধি হইয়াছিল শতকবা $106\frac{1}{6}$; কিন্তু উপযুক্ত গুরুত্ব দেওযার পরে দেখা যাইতেছে ইহাতে বৃদ্ধি হইযাছে শতকরা $161\frac{1}{6}$ ।

স্থান প্রতিষ্ঠানের ও ব্যবহারের বহু বাস্তব (Practical) অস্থবিধা এবং তত্ত্বগত (Theoritical) ক্রটি আছে। প্রথমত, মূল বৎসরে নির্বাচনের অস্থবিধা। যে-মূল বৎসরের দামস্তরের সহিত অস্তান্ত বৎসরের দামস্তরের সুলনা-

মৃলক পরিবর্তন পরিমাপ করা হইতেছে, সেই বৎসরটি স্বাভাবিক হওয়া চাই সেই বৎসরে অর্থের মৃল্যকে স্বাভাবিক বলিয়া গণ্য করা দরকার। কি**ন্ত** যুদ্ধ-প্রস্তুতি, যুদ্ধ এবং যুদ্ধোন্তর অবস্থার প্রায় সকল বৎসরই কমবেশি অস্বাভাবিক। তবে, এই সকল অস্থবিধা দূর করার জন্ম অনেক সময় কয়েক বংসরের দ্রব্য-দামগ্রীর দামের গড়কে মূল বৎসরের দাম হিসাবে গণনা করা হয়। দ্বিতীয়ত,

নিৰ্মাণগত অসুবিধা ও দাম নিবাচন

দ্রব্যসামগ্রী নির্বাচনের অস্থবিধা। যদি অর্থের সাধার ক্রয়ক্ষমতার পরিবর্তন হিসাব করিতে হয়, তাহা হইলে মূল বৎসর, দ্রব্যসামগ্রী যত অধিক সংখ্যক দ্রব্যের **দাম গ্রহণ করা হইবে, ত**তই ও পান নিৰ্বাচন গড়নিৰ্ণয় ও গুৰুত্বপ্ৰদান সেই স্থচক সংখ্যা সঠিক ও অধিক প্ৰতিনিধিত্বমূলক হইবে। যে-উদ্দেশ্যে স্থচক সংখ্যা প্রস্তুত করা হইতেছে, সেই উদ্দেশ

অনুযায়ী দ্রব্যসামগ্রী গ্রহণ করিতে হইবে। যেমন, শ্রমিকদের জীবনযাত্তার মানে পরিবর্তন পরিমাপ করার উদ্দেশ্যে কলেজের ছাত্রদের দারা ব্যবহৃত দ্রব্যদামগ্রীব দাম হিসাব করিলে ভুল হইবে। তৃতীয়ত, দাম নির্বাচনের অস্থবিধা। দ্রব্য-সামগ্রীর পাইকারী দাম জানিতে পারা স্থবিধাজনক, এই কারণে জনেক সময পাইকারী দামের সাহায্যে স্থচক সংখ্যা গঠনের চেষ্টা করা হয়; কিন্তু বাস্তবপক্ষে জনসাধারণ খুচরা দামেই দ্রব্য ক্রয় করে, খুচরা দামের পরিবর্তনই তাহাদের নিকট অর্থের মূল্য বা ক্রমশক্তির পরিবর্তন হিসাবে তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু সকল দ্রব্যেব খুচরা দাম সংগ্রহ করা অস্থবিধাজনক এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ও বৎসরেব বিভিন্ন সময়ে একই দ্রবেরে খুচরা দামে বিশেষ তারতম্য দেখা যায়। চতুর্থত, গড় নির্ণয়েব বহু পদ্ধতি প্রচলিত আছে এবং বিভিন্ন পদ্ধতিতে গড় নির্ণয় করিলে কিছুটা তাবতম্য ঘটিয়া থাকে। পঞ্চমত, গুরুত্বশীল স্থচক সংখ্যা গঠনেও বিশেষ অস্থবিধা দেখা দেয়। ব্যয়-কাঠামোতে দ্রব্যসামগ্রীর পারস্পরিক গুরুত্ব নির্ধারণ বিশেষ সহজ নয়, প্রত্যেক পরিবারের বয়ে-কাঠামো অন্ত পরিবারের ব্যয়-কাঠামো হইতে পৃথক। বিভিন্ন পরিবর্ত-দ্রব্য বা অমুপ্রক দ্রব্যের দাম পরিবর্তনের ফলে বা নূতন দ্রব্য প্রচলনের ফলে ব্যয়-কাঠামোতে দ্রব্যাদির পারস্পরিক গুরুত্বে সর্বদাই পরিবর্তন হইতেছে। দ্রব্যাদির শুরুত্ব সর্বদাই নূতনভাবে হিসাব করিয়া প্রত্যেকটি স্থচক সংখ্যা গঠন করা খুবই পরিশ্রমদাধ্য ও জটিল ব্যাপার।

বিভিন্ন ব্যবহারে স্মচক সংখ্যা প্রয়োগের বহু তত্ত্বগত আপন্তি (Theoritical objections) দেখা দিতে পারে। প্রথমত, একই দেশের মধ্যে সকল লোক সকল প্রকার দ্রব্য-সামগ্রী ব্যবহার করে না; আয়, অভ্যাস, রুচি ও পরিবেশের

পার্থক্য অনুযায়ী বিভিন্ন পরিবারের ব্যয়-কাঠামো পুথক থাকে, সাধারণভাবে ক্ষেক্টি দ্রব্য লইয়াই বিশেষ কোন পারিবারিক ব্যয়-কাঠামো নির্দিষ্ট ধরণের

তত্ত্বগত আপত্তিসমূহ: ৭কই দেশের বিভিন্ন আয়ন্তর এবং একই আযন্তরের অন্তর্গত বিভিন্ন দল ও উপদলের মধ্যে বিভিন্ন সময়ের মধো ণবং বিভিন্ন স্থানের মধ্যে, জীবন যাত্রার মানের তুলনা চলে না

জিনিস নছে।"

গঠিত থাকে। একই আয়-স্তরের মধ্যেও বিভিন্ন অঞ্চল. পরিবেশ ও অভ্যানের ফলে সকল পরিবার সমজাতীয় দ্রব্য ব্যবহার করে না। স্থতরাং টাকার সাধারণ ক্রয়শক্তি বলিয়া কিছুই থাকিতে পারে না; বস্থত, অধ্রায় ধন-বিজ্ঞানীদের একাংশ সাধারণ দামস্তরের ধারণাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্ম করিতে চাহেন। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন সময়ের মধ্যে স্থচক-সংখ্যার সাহায্যে টাকার মূল্যে পরিবর্তন পরিমাপ করা সঠিক ভাবে সম্ভব নহে। সমযের পার্থকে লোকের ভোগে বা দ্রব্য-ব্যবহারের ধরণে বিপুল পরিমাণে ও মৌলিক ধরণের পরিবর্তন ঘটিতে পারে। নৃতন দ্রব্যাদির ব্যবহার স্থরু হয়; বহু দ্রবেরে ব্যবহার বন্ধ হইয়া যায়; ব্যবহারিক জীবনে পুরাণো দ্রব্যের তাৎপর্যও পুথক হইয়া পড়ে। দ্রব্যের দাম সমানই আছে, কিন্তু ভাহার উৎকর্ষ বৃদ্ধি বা হ্রাস পাইশাছে, এক্সপ ঘটিলে স্থচক-শংখ্যায় পরিবর্তন প্রতিফলিত হয় না বটে, কিন্তু টাকার মূল্যে বাস্তবক্ষেত্রে নিশ্চয়ই পরিবর্তন আসে, জীবন-যাত্রার মান নিধারণে অর্থের বাস্তব তাৎপর্য ভিন্ন মপ হুইয়া পড়ে। যেমন, পূর্বের 50 ন্যা প্যসা দামের সিগারেট বর্তমানে একই দাম থাকিলেও পূর্বাপেক্ষা ভাল বা মন্দ ২ইলে জীবন-যাত্রার মান-স্তরে অর্থাৎ ঢাকার মূল্যে পরিবর্তন আসে, কিন্তু স্থচকসংখ্যার গাণিতিক হিসাবে সেই পরিবর্তন ধনা পড়ে না, ইহাতে কোন পরিবর্তন আসে না। রবার্টসন তাই বলিয়াছেন ''আসনে বসিয়া গাড়ী-চড়া এবং আসন না পাইয়। দাঁড়ানো অবস্থায় গাড়ী-চড়া, উভয অবস্থাতে দাম এক দিলেও ভোগের দিক হইতে ইহারা কথনই সমান

তৃতীয়ত, বিভিন্ন স্থানের মধ্যে জীবন-যাত্রার মান স্তবে অর্থাৎ টাকার মূল্যে ুলনামূলক পরিমাপ করা তত্ত্বের দিক হইতে অযৌক্তিক। পরিবেশ, রুচি ও অভাসের তারতম্য এত বিস্তৃত যে বিভিন্ন দেশে নিতা ব্যবহৃত দ্রব্যের গুরুত্ব তুলনা করা চলে না, একই দামে ক্রীত দ্রব্য হইতে প্রাপ্ত ভৃপ্তির পরিমাণে বিপুল পার্থক্য থাকে। কেইন্সের ভাষায় বলা হয়, "একই ধবণের ব্যক্তিদের তৃত্তির তুলনামূলক পরিমাপ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়; ফ্যারাও'-র জীতদাসের সহিত ফিফ্থ এভিনিউতে চলমান মোটর গাড়ীর,

এক দিকে ল্যাপল্যাণ্ডের অধিবাসীর নিকট দামী জালানি ও সস্তা বরফ. অপরদিকে, হোটেন্টট দের নিকট সন্তা জালানি ও দামী বরফ—ইহাদের তৃপ্তিব তলনা করা চলে না।''*

এই সকল প্রয়োগণত ও তত্ত্বগত অস্থবিধা থাকা সত্তেও টাকার মূল্য বা माधातन क्रमांकित धातना একেবারেই অপ্রয়োজনীয় তাহা বলা চলে না। স্ফক-সংখ্যার সঠিক না হইলেও, প্রায় কাছাকাছি ও মোটামটি-সূচকসংখা ব ভাবে তুলনামূলক বিচারে কিছুটা সাহায্য করে, এ বিষয়ে প্রযোজনীয়ত। কোন সন্দেহ নাই। সময়ের পার্থক্য যদি কম হয় তবে ইহার মূল্যে পরিবর্তন মোটামটিভাবে পরিমাপ করা চলে, কারণ রুচি.

ব্যয়-কাঠামো স্বল্পকালে বিশেষ পরিবর্তিত হয় না। স্বতরাং দীর্ঘকালে না হইলেও, সম্মকালীন বিশ্লেষণে স্থচকসংখ্যার ব্যবহার সম্ভবপর।

বিভিন্ন প্রকার সূচক সংখ্যা (Different kinds of Index Numbers)

যেহেতু প্রত্যেক ব্যক্তি বিভিন্ন প্রকার দ্রব্য-সামগ্রী ক্রয় করে, সেইজন্ম প্রত্যেক ব্যক্তিব নিকট টাকার মূল্য সাধারণভাবে পূথক। তাহা ছাড়া, টাকাকড়িও বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যয় হয় বলিয়া বিভিন্ন উদ্দেশ্যের স্থচকসংখ্যা প্রস্তুত হও্যা প্রয়োজন। টাকা যে কেবলমাত্র ভে'গ্যদ্রব্য বা সম্পূর্ণোৎপন্ন দ্রব্য ক্রম করে, তাহা নহে, বিভিন্ন উৎপাদন-কার্যে নিযোগেব উপযোগী উৎপাদক দ্রব্যাদির ক্রয়েও ব্যবহৃত স্থৃতরাং, টাকার সাহায্যে ক্রম করা হইয়াছে এইরূপ বিভিন্ন দ্রব্যাদির দামস্তর থাকিতে পারে, যেমন পাইকারী দামস্তব. অনুযায়ী বিভিন্ন রপ্তানি দামন্তর, মুলধনী দ্রব্যের দামন্তর প্রভৃতি। বিভিন্ন স্চকসংখ্যার সাহায্যে এই সকল বিভিন্ন দামস্তরে পরিবর্তন বা বিভিন্ন ক্ষেত্রে টাকাব মূল্যে পরিবর্তন পরিমাপ কবা চলে।

অনুশীলনী

1. How would you measure changes in the value of money?

2. Examine the difficulties you have to face in constructing an Index

number showing changes in the purchasing power of Money.

3. What are Index Numbers? Point out their usefulness.

4. What are Index Numbers? How they are prepared? Briefly discuss the utility and the limitations of Index Numbers.

^{* &}quot;We are not in a position to weigh the satisfactions of similar persons, of Pharaoh's slaves against Fifth Avenue motor cars, or dear fuel and cheap ice to Laplanders with cheap fuel and dear ice to Hottentots." Keynes, Treatise on money. Vol. I. P. 104.

আর্থিক তত্ত্ব ঃ দামস্তরে পরিবর্তন Monetary theory : Changes in the Price level

কোন দেশের টাকার আভ্যন্তরীণ ও বাহু ছুই প্রকার মূল্য আছে। দেশের মধ্যে টাকার বিনিময়ে কি পরিমাণ দেশীয় জিনিসপত্র কিনিতে পারা যায়, তাহা হইল টাকার আভ্যন্তরীণ মূল্য। আর টাকার বাহু মূল্য হইল ইহার বিনিময়হার, অর্থাৎ একটি দেশের টাকার বদলে অন্ত দেশের টাকা কি পরিমাণ পাওয়া যায়। আলোচনার স্ববিধার জন্ম টাকার এই ছুই প্রকার মূল্য পৃথক করিয়া রাখা দবকার।

অন্তান্ত দ্রব্যের মূল্য হইতে টাকার পার্থক্য আছে। টাকার মূল্য হইল সাধারণ ক্রয়শক্তি, দকল প্রকার দ্রব্যসামগ্রীকে কিনিতে পারা যায় এইরূপ সাধারণ ক্রয়ক্ষমতা। টাকার মূল্যে পরিবর্তন হইলে ইহার বিনিময়ে অন্তান্ত দ্রব্যসামগ্রীর কিনিতে পারার ক্ষমতা বল্লাইয়া যায়। দকল দ্রব্যসামগ্রীর কামবা বলি যে, টাকার মূল্য কমিয়া গিয়াছে, আবার দ্রব্যসামগ্রীর দাম কম হইলে আমরা বলি যে, টাকার মূল্য ক্ষির্মাছে। দামস্তর্যকে P ধরিষা লইলে টাকার মূল্য হইল 1/P. টাকার মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। দামস্তর্যকে P ধরিষা লইলে টাকার মূল্য হইল 1/P. টাকার মূল্য বৃদ্ধার্যায়ে গেলে যাহাদের হাতে টাকা আছে তাহারা যেমন প্রভাবিত হয়, ঠিক সেইরূপ দকল অর্থ নৈতিক কাজকর্মের ধরনও বদলাইতে থাকে। এই দকল পারবর্তন বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তিকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে। উপরস্ক, টাকার মূল্য পরিবর্তন দমগ্র অর্থ নৈতিক কাঠামোতে অস্থায়িছ (an element of instability) আনিয়া ফেলে। এই দকল কারণের জন্ম টাকার মূল্যে পরিবর্তন কন আদে ভাহার আলোচনা এত গুরুত্বপূর্ণ।

এই প্রদক্তে একটা কথা বলা প্রয়োজন। ক্লাসিকাল ও ন্যা-ক্লাসিকাল লেথকেরা দামস্তরে পরিবর্তনকেই সমগ্র অর্থ নৈতিক দেহের ভারসাম্যহীনতার শুরুত্বপূর্ণ কারণ বলিয়া মনে করিতেন। দেশে পূর্ণকর্মসংস্থান বজায় আছে ইহা ধরিয়া লইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের ধারণা ছিল যে, দেশে অর্থ নৈতিক ও আধিক ভারসাম্য রক্ষা করাই মূল কথা এবং অর্থের ক্রয়শক্তি বা টাকার মূল্য কেন পরিবর্তিত হয সেই শক্তিগুলি খুঁজিয়া বাহির করাই আর্থিক তত্ত্বের লক্ষ্য। আধুনিক ধনবিজ্ঞানীরা পূর্ণ কর্মসংস্থান ধরিয়া লইতে পারেন না, তাঁহাদের নিকট দামস্তরে পরিবর্তন অপেক্ষা উৎপাদন, আয় ও কর্মসংস্থানে উঠানামাই প্রধান আলোচ্য বিষয় হইয়া উঠিয়াছে।

দামস্তরে পরিবর্তন কেন হয় সেই সম্পর্কে ক্লাসিকাল লেখকদের মতবাদের নাম অর্থের (বা টাকার) পরিমাণতত্ত্ব। তাঁহাদের মতে জ্ঞাঞ্চ সকল দ্রব্যের দামের মতনই টাকার মূল্য নির্ভর করে উহার যোগান ও চাহিদার উপর। টাকার যোগান ও চাহিদা কাহাকে বলে ?

অর্থের যোগান ও চাছিলা (The supply of and Demand for money)

কোন দেশে অর্থের যোগান বলিলে নগদ টাকা এবং ব্যাঙ্ক কর্তৃক স্মষ্ট অর্থ-এই উভযের যোগফল বুঝায়। দেশে স্বর্ণমান প্রচলিত থাকিলে নগদ টাকার পরিমাণ প্রধানত নির্ভর করে স্বর্ণের মোট পরিমাণের উপর। নৃতন স্বর্ণথনির আবিদ্ধার হইলে, অন্ত ব্যবহার হইতে স্বর্ণ সরিয়া টাকার যোগান আদিষা অর্থক্রপে ব্যবহৃত হইতে থাকিলে, বা বিদেশ হইতে ১। স্বৰ্ণমান দেশে স্বর্ণ প্রবেশ করিলে দেশে মোট স্বর্ণের পরিমাণ বাড়িয়া যায়। এই স্বৰ্ণ কেন্দ্ৰীয় ব্যাঙ্কের নিকট উপস্থিত হয় এবং উহার বিনিময়ে লোকেরা নগদ টাকা লইয়া যায়, এইক্সপে অর্থের প্রচলন বাড়িয়া যায়। যদি স্বৰ্ণ বা স্বৰ্ণ মুদ্ৰা কেন্দ্ৰীয় ব্যাঙ্কে না-আদিয়া বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিতে পোঁছায তবে এই বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহ উহার ভিত্তিতে ঋণপ্রসার হুরু করিয়া দেয়। এইরূপে ফর্ণমান ব্যবস্থায় স্বর্ণের পরিমাণ দেশে টাকার পরিমাণ নির্ধারণ করে। কাগজী মূদ্রা ব্যবস্থায় অর্থের যোগান নির্ভর কবে সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নীতির উপর। কাগজী নোটের পরিমাণ স্থির করে কেন্দ্রীয় ব্যাষ্ট্র। আজকাল সরকার নিজে নোট ছাপায় না। যখন সরকারের টাকার ২। কাগজীমান দরকার হয় সে তখন সরকারী সিকিউরিটি বা ঋণপত্তের বিনিময়ে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নকট হইতে ঋণ লয়। ঐ সকল ঋণপত্তের বিনিময়ে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সরকারকে টাকা দেয়। সরকার যথন নিজের ঋণ-ভার লাঘব করে অর্থাৎ ঋণ পরিশোধ করে, তথন স্বভাবতই দেশের প্রচলন ধারায টাকার পরিমাণ দ্রাস পায়। ব্যাহ্ব কর্তৃক স্বষ্ট অর্থের পরিমাণ নির্ভর করে

বাাস্কণ্ডলিব ঋণদান নীতিব উপব। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অবশ্য বিভিন্ন পদ্ধতিতে যেমন, ব্যাঙ্কবেট পবিবর্তন, খোলাবাজাবী কার্যকলাপ, জমাৰ অনুপাতে পবিবর্তন প্রভৃতি উপাযে সাধাবণ ব্যাঙ্কগুলিব ঋণনীতি অনেক পবিমাণে প্রভাবিত কবিতে পাবে। তাই আমবা বলিতে পাবি যে, কাগজী মূদ্রা ব্যবস্থায় দেশে অর্থেব যোগান নির্ভব ব্যবেকাব ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কেব আর্থিক নীতিব উপব।

এইকপে দেশেব প্রচলনবাবায় যে অর্থ সঞ্চালিত হইতে থ'কে উহাব মূল্য বলিতে কি বোঝায়? অর্থেব এক একটি ইউনিট (1 টাকা, 1 পাউও, 1 ডলাব প্রভৃতি) নিজেব বিনিময়ে যতটুকু দ্রব্য সামগ্রী কিনিতে পাবে তাহাই অর্থেব মূল্য। স্পইত বুঝা যায় যে, অর্থেব একটি ইউনিটেব বিনিময়ে গণেব শান দ্রব্য সামগ্রা কতটুকু পাওয়া যাইবে তাহা নির্ভব করে জিনিস-পত্রব দামেব উপব, অর্থেব সাবাবণ মূল্য বলিলে তাই আমবা বুঝি সকল প্রকাব দ্রব্য সামগ্রীব দামেব গড বা দামস্তব। দামস্তব বুদ্ধি পাইলে আমবা ক্লি অর্থেব মূল্য ব্রাস পাইয়াছে, অর্থাৎ অর্থেব একটি ইউনিট পূর্বাপেক্ষা কম জিনিস ক্রেয় ক বতে পাবিতেছে। আবাব দামস্তব ব্রাস পাইলে আমবা বলি যে শর্পব মূল্য বাভিয়া গিয়াছে, মর্থাৎ টাকাব একটি ইউনিট পূর্বাপেক্ষা বেশি জিনিস ক্রম কবিতে পাবিতেছে।

অর্থের মূল্য কিসেব উপব নির্ভব করে ? কোন ধবনেব শক্তিব ক্রিযা-প্রতি-ক্রিয়ায দ্রব্য সামগ্রীব সাধাবণ দামস্তব পবিবর্তিত হয় ? উনবিংশ শতাক্ষীতে এইরূপ ধারণা ছিল যে অর্থ তৈয়ারী হয় য়র্ণ বা রৌপ্যের দ্বারা, তাই এই য়র্ণ বা রৌপ্য উৎপাদনের খরচের উপর অর্থের মূল্যও নির্ভর করে। কিন্তু আজকাল বিভিন্ন তত্ত্ব করিব ভাগ টাকাই কাগজের নোট, ইহাদের উৎপাদন-বয়য় নিতান্ত অল্প, ইহা একেবারে না-ই বলিলেই চলে। তাই অর্থের উৎপাদন-বয়য়র সহিত অর্থের মূল্যের কোনরূপ সম্পর্ক আজকাল আর মানিয়া লওয়া চলে না। বর্তমানে অর্থের মূল্য নিরূপণ সম্পর্কে দ্বই ধরনের তত্ত্ব প্রচলিত আছে: অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব এবং সঞ্চয় ও বিনিয়েশ তত্ত্ব। অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের মতে অর্থের যোগান ও চাহিদা উভয়ে মিলিয়া অর্থের মূল্যকে প্রভাবিত করে।

অর্থের যোগান সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। অর্থের চাহিদার
কাহাকে বলে? চাল বা পাট বা গমের জন্ম চাহিদার মত অর্থের চাহিদার
প্রকৃতি নয়। এই সকল ভোগ্য দ্রব্যের জন্ম লোকের চাহিদা
কাহাকে বলে
হয় কারণ তাহারা এই সকল দ্রব্য হইতে উপযোগিতা বা
ভৃপ্তি পায়। কিন্তু অর্থের নিজস্ব কোন উপযোগিতা নাই,
ইহাকে প্রত্যক্ষভাবে ভোগ করাও চলে না। ব্যক্তি টাকা চায় কারণ ইহার
সাহায্যে দ্রব্যসামগ্রীর উপর সে নিজের প্রয়োজনমত অধিকার আরোপ
করিতে পারে।

এই কাবণে আরভিং ফিশার এবং প্রাচীন ধনবিজ্ঞানীরা বলিতেন যে, অর্থের জন্ম মোট চাহিদার পরিমাণ আর দেশে বিক্রয়-যোগ্য মোট দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য সমান। জিনিসপত্র কেনার জন্মই টাকার প্রয়োজন, ফিসারীয় মত তাই টাকার চাহিদ। বলিলে দেশে টাকার সহিত বিনিময-যোগ্য সকল প্রকার দ্রব সামগ্রীর মোট মূল্যকেই বুঝিতে ইইবে। তাই বিনিময-যোগ্য সকল দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণকে দ্রব্যসামগ্রীর গড় দাম দিয়া গুণ বা পূর্বণ করিলে অর্থের জন্ম চাহিদা জানিতে পার। যায়। যেমন যদি বিনিময়যোগ্য সকল দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণ হয় T এবং উহাদের গড় দাম হয় P, তবে টাকার চাহিদা $P \times T = PT$.

কেম্বি, জের ধনবিজ্ঞানীর। টাকার চাহিদার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন এবং ফিসারের ব্যাখ্যা হইতে তাঁহাদের ব্যাখ্যা ছিল ভিন্নরূপ। ফিসারীয় তত্ত্বে টাকার চাহিদা বলিলে বোঝা যায় ইহার সহিত বিনিময়যোগ্য সকল প্রকার দ্রবংসামগ্রীর স্নোভধারা, বিনিময়যোগ্য দ্রব্যসামগ্রীর মোট মূল্যই টাকার জন্ম চাহিদার পরিমাণ। কেন্ধিজের ধনবিজ্ঞানীরা মনে করিতেন যে, একটি নির্দিষ্ট সমযে দেশের সকল দ্র্যসামগ্রীর জন্ম চাহিদা কেন্ধিজীয় মত

স্বৃষ্টি হয় না, স্নতরাং টাকার জন্ম চাহিদা বলিলে সকল দ্র্যসামগ্রীর মোট মূল্যকে ধরা যায় না। গাঁহারা বলেন, প্রত্যেক ব্যক্তি, একটি নির্দিষ্ট সময়ে, কিছু পরিমাণ টাকা জিনিসপত্র ক্রয়ের উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্ম রাখিতে চান বা পাইতে চান। অর্থাৎ মোট সামগ্রীর বা আসল আয়ের (real income) কিছু অংশ ক্রয়ের জন্ম বা বিনিময়ের উদ্দেশ্যে লোকে টাকার চাহিদা করেঃ টাকার জন্ম সকল ব্যক্তির এইরূপ চাহিদা যোগ করিলে সমাজে টাকার মোট চাহিদা পাওয়া যায়।

আধুনিক কালের লেথকেরা, প্রধানত কেইনস্, টাকার জন্ম চাহিদা বলিলে অন্তর্মপ বোঝেন। তাঁহাদের মতে টাকার চাহিদা হইল নগদ টাকা হাতে ধরিষা রাথার ইচ্ছা। লেনদেন করা, সাবধান থাকা এবং ফাট্কা নিয়োগ —এই তিনটি অভিপ্রায়ে সমাজের সকল ব্যক্তি মিলিয়া কোন এক নির্দিষ্ট কক্ষন্পীয় মত সময়ের মধ্যে যত টাকা হাতে ধরিষা রাখিতে চান বা ব্যাক্তে জমা রাখেন তাহাই সমাজে মোট টাকার চাহিদা। লেনদেন ও সাবধানতার অভিপ্রায়ে টাকার চাহিদার অংশের নাম L_1 এবং ফাট্কানিয়োগের অভিপ্রায়ে টাকার চাহিদার নাম L_2 । টাকার মোট চাহিদা L ইহাদের যোগফল। L_1 নির্ভর করে আয়ের স্তরের উপর এবং L_2 বা ফাট্কা নিযোগের অভিপ্রায়ে টাকার চাহিদা নির্ভর করে প্রধানত স্থদের হারের উপর। স্থদের হার বাড়িলে টাকা হাতে রাখার ইচ্ছা বা টাকার চাহিদা ব্রায় পায়, অপরপক্ষে স্থদের হার কমিলে টাকা হাতে রাখার ইচ্ছা বা টাকার চাহিদা বৃদ্ধি পায়।

টাকার মূল্যের পরিমাণভত্ত্ব(Quantity theory of the value of Money)

পরিমাণতত্ত্বর অতি সরল আলোচনা ষোড়শ শতাব্দীর বিভিন্ন লেখা হইতেই
পাওয়া যায়। সরল ভাবে বলা হইত যে, টাকার পরিমাণে পরিবর্তনের সহিত
একই অনুপাতে দামন্তর পরিবর্তিত হয়। দেশে টাকার পরিমাণ দ্বিশুণ হইলে
দামন্তরও দ্বিশুণ হইবে, টাকার পরিমাণ অর্ধেক হইলে দামন্তরও অর্ধেক হইবে।
ইহাদের মধ্যে এই সম্পর্ককে আমরা M — KP-রূপে সংক্ষেপে
ক্বল ও প্রাচীন ধারণা
লিখিতে পারি। একই হারে বা সমান অনুপাতে পবিবর্তনের
প্রতীক হইল K. যে হারে M প বিব্ভিত হয়, P-ও সেই অনুপাতে পরিব্ভিত
ইইবে—ইহাই টাকার পরিমাণতত্ব।

পবিমাণতত্ত্বকে এইরূপ সবলভাবে ব্যাখা। কবাব সমযে পণ্ডিভেবা ছুইটি
বিষয় নিজেদেব অজান্তে সমান বা অপবিবর্তিত থাকিবে বলিয়া ধবিয়া
লইয়াছিলেন। প্রথমত, তাঁহাবা মনে কবিতেন যে, দেশে
ছুইটি অবান্তব স্বীকাষ
টাকাব পবিমাণ বাভিলে সকল টাকাই যেন জিনিসপত্র
সমান থাকে কেনাতে খবচ হইবে। অর্থাৎ লোকে টাকা হাতে ধবিয়া
বাখিতে পাবে বা পূর্বেকাব জমান টাকা বাজাবে ছাভিয়া
দিতে পাবে সেই কথা তাঁহাবা চিন্তা কবেন নাই। ধনবিজ্ঞানীদেব ভাষায় বলা
চলে যে, তাহাবা টাকাব প্রচলনবেগ (velocity of circulation) সমান বিহা
লইয়াছিলেন। *

দ্বিতীযত, তাঁহাবা মনে কবিতেন যে দেশে জিনিসপত্ত্বেব পৰিমাণ সর্বদা সমান থাকে। অর্থাৎ দেশে সকল উপাদানের পূর্ণনিযোগ আছে, এই অবস্থা তাঁহাবা ধবিয়া লইতেন। যদি টাকাব পৰিমাণে বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ২। জিনিসপত্ত্বের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, অথবা টাকাব পৰিমাণ প্রিমাণ সমান থাকে কমাব সঙ্গে সঙ্গে জিনিসপত্ত্বের পরিমাণ কমিয়া যায় তবে দামস্তবে কোনরূপ পরিবর্তন হইতে পাবে না।

টাকাব পবিমাণ তত্ত্বেব এই সবল অসম্পূর্ণত। দূব কবিষা অধ্যাপক ফিদাব ইহাকে উন্নত কবেন। তিনি অবহেলিত এই ছুইটি বিষয়কে অর্থাৎ, টাকাব প্রচলনবেগ ও দ্রবাসামগ্রীব পবিমাণকে – আলোচনাব মধ্যে এই ছুইটি বিষয়কে লইষা আসিষা পবিমাণতত্ত্বেব উৎক্ষ সাধন কবেন। কত্ত্ব উৎক্ষ সাধন কবেন। কত্ত্ব উৎক্ষ সাধন তাহাব এই ভত্ত্বকে তিনি একটি সমীকবণেব সাহায়েয়ে প্রবাশ কবাব চেষ্টা কবিষাছেন। সমীকবণটি হইল: PT = MV + M'V', অথবা $P = \frac{MV + M'V'}{I}$.

এইবপ মনে কৰার কারণ ছিল। তপনকাৰ পণিতেৰা মনে কবিতেন যে লোকে ঢাকা চায় কেবামাত্ৰ লেনদেন ও সাৰধানতাৰ উদ্দেশ্য। ঢাকা পাঢ়াইয়া স্থদ পাইবাৰ জন্ম থূশিমত হাতে ঢাকা জমাইয়া ৰাথা বা ছাডিয়া দেওযা—অথাৎ এইবপ যাঢ় কাদাবিতে নিযোগেৰ অভিপ্রায় লোকে হাতে টাকা রাথে—ইই তাহাৰ চিন্তা কৰেন নাই। চাকা যে কেবল বিনিম্যৰ মাধ্যম তাহা নহে, ইহা মূল্যৰ সক্ষ ক্ষত্ৰা ইহাকে হাতে জমাইয়া বাপা সহজেই সম্ভবপৰ। ফেমন দেশে ঢাকার পৰিমাণ বাড়ে নাই বিস্ক নোকেব নগদ প্রবণতা বা ঢাকা হাতে বাগাৰ ইছা বাড়িয়া গোল, এই অবস্থায় ঢাকাৰ প্রচান বেশ কম ইইটো। অথাৎ ঢাকাৰ পরিমাণ বাড়িলেই ইহা যে দেশেৰ আয়্যাতে প্রবেশ কবিবে এইবপ কোন কথা নাই। কারণ পূর্বৰ তুলনায় বেশি টাকা লোকে হাতে জমাইয়া বাথিতে পাবে। ঢাকাৰ প্রিমাণে বৃদ্ধি সংস্কেও দামস্তর বাড়িল না, ইহা নিশ্চয় সম্ভবপর।

 ${f P}$ হইল দামন্তব, ${f T}$ হইল টাকাব সহিত বিনিম্য হইতেছে এইরূপ সকল প্রকাব প্রবাদাঞ্জীব পবিমাণ, ${f M}$ হইল নগদ টাকাব প্রিমাণ, এবং ${f V}$ হইল প্রাঙ্ক কর্তৃক স্বষ্ট ঋণগত টাকাব পবিমাণ এবং ${f V}'$ হইল

ফিসাবেৰ তত্ত্বকে সম কৰণ চপে ব্যাখ্যা কৰা চলে

স্বাদ্বি ও স্মুখারে পবিবর্তন আসিবে।

এই প্লণগত টাকাব প্রচলনবেগ। ফিদাবের মতে, উপরেব এই সমীকবণটিব মধ্যে সল্পকালে Γ, V, V' এই বিষযগুলি এবং M ও M'-এব অনুপাত পবিবর্তিত হয় না। T নির্ভব

কবে জনদ খ্যা, ভোগেব কাঠামো, উৎপাদন পদ্ধতি, সমাজে

টাক। ছাডা পণা বিনিম্যেন পৰিমাণ প্রভৃতি বিষ্যেব উপন। সল্লকালে ইহারা অপবিবৃতিত থাকিবে মনে কবা চলে। V এবং V' নির্ভব করে, জনদাবারণের বাতিনীতি অভ্যাদ প্রভৃতিব উপন। $M \odot M'$ -এব অনুপাত নির্ভব করে লোকেব ব্যক্তি'-মভ্যাদ এবং প্রচলিত বাতিনীতিব উপন। স্কতবাং দামস্তব মর্থাৎ P নিভ্য করে একমাত্র M এব উপন —নগদ টাকাব পরিমাণ ব্যলাইলে দামস্তবেও

ফিসাবেন এই তত্ত্বকে আমবা অভেদক্ষপেও (Identity) প্রকাশ কবিতে পাবি।* সমাজেন সকন জিনিসপত্র কিনিতে যে পবিমাণ টাকা দনকাব হইল ঠিক দেই পবিমাণ টাকাবই জিনিসপত্র বিক্রয হইথাছে —ইহাব কমও নয় বা বেশিও

নয। সামগ্রিকভাবে দেখিতে গেলে মোট ক্রথমূল্য — মোট আবাব অভেবক্তেও প্রকাশ কবা চলল (V) দিয়া গুণ কবিলে আমবা মোট ক্রথমূল্য জানিতে পাবি,

ইং।ই দেশেব মোট বায MV)। আবাব, জিনিদপত্তেব পরিমাণকে (T) উংদেব গড দাম (P) দিয়া গুণ কবিলে আমবা মোট বিক্রয-মূল্য জানিতে পাবি, ইং। নিশ্চয় মোট বায়েব সমান হংবে।

7এই নগদ লেনদেনের স্মাকরণ (Cash transactions equation) স্প্র্কেবছ বর স্মালোচনা করা হইবাছে। স্বপ্রথমেই বলা চলে, এই তত্ত্বের

^{* &}quot;Two alternative methods of expressing it have to be considered. On the one hand the theory can be presented as an identity: that is, as a statement of a situation which is necessarily one, because of the way in which the terms used in it are defined. An identity is a statement of the same facts in two different ways; its usefulness depends on whether alternative presentations give additional insight into the situation. The other method of presenting the Quantity Theory is in the form of an equation. This form expresses causal relationships; its usefulness depends on the ability to something helpful about the causal relationships represented. A. C. L. Day, Outline of Monetary Economics, Pp. 247—248.

একটি প্রধান ত্রুটি হইল যে, লোকে ফাটুকাদারির মনোভাব হইতে টাকা হাতে জমাইয়া রাখিতে পারে এই তত্ত তাহা বিচাব কার্যকরী চাহিদা ও না। টাকার পরিমাণ বাডিলে কবে ভাষা টাকাৰ পৰিমাণের বাডাইতে পারে যদি লোকে উহা ব্যয় করে। সম্পর্ক বিশ্লেষণ কবে না বর্ধিত টাক। তাহারা হাতে জমাইয়া রাখে, তবে দেশে টাকার পরিমাণ বাডিলে দামস্তর কিরুপে বাডিবে ? শুধু তাহাই নহে। দেশে টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি না পাইলেও যদি নগদ-পছন্দে পরিবর্তন আমে, তবে আয়স্তর পরিবর্তিত হইয়। দামস্তরে পরিবর্তন আসিতে পারে। দামস্তরে পরিবর্তন আদে আয়স্তর পরিবর্তিত হইলে; অতএব টাকার পরিমাণ বাড়িলে আয়স্তর বাড়িবে অথবা উহা কমিলে আয়ন্তর কমিবে, ইহা মানিয়া লওয়া চলে না।

সমীকরণটির কাঠামো বিশ্লেষণ করিলেও ক্রটি ধরা পড়ে। M-এ পরিবর্তন
হইলে P-তে প্রত্যক্ষ ও সমানুপাতিক (direct and
অক্সান্থ বিষয়গুলি
"স্বাধীন" নয় proportionate) আসিতে পারে তথনই, যদি আমরা
ধরিয়া লই যে, M-এ পরিবর্তনের ফলে V, T, M'ও V'
কিছুতেই পরিবর্তন হইবে না। কিন্তু বাস্তবে ইহা ঘটে না।

তাহা ছাড়া, এই সমীকরণের সাহায্যে আমরা টাকার পরিমাণ ও দামস্তরের মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্কের স্থপষ্ট পরিচয় জানিতে পারি না। টাকার পরিমাণ বদলাইলে কি ভাবে, কোন্ পথে, কোন্ কোন্ শক্তির ঘাত-অভেদ মাত্র, সমীকরণ প্রতিঘাতে, কাহাদের উপর ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার ফলে দামস্তরে পরিবর্তন আদিল তাহা এই সমীকরণে ব্যাখ্যা করা হয় নাই। ইহা নিছক অভেদ (identity) মাত্র। আর্থিক তত্ত্বের প্রধান কাজ অর্থেব ও জবেরে স্রোভকে যুক্ত করিয়া অভেদ বা নিশ্চল সমীকরণ দাঁড় করানো—ইহা আমরা মানিয়া লইতে পারি না। সমস্যাটিকে গতিশীল পদ্ধতিতে আলোচনা করা দরকার।*

^{*} The fundamental problem of monetary theory is not merely to establish identities or statistical relations.....but to treat the problem dynamically, analysing the different elements involved in such a manner as to exhibit the causal processes by which the price level is determined and the method of transition from one position of equilibrium to another." J. M. Keynes, Treatise on money. Vol. I.

বিভিন্ন দেশের আর্থিক ইতিহাস লক্ষ্য করিলে দেখা যায, বাণিজ্যচক্রের এক
প্রান্তে সমৃদ্ধির শীর্ষবিন্দু হইতে হঠাৎ যখন অবনতি স্থক্ষ হয়,
তথন দামস্তর দ্রুত হাস পায় কিন্তু টাকাব পরিমাণ কম থাকে
তাহা নয়। সংকটকালে টাকার পরিমাণ বাড়িলেও দামস্তর
বাড়িতে চাহে না। দামস্তরে স্বল্পকালীন উত্থান-পতন, বিশেষত বাণিজ্য-চক্রকালীন
উঠানামা তাই টাকার পরিমাণ তত্ত হারা ব্যাখ্যা করা চলে না।

মনে রাখা দরকার, এই তত্ত্ব ধরিয়া লয যে, স্বল্পকালে T অপরিবর্তিত থাকে,
মর্থাৎ সমাজে পূর্ণ কর্মনিয়োগ বর্তমান আছে, অনিযুক্ত উপকরণ সমাজে নাই।
পূর্ণ কর্মনিয়োগ বজায় থাকিলেই সেই বিশেষ স্তরে ইহা সত্য
পর্বিষা লইতেতে
বিন্যা গৃহীত হইতে পারে। অপূর্ণ নিয়োগের স্তরে টাকার
পরিমাণ বাড়িয়া গেলে স্থাদের হাব কমিবে, বিনিযোগ বৃদ্ধি
পাইবে, দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে, দামস্তর প্রথমেই প্রভাবিত
না হওযার সম্ভাবনা। স্বতরাং, এই তত্ত্ব সকল স্থবেই কার্যকরী নহে।

টাকার মূল্যে পরিবর্তন বলিলে বুঝা যায় টাকার ক্রথক্ষমতায পরিবর্তন।
শিল্প-সংক্রান্ত, ব্যবসায়-সংক্রান্ত, শেয়ার, ডিবেঞ্চার, অর্ধনির্মিত ও অপূর্ণনির্মিত সকল
পকাব দ্রব্যসামগ্রী টাকার সহিত বিনিময় হইতেছে বলিয়াই উহাদের হিসাবের মধ্যে
মানিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। এই সকল দ্রব্যের মধ্যে অনেক দ্রব্য
আছে যাহাদের টাকার ক্রয়শক্তি বা টাকার মূল্য-নিক্রপণে
চাকাব ক্রয়শক্তি হিসাব
ক্রাব সম্যে অবাঞ্ছিত
বিভাগের বাদ দেওযা মিলিয়া এইক্রপ নগদ লেনদেনের স্তর্মান (Cash Tranউচিত
চ্বাবেল ক্রিমান মান আলোচনার উপযোগী বাস্তব ক্রয়শক্তি
ইতা থারা জানা যায় না।
ত্রপ্থ তাহাই নহে। জাতীয় আয় পরিমাপ করার
সম্যে সর্বশেষ স্তরের সম্পূর্ণাৎপন্ন (final product) দ্রব্যসামগ্রীর মূল্যকেই ধরা
হয়। কিন্তু ফিসারীয় T এবং (ফলে) PT-র মধ্যে মূলধনী শিল্পদ্রব্যে ও অর্ধনির্মিত
দ্রব্যসামগ্রীকেও হিসাবের মধ্যে ধরায় ইহা সঠিকভাবে জাতীয় আয়কে পরিমাপ করে

^{*} কেইন্সের মতে "the power of money to buy goods and services on the purchase of which for purposes of consumption a given community of individuals expend their money income"—ইহাই টাকার ক্রয়শক্তি। (Treatise, vol I P.54)

না, তাই কর্মনিয়োগের স্তর বা আয়স্তরের নির্ধারণও এইরূপ 'জগাথিচুরি দামস্তরের' (Hotch-potch price-level) খারা সম্ভব হয় না

উপরস্ত, এইরূপ সাধারণ দামন্তরের বিশ্লেষণের মধ্য হইতে আপেক্ষিক দাম বা কোন একটি বিশেষ দ্রবেরে দাম নিরূপণ সম্পর্কে আমরা কিছু জানিতে পারি না। ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীর। সাধারণ দামন্তরের এই বিশ্লেষণকে ধনবিজ্ঞান শান্তের মূল ধারা হইতে পৃথক করিয়া আলোচনা করিতেন। কোন বিশেষ দ্রবেরে দাম-নিরূপণ তত্ত্বে তাঁহারা যোগান ও এই আলোচনা পৃথক চাহিদার ধারণা প্রযোগ করিতেন, কিন্তু সাধারণ দামন্তর দ্রবের দাম নিরূপণ হুইতে অবাঞ্চিত ভাবে আলোচনার সময়ে ঠাহারা টাকার পরিমাণ, প্রচলনবেগ

দূরে প্রভৃতি অস্পষ্ট ধারণাসমূহ ব্যবহার করিতেন। কেইন্স বলিয়াছেন যে, ইহার ফলে ধনবিজ্ঞানীর। "একবার চাঁদের এপিঠে আর একবার ওপিঠে পোঁছিতেন কিন্তু ভাঁহারা জানিতেন না কোন্পথ এই উভ্যের সংযোগ সেতৃ, অনেকটা আমাদের স্বপ্ন-মন ও স্জাগ-মনের মধ্যে সম্পর্কের মৃত্য ।♣

নগদ লেনদেনের স্তর্মান বা টাকার পরিমাণতত্ত্ব সমগ্র অর্থতত্ত্বের মধ্যে সর্বাধিক পরিমাণে আলোচিত ও সমালোচিত হইয়াছে। দামস্তরে পরিবর্তন নির্ভর করে কার্যকরী চাহিদায় পরিবর্তনের উপর, টাকার পরিমাণে পরিবর্তনের উপর ইহা নির্ভরশীল নয়। দেশের মোট ব্যয়ের পরিমাণে যে সকল বিষয় পরিবর্তন আনে, উহারাই কার্যকরী চাহিদায় পরিবর্তন এবং দামস্তরে উঠানামা ভালভাবে ব্যাখ্যা করিতে পারে। এই সকল কথা মানিয় লইলেও এই ভত্ত্বের গুরুত্ব আমরা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিতে পারি না। ইহার মূল কথা যে, টাকার মোট যোগান ও মোট চাহিদার উপর টাকার মূল্য (বা দামস্তব) নির্ভর পরিমাণ ভবের মধ্যে করে – ইহার মধ্যে সত্যতা একেবারে নাই এমন কথা বলা কিছুই কি সত্যতা নাই চলে না। অর্থ নৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, দামস্তবে বুদ্ধির যুগে সাধারণত টাকার পরিমাণও বাড়িয়াছে,

^{* &}quot;So long as economists are concerned with what is called the Theory of Value they have been accustomed to teach that prices are governed by conditions of supply and demand......But when they pass in......to the theory of Money and Prices,......we are lost in hage where nothing is clear and everything is possible. We have all of us become used to finding ourselves sometimes on the one side of the moon and sometimes on the other, without knowing what route or journey connects them, related apparently, after the fashion of our walking and our dreaming lives." Keynes, General Theory. P. 292

মেনন, 1917-18 এবং 1939-45 সালে দেখা গিয়াছে। অবশ্য ইহা ঠিকই যে, এই পরিমাণতত্ত্ব 'কার্যকারণ শৃংখলের অনেক গ্রান্থকে ঢাকিয়া রাখে' (hides many links in the chain of causation'); কিন্তু মোটামূটি একটি ওরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর (অর্থাৎ টাকার পরিমাণে পরিবর্তন) জোর দেয় বলিয়া তনেক ক্ষেত্রেই স্থলভাবে হইলেও ইহাকে কাজে লাগান যায়। রবার্টদন ইহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন "a serviceable platitude." তাই, উপসংহাবে আমরা বলতে পারি যে, "আর্থিক বা আসল আ্য়ে বিপুল কোন পরিবর্তন সম্ভব নয়, যদিনা চাকাব পরিমাণে মোটামূটি সমপরিমাণে ব্রাস বৃদ্ধি ঘটে; টাকার যোগান যদি কম থাকে তবে যে কোন সময়ে মুদ্রাস্ফীতি বোধ কবা চলে। ইহা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বৃদ্ধি, কিন্তু মুদ্রাস্ফীতি-তত্ত্বের একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র"।*

নগদ লেনদেন সমীকরণের বিষয়গুলি কিসের উপর নির্ভর করে (Determinants of Cash Transaction Variables)

দামন্তব নির্ধারণের জন্ম অধ্যাপক ফিসার PT = MV এই সমীকরণকে উপস্থিত কবিয়াছিলেন। তাহাব মতে V ও T সম্মকালে অপরিবর্তিত থাকে, তাই M-এ পরিবর্তন আদিলে, তবেই P-তে পরিবর্তন আদিতে পাবে। সমীকরণের এই বিষয়গুলি একটু বিশদভাবে আলোচনা করিলে আমরা উহাদের প্রকৃতি ভালভাবে ব্ঝিতে পারিব। অর্থ নৈতিক, প্রতিষ্ঠানগত, যন্ত্রকৌশলগত, মনন্তাত্বিক ও রাজনৈতিক — সকল প্রকার শক্তিই এই বিষয়গুলিকে প্রভাবিত করে।

এই সমীকরণের মধ্যে M বলিলে বুঝা যায দেশে টাকার মোট যোগান;
নগদ টাকা এবং ব্যাঙ্কের আমানতের যোগফল। ব্যাঙ্কের আমানতের সকল
অ.শ ইহার মধ্যে নাই, চেক কাটিয়া যে আমানত তুলিয়া আনা চলে, সেই চল্তি
আমানতকেই (current or demand deposits) কেবল মাত্র হিসাবের মধ্যে
ধনিতে হইবে। কারণ স্থির আমানতের সাহাযে জিনিসপত্র কেনা যায় না,

^{*} The fact is that monetary economics is too complicated to be dealt with Ly thecries as simple as the Quantity Theory. The most important conclusion we can derive from it is that big rises in the level of real or of noney income are not possible unless there are more or less equal rises in the quantity of money; an inflation can always be brought to an end if the highly of money is limited. This is an important fact, but it is only a mall part of the theory of inflation"—A. C. L. Day, Oulline of monetary Economics, P. 252.

উহাব উপব চেক কাটিয়া লেনদেনেব উদ্দেশ্যে ঐক্নপ আমানতকে ব্যবহাব কবা চলে না। M-এব পবিমাণ নির্ভর কবে তিনটি বিষয়েব কিসেব উপব M উপবঃ (ক) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যে পবিমাণ নগদ টাকা নিভব কবে বাজাবে ছাড়িয়া দিয়াছে; (খ) লোকেব হাতে নগদ টাকা এবং ব্যাঙ্কে বক্ষিত চাহিদা-আমানতেব অনুপাত; (গ) চাহিদা আমানত ও ব্যাঙ্কেব জমাব (বা বিজার্ভেব) অমুপাত। প্রথমত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কিছু পবিমাণ নগদ টাকা (নোট ও খুচবা প্রভৃতি) প্রচলন কবে, দেশে ব্যবসায-বাণিজ্যেব প্রযোজনে এই টাকাব পবিমাণ বাডাইয়া দেয়, আবাব অবস্থা বুঝিয়া কমাইযা দেয়। দ্বিতীয়ত, লোকেব হাতে নগৰ l টাকা নিছক একটি টাকা ছাডা আব কিছু নয়। কিন্তু সে যদি ওই টাকাটি কোন ব্যাঙ্কে জমা বাথে, তবে উহাব ভিন্তিতে ব্যাঙ্ক কিছু পবিমাণ ঋণগত অর্থ স্মষ্টি কবিতে পাবে। তাই দেশেব মোট নগদ টাকাব কত অংশ চাহিদা-আমানতেব হিসাবে জমা আছে তাহা গুরুত্বপূর্ণ। তৃতীযত, চাহিদা-আমানতেব যত বেশি অংশ ব্যাঙ্ক নিজস্ব জমা বা বিজার্ভ হিদাবে বাথিবে, ঋণগত অর্থসৃষ্টি তত কম হইবে; আবাব এই বিজার্ভেব অনুপাত যত কম হইবে তত বেশি ঋণ-স্থাষ্ট সম্ভব হইবে। তাই দেশেব ব্যাঙ্কগুলি সাধাবণত আমানত ও জমাব মধ্যে যে অনুপাত বজায বাখিতে চান তাহা গুরুত্বপূর্ণ।

V বলিলে বুঝা যায় নির্দিষ্ট সম্থেব মধ্যে একটি টাকা গড়ে কতবাব হাত-বদস হইতেছে; জিনিসপত্র কেনাব কাজে গড়ে কতবাব উহাকে ব্যবহাব কবা হয়। দেশেব মোট ব্যথকে টাকাব পবিমাণ দিয়া ভাগ কবিলে আমবা প্রতিটি টাকাব গড় প্রচলনবেগ জানিতে পাবি। ফিসাবেব ভাষায় হইল V হইল PT/M. টাকাব এই প্রচলনবেগ বা V অনেক কিছুব উপব নির্ভব কবে। বাস্তব বিষয়গুলিব (objective factors) মধ্যে প্রধান হইল দেশে ব্যাক্কিং ব্যবস্থা ও ব্যাক্কিং-অভ্যাসেব প্রসাব, কাবণ ইহাব উপব ঝণদান, ঋণগ্রহণ, ব্যয় কবা—প্রভৃতিব দ্রুততা নির্ভব কবে। যদি সহজ কিস্তিতে ক্রয় বিক্রমেব স্ব্যবস্থা থাকে তবে টাকাব প্রচলনবেগ বেশি হয়। দেশে মাহিনা ও মঞ্ছ্বি দেওয়াব বীতিনীতি কির্মণ,

তরল সম্পত্তির পরিমাণ ও ধরন - এইরূপ সকল বিষয় ভোগ, সঞ্চয় ও বিনিয়োগের উপর প্রভাবের মাধ্যমে টাকার প্রচলনবেগ বা V-এর উপর প্রভাব বিস্তার করে। মনোগত বিষয়গুলির (subjective factors) মধ্যে প্রধান হইল ভোগ ও সঞ্চয় সম্পর্কে লোকের অভ্যাস ও দৃষ্টিভঙ্গী। সাধারণত লোকে সঞ্চয় করে ভোগ না করিয়া, তাই ভোগব্যয় কমিলে টাকার প্রচলনবেগও হ্রাস পাইবে। লোকে ভাহাদের সঞ্চয় ভালভাবে বিনিয়োগ করিতে পারিতেছে কি না, বিনিযোগের স্বযোগ আছে কি না, স্বদের হার কিরূপ, এই সকল বিষয় দ্বারা V প্রভাবিত হয়। ভবিয়তে দাম ও আয় বাড়িবে এইরূপ ধারণ। থাকিলে V বেশি হইবে—উহারা ভবিয়তে কমিবে এইরূপ মনে হইলে V কম হইবে।

T বলিলে বোঝা যায় সকল দ্রবাসামগ্রী, কাজকর্ম, শেযাবপত্র প্রভৃতি—যে কোন প্রকার ইউনিট যাহা টাকার বদলে বিনিময় হয়। যেমন, দেশে উৎপন্ন সকল দ্রবাসামগ্রীর পরিমাণ হইল 200 ইউনিট। যদি উৎপাদন-কেন্দ্র হইতে সর্বশেষ স্তবে ভোগ পর্যন্ত উহা পাঁচবার বেচাকেনা হয় তবে T হইল 1000। বাণিজ্যের পরিমাণ বা T কয়েকটি বিষয় দ্বারা প্রভাবিত হয়, (ক) উৎপাদক উপাদানগুলির পরিমাণ ও উৎকর্ম, (থ) কর্মসংস্থানের স্তর, এবং (গ) উৎপাদনপদ্ধতির উৎকর্ম। দেশে উপকরণ ও উপাদানের পরিমাণ যত বেশি থাকিবে, T তত বেশি হইবার

I কাহাকে বলে ও কিসের উপর নিভর করে

সন্তাবনা। উপকরণের পরিমাণ দেখিলেই চলিবে না, দেশে বিভিন্ন উপকরণের অনুপাতও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। শ্রম ও ভূমির তুলনায় যদি মূলধন কম থাকে তবে শ্রমিকেন উৎপাদন-ক্ষমতা কম হয়, উৎপাদনের পরিমাণ্ড কম। উপাদানগুলিব

উৎকর্ষের দিক হইতে বিচার করিলে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল যন্ত্রবিছা বা টেকনিকাল জ্ঞান। দীর্ঘকালীন বিশ্লেষণে, তাই জাতির উৎপাদন-ক্ষমতা নির্ভ্রন করে উপকরণের পরিমাণ ও উৎক্ষেব উপর। সল্প্লকালে অবশ্য প্রকৃতিদন্ত উপকরণ ও যন্ত্রবিছার ক্তর ক্ষির ধরিয়া লইলে মোট উৎপাদন নির্ভ্রন করে কর্মসংস্থানের পরিমাণের উপর। পূর্ণ কর্মসংস্থানের ক্তবে উপাদানের অভাবে দ্রুত গতিতে T বাড়ান যায় না, অপূর্ণ কর্মনিয়োগের ক্তরে চেষ্টা করিলে T দ্রুত বাড়ান সম্ভবপব। পূর্ণ কর্মনিয়োগের ক্তরে আথিক আয় বাড়িতে থাকিলেও T বাড়ান যায় না। তাই পূর্ণ কর্মনিয়োগের ক্তর বলিলে বুঝা যায় যেখানে T সমান আছে; অথবা T স্থির থাকে বলিলেই বুঝা যায় যে পূর্ণ কর্মনিয়োগের অবস্থা ধরিয়া লওযা ইইতেছে।

দেশের অর্থ নৈতিক সংগঠনের উপরেও ${f T}$ নির্ভর করে। শ্রমবিভাগ ও

বিশেষায়ণ উৎপাদনের মোট পরিমাণ বাড়াইয়া তোলে। উৎপাদন-সংগঠনের মধ্যে যত অধিকসংখ্যক স্তরে উৎপাদন-ধারা বিভক্ত থাকিবে (যেমন, পাইকারী ব্যবদাদার, দালাল, খুচরা ব্যবদায়ী প্রভৃতি,) তত বেশি দ্রব্যসামগ্রী একহাত হইতে অন্থ হাতে চলাচল করিবে, \mathbf{T} তত বেশি হইবে। যদি দেশে লম্ব্যুণী সংযুক্তি (vertical integration) বেশি থাকে, তবে \mathbf{T} কম, কারণ একই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে উৎপাদন-ধারার অনেকগুলি স্তর জড়িত থাকে। দেশে একচেটিয়া ব্যবদায় না থাকিলে এবং স্বাধীন ও পরস্পর প্রতিযোগী ফার্ম ও শিল্পের সংখ্যা বেশি থাকিলে \mathbf{T} বেশি হইবে।

P এমন একটি বিষয় যাহা M, V ও T এই তিনটি শক্তির পারস্পরিক কিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফল মাত্র। বাস্তব জগতে, M, V এবং T একই দিকে বা একই অমুপাতে পরিবর্তিত হয় না। V-তে পরিবর্তন না হইলেও M-এ পরিবর্তন আগিতে পারে, আবার যথন MV বাড়িভেছে তথন T সমান থাকিতে পারে। এই সকল বিভিন্ন প্রকার পরিবর্তন P-কে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে। M বাড়িলে যদি ঠিক সেই সময়ে V হ্রাস পায় তবে P-র উপর ইহার কোন প্রভাব পড়িতে পারে না। MV বৃদ্ধি পাইবার সময়ে যদি T-ও বাড়ে, তবে সাধারণভাবে P বৃদ্ধি পাইবে না। স্থতরাং, যদি V এবং T স্থির থাকে, তবেই M-এর পরিবর্তন P-তে

P কাহাকে বলে কিসেব উপর নির্ভার করে

পরিবর্তন আনিতে পারে। শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে T-ও বৃদ্ধি পাইবে, তাই এই সমযে

MV না বাড়াইলে P ক্রিয়া যাইবে। আর্থিক নীতি প্রয়োগের ব্যাপারে এই সকল বিষয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক তাই বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখিতে হয়। মনে রাখা দরকার, P হইল টাকার সাধারণ ক্রেয়ান্তি, অর্থাৎ এই P হইল দেশের সকল প্রকার দ্রব্যসামগ্রীর দামের গড়। ভোগদ্রব্য, উৎপাদক দ্রব্য, অর্থ নৈতিক কাজকর্ম, সোনা, শেয়ার সকল প্রকার দ্রব্য, যাহা লইয়া T গঠিত তাহাদের সকলের পক্ষে প্রযোজ্য টাকার এক সাধারণ ক্রম্যক্ষমতা পরিমাপের স্থচক হইল এই P.

কেন্দ্রিজ সমাকরণ (Cambridge Equation)

কে.স্বি,জের ধনবিজ্ঞানীগণ, বিশেষত মার্শাল, অর্থমূল্যের পরিমাণ-তত্ত্বের ভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যা দিয়াছিলেন। ফিলার যেমন টাকার যোগান এর উপর জোর দিয়া তাঁহার তত্ত্ব রচনা করিয়াছিলেন, কেম্ব্রিজের ধনবিজ্ঞানীরা সেইরূপ টাকার চাহিদার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিতেন। তাঁহাদের মতে, লোকে

নির্দিষ্ঠ সময়ের বিন্দুতে কেন নির্দিষ্ঠ পরিমাণ টাকা ধরিয়।

চাকার চাহিদার
ভিন্নপর ব্যাখ্যা

চাকার চাহিদা বিললে বাকা যায়, ইহার সহিত বিনিময়-যোশ্য

সকল প্রকার দ্রব্য সামগ্রীর স্রোতধারা, বিনিময়-যোশ্য দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণের
দ্বারাই টাকার চাহিদা স্থির হয়। কেম্বি_জের ধনবিজ্ঞানীগণ মনে করিতেন যে,
একটি নির্দিষ্ঠ সময়ে দেশের সকল দ্রব্যসামগ্রীর জন্মই চাহিদা স্বষ্টি হয় না, স্থতরাং
সেইন্ধপে টাকার চাহিদা হিসাব করার প্রয়োজন নাই। তাঁহারা বলেন, প্রত্যেক
ব্যক্তি, একটি নির্দিষ্ঠ সময়ে, কিছু পরিমাণ টাকা জিনিসপত্র ক্রয়ের উদ্দেশ্যে
ব্যবহামগ্রীর বা আসল আয়ের (Real Income) কিছু অংশ ক্রয়ের জন্ম বা
বিনিমযের উদ্দেশ্যে লোকে টাকার চাহিদা করেঃ টাকার জন্ম সকল ব্যক্তির এইরূপ
চাহিদা যোগ করিলে সমাজে টাকার মোট চাহিদা পাওয়া যায়।

মনে করা যাক্ দেশে 100 খানা কাপড় সমাজের মোট আসল আয় (Real Income)। ইহার কিছু অংশ যেমন, 🕏 অংশ, অর্থাৎ 80 খানা কাপড় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিনিম্ম হইবে। সমাজে যত টাকা আছে, তাহা দিয়া ব্যক্তিরা এই সময়ের মধ্যে সকলে মিলিয়া 80 খানা কাপড় ক্রয় করিতে চাম, স্থতরাং সকল টাকা এই 80 খানা কাপড় ক্রয়েই ব্যয়িত হইবে। যদি দেশে টাকার যোগান 400 হয, তবে প্রত্যেকটি কাপড় ক্রয়ে করিতে গড়ে 5 ঢাকা ব্যয় হইল, কাপড়ের গড় দামস্তর হইল 5। টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে দামস্তর বৃদ্ধি হইবে, কারণ সেই বর্ষিত অর্থও 80 টি কাপড় ক্রযের উদ্দেশ্যেই ব্যয়িত হইল। টাকার পরিমাণ কমিলে দামস্তরেও কমিবে।

কেম্ব্রিজ তত্ত্বকে আমরা একটি সমীকরণ বা ফর্ম্পার আকারেও প্রকাশ করিতে

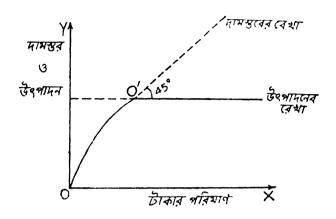
R হইল সমাজের আসল আয় (100); নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে আসল শায়ের যে আনুপাতিক অংশ লোকে ক্রয় করিতে ইচ্ছুক এবং যাহার জন্ত ইহারা টাকার চাহিদা করে তাহা হইল $K(\frac{4}{5})$; টাকার পরিমাণ হইল M(400)। তাহা হইলে M পরিমাণ টাকা দিয়া তাহারা KR পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করিতে চাহে। টাকার মূল্য হইল ইহার বিনিময়ে কি পরিমাণ দ্রব্যদামগ্রী পাওয়া যায়, অর্থাৎ KR/M টাকার মূল্যের বিপরীত হইল দামস্তর, স্তরাং উপরোজ সমীকরণকে উণ্টাইয়া স্থাপন করিলে দামস্তর বা P পাওয়া যায়, অর্থাৎ P—M/KR. এই তত্ত্ব ও সমীকরণের আরও অনেক ব্যাখ্যা প্রচারিত হইয়াছিল ; কেইন্স, পিশু সকলেই কোন না কোন বিষয়ের উপর জের দিয়া নিজ নিজ সমীকরণ প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু ফিসারীয় পরিমাণতত্ত্বর কোলোচনাসমূহ মোটাম্টি কেন্বিজ পরিমাণতত্ত্বর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ফিসারীয় তত্ত্বে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে, টাকার সহিত বিনিময় করা হইল এইয়প সকল দ্রব্যসামগ্রীয় গড় দামস্তর বা অর্থের মূল্য বাহির করার চেষ্টা করা হইয়াছে ; রবার্টসনের ভাষায় ইহা হইল "উড়ন্ত টাকাব মূল্য" (Value of "Money on the wing")। কেন্বিজ তত্ত্বে, নির্দিষ্ট সময়ে টাকার মূল্য বাহির করার চেষ্টা হইয়াছে, রবার্টসনের ভাষায় ইহা হইল 'উপবিষ্ঠ' অর্থের মূল্য বাহির করার চেষ্টা হইয়াছে, রবার্টসনের ভাষায় ইহা হইল 'উপবিষ্ঠ' অর্থের মূল্য (Value of 'Money Sitting')।

টাকার পরিমাণ ও দামন্তরের মধ্যে সম্পর্ক (Relationship between Quantity of Money and the Price level)

আমরা পূর্বে দেখিযাছি যে, ক্লাসিকাল ও নয়াক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদেব মতে দেশে টাকার পরিমাণের উপর দামস্তর নির্ভর করে। এই তত্ত্বকে ফিদার যে সমীকরণের আকারে প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা হইল ফিদারীয়ত্ব

PT=MV. তাঁহার মতে, স্বল্পকালে V ও T পরিবর্তিত হয না, স্তবাং M-এ পরিবর্তন আদিলে তবেই একমাত্র P-তে পরিবর্তন আদিতে পারে। এই কারণে আমরা দেখিতে পাই যে, V ও T অপরিবর্তিত থাকিবে, এইরূপ অনুমানের উপরই ফিদারীয় তত্ত্বের সত্যতা নির্ভর করে, অর্থাৎ এই তত্ত্বের মতে দেশে টাকার পরিমাণ বাড়িলে সেই টাকা যাহাদের হাতে পৌছায় সেই অধিবাসীদের ক্রয়শক্তি সরাসরি ও সমপরিমাণে বৃদ্ধি পায়। লোকের ক্রয়শক্তি বৃদ্ধি পাইল বটে, কিন্তু জিনিসপত্রের পরিমাণ বাড়িল না, কাবণ দেশে পূর্ণনিয়েগ না থাকে তবে জিনিযপত্রের চাহিদা বাড়িলে উহাদের উৎপাদন বাড়িবে, দেশেব উৎপাদন ও কর্মনিয়োগ স্তর বাড়িয়া যাইবে। ক্রমে সমাজে পূর্ণনিয়োগ দেখা দিবে।

তাহার পরেও টাকার পরিমাণ বাড়িলে দামন্তর বৃদ্ধি পাইবে। আমরা ইহাকে নিচের চিত্রে দেখাইতে পারিঃ



তম অক্ষে টাকার পরিমাণ এবং OY অক্ষে উৎপাদন ও দামন্তর পরিমাপ করা হইতেছে। O হইতে X-এর দিকে যত অগ্রসর হইতেছে উৎপাদন তত বৃদ্ধি পাইতেছে। এই সময় দেশে পূর্ণনিয়োগ নাই, অনিযুক্ত উপাদানগুলির নিয়োগ বাড়িতেছে। দামন্তর বাড়িতেছে না। উৎপাদন বৃদ্ধির শীর্ষতম বিন্দু হইল O'। এই বিন্দুতে পূর্ণনিয়োগ ঘটিয়াছে। ইহার পরে উৎপাদনের রেখা ঐ স্তরেই আছে। তথনও যদি টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, তবে দামন্তরের বেখা উপরে উঠিতে থাকিবে। O' বিন্দুতে এই ছুই রেখার মিলনন্থলের কোণটি পূর্ণ কর্মনিযোগেব স্তরে 45°, অর্থাৎ উহার পরে টাকার পারমাণ যে অনুপাতে হুল কার্যকরী হয়

ইয় যে, যদিও অনেক বিষয়ে ইহা দোষছ্প্ট তব্ও পূর্ণ-কর্মনিযোগ স্তবে টাকার পরিমাণতত্ত কার্যকরী হয়।

উপরের আলোচনা হইতে আমাদের নিকট বিষয়টি সরল মনে হইতে পারে। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, টাকার পরিমাণ দামস্তরকে প্রভাকতাবে বা সোজাস্থজি প্রভাবিত করে না, অনেক প্রকার বিষয় ও শক্তিকে প্রভাবিত করিয়া পরোক্ষ-ভাবে দামস্তরের উঠানামার উপর নিজস্ব প্রভাব বিস্তার করে। যেমন, কেইন্দের মতে, টাকার পরিমাণ বাড়িলে, অস্তান্ত সকল কিছু সমান অবস্থায়, উহার

প্রথম প্রভাব হইবে স্থদের হারের উপর। লোকের নগদ-পছন্দ সমান আছে
ধরিয়া লইলে তাহারা কি পরিমাণ নগদ টাকা হাতে রাখিতে চায় তাহা মোটামুটি
ছির। এই অবস্থায় টাকার পরিমাণ বাড়িলে ঋণের বাজারে বেশি টাকা আসিয়া
যাইবে, তাই কম স্থদে ঋণ পাওয়া সম্ভব হইবে, অর্থাৎ স্থদের হার হ্রাস পাইবে।
স্থদের হার কমিলে দেশে বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে, অনিয়োজিত
উপাদানসমূহ ক্রমে নিযুক্ত হইতে থাকিবে। কেইন্স তাই
কোন কোন শক্তির
উপর প্রভাবের মাধ্যমে
টাকা দামস্তরকে
প্রসাহেন যে, "যতদিন পর্যন্ত বেকারি থাকে, ততদিন টাকার
উপর প্রভাবের মাধ্যমে
বালা দামস্তরকে
প্রসাহিক করে
যথন পূর্ণ কর্মসংস্থান থাকে তথন টাকার পরিমাণের একই
অনুপাতে দাম পরিবর্তিত হয়।"*

টাকার পরিমাণে পরিবর্তন কোন দেশের অর্থ নৈতিক কাঠামোর বিভিন্ন স্তবে **কিরূপে প্রবেশ** করে তাহা এখন আমরা মোটামটি ব্রঝিতে পারিয়াছি। অনেক সময় বিষয়টি সহজ ও সরল করার উদ্দেশ্যে আমরা বলিতে পারি যে, টাকা এমন এক ধরনের মদ যাহা অর্থ নৈতিক দেহের অঙ্গপ্রতাঙ্গকে সতেজ রাখে। কিন্ত মনে রাখা দরকার যে, পানাধার ও অধরের মাঝে বছবার খলনের সম্ভাবনা আছে (several slips between the cup and the lip)। টাকাৰ পরিমাণে পরিবর্তন স্থদের হার ক্মাইয়া দিবে, ইহা আশা দেই পথে কি কি বাধা করা যায় বটে, কিন্তু টাকার পরিমাণ অপেক্ষা লোকের দেখা দিতে পারে নগদ পছন্দ বেশি বাড়িতে থাকিলে ইহা ঘটিতে পারে না। আবার স্থদের হারে হ্রাস দেশে বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়াইবে বলিয়া আশা করিতে পারি, কিন্তু ইহা সম্ভব হুইবে না যদি মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা স্থদের হারের তুলনায় অধিক হারে কমে। আবার, আমাদের আশা হইল বিনিয়োগের পরিমাণে বৃদ্ধি দেশে কর্মসংস্থান বাড়াইবে, কিন্তু যদি ভোগপ্রবণতা হ্রাস পাইতে থাকে, তবে ইছা সম্ভবপর হয় না। সর্বশেষে, যদি কর্মসংস্থান বাড়ে, তবে দামন্তরে বৃদ্ধির মাত্রা নির্ভব করিবে দেশের উৎপাদন-কাঠামো হইতে যোগান বাডাইবার ক্ষমতার

^{* &}quot;So long as there is unemployment, employment will change in the same proportion as the quantity of money; and when there is full employment price will change in the same proportion as the quantity of money." Keynes, General Theory, P. 296.

উপর (physical supply functions) এবং টাকার হিদাবে মজ্রী বাড়িবার উপর।*

উপরের এই আলোচনা হইতে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌছিতে পারি যে, টাকার পিনমাণে বৃদ্ধি এবং কার্যকরী চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি ঠিক নির্দিষ্ট একই হারে ঘটে, ইহা আমরা ধরিয়া লইতে পারি না। এবং টাকার পরিমাণ বাড়িলেই কার্যকরী চাহিদা বাড়িল, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বাড়িতে থাকিল, সোজা লাইন ধবিযা সমাজ একেবারে সরাসরি পূর্ণ কর্মনিযোগ স্তরে পৌছিষা গেল—পথ এত সবল নহে। টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি ও আ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি, এই উভ্যেব সম্পর্ক অতীব জটিল—অন্তত কোনক্রপ পরিমাণগত ভবিশ্বদ্বাণী টাকার পরিমাণ বৃদ্ধির ইহাদের সম্পর্কে করা চলে না। টাকার পরিমাণ বৃদ্ধির বল কিসেব উপব
কল কিত্রে করে: (ক) নগদ-পছন্দের উপর ইহার প্রভাব,
(থ) গুণকেব আ্যতন, এবং (গ) মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতার উপর ইহার প্রভাব – এই সকল বিষ্যেব উপব। স্ঠিকভাবে ইহাদেব কাহারও সম্বন্ধে পূর্ব হইতেই পরিমাণগত পরিমাণ কবা চলে কি প

দামন্তরে স্বল্পকালীন পরিবর্তন আনয়নকারী বিষয়সমূহ—(Factors bringing Short Period changes in the Price level)

ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের মতে টাকার পরিমাণে পরিবর্তন হইলে দামগুরে পরিবর্তন আসে। টাকার পরিমাণ বাড়িনে দামগুর বাড়ে, ইহাব পরিমাণ কমিলে দামগুর কমে; পরস্পারের এই সম্পর্ক প্রত্যক্ষ ও সমামুপাতিক।

^{* &}quot;We are able to catch a glumpse of the way in which changes in the quantities of money work their way into the economic system. If however we are tempted to assert that money is the drink which stimulates the system to factivity, we must remind ourselves that there may be several slips between the cup and the lip. For whilst an increase in the quantity of money may be expected cet par., to reduce the rate of interest, this will not happen if the fliquidity preferences of the public are increasing more than the quantity of money; and whilst a decline in the rate of interest may be expected cet. par., to increase the volume of investment, this will not happen if the schedule of marginal efficiency of capital is falling more rapidly than the rate of interest; and whilst an increase in the volume of investment may be expected, cet. par., to increase employment, this may not happen if the propensity to consume is falling off. Finally, if employment increase, prices will rise in a degree partly governed by the shapes of the physical supply functions and partly by the liability of the wage-unit to rise in terms of money. And when output has increased and prices have risen, the effect of this on liquidity preference will be to increase the quantity of money necessary to maintain a given rate of interest." Keynes, General Tneory, P. 173.

আধুনিক ধনবিজ্ঞানীদের মতে, দেশের সাধারণ দামস্তর নির্ভর কবে সমাজের মোট ব্যয় এবং মোট উৎপাদন-পরিমাণের উপর। মোট ব্যয় নির্ভব করে মোট আয়ের উপর। যদি আযের পরিমাণ কমিয়া যায় তবে ব্যয়েব পরিমাণ নিশ্চয় ব্রাস পাইবে, দামস্তরও কমিয়া যাইবে, যদি উৎপাদনের পরিমাণ সমান থাকে। তাই বলা হয় যে, আয়স্তরে উঠানামা-ই দামস্তরে উঠানামা ঘটায়: টাকার পরিমাণে পরিবর্তন ইহা ঘটায় না। টাকার পরিমাণ কাবণ নয়, ইহা কার্যফল, মোট ব্যয়ে পরিবর্তনের ফল। যে টাকা ব্যয় হয় তাহাই সমাজে বিভিন্ন উপাদানের মালিকের আয়, তাই মোট ব্যয় = মোট আয়। দামস্তর হইল মোট জাতীয় আয় ÷ মোট উৎপন্ন, অর্থাণ P = Y/O. মোট উৎপন্ন অর্থাৎ O সমান অবস্থায়, যদি Y বাড়ে তবে P বাড়িবে, যদি Y কমে তবে P-ও কমিবে।

এই আয়স্রোতে বা ব্যয়স্রোতে পরিবর্তনের মূলে রহিয়াছে দঞ্চয় ও বিনিযোগের পরিমাণে পরিবর্তন। সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তির আ**থিক** আয় হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের অংশ যোগ করিয়া সমাজের সামগ্রিক সঞ্চয় পাওয়া যায। কোন ব্যক্তি এককভাবে পূর্বাপেক্ষা নিজের আয়ের অধিক অংশ সঞ্চয় করিতে পাবে, কিন্তু ভাহাতে সমাজের মোট সঞ্চয় বাড়ে না। কোন ব্যক্তিব অধিক সঞ্চয়ের ফলে নিশ্চয়ই কোন না কোন দ্রবোৰ সঞ্জে পরিবর্ত ন হইলে বিক্রেতার আয কমিযা যাইবে, ফলে তাহার সঞ্য কমিবে। স্নতরাং, ইহাতে সমাজের মোট সঞ্চয়ের বৃদ্ধি হইবে না। কোন ব্যক্তির ব্যয় বৃদ্ধি হইলে সমাজের অন্তান্ত ব্যক্তির আয় বৃদ্ধি হয়, কোন ব্যক্তিব ব্যয় কমিলে অন্তান্ত ব্যক্তির আয় কমিয়া যায়। কিন্তু সমাজের সামগ্রিক সঞ্ নির্ভর করে মোট জাতীয় আয় ও গড় সঞ্চয়প্রবণতার (Propensity to save) উপর। দেশে গড় দঞ্চয়-প্রবণতা বাড়িয়া গেলে, অর্থাৎ আয়ের সহিত স্ক্ষয়ের অনুপাত বৃদ্ধি পাইলে মোট স্ক্ষয়ের পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে। পূর্বাপেক্ষা মোট আর্থিক আয়ের কম অংশ ভোগদ্রব্য ক্রয়ে ব্যয়িত হইবে, ভোগ্য দ্রব্যের দামন্তর কমিয়া যাইবে। অপরপক্ষে, সঞ্চয়প্রবণতা কমিয়া গেলে মোট আর্থিক আয়ের অধিক অংশ ভোগদ্রব্য ক্রয়ে ব্যয়িত হওয়ায়, উহাদেব দামস্তর বাড়িবার ঝোঁক দেখা দিবে।

বিনিয়োগ বলিলে বুঝা ষায়, নুতন মূলধনী দ্রব্যোৎপাদনে অর্থ লগ্নী করা।

সমাজ অপূর্ণ কর্ম-নিযোগেব স্তবে থাকিলে বিনিযোগ বৃদ্ধি হইলে অনিযোজিত
উপাদানসমূহেব নিযোগ বাভিতে থাকে। নৃতন কাজে
নিযুক্ত এই সকল উপাদানেব মালিকদেব আর্থিক আয় বৃদ্ধি
পায় এবং তাহাবা ভোগদ্রব্য ক্রযে অবিক ব্যয় কবিতে থাকায়
দ্রব্যসামগ্রীব চাহিদা, উৎপাদনেব পবিমাণ, উপাদানেব নিযোগ, আর্থিক আয়
ক্রমে বাভিতে থাকে। কোন কোন উপাদানেব পবিমাণ দেশে কম থাকিলে
তাহাদেব পূর্ণনিযোগ ঘটিবে, দাম বাভিতে থাকিবে, উৎপাদনেব ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে,
দামস্তবও ক্রমে বাভিয়া যাইবে। সমাজ পূর্ণনিযোগেব স্তবে পোঁছিলে বা তাহাব
পূর্বেই তাই বিনিযোগ-বৃদ্ধিব ফলে দামস্তব বাডে। দেশে বিনিযোগ কমিলে ইহাব
বিপবীত ফলাফল হইবে। উপাদানসমূহেব নিযোগ কম হইবে, তাহাদেব আর্থিক
আয় কমিয়া যাইবে, দ্ব্যসামগ্রীব উপব সমাজেব মোট ব্যয় কমিতে থাকিবে,
দামস্তবও প্রাস্ পাইতে থাকিবে।

স্তবাং কোন একটি নির্দিষ্ট সমযেব মধ্যে সঞ্চয প্রবণতা ও বিনিষোণেব পরিমাণেব উপব দেশেব আত্যন্তবীণ দামন্তব নির্ভব করে। কিন্তু সাবাবণত দেখা যায়, সঞ্চয-প্রবণতা মোটাম্টিভাবে স্থিব ও অপবিবর্তনশীল। লোকেব অভ্যাস, জীবনযাত্রাব মান সম্পর্কে তাহাদেব চিন্তা ধাবণা প্রভিবে পরিবর্তনই প্রধান ঘটিলেও স্বল্পকালীন বিশ্লেষণে ইহা মোটাম্টিভাবে স্থিব। স্তবাং, বিনিযোগেব পরিমাণে পরিবর্তনই প্রধান শক্তি, ইহাব ফলেই স্বল্পকাল দামন্তবে পরিবর্তন আসে। বিনিযোগেব পরিমাণে পরিবর্তন সমাজেব মোট আর্থিক আয়কে এবং ফলে মোট ব্যয়েব পরিমাণকে পরিবর্তিত করে, দামন্তব তাহাব কলে পরিবর্তিত হয়।

মনে বাখা দবকাব, পৃথকভাবে কোন একটি দ্রব্যেব দাম নির্ভব কবে উহাব উৎপাদন-ব্যয়েব উপব এবং উৎপাদনেব পরিমাণ পরিবর্তিত হইলে দেই উৎপাদন-ব্যয়েব পরিবর্তন আসে। দেশে টাকাব পরিমাণে পৃথকভাবে কোন পরিবর্তন প্রত্যক্ষ ও পৃথকভাবে কোন বিশেষ-দ্রব্যেব দামেব উপব প্রভাব কবে না। তবে, টাকাব পরিমাণে পরিবর্তন হইলে হাবে পরিবর্তন ঘটিয়া উৎপাদন-ব্যয়ও পরিবর্তিত হইতে পাবে। সঞ্চয় ও বিনিযোগেব পরিবর্তন সমাজেব আর্থিক আয় ও ক্রমনিযোগেব পরিমাণে পরিবর্তন আনে, হতবাং বিভিন্ন দ্রব্যেব

চাহিদাও পৃথকভাবে প্রভাবান্বিত হয়। এইরূপে সমাজের সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বিভিন্ন দ্রব্য-সামগ্রীর দামের উপর পৃথক পুথক ভাবেও প্রভাব বিস্তার করে।*

মুদ্রাফীভি (Inflation)

মূদ্রাক্ষীতির বিভিন্ন ভত্ত্বের ইতিহাস আলোচনা করিলে মোটামুটি ত্বুইটি পৃথক ধারা দেখিতে পাওয়া যায— উহার মধ্যে একটি ধারা অতি প্রাচীন, অপরটি গভ অর্ধশতাব্দীর মধ্যে গড়িয়া উঠিযাছে। ইহাদের মধ্যে প্রথম বা প্রাচীন ধাবাটি টাকার পরিমাণ-ভত্ত্বের কোন না কোন রূপ ব্যাখ্যার ভিন্তিতে প্রতিষ্ঠিত। এই মভ অনুযায়ী দেশে টাকাব পরিমাণ-বৃদ্ধির ফলে যদি দামন্তব্ব পরিমাণভত্ত্বের ধারা বাড়ে, তবে তাহাকে মূদ্রাক্ষীতি বলে। টাকার সঙ্গে বিনিম্বযোগ্য দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণ-বৃদ্ধির তুলনায় দেশে টাকাব পরিমাণ বাড়ে বলিয় মূদ্রাক্ষীতি ঘটে, ইহাই মূদ্রাক্ষীতির কাবণ ও বৈশিষ্ট্য। প্রকৃতপক্ষে, এই ধরনের মভানুযায়ী টাকার পরিমাণে যে কোন বৃদ্ধিকেই মূদ্রাক্ষীতি বলিয়া মনে করা হইত। টাকার পরিমাণের উপর অহেতৃক এই অস্বাভাবিক জাের দেওয়ায় অনেক সময় ভুল ব্যাখ্যা ও দিদ্ধান্তে পৌছতে হইত। যেমন, অর্থ নৈতিক সংকটেব সময়ে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সাহায্য লইয়া যদি সরকার বেশি নগদ টাকা বাজারে ছাড়িত তবে তাহাকেও অনেক সময় মূদ্রাক্ষীতি বলিয়া বিরাধিতা করা হইত।

এই সম্পর্কে হিতীয় মত বা ধারার স্থ্রপাত হয় 'Lectures on Political Economy' নামক গ্রন্থে উইক্সেলের দামস্তর সম্পর্কে আলোচনা হইতে। তাঁহাব অভিমত ছিল এই যে, ঠিক যেমন কোন একটি দ্রব্যের দাম নির্ধারণ করা হয উহার চাহিদা ও যোগান ছারা, সেইরূপ সাধারণ দামস্তব বাড্ভি চাহিদাভবেব নির্ভর করে এইরূপ দামস্তবের অন্তর্ভুক্ত দ্রব্যসামগ্রীর মোট ধারা চাহিদা এবং মোট যোগানের উপর। "স্ইভিশ" মুদ্রাম্ফীতি তত্ত্ব, অনেকাংশেই এই উইক্সেলীয় ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেব সময়ে ও উহার পরবর্তীকালে ইহারই ভিত্তিতে মোটামুটি এই তত্ত্ব গড়িয়া উঠিয়াছে।

টাকার পরিমাণের দিকে লক্ষ্য কম রাখিয়া যথনই দ্রব্যসামগ্রীর জন্ম চাহিদা ও উহার যোগানের দিকে চিন্তা করা যায়, তথনই 'বাড়্তি চাহিদার ধারণা' (concept of excess demand) ক্রমশ স্পষ্ট হইয়া উঠে। পূর্ণ প্রতিযোগিতা-

সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সম্পর্কে পূর্ণতর আলোচনা আয় ও কর্মসংস্থান তত্ত্ব আলোচনার
 সময়ে করা হইয়াছে।

মূলক কোন এক বিশেষ দ্রব্যের চাহিদা ও যোগান রেখা ছুইটির দিকে লক্ষ্য বাখিলে আমরা মনে করিতে পারি যে, 'বাড়্তি চাহিদা' হইল নির্দিষ্ট দামে মোট চাহিদা ও মোট যোগানে পার্থক্য। নির্দিষ্ট কোন দামে এই বাড়্তি চাহিদা ধনায়ক, শুক্ত বা ঋণাত্মক (positive, zero, or negative) তিন প্রকারই হুইতে পারে।

'বাড় তি চাহিদা'-র এই ধারণা ক্রমশ উন্নত হইযা বর্তমানকালে মুদ্রাক্ষীতির ব্যবধান (Inflationary Gap) রূপে আলোচিত হইতেছে। মুদ্রাক্ষীতির তত্ত্ব বিশ্লেমণেব কাজে এবং মুদ্রাক্ষীতির চাপ পরিমাপ করান উদ্দেশ্যে আজকাল এই ফাঁক বা অবকাশ বা ব্যবধান (Gap) আলোচিত হইতেছে। লর্ড কেইন্দ্র প্রথমে How to pay for the war প্রন্থে এইরূপ আলোচনান স্থ্রপাত কবেন। তবে 'মুদ্রাক্ষীতিব ব্যবধান' এই কথাটি প্রথমে ব্রিটেনেব চ্যান্সেলব অব্ এক্সচেকার 1941 সালে কমন্স সভায বক্তৃতাকালে ব্যবহার করেন।

মুদ্রাস্ফীতির ব্যবধান কাহাকে বলে ? মুদ্রাস্ফীতি হুরু হওযার পূর্বে জিনিস-পত্রেব দামকে বলে মূল দাম (base prices); বাজারে বিক্রযযোগ্য জিনিসকে মূল দাম দিয়া গুণ করিলে যাহা পাওয়া যায তাহা হইতে সম্ভাব্য বা প্রত্যাশিত অর্থাৎ ভবিশ্যৎ ব্যযের আধিক্য বা বাড়্তিটুকু হইল মুদ্রাস্ফীতির ব্যবধান (An excess of anticipated expenditure over available output at base prices)। ইহাকে স্থ্যের আকারে প্রকাশ কবা চলে

মুদ্রাক্ষীতির ব্যবধান = প্রত্যাশিত ব্যয — বিক্রথযোগ্য জিনিসপত্র × মূল দাম।
মূল দাম (base prices) দিয়া বিক্রথযোগ্য জিনিসপত্র কিনিতে যে পরিমাণ
টাকার দরকার যদি সম্ভাব্য ব্যয তাহাই থাকে তবে কোন মূদ্রাক্ষীতির ফাক দেখা
দেয না দামস্তরও বাড়ে না। সাধারণত, বিক্রথযোগ্য দ্রব্যাদির মূল্য ও জাতীয়
আয সমান, স্বতরাং এক্ষেত্রে কোন ব্যবধান স্পষ্ট ইইতেছে না, দামস্তব স্থির আছে
ও আর্থিক ভারসাম্য বজায় আছে। কিন্তু যদি পুরাণো
এই ফাক কেমন করিয়া
মূলাকীতি বা দামস্তরে
বৃদ্ধি ঘটায়
বা অর্থের স্রোতধারা বাড়াইয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে দেশের
সম্ভাব্য ব্যয় বাড়িয়া যাইবে। এইক্রপে সম্ভাব্য ব্যয় অধিক
ইইলেই বিক্রেয়-যোগ্য দ্রব্যাদির পরিমাণ সমান থাকায় জিনিসপত্রের দাম বাড়িতে

পাকে; মূল দামসমূহের উপর অধিক ব্যয়ের চাপ পড়ে, দামস্তর বাড়ে ও মূদ্রাক্ষীতির উদ্ভব হয়। যেমন, ধরা যাউক, মূল দামসমূহের হিসাবে বাজারে বিক্রয়যোগ্য জিনিসপত্রের মোট মূল্য হইল 1000 টাকা। সন্তাব্য ব্যয় যদি 1000 টাকাই পাকে তাহা হইলে মুদ্রাক্ষীতি হইবে না; কিন্তু যদি সন্তাব্য ব্যয়ের পরিমাণ 1400 টাকা হয়, তাহা হইলে এই 400 টাকা বিক্রয়-যোগ্য জিনিসপত্র কেনাতে খরচ হইতে চাহিবে; ফলে দ্রব্যাদির দাম বাজ্য়া যাইবে। এক্ষেত্রে মুদ্রাক্ষীতি আনয়নকারী ব্যবধান হইল 400 টাকা।

সম্ভাব্য-ব্যয়ের পরিমাণ স্থির হয় ভোগ-সঞ্চয়ের ধরন ও কর-কাঠামোর

(Consumption-savings patterns plus the tax
কিরপে এই ফাঁক structure) সন্মিলিত প্রভাবের দ্বারা; বিক্রয়যোগ্য
দ্রব্যাদির পরিমাণ স্থির হয় কর্ম-সংস্থানের অবস্থা ও যন্ত্রকৌশলগত কাঠামোর দ্বারা (conditions of employment plus the technological structure)। নিচের উদাহরণ হইতে কিরপে মুদ্রাম্ফীতির ব্যবধান স্পষ্ট হয়, তাহা আরও স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

বর্তমানের জাতীয় আয় ও দ্রব্যাদির উৎপাদন ব্যয়=1600 টাকা বিভিন্ন প্রকার কর (কেন্দ্রীয় প্রাদেশিক বা স্থানীয়)=200 টাকা তাহা হইলে, ব্যয়োপযোগী আয় বা সম্ভাব্য ব্যয়=1400 টাকা মোট জাতীয় আয় (মূল দামসমূহের হিসাবে)=1100 টাকা

(অর্থাৎ মূদ্রাস্ফীতির পূর্বেকার দামসমূহের হিসাবে) আত্মভোগ (Self-consumption) বা বিক্রয়ের জন্ম বাজারে অমুপস্থিত

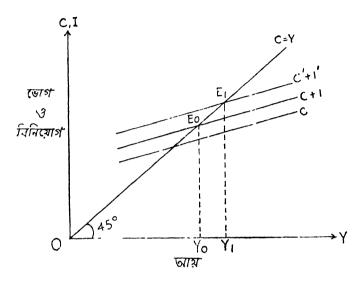
স্থভরাং মুদ্রাষ্টীতি আনয়নকারী ব্যবধান=400 টাকা i)

দ্রব্যাদির মূল্য=100 টাকা

আসলে অবশ্য 1400 টাকার ব্যয়োপযোগী আয় সবটাই ব্যয় হয় না, কিছুটা সঞ্চিত হয়। যদি স্বাভাবিক অবস্থায় জনসাধারণ শতকরা 10% সঞ্চয় করে তাহা হইলে 140 টাকা সঞ্চিত হইবে এবং 1260 টাকা (1400-140) দ্রব্যাদি ক্রয়ে ব্যয়িত হইতে চাহিবে। এমতাবস্থায়, প্রকৃত মুদ্রাম্ফীতির ফাঁক হইল 260 টাকা (1260-1000)। এই মুদ্রাম্ফীতির ফাঁক ধারণাটিকে আমরা পরপৃষ্ঠার ছবির সাহাযের প্রকাশ করিতে পারি:

উপরের চিত্রটিতে লম্বযুখী অকে ভোগ ও বিনিয়োগ এবং ভূসমান্তরাল অকে আর পরিমাপ করা হইতেছে। 45° রেখাটিতে দেখান হইতেছে, সকল আয়ই

ভোগব্যয় হইয়া যায়, উহাকে শূক্ত-সঞ্চযের রেখা (zero saving function) বুসিতে পারা চলে। বিভিন্ন আযের স্তরে কিন্ধপ মোট ভোগব্যে হ্য উহা C রেখা



দারা বোঝা যাইতেছে। বিভিন্ন আযের স্তরে মোট ভোগব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যয় মিলিতভাবে প্রকাশ করিতেছে C+1 রেখা। ইহা C রেখাটির উর্ধ্যে অবস্থিত, কারণ ভোগব্যয় + বিনিয়োগব্যয় কেবলমাত্র ভোগব্যয় হইতে বেশি। মোট আয় = ভোগব্যয় + বিনিয়োগব্যয়, তাই E, বিন্দুতে ভারসাম্যের আয়স্তর অর্থাৎ OY, দেখা যাইতেছে। এই OY, আয়স্তরে পূর্ণকর্মসংস্থান বজায় আছে ধরা হইতেছে।

এই অবস্থায় সমাজে সরকারী ও বেসরকারী ভোগ ও বিনিয়োগব্যয় বাজ়িয়া গেল। C+I রেখাট উপের্ব উঠিল, ইহা এখন C'+I' রেখায় পরিণত হইল। ফলে নৃতন আয়স্তর Y_1 দেখা দিবে। মোট উৎপন্ন হইল $E_{\circ}Y_{\circ}$, পূর্ণ কর্মসংস্থান থাকায় ইহা আর বাজ়িতে পারিল না. অথচ জাতীয় আয় E_1Y_1 (অথবা OY_1) ইহা হইতে বেশি। E_1 হইতে E_{\circ} -র লম্মুখী দ্রম্বই মুদ্রাম্ফীতির ব্যবধান। এই ব্যবধান দ্র না হইলে $E_{\circ}Y_{\circ}$ -র দাম বৃদ্ধি পাইবে। এই ব্যবধান পূর্ণ করিতে হইলে (ক) সম্ভাব্য ব্যয়ের পরিমাণ কমাইতে হইবে, হয় কর বসাইয়া বা সঞ্চয় বাড়াইয়া, অথবা (খ) বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যাদির পরিমাণ বাড়াইতে হইবে।

আমরা জানি যে, পূর্ণনিয়োগ স্তরের পরেই একমাত্র প্রকৃত মূল্রাক্ষীতি

(True Inflation) দেখা দিতে পারে। অপূর্ণ কর্মপ্রকৃত মূল্রাকীতি

নিয়োগের স্তরে টাকার পরিমাণে বৃদ্ধি হইলে স্থদের হার
কমিবে এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধি হইবে, অনিয়োজিত উপাদানসমূহের নিয়োগ বৃদ্ধি
পাইবে, দ্রব্য সামগ্রীর উৎপাদন বাড়িবে। এইরূপে সমাজ পূর্ণ কর্মনিয়োগের
স্তরে পৌছিবে। তাহার পর টাকার পরিমাণে বৃদ্ধি দ্রব সামগ্রীর উৎপাদন বা
উপাদানের নিয়োগ বাড়াইতে পারিবে না, ফলে দামস্তর বাড়াইয়া দিবে।*

অনেক সময় পূর্ণ কর্মনিয়োগের স্তরে পৌছিবার পূর্বেই দামস্তর বৃদ্ধি পায়, এরপ অবস্থাকে কেইন্স আংশিক মুদ্রাক্ষীতি (Partial Inflation) বলিয়াছেন। শিল্পে অনুনত দেশে বা উন্নত দেশেও পূর্ণ কর্মনিয়োগ স্তরে পৌছিবার পূর্বেই এইরূপ আধা-মুদ্রাক্ষীতি (Semi Inflation) দেখা দিতে পারে। এইরূপ আধা-মুদ্রাক্ষীতির 5টি কারণ আছে। (ক) প্রথমত, বর্ধিত টাকার সকল পরিমাণ কর্মসংস্থান ও দ্রব্যোৎপাদন বাড়াইবার কাজে নিয়োজিত না হইতে পারে। যেমন, ব্যবসায়ীরা বর্ধিত টাকার কিছুটা ফাট্কাবাজারে খাটাইয়া দ্রব্যসাম্থীর দাম বাড়াইয়া দিতে পারে, এইরূপ কয়েকটি দ্রব্যের দাম বাড়িলে আংশিক মুদ্রাক্ষীতির তাহা অপরাপর দ্রব্যের দামবৃদ্ধির জন্ম চাপ দেয়। এই কারণসমূহ অবস্থায় টাকার পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে দ্রব্যসাম্থীর বাজার তেজী না হইয়া শেয়ার বা ডিবেঞ্চারের বাজার তেজী হইয়া উঠিতে পারে।

(থ) দ্বিতীয়ত কোন উপাদান বা উপকরণের সকল ইউনিট নিপুণতার দিক হইতে সমান নয়। নিপুণ ইউনিটগুলি প্রথমেই নিযুক্ত হইয়া যায়; উৎপাদন বাড়িলে ক্রমে অপেক্ষাকৃত কম নিপুণ ইউনিট বা একেবারে অনিপুণ ইউনিটগুলির সাহায্যে উৎপাদন বাড়াইবার চেষ্টা করা হয়। ইহার ফলে উৎপাদনব্যয় বাড়িতে থাকে এবং দামগুর বৃদ্ধির দিকে প্রবণতা দেখা যায়। (গ) তৃতীয়ত, কতকগুলি উপাদানের যোগান খুবই কম থাকিতে পারে, ফলে অস্থায় উপাদানসমূহ বেকার অবস্থায় থাকিলেও দ্রব্যামগ্রীর উৎপাদন আরও বাড়ান অসম্ভব হইয়া উঠিতে পারে। যে সকল উপকরণের যোগান হঠাৎ সীমাবদ্ধ হইয়া

^{*}তবে পূর্ণ কর্মনিয়োগের তারে পৌছিয়া যদি ক্রমাগত শ্রমিকের উৎপাদনক্রমতা বাড়াইয় দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন বাড়ান হয়, তাহা হইলে মৃদ্রাফীতি না-ও ঘটতে পারে। কিন্তু বন্ধকালে শ্রমিকের উৎপাদনক্রমতা বাড়ান সন্তব না-ও হইতে পারে স্বতরাং ততদিন মুলাফীতি চলিং থাকিবে।

পড়ায় উৎপাদন বৃদ্ধিতে "প্রতিবন্ধকের" (Bottlenecks) স্থাষ্ট হইয়াছে, তাহাদের পরিবর্তে অন্থা উপকরণ ব্যবহার করা সম্ভব হইলে দামগুরে বৃদ্ধি কম হইবে। এইরূপ অবস্থায় দামগুরে বৃদ্ধির পরিমাণ নির্ভর করে ওই সকল উপকরণের বিনির্দিষ্টতার মাত্রার উপর (degree of specificity)। (ঘ) চতুর্বত, নবনিষ্ঠুক্ত উপকরণের সাহাযেয় উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন প্রমিকদল মজুরি বৃদ্ধির জন্ম চাপ দিতে পারে, কারণ ব্যবসামন্বাণিজ্যের উচতির স্তরে দ্রব্যমূল্য বিছুটা বাড়ে। মজুরি বৃদ্ধি হইলে তাহা ছই ভাবে দামগুরকে বাড়াইয়া দেয় ; দ্রব্যের উৎপাদন-বয়য় বাড়াইয়া এবং দ্রসামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি করিয়া। (৬) পঞ্চমত, হল্পকালে ফার্মের মাত্রা স্থির বৃদ্ধি হইতে থাকে।

মুদ্রাক্ষীভির প্রকার ভেদ (Types of Inflation)

লর্ড কেইন্স্, তাঁহার 'Treatise on money' প্রন্থে চারিপ্রকার মুদ্রাক্ষীতির কথা বলিয়াছেন; (ক) দ্রব্যক্ষীতি (Commodity Inflation), (খ) মূলধনী দ্রব্যক্ষীতি (Capital Inflation), (গ) মুনাফার্রপে মুদ্রাক্ষীতি (Profit Inflation) এবং (ঘ) আয়রূপে মুদ্রাক্ষীতি (Income Inflation)।

দ্রক্ষীতি (Commodity Inflation) বলিলে বোঝা যায়, দেশে সঞ্যের পরিমাণের তুলনায় বিনিয়োগের বায় বৃদ্ধি পাইয়াছে (The excess in the cost of investment over the volume of saving); অর্থাৎ ভোগ্যদ্রসমূহের উৎপাদন ব্যয়ের তুলনায় উহাদের দামন্তরের বৃদ্ধি বেশি হইয়াছে।

মুলধনী দ্রব্যক্ষীতি (Capital Inflation) বলিলে বোঝা দ্রব্য ও মূলধনী দ্রব্যক্ষীতি যায়, এই অবস্থায় নৃতন মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয়ের তুলনায় উহাদের দামস্তর রৃদ্ধি পাইয়াছে। নৃতন-মূলধনী দ্রব্যের দামস্তরে বৃদ্ধি টাকার ক্রয়ন্মনতাকে প্রথমেই ক্মাইয়া দেয় না; কিছুকাল পরে মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদনের পরিমাণে পরিবর্তন আনিয়া দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি বা মূদ্রাক্ষীতি ঘটায়।

মুনাফার্রপে মূদ্রাম্ফীতি তখন ঘটে যে অবস্থায় দ্রব্যমূল্য স্থির আছে, কিন্তু উৎপাদনের ব্যয় কমিয়া যাওয়ায় মোট মুনাফা পূর্বাপেক্ষা অধিক হইতেছে। আয়রূপে মুদ্রাম্ফীতি হইল যে অবস্থায় পূর্বের তুলনায় বর্তমানে উৎপন্ন দ্রব্য- পিছু পারিশ্রমিক বৃদ্ধি পাইয়াছে অর্থাৎ দক্ষতাজনিত পারিশ্রমিকের হার (rate of efficiency-earnings) বাড়িয়া গিয়াছে।

পরবর্তী কালে, কেইন্স্ প্রকৃত মৃদ্রাক্ষীতি (True Inflation) এবং ভ্যা মৃদ্রাক্ষীতির (False Inflation) মধ্যে পার্থক্য করিয়াছেন। পূর্ণ কর্মসংস্থানেব পূর্বে কোন কোন উপাদানের যোগান কম থাকায় বা বিভিন্ন প্রকৃত ও ভ্যা প্রকাক্ষীতির ক্ষেষ্ট করিতে পারে। অনেক সময় প্রকৃত মৃদ্রাক্ষীতিকে পূর্ণ মৃদ্রাক্ষীতিকে প্রা মৃদ্রাক্ষীতিকে আংশিক মৃদ্রাক্ষীতি (Partial Inflation) এবং ভ্য়া মৃদ্রাক্ষীতিকে আংশিক মৃদ্রাক্ষীতি (Partial Inflation) বলা হয়।

অধ্যাপক পিশুর মতে মুদ্রাক্ষীতি ত্বই প্রকারের ঃ ঘাট্তি ব্যয়ের চাপজনিত
(Deficit-Induced) বা মজুরির চাপজনিত (Wage-induced)। দ্রব্যের
উৎপাদন-ব্যয় এবং দামস্তরের বৃদ্ধির জন্তু, যুদ্ধের প্রয়োজনে
বা বিশেষ কারণে সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি পাইলে সমাজে
মজুরি-উছুত আয়ের পরিমাণ বাড়ে এবং এই আয়বৃদ্ধির ফলে দামস্তর
বাড়িতে থাকে। দামস্তর বৃদ্ধি পাইলে সরকারী ব্যয় আরও

বাড়াইতে হয়, নূতন অর্থ স্পষ্ট করিয়া দেই ব্যয় বাড়ান হয়, ফলে মুদ্রাক্ষীতির আরও প্রসার ঘটে। ইহাকে ঘাট্তিব্যয়জনিত মুদ্রাক্ষীতি বলে।

দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় এবং দামগুরের বৃদ্ধির দক্ষণ শ্রমিকগণের সংঘবদ্ধ চাপের ফলে মজ্রির পরিমাণ বাড়িলে উৎপাদন-ব্যয় আরও বৃদ্ধি পায়; বর্ধিত মজ্রি দিবার জন্ম ব্যবসায়ীরা মুনাফা না কমাইয়া দামগুর বাড়াইয়া দেয়। শ্রমিকগণ পুনরায় মজ্বি বৃদ্ধির জন্ম চাপ দেয়। উৎপাদন-ব্যয় পুনরায় বৃদ্ধি পায় এবং দামগুর আরও বর্ধিত হয়: এইরূপে চক্রধারায় (Spiral movement) মুদ্রাম্ফীতি বাড়িতে থাকে, দামগুরে বৃদ্ধি—মজ্রি বৃদ্ধি—দামগুরে আরও বৃদ্ধি, এইরূপ এক ছুইচক্রের (Vicious Circle) সংষ্টি হয়। ইহাকে মজ্রির চাপজনিত মুদ্রাম্ফীতি বলা হয়।

মূদ্রাস্ফীতি আরও ছুই ধরনের হইতে পারে, অবাধ মূদ্রাস্ফীতি (Open Inflation) এবং দমিত মূদ্রাস্ফীতি (Suppressed Inflation)। সমাজের মোট-আয় ও ব্যয়ের পরিমাণে বৃদ্ধি যথন অবাধভাবে দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা এবং দামস্তরে বাড়াইবার স্থযোগ পায় তখন দামস্তরের এই অস্বাভাবিক বৃদ্ধিকে অবাধ মূদ্রাস্ফীতিরোধের কোনরূপ প্রচেষ্ঠা না

হইলে উহা অবশেষে উল্লক্ষনশীল মুদ্রাক্ষীতিতে (Galloping Inflation)
পরিণত হয়। অত্যন্ত দ্রুতগতিতে, অল্প সময়ের মধ্যে
চক্ষুক্ত ও দমিত
পামস্তরে অনবরত বৃদ্ধিকে, অর্থাং টাকার মূল্যে দ্রুত
পতনকে উল্লক্ষনশীল মুদ্রাক্ষীতি বলা চলে। যদি মুদ্রাক্ষীতি রোধের উদ্দেশ্যে
জনসাধারণের নিকট হইতে অধিক টাকা বা আয় সরাইয়া না আনিয়া দ্রব্যের
মূল্য-নিয়ন্ত্রণ বা ভোগ-নিয়ন্ত্রণ (রেশনিং) চালু করা হয় মথবা বিনিয়োগের
ক্ষেত্রে (Investment-sector) সংকুচিত করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে
দ্রব্যমূল্য বিশেষ বৃদ্ধি না হইয়াও ব্যান্ধ-আমানতের পরিমাণ ও নগদ টাকাব
মন্ত্র্তের পরিমাণ বাড়িয়া যায়। এইক্রপ অবস্থাকে ক্ষম্পবা দিমিত মুদ্রাক্ষীতি
(Repressed) বলা চলে।

কেন মুক্তাস্ফীভি ঘটে (Why Inflation)

চাহিদা ও যোগান উভয় দিক হইতেই মুদ্রাক্ষীতির চাপ দেখা দিতে পারে।
এক্ষেত্রে চাহিদা বলিলে বোঝা যায় দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়ে ব্যয় করিবার জন্ম সমাজে
কি পরিমাণ ব্যয়োপযোগী আয় রহিয়াছে এবং এক্ষেত্রে যোগান বলিলে বোঝা
যায় আর্থিক আয় ব্যয় করা যাইতে পারে এরপ কি পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী
বাজারে রহিয়াছে। চাহিদার দিকে মুদ্রাক্ষীতিকারী প্রধান শক্তিসমূহ
(Inflationary forces) হইলঃ (ক) টাকার যোগান, (খ) ব্যয়োপযোগী আয
(Disposable income), (গ) ভোগকারীদের ব্য়ে ও ব্যব্যায়ীদেব লগ্না,
(ঘ) বৈদেশিক চাহিদা।

(ক) ব্যবসায়বাণিজ্য প্রসারের ফলে নগদ টাকার যোগান যেমন বাড়ান হয়, সেইরূপ ব্যবসায়বাণিজ্যের প্রয়োজনেই ব্যাঙ্কঋণের পরিমাণ বা ঋণগত টাকার পরিমাণ বাড়িয়া যায় এবং মুদ্রাম্ফীতি ঘটায়। ব্যাঙ্কঋণের বৃদ্ধি এক সঙ্গে মুদ্রাম্ফীতির কারণ ও ফল উভয়ই বটে। (খ) ব্যয়োপযোগী আয় নির্ভর করে কর-কাঠামোর উপর। যদি করভার কমান হয় তাহা হইলে ব্যয়োপযোগী আয়ের পরিমাণ বা মোট ব্যয় বাড়িয়া যায়; যদি করভার কারণসমূহ বাড়ান হয়, তাহা হইলে ব্যয়োপযোগী আয় বা মোট ব্যয় কমে। শ্রমিক সংঘের চাপে মজুরি-হারের বৃদ্ধি হইলেও সমাজে ব্যয়োপযোগী আয়ের পরিমাণ বাড়ে। (গ) ব্যবসায় সমৃদ্ধির মুণে বেশি পরিমাণে নৃতন মুলধন লগ্নী হয় এবং এই লগ্নী বিভিন্নরূপে, যেমন

শেয়ারের লভ্যাংশ, মজুরি, কাঁচামাল ক্রন্ন, যন্ত্রপাতি ক্রন্ন প্রভৃতি দারা সমাজের আয়স্রোতে প্রবেশ করে। ইহার সহিত "কল্যাণ রাষ্ট্রের" জনহিতকর কার্যে ব্যয় বা অকুন্নত দেশে অর্থ নৈতিক ক্রমোন্নতির (economic growth) দর্কণ ব্যয় সমাজের মুদ্রাম্ফীতির ব্যবধান (Inflationary gap) আরও বাড়াইয়া দেয়।

(ঘ) দেশের দ্রব্যসামগ্রীর জন্ম বৈদেশিক ব্য়েও মুদ্রাক্ষীতির অন্থতম প্রধান কারণ। যদি কোন দেশ নিয়মিতভাবে "রপ্তানির উন্তুত্ত" (Export surplus) বজায় রাখিতে চাহে, তাহা হইলে দেশে আয়-ন্তর বাড়ে এবং বিদেশী দ্রব্যের আমদানির পরিমাণ কম হওয়ায় দেশী দ্রব্যের উপরই এই অধিক আয়ের চাপ পড়ে, আভ্যন্তরীণ দামন্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

যোগানের দিক হইতে মুদ্রাক্ষীতি ঘটাইবার অন্ততম মূল কারণ হইল (ক)
উপাদানসমূহের পূর্ণতর নিয়োগ। কাঁচামাল, শ্রমিক ও যন্ত্রপাতির ছ্প্রাপ্যতা

দ্ব্য সামগ্রীর উৎপাদনকে সীমাবদ্ধ করে। (খ) দেশ হইতে
বিদেশে দ্ব্যসামগ্রীর রপ্তানিও আভ্যন্তরীণ যোগান কমাইয়া
দেয়। রপ্তানির উদ্ভ একদিকে আভ্যন্তরীণ আয় বৃদ্ধি
করে, অন্তদিকে দেশে দ্ব্যের যোগান কমাইয়া দেয়। যে সকল দ্র্বেরে আভ্যন্তরীণ
চাহিদা বিশেষ শক্তিশালী, তাহাদের অধিক রপ্তানি মুদ্রাক্ষীতির প্রকোপ আরও
বাড়াইয়া তোলে।

দর্বশেষে, একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা মনে রাখা দরকার। টাকার চাহিদা ও যোগান দ্বারা অথবা মোট ব্যয় ও মোট দ্রব্যসামগ্রীর হিসাব দ্বারা মূদ্রাক্ষীতিকে সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করা চলে না; ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সম্প্রকালীন ও দীর্ঘকালীন ধারণা ও প্রত্যাশা (Expectations) মূদ্রাফীতির প্রত্যক্ষ কারণ না হইলেও ইহার গতিবেগ নির্ণয় করে। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশা ও আন্দাজী ধারণা চারিটি উপায়ে মুদ্রাস্ফীতির প্রসার-বেগকে প্রভাবান্বিত করে। দাম ও আয় সহকে স্প্র-ভবিষ্যতে দ্রব্যসামগ্রীর দাম বাড়িবে, এই ধারণার ফলে কালীন ও দীৰ্ঘকালীন বর্তমানেই বিভিন্ন দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ বাড়িয়া আশানিরাশা, ভবিশ্বং সম্বন্ধে বিনিয়োগ-ফলে মুদ্রাক্ষীতির গতিবৃদ্ধি হার হইতে পারে। কারীদের ধারণা ভবিষ্যতে আয় বৃদ্ধি হইবে এইরূপ ধারণার ফলেও বর্তমানে দ্রবলোমগ্রীর চাহিদা বাড়িয়া যাইতে পারে। ভবিষ্যতে আয়বুদ্ধির সম্ভাবনা যত প্রবল তত্ত বর্তমানে দ্রব্যসামগ্রীর চাছিদা বৃদ্ধির সম্ভাবনা ; প্রধানত ইহা নির্ভর করে চাহিদার আয়গত শ্বিতিস্থাপকতার (Income elasticity of Demand)

উপর। উত্থোক্তাগণ বা ব্যবসায়ীরাও ভবিশ্বৎ আয় বৃদ্ধির ধারণা অসুযায়ী বর্তমানে বায়ের পরিমাণ বাড়াইয়া থাকে। (গ) ভবিশ্বতে মজুরির হার বৃদ্ধি হইতে পারে এই ধারণার ফলে ব্যবসায়ীরা বর্তমানেই দ্রব্যসামগ্রীর দাম বাড়াইয়া দিতে পারে। (ঘ) ভবিশ্বৎ বৈদেশিক চাহিদা সম্বন্ধে ধারণা বর্তমানের উৎপাদন ও দামকে প্রভাবান্বিত করে।

অর্থের মূল্যে পরিবর্তনের ফলাফল (Effects of Changes in the Value of Money):

উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের উপর প্রভাবঃ দামগুরে বৃদ্ধি বা দামগুরে হ্রাস অর্থাৎ মুদ্রাম্ফীতি বা মুদ্রাসংকোচন (Deflation) দেশে উৎপাদনের এবং কর্মসংস্থানের পরিমাণের উপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করে। বাড়িয়া গেলে কর্মনিয়োগের পরিমাণ বাড়ে, উৎপাদনের প্রসার হয়। অধিক মুনাফা লাভের আশায়, ভবিয়তে দাম আরও বাড়িবে এই ভরসায়, ব্যবসায়ীগণ উৎপাদন বাড়াইয়া ফেলেন এবং তাহাদের উৎপাদনের উপর প্রভাব বিনিয়োগে বৃদ্ধি সমাজে মোট আয়ের পরিমাণকে আরও বাড়াইয়া মুদ্রাস্ফীতির প্রকোপ ক্রমে প্রবলতর করিয়া তোলে। বিনিয়োগ, উৎপাদন. কর্মসংস্থান, আয় ও দামস্তর সকলেই পরস্পরের ঘাত প্রতিঘাতে বাড়িতে থাকে, ঘূর্ণিচক্তের (Spiral) গভিতে ইহারা প্রসার লাভ করে। অর্থ নৈতিক কাজকর্মের এই অস্বাভাবিক বুদ্ধির ফলাফল সকল সময়ে শুভ নহে, উৎপাদন-ক্ষেত্রে অস্বাভাবিকতা ও ফাট্কা মনোভাব বৃদ্ধি পায়, বিকারগ্রস্ত রোগীর স্থায় উত্যোক্তাগণ ও ফাট্কাদারগণ অসঙ্গত আশাবাদের ঝোঁকে সমাজে দ্রব্যের প্রযোজন ও উহার বিক্রয়-যোগ্যতার কথা চিন্তা না করিয়া অহেতুক উৎপাদনকে ফ্লাপাইয়া তোলেন। এই সকলের পুঞ্জীভূত ফল হইল অধিকোৎপাদন এবং হঠাৎ ব্যবসায়-সংকটের স্থাষ্ট, ব্যবসায়-সমৃদ্ধির বুদ্ধুদ হঠাৎ ফাটিয়া গিয়া উৎপাদন, কর্মসংস্থান, আয় ও দামস্তর সকল কিছুকে অস্বাভাবিক ভাবে কমাইয়া দেয়। অবিক্রীত দ্রব্যের বোঝা বাড়িতে থাকে, অস্বাভাবিক নিরাশাবাদের ঝোঁকে সংকট গভীরতর হইতে থাকে। দামস্তর কমিতে থাকিলে উৎপাদন, কর্মসংস্থান, আয়, বিনিয়োগ সবই দ্রুত হ্রাদ পায়। সম্ভাব্য মুনাফার হার কম থাকায় মুদ্রাসংকোচনের (Deflation) স্বষ্ট হয়।

মনে রাখা দরকার যে, অফুরত দেশসমূহে বা অপূর্ণ কর্মসংস্থানের স্তরে

অশ্বমাত্রায় মূদ্রাক্ষীতি প্রয়োজনীয় এবং উহা উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক বলিয়া আধুনিক ধনবিজ্ঞানীগণ মনে করেন। অর্থ নৈতিক উন্নয়নের সহায়ক হিসাবে, সমাজে বিনিয়োগ বৃদ্ধির উপযোগী পরিবেশ স্থাষ্ট করিতে ইহা সাহায্য করে। তবে, লক্ষ্য রাখা দরকার যেন ইহা নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলিয়া না যায়, আয়ন্তরের মধ্যে রাখিয়া ইহাকে প্রয়োজনীয় মাত্রায় ব্যবহার করা চলিতে পারে।

বন্টনের উপর প্রভাব: দেশে জনসংখ্যার বিভিন্ন অংশের উপর মুদ্রাম্ফীতি বিভিন্ন প্রকার বিস্তার করে, সমাজের একাংশ হইতে সম্পদ অপর অংশের হাতে চলিয়া যায়।

সাধারণভাবে দেখা যায় যে ইহাতে ঋণগ্রহীতাগণের স্থবিধা, কারণ মুদ্রাক্ষীতিতে তাহাদের আয় ও বৃদ্ধি হওয়ায় ঋণপরিশোধের ক্ষমতা বৃদ্ধি হইয়াছে এবং টাকার মূল্য কমিয়া যাওয়ায় তাহারা সমান পরিমাণ টাকা পরিশোধ করিলেও দ্রব্যসামগ্রীর হিসাবে তাহাদের কম পরিশোধ করিতে হইতেছে। দামস্তর বেশি থাকাষ টাকার ক্রয়ক্ষমতা কমিয়াছে এবং সেই কম-ক্রয়ক্ষমতাসম্পন্ন ক্রমইীতা ও ক্রণণাতা টাকার সাহাযে ঋণ পরিশোধ করিলে দ্রস্ত্রসামগ্রীর হিসাবে তাহাকে কম দিতে হইতেছে। ঋণদাতাগণের অস্থবিধা, কারণ মূদ্রাক্ষীতির পূর্বে টাকার মূল্য যথন বেশি ছিল সেই অবস্থায় তাঁহারা ঋণ দিয়াছিলেন, এখন সেই ঋণের পরিশোধ হইলেও সমপরিমাণ টাকার দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়ের ক্ষমতা পূর্বাপেক্ষা কমিয়া গিয়াছে। অবশ্য, যদি ক্রয়ক্ষমতা কমে নাই এমন বৈদেশিক মূদ্রায় ঋণের পরিশোধ সে পায় তাহা হইলে ঋণদাতার লোকসান হয় না। তবে সাধারণভাবে দেখা যায় যে, সমাজের ব্যক্তিগণ একই সঙ্গে সাধারণত ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতার্মপে কাজ চালায়। তাই ঋণদাতা হিসাবে কোন ব্যক্তির লোকসান হইলেও ঋণগ্রহীতা হিসাবে লাভ হয়।

মুদ্রাম্ফীতির সময়ে উচ্চোক্তাগণের স্থবিধা হয় কারণ দামন্তর বাড়িলে বেশি দামে জিনিসপত্র বিক্রয় করিয়া তাহাদের লাভ বাড়িবার সম্ভাবনা। তাহা ছাড়া, সাধারণত তাঁহারা ঋণগ্রহীতা, স্থতরাং মুদ্রাম্ফীতিকালের কম ক্রয়ক্ষমতা-বিশিপ্ত টাকার সাহায্যে তাঁহারা ঋণ পরিলোধ করিতে পারে। উচ্ছোক্তা দাম-বৃদ্ধি এবং ব্যয়বৃদ্ধির মধ্যে কিছুদিন সময়ের ফাঁক (time-lag) থাকে, যতদিন না পর্যন্ত শ্রমিকের মন্ত্র্রি, কাঁচামালের দাম, যন্ত্রপাতির দাম বা স্থদের হার বৃদ্ধি পায় ততদিন তাহারা দ্রব্যের দাম-বৃদ্ধির সম্পূর্ণ স্থবিধা লাভ করেন। "স্বাভাবিক মুনাফা" হইতে বাস্তবে-প্রাপ্ত মুনাফার

পরিমাণ খুবই বেশি থাকে। মূদ্রাসংকোচনের সময় উত্যোক্তাগণ ক্ষতিগ্রস্ত হন, কারণ তাঁহারা সাধারণত ঋণগ্রহীতা, এবং তাহা ছাড়া, দ্রব্যের দামস্থাস ও উহার ব্যেহ্রাসের মধ্যে কিছুকাল সময়ের ফ্[†]াক থাকে।

দাম ও মজুরি উভয়ের দৌড়ে মজুরি কথনও জেতে না, তাই শ্রমিকগণ বা মঙুরি আয়কারীগণ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হন। তাহাদের আয় স্থির ও নির্দিষ্ঠ, সতরাং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে তাঁহারা নির্দিষ্ঠ আয়ের দ্বারা কম পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী পাইয়া থাকেন। দামস্তর বৃদ্ধি হারের তুলনায় মজুরি বৃদ্ধির শ্রমিক ও বেতনভোগী হার কম থাকে, স্বতরাং দ্রব্যসামগ্রীর হিসাবে তাঁহাদের আয় কমিয়া য়ায়; আর্থিক আয়ের বৃদ্ধি হইলেও আসল আয় কমে। পেনশনভোগী বা নির্দিষ্ঠ আয়ের ব্যক্তিদেরও এই প্রকার অস্থবিধা হয়। তবে মুদ্রাম্পীতির সময়ে কর্মসংস্থানের পরিমাণ বৃদ্ধি হওয়ায় শ্রেণী হিসাবে শ্রমিকের স্থবিধা, বেকারি বা কর্মে নিযুক্ত থাকার সম্ভাবনা মোটামুটি বেশি।

বিনিয়োগকারীদের মধ্যে যাঁহারা শেয়ার প্রভৃতিতে টাকা বিনিয়োগ করিয়াছেন মুদ্রাস্ফীতিতে তাঁহাদের স্থবিধা হয়; কিন্তু যাঁহারা নির্দিষ্ট স্থদ বা আয় লাভের জন্ম বগু বা ডিবেঞ্চারে টাকার লগ্নী করেন, তাঁহারা ক্ষতিগ্রস্ত হন। নিম্ন মধ্যবিত্তগণ ক্ষতিগ্রস্ত হন, কারণ তাঁহারা সাধারণত নির্দিষ্ট স্থদে ব্যাঙ্কে বা বীমা কোম্পানীতে অর্থ-সঞ্চয় করেন। কৃষিজীবিদের মধ্যে যাঁহাদের জমি-জমা আছে এবং মজুর খাটাইয়া জমি চাষ করেন বা নির্দিষ্ট খাজনাতে জমি ভাড়া দেন তাঁহাদের লাভ হয়। কিন্তু ভূমিহীন কৃষি মজুরগণ ক্ষতিগ্রস্ত হন। সাধারণত শিল্প-কৃষিজীবি
জাত দ্রব্যের দাম কৃষিজাত দ্রব্যের তুলনায় বেশি বাড়ে, স্থতরাং, শিল্পে নিযুক্ত উল্লোক্তাদের তুলনায় কৃষিতে নিযুক্ত উল্লোক্তাগণ কম লাভবান হন।

মুদ্রাস্ফীতির ফলে করদাতাদের স্থবিধা হয়, কারণ করভার একটু বৃদ্ধি হইলেও টাকার জয়ক্ষমতা কমিয়া যাওয়ায় দ্রব্যসামগ্রীর হিসাবে তাহাদের কম দিতে হয়।
রাষ্ট্রীয় ঋণের ভারও কমে, কারণ ঋণগ্রহীতা রাষ্ট্র দ্রব্যসামগ্রীর
হিসাবে কম সম্পদ পরিশোধ করে। মৃদ্রা-সংকোচনের সময়
করের আর্থিক ভার সমান থাকে, কিন্তু টাকার মৃল্য বেশি হওয়ায় আসল ভার
(Real burden) বাড়ে। রাষ্ট্রীক ঋণের আসল ভারও মৃদ্রা সংকোচনের সময়

মুদ্রাস্ফীভি নিয়ন্ত্রণ (Control of Inflation) :

সমাজের মোট ব্যয় যখন মোট দ্রব্যোৎপাদনের তুলনায় অধিক হারে বাড়িতে থাকে তথন মূদ্রাস্ফীতি ঘটে, স্বতরাং মূদ্রাস্ফীতি রোধের ছুইটি উপায় আছে: দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণে বৃদ্ধি এবং সমাজের টাকার পরিমাণ বা আর্থিক আয়ব্যয়ের পরিমাণ কমান। দেশে উপাদানের পূর্ণ নিয়োগ জব্যোৎপাদন বৃদ্ধি
থাকিলে দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব হয় কেবলমাত্র
শ্রমিকের উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়াইয়া এবং উন্নত ধরনের মন্ত্রপাতি প্রয়োগ করিয়া।
দেশে অপূর্ণ কর্মসংস্থান থাকিলে উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায় উপাদানের নিয়োগ বাড়াইয়া এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধি করিয়া। অবশ্য, ইহার ফলে সমাজের মোট ব্যয় বাড়িতে পারে এবং সাময়িকভাবে মূদ্রাস্ফীতি প্রবল্ভর হইতে পারে।

সমাজের মোট আর্থিক বায় কমাইবার জন্ম যে সকল পদ্ধতি আছে সেই সকল পদ্ধতিকেই মুদ্রাম্ফীতি নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা সম্ভব। এই সকল পদ্ধতিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়ঃ (ক) আর্থিক Monetary) পদ্ধতিসমূহ, খাফিস্কাল (Fiscal) পদ্ধতিসমূহ এবং (গ) প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের (direct controls) পদ্ধতিসমূহ।

আর্থিক পদ্ধতিসমূহের প্রয়োগকারী হইলেন দেশের আর্থিক কর্তপক্ষ বা কেনীয় বাছে। টাকার বাজারের শীর্ষে অবস্থান করিয়া দেশের আর্থিক সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাজ। আর্থিক পদ্ধতিঃ ব্যাঙ্ক মুদ্রাস্ফীতি ঘটিলে প্রথমত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নিজের স্থদের হার বা হার বৃদ্ধি, নগদ জমার অংশ এলি. ব্যাক্ষহার বাড়াইয়া দিবে। ব্যাঞ্চার বাডিলে থোলা বাজাবের কার্য-ব্যাক্ষসমূহ সাধারণত ভাহাদের স্থাদের হার বাড়াইবে এবং কলাপ, পৃথকভাবে বাছাই করিয়া বিনিয়োগ ঋণগ্রহণের ব্যয় বুদ্ধি হওয়ায় উচ্চোক্তাগণ বা ভোগকারীগণ নিয়ন্ত্রণ প্রভাত ঋণের পরিমাণ কমাইয়া ফেলিবে এবং সমাজের মোট আর্থিক

ব্যায় কমিয়া আসিবে। দ্বিতীয়ত, টাকার যোগানের একটি শুরুত্বপূর্ণ অংশ হইল ব্যাঙ্কঋণ : হৃতরাং, ইহার পরিমাণ কমাইবার জন্ম কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক-সমূহের নিকট তাহাদের নগদ-আমানতের অধিক অংশ জমা হিসাবে চাহিতে পারে। ব্যাঙ্কের হাতে নগদ টাকার পরিমাণই ঋণপ্রসারের ভিন্তি, হৃতরাং আমানতের থে অংশ জমা হিসাবে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নিজের নিকট গচ্ছিত রাথে, তাহার পরিমাণ বাড়াইয়া দিলে ব্যাঙ্কঋণের পরিমাণ কমিবে, হুদের হারও বাড়িবার সম্ভাবনা । এইভাবে সমাজের ঋণগত টাকার প্রসারকে (expansion of credit money) ক্ষমাইয়া ফেলা সম্ভব।

তৃতীযত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক খোলাবাজারী কাজকর্ম (open market operations)

ম করিতে পারে, অর্থাৎ সরকারী ঋণপত্ত বিক্রেয় করিয়া লোকের হাত হইতে

দ টাকা তুলিয়া লইতে পারে; ফলে আয়-শ্রোত হইতে নগদ টাকা কমিযা যাইবে

ং সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্কঋণের পরিমাণও কমিবার সস্তাবনা। চতুর্থত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক

দ্বিণ দিয়া ব্যাঙ্ক হইতে বিশেষ কোন ক্ষেত্রে বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে ঋণুণুগ্রহণ বস্ধ

ব্যা দিতে পারে বা কোন ক্ষেত্রে বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে ঋণ দান করিতে হইলে

কীমূল্যের পরিমাণ বাড়াইবার জন্ত ব্যাঙ্কের উপর নির্দেশ দিতে পাবে। ইহার

ন যে শিল্পে মুদ্রাক্ষীতির প্রকোপ বেশি বা যে দ্রব্যের বাজারে অধিক ফাট্কা

কাষ চলিতেছে, অথবা যে মূল শিল্পসমূহে মুদ্রাক্ষীতির প্রভাব অবাঞ্জনীয—

ক্রৈপ পৃথক পৃথক ক্ষেত্রে মুদ্রাক্ষীতি নিয়ন্ত্রণ করা সন্তবপর। ঋণ নিযন্ত্রণের এই

হাই পদ্ধতিগুলি (Selective credit control) মুদ্রাক্ষীতির সমযে প্রযোগ

যা পুরই দরকার; কারণ, সকল ক্ষেত্রে বিনিয়োগ সংকুচিত হইলে প্রযোজনীয

ব্যামগ্রীর উৎপাদন ব্যাহত হইবে এবং মৃদ্রাক্ষীতি বাড়িযা যাইবে। স্বতরাং,

হাই করিয়া, বিশেষভাবে ফাট্কাদারী ব্যবসাযগুলি নিযন্ত্রণ করা খুবই দরকার।

ঞিশ্কাল পদ্ধতিসমূহের মধ্যে, প্রথমত, লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন সবকারী য কম হয়। সরকারের চেষ্টা হইবে একই সঙ্গে ব্যয় কমান এবং আয়-বৃদ্ধি করা।

প্রকারী ব্যয় দেশের মোট রায়ের একাংশ, স্থতরাং ইহা

মান, থায বৃদ্ধি, জন
বামণের হাত হইতে

মন্তাবনা রহিয়াছে। দ্বিতীয়ত, ইহারই সঙ্গে নৃতন নৃতন কর

মত্বিয়ালেওয়া,

মান ভ্রমের বৃদ্ধি

আরোপের শারা বা বর্তমান করের হার বাড়াইয়া ব্যক্তির

মনানি ভ্রমের হাস

হাত হইতে ব্যযোপ্যোগী আ্বের প্রিমাণ ক্মাইয়া ফেলাও

বিত্যানুলক সঞ্চয

দরকার। লক্ষ্য রাথিতে হইবে যে, কর্মমূহের প্রভৃতি কিরূপ,

বন তাহারা প্রয়োজনীয় দ্রব্যোৎপাদনে বিনিয়োগ কমাইয়া না দেয়। সাধারণভাবে,

ক্রিট উদ্বৃত্ত রাখিতে হইবে। মনে রাখা দরকার যে মুদাক্ষীতির সমযে সকল
বি বাড়ান হইলেও আমদানি-শুল্ক বাড়ান উচিত নহে, তবে রপ্তানিগুল্ক বাড়ান

চিত। রপ্তানিগুল্কের বৃদ্ধি এবং আমদানিগুল্কের হ্রাস দেশে দ্রব্যসামগ্রীর যোগান

ডিটিত। রপ্তানিগুল্কের বৃদ্ধি এবং আমদানিগুল্কের হ্রাস দেশে দ্রব্যসামগ্রীর যোগান

ডিটিত। রপ্তানিগুল্কের বৃদ্ধি এবং আমদানিগুল্কের হ্রাস দেশে দ্রব্যসামগ্রীর যোগান

ডিটিত। রপ্তানিগর আনিবার জন্ম বাধ্যতামূলক সঞ্চয়-পদ্ধতিসমূহ প্রয়োগ করা

বিকার। ব্যক্তিদের আয় হইতে একাংশ বাধ্যতামূলক সঞ্চয় হিসাবে সরকারের

তিত্ত প্রিয়া আনা উচিত। সরকারী ঋণপত্তরূপে সেই সঞ্চয় জমা থাকিবে,

ব্রাক্টিতর পরে অপস্তত এই আয় ব্যক্তিদের ফেরৎ দেওয়া হববৈ।

প্রত্যক্ষ পদ্ধতিসমূহের মধ্যে প্রধান হইল দ্রব্যোৎপাদন নিয়ন্ত্রণ। স্বল্পকালে মধ্যে হঠাৎ উৎপাদন রিদ্ধি সম্ভব না হইলেও যে সকল দ্রব্য অধিক পরিমান মুদ্রাম্পীতিজনিত অমুভূতিশীল (Inflation-sensitive), তাহাদের উৎপাদ বাড়াইবার জন্ম কম মুদ্রাম্ফীতি ঘটিয়াছে এইরূপ ক্ষেত্র হই প্রতাক পদ্ধতি : উপকরণ সরাইয়া আনা দরকার। এই সকল দ্রুকে দ্ৰবােৎপাদন নিয়ন্ত্ৰণ মজুরি নিয়ন্ত্রণ, রেশনিং আমদানিও মুদ্রাম্ফীতির চাপ ক্যাইতে সাহায্য ক্রিনে ও দামনিয়ন্ত্রণ এইরূপে উপকরণের নিয়োগবিন্থাদে পরিবর্তন (change in the allocation of resources) মুদ্রাম্ফীতির প্রকোপ কমাইতে পারে উপকরণের দাম বাডা ইবার প্রচেষ্টাও নিয়ন্ত্রণ করা দরকার এবং উপাদানের বাজান একচেটিয়া অধিকার থাকিলে তাহাও ভাঙিয়া দেওয়া প্রয়োজন। দ্বিতীয় মজুরি-নিয়ন্ত্রণের নীতি। দেশে মজুরির হার এমন ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা দরকা যাঁহাতে দ্রবাসামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধির দরুণ আয়-বৃদ্ধি পায় এবং জীবন্যাত্রার মান ন ক্মে, অথচ সেই মজুরি বৃদ্ধির দরুণ দ্রবাসামগ্রার দাম আরও বাড়িয়া না যায হুতরাং শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির সহিত মজুরি-বৃদ্ধির যোগ থাকা দরকা অধিক দ্রব্যোৎপাদন করিতে পারিলে ভবেই যাহাতে মজুবি-বৃদ্ধি হয় (ফলে দ্রুক্তে ইউনিট-পিছু উৎপাদনবায় কমিতে পারে) তাহা লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন উচ্চোক্তাগণ মজুরি বাড়াইলেও যেন দাম বাড়াইতে না পারে অর্থাৎ নিজেন্তে মুনাফা কমাইয়া যেন সেই বর্ধিত মজুরি দেয় সেই দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার তৃতীযত, দাম-নিয়ন্ত্রণ ও রেশনিং-এর ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। সরকারী হস্তক্ষেপে দ্বার্) অস্ততপক্ষে অবশ্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর দাম নিয়ন্ত্রণ কর্) দূরকার। সাধারণত দাম নিয়ন্ত্রণের ফলে দ্রব্যাদি খোলা বাজার হইতে 'কালোবাজারে' চলিং যাগ এবং অতিরিক্ত দামে বিক্রয় হইতে থাকে। স্বতরাং সকলে যাহাতে নির্যন্তি দামে জিনিষপত্র পাইতে পারে এইজন্ম ইহার সঙ্গে রেশনিং-প্রথা প্রবর্তন বর্ষ অবশ্য প্রয়োজনীয়।

अनुनीमनी

 Examine critically the Quantity theory of money.
 Critically examine Fisher's Quantity equation as an explanation of short period changes in the price level.

3. Explain the Cash Transactions Standard.

Discuss the determinants of cash transaction variables. 5. Explain the relationship between the Quantity of Money and the Price Level.

What factors bring short period changes in the price level.

Explain how Savings and Investment explain fluctuations in the general level of prices.

8. Define Inflation and discuss the various types of inflation.
9. When does inflation occur? Discuss the effects of inflation of production and distribution of wealth.

10. What do you mean by Inflation? Examine the methods that can be adopted for controlling inflation.

আর্থিক নীতির লক্ষ্য

Objectives of Monetary Policy

আধুনিক কালে দকল রাষ্ট্রেব অর্থনৈতিক নীতি ও লক্ষ্য দাধনের জন্ত াণিক নীতিকে প্রযোগ করা হয়, আর্থিক নীত অর্থনৈতিক নাতিবই এছ়। এক্সপ ভাবে দেশের আর্থিক নীতি স্থিব করা হয় যে তাহা নিতক নীতিব সামগ্রিক অর্থনৈতিক নীতির সাফল্য লাভে সাহায্য করে। স্থতরাং স্থান কাল, ভৌগোলিক অবস্থান, সমাজেব ও রাষ্ট্রেব কাঠামো, দেশেব অর্থনৈতিক লক্ষ্য প্রভৃতিব উপব

থিকনীতি নির্ভব কের। বিভিন্ন অবস্থায় কিরূপে আর্থিকনীতি প্রযোগ করা হয়। আমনা আলোচনা কবিঘাছি। বারু কাবে পবিবর্তন, থোলাবাজাবে কার্য-লাপ প্রভৃতি সম্পর্কে আমাদেব আলোচনা শেষ হইযাছে। এখন আমাদেব জানা কোব দেশের আর্থিক নীতিব বিশেষ কোন লক্ষ্য থা কিবে কি না এবং কোন একটি ক্ষ্য গ্রহণ কবার তাৎপর্য কি।

া) বৈদেশিক বিনিময় হাবের স্থিরতা (Stability of external value):
প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে যথন স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত ছিল, তথন আর্থিক নীতির
প্রধান লক্ষ্য ছিল টাকার বহিমুল্যের স্থিবতা। উধেব ও নিমে ছই স্বর্ণবিন্দুব মধ্যে
বিনিম্ম হাবে উঠানামা সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু এই সীমার মধ্যেই স্বর্ণেব গমনাগমনের
ফলে দেশের আভ্যন্তরীণ দামন্তব, উৎপাদন ও ব্যযন্তবের
স্বামান ব্যবহার
কাঠামোতে পরিবর্তন হইত। "খেলার নিম্মদমূহ" মানিশা
চলিশা স্বর্ণমান বজায় রাখা আর্থিক নীতিব অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল বলা চলে।
এই আর্থিক নীতির ফলে উনবিংশ শতাব্দীতে শিল্পব্যবদায় বাণিজ্যের বিশেষ প্রদার
হুইনাছিল, বৈদেশিক বিনিয়োগও বদ্ধি পাইয়াছিল।

কিন্তু যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর পরিবর্তিত অর্থ নৈতিক অবস্থায টাকাব বহিমূল্য অপেক্ষা উহার অন্তর্মূল্য অধিকতর গুল্পপূর্ণ। কাবণ টাকাব অন্তর্মূল্যে পবিবর্তন

ঘটিলে সামগ্রিকভাবে জীবনযাত্রার মান প্রভাবান্বিত হয়,

নির্ভান অবশ্বায়

পবিবর্তন

হইতে দেওয়া কখনই উচিত নহে। আধুনিক যুগের উগ্র অর্থ নৈতিক জাতীয়তাবাদ (Autarcky) আভ্যন্তরীণ জীবনযাত্রার মান ও দেশের অর্থ নৈতিক স্বার্থ বিদর্জন দিয়া টাকার বহিম্(ল্যের ভারসাম্য রক্ষা কবা, মুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করে না।

মনে রাখিতে হইবে, উভয়ের মধ্যে বিশেষ কোন বিরোধ থাকা উচিত নছে দেশের হার্থ অনুযায়ী উভয় মূল্যকেই কখনও স্থির রাখা উচিত এবং কখনও হ পরিবতিত হইতে দেওয়া উচিত, যদিও পরিবর্তনের পরিমাণ নির্ভরযোগ্য সীম্ মধ্যে আবদ্ধ রাখা নিশ্চয় দুব্ধকার।

(২) মৃত্যুবর্ধনশীল দামস্তর (A gently rising price level):

অনেকেব মতে দেশের আর্থিক নীতির লক্ষ্য হওয়া উচিত মৃত্বর্ধনশীল দামত্ত্ব বজায় রাথা, কারণ (ক) দামস্তব্যে বৃদ্ধিই দেশে উভ্যোক্তাদের প্রেরণাশক্তি উৎসাহবর্ধক হিসাবে কাজ করে। দেশে দামস্তর বর্ধনশীল হইলে শিল্প-বাণিজে বিনিযোগের পরিমাণ বাড়ে, দেশে কর্মসংস্থান আয়স্তর প্রভৃতি বৃদ্ধি পায়, বেকার্থ দূর হয়। (খ) মৃত্ব বর্ধনশীল দামস্তরই উনবিংশ শতালী গ্রহণেব পক্ষে ফুক্তি-সমূহ ভাহা ছাড়া মনে রাখা দরকার যে, আধুনিক কালের সমাতে মোট ঋণের পরিমাণ ক্রমেই বাড়িতেছে। যদি দামস্তর ক্রমাণত বৃদ্ধি পাইতে ন থাকে তাহা হইলে ব্যক্তিদের পক্ষে এই বিপুল পরিমাণ ঋণের ভার বহন কর্ম ক্রমশ শক্ত হইয়া উঠিবে; দামস্তরে ক্রমশ বৃদ্ধিই ঋণের আসল ভার (Rea burden) ক্রমাইয়া দিতে পারে। ধীরে ধীরে, অদৃশ্য উপায়ে, ঋণদাতাদে চক্ষুব অন্তরালে ঝণের আসল ভার ক্রমাইয়া আংশিকভাবে ঋণপরিশোধের কা করাও মৃত্বর্ধনশীল দামস্তরের ফল বলা চলে।

কিন্তু অনেকের মতে, শিল্পবাণিজ্যের উত্যোক্তাদের এইরূপ কোন উৎসাহ ও প্রেরণা দেওয়ার প্রয়োজন নাই, কারণ তাহাদের 'স্বাভাবিক' মুনাফা এর পারিশ্রমিকই যথেষ্ট উৎসাহ দান করিবার পক্ষে পর্যাপ্ত। (খ) তাহা ছাড়া এই বর্ধনশীল দামন্তর তাহাদের মধ্যে অযোগ্য ও নিরুৎসাহী উত্যোক্তাদের বাঁচাইয়া রাখিবে, দামন্তর বাড়িতে থাকায় অযোগ্যের বিলুপ্ত ঘটিয়া সমাজের কল্যাণ সাধিত হইবে না। (গ) দাম বাড়িবে ইহা পূর্বেই ভানা প্রাক্তবে কাঁচামাল ও উপকরণের দামও পূর্ব হইতে বাতিয়া যাইবে, ফলে উৎপাদন-ব্যয় বাড়িয়া শিল্পোৎসাহ ক্যাইয়া দিভেও পারে। (ঘ) দামন্তরে বৃদ্ধিতে মুনাফার বৃদ্ধি হয় বটে, কিন্তু মজুর্ব হাব সেই অনুপাতে কখনই বাডে না; ফলে জনসাধাবণেব ক্রমণাক্তি বিশেষ ভাবে কমিয়া যায়। (৬) সর্বোপবি, দামগুবে মুদ্রবৃদ্ধি বিনিযোগের বাজাবে ফাট্কা ব্রসাযেব পবিমাণ বাডাইয়া দিবে, সমগ্র শিল্পবাণিজ্যেব ক্ষেত্রে অস্বাভাবিকতা ও অভিবিক্ত মুনাফালোভিতাব আবহাওয়া সানিয়া দিবে, ব্রেসায-সংক্টেব পথ ক্রমণ প্রশস্ত কবিবে। অস্বাভাবিক শিল্প স্মাদ্ধব মবেটই আগামী শিল্পসংক্টেব বীঙ উপ্ত থাকে।

এ চনসন্ত্ও, অনেকে মনে কবেন যে, যদি উপাদানেব ব্য এব ফাট্কা ব্যবসায় বন্ধ বাখা যায় তাহা হইলে এই নীতি গ্ৰহণ কবা শিদ্ধান্ত উচিত , কাবণ, বেকাবি দ্বীকবণেব উদ্দেশ্যে বিন্যোগ ও আয়স্তাবে বৃদ্ধিব জন্ম দামস্তাবে মুহু বৃদ্ধি বিশেষ দাহায়। কবিতে পাবে।

(৩) মৃত্র পতনশীল দামস্তর (A gently falling Price level) $^{\circ}$

মৃত্ পতনশীল দামস্তবেব স্বপক্ষে বলা হয যে, কা বৈজ্ঞানিক উন্নতি ও উন্নত যন্ত্ৰ কৌশলেব প্ৰযোগেৰ ফলে অৰ্থ নৈতিক দিক হইতে সমগ্ৰ সমাজেব উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি পাইযাছে। উৎপাদনক্ষমতায় বৃদ্ধিব হাব অনুযায়ী দামস্তবও কমিয়া আসা উচিত, কাবণ তাহা হইলেই জনসাধাবণ অৰ্থ নৈতিক অগ্ৰগতিৰ ফল লাভ কবিতে পাৰিবে। (থ) তাহা ছাজা দামস্তব কমিতে থা কলে শ্ৰমিক, বেতনভুক ব্যক্তিগণ ও নিদিষ্ঠ আয়কাবী বাজিগণ সকলেবই দ্ৰব সামগ্ৰীৰ হিসাবে আসল মজুবি বৃদ্ধি পায়, জীবন যা গাণ মান উন্নত হইয়া উঠে। (গ) সমাজেব গড় উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি পাইলেও যদি দামস্তব না কমে তাহা হইলে মুনাফা বৃদ্ধি পায় (কাবণ মজুবিহাব বা অন্যান্থ ব্যয় কথনই সেই হাবে বাডে না) অৰ্থাৎ অৰ্থ নৈতিক অগ্ৰগতিৰ ফললাভ কবে ব্যৱসায়ী শ্ৰেণী, জনসাধাবণ সেই ফললাভে অংশ গ্ৰহণ কৰিতে পাবে না। দামস্তবে বৃদ্ধি অবশেষে চৰমতম স্তবে সমাজকে পৌছাইয়া ব্যৱসায় সংকটৰ সৃষ্টি কবে।

এই আর্থিক নীতি গ্রহণেব বিপক্ষে প্রধান যুক্তি হইল যে মৃদ্ধ পতনশীল

দাসস্তব শিল্পবাণিজেও বিনিযোগেব পরিমাণ কমাইযা দেয

গ্রহণেব বিপক্ষে

গ্রন্তি সমূহ

এবং দেশে বিনিযোগ বৃদ্ধিব আবহাওয়া বজায় বাখিতে

পাবে না। দ্বিতায়ত, উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধিব বা মগ্রগতিব

হাব পরিমাপেব বহু বাস্তব অস্ক্রিধা আছে, বিশেষত সেই অগ্রগ ত ঘটিবাব সম্বেই

উহা সঠিকভাবে পরিমাপ কবা চলে না।

(৪) ছির দামস্তর (Stable Price Level):

টাকা হইল দ্রব্য-সামগ্রীর মূল্য পরিমাপের মানদণ্ড, ঋণ পরিশোধের মাপকাটি এবং মূলেরে সঞ্চিত রূপ। এরূপ অবস্থায় উহার মূল্য স্থির থাকা সর্বদা বান্ধনীয়, কারণ একমাত্র তাহা হইলেই সমাজে বহুপ্রকার অনিশ্চয়তা ও ক্ষতির হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। (খা দামস্তরে হঠাৎ উঠানামা বা বাণিজ্যচক্র জনসাধারণের স্ফু জীবনযাত্রা ও অর্থ নৈতিক উন্নতির গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবন্ধক। সমৃদ্ধির "অস্বাভাবিকতা" এবং সংকটের গভীরতা উভয়ের হাত স্থানাদ্রহ হইতে রক্ষা পাইতে হইলে দামস্তর স্থির রাখিতে হয়। (গা) তাহা ছাড়া, দামস্তরের রন্ধি বা হ্রাস সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীকে বিভিন্ন ভাবে প্রভাবিত করে কাহারও উপকার করে বা কাহারও অপকার করে। স্থতবাং দামস্তর স্থির রাখা সকলের স্বার্থরক্ষার পক্ষে একমাত্র স্থায়সঙ্গত নীতি বলিয়া মনে হয়।

দামন্তর ন্থির রাখার এই নীতির বিরুদ্ধে বলা হয় যে, (ক) ইহার ফলে শিল্প
বাণিজ্য প্রসারের উপযোগী যথেষ্ঠ পরিমাণে উৎসাহ স্থাষ্ট হয় না, স্থতরাং ইহা
বাশ্বনীয় নহে। আরও বলা যায় যে, (খ) দামন্তর স্থির বাখার নীতি বাশুরে
প্রয়োগ করা বিশেষ অস্থবিধাজনক। কারণ দামন্তর বলিলে পাইকারী দামের
ন্থা প্রিরা দামের স্তর কি বোঝা যাইবে? তাহা ছাড়া স্থাচকসংখ্যা পরিমাপের
সাহায্যে দামন্তর স্থির রাখা হইল; কিন্তু ধনীদের ব্যবহৃত
বলাস-দ্রব্যের দামে ব্রাস গরীবের ব্যবহৃত অবশ্ব-প্রয়োজনীয
দ্রব্যের দামে বৃদ্ধি খণ্ডাইয়া দিতে পারে; এইক্বপে জীবনযাত্রার মানে গুরুত্বপূর্ণ
পরিবর্তন স্থাচকসংখ্যাতে ধরা না-ও পড়িতে পারে। (গ) বৈজ্ঞানিক উন্নতি ও
উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে দ্রব্যামান্ত্রীর উৎপাদনব্যয় ব্রাস পাইল, কিন্তু দামন্তর
সমান থাকিলে জনসাধারণ সেই অগ্রগতির ফলভোগ করিতে পারিল না, গুর্ধ
ব্যবসাযীদের মুনাফা বৃদ্ধি হইল, এইক্রপ ঘটিতে পারে। কেইন্দ্ ইহাকে মুনাফাকীতি বলিয়াছেন। স্থতরাং সর্বদা দামন্তর স্থির রাখাও সম্পূর্ণ সঠিক আর্থিক নীতি
বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

(৫) অর্থের নিরপেক্ষভা রক্ষা করা (Neutral Money) :

অধ্যাপক হায়েক এবং আরও ক্ষেক্জন ধনবিজ্ঞানীর অভিমতে আর্থিক নীতি এমনভাবে পরিচালিত হওয়া দরকার যাহাতে সমাজের আসল শক্তি সমূহের (Real forces) গতিবিধি প্রভাবিত না হয়। টাকা যেন পর্দার মত কাজ করে, অর্থ নৈতিক কাজকর্মকে দক্তিয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালিত করিতে না পারে; নিজ্ঞিয় বিনিময়ের মাধ্যমরূপে কেবলমাত্র মূল্যের মানদণ্ড হিদাবে কাজ করে। পণ্য-বিনিময় বা বার্টার প্রথায় সমাজে য়েরপ আসল শক্তিসমূহের দ্বারাই অর্থ নৈতিক কাজকর্ম চলিতে থাকে, টাকাব উপস্থিতি যেন সেই আসল শক্তি-সমূহের গতি প্রকৃতিকে মোটেই বিচলিত বা গতিত্রপ্ট না প্রথেব নিবপেক্ষতা করে। উৎপাদন-দক্ষতা, দ্রব্যোৎপাদনের আসল বয়য়, ভোগকারীর পছন্দ প্রভৃতি অনার্থিক (non-monetary) শক্তিসমূহের দ্বারাই যেন দ্রব্যসমূহের দাম বা পারস্পরিক বিনিময়ের অন্প্রণাত নির্দিষ্ট থাকে, টাকার পরিমাণের দ্বাবা তাহাবা যেন নির্ধাবিত না হয়।

হাষেকের মতে বাস্তবে টাকার এই নিবপেক্ষতা বজায় রাখা চলে যদি সমাজে টাকার ও ঋণের "কার্যকরী যোগান" (Effective supply) স্থির রাথা যায়। সমাজে দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণে পরিবর্তন হইলে টাকার পরিমাণে পরিবর্তন করিতে হইরে, তাহা নহে; দ্রব্যসামগ্রীব পরিমাণে পরিবর্তন করিতে হইরে, তাহা নহে; দ্রব্যসামগ্রীব পরিমাণে পরিবর্তন যেন কিরপে নিবপেক্ষতা টাকার পরিমাণকে আপনা-আপনি পরিবর্তন করায়। সমাজের মোট উৎপাদন-ক্ষমতা রদ্ধি হইলে দামগুর যেন কমিয়া যায়, উৎপাদন-ক্ষমতা কমিয়া গেলে দামগুর যেন বাড়িয়া যায়। জনসংখ্যা রিদ্ধি পাইলে যেন টাকার পরিমাণ বাড়ে, জনসংখ্যা কমিয়া গেলে (যুদ্ধ বা মহামারী ইত্যাদির ফলে) টাকার পরিমাণ যেন কমে। টাকার প্রিমাণ বাড়লে টাকার পরিমাণ কমাইতে হয়, প্রচলনবেগ কমিলে ইহার পরিমাণ বাড়াইতে হয়। শিল্প-কাঠামোতে পরিবর্তন হইলে, যেমন উৎপাদন-ধারা আরও বিভক্ত হইয়া গেলে, অর্থাৎ বিযোজন ঘটিলে (Disintegration in the process of Production) টাকার পরিমাণ বাড়ান দরকার।

এই নীতির বহু প্রকার স্থবিধা আছে সন্দেহ নাই। প্রথমত, উৎপাদন ক্ষমতার য়াসবৃদ্ধি অনুযায়ী দামস্তবে বৃদ্ধি বা ব্রাস ঘটান হইবে, স্থতরাং দ্রব্যসামগ্রীর পারস্পরিক বিনিময়ের "আসল" অনুপাত বাহিরের প্রভাবে এই নীতির স্থবিধা-বিক্তি হইবে না। বাণিজ্য চক্রের স্থাষ্ট হইবে না, দামস্তরে হঠাৎ উঠানামা হইয়া ব্যবসায়জগৎ বিধ্বস্ত করিবে না। বিতীয়ত, যন্ত্রকৌশলে উন্নতির বা নৃতনপ্রচলনের (Innovation) সহিত দামস্তর বা দ্রব্যবিনিময়ের পারস্পরিক অনুপাতে দামঞ্জস্ত থাকিবে। তৃতীয়ত, ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতাগণ উপকৃত হইবে, শ্রমিকশ্রেণীও উৎপাদন ক্ষমতায় বৃদ্ধির ফল ভোগ করিতে পারিবে।

কিন্তু অর্থের নিরপেক্ষতা বজায় রাথার এই আর্থিকনীতি বাস্তবে প্রয়োগ করার বিশেষ অস্থবিধা আছে। শিল্প-কাঠামোতে বা যন্ত্রকৌশলে বা টাকার প্রচলনবেণে পরিবর্তনের হার সঠিক পরিমাপ করা এবং নীতি প্রয়োগের বাস্তব টাকার পরিমাণে পরিবর্তন ঘটাইয়া উহাদের প্রভাব খণ্ডাইয়া দেওয়া কোন আর্থিক কর্তৃপক্ষের পক্ষে সঠিকভাবে সম্ভব বিলিয়া মনে হয় না। তাহা ছাড়া, সমাজে একচেটিয়া বা আধা-একচেটিয়া ব্যবসায় সংগঠন থাকায় উৎপাদনক্ষমতায় পরিবর্তন বা ব্যয়ে পরিবর্তন দ্রব্যের দামে সমহারে পরিবর্তন আনিতে পারিবে, তাহা বিশ্বাস করা যায় না।

সর্বশেষে, ইহাও মনে রাথা দরকার. বর্তমান সমাজে টাকা হইল সক্তিয় শক্তি, ইহার পরিমাণে পরিবর্তন স্থদের হারে বা মোট আয়ব্যয়ে পরিবর্তন আনিয়া দ্রোগ্রপাদন ও কর্মসংস্থানে পরিবর্তন আনে। তরলসম্পত্তি ভবে গলদ (Liquid asset) হিসাবে ইহার আর কোন জুড়ি নাই, স্থতরাং লোকে ইহা ব্যবহার করিলেই, সমাজে আসল সম্পত্তিসমূহের (Real assets) পরিমাণে ইহা প্রভাব বিস্তাব করিবেই।

(৬) পূৰ্ণকৰ্মসংস্থান (Full Employment):

ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞান অনুযায়ী সমাজ সর্বদাই পূর্ণকর্মসংস্থানের স্তরে আছে।
কোন উপকরণ অনিয়োজিত অবস্থায় থাকিলে, উহার দাম কমাইলেই চাহিদার
স্থাষ্ট হয় এবং উহার নিয়োগের পরিমাণ বাড়ে; দেশে শ্রমিক বেকার থাকিলে
মজুরির হার কমিয়া আপনা-আপনি এই বেকারি দূর হইয়া যায়।

আধুনিক ধনবিজ্ঞানীদের অভিমতে কেবলমাত্র মজ্রির হার কমাইলেই পূর্ণকর্মসংস্থানের স্তরে পৌছানে। যায় না। কর্মনিয়োগের পরিমাণ নির্ভর করে সমাজের মোট ব্যয়-পরিমাণের উপর। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উৎপন্ন দ্রব্যামাত্রীর উপর সমাজের মোট আয় ব্যয়িত না চইলে পূর্ণকর্মসংস্থানে পৌছান সম্ভব নহে। মোট ব্যয় ছুই প্রকারের হইতে পারে; ভোগদ্রব্য ক্রয় ও মূলধনী দ্রব্য ক্রয়। সমাজের সঞ্চয় প্রণতা বৃদ্ধি পাইয়া ভোগদ্রেব্যের ক্রয় কমিলে

মোট চাহিদ। সেই পরিমাণ কমিয়া যায় এবং এই সকল ভোগ্যন্তব্যাদি উৎপাদনে নিযুক্ত ব্যক্তিদের আয় কমে। দ্রব্যসামগ্রীর ক্রয় ও চাহিদা আরও কমে, এইরূপে উৎপাদন ও কর্মনিয়োগের পরিমাণ হ্রাস পায়। এমতাবস্থায় কর্মসংস্থানের পরিমাণ বজায় রাখিতে হইলে বা বাড়াইতে হইলে মূলধনীদ্রব্যের উৎপাদনে বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়াইতে হয়। স্তর্যাং দেখা যায়, পূর্ণ কর্মসংস্থানে পৌছিতে হইলে তিনটি পদ্ধতি গ্রহণ করা চলে; ভোগপ্রবণতা বাড়াইযা সমাজে ভোগ-ব্যয় বাড়ান, ব্যক্তি উচ্চোগী বিনিয়োগ বৃদ্ধি, এবং রাষ্ট্রায় বিনিয়োগে বৃদ্ধি, আমাণিক নীতির সাহায্যে কি ভাবে বিনিয়োগ ব্যয় ও ভোগ-ব্যয় বাড়ান যাইতে পারে?

ব্যক্তি-উভোগী বিনিয়োগ বাড়াইতে হইলে হুদের হাব কমাইতে হয়, যাহাতে উভোক্তাদের নিকট বিনিয়োগ লাভজনক বলিয়া প্রতিভাত হয়। হুদের হার কমাইবার জন্ম ব্যাস্কহার-পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায় এবং

পূর্ণ কর্ম সংস্থানে পৌছিবার উপযোগী আধিক নীতিসমূহ

টাকার পরিমাণ বৃদ্ধির জন্ম খোলাবাজারের কাজকর্ম প্রভৃতি
নীতি গ্রহণ করা চলে। রাই উদ্রোগী বিনিয়োগ বাড়াইতে

হইলেও টাকার পরিমাণ বাড়াইতে হয়, কারণ তাহ। ইইলে সমাজে ব্যান্থগুলির ঋণ দিবার ক্ষমতা বাড়িয়া যায় এবং কম হুদের হারে ঋণ পাওয়া সম্ভব হয়। তাহা ছাড়া, নূতন অর্থস্থা করিয়া, সেই টাকার সাহায্যে রাই-উ্ভোগী বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বাড়ান চলে। সমাজের মোট বায় বাড়াইতে ইইলে কিন্তি-প্রথায় স্থায়ী ধরনের ভোগদ্রব্যের ক্রয় বাড়ান করা চলে, কিন্তির নিয়মকান্থনে পরিবর্তন বা ভোগদ্রব্য ক্রয়ে ব্যাহ্বণের বৃদ্ধি প্রভ্তে আথিক নীতির ছার। ভোগব্যয়ের পরিমাণ বাডান সম্ভবপর।

জন্তান্ত নীতির সাহায্য ব্যতীত কেবলমাত্র আর্থিক নীতির দারা পূর্ণকর্মস্থানে পৌ ছানো কি পরিমাণ সম্ভবপর তাহা সন্দেহজনক। দেশে আশাবাদী আবহাওয়া

না থাকিলে টাকার পরিমাণ বাড়াইয়। এবং স্থানে হার আর্থিকনীতির সীমাবদ্ধতা কমাইয়া ব্যক্তি-উ্ভোগী বিনিয়োগ বাড়ান চলে না। এরূপ অবস্থায় শুধু আ্থিকনীতি ব্যর্থ হয়, তাই ইহারই সহিত প্রচুর

পরিমাণে রাষ্ট্র-উত্যোগী বিনিয়োগ-ব্যয় করিতে হয় : নিম্নতম ভোগবায় বাড়াইবার উদ্দেশ্যে ভোগ্যদ্রব্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে কি'স্তর সংখ্যা বৃদ্ধি বা নিম্নতম প্রাথমিক নগদ-জমার পরিমাণ (Minimum down Payments) ক্মাইলেই চলে না; ইহারই সহিত পুনর্বন্টনকারী কর-কাঠামো (Redistributive Tax-structure) প্রবর্তনও প্রযোজন।

স্বতরাং, অন্তপ্রকার নীতির দাহায়া ব্যতীত নিছক আর্থিক নীতির দ্বারা পূর্ণ কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে পৌছান সম্ভব নয়, বরং ইহাতে বিপরীত ফল হইতে পারে। যেমন ফলভ আর্থিক নীতির (Cheap money policy) ফলে সমাজের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় এবং অসঙ্কত বিনিযোগের পরিমাণ বাড়িয়া যাইতে পারে।

৭। অর্থ নৈতিক ক্রমরুদ্ধি (Economic growth):

দামস্তর স্থির বাথা বা পূর্ণকর্মসংস্থান বজায় বাথার তুলনায়, আধুনিক কালে বিশেষ করিয়া অনুনত দেশসমূহে, অর্থ নৈতিক উন্নয়ন বা ক্রমবুদ্ধি আর্থিক নীতির লক্ষ্য বলিয়া গৃহীত হইতেছে। আধুনিক কালে বিভিন্ন অনুনত দেশসমূহের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সংগঠন ও কার্যাবলী সংক্রান্ত নিয়মে স্পষ্টভাবে বলা হইতেছে যে, কেন্দ্রীয়

যদ্ধোত্তৰ পৃথিবীতে বিশেষত অনুনত দেশ সমতে

ব্যাঙ্কের আর্থিক নীতির লক্ষ্য হইবে "জাতীয় অর্থনীতির পরিকল্পিত অগ্রগতি", "জাতীয় সম্পদ ও উপকরণের ক্রমোন্নতি", "দেশের ক্রমবৃদ্ধি" প্রভৃতি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে যেরূপ পুবাতন লক্ষ্য পরিত্যাগ করিয়া পূর্ণকর্মসংস্থান

আর্থিক নীতির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, সেইরূপ বর্তমানে অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার যুগে পুরাতন ধরনের আর্থিক নীতি পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ নৃতন প্রকার আর্থিক নীতি গ্রহণের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে।

মনে রাথা দরকার যে, লক্ষ্য হিসাবে পূর্ণকর্মদংস্থান এবং অর্থ নৈতিক ক্রম-বৃদ্ধি এক নহে, ইহাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আছে। পূর্ণ কর্মনিযোগের লক্ষ্যে পৌছাইবার পথে যে সকল আর্থিক নীতিসমূহ গ্রহণ করা হয তাহা অর্থ নৈতিক ক্রমবৃদ্ধিব লক্ষ্যে পৌছাইবার পক্ষে যথেষ্ট নয়, এইরূপ হইতে

ক্রেরে ব্যবহত ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কিন্তিবন্দী ক্রেরে (Instalment

পূৰ্ণ কৰ্মসংস্থান ও অৰ্থ নৈতিক কুমর্ক্তি-এই তুই পারে, ছুই লক্ষ্যের উপযোগী আর্থিক নীতি পুগক হইছে পারে

পারে। অর্থ নৈতিক ক্রমবৃদ্ধির যে হার (the rate of economic growth) জাতির পক্ষেবজায রাখা সম্ব বা প্রয়োজনীয়; পূর্ণ কর্মসংস্থান লাভের পদ্ধতিসমূহের লক্ষে। বিবোধ পাকিতে দ্বারা সেই হাবে রুদ্ধি না-ও আদিতে পারে। অক্স প্রকার পদ্ধতি গ্রহণের প্রযোজন হইতে পারে। যেমন, পূর্ণ কর্ম-সংস্থানে পৌছাইবার উদ্দেশ ভোগ-ব্যর (Consumption expenditure) বাড়াইবার জন্ম কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ভোগ্যেরত (purchases) স্থবিধা করিয়া দিল। কিন্তু অর্থ নৈতিক ক্রমবৃদ্ধি লক্ষ্য থাকিলে কোন বিশেষ ক্ষেত্রে (Sector) বিনিয়োগ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে হয়ত ভোগদ্রব্য ক্রয়ে ব্যবহৃত ঋণের পরিমাণ কমাইতে হইবে। স্থতরাং উভয় লক্ষ্যে পৌছিবার উপযোগী পদ্ধতিসমূহের মধ্যে, অর্থাৎ সেই অনুষায়ী বিভিন্ন আর্থিক নীতিসমূহের মধ্যে পারম্পরিক বিরোধ দেখা দিতে পারে।

শুধু তাহাই নহে। দেশে অপূর্ণ কর্মসংস্থান অবস্থায় এই লক্ষ্যে বেশি বিরোধ দেখা যায় না বটে, কিন্তু কর্মনিয়োগ যতই বাড়িতে থাকে, তত উভয়ের মধ্যে গভীরতর সংঘাত স্থাষ্ট হইতে পারে, কারণ তথনও ক্রমবৃদ্ধির হার পূর্বের ছায় অধিক রাখিলে মুদ্রাস্ফীতি ও সংকটের সম্ভাবনা বাড়িতে পারে।

অবশ্য উভয় লক্ষ্যের প্রকৃতিতে পার্থক্য আছে। পূর্ণ কর্মসংস্থান প্রধানত বৃদ্ধকালীন ধারণা এবং অর্থ নৈতিক ক্রমবৃদ্ধি দীর্ঘকালীন হিসাবের বিষয়।
যন্ত্রকৌশল, উহার জ্ঞান ও উহার ব্যবহারের স্তর প্রভৃতি ছুই লক্ষ্যের প্রকৃতিতে ক্রিয়া সকল উপকরণের নিয়োগ পূর্ণ কর্মসংস্থানের লক্ষ্য; কিন্তু ক্রমশ উন্নত ধরনের যন্ত্র কৌশলের (Technology) স্তর লাভ করিয়া, প্রত্যেক ধাপেই উপকরণের সফল ও পূর্ণ নিয়োগের দ্বারা তদানীন্তন উৎপাদন-ক্রমতা ও ভবিশ্বতের সম্ভাব্য উপকরণ ও উৎপাদন-ক্রমতা (Country's economic potential) ক্রমাগত বাড়াইয়া চলা অর্থ নৈতিক উৎস্থানর লক্ষ্য।

এই লক্ষ্য সাধনের জন্ম কিন্ধপ আর্থিক নীতি গ্রহণ করা উচিত তাহা সাধারণ-ভাবে স্থান, কাল, ক্রমবৃদ্ধির হার, প্রতিষ্ঠানগত ব্যবস্থাদি (Institutional arrangements) প্রভৃতিব দ্বারা নিন্ধপিত হইয়া থাকে।

अपूरी**ल**नो

- 1. Examine the various objectives of Monetary policy. Which of them has become more important in modern times and why?
- 2. What are the objectives of Monetary policy? What objective in your opinion should be preferred?
- 3. How and how far full employment may be achieved through monetary policies?

বেকারি ও পূর্ণনিয়োগ

Unemployment and Full Employment

কাজ কবিতে দক্ষম ব্যক্তি যদি কাজ না কবে, তাহা হইলেই তাহাকে বেকারি বা কর্মে অনিযোগ বঙ্গা চলে না। অনেকে আছেন যাঁহাবা নিজেবা ইচ্ছা কবিয়া বেকাব থাকেন, যেমন, ধনিকশ্রেণীৰ ব্যক্তিগণ, যাঁহাদেৰ কাজ কবিবাৰ প্রযোজন নাই; চোব ডাকাত প্রভৃতি। এবং কর্মে নিযোগের অযোগ্য ব্যক্তিগণ যেমন বৃদ্ধ, শিশু বা রুগ্ন প্রভৃতি। এইরূপ স্বেচ্ছাকৃত বেকাবিকে বা ম্বেচ্ছাম্লক বেকারি ও ইহাদেব কর্মে অনিযোগকে বেকাবি বলা চলে না। অনেকে অনিছামূলক বেকাবি আছেন যাঁহাবা বর্তমান মজুবিব হাবকে নিজেদেব প্রযোজনেব পক্ষে পর্যাপ্ত নয় বলিয়া মনে কবেন, সঠিকভাবে বিচাব কবিলে তাঁহাদেবও বেকার বলা চলে না। তবে, কেহ যদি বর্তমান মন্ত্রিব হাবে কাজ করিতে চাহিষাও শ্রম বিক্রম কবিতে না পাবেন, তবেই ভাঁছাকে বেকাব গণ্য কবা হইবে এবং এইরূপ অবস্থাকে বেকাবি বা কর্মে অনিযোগ বলা চলে। এইরূপ বেকাবিকে অনিচ্ছামূলক বেকারি (Involuntary unemployment) বলে এবং ধনতান্ত্রিক সমাজে ইহা অক্সতম প্রধান অর্থ নৈতিক সমস্তা হিসাবে গণ্য হয়। এইক্লপ অনিচ্ছারত বেকাবি না থাকিলে সমাজে পূর্ণ কর্মসংস্থান বা পূর্ণ কর্মনিযোগ আছে, বলা চলে। এ অনিচ্ছাক্ত বেকাবিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত কবা চলে এবং বিভিন্ন ধবণেব বেকাবিব কাবণে পার্থক্য থাকে। সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীব বেকাবি ও তাহাদেব কাবণদমূহ নিম্নে বণিত হইল।

(১) সমাজে কাঠামোজনিত বা যন্ত্রজনিত বেকারি (Structural and Technological) দেখিতে পাওযা যায। নৃতন উৎপাদন-সংগঠন, নৃতন উৎপাদন-পদ্ধতি, মৃলধন-প্রগাঢ় নৃতন যন্ত্রের প্রচলন, ব্রজনিত বেকারি নৃতন দ্রব্যের আবিষ্কার, চাহিদায় বিপুল পরিবর্তন, এক অঞ্চল হইতে অভ্য অঞ্চলে কারখানা বা উৎপাদন-কেন্দ্রকে স্রান, প্রাতন বা

প্রাচীন শিল্প গোপ পাওয়া প্রভৃতি বিভিন্ন কারণে সমাজের কর্মসংস্থান কমিয়া যাইতে গারে, বেকারি উদ্ভৃত হুইতে পারে।

- (২) মরত্বমী বেকারি (Seasonal unemployment) বৃদ্ধ কারণে দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক শিল্পে বৎসরের কোন বিশেষ সময়ে প্রচুর শ্রমিকের প্রেয়াজন হয় কিন্তু বৎসরের অন্ত সময়ে তাহাদের কোন কাজ থাকে না (যেমন চিনির কারথানা, ধানকল, ক্ষিকার্য, গৃহনির্মাণ শিল্প প্রভৃতি)। অনেক ক্ষেত্রে, বৎসরের যে কোন সময়ে হঠাৎ অধিক কাজ আসিয়া পড়ে এবং কিছুদিন পরে কাজের পরিমাণ কমিয়া যায় (যেমন বন্দর প্রভৃতি ছানে)। বলা হয় যে, সকল কাজেরই বিশেষ ধরনের সময়-কাঠামো (Time-pattern) থাকে; এই ধরনের বেকারিকে তাই কাল-কাঠামো জনিত বেকারি বা মরস্থমী বেকারি বলা চলে।
- (৩) বাণিজ্যচক্রের সংকট কালে সমাজে সামগ্রিকভাবে আয়স্তর ও কর্মনিযোগের পরিমাণ কমিয়া যায় এবং সেই ধরনের বেকারিকে বাণিজ্যচক্রেজ্জনিত বেকারি (Cyclical unemployment)
 বলা হয়। সংকটের কাল উত্তীর্ণ হইয়া ব্যবসায় সমৃদ্ধি স্থক্ষ
 হইলে এই বেকারি কমিয়া যায়, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়। এই
 বেকারির কারণ হইল বাণিজ্যচক্র ; ইহাকে আজকাল প্রধানত কর্মসংস্থান-চক্র
 (Employment cycle) বলিয়া গণ্য করা হয়।
- (৪) সমাজে স্বাভাবিক গতিশীলতার ফলে সাময়িকভাবে কর্মচুত ব ক্তিগণের বেকারিকে অনেকে **সংখাতজনিত বেকারি (**Frictional unemployment) বলেন।

শ্রমিকের বাজারে শ্রম ক্রেয়বিক্রয়ের ক্ষেত্রে একচেটিয়া প্রভাব থাকিলে, প্রামিকের অচলনশীলতার ফলে, কাজকর্মের স্থােগ স্থবিধা জানা না থাকিবার ফলে, উৎপাদনের পুনঃ-সংগঠনের ফলে, মন্ত্রপাতি ভাঙিয়া যাইবার ফলে, কাঁচা মালের সাম্মিক অভাবের জন্ম বা বংসরের মধ্যে কিছু কাল কাজকর্ম চলিলে, বেকারি দেখা যায়। এই সকল কারণের জন্ম উদ্ভূত বেকারিকে সংঘাতস্ক্ট বেকারি (Frictional anemployment) বলে।

(৫) ইহা ব্যতীত দেশে প্রাক্তম বেকারিও (Disguised unemploy-

ment) থাকিতে পারে। বিভিন্ন কারণের ফলে (যেমন মূলধন কম থাকায়)
শ্রামিক এমন কাজে নিযুক্ত থাকিতে পারে যে তাহার শ্রমণক্তিন, নৈপুন্তা, কার্যের
সময় প্রভৃতি পূর্ণভাবে ব্যবহৃত হইতে পারে না। ইহার ফলে তাহার আয়ও কম
হইতে থাকে। এইরূপ অবস্থাকে মিসেদ্ রবিনদন্ প্রচ্ছন্ন বেকারি বলিয়াছেন
(যেমন ভারতীয় কৃষকগণ বৎসরের কয়েকমাদ কাজেব
প্রভাবে বেকার থাকেন)। এইরূপ প্রচ্ছন্ন বেকার ব্যক্তিদের
অভাবে বেকার থাকেন)। এইরূপ প্রচ্ছন্ন বেকার ব্যক্তিদের
অভা কোথায়ও কর্মে নিযুক্ত হইবার স্থযোগ নাই, তাই কম আয়
হইলেও, বাধ্য হইয়া দেই কাজে নিযুক্ত থাকিতে হইতেছে (যেমন মাত্র
চি বিঘা জমি 3 ভাই মিলিয়া দারা বৎদর চাষ করে); এইরূপ অবস্থাকেও
বেকারি বলা হয়। ইহার কারণ হইল উপযুক্ত পরিমাণ কর্মদংস্থান ব্যবস্থার
বা স্থযোগের অভাব অর্থাৎ অনমনীয় কর্মদংস্থান-কাঠামোর মধ্যে জনসংখ্যাব
দ্রুত বৃদ্ধি।

মনে রাখা দরকার, পশ্চিমী ধনবিজ্ঞানীদের দ্বারা আলোচিত বেকারি আর ভারতের ন্থায় অনুনত দেশের বেকারি সম্পূর্ণ এক জিনিস নছে। উন্নত দেশসমূহে কোন লোক গরীব কারণ সে বেকার; আমাদের দেশে তাহার কাজ থাকিলেও সে গরীব কারণ তাহার আয় কম, কাজ থাকা অবস্থাতেও সে আধা-বেকার। চাকুরিও বেকারিতে পার্থক্যের সীমা-রেখা টানা এইরূপ দেশে বিশেষ কষ্টকর।

এই সকল বিভিন্ন কারণ ছাড়াও সমাজে কার্যকরী চাহিদ। কম থাকায় বেকারি থাকিতে পারে। সমাজে বেকারির সাধারণ স্তর (General level of unemployment) নির্ভর করে সমাজের সামগ্রিক চাহিদার পরিমাণ কম থাকার উপর। শ্রমিকদের দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীব চাহিদার পরিমাণ এমন নহে থাহাতে সকল শ্রমিককে কাজে লাগান যায। অর্থাৎ, শ্রমিকদের দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রী ক্রন্ম করিতে হইলে সমাজে যত পরিমাণ মোট ব্যয় হওয়া দরকার তাহা হইতেছে না, তাই শ্রমিকগণ দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনে নিযুক্ত হইতে পারিভেছে না। এ ক্ষেত্রে বেকারির কারণ হইল সমাজে মোট ব্যয়ের পরিমাণ কম। সমাজের মোট ব্যয়েবে দ্ইভাগে বিভক্ত করা চলেঃ ভোগ ব্যয় ও বিনিয়াগ ব্যয়। সমাজেব অগ্রগতির সঙ্গে বায়র্বিদ্ধ ঘটে কিন্তু ভোগ্যন্তব্যের উপর ব্যয়ের অনুপাত

ক্লমাগত কমিয়া আঙ্গে, ফলে যদি বিনিয়োগ ব্যয় যথোপযুক্ত পরিমাণে বাড়ানে। না যায়, তবে সমাজের সামগ্রিক চাহিদা কমিয়া যাইবে: যে ধমের স্বরংগতিত্ব ও পরিমাণ শ্রমিক কাজ পাইতে চায়, তাহার কিছ অংশ মূলধনের অভি नीर्घकामीन जफरवत বেকার থাকিয়া যাইবে। আধনিক কালে ধনতান্ত্রিক জনে ভবি**য়াতে বেকারি** সমাজের অগ্রগতির এমন স্তর আসিয়াছে যখন বিনিয়োগ বন্ধি সম্ভাবনা বৃদ্ধি করা আর বিশেষ সম্ভব হইতেছে না, ভোগপ্রবণতাও আর বাড়িতেছে না – ফলে, স্থায়ী ও ছরারোগ্য বেকার সমস্থার সম্ভাবনা দেখা হাইতেছে। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি (Automation) আবিষ্কার ও প্রয়োগ সমাজের মোট কর্মসংস্থান, আয় ও ক্রয়ক্ষমতা কমাইয়া ভোগব্যয় যথেষ্ট কমাইয়া দিবার সম্ভাবনা স্বষ্টি করিয়াছে এবং ইহার ফলে বিভিন্নপ্রকার যন্ত্র উৎপাদনে ক্রমবর্ধমান বিনিয়োগের সম্ভাবনাও রহিত করিয়াছে। মূলধনের অতি-দীর্ঘকালীন জড়ত্ব (Secular Stagnation) আদিয়া গিয়াছে, স্বতরাং বর্তমান-কালীন বেকারি এবং ভবিষ্যৎ-কালীন আরও বেকারির সম্ভাবনা—ইহাই শিল্পোন্নত দেশসমূহে আধুনিক কালে ধনবিজ্ঞানের আলোচনায় ক্রমণ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিতেছে।

বেকারির কলাকল (Effects of unemployment)

দীর্ঘকালীন অর্থ নৈতিক উন্নয়নের তত্ত্ব হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, সমাজের শিল্প, ব্যবসায় ও বাণিজ্যের প্রসার করিতে হইলে দ্রুত মূলধন-গঠনের সহিত কম মজ্রিতে প্রমিক পাওয়াও দরকার। উৎপাদন বাড়াইতে গেলে এমন একদল শ্রেমিক সমাজে থাকা প্রয়োজন যাহাদের দিয়া সহজে প্রমশক্তি বিক্রয় করানো যায়, অর্থাৎ কম মজ্রিতে সেই প্রমিকদের নিয়োগ করা চলে। বেকারি থাকিলেই ইহা সম্ভব, 'শিল্পে নিয়োগযোগ্য মজ্ত সেনাবাহিনী' (Industrial Reserve Army) না থাকিলে শিল্প বাণিজ্যের দ্রুত প্রসার সম্ভব নহে। অর্থ নৈতিক প্রগতি ত্বরান্বিত করিবার জন্ম ব্যমন্বীকার বা ত্যাগ হিসাবেই এই বেকারিকে ধরা উচিত; ইহা বাণিজ্য বৃদ্ধি ও সম্পদ বৃদ্ধির সহায়ক, স্বতরাং কল্যাণকর।

কিন্তু বেকারি থাকিলে দেশে জনসাধারণের একাংশ বিপুল ছংথ দারিদ্র্য ও অভাবের মধ্যে জীবন যাপন করে; জীবনধারণের উপযোগী নিয়ত্তম প্রয়োজনীয় প্রব্যাদি ব্যবহারের স্থযোগ তাহারা পায় না। ইহাদের কর্মেন্তর কর্মেন্তর ক্রমেণ করিলে আয়, ব্যয় ও প্রব্য সামগ্রীর জন্ত চাহিদা সবই বৃদ্ধি পাইবে, দ্রব্যসামগ্রী উৎপন্ন হইবে; ইহাদের জীবনযাত্রার মানও উন্নত হইবে। শ্রমশক্তিই সম্পদ শষ্টের প্রধান সক্রিয় উপাদান, ইহার অব্যবহার সম্পদ উৎপাদনের পরিমাণ কম রাখে, জাতির পক্ষে ইহাকে অপচয় ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। নিরস্তর বেকারির ফলে শ্রমিকের মন ভাঙিয়া যায়; আশাহীন, উৎসাহহীন অবস্থায় তাহার দিন কাটে; বর্তমানের অভাব ও ভবিশ্বওএর অনিশ্চয়তা তাহার মনোবল সম্পূর্ণ ভাঙিয়া দেয়। ইহার ফলে, সমাজের আইন শৃংখলার উপর সে আস্থা হারাইয়া ফেলে, তথাকথিত 'সমাজ-বিরোধী' কার্যকলাপে লিগু হইয়া পড়ে; দারিদ্র্য দূর করার ''সহিংস' পথে চলিতে পারে। বলা হয় যে, ইহাই জার্মানী ইটালী প্রভৃতি দেশে ফ্যাদিবাদের উদ্ভবের কারণ।

বেকারি দূর হওয়া বা পূর্ণ কর্মসংস্থানের স্থফল অনেক। ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বজায় থাকে, অভাব দূর হয়। অভাব মোচন ও নিরাপত্তার
ফলে সমাজের ও সভ্যভার অগ্রগতি বা প্রগতি সম্ভবপর
পূর্ণ কর্মসংস্থানের ফফল
হয়। মাসুষ নিজের যোগ্যতা ও নৈপুণ্যের পুরস্কার
পাইয়া নিজেকে প্রকৃত মাসুষ বলিয়া মনে করে, নিজের ও অপরের প্রতি
সম্মান ও শ্রদ্ধা গড়িয়া ওঠে। সমাজে পরশ্রমজীবির সংখ্যা কমিয়া যায়।
গণতদ্বের প্রসার ঘটে, মোহ ও অন্ধতার পরিবর্তে যুক্তিভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়িয়া
উঠিতে সাহায্য করে।

বেকারি দূরীকরণের উপায় (Remedies of Unemployment)

বিভিন্ন ধরনের বেকারি দূর করিবার জন্ম বিভিন্ন প্রকার উপায় অবলখন করা যাইতে পারে। যেমন, কাঠামোজনিত বা যন্ত্রজনিত বেকারি দূর করার জন্ম কর্মবিনিময় কেন্দ্র (Employment Exchanges) স্থাপনের উদ্দেশ্য হইল বিভিন্ন স্থানে ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে চাকুরি সম্বন্ধে প্রমিকদের সংবাদ দেওয়া। সাম্য্রিকভাবে (casual) নিযুক্ত শ্রমিকদের স্থায়ী চাকুরির ব্যবস্থা করা দরকার। শিক্ষা বিস্তার, যাতায়াতের ব্যয় কমানো বা যাতায়াতের বিভিন্ন প্রকার স্থােগ স্থােগ শ্রমির দিয়া শ্রমিকের চলনশীলতা বৃদ্ধির চেষ্ঠা করা দরকার।

মরশুনী বেকারি (Seasonal Unemployment) দূর করার জন্ম শিল্পের সংগঠনে পরিবর্তন প্রয়োজন, যাহাতে এক শিল্পে প্রমিকের কার্যকাল শেষ ক্ওরার সঙ্গে সঙ্গে অন্ত শিল্পের কাজ স্থক্ষ হইতে পারে। ক্বামকদের জন্ম অন্যান্ত কুটির শিল্পের বন্দোবস্ত করা দরকার; ইহার ফলে বৎসরের কোন সময়ে তাহাদের অলস হইয়া বসিয়া থাকিতে হইবে না; আয় বৃদ্ধি হইবে, দেশে প্রাক্তর বেকারির পরিমাণ কমিবে। শিল্প প্রসারের গতিবৃদ্ধি করিয়। বিভিন্ন প্রকার কর্মনিয়োগের পরিমাণ বাড়াইলেও এই বেকারি কমিতে পারে।

বাণিজ্য চক্রজনিত বেকারি দূর করার উপায় হইল বাণিজ্য চক্র রোধ করা। আর্থিক পদ্ধতি, কর-সম্পর্কীয় বিভিন্ন পদ্ধতি এবং রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ বৃদ্ধির ছার এইরূপ বেকারি দূব করা যায়।

সামগ্রিকভাবে বেকারির স্তর কিভাবে কমান যায়, তাহার সম্বন্ধে ছুই প্রকার তত্ত্ব প্রচলিত আছে। ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের মতে, মজ্রির হার কমাইলেই প্রমিকের চাহিলা বাড়িয়া বাইবে এবং বেকারি দূর হইবে। কেইন্দের মতে, বেকারি দূর করার উপায় দেশে পূর্ণ কর্মসংস্থান প্রতিষ্ঠা করা। আর্থিক পদ্ধতিসমূহের দারা ব্যক্তিগত বিনিয়োগ ব্যয় বাড়ান, কর সম্পর্কীয় পদ্ধতিসমূহের দারা ভোগব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যয় বাড়ান, এবং রাষ্ট্রীয় ব্যয় বৃদ্ধির দারা সমাজে অধিক আয় স্পষ্টি করা – এই সকল পদ্ধতি দারা পূর্ণ কর্মসংস্থান প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে বেকারি দূর করা সম্ভব।

মজুরির হার ও বেকারি (Wages and Unemployment)

ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যে, দেশে কর্মসংস্থানের পরিমাণ নির্ভর করে শ্রমিকের যোগান, চাহিদা ও দামের উপর। তাঁহাদের মতে শ্রমিকের যোগান নির্ভর করে দেশে আসল মজুরির হারের উপর (supply of labour is a function of the rate of real wages)। শ্রমিকেরা শ্রমের যোগান দের

কিছু পরিমাণ খাছ বন্ত প্রভৃতি পাইবার উদ্দেশ্যে, অর্থাৎ
আদল মজ্বির
ভারদাম্য হার

নির্দিষ্ঠ আদল মজ্বির পাইলে তবেই শ্রমের যোগান হয়।
আবার বিশেষ কোন একটি ফার্মে শ্রমিকের জন্ত চাহিদা হয়
উৎপাদন-পরিমাণের দেই স্তবে, যেখানে আদল মজ্বির হার শ্রমিকের প্রান্তিক
নীট উৎপাদনের দমান। দমাজে নির্দিষ্ঠ আদল মজ্বির হারে দকল ফার্ম মিলিয়া
মোট যে পরিমাণ শ্রমিক নিয়োগ করে, তাহাই শ্রমিকের চাহিদা। এইক্লপে, দেশে
আদল মজ্বির হার শ্রমের চাহিদা ও যোগান উভয় দিকের মধ্যে সমতা
শাধন করে।

যদি কথনও বেকারি থাকে, তবে বুঝিতে হইবে যে, দেশে শ্রমের বাজারে ভারসাম্য নাই। এই অবস্থা দূর করার উপায় হইল বেকারি থাকিলে শ্রমিকদের কম হারে আসল মজ্রি লইতে রাজি করান। কম আখিক মজুরি কমাও
আসল মজুরির হারে শ্রমিকের চাহিদা বৃদ্ধি পায়, বেকার শ্রমিকের চাকুরি জুটে, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়। জিনিষপত্রের দাম কমান যায় না, কারণ মুনাফা কমিলে উৎপাদন কম হইবে, শ্রমিকের চাহিদাও ব্রাস্থা পাইবে। স্থতরাং আসল মজুরি কমাইবার উপায় হইল আর্থিক মজুরি ব্রাস্থা করা। আর্থিক মজুরি কমাইয়া দিলে দ্রব্যোৎপাদনের ব্যয় কমে, উহার দাম কমে, চাহিদা বাড়ে, বেশি শ্রমিকের দরকার হয়। ইহাই ক্লাসিকাল বেকারির তত্ত।

উপরের এইরূপ আলোচনা কেইনস্মানিয়া লইতে পারেন নাই। তাঁচার মতে, আসল মজুরির উপর শ্রমিকের যোগান নির্ভর করে, এই কথা বাস্তবে সভা নয়। ইহা সত্য হইলে আমরা দেখিতে পাইতাম যে, জিনিসপত্তের দাম অল্প একট বুদ্ধি পাইলেই (অর্থাৎ আসল মজুরি হ্রাস পাইলে) শ্রমিকেরা কাজ ছাড়িয়া দিত। কিন্তু তাহা ঘটে না। বরং আমরা দেখিতে পাই যে, আর্থিক মন্তুরির হার ক্মাইতে গেলে তাহারা তীব্রভাবে বাধা দেয়। তাই কেইনস আর্থিক মজুরি কমান বলিয়াছেন যে, শ্রমের যোগান আসল আয়ের উপর নির্ভর যায় কি না করে না; ইহা আর্থিক মজুরির উপর নির্ভরশীল। আর্থিক মজুরি বুদ্ধি পাইলে শ্রমিকের যোগান রেখা উপরে উঠে, কিন্তু এই রেখা নিচের দিকে অন্মনীয় (rigid downwards)। • ইহার কারণ হিসাবে কেইন্দ্ বলেন যে, আধুনিককালের সমাজে শুধু শ্রমিকদের মধ্যে কেন, সর্বসাধারণের মধ্যেই, টাকা সম্পর্কে এক ধরনের ভ্রান্তি বা মোহ আছে (Money ইহার অমুবিধা--illusion)। সকলেরই মনে হয়, যেন দ্রব্যসামগ্রীর হিসাবে

একটি টাকার মূল্য সকল সময় সমানই পাকে। আমরা ধরিয়া লই যে, একটি টাকা সব সময় একটি টাকারই সমান, ফিসারের ভাষায় বলা চলে, "আমরা লক্ষ্য করি না যে, ডলার বা টাকার যে কোন ইউনিটের মূল্য বাড়ে ও কমে, প্রসারিত হয় ও সংকুচিত হয়"। †

ভাহা ছাড়া কেইনসের মতে শ্রমিক শ্রেশীর হাতে এমন কোন পথ নাই যাহাতে তাহারা সংঘবদ্ধ ভাবে স্থানিদিট পরিমাণে সমাজের অবস্থাস্থায়ী প্রয়োজনমত আসল মজুরি কমাইবার জন্ম উভোক্তাদের সঙ্গে আপোব মীমাংসার প্রযুত্ত হততে পারে।

^{† &#}x27;A failure to perceive that the dollar or any other unit of money expands or shrinks in value.'

এই কারণেই, কেইন্দের মতে, যদি দেশে মজুরির হার কমাইয়া দেশের সামগ্রিক বেকারি (general unemployment) কমাইতে হয়, তবে আর্থিক য়জুরি সমান রাথিয়া, আসল মজুরির হার কমান বাঞ্নীয়। জিনিসপত্রের দাম

তাই কেইন্স বলেন দাম বাড়াইয়া আসল মজরি কমাও বাড়াইলে আসল মজুরি কমে, স্বতরাং সেই পথে অগ্রসর হইলে দেশে বেকারি হ্রাস পাইয়া কর্মসংস্থান বাড়িতে পারে। কেইন্সের ভাষায় বলা যায় 'শ্রমিকেরা সাধারণত আর্থিক মজুরি হ্রাস করাকে বাধা দেয়, কিস্তু জীবনধারণের উপযোগী

দ্রবাদামগ্রীর দাম বাড়িলেই তাহারা চাকুরি ছাড়িয়া দেয় না। * এইরূপ 'টাকার লান্ডির' (Money illusion) আরও কারণ আছে। শ্রমিকেরা নিশ্চয় বোঝে যে, জিনিসপত্রের দাম বাড়িলে তাহাদের আসল আয় কমে, তবুও তাহারা মনে করে উহা সামগ্রিক ব্যাপার, অন্তান্ত শিল্পের শ্রমিকদেরও একই অবস্থা। অন্তান্তদের সঙ্গে তুলনায় নিজেদের অবস্থাতে কোনরূপ পরিবর্তন আসিল না, তাই তাহারা ইহাতে ততটা তীত্র আপন্তি করে না। তাহারা ইহাও জানে যে, বিশেষ কোন শিল্পে আর্থিক মজুরি কমাইলে ধর্মঘট, আন্দোলন প্রভৃতির সাহায্যে উহা ঠেকান যায়, কারণ দেখানে স্পষ্টভাবে মালিকপক্ষই প্রধান বিরোধী শক্তি। কিন্তু আসল মজুরি হ্রাস পাইলে এইক্লপ কোন প্রত্যক্ষ বিরোধীপক্ষ পাওয়া যায় না, শ্রমিকেরা মনে করে যে, উহা সামগ্রিক ভাবে অর্থ নৈতিক নিয়নের কার্যকারিতার ফল।

আংশিক ভারসাম্যের বিশ্লেষণ। চাহিদার তুলনায় যোগান বেশি থাকিলে দাম
কমে এবং এই নৃতন কম দামে চাহিদা বাড়িয়া যোগানের সঙ্গে সমান হইবা পড়ে,
এইরূপ বিশ্লেষণ পৃথকভাবে কোন একটি দ্রব্যের বাজারে সম্ভবপর। কিন্তু
সামগ্রিক বা সমষ্টিগত দৃষ্টিতে ইহা সঠিক হইতে পারে না।
সকলে একত্রে আর্ধিক বাঁহারা এইরূপ পথ অবলম্বনের কথা বলেন, তাঁহারা
মন্ত্রি কমাইলে
প্রত্যেক্রেই সংকট কার্যকরী চাহিদার উপর দেশের সামগ্রিক মজুরি-ছাসের কি
দেখা দিবে প্রভাব পড়িতে পারে, সেই কথা চিন্তা করেন না।
দেশের সকল শিল্পে একসলে মজুরি হ্রাস করিলে লোকের হাতে ক্রেয়শক্তি
ইাস পাওয়ায় সকল দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা কমিয়া গেন, জিনিসপত্র অবিক্রীত

তাহা ছাড়া, আর্থিক মজুরি হ্রাস করিলে বেকারি কমিবে, এই ধারণা একান্তই

^{* &}quot;Whilst workers will usually resist a reduction of money wages, it is not their practice to withdraw their labour whenever there is a rise in the Price of wage-goods." Keynes, General Theory. P. 9.

রহিয়া গেল, সকল শিক্সেই কর্মনিয়োগ নিশ্চয় ব্রাস পাইবে। মজুরি হাসের কলে কার্যকরী চাহিদা কমিয়া যাওয়ায় আয় ও কর্মসংস্থান গুর নিচুতে নামিয়া যাইবে।

স্থতরাং দেখা গেল যে, মজুবি-ফ্রাসের ফল কর্মসংস্থানের উপর প্রভাব বিভাব করে কার্যকরী চাহিদাকে প্রভাবিত করিয়া। কার্যকরী চাহিদা প্রভাবিত হয় তিনটি বিষয়ে পরিবর্তনের দ্বারা— ভোগপ্রবর্ণতা, স্থাদের হার এবং মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা। মজুরি-ফ্রাসের ফল এই সকল শক্তিশুলিকে কার্যকরী চাহিদার করিলে তবেই বলা চলে ইহা কার্যকরী চাহিদার মাধ্যমে কর্মসংস্থানের উপর কতটা ও কোন্দিকে প্রভাব বিস্তার করিবে।

ইহাদের প্রথমটি আলোচনা করা যাউক। আর্থিক মন্ত্রি কমাইলে দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনের ব্যয় কিছুটা কমিবে (কভটা কমিবে ভাহা নির্জ্ করে মোট উৎপাদনব্যয়ের মধ্যে মোট মন্ত্রির অন্থপাত এবং যোগানের অবস্থার উপর); ফলে জিনিসপত্রের দাম কিছুটা কমিতে পারে। এই অবস্থায় যাহাদের আর্থিক আয় কমে নাই, সেই শ্রেণীর হাতে তুলনামূলকভাবে আসল ভোগ প্রবশতা হ্রাস আয় বেশি চলিয়া গেল। ব্যবসায়ী বা ধনিকশ্রেণীর হাতে দেশের আসল আয় যদি একটু বেশি যায়, তবে গড় ভোগপ্রবণতা হ্রাস পাইবে, কারণ ধনীব্যক্তিরা আয়ের বেশি অংশ ভোগব্যয় করে না।

দিতীয়ত, উছোজ্ঞারা যদি মনে করে যে, বর্তমানে আর্থিক মন্তুরি কমিলেও ভবিশ্বতে শীঅই উহা বাড়িবে ছবে মূলখনের প্রান্তিক কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাইবে এবং কর্মসংস্থান বাড়িয়া যাইবে। তাহা ছাড়া, ভবিশ্বতে মূলখনের প্রান্তিক কার্য- মন্তুরি, ব্যয়, দাম সকল কিছু বাড়িবে, এইরূপ ধারণা প্রনিশ্চত প্রকল হওয়ায় লোকে এখনই বেশি জিনিষপত্র কিনিতে পারিবে, ভোগপ্রবণতাও কিছুটা বাড়িতে পারে। অপরপক্ষে, যদি আর্থিক মন্তুরির হ্রাস দেখিয়া উল্লোক্তারা মনে করে ভবিশ্বতে ইহা আরও কমিবে, ভবে মূলখনের প্রান্তিক কার্যকারিতা বর্তমানে বৃদ্ধি না পাওয়ারই সম্মাবনা।

তৃতীয়ত, দেশে সাধারণ মন্ধুরি-দ্রাসের ফলে শ্রমিকশ্রেণী ও অক্সাষ্ট

জনেকের আয় কম হইবে, তাহারা লেনদেন ও সাবধানতার অভিপ্রায়ে হাতে
কম টাকা রাখিবে। ইহাতে ক্লের হার কমিয়া যাইবার
স্থাবনা, ফলে বিনিয়োগ বাড়িতে পারে। কিস্তু ক্লের হার
কমাইবার জন্য নমনীয় আর্থিক নীতি' গ্রহণ করা উচিত নয়। ইহার

তিনটি কারণ আছে। (ক) শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে বিপুল অসন্তোষ দেখা দিতে পারে।
(খ) সামাজিক স্থায়বিচারের দিকে তাকাইয়া ইহা বলা চলে যে, মজুরি হ্রাস করা
উচিত নয়। কারণ ইহাতে তুলনামূলক ভাবে অপরাপর শ্রেণীর সহিত শ্রমিকশ্রেণীর
জীবনযাত্রার মানে ব্যবধান ও বৈষম্য আরও বাড়াইয়া তুলিবে। (গ) স্থদের হার
কমিলে, পূর্বের সরকারী ঋণগুলির ভার (burden of public debt) বৃদ্ধি পায়,
ইহা আমরা জানি। মজুরি-হ্রাস করিয়া দেশের অধিকাংশ লোকের আয় কমাইয়া
তাহাদেরই উপর হইতে কর আদায় করিয়া এই ঋণ পরিশোধ করা স্থবিবেচনার কাজ
বলা চলে না। টাকার যোগান বৃদ্ধির নীতি ইহার তুলনায় অধিকতর গ্রহণযোগ্য,
কারণ তাহাতে জনসাধারণের উপর চাপ কম পড়িবার সম্ভাবনা।

পূৰ্ণ কৰ্মসংস্থান (Full Employment) :

আধুনিক কালে প্রায় সকল রাষ্ট্রেরই অর্থ নৈতিক লক্ষ্য হইল বেকারি দ্র করা এবং পূর্ণ কর্মসংস্থান প্রতিষ্ঠা করা। বিংশ শতাব্দীর দিতীয় দশকে সমগ্র পৃথিবীতে শিল্পোল্লত সকল দেশেই অর্থ নৈতিক সংকট ও বেকারি দেখা দিয়াছিল, ধনবিজ্ঞানের তত্ত্ব এই সংকটের কারণ ও উৎস খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্ম নৃতন দৃষ্টিভঙ্গীতে অগ্রসর হইয়াছে। ''কল্যাণ রাষ্ট্রের' ধারণা স্প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, বেকারি দ্ব করিয়া সমাজকে পূর্ণসংস্থান স্তরে পৌছান রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান কর্তব্য বলিয়া গণ্য হইতেছে।

পূর্ণ কর্মসংস্থান বলিলে দেশের আপামর সকল জনসাধারণের কর্মে নিযুক্ত থাকা বুঝায় না। স্বেচ্ছামূলক বেকারি; সংঘাতজনিত বেকারি; দেশের সামাজিক রীতিনীতি ও প্রথাজনিত বেকারি (স্ত্রীলোকদের চাকুরী সংক্রান্ত

পূর্ণ কর্মসংস্থান কাহাকে বলে

পূর্ণ কর্মসংস্থান কাহাকে বলে

প্রতিষ্ঠানসমূহের নিয়ম-কাহাকে বলে

কামুন জনিত বেকারি (দৈনিক শ্রমের সময়, চাকুরি হইতে অবসর গ্রহণের নিয়ম, নিয়তম শিক্ষার বয়স প্রভৃতি);

নিয়োগের অযোগ্যতাজনিত বেকারি (বৃদ্ধ, শিশু, রূগ বা অক্সন্থ প্রভৃতি)—
এই সকল কারণে কিছু লোক সর্বদাই দেশে বেকার থাকিবে। পূর্ণ কর্মসংস্থান

বলিলে বোঝা যায় যে, অনিচ্ছামূলক বেকারি নাই, প্রচলিত মন্ত্রির হারে যাঁহার কর্মে নিযুক্ত হইতে ইচ্ছুক তাঁহারা মোটামূটি ভাবে সকলই কর্মে নিযুক্ত আছেন।*

উনবিংশ শতান্ধীর ক্লাসিলাল ধনবিজ্ঞান মোটামূটি এই ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল যে, সমাজে সর্বদাই পূর্ণ কর্মসংস্থান রহিয়াছে। তাঁহারা ধরিয়া লইয়াছিলেন অবাধ প্রতিযোগিতার ফলে আপনা আপনি পূর্ণ কর্মসংস্থান প্রতিষ্ঠিত হইবে। ধনবিজ্ঞানী খ্যে (Say) র্ফাসিকাল ধারণা বিণিত নিয়ম অসুযায়ী যোগান নিজেই নিজের চাহিদা স্থি করে; শ্রামিকের যোগান বাড়িলে মজুরির হার কমিয়া শ্রামিকের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবেই। তাঁহাদের মতে বেকারি তথনই থাকা সম্ভব যদি শ্রামিক তাহাব উৎপাদন ক্ষমতা বা বাজারে প্রচলিত মজুরির হার হইতে বেশি মজুরি দাবি করে। একচেটিয়ামূলক শ্রামিক সংঘের চাপে মজুরি হার অধিক থাকিলে, তাই বেকাবি অধিক হইবার সম্রাবনা।

আধুনিক ধনবিজ্ঞানীগণের, বিশেষ করিয়া কেইন্স্ ও তাঁহার অনুগামীগণের
মতে, সমাজ সাধারণত পূর্ণ কর্মসংস্থানের স্তরে সর্বদা অবস্থান করে না;
বা এই ধরনের সময় ছাড়া সকল দেশেই অনিচ্ছামূলক বেকারি
আছে, সকল দেশই অপূর্ণ কর্মসংস্থানের স্তরে রহিয়াছে।
পূর্ণ কর্মসংস্থানের স্তরে পৌছান এবং সেই স্তরে ইহাকে রক্ষা করা – ইহাই রাউই
অর্থ নৈতিক নীতির লক্ষ্য।

কি কারণে সমাজ পূর্ণ কর্মসংস্থানের ভারসাম্যাবস্থার (Full Employment Equilibrium) নাই ; পূর্ণ কর্মসংস্থানের স্তর হইতে বিচ্যুতির (Lapses from Full Employment) কারণ কি ? ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানের যুক্তি হইল যে শ্রামিকগণ কর্তৃক ক্লামিভাবে বাড়াইয়া রাখা মজুরির স্তর-ই পূর্ণ কর্মসাস্থান হইতে বিচ্তির কারণ ইহার কারণ। আধুনিক ধনবিজ্ঞান তাহা স্থীকার করে না। কেইন্সের মতে ইহার কারণ হইল, সমাজে মোল ব্যুয়ের পরিমাণ এত বেশি নহে যাহাতে সকল শ্রামিককে কর্মে নিযুক্ত রাখ

পূর্ণ কর্মসংগ্রান লক্ষ্যের মধ্যে নিছক পরিমাণগত তাবে কর্মনিয়াগের আদর্শ আছে তাং
নহে, জীবন বাত্রার মান উন্নত করা, বর্ধিত আয়ন্তরে বাধীন স্থা জীবন নিয়াপতার সহিত বাপ
করার ধারণাও ইহার অন্তর্ভুক্ত। প্রাচীন কালের দাস-সমাজেও পূর্ণকর্মসংস্থান ছিল; আধুনি
কালেরফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রেও অপ্রচুর পারিশ্রিমিকে পূর্ণ কর্মনিয়োগ দেখা বিয়াছে। অভাব ও উপবা
হইতে মৃত্তি, ভবিদ্বাতের গভীর অনিক্রমতা হইতে মৃত্তি নিজের ঝোঁক অনুবারী যোগ্যতা
দক্ষতার পূর্ণ ব্যবহারের স্থোগ স্থবিধা পাওয়া—এই সকল মিলিয়া পূর্ণ কর্মসংস্থানকে নিছ
আর্থ নৈতিক লক্ষ্য হইতে উন্নততর এক সামাজিক আদর্শে পরিণত করিয়াছে।

যায়। দেশের কার্যকরী চাহিদার পরিমাণ কম, তাই শ্রমিক-নিয়োগের পরিমাণও কম। এই কার্যকরী চাহিদা নির্ভর করে সমাজে মোট ব্যয়ের উপর। সমাজের মোট ব্যয়কে ছুই ভাবে ভাগ করা চলে, ভোগব্যয় ও বিনিয়োগব্যয়। সমাজের ও আয়স্তরের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ভোগ-ব্যয়ের পরিমাণ বিশেষ বৃদ্ধি পায় না, স্বতরাং যদি বিনিয়োগ-ব্যয় বৃদ্ধি করা না হয়, তবে সমাজের মোট আয়, ব্যয় এবং কার্যকরী চাহিদা কমিয়া যাইবে।

কি ভাবে সমাজ পূর্ণ কর্মসংস্থান স্তরে পৌছিতে পারে । শ্রমিকদের দারা উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বাড়াইতে পারিলে তাহাদের কর্মনিয়োগ বাড়িবে। ইহার জন্ত সমাজে মোট ব্যয় বাড়াইতে হইবে, অর্থাৎ ভোগ্য পূর্ণ কর্ম সংস্থানে পৌছিবার তিনটি পথ শ্রমের দক্ষণ ব্যয় এবং বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে ব্যয়, এই উভয় প্রকার তিনটি পথ ভাজাকাণ এবং সরকার। স্বতরাং, পূর্ণ কর্মসংস্থানে পৌছিবার তিনটি পথ ভোগব্যয় বাড়ানো, ব্যক্তিগত বিনিয়োগ ব্যয় বাড়ানো, এবং সরকারী ভোগ ও বিনিয়োগ-বয় বাড়ানো।

ভোগদ্রেরের উপর ব্যয় বাড়াইবার প্রধান উপায় হইল কম ভোগ প্রবণতাসম্পন্ন ধনী শ্রেণীর উপর প্রত্যক্ষ কর আরোপ করিয়া বা প্রত্যক্ষ করসমূহের হার
বৃদ্ধি করিয়া রাজস্ব বাড়াইয়া বেকার ভাতা, সামাজিক বীমা, অস্ক্ষতার বীমা,
বার্ধক্যে পেনসন প্রভৃতির মাধ্যমে সেই অর্থ গরীব শ্রেণীর
ভোগবায় বৃদ্ধির উপায়
সমূহ
একই সলে, এই উদ্দেশ্যে, পরোক্ষহারের পরিমাণ ও হার
ক্মাইয়া দিলে ভোগবায় বাড়িয়া ঘাইতে পাবে। এই পদ্ধতি গ্রহণের সময়ে লক্ষ্য

কমাইয়া দিলে ভোগব্যয় বাড়িয়া যাইতে পারে। এই পদ্ধতি গ্রহণের সময়ে লক্ষ্য রাথিতে হইবে যে প্রত্যক্ষ করের হার বাড়াইলে ব্যক্তিগত বিনিয়োগ কমে কি না। তাই প্রত্যক্ষ করের হার বৃদ্ধি করিয়া আয়ের পুনর্বন্টন করিবার সময়ে যাহাতে ব্যক্তিগত উট্টোক্তাদের বিনিয়োগের উৎসাহ ও প্রেরণা না কমে এইজন্ম বিশেষ ধরনের স্থবিধা দেওয়ার বল্দোবস্ত রাথিতে হইবে, যেমন ব্যবসায়-লব্ধ আয় পুনর্বিনিয়োগ হইলে কর দিতে হইবে না, অথবা করের হার কম হইবে, মূলধনের ক্ষয়ক্ষতি পুরণের উদ্দেশ্যে আয়ের অধিক অংশ জমা রাথিতে পারিবে।

ব্যক্তিগত বিনিয়োগ-বৃদ্ধির প্রধান পদ্ধতি হইল স্থদের হার কমাইয়া রাখা

এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধি করিলে আয়কর বা অন্যান্ত প্রত্যক্ষ কর

ব্যক্তিগত বিনিয়োগ

বৃদ্ধির উপায়সমূহ

ইইতে উন্মোক্তাদের কিছুটা রেহাই দেওয়া। কিন্তু এই

পদ্ধতির সর্বাপেক্ষা বৃহৎ অস্থবিধা হইল ব্যক্তিগত
বিনিয়োগকারীরা এক্কপ নিরুৎসাহী অবস্থায় থাকিতে পারে যে, কম স্থদের হার বা

কম আয়করের হার কিছুতেই বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধিতে তাহাদের উৎসাহিত করিতেছে না।

স্থতরাং, প্রধান পদ্ধতি হইল সরকারী ব্যয় বাড়ান। রাট্ট বা জনপ্রতিষ্ঠান-সমূহ যদি বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে অর্থাৎ রাস্তা ঘাট, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল প্রভৃতি

সরকারী বিনিরোগ বৃদ্ধির উপায়সমূহ হৈবে, কর্মসংস্থানও বাড়িয়া যাইবে। সরকারী বিনিয়োগের বৃদ্ধি যাহাতে ব্যক্তিগত বিনিয়োগের পরিমাণ সংকুচিত করিতে

না পারে, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে সরকার ছুই উপাযে টাকা সংগ্রহ করিতে পারে: (ক) কর বৃদ্ধি এবং (খ) ঋণবৃদ্ধি। প্রভাক্ষকরের যতথানি বৃদ্ধি ব্যক্তিগতকে বিনিয়োগ নিরুৎসাহ করিবে না সেই পরিমাণ টাকা করবৃদ্ধি ভারা উঠানো হইবে; আরও অধিক টাকার প্রয়োজনে সরকার ঋণ করিবে। জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণ করিলে ব্যক্তিগত

বিনিয়োগের জন্ম অর্থ কমিয়া যাইবে, ভোগব্যমণ্ড কিছুটা শংকুচিত হইতে চাহিবে। স্থতরাং তাহা না করিয়া রাই প্রধানত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সাহায্যে নৃতন টাকা স্থাষ্ট করিয়া (Deficit Financing) বাজেট-ঘাট্তি পদ্ধতির দারা সরকারী বিনিয়োগ বাড়াইয়া দিবে। নৃতন টাকা স্থাষ্টি করিয়া সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি করাকে বিনা স্থাদে টাকা সংগ্রাঙ্কের পদ্ধতি (Interest-free financing) বলে, কারণ এই টাকার জন্ম রাইকে কোন স্থদ দিতে হয় না।

ঘাট তি ব্যয়ের দ্বারা টাকা সংগ্রহ করিয়া বিনিয়োগ করিলে যাহাতে দ্রুত কর্মগংস্থান বাড়িতে পারে, এই জন্ত, (ক) শ্রমিকের চলনঘাট্তি ব্যয় পদ্ধতির শীলতা বাড়াইতে হইবে, ইহাতে শ্রমিকগণ দ্রুত কর্মে নিযুক্ত
আমুবলিক ব্যবস্থা
হইতে পারে (খ) নৃতন শিল্পের স্থান নির্বাচন (Location)
সঠিকভাবে করিতে হইবে। (গ) পরিকল্পিতরূপে সরকারী উন্নয়নমূলক নির্মাণকার্য (Public Works) স্কল্প করিতে হইবে।

ঘাট্তি ব্যয়ের নীতির বিরুদ্ধে প্রধান বক্তব্য হইল, (ক) ইহার ফলে
মূদ্রাক্ষীতির সম্ভাবনা প্রবল, কারণ কার্যকরী চাহিদার বৃদ্ধি প্রম ও উপকরণেব
ছ্প্রাপ্যতা স্পষ্ট করিতে পারে। অনুগত দেশসমূহে ঘাট্তিব্যয়ের বৃদ্ধি সমাজে
অধিক আয় স্পষ্ট করিবে, কিন্ত মূলধনী দ্রব্যের অভাবের দরুণ দ্রব্যসামগ্রীব
উৎপাদন বাড়ানো যায় না. বিলিয়া টাকার পরিমাণ বাড়াইলে দামন্তর বাড়াইয়া
দিবে। স্বতরাং সকল দেশেই শিল্পপ্রসারের প্রথম দিকে পূর্ণকর্মসংস্থান

বার্থ নৈতিক নীতি ও পরিকল্পনার কক্ষ্য হইতে পারে না। প্রথমে দ্রুত শিল্পন্যারণের চেষ্টা করিতে হইবে, মূলধনী দ্রব্যাদি প্রস্তুতের হার পুরই বাড়াইয়া দিতে হইবে, (যেমন ভারতের দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনা)। (খ) তাহা ছাড়া, ঘাট্তি বায়ের বৃদ্ধি ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীদের মনে নির্ক্তপাহ ঘাটতি বায়ের অস্থবিধা সঞ্চার করিতে পারে, তাহারা ভবিষ্যুৎ করের ভয়ে মূল্রাম্পীতির ভয়ে বা সংকটের ভয়ে ভীত হইয়া পড়িতে পারে, (গ) সরকারী ঝণের পরিমাণ বৃদ্ধির বহু প্রকার বিপদ আছে, ফদ প্রদান, আসল পরিশোধ, বিশেষত ক্রমবর্ধমান ঋণ-ব্যবস্থার সঠিক পরিচালনা সকল বিষয়েই ইহা অনেক প্রকার অস্থবিধার স্টেকরে। অসুল্লভ দেশ ও পূর্ণকর্মসংস্থান ভল্ব (Underdeveloped countries Full Employment Theory):

অসুয়ত দেশসমূহ গোনত ক্ববি-প্রধান, মূলধনী সামগ্রীর পরিমাণ কম, যন্ত্র সম্পর্কীয় জ্ঞানের স্তর খুবই নিচুতে। দিতীয়ত, মালিকের নিকট মজ্রির বিনিময়ে চাকুরি করে এইরূপ শ্রমিকের সংখ্যা তুলনামূলক ভাবে কম, অধকাংশ জনসাধারণই শ্বয়ং-নিযুক্ত, নিজেই নিজের কর্ম-কাঠামোগত বৈশিষ্ট্র সংস্থানের ব্যবস্থা করে। তৃতীয়ত, জাতীয় উৎপত্রের একটি বিশেষ বড় অংশ বাজারে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে উৎপন্ন হয় না, উৎপাদকগণ নিজেরা ভোগের উদ্দেশ্যেই উৎপাদন করে। এইরূপ অবস্থায় শুণকের নীতি উঃত দেশ-সমূহের স্থায় সহজে কার্থকরী হয় না।

বিনিয়াগের বৃদ্ধি প্রথমে আয় ও কর্মসংস্থান বাড়ায়, তাহার পরবর্তী তরে
সেই আয় ভোগব্যয়ের মারফৎ নৃতন আয় ও কর্মসংস্থান বাড়াইয়া দেয়। ছিতীয়
তরের আয় পুনরায় ভোগায়েরে ব্যয়িত হয় এবং এইভাবে আয় ও কর্মসংস্থান
বাড়িয়া প্রথম বারের-বর্ষিত আয় ও কর্মসংস্থান স্থাকের আয়তন— এই পর্যন্ত
বাড়িবে। কিন্তু অসুয়ত দেশে ছিতীয়, তৃতীয় বা পরবর্তী তরসমূহের ভোগবয়য়
বৃদ্ধি অর্থাৎ প্রাথমিক তরের আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির পরবর্তী তরসমূহে উহাদের
আয়ও বৃদ্ধির পথে বহু বাধা থাকে। যদিও এইরূপ দেশে প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা
থাকে পুর বেশি এবং তত্তাস্থায়ী গুণকের আয়তন পুরই বড় হওয়া উচিত, কিন্ত
বাত্তবে তাহা হয় না। ইহার প্রধান কারণ হইল এইরূপ
ফণক ও ছয়ক উভয়ই দেশে আয়-বৃদ্ধি প্রধান ভোগায়্রর ইৎপাদন ও যোগান
স্ক্রকালে অন্থিতিত্বাপক আয় অসুয়ত দেশগুলিতে প্রধানত প্রবৃতির থেয়ালেই

কৃষির উৎপাদনে ব্রাদ বৃদ্ধি ঘটে। তাহা ছাড়া উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি না থাকার ক্রমপ্রাদমান প্রতিদানের নিম্নম কার্যকরী হইতে পারে। আর ক্রমিজাত দ্রব্যের দাম বাড়িলে ক্রমকের অলসতা বাড়িয়া যাওয়ায় উৎপাদনের পরিমাণ কমিয়া যাইতেও পারে।

খাছ দ্রব্যের চাহিলা বৃদ্ধি পাইলে (ক্রমিজাত দ্রব্যের উৎপাদন সমান থাকার) দাম বাড়িবে এবং ফলে ক্রমক শ্রেণী ব্যতীত অন্তান্ত শ্রেণীকে বেশি দাম দিযা খাছাদি ক্রের করিতে হইবে : কিন্তু ক্রমকের সঞ্চয়-প্রবণতা বেশি থাকায়, অন্তান্ত ক্রের (sector) আয় বৃদ্ধির স্ববিধা পাইবে খুবই কম। ক্রমকেরা শিল্পজাত দ্রব্য ক্রের করিলেও শিল্পের উৎপাদন বাড়ানো এইরূপ দেশে সহজ নহে, তাই আয় বৃদ্ধি হুইলে উৎপাদন ও কর্মসংস্থান না বাড়িতেও পারে।

প্রচ্ছন্ন বেকারি (Disguised unemployment) পাকাতেও গুণক ও ছরকের প্রভাবের গতি ভিন্নরূপ দাঁড়ায়। অনিচ্ছাত্বত বেকারির বদলে প্রচ্ছের বেকারি পাকায় বিনিয়োগে প্রাথমিক বৃদ্ধি প্রচ্ছের বেকারদের আয় বাড়াইলে উহা দিতীয়, তৃতীয় ও পরবর্তী স্তরের কর্মসংস্থান ও আয় বাড়াইতে পারে না। তাহা ছাড়া এইরূপ চলৃতি মন্থুরির হারে অক্তন্ম চাকুরি করিবার কোন প্রেরণা তাহাদের মধ্যে দেখা যায় না। দেশ এক ধরনের "তথাক্থিত" পূর্ণ কর্মসংস্থান-এর স্থারে থাকে; বিনিয়োগ বৃদ্ধি প্রধানত, মুদ্রাক্ষীতি-ই ঘটায়।

अनुनैननी

- 1. Discuss the principal types of unemployment in modern society and suggest some remedies for the mitigation of unemployment.
- 2. Analyse the different types of unemployment and what are their causes?
 - 3. How is the level of Employment determined in a country?
 - 4. What factors determine the volume of Employment in a country?
- 5. What is full Employment? What are the causes of lapses from Full Employment and how to achieve full employment in a free society?
- 6. Discuss the implications of Keynesian theories in underdeveloped countries.

আয় ও কর্মদংস্থানের তত্ত্ব

Theory of Income and Employment

1930 সাল পর্যন্ত অধিকাংশ ধনবিজ্ঞানীদের ধাবণা ছিল যে, দেশে সাধাবণ বেকারি থাকিতে পারে না। তাঁহাবা ধবিযা লইযাছিলেন যে, সমাজে সর্বদা পূর্ণকর্মসংস্থান বজায আছে। এই কারণেই 'ক্লাসিকাল' ধনবিজ্ঞানীরা কর্মসংস্থানেব সাধারণ তার নির্ধারণকারী বিষয়গুলিকে আলোচনা করাব প্রযোজন মনে কবেন নাই। তাঁহাদেব এই চিন্তা প্রকৃতভাবে রূপ পাইযাছিল 'বাজাব সম্বন্ধীয় স্থে-ব নিয়ম'-এর মধ্যে (Say's Law of Markets)। এই 'নিয়ম' হইতেই ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের ধারণা স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইতেছে। স্থে বলিযাছিলেন যে, 'যোগানই নিজের চাহিদা স্থান্ট করে' (Supply creates its own demand)। ইহার অর্থ হইল সমাজে সাধাবণ উৎপাদনাধিক্য বা বাড়্তি উৎপাদন (General over-production) সম্ভব নয়।

জংপাদন (General over-production) সম্ভব ন্য।
ক্লাসিকাল ধারণা:
ক্লান একটি বিশেষ শিল্পদ্রব্যেব জন্ম চাহিদা হঠাৎ কম
সামগ্রিক
অধিকোৎপাদন হইতে পারে, বা চাহিদাব তুলনায উৎপাদন ও যোগান বেশি
সম্ভব নম
হইতে পারে, তাহা স্বীকাব কবিতে তাঁহাদেব আপত্তি নাই।

কিন্তু সাধারণভাবে বা সামগ্রিকভাবে সকল দ্রব্য সামগ্রীব জন্ম চাহিদা নাই বা উহাদের বাড়ুভি উৎপাদন হইয়াছে ইহা কিন্ধপে স্বীকাব কবা যায়। জেম্দ্ মিল (James Mill) বলিয়াছেন 'উৎপাদনেব সঙ্গে সঙ্গেই ভোগেব প্রসাব ঘটে' (consumption is coextensive with production); তাঁহার মতে 'চাহিদাব এবমাত্র কারণই হইল উৎপাদন, একই সমযে এবং সমান পরিমাণ চাহিদা স্থিটি না করিয়া ইহা কথনও যোগানের ব্যবস্থা করে না'; "বাৎসবিক উৎপত্রের পরিমাণ যাহাই হউক না কেন, ইহা বাৎসরিক চাহিদাব পরিমাণকৈ কথনই ছাড়াইয়া যাইতে পারে না।'। রিকার্ডোও বলিয়াছেন,

^{* &#}x27;Production is the cause, and the sole cause of demand. It never furnishes supply without furnishing demand, both at the same time and both to an equal extent.'

^{† &#}x27;Whatever the amount of annual produce it can never exced the amount of the annual demand.'

'একটি জাতির দিক হইতে দেখিতে গেলে, যোগান কখনই চাহিদাকে ছাপাইয়া যাইতে পারে না'। ('in reference to a nation, supply can never exceed demand')।

1848 সালে প্রকাশিত জন স্টুয়ার্ট মিলের Principles of Political Economy গ্রন্থেও আমরা ইহা দেখিতে পাই। দেশের সমগ্র চাহিদা হঠাং কমিয়া গিয়া উৎপাদনের আধিক্য এবং বেকারি ঘটাইতে পারে। বিরুদ্ধে মিল বহুপ্রকার যুক্তির অবতারণা করিয়াছিলেন। তিনি বলেন "লেনদেনের মাধ্যমের অভাবের দরুণ সকল প্রকার দ্রব্যসামগ্রীর জন্ম চাহিদার ঘাট্তি দেখা দিয়াছে, ইহা কি সম্ভব ? ঘাঁহারা এইক্লপ মনে কেন তাহাদের এইরূপ করেন, তাঁহারা বিচার করেন নাই যে, দ্বগোমগ্রীর লেন-ধাবণা হইয়াছিল দেনের মাধ্যম কি লইয়া গঠিত হয়। এই মাধ্যম হইল দ্রব্য-সামগ্রী। প্রতিটি ব্যক্তির ক্ষেত্রেই অন্ত ব্যক্তির উৎপন্ন দ্রব্যের জন্ম দাম দিবার মাধাম হইল তাহার নিজস্ব দ্রব্যসামগ্রী। দকল বিক্রেতা নিশ্চরই ক্রেতা, শব্দণত বা সংজ্ঞাগত দিক হইতেও ইহারা একই। যদি দেশটির উৎপাদন ক্ষমতা আমরা ৰিশুণ করিতে চাই তবে সকল বাজারেই জিনিসপত্তের পরিমাণ আমাদের দ্বিশুণ করিয়া তুলিতে হইবে, অর্থাৎ ইহার ফলে একই সঙ্গে ক্রেয় শক্তির পরিমাণও আমরা দ্বিগুণ করিয়া ফেলিতেছি। দ্বিগুণ চাহিদার সঙ্গে সঙ্গে প্রভাবেকই দ্বিগুণ যোগান বাজারে লইয়া আদিবে; প্রত্যেকেই পূর্বাপেক্ষা দ্বিগুণ কিনিতে পারিবে, কারণ বিনিময়ে দিবার মত প্রত্যেকেরই দ্বিগুণ জিনিষপত্র আছে।ইহা সম্পূর্ণ অকল্পনীয় যে, দকল দ্রব্যেরই মূল্য ব্রাদ পাইয়াছে এবং ফলে দকদ উৎপাদক উপযুক্ত পরিমাণ পারিশ্রমিক পাইতেছে না।"◆

-Book III, Section 2, Chapter XIV.

^{* &}quot;is it...possible that there should be a deficiency of demand for all commodities, for want of the means of payment? Those who think so cannot have considered what it is which constitutes the means of payment for commodities. It is simply commodies. Each person's means of paying for the productions of other people consists of those which he himself possesses, All sellers are inevitably and ex vi termini buyers. Could we suddenly double the productive powers of the country we should double the supply of commodities in every market, but we should by the same stroke double the purchasing power. Every one would bring or double demand as well as double supply: everybody would be able to buy twice as much because everybody would have twice as much to offer in exchange...... It is a sheer absurdity that all things should fall in value and that all producers should, in consequence, be insufficiently remunerated."

অবশ্য সেই যুগেও ফ্লাসিকাল লেখকদের এই মতের বিরুদ্ধে কোন কোন প্রবিজ্ঞানী সামগ্রিকভাবে উৎপাদনের আধিক্যের কথা ঘোষণা করিয়াছিলেন। ম্যালথাস্ রিকার্ডোকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, দেশে চাহিদা কম থাকার দরুণ বেকারি ঘটিতে পারে। কিন্তু তাঁহার এই মত তথন গৃহীত হয় নাই। কেইনুস বলিভেছেন, "রিকার্ডোর এই মতবাদ যে, দেশে কার্যকরী চাহিদার (Effective demand) ঘাটুতি হওয়া অসম্ভব, ইহাকে ম্যাল্থাস তীত্র ভাবে বাধা দিয়াছিলেন, কিন্তু সফলকাম হন নাই। ইহার কারণ হইল ম্যালথাস্ স্পষ্টভাবে বুঝাইতে পারেন নাই কিন্ধপে ও কেন কার্যকরী চাহিদার ঘাটুতি বা বাড়্তি দেখা দেয়, ফলে তিনি বিকল্প কোন ন্যাল্থাস ও রিকার্ডোর কাঠামো দাঁড় করাইতে অক্ষম হইয়াছিলেন; এবং পবিত্র মধ্যে মতবিরোধ চিল খুষ্টধর্ম যেমন স্পেন জয় করিয়াছিল, রিকার্ডোও তেমনি ইংল্ণ্ডে নিরক্ষণ আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। সহরের লোকজন, রাজনীতিক ও পণ্ডিত ব্যক্তিরা সকলে তাঁহার মত কেবল মাত্র গ্রহণ করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। বিরোধের অবসান হইল ; অপর দৃষ্টিভংগী সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইল ; কোন আলোচনার মধ্যেও ইহা আর প্রবেশ করিল না। কার্যকরী চাহিদার এই গুরুত্বপূর্ণ জটিল ধাঁধা. ম্যাল্থাস্ যাহা লইয়া সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ইহা ধনবিজ্ঞান শাস্ত্র হইতে অবলুপ্ত হইয়া গেল।"*

সামগ্রিক যোগান ও সামগ্রিক চাহিদা (Aggregate Supply and Aggregate Demand)

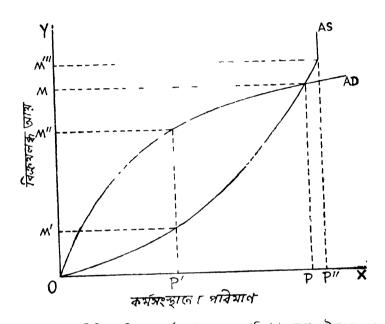
কোন ফার্মের ক্ষেত্রে কি পরিমাণ শ্রমিক নিয়োগ করা হইবে তাহা নির্ভর করে কতজন মজুর খাটাইলে ফার্মটি সর্বাধিক মুনাফা করিতে পারে। দেশের সামগ্রিক অর্থ নৈতিক কাঠামোতে, একত্রভাবে বিচার করিলে সকল উভোক্তার এইরূপ ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের ফলে সমষ্টিগত মোট কর্মসংস্থানের পরিমাণ পাওয়া যায়। যে প্রধান শক্তিগুলির কার্যকারিতার দরুণ দেশের মোট কর্মসংস্থানের

^{* &}quot;Malthus, indeed had vehemently opposed Ricardo's doctrine, that it was impossible for effective demand to be deficient; but, vainly. For since Malthus was unable to explain clearly (apart from an appeal to the facts of common observation) how and why effective demand could be deficient or excessive, he failed to furnish an altenative construction: and Ricardo conquered England as completely as the Holy Inquisition conquered Spain. Not only was his theory accepted by the City, by statesmen and by the academic world. But controversy ceased; the other point of view completely disappeared; it ceased to be discussed. The great puzzle of Effective Demand with which Malthus has wrestled vanished from economic literature." J. M. Keynes, General theory, P. 32.

পরিমাণ স্থির হয়, তাহাদের সামগ্রিক যোগান (aggregate supply) এবং সামগ্রিক চাহিদা (aggregate demand) বলে।

মনে কর, সমাজে কিছু সংখ্যক শ্রমিক কাজে নিযুক্ত আছে। এই পরিমাণ কর্মসংস্থান বজায় রাখিতে গেলে সকল উচ্চোজারা মিলিয়া সামগ্রিক যোগান দাম জিনিসপত্র বিক্রয় করিয়া কমপক্ষে যে পরিমাণ টাকা নিশ্চয়ই ও সামগ্রিক চাহিদা পাইতে চান (must expect to receive), তাহাকে দাম কাহাকে বলে বলে সামগ্রিক যোগান দাম। অর্থাৎ, কিছুসংখ্যক শ্রমিক মিলিয়া মোট যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করেন, তাহার মোট ব্যয়কে সামগ্রিক যোগান দাম বলা চলে। যদি উত্যোক্তারা মনে করেন যে, দ্রব্যসামগ্রী বিক্রম্ম করিয়া এই খরচা তুলিয়া আনা যাইবে না তবে তাহারা কর্মসংস্থানের পরিমাণ কমাইয়া দিবেন। অপরপক্ষে, সামগ্রিক চাহিদা দাম বলিলে বোঝা যায় কিছ-সংখ্যক শ্রমিক নিযুক্ত থাকিলে সকল উত্যোক্তারা মিলিয়া দ্রবাসামগ্রী বিক্রয় করিয়া যত পরিমাণ টাকা পাইবেন বলিয়া আশা করেন (really do expect)। কিছু সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগের স্তব্যে উত্যোক্তাদের প্রত্যাশিত বেভিনিউব মোট পরিমাণক তাই সামগ্রিক চাহিদা দাম বলা চলে।

বিভিন্ন পরিমাণ কর্মনিয়োগের স্তরের বিভিন্ন পরিমাণ সামগ্রিক যোগান দাম ও সামগ্রিক চাহিদা দাম থাকে; তাই কর্মনিয়োগের বিভিন্ন স্তরের সামগ্রিক যোগান দামের তালিকা ও সামগ্রিক চাহিদা দামের তালিকা (schedule) প্রস্তুত করা যায়। যদি উভয়ের মধ্যে দামগ্রিক চাহিদা দাম বেশি থাকে. অর্থাং উত্যোক্তাগণ মিলিয়া **যে** পরিমাণ বিক্ৰয়ঙ্গৰূ যে পরিমাণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়ই পাইতে চাহেন সেই নিম্নত্ম প্রয়োজনীয় টাকার সমাজে উপস্থিত থাকিলে উভয়ে মিলিত পরিমাণ অপেক্ষা যদি বিক্রয়ল্জ টাকার হয়, তাহাই কর্মসংস্থানের অধিক হইবে বলিয়া আশা করেন, তাহা হইলে সকল ভারদামা স্তর উত্যোক্তারা মিলিয়া উৎপাদনের পরিমাণ বাডাইতে চেষ্টা করিবে, ফলে কর্মসংস্থান বাড়িতে থাকিবে। অবশেষে যদি এমন এক অবস্থায় পৌছান যায় যথন সামগ্রিক চাহিদা দাম ও সামগ্রিক যোগান দাম সমান, তখন সেই কর্মনিয়োগের পরিমাণে ছাস বা বৃদ্ধির ঝোঁক থাকে নাঃ কর্মসংস্থানের ভারসাম্য-স্তর (Equilibrium Level of Employment) স্থাপিত হয় ৷ এই স্তব্রে সমাজের সকল অনিয়োগ বা বেকারি দূর হইয়াছে অর্থাৎ পূর্ণ কর্ম-নিয়োগের রারে সমাজ উপস্থিত হইয়াছে তাহা নহে; অপূর্ণ কর্মসংস্থান-রারেও এইক্লপ ভাবসাম্য থাকা সম্ভব (underemployment equilibrium)। এইক্লপ অবস্থায় এই কর্মসংস্থানেব স্তবে ভাবসাম্য স্থাপিত হইযাছে, অর্থাৎ উহাব বাড়িবাব বা কমিবাব দিকে কোন ঝোঁক নাই। নিচেব বেথাচিত্রে ইহা দেখা যাইতেছে:



OX অক্ষে বিভিন্ন পরিমাণ কর্মসংস্থানের স্তব পরিমাপ করা হইতেছে এবং OY অক্ষে শ্রমিকদের দ্বারা উৎপন্ন দ্রবাসামগ্রী বিক্রয় করিয়া বিভিন্ন পরিমাণ বিক্রয়লন্ধ আয় পরিমাপ করা হইতেছে। সামগ্রিক চাহিদা বেথা হইল AS এবং সামগ্রিক যোগান বেথা হইল AD AS বেথা হইতে আমরা জানিতে পারি বিভিন্ন পরিমাণ কর্মসংস্থানের স্তবে সকল উত্যোক্তারা মিলিয়া কিন্ধপ বিভিন্ন পরিমাণ টাকা নিশ্চয়ই পাইতে চান। যেমন, উত্যোক্তারা হিলাবে আকৃতি কিন্ধপ তাঁহাদের OM পরিমাণ টাকা পাইতেই হইবে, এই টাকা তাঁহারা নিশ্চয়ই পাইবেন বলিয়া মনে করেন। AD বেথা হইতে আমরা জানিতে পারি বিভিন্ন পরিমাণ কর্মসংস্থানের স্তব্ধে সকল উত্যোক্তারা মিলিয়া কিন্ধপ বিভিন্ন পরিমাণ টাকা পাইবেন বলিয়া আশা করেন। যেমন OP সংখ্যক শ্রমিক-নিয়োগের স্তব্ধে তাঁহারা মনে করেন ঐ শ্রমিকদের দ্বারা উৎপন্ন সকল দ্রব্যানামী

বিক্রেয় করিয়া OM" পরিমাণ টাকা তাঁহারা পাইবেন। প্রত্যাশা বেশি বিশ্বি
তাঁহারা কর্মসংস্থান বাড়াইতে থাকেন। কর্মসংস্থানের পরিমাণ বাড়িতে থাকিলে
AS রেখা প্রথমে ধীরে ধীরে বাড়ে, তাহার পর দ্রুত বৃদ্ধি পায়। অপরপক্ষে
AD রেখা প্রথমে দ্রুত বাড়ে, পরে বৃদ্ধির গতি হ্রাস পায়।

শামগ্রিক যোগান দামের রেখা ও সামগ্রিক চাহিদা রেখা উভয়ে মিলিয়া দে-কর্মসংস্থানের স্তর বা পরিমাণ স্থির করে। যতক্ষণ উচ্চোক্তাদের মনে প্রত্যাশিং আদায়ের পরিমাণ (AD) নিম্নতম প্রযোজনীয় পরিমাণ (AS) হইতে বেশি, ততক্ষণ উল্পোক্তারা নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা কবিং দেশে কর্মসংস্থানেব স্তব কর্মসংস্থানের পরিমাণ বাডাইতে থাকিবে। যতদর প্র নির্ভর কবে এই ডুই রেখাব মিলনবিন্দতে AD রেখা AS রেখাব উপরে ততক্ষণ কর্মসংস্থানের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে। একমাত্র OP পরিমাণ কর্মসংস্থানের স্ত পৌছিয়া উভয় রেখা মিলিত হইতেছে। আমরা তাই বলিতে পারি যে, সমাতে OP পরিমাণ কর্মসংস্থান আছে তাহাব কার্ণ হইল ঐ স্তরেই AS রেথা ও AI রেখা মিলিত হইতেছে। AS রেখা ও AD রেখা কোন বিন্দুতে মিলিত হইনে ভাহা নির্ভর করে সমাজের সকল ক্রেভারা মিলিযা কত টাকা বায় ক'বতে চান, অর্থাৎ ভারাদের মোট বংযের উপর। যদি ভারারা OM পরিমাণ মোট বংয করিছে রাজি থাকে তবে OP পরিমাণ কর্মসংস্থান হইবে, ইহাই আমরা জানিতে পাবি। সামগ্রিক চাহিদা ও সামগ্রিক যোগানের এই মিলনবিন্দুকে কার্যকরী-চাহিদ্

সামগ্রিক চাহিদা ও সামগ্রিক থোগানের এই মিলনবিন্দুকে কার্যকরী-চাহিদ্ব (Effective Demand) বিন্দু বলা হয়। কোন এক দেশে কর্মসংস্থানের গুর এই বিন্দুতে প্রকাশ পায়, অর্থাৎ এই পরিমাণ কর্মসংস্থান বজায় আছে। ঐ বিন্দুতে সেই বিন্দুতে কার্যকরী চাহিদা পাম, সামগ্রিক যোগান দাম এবং কার্যকরী চাহিদা প্রকাশ পায়
চাহিদার পরিমাণ সমান। যদি কার্যকরী চাহিদায় বৃদ্ধি হয় তাহ। হইলে কর্মনিয়োগের স্তর উধ্বে উঠিবে, কর্মসংস্থানের পরিমাণ বাড়িবে; যদি কার্যকরী চাহিদা কমিয়া যায়, তাহা হইলে কর্মনিয়োগের স্তর নামিযা যাইবে, কর্মসংস্থানের পরিমাণ কমিবে। প্রতি মৃহর্ছে বা স্কল্পকালেব মধ্যে কোন একটি দেশে কর্মসংস্থানের পরিমাণ ঠিক যে স্তরে আছে সেই স্তরেই সামগ্রিক চাহিদা ও সামগ্রিক যোগান সেই সময়টুকুর মধ্যে ভারসাম্যে পৌছিয়াছে। ইহান্বে ভারসাম্যের বিন্দুতে কার্যকরী চাহিদা পাওয়া যাইতেছে, আমরা তাই বলিতে পারি, এই কার্যকরী চাহিদা থাকার দক্ষণ-ই কর্মসংস্থান এই স্তরে আছে।

প্রায় ও কর্মপন্থানের স্তর কোন্কোন্বিষয়ের উপর নির্ভর করে (Factors determining the level of Income and Employment)

কাষকবী চাহিদা বলিলে টাকাব হিদাবে, কোন বিশেষ স্তবে কর্মনিযোগপবিমাণেব দ্বাবা উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীব মোট মূল্যকে বুঝা যায়।

শাতায় আয়, জাতীয়
কুষ্ম বামাগ্রীব মোট মূল্যই চাবিটি উপাদানেব আয়ে বিভক্ত
হইষা যায়; অথবা বলা চলে যে, চাবিটি উপাদানেব সকল
প্রকাব আয় যোগ দিয়াই দ্রব্যসামগ্রীব মোট মূল্য গঠিত হয়। স্তবাং কার্যকবী
চাহিদা=মোট জাতীয় আয়—মোট দ্রব্যসামগ্রীব মূল্য।*

সাবাবণভাবে দ্রবাসামগ্রীকে ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়, ভোগদ্রের্য এবং বিন্যোগ-দ্রব্য , স্বতবাং কার্যকরী চাহিদা (বা মোট ব্যয়) হইল মোট ভোগদ্রের্য

প্রথম প্রিচ্ছেদে জাতীয় আয়ের প্রিমাপ সম্বন্ধ আলোচনা কবা হুইয়াছে।

ন খ্যাতত্ত্বব হিসাবে নির্দিষ্ট সমযেব মধ্যে, কোন দেশে বিনিম্থযাগ্য সকল প্রকার
প্রেণিংপন্ন (Final Product) দ্বা সামগীব মোট মূল্যকে মোট জাতীয় আয় বুলা হয়।
প্রা প্রকাব দ্বা সামগীব বিক্রযমূল। হইতেই সকলেব আয়, সুত্বাং জাতীয় আয় আরে
সান প্রকাব চাহিলা সমান।

নামাগ্রিক চাহিনা (Aggregate Demand) চাবি ধবনেব বিষয় লগ্যা গঠিত হয় (ক) ব ০গত ভোগ বায়, (গ) ব্যক্তিগত বিনিযোগ বায়, (গ) বাষ্ট্রীয় বিনিযোগ-বায় এবং ে) বিশেশ দ্ব্যকাথাদিব উপব দেশীয় জনসাধাবণেব বায় অপেক্ষা দেশীয় কার্যাদিব ভবর বিশেশ জনসাধাবণেব বায়ে আবিক। (বা নাটিতি)। স্কুতবাং কোন নির্দিষ্ট সময়েব মধ্যে, বা গাংপন্ন দ্ব্য কার্যাদি বা মোট উৎপাদনেব উপব আর্থিক ব্যয়েব স্বোতকেই আম্বা সামাজিক হাত্য বিনিতে পাবি।

দ্র পাত স্বাসুষাধী হিদাব কবিলে দেখা যায় এই সামগ্রিক চাহিদা এবং মোট জাতীয় উৎপন্ন (Gross National Product) একট বিষয়। ইহাবা একই, কারণ কোন আর্থিক লেনদেনকে কুটালিকে দৃষ্টিভঙ্গী হটতে দেখা চলে: আয় ও বায়। বিকেতায় যাহা আয়, কেতাব তাহাই বায়ঃ ক্ষাও লহে, বেশি ও নহে। কুতবাং বলা যায়, মোট জাতীয় উৎপন্ন হইল নিদিষ্ট সম্বেব মধ্যে বক্ষা সম্পূর্ণোৎপন্ন জ্বাসামগ্রীব মোট মূল্য বা চল্ভি সম্পূর্ণোৎপন্ন জ্বাসামগ্রীব উপব মোট গাণিক বায়। যেমন, যদি কোন বংসবে মোট সম্পূর্ণোৎপন্ন জ্বাসামগ্রীব মূল্য হয় ৫০০ কোটি টাকা, তাহা হইলে ইহা হইতে বুঝা যায় ওই সম্বের মধ্যে দেশের মোট বায় হইল ৫০০ কোটি চাবা অথবা ওই সম্বের মধ্যে দেশের মধ্যে দেশের মধ্যে দিলা ব

শাটি জাতীয উৎপদ্ধকে বিভক্ত কবিলে আমবা Y=C+ I এই কেইন্সীয় স্ত্ৰ পাইতে পাবি। এথানে Y হইল মোট জাতীয উৎপদ্ধ (বা মোট জাতীয আয়), c হইল ভোগ এবং I হইল বিনিযোগ। I এর মধ্যে ব্যক্তিগত, রাষ্ট্রীয় বা বৈদেশিক সকল প্রকার বিনিরোগ নিহিত আছে।

ব্যয় এবং মোট বিনিয়োগ দ্রব্যে ব্যয়ের সমষ্টি। আর মোট ভোগদ্রেব্যে ব্যয় = মোট ভোগদ্রব্য হইতে বিক্রয়লক আয়; এবং মোট বিনিয়োগ দ্রব্যে ব্যয় = মোট বিনিয়োগ দ্রব্য হইতে বিক্রয়লক আয়। শ্বতরাং,

কার্যকরী চাহিদা= মোট জাতীয় আয়=জাতীয় উৎপাদনের মোট মূল্য,

- —ভোগদ্রব্যের উপর ব্যয়+বিনিয়োগ দ্রব্যের উপর ব্য়য়.
- —ভোগদ্ৰব্য হইতে বিক্ৰয় লব্ধ আয়+বিনিয়োগ দ্ৰব্য

হইতে বিক্ৰয় লব্ধ আয়।

দেশে কার্যকরী চাহিদার উপর মোট কর্মসংস্থানের পরিমাণ নির্ভর করে,
অর্থাৎ কে) ভোগব্যয় এবং (খ) বিনিয়োগ ব্যয়, এই উভয় ব্যয়ের দ্বারা কমনিয়োগের পরিমাণ স্থির হয়। যদি ভোগব্যয় বা বিনিয়োগ
ভোগব্যয় ও বিনিয়োগ
ব্যয়
বায়
যায়, তাহা হইলে কর্মসংস্থান বাড়ে; যদি ভোগব্যয় ব
বিনিয়োগ বয়য় বা কার্যকরী চাহিদা কমিয়া য়য়, তাহা
হইলে কর্ম সংস্থান কমে। ভোগবয় এবং বিনিয়োগ বয় কিসের উপর নির্ভরশীল স্কোন্ কোন্ শক্তির দ্বারা ইহার। নির্ধারিত হয় ?

(ক) সমাজে ভোগবায়ের পরিমাণ নির্ভর করে মোট আয়ের কি অংশ ব্যক্তিব মিলিয়া ভোগতদ্রবা ক্রয়ে ব্যয় করে, অর্থাৎ মোট আয় এবং সমাজের গড় ভোগ

স্তরা বলিতে পারা যায়, গুল জাতীয় উৎপাদন— মূলধনের ক্ষয় ক্ষতি প্রণ=নী, াড

নীট জাতীয় উৎপাদনের মূল্য—পরোক্ষকর — জাতীয় আয় । নীট জাতীয় আয়ের সাংশি দেশের আয়ন্তর ও কর্মনিয়োগের তব বিলেষণ করা হয় না; বিলেষণের জ্বস্তু মোচ আই উৎপাদন এব মোট আয় ব্যবহার করা হয়; কারণ পরোক্ষ কর বা মূলধনের ক্ষয়ক্তিগ্রাবাদ অর্থ যথাক্রমে রাষ্ট্র বা ফার্ম কর্কুক বায়িত হয়, এবং ফলে উহা দ্রব্যসাম্প্রীর জ্বস্তু চাহি স্থাই করে।

[&]quot;সম্পূর্ণেৎপন্ন" কথার অর্থ হইল যে হিসাবের সময় আধা উৎপন্ন দ্রাসামগ্রীর বা উৎপান" ব্যবহৃত কাঁচামালের দাম গ্রহণ করা হয় না, পাছে ডবল হিসাব হইয়া যায়। "মোচ" কথাটিয় বোঝা যায় মূলধনী জ্বোর ক্ষয়ক্ষতির বাবদ কোন অর্থ পৃথক করিষা হিসাব হইতে বাদ দেব হইতেছে না। মূলধনের ক্ষয়ক্ষতির পূরণ বাবদ অর্থ মোট জাতীয় উৎপাদনে হইতে বাদ দি নীত জাতীয় উৎপাদনে মোট বিত্র মূল্য হব বিএ এই নীট জাতীয় উৎপাদনের মোট বিত্র মূল্য হব বিএ এক বা অন্তান্থ আয়ে। এই নীট জাতীয় উৎপাদনের মোট বিত্র মূল্য হব বিএ এক বা অন্তান্থ বাবসায়-কর প্রভৃতি বাদ দিলে আমরা "জাতীয় আয়" পাইতে পার্থ কারণ, সকল দ্বা সামগ্রীর মোট বিত্র মূল্য হইতে পরোক্ষ কর আদায় প্রভৃতির পরিমাণ বিত্র মূল্য হব অবশিষ্ট থাকে ভাষাত্ত সকল উৎপাদনের জন্ম বা সকল দ্বাদান। বিত্র স্বাদান কর প্রাণ্ড বাক্ষনা, মঙ্কুরি, স্ক এবং অবশ্তিত মূল্যকা)।

প্রবণতাব উপব। আয-বৃদ্ধি হইলে ভোগেব পবিমাণ বাডে বটে, কিন্তু যে হাবে শগে বৃদ্ধি হয়, ব্যক্তিব ভোগেব পবিমাণে সেই হাবে বৃদ্ধি হয় না। আযেব বৃদ্ধি ও ভোগেব বৃদ্ধিব অনুপাতকে প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা বলে।

ভোগ-প্রবণতা নির্ভব কবে প্রধানত আযেব স্থবেব উপব। তাহা ছাড়া, গম জে জাতীয় আয় কি ভাবে বক্টিত থাকে তাহাব দ্বাবাও ভোগপ্রবাতা স্থিব হয়। যদি জাতীয় আয়েব বেশি অংশ কমসংখ্যক ধনী-ব্যক্তিব হাতে থাকে তাহা

হইলে সমাজেব গড ভোগপ্রবণতা কম; অপবপক্ষে যদি
ভাগপৰণতা নির্ভব
কর মোট আষ, আয

জাতীয আযেব বেশি অংশ অধিকদণখ্যক গরীব লোকেব
কোনোৰ হাব প্রচলিত হাতে থাকে, তাহা হইলে সমাজেব গড ভোগপ্রবণতা
ভাাদ ও বীতি, সঞ্চিত
বৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ,
বৰ কাঠামো প্রভৃত্তি নীতি, চিন্তা, ও অভ্যাদ প্রভৃতি ভোগপ্রবণতাৰ আযতন

নির্ণয কবে। ব্যক্তিদেব হাতে সঞ্চিত তবল সম্পত্তিব (Liquid Assets) পরিমাণের উপর ভোগপ্রবণতা নির্ভরশীল কারণ অধিক প্রমাণ তবল সম্পত্তি (যেমন সরকারী ঋণপত্র, নগদ টাকা, বা সঞ্চ্যী আমানত প্রভৃতি) হাতে থাকিলে নিরাপন্তাব মনোভাব বেশি হওয়াব জন্ম এবং ভবিশ্যতে ইফা হইতে আয় বৃদ্ধি হইবাব সম্ভাবনা থাকায় বর্তমান-আয় হইতে সঞ্চয়েব ইচ্ছা কম থাকে অর্থাৎ ভোগপ্রবণতা বেশি থাকিতে পাবে। কব-কাঠামোব

উপবও ভোগপ্রবণতা কিছুটা নির্ভব কবে, অর্থাৎ ক্রমমূহেব েট প্রিব প্রকৃতি এবং হাব উভ্যে ভোগপ্রবণতাব উপব প্রভাব বিস্তাব কবে। দীর্ঘকালে ভোগপ্রবণতা নির্ধাবণকাবী এই াবল বিষয়সমূহে পবিবর্তন হইয়া সমাজেব গড় ভোগপ্রবণতায় পবিবর্তন ঘটিলেও শ্বিবাদে ইহা মোটামূটি স্থায়ী বিষয়।

পৌ সমাজেব মোট বিনিযোগ-ব্যেব পৰিমাণ নির্ভব কৰে জুইটি বিষ্যেব
কিব ° (১) মূল্বনেব প্রান্তিক কার্কিন বিতা (Marginal Efficiency of
বিন্যাগ বাঘ নির্ভব
ত্বে উৎপাদন কবিয়া ভাহা হইতে ব্যেবে উপ্পর্ব যে নীট
ক্রেন্টি ও স্বেব আয় হইবাব সন্তাবনা, অর্থাৎ নৃত্তন মূল্বনী দ্রুব্যাৎপাদন
ক্রিত সন্তাব্য আয়েব হাব —ইহাকে মূল্বনেব প্রান্তিক
ক্রিকিনিভা বলা হয়। বাজাবে প্রচলিত স্বনেব হাব হইতে বদি সন্তাব্য
মান্বেব হ'ব বেশি হয়, ভাহা হইলে স্মাজে বিনিয়োগ্রেষ বৃদ্ধি হইবে; মূল্যনেব

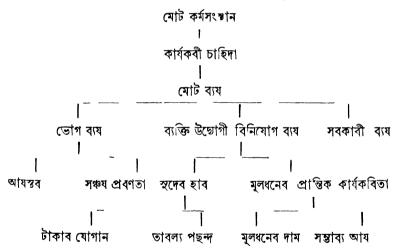
প্রান্তিক কার্যকারিতা বা সম্ভাব্য আয়ের হার স্থদের হার হইতে কম হইলে সমাজে বিনিয়োগ বায় কমিয়া যাইবে। এই উভয় বিষয় শিলিয়া স্থির করে বিনিয়োগ-প্রবণতা (Propensity to Invest)।

(১) মূলধনের প্রান্তিক-কার্যকারিতা বা বিনিয়োগ-প্রবণতা বহু বিষ্থের উপর নির্ভরশীল। (ক) থেমন, ভবিয়াতে দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে বি না। চাহিদা বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকিলে বিনিয়োগ-প্রবণতা বাডে; চাহিদা প্রাদের সম্ভাবনা থাকিলে বিনিয়োগ-প্রবণতা কমে। (খ) মূলধনেব প্রাণ্ডিক সংখ্যা বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকিলে মূলধনের কার্যকারিতা কিসেব কার্যকারিতা বেশি থাকে। (গ) সেই বিশেষ প্রকার উপব নিৰ্ভব কবে মুলধনী দ্রুব্যে বর্তমান উৎপাদন ও যোগানের পরিমাণের উপর ইহা অনেকটা নির্ভর করে, পরিমাণ বেশি হইলে বিনিযোগ-প্রবণতা কম পরিমাণ কম হইলে বিনিয়োগ-প্রবণত। বেশি। (ঘ) বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ও নৃতন যন্ত্র-প্রচলনের হার অধিক থাকিলে বিনিয়োগ-প্রবণতা কম; এই থাকিলে বিনিয়োগ-প্রবণতা বেশি। (%) মূলধনী দ্রব্যেব শিল্পে বর্তমান নিয়োগ-হার কিরূপ তাহাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। ইহা বেশি থাকিলে মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা কম, ইছা কম থাকিলে প্রান্তিক কার্যকারিতা বেশি। (চ) বর্তমান কর-কাঠামোর প্রকৃতি ও হার এবং তাহাতে ভবিষ্যং পরিবর্তনের সম্ভাবনার প্রভাবও কম নয়। করহার অধিক হইলে প্রান্তি কার্যকারিতা কম, করহার কম হইলে ইহা অধিক। (ছ) ব্যবসায় বাণিজের ভবিষ্যুৎ সম্বন্ধে আশানিরাশার অবস্থা ইহার উপর প্রভাব বিস্তার ভবিষ্যতে লাভের আশা বা ক্ষতির ভয়, অর্থাৎ ব্যবসায জগতে ধারণা ছুই ধরনের: আশাবাদী প্রচলিত মনোভাব সম্বন্ধে থাকিলে মুলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা বেশি, নিৱাশাবাদী প্রবল থাকিলে মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা কম। ভবিশ্যং ধারণা ছুই প্রকার: স্বল্পকালীন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ধারণা ও দীর্ঘকালীন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ধারণা। বর্তমানের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে স্বন্ধকালীন ভবিয়াৎ সম্বর্জি ধারণা স্থির হয়; অপরপক্ষে, স্থায়ী ধবনের আশা ও ভ্^{যেব} ভবিষাৎ সম্বন্ধে স্বল্প-ভিন্তিতে দীর্ঘকালীন ভবিষ্যুৎ সম্বন্ধে ধারণা কালীন ধাবণা ও मीर्घकानीन धार्गा কাল যত স্বল্প, পরিচিত বর্তমান অবস্থা চলিতে থাকাব তত বেশি, নিশ্চয়তার অ**ন্নভু**তি তত প্রবল; কাল যত ^{দীর্ঘ},

বর্তমান ও পবিচিত অবস্থা চলিতে থাকাব সম্ভাবনা তত কম, অনিশ্চযতাব অনুভূতি তত প্রবল। (ভবিষ্যুৎ সম্বন্ধে অনিশ্চিত অসম্পূর্ণ জ্ঞান, পবিকল্পনাবিহীন বাজাব-ভিত্তিক অর্থনীতিব উদ্ভব, ব্যবসায-বিশ্বাসে (business confidence) বিপুল উঠানামা, বাণিজ্যচক্রেব তাঁব্রতা ও গভীবতা বৃদ্ধিব কাবণও বটে)।

(২) স্থানেব হাব নির্ভব কবে (ক) টাকাব পরিমাণ, ও (খ) নগদ-পছন্দেব
তালিকাব উপব। টাকাব পরিমাণ কমিয়া গোলে অথবা
ফাদেব শাব নিজৰ কৰে
নাদ-পছন্দেব হাব বাজিয়া গোলে স্থানেব হাব বৃদ্ধি পায়,
নাদ প্রান্দেব উপব টাকাব পরিমাণ বাজিয়া গোলে অথবা নগদ-পছন্দেব হাব
কমিয়া গোলে স্থানেব হাব হাব পায়।

স্ততবাং কর্মসংস্থানেব স্তব-নির্ধাবণী শক্তিসমূহকে নিয়লিখিত ভাবে সাজান যায়।



ভোগ-ব্যয় ও আয় (Consumption and Income : The consumption Function)

সমাজে মোট ভোগেব পবিমাণ নির্ভব কবে সকল ব্যক্তিব ভোগেব পবিমাণেব সমষ্টিব উপব। প্রত্যেক ব্যক্তি ভোগদ্রব্য ক্রযে যে পবিমাণ ব্যয় কবে তাহা যোগ কবিলে সামগ্রিকভাবে সমাজেব মোট ভোগ-পবিমাণ জানা যায়।

ব্যক্তিব ভোগেব পবিমাণ প্রধানত কিসেব উপব নির্ভবশীল? কেইন্সের

শতে, অপবাপব সকল কিছু সমান থাকিলে (যেমন, দাম) প্রধানত ইহা

নির্ভব কবে ব্যক্তির আথেব উপব। দ্রব্যের দামেব সঙ্গে উহাব জন্ম চাহিদাব

যেরূপ কার্যকারণ সম্পর্ক আছে, ঠিক সেইরূপ ব্যক্তির ভোগপরিমাণ তাহার আফে উপর নির্ভবশীল।

ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেরূপ, সমষ্টির ক্ষেত্রেও তাই। দেশে মোট ভোগব্যফে পরিমাণ নির্ভর করে প্রধানত আযস্তরের উপর। তালিকার আকারে বা রেখা চিত্রের সাহায্যে ইহাদের এই সম্পর্ক আমরা প্রকাশ করিতে পারি। বিভিন্ন আফে পরিমাণে (Y) সমাজে কি বিভিন্ন পরিমাণ ভোগব্যয (C) হইতেছে তাহ একটি তালিকাতে সাজান চলে:

ভোগ-ব্যয়ের তালিকা

Consumption Schedule

(কোটি টাকার হিদাবে)

Y	1	\mathbf{C}
	_	
0	j	20
50	l	65
100	1	100
150	1	130
200	1	155
250	,	175
300		185

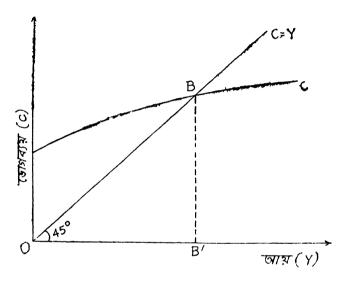
বিভিন্ন আয়ন্তরে ভোগব্যয়ের এই তালিকাকে ভোগ-প্রবণতা (Propensity to consume) বা ভোগ-অপেক্ষক বা ভোগ-নির্ভরক (consumption function) বলা হয়। আযের পরিমাণের সহিত ভোগব্যয়ের পরিমাণের এই সম্পর্ককে অপেক্ষক-সম্পর্ক (বা Functional relationship) বলা হয়, অর্থাৎ ঐ আয়ন্তর আছে বলিয়া ঐরূপ ভোগের পরিমাণ হইতেছে, অর্থাৎ C=f(Y). ইহাকে আমরা পরবর্তী পৃষ্ঠার রেখাচিত্রে প্রকাশ করিতে পারি।

ভূ-সমান্তরাল অক্ষে আমরা সমাজের মোট বিভিন্ন আয়স্তর প্রকাশ করিতেছি এবং লম্বযুখী অক্ষে ঐ প্রতিটি আয়স্তরে মোট ভোগব্যযের পরিমাণ দেখাইতেছি। 45° রেখাটিতে আয় ও ভোগের পরিমাণ সমান, মোট আয় যে পরিমাণ, ভোগের পরিমাণও ততথানি। ঐ রেখাটিকে আমরা তাই সঞ্চয়-শৃক্সতার রেখা (Zero-savings line) বলিয়াও অভিহিত করিতে

পারি, কারণ ভোগকারীরা বা ক্রেডারা ঐ রেখার উপর সঞ্চরণ করিলে আয়ের সমস্তটাই ভোগ্যন্তব্যে ব্যয় করিয়া ফেলে। C রেখাটি ধীরে আয়ন্তর ও ভোগের সম্পর্ক ধীরে বাঁকিয়া যাইভেচ্ছে, অর্থাৎ আয়র্দ্ধির সঙ্গে সঙ্গে

ভোগব্যয় বাড়ে বটে, কিন্তু এই বৃদ্ধির পরিমাণ ক্রমশ কমিয়া

আসে। পূর্বের তালিকার সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া এই রেখাটি আঁকা হইয়াছে। C রেখা উৎসবিন্দু 0 হইতে স্কল্প হয় না কারণ আয় যথন শূক্ত তথনও ভোগব্যয় শূক্ত



নয়, অর্থাৎ যখন Y=0 তখনও C=২০ কোটি টাকা। C রেখাটি উপরে উঠিতেছে অর্থাৎ দেখা যাইতেছে আয়স্তর বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে ভোগব্যর বাড়িতে থাকে (au increasing function of income)। উভয় বেখার ছেদবিন্দু B হইল এমন একটি স্থান যেখানে C=Y. B' বিন্দুরা দিকে বঁঅর্থাৎ OB' পরিমাণের কম আয়স্তরে আয়ের তুলনায় ভোগব্যর বেশি, ঋণাত্মক সঞ্চয় (negative savings) হইতেছে; B' বিন্দুর ডানদিকে অর্থাৎ OB' পরিমাণের বেশি আয়স্তরে ভোগব্যর কম, ধনাত্মক সঞ্চয় (positive savings) হইতেছে। তালিকার উদাহরণ হইতে বলা চলে যে, এই ছেদ-বিন্দু বা B এমন স্তর প্রকাশ করে যেখানে ১০০ কোটি আয় এবং ১০০ কোটি ব্যয়। 45° রেখাটি হইতে C রেখাটির দূরত্ব বিভিন্ন আয়স্তর (ঋণাত্মক বা ধনাত্মক) সঞ্চয়ের পরিমাণ পরিমাপ করিতেছে।

স্তরাং, যে অপেক্ষক বা নির্ভরক (Function) ভোগ ও আয়ের মধ্যে

পরস্পর-নির্ভরশীলতা বা সম্পর্ক ব্যাখ্যা করে তাহাকেই আমরা ভোগপ্রবণতা (Propensity to consume) বলিতে পারি। আমাদের চিত্রের C রেখাটিই হুইল এই ভোগপ্রবৰ্ণতা, ইহার এক ধরনের অবস্থান ও ঢাল (position and slope) আমরা দেখাইয়াছি। এই প্রবণতার তুইটি টেকনিকাল ধর্ম (technical attributes) আমাদের আলোচনা করা দরকার: প্রথমত গড় ভোগপ্রবণতা, ও বিতীয়ত, প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা। বিশেষ কোন আযন্তরের সহিত ভোগব্যয়ের যে অনুপাত অর্থাৎ C/Y, ইহাকেই গড় ভোগগ্রবণতা বলা হয়। যেমন, টাকা আয়ের মধ্যে 80 টাকা ভোগব্যয় হয় তবে গড় ভোগ-প্রবণতা হইল 📆 অর্থা ৪০% বা 0.8। এই গড় ভোগপ্রবণতা বাহির হইলে ইহা হইতেই গড় সঞ্চয় প্রবণতা জানা যায়, উপরের উদাহরণে গড় সঞ্চয প্রবণতা হইল 20% বা 0 2। আয়স্তর যত বাড়ে এই গড় সঞ্চ্যপ্রবণতা তত বৃদ্ধি পায় এবং গড় ভোগপ্রবণতা তত কমে। অর্থাৎ S/Y বৃদ্ধি পায় এবং C/Y হ্রাস পায়। আমাদের চিত্তের ভাষায় বলিতে গেলে গড় ভোগপ্রবণতা হইল C রেখার উপর অবস্থিত যে কোন একটি বিন্দু সেই বিন্দুতেই জানা যায় আয়ের কত অংশ ভোগব্যর বা সঞ্চয় হয়। আমাদের অভিজ্ঞতা হইতে জানা যায় যে, এই গড় ভোগপ্রবণতা সাধারণ অবস্থায় ৷ হইতে কম কোন এক ভগ্নাংশ হইবে ।*

আয় বৃদ্ধি হইলে ভোগবায় বাড়িবে। আয়ের বৃদ্ধি ও ভোগের বৃদ্ধি এই অনুপাতকে প্রান্তিক ভোগপ্রবণত। (Marginal Propensity to consume)

্এই গড় ভোগপ্রবণতাব অর্থ নৈতিক তাংপর্য কম নয়। নির্দিষ্ট পরিমাণ কর্মসংস্থানের স্তবে যে পরিমাণ দ্রবাদি উৎপন্ন হইতেছে তাহালের মোট বাবের কত অংশ কেবল ভোগাদ্রব্য বিক্রম করিয়া তুলিয়া মানা যাইতে পারে, আমবা তাহা ইহার সাহায্যে জানিতে পারি। ভোগব্যম হইল ভোগ্যদ্রব্যের জন্ম মোট ব্যয়ের পরিমাণ অর্থাৎ ভোগ্যদ্রব্য বিক্রয়জাত আবের পরিমাণ, ফ্তরা তেগাদ্রব্যের চাহিল। ও যোগান হইতে জাতায় আবের কত অংশ আসিল, তাহা আমরা ইহা হইতে জানিতে পারি। অপবপক্ষে সকল দ্রবাসামগ্রীর মোট বায়ের কত অংশ মূলধনী দ্রব্য বিক্রয় করিয়া হোলা যাইবে, অর্থাৎ মূলধনী দ্রব্যের চাহিল। ও যোগান হইতে জাতীয় আবের কত অংশ আসিল, তাহাও আমরা গড় সঞ্চয়প্রবণতা হইতে জানিতে পারিব। তাই অক্যান্থ বিষয় সমান থাকিলে দেশে ভোগ্যদ্রব্যের এব মূলধনী দ্রব্যের উৎপাননের পারশ্বরিক অমূপাত নির্ভর করে C/Y এবং S/Y এর উপর। পূর্ণ শিক্ষোন্নত দেশগুলিতে গড় ভোগপ্রবণ্তা কম থাকে এবং গড় সঞ্চয় প্রবণ্তা বেশি থাকে। স্ক্তরাং দীর্ঘকালীন উন্নয়ন বা স্থায়িত্ব (stability) ব্যায় রাখার শর্ত আলোচনার জন্ম গড় ভোগ ও সঞ্চয় প্রবণ্তা ধারণ। ছইটি থুবই প্রয়োজনীয়।

বলে। যদি δ -কে অতি অল্প পরিবর্তনের প্রতীক ধরা হয়, তাহা হইলে এই প্রান্তিক ভোগপ্রবণতাকে $\delta C/\delta Y$ বলা চলে। ইহাতে বোঝা যায় যে, আয়ের অতি অল্প পরিবর্তন ভোগে অতি অল্প পরিবর্তন আনিবে এবং এই ছুই পরিবর্তনের অনুপাত কিদ্ধণ। কিন্তু আমরা জানি, আয়ে পরিবর্তন অপেক্ষা (অর্থাৎ δY) ভোগে পরিবর্তন (অর্থাৎ δC) কম হইবে। স্তরাং $\delta C/\delta Y$ ধনাল্লক হইলেও ইহা 1 হইতে কম। আয় ও ভোগের বৃদ্ধিব পরিমাণ সমান হইলে উহা হইত 1; আয়-বৃদ্ধির তুলনায় ভোগবৃদ্ধি বেশি হইলে উহা হইত 1-এর বেশি; গায বৃদ্ধির তুলনায় ভোগের বৃদ্ধি কম বলিয়া উহা 1 হইতে কম। তাই আমরা বিলিতে পারি $O < \frac{\delta C}{\delta Y} < 1$, অথবা $1 > \frac{\delta C}{\delta Y} > O.**$

ভোগপ্রবণতা কি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল (Determinants of C Function)

কেইন্স ধরিয়া লইয়াছিলেন যে, ভোগ প্রবণতা বা ভোগকারক স্ক্লকালে মোটামূটি অপরিবতিত থাকে; তাই আয়স্তর নির্ধারণে বিনিয়োগব্যযের গুরুত্ব বেশি বলিয়া তিনি মনে করিয়াছিলেন। ভোগপ্রবণতা শুদুমাত্র আয়ের উপর নির্ভরশীল বলিলে আমরা ধরিয়া লই যে, মনোগত বিষয়গুলিতে (subjective factors) পরিবর্তন আসে না, এবং বাস্তব বিষয়গুলির মধ্যে আয় ছাড়া অহ্য কিছুতে পরিবর্তন হইতেছে না। ভোগ-প্রবণতা অপরিবর্তিত থাকে কি না জানিতে হইলে, তাই, এই বাস্তব ও মনোগত বিষয়গুলি সম্পর্কে আলোচনা করা দরকার। ভোগপ্রবণতা নির্ধারণকারী এই সকল বিষয় আলোচনার সময়ে আমাদের ছুইটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন। প্রথমত, কি সম্বের মধ্যে আমরা

^{*} এই প্রান্তিক ভোগপ্রবণতার অর্থ নৈতিক তাৎপর্য খুবই গুক্তপূর্ণ। সমাজে আয়ন্তবে যতটুকু বৃদ্ধি হয় তাহার কিছু অংশ ভোগ বায় হইবে এবং কিছু অংশ সঞ্চয় হইবে। ইহা জানা থাকিলে কোন এক বিশেষ আয়ন্তর বজায় রাখার জন্ত কতথানি বিনিয়োগ বায় কবা দবকাব তাহা আমরা পূর্বেই জানিতে পারি (planning of investment to maintain the desired level of income)। যেমন ধরা যাউক, (১০০ কোটি টাকার স্তর হইতে) ৫০ কোটি টাকা আয় বৃদ্ধি হইল এবং ভোগবায় বাড়িল ৩০ কোটি; অর্থাৎ প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা হইল ৬০%, বা
০০৬। সকল উৎপাদক মিলিয়া উৎপাদন বাড়াইল ৫০ কোটি টাকার, কিন্তু ভোগবায় ২০ কোটি
ইৎসায় (৫০—৩০) ২০ কোটি টাকার বিনিয়োগ বায় হওয়া দরকার। তাহা না ইইলে আয়ন্তর,

এই বিশ্লেষণ করিতেছি, অর্থাৎ সেই সমযের মধ্যে প্রতিষ্ঠানগত ও মনস্তাত্ত্বিক প্রভাবগুলি বিচার করা দরকার। দ্বিতীয়ত, আমাদের ধরিয়া লইতে হইবে যে, আমরা পূর্ণ শিল্পোন্নত দেশের ক্রেতাদের আচরণ বিশ্লেষণ করিতেছি। এই দ্বইটি অনুমানের ভিন্তিতে প্রথমে বাস্তব বিষয়গুলি আলোচন করা যাউক।

সর্বপ্রথমে বলা দরকার যে, দেশের আয়বন্টনকাঠামোর উপর ভোগপ্রবণত। বা ভোগকারক নির্ভর করে। । দেশের আয়বন্টন অধিকতর বৈষময়েলক হইলে অল্প করেবজন ব্যক্তির হাতে আয় বেশি থাকে এবং অধিক সংখ্যক ব্যক্তির হাতে আয় বেশি থাকে এবং অধিক সংখ্যক ব্যক্তির হাতে আয় কম থাকে। আমরা জানি আয় বেশি থাকিলে ভোগপ্রবণতা কম এবং যাহাদের আয় কম তাহাদের ভোগপ্রবণতা বেশি। তাই আয়-বৈষম্য অধিক হওয়ায় দেশে গড় ও প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা কম থাকে, অর্থাৎ সঞ্চয়্মপ্রক আয়বন্টন কাঠামো হইবে, অর্থাৎ ক্রেতাদের মধ্যে আয়ের বন্টন-সাম্য যত বেশি হইবে, তাহাদের গড় ও প্রান্তিক বে। সামাজিক কারণে আয়বন্টনে বিপুল পরিবর্তন আদিলে ক্রেতাদের অভ্যাদেই এমন পরিবর্তন আদিতে পারে যে, ভোগপ্রবণতায় গুরুত্বপূর্ণ বদল হয়। প্রগতিশীল করব্যবন্থার সাহায্যে তাই অনেক সময় সমাজের আয়বন্টনে পরিবর্তন আনিয়া ভোগপ্রবণতাকে বদলাইয়া দিয়া পূর্ণ কর্মসংস্থানে প্রীছিবার চেষ্টা করা হয়।

দেশের কর-কাঠামোতে পরিবর্তন (changes in the tax structure)
ভোগপ্রবণতায় পরিবর্তন আনিতে পাবে। প্রত্যক্ষ কবের পরিমাণ বেশি থাকিলে
ভোগপ্রবণতা বেশি থাকে, পরোক্ষ কর বেশি থাকিলে
কব কাঠামো
ভোগের পরিমাণ ব্রাস পায়। ইহার কারণ হইল প্রত্যক্ষ কর
সাধারণত সঞ্চব্যের উপর বেশি চাপ দেয়, ভোগব্যয়ের উপর ততটা নয়। পরোক্ষ
করের পরিমাণ বাড়াইলে সাধারণত ভোগব্যয়ে কমে।

কোন দেশে কি পবিমাণ ভোগবয়ে হইবে তাহা কিছু পরিমাণ নির্ভর করে যৌথমূলধনী কোম্পানীসমূহের বিভিন্নরূপ বীতিনীতির উপর (corporate

^{* &#}x27;The most important influence on the demand for cansumption goods is the distribution of income.' Mrs. Robinson, The Problem of Ful Employment, P. 3.

financial policies)। লাভের কত অংশ তাহারা নিজেদের নিকট রাখিয়া দিয়া কত অংশ লভ্যাংশ হিদাবে দিবে, তাহা ভোগপ্রবণতাকে যৌপ মূলধনী প্রভাবিত করে। কোম্পানীরা নিজেরা টাকা সঞ্চয় করিলে কোম্পানীগুলির ক্রেভাদের হাতে ভোগবায়ে খুরচার উদ্দেশ্যে কম টাকা যায়. আর্থিক নীতি তাই ভোগব্যয় কমে। কোম্পানীর লাভ হওয়া এবং

লভ্যাংশ বর্ত্তন করা ইহাদের মধ্যে যত বেশি সময়ক্ষেপ হইবে, (গুণকের ফলে) আয় প্রসারের বেগ তত মন্দীভূত হইবে, তাহাও মনে রাখা দরকার।

তাহা ছাডা, ক্রেতাদের হাতে তরল নগদ সম্পত্তির পরিমাণ দ্বারা (consumer's Liquid Assets) ভোগপ্রবর্ণতা অনেকাংশে প্রভাবিত হয়। যেমন ক্রেতাদের হাতে রক্ষিত নগদ টাকা, চলতি ও সঞ্চয়ী আমানত এবং তরলসম্পত্তির পরিমাণ সরকারী বণ্ড-এই সকল তরল সম্পত্তির পরিমাণ জানা না থাকিলে ভবিষ্যৎ ভোগব্যয় ও নৃতন সঞ্চয়ের পরিমাণ জানা যায় না।

পরোক্ষভাবে হইলেও, ফদের হার দ্বারা ভোগপ্রবণতা প্রভাবিত হয়। স্থদের হার বাডিয়া গেলে বীমাকোম্পানীগুলির নিজেদের লগ্নী হইতে বেশি আয় হয়, তাই তাহারা প্রিমিয়ামের হার কমাইয়া দিতে পারে। স্থদের হার বাড়িলে বণ্ডগুলির দাম কমিয়া যায়, অর্থাৎ ভোগ হ্রাস পাইয়া বণ্ডের চাহিদা বাড়িযা যাইতে পারে। স্থায়ী ভোগদেবগুলর (গাড়ি, মুদের হার প্রভৃতি) চাহিদার সঙ্গে বণ্ডের চাহিদা প্রতিযোগিতা করে, খদের হার বাডিলে এক ধরনের সম্পত্তির পরিবর্তে ব্যক্তি অপর ধরনের সম্পত্তি ক্রুয় করিতে থাকে, ভোগব্যয় হ্রাস পাইতে পারে। আবার স্থদের হার কমিলে ক্রেভারা বণ্ডের জন্ম চাহিদা কমাইয়া দিয়া স্থায়ী ভোগ্যদ্রব্যগুলির জন্ম চাহিদা বাডাইয়া দিতে পারে।

এই সকল "বাস্তব" বিষয়গুলি দারা ব্যক্তির ভোগপ্রবণতা প্রভাবিত হয়, তাই দমাজের গড় ভোগপ্রবণত। ইহাদের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। ইহাদের মধ্যে যে শক্তি ব্যক্তির ভোগপ্রবণতার উপর অধিকতর প্রভাবশীল, ঠিক সেইটিই সমাজের গড় ভোগপ্রবণতার উপর অধিক প্রভাবশীল না-ও ইহারা বদলায় না বলিয়া হইতে পারে। ভোগপ্রবণতা স্থিতিশীল—ইহা ধরিয়া লইবার আমরা ধরিয়া লই জন্ম আমরা তাই এই সকল বিষয়ে পরিবর্তন ঘটিতেছে না বিদিয়া মনে করিয়া লই: নির্দিষ্ট 'অবস্থা-কাঠামো' বজায় আছে স্বীকার করিয়া আলোচনা করি ('in a given situation')।

যে সকল মনোগত বিষয়ের (subjective factors) উপর ভোগপ্রবণতা নির্ভর করে, তাহাদেরও আলোচনা করা দরকার। প্রথমত, বর্তমান সমাজের ব্যক্তি ও পরিবারসমূহ সাধারণত বেশির ভাগ চিন্তা করে নিরাপত্তা সম্পর্কে : বার্ধক্য, অস্কৃতা ও অন্থান্থ বিপদ আপদের জন্ম সঞ্চয় করাই তাহাদের নিকট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যদি সামাজিক নিরাপন্তার (Social security measures)

মনোমত বিষয়গুলি
—স্বন্ধকালে ইহাবা মোটানটি স্থিব ব্যবস্থা উন্নত হয়, তবে ভোগপ্রবণতা বৃদ্ধি পাইতে পারে।
দিতীযত, ভোগপ্রবণতা অধিকাংশে নির্ভর করে, সমাজে
কিন্ধপ দ্রবাসামগ্রী পাওয়া যায়, তাহাদের বিক্রয় ব্যবস্থা
ভাল কি খারাপ, প্রতিবেশিদের সঙ্গে পাল্লা দিয়া তাহাদের

অপেক্ষা জীবনযাত্রার মান বাড়াইয়া চলার ইচ্ছা প্রভৃতির উপর। তৃতীয়ত, ভবিগ্যতে জীবনযাত্রার মান উন্নত করার ইচ্ছায় ব্যক্তি বর্তমানে ভাগে কমাইয়া বেশি সঞ্চয় করিতে পারে, এই ইচ্ছায়ত শক্তিশালী বর্তমানে ব্যক্তি তত বেশি সঞ্চয় করিতে চাহিবে। বর্তমানে জীবনযাত্রার মান পুব নিচু থাকিলে সঞ্চয় বাড়াইয়া মূলধন-গঠনের চেষ্টা চলিতে থাকিবে য়াহাতে ভবিগ্যতে জীবনয়াত্রার মান বাড়ান য়ায়। চহুর্থত, আর্থিক ব্যাপারে বিজ্ঞতা ও বিবেচনা (Financial prudence) সাধারণত ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানগুলির সঞ্চয়-প্রবণতাকে প্রভাবিত করে। ভবিগ্যত সম্পর্কে অনিশ্চয়তা, বর্তমান য়ন্ত্রপাতির পরিমাণ ও উৎকর্ম, বাজারে প্রতিযোগিতার তীব্রতা ও সম্ভাবনা, দরকারমত অন্ত কোন স্তর্ত্ব হইতে টাকা পাওয়ার স্থযোগ স্থবিধা, য়ন্ত্রপাতির ক্ষয়-ক্ষতি পূরণ-এর প্রয়োজন — এই প্রকার বিষয় মিলিয়া তাহাদের সঞ্চয় প্রভাবিত হয়। তবে সাধারণত বলা হয় য়ে, সক্সলালে ভোগপ্রবণতা মোটামুটি অপরিবর্তিত থাকে।

বিনিয়োগ ও আয় (Investment and Income: The Investment Function)

বিনিযোগ বলিলে বোঝা যায় নৃতন মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদনে টাকা লগ্নী করা। দমাজে পুরাতন কোন বগু, ডিবেঞ্চার বা শেয়ারে টাকা খাটাইলে তাহাকে বিনিয়োগ বলা চলে না, কারণ এইরূপ বিনিয়োগ ও অবিনিয়োগ টাকার লগ্নীতে নৃতন কর্মসংস্থান ও আয় স্থাই হইতেছে না। যে টাকা খাটান হইল, তাহাতে নৃতন কার্থানা, যন্ত্রপাতি প্রভৃতির উত্তব হইলে অর্থাৎ বর্তথানের তুলনার আয় ও

কর্মসংস্থানেব স্তব বাডিলে, তবেই তাহাকে বিনিযোগ বলা চলে। আবাব উৎপাদন, আয় ও কর্মসংস্থানেব পবিমাণ পূর্বাপেক্ষা কমিয়া যাইতেছে, এইক্লপ ভাবে সমাজে টাকা খাটান বন্ধ কবিলে তাহাকে অবিনিযোগ (Disinvestment) বলা চলে।

কোন নির্দিষ্ট সমযে, সমাজেব সবল উচ্ছোক্তাবা মিলিয়া নূতন মূলধনী দ্রব্য উৎপাদনে যে টাকা খাটান, তাহাই মোট বিনিযোগ ব্যয়। এই বিনিযোগ ব্যয বহু বিচিত্ৰ প্ৰকাৰ শক্তিৰ দ্বাৰা প্ৰভাবিত হয়। উহাদেৰ মধ্যে প্ৰধান ক্ষেক্টিকে

পৃথক কৰিয়। ফেলা দৰকাৰ, ভাহা না হইলে এই জটিলতা বিনিযোগ নির্ভব করে গনেক প্রকাবেব উপবঃ দহাদেব মধ্যে ছুইটি

প্রধান

খণ্ডন কৰা যাইবে না। যেমন, আমবা ধবিষা লইব সমাজে উভোক্তাদেব সম্মুখে বিনিযোগেব স্থযোগ স্থবিবাব নির্দিষ্ট

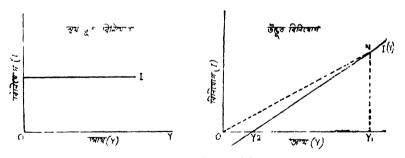
একটি ধবন আছে, উহা ঐতিহাসিক দিক হইতে মোটামুটি নিদিষ্ট (investment opportunities historically given)। আমবা সন্মকালের অবস্থা বিচাব কবিতেছি, তাই ইহাও ধবিষা লইতে হইবে যে, সমাজে মূলধন-সঞ্চযের পরিমাণ প্যাপ্ত আছে। * এই সকল বিষয় মোটামুটি স্থিব ধবিয়া লইযা আমবা ত্বইটি প্রধান শক্তি বাছিয়া লইব। বর্তমান কালে, অতিদীর্ঘকালীন প্রভাবগুলিকে হিসাবের মধ্যে না আনিয়া আমবা বলিতে পাবি যে, সমাজে বিনিযোগেব পবিমাণ নিভব কবে আযন্তব, মূলধনেব প্রান্তিক কায়কাবিতা এবং প্রদেব হাবেব উপব।

(ক) আযন্তবেৰ উপৰ বিনিযোগ কিন্ধপভাবে নির্ভৰ কৰে, তাহা বুনিতে হইলে বিনিযোগকে ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত কবা দবকাব: স্বয়ংভূত বিনিযোগ ও উদ্ভত বিনিযোগ (Autonomous Investment and আযন্তরের ডপর Induced Investment)। সমাজে কিছু পবিমাণ বিনিযোগেব নিভবশীলভা বিনিযোগ থাকে, যাহা আয-স্তবেব উপব নির্ভবশীল নয়। বিভিন্ন আয়ন্তবে এইরূপ বিনিযোগ সমান থাকে, আবাব আয়ন্তব সমান থাকিলেও এইরূপ বিনিযোগে পবিবর্তন হইতে পাবে—এই ধবনেব বিনিযোগ

স্দীর্ঘকালের বিশ্লেষণে কেইনস্ বলিযাছেন যে, বিনিষোগের উপর অক্সান্ত প্রভাব ছাডাও, মূলধন সঞ্চয়েব পবিমাণ (capital accumulation) প্রধানত প্রভাব বিস্তাব কবে। দীর্ঘকালে তাই একদিকে বিনিযোগের ফ্যোগ স্থবিধার অভাব এবং **অপরা**দকে প্রভূত মূলধন দেখা দিলে মূলধনের অভিদীর্ঘকালীন জড়ত্ব (secular stagnation of capital) দেখা দেয়। অবাৰ হারড বলেন, দীর্থকাল, সমাজে বিনিযোগের পবিমাণ প্রধানত নির্ভবশীল আযুর্দ্ধির 'াৰের উপর (rate of income growth.)

আয়স্তর নিরপেক্ষ। সরকার নৃতন স্কুল কলেজ, রাস্তাঘাট, গৃহনির্মাণ, সামরিক যন্ত্রপাতি প্রভৃতিতে যে সকল টাকা থাটায়—উহারা স্বয়ংভূত বিনিয়োগ, ইহাদের পরিমাণ সমাজের আয়স্তরের উপর নির্ভর করে না। যুদ্ধের সময়ে বা পরিকল্পিত অর্থনীতিতে বিনিয়োগকে স্বয়ংভূত বিনিয়োগ বলা চলে, কারণ ব্যবসায়ীদের লাভলোকসানের উপর ইহা নির্ভর করে না। অধ্যাপক টিন্বারগেন-এর ভাষায় বলা চলে যে 'if public nvestments are used as a political means to influence employment, it is justified to consider investment activity as an independent variable.' অপরপক্ষে, বিভিন্ন আয়স্তরে উদ্ভূত বিনিয়োগের পরিমাণ বিভিন্ন, আয়স্তর বৃদ্ধির ফলে এবং সেই বর্ধিত আয়স্তব রক্ষা করার জন্ত যে বিনিয়োগ ঘটে, তাহাই উদ্ভূত বিনিয়োগ। সংক্ষেপে বলা চলে,

ষে বিনিয়োগের আয়গত স্থিতিস্থাপকতা নাই (Incomeস্থাংভূত বিনিয়োগ ও
উদ্ভূত বিনিয়োগ
বিনিয়োগ; আবার, যে বিনিয়োগের আয়গত স্থিতিস্থাপকতা
আছে, (Income-elastic Investment function), তাহা উদ্ভূত বিনিয়োগ।
নিচের ছবিতে ইহাদের দেখান হইতেছে। বাঁ দিকের ছবিতে স্বয়ংভূত বিনিয়োগের
বেখাটি আয়য়র বেখা অর্থাৎ Y অক্ষের সমান্তরাল,আয়য়র বাড়িলেও ইহা সমান থাকে।



ভানদিকের চিত্রটিতে I(Y) রেথাটি উছুত বিনিয়োগের রেখা। সাধারণত ধরিয়া লওয়া হয় যে, আয়স্তর বাড়িলে মুনাফা বাড়ে তাই ব্যবসায়ীদের মনে বিনিয়োগের ইচ্ছা দেখা দেয়। বিভিন্ন আয়স্তরে উছুত বিনিয়োগের বিভিন্ন পরিমাণ কিভাবে কার্যকারণ সম্পর্ক দারা যুক্ত (Functionally related), এই রেখা তাহা প্রকাশ করিতেছে। I(Y) রেখাটি তলার দিক দিয়া Y রেখাটিকে ভেদ করিয়া উপরে উঠিতেছে। অর্থাৎ OY_2 পরিমাণ আয় থাকিলে কোনরূপ বিনিয়োগের উত্তব হয় না, OY_2 পরিমাণের কম থাকিলে ঋণাত্মক বিনিয়োগ

বা অবিনিয়োগ ঘটে। $\mathbf{OY_1}$ আয়স্তরে উদ্ভূত বিনিয়োগের পরিমাণ হইল $\mathbf{OY_1}$.

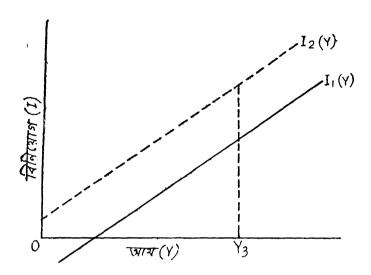
পূর্ব পৃষ্ঠার চিত্রের I(Y) রেখা হইতে আমরা তুইটি বিষয় জানিতে পারিঃ ইহারা হইল গড় বিনিয়োগ প্রবণতা এবং প্রান্তিক বিনিয়োগ প্রবণতা (average propensity to invest and marginal propensity to invest)। মোট আয় ও ঐ স্তরে মোট বিনিয়োগের অন্পাতকে বলা হয় গড় বিনিয়োগ-প্রবণতা; ইহাকে আমরা I/Y ক্লপে প্রকাশ করিতে পারি। আর আয় বৃদ্ধির হার এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধির হার –এই তুই-এর অনুপাতকে বলা হয় প্রান্তিক বিনিয়োগপ্রবণতা। ইহাকে আমরা $\delta I/\delta y$ ক্লপে প্রকাশ করিতে পারি। এই তুইটি ধারণার অর্থ নৈতিক তাৎপর্য খুব কম নয়। মোট আয়ের কত গড় ও প্রান্তিক বানিয়োগপ্রবণতা এবং ত্রংদের তাৎপর্য মোট আয়ের কত অংশ মূলধনী দ্রব্যোৎপাদনে নিযুক্ত হইতেছে প্রতিটি আয়স্তরের ক্লেত্রেই আমরা তাহা জানিতে

পারি এই গড় বিনিয়োগপ্রবণতা দারা। আবার, জাতীয় আয়ে সামান্ত পরিবর্তন হইলে বেসরকারী বিনিয়োগ কতথানি উঠানামা (Fluctuate) করিবে ভাহা আমরা জানিতে পারি এই প্রান্তিক বিনিয়োগপ্রবণতার সাহায্যে।

বিনিয়োগপ্রবণতার রেখা বা I(Y) রেখা সম্পর্কে আমাদের আর একটি কথা জানা প্রয়োজন। পরপৃষ্ঠার চিত্রের মত এই রেখাটি যদি সম্পূর্ণ উপরে উঠিয়া যায়, তবে বোঝা যাইতেছে যে, সকল আয়ের স্তরেই উভূত বিনিয়োগের পরিমাণ প্রাপেক্ষা বাজিয়া গিয়াছে। সকল আয়স্তরেই বিনিয়োগের পরিমাণ সমানভাবে বাজিবে এমন কোন কথা বলা যায় না। তবুও সহজে বুঝিবার জন্ম ইহা আমরা ধরিয়া লইয়াছি যে, প্রান্তিক বিনিয়োগপ্রবণতা সকল আয়স্তরেই সমান, তাই $I_{\nu}(Y)$ রেখা $I_{\nu}(Y)$ রেখাটির সমান্তরাল।*

^{*} বাস্তবে অবশ্ব এইরূপ না হওয়ারই সম্ভাবনা। আয়ন্তর কম ণাকিলে প্রান্তিক বিনিযোগ প্রবণতা কম পাকিতে পারে, কারণ, এই অবস্থায় দেশে কিছু পরিমাণ মজুত কবা দ্রব্য ও উপকবণ এবং বন্ধপাতির ক্ষমতা অব্যবহৃত অবস্থায় থাকিতে পারে (Idle capacity in the form of unused inventories and fixed equipment)। আয়ন্তর বৃদ্ধি পাইলে এই অব্যবহৃত ক্ষমতা দূর হয়, তাই উচ্চ আয়ন্তরে প্রান্তিক বিনিয়োগ প্রবণতা বেশি থাকারই সম্ভাবনা। এইরূপ অবস্থায় প্রতিটি আয়ন্তরে উদ্ভূত বিনিয়োগের পরিমাণ বিভিন্ন থাকিবে, ছুইটি উদ্ভূত বিনিয়োগের বেগা সমান্তরালে অবস্থিত থাকিবে না। সংক্ষেপে বলা হয় যে, বিনিয়োগ-অপেক্ষক তথন non-linear হইবে ('non-linear' investment function)।

সমগ্র বিনিয়োগের রেথাটি উপরে উঠিয়াছে, অনেক কারণে এইরূপ ঘটিতে পারে। যেমন দেশে সাধারণভাবে, সকল আয়স্তরেই, স্থদের হার প্রাস পাইয়াছে,



ভখন এইরূপ সম্ভব। মজ্রি ব্রাস, শ্রমিকের উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি বা টেকনোলজির উন্নতি—যে সকল কারণে সমগ্র অর্থ নৈতিক দেহে ব্যয়ের কাঠামোতে পরিবর্তন আসে, তাহারাই বিনিযোগের রেখাটির অপসরণের পরিসীমা (shift parameter)।

(খ) মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা ও স্থাদের হার উভয়ে মিলিয়া কির্মণে বিনিয়োগের পরিমাণ স্থির করে, এখন তাহা আলোচনা মূলধনের প্রান্তিক কার্য- করা দরকার। মূলধনী দ্রব্যের চাহিদার উপর বিনিয়োগের কারিতা ও স্থাদের হার পরিমাণ নির্ভর করে তাহা আমরা জানি। এই চাহিদা বা বিনিয়োগপ্রবণতা ছুইটি বিষয়ের কার্যকল, মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা ও স্থাদের হার।*

কোন বিনিয়োগকারী ব্যক্তি (investor) বিনিয়োগ করে কেন? ইহার কারণ হইল, এই বিনিয়োগ হইতে সে কিছু প্রতিদান (return) পায়।

* এই আলোচনার সময়ে আমরা ধরিয়া লইতেছি যে, ক্ষদের হার স্বাধীনভাবে নিরূপিত
হুইতেছে (Independently given)। এই অবস্থায় বিভিন্ন ক্ষদের হারে যে বিভিন্ন পরিমাণ
বিনিয়োগ ঘটবে তাহার তালিকাকে বলা হয় মূলধনের প্রাপ্তিক কার্যকারিতার তালিকা
(Schedule of the Marginal efficiency of capital)।

কোন ব্যাক্তর হাতে কিছু পরিমাণ টাকা আছে, সে এই টাকা নৃতন মূলধনী দ্রব্যোৎপাদনে অর্থাৎ বিনিয়াগে না খাটাইয়া উহা দিয়া যে-কোন প্রকার বগু কিনিতে পারে। মূলধনী দ্রব্যোৎপাদনে ঝুঁকি কম নয়, সাফল্য-অসাফল্যের কথা কিছু বলা যায় না। তবুও সে বণ্ডের বাজারে টাকা না খাটাইয়া একমাত্র তখনই বিনিয়োগ করিবে যখন বগু হইতে তাহার

প্রান্তিক কার্যকারিত। স্থদের হারের কম হইলে চলিবে না

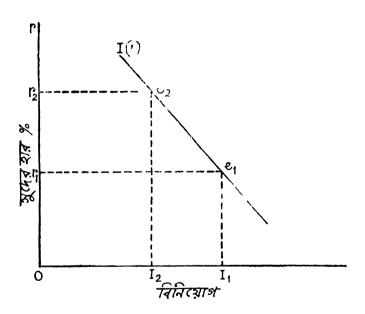
আয়ের তুলনায় বিনিয়োগ হইতে আয় বেশি হয়। অর্থাৎ বিনিয়োগ হইতে পাওয়া আয় বাজারে চলিত স্থদের হার

হইতে বেশি; অন্ততপক্ষে কম নয়। আর একটি অবস্থার কথা চিন্তা করা যায়। যদি ব্যবসাদার ব্যক্তিটি নিজের টাকা না খাটান, অপরের নিকট হইতে টাকা ধার করিয়া আনেন, তবে তাহাকে নজর রাখিতে হইবে যেন তিনি যে-স্ফা দেন তাহার তুলনায় সেই টাকা খাটাইয়া তিনি বেশি প্রতিদান পাইতে পারেন। তিনি নির্দিষ্ট স্থানের বণ্ড বিক্রয় করিয়া টাকা তুলিতে পারেন বটে, কিন্তু সেই টাকা দিয়া তিনি যে নৃতন মূলধনী দ্রব্য তৈয়ারীর ব্যবসায় করিবেন, তাহা হইতে কিন্ধাপ লাভ বা প্রতিদান তিনি আশা করেন, এই কথা তাঁহাকে সর্বদাই ভাবিতে হইবে। ইহার অর্থ হইল মূলধনী দ্রব্যের নৃতন ইউনিট হইতে প্রতিদান, অর্থাৎ মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা চল্ তি স্থানের হারের তুলনায় কম হইলে সেই বিনিয়োগ হইতে পারে না। বিনিয়োগপ্রবশতা তাই নির্ভর করে মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা ও স্থানের হারের মধ্যে এই সম্পর্কের উপর।

স্থানের হারের সহিত সমাজে বিনিয়োগের এই সম্পর্ককে আমরা একটি তালিকার (schedule) আকারে প্রকাশ করিতে পারি। পর পৃষ্ঠার চিত্রে ইহা দেখা যাইতেছে।

চিত্রটিতে আমর। ভূদমান্তরাল অক্ষে বিনিয়োগের পরিমাণ এবং লম্বমুখী অক্ষে হংদের হার পরিমাপ করিতেছি। I(r) হইল বিভিন্ন হংদের হারে বিভিন্ন পরিমাণ বিনিয়োগের রেখা। হংদের হার Or_1 হইতে বাড়িয়া Or_2 হইলে বিনিয়োগ OI_1 হইতে ব্রাদ পাইয়া OI_2 হইতেছে। হংদের হার কমিলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইতেছে।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা প্রয়োজন। বিশেষ ধরনের কোন একটি মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদন বাড়াইতে থাকিলে উহার প্রান্তিক কার্যকারিত। কমিয়া ঘাইতে থাকে। ইহার কারণ হইল সেই ধরনের মন্ত্রের থোগান যত বৃদ্ধি পাইবে, উহা হইতে সম্ভাব্য প্রতিদানের পরিমাণও তত ব্রাস পাইবে।
এই ধরনের যন্ত্র বেশি থাকিলে বাজারে উহার বিক্রয়জাত
ফুল্ধনী দ্রব্যের পরিমাণ
ও প্রান্তিক কার্ধকাবিতার সম্পর্ক আয় (prospective yield) কম। আবার যন্ত্রটি বেশি
উৎপন্ন হইতে থাকিলে উহার উৎপাদন ব্যয় বাড়িবার
সম্ভাবনা দেখা দিবে, তাই যোগান দাম বাড়িতে থাকিবে। সম্ভাব্য আয়ে হ্রাস
অথচ যোগান দামে বৃদ্ধি উভ্যের ফলে মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা হ্রাস পাইবে।



ইহা সকল মূলধনী দ্রব্যের ক্ষেত্রেই সত্য। উপরের চিত্রের I (r) রেখার প্রতিটি বিন্দু MEC পরিমাপ করে, ইহা আমরা বলিতে পারি। বিনিযোগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে MEC হাস পাইতেছে।

বিনিয়োগের স্থদগত স্থিডিস্থাপকডা (Interest-Elasticity of Investment)

এতক্ষণ আমরা আলোচনা করিলাম যে, হংদের হারে উঠানামার উপর বিনিয়োগের পরিমাণ নির্ভর করে। কিন্তু এই নির্ভরশীলতা কতদূর তাহা দেখা শরকার। বিনিযোগের স্থাপত স্থিতিস্থাপকতা বলিলে বোঝা যায় স্থানের হাবে অল্প পরিবর্তন হবলে বেদবকারী উভোক্তাদের বিনিয়োগের পরিমাণ কতথানি পরিবর্তিত হয়। এই স্থই পরিবর্তনের হাবের অনুপাতকে বিনিয়োগের স্থাপত স্থিতিস্থাপকতা বলে। পূর্বের ছবিতে লক্ষ্য করিলে দেখা বিনিয়োগের স্থাপত যায় যে, বিনিয়োগের স্থাপত স্থিতিস্থাপকতা যত কম গ্রহাকে বলে (more inelastic) I (Y) বেখাটি তত অবিকতর খাডা (steeper)। ইহার স্থাপত স্থিতিস্থাপকতা যত বেশি (more elastic), এই বেখাটি তত বেশি চেটাল (flatter)। ইহা আমরা সহজেই বৃঝিতে পারিতেছি। কথা হইল শিল্পোন্নত দেশগুলিতে, যেমন ইংলণ্ডেও আমেরিকাম মূল্যনী যন্ত্রপাতির চাহিদা স্থাপের হাবের উপর কতথানি নির্ভব করে। সাধারণভাবে আজকাল মনে করা হয়, এই দকল দেশে বিনিয়োগের স্থাণত স্থিতিস্থাপকতা কম। এই স্থিতিস্থাপকতা কম হইবার সন্তার্য কারণ কি কি গ

যত কম সমযেব মধ্যে যন্ত্রপাতিব আয় হইতে উহ'ব যোগান দাম ফেবৎ
পাওযাব সম্ভাবনা থাকে স্থাবে হাবেব প্রভাব তত কম হয়। যন্ত্রেব জীবনকাস
যত দীর্ঘ, উহা হইতে সম্ভাব্য আয়েব পবিমাণে উঠানামাব

দ্যোজাব পরিকল্পনা সম্ভাবনা তত প্রবস্গ, কাবণ বহু বিচিত্র ঘটনা ও শক্তিব
কাল
প্রভাব ইহাব উপব পভিতে পাবে। তাই স্থাবেব

যথন ফার্মগুলি নিজেদেব সঞ্চিত টাকা বা বিজার্ভ হইতে বেশি পবিমাণ বিনিয়োগ কবে তথন মূলধনী দ্রব্যেব জন্ম চাহিদাব হৃদগত স্থিতিস্থাপকতা কম হইবে। ইহা সহজেই বৃঝা যায়। ইহাব কাবণ হইল যে, সাধাবণত উল্পোক্তাবা নিজস্ব টাকা খাটাইলে তাহাব উপব হৃদ হিসাব কবেন না। মনে কব, বাজে হইতে টাকা ঋণ কবিয়া আনিলে যে-হৃদ দিতে হয়, তাহা মোট বায়েব এক পঞ্চমাংশ। যন্ত্রটি বিক্রয় কবিয়া যে বেভিনিউ পাওয়া যায় তাহা হইতে এই হৃদ বাদ দিয়াই নীট বেভিনিউ হিসাব কবা দবকাব। কোন ফার্মেব মালিক, যথেষ্ট হিসাবী হইলে নিজেব টাকা খাটাইলেও যে-হৃদ (Imputed interest) তাহাকে অন্তর্জ দিতে হইত উহা বাদ দিয়া নীট বেভিনিউব হিসাব কবিবেন। কিন্তু বাস্তবে অনেকে ইহা কবেন না। ফলে হৃদেব হাব পবিবর্তনেব উপর বিনিযোগেব পবিমাণে পবিবর্তন ততটা নির্ভর করে না, বিনিযোগের স্থদগত স্থিতিস্থাপকতা কম হয়।

এই কারণেই, মজুরির হারে পরিবর্তন মুনাফা কমাইয়া দেয় বলিয়া উছোক্তার। বিচলিত হন, কিন্তু স্থাদের হারে পরিবর্তনে ত্তটা বিচলিত হন না।

তবুও আমরা মনে করিতে পারি যে, সিকিউরিটিতে টাকা খাটাইলে যে স্থদ পাইতে পারিত, উছোন্ডারা তাহার কিছুটা অন্তত হিসাব করিয়া নিজের ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত কবিয়া থাকেন।

বিনিযোগের ফদণত স্থিতিস্থাপকতা আলোচনার বান্তব তাৎপর্য (practical significance) কমন্য। যদি সতা সভাই ইহা অস্থিতিস্থাপক হয়, তবে হদের হাবে পরিবর্তন আনিয়া চল্তি বিনিযোগের হারে পরিবর্তন ঘটানোর সম্ভাবনা কমিয়া যায়। স্থাদের হারের নীতি বা স্থলভ টাকার নীতি ইহার বান্তব তাৎপর্য (Interest policy or cheap money policy) প্রয়োগ করিয়া বিনিয়োগ, আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির সম্ভাবনাও আর ততটা থাকে না। এই অবস্থায় স্থদের হার বাতীত আরও যে-সকল বিষয় বিনিয়োগের উপর প্রভাব বিস্তার করে, তাহাদের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। নীতি নির্ধারণের সম্যে (policy consideration) তাই, অন্তান্থ যে-সকল শক্তিম্পাধনের প্রান্তিক কার্যকারিতার সমগ্র তালিকাকে অপসারণ (shift) করিতে পারে তাহাদেরও বিচার করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে।

ত্মুদ ব্যতীত বিনিয়োগ নির্ধারণকারী বিষয়সমূহ (Shift factors affecting Investment Schedule—other than the Interest rate)

স্থদের হার ছাড়াও অন্থান্থ বিষয়ের উপর মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা (MEC) বা বিনিয়োগের পরিমাণে পরিবর্তন নির্ভর করে। এই সকল বিষয়ে পরিবর্তন হইলে সম্ভাব্য সকল স্থদের হারেই বিনিযোগ বাড়িতে পারে বা কমিতে পারে। হঠাও ও বিপুল পরিমাণে বিনিয়োগে পরিবর্তন আসা সাধারণত এই সকল গতিশীল শক্তির (dynamic forces) উপরই নির্ভর করে, স্থদের হারে পরিবর্তনের উপর নয়।

ব্যবসায়ীদের আস্থার উপর যে সকল বিষয় প্রভাব বিস্তার কবে, তাহাদের সকলকেই আমরা এইরূপ গতিশীল শক্তি বলিয়া গণ্য কারতে পারি। কেইন্সের ভাষায় বলা চলে যে, উছোক্তাদের মনে মূলধনী সম্পত্তি হইতে

^{*} আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করা যায়। সমাজে একচেটিয়া শক্তির প্রসায় হওয়ায় নির্দিষ্ট একই ব্যক্তি ব্যায় ও ফার্মের মালিক থাকে। ফলে হয়ের হার বাড়িলে ফার্মের মালিক হিসাবে ভাহাদের লোকসান ব্যায়ের মালিক হিসাবে পুরণ হইয়া যায়। ভাই হৢদের হার বাড়িলে ভাহারা ভভটা বিচলিত হন না।

সম্ভাব্য প্রতিদান সম্পর্কে দীর্ঘকালীন প্রত্যাশায় (Long term expectations) পরিবর্তন আসিলে মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতায় পরিবর্তন আসিতে পারে। ব্যবসায়ীদের ভাষায় বলা চলে যে, 'মূনাফার আশা' বা 'লোকসানের ভয়' বেসরকারী বিনিয়োগপ্রবণতায় উঠানামা ঘটায়। নিচের তালিকাতে আমরা এইরূপ প্রধান শক্তিগুলিকে তালিকাবদ্ধ করিতেছি।

আভ্যন্তরীণ (Endogenous)

আয়ের স্তর বা আয়ে পরিবর্তনের । হার; ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদার স্তর এবং উহার গতিধারা (trend); মূলধনের বর্তমান পরিমাণ, বিশেষত স্থির মূলধনের; আর্থিক মজুরির হার এবং অন্থান্থ উপাদানের দাম; শেয়ার বাজারের কার্যকলাপ, শেয়ারের দামে উঠানামার মাধ্যমে প্রকাশিত।

বহিরাগত (Exogenous)

আবিন্ধার ও উহার প্রয়োগ; জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও উহার গড়ন (Composition); প্রাক্তিক সম্পদ;
ক্রেতা-গোষ্ঠীর মনস্তত্ত্ব; সরকারী
আর্থিক ও করনীতি; রাজনৈতিক
আবহাওয়া; শ্রমিকদের চলনশীলতা
(Labour Movements); সামাজিক
আইনগত প্রতিষ্ঠানসমূহ, বৈদেশিক
বাণিজ্য; যুদ্ধ, বিপ্লব এবং মনুয়াস্থ্
অস্তান্থ প্রকার পরিস্থিতি; আবহাওয়া
ও অপ্রভ্যাশিত অস্ত কোনরূপ অবস্থা।

উপরের তালিকাতে বিষয়গুলিকে আভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত এই ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। ইহার স্থবিধাও কম নয়। ইহাতে বুঝা যায় যে, মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতায় আমূল পরিবর্তন অংশত আভ্যন্তরীণ কারণে ঘটে, ইহারা অর্থ নৈতিক কার্যামোর মধ্য হইতে উদ্ভূত এবং; অংশত ইহা বাহ্য নানা প্রকার কারণের ফল। এই পার্থক্যের আরও উপকারিতা হইল নিয়ন্ত্রণের নীতি ফির করা সম্ভব হয় এবং কিছুটা ভবিয়দ্বাণী করাও চলে। স্বল্পকালীন ভবিয়দ্বাণী করার সময়ে মোটামুটি ধরিয়া লওয়া চলে যে, বহিরাগত বিষয়গুলি সমান থাকিবে, এই উদ্দেশ্যে আভ্যন্তরীণ বিষয়গুলির আলোচনাই মূলত গুরুত্বপূর্ণ। দেখা যায় যে, বিনিয়োগের হার ছির রাখিতে হইলে (to stabilize the rate of investment) আভ্যন্তরীণ বিষয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করাই অধিকতর স্থবিধাজনক। এই সকল বিষয় ছাড়াও, কেইন্স্ বলেন, আমাদের আরও বহু বিষয়ের কথা মনে রাখা দরকার, যেমন, উত্যোক্তাদের 'নার্ভ ও হিন্টিরিয়া', এমন কি তাহাদের

'হজমশক্তি এবং আবহাওয়ার প্রতিক্রিয়া'। মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতার এইরূপ বিপুল পরিবর্তন হইতে বুঝা যায় কেন বাণিজ্য-চক্রের সমৃদ্ধি ও সংকট উভয়ই তীব্রতর, কেন উভয় দিকেই উঠানামা অস্বাভাবিক। শুধু তাহাই নয়। ইহা হইতে আরও বুঝা যায় যে, "মোটামুটি স্বাভাবিক ধরনের ব্যবসায়ীদের উপযোগী বা অনুকূল রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশের উপরই অর্থ নৈতিক সমৃদ্ধি নির্ভর করে" (কেইন্স্)। সর্বোপরি, আমরা সাধারণভাবে এই শিক্ষা পাই যে, ভোগদ্রেবেরে জন্ম চাহিদার তুলনায় মূলধনী দ্রব্যের জন্ম চাহিদা অনেক বেশি অনুভূতিপ্রবণ এবং বিপদজনক, ইহার উপর কখনই পূর্ণ আস্বা রাখা চলে না।

তারল্যপছন্দ ও স্থদের হার (Liquidity Preference and the rate of interest)

আয ও কর্ম সংস্থানের স্তর নির্ধারণ করিতে হইলে আর একটি বিষয় আলোচনা করিতে হইবে, ইহা হইল স্থদের হার, বা তারল্যপছন্দের তত্ত্ব। আয় ও কর্ম সংস্থান নির্ভর করে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের উপর, ইহাদের ছুইটিই প্রভাবিত হয় স্থদের হার দারা। সমাজে টাকার পরিমাণ জানা থাকিলে স্থদের হাব নির্দ্ধপিত হয় তারল্যপছন্দের তালিকার দারা। স্থতরাং এই তারল্যপছন্দ কিসেব উপর নির্ভর করে (Liquidity Function), তাহা আমাদের বিশ্লেষণ করিতে হইবে। বিভিন্ন স্থদের হারে সমাজে এই তারল্যপছন্দের তালিকা এবং টাকার যোগান উভয়ে মিলিয়া দেশে স্থদের সাধারণ হার (general rate) স্থির করে।

তাহা ছাড়া ইহারা আরও ব্যাখ্যা করে বিভিন্ন সময়ের জন্ম বিনিয়োগের উপর বর্ণ অর্থাং বিভিন্ন সময়ে ফলপ্রস্থ হইবে এইরূপ প্রভাব জানিতে হইলে লর দাম ও ইহাদের উপর স্থদের হার। সমাজে তারলোব বিচার দরকাব হরল সম্পতিগুলির (liquid assets) চাহিদা, উহার সহিত্ত স্থদের হারের সম্পর্ক, তারলাহীন সম্পতিগুলির দাম (prices

of non-liquid assets), প্রত্যাশিত মুনাফার হার, বিনিয়োগ, আয়স্তর ও কম সংস্থান, সকল কিছু ব্যাখ্যা করার জন্ম এই তারল্যপছন্দের তত্ত্ব আমরা ব্যবহার করিতে পারি।

ভারল্যপছন্দ কাহাকে বলে – "মজুভ-প্রবণতা" (Liquidity Preference – the "Propensity to Hoard")

তারল্যপছন্দ কাহাকে বলে বুঝিতে গেলে প্রথমে সঞ্চয় করা (saving)
ও মন্তুত করার (hoarding) মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট করিয়া বোঝা প্রয়োজন

সঞ্চয় হইল, ব্যক্তির বা সমষ্টির, যে-কোন ক্ষেত্রে, আয় হইতে ভোগব্যয়ের পার্থক্য

—ইহাদের বিয়োগ ফল। আয়ের যে-অংশ, ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক,
ভোগ হইতে পারিল না, তাহাই সঞ্চয়; অর্গাৎ ভোগব্যয় ও সঞ্চয় উভয়ে মিলিয়াই
সেই নির্দিষ্ট স্তরের আয়ের সমান। যেমন কোন ব্যক্তির আয় 100 টাকা,
ভোগব্যয় ৪০ টাকা, ফলে সঞ্চয় 20 টাকা। সঞ্চয় সম্পর্কে
সাক্ষম কাহাকে বলে
ধারণাতে আমাদের আর কিছু চিন্তা করার কারণ নাই।
এই 20 টাকা ব্যক্তি কোথায় রাখিল, আলমারীতে কিন্তা মাছরের তলায়, ব্যাক্তে
বা শেয়ার কিনিয়া তাহা এই ক্ষেত্রে আমাদের বিচার্য নয়। আয় এবং ভোগের
পার্থকাই সঞ্চয়।

অপরপক্ষে, এই সঞ্চয় ব্যক্তি কি-ভাবে রক্ষা করিবে, তাহারই উপর মজ্ত হইল কি না তাহা বোঝা যাইবে। "মজ্ত" হইল, নগদ টাকার রূপে ব্যক্তি সঞ্চয়ের যে-অংশ জমাইয়া রাখিতে চায়। মজ্ত করা বলিলে আমরা বৃঝিব বিক্তি অতরল সম্পত্তিগুলিতে (on non-liquid assets) টাকা খাটাইল না, নগদ টাকারূপে হাতে ধরিয়া রাখিল। আয়ের কিছু অংশ ভোগে বয়ম না করার অর্থ হইল সঞ্চয় করা; আর সেই সঞ্চয় ধার না দেওয়া বা বিনিয়োগ না করার অর্থ হইল মজ্ত করা। সঞ্চয় করিলে উহা ভোগ করা যায় না, ইহা এক ধরনের ত্যাগ স্বীকার; আর মজ্ত করিলে সেই সঞ্চয় হইতে স্থদ পাওয়া যায় না, ইহাও এক ধরনের ত্যাগ স্বীকার। মজ্ত করার অর্থ ই হইল ব্যক্তি ধার না দিয়া এবং বিনিয়োগ না করিয়া কিছু আয় (স্থদ বা মুনাফা) হইতে বঞ্চিত হইতেছে। মজ্ত করার এই ধারণা একান্ত মনস্থান্তিক।

মজুত না করিয়া সেই টাকা খাটাইলে স্থদ পাওয়া যায়, তাই স্থদের হারের উপর ব্যক্তির এবং সমাজের সামগ্রিক মজুতের পরিমাণ নির্ভর করে। বিভিন্ন স্থদের হারে সমাজে বিভিন্ন পরিমাণ নগদ বা তরল টাকা লোকে হাতে ধরিয়া রাখিতে চায়, স্থদের হার বাড়িলে তরল টাকা হাতে ধরিয়া রাখার ইচ্ছা কম; আর স্থদের হার কম খাকিলে তরল টাকা হাতে ধরিয়া রাখার ইচ্ছা বেশি। ইহাকেই কেইন্স্ বলিয়াছেন 'টাকার চাছিদা' (demand for money) এবং বিভিন্ন স্থদের হারে টাকার চাছিদাকে আমরা একটি তালিকার আকারে অর্থাৎ নগদ-পছন্দের তালিকার ক্লপে প্রকাশ করিতে পারি (schedule of liquidity preference)। নগদ টাকার জন্ম অর্থাৎ তারল্যের জন্ম চাছিদা এবং টাকার

যোগান— এই ছুইয়ে মিলিয়া স্থদের হারে উঠানামা ঘটায়, ফলে সমাজে বিনিয়োগের পরিমাণে পরিবর্তন আসে।

এই প্রসঙ্গে মজুত (hoarding) এবং টাকার প্রচলনবেগ (velocity of money), এই উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা করিলে ভাল হয়। সাধারণ-ভাবে, কেইন্সের পূর্বে ধনবিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যে, মজুত করার অর্থ হইল টাকার প্রচলনবেগ কমিয়া যাওয়া, ফলে দামগুর ব্লাদ পাওয়া। স্বতরাং চিরাচরিত ধারণায় মজুত করার অর্থ হইল প্রচলন বেগ কমিয়া যাওয়া। কিন্তু মজুত করিলে প্রচলনবেগ কমিয়া উৎপাদন ও ব্যবসায়-বাণিজ্য হ্রাস পাইবে মজ্তের বিভিন্ন কপ কি না তাহা নির্ভর করে লোকে কি বিশেষ ধরনে তাহাদেব একাংশ মন্ত্রুত করিতে চায় তাহার উপর। কেউ যদি মান্ত্ররে তলায় জমানে¹ টাকা মজুত করিয়া রাখিতে চায়, তবে দে অবশুই চলন্ত টাকাকে প্রচলনধারা হইতে অপসারণ করিয়া আনিতেছে। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই ধরনের মজুত করাকেই লোকে উৎপাদন আয় ও কর্মসংস্থান হ্রাদের কারণ বলিয়া মনে করেন। এইজন্মই রবার্টসন বলিতেছেন যে, সঞ্চয়কে কথনও সঞ্চিত করিয়া রাখা চলে না। আবার, অপরপক্ষে, এই মজুত যদি ব্যাঙ্ক-আমানতের ব্লপ নেয়, অর্থাৎ নগদ তরল होका लात्क व्याद्ध क्रमा तात्थ. তবে উहात कल थाताल ना-छ हहेत्छ लात्त । কারণ ব্যাঙ্কে রক্ষিত তাহার এই টাকা অচল থাকিতেছে না, অপর কোন ব্যবসায়ীরা ধার লইয়া উহাকে সচল রাখিতেছে, কেইন্সের ভাষায় বলিতে গেলে এই ধরনের মন্কৃত "provides the offsetting facilities for some other party.'' বুক্তির দিক দিয়া অবশ্য বলা চলে যে, ব্যাঙ্কওলি এই টাকা বসাইয়া না রাথিয়া স্থদের বিনিময়ে খাটাইতে পারে বটে, কিন্তু ধার লইতে ইচ্ছুক ব্যবসায়ীরা আগাইয়া না আসিলে ব্যাঙ্কঞ্চলি ইহাতে সক্ষম হইবে না। আরও এক ধাপ অগ্রসর হইয়া বলা চলে যে, ঋণগ্রহীতা পাওয়া গেলেও তাহারা সকল ঋণ উৎপাদন ও ব্যবসায়-বাণিজ্যে খাটাইবার স্থযোগ পাইতেছে না, ইহাও সম্ভব পর। এই সকল বিদ্ধাপ সম্ভাবনার কথা বাদ দিলে আমরা সোজাম্বজি বলিতে পারি বে, ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখিলে বা এই ধরনে টাকা মজুত করিলে সমাজ ক্ষতিগ্রা হয় না া

ভাহা ছাড়া নিজেদের হাতে জমানো টাকা অনেক আছে, এইরূপ ধারণা লোকের ^{মনে} থাকিলে উহার মনন্তাত্ত্বিক প্রভাব ভালই হয় কারণ চল্তি আয় হইতে বেশি অংশ বায় করাব ইছে। ধাকিতে পারে।

স্তরাং লোকের মন্ত্ত টাকা কোন্রূপে আবদ্ধ রাখিতে চাহে, তাহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আয়স্তরের উপর ইহার প্রভাব কি তাহা জানিতে হইলে ইহার আলোচনা দরকার। কেইন্সই সর্বপ্রথম মন্ত্তের ধারণা লইয়া স্থদের আর্থিক তত্ত্ব (monetary theory of interest) গড়িয়া তুলিলেন এবং ইহাকে আয়স্তর ও কর্মসংস্থান তত্ত্বের সহিত মিলিত করিলেন। তাঁহার মতে, মহুতের পরিমাণ স্থদের দামস্তরের উপর মন্ত্তের প্রভাব পড়ে স্থদের হারের মাধ্যমে। কেইন্সের ধারণায় লোকের মনে টাকা ধরিয়া রাখার ইচ্ছায় করে কিরুপ পরিবর্তন আসিতেছে উহাই মূল কথা, টাকার প্রচলনবেগ নয়। মন্ত্তের পরিমাণ লইয়া কেইন্সের ততটা কিছু বলার নাই, কিন্তু মন্ত্ত প্রবণতায় পরিবর্তন হইলে স্থদের হারে পরিবর্তনের মাধ্যমে সমাজে বিনিয়োগের পরিমাণ প্রভাবিত হয়, ইহাই তাঁহার বক্তব্য। আমাদের তাই, এখন আলোচ্য বিষয় হইবে 'মন্ত্রত-প্রবণতা' বা 'নগদ-পছন্দের'

তালিকার সহিত স্থাদের হার, টাকার যোগান, বিনিয়োগ এবং কর্মসংস্থান-এর

নগদ টাকা লোকে হাতে ধরিয়া রাখিতে চায় কেন. অর্থাৎ কেন তাহারা

নগদপছন্দের অভিপ্রায় (Motives for Liquidity)

যোগাযোগ ।

ভরলরপে তাহাদের সম্পত্তি রাখিতে চায়, তাহা কেইন্স বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। নির্দিষ্ট কোন একটি স্বদের হারে টাকার জন্ম মোট চাহিদাকে বলা হয় মিশ্রিত চাহিদা (composite demand for money)। বিভিন্তরূপ চাহিদা থাকে এই মিশ্রিত চাহিদা ছুই ধরনের চাহিদা লইয়া গঠিতঃ কে) বিনিময়ের মাধ্যমক্সপে টাকার চাহিদা, ইহাকে বলে সজিয় ব্যালান্স (active balance), এবং খে) মূল্যের ভাণ্ডারক্সপে টাকার চাহিদা, ইহাকে বলে নিক্রিয় ব্যালান্স (Inactive balance)। বিনিময়ের মাধ্যমক্সপে টাকার চাহিদা হয় ছুইটি অভিপ্রায়ে, লেনদেন ও সাবধানতা (transactions and precaution); আবার মূল্যের ভাণ্ডারক্সপে টাকার চাহিদা হয় ফাটকাদারির (speculation) অভিপ্রায়ে। এই তারল্যের অভিপ্রায়ণ্ডলি

প্রথমত, লেনদেনের অভিপ্রায়। কোন একটি বিশেষ সময়ে, সমগ্র দেশের সকল অধিবাসী একত্তে, দেশের টাকার এক অংশ নিজেদের দৈনন্দিন লেনদেনের

কাজ চালাইবার উদ্দেশ্যে হাতে ধরিয়া রাখিতে চান। বংক্তি বা পরিবারের আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সময়ের ব্যবধান থাকে; ব্যবদায়ীদের লেনদেনের অভিপ্রায় আন্তান্ত্ৰ আভ্যায় কাহাকে বলে ও কিলেব ক্লেত্ৰেও টাকা লগ্নী করা এবং বিক্রয়লব্ধ টাকা হাতে পাওয়া, ইহাদের মধ্যে এইরূপ সময়ের ব্যবধান (time lag) দেখিতে উপর নির্ভরশীল পাওয়া যায়। এই সময়ের মধ্যে লেনদেনের কাজ চালাইবার জন্ম নগদ টাকার দরকার হয়। সময়ের এই ব্যবধান যত কম. এই উদ্দেশ্যে নগদ টাকা হাতে রাখার প্রয়োজনও তত কম হইবে। মাদের শেষে যে ব্যক্তি মাহিনা পায়, তাহার তুলনায় দপ্তাহের শেষে যে মাহিনা পায় তাহাকে নগদ টাকা কম হাতে রাখিতে হয়। ঠিক এইরূপ, কোন ফার্ম নিজের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী যদি মনে করে যে, টাকার লগ্নী করা ও বিক্রয়লন মূল্য হাতে পাওয়া ইহাদের মধ্যে সময়ের ব্যবধান কম হইবে, তবে সে কম নগদ টাকা হাতে রাখিবে; এইরূপ সময়ের ব্যবধান বেশি থাকিবে মনে ক্রিলে তাহার তারলগেছন্দ তুলনামূলকভাবে বেশি হইবে। এই প্রদক্ষে যাহা লক্ষ্য রাথা দরকার তাহা হইল এই যে, লেনদেনের উদ্দেশ্যে টাকার এই চাহিদার তীব্রতা বা শক্তি নির্ভর করে আয়স্তরের উপর। ইহাকে আমরা প্রকাশ করিতে পারি এইভাবে যে, $\mathbf{L}_t = \mathbf{f}(\mathbf{Y})$; \mathbf{L}_t হইল লেনদেনের অভিপ্রায়ে রক্ষিত টাকা এবং \mathbf{Y} হইল আয়ন্তর।

আমাদের অভিজ্ঞতা হইতেই আমরা জানি যে, দেশে যথন তুলনামূলকভাবে আয়স্তর, কর্মদংস্থান স্তর এবং দামস্তর উ^{*}চুতে আছে দেই অবস্থায় ব্যক্তি ও ফার্ম সকলেরই লেনদেনের উদ্দেশ্যে অধিক টাকা হাতে এই Lt বা লেনদেনের রাখা দরকার। আয়স্তরই প্রধান শক্তি, যাহা সামগ্রিক টাকাতে কথন চাহিদাকে এবং ফলে সাধারণ দামস্তরকে প্রভাবিত করে। প্রবিত্তন আমে স্থায় আমরা স্পষ্টই বৃঝিতে পারি লেনদেনের রক্ষিত টাকা আয়স্তরের উপরই নির্ভরশীল। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, লেনদেনের অভিপ্রায়ে রক্ষিত টাকার চাহিদায় পরিবর্তন আসে অনেক কারণে, যেমন. ব্যক্তির মনে ভবিশ্বৎ আয়স্তর সম্পর্কে প্রত্যাশায় পরিবর্তনের ফলে, আয় ও থরচার মধ্যে প্রচলিত সময়ের ব্যবধান পাণ্টাইয়া গেলে, ধারে জিনিসপত্ত কেনার স্থাবিধা বাড়িল কি কমিল তাহার উপরে এবং ব্যক্তিগত গড় আয়ে পরিবর্তনের উপরে।

দ্বিতীয়ত, নগদ-পছদের আর একটি কারণ হইল যে অধিবাসীদের সর্বদা আকম্মিক ও অচিন্ত্যপূর্ব ব্যয় মিটাইবার জন্ম প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইবে।

ইহাকে বলে সাবধানতার অভিপ্রায়। ব্যক্তিরা বা ফার্মগুলি সাধারণত ব্যাস্ক্র তৎক্ষণাৎ চেক কাটিয়া ভোলা যায় এইক্সপ আমানতে সর্বদা কিছু পরিমাণ তরল টাকা রাখে; কারণ হঠাৎ কোন না কোন প্রয়োজনে কিছ দাবধানতার অভিপ্রায় টাকা সকলেরই দরকার হইতে পারে। হঠাৎ কোন বন্ধুর কাহাকে বলে ও কিসের উপর নির্ভারনীল বিবাহে উপহার দিতে হইতে পারে; সস্তায় স্থলভ মূল্যে বা নীলামে জিনিসপত্র কেনার দরকার হইতে পারে, অচিন্তানীয় কোন বিপদ আপদ আসিয়া পড়িতে পারে; ফার্মগুলিও হঠাৎ সস্তায় কাঁচামাল কেনার স্থযোগ পাইতে পারে, যন্ত্রটি অসময়ে বিকল হইতে পারে। সাবধানতার অভিপ্রায়ে রক্ষিত মোট টাকার পরিমাণ নির্ভর করে আয়ন্তরের উপর – কারণ এই স্বল আমুষ্ট্রিক ব্যয়গুলি (incidental expenses) আয়ন্তর বাডিলে বৃদ্ধি পায় এবং আয়ন্তর কমিলে হ্রাস পায়। এই নির্ভরশীলতার সম্পর্ককে আমর্ এইরপে প্রকাশ করিতে পারি (য, $L_p = f(Y)$; L_p হইল সমাজে সাবধানতার অভিগ্রায়ে রক্ষিত মোট টাকার পরিমাণ। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, সাবধানতার অভিপ্রায়ে রক্ষিত টাকার চাহিদায় পরিবর্তন আসে অধিবাসীদের মনে ভবিষ্যৎ

ব্যবসায়-বাণিজ্যের গতি সম্পর্কে ধারণা বদলাইলে, তরল সম্পত্তি পাওয়ার স্থবিধা ও তরল টাকা হাতে রাখার খ্রচা (ব্যাঙ্কের পাওনা) প্রভৃতিতে পরিবর্তন আদিলে।

রক্ষিত টাকাকে কেইন্স একই এবং সাবধানতার জগ্য শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন, তাহার প্রধানত ছুইটি কারণ আছে। প্রথমত, ইহাদের জ্ঞ চাহিদা মোটামুটি স্থির, স্থিতিশীল সমাজে ভবিষ্যৎ পরিবর্তনের সম্ভাবনা জানা আছে এবং ইহাদের সম্পর্কে সঠিকভাবে ভবিযাদাণী ইহাদের একই শ্রেণীতে করা চলে। তাই ইহাদের ক্ষেত্রে, টাকাকে নিছক বিনিময়ের ধরা হইয়াছে কেন মাধ্যমক্লপে গণ্য করা সম্ভব। দ্বিতীয়ত, লেনদেন ও সাবধানতার অভিপ্রায়ে রক্ষিত টাকা স্বদের হার সম্পর্কে সচেতন নয়। আমাদের অভিজ্ঞতা হইতেই ইহা আমরা দেখিতে পাই। স্থানর হার বাড়িলে বা বণ্ডের দাম কমিলে এই ত্বই উদ্দেশ্যে রক্ষিত টাকার পরিমাণ সাধারণত বদলায় না, মোটামটি নির্দিষ্ট পরিমাণ কিছু টাকা এই উদ্দেশ্যে ব্যক্তি ও ফার্মগুলি হাতে রাখে। অদের হার ½% বাড়িলে সঙ্গে প্রই ছই উদ্দেশ্যে লোকে কম টাকা হাতে রাখিয়া বেশি বণ্ড কিনিতে শুরু করিল তাহা দেখা যায় না; আবার স্থানর হার 🗽% কমিলে বগু বিক্রুয় করিয়া এই উদ্দেশ্যে টাকা বেশি হাতে রাখিতে আরম্ভ করিল, ইহাও ঘটে না। কিন্তু এই ছুইটি অভিপ্রায়ে রক্ষিত টাকাকে আমরা আলোচনা হইতে বাদ দিতে পারি না। কারণ লোকের মনে নিক্রিয় তহবিল হইতে টাকা সরাইয়া আনিয়া সক্রিয় তহবিলে রাথার ইচ্ছা যদি বাড়ে, তবে স্থদের হার প্রভাবিত হইবে। তাই টাকার মিশ্রিত চাহিদাব (composite demand) মধ্যে ইহাদের গণ্য করা নিশ্চয় দরকার।

তৃতীয়ত, গতিশীল সমাজে ভবিষ্যুতে কি ঘটিবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই, তাই টাকার সকল কাজের মধ্যে মূল্যের সঞ্চয়ক্সপে কাজটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। টাকার এই ধর্ম বা গুণের দক্ষনই লোকে ফাটকাদারির অভিপ্রায়ে নগদ কিছু টাকা হাতে ধরিয়া রাখিতে চায। ইহাকে ফাটকাদারির অভিপ্রায় বলে. কারণ, অর্থ নৈতিক জগতের অনিশ্চয় গতিপ্রকৃতির মধ্যে নিহিত মুনাফার আশা লোকসানের ভয় ইহাকে প্রভাবিত করে। বিশেষত, স্থদের হারে ভবিষ্য পরিবর্তনের সম্ভাবনায় টাকার এইরূপ চাহিদা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হয। যেমন ধনী ব্যক্তিরা এবং বিনিযোগকারী প্রতিষ্ঠানদমূহ (ব্যাঙ্ক, বীমাকোম্পানী প্রভৃতি) যদি মনে করে যে ভবিষ্যতে স্থাদের হার চড়িবে, তবে তাহারা বর্তমানে দীর্ঘকালীন বণ্ড কিনিয়া টাকা আবদ্ধ করিতে চাহিবে না। যেমন, বাজারে क्रुएमत होत 4%, এक व्यक्तित निकट 1000 ट्रांका चारह। यम এই ट्रांका मिया কিছু বণ্ড কিনিয়া রাখিতে পারে, বছরের শেষে তাহার 40 টাকা আয় হইবে। কিন্তু ইহা না করিয়া সে এই 1000 টাকা অলম অবস্থায় হাতে ধরিয়া রাখিতে পারে; ইহাতে দে স্থা হইতে বঞ্চিত হইতেছে বটে, কিন্তু তাহার তারল্য বজাষ আছে, এই অবস্থাকেই **সে** তুলনামূলকভাবে স্থবিধাজনক মনে করিতেছে। মনে কর, টাকার বাজারে সকলের মনে ধারণা যে, স্থদের হার শীঘ্রই 5% হইবে। ইহার অর্থ হইল 1000 টাকার বণ্ড হইতে 40 টাকার স্থায়ী বাৎস্ত্রিক আয পাইতে হইলে বণ্ডের দাম হইবে 800 টাকা (40/0.05)। ইহার ফলে ব্যক্তিব 200 টাকা মূলবন বাঁচিয়া গেল, টাকাটা আবদ্ধ না রাখায় তাহার পক্ষে এই অবস্থার স্থোগ লওয়া সম্ভব হইল। এইক্সপে ফাটুক। নিযোগের অভিপ্রায়ে লোকে নগদ টাকা হাতে ধরিয়া রাখিতে চায়। উপরের উদাহরণ হুইতে স্পৃষ্ট বো^{রা} যাইতেছে যে, ফাটকা নিয়োগের উদ্দেশ্যে রক্ষিত টাকার প্রিমাণে পরিবর্তন আদে স্থদের হারে পরিবর্তন আদিলে, ইহাকে তাই স্থদের অপেক্ (function of rate of interest) বুলা চলে। আমুরা ইহা প্রকাশ কৰিছে পারি এইভাবে যে, $L_a = f(r)$. কেইনুদ টাকার এইরূপ চাহিদার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন কারণ ইহা স্থদের হারে পরিবর্তন সম্পর্কে খুবই অনুভূতিশীল।

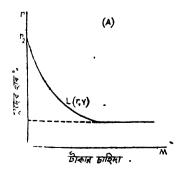
নগদপছন্দের ভালিকা (Schedule of Liquidity Preference or the Liquidity Function)

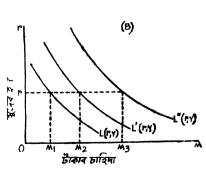
বিভিন্ন স্থদের হারে লোকে যে-বিভিন্ন পরিমাণ টাকার চাহিদা করে, অর্থাৎ নগদ ও তরলন্ধপে যে সকল বিভিন্ন পরিমাণ টাকা হাতে ধরিয়া রাখিতে চায়, তাহাদের তালিকাকে বলে নগদপছলের তালিকা (schedule of Liquidity Preference)। আযন্তর সমান ধরিয়া লইলে টাকার চাহিদা স্থদের হারের বিপরীত দিকে উঠানামা করে (inversely varies with the interest rate)। স্থতরাং নগদ পছল হইল স্থদের হারের অপেক্ষক অর্থাৎ ইহা স্থদের হারের উপর নির্ভরশীল (is a function of the interest rate), স্থদের হার বাজিলে

নগদ পছন্দ স্থদেব হাবেব অপেক্ষক ইহার পরিমাণ কমে, এবং স্থদের হার কমিলে ইহার পরিমাণ বাড়ে। ইহার কারণ হইল স্থদের হার কম থাকিলে নগদ বা তরল টাকা হাতে ধরিষা রাথায় লোকসান কম, তাই

লোকে বেশি টাকা হাতে ধরিয়া বাখিতে কাতর হয় না। স্থাদের হার যত বেশি বাড়িবে, টাকা হাতে রাখিলে লোকদান তত বেশি। তাই লোকেরা বেশি টাকা ধাব দিতে চাহিবে, অর্থাৎ অতবল সম্পত্তিগুলিতে টাকা খাটাইবার দ্বিধা জয় করিতে পারিবে।

কোন এক বিশেষ আযন্তবে এই নগদপছন্দের তালিকাকে, অর্থাৎ স্থদের হাবেব সহিত নগদপছন্দেব অপেক্ষক-সম্পর্ককে (Functional relationship) খামবা নিচের বেখা-চিত্রে প্রকাশ করিতে পাবি:





উপরের (A) চিত্রে দেখা যাইতেছে, নগদপছন্দ হইল হলের হারের হাসমান

অপেক্ষক (a decreasing function of the rate of interest or $\delta L/\delta r < O$)। কম স্পের হারে লোকের নগদপছন্দ বেশি। বেশি স্পেরে হারে তাহাদের এই নগদপছন্দ কম। খুব বেশি স্পেরে হারে, নগদ পছন্দ রেখার যেমন, r_2 তে লোকেরা তরল সম্পন্তি (অর্থাৎ নগদ টাকা) মোটেই হাতে রাখিতে চাহে না, তাই তারল্যপছন্দের রেখা লম্বমুখী অক্ষের সহিত মিশিয়াছে, যেখানে L(r,Y)=O. বাস্তবে অবশ্য দৈনন্দিন লেনদেন ইত্যাদির জন্ম লোকেরা নিশ্চয় কিছু টাকা হাতে রাখিবে, যদিও উহার উপর স্পন্ন পাওয়ায় তাহাদের কিছুটা লোকসান হইতে থাকে। লক্ষ্য রাখা দরকার যে, খুব কম স্পের হারে, যেমন r_1 -এ টাকার চাহিদারেখা ভূসমান্তরাল হইয়া উঠে। অর্থাৎ, খুব কম স্পের হারে তারল্য পছন্দের স্পণ্ড স্থিতিস্থাপকতা অসীম (demand for money is infinitely elastic with respect to interest)। ইহার তাৎপর্য এই যে, যখন স্পের হার খুব কম তখন লোবে নিজেদের পূর্ণ তারল্য বজায় রাখিতে চায়; স্প-প্রদানকারী সম্পন্তির তুলনায় নগদ টাকা হাতে জমাইয়া রাখার স্থাবা অনেক বেশি।

উপরের (B) চিত্রটিতে দেখা যাইতেছে যে, একই স্থানের হারে নগদপছন্দের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে — OM_1 , হইতে OM_2 , OM_3 হইতেছে। নগদপছন্দের সমগ্ররেখাটি (অর্থাৎ সমগ্র নগদপছন্দের অপেক্ষক বা the entire liquidity function) উপরে উঠিয়া যাইতেছে। স্থানের হার সমান থাকা অবস্থাতেও এইরূপ ঘটিতে হারে, যদি আয়ন্তর বৃদ্ধি পায়। বর্ধিত আয়ন্তরে লোকের। সক্ষেমিলিয়া পুরাণো স্থির স্থানের হারেই পূর্বাপেক্ষা বেশি টাকা হাতে জমাইয়া রাখিতে চায়, তাই সমগ্র রেখাটি উপরে উঠিয়া যাইতেছে।*

কেইন্সের মতে, এই নগদপছন্দের তালিকা বা L(r,Y) রেখা এবং সমাজে টাকার যোগান উভয়ে মিলিয়া স্থাদের হার নিরূপণ করে। পরপৃষ্ঠার চিত্রে Mরেখা দেখা যাইতেছে, ইহা প্রকাশ করে টাকার যোগান। আমরা ধবিয়া লইতেছি যে, দেশে টাকার পরিমাণ নির্ধারিত হয় স্বাধীনভাবে; আর্থিক

কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ সরকার বা কেন্দ্রীয় ব্যান্ধ দারা, তাহাদের নিজস্ব কোন নীতি
অনুযায়ী। ইহা স্থদের হারের অপেক্ষা রাথে না, তাই

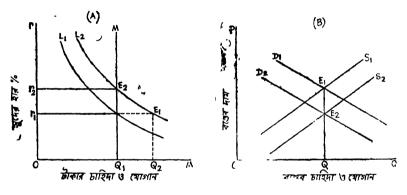
L ও M-এর ঘাত প্রতিঘাতে স্কদের হাব স্থিব হয় লম্বযুণী অক্ষের সমান্তরাল। টাকার যোগান বা M রেখা ডাহিনে সরিলে টাকার যোগানে বৃদ্ধি প্রকাশ করে; উহা বামে সরিলে টাকার যোগানে হ্রাস বোঝা যায়। M রেখার

অপসরণ (shift), অর্থাৎ টাকার যোগানে পরিবর্তন অনেক কারণে ঘটিতে পারে, ্যমন, খোলা বাজারে কার্যকলাপ, ডিস্কাউন্ট নীতি বা ঋণ-নিযন্ত্রণের অন্যান্ত নাতিসমূহ।* পূর্বপৃষ্ঠার চিত্রে r হইল ভারদাম্য-স্থদের হার; টাকার চাছিল। বেখা L(r,Y) এবং স্বনির্ভরশীল টাকার যোগান রেখা M—এই উভয়ের ছেদবিন্দতে এই স্থদের হার পাওয়া যাইতেছে। এই স্থদের হারে টাকার চাহিদা এবং যোগান উarepsilonযেদি বিভিন্ন স্থাদের হারে লোকে কম নগদ টাকা হাতে ধরিষা রাখিতে চায তবে তারল্যপছন্দের রেখা বামদিকে সরিয়া আসিবে, নূতন রেখা $\mathbf{L_1}(r,\mathbf{Y})$ দেখা দেয। এই অবস্থায় স্থদের হার কমিয়া আদে, নৃতন ভারদাম্যের স্থদ r1 পাওয়া যায। টাকার পরিমাণ সমান থাকিলেও তাই, নগদ পছন্দ বদলাইলে স্থাদের হারে পাববর্তন আসিতে পারে। আবার নগদপছনদ সমান অবস্থায় টাকার পরিমাণ ক্ষিলে ফদের হার বাভ়িবে এবং বাড়িলে ইহা ক্ষিবে। আমর। মোটামটি ধরিয়া লইতেছি যে, স্থিতিশীল এই ভারদাম্য স্থাপিত হয় দম্যের গতিপথে (static equilibria have been dynamically established through time) | ভাবসাম্য স্থানের হারে টাকার চাহিদা ও যোগান সমান বলিলে বোঝা যায়যে, লোকের আব নিজেদের হাতে টাকার পরিমাণ বাডাইবার বা কমাইবার কোন ঝোঁক নাই। বং বিক্রয় করিয়া নগদ টাকা হাতে রাখা বা হাত হইতে নগদ টাকাছাড়িয়া দিয়া বণ্ড হাতে রাখা—লোকেরা এখন এইরূপ কিছুই করিতেছে না, তরল ও অতরল সম্পত্তির কোনটির পরিমাণেই এখন কোনরূপ পরিবর্তন আসিতেছে না।

^{* &}quot;Actually, of course, the fiscal monetary authorities and the private banking system exercise their due influence on the availabilities of money and credit. Since the motives underlying the supply of money are highly complex and often non-economic, shifts in the M tunction might simply be considered a matter of central bank decisions. If this procedure is accepted then it will be rather easy to show the determination of the equilibrium market rate of interest."

[†] ইহাদের সামঞ্জস্ত্রসাধনকারী শক্তি হইল dr/dt=f(L-m)। ইহাদের মধ্যে dr/dt
ইইল স্থানের হারে পরিবর্তন এবং L-m হইল টাকার চাহিলা ও যোগানে পার্থক্যের পরিমাণ।
ভাবসাম্যের স্তরে L(r,Y)-m=O, অর্থাৎ যেগানে আর্হীন তরল টাকা বা নগদ-পছন্দের
পরিমাণ এবং আ্যমনীল অতরল সম্পত্তি (যেমন, ষ্টক ও বত্ত)—উভয়ের কাহারও কোনরূপ
পরিবর্তনের দিকে ঝোঁক নাই।

নগদপছন্দ ও স্থদের হারের সম্পর্কটি আর একটু ঘনিষ্ঠভাবে বিশ্লেষণ করা চলে। আমরা জানি, টাকার যোগান সমান থাকা অবস্থায়, নগদপছন্দ বাড়িয়া গেলে স্থদের হার বৃদ্ধি পাইবে, কারণ লোকের এই নগদপছন্দ বা মজুতের ইচ্ছা জয় করিয়া ধার দিতে তাহাকে রাজি করাইতে হইলে পূর্বাপেক্ষা বেশি স্থদের লোভ দেখাইতে হইবে। অপরপক্ষে, টাকার যোগান সমান থাকা অবস্থায় নগদপছন্দ কমিয়া গেলে স্থদের হার কমিয়া যাইবে, কারণ এই অবস্থায় পূর্বাপেক্ষা কম স্থদেই সে ধার দিতে রাজি থাকিবে, বগু বা সিকিউরিটিতে টাকা খাটাইতে তাহার আপত্তি আর ততটা তীব্র নয়। নিচের ছবিতে ইহা দেখানো হইতেছে। টাকার যোগান M_k নির্দিষ্ঠ আছে, নগদ পছন্দ L_1 হইতে L_2 -তে বৃদ্ধি পাইলে স্থদের হার



 r_1 হইতে r_2 হইয়াছে। লোকে বেশি টাকা হাতে রাখিতে চায়, কিন্তু আর্থিক কর্তৃপক্ষ টাকা বাড়াইল না, নগদ টাকা হাতে রাখার সাধ মিটিডেছে না, এই অবস্থায় একটু বেশি স্থদ দিলে তবেই প্রান্তিক মজুতকারীরা (marginal hoarders) নগদ টাকার উপর অধিকার কিছুটা ছাড়িয়া দিবে, অতরল সম্পত্তি ক্রয় করিতে রাজি হইবে (অর্থাৎ, বণ্ডের দাম না কমিলে সে উহা কিনিবে না)। r_1 স্থদের হারে টাকার নূতন চাহিদা উহার যোগান অপেক্ষা Q_1 Q_2 বেশি। এই স্থদের হারে, তাই, যোগান ও চাহিদায় ভারসাম্য আসিতেছে না। একমাত্র বর্ধিত স্থদের হার r_2 -তে টাকার নূতন চাহিদা E_2 বিন্দৃতে টাকার যোগানের সমান। তাই r_2 , অর্থাৎ Q_1 E_2 হইলে ভারসাম্যের স্থদের হার। বিপরীত পক্ষে, নগদ পছন্দ L_2 হইতে L_1 -এ কমিয়া গেলে স্থদের হার r_2 হইতে r_1 হইবে।

(B) চিত্রটিতে দেখা যাইতেছে, কিন্ধপে বণ্ডের দামে পরিবর্তনের মধ্য দিয়া হুদের হারে পরিবর্তন প্রকাশ পাইতেছে। মনে কর, নগদ পছন্দ বাড়িয়া যাওয়ায় বণ্ডের জন্ম চাহিদা D_1 হইতে কমিয়া D_2 হইল, অর্থাৎ লোকে নগদ টাকা হাতে রাখা স্থবিধাজনক মনে করিতেছে। ফলে তাহারা S_1 হইতে S_2 পরিমাণ বণ্ড (যোগান বৃদ্ধি) বিরুদ্ধের জন্ম বাজারে আনিয়াছে। বণ্ডের চাহিদা হ্রাস এবং যোগান বৃদ্ধির বাজারে দরুন উহাদের দাম কমিয়া QE_2 হইয়াছে। বণ্ডের দাম হাসের অর্থ ই হইল স্থদের হারে বৃদ্ধি। এইরূপে টাকার চাহিদা ও যোগানে পরিবর্তন কিরূপে স্থদের হারে পরিবর্তনের মধ্য দিয়াই জানিতে পারা যায়। বস্তুত বণ্ডের দামে পরিবর্তনের স্প্রচক।

স্তরাং কেইন্দের মতে, ভারদাম্য স্থদের হারের শর্ভ হইল $M=M_1+M_2=L_1$ $(Y)+L_2$ (r). টাকার যোগানের দিকে, M হইল নগদ টাকা ও চল্তি বাঙ্ক-আমানত, M_1 হইল লেনদেন ও সাবধানতার অভিপ্রায়ে রক্ষিত টাকা (L_l+L_p); M_2 হইল ফাটকাদারির টাকার যোগান ও অভিপ্রায়ে রক্ষিত টাকা। টাকার চাহিদার দিকে, L_1 (Y) হইল লেনদেন ও সাবধানতার অভিপ্রায়ে টাকার চাহিদার পরিমাণ, ইহা আয়ন্তরের উপর নির্ভরশীল; এবং L_2 (r) হইল ফাটকাদারির অভিপ্রায়ে টাকার চাহিদার পরিমাণ, ইহা, স্থদের হারের উপর নির্ভরশীল। তারল্যের এই সমীকরণ (Liquidity equation) হইতে আমরা জানিতে পারি কিক্সপে নির্দিষ্ট কোন আয়ের স্তরে টাকার যোগান ও চাহিদার সমতার বিন্তুতে স্থদের হার নির্ধারিত হয়।

সঞ্চয় ও বিনিয়োগ: ক্লাদিকাল ও নয়াক্লাদিকাল ধারণা (Savings and Investment: Classical and Neo-Classical doctrines):

ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বিশ্লেষণের কাজ ছিল স্থাপের হার নিরূপণ করা, আর আধুনিক কালে বলা হয় যে, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ উভয়ের মিলিত প্রভাবে উৎপাদন, আয়স্তর ও কর্মসংস্থানের স্তর নির্ধারিত হয়। দ্রব্যের যোগান ও চাহিদার ঘাত-প্রতিঘাতে যেমন দ্রব্যের দাম নিরূপিত হয়, ঠিক সেইরূপ ক্লাসিকাল মতে সঞ্চয়ের যোগান ও চাহিদার হাসিকাল ধারণা কিরূপ ছিল ঘাত প্রতিঘাতে স্থাপের হার স্থির হয়। চল্তি স্থাপের হারে পরিবর্তন ঘটিলে সমাজে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের পরিমাণে পরিবর্তন আাসে, ঠিক যেমন ভারসাম্যের বাজার্দরে পরিবর্তন আসিলে বোঝা যায যে, দ্রবাটিব যোগান ও চাহিদায় ঠিকমত ব্যালান্স নাই। ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীবা মনে কবিতেন যে, সঞ্চয় ও বিনিযোগে ভাবসাম্য আসাব পর্বে দেশেব আয়ন্তব স্থিব থাকে, অথবা আয়ন্তবে পবিবর্তন না ঘটাইয়াই স্থাদেব হাব সঞ্চয় ও বিনিযোগে পরিবর্তন আনে ও ইহাদেব ভাবসাম্য স্থাপন করে।

স্থে-ব নিষম (Say's Law) আলোচনা কবিলেই এই বিষযটি স্পষ্টভাবে বোঝা যাইবে। যোগান নিজেই নিজেব চাহিদা স্বষ্টি কবে, এই কথা বলিলে সঞ্চয ও বিনিযোগ স্বদা আপনাআপনি সমান থাকিবে এই কথা মানিয়া লইতে হয়,

জে ব বাজাবেব নিযম হুহতেই আমবা হুহা ভানিতে পারি বিস্ত বিদ্ধাপে ও কোন্ পথে ইহাদেব ভাবসাম্য আসে তাহা আমবা জানিতে পাবি না। ক্লাসিকাল তত্ত্ব ধবিষা লয় যে, চল্তি হুদেব হাবে যত খুশি বিনিযোগ বৃদ্ধি কবা চলে, বিনিযোগেব হুযোগেব কোন অভাব নাই, এবং হুদেব

হাবে পবিবর্তনেব ফলে সঞ্চযে বিপুল পবিবর্তন আসে।

স্থান হাব বাডিলে সঞ্চয় বাডে, এবং ইহাকে লগ্নী ববাব অফুবন্ত স্থাোগ থাকায় স্বটাই বিনিয়োগে চলিয়া যায়। এই তত্ত্বে নিহিত ধাবণা (implied idca) হইল, সঞ্চয়াধিক্য (over-saving) বা বিনিয়োগাধিক্য (over-investment) বলিয়া বিছু থাকিতে পাবে না।

অপবপক্ষে, দঞ্য যদি নিভব কবে আযন্তবেৰ উপৰ, তবে স্থাদেব হাবেব দহিত সংযোগ সম্পৰ্ক ভিন্নরূপ হইয়া পড়ে। ঠিক সেইরূপ চল্তি স্থাদেব হাবে বিনিযোগেব স্থামাগ (investment opportunities) যদি সীমাব্দ হয়, তবে বিনিযোগেব ক্রণত নির্ভির্শীলতা আমবা মানিয়া লইতে পাবি না। যদি আমবা মানিয়া লই যে, সঞ্চয় ও বিনিযোগ উভয়ই আয়ন্তবেৰ উপৰ নির্ভিব কবে, স্থাদেব হাবেৰ উপৰ নয়, তবে সঞ্চয় ও বিনিযোগে

সঞ্য ও বিনিয়োণ নিভব কবে আ্যস্তাবব উপব, স্থদের ২।/ বব ডপব নয়

তাবতম্য ঘটা মোটেই অসম্ভব নয়। যেমন উচ্চ আয়সম্পন্ন দেশগুলিতে আয় এত বেশি যে সকল সঞ্চয
বিনিয়োগের উপযুক্ত স্থযোগের অভাব দেখা যাইতেছে।

এই আযস্তবে হদেব হাব যত কমই হউক না কেন, সঞ্চয ও বিনিযোগে ভাবসাম্য আনিতে পাবিতেছে না।

ন্যা ক্লাসিকাল একদল লেখক, বেমন, উইক্সেল, মাইসেস্ হাযেক, প্রভৃতি এই সম্পর্কে একটু নূতন ধরনের আলোচনা করিয়াছিলেন। ইহাদের মতে

সমাজে অর্থ নৈতিক সংকটেব কাবণ হইল ভোগাধিক্য (over consumption বা সঞ্যেব কমতি (under saving)। এই কথা বুঝাইবাব

উইকসেলেব তত্ত্ব : শ্বাভাবিক" স্থদেব হাব

জন্ম তাহাবা স্থাবে 'সাভাবিক হাব' (Natural rate) এবং 'বাজাবেব-হাব' (Market rate) সম্পূর্কে আলোচনা কবিষাছেন। স্থদেব 'স্বাভাবিক হাব' বলিলে বোঝা যায

এমন হাব যাহাতে দেশেব সঞ্চয় ও বিনিযোগ সমান থাকে, ফলে দাম-স্তব পবিবর্তিত হয না। আবাৰ ৰাজাৰী স্থদেৰ হাৰ হইল দেশে চন্তি স্দেৰ হাৰ, টাকাৰ বাজাবেব অবস্থাব উপব এই হাব নির্ভব কবে। যখন দেশে এই বাজাব হাব ও স্বাভাবিক হাব সমান থাকে তথন সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সমান হয়, দামন্তৰ অৰ্থাৎ টাকাব মূল্য অপবিবর্তিত থাকে, দেশে আর্থিক ভাবদাম্য বজায় থাকে। "স্বাভা বিক স্থাৰে হাব" ব্যাখ্যা কৰা বিশেষ অস্থবিধাজনক, কাৰণ বিভিন্ন লেখক এই ধাৰণাকে বিভিন্নভাবে বণখ্যা কবিষাছেন। তবে মোটামুটি ভাবে, মূলধনী দ্রবেগ্র উৎপাদন-ক্ষমতাৰ ভিত্তিতে মুনাফাৰ যে হাব (rate of profit determined by the

মুদেব স্বাভাবিক হাব" কাহাকে বনে

হাব' বলা হইষ। থাকে। 'স্বাভাবিক' বিশেষণ হইতে স্পষ্ট বুঝা যায যে, 'বাজাব' হাব ইহা হইতে পুথক হইলে অস্বাভাবিক কোন ঘটনা দেখা দিবে, দামন্তব স্থিব থাকিবে না এবং সঞ্চয় ও

productivity of capital), তাহাকেই স্থােব 'সাভাবিক

বিনিযোগেব ভাবদাম্য বিচ্যুত হইবে।

উভযেব তাবতম্যেব ফলে আর্থিক ভাবদাম্য হইতে কিন্দেপ বিচুতি ঘটে তাহা আমবা আলোচনা কবিতে পাবি। স্থদেব 'বাজাব-হাব' যথন উহাব 'স্বাভাবিক-হাব' হইতে কম থাকে, তথন উৎপাদন বুদ্ধি কবা লাভজনক হইযা উঠে, কাবণ ঋণেব দাম অপেক্ষা যন্ত্ৰপাতিব প্ৰতিদান বেশি। এই অবস্থায় বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায এবং সমৃদ্ধি দেখা যায়। এই সমৃদ্ধিব গতি দামস্তাব ডঠানামা থামিয়া যাইতে পাবে, যদি ভুল ব্যাঙ্কিং নীতিব ফলে স্থাদেব क्तन इय বাজাব-হার চড়িয়া যায় এবং লোকে ভোগ কমাইয়া সঞ্চয কবিতে না থাকে। সঞ্চয়েব ঘাট্ ত ((under-saving) দেখা দিলেই সংকট দেখা দিবে। অর্থাৎ লোকেবা যদি বর্তমানেব ভোগ হইতে বিবত থাকিযা ব্যাস্ক বা মুলধন-বাজাবেৰ মাধ্যমে উৎপাদকদেৰ মূলধন-যোগান অবগাহত না বাথে, তবে

নিশ্চষ সংকট দেখা দিবে। ভোগবিলাদী জনদাধাবণই তাই সংকটেব জন্ম দাযী, বিনিযোগকাবীবা তো বিনিযোগের জন্ম দর্বশা প্রস্তুত হইবাই আছে। বাজাবে

স্থদের হার কম থাকিলে বিনিয়োগ-স্থোগের কোন অভাব নাই, ইহা ধরিয়া লওয়া হুইয়াছে, তাই আর কোন অস্থবিধা নাই।

এই ধারণা কেইন্সীয় ভত্ত্বের সম্পূর্ণ বিরোধী, তাহা আমরা ক্রমে দেখিতে পাইব। এই তত্ত্বের প্রণেতারা ইহা চোখে দেখিতে পান নাই যে, স্থদের 'সাভাবিক হার'ই খুব কম হইতে পারে। উহা অপেক্ষা বাজার হার আর কমানো চলে না, তাই বিনিয়োগ বাড়ানো মোটেই সম্ভব হইতেছে না। এই ভত্ত্বের ক্রটি যেমন মনে কর, বর্তমান অবস্থায় 'স্থদের সাভাবিক হার' শতকরা ৩ টাকা; নৃতন বিনিয়োগ হইতে গেলে বাজারী স্থদের হার ইহা অপেক্ষা অনেক কম হওয়া দরকার। কিন্তু বর্তমানের মনস্তাত্ত্বিক ও প্রতিষ্ঠানগত জটিলতার দক্ষণ স্থদের বাজার-হার শতকরা ২ ই-এর কম কথনই নামানো চলে না। এই অবস্থায় নৃতন বিনিয়োগ বাড়াইবার সম্ভাবনা নাই বলিলেই চলে।

এই কারণেই, 'স্থদের স্বাভাবিক হার' কিসের উপর নির্ভর করে তাহার আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ। আর্থিক ভারসাম্যহীনতা (Monetary disequilibrium) ব্যাখ্যা করার কাজে স্থদের স্বাভাবিক হার ও বাজার হারে পার্থক্য ৰলিলে এই বিষয়ে সকল কিছু বলা শেষ হয় না, বিশ্লেষণও নিছক অবাস্তব হুইয়া পড়ে। দেশে মূলধন-গঠনের কক্ষ্য সম্মুথে রাখিয়া লোকেরা প্রভূত পরিমাণে সঞ্চয় করিতেছে, ফলে হানেও কম আছে—এইক্লপ অবস্থাতেও 'হলের স্বাভাবিক হার' ততটা উঁচু না থাকিতে পারে যাহাতে দেশের সকল সঞ্ম উছ্যোক্তারা বিনিয়োগ করিবে; বাজারী স্থদের হার কম থাকিলেও করিবে না। কেইনুস্-ই প্রথমে মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা সম্পর্কে আলোচনা করিয়া এই বিষয়ে স্পষ্ট আলোকপাত করিয়'ছেন। নূতন বিনিয়োগের ব্যয় অপেক্ষা উহা হইতে সম্ভাব্য ও প্রভ্যাশিত আয়ের পরিমাণ কি কি বিষয়ের উপর কেইন্সীয় তত্ত্বের গুরুত্ব নির্ভর করে তাহা স্বম্পষ্টভাবে নির্ধারণ করিতে পারিলে. 'স্বাভাবিক হার'কে কিন্ধপে বাড়ানে। যায় বা 'বাজারী হার'কে কিন্ধপে ক্মানো যায় সেই সকল সম্ভাবনা ও সীমাবদ্ধতার কথা আমরা আলোচনা করিতে পারি।

কেইন্সীয় সঞ্স-বিনিয়োগ তত্ত্ব করার পূর্বে আমর। আর এবটি তত্ত্ব আলোচনা করিব, ইহা হইল সঞ্চয়াধিক্য তত্ত্ব বা ভোগ-ঘাট্তির তত্ত্ব (Theory of over-saving or under-consumption)। তই তত্ত্বের প্রচারক ছিলেন হব্সন (Hobson)। ম্যাল্পাস, দিস্মণ্ডি ও মার্কসের ধারণার সহিত এই তত্ত্বের কিছুটা মিল আছে, কারণ

হব্সনের মতে ধনতান্ত্রিক সমাজের আয়বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার

মধ্যেই সঞ্চয়াধিক্যে ঘটিবার বীজ লুকানো আছে। আয়
বৈষম্যের দরুণ বেশির ভাগ লোকের আয় কম, ফলে দেশে
ভোগব্যয় বাভিতে পারে না, অথচ সঞ্চয় বৃদ্ধির অভ্যাসের দরুণ ক্রমাগত মূলধন-সঞ্চয়
বাভিয়া চলে, ভোগের স্তর রক্ষা করার তুলনায় দেশে অনেক বেশি পরিমাণ
বিনিয়োগ ঘটিতে থাকে, সামগ্রিক উৎপাদনাধিক্য দেখা দেয় এবং দেশময়
বেকাবি স্থিই হয়।

আধুনিক কালের ধারণা, অর্থাৎ কেইন্দের তত্ত্বকে গড়িয়া তুলিতে হব্ সনের তত্ত্ব কয়েকটি দিক হইতে সাহায্য করিয়াছে। (ক) জাতির সমৃদ্ধি নির্ভর করে ভোগব্যয় বৃদ্ধির উপর, (খ) দেশের মূলধন-গঠন এই তত্ত্বের শুক্ত প্রস্থায়ের উপর তত্তা নির্ভর করে না, যতটা প্রকৃত প্রপ্রত্যাশিত ভোগব্যয়ের উপর নির্ভর করে, এবং (গ) আর্থিক ভারসাম্য রক্ষার ব্যাপারে আয়-বন্টন করাই মূল প্রয়োজন—এই সকল ধারণা হব্ সনের তত্ত্বে পাওয়া যায়।

কিন্তু এই তত্ত্বের মূল গলদ হইল, ইহা ধরিয়া লয় যে, যাহা সঞ্চিত হয় উহার সর্কাই প্রকৃতপক্ষে বিনিয়োগ হইতেছে। অর্থাৎ ইহার ভুল হইল বাড়্তি সঞ্চয়কে বাড়্তি বিনিয়োগ বলিয়া মনে করা, ইহাদের মধ্যে পার্থক্য না রাথা। ক্লাদিকাল ধনবিজ্ঞানীদের বহুবিধ সমালোচনা করিলেও হব্সন্মনন করিতেন যে, স্থদের হার সর্বদাই সঞ্চয় ও বিনিয়োগে ভারসাম্য আনিতেছে, ফলে তাঁহার নিকট সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ধারা একই বলিয়া মনে হইত। প্রকৃতপক্ষে হব্সন্ চিন্তিত ছিলেন অধিক সঞ্চয়ের জন্তু নয়, অধিক বিনিয়োগের জন্তু, কারণ উহারই ফলে মূলধনী দ্রব্যের বাজারে উৎপাদনাধিক্য দেখা দেয়। মূলধনী দ্রব্যের অধিকোৎপাদন ভোগ্যন্ত্রের উৎপাদন বাড়ায়, ফলে উভয় প্রকার দ্রব্যের বাজারেই অধিকোৎপাদন দেখা দেয়। কিন্তু সঞ্চয়ের আধিক্য আপনা-আপনি অধিক বিনিয়োগে পরিণত হয় কি করিয়া সেই বিষয়ে এই তত্ত্ব কোনরূপ আলোকপাত করে না। আমরা দেখিতে পাই, পূর্ণ কর্মসংস্থান স্তরে দেশে যে-সঞ্চয় হয়, তাহা বিনিয়োগের স্বযোগ খুঁজিয়া পাওয়াই ভার, অন্তত সহজে উহার বিনিয়োগ হয় না। আধুনিক কালের ধনতন্ত্রের মূল সমস্থাই হইল অতিরিক্ত সঞ্চয়কে বিনিয়োগের পথে চালিত করার স্বযোগ খুঁজিয়া পাওয়া।

সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সম্পর্কে কেইন্সীয় ভত্ত্ব (Keynesian doctrine of Savings and Investment)

যেমন, বিভিন্ন দামে জ্বংযব পবিমাণ ও বিক্রুযের পবিমাণ উভ্যের ঘাত-প্রতিঘাতে কোন দ্রব্যের রাজারে ভারসাম্যের দাম নির্দিষ্ট করে, ঠিক সেইরূপ কেইন্সের মতে বিভিন্ন আযস্তবে সঞ্চয়ের পরিমাণ এবং বিনিয়োগের পরিমাণ উভ্যের মিলিত প্রভাবে সামগ্রিকভাবে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোতে ভার-সাম্যের আযস্তব প্রভিত্তিত হয়। দামে উঠানামার মাধ্যমে যেমন দ্রব্যের যোগান ও চাহিদায় ভারসাম, থাকে, ঠিক সেইরূপ আযস্তবে উঠানামার মাধ্যমেই সঞ্চয় ও বিনিয়োগে ভারসাম্য গভিয়া উঠে। প্রভিটি আয়স্তব্য পরিবর্তন

আফন্ত ব প্ৰিবৰ্তন ইহাদেৰ ভাৰসামে কুইফা ডাম্স সমযেব ক্ষণ বিন্দৃতে যেমন বিশেষ একটি দামে কোন দ্রবেগৰ বালাবে ভাষসাম্য ৰহিষাছে, ঠিক সেইৰূপ কোন এক বিশেষ ক্ষণে সমাজেব মোট সঞ্চয় ও বিনিযোগও

সমান ভাছে। ইহাবা ক্ষণ-বিন্তুতে সমান, বিস্তু আয়ন্তবে পবিবর্তনেব প্রভাবে স্বানিষ্ট পবিতিত হইতেছে, নতন আয়ন্তবে ইহাদেব পুনবায ভাবসাম্য স্থাপিত হইতেছে। ইহাবা তাই সর্বদা সমান, কিস্তু একবাব অসমান হইলে আয়ন্তবে পবিবর্তনেব মধ্য দিয়া আবাব পবস্পবেব সমান হইযা পড়ে। আম্বা তাই ইহাদেব ছই দিক হইতেই আলোচনা কবিব, হিসাবগত দিক হইতে ইহাবা সমান (accounting equality) এবং পাবস্পবিক নির্ভ্বশীলতাব দিক হইতেও ইহাবা সমান (Functional equality)।

হিসাবেব দিক হইতে দেখিতে গেলে সমাজেব মোট সঞ্চয় ও মোট বিনিযোগ সবদা সমান। যে কোন আয়স্তবে ইছা সত্য এবং যদিও সঞ্চয়েব সিদ্ধান্ত ও বিনিযোগেব সিদ্ধান্ত সমাজে পৃথক ব্যক্তিবা গ্রহণ কবে তবুও ইহাতে কোন ভল নাই। এই দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে ইহাদেব সমান বলিলে ঠিক বলা

হয় না, ইহাবা অভেদ (Identity), একই বিষয়কে দুই দিক হিদাবেব দিব ভইনত ক্ষাবা গ্ৰাভন ইহাবা গ্ৰাভন ইন্তেক্তিক নাব্য ভইল সমাজেব মোট আয়ু এবং মোট

ব্যযেব পনিমাণ সমান, ইহাবা একই, ছুই দিক হইতে 'একই বিষ্যেব প্রতি দৃষ্টিপাত। ভোগব য ছাডা সমাজে যে-ব্যম হম তাহাকেই আমকা বিনিযোগবয়ৰ বা বিনিযোগ বলি, ভর্থাও I=Y-C. আবাৰ আয় হইতে ভোগ-ব্যম

বাদ দিলেই পাওয়া যায় সঞ্চয়, অর্থাৎ S=Y-C. স্বতরাং S নিশ্চয় I-এর সমান। এই অভেদটিকে এই ভাবে লেখা চলেঃ

উপরের হিদাবে দেখা যায়, দঞ্চয হইল আয়—ভোগব্যয়, এবং বিনিযোগও হইল আয়—ভোগব্যয়, তাই দঞ্চয় ও বিনিযোগ পরস্পার সমান । ইহাবা দংজ্ঞাগত ভাবেই সমান (ex definition α), ঠিক যেমন, MV ও PT পবস্পাব সমান । এমনভাবে ইহাদেব সংজ্ঞা নির্দিষ্ট কবা হইয়াছে যাহাতে ইহাবা সমান হয় । মোট ব্যয়ের (Y) মধ্যে আছে ভোগব্যয় (C) ও বিনিযোগব্যয় (I); আবাব আযেব (Y) একাংশ দিয়া ভোগব্যয় কবা হইয়াছে, তাই নিশ্চয় বিনিযোগ ব্যয় (I) করা হইয়াছে সঞ্চয়ের অংশ (S) হইতে ।

একটি বিষয় মনে রাখা দবকাব। সঞ্চয় ও বিনিযোগেব এই হিসাবগত
অভেদরূপ সামগ্রিক (aggregate) সঞ্চয় ও বিনিযোগেব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।
ইহারা পরস্পর সমান—এই কথা চিন্তা কবা বা ধারণায় আনা অস্থবিধাজনক, যদি
আমরা ভুল কবিষা কোন একটি ব্যক্তিব দিক হইতে এই কথা চিন্তা করি। যেমন,
সমাজে কোন এক ব্যক্তি যে-পবিমাণ বিনিযোগ করে উহা অপেক্ষা বেশি সঞ্চয
করিতে পারে। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু সমাজের
সামগ্রিক দৃষ্টিতেই
ইহাদের সমতা সম্ভব
উহা তপেক্ষা বেশি সঞ্চয় করিতে পারে না। ইহার কারণ

একজন ব্যক্তি নিজেব সঞ্চয বাডাইলে তাহার নিজস্ব ব্যয় কমাইয়া দেয়, ফলে অন্তের আয় ও সঞ্চয় উভয়ই বম হয়। তাই নিজে সঞ্চয় করিয়া সে সমাজের মোট সঞ্চয় বাড়াইয়া তুলিতে পাবে না। যেমন, কোন এক ব্যক্তি নিজের বিনিয়োগ অপেক্ষা আবও 10 টাকা বেশি সঞ্চয় করিল। ভোগ না কমাইলে সঞ্চয় বাড়ানো যায় না, তাই ব্যক্তির ভোগব্যয় 10 টাকা কমিয়া গেল। যে-সকল জিনিস সে কিনিতেছিল, সেইগুলির মালিকদের হাতে 10 টাকা কম আয় হইল। কিন্তু তাহাদের ভোগব্যয় কমে নাই, তাই তাহাদেব এই 10 টাকা কম সঞ্চয় হইল। সঞ্চয় ও বিনিযোগ পরস্পাব সমান বহিল, শুধু আয়ন্তব হাস পাইল।

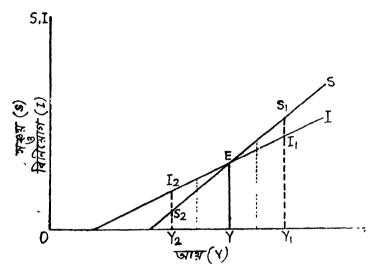
সঞ্চয় ও বিনিযোগেব এই সমতা হইতে আমরা একটি বিষয় জানিতে

পারি। ক্লাসিকাল লেখকদের মনে ধারণা ছিল, কোন ব্যক্তির সঞ্চয় বাড়িলে
দেশের মোট সঞ্চয় বাড়ে। তাই তাঁছারা সঞ্চয় বাড়ানোকে
ব্যক্তিগত ভণ কিন্তু
সামাজিক দোষ
ব্যক্তি প সমষ্টি উভয় দিক হইতেই কল্যাণকর বলিয়া ঘোষণা
করিয়াছিলেন। কিন্তু কেইন্স্ দেথাইলেন যে, ব্যক্তির পক্ষে
যাহা কল্যাণকর সমাজের সামগ্রিক স্বার্থে তাহা রীতিমত অকল্যাণকর হইতে পারে।
পূর্ণকর্মসংস্থান স্তরের পূর্বে লোকের সঞ্চয় প্রবণতা বৃদ্ধি পাইলে দেশের সামগ্রিক
আয় ও কর্মসংস্থানস্তর ব্রাস্পায়।

তবে মনে রাখা দরকার যে, ইহার বিশ্লেষণগত উপযোগিতা খুব্ই
দীমাবদ্ধ। দঞ্চয় ও বিনিয়োগে কিরূপে দামঞ্জস্ম আদে, দেই পথ বা ধারার
(adjusting mechanism) বিশ্লেষণ না থাকিলে এই অভেদটিকে
আমরা ব্যবহার করিতে পারি না। ইহা দামঞ্জস্ম দাধনের গতি-পথ ব্যাখ্যা
করে না, তাই এই অভেদটি স্থিতিশীল বিশ্লেষণের হাতিয়ার
সমান ধরিলেও ইহাদের
(tool of static analysis)। দঞ্চয় ও বিনিয়োগের
পরস্পরবিরোধী দিদ্ধান্ত কিরূপে গতিশীল ধারার দামঞ্জস্মে
পৌছে দেই ধারার ব্যাখ্যা না করিলে ইহার বিশ্লেষণযোগ্যতা কমিয়া যাইবে।
তাই আধুনিক কালের আয়তত্ত্বে ইহাদের গতিশীল (dynamize) করিয়া ভোলা
হইয়াছে। নিশ্চল ও নিক্রিয় ধারণাগুলিতে প্রোণদান করিয়া দচল ও দক্রিয়া করিয়া
তোলা হইয়াছে।

সঞ্চয় ও বিনিয়োগে পারস্পরিক গতিশীল সম্পর্ক (dynamic relationship)
বিশ্লেষণের সময় আমরা ইহাদের তালিকা হিসাবে মনে করি (in the schedule sense)। যেমন, দ্রব্যের বাজারে উহার যোগান ও চাহিদা সমান হয় একমাত্র ভারসাম্যের দাম বজায় থাকিলে, ঠিক সেইরূপ সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সমান হইবে ভারসাম্যের আয়স্তরে (at the equilibrium level of income)। যেমন, ভারসাম্যের দাম না থাকিলে যোগান ও চাহিদা অসমান হইতে পারে, ঠিক সেইরূপ ভারসাম্যের আয়স্তর বজায় না থাকিলে সঞ্চয় ও বিনিয়োগে পার্থক্য দেখা দিতে পারে। দ্রব্যের বাজারে ভারসাম্য আনয়নকারী শক্তি হইস দাম, সেইরূপ এইক্ষেত্রে উহা হইল আয়স্তর। পরপৃষ্ঠার ছবিতে সঞ্চয়, বিনিয়োগ ও আয়স্তরের এই গতিশীল সম্পর্ক দেখা যাইতেছে। ভূসমান্তরাল অক্ষে আয় এবং লম্বুখী অক্ষে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ উভয়কে পরিমাপ কর। হইতেছে।

S ও I হইল সঞ্চয় ও বিনিয়োগের রেখা। বিনিয়োগের রেখা I-কে সঞ্চয়-রেখা S নিচের দিক হইতে কাটিয়া উঠিতেছে। আয়স্তর Y_2 থাকিলে সঞ্চয়ের তুলনায় বিনিয়োগ I_2S_2 বেশি। বিনিয়োগ বেশি হইলে ব্যবসায়ীদের মুনাফা বেশি,



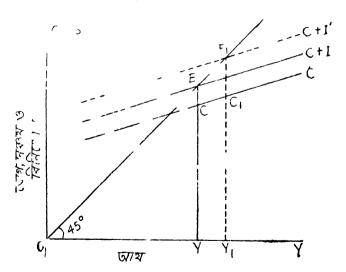
কারণ সঞ্চয় কম, আয়ের বেশি অংশ ব্যয় হয়। জিনিসপত্র বিক্রয়ের সম্ভাবনা বেশি। সমাজের আয়-পরিমাণ পরবর্তী স্তরে ক্রমাণত উঠিতে থাকে, যতক্ষণ না এইরূপে OY স্তরে পৌছে। সঞ্চয় ও বিনিয়োগ পরস্পর সমান থাকে। আয়স্তর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের মধ্যে পার্থক্য হ্রাস পাইতে থাকে, অবশেষে ইহারা পরস্পর সমান হইয়া পড়ে। আয়স্তর OY₁ থাকিলে বিনিয়োগের তুলনায় সঞ্চয় বেশি। ক্রমে আয়স্তর কমিয়া আসিয়া OY স্তরে উভয়ের ভারসাম্য ঘটে।

স্থতরাং আমরা দেখিতে পাই যে, দঞ্য ও বিনিয়োগকে এইরূপ তালিকার ধারণায় গ্রহণ করিলে (in the schedule sense) ইহারা পরস্পরের সমান হয়, নিজেদের মধ্যে ঘাত-প্রতিঘাতে। এই ধারায় কিছুটা সময় অতিবাহিত হওয়া দরকার (over time), এবং ভারসাম্য সাধনকারী পদ্ধতির ধারাপথ

বা কৌশল হইল আয় (equilibrating mechanism of আয়ন্তরে পরিবর্তন করণে ইহাদের income)। আয়ন্তরে পরিবর্তনের হার সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সামঞ্জভ ঘটার সল্পে এমন ভাবে যুক্ত যে সঞ্চয়ের তুলনায় বিনিয়োগ বাড়িলে আয়ন্তর বাড়ে এবং বিনিয়োগ কমিলে আয়ন্তর কমে। সঞ্চয় ও

বিনিযোগ সমান একমাত্র ভাবসাম্য-আ্যেব স্তবে, যেথানে আয় বাড়িতেছে না বা কমিতেছে না। আয়স্তবে পবিবর্তনই সঞ্চয় ও বিনিয়োগে পবিবর্তনের পথ মন্থা কবিয়া বাথিয়াছে, ইহাদেব পবস্পাবকে সমান কবাব অবস্থা প্রতি মুহুর্তে স্ষষ্টি কবিয়া চলিয়াছে।

সঞ্চয ও বিনিযোগকে প্রভাবিত কবিতে গিযা, সেই কাজেব মধ্য দিয়া সমাজের আযস্তব নিজেও ইহাদেব দ্বাবা প্রভাবিত হইষা চলিয়াছে। কিন্ধপে ভোগপ্রবণতা (অথবা ইহাব বিপবীত সঞ্চযপ্রবণতা) এবং বিনিযোগআবাব সঞ্চয প্রবণতা উভয শক্তি মিলিয়া আযস্তব নির্ধাবণ কবিতেছে গ্রিনিযোগ ভভযে মিলিয়া
কিন্ধপে আযস্তব ধনবিজ্ঞানেব ভাষায বলা চলে যে, সমাজেব ভোগ ও নিধাবণ কবে বিনযোগকে স্বপ্রভাবিত পবিবর্তনীয় শক্তি (in lependent variable) এবং আযস্তবকে অপবপ্রভাবিত পবিবর্তনীয় শক্তি (dependent variable) হিসাবে গণ্য কবিয়া আলোচনা ক বিয়া দেখা যাউক। কেইন্সেব মত অনুসাবে আমবা স্কল্পলে ভোগপ্রবণভাকে অপবিবর্তিত ধবিয়া লইভেছি; এই অবস্থায় বিনিযোগপ্রবণভায় পবিবর্তন কিন্ধপে আযস্তবে পবিবর্তন ঘটায়; নিচেব ছবিটি হইতে ইহা বোঝা যাইতেছে।



লম্বম্থী অক্ষে ভোগ, সঞ্চয় ও বিনিযোগ এবং ভূসমান্তবাল অক্ষে আয় পবিমাপ কবা হইতেছে। C বেথা হইল ভোগবেথা, উহাব উপরে C+Iরেথা হইল ভোগ ও বিনিযোগের সন্মিলিত বেথা। প্রভিটি আয়ন্তরে

সেই স্থরের ভোগের পরিমাণের সহিত বিনিয়োগের পরিমাণ যোগ করিয়া এই ছুইটি রেখার লম্বযুখী দূরত্ব জানা যাইবে।

C রেখা হইতে C+I রেখাটির দ্রত্ব অনুষায়ী বুঝা যাইবে নির্দিষ্ট আয়স্তরে বিনিয়োগের পরিমাণ কতথানি। উপরের ছবিতে C রেথা ও C+I রেথার দ্রত্ব সকল আয়স্তরেই সমান, অর্থাৎ ইহারা পরস্পর সমান্তরাল, তাহা দেখা যাইতেছে। অর্থাৎ বিনিয়োগ হইল স্বয়ংভূত ধরনের, আয়স্তরে পরিবর্তন ইহাতে পরিবর্তন আনে না, ইহা স্প্রভাবিত পরিবর্তনীয় বিষয় (Independent variable), অপর কিছু দ্বারা বর্তমানে প্রভাবিত হইতেছে না। এই C+I রেখাটি 45°

রেথাটির সহিত E বিন্দুতে মিলিত হইতেছে, OY হইল
সঞ্চয় ও বিনিয়োগ ভারসাম্যের আয়স্তর। অর্থাৎ লোকেরা কি পরিমাণ ভোগউভরের সমতার বিন্দুতে
ভারসাম্যের আয়
দেখা দেয়
ব্যয় করিতে চায়, এই ছুই-এ মিলিয়া স্থির করে ভারসাম্যের

আয়—্যে-আয়স্তরে লোকেদের ভোগব্যয় করিয়া যাহ। বাকি থাকে অর্থাৎ সঞ্চয় হয় উহার সম্পূর্ণ অংশ তাহারা বিনিয়োগ দ্রব্যে বয়ে করে। অর্থাৎ এই ছই বিন্দুতে মোট ভোগ্যদ্রব্যে বয়েরর পর অবশিষ্ট আয়ের অংশ (অর্থাৎ সঞ্চয়) নিশ্চয় বিনিয়োগ দ্রব্যে বয়েরর সমান। CE পরিমাণ সঞ্চয়, আবার CE পরিমাণই বিনিয়োগ। সঞ্চয় ও বিনিয়োগ য়তক্ষণ পৃথক থাকে ততক্ষণ ভারসাম্যের আয় দেখা দেয় নাই, য়খন ইহারা সমান হইল, সেই বিন্দুতে ভারসাম্যের আয় পাওয়া গেল। ভারসাম্য আয়ের স্তরে YC+CE=YE; অর্থাৎ ভোগবয়য় + সঞ্চয় (বা বিনিয়োগ)=মোট আয়।

এই অবস্থায় 'স্বয়ংভূত' কোন কারণে যদি C+I রেখাটি উপরে উঠে, তবে আমরা দেখি যে, নূতন C^1+I^1 রেখাটি 45° রেথাকে E_1 বিনিয়োগের পরিবর্তনই বিন্দুতে ছেদ করে এবং এই বিন্দুতে নূতন বর্ধিত আয়ন্তর তারে পরিবর্তন ঘটায় OY_1 পাওয়া যায়। এই নূতন স্তরে ভোগ ও বিনিয়োগ নূতন আয়ের সমান এবং সঞ্চয় ও বিনিয়োগ পরস্পার সমান। অপসরণশীল ভারসাম্যের (shifting equilibrium) এক একটি বিন্দু হইল E এবং E^1 , ইহারাই আয়ন্তরে পরিবর্তন প্রমাণ ক্ষরকালে স্থির ধরিয়া লই, তবে আয়ে এই পরিবর্তন নিশ্চয় বিনিয়োগে পরিবর্তনের ফল। ভাই এখন আমাদের আলোচ্য বিষয় হইবে আয়ন্তরের উপর বিনিয়োগে পরিবর্তনের ফল কি।

বিনিয়োগ-বৃদ্ধি ও আয়স্তরে বৃদ্ধির সম্পর্ক: গুণক ভশ্ব (Relation between increase in Investment and Increase in Incomelevel: the multiplier):

বিনিযোগ বৃদ্ধি পাইলে সমাজে কর্মসংস্থান ও আয়ের পরিমাণ বাড়িয়। যায়;
বিনিয়াগে প্রাথমিক বৃদ্ধির ফলে কর্মসংস্থান ও আয়ে মোট বৃদ্ধির পরিমাণ নির্ভর
করে গুণকের উপর। প্রাথমিক আয়ের যতগুণ মোট আয় বাড়ে তাহা আয়ের
গুণক (Income Multiplier); আবার প্রাথমিক কর্মসংস্থানের যতগুণ মোট
কর্মসংস্থান বাড়ে তাহা কর্মসংস্থানের গুণক (Employment Multiplier)।
আনেক সময় ইহাকে বিনিযোগের গুণক (Investment Multiplier) বৃদ্ধা।

শুণক কাহাকে বলে? উদাহরণস্বরূপ, মনে করা যাউক যে, সমাজে চল্তি বিনিয়োগ-পরিমাণের অধিক নৃতন ভাবে 1 লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করা হইল।
যেমন, কোন কারখানা স্থাপনের এই জন্ম 1 লক্ষ টাকা খাক কাহাকে বলে: ব্যয়িত হইল। কারখানা স্থাপন এবং চালু করার জন্ম বিনিয়োগে পরিমাণে বিভিন্ন প্রকার দ্ব্যসামগ্রী, মজুর, প্রভৃতি উপকরণ ক্রয়ের আয় বাড়াইয়া তোলে জন্ম এই টাকা খরচ করা হইল। অর্থাৎ বিনিয়োগের ফলে পূর্বে বেকার ছিল এইরূপ শ্রমিকের কর্ম সংস্থান ও আয় স্থাষ্টি হইল এবং অন্যান্থ উপকরণের মালিকদেরও আয় কিছুটা বৃদ্ধি পাইল। 1 লক্ষ টাকা বিনিয়োগের ফলে প্রথমই জাতীয় আয় 1 লক্ষ টাকা বাড়িয়া গেল।

কিন্তু আয়-প্রসারের ধারা এই স্তবে ক্ষান্ত থাকে, তাহা নহে। কারণ, যাহাদের আয় হইল তাহারা সেই আয় মোটেই ব্যয় না করিয়া স্বটা সঞ্চয় করে, তাহা হইতে পারে না। যদি বর্ধিত আয়ের গুণক নির্ভব করে সমস্তটাই সঞ্চত হইযা যায় তাহা হইলে সমাজে ওই প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতার উপব নক্ষ টাকাব-অধিক মোট আয় স্পষ্ট হইতে পারিল না; আয়-প্রসারের ধারা স্তব্ধ হইয়া গেল। ধনবিজ্ঞানের ভাষায় বলা চলে, যদি সমাজের গড় প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা 0 হয় (অর্থাৎ আয় বৃদ্ধির ফলে ভোগের পরিমাণ মোটেই না বাড়ে), তাহা হইলে গুণক হইল 1 (K=1), অর্থাৎ ন্তন বিনিযোগের পরিমাণ পর্যন্ত মাত্র মোট আয় বৃদ্ধি পাইবে, ইহার বেশি নহে।

যদি এইরূপ হয় যে, বিনিয়োগের দক্ষন যাহারা একলক টাকা নৃতন আয়

ছিসাব পাইবে, তাহারা সবটাই ভোগ্যদ্রব্যে ব্যয় করে, তাহা হইলে ওই এক লক্ষ্টাকা ব্যয় হইয়া ভোগদ্রব্য বিক্রেভাদের নৃতন আয় ফাষ্ট করিল। ভোগদ্রব্যের বিক্রেভাগণ সেই নৃতন আয় ফাষ্ট স্বরটা ব্যয় করেন তাহা হইলে তাঁহারা যে সকল দ্রব্যাদি ক্রেয় করিলেন, উহাদের বিক্রেভাদের 1 লক্ষ্ণ টাকা নৃতন আয় হইল। রামের ব্যয় হইতে শ্রামের আয় হয়, শ্রামের ব্যয়ই যত্ত্ব আয়, যত্ত্বর ব্যয়ই মধুর আয়—এইভাবে সমাজের ব্যয় ও আয় পরস্পরসংযুক্ত। যদি মোটেই সঞ্চয় নাহ্য, তাহা হইলে এই এক লক্ষ্ণ টাকার সম্পূর্ণ টাই অনবরত ব্যয় ও আয় স্বাহি করিতে থাকিবে, এই ধারা কোথাও থামিবে না। ধনবিজ্ঞানের ভাষায় বলা চলে, যদি, সমাজের প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা 1 হয়, অথাৎ বর্ধিত আয়ের সম্পূর্ণ অংশই ব্যয় হইয়া যায়, তবে গুণক হইল অসীম ($\mathbf{K} = \infty$)।

কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা 0 হইতে বেশি (অর্থাৎ বর্ধিত আয়ের সমস্তটা সঞ্চিত হয় না), অথচ ইহা 1 হইতে কম (অর্থাৎ বর্ধিত আয়ের সমস্তটা ব্যয়িত হয় না)। প্রথমে বিনিয়োগের ফলে 1 লক্ষ্ণ টাকা যাহাদের আয় হিসাবে আসিয়াছিল, তাঁহারা কিছুটা সঞ্চয় করিয়া বাকি অংশ বায় করিল, এই ব্যে আবার অন্সের আয় স্থাষ্ট করিবে; তাঁহারা আবার তাঁহাদের বৃধিত আয়ের কিছু অংশ ব্যয় করিবে, সেই ব্যয় হইতে আরও নূতন আয় ফলে আরও নূতন বাষ ও আয় ক্রমাগত স্ষষ্টি হইতে থাকিবে। প্রত্যেক স্তরে সঞ্চয় হইতে থাকায়, প্রতিবারে নতন আয় স্বাষ্ট্রর পরিমাণ এইরূপে কমিতে থাকিবে, অবশেষে বর্ধিত আয়ের পরিমাণ যখন খুব কম, ব্যয়ের দ্বারা আর নূতন আয় স্ষষ্টি হইতে পারিতেছে না, দেই স্তর পর্যন্ত এই ধারা চলিয়া অবশেষে ক্ষান্ত হইবে। নূতন বিনিয়োগ হইতে স্ফ্র প্রাথমিক আয় এইরূপ নিজের বহুক্ষণ বেশি আয় স্কৃষ্টি করিবে। পুকুরের ঠিক মধ্যখানে ঢিল ছু ড়িলে জলে চক্রাক্তবির ঢেউ-এর স্বষ্ট হয়, ঢেউগুলির পরিধি যত প্রসারিত হইতে থাকে উহাদের উচ্চতা তত কমিতে থাকে, তীরের দিকে সেই উচ্চতা মিলাইয়া যায়, কিন্তু সমগ্র জলগুরে উত্তালতার স্পষ্ট করে। সমাজের অর্থ নৈতিক দেছে নৃতন বিনিয়োগের ফলও তাই; আয় ও কর্ম সংস্থানে প্রাথমিক বৃদ্ধি নৃতন আয় ও কর্ম সংস্থানের চেউ স্বাষ্ট করিয়া সমগ্র সমাজ-দেহে সঞ্চারিত হইয়া অর্থ নৈতিক কাজকমে র স্তরে উত্তালতা আনে। প্রথম দিকে আয় ও কর্ম সংস্থানের ঢেউগুলি উচ্চতায় বেশ বড়, কিন্তু প্রতিটি পরবর্তী বারে উহার আয়তন কমে, ক্রমে ইহা কমিয়া অবশেষে মিলাইয়া যায়।

স্তরাং, বিনিয়োগ-বৃদ্ধির ফলে সমাজের মোট আয় কত গুণ বাড়িল তাহাকে গুণক বলে, অর্থাৎ $K=\frac{\delta Y}{\delta 1}$, অথবা $\delta Y=K\delta I$. গুণকের এই আয়তন (Size of the Multiplier) নির্ভর করে প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতার আয়তনের উপর । প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা বেশি হইলে গুণকের আয়তনও বড়, কারণ প্রত্যেক স্তরের আয় হইতেই বেশি পরিমাণে ভোগব্যর হইলে উহা পরবর্তী স্তরে বেশি পরিমাণে আয় স্থাই করে । প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা কম হইলে গুণকের আয়তনও ছোট, কারণ প্রত্যেক স্তরের আয় হইতেই কম পরিমাণ ব্যয় পরবর্তীস্তরে কম পরিমাণ আয় স্থাই করে । যদি প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা $\frac{1}{2}$ হয়, তাহা হইলে গুণক হইল 2; প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা $\frac{2}{3}$ হইলে গুণকের আয়তন 4।

গুণকের আয়তন কিভাবে পরিমাপ করা হয় ? ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে প্রান্তিক সঞ্চয়-প্রবণতা (Marginal Propensity to Save) হইল প্রান্তিক ভোগপ্রবণতারই ঠিক অপর দিক। নৃতন 100 টাকা আয়ের 80 টাকা যদি ব্যয় হয়, তাহা হইলে নিশ্চয় 20 টাকা সঞ্চয় হইতেছে ; অর্থাৎ প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা $\frac{1}{8}$ হুইলে প্রান্তিক সঞ্চয়-প্রবণতা $\frac{1}{8}$. গুণককে এইভাবে প্রকাশ করা চলে যে, $\mathbf{K} = 1/\mathbf{S}$; \mathbf{K} হুইল গুণকের আয়তন এবং \mathbf{S} হুইল প্রান্তিক সঞ্চয়-প্রবণতা ; উপরের উদাহরণে $\mathbf{K} = 1/\frac{1}{8}$; $\mathbf{K} = \mathbf{S}$.

প্রান্তিক ভোগপ্রবণতার দিক হইতেও আমরা গুণকের আয়তন পরিমাপ করিতে পারি। মনে করা যাউক, প্রান্তিক ভোগপ্রবণতার নাম হইল m. আমরা জানি প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা ও সঞ্চয়-প্রবণতা যোগ করিলে 1-এর সমান হয়। যেমন প্রান্তিক সঞ্চয়প্রবণতা $\frac{1}{2}$ ইলৈ ভোগপ্রবণতা $\frac{1}{2}$, উভয়ে মিলিয়া পূর্ণসংখ্যা 1; এই অবস্থায় K=1/S=1/1-m; এবং প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা m হইল= 1-S=1-1/K. উপরের উদাহরণে আমরা m ধরিয়াছি $\frac{1}{2}$ এবং S ধরিয়াছি $\frac{1}{2}$. এই অবস্থায় K=1/S=1/1-m, $K=1/1-\frac{1}{2}$, অর্থাৎ $K=1/\frac{1}{2}$, অর্থাৎ $K=1/\frac{1}{2}$, আমরা তাই m বা S জানা থাকিলে K বাহির করিতে পারি, অথবা K জানা থাকিলে M বাহির করিতে পারি, অথবা

এইরূপে গুণকের আয়তন বাহির করিয়া উহার সাহায্যে আমরা জানিতে পারি যে, দেশে মোট বিনিয়োগ বৃদ্ধির কতগুণ আয় বাড়িল। যেমন যদি 1000 টাকার নৃতন বিনিয়োগ হয়, এবং K যদি হয় 5, তবে আয়স্তর বৃদ্ধি পাইল5000, অর্থাৎ, 8Y=K8I. বিনিয়োগ বৃদ্ধি হুইলে গুণকের আয়তন অনুযায়ী যখন আয় ও কর্মসংস্থান
বাড়ে তখন ইহাকে ধনাত্মক গুণক (Positive Multiplier) বলা হয় ; বিনিয়োগ
কমিলে গুণকের আয়তন অনুযায়ীই আয় ও কর্মসংস্থান
ধনাত্মক গুণক ও
কাণাত্মক গুণক
কমে, সেই অবস্থায় ইহাকে ঋণাত্মক গুণক (Negative
Multiplier) বলা হয় । গুণক 5 হুইলে 1 লক্ষ টাকার
বিনিয়োগে বৃদ্ধি সমাজে 5 লক্ষ টাকার মোট আয় বৃদ্ধি করে ; ঠিক সেইরূপ 1 লক্ষ
টাকায় বিনিয়োগ কমিয়া গেলে সমাজে মোট 5 লক্ষ টাকার আয় হ্রাস পায়।

মনে রাখা দরকার যে, প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা (যাহার ভিত্তিতে গুণকের আয়তন হিসাবে করা হয়) আয়ের সকল স্তরে সমান থাকে না। আয়স্তর বাজিতে থাকিলে প্রত্যেক আয়স্তরের বৃদ্ধিই প্রান্তিক ভোগপ্রবণতাকে আয়ে পরিবর্তন ঘটাইবার কমাইয়া দেয়; স্বতরাং আয়স্তরে প্রত্যেকবার বৃদ্ধির ফলে গুণকের নিজেরই পরিবর্তন হয় গুণকের আয়তন পূর্বাপেক্ষা কমিতে থাকে। আবার, ঝণাত্মক গুণকের কার্যকারিতার সমযে আয়স্তরে প্রত্যেক বারের হ্রাস প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতাকে পূর্বাপেক্ষা বাড়াইয়া গুণকের আয়তন বাড়াইতে থাকে।

গুণকের উপর সময়েরও বিশেষ প্রভাব থাকে। কারণ, বিনিযোগের পরিবর্তন সমগ্র সমাজদেহে সঞ্চারিত হইয়া আয় ও কর্মসংস্থানের পরিমাণে পরিবর্তন আনিতে কিছুটা সময় অতিবাহিত হয়। 1 লক্ষ টাকার বিনিয়োগ প্রথমে 1 লক্ষ টাকার আয় স্পষ্ট করিলে এবং পরবর্তীবারে (f প্রান্তিক ভোগ-গুণক কাল বা প্রবণতা থাকিলে) ৪০ হাজার টাকার নূতন আয় স্পষ্ট করিবে। কিন্তু প্রথম বারের ভোগ-ব্যয় এবং বিতীয় বারের ভোগ-ব্যয় একই সময়ে ঘটিতেছে না। আয়-স্থান্টর প্রত্যেক স্তরেই এইরূপ সময় অতিবাহিত হয়; ইতিমধ্যে অস্থান্থ বিনিয়োগের ফলাফল বা প্রভাব আয়ের উপর পড়িতে পারে। কোন বিশেষ বিনিয়োগের বৃদ্ধি বা ব্রানের ফলাফল সম্পূর্ণ হইতে যে সময় প্রয়োজন তাহাকে গুণককাল বা প্রসারকাল (Multiplier or Propagation Period) বলা হয়।

গুণকের আয়তন বিভিন্ন বিষয় দারা কমিয়া যাইতে পারে। বিভিন্ন প্রকার "ছিন্তুসমূহ" -(Leakages) গুণকের আয়তন কমাইয়া বিনিয়োগে পরিবর্তনের

দর্শণ আয়ে পরিবর্তনের হার কমাইয়া দিতে পারে। (ক) নৃতন আয় যাহাদের
হাতে আদিল তাহারা উহার সাহায়ে পুরানো ঋণ পরিশোধ

হিছসমূহ
করিতে পারে, (খ) আয় রদ্ধির ফলে নগদ টাকা বেশি
পরিমাণে হাতে জমাইয়া রাখিতে পারে, বা তারল্য-পছন্দ বাড়িয়া যাইতে পারে,
(গ) বিদেশী আমদানি দ্রব্য ক্রয় করিতে পারে,
থা দামবৃদ্ধি হইতে পারে।
যেমন, পূর্ণ কর্মসংস্থান অবস্থায় বিনিয়োগে বৃদ্ধি ভোগদ্রেব্যের উৎপাদনক্ষেত্র হইতে
শ্রমিক ও উপকরণ সরাইয়া আনিবে, ফলে ভোগদ্রেব্যের উৎপাদন কমিবে।
উপাদানের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় দ্রব্যসামগ্রীর দাম বৃদ্ধি পাইবে, য়থেষ্ঠ পরিমাণে
আয়-বৃদ্ধি সম্ভব হইবে না।

অন্ত্রত দেশে, এই গুণকের আয়তন বা প্রভাব আরও তিনটি বিষয়ের দ্বারা বিশেষ রূপে প্রভাবিত হয়। প্রথমত, দেশে আর্থিক মূলধনের পরিমাণ কম থাকায়, রাষ্ট্র কর্তৃ ক বিনিয়োগ ব্যক্তিগত বিনিয়োগকে কমাইয়া দিতে পারে, কারণ মূলধনের বাজার হইতে রাষ্ট্র নিজেই বিনিয়োগের জন্ম মূলধন তুলিয়া

অনুন্নত দেশ ও গুণক প্ৰভাব লইলে ব্যক্তিগত বিনিয়োগ স্থাস পাইতে পারে। দ্বিতীয়ত, দেশে আসল মূলধন অর্থাৎ যন্ত্রপাতি প্রভৃতির পরিমাণ কম

থাকায় আয় বৃদ্ধি হইলেই ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন ও কর্মশংস্থান বাড়ান সম্ভব না-ও হইতে পারে। ভৃতীয়ত, আয় বাড়িলে খাগুদ্রব্য ও ক্ষিজাত দ্রব্যের চাহিদা বাড়ে, ফলে উহাদের দাম বৃদ্ধি হয়, অধিক আয় স্পষ্টি করিতে পারে না।

ত্বরণ তত্ত্ব (Acceleration Theory):

সমাজের ভোগবায়ে বৃদ্ধির ফলে যে পরিমাণে নৃতন বিনিয়োগ বৃদ্ধি হয় তাহাদের অনুপাতকে ত্বণ (Acceleration) বলা হয়।

সমাজে সাধারণত ছুই প্রকারের বিনিয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়ঃ স্বয়জ্বত

রপ্তানি ২২তে প্রাপ্ত নীট আয় দেশের অভ্যন্তরে বিনিয়োগ-বৃদ্ধির স্থায় কাজ করে, এবং
দেশের আয় ও কর্মসস্থানের উপর ইহার প্রভাব আভ্যন্তরীণ বিনিয়োগেরই স্থায় । রপ্তানির
উপর বিদেশায়দের বায় বপ্তানি সুব্যে নিযুক্ত এমিক ও উপকরণের মালিকদের আয় বাড়ায়,
তাহাদের সেই আয় পুনরায় বায়িত ইইয়া দেশে নূতন আয় সৃষ্টি করে, মোট আয়-স্টের পরিমাণ
শুণকের আয়তনের উপর নির্ভর করে । আমদানীকে "ছিন্ত" হিসাবে, আভ্যন্তরীণ প্রাপ্তিক
সক্ষর-প্রবণতার (S) মধ্যে একই সঙ্গে ধরিয়া লইয়া বৈদেশিক বাণিজ্যের শুণক পরিমাণ করা
চলে । অর্থাৎ দেশের আয়ন্তরের উপর রপ্তানির মোট ফল নিয়লিথিত স্ত্রন্থারা হিসাব
করা বায়ঃ

আভ্যন্তরীণ আয়ে পরিবর্তন = রপ্তানিতে পরিবর্তন × _______ সঞ্চয় + আমলানি-প্রবণ্তা

বিনিয়োগ (Autonomous Investment) এবং উদ্ভূত বিনিয়োগ (Derived of Induced Investment)। রাষ্ট্র বা অন্সান্ত জনপ্রতিষ্ঠানসমূহ রাজনৈতিক, স্বাস্থ্যরক্ষা বা অন্থান্ত কারণে যে সকল বিনিয়োগ করিয়া থাকেন, চুই প্রকার বিনিয়োগ যেমন পার্ক, সরোবর প্রভৃতি; অথবা নৃতন আবিষ্কৃত দ্রব্য বা যন্ত্র প্রভৃতিতে বিনিয়োগ; অথবা অনেক কাল পরে উহা হইতে আয় পাওযা যাইবে এমপে কার্যে বিনিয়োগ প্রভৃতিকে স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ বলা চলে, কারণ বর্তমানের কোন আর্থিক বিষয় (যেমন আয়ন্তর বা মুনাফার হার প্রভৃতি) এই বিনিয়োগের পিছনে কারণ হিসাবে কাজ করে না। ইহারা তাই স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ। কিন্তু ভোগ্যদ্রব্যের থাকায় সেই জ ন্য চাহিদা উৎপাদনের উপযোগী যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করিতে হয়; আবার ভোগ্যন্তব্য উৎপাদনে নিযুক্ত যন্ত্রপাতি-উৎপাদনের উপযোগী ত্বণসহগ বা ত্বক পাতিও দরকার। ইহাদের উপর বিনিযোগের কাহাকে বলে ভোগদ্রেব্যের জন্ম চাহিদা; ইহাদের তাই, উদ্ভূত বিনিযোগ বলা হইয়া থাকে। সমাজের ভোগবায় বাডিলে ভোগদেব্যের উৎপাদকণ্য আরও যন্ত্রপাতি কিনিতে চায়, ফলে এই ধরনের বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়। সমাজের ভোগব্যয়ে পরিবর্তন এবং উদ্ভূত বিনিয়োগের পরিমাণে পরিবর্তন –এই ছুই-এর অনুপাত্তক ত্রুণসূহগ (Acceleration Coefficient) বা ত্রুক (Accelerator) বলে। যেমন যদি, সমাজের ভোগবায়ের পরিমাণ 2 কোটি টাকা বাডিয়া যায়. ফলে যদি ইহার দরুণ উত্তত বিনিযোগের পরিমাণ 4 কোটি টাকা বাড়ে, তাহা হইলে ত্বৰণদহণ বা ত্বৰক হইল 2। যদি উদ্বত বিনিধোগ 8 কোটি টাকা হয়, তাহা হইলে দ্বণদহণ বা ত্বক হইল 4।

যদি ভোগদেব্যের উৎপাদনে কোন মূলধনী যন্ত্রপাতির ব্যবহারই না হয় (যেমন অতি প্রাচীনকালের আধা-অদত্য অবস্থায় বা হাত দিয়া ফল পাড়িয়া আনা—এইরূপ উৎপাদন ক্ষেত্রে) তাহা হইলে ত্বরণ সহগ ০, কারণ ভোগব্যয়ে বৃদ্ধি হইলেও বিনিয়োগ মোটেই বাজিতেছে না। আরও ক্ষরত্বায় ত্বরণ-সহগ ক্ষেকটি কারণে এইরূপ ঘটিতে পারে যেমন, (ক) বর্তমানে যন্ত্রপাতির উৎপাদনী শক্তি অব্যবহৃত অবস্থায় থাকিলে (excess capacity), (খ) ভোগব্যয়ে বৃদ্ধি বা নৃতন যন্ত্রপাতির জন্ম চাহিদা খুবই সাময়িক ও অস্থায়ী ধরনের হইলে, এবং (গ) স্বয়্মস্কৃত বিনিয়োগ ঘটিলে কারণ ইহা বিভিন্ন আনাধিক ও বাহু কারণের দ্বারা নির্ধারিত। এইরূপ কোন

কোন ক্ষেত্রে, ত্বরণসহগ ০ হইতে পারে না, বা খুবই কম (অর্থাৎ 1 হইতেও অনেক কম, যেমন, $\frac{1}{16}$ বা $\frac{1}{20}$) হইতে পারে ।

যদি ভোগব্যয়ে পরিবর্তন অধিক হয়, এবং সেই ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনের
জন্ম এমন যন্ত্রের প্রয়োজন হয় যাহার ইউনিট-প্রতি
কি অবহায় ত্বণসহগ বেশি
উৎপাদন-ব্যয় খুবই বেশি, তাহা হইলে ত্বরণ-সহগ
বেশি হইয়া থাকে।

ত্বরণনীতি (Acceleration Principle) কিন্নপে কার্য করে, বা ভোগব্যথ বৃদ্ধি হইলে কিন্ধপে বিনিয়োগ বাড়িয়া যায় ? ধরা যাউক্, দেশে এক বিশেষ ধরনের 1000টি ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনে নিযুক্ত আছে; প্রত্যেকটি যন্ত্রের স্থাযিত্ব 10 বৎসর। স্থতরাং প্রত্যেক বৎসর 100টি যন্ত্র অকেজো হইয়া যায়, ফলে

পুনঃস্থাপনের উদ্দেশ্যে (for replacement) 100টি যন্ত্র কাজ কবে

কাজ কবে

শিল্পে 100টি যন্ত্র উৎপাদনের উপযোগী কর্মসংস্থান ও

বিনিয়োগ আছে। যদি এই অবস্থায় ভোগ্যন্তব্যের চাহিদা বা ভোগব্যয় শতকরা 10% বৃদ্ধি হয, তাহা হইলে আরও 100টি নৃতন যন্ত্র উৎপাদনের প্রয়োজন হইবে, পুনঃস্থাপনের জন্ম বাৎসরিক 100টি যন্ত্রের উৎপাদন তো চলিতে থাকিবেই। স্থতরাং যন্ত্র উৎপাদনকারী শিল্পে বৎসরে 100টি যন্ত্রের স্থলে 200টি যন্ত্রের উৎপাদন স্থক্ষ করিতে হইবে, বিনিযোগ ও কর্ম সংস্থান দ্বিগুণ হইয়া যাইবে। ভোগব্যয়ে মাত্র 10% পরিবর্তন বিনিযোগে 100% পরিবর্তন আনিতে পারে। কিন্তু পবেব বংসর যথন উৎপাদন শেষ হইয়া গেল, তথন আর 200টি যন্ত্রের চাহিদা থাকিবে না। আবার পুনরায় 100টি যন্ত্র (পুনস্থাপনের জন্ম যাহা প্রয়োজন) উৎপন্ন হইতে থাকিবে। অর্থাৎ বিনিযোগ 50% কমিয়া যাইবে; 200টির উৎপাদন হইতে কমিয়া 100টির উৎপাদন হইবে। ঠিক এই কারণে বাণিজ্য চক্রের সময়ে দেখা যায় যে, মুলধনী যন্ত্রপাতির উৎপাদন ভয়ানক অস্থায়ী এবং ইহাতে হঠাৎ বিপুল পরিমাণে উঠানামা ঘটে।

শুণক ও ত্বরণের পারস্পরিক ঘাতপ্রতিঘাত এবং মিলিভ প্রভাব (Interactions of Multiplier and Acceleration and their combined effect):

বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে মোট আয়ে বৃদ্ধি, গুণক ও ত্বরণ এই ছুই-এব সম্মিলিত ফলাফল। মোট ব্যয় বাড়িয়া গেলে সমাজে আয় বাড়িয়া যায়, কি পরিমাণ মোট আয় বাড়িবে, তাহা গুণকের উপর নির্ভর করে। ব্যিত আয় ব্যয়িত হইবার ফলে ভোগব্যয়ের বৃদ্ধির দরুণ উদ্ভূত বিনিয়োগও বাড়িবে, ইহা নির্ভর করিবে ত্বরকের উপর। এই উদ্ভূত বিনিয়োগে বৃদ্ধি গুণকের ফলে পুনরায় আয় বাড়াইবে এবং সেই আয় ব্যয়েকে বাড়াইয়া ফিলিভ ফলাফল স্বরণের ফলে পুনরায় বিনিয়োগ বাড়াইবে। উভ্যের পারম্পরিক সহযোগিতায়, উহাদের সিম্মিলিভ প্রভাবেন ফলে বিনিয়োগের বৃদ্ধি মোট আয়, বায় ও কর্মসংস্থান সকল কিছুকেই বাড়াইয়া দিবে। ঋণাত্মক গুণক ও ত্ববেণৰ প্রভাবে বিপরীত পক্ষে, ইহাদের সম্মিলিভ ফলে জাতীয় আয় কমাইয়া দিতেও পারে। এই ছুই এর মিলিভ ফলকে লিভারেজ্ প্রভাব (Leverage effect) বলে; অর্থাৎ প্রাথমিক বিনিয়োগে বৃদ্ধি এবং উভ্যের মিলিভ ফলে মোট আয়ে বৃদ্ধি—এই ছুই-এর অনুপাতকে লিভাবেজ্ সহগ (Leverage Coefficient) বলা হয়। অনেকে উভ্যের মিলিভ প্রভাবকে একত্র করিনা উহাকে অভিগ্রুক

পরিশিষ্ট

(Super-multiplier) নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।

উইক্সেলের স্বাক্তাবিক শুদের হার সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত টীকা (A short note on Wicksell's Natural Rate of Interest):

অট্টিয়ার ধনবিজ্ঞানী উইক্দেল্ (Knut Wicksell) স্থানের বাজার-ছার (a loan market rate of interest) এবং উহার 'আদল' বা 'স্বাভাবিক হারের' (a real or natural rate of interest) মধ্যে পার্থক্য করিযাছেন। ঋণের দাম ছিসাবে টাকার বাজারে যে সকল বিভিন্ন হাবে স্থদ দেওয়া হয়,

শাভাবিক হার অনেক ভাবে ব্যাগ্যা করা ভইষাতে তাহাদের গড় হিদাব করিলে এই ঋণ-হার অথবা বাজার-হার পাওয়া যায। আর 'আদল' বা 'স্বাভাবিক হার' বলিলে তিনি বুঝিয়াছেনঃ (১) যে হারে ঋণপুঁজির চাহিদা

এবং সঞ্যের যোগান পরস্পর সমান হয; (২) যে হার মোটাম্টিভাবে নৃতন উৎপন্ন মূলবনী দ্রব্য হইতে প্রত্যাশিত আয়ের বা প্রতিদানের সমান; (৩) যে হার বজায় থাকিলে দ্রব্যসামগ্রীর দামের সাধারণ স্তরে

সমান ; (৩) যে হার বজায় থাকিলে প্রবাসম্প্রার দানের শাবারণ ওবে উঠানামার ঝোঁক থাকে না : (৪) টাকার লেনদেন-বিনা আসল মূলধনী দ্রব্যকে উহার নিজস্ব আক্রতিতে ঋণ দিলেও যে হার প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত।*

^{* (1)} At which the demand for loan Capital and the supply of savings exactly agree; (2) which more or less corresponds to the expected yield of the newly created capital; (3) at which the general level of commodity prices has no tendency to move upward or downward; (4) which would be established if one would not make use of monetary transactions but real capital would be loaned in natura.

উইক্সেলের মূল বক্তব্য হইল এই যে, স্থাদের স্বাভাবিক হার হইতে বাজার-ছার পথক হইলে দেশের অর্থনীভিতে প্রসার বা সংকোচনের গতিবেগ দেখা দিবে। বাজার-হার যুভক্ষণ স্বাভাবিক হারের কম, তুভক্ষণ নানা কারণে জিনিসপুরের দাম বৃদ্ধি পাইতে থাকে। প্রথমত, সঞ্চয় হ্রাস পায় এবং ভোগব্যয় বৃদ্ধি পায়, এদিকে উচ্চোজ্ঞারা (স্বাভাবিক হার বেশি থাকিলে যে মুনাফা হইডে স্থুদের স্বাভাবিকহার ও পারিত উহাপেক্ষা) বিনিয়োগ হইতে অধিক মুনাফা পাইবার প্রত্যাশা করেন। নূতন-স্বষ্ট ব্যাঙ্ক-ঋণের সাহায্যে উচ্চোক্তার উপকরণের জন্স চাহিদা বাড়াইয়া দেয়, মজুরি ও অন্সাম্ভ উপাদানের দাম বাড়ে, ফলে ভোগদ্রব্যের চাহিদা আরও বুদ্ধি পায়। কিন্তু ঠিক এই দময়ে মূলধনী দ্রব্যোপোদনের উদ্দেশ্যে বেশি দাম দিয়া উপকরণ ক্রয় করা হয় বলিয়া ভোগ্য-দ্রব্যের উৎপাদন বমে। এই সকল বিছুর প্রভাবে দাম বাড়িতে থাকে—যতক্ষণ হুদের বাজার-হার উহার স্বাভাবিক হার অপেক্ষা কম, ততদিন এই ধারা চলিতে থাকে। স্বাভাবিক হার বজায় থাকিলে ঋণপুঁজির চাহিদা ও সঞ্চয়ের যোগান সমান হইত। বাজার-হার উহা হইতে কম থাকায আর্থিক ভারদামা-ঝণযোগ্য ভাণ্ডারের পরিমাণ কেবলমাত্র সমাজের স্বেচ্ছারত হীনতার কারণ সঞ্য দ্বারা ভরান যায় না, ক্ষীতিমূলক পদ্ধতিতে (out of inflationary sources) ইহার যোগান বাড়াইতে হয়। এই কারণে দ্রব্যসামগ্রীর দামের সাধারণ স্তর বাড়িতে থাকে। অপর পক্ষে, মূদের স্বাভাবিক হারের তুলনায় উহার বাজার-হারকে ক্বত্রিমভাবে বাড়াইয়া রাখিলে সংকোচনেব ধারা হুরু হয়, সাধারণ দামস্তর হ্রাস পায়। স্বাভাবিক-হার ও বাজার-হার সমান থাকিলে, অর্থ নৈতিক কাঠামো ভারসাম্যে থাকিবে, কেবলমাত্র স্বেচ্ছারুত সঞ্য হইতেই ঋণপুঁজির যোগান হ**ইবে, দামন্তর স্থির থাকিবে এবং** টাকাব অংকে প্রকাশিত হৃদের হার মুলধনী দ্রব্যের প্রান্তিক প্রতিদানের সমান হইবে। এইরূপেই দেশে আর্থিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে (conditions of monetary equilibrium) |

ইহা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, এই বিশ্লেষণের সময় উইক্সেল দেশে পূর্ণ কর্মসংস্থান ধরিয়া লইয়াছিলেন। পূর্ণ কর্মসংস্থানের অনুমান ত্যাগ করিয়া আমরা যদি ধরিয়া লই যে, দেশে প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন ধরেনের অব্যবহৃত শ্রম ও উপকরণ আছে, তবে মূলধনী দ্রব্যের প্রসারকালে ভোগ্যন্তব্যের উৎপাদন কমাইতে হয় না, উভয়কে একই দঙ্গে বাড়ান যায়, এমন কি ভোগ্যদ্রব্যেব উৎপাদন বৃদ্ধিব হার বেশি বাখাও চলে। এই অবস্থায় দাম বৃদ্ধিব কোঁক স্থগিত বাখা যায়,

এই তত্ত্বের অসম্পূর্ণতা কোথায অন্তত কিছুকালেব জন্ম তো বটেই। ইহাব তাৎপৰ্গ হইল যে, দেশে ছুইটি স্বাভাবিক হৃদেব হাব আছে। একটিতে দেশেব দামস্বৰ অপবিব্যতিত থাকে, আৰু অন্মটিতে সঞ্চয় ও বিনিযোগ

সমান হয়। ইহাদেব এই পার্থক্যেব কাবণ আছে। ক্ষাতিমূলক উৎস হইতে ক্বাবিমভাবে সংগৃহীত ঋণপুঁজিব যোগান বাজিবাব ফলে সমানহাবে বিক্রযযোগ্য দ্রব্যসামগ্রীব পবিমাণও বাজিতে পাবে। তাহা ছাজা, বনা চলে যে, ইহা এমন অবস্থা যেথানে সম্ভাব্য বিনিযোগেব (investment potential) ভূলনায় সঞ্চয়েব যোগান কম থাকে।

উইকদেলের পূর্বের লেখকের। স্থানের হারকে মোটেই টাকা বা অর্থসংক্রান্ত বিষয় বলিয়া মনে করিতেন না। তাঁহাদের ধারণা ছিল যে, স্থাদ হইল মূলধন-নিযোগের ফলে পাওয়া অতিবিক্ত দ্ব্যসামগ্রীর মূল্য, যাহাকে বলে মূল্যনের আসল প্রতিদান (real return of capital)।

এই শতাকীব শুরুতে উইক্সেলেব তত্ত্ব প্রচাবিত হয, এবং এই তত্ত্বেব শুরুত্বই হইল অর্থ ও মূলধনেব তত্ত্বকে একরে মেলানো (to integrate the theories of money and capital)। কেইন্স আবও এক ধাপ উইল্লেল ও কেইন্স্ আবে হইযাছেন এবং স্থানে হাব নির্দাণ একমাত্র আথিক কাবণ ছাড়া অন্ত কোন বিষ্থেব উপব বিশেষ শুরুত্ব দেন নাই। কেইন্সেব মতে "স্থানে হার এক ধবণেব দাম' ন্য যাহাতে বিনিযোগেব উদ্দেশ্যে উপকবণেব চাহিদাব সঙ্গেব বর্তমানেব ভোগ হইতে বিবত থাকাব ভাবসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়।' ইহা এমন ধবনেব দাম' যাহা নগদ টাকাব রূপে সম্পদ ধবিষা বাথাব ইচ্ছাব সঙ্গে নগদ টাকাব প্রিমাণে সমতা আনে ... স্থাবে হাব হইল তাবল্য ছাডিয়া দেওয়াব পুরস্কাব।''*

^{* &}quot;The rate of interest is not the 'price' which brings into equilibrium the demand for resources to invest with the readiness to abstain from present consumption. It is the 'price' which equilibrates the desire to hold wealth in the form of cash with the available quantity of cash..... The rate of interest is the reward for parting with liquidity." Keynes, General Theory, P 167. তিনি আবিও ব্লিভেছন যে, "The theory of interest might be expressed by saying that the rate of interest serves to equate the demand and supply of hoards—i.e. it must be sufficiently high to offset an increased propensity to hoard relatively to the supply of idle balances." Keynes Economic Journal, vol XLVII (1937) P. 250.

অসুশীলনী

- 1. 'Classical theory tended to explain unemployment as either Frictional or Voluntary.' Explain.
- 2. "The classical postulates do not admit of the possibility of the third category, which I shall define below as "involuntary" unemployment." (Keynes: General theory. P. 6.). Explain.
 - 3. What is Effective Demand? Why is it unstable?
 - 4. Discuss the determinants of the level of income and Employment.

- 5. Explain the Income equation Y=C+I.
 6. Discuss the consumption function and illustrate it graphically.
- 7. What is Propensity to Consume? Distinguish between Average and Marginal Propensity to Consume and show the importance of such distinction in the theory of Income and output,
- "The fundamental psychological law, upon which we are entitled to depend with great confidence both a priori from our knowledge of human nature and from the detailed facts of experience, is that men are disposed, as a rule and on the average, to increase their consumption as their income increases, but not by as much as the increase in their income. (Keynes General theory, P. 96) Explain.
- Compare classical theory and Keynesian theory as to their attitudes towards the process of equalisation of Saving and Investment.
- 10. If Saving equals Investment at a given income level, how can an increase in investment be financed?

Explain why S=I

12 Distinguish between savings ex ante and saving ex bost.

Define Knut Wicksells 'real.' or 'natural rate of interest.

- 14. It was Wicksell's contention that any deviation of the market rate of interest from the natural rate would cause a cumulative process of expansion or contraction. Explain.
- 15. "An equilibrium level of income is only possible if planned saving equals planned investment." Critically examine the statement.
- 16. Discuss the subjective and objective factors determining the propensity to consume.
- 17. Distingusih between Autonomous and Induced Investment. Why such distinction is important?
- 18. Discuss the factors determining the volume of Investment in an economy at a particular Income level.

- 19. Explain the determinants of the I Function.
 20 Define Marginal Efficiency of capital. Why this concept is useful in Income theory?
- 21. Discuss the inter-relationship between Rate of Interest, Saving and Investment.
 - 22. Discuss the importance of the shape of Liquidity demand curve.
- 23. Distinguish between "Hoarding" and "Saving," and show the importance of such distinction in the theory of Income and Employment.

- 24. Explain the motives to Liquidity-Preference.25. Define the so-called "multiplier". Compare it with the incomevelocity of circulation of money.
- 26. Explain how an increase in investment will change the level of national income. Why is the marginal propensity to consume important in this process?

27. Explain the Acceleration Principle.

28. Discuss the interactions of Multiplier and Acceleration.

আয় ও কর্মসংস্থানে উঠানামাঃ বাণিজ্য চক্র

Fluctuations in Income and Employment : the Trade Cycle

পৃথিবীব যে সকল দেশ শিল্পবিপ্লবেব ফলে পুরাণো সামন্ততান্ত্রিক অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা ইন্তব্য হইতে ধনতান্ত্রিক অর্থ নৈতিক ব্যবস্থায় উত্তবণ করে তাহাদের অর্থ নৈতিক অগ্রগতিব প্রধান কর্প হইল দ্রুত মূলবন-সঞ্চয় (Rapid Capital Accumulation) এবং উৎপাদন ধাবায় ক্রমাগত মূলধন নিযোগের অন্প্রপাত বাডাইয়া দ্রুব্যসামগ্রীর উৎপাদনে বিপুল পরিমাণ বৃদ্ধি। উনবিংশ ফ্রীর্থকালীন ক্মপ্রসাব পতান্দীর স্থক হইতে সেই সকল ধনতান্ত্রিক দেশের অর্থ নৈতিক ক্রমণস্থানে স্বল্পকালীন অগ্রগতিব এই বাবা বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গিয়াছে, এই উঠানামা সকল দেশে স্পীর্ঘকালীন ক্রমপ্রসাব (Secular Expension) ঘটিলেও সল্পকালে আযন্তর, দামন্তর, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান প্রভৃতিতে নিয়মিত ভাবে, প্রোয় নির্দিষ্টকাল অন্তর, তীব্র উঠানামা হয়।* ব্যবসায়-বাণিজ্যের সমৃদ্ধির জোযাবের পরেই ব্যবসায় বাণিজ্যের সংকটের ভাটা দেখা দেয়। সমৃদ্ধির যুগে আযন্তর, দামন্তর, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান সকলই অধিক, ব্যবসাযজ্ঞগৎ আশায় উদ্বেল; তাহার পরেই সংকটের যুগে আযন্তর, দামন্তর, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান

ন চেউ এব মত এহ ৬১।নামা বা চক্র সাধাবণত তিন প্রকাবেব দেখা গিষাছে: (ক) দীর্ঘ চেউ অথবা কন্ডুতিষেক চক্র: ৫০ হইতে ৬০ বছবেব মধ্যে ব্যবসাযবাণিজ্যের উঠানামা—এইরপ ছুইটি চাক্রর আলোচনা হইষাছে (১৭৮৯ ১৮১৪ , ১৮১৭ ১৮৯৬), তৃতীয়টি যাহা বিশ্ব শতাকীব প্রথম হহাত শুক্ত হুইযাছে, তাহার আলোচনা চিনিত্যেছ। শুন্নপিটোবের মতে, প্রথম চক্রের কাবণ হুইল শিল্পবিপ্লবেব নৃতন আবিদ্ধার, দ্বিতীয় চত্রের কাবণ হুইল বাপাপ ও ইম্পাত প্রচলন, তৃতীয় চাক্রের কারণ হুইল বিছুছে, বাসাযনিক শিল্প প্রভৃতির বাবহার। বর্তমানে স্বহণ কিষণজ্যির ঘারা যন্ত্র চালনা ও আটানের ব্যবহার নৃতন চক্রের অবতাবণা কবিতেছে। (থ) স্বল্পকাশীন চেউ অপবা জাগ্লার চক্র:৮ হুইতে ১০ বৎসবের মধ্যে এইরপ উঠানামাকেই বাণিজাচক্র বলা হয়। (গ) স্বল্পতর চেউ বা অত্যল্পকালীন চেউ অপবা কিচিন চক্র: প্রত্যেক জাগলার বাণিজাচক্রের মধ্যে তিনটি জোট জোট চক্র দেখা যায়, প্রত্যেকটির স্থায়ত্ব মোটামুটি ৪০ মাস। ইহা ব্যুক্তি আমেবিকার ধনবিজ্ঞানীগণ, বিশেষ কবিয়া আমেবিকার, ১৮—২০ বৎসব লইয়া গৃহনির্মাণশিলের ব

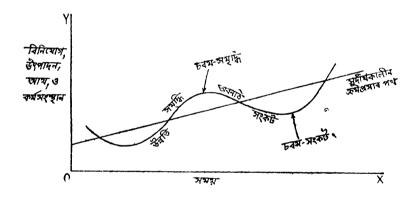
খুবই কম, ব্যবসায়জগৎ নিরাশায় আচ্ছন্ন। অর্থ নৈতিক কাজকর্মে এইরূপ উঠানামাকে বাণিজ্য চক্র (Trade Cycle) বলা হয় *

সাধারণভাবে বাণিজ্যচক্রকে উধর্ব গতি ও নিম্নগতি (Upswing and downswing) এই ছুই দিকে ভাগ করা হয়। উঠার দিকে বা তেজীর দিকে ছুইটি স্তর: উন্নতি (Recovery) ও সমৃদ্ধি (Prosperity);

মুখ্য ওর ও ওর ও (Recovery) ও গ্রাঝ (Prosperny);

চক্রেব বিভিন্ন ন্তর নামার দিকে বা মন্দার দিকে ছুইটি স্তর ঃ অবনতি

(Recession) ও সংকট (crisis)। উঠার দিকে সর্বাধিক
সমুধির বিন্দু হইল চরম-সমুদ্ধি (Boom); নামার দিকে সর্বাধিক সংকটের বিন্দু
হইল চরম-সংকট (Slump)। নিচের চিত্রে ইহা দেখা ঘাইতেছে।)



আয়স্তর ও কর্মসংস্থানের চেউ-এর এইরূপ উঠানামাকে 'চক্রু' বলা হ্য কাবণ, এক দিকের অতিরিক্ত গতি অপবদিকের অতিরিক্ত গতি সৃষ্টি কবে, একদিকের প্রাবল্য ও আতিশয্য শুণু নিজের অবস্থার সংশোধন করিয়াই ক্ষান্ত থাকে না, অপরদিকের প্রাবল্য ও আতিশয্য স্থাষ্টি করে। ইহাকে চক্র কেন ঘড়ির দোলকের স্থায় কোনদিকের গতিই আপনা-আপনি বলা হয় অন্ত দিকে যাইবার বেগ স্থাষ্ট করে; সৃষ্দ্ধির মধ্যেই সংকটের বীজ উপ্ত থাকে, আবার সংকটই স্মন্ধির দিকে উন্নতির পথ প্রশন্ত

*"What we have to study,...is not fluctuation as such, but fluctuation about a rising trend. Historically, the cycle began to appear, with the Iudustrial Revolution'—just at the stage, that is, when expansion in the social output became a leading characteristic of the economic system. The cycles which have been experienced have all of them taken place against a background of secular expansion." Hicks, Trade cycle P. 8.

করে। ইহাকে চক্র বলার আরও কারণ হইল, এই উঠা-নামা ঘটে নিয়মিত ভাবে (Regularity), এবং ইহার কিছুটা নির্দিষ্ট কালব্যবধান (Periodicity) দেখা যায়; 7 হইতে 10 বৎসরের মধ্যে মোটামুটি একটি চক্রের গতিধারা প্রবাহিত হয়।*

বাণিজ্য চক্তের বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে প্রথম হইল যে, সকল শিল্পে ও ব্যবসায়ে উঃতি বা অবনতি মোটামুটি একই সময়ে আসে। কোন বিশেষ শিল্পের উরতি অন্থ শিল্পের উরতির সহায়ক; কোন বিশেষ শিল্পের অবনতি অন্থ শিল্পের বাণিজ্যচক্রের বৈশিষ্ট্রসমূহ অবনতি ডাকিয়া আনে; ইহারা তাই একত্র-সংক্রামক (১) একত্র-সংক্রামক (Synchronic)। দ্বিতীয়ত, বাণিজ্যচক্রগুলি মোটামুটি (২) আন্তর্জাতিক (৩) মূলধনী শিল্পে

প্রভাব তীব্রতর (৪) প্রত্যেক চক্রের নিজ**ম্ব রূ**প আভ্যন্তরীণ অর্থনীতির প্রভাব যত বেশি, ততই অন্থ দেশের উঃতি বা অবনতি (বৈদেশিক-বাণিজ্যের গুণক স্বরণের পরিমাপে) দেশীয় শিল্প বাণিজ্যে উন্নতি বা অবনতি

শৃষ্টি করিবার স্থােগ পায়। তৃতীয়ত, বাণিজ্য চক্তের প্রভাব সকল শিল্পেই অমৃত্ত হয় বটে, কিন্তু এই উঠানামা সকল শিল্পেই সমান হারে দেখা যায় না। ভোগ্যদ্রব্যের শিল্পের তুলনায় মূলধনী দ্রব্যের শিল্পে এই উঠানামা তীত্রভর হইয়া থাকে (ত্বরণ-প্রভাবের দক্ষণ)। চতুর্থত, সকল বাণিজ্যচক্র একই প্রকারের হইলেও প্রভ্যেকটি চক্তে অন্তর্ভক হইতে কিছুটা পৃথক, প্রভ্যেকটি চক্তেরই নিজস্ব রূপ বা বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। পিশু তাই বলিয়াছেন যে, ইহারা একই পরিবারের সন্তান হইলেও ইহাদের মধ্যে যমজ দেখা যায় না।

বাণিজাচ্কের বিভিন্ন শুরুসমূহ (Different Phases of a Trade cycle)

উন্নতি ও সমৃদ্ধি এবং অবনতি ও সংকট—এই চারিটি স্তর লইয়া একটি বাণিজ্য চক্র গঠিত, ইহাদের প্রত্যেক স্তরেরই নিজস্বরূপ ও বৈশিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।

^{* &}quot;By a ciclical movement we mean that as the system progresses in, e. g. the upward direction, the forces propelling it upwards at first tather force and have a cumulative effect on one another but gradually lose their strength until at a certain point they tend to be replaced by forces operating in the opposite direction; which in turn gather force for a time and accentuate one another until they too, having reached their maximum development, wane and give place to their opposite." Keynes, General Theory. P. 314.

(ক) উন্নতি (Revival or Recovery)

থাকে, ব্যবসায় সমৃদ্ধির পথ প্রশন্ত হয়।

সংকটের কাল অতিবাহিত হইলে দ্রব্যদামগ্রীর জন্ম চাহিদা ক্রমশ বাড়িতে স্থক করে, বিশেষ করিয়া যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতিপূরণের জন্ম বা অকেজে। বাদ দিয়া নূতন যন্ত্রপাতি সংস্থাপনের জন্ম তাগিদ দেখা দেয়। সেই সময় হইতে উন্নতির হৃত্ত পেশে প্রচুর, বেকার পরস্পব সংশ্লিষ্ট বৃদ্ধির ঘূৰ্ণাবৰ্তন বা আয় ও মজুরিব হার কম, উল্থোক্তা ও ব্যাক্ষণ্ডলির হাতে বিনিয়োগ-বিনিয়োগে উদ্বৰ্ণমান যোগ্য টাকার অভাব নাই। এই পরিবেশই বৃদ্ধি সহায়ক। কিছুকাল ধরিষা ব্যবদায়ীরা ব্যবদায় ও ভোগের উদ্দেশ্যে দরকারী জিনিষপত্র কেনে নাই। কিন্তু স্থায়ী ও অর্থস্থায়ী (durable and sami durable goods)। ব্ৰুলান দ্রকাব, আর উহাদের না কিনিলে চলে না। দ্রবাসামগ্রীর জন্ম চাহিদা স্থরু হয়, বিক্রেতাদের নিকট হইতে উৎপাদকগণ অর্ভাব পাইতে স্থক্ত করে। শিল্পের উণ্ডোক্তা উৎপাদন স্থক্ত করিবার জন্ম ব্যাক্ষ মইতে কম স্থানে খা পাইতে থাকে; অধিক কাঁচামাল ক্রয় করে ও নূতন শ্রমিকদের কর্মে নিয়োগ করিতে থাকে। ইহাদের হাতে আয় স্বষ্ট হওয়ায় তাহা বংযেব ফলে দ্রবংসামগ্রীর চাহিদা ক্রমেই বাড়িতে থাকে; গুণক ও ত্বরণের নীতি কার্যকরী হইতে থাকে। একে অন্সের ঘাত প্রতিঘাতে আগাইয়া চ**লে** (cumulative expansion process), বিনিয়োগের বৃদ্ধি আয় ও কর্মদংস্থানকে ক্রমে বাড়াইয়া দিতে থাকে, মুলানের প্রান্তিক কার্যকারিতা অধিক থাকে। মুনাফা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়, মুনাফার আশা অপেক্ষাকৃত দ্রুত বাড়ে। যদিও **সকল** দ্রব্যের দাম সমান হারে বাড়ে না, তাহা হইলেও সাধারণভাবে দামস্তর বাজিতে

খে) সমূদ্ধি (Prosperity): বিনিয়োগ ও আয়র দির এই ধারা অগ্রশর হইযা অর্থ নৈ তিক নেহে সমৃদ্ধির সঞ্চার করে। কাঁচামালের দাম ও স্থাদের হার বাড়িলেও মজুরির হার পিছনে পড়িয়া থাকে; সংকটকালীন চুক্তিগুলি চলিতে থাকায় স্থিব বয়ে ততটা বাড়িতে পারে না। তাই দামন্তর বাড়িলেও উপোদন বয়ে সেই হারে বাড়ে না, মুনাফা অধিক হয়—আশার প্রাবল্যে উল্লোক্তাদের মনে ভবিষ্যুৎ মুনাফার হার আয়ও বেশি র্থাবর্তনের অতিরৃদ্ধি থাকে; উপোদনের পরিমাণ, উপাদান নিয়োগের পরিমাণ, ওসমৃদ্ধির শার্বিক্
আয় বয়য় সকল কিছুর বৃদ্ধি পরস্পরকে প্রভাবিত করিয়া দামন্তর বাড়াইতে থাকে। সমগ্র বয়বায়ী সমাজে এক অস্বাভাবিক

অন্থিরতা ও চাপল্য স্থরু হয়, যে কোন ভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি করাটাই উত্যোক্তা-দের লক্ষ্য থাকে। দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য ও শেয়ারের মূল্য দ্রুত বাড়িতে থাকে ইহার ফলে দ্রব্যের বাজারে বা শেয়ারের বাজারে ফাট্কা স্থরু হয়, ফলে দাম ও মুনাফার বৃদ্ধি স্বাভাবিকতার সকল দীমা অতিক্রম করিয়া যায়।

সমৃদ্ধির মধ্যেই আগামী সংকটের বীজ অংকুরিত হইতে থাকে: কাঁচামাল ও উপ-করণ সমৃহের জন্য চাহিদা বাড়িয়া যাওয়ায় উৎপাদন-ব্যয় বাড়িয়া যায়, ঋণস্থায় কমতা কমিয়া আসায় ব্যাক্ষসমূহ ঋণের পরিমাণ কমাইতে বাধ্য হয়, হ্রদের হার বাড়ে। উৎপাদন-বায়ে বৃদ্ধি, হ্রদের হারে বৃদ্ধি এবং দ্রব্যসামগ্রীর অধিক উৎপাদন সকল কিছু মিলিয়া মুনাফার হার কমাইয়া দেয়, দামবৃদ্ধির তুলনায় গরীব জনসাধারণের আয় না বাড়ায় ক্রয়ক্ষমতাও সংকুচিত হইয়া আসে, এবং এইরূপে অবনতির পথ প্রশস্ত হইয়া উঠে।

(গ) অবনতি (Recession) :

চরম সমুদ্ধির যুগে হঠাৎ আশাভঙ্গের ফলে ব্যবসায়ীগণ উৎপাদন ও কর্ম নিয়োগ কমাইয়া দেয়, মুলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা হঠাৎ ভাঙ্গিদা পড়ে (a sudden collapse in the marginal efficiency of capital), চর্মসমৃদ্ধির বুদ্ধু ফাটিয়া গিয়া ব্যবসায়ে হঠাৎ তীব্র অবনতি দেখা দেয়। পারস্পরিকভাবে সংশ্লিষ্ট বিক্রেতাগণ অর্ডার দেন না, উছোক্তা উৎপাদন করে না, হ্রাদের ঘূর্ণাবত ন ব্যাঙ্ক 'বা অন্তান্য ঋণদাতাগণ ঋণপরিশোধের জন্য চাপ আয় ও কর্মসংস্থানে দিতে থাকে। উত্যোক্তাগণ ঋণ পরিশোধ করিতে পারে অধোঘূৰ্ণমান হ্ৰাস কারণ দ্রব্য অবিক্রীত থাকে। সমাজে ভয়ের আবহাওয়া দেখা যায় যে আমানতকারীরা ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তুলিয়া লইতে চাতে কিন্তু নগদ পরিশোধ করিতে না পারায় ব্যাঙ্কে "দৌড়" (run) হইতে থাকে, জনসাধারণের দ্রুয়ের সর্বনাশ করিয়া ব্যাঙ্ক-সমূহ ফেল পড়িতে বাধ্য হয়।∗

(ম) সংকট (Depression or Crisis)

এইর্রপে অর্থ নৈতিক সংকট সকল শিল্প বা ব্যবসায়কে আচ্ছন্ন করে, দেশের বিনিয়োগ আয়ন্তর, উৎপাদন ও কর্ম সংস্থানের পরিমাণ ভীষণ কমিয়া যায়

^{*&}quot;prosperity ultimately bring on conditions which start a liquidation of the huge credits which it has piled up. And in this course of liquidation, prosperity merges into crisis." Mitchel.

(ঋণাত্মক শুণক ও ঋণাত্মক চরণের ফলে)। দ্রব্যদামগ্রীর প্রাচুর্যের মধ্যে ভ্রাবহ দারিদ্র দেখা দেয়, দামগুর কম থাকিলেও দ্রব্যবিক্রয় করা সম্ভব হয় নাঃ

কারণ লোকের হাতে ক্রয় করিবার মত আয় থাকে না।

য়্পাবির্তনের গতিরোধ,
সংকটের নিয়বিন্দু

থাকে, অনেকের "সম্পন্তি" (assets) মৃল্যহীন হইয়া পড়ে,
বহু তুর্বল প্রতিষ্ঠান উঠিয়া যায়। অর্থ নৈতিক কাঠামোতে প্রচুর পরিবর্তন আসে,
পুরাতন উভোক্তারা ব্যবসায় ছাড়িয়া দেয়, বহু উভোক্তা দেউলিয়া ঘোষিত
হয়। কিছুকাল পরে ব্যাক্ষসমূহ ক্রমে পুনরায় হুস্থ হইয়া উঠে, ধীরে ধীরে পুনরায়
উন্নতির পথ প্রশন্ত হয়। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর মজ্ত ফুরাইয়া যায়,
য়ম্প্রপাতিসমূহ অকেজা হইয়া পড়ে, বিনিয়োগ ও উৎপাদন বৃদ্ধির তাগিদ অনুভব
করা যায় না। যম্প্রপাতির স্থায়িত্বকাল ও ভোগদ্রব্য মজ্তের থরচার উপর
সংকটকাল নির্ভর করে। ক্রমে উন্নতি স্বর্গ হইবার মত অবস্থার স্থিই হয়।

**

বাণিজ্যচক্ৰ কেন ঘটে (Causes or Models of Trade Cycles)

ক্লাসিকাল যুগ হইতে স্থক্ষ করিয়া বর্তমানকাল পর্যন্ত কোন ধনবিজ্ঞানী বাণিজ্যচক্র সম্পর্কে সর্বজনগ্রাহ্ন কোন তত্ত্ব বা মডেল গঠন করিতে পারেন নাই। ধনতান্ত্রিক অর্থ নৈতিক কাঠামোতে নিয়মিত এইরূপ ভারদাম্যের বিচ্যুতি ঘটে কেন, তাহা লইয়া এখনও পর্যন্ত আলোচনা চলিতেছে। অনেকে বহু বাহ্য বিষয়ের উপর জাের দিয়া আলোচনা করিয়াছেন; আবহাওয়া, যুদ্ধ বিগ্রহ এবং বড় কোন কিছুর আবিদ্ধার, ইহার কোনটিই বাদ যায় নাই। এইগুলির দারা ভারদাম্যের বিচ্যুতি এবং পরবর্তীকালীন সামঞ্জক্ত অনেকক্ষেত্রে ব্যাধ্যা করা চলে বটে, কিন্তু তেউ-এর মত, স্বাংগতিদপা এই উঠানামার রূপ ফুটাইয়া তোলা যায় না। বিচ্যুতির কারণ বাহ্যকারণগুলি অসম্পূর্ণ মনে হয়, কিন্তু কেন এই বিচ্যুতি ঘটিলেও অর্থ নৈতিক দেহে স্বয়ংশাধনশীল শক্তিগুলি দেখা দেয়; নিয়মিতভাবে, নির্দিষ্ট কাল-ব্যবধানে এবং

^{* &}quot;The explanation of the time element in the trade cycle, of the fact that an interval of time of a particular order of magnitude must usually elapse before recovery begins, is to be sought in the influences which govern the recovery of the marginal efficiency of capital. There are reasons given firstly by the length of life of durable assets in relation to the normal rate of growth in a given epoch, and secondly by the carrying costs surplus stocks". Keynes-General theory, P 317.

কেবলমাত্র ধনতান্ত্রিক অর্থ নৈতিক কাঠামোতেই এই উঠানামা ঘটে তাহার পূর্ণ ব্যাখ্যা ইহাদের দ্বারা পাওয়া যায় না। তাই মনে করা হয় যে, দোলন্ত চেয়ার ও পেণ্ডুলামের মত (rocking chair and the pendulum) এই দোলনের কারণ আমাদের অর্থ নৈতিক কাঠামোর অভান্তরেই নিহিত আছে। বহিরাগত কোন শক্তি ধাকা দিলে এই দেহ উহা আমুস্থ করিয়া লয়, অনিয়মিত এই চাপ সে নিজের নিয়মের অন্তর্ভুক্ত করিয়া ফেলে। সকল তত্ত্ব বা বাণিজ্য**চক্রের সকল** মডেল আমরা আলোচনা করিব না; আসল (Real), মনস্তান্তিক (Psychological), আর্থিক (Monetary) এবং সঞ্চয়-বিনিয়োগ আমরা কয়েকটি মডেল (Saving-Investment)—এই কয়টি মাত্র আমাদের আলোচনা করিব আলোচ্য বিষয় হইবে। আসল কারণ বলিলে বোঝা যায়, শিল্পোৎপাদনের অবস্থায় প্রকৃত পরিবর্তন, যেমন নতন কোন উৎপাদন পদ্ধতির প্রয়োগ বা ক্রেতাদের রুচিতে পরিবর্তন। মনস্তাত্তিক কারণ হইল বাস্তব অর্থ নৈতিক অবস্থা সম্পর্কে লোকের মনে ধারণার পরিবর্তন। আর্থিক কারণের মধ্যে আছে টাকার যোগান বা দামে (অর্থাৎ স্থদের হারে) পরিবর্তন। সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত কারণাবলী লইয়াই আজকালকার মডেলগুলি গঠিত হইতেছে।

স্থ্যমপিটারের নৃতন-প্রচলন ভত্ত (Schumpeter's Theory of Innovation)

অধ্যাপক স্থাম্পিটারের মতে, বাণিজ্যচক্রের কারণ নৃতন প্রচলন, যন্ত্র-কৌশলের কোনদ্ধপ গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন। স্থিতিশীল সমাজে উৎপাদন পদ্ধতি বা অন্থ্য কোন শক্তির পরিবর্তন ঘটে না, বাণিজ্যচক্রও দেখা দেয় না। কিন্তু অর্থ নৈতিক দেহ গতিশীল; উছ্যোক্তাদের কাজকর্ম এই কাঠামোতে সর্বদা পরিবর্তন সঞ্চারিত করিতেছে। তাহাদের কাজই হইল নৃতন উৎপাদনপদ্ধতি, যন্ত্রপাতি, দ্রব্য, বাজার খুঁজিয়া বাহির করা। সমাজের স্থিতিশীল ভারস্থাতি, দ্রব্য, বাজার খুঁজিয়া বাহির করা। সমাজের স্থিতিশীল ভারস্থাত প্রচলন সমাজের করে। এই নৃতন প্রচলন নিজের প্রভাব বিস্তার করে। এই নৃতন প্রচলনের ফলে সমাজ পুরানো উৎপাদনকাতিদীলতা আনে করে। এই নৃতন প্রচলনের ফলে সমাজ পুরানো উৎপাদনকাঠামো হইতে নৃতন স্তরে উল্লীত হয়, মূলধনের চাহিদা বাড়ে। ইহার দক্ষণ যে গতির সঞ্চার হয়, তাহারই মধ্যে সেই গতির বিরোধী শক্তিক কাজ করিতে থাকে। কালক্রমে এই নৃতন-প্রচলনের ফলে ভোগ্যন্ত্রব্যের যোগান বাড়ে, উহার দাম কমে। কিন্তু উপকরণের চাহিদা বাড়ে

বলিয়া উহাদের দাম বাড়িতে থাকে, মুনাফা হ্রাস পায়, অধিকতর প্রসারের ইচ্ছা কমিয়া যায়। উচ্চোক্তারা নিজেদের কাজের পরিধি সংকুচিত করে; ব্যাঙ্কের ঋণ পরিশোধ করা হয়; স্থ্যমপিটারের ভাষায় বলা চলে যে 'আজু-সংকোচন' (Auto-deflation) ঘটে।

স্থামপিটারের মতে বাণিজ্য-চক্র এই নূতন-প্রচলনেরই ফল। তাঁহার ভাষাধ বলিতে গেলে "If there be a purely economic cycle at all, it can only come from the way in which new things are, in the institutional conditions of capitalist society, inserted into the economic process and absorbed by it." নূতন-প্রচলন প্রবর্জনকালে প্রসার ঘটে, আবার এই প্রবর্জন শেষ হইলে সংকোচন দেখা দেয়। আবিষ্কার (inventions) ও নূতন-প্রচলনের (innovations) মধ্যে পার্থক্য আছে। আবিষ্কারের ধারা অবিচ্ছিন্ন হইতে পারে বটে, কিন্তু নূতন প্রচলন ঘটে আকন্মিকভাবে, কারণ ইহা নির্ভর করে উত্যোক্তাদের উৎসাহের উপর। কোন একজন উত্যোক্তা নেতৃত্ব লইলে অপর সকলে তাহাকে অনুসরণ করে এই কারণেই অনেক দিকে অনেক পরিমাণে নূতন-প্রচলন একসঙ্গে কাঁকে বাঁধিয়া আসিয়া থাকে (innovations come in bunches)। তাই ধনতান্ত্রিক সমাজে অর্থ নৈতিক অগ্রগতি মস্থা ও অচঞ্চল বেখায অগ্রসর হয় না, আকন্মিক কতক-শুলি ঝাঁকুনি ও কাপুনিব মধ্য দিয়া তরঙ্গভঙ্গীতে চলে।

মনে কর, কোন একটি দেশে সঞ্চয ও বিনিযোগ সমান, বেকারি নাই, এই
অবস্থায় কোন উত্থাক্তা কোন বিষয়ে নূতন-প্রচলন স্থক্ত করিল। ব্যাক্ষণ্ডলির
নিকট হইতে ঋণ লইয়া এই বিনিযোগ ঘটিতে থাকে,
ভরতি ও সমৃদ্ধি
আরপ্ত অনেক উভ্যোক্তা ইহার অনুসরণ করে, মুনাফার
লোভে সকলে মিলিয়া বিনিযোগ বাড়াইয়া দেয়। এই পরিবর্তনের সম্মুথে
অনেক পুরানো ফার্ম উঠিয়া যাইতে বাধ্য হয়। এক দিকের উন্নতি দ্বিতীয়
স্তরের উন্নতি ঘটায় (secondary waves)। এই দ্বিতীয় তরক্ত দেশের সম্ম্র
ব্যবসায়-জগতে পরিব্যাপ্ত হয়।

এই নৃতন-প্রচলনের উপযোগী যন্ত্রপাতি, ঘরবাড়ি প্রভৃতি তৈয়ার হওয়া পর্যন্ত প্রসারকাল চলিতে থাকে, তাহার পরে অবনতি দেখা দেয়, সমৃদ্ধির কাবণ নিজেকে নিঃশেষ কবিলে অবনতিব শুরু। নূতন প্রচলনেব চাপ সমাজদেহ
আত্মন্থ কবিয়া লয়, এই নূতন অবস্থাব সঙ্গে সে নিজেব গতিব সামঞ্জন্ম আনে।
অনেক প্রবানো ফার্ম এই পবিবর্তনেব সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইতে পাবে
না, ব্যাঙ্কেব ঋণ পবিশোধ হয় না, ঋণ-সংকোচন শুরু হয় (credit deflation)।

অবনতি-কালেব মধ্যে সমাজ এই পবিবর্তন মানিয়া লইয়া
নূতন ভাবসাম্যেব আশেপাশে ("neighbourhood of
equilibruim") পৌছে, অবনতি-কালেব দৈর্ঘ্য নির্ভব কবে এই সামঞ্জন্ম সাধনে
কিন্ধপ সময় লয় তাহাব উপব (length of depression depends on the
length of the period necessary for adaptation)। শতিশীল ও
অগ্রসবমান সমাজ বিভিন্ন বিষয়েব অগ্রগতিব সঙ্গে যেভাবে খাপ খাওয়াইয়া লয়,
তাহাই বাণিজ্যচক্রেব রূপ গ্রহণ কবে, ইহাই স্থ্যেপিটাবেব অভিমত।

এই তক্ককে বহুভাবে সমালোচনা কবা হইযাছে। প্রথমত, আধুনিক সমাজে যৌথ মূলধনী ব্যবসায় প্রসাবেব ফলে উভোক্তাব রূপ পবিবর্তিত হইযাছে। দ্বিতীয়ত, এই তত্ত্বে অর্থনীতি অপেক্ষা সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রবল। তৃতীয়ত, উভোক্তাব উপব এতটা গুৰুত্ব দেওযায় শিল্পোন্নযনেব কাঠামো অনেকথানি অবৈজ্ঞানিক এবং ব্যক্তি ভিত্তিক হইয়া উঠে (strong personal element)। সর্বোপবি, স্থামাপিটাব অন্তান্থ বহু বিষয়কে তত্ত্বেব মধ্যে আনেন নাই, যেমন গুণক, হ্বণ, মূলধনেব প্রান্তিক কাষকাবিতা, সামগ্রিক ব্যয় ও কার্যক্রী চাহিদাব স্তব প্রভৃতি। একমাত্র নূতনপ্রচলনেব ধাবাব সাহায্যে বাণিজ্যচক্রেব পূর্ণ ব্যাথ্য সম্ভবপব হয় না।

মনস্তাত্ত্বিক ভত্ত্ব (Psychological theory)

অধ্যাপক পিশু (Pigou) এবং তাহাব অনুগামীগণ বলেন যে, সমাজেব কোন 'আসল' কাবণেব (real cause) ফলে বাণিজ্যচক্র দেখা দেয না; ইহাব মূল কাবণ হইল মনস্তাত্ত্বিক। বাস্তব অবস্থাতে কোন কিছু পাসল নয়, মনস্তাত্ত্বিক পারিবর্তনকে বলা হয 'আসল' কাবণ, আব বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে লোকের মনে ধারণার পরিবর্তনকে বলা চলে 'মনস্তাত্ত্বিক' কাবণ। বাস্তব অবস্থায় কোনস্কাপ পবিবর্তন না আসিলেও মনস্তাত্ত্বিক কাবণগুলিতে পবিবর্তন আসিতে পারে। অধ্যাপক পিশুব মতে, বাণিজ্যচক্রেক পিছনে

মনস্তাত্ত্বিক প্রভাবই প্রধান, কারণ অর্থ নৈতিক কাজকর্মে প্রত্যাশার ভূমিকা (role of expectation) বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যাহা ঘটিয়াছে এইরূপ ঘটনার তুলনায় যাহা ঘটিতে পারে তাহাদের প্রাধান্তই বেশি, ইহারাই মানুষকে কাজে প্রেরণা দেয়।

পিগুর মতে ভবিশ্যৎ সম্পর্কে সঠিক বিচারের অভাব, অর্থাৎ সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করিতে না পারার মধ্যেই বাণিজ্যচক্রের কারণ লুকানো আছে। তাঁহার ভাষায় বলিতে গেলে "expected facts are substituted for accomplished facts as the impulse to action. This brings into play variations in the tone of mind of persons whose action controls industry, emerging in errors of undue optimism or undue pessimism in their business forecasts". বৰ্তমান শিল্প-জগতের ছইটি বৈশিষ্ট্যের দরুন ভবিষ্যদ্বাণীর এই ত্রুটি দেখা দেয়. (ক) ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ধারা দীর্ঘ ও চক্রাকৃতি (round about process), ও (খ) উৎপাদন কাঠামোর ব্যক্তিকেন্দ্রিক সংগঠন, যেখানে কয়েকজন ব্যক্তি সমাজের দ্রব্যসামগ্রীর অভাব মিটাইতে নিযুক্ত, অর্থাৎ কোনরূপ কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা না থাকা। চক্রাকৃতি উৎপাদন-ধারার দরুন উৎপাদন শুঞ্চ করার শিদ্ধান্ত এবং উৎপন্ন দ্রব্য বাহির হওয়ার মধ্যে বেশ কিছুকাল সময়ের ব্যবধান পাকে। ভবিষ্যুৎ চাহিদা সম্পর্কে প্রত্যাশার ভিন্তিতেই বর্তমানে উৎপাদন ব্যবধান যত বেশি থাকে ভুলের শুরু হয়। সময়ের আশাও নিবাশাব সম্ভাবনাও তত বাড়ে, অসামঞ্জস্তের গভীরতাও তত বেশি। প্রাবল্য দেখা দেয় মূলধনী দ্রব্যে সময়ের এই ব্যবধান বেশি বলিয়া প্রত্যাশার কেন

ভূমিনা প্রবেগ গ্রমের এব ক্রান বেশ ব্যান এভ্যানর উঠানামাও বেশি, সমাজ যত গতিশীল, উহার মধ্যে সামঞ্জস্ত হুইতে বিচ্যুতির সম্ভাবনা তত প্রথার। এই কারণে শিল্পোন্নত দেশগুলিতে

হইতে বিচ্যুতির সন্তাবনা তত প্রথর। এই কারণে শিল্পোন্নত দেশগুলিতে বাণিজ্যচক্রের তীব্রতা অন্যান্য দেশের হুলনায় অধিক। ভবিষয়োণীর এই ক্রটিবিচ্যুতির আব্যুর অনুক্র কারণ আছে। অনুজ্

ভবিশ্যদ্বাণীর এই ক্রটিবিচ্যুতির আরও অনেক কারণ আছে। অত্যন্ত জটিল এই শিল্পপ্রধান অর্থ নৈতিক কাঠামোতে ক্রেভাদের পছন্দ সর্বদা পরিবর্তনশীল, আর তাহা ছাড়া, উৎপাদকেরা বহু দ্রের বাজারে বিক্রয়ের জন্ম উৎপাদন করে। প্রতিযোগিতামূলক অর্থ নৈতিক কাঠামোর মূল প্রকৃতির মধ্যেই ভুল ভবিশ্যদ্বাণীর সন্তাবনা নিহিত, কারণ এই অবস্থায় মোট উৎপাদন হইল বহু সংখ্যক 'স্বাধীন' উৎপাদকের অপরিকল্পিত সিদ্ধান্তের কার্থকল,

প্রত্যেকেই আশা করে যে অপরের তুলনায় বাজারের বেশি অংশ দে হস্তগত করিবে। **দেশে যখন আর্থিক আ**য় বাড়িতেছে কিন্তু ভোগ্যদ্রব্যের যোগান ততটা বাড়ে নাই, ফলে দাম বাজিতেছে—এই অবস্থাতেই আশাধিক্যের ভুল ঘটে (errors of over-optimism)। দাম যতদিন কথন ও কিল্লপে বাড়িতেছে, ততদিন ব্যবদায়ীদের মনে উহা বুদ্ধির ইহা ঘটে প্রত্যাশা প্রবলতর হইতেছে। ফাটুকাদারদের দুরুন প্রসারের ধারা মাত্রাতিরিক্ত অগ্রদর হইতেছে। এই গতির পূর্ণতাকাল (gestation period) শেষ হইলে বাজারে ভোগ্যদ্রব্যের যোগানে আধিক্য দেখা দেয়, চাহিদার তুলনায় বর্তমান দামে বিক্রয়যোগ্য জিনিসের পরিমাণ বেশি হওয়ায় ব্যবদায়ীদের মুনাফার প্রত্যাশা তীব্র আঘাত পায। অবনতির সমযেও ফাটকাদারদের কার্যকলাপ এই অবনতির তীব্রতা বাড়াইয়া তোলে. ইচাতে কোন সন্দেহ নাই। আশা ও নিরাশা উভয়ই সংক্রামক, তাই এক বাবদায়ীর মানসিক প্রবণতা অন্থ ব্যক্তিতে দঞ্চারিত হইতে থাকে, ঢেউ-এর মত ইহাদের উঠানামা এবং দলবদ্ধ জনতার মতামত –এই সকল মিলিয়া বাণিজচেক্র স্থষ্টি করে।

বিশুদ্ধ আর্থিক ভন্ত (Purely monetary theory of the Trade cycle)

টাকার আচরণ বা প্রক্বতির মধ্যেই বাণিজ্যচক্রের বীজ নিহিত আছে, এইরূপ ধারণা এককালে অনেক ধনবিজ্ঞানীর মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যাইত। ইহাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন হট্টে (Hawtrey), তিনিই প্রথমে কেবলমাত্র আর্থিক কারণের উপর ভিত্তি করিয়া এইরূপ বাণিজ্যচক্রের তত্ত্ব গড়িয়া তুলিয়াছেন।

তাঁহার মতে বাণিজ্যচক্রের প্রকৃতি হইল দেশের কাষকরী চাহিদায় উঠানামা। আধুনিক সমাজে চাহিদা বলিলে বোঝা যায় টাকার সাহায্যে জিনিসপত্র কেনার ইচ্ছা, টাকার জন্ম চাহিদাই প্রকৃতপক্ষে কার্যকরী চাহিদার রূপ লয়। দেশের লোকেরা কত টাকা খরচ করিতে রাজি আছে, তাহাই প্রবাসামগ্রীর জন্ম কার্যকরী চাহিদা। ক্রেতাদের হাতে আর্থিক আয় বাড়িলে এই কার্যকরী চাহিদা বাড়ে, কারণ তাহারা তথন বেশি টাকা খরচ করিতে

রাজি থাকে। ভারসাম্যের অবস্থায়, ক্রেডাদের ব্যয় তাহাদের আয়ের সমান।
বাস্তব জগতে অবশ্য এই ভারসাম্য বজায় থাকে না,
টাকার গতিপ্রোতে
উঠানামাই বাণিজ্যচক্র
ক্রেডাদের হাতে হয় বেশি টাকা অথবা কম টাকা আগিয়া
পড়ে। এই টাকা ক্রেডারা পায় দেশের ব্যাঙ্কব্যবস্থাব
মাধ্যমে, ব্যাঙ্কগুলি ঋণপ্রসারের সাহায্যে লোকের হাতে টাকা ঢালিয়া দেয়,
অথবা ঋণসংকোচন করিয়া টাকা ছাঁকিয়া তুলিয়া লয়। এই মুদ্রাক্ষীতি বা
মুদ্রাসংকোচনের নিয়ামত আসা-যাওয়াই বাণিজ্যচক্রের বহিঃপ্রকাশ, ইহা সম্পূর্ণঅর্থসংক্রান্ত ঘটনা ('purely a monetary phenomenon')।

যদিও দেশের ব্যাক্ষিংব্যবস্থা বাণিজ্যচক্তের জন্ম মূলত দায়ী, তবুও এই পতন-অভ্যুদয়ের স্থত্রধার হইল দেশের ব্যবসায়ীরা। তাহারা যথন দ্রব্যসামগ্রীর মজ্ত বাডাইতে চায, তখন ব্যাঙ্কের নিকট ঋণের জন্ম চাপ দেয। ব্যাঙ্কের হাতে ঋণস্টির ক্ষমতা আছে, সকল ব্যাঙ্ক সন্মিলিভভাবে ঋণপ্রসার ঘটাইতে থাকে। ব্যাঙ্ক-ঋণেব ভবসায় ব্যবসাযীরা উৎপাদকের নিকট বেশি অর্ডার দিতে থাকে, উৎপাদকেরাও উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বাড়াইতে থাকে। কিকপে সমৃদ্ধি দেখা চাষী, মজুর ও উপকরণের মালিকদের হাতে এই টাকা দেয় পৌছায়, দেশের ব্যাঙ্কঋণ লোকের হাতে আয় হিসাবে টাকাব রূপে অবস্থান করিতে শুরু করে। এই টাকা নিশ্চয়ই ব্য়য হইবে, তাই দেশে টাকাকভির ব্যয় বাভিতে থাকে। এইরূপে কম হৃদ থাকার দরুন ব্যবসাযীবা দ্রবাসামগ্রী মভুত করার যে ৫চেষ্টা করে তাহারই মধ্য দিযা কার্যকবী চাহিদাব পবিমাণ তাহার। বাড়াইযা তুলিতে পারে। মজুত করার মধ্য দিয়াই কার্যকরা চাহিদা বাড়ে এবং এইরূপে লোকের ক্রয়শক্তি বাড়াইযা তাহারা মজুতদ্রক্য বিক্রয়ের স্থযোগ গড়িয়া তোলে। এইক্লপে সমৃদ্ধির পথ প্রশন্ত হয়, পরস্পর প্রভাবিত উন্নয়নের ধারা (cumulative process of expansion) কাজ করিতে থাকে; টাকার ৫ চলন-বেগ বাড়িয়া যায়; দ্রব্যমজুত, ব্যাঙ্কঋণ, কার্যকরী চাহিদা ও টাকার আয়ব্যয় পরস্পরকে তাড়া করিয়া ঘূর্ণিবেগে যেন উহাদেব বাডাইয়া তোলে।

কিন্তু এই স্থসময় চিরকাল চলে না, ইহারই মধ্যে অবনতির বীজ অংকুরিজ হইতে থাকে। ব্যাঙ্কের ঋণস্টির ক্ষমতার সীমা আছে, একটি স্তরে পৌছিম তাহার। ঋণপ্রসার ক্মাইয়া দিতে চায়, স্থদের হার বাড়াইয়া দেয়। স্থানান অবস্থায় দেশে স্থা-রিজার্ভের অনুপাতই ঋণপ্রদারের এই দীমা নির্দিষ্ট করে।

স্থানের হার বৃদ্ধির ফলে ব্যবসায়ীরা মন্ত্তের পরিমাণ কমাইবার

চেষ্টা করে, উৎপাদকদের নিকট অর্ভার কমাইয়া দেয়, উৎপাদন
কমিয়া যায়, উপকরণের মালিকদের হাতে আয় ব্রাস পায়। কার্যকরী চাহিদাও
কমে, ফলে অবনতির গতি তীব্রতর হইয়া উঠে। ব্যাক্ষঝণের পরিমাণ কমিয়া আসে,
লোকের হাতে টাকা কমিয়া গিয়া ব্যাক্ষের আলমারিতে আবদ্ধ হইতে থাকে।
কিছুদিন সংকট চলার পরে কোন কোন ব্যবদায়ীর মন্তুত করার ইচ্ছা আবার দেখা
দেম, কেন্দ্রীয় ব্যান্ধও থোলাবাজারী কার্শকলাপের নীতি প্রয়োগ করিতে থাকে।
ব্যাক্ষের হাতে টাকা বাড়ে। অলস টাকা হাতে রাখিলে মুনাফা নাই, স্থদের হার
কমাইলে ব্যবদায়ীরা ঋণ লইতে পারে এই আশায় তাহার। ঋণ বাড়াইবার চেষ্টা
হৃষ্ক করে। উন্নতির পথ প্রশন্ত হয়।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে, হট্রের এই মডেল বিশ্লেষণ করিলে আমর। কতকগুলি
বিষয় দেখিতে পাই। যেমন টাকার যোগান স্থিতিস্থাপক না হইলে বাণিজ্যচক্র ঘটে না; যে-দেশে আধুনিক ব্যাহ্ণব্যবস্থা আছে
হট্রে মডেলের মূলকণা
স্বোনকার টাকার যোগান নিশ্চয় স্থিতিস্থাপক হইবে;
ব্যাহ্ণব্যবসায়ের সাধারণ নিয়মই হইল টাকার মোট যোগান কমানো ও বাড়ানো;
টাকার যোগানে এই ব্যাস্বৃদ্ধির দ্বারাই বাণিজ্যচক্র ব্যাধ্যা করা সম্ভবপর; এই
বাণিজ্যচক্র ব্যাহ্মঝণের ব্যাস্বৃদ্ধি ছাড়া আর কিছুই নয়।

হট্রের তত্ত্বকে বহু বিভিন্ন দিক হইতে সমালোচনা করা হইয়াছে। বাণিজ্যচক্রের সকল ঘটনার নেতা হিসাবে পাইকারী ব্যবসায়ীদের গণ্য করা চলে
না, উহাদের উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে, ইহাতে কোন
সন্দেহ নাই। তাহা ছাড়া, এই ব্যবসায়ীরা হ্রদের হার সম্পর্কে এতটা অনুভূতিশীল বলিয়া মনে হয় না। (হ্রদের হার কমিলেই ব্যবসায়ীরা মজুত করিবার
জন্ম উৎপাদকের নিকট অর্ডার দিল—সংকট হইতে উন্নতির পথ এতটা সরল
নয়। মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা বাড়িলে তবেই বিনিয়োগ, কর্মদংস্থান ও
আয় বৃদ্ধির ধারা শুরু হইতে পারে, তাহার পূর্বে নয়। উপরস্ক, বাণিজ্যচক্রকে

আমরা কেবলমাত্র টাকার ব্যাপার বলিয়া মনে করিতে
এই তত্ত্বের বছবিধ
পারি না। দেশের উৎপাদনপদ্ধতি, আবিন্ধার, যন্ত্রকৌশল,
বিক্রয়ব্যবস্থা, সঞ্চয় ও বিনিয়োণের হার সমস্ত কিছু ইহার
সহিত জড়িত। বিনিয়োণের বৃদ্ধিই ব্যাক্ষঝণ ও টাকার পরিমাণ বাড়ায়,

কিন্তু টাকার পরিমাণে বৃদ্ধি বিনিয়োগ বাড়াইয়া তোলে, এমন কথা মানিয়া লওযা চলে না। দর্বোপরি, হট্রের ধারণা যে, ব্যাঙ্কখণের পরিমাণে উঠানামাই বাণিজ্যচক্রের কারণ। ইহা আধুনিক জগতে আর সত্য নয়। আজকাল কেন্দ্রীয ব্যাঙ্ক সর্বদাই ঋণ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে, অনেক সময় তাহারা সফলও হয়। তাহা সত্ত্বেও বাণিজ্যচক্রে ঘটে। আধুনিককালের বাণিজ্যচক্রের তত্ত্বে তাই আর্থিক বিষয়ের প্রভাবগুলিকে (ষেমন স্থদের হার বা ব্যাঙ্কঋণের পরিমাণ) পূর্বের ভাষ তত্তী গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করা হয় না। *

হায়েকের ভন্ত (Havek's theory)

বাণিজচেক্রের একটি প্রধান লক্ষণ হইল ভোগদ্রেবেরে শিল্পের তুলনায় মূলধনী দ্রব্যের শিল্পে অধিকতর উঠানাম।। অস্ট্রীয়ান মতবাদে বলা হয় যে, এই ছ্ই শ্রেণীর শিল্পে তুলনামূলক উঠানামার কারণ ব্যাঙ্কিংব্যবস্থার মধ্যেই খুঁজিয়া পাওয়া যায়। লোকের ইচ্ছাক্বত সঞ্চয়ের পরিমাণ ছাপাইয়া ব্যাঙ্কভত্তকে তাই আর্থিক অতিবিনিয়োগতত্ত্ব (Monetary over-investment theory) বলা হয়। একটু গভীরভাবে এই তত্ত্বটি আলোচনা কর। যাউক!

নির্দিষ্ট কোন এক সময়ে সমাজের সকল উপকরণ যতপ্রকার দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনের কাজ নিযুক্ত আছে, তাহাদের বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত কর। চলে। ভোগকারী হিসাবে কতকগুলি দ্রব্য লোকের সদাসর্বদা দরকার হয়, সেইগুলিব

^{* &}quot;Recent theory has also tended to minimize the importance of such factors as the rate of interest and the operations of the banking system in explaining the trade cycle. Here again there is a contrast with the theory of a generation or more ago, and here again it probably reflects a contrast between the experience of this century and that of the nineteenth century. Inappropriate monetary policies and barking collapse can exaggerate cycles, even in modern conditiors; conversely wise monetary policy can be used as one weapon for helping to control cycles.....Nevertheless, it is probably correct to avoid laying emphasis on the purely monetary matters in explaining the core of the cyclical process under twentieth century conditions; they can be introduced later as important embellishments that help explain the great differences in detail between individual cycles." A. C. L. Day, Outline of Monetary Economics, P. 322.

উৎপাদন ক্রেতাদেব নিকট-স্তবেব। আবাব, বতকগুলি দ্রব্যসামগ্রী ক্রেতাদেব সদাসর্বদা দবকাব হয় না, সেইগুলিব উৎপাদন ক্রেতাদেব দ্ববর্তী-স্তবেব। ক্রেতাদেব কাছেব জিনিসপত্রকে বলে ভ্রেপাদন কার্চামো নিম্নস্তবেব উৎপাদন (lower stages of production), আব দ্বেব জিনিসপত্রকে বলে উচ্চস্থবেব উৎপাদন (higher stages of production)। এই সকল বিভিন্ন স্তব লইযা গঠিত থাকে দেশেব উৎপাদন-কার্চামো (structure of production)। যেমন জামা, জ্বতা প্রভৃতিব উৎপাদন নিম্নস্তবেব, আবাব ব্লাস্টফার্নেস বা ইঞ্জিন তৈযাবী উচ্চস্তবেব উৎপাদন।

শ্মাজেব মোট আযকে লোকেবা ছুইটি ধাবায প্রবাহিত কবে, একটি ব্যয় অপবটি সঞ্চয়। যে অংশ ব্যয় হয় তাহা স্বাসবি ভোগ্যন্ত্রর ক্রয়ে চলিয়া যায়। কিন্তু যে অংশ সঞ্চয় হয় তাহা প্রত্যক্ষভাবে মূলবনী দ্রব্যের ক্রয়ে প্রবেশ কবে না। লোকেব হাত হইতে সঞ্চয় যায় ব্যাঙ্কেব হাতে, বীমা কোম্পানী বা অভ্যান্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিব ভাণ্ডাবে। এই সকল প্রতিষ্ঠানেব মব্য দিয়া সঞ্চয় উত্যোক্তাদেব হাতে পডে, তাহা বিনিযোগেব পথ ধবে। দেশেব মোট সঞ্চয় মোট বিনিযোগেব স্থানের সমান হয় যদি দেশে 'ভাবসাম্য স্থানেব হাব' বজায় পাকে। এই 'ভাবসাম্য স্থানেব হাব' হইতে দেশেব বাজাবসমান হাব বেশি থাকিলে সঞ্চয় বেশি হয় কিন্তু বিনিযোগ কমে; আবাব ইহাব তুলনায় দেশেব বাজাব-হাব কম থাকিলে সঞ্চয় কম হয় কিন্তু বিনিযোগ বাডে।

বাজাব-স্থেদৰ হাব যদি ভাবসাম্য স্থেদৰ হাবেৰ তুলনায কম থাকে, তবে লোকেব সঞ্চয় কম, কিন্তু বিনিযোগ বেশি হইবে। কিন্তু তাহা কিন্ধপে সন্তব প লোকেব স্থেচহাকত সঞ্চয় যদি কম হয়, তবে উভ্যোক্তাবা বেশি বিনিযোগ কৰাৰ টাকা পায় কোথা হইতে প সঞ্চয় ও বিনিযোগে এই পার্থক্য কিন্তু বাসক্ষমণৰ প্রসাব সম্ভব হয় এই কাবণে যে, দেশেৰ বাসক্তাল ঋণস্থি কবিতে ধাবা সঞ্চয় অপেক্ষা বিনিযোগ বেশি পাবে। স্থতবাং বাজাব-স্থদেৰ হাব কম থাকিলে অধিক হইতে পাবে বিনিযোগ ঘটে কিছুটা স্বেচহাক্বত সঞ্চয় হইতে, আৰ কিছুটা ব্যাক্ষঝণেৰ সাহায্যে। বাজাব-স্থদেৰ হাবে ব্রাস মূলধনী দ্রব্যেৰ দাম বাডাইয়া দেয়, উভ্যোক্তাবাও মূলধনী দ্রব্যে বেশি টাকা খাটাইতে থাকে। নিম্ন-স্থবেৰ উৎপাদন হইতে উপক্ষবণগুলি সবিয়া আসিয়া উচ্চন্তব্যেৰ উৎপাদনে

নিযুক্ত হইতে থাকে। দেশের উৎপাদন-কাঠামোতে পরিবর্তন দরকার হইয়। পড়ে।

মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদন এইরূপ প্রদারিত হইতে থাকায় লোকের হাতে আয বাড়ে, তাহাবা ভোগদ্রবেবে চাহিদা বাড়াইবার চেষ্টা করায় উহাদের দাম বাড়ে। তাহা ছাড়া মূলধনী দ্রব্যোৎপাদন বাড়াইবার জন্তও উপকরণগুলিকে পূর্বাপেক।

বেশি দাম দিতে হয, তাই ভোগ্যদ্রবেরে উৎপাদনব্য়েও বৃদ্ধি তথন বাধ্যতামূলক সঞ্য দেগা নেয জনদাধাবণের বাধ্যতামূলক সঞ্য হয় (forced saving),

কারণ তনেকে বেশি দামে জিনিসপত্র কিনিতে পারে না। ভোগ্যন্তব্যের দাম বাড়িতে থাকিলে দেশেব উছোক্তারা ভোগ্যন্তব্যের উৎপাদন বাড়াইতে চেষ্টা করে, সমাজেব উপকরণগুলি আবার 'উচ্চস্তব' হইতে 'নিয়ন্তরে' চলিযা আদিতে চায়। আবার দেশেব উৎপাদন-কাঠামোতে পরিবর্তন আনা দরকাব হইয়া পড়ে। দেশের স্কেছাক্ত সঞ্চযের পরিমাণ অনুযায়ী উৎপাদন-কাঠামোর সামঞ্জন্ত সাধন প্রয়োজন হইয়া পড়ে।

স্তরাং ছাযেকেব মতে, ভারসাম্য-স্থদের হার অপেক্ষা বাজার-স্থদের হার কম থাকিলে অতি-বিনিয়োগ দেখা দেয় : চবমসমৃদ্ধি (Boom) ইহারই ফল। কিন্তু বিনিযোগের এই 'আধিক্য' চিরকাল চলিতে পারে না, কারণ কেন সমৃদ্ধিও সকট উহার পিছনে স্বেচ্ছাক্বত সঞ্চয় নাই, ব্যাক্ষপ্রণের ভিন্তিতে তহা জার কতদ্ব চলিতে পারে? 'সমৃদ্ধির' এই বুদ্বুদ্ ফাটিয়া যায় কারণ লোকের স্বেচ্ছাক্বত সঞ্চয় কম। আবার অবনতি হইল এমন সময় যখন দেশের উৎপাদন কাঠামোতে পরিবর্তন ঘটানো হইতেছে – স্বেচ্ছাক্বত সঞ্চয়ের পরিমাণ অনুযায়ী ঐ মাপে উহাকে ছোট করা হইতেছে। উৎপাদনকাঠামোর কাট্ছাট করার সময়ে প্রযোজনের তুলনায় বেশি করা হইলে এই অবনতি-কাল দীর্ঘদিন ধরিষা চলে, বেকারি ও সংকট অধিকতর ঘনীভূত হয়।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা দরকার। মূলধনীদ্রব্যের শিল্প-প্রসারের
ধারা কেন বন্ধ হইযা যায সেই সম্পর্কে হাযেক আর একটি মন্তব্য করিয়াছেন।
ইহাকে বলে রিকার্ডো-প্রভাব (Ricardo-effect)
হায়েকের থিতীয় মতঃ রিকার্ডো বলিয়াছিলেন যে, মন্ত্র্রি বাড়িলে উত্যোক্তারা
রিকার্ডো প্রভাব
শ্রমিকের বদলে যন্ত্র-নিয়োগের পরিমাণ বাড়াইয়া দিবে,
আবার মন্ত্রি কমিলে যন্ত্রের পরিবর্তে অধিক সংখ্যায় শ্রমিক নিয়োগ করিতে

থাকিবে। হাষেকেব যুক্তি হইল যে ক্রমপ্রসাবেব ঘূর্ণাবর্তন (cumulative process of expension) ভোগ্যদ্রব্যের জন্ম চাহিদা বাড়ায় অপচ ইহাদেব উৎপাদন ना वाष्टिया मूनधनी मुत्तुर প্রদাব হয, তাই ভোগ্য দুরেরে দাম বাড়ে, অর্থাৎ আদল মজুবি (real wages) কমিয়া যায়। আদল মজুবি কমিলে উত্যোক্তাবা মূলধন-নিযোগ কমাইয়া শ্রমিক-নিযোগ বাডাইয়া দেয়, অর্থাৎ পূর্বাপেক্ষা বিনিযোগ কমায। এই বিনিযোগেব হ্রাসই অবনতিব পথ উন্মুক্ত কবে। মূলধন-নিযোগেব পবিমাণ কমানোব অর্থ ই হইল উৎপাদনধাবাকে ব্রস্বতব কবা বা কম চক্ৰাকৃতি কবিষা ভোলা (to shorten the production-process or to make it lese round-about)। তাই দেশেব উৎপাদন-কাঠামোতে গুৰুত্ব পবিবর্তনের মধ্য দিয়া অবন্তির স্থাত্রপাত হয়। আবাব, বিকাডো প্রভাব দংকটকালে দেখা যায় ভোগ্য-দ্রব্যদামগ্রীর দাম কম. অর্থাৎ বিৰূপে কাজ কৰে আসল মজুবি বেশি। উভোক্তাবা আবাব কথনও 'বিকার্ডো-প্রভাব' প্রযোগ কবে, অর্থাৎ শ্রমিকেব পবিবর্তে যন্ত্রেব নিযোগ বাডাইতে চেষ্টা কবে। উৎপাদনপদ্ধতিতে মূলবনেব নিযোগ বাডে, উৎপাদনধাবাকে দীর্ঘতব কবা হয় বা আবও অধিক চক্রাকৃতি কবিয়া তোলা হয়। এইরূপে উন্নতিব পথ প্রশস্ত হয়।

এই তত্ত্বেব বিক্দ্ধে বছপ্রকাব সমালোচনা হইযাছে। প্রথমত, বলা হয় যে, উছোজনাবা 'আসল' মজুবি অনুযায়ী তাহাদেব কাজকর্মেব রূপ ও নীতি নির্ধাবণ কবে না। দ্বিতীয়ত, উৎপাদনপদ্ধতি বা ধাবাকে দীর্ঘ হইতে হ্রস্ব কবা মোটেই সহজ্ঞসাধ্য নয়, আব স্বল্পকালে এইরূপ ঘটে বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায় না। তৃতীয়ত, বিনিযোগের ধারা একবার শুকু কবিলে আসল-মজুবির পবিবর্তন ঘটিলেও কমানো যায় না, উহাকে সম্পূর্ণ কবিতে হয়, তাহা না হইলে সবটাই লোকসান। চতুর্থতি, ভোগদ্বেব্যে দাম রিদ্ধিব সঙ্গে আর্থিক মজুবি বৃদ্ধি পাইলে আসল-মজুবি সমান শুবে থাকিয়া যাইতে পাবে।

কেইন্সীয় তম্ব (Keynesian Theory):

কেইন্দেব মতে কর্মসংস্থান, আয় ও উৎপাদনেব পবিমাণে নির্দিষ্ট সময় অন্তব উঠানামাকে বাণিজ্যচক্র বলা হয়। তাঁহাব অভিমতে মূলধনেব প্রান্তিক কার্যকারিতাতে উঠানামার দক্ষন বিনিয়োগের হারে পরিবর্তন এইরূপ বাণিজ্যচক্র ঘটাইয়া থাকে। দেশে কর্মদংস্থানের পরিমাণ মোট
মূলধনের প্রাপ্তিক
কার্যকাবিতায় আয় ও উৎপাদন স্থির করে এবং এই কর্মসংস্থানের
জোয়ার ভাটা পরিমাণ নির্ভর করে সামগ্রিক ব্যয়ের উপর। এই মোট
ব্যয় তিনটি পরিবর্তনীয বিষয়ের দারা নির্ধারিতঃ মূলধনের
প্রান্তিক কার্যকারিতা, স্থদের হার এবং ভোগ-প্রবণতা। সাধারণত, স্কল্পকালে
স্থদের হার ও ভোগ-প্রবণতা পরিবর্তিত হয না, স্থতরাং আয় ও কর্মসংস্থানের
উঠানামার পিছনে মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতাই হইল প্রধান সক্রিয় শক্তি।
নূতন বিনিয়োগ হইতে প্রত্যাশিত মুনাফাব হারকে মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা
বলা হয়।

ব্যবসায়-উন্নতির গোড়ায় দিকে মুনাফা সম্বন্ধে আশার প্রাবল্য দেখা যায়, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের পরিমাণ বাড়িতে থাকে, আয়স্তর বাডিয়া বিনিয়োগের বৃদ্ধি বহু পরিমাণে আয়ের বৃদ্ধি ঘটায়, গুণকের উন্নতি প্রভাবের ফলে ক্রমবর্ধিষ্ণু হারে বিনিয়োগ ও আয় বাড়াইয়া সমৃদ্ধির প্রসার করে। কিন্তু এই সমৃদ্ধির সীমা আছে। প্রথমত, ক্রমশ নূতন মুলধনী দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় বাড়িয়া যায়, কারণ কাঁচামাল, শ্রমিক বা অন্তান্ত উপকরণের ঘাটুতি শুরু হইতে থাকে, এবং ফলে তাহাদের দাম বাড়িতে থাকে। দিতীয়ত, মূলধনী দ্রব্যের যোগান বাড়িয়া যাওয়ায় প্রত্যাশিত মুনাফার হার কমিয়া যায়। তাহা ছাড়া, ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন সমৃদ্ধি বিক্রম সেই অনুপাতে বাড়ে না; কারণ আয় বৃদ্ধি হইলেও ভোগপ্রবণতা দেই অনুপাতে বাড়িতে না থাকায় ভোগব্যয়ে অধিক বৃদ্ধি হয় না। এই সকল কারণে মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা দ্রুত হ্রাস পায়। অবস্থার চাপে হুদের হার সেই সমযে বেশি থাকে, উহাকে কমানো সম্ভব হয না। কারণ (ক) ব্যাঙ্ক-ঋণের জন্ম চাহিদা থাকে খুবই বেশি, এবং (খ) বিভিন্ন উদ্দেশ্যে, বিশেষ করিয়া ফাট্কা ব্যবসায়ে নিয়োগের জন্ম নগদ পছন্দ বাড়িয়া যাওয়ায় লোকে নগদ টাকা বেশি পরিমাণে হাতে অবনতি রাখিতে চায়। মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতায দ্রুত হ্রাস অথচ স্থানে হারে বৃদ্ধি—এই উভয়ের ফলে বিনিয়োগ একসঙ্গে হঠাৎ কমিয়া যাইতে চায়। 'হঠাৎ' কমিয়া যাওয়ার কারণ হইল ব্যবসায়িগণের সন্মিলিত দলমতের প্রভাবে ব,বসায়ের ভবিষ্যুৎ সম্পর্কীয় আশা-নিরাশা নির্ধারিত হয়, এই দলবদ্ধ বাজারী মতামত দর্বদাই অস্থির ও চঞ্চল।

অবনতি শুরু হইলে উৎপাদন, কর্মসংস্থান, আয়স্তর সবই কমিতে থাকে;
শুণকের প্রভাবে অবস্থার নিমগতি ক্রমবর্ধিষ্টু হারে বাড়ে। সমগ্র সমাজ
দ্রুতগতিতে চরম-সংকটের স্তরে পৌঁছায়। এই অবস্থায় মূলধনের প্রান্তিক
কার্যকারিতায় বৃদ্ধির স্থচনা হইলেই পুনরায় উৎপাদন ও
সংকট কর্মসংস্থান বাড়িতে পারে। কতকাল পরে এই উন্নতি
শুরু হইবে তাহা নির্ভর করে, (ক) মজুত করা বা উৎপাদনে নিযুক্ত যন্ত্রপাতির
স্থায়িত্ব কালের (durability) উপর এবং, (খ) গুদামজাত মবস্থায় যন্ত্র বা
দ্রব্যাদি মজুত রাখার বায়ের উপর (carrying costs)। তাহা ছাড়া,
(গ) মজুত করা ভোগ্যদ্রব্যের যোগান কিছু পরিমাণে কমিয়া যাওয়ার উপর।
মূলধনী ও ভোগ্যদ্রব্যের পরিমাণ হ্রাস পাইলেই উৎপাদন হইতে মূনাফা এবং
মূনাফার প্রত্যাশা উভয়ই বৃদ্ধি পায়; মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা বাড়িতে
থাকে; উৎপাদনের বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধির পথ প্রশক্ত হইতে থাকে।

হিক্সের ভন্ধ (Hicks' Theory) :

হিক্সের মতে, অর্থ নৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, শিল্প-বিপ্লবের পর হইতেই বিভিন্ন দেশে শিল্পোন্নতি শুরু হইযাছে এবং সেই সময় হইতেই বাণিজ্য চক্রের উদ্ভব ঘটিতেছে। অর্থাৎ ইহা ক্রমপ্রসারমান অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার বিশেষ সমস্যা; ক্রমবর্ধমান অর্থ নৈতিক ধারার ছুইপার্শ্বে দেশের ব্যবসায় বাণিজ্যের এইরূপ নিয়মিত উঠানামা ঘটিয়া চলিয়াছে। বলা যায় যে, ব্যবসায়-বাণিজ্যের এইরূপ পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর-পন্থার মধ্য দিয়াই দীর্ঘকালীন অর্থ নৈতিক ক্রমবৃদ্ধির উন্ধর্ম মুখী ধারা প্রবাহিত; ক্রমপ্রসারশীল অর্থ নৈতিক কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতেই চক্রাকৃতি সংকট এবং সমৃদ্ধির প্রকৃতি ও কারণ বিশ্লেষণ করা দরকার।

বাণিজ্য-চক্র হইল সমাজের উৎপাদন ও আয়স্তরের নিয়মিত উঠানামাঃ তাই ইহাদের উপর ভোগব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যয়ের প্রভাব পরিমাপকারী গুণক ও ত্বরুক তত্ত্বের সাহায্যেই এই উঠানামার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা সন্তব। এই ছই পদ্ধতির মিলিত ফলাফলে কি ভাবে কি কারণে বাণিজ্য-চক্রের উদ্ভব ঘটে, হিক্স্ তাহাই আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে, উৎপাদন বা আয়ে পরিবর্তন

বিনিয়োগে, বিশেষ করিয়া উদ্ভূত বিনিয়োগে, কিন্ধপ পরিবর্তন আনে, তাহারই উপর বাণিজ্য-চক্র প্রধানত নির্ভর করে।*

তাঁহার মতে কোন সমাজে বিনিয়োগ প্রধানত ছুই ধরনের: স্বয়ন্ত্রত বিনিয়োগ এবং উছুত বিনিযোগ (Autonomous Investment and Induced Investment)। সমাজে কোন ধরনের বিনিয়োগ-ব্যয় দ্রব্যস্থানীর উৎপাদনের পরিমাণের উপর নির্ভ্র করে না। ছই শেনীর বিনিয়েশ রাষ্ট্র কর্তৃক স্কুল, কলেজ, রাস্তাঘাট, গৃহনির্মাণ প্রস্থৃতি বা আবিক্ত যন্ত্রপাতি বা নৃতন দ্রব্য উৎপাদন, এবং যাহা হইতে দীর্ঘকালে আয় স্পষ্ট হইতে পাবে এইরূপ বিনিযোগ, ইহারা দকলে স্বয়ন্ত্রত বিনিয়োগ—ইহা অপরাপর দ্রব্য উৎপাদনের পরিমাণের উপর নির্ভর্গীল নহে। ক্রম-প্রদারমান অর্থ নৈতিক কাঠামোতে অগ্রগতির দঙ্গে দঙ্গে সমাজে এইরূপ বিনিযোগের পরিমাণ বাড়ে। অপরপক্ষে, বিশেষ কোন দ্রব্যের উৎপাদন পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইলে কোন কোন ধরনের যন্ত্রপাতির উৎপাদন বাড়াইতে হয় (যেমন, বন্ধের চাহিলা বৃদ্ধি পাইলে মাকু-র উৎপাদন বাড়ানো দরকার);

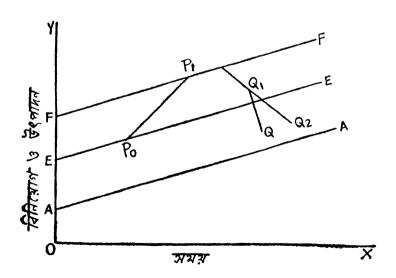
েকেইন্দীয় কর্মসংস্থানতত্ত্ব গুণকতত্ত্ব প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে। তাঁহার মতে মোট আয হইল মোট বিনিযোগ × গুণক; গুণককে সমান ধরিয়া লইলে আরে পরিবর্তনের হাব = মোট বিনিযোগেব পরিবর্তনেব হাব × গুণক। স্বতরাং, বাণিজ্যাচক্র বা আয়ন্তরের পবিবর্তনেব করেণ বিশ্রেণ কবিতে তিনি এই গুণকতত্ত্বেব উপর বিশেষ নির্ভর করিয়াছেন।

হিক্স এই তহকে কাৰ্যত অগ্ৰাহ্য করিয়াছেন। কেইন্সীয় গুণকতবুকে বাদ দিয়াই বাণিজ চক্র বিশ্লেষণেব চেষ্টা কবিযাছে। কেইন্সীয় গুণককে তিনি বলিয়াছেন ক্ষণোওডৰ গুণক (Instantaneous Multiplier)। গুণক বিশ্লেষণ করিতে গিয়া কেইন্সের ভোগপ্রবাতা তহের প্রকৃতি মনে রাণা দরকার। তাহার মতে, চল্তি ভোগবায় চল্তি আর হইতেই করা হয়, এবং চল্তি ভোগবায় দঙ্গে দক্ষে কি পরিমাণ মোট আয় স্ষ্টে করিতেছে তাহা ভোগপ্রবাতার উপব নির্ভব কবে এবং দেই নির্দিষ্ট বা স্থায়ী গুণকের দ্বাবা পরিমাপ করা যায়।

হিন্দ্ কিন্ত ভোগপ্রবাতাকে অন্তভাবে দেখিবাছেন। তাঁহার মতে গুণকের পরিমাণকে নির্দিষ্ট ও স্থায়া বলিয়া ধনা চলে না। আয় প্রদাবের ধাবার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে গুণকের আয়তন বনলাইয়া শাইতে থাকে, ইহা তাই সর্বনাই পবিবর্তনশীন; ইহাব সাহাব্যে মোট আর ও মোট কর্মসংগানের পবিমাপ করা চলে না। তিনি বলিয়াছেন যে, চন্তি ভোগবার নির্ভ্তর করে "গত কালের" আয়ের উপর, কেইন্দের মত চন্তি আয়ের উপর নির্ভ্তর কবে না। আয় এবং ভোগ বারে সময়ের বারধান (time lag) বীকার কবিয়া লইলেই এবং সেই বারবানের পরিমাণ সকল ক্ষেত্রে সমান নহে ইহা ধরিয়া লইলেই কিন্তু সম্পূর্ণ অক্তভাবে হিসাব করা প্রয়োজন হয়। সেই অব্যার, গুণকের আয়তন স্থায়ী ধরিয়া লইলে বিনিয়োগ পরিবর্তনের ফলে নৃত্র সামানহার আয় পাওয়া ঘাইবে অসীম এক-কেন্দ্রাভিন্ধী শ্রেণীর শেবে (at the end of the infinite convergence series । স্তরাং বিশেষত, শুরুকানীন বিবরের বিশেষতা, গুণকের প্রানাণ তিনি মনে করেন না।

মূলধনী দ্রব্যোৎপাদনে এইক্লপ বিনিয়োগকে উভুত বিনিয়োগ বলা হয়। মনে রাখা দরকার যে, দ্রব্যোৎপাদন ও যন্ত্রোৎপাদন ইহাদের মধ্যে পরিমাণগত সম্পর্ক আছে এবং তাহা দ্রব্যের ও যন্ত্রের প্রকৃতি এবং যান্ত্রিক কলাকৌশলের দারা নির্দিষ্ট (যেমন বৎসরে 10000 কাপড়ের উৎপাদন বাড়াইতে হইলে 50টি মাকুর উৎপাদন প্রয়োজন)। ইহাই দ্বরণনীতির ভিত্তি অর্থাৎ উৎপাদনে বৃদ্ধি কি অনুপাতে বিনিয়োগে বৃদ্ধি ঘটায় তাহারই উপর দ্বরণের প্রভাব নির্ভর করে।

কোন দেশে যে আয়স্তর আছে তাহা সাধারণভাবে তিনটি বিষয়ের দারা নির্ধারিত: স্বয়স্তূত বিনিয়োগের পরিমাণ, উছুত বিনিয়োগের পরিমাণ এবং ভোগব্যয়ের পরিমাণ। নিচের চিত্রে দেখা যাইতেছে, বিনিয়োগ ও আয়স্তর স্বয়স্তৃত বিনিয়োগের রেখা ক্রমে উপের্ব উঠিতেছে, কারণ সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গের রাই ক্রমেই এইরূপ বিনিয়োগ বাড়াইতে থাকে। উৎপাদনের ও আয়ের রেখা উহার উপের্ব অবস্থিত থাকে কারণ উপরোক্ত তিনটি বিষয় লইয়াই মোট আয় গঠিত। নিচের চিত্রে এই তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করা হইতেছে:



চিত্রে AA রেখা স্বয়স্কৃত বিনিয়োগের পরিমাণ এবং EE রেখা উৎপাদনস্তর ও আয়ন্তরের নির্দেশক; উভয়ের মধ্যে দূরত্ব গুণক ও ত্বরণের মিলিত ফল

এই উভয়ের মিলিত ফলকে অভিগুণকের (Super multiplier) ফলাফল বলিয়া মনে করা হয়।

ধরা যাক, Po বিন্দুভেআয় ও উৎপাদন হইতেছে এবং দেই সময়ে কোন স্বয়ন্ত বিনিয়োগ ঘটিলঃ কোন আবিকৃত দ্রবেরে উৎপাদন বা সরকারী বয় প্রভৃতির ফলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইল। স্বাভাবিক স্তর হইতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাওয়ায় উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও আয় বাজিতে লাগিল। গুণক ও ত্বরণের মিলিত ফলে, উভয়ের ঘাত-প্রতিঘাতে, PoP1 রেখা অবলম্বন কেন সমৃদ্ধির শুক হয় করিয়া উৎপাদন ও আয় বাজিতে থাকে। ব্যবসায়সমৃদ্ধির য়ুগে মুনাফার প্রত্যাশা বৃদ্ধি পাওয়ায় কোন কোন কেত্রে ব্যক্তিগত বিনিয়োগ আরও বাজাইয়া দিতে পাবে এবং গুণক ও ত্বরণের ফলে তাহাও অধিক আয় ও কর্মসংস্থান স্বাস্থি করিতে থাকিবে। উৎপাদন-বৃদ্ধির স্তর নির্ভর করিবে (ক) প্রাথমিক স্বয়্যজ্ত বিনিয়োগ, থে) গুণক, (গ) ত্বরণ, (ঘ ব্যবদায়ীদের মনে ব্যবসায়ের ভবিস্থাৎ সম্বন্ধে আশার স্বাষ্টি, ফলে বর্ধিত বিনিয়োগ—এই সকল বিষয়ের শক্তি কিরূপ তাহার উপরে।

यिन हेहाता मिनिया विराय मेक्किमानी हय, जाहा हहेरल छे९भा नन वृक्षि হইয়া ক্রমে এমন এক অবস্থায় পৌছিবে যেথানে আর উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই, পূর্ণকর্মদংস্থানের 'ছাদে' (Full Employment সমৃদ্ধির স্তর নির্ণয ceiling) ঠেকিয়া উৎপাদন আর বাড়িতে পারিতেছে না। পূর্ণকর্মদংস্থান স্তবের উৎপাদন FF রেথায় দেখানো হইয়াছে। নিয়োগযোগ্য উপকরণের অভাবে উৎপাদন ছাদে ঠেকিবার পর আর বাড়িতে পারে না। নূতন আবিষ্ণ ত দ্রব্য উৎপাদনের জন্ম সরকারী ব্যয় অর্থাৎ প্রথম স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ শেষ হইয়া যাইবার পর, ইহা নিজে আর বৃদ্ধি পায় না; পুবানো রেখায় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসে। কিন্তু উছূত বিনিয়োগ নিজে শেষ হয় না; নূতন আয় স্ষষ্টি ও উৎপাদন বাড়াইয়া নিজেই নিজেকে বাড়াইয়া চলে; এইক্লপে পূর্ব-সংস্থান স্তরে পেঁছিায়। উহার পরে উৎপাদন আর বাড়িতে পারে না, ওই রেখার উপরেই গড়াইতে থাকে (এবং ডান দিকেই গড়াইবে কারণ শ্বয়স্তৃত বিনিয়োগ, উৎপাদন, আয়ন্তর প্রভৃতি বৃদ্ধি পাওয়ায় উর্ক্তম সীমা নির্দিষ্ট- সমাজ এখন রেথার একটু ডান দিকেই অবস্থিত)। किन्छ উৎপাদনের রেথাকে নিম্নে নামিতেই হইবে, বিনিয়োগ আর নাই, কেবলমাত্র উদ্ভূত বিনিয়োগ অভ স্বয়স্তত কারণ

উচ্চস্তরে উৎপাদনকে রক্ষা করিতে পারে না। রাষ্ট্র যদি সময় বুঝিয়া আবার স্বয়স্তৃত বিনিয়োগ না করে বা ক্রমাণত করিতে নাথাকে অথবা সমাজে পুনরায় এইরূপ বিনিয়োগ না ঘটে তাহা হইলে উৎপাদন ও আয়ের স্তর কমিয়া আসিবে। উৎপাদন কমিলে (ঋণাত্মক ত্বরণের ফলে) অবিনিয়োগ (Disinvestment) ঘটিতে থাকে। যদি ঠিক যে হারে বিনিযোগ উদ্ভূত হইয়াছিল ঠিক দেই হারেই উহা ব্রাস পাইতে থাকে, তাহা হইলে উৎপাদন Q_{1q} রেখায় কমিবে। কিন্তু সাধারণত তাহা ঘটে না। স্থায়ী মূলধনে অবিনিয়োগ বীরে ধীরে ঘটিতে থাকে, স্থায়ী মূলধনের ক্ষয়ক্ষতি ঘটিতে বেশি সময় লাগে। স্বতরাং Q_1Q_2 রেখায় উৎপাদন নামিয়া আসে।

হিক্সের মতে, প্রধানত ছুইটি কারণে উৎপাদনের নিম্নগতি স্বরান্বিত হুইবে।
প্রথমত আর্থিক কারণের ফলে। এইরূপ অবস্থায় সাধারণত আর্থিক কর্তৃপক্ষ
ক্ষান্দ্রগতি কি কারণে
ব্যান্থিত হুইয়া থাকে
বাড়িয়া যাইতে থাকে: তাহা ছাড়া তারল্য পছন্দ বাড়িয়া
যাওয়াতে স্থদের হার বাড়িবে। এই সকল বিষয় ঋণাত্মক
গুণক ও স্বরণের মিলিত ফলাফলকে ভীব্রতর করিয়া তুলিবে; উৎপাদন, আয়
ও কর্মসংস্থান নামিয়া আসার গতি দ্রুততর হুইবে। দ্বিতীয়ত, এই অবস্থায়
ব্যবসায়ীদের আশাভঙ্গের ফল বিশেষ তীব্র হয়। অনেক অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী
সমৃদ্ধি বেশি দিন চলিতে থাকিলেই ভ্য পাইয়া উৎপাদন সংকৃচিত করিতে
থাকেন; তাঁহাদের বাণিজ্য-চক্রের সচেতনতাই (Cycle-consciousness)
উৎপাদন ও বিনিয়োগ কমাইবার ঝোঁক স্পৃষ্টি করে। তাহা ছাড়া, শেয়ার
বাজাবের "দলবদ্ধ জনতার মতামত" বিশেষ অন্থির প্রকৃতির।

উৎপাদন, আয়, কর্মসংস্থান প্রভৃতি নামিয়া আদারও কিন্তু সীমা আছে; সেই মেঝেতে (floor) ঠেকিয়া উৎপাদন, আয় ও কর্মসংস্থান আর নামিতে পারে না। তিনটি বিষয়ের দ্বারা এই নিয়তম সীমার স্তর নির্দিষ্ট হয়।

প্রথমত, সংকট যতই গভীর হউক না কেন, কিছু নিম্নতম সীমা নিধারণকারী বিষয়- পরিমাণ ভোগব্যয় সমাজে সর্বদা হইবেই, আয় না সমূহ থাকিলেও ঋণ করিয়া, সঞ্চয় ভাঙাইয়া যে-কোন উপায়ে ব্যক্তিরা নিম্নতম দৈহিক প্রয়োজন মিটাইতে থাকিবে।

দিতীয়ত, সংকট কালে সরকারী ব্যয় সাধারণত কমে না, স্থতরাং তাহা চলিতে থাকিবে; এমন কি ছঃখ-ছুর্দশা দূর করার জন্ম কিছুটা বাড়িতেও পারে। তৃতীয়ত, কিছু পরিমাণ স্বয়স্থৃত বিনিয়োগ, যেমন স্কুল, কলেজ, গৃহ-নির্মাণ প্রভৃতির জন্ম ব্যয় সমাজে চলিবেই; ইহারা চল্তি অর্থ নৈতিক অবস্থার উপব নির্ভর করে না। এই তিনটি বিষয়ের উপর মোট ব্যয় সমাজে দ্রব্যসামগ্রীব চাহিদার নিয়তম সীমা এবং সেই পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনের উপযোগী অর্থ নৈতিক কাজকর্ম চরম সংকটের সম্যেও চলিতে থাকিবে; ইহারা বেকারিব উধ্ব তম সীমার পরিমাণ (Upper limit of Unemployment) নির্ধারণ করিয়া রাখিয়াছে।

মজ্ত মূলধনী দ্রব্যাদির অবিনিযোগ (Disinvestment), এবং তাহাদেব ক্ষযক্ষতির বা অকেজো হইযা যাইবার নির্দিষ্ট সময পর্যন্ত সংকটকাল স্থায় হইবে; কারণ তাহার পর উহাদের পুনঃসংস্থাপনের জন্ত উরতির তব কিছু নূতন বিনিযোগ করার প্রযোজন দেখা দিতে পাবে। ফলে, আবার সেই গুণক ও ত্বণের সন্মিলিত ফলাফলে উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির দৌড় শুক্ক হইবে, সমাজের সংকট ত্রাণ ঘটাইযা উগ্লতির পথ প্রশন্ত কবিবে।

ৰাণিজ্য-চক্ৰ নিয়ন্ত্ৰণ বা অৰ্থ নৈতিক স্থায়িত্ব সাধন (Control of Business cycles or Economic stabilization)

বাণিজ্য চজের নিযন্ত্রণ করিয়া অর্থ নৈতিক স্থায়িত্ব সাধনের উদ্দেশ্যে বহু প্রকার নীতি আলোচিত হইযাছে। এই সকল নীতিকে সাধারণভাবে ত্বই প্রেণীতে বিভক্ত করা হয়, আর্থিক নীতি (Monetary policies) ও ফিস্কাল নীতি (Fiscal policies)। বহুপূর্বকাল হইতেই ধনবিজ্ঞানীরা মনে করিতেন যে, উপযুক্ত ধরনের আর্থিক নীতি ও পদ্ধতি গ্রহণ কবিলে কার্থকরী করা বাণিজ্যচক্র নিযন্ত্রণ করা চলে। যেমন, হট্টে (Hawtrey) মনে করিতেন যে, এই উদ্দেশ্যে দেশের ব্যাশ্বন্তলিকে এমনভাবে নিযন্ত্রণ করা দরকার যাহাতে উহারা ঋণপ্রসারের পরিমাণ নিজেদেব পুনিমত বাড়াইতে বা কমাইতে না পারে। হায়েক (Hayek) বলিতেন যে, দেশে এমন স্থানে হার বজায় রাথিতে হইবে যাহাতে সমাজের স্বেচ্ছাকৃত সঞ্চয় দেশে বিনিয়োগের মোট মূল্যের সমান হয়। উইক্সেলের (Wicksell) মতে অর্থনৈতিক এই স্থায়িত্ব তথনই সম্ভব হয় যথন দেশে স্থদের স্বাভাবিক হার ও বাজারহার সমান পাকে।

আমবা জানি দেশেব কার্যকবী চাহিদায উঠানামাকে বাণিজ্যচক্র বলে। এই কার্যকবী চাহিদ। নির্ভব কবে মোট ব্যয়েব উপব, অর্থাৎ মোট ভোগব্যুষ ও মোট বিনিযোগ ব্যযেৰ উপৰ। আৰ্থিক নীতিব কাজ হইল দেশেব বেসবকারী বিনিযোগ ব্যয়েব উঠানামাব পবিধি সংকুচিত কবা। দেশে ব্যাঙ্কঋণেব প্রসাব কমান ও বাডান এবং স্থদেব হাব কমান ও বাডান – ইহাবাই আর্থিক নীতিব উদ্দেশ্য। (ক) ব্যাঙ্ক ঋণেব প্রসাব কমান বা বাডান-ব উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক খোলাবাজাবী নীতি প্রযোগ কবিতে পাবে, অথবা বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিব নগদজমাব অনুপাতে পবিবর্তন আনিতে পাবে। উন্নতিকালেব শেষে সমাজ যথন সমৃদ্ধিব পথ ধবিষা দ্রুতবেগে অবনতিব দিকে ছুটিয়া চলে তখন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ঋণপত্র বিক্রম কবিমা ব্যাঙ্ক ও ব্যক্তিব হাত হইতে টাকা তুলিমা লইতে চেষ্টা কবে এবং ব্যাঙ্কেব নগদ জমাব অনুপাত বাডাইযা দেয়। আবাব সংকটকালে সমাজকে যথন উন্নতিব পথে লইযা যাওয়া দবকাব তথন <u>থোবাবাজাবী নীতি ও</u> নগদ জমাৰ অমুপাতে কেন্দ্ৰীয় ব্যাঙ্ক এই ঋণপত্ৰগুলি কিনিয়া লয়, ব্যাঙ্ক ও পবিবর্তন ব্যক্তিদেব হাতে প্রভূত পবিমাণে টাকা ঢালিয়া দেয় এবং ব্যাঙ্কেব নগদ জমাব অনুপাত কমাইযা দেয়। এইরূপে চবম সমৃদ্ধি বিন্দুব (Boom) পূবে সমাজে বেদবকাবী বিনিযোগেব মাত্রাতিবিক্ততা বোধ কবাব চেষ্টা কবে , আবাব চরমুদংকুট্ বিন্দু (alump) হইতে সমাজকে উত্তবণেব উদ্দেশ্যে বেদবকাবী বিনিযোগেব মাত্রাধিক ঘাট্তি দূব কবাব চেষ্টা কবে।

কিন্তু টাকাব যোগান বাডাইবাব এই আর্থিক নীতিসমূহ সর্বদ। সফল হয় বলিষা মনে কবা চলে না। অতিবিক্ত মাত্রায় সমৃদ্ধ ঠেকাইবাব এই চেষ্টা সফল হয় না, বাবণ আজকালকাব বাষ্ট্রেবা সর্বদা প্রভূত পবিমাণে ঋণ কবে বলিষা বাজাবে অজপ্র ঋণপত্র থাকে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক টাকা ভূলিয়া লইবাব বাণিজ চত্র রোধ জন্ম যদি আবও কিছু ঋণপত্র বিক্রম কবিষা দেম, তবে বিতে পাবে না ব্যাঙ্কপ্রলি বা ব্যক্তিবা পুরাণো ঋণপত্র কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কেব নিকট বিক্রম কবিষা বাজমা বাখিষা আবাব নিজেদেব হাতে নগদ টাকাব পবিমাণ বাডাইতে পাবে। উপবস্তু এই সমযে নগদ-পছন্দ ভ্যানক কমিষা যাইতে পাবে। তীত্র মূদ্রাক্ষীতিব দক্ষণ টাকাব মূল্য দ্রুত কমিতেছে, জিনিসপত্র কিনিয়া বাখাই ভাল, এইক্লপ মনে কবিয়া লোকে বেশি টাকা বাজাবে ছাডিয়া দিতে পাবে। আবাব সংকটকালে, টাকাব পবিমাণ বাড়াইলেই উন্নতি দেখা দেয় না, কেহ ধাব নিতে চাতে না, বিনিয়াগ করার ইচ্ছা না থাকিলে ব্যাঙ্কগণের প্রসার সন্তব নয়।

তাহা ছাড়া, এই সময়ে ব্যবসায় মন্দা বলিয়া লোকের নগদ পছন্দ বেশি হইতে পারে, ভবিগতের উন্নতি আশা করিয়া বর্তমানে বেশি টাকা হাতে জমাইয়া রাখিতে পারে। (খ) আর্থিক নীতির আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অল হইল স্থদ-নীতি। চরমসমৃদ্ধির বিন্দুতে পোঁছাইলে এই সমৃদ্ধির বুদ্বুদ্ ফাটিয়া যাইবে, তাই তাহার পূর্বে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের অস্বাভাবিক প্রসার রোধ করা দরকার। এই উদ্দেশ্যে অনেকে বলেন যে স্থদের হার বাড়াইয়া দেওয়া উচিত বেশি স্থদের হারে উল্লোক্তারা বিনিয়াগ কমাইয়া দেওয়া আবার সংকটকাল হইতে উন্নতি ঘটাইতে হইলে স্থদের হার কমাইয়া দেওয়া দরকার, কারণ তবেই বিনিয়োগ বাড়িতে পারে।

স্থদের হারে পরিবর্তন ঘটান-র এই নীতির কত প্রকার সীমাবদ্ধতা আছে তাহা আমরা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং পরিচ্ছেদে আলোচনা করিয়াছি। দেই দকন শীমাবদ্ধতা ছাড়াও এই নীতির বিরুদ্ধ অনেক কথা বিনিয়োগের আতিশয্য বন্ধ করিয়াই সংকট ঠেকান যায়, তাই হুদের হার বাড়াইয়। বিনিয়োগ বন্ধ করা দরকার, এই বক্তব্যে ত্রুটি আছে। কেইনুস বলেন যে, স্থদের হার বাড়াইয়া চরম সমৃদ্ধির বিন্দুতে পৌছান রোধ করার এই নীতি মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। আমরা চরম-সমৃদ্ধিতে পৌছাইতে কিন্তু কেইন্সু বলেন চাই এবং সেই স্তরেই অর্থ নৈতিক কাঠামোকে রক্ষা করিতে উহা সম্পূর্ণ ভুল নীতি চাই (Stabilisation at full employment point), দরকার। স্থাদের হার বাড়াইলে সমাজের পক্ষে দরকারী রাখা যাইতে বিনিযোগ হইয়া পাবে. লোকের বন্ধ মোট ব্যয় ও কার্যকরী চাহিদা কমিয়া যাওয়ায় কমিয়া যাইতে পারে, দেশের যাইতে তৎক্ষণাৎ অবন্তি ও সংকট স্তব্ৰু হইয়া পারে, স্বদের হার বাড়ান তাই আস্ম্বাতী নীতি। এই সময় আপ্রাণ চেষ্টা করা দরকার যাহাতে আয়বন্টনে পরিবর্তন আনিয়া বা অন্য যে কোন পদ্ধতিতে দেশের ভোগপ্রবণতা বাড়াইয়া তোলা যায়, কিছুতেই যেন কার্যকরী চাহিদা কমিয়া না যায়।

তাই কেইন্সের মতে চরমসমৃদ্ধির বুদ্বুদ্ ঠেকাইতে হইলে

^{*&}quot;The remedy would not lie in the clapping on a high rate of interest which would probably deter some useful investments and might further diminish the propensity to consume, but in taking drastic steps, by redistributing incomes or otherwise, to stimulate propensity to consume." Keynes, General theory, P. 321.

কিছুতেই উচ্চস্থদের হার ধার্য না করিয়া নিম্নস্থদের হারের নীতি অনুসরণ করা দরকার। সমৃদ্ধির বিলোপ করিয়া আমাদের আধা-সংকটের স্তরে ফেলিয়া রাথা বাণিজ্যচক্ত প্রতিরোধের সঠিক পথ নয়, ইহার নিভূল পদা হইল সংকটের বিলোপ সাধন এবং প্রায়-সমৃদ্ধির স্তরে আমাদের স্থায়ীভাবে রক্ষা করা। তাই স্থদের হার বাড়াইবার নীতি মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়, ইহা রোগীকে মারিয়া অস্থ সারান-র নীতির মতই বিপদজনক। ⇒ এইসকল বিচার করিয়া কেইনস্ বলিধাছেন, "The remedy would lie in various measures designed to increase the propensity to consume by the redistribution of incomes or otherwise". এই উদ্দেশ্লে, তাই তিনি আর্থিকনীতি অপেক্ষা ফিন্কাল নীতির উপর অধিক গুরুত্ব আরোর্শ করিয়াছেন।

আমরা জানি যে, কার্যকরী চাহিদায় তীত্র উঠানামাকেই বাণিজ্যচক্র বলে তাই সমাজের সামগ্রিক ব্যয়ে হঠাও ব্রাসর্দ্ধি ঠেকান দরকার। সামগ্রিক ব্যয়ের মধ্যে আছে ভোগব্য়ে, বেসরকারী বিনিয়োগ ব্যয় ও সরকারী ব্যয়; সংক্ষেপে আমরা বলিতে পারি যে Y=C+I+G. আর্থিক নীতিগুলির প্রধান উদ্দেশ্য হইল I-এর পরিমাণে অন্থিরতা রোধ করা; আর ফিদ্কাল নীতির প্রধান লক্ষ্য হইল C এবং G এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাহাতে Y-তে তীত্র উঠানামা না হইতে পারে। সরকারী কর আদায়, ব্যয়, বাজেট গঠন এই সকল মিলিয়া ফিদ্কাল নীতি গঠিঞী; বাণিজ্যচক্রব্রোধের কাজে নিযুক্ত হইলে ইহাকে চক্র-বিরোধী ফিদ্কাল নীতি বলে (contra-cyclical

ফেব্ৰ লাভির ফংশ Fiscal Policy)। বেসরকারী ভোগব্যয় ও বিনিয়োগব্যয় হঠাও কমিয়া যাওয়াই সংকটের কারণ, এই অবস্থায় পূর্ণ কর্মসংস্থান স্তবে থাকিতে গেলে সমাজে যতটা সামগ্রিক ব্যয় দরকার হইত ততটা হইতেছে না, ফাঁক থাকিয়া যাইতেছে। এই ফাঁক বা ব্যব্যান পূবণ করাই

তথন ফিল কাল নীতির লক্ষ্য। ইহাকে তাই পুৰণমূলক ফিল্কাল নীতিও বলা

ফিসকাল নীতির

P. 322-323.

* "Thus the remedy for the boom is not a higher rate of interest but a lower rate of interest! For that may enable the so-called boom to last. The right remedy for the trade cycle is not to be found in abolishing booms and thus keeping us permanently in a semi-slump; but in abolishing slumps and thus keeping us permanently in a quasi-boom.....Thus an increase in the rate of interest, as a remedy for the state of affairs arising out of a prolonged period of abnormally heavy new investment, belongs to the species of remedy which cures the disease by killing the patient." Keynes, General theory,

হইয়া থাকে (Compensatory Fiscal Policy)। ইহার স্থাটি দিক:
ক) প্রণম্লক ব্যয়ের নীতি (Compensatory Spending Policy) এক
প্রণম্লক করনীতি (Compensatory tax policy)।

সরকারী ব্যয়ের নীতি বা পূরণমূলক ব্যয়ের নীতি আলোচনা করা দরকাব।
সরকারী ব্যয়কে মোটামূটি তিন শ্রেণীতে ভাগ করা চলেঃ (১) সাধারণ
প্রণমূলক বায়ের নীতি
কিন্দেশ কাজ করে

প্রণমূলক বায়ের নীতি

of Government) (২) হস্তান্তর ব্যয় (Transfer payments), এবং (৩) উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় বা সরকাবী
বিনিয়োগ (outlay on public works or public investment)। বাণিজান্তক নিয়ন্তরণের উপযোগী করিয়া সরকারের সাধারণ পরিচালনামূলক ব্যয় নির্বাহ করা চলে না। হস্তান্তর ব্যয়সমূহ বাণিজ্যন্তকের প্রকোপ রোধ করিতে পারে
যেমন সংকটকালে অধিকতর বার্ধক্য পেনসন, বেকারভাতা প্রভৃতি দিয়া সমাজের মোট ভোগব্যয় বাড়াইবার চেষ্ঠা করা চলে। সরকারী নির্মাণ কার্য বা বিনিযোগ এমনভাবে কমান বাড়ান চলে যাহাতে বাণিজ্যন্তকের উঠানামার ব্যাপ্তি কিছুটা ব্রাহ পায়। এইন্ধপে সরকারী ব্যয়-নীতির শ্বারা সমাজের ভোগব্যয় ও বিনিয়োগ-ব্যয়্টভ্রের উপরই কিছুটা প্রভাব প্রভিষ্ঠা করা যায়।

পূবণমূলক করনীতির গুরুত্ব খুবই বেশি, কারণ আমরা উপরে দেখিয়াছি মোট সরকারী ব্যয়ের মধ্যে মাত্র অল্প একটু অংশকে বাণিজ্যচক্র রোধের কাভে কমান বা বাড়ান চলে। কর্নীতিকে ছুইটি উদ্দেশ্যে নিয়োগ করা চলে যেমন, করের সাহায্যে দেশের আয়-বৈষম্য হ্রাস করা যায়, ফলে সমাভেত মোট ভোগব্যয় বাড়িতে পারে। ধনীদের ভোগ-প্রবণতা কম, তাহাদের নিক[া] হইতে আরও বেশি কর আদায় করিলে সমাজের মো পুরণমূলক কবনীতির ভোগব্যয় বিশেষ হ্রাস পায় না। সেই টাকা দরিদ্রদের হাড়ে কাজ কিৰ্বপ দিলে সমাজের মোট ভোগব্যয় বাড়ে, কারণ ভাহাদে ভোগ-প্রবণতা বেশি। তাহা ছাড়া, বিনিয়োগ-ব্যয় বাড়াইবার করনীতিকে প্রয়োগ করা যায়। করের প্রকৃতি ও কর-হার সেইক্লপ হও^য দরকার যাহাতে সংকটকালে বেসরকারী বিনিয়োগ বাড়ে, আবার স্ফীতি-কালে বেসরকারী বিনিয়োগ কমে। কর-কাঠামো এক্সপ নমনীয় যাহাতে বাণিজ্যচক্রের গতি অমুযায়ী প্রত্যেকটি করের হার ও দিক পরিবর্ত করা সম্ভব। দেশের কর কাঠামোর মধ্যে **এইরূপ করের ব্যবস্থা রাখিতে পা**রিটে দার্গ্ধর যুগে আণনা-আপনি উহা হইতে আণায় বেশি হয়। আবার সংকট-কালে আপনা-আপনি আণায় কম হয়। বাণিজ্যচক্রের বিভিন্ন স্তরে এই কবগুলি হইতে আণায় নিজ হইতে পরিবর্তিত হইয়া চক্রের প্রকোপ উভয় দিকেই কমাইতে পারে। ইহাদের তাই বলে স্বয়ংক্রিয় স্থায়িত্বদাধনকারী শক্তি (Automatic Stabilisers)।

ফিস্কাল নীতির এই ছুই অঙ্গ-সরকারী ব্যয় নীতি ও করনীতি –বাস্তবে শাল করে বাজেটের (budget) মধ্য দিয়া। প্রতি বংসব বাজেটে সরকাবী ভাষ ও ব্যয় সমান বাখিবার ক্লাসিকাল নীতি পরিত্যাগ না করিলে বাণিজ্যচক্র বিৰোধী ফিদকাল নীতি কাৰ্যকরী করা চলে না। বাজেটে প্রতি বংসর সমতাবিধান করা একান্ত গোঁডামি, বাণিজ্যচক্র বোধ भगकाली**न वाटक**छ করিবার উদ্দেশ্যেই চক্রকালীন বাজেট রচনা করা দরকার বচনাৰ নীতি (cyclical budgeting)। (যমন, সমৃদ্ধির প্রাবল্যকে বাধা দিতে পারিলে আ**সন্ন সংকট রোধ করা যায়, তাই এই যুগে** ব্যয় কমাইয়া আয বাডাইযা বাজেটে **উৰ**ুত্ত রাথা প্রযোজন। সমৃদ্ধি যুগের বাজেট বচনায সমতা বাখিলে চলে না। অপর পক্ষে সংকটকালে ব্যয় বাড়াইযা আয় কমাইযা বাজেটে ঘাট্তি রাথা দরকার। সেই সময়েও বাজেটে সমতার নীতি গ্রহণীয় নয়। উদ্তে বাজেটের সময় যে অর্থ জাঁকিয়া তোলা হইয়াছিল, ঘাট্তি বাজেটের সম্যে তাহা ঢালিয়া দেওয়া দরকার। এইরূপে সমগ্র চক্রকাল লইয়া একটি বাজেট বচনা করা চলে, এই চক্রকালের উভয় দিক লইয়া মিলিভভাবে বাজেটে পূৰ্ণ-চক্ৰকালীন সমতা থাকিলেই চলিবে।

সর্বশেষে, মনে রাথা দরকার যে, বাণিজ্যচক্র শিল্পোণ্ডত ধনতান্ত্রিক অর্থ নৈতিক কাঠানোর অঙ্গ, এই পতন-অভ্নগরের বন্ধুর পহাতেই ধনতান্ত্রিক দেশে স্পীর্ঘকালীন ক্রমপ্রদার ঘটে; নিয়মিত ঝাঁকুনি, উঠানামা কির বিনিয়োগের প্র অস্থিরতা এই প্রকার সমাজের আভ্যন্তরীণ গতি-প্রকৃতির একমাত্র পথ বহিঃপ্রকাশ মাত্র। এইরূপ সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থার মালিকানা ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীদের হাতে, তাঁহারা সমাজের প্রযোজনের কথা না ভাবিয়া নিজ মুনাফার উদ্দেশ্যে উৎপাদন করেন। বিশিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন এই উল্লোক্তাদের বিনিয়োগের পিছনে সারা দেশবগেপী কোন কেপ্রীয় পবিকল্পনা নাই। বাণিজ্যচক্র রোধ করার পত্না হিসাবে কেইন্সেব মত সমর্থন কবিয়া বেশির ভাগ ধনবিজ্ঞানীই আজ্বাদ বলেন যে, বিনিয়োগের সামাজিক

নিয়ন্ত্রণই বাণিজ্যচক্র রোধ করার অন্থতম প্রধান পথ। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রকাব অবস্থা অনুযায়ী বিনিয়োণের সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বিভিন্ন রূপ লইতে পারে, কিন্তু ইহাই একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ উপায়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।*

অনুন্ত দেশ ও বাণিজ্যচক্র ঃ

জন্মত দেশসমূহে বাণিজচেক্র দেশের অভ্যন্তরে ক্বয়ি-উৎপাদনে উঠানামাব উপরেই প্রধানত নির্ভর কবে; শিল্পের সংখ্যা, পরিমাণ ও শিল্পে বিনিযোগ এইরূপ দেশে কম। তবে, অন্তান্থ শিল্পোন্নত দেশসমূহের সহিত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে যোগস্থত্ত থাকায অপর দেশের সমৃদ্ধি ও সংকট উভ্যই অনুন্নত দেশসমূহে প্রবেশ করে।

আধুনিক কালে আন্তর্জাতিক পরিবহন ব্যবস্থার বিশেষ উন্নতি হওযায এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যে আদান প্রদান বাড়িয়া যাওযায় স্বযং-সম্পূর্ণ অর্থ-নৈতিক অঞ্চল আর বিশেষ নাই; বিভিন্ন দেশের অর্থ নৈতিক কাঠামো পরস্পব নির্ভরশীল ও সংযুক্ত। স্থতরাং কোন উৎপন্তি-কেন্দ্র (Epicentre) হইতে স্বন্ধ হইযা ভূমিকম্প যেরূপ বিভিন্ন দিকে ছড়াইয়া পড়ে, অর্থ নৈতিক জগতেও কোন দেশের সংকট বা সমৃদ্ধি এইরূপে বিভিন্ন দেশে ছড়াইতে থাকে; ইহারা কিরূপ ছড়াইবে তাহা নির্ভর করে প্রতিবেশী দেশসমূহের বৈদেশিক বাণিজ্যের শুণক ও ত্বকের আযতনের উপর।

যদি কোন অমুনত দেশ প্রধানত কৃষিজাত কাঁচামাল রপ্তানি করে তাহা হইলে অধিক রপ্তানি এবং বাণিজ্য হারে আমুকুল্যের মাধ্যমে সে আমলানিকাবী উন্নত দেশের সমৃদ্ধিব অংশ লাভ করে। সংকটের সময়ে তাহার ছ্রাবস্থা ছ্ই প্রকারেরঃ (ক) কৃষিজাত কাঁচামালের চাহিদা কমিয়া যাইয়া রপ্তানির উদ্ব্ থাকে না। (খ) সংকটে বিপন্ন উন্নত দেশগুলি হইতে অবিক্রীত দ্রব্যসমূহ আসিয়া তাহার দেশের শিশু শিল্পসমূহকে সমূলে বিনষ্ট করে।

^{* &}quot;In conditions of laissez fairs the avoidance of wide fluctuations in employment may, therefore, prove impossible without a far-reaching change in the psychology of investment markets such as there is no reason to expect. I conclude that the duty of ordering the current volume of investment cannot safely be left in private hands." Keynes, General theory, P. 320.

তবে যদি কোন অস্থ্যত দেশ প্রধানত ক্ববিজাত খাছদ্রব্যের রপ্তানিকারক হয়, তাহা হইলে সংকটের সময়ে তাহার সর্বাধিক স্থবিধা, কারণ উণ্ণত দেশে সংকট আসিলেও সে খাছ ক্রয় করিবেই, স্থরাং অস্থ্যত ক্বিজাত কাঁচামাল অগবা গাছদ্রব্যে বপ্তানি-কারক দামে নিজের প্রযোজনীয় শিল্পজাত দ্রব্য সে ক্রয় করিতে পারিবে: বাণিজ্হোর তাহারই অসুকলে আসিবে, আন্তর্জাতিক

বাণিজ্য হইতে তাহার লাভ বেশি হইতে থাকিবে। উন্নত দেশে সমৃদ্ধি আসিলে অবগ্য তাহার স্ববিধা বিশেষ নাই, কারণ সমৃদ্ধির ফলে খাত্য দ্রব্যের চাহিশা বিশেষ বৃদ্ধি পায় না। ঠিক দেই সমযে শিল্পজাত আমদানি দ্রব্যের দাম বাড়িবার ফলে বাণিজ্যহার তাহার প্রতিকৃলে যায়, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভ কম হইতে থাকে।

अमुनीलनी

- Explain what is meant by trade cycle and describe the different phases of a trade cycle.
 - 2. Describe the characteristics and phases of a typical business cycle.
 - 3. Discuss Schumpeters' theory of Business cycles.
- 4. Discuss the role of Psychological factors in the determination of Business cycles.
 - 5. Examine critically the monetary theory of Trade Fluctuations.
- 6. In what respects the upper and lower turning points of a trade cycle are dissimilar?
- 7. Why Fluctuations are relatively more pronounced in capital goods industries?
 - 8. Critically examine Hayek's monetary over-investment theory.
 - 9. Critically examine Hayek's Ricardo-effect.
- 10. "Keynes's-equilibrium theory provides us with the theoritical framework for a theory of stagnation." Explain.
- 11. Discuss how trade cycle can only be explained through the interaction of multiplier and acceleration.
- 12. "The Trade cycle is best regarded, I think, as being occasioned by a cyclical change in the marginal efficiency of Capital." (Keynes) Explain.
- 13. Discuss the role of monetary factors in aggravating the course of Business Fluctuations.
 - ✓ Discuss the methods of controlling the Trade Cycles.
- 15. Compare and evaluate the role of monetary and Fiscal policies in controlling Trade Fluctuations.

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

International Trade

উৎপাদনের উপাদানসমূহ পৃথিবীর সকল অঞ্চলে সমানভাবে বন্টিত নাই;
কোন অঞ্চলে কোন উপাদানের পরিমাণ বেশি, কোথাও বা উহার পরিমাণ কম।
তাহা ছাড়া, বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদনে বিভিন্ন উপাদানসমূহ কম বা বেশি পরিমাণে
নিয়োগ করা হয। একটি দ্রব্য উৎপাদনের প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহ কোন
অঞ্চলে অধিক পরিমাণে ও কম দামে পাওয়া গেলে উহার উৎপাদন-বয়য়
সেখানে কম পড়ে; উপাদানসমূহের যোগান কম হইলে ও দাম বেশি হইলে দ্রব্যের
উৎপাদন-বয় অধিক হয। স্ততরাং কোন বিশেষ অঞ্চলের উপাদান-লভ্যতা
(Availability of factors) অনুযায়ী সেই অঞ্চল বিশেষ
আঞ্চলিক অমবিভাগ
ধরনের দ্রব্য উৎপাদনে নিযুক্ত হয়; বয়জ্বি থেমন নিজের শক্তি,
সামর্থ্য অনুসারে বিশেষ প্রকার কর্মে বা জীবিকাতে নিযুক্ত থাকে, সেইরূপ কোন
অঞ্চলও এমন দ্রব্য উৎপাদনে উহার সকল উপাদানসমূহ নিয়োগ করে যাহাতে
তুলনামূলক ভাবে, উহার উৎপাদন ক্ষমতা সর্বাধিক বা উৎপাদন-বয়য় সর্বাপেক্ষা
কম।

কিন্তু পৃথিবীতে সকল অঞ্চলসমূহ রাজনৈতিক ভাবে এক রাষ্ট্রের মধ্যে অবস্থিত নছে, বলা যায় যে রাজনৈতিকভাবে পৃথিবী বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভক্ত,
বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে স্থনির্দিষ্ট সীমা নির্ধারিত আছে। এক এই বিষয়ে পৃথক রাষ্ট্রের অধিবাসী ও ব্যবসায়ীদের সহিত অন্থ রাষ্ট্রের অধিবাসী তত্ত্বের দরকাব কি / ও ব্যবসাদারদের পরস্পারের নিকট হইতে ক্রয়-বিক্রয় ও লেনদেন-কে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলা হয়।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে দেশের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য হইতে পৃথক ভাবে আলোচনা করার কারণ কি? কেন এই বিষয়ে পৃথক তত্ত্ব রচিত হইয়াছে ইহার অনেক কারণ আছে। রাজনৈতিক ভাবে রাষ্ট্রবিভাগ রাজনৈতিক কাজ-

কর্মের ক্ষেত্রে বহু প্রকার ও বিভিন্ন ধরনের সমস্থার সৃষ্টি করে। প্রথমত, উপাদানকাবণ ইহা আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য হইতে পৃথক

শধ্যে তাহাদের চলনশীলতা তুলনামূলকভাবে আরও কম।

দশের অভ্যন্তরে কোন অঞ্চলে কোন উৎপাদনের দাম বেশি

হইলে অস্থান্থ অঞ্চল হইতে উপাদানসমূহ সেই অঞ্চলে ধাবিত হয়, ফলে মোটামুটি
ভাবে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে উপাদানের পারিশ্রামিকে অধিক পার্থক্য থাকে না।

কিন্তু বিভিন্ন দেশের মধ্যে শ্রমিক, মূলধন বা উদ্যোগ-ক্ষমতার চলনশীলতা তুলনামূলকভাবে অনেক কম; অস্থা রাষ্ট্রে মজুরি, স্থদ বা মুনাফা অধিক হইলেও উপাদানসমূহ

নিজের রাষ্ট্র ত্যাগ করিয়া অন্য রাষ্ট্রে যাইতে চাহে না।

হনানামূলক চলনশীলতা

ফলে সকল রাষ্ট্রে উপাদানসমূহের পারিশ্রামিকের হার সমান
নহে; বিভিন্ন দেবেরে উৎপাদন ব্যয়ের উপর ইহার বিশেষ অভাব দেখা দেয়।

দ্বিতীয়ত, পৃথিবীর প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই নিজস্ব আর্থিক ব্যবস্থা আছে, এক রাষ্ট্রের টাকা অপর রাষ্ট্রে লেনদেনের কার্যে ব্যবহৃত হয না। স্থতরাং আন্তর্জাতিক ক্ষয়বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এক দেশের টাকাকে অন্থ দেশের টাকায় নিজস্ব আর্থিক ব্যবস্থা দ্ধপান্তরিত করিতে হয়, উপরস্ত এক দেশের টাকার বিনিময়ে অপর দেশের যে পরিমাণ টাকা পাওয়া যায় সেই বৈদেশিক বিনিময় হার বা টাকার বৈদেশিক মৃদ্যুও সকল সময় স্থির থাকে না, তাহার উঠানামা ঘটে।

তৃতীয়ত, প্রত্যেকটি দেশেব মধ্যে অর্থ নৈতিক কাজকর্ম, উৎপাদন, বণ্টন, বিনিময় প্রভৃতিনিয়ন্ত্রণের জন্ম বিশেষ ধরনের আইন-কানুন বা রীতি-নীতি, প্রথা প্রভৃতি প্রচলিত থাকে, তাহাও দেই দেশের উৎপাদন-ব্যযকে পৃথক অর্থ নৈতিক বিশেষভাবে প্রভাবান্থিত করে। প্রত্যেকটি দেশে ব্যাহ্ম ব্যবস্থা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ পৃথক ধরনের, তাহাদের বীতি-নীতি ও যোগ তা পৃথক। স্থতরাং বিভিন্ন দেশের উৎপাদন স্বতন্ত্র পরিবেশে পরিচালিত হয়।

সর্বশেষে, মনে রাখা দরকার যে, আধুনিক জগতে রাষ্ট্রসমূহ প্রত্যেকে নিজস্ব বাণিজ্যনীতি অনুসরণ করে এবং অপর রাষ্ট্র হইতে দ্রব্যসামগ্রী আমদানি-রপ্তানিতে বিভিন্ন ধরনের বাধা নিষেধ আরোপ করে। দেশের পৃথক বাণিজ্য নীতি আভান্তরীণ বাণিজ্যে বিভিন্ন অঞ্চলেরমাল চলাচলের উপর সাধারণত এইরূপ কোন বাধা নিষেধ থাকে না। এই সকল কারণে আন্তর্জাতিক

বাণিজ্যের তত্ত্বকে পৃথক করিয়া আলোচনা করা হয়, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উৎপত্তি, রীতিনীতি ও সমস্থার বিশ্লেষণ এই আলোচনার অন্তর্ভু ক্ত ।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি: উৎপাদন ব্যয়সমূহের অনুপাতে পার্থক্য (The basis of International trade: Difference in cost-ratios):

কেন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উদ্ভব হয বাকেন এক দেশ বিশেষ ধরনের দ্রব্যাদি আমদানি বা রপ্তানি করে তাহা বিশ্লেষণের জন্ম ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীর। উৎপাদনব্যযের পার্থক্য বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, প্রত্যেকটি দেশ

কোন্ ধরনেব দ্রবা আমদানি ও বপ্তানি হইবে শেই দকল দ্রব্যই উৎপাদন করিবে যাহাদের উৎপাদনে তাহার স্বাভাবিক দক্ষতা বা স্থবিধা তুলনামূলকভাবে অধিক। দেই দেশের জলবায়, জমি, খনিজ ও ক্ষিদম্পদ, লোকের চরিত্রগত বৈশিষ্ঠ্য, দক্ষতা, ঘরবাভি, যন্ত্রপাতি, পরিবহন ব্যবস্থা

প্রভৃতির দরণ যে সকল দ্রব্যের উৎপাদন সর্বাপেক্ষা স্থবিধাজনক, সেই দেশ সেই সকল দ্রব্যই উৎপন্ন করিবে। নিজের প্রয়োজনের তুলনায় অধিক পরিমাণে উৎপাদন করিয়া সেই উদ্ধৃত্ত পণ্য রপ্তানি হিদাবে অন্ত দেশে প্রেরণ করিবে এবং অন্ত দেশ হইতে এমন দ্রব্য আমদানি করিবে যাহার উৎপাদনে তাহার স্বাভাবিক স্থবিধার পরিমাণ অপর দেশের তুলনায় কম।*

কি কি ধরনের পণ্য উৎপাদনে কোন দেশের কিন্ধপ স্বাভাবিক স্থবিধা আছে তাহা এই দকল দ্রব্যামগ্রীর উৎপাদন-ব্যয়ের দারা প্রকাশ পায়। একটি দ্রব্য অক্স দেশের তুলনায় কম ব্যয়ে উৎপাদন করিতে পারিলে বুঝা

^{* &}quot;To the question which goods a country will import and which it will export, the classical theory gives the following answer. Each country will produce those goods for the production of which it is especially suited on account of its climate, of the qualities of its soil, of its other natural resources, of the innate and acquired capacities of its people, and—this must be given special emphasis—of the real capital which it possesses as a heritage from its past, such as buildings, plant and equipment, and means of transport. I will concentrate upon the production of such goods, producing more of them than it requires for its own needs and exchanging the surplus with other countries against goods which it is less suited to produce or which it cannot produce at all." Haberler, International Trade P. 125.

ষাইবে যে এই দ্রব্য উৎপাদনে স্বাভাবিক স্থবিধা বেশি বলিষা ব্যয় কম পডিতেছে। এই ব্যয়-পার্থক্য তিন প্রকাবেব হইতে পাবেঃ সমান ব্যয় পার্থক্য, চবম ব্যয়-পার্থক্য এবং তুলনামূলক ব্যয়-পার্থক্য।

(ক) সমান ব্যয় পাৰ্থক্য (Equal difference in costs) :

যদি উভয় দেশেব মধ্যে উৎপাদন-ব্যয়েব অনুপাতে সমান পার্থক্য থাকে, তাহা হইলে সেই অবস্থায় উহাদেব মধ্যে বাণিজ্য চলিতে পাবে না। যেমন, ধবা ষাউক—

A দেশে,	10 দিন পবিশ্রমেব ব্যয়ে	20 ইউনিট ধান, এবং
	10 দিন পবিশ্রমেব ব্যয়ে	30 ইউনিট কাপড উৎপন্ন হয,
আবাব, B দেশে,	10 দিন পবিশ্রমেব ব্যযে	30 ইউনিট ধান, এবং
	10 দিন পরিশামের রায়ে	45 ইউনিট কাপড উৎপন্ন হয়।

এমতাবস্থায়, A দেশে 1 ইউনিট ধানেব বিনিময়ে 1 ট্র ইউনিট কাপড পাওয়া যায়, কাবণ উভযেব উৎপাদন-ব্যয় সমান। B দেশে উভয় দ্রব্যেব আভ্যন্তবীণ বিনিময় হাব হইল 1 ধান: 1 ট্র কাপড। এই অবস্থায় উভয় দেশে দ্রব্যেব মধ্যে ব্যয়েব অনুপাত সমান হওয়ায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য স্থক হইতে পাবে না, কাবণ কেহ কোন দ্রব্য বিদেশে পাঠাইয়া নিজেব দেশে যাহা পাওয়া যায় তাহাব অবিক অন্তর্প্ত পাইতে পাবে না। অবশ্য এই অবস্থাতেও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য স্থক হইয়া গেলে উপাদানেব নিযোগে দিক পবিবর্তন ঘটিলে, উৎপাদন ব্যয়ে পবিবর্তন আদিবে, বায় পার্থকে,ব অনুপাত সমান থাকিবে না, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যেব সম্ভাবনা উন্মুক্ত হইবে।

(খ) চরম ব্যস্থ পার্থক্য (Absolute difference in costs) :

যদি উভয দেশেব মধ্যে দ্রব্যসামগ্রীব উৎপাদন-ব্যযেব অনুপাতে চবম পার্থক্য থাকে, তাহা হইলে উভযেব মধ্যে বাণিজ্য হওয়া সম্ভবপব। যেমন, ধবা ষাউক—

A দেখে,	10 দিন পবিশ্রমেব ব্যযে	20 ইউনিট ধান, এবং
	10 দিন পবিশ্রমেব ব্যযে	10 ইউনিট কাপড উৎপন্ন হয।
B (97%)	10 দিন পবিশ্রমেব ব্যযে	10 ইউনিট ধান, এবং
	20 দিন পবিশ্রমেব ব্যযে	20 ইউনিট কাপড উৎপন্ন হয।

A দেশেব মধ্যে 1 ইউনিট ধানেব বদলে র ইউনিট কাপড পাওয়া যায, B দেশের মধ্যে 1 ইউনিট ধানেব বদলে 2 ইউনিট কাপড় পাওয়া যায়। A দেশেক

ধান উৎপাদনে চরম স্বিধা এবং B দেশের কাপড় উৎপাদনে চরম স্ববিধা। উৎপাদন ব্যয়েও চরম পার্থক্য; A দেশ ধান উৎপাদনে, B দেশ কাপড় উৎপাদনে তাহাদের সকল উপাদান নিয়োগ করিবে। এইরূপে উভয় দেশের নিজম্ব স্বাভাবিক স্ববিধা অনুযায়ী উপাদান নিয়োগের ফলে উভয় দ্বব্যের উৎপাদনের পরিমাণই বৃদ্ধি পাইবে। পূর্বে যে-ব্যয়ে 20+10=30 ইউনিট ধান এবং 10+20=30 ইউনিট কাপড় উৎপন্ন হইতেছিল, বাণিজ্যের দরুণ আঞ্চলিক শ্রমবিভাগের ফলে সেই একই ব্যয়ে 20+20=40 ইউনিট ধান এবং 20+20=40 ইউনিট কাপড় উৎপন্ন হইবে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বহুলাংশ এইরূপ চরম ব্যয়-পার্থক্যের উপর নির্ভব করে; পৃথিবীর শীতপ্রধান দেশের ও গ্রীম্মপ্রধান দেশের উৎপন্ন দ্ববাদিব মধ্যে বিনিম্ব ও বাণিজ্যের দিকে লক্ষ্য করিলেই ইহা বৃঝা যায়।*

(গ) তুলনামূলক বায় পার্থক্য (Comparative difference in costs):

উৎপাদন ব্যযে চনম পার্থক্য না থাকিষা তুলনামূলক পার্থক্য থাকিলেও উভয় দেশেন মধ্যে বাণিজ্য চলিতে পারে। যেমন, ধরা যাউক —

A দেশে, 10 দিন পরিশ্রমের ব্যযে 20 ইউনিট ধান. এবং
10 দিন পবিশ্রমের ব্যযে 20 ইউনিট কাপড় উৎপন্ন হয়,
B দেশে, 10 দিন পরিশ্রমের ব্যযে 20 ইউনিট ধান, এবং
10 দিন পরিশ্রমের ব্যযে 30 ইউনিট কাপড় উৎপন্ন হয়।

A দেশে উভয দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যযের অনুপাত হইল 1:1 এবং এই হাবেই দেশেব মধ্যে উহাদের বিনিম্য হইতে থা কিবে। কিন্তু B দেশে উভয় দ্রব্যেই উৎপাদন-ব্যযের অনুপাত হইল 1:1}, দেশের অভ্যন্তরে উহাদের এই হারেই বিনিম্য হয়। কোন দেশেবই কোন দ্রব্য উৎপাদনে চর্ম স্থাবিধা নাই, তুলনামূলক ভাবে B দেশের কাপড় উৎপাদনে স্থাবিধা বেশি। যেহেছু

^{* &}quot;The classical doctrine assumes that labour is completely mobile within a country and therefore distributes itself among the different branches of production in such a way that its marginal productivity is everywhere equal to its wage. This rule does not apply to international trade, since labour is not mobile between countries. This immobility of factors between two countries clearly will not matter if the distribution of labour between them happens to be the same as that which would come about under complete mobility. In such circumstances an exchange of goods will take place only if each of the two countries can produce one commodity at an absolutely lower production cost than the other country.....A large part of world trade rests upon absolute differences in cost. One thinks at once of the trade between the temperate zones and the tropics.....The same applies to the exchange of goods between agricultural countries with fertile land an 1 industrial countries with deposits of coal and iron." Haberler, International Trade P. 127-28.

ष्ट्रे (मर्मंत्र मर्स्य) छेख्य सर्वात छे९भामरन जूननामूनकर्जात वारा-भार्थका पाहरू সেইজন্ম উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্য চলিতে পারিবে। তুলনালক ব্যয়-A দেশের ব্যবসায়ীগণ l ইউনিট ধানের বদলে নিজের পার্যকোর নীজি দেশে 1 ইউনিট কাপড় পায়, তাহারা B দেশ হইতে 1 ইউনিট কাপড়ের কিছু বেশি পাইয়া 1 ইউনিট ধান রপ্তানি করিবে। অপরদিকে B দেশের ব্যবসায়ীগণকে l ইউনিট ধান পাইতে হইলে নিজের দেশে 1½ ইউনিট কাপড় দিতে হয়, তাহারা 1½ ইউনিট কাপড়ের কিছু কম বিদেশে রপ্তানি করিয়া 1 ইউনিট ধান আমদানি করিবে। স্থতরাং A দেশের উৎপাদকগণ ধানের র**প্তানিতে ও কাপ**ডের আমদানিতে আত্মনিয়োগ করিবে: অপরপক্ষে B *দো*শব উৎপাদকগণ কাপডের রপ্তানি ও ধানের আমদানি করিতে থাকিবে। ধবা যাউক. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য স্থক্ক হইবার পরে উভয় দ্রব্যের বিনিমযের অনুপাত হইয়াছে f 1 ইউনিট ধানf = f 1 ইউনিট কাপড়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে f A দেশ প্রতি ইউনিট ধান রপ্তানি করিয়া 🖟 ইউনিট লাভ (gain) করিতেছে ; B দেশেও প্রতি 1 ই উনিট ধানের আমদানিতে 🕯 ইউনিট কাপ লাভ (gain) হইতেছে। উভয় দেশেই উপাদান-সমূহের নিয়োগে পুনবিভাস হইতেছে, A দেশের উৎপাদকগণ কাপডের উৎপাদন হইতে উপাদানসমূহ অপসারণ করিয়া উহাদের ধানের উৎপাদনে নিয়োগ করিতেছে; В দেশের উৎপাদকেরা ধানের উৎপাদন হইতে উপাদানসমূহ অপসারণ করিয়া উহাদের কাপড়ের উৎপাদনে নিয়োগ করিতেছে। উভয়ের স্বাভাবিক স্থবিধা অনুযায়ী উৎপাদন হওয়ায় এবং আঞ্চলিক শ্রমবিভাগ প্রবর্তিত হওয়ায় উভয় দেশের শ্রমিক-দক্ষতা ও উভয দ্রব্যের উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে এবং ফলে, উভয় দেশের জনসাধারণের আয়স্তর ও জীবনযাত্রার মান উন্নত হইতেছে।*

This means that country I has absolute superiority over country II in both goods but that its superiority is greater in A than B." Haberler, International Trade, P. 129.

^{* &}quot;The theorem can be expressed algebraically. Let us call the labour-cost of good A in the country I a_1 and in country II a_2 , and the labour-cost of good B in country I b1 and in country II b2, Then there is an absolute difference in costs if $a_2^I < I < b_2^I$. Country I has an absolute advantage over country II in A, and country II has an absolute advantage over country I in B. Here is a comparative difference in costs if $a_2^I < b_2^I < I$. This makes that country I has absolute superiority, over country II in

সমালোচনা: — অনেকে বলেন যে এই তত্ত্ব আলোচনার সময় এমন সব বিষয় ধরিয়া লওয়া হইয়াছে (Assumptions) যাহাদের কোন সত্যতা নাই। কিন্তু যদি স্বীকার্য বিষয়সমূহ একে একে অপসারণ করা যায়, তাহা হইলেও তুলনামূলকব্যয়ের নীতি বা এই নিয়ম আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কারণ ব্যাখ্যার পক্ষে সঠিক বিশ্লেষণ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। (১) সমালোচনাও তাহার উত্তর

যে কোন দেশের মধ্যে যে সকল দ্রব্যসমূহের ব্যয় তুলনা-

মূলকভাবে অন্ত দেশগুলির ব্যয় হইতে কম, সেগুলি রপ্তানি হয়, এবং যে সকল দেশের ব্যয়ের তুলনায কম সেই সকল দেশেই উহাদের রপ্তানি হইয়া থাকে। (২) শ্রমশক্তির হিদাবে উৎপাদন-ব্যয় হিদাব না করিয়া টাকার হিদাবে দ্রব্যের প্রান্তিক ও গড় ব্যযের হিসাব করিলেও তুলনামূলক ব্যয়ের নীতির মুলকেন্দ্র সঠিক বলিয়া ধরা যায়। কারণ, টাকার সাহায্যে হিসাব করিলেও ইছা ভুল নয় যে, যে সকল দ্রব্যসামগ্রী অধিক ব্যয়ে নিজের দেশে উৎপন্ন করিতে হয আমরা তাহা বিদেশ হইতে আমদানি করার চেষ্টা করি এবং উহার বিনিম্যে আমাদের দেশ হইতে সেই দ্রব্যই রপ্তানি করি যেগুলির উৎপাদন-ব্যা কম। দেশের পক্ষে এই নীতি যে লাভজনক, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। (৩) ক্লাসিকাল তত্ত্ব ধরিষা লইতেছে যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য স্থক্ক হইবার পরেও দেশে উপাদান-নিয়োগে পুনবিস্থাস সমান থাকে, এবং কোন দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি বা হ্রাসের দরুণ ইউনিট-প্রতি উৎপাদন ব্যয়ে কোনও রূপ পরি-বর্তন হয় না। বাস্তব জীবনে কিন্তু ইহা সত্য নয়, উৎপাদন ব্যয় বাড়িতে কমিতেও পারে। কিস্তু পারে বা তাহা**তেও** প্রতিদানের নিয়ম ও হিসাবে তুলনামূলক ব্যয়ের নীতি ভুল বলিয়া প্রমাণিত হয় না। তুলনামূলক বায় পার্থক্যের নীতি উভয় দ্রব্যেরই উৎপাদন-ব্যয় বাড়িতে থাকিলে

এমন এক সময় আসিবে যখন ব্যয়-পার্থক্য বিলুপ্ত হইবে, বাণিজ্যে লাভ না থাকায় উভয় দ্রব্যের আমদানি-রপ্তানিই বন্ধ হইয়া ঘাইবে। অর্থাৎ সেই সমযে তুলনামূলক ব্যয়-পার্থক্য না থাকায় বাণিজ্য চলিবে না। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে বহুদ্রব্য লইয়া বাণিজ্য চলে, কাহারও উৎপাদন-ব্যয় বাড়ে বা কাহারও কমে, উপাদানের পূর্ণ নিয়ােশ হইয়া গেলে উৎপাদন আর বাড়ান যায় না, উৎপাদন-ব্যয়েও বিশেষ পরিবর্তন আসে না, স্কতরাং এক দেশের সহিত অন্ত দেশের বাণিজ্য সর্বদাই চলিতে পারে এবং তুলনামূলক ব্যয়-

পার্থক্যই তাহার কারণ। উৎপাদন-ব্যয়ে ব্রাস বৃদ্ধি ব্যয়-পার্থক্যের পরিমাণে ব্রাস বৃদ্ধি ঘটাইয়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভের পরিমাণ বাড়ায় বা কমায়। (৪) বলা হয় যে, ক্লাসিকাল তত্ত্ব পরিবহন-ব্যয়ের হিসাব করে না, স্লতরাং ইহা সম্পূর্ণ বাস্তব অবস্থাবিচ্যুত ধারণা। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে,

ব্রত্থাবিদ্যালয় প্রবিধার জন্মই পরিবহন-ব্যয়ের হিসাব এই
পরিবহন ব্যয় ও
তুলনামূলক ব্যয়
তত্ত্বের মধ্যে নাই। পরিবহন-ব্যয় ধরিয়া লইলে এই
পার্থক্যের নীতি নীতিকে এইরূপ বলা যায় যে, দ্রব্যের পরিবহন-ব্যয় হইতে
উভয় দেশের উৎপাদন-ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্যটুকু অধিক
হইলেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্ভব। অবশ্য পরিবহন-ব্যয় আন্তর্জাতিক

হুইলেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্ভব। অবশ্য পরিবহন-ব্য়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণ ও উহা হুইতে লাভের আয়তন কমাইয়া দেয়, ইহা অবশ্যই বলা চলে।

এই ভব্ৰের কয়েকটি দিক (Certain aspects of this doctrine)

(ক) প্রতিশানের নিয়ম ও তুলনামূলক ব্যয়ের তত্ত্ব (Laws of Returns and the doctrine of comparative costs):

ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীরা সমহার প্রতিদানের নিয়ম ধরিয়া লইয়া এই তত্ত্ব গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। উপরের উদাহরণে আমরা দেখিয়াছি যে, A দেশের উৎপাদকেরা ধানের উৎপাদনে সকল উপকরণ নিয়োগ করিতে থাকিবে এবং কাপড়ের উৎপাদন হইতে উপকরণ সরাইয়া আনিতে থাকিবে। অপরপক্ষে, B দেশের উৎপাদকেরা ধানের উৎপাদন হইতে উপকরণ সরাইয়া কাপড়ের উৎপাদনে

সমহার প্রতিদানের নিযম ও এই তত্ত্ব নিয়োগ করিতে থাকিবে। তাহাদের উভয় দ্রব্যের প্রান্তিক ব্যয়ে কোন দেশে কোনরূপ পরিবর্তন আসে না, অর্থাৎ

সমব্যয়ের নীতি কার্যকরী হইতে থাকিবে। এইরূপ ঘটিলে ব্যয়ের অমুপাতে প্রথমে যে পার্থক্য ছিল, অর্থাৎ যে পার্থক্যের দর্রুণ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য স্থরু হইতে পারিয়াছিল, সেই পার্থক্য অনস্তফাল ধরিয়। চলিতে থাকিবে। A দেশ ধানের উৎপাদন ক্রমাগত বাড়াইলে এবং কাপড়ের উৎপাদন ক্রমাগত কমাইলে ব্যয়ের অমুপাতে কোন পার্থক্য আসে না, B-র ক্লেকেও দেইরূপ। উভয় দেশের মধ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসার চলিতেই থাকিবে, কারণ ব্যয়পার্থক্য কথনই মিলাইয়া যাইতেছে না।

কিন্তু এইক্লপ অবন্ধা ধরিয়া লওয়া চলে না, ইহা অতি অবাস্তব ব্যাপার।

সাধারণভাবে আমরা মনে করিতে পারি যে, দ্রব্যের উৎপাদন ক্রমাগত বাডাইলে ক্রমন্ত্রাসমান প্রতিদানের নিয়ম (Law of Diminishing Returns) দেখা দেয়। অর্থাৎ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসারের ফলে ক্রমাগত A দেশে ধানেব প্রান্তিক ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে ও কাপড়ের প্রান্তিক ব্যয় কমিবে: আবার B দেশে কাপড়ের প্রান্তিক ব্যয় বাড়িবে ও ধানের প্রান্তিক ব্যয় হ্রাস পাইবে। কিছনিন পরে দেখা যাইবে উভয় দেশেই উভয় দ্রব্যের ব্যয়-পার্থক্যের অমুপাত সংক্রচিত হুইয়া আদিষাছে, ক্রমে এই পার্থক্য বিলুপ্ত হুইয়া গিয়াছে। А পেশে ধানেব উৎপাদন বায় বাড়িতেছে, কিছুদিন পরে A দেখিবে আর ধান ক্রমহাসমান প্রতিদানেব রপ্তানিতে লাভ (gain) নাই, এদিকে নিজের দেশে কাপডেব নিযম ও এই তত্ত্ব ব্যয় কমিয়াছে, B হইতে আরু কাপড আমদানি না করিয়া (B তে ব্যয় বাড়িয়াছে) নিজের দেশে কিছু কাপড় উৎপাদন করা ই স্থবিধাজনক। ঠিক এইক্লপ, B দেশে ধান উৎপাদন কমাইয়া দেওয়ায় উহার উৎপাদন-বয়ে হাদ পাইযাছে, কাপড়ের উৎপাদনব্যয় বাড়িয়াছে, A-র সহিত তুলনামূলক ব্যয়-পার্থক কমিয়া আদিযাছে। যতদিন না উভয় দেশে উভয় দুবের কখন বিশেষায়ণ ব্যয় পার্থক্যের অনুপাত সমান হয, ততদিন পর্যন্ত আন্তর্জাতিক সম্পূৰ্ণ হয় না বাণিজ্য চলিতে থাকিবে। কিন্তু উৎপাদনব্যয় বৃদ্ধির নিয়ম কার্যকরী হওয়ায় বিশেষায়ণ সম্পূর্ণ হইতে পারিবে না, ছইটি দ্রব্যই ছই দেশে কিছুটা পরিমাণে অন্তত উৎপন্ন হইতে থাকিবে। *

ক্রমবর্ধমান প্রতিদানের নিষম কার্যকরী হইলে, অর্থাৎ প্রান্তিক ব্যয় কমিতে থাকিলে বিষযটি একটু জটিল হইষা পড়ে। অনেকে আছেন, যাহারা ক্রমবর্ধমান প্রতিদান ঘটিতেই পারে না বলিষা মনে করেন। তাহাদের মত সম্পূর্ণ মানিয়া লওয়া চলে না। কোন কোন ক্ষেত্রে, সাবারণ নিয়মের বহির্ভূত হইলেও এই নিয়ম কার্যকরী হয় বলিয়া দেখা যায়, এবং সেই সকল ক্ষেত্রেব আলোচনাও আমরা একেবাবে বাদ দিতে পারি না। গ্রাহাম (Graham)

^{*} আরও ছুইটি কারণে বিশেষাযণ সম্পূর্ণ না হইতে পারে। (ক) যদি ধান বা কাপড়ের মান কিছু অংশ বিশেষ ভাগমম্পন্ন বা অত্যন্ত ভাল ধরনের হয়, তবে বেশি ব্যয় ও দাম থাকিলেও বাহিরের বাজারে উহা কিছুটা বিক্রয় হইতে পারে, তাই দেশের মধ্যে উহার উৎপাদন চলিতে থাকিতে পারে। (৩) শুক্ষ বা বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের সাহায্যে রাষ্ট্র তেমন ক্রব্যের উৎপাদন চালাইতে পারে যাহা সাধারণ অবস্থার এই নীতি অধুযারী উৎপন্ন হইত না। শিশুশিল বা জাতির পক্ষে প্রয়োজনীয় শিলের ক্ষেত্রে এইরাপ দেখা যায়।

বলিয়াছেন যে, ক্রমবর্ধমান প্রতিদানের নিয়ম কার্যকরী হইলে ক্লাসিকাল এই তত্ত্ব

ক্রমবর্ধমান প্রতিদানের
নিয়ম ও এই তত্ত্ব

উহা আর মানিয়া লওয়া চলে না। তিনি গণিতের একটি
উদাহরণের সাহায্যে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, ছ্ইটি
দেশের মধ্যে তুলনামূলক ব্যয়ের নীতি অনুযায়ী বাণিজ্য হুরু হইলে উহার মধ্যে
একটি দেশকে হয়তো এমন শিল্পের উৎপাদন ছাড়য়া দিতে হইল যেখানে
ক্রমবর্ধমান প্রতিদান কার্যকরী হইতেছিল এবং উপকরণগুলিকে এমন শিল্পে লইয়া
আগিতে হইল যেখানে ক্রমন্তাসমান প্রতিদান ঘটিবে। তাঁহার মতে, রুমিপ্রধান
দেশগুলিরই এই অবস্থা। যেমন, তারত যদি তুলনামূলক ব্যয়ের নীতি সম্পূর্ণ
মানিয়া চলে, তবে হয়তো তাহাকে ক্রমন্তাসমান প্রতিদান-শীল চা-শিল্পের প্রসার
ঘটাইতে হইবে কিন্তু ক্রমবর্ধমান প্রতিদানশীল কোন শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন
ক্রমাইতে হইবে। শিল্পপ্রধান দেশগুলির অবস্থা এই বিষয়ে খুবই স্ববিধাজনক—
যে সকল শিল্পে ব্যয় হ্রাস পায়, তাহারা সেই শিল্পগুলির প্রতিষ্ঠা বা প্রসার
করিতে থাকিবে।

প্রাহানের এই বক্তব্য আমর। মানিয়া লইতে পারি না। দীর্ঘকালে কোন
শিল্পে ক্রমবর্ধমান প্রতিদান চলিতে পারে না; কিছুকাল পরেই অবশুস্তাবী নিয়ম
অনুসারে ক্রমহাসমান প্রতিদান স্বরু হয়। এই নিয়মের
কিন্তু আমরা পূর্ণ
প্রতিযোগিতা ধরিয়া
লইতে পারি না
পূর্ণ প্রতিযোগিতা বিলুপ্ত হয় এবং একচেটিয়া দেখা দেয়।
কোন শিল্পে একচেটিয়া দেখা দিলে উহা নিশ্চয়ই উৎপাদনের
পরিমাণ হ্রাস করিবে এবং দাম বাড়াইয়া রাখিবে, ও সেই দামে চাহিদা অনুযায়ী
যোগান দিতে থাকিবে।

একটি কথা মনে রাখা দরকার। যদি ব্যয়সংকোচের স্থবিধা পাইতেছে এইরূপ কোন শিল্প অর্থাৎ ক্রমন্ত্রাসমান ব্যয়ের অধীন কোন শিল্প বিদেশী প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইয়া পড়ে, প্রতিযোগিতার হটিয়া বাফ ব্যরসংকোচ গিয়া উৎপাদন কমাইতে বাধ্য হয় ও ফলে উহার ব্যয় বাড়ে, তখন তাহাকে সাময়িকভাবে সংরক্ষণী শুল্ক দিয়া রক্ষা করা দরকার। এইরূপ শুল্কের সাহায্যে উহাকে বাঁচাইয়া প্রসারের

স্থযোগ দিলে নিশ্চয় সে বাহু ব্যয়সংকোচের স্থবিধা কিছুটা লাভ করিতে পারিবে।*

আন্তর্জাতিক মূল্যের ভন্ধ: বাণিজ্য হার (Theory of International values: The terms of trade):

আন্তর্জাতিক মূল্যতত্ত্ব ও বাণিজ্যহার (Terms of trade) সম্পর্কীয় আলোচনা করেন জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল এবং তাহার এই আলোচনাকে ক্লাসিকাল তুলনামূলক ব্যয় তত্ত্বের উপসিদ্ধান্ত (Corollary) হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

উভয় দেশে দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন-ব্যয়ের অনুপাতে তুলনামূলক পার্থক্যই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি। যে দেশ যে দ্রব্য অন্ত দেশের তুলনায কম ব্যয়ে উৎপাদন করিতে পারিবে. সেই দেশ সেই দ্রব্য উৎপাদনে সকল উপাদান নিয়োগ করিবে এবং উৎপন্ন দ্রব্য অন্য দেশে রপ্তানি করিবে: নিজের দেশে অন্য দেশের তুলনায় যে দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় বেশি তাহা সে আমদানি করিবে। রপ্তানি मृद्यात विनिम्पय ए शहर एम जाममानि शहरव. ज्रशीर বাণিজ্যহাব কাহাকে রপ্তানি ও আমদানির বিনিময়ের অনুপাতই হইল বাণিজ্য-বলে হার। তুলনামূলক ব্যয় পার্থক্যের মধ্যে যে কোন বিন্দুতে বাণিজ্যহার নির্ধারিত হইতে পারে। যেমন, A দেশে ধান ও কাপডের ব্যয়ের অনুপাত হইল 1 ধান: 1 কাপড়, B দেশে উহাদের ব্যয়ের অনুপাত হইল 1 ধান : $1\frac{1}{6}$ কাপত। 1 ইউনিট ধান রপ্তানি করিয়া কি পরিমাণ কাপড আমদানি করা হইল (যেমন, 1_{12}^{12} , 1_{8}^{1} , 1_{4}^{1} , 1_{8}^{1} ইত্যাদি) রপ্তানি ও আমদানির এই অনুপাতকেই বাণিজ্য-হার বলা হয়। এই বাণিজ্যহার হইতেই অন্ত দেশেব দ্রব্যের হিসাবে নিজের দ্রব্যের আন্তর্জাতিক বিনিময়-মূল্য বোঝা যায়।

^{* &}quot;It follows that decreasing costs due to internal economies are consistent, in the long run, with free competition. This important fact removes the foundations of Graham's argument, for his theory rests upon the assumption of free competion...It may happen that an industry is already benefiting from external economies, and could obtain increased benefit by a further expansion which is impeded by competition...The vicious circle described by Graham makes its appearance. But the industry could survive, and could obtain further benefits from external economies by expanding, if it were temporarily potected by a tariff." Haberler, International Trade, P. 204-207.

দ্রব্যের আন্তর্জাতিক মূল্য বা বাণিজ্য-হার নির্ভর করে পারস্পরিক চাহিদার শক্তির উপর। A-এর দ্রব্যের জন্ত B-এর চাহিদা যদি B-এর দ্রব্যের জন্ত B-এর চাহিদা যদি B-এর দ্রব্যের জন্ত A-এর চাহিদা হইতে অধিক শক্তিশালী হয় তাহা হইলে বাণিজ্যহার B-এর প্রতিকূলে যাইবে (রপ্তানি বিনিময়ে উপর B দেশ আমদানির পরিমাণ কম পাইবে); এবং A-এর অন্তর্কলে আসিবে (রপ্তানির বিনিময়ে A দেশ আমদানির পরিমাণ বেশি পাইবে। আবার A-এর দ্রব্যের জন্ত B-এর চাহিদা যদি B-এর দ্রব্যের জন্ত A-এর চাহিদা হইতে কম শক্তিশালী হয় তাহা হইলে বাণিজ্যহার B-এর অন্তর্কলে আসিবে এবং A-এর অনুকূলে যাইবে। অন্তের দ্রব্যের জন্ত নিজের দেশে চাহিদার ন্থিতিস্থাপকতা এবং নিজের দ্রব্যের জন্ত অন্তর্গলে আনিব প্রিম্যাপকতা— এই স্কুই বিষয়ের উপর বাণিজ্য-হার নির্ভর করে। বাণিজ্য-হার বি-এর প্রতিকূলে আসিলে সে মিইটনিট ধানের বদলে, ধরা যাউক, মিই ইউনিট

বাণিজ্য-হারকে নিম্নলিখিত সমীকরণের আকারে প্রকাশ করা যায়:

কাপড় পাইবে ; বাণিজ্যহার A-এর প্রতিকূলে আসিলে দে 1 ইউনিট ধানের বদলে.

আমদানির মূল্য বাণিজ্য-হার = রপ্তানির মূল্য

ধরা যাউক, 1 💤 ইউনিট কাপড পাইবে।

> বাণিজ্য হার = — — । রপ্তানির দাম

হতরাং বাণিজহোর জানিতে হইলে রপ্তানি দ্রব্যের দাম ও আমদানি দ্রব্যের দাম তুল না করা দরকার হয়। ইহা কিন্ধপে করা যায় ? কাছাকাছি কোন একটি বৎসরকে মূল বৎসর ধরিয়া লইয়া রপ্তানি-দামের বাণিজ্যহারের স্চক স্থচক ও আমদানি-দামের স্থচক তৈয়ার করিতে হয় (Index of export prices and Import prices)। ইহার পরে এই ছুইটিতে প্রতি বৎসর কতথানি পরিবর্তন আসিয়াছে তাহার হিসাব করিয়া (আমদানি দামের স্থচক ন্ত্রপানি-দামের স্থচক) একটি ভৃতীয়

স্ফুচক সংখ্যা গঠন করা হইল। এই তৃতীয় স্ফুচক সংখ্যাটির সাহায্যে আফ্র জানিতে পারি যে, আমদানির দামগুরের তুলনায় রপ্তানির দামগুরে কিরু পরিবর্তন হইয়াছে। ইহাকেই বলে বাণিজ্যহারের স্ফুচক (Index number $_0$ the Terms of the Trade)।

কোন একটি দেশের দিক হইতে দেখিতে গেলে বাণিজ্যহার খুবই গুরুত্ব বিষয়। বাণিজ্যহারের কোন বিদ্ধপ পরিবর্তন বাণিজ্য হইতে সেই দেশের লাভ (gains from trade) কমাইয়া দেয়, ফলে জাতীয় আয়ের পরিমাণ হ্রাস পাষ যেমন, মনে কর, পৃথিবীর বাজারে যদি চা-এর চাহিদা ব্রাস পায় ও দাম ক্ষে ভবে ভারতের দিক হইতে দেখিতে গেলে, পূর্বের পরিমাণ আমদানি আনিছে হইলে বেশি পরিমাণে চা পাঠাইতে হইবে। বাণিজ্যহারের গুক্ত, উৎপাদকের আয় हाम পাইবে, এই শিল্পে মজুরি । ক্রাতীয় আয়ের উপর মাহিনার হার কমিয়া আসিবে, ফলে অক্সান্ত শিল্পে প্রভাব আয়ও কমিয়া যাইবে। অপরপক্ষে, বাণিজ্যহার ভারতে অফুকুল হইলে আয় ও কর্মসংস্থান শুর উপরে উঠিবে। বেন্হামের ভাষা ব্লিতে গোলে "The real income per head of a country depende mainly on its output per head and partly on its terms of trade."

করেকজন ধনবিজ্ঞানীদের মতে (যেমন, Graham) আন্তর্জাতিক মূল সম্পর্কীয় এই ক্লাসিকাল তত্ত্ব কেবলমাত্র প্রায় সমশক্তিসম্পন্ন দেশসমূহের পারস্পবিধ বাণিজ্যহারের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা চলে। বৃহৎ দেশে এবং সমালোচনা ক্ষুদ্র দেশের মধ্যে বাণিজ্যহাব পারস্পরিক চাহিদার দ্বাব নির্ধারিত হয় না, কারণ ক্ষুদ্র দেশের মোট উৎপাদন বৃহৎ দেশের চাহিদার অতি অর অংশ অথবা ক্ষুদ্র দেশের মোট চাহিদাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়াই বৃহৎ দেশ উৎপাদন চালাইয়া যাইতে পারে।

আন্তৰ্গতিক বাণিজ্য ইইতে লাভ (The gains from Foreign Trade):

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে পৃথিবীর সকল দেশ সর্বাপেক্ষা কম ক^{্ষ} দ্রবসোমগ্রী উৎপাদনে নিযুক্ত থাকে, এবং সকল দেশই রপ্তানি দ্বারা অপর ^{দেশ} হুইতে কম দামে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী আমদানি করে। নিজের দেশে ইংপাদন করিতে ছইলে যে ব্যয় করিতে হইত এবং ফলে যে দাম দিতে হইত, তাহা

াট লাভ নির্ভর করে:

অপেক্ষা অনেক কম দামে সে দ্রব্যসামগ্রী পাইতে পারে।

বাণিজ্যের মোট

শতরাং ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের অভিমতে আন্তর্জাতিক
প্রিমাণের উপর

বাণিজ্যের পরিমাণ যত বৃদ্ধি পাইবে, সকল দেশের মোট

দাত তত বাড়িবে। পরিবহন-ব্যয় ও বাণিজ্য-শুদ্ধ হাদের ফলে আন্তর্জাতিক

বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভেব পরিমাণও
বাভিবে।

বাভিবে।

অবিহন-ব্যয় ও বাণিজ্য হইতে লাভেব পরিমাণও
বাভিবে।

মান্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে প্রত্যেকটি দেশ স্বতন্ত্রভাবে কিন্ধপ লাভ করে,
ফর্থাৎ মোট লাভ কিন্ধপে বাণিজ্যকারী দেশগুলির মধ্যে বিভক্ত হইয়া যায় ?
কোন্ দেশ কি পরিমাণ লাভ করিতে পারিবে তাহা কয়েকটি বিষয়ের উপর
নির্ভর করে।

थ्रथमण, हेहा निर्ख्त करत छूटे *(म्रा*न्त क्षार्ताप्त्राप्तान वार्यत मर्या जूननामूनक পার্থক্যের পরিমাণের উপর। যদি ছুইটি দেশের তুলনামূলক বায়ের অনুপাতে অধিক পার্থক্য থাকে, তাহা হইলে প্রত্যেকেরই লাভের हेरशानन वाद्य छलन् পরিমাণ বেশি হইবার সম্ভাবনা; উৎপাদন-ব্যয় সমূহের মধ্যে মূলক পার্থক্যের প্ৰিমাণেব উপর পার্থক যত বেশি, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভও তত অধিক। উৎপাদন ব্যয়ের অনুপাতে এই পার্থক্য নির্ভর করে প্রধানত উভয় দেশে শ্রমিক শ্রেণীর উৎপাদনক্ষমতা ও দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণের উপর। আমাদের আমদানি দ্রব্যগুলির উৎপাদনে নিযুক্ত বিদেশী শ্রমিকদের দক্ষতা ও উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি পাইলে আমাদের লাভ অধিক হইতে থাকিবে (কারণ আমরা এক্ট পরিমাণ রপ্তানি করিয়া বিদেশী দ্রব্য বেশি পরিমাণে আমধানি করিতে পারিব) ; আমাদের রপ্তানি দ্রব্যগুলির উৎপাদনে নিযুক্ত দেশীয় শ্রমিকদের উৎপাদন ক্ষ্মতা বৃদ্ধি পাইলে বিদেশ অধিকতর লাভ করিতে পারিবে (কারণ বিদেশ হইতে একই আমদানির বিনিময়ে আমরা অধিকতর দ্রব্য রপ্তানি করিব)।

দিতীয়ত, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভ নির্ভর করে বাণিজ্য হারের ^{উপর।} যে হারে এক দেশ নিজের রপ্তানি দ্রব্যের পরিবর্তে বিদেশ হইতে

মনে রাথা দরকার যে, জার্মানীর ঐতিহাসিক মতবাদ এই তত্তের বিরোধিতা করিতেন। ^{তাহাদে}ব মতে বর্তমানে অবাধ বাণিজ্যের ধারা সম্পদ বৃদ্ধি অপেকা বর্তমানে বাণিজ্য শুক্তের ^{ধাবা দে}শের উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়াইয়া তোলা দেশের পক্ষে অধিকতর লাভজনক ইইতে পারে।

আমদানি দ্রব্য পায়, তাহাকে বাণিজ্যহার বলা হয়। নিজের দেশের কম
দ্রব্যেব বিনিম্থে অপর দেশের কত অধিক দ্রব্য পাওয়া যায় তাহাই লাভেব
নির্ধাবক।

এই বাণিজ্যহার নির্ভর করে পারস্পরিক চাহিদার উপর। নিজের দ্রব্যের জন্ম অপর দেশের চাহিদার তুলনায় অপব দেশের দ্রব্যের জন্ম নিজের চাহিদা অধিকতব বাণিজ্যহাবের উপর

শক্তিশালী হইলে বাণিজ্যহার সেই দেশেব প্রতিকূলে যাইবে এবং অপর দেশের অনুকূলে আদিবে। স্বতরাং এই পাবস্পরিক চাহিদা নির্ভর করে আমদানি ও রপ্তানির পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতাব উপর। যে দেশের রপ্তানির জন্ম বৈদেশিক চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হইবে (অর্থাৎ দাম বাড়িলেও চাহিদা বেশি কমিবে না, মোট রেভিনিউ বৃদ্ধি পাইবে) এবং ইহাবই সঙ্গে দেশের অভান্তরে বিদেশী আমদানির চাহিদা স্থিতিস্থাপক হইবে (অর্থাৎ দাম বাড়িলে চাহিদা অধিক কমিয়া যাইবে, মোট রেভিনিউ হ্রাস পাইবে), সেই দেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে বেশি লাভ করিতে পারিবে, কারণ বাণিজ্যহার তাহাবই অনুকূলে আদিবে।

টাকা হিসাবে বাণিজ্যহারকে অনেক সময আমদানি-দাম ও রপ্তানি-দামেক অনুপাত হিসাবে প্রকাশ করা হয় (Ratio of Import Prices and Export Prices)। রপ্তানি-দামের তুলনায় যদি আমদানি-দাম কমিয়া যায় তবে বাণিজ্যহাব অনুকূলে আসিবে, লাভও অধিক হইবে।

তৃতীয়ত, অম্বান্থ দেশের তুলনায় একটি দেশের আয়তন যত ছোট হইবে, আন্তর্জাতিক বাশিজ্য হইতে তাহার লাভ তত বেশি হওয়ার সম্ভাবনা।
কারণ, বিদেশী দ্রব্যের জন্ম তাহার চাহিদা খুবই কম এবং দেশের আয়তনের উপর
ফলে বিদেশী দ্রব্যের দামও তাহার চাহিদার দ্বারা বিশেষ
প্রভাবান্থিত হয় না। কিন্তু তাহার রগুনি-দ্রব্যের জন্ম বিদেশী বৃহৎ রাষ্ট্রের চাহিদার
পরিমাণ বেশি এবং ফলে সে অধিক দামে ঐ দ্রব্য বিক্রয়ের স্ববিধা পাইতে

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভের এই তত্ত্ব ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদেব দারা রচিত, প্রধানত রিকার্ডো ও মিল এই তত্ত্বের কাঠামো গঠন ক^{বিবা} গিয়াছিলেন। অধ্যাপক হাবারলার এই তত্ত্বের দুইটি ক্রটির কথা উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাহা দূর করিবার জন্ম উৎপাদন সম্ভাবনার রেখার (production substitution curve) সাহায্য লইয়াছেন। নির্দিষ্ট হাবারলারের নৃতন পরিমাণ উপকরণের সাহায্যে ছুইটি দ্রব্যের যে বিভিন্ন দৃষ্টভঙ্গী পরিমাণ সন্মিলন উৎপন্ন হইতে পারে, তাহা হইতেই এই উৎপাদন সম্ভাবনার বা রূপান্তরণের রেখা (Transformation Curve) জানা যায়। এই পদ্ধতিতে, তাঁহার মতে, শ্রম-ব্যয়ের তত্ত্ব বাদ দেওয়া চলে, এবং একই সঙ্গে বহু বিভিন্ন সংখ্যক উৎপাদনের উপাদান দেখান চলে। এই বিকল্পতত্ত্ব একট পরেই বিশ্বদভাবে আলোচিত হইতেছে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভের পরিমাণ পরিমাপ করার উদ্দেশ্যে
মার্শাল ভোগোদৃত্ত তত্ত্বের সাহায্য লইযাছেন। তাঁহার মতে দেশের ক্রেতাগণ
কোন দ্রব্যের জন্ম যে পরিমাণ দাম দিতে প্রস্তুত্ত লাভের পরিমাপঃ
(১) ভোগোদ্বের হাবা
অপেক্ষা কম দামে তাঁহারা জিনিসটি পাইবেন; চাহিদার দর ও বাজার-দরের পার্থক্যই ভোগোদৃত্তরূপে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে একটি দেশের লাভের পরিমাপ।

টাউসিগ্ বিলয়াছেন, একটি দেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভ পায়
দেশের মধ্যে বর্ধিত মন্ত্রির হারের স্তরের ও আয়ন্তরের মাধ্যমে এবং ইহাদের
দারাই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভ পরিমাপ করা যায়। যে দেশ
অধিক পরিমাণে রপ্তানি করিতেছে, সেই দেশের রপ্তানিথ্য মন্ত্রের দারা
দ্ব্য উৎপাদনকারী শিল্পে মন্ত্রের চাহিদা বাড়িয়া ঘাইবে।
এবং মুনাফা বৃদ্ধি পাওয়ায় মন্ত্রির হার বৃদ্ধি পাইবে।
রপ্তানি-শিল্পে বর্ধিত মন্ত্রির হার (প্রতিযোগিতার দরুণ) দেশের অন্তান্ত
শিল্পে মন্ত্রির হার বাড়াইয়া দিবে, ফলে দেশে সাধারণ আয়ন্তর বৃদ্ধি

আধুনিক ধনবিজ্ঞানীগণ গুণক তত্ত্বের (Concept of Multiplier) সাহাব্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভের পরিমাণ পরিমাপ করেন। রপ্তানি-বৃদ্ধির ফল দেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলের স্থায়, ইহার ফলে দেশে নৃতন আয় স্থষ্ট হয়, ভোগ্যন্তব্যের ও মূলধনী দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং দেশে আরও বেশি পরিমাণ কর্মসংস্থান, নৃতন আয়, নৃতন বিনিরোগের ধার। প্রসারিত হইতে

থাকে। কিন্তু নৃতন আয় স্ষষ্টি বা আয়ন্তরে বৃদ্ধির ফলে প্রান্তিক আমদানি প্রবণতা

(Marginal propensity of Import) বাড়িয়া যায়,

(৩) বৈদেশিক বাণিজ্যের আমদানির পরিমাণও বৃদ্ধি হয়। এই আমদানির পরিমাণে

বৃদ্ধি অপর দেশের আয়ন্তরে বৃদ্ধি ঘটাইলে তাহাদের আম
দানি বাড়িতে পারে এবং ফলে প্রথম দেশের রপ্তানি বৃদ্ধি হইতে পারে। আমদানি
প্রবণতার বৃদ্ধি ছিদ্রন্ধপে (leakage) কাজ করে এবং গুণকের পরিমাণ

কমাইয়া দেয়, দেশের আয়ন্তর ও কর্মসংস্থানে পূর্ণমাত্রায় প্রসার ঘটিতে দেয় না।

কোন নির্দিষ্ঠ সময়ের মধ্যে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রভাবের ফলে জাতীয়

আয়ের হ্রাস বা বৃদ্ধি পরিমাপ করা যায় বৈদেশিক বাণিজ্যের গুণকের সাহাযেয়

(Foreign Trade Multiplier)।

বিকল্প বিশ্লেষণ পদ্ধতি (An Alternative method of analysis):

ভান্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্কে ক্লাসিকাল তত্ত্ব প্রধানত রিকার্ডোর হাতে গড়িয়া উঠিয়াছিল। শ্রমশক্তিকে একমাত্র ব্যয় হিসাবে গণ্য করিয়া উহার ভিন্তিতে তিনি এই তত্ত্ব রচনা করিয়াছিলেন। মিল্ এই তত্ত্বকে অগ্রসর করাইয়াছিলেন পারম্পরিক চাহিলার নীতির (Doctrine of Reciprocal demand) সাহায্যে। তাঁহাদের সম্মুথে প্রধান প্রশ্ন ছিল: (১) একটি দেশ কোন্ দ্রব্যগুলিকে ক্রয় করিবে এবং কোন্গুলিকে বিক্রয় করিবে? (২) কি হারে এই বিনিময় চলিতে থাকিবে, অর্থাৎ আমদানি ও রপ্তানির মধ্যে বাণিজ্য হার কি হইবে? এই দ্বিতীয় প্রশ্নটিকে একটু ভিন্নভাবে উপস্থিত করা চলে, তাহা হইল আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভ কতটা হয় এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যে এই মোট লাভ কিন্ধপে বন্টিত হইয়া যায়? ইহাদের সম্পর্কে আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি।

অধ্যাপক হাবারলার (Haberler) প্রমুখ ধনবিজ্ঞানীরা এই তত্ত্বকে আর এক স্তর আগাইয়া দিয়াছেন। তিনি এক ধরনের উৎপাদন-পারিবর্ততার রেখা (production substitution curve) প্রয়োগ করিয়াছেন। হাবারলারের উৎপাদন দেশে উৎপাদনের উপাদান দ্বির ধরিয়া লইয়া সম্ভাবনার রেখা উহাদের সাহায্যে ছুইটি দ্রব্যের সম্ভাব্য বিভিন্ন সন্মিলন কি তাবে উৎপাদন করা বায়—তাহা দেখান এই রেখার উদ্দেশ্য। এই রেখাটিকে এমন ভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে যে ইহার যে কোন বিন্দুর ঢাল (alope) উভয় দ্রব্যের প্রান্তিক ব্যয়ের অমুপাতের সমান। অধ্যাপক হাবারলাল দেখাইয়াছেন যে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভ পরিমাপ করিতে না পারিলেও, ইহা কিন্ধপে স্বাষ্ট হইতেছে তাহা এই উৎপাদনপরিবর্ততার রেখার সাহায্যে দেখান যায়। পরবর্তীকালে অধ্যাপক লিয়নটিয়েফ্ (Leontieff) এই উৎপাদন-সম্ভাবনার রেখার সহিত নিরপেক্ষ রেখা পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া এই তত্ত্বকে আরও স্বস্পাষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন।

এই উৎপাদন-সম্ভাবনার রেখ। বা দ্ধপান্তরণ রেখা (Transformation curve) কাহাকে বলে? প্রথমে একটি তালিকার (schedule) দ্ধপে আমরা ইহা আলোচনা করিতে পারি। মনে কর, কোন দেশে নির্দিষ্ট পরিমাণ উপকরণ যেমন, শ্রম বা মূলধন আছে: ইহার সাহায্যে হয় ধান অথবা কাপড় অথবা উভয়ের দ্রবেরেই কিছু পরিমাণ উৎপাদন করা চলে। সেই উপকরণগুলিকে সম্পূর্ণ ধানের উৎপাদনে নিয়োগ করিলে অনেকখানি ধান পাওয়া যায়, আবার উহাদের (যস্তের সাহায্য লইয়া) সম্পূর্ণ কাপড়ের উৎপাদনে নিয়োগ করিলে অনেকটা কাপড় তৈয়ার হইতে পারে। অথবা সেই উপকরণগুলির সাহায্যে ছইটি দ্রবংই

কপান্তরণ রেখা কাহাকে বলে কিছু পরিমাণে উৎপাদন করা যায়। ইহাদের কোন একটি দ্রব্যকে অপর দ্রব্যটিতে দ্ধপান্তরিত করা চলে শারীরিকভাবে নয়। একের উৎপাদন হইতে উপকরণ অপদারণ করিয়া

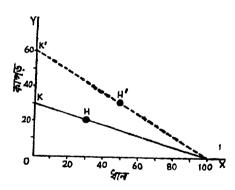
অপরের উৎপাদনে নিয়োগ কর। সম্ভব, অর্থাৎ একটির উৎপাদন কমাইয়া অপরটির উৎপাদন বাড়ান চলে। যেমন ধরা যাউক, ভারতবর্ষে ধানকে সর্বদা কাপড়ে রূপান্তরিত করা যায় । ৩: 3 এই নির্দিষ্ট অনুপাতে। ইহার অর্থ হইল 10 ইউনিট ধান ছাড়িয়া দিলে তবেই 3 ইউনিট কাপড় তৈয়ার করা চলে। আমরা আরও ধরিয়া লইতেছি যে, সকল উপকরণ ধানের উৎপাদনে নিয়োগ করিলে 100 ইউনিট ধান এবং 0 ইউনিট কাপড় উৎপন্ন হয়। তাহা হইলে (অর্থাৎ ইহাদের রূপান্তরণের অমুপাত 10: 3 হইলে) ভারতে 90 ধান: 3 কাপড়, 80 ধান: 6 কাপড়, 0 ধান: 30 কাপড়— প্রভৃতি উৎপন্ন হইতে পারে। ইহাই উৎপাদন-সম্ভাবনার বা রূপান্তরণের তালিকা, নিচে ইহা দেখান হইয়াছে।

^{*} এই ভালিকা, রেণাচিত্র Samuelson-এর Economics গ্রন্থটি হইতে লওরা হইরাছে। অনুসন্ধিৎস্থ ছাত্রেরা Haberler-এর International Trade-এর Chapter XII, এবং Kindelberger-এর International Economics-এর Chapter V-ও দেখিতে পারেন।

অৰ্থ তত্ত্ব

সম্ভাবনা	ধান	কাপড়
A	100	0
В	90	3
\mathbf{c}	80	6
D	70	9
E	60	12
${f F}$	50	15
G	40	18
Н	30	21
I	20	24
J	10	27
K	0	30

এই তালিকাটিকে রেখাচিত্রে প্রকাশ করিলে আমরা উৎপাদন সম্ভাবনার বা ক্লপান্তরণের রেখা পাইতে পারি। নিচেব চিত্রে, X অক্ষে বান উৎপাদনের



পরিমাণ এবং Y অক্ষে কাপড উৎপাদনের পরিমাণ আমরা পরিমাপ করিতে পারি। AK হইল উৎপাদন সম্ভাবনার রেখা। ধান ও কাপড়ের ব্যয়ের অমুপাত নির্দিষ্ট ধরা হইয়াছে বলিয়া ইহা সরসরেখার আকার সইয়াছে। কেমহাসমান বা ক্রমবর্ধমান ব্যয় ঘটিলে উহার আকৃতি ভিন্নরূপ হইবে, তাহা পরে আলোচিত হইবে)। আলোচনার স্থবিধার জন্ম উভয়ের ব্যয়ের অমুপাতে নির্দিষ্টতা ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। এই রেখার মধ্যে ভারতবর্ষ ঠিক

এই অবস্থায় যদি কাপড়ের উৎপাদনে কোন নূতন যন্ত্রপাতির বা পদ্ধতির আবিষ্কার হয়, তবে উহার ফলাফল কি হইবে? মনে কর, যে উপকরণে 10 ইউনিট ধান হয় তাহাতে 3 ইউনিট কাপড় উৎপন্ন না হইয়া এখন 6 ইউনিট কাপড় তৈয়ার হইতে পারে, তবে উৎপাদন-সম্ভাবনার রেখা উপরে উঠিয়া যায়। উপরের চিত্রে AK' রেখা দ্বারা ইহা দেখান হইতেছে। এই আবিষ্কারের ফলে ভারতবর্ষ H বিন্দু হইতে H' বিন্দুতে উঠিতে পারে, উহাতে দ্বইটি দ্রব্যই সে পরিমাণে বেশি পাইতেছে।

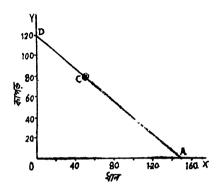
এতক্ষণ আমরা ভারতের কথা আলোচনা করিয়াছি, এখন ইংলণ্ডের কথা আলোচনা করা দরকার। ইংলণ্ডে শ্রামিক বেশি অথচ জমি কম, তাই সেই দেশে ধান ও কাপড়ের ব্যয় অন্থপাত পৃথক। এদেশে তুলনামূলকভাবে ধানের উৎপাদন ব্যয় বেশি, কিন্তু কাপড়ের উৎপাদন ব্যয় কম। তাই, আমরা মনে করিতে পারি বে, ইংলণ্ডে প্রতি 10 ইউনিট ধান তৈয়ারীর উপকরণ দিয়া ৪ ইউনিট কাপড় তৈয়ার করা যায়। ইহাই ইংলণ্ডের উৎপাদন-সম্ভাবনার বা রূপান্তরণের অনুপাত। ভারতের স্থায় ইংলণ্ডেরও এইরূপ একটি রূপান্তরণের তালিকা আছে, বেমন:

সম্ভাবনা	ধান	কাপড়
A	150	0
В	100	40
\mathbf{c}	50	80
D	0	120

10:8 নির্দিষ্ট অমুপাতের হারে ইংলণ্ডের এই উৎপাদন সম্ভাবনার তালিকা

^{*} কেন ভারতবর্ধ ঠিক 30 ইউনিট ও 21 ইউনিট কাপড় উৎপাদন করিতেছে ? এই প্রশ্ন এথানে আলোচা নয়। তব্ও সংক্ষেপে বলিয়া রাখা দরকার। পরিক্ষিত অর্থ নৈতিক কাঠা মোতে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন পরিক্ষনা কমিশন; বিস্তুপ্রতিষ্থানিতামূলক অর্থ নৈতিক কাঠামোতে ইহা নির্ভর করে এই ক্রেণ্ডলির যোগান, চাহিদা এবং দামের উপর। আনিয়ন্ত্রিত দাম-ব্যবহাই বিভিন্ন ক্রোণপাদনে দেশের উপকরণ্ডলির নিয়োগ-বিশ্বাস নির্ণাহন করে।

বা রূপান্তরণের তালিকাকে আমরা রেখাচিত্তের সাহায্যে প্রকাশ করিতে পারি। নিচে ইংলণ্ডের ক্ষেত্তে এই রেখা দেখান হইয়াছে। এই চিত্ত হুইতে আমর।



আরও দেখিতে পাইতেছি যে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য স্থক্ক হওয়ার পূর্বে ইংলঞ্চ 50 ধান ও 80 কাপড় উৎপাদনে তাহার সকল উপকরণ নিয়োজিত রাখিয়াছে।

এই অবস্থার মনে কর উভয দেশের মধ্যে বাণিজ্য স্থক্ন হইবে। কি হারে ধান ও কাণড় পরস্পারের মধ্যে বিনিময় হইতে পারে? ভারত রপ্তানি করিবে ধান এবং ইংলণ্ড রপ্তানি করিবে কাপড় ইহা বোঝা যাইতেছে। 10:3 ও 10:8-এর মধ্যে 10:5; 10:7 প্রস্তৃতির যে কোন একটি হার ছির হইবে, ইহাও আমরা স্পাষ্ট বৃঝিতে পারিতেছি। যে হারে এই বিনিময় ঘটিবে তাহাই বাণিজ্যহার (Terms of Trade), বা দামের অসুপাত (price ratio)। একটু চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, উভয দেশের নির্দিষ্ট ব্যরাস্থপাতের

বাণিজা হক হইবাব সম্ভাবনা কোণায় বাণিজ্যহার থাকিতে পারে না। যেমন, 10:1 বা 10:12 এই ছুইটি অনুপাত লইয়া দেখা যাউক। ভারত

যদি নিজের দেশে ধান উৎপাদন না করিয়া সেই উপকরণ কাপড় উৎপাদনে নিয়োগ করে, তবে সে 3 ইউনিট কাপড় পায়, বিদেশ হইতে সে কেন ধানের বিনিময়ে 1 ইউনিট নিতে রাজি হইবে? শুধু তাহাই নহে। যদি 10:1 অমুপাত জোর করিয়া চাপান যায় তবে ভারত কেবল কাপড় উৎপাদনে উপকরণসমূহ নিয়োগ করিবে. ধানের উৎপাদন ছাড়িয়া দিবে। ইহার কারণ কি? ভারত নিজের দেশে 1 ইউনিট কাপড়ের বদলে 10/3 অর্থাৎ 3:33

ইউনিট ধান উৎপাদন করিতে পারে, কিন্তু বাহির হইতে সে যদি 10 ইউনিট ধান পায় তবে কেন নিজের দেশে ধান উৎপাদন করিবে ?

এইবার ইংলণ্ডের দিকটি আলোচনা করা যাউক। যদি বিনিময়ের অনুপাত 10:1 রাখা হয়, তবে সে-ও কাপড় বিক্রয় করিয়া ধান কিনিতে চাহিবে। নিজের দেশে ইংলণ্ড এক ইউনিট কাপড়ের বিনিময়ে 10/৪ অর্থাৎ 1.25 ইউনিট ধান পায়।

বিনিময় করিলে 1 ইউনিটের বদলে সে 10 ইউনিট ধান ব্যয় পার্থক্যে অমুপাতের গুরুত্ব বিক্রয় করিতে চায় এবং সেই উদ্দেশ্যে ধানের উৎপাদন হইতে

সকল উপকরণ সরাইয়া আনিয়া কাপড়ের উৎপাদনে নিয়োগ করে, তবে উভয়ের মধ্যে বাণিজ্য চলিতে পারে না। এইরূপে আমরা দেখিতে পারি যে, উভয় দ্রব্যের বাণিজ্য-হার 10:8-এর উপরেও উঠিতে পারে না, যেমন 10:12 হয় না, কারণ তাহা হইলে উভয়েই কেবলমাত্র ধান উৎপাদন স্থক্ষ করিবে, কেহ কাপড উৎপাদন করিবে না।

স্তরাং এইরূপে আমরা এই সিদ্ধান্তে নিশ্চয় পোঁছিতে পারি যে 10:3 এবং 10:8 এই ছুইটি চরম-সীমার মধ্যবর্তী কোন অনুপাতে যেমন 10:6 ছারে উভয় দ্রব্যের বিনিময় হইতে থাকিবে। উভয় দেশই নিজ নিজ তুলনা-মূলক স্ববিধা অনুযায়ী বাণিজ্য করিবে, ভারত ধান উৎপাদনে বৈশিষ্ট্য লাভ করিবে এবং ইংলণ্ড কাপড় উৎপাদনে বিশেষত্ব লাভ করিবে। উভয় দেশই

কেন বাণিজ্যে ছুই দেশেরই বেশি লাভ *হুইবে*

নিজের দেশে 10 ইউনিট ধানকে 3 ইউনিট কাপড়ে রূপান্তরিত করিতে পারে, কিন্তু বাণিজ্যের ফলে সে একই

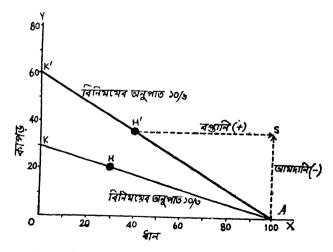
পূর্বাপেক্ষা উন্নততর জীবনযাত্রার মান লাভ করিবে। ভারত

পরিমাণ ধানকে 6 ইউনিট কাপড়ে রূপান্তরিত করিতেছে। ইংলও নিজের দেশে ৪ ইউনিট কাপড়কে 10 ইউনিট ধানে রূপান্তরিত করিতে পারে; কিন্তু বাণিজ্যের ফলে সে 6 ইউনিট কাপড়কেই 10 ইউনিট ধানে পরিণত করিতে পারিতেছে। উভয় দেশের উপকরণসমূহ তুলনামূলকভাবে দক্ষতর ক্ষেত্রে নিমৃক্ত হইতেছে। তাহাদের উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি পাইতেছে। বাণিজ্যের ফলে তাই সম-পরিমাণ উপকরণের সাহায্যে উভয় দ্রব্যই বেশি পরিমাণে পাওয়া যাইতেছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে তাই পরোক্ষ উৎপাদন (indirect production) বঙ্গা চলে।

ঠিক কোনৃ বিন্দুতে, উভয় দেশের উৎপাদন-ব্যয়ের অমুপাতের অন্তবর্তী

কোন স্তরে বাণিজ্যহার স্থির হইবে? সাধারণ বৃদ্ধিতে আমাদের প্রথমেই মনে হইতে পারে যে, বাণিজ্যহার 10:5 র হইবে, অর্থাৎ উভয়ের পার্থক্যের ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় ইহা স্থাপিত হইবে, মোট পার্থক্য সমানভাবে ভাগ কবিয়া উভয়ে সমান লাভ করিতে থাকিবে। ইহা কিন্তু সত্য নয়। জন্ স্থুমাট মিল দেখাইয়াছেন যে, ছুইটি ব্যয়ের অন্পাতের মধ্যে ভাবসাম্যেব বাণিজ্যহার নির্দিষ্ট হইবে ওই দ্রব্য ছুইটির প্রত্যেকটির চাহিদার ভন্ধ যোগান ও চাহিদার ঘাতপ্রতিঘাতে। ইহাকেই তিনি নাম দিয়াছেন পারম্পরিক চাহিদার ভন্ধ (Theory of Reciprocal Demand)। সমগ্র পৃথিবীময় সেই দ্রব্যটির চাহিদা ও যোগানের পারম্পরিক চাপে এমন স্তরে এই বাণিজ্যহার নির্ধারিত হইবে যেখানে দ্রব্য ছুইটির চাহিদা ও যোগান ভারসাম্যে পৌছিয়াছে। এই ভারসাম্যের অবস্থা হইতে বিচ্যুতি আসিতে পারে, যদি কে) লোকের রুচি ও পছন্দ, এবং (খ) যন্ত্র কৌশল প্রভৃতিতে কোনক্সপ পরিবর্তন আগে।

এই 10:6 অনুপাতের বাণিজ্যহারের প্রভাবে উভয দেশের উৎপাদনসম্ভাবনার রেখা বা রূপান্তরণের রেখা পরিবর্তিত হয়, তাহা আমরা সহজেই
বৃঝিতে পাবিতেছি। যেমন, ভাবতের ক্ষেত্রে ইহার আকৃতি কিরূপ হয়, আমরা
তাহা নিচের চিত্রে দেখিতেছি।



আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পূর্বে ভারতের উৎপাদন-সম্ভাবনার রেখা ছিল 10:3 বিনিময়ের অমুপাত অমুযায়ী AK রেখা। বাণিজ্যের পরে, যখন 10:6 বিনিময়ের অনুপাত নির্দিষ্ট হইল তথন তাহার এই রূপান্তরণ রেখাটি উধ্বে উঠিযাছে। ইহা হইল AK'. ঠিক যেরূপ কোন আবিষ্কার বা যন্ত্রকোশলের উন্নতি ঘটিলে রূপান্তরণ রেখা উপরে উঠে, এই ক্ষেত্রেও সেইরূপ ঘটিয়াছে। ভারত পূর্বাপেক্ষা উন্নত স্তরে উন্নীত হইয়াছে। এই AK'রেখার কোন বিন্দুতে সে ছইটি দ্রব্যের উৎপাদন করিতে থাকিবে, অর্থাৎ তাহার উপকরণবিন্সাস কি হইবে, তাহা নির্ভর করিবে দেশের মধ্যে দামব্যবস্থার উপরে। আন্তর্জাতিক

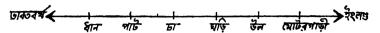
উৎপাদন ও ভোগ-সম্ভাবনাব উপর বাণিজ্যের ফলাফল কিকপ ? বাণিজ্যের ফলে দেশের মধ্যে দ্রব্যের ও উপকরণের দামে পরিবর্তন আসিবে, ধরা যাউক সে তাহার নূতন রেথার

H'বিন্দুতে উৎপাদন ও ভোগ করিতে থাকে। এই
রেথাটিকে ভোগ-সম্ভাবনার রেথা বলিয়াও গণ্য করা চলে,

ইহার H" বিন্দুতে ভারত 40 ইউনিট ধান এবং 36 ইউনিট কাপড় ভোগ করিতে থাকিবে। ভাঙা রেথা-ছুইটির সাহায্যে ভারতের রপ্তানি (+) এবং আমদানি (-) দেখান হইতেছে। এইরূপে ইংলণ্ডের ক্ষেত্রে দেখান চলে যে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে তাহার ভোগ ও উৎপাদন বাড়িয়া গিযাছে। বাণিজ্যের ফলে ছুইটি দেশেরই উৎপাদন ও ভোগের পরিমাণ বাড়িয়া যাওয়া—ইহা কোন ম্যাজিকের ফল নয, বিশেষায়ণের ফলে উভয় দ্রব্যের উৎপাদনই বাড়িয়া গিয়াছে।

যদি একাধিক দ্রব্য থাকে, তবে অবস্থা কিন্ধপ দাঁড়ায়, তাহ। আলোচনার সময় এখন আসিয়াছে। এই তত্ত্বের মূল সিদ্ধান্ত তাহাতে কিছু পাল্টায় না, এমন কি খুঁটিনাটিতে অল্প কিছু পরিবর্তন আনাও বিশেষ শক্ত গাবারলার বলিয়াছেন নয়। এতক্ষণ আমরা ধরিয়া লইয়াছি যে, ধান ও কাপড় যে, এই ছুইটি দ্রব্যেরই উৎপাদন, ভোগ ও বাণিজ্য চলিতেছে। কিন্তু বান্তব জগতে ধান ছাড়া গম, পাট, আথ প্রভৃতি ক্ষমিজাত দ্রব্যের কোন অভাব নাই, আর বহু প্রকারের কাপড় ও বহু প্রকার শিল্পজাত দ্রব্যেও আছে। এত বেশি দ্রব্যসামগ্রী থাকা সন্ত্বেও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লাভ কমিবে না, বরং বৃদ্ধি পাইবে। এই প্রসঙ্গে হাবার্লার্ (Haberler) দেখাইয়াছেন যে, যথন ছুইটি দেশে সমহার ব্যয়ের নীতিতে অনেক দ্রব্য উৎপন্ন করা যায়, তখন উহাদের আপেক্ষিক স্ববিধা বা তুলনামূলক ব্যয় অনুযায়ী নির্দিষ্ট স্তরক্রমে সাজান চলে।

থেমন, আমাদের তুলনামূলক স্থবিধার স্তরক্রম অসুসারে আমরা নিচের জিনিস্ভলিকে সাজাইয়া রাখিয়াছিঃ



এই স্তর অনুসারে আমরা দেখিতে পাই যে, কোন্ কোন্ দ্রব্যের ব্যয় তুলনামূলকভাবে সবচেয়ে কম. ভারতে ধানের ব্যয় সবচেয়ে কম, তাহার পব পাট…ইত্যাদি। ইংলণ্ডের তুলনামূলক স্থবিধা হইল মোটর গাড়িতে সবচেয়ে বেদি, তাহার পরে উল, তাহার পরে ঘড়ি, এইরূপ। এই অবস্থায় একটি বিষয় আমরা সঠিক বলিতে পারি, বাণিজ্যের ফলে ভাবতে ধান উৎপন্ন হইবেই এবং ইংলণ্ডে মোটর গাড়ি প্রস্তুত হইবেই, কারণ ইহাতে তাহারা প্রত্যেক

দুইটি দ্ৰব্যের বেশি থাকিলেও এই তত্ত্ব মূলক সঠিক

দক্ষতম। কিন্তু কোন্ কোন্ দ্রব্য রপ্তানি ও আমদানি হইবে তাহার সীমানারেখা (dividing line) কোথায়

পড়িবে ? পাট ও চা-এর মধ্যে ? অথবা ভারত চা পর্যন্ত

উৎপাদন করিবে এবং ঘড়ি হইতে ডান দিকের দ্রব্যগুলি ইংলণ্ডের হাতে ছাড়িযা দিবে ? আবার এই সীমানারেখা ছুইটি দ্রব্যের মধ্য দিয়া না গিয়া একটি দ্রব্যেব উপব দিয়া চলিয়া যাইতে পারে; সেই অবস্থার দেই দ্রব্যটি ছুইটি দেশেই কিছু কিছু উৎপাদন হইতে থাকিবে। এই অবস্থায় কি ঘটিতে পারে ?

ইহা প্রধানত নির্ভর করে বিভিন্ন দ্রব্যের আন্তর্জাতিক চাহিদার তুলনামূলক শক্তির উপর। অর্থাৎ চাহিদা ও যোগানের পারস্পরিক চাপ অনুযায়ী এই সীমারেথার সঞ্চার-পথ নির্ধারিত হইবে। ধান ও পাট এর জন্ম আন্তর্জাতিক চাহিদা বাড়িয়া গেলে ভারতের মন্তর্কলে বাণিজ্যহার সরিয়া আসিয়া আমাদেব এমন সমৃদ্ধিশালী করিয়া তুলিতে পারে যে, আমরা সকল উপকরণ উহাতে নিযুক্ত করিয়া চা উৎপাদন তাগে করিতেও পারি; উহার উৎপাদন আর ততটা লাভজনক না-ও থাকিতে পারে। আবার রাজস্থানের মন্ধ্রভূমিতে সহজে চা তৈয়ারী করা যায় এইরূপ কোন আবিদ্ধার হইলে বিভিন্ন দ্রব্যের তুলনামূলক স্থবিধার গুরক্রম সম্পূর্ণ নৃতনভাবে পরিবর্তিত হইয়া যাইতে পারে এবং বিশেষায়ণ ও বাণিজ্যের ধরন বদলাইয়া যাইতে পারে।*

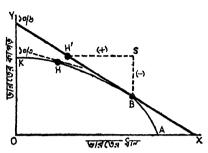
^{* &}quot;So long as our assumptions continue to cover only the cost-data, we cannot determine the exact position of this dividing line. We can say only that it must be drawn in such a manner that country I enjoys a comparative advantage in every commodity it exports relatively to every commodity it inports. If we wish to determine its exact position—whether between B and C or between C and D and so on—we must introduce the further condition that the credit side and the debit side of the balance of payments must be equal." Haberler, International. Trade, P. 137.

সংখ্যায় ছুইটি দেশের বেশি থাকিলেও এই তত্ত্বটির মূলকথা অপরিবর্তিত থাকে। কোন বিশেষ দেশের দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী তাকাইয়া দেখিলে নিজের বাহিরে অস্থান্থ সকল দেশকে এক শ্রেণীভুক্ত করিয়া হুইটি দেশের বেশি "পৃথিবীর অবশিষ্ট অংশ" (rest of the world) বিলয়। গণ্য করিতে হয়। রাষ্ট্রের সীমানারেখার সহিত বাণিজ্যের স্থবিধার কোনরূপ যোগস্ত্র নাই। এই তত্ত্ব সর্বত্র প্রযোজ্য, বিভিন্ন দেশের মধ্যে অথবা একই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে।

এতক্ষণ আমরা ধরিয়া লইয়াছি যে, উৎপাদন বাড়িলে বা কমিলে উভয় দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় সমান থাকে। তাই ক্সপান্তরণরেখা সরল রেখার ক্সপ লয়। কিন্তু বাস্তবে দকল শিল্পেই উৎপাদন বাড়াইতে গেলে বায় বাড়ে; এই রেখাটি তাই উৎস বিন্দুর দিকে অবতল (concave to the origin)। সাধারণভাবে ইংলণ্ড অপেক্ষা ভারতবর্ষ ধান উৎপাদনে অনেক বেশি যোগা হইলেও, ভারতে ধানের উৎপাদন বাড়িলে এমন একটা স্তর আদে যথন উৎপাদন আর একট্ট বাডাইবার চেষ্টা করিতে থাকিলে ব্যয় বৃদ্ধি পায়। ভারতে প্রতিযোগিতার দক্ষন ইংলণ্ডে ধানের দাম কমিয়া গিয়াছে বটে; কিন্তু তবুও কোন ক্মগ্রাসমান প্রতিদান কোন অতিরিক্ত উর্বর জমিখণ্ড আছে যেখানে কিছু কিছু ধান ও উৎপাদন ব্যয়ে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঠিক এইরূপ ইংলণ্ডে কাপড়ের বৃদ্ধির ফলাফল উৎপাদন ব্যয় বাড়ে বলিয়া ভারতেও কোন কোন দক্ষতর কলকারখানায় কাপড়ের উৎপাদন কিছু কিছু চলিতে থাকে। স্থতরাং, ক্রমন্ত্রাসমান প্রতিদানের নিয়ম বা ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের নীতি কার্যকরী হয় বলিয়া বিশেষায়ণের ধারা সম্পূর্ণ হইতে পারে না; উভয় দ্রব্যেরই কিছু কিছু পরিমাণ উভয় দেশে উৎপাদন হইতে থাকে। পরপৃষ্ঠার চিত্রে ইহা দেখা যাইতেছে।

এই ছবিতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য শুরু হওয়ার পূর্বে ও পরে ভারতের অবস্থা আমরা দেখিতে পাইতেছি। এই ছবিতে ক্রমবর্ধমান ব্যয় ধরিয়া লওয়া হইয়াছে; AK রেখা তাই উৎসবিন্দুর দিকে অবতল। বাণিজ্য শুরু হওয়ার পূর্বে ভারতবর্ষ দিকুতে উৎপাদন ও ভোগ করিতেছিল। দ্রব্য স্থইটির আভ্যন্তরীণ দামের

অমুপাত (10 : 3) উহাদের ব্যয়ের অমুপাতের সমান ; H বিন্দুতে AK রেখার ঢাল ইহা প্রকাশ করিতেছে।



বাণিজ্যের পরে, উভয দেশের সাধারণ বাণিজ্যহার দাঁড়াইল 10:6; এই অবস্থায় ভারতের উৎপাদন B বিন্দুতে সরিয়া আদে। কাপড়ের উৎপাদন কমিয়া আদে, কিন্তু একেবারে বন্ধ হয় না, নৃতন উৎপাদন বিন্দু B-তে পৌঁছায়। প্রভিষোণিতার দক্ষন ঐথানে রেখাটির চাল হইল 10:6, অর্থাৎ অল্প কিছু ধান উৎপাদনের জন্ম কিছুটা কাপড়ের ব্যয় এবং এই ছইটি দ্রব্যের আন্তর্জাতিক দামের অনুপাত সমান। B বিন্দুতে এবং একমাত্র ঐ বিন্দুতেই ভারতের জাতীয় উৎপাদনের মূল্য (10:6 দাম অনুপাতের হিসাবে) সর্বাধিক। সরল রেখাটি হইল ভারতের নূতন ভোগ-সম্ভাবনার রেখা, বাণিজ্যের ফলে ভারত যাহা পাইয়াছে। যোগান ও চাহিদার ঘাত-প্রতিঘাতে ভোগের এই স্তর নিধারিত হয়, দি'বিন্দুতে উহা প্রকাশ পাইতেছে। পূর্বের হায়, ভাঙা রেখাগুলি রপ্তান (+) এবং আমদানি (-) নির্দেশ করিতেছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভও হইতেছে, তবে ক্রমহাসমান প্রতিদান ও ব্যয়বৃদ্ধির দক্ষন লাভ ততটা বেশি নয়, বিশেষায়ণও ততদূর প্রসারিত হয় নাই। ভারসামেন বিন্দুতে উভয় দেশে উভয় স্বব্যের প্রান্তিক উৎপাদনব্যয় দ্রব্য ছুইটির বাণিজ্য-হারের, অর্থাৎ 10:6-এর সমান।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য শুরু হওয়ার পরে ইংলণ্ডের উপকরণ ধান হইতে সরিয়া

গিয়া কাপড়ের উৎপাদনে নিযুক্ত হইতে থাকে। এই ধরনের
উপকরণ আদানপ্রদানের উৎপাদনে জমির দরকার কম কিন্তু শ্রমিকের দরকার বেশি,
পরিবর্তে দ্রব্যের
আদান প্রদান
ফলে ইংলণ্ডের সীমাবদ্ধ জমির উপর জনসংখ্যার চাপ
অনেকটা দ্রাদ পায়। জমির জন্ম অতিরিক্ত চাহিদা ক্ষে,
মন্ত্রির তুলনায় তাই খাজনা দ্রাদ পায়। অপর্দিকে, ভারতে বিপরীত ধরনের

প্রভাব কার্যকবী হয়, ধানেব উৎপাদন বাড়াইবাব জন্ম জমিব উপব চাপ বাড়ে, মজুবিব তুলনায় খাজনা বৃদ্ধি পায়।

উভয ক্ষেত্রেই দ্রব্যের অবাধ আদানপ্রদান বা বাণিজ্যের ফল হইল অনেকটা বিভিন্ন দেশেব মধ্যে অবাধে উপক্ৰণগুলিব যাতাঘাতের সমান। ঠিক যেমন, ই॰লণ্ড হইতে ভাবতে লোক চলিয়া আসিলে এখানকাব শ্রমের ত্বপ্রাপতা কমিত, খাজনাব তুলনায় মজুবিব হাব হ্রাস পাইত, দ্রব্য আদান প্রদানেব ফলেও তাহাই ঘটিতেছে। এইব্ধপে উভয দেশেই অতি স্প্রাপ্য (superabundant) উপকবণের সহজলভ্যতা দূর হয় এবং ছপ্তাপ্য উপকবণের ছল ভতাব লাঘ্র ঘটে। ইহাই (হক্সাব-ও'লীন তত্ত্ব (Hecksher-Ohlin theory) নামে বিখাত। এই তত্ত্বের মূল কথাই হুইল, দ্রব্যসামগ্রীর আদানপ্রদানের ফলে সকল দেশে উপকবণেব ছম্প্রাপতো কিছুটা হ্রাস হয। ও'লীন ক্লা সিকাল ৽কৰাৰ **ও'নাৰ তত্ত্** তত্ত্বকে এইভাবে কিছুটা উন্নত কবিষা তুলিযাছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, বিভিন্ন দেশেব মধ্য শ্রম ও মূলবংনৰ অবাধ বাতায়াত থা কিলে উহা মঙ্গুবিব হাব ও উপকবণেব দামে মোটামুটি সমতা আনিবে। কিন্তু নিজ নিজ দেশেব সীমানা ছাডাইয়া উপক্বণগুলিব যাতায়াত না ঘটিলেও অবাধ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে, আংশিকভাবে হইলেও উপকরণের দামে এইরূপ সমতা দেখা দিবে। এই প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলা দবকাব। হহাব গুক্ত **त्रिश गारे** एट एक भारत के जिल्ला के प्राप्त के प्राप् জাতীয উৎপল্লেব পরিমাণ বৃদ্ধি পায় বটে, কিন্তু এই জাতীয় আয়েব বর্তন এমনভাবে বদৰাইয়া যাইতে পাৰে যাহাতে দেশেৰ অবিবাদীদেৰ দামগ্ৰিক কল্পাণ হ্রাদ পায।

এতক্ষণ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ছুইটি কাবণ দেখানো ছইযাছে:

(ক) বিভিন্ন দেশের মধ্যে ভুলনামূলক বাবে পার্থক্য এবং (খ) ক্রমন্ত্রাসমান ব্য়ে । কিন্তু এই তত্ত্ব সম্পূর্ণ করার জন্ত বাণিজ্যের তৃতীয় বান্তর্জাতিক বাণিজ্যের কাবণটি বলা প্রযোজন । উভ্যা দেশের ব্যয় সম্পূর্ণ সমান হালিব পার্থক্য হইলেও এবং তাহা বাড়িতে থাকিলেও ক্রটি ও পছন্দে তারত্ব্যের দক্ষন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্ভবপর । যেমন নবওয়েও স্বইডেন মোটামূটি একই হাবে মাছ ও মাংস উৎপন্ন করিতে পাবে । কিন্তু স্ইডেনের অধিবাসীরা মাংস পাইলে খুনী, আবার নবওয়ের অধিবাসীরা তৃলনায় মাছ পছন্দ করে বেশি । এই অবস্থায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে উভয়

দেশই লাভবান হয়; স্থইডেন হইতে মাছ রপ্তানি হইয়া নরওয়ে হইতে মাংদ আমদানি চলিতে থাকে। উভয় দেশেরই ভৃপ্তি, জীবনযাত্রার মান ও সামগ্রিক কল্যাণ বৃদ্ধি পায়।

নুভন বিকল্প ভল্পের মূল্যায়ণ (Evaluation of this Alternative Doctrine):

এই নৃতন তত্ত্বের পক্ষে অধ্যাপক Haberler বলেন যে, ইহা পুরাতনতত্ত্ব হইতে উন্নত, কারণ আমাদের এখানে ছুইটি সংকোচক অমুমান (restrictive assumption) না মানিলেও চলে। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, শ্রমব্যযের তত্ত্ব বাদ দিলেও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের তত্ত্ব গঠন করা সম্ভব। তত্ত্বপরি, এই নৃতন ব্যাখ্যায় একই সঙ্গে বহু বিভিন্ন সংখ্যক উৎপাদনের উপাদান দেখান চলে।

অব্যাপক Viner অবশ্য এই নুতন দৃষ্টিভঙ্গী মানিয়া লইতে পারেন নাই। তাঁহার মতে নৃতন পদ্ধতির এই স্থবিধাগুলি কাল্পনিক মাত্র, ইহাদের ভূয়া বলিলেও ভুল হয় না। তিনি বলেন যে, উৎপাদন সম্ভাবনার রেখা কতকগুলি শুরুত্বপূর্ণ সমস্থাকে আড়াল করিয়া ঢাকিয়া বাথিয়াছে। উৎপাদন-ভাইনারের সমালোচনা পরিবর্ততার এই রেখা ধরিয়া লয় যে, দেশে উপকরণের পরিমাণ নির্দিষ্ট (fixed factor supply)। Viner বলেন (য, ইহা সঠিক নয়। টেকনলজির দারা নির্দিষ্ট এই রেখাটিকে স্থির বলিয়া ধরা যায় না, কাবে উৎপাদনের কোন উপাদানের পরিমাণই নির্দিষ্ট নয়, ইহা নির্ভর করে উপাদানটির দামের উপব। আর উপাদানের দাম নির্ভর করে আন্তর্জাতিক বাণিজেরে উপব। সংক্ষেপে ভাঁহার মতে, উৎপাদনের উপাদানগুলির যোগান যদি পরিবর্তন করা যায়, তাহা হইলে লাভ পরিমাপ করার উদ্দেশ্যে দ্রব্যসমূহের উপযোগিতা ছাড়াও এই সকল উপাদানের যোগানের "আসল ব্যয়" হিসাব করা দরকার। নিরপেক্ষ রেখা পদ্ধতির প্রয়োগের বিরুদ্ধেও সমালোচনা করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, ব্যক্তির কল্যাণ পরিমাপ করার সময়ে আমরা সহজেই বলিতে পারি উচ্চতর নিরপেক্ষ রেথায় উন্নীত হইলে ব্যক্তির কল্যাণ বাড়িল। কিন্তু জাতির বা দেশের ক্ষেত্রে ইহা বলা চলে না। 5 ধান ও 2 কাপড় হইতে দেশে যদি 6 ধান ও 2 কাপড় তৈয়ারি হয়, ভবে দেশের সমষ্টিগত নিরপেক্ষরেখা (Community Indifference curve)

উপবে উঠিল বটে, কিন্তু আয-বন্টনে বিন্ধপ প্রতিক্রিয়াব ফলে মোট সামাজিক কল্যাণ ব্রাস পাইতে পাবে।

নির্দিষ্ট পবিমাণ উপকরণের এই অনুমান যদি বাদ দিতে হয় এবং সমগ্র দেশের উপযোগী সমষ্টিমূলক নিৰপেক্ষ বেখা গঠন কৰা যদি কোন মতে সম্ভব না হয তবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কন্যান বাডায় কি না এই তত্ত্ব গঠন করার কোন উপায় থাকে কি ? স্থামুযেলসন (Samuelson) বলেন যে, ক্লাসিকাল নেথকদেব এই সংকোচক অনুমানসমূহ বাদ দিলেও দেখা যায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে বাণিজ্যকাবী দেশগুলি সম্ভাব্য ও প্রকৃত লাভ (potential and actual gain) পাইযা থাকে। তাঁহাব মতে, বা নিজ্ঞ ক হইলে প্র তিটি দেশই সকল উপক্বন কম পৰিমাণে ব্যবহাৰ কৰিয়া প্ৰতিটি দ্ৰব্য পূৰ্বাপেক্ষা বেশি স্থানুষেল্সন বলেন যে, পবিমাণে পাইতে পাবে। মোট লাভেব কোন বাস্তব না গেলেও কল্যাণ প্রিমাপক পাও্যা যায় না ইছা ঠিকই; কিন্তু সকল উপক্রণ বাড়ে কম ব্যবহার কবিয়া প্রতিটি দ্রব্য বেশি পাইলে জাতিব কল্যাণ নিশ্চধ বৃদ্ধি পাষ। এই দিক দিষা দেখিলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যেব দক্তন সকল দেশেবই কল্যাণ হয়। তাই তিনি বলেন যে, "some degree of trade, however restricted or unrestricted it may be, is necessarily better for all countries than no trade at all."

বাণিজ্যব্যালান্য ও জাতীয় আয় (Balance of Trade and the National Income):

কোন একট দেশেব আয়স্তব এবং বাণিজ্যব্যালান্সেব মধ্যে প্রবস্থাব প্রভাবশীল শৃপ্পর্ক (reciprocal-relationship) আছে। বাণিজ্য ব্যালান্সে পরিবর্তন দেশেব আয়স্তবকে প্রভাবিত কবে, আবাব আয়স্তব্য পরিবর্তন বাণিজ্যব্যালান্সেব অবস্থায় প্রবির্তন আনে ।

এই সম্পর্ক বিশ্লেষণ কবাব জন্ম ক্ষেকটি বিষয় আমাদেব ধবিষা লওযা দবকাব (assumptions)। আমবা মনে কবি যে, প্রতিট দেশে দামন্তব, স্থানের অনুমানসমূহ উপবস্তু প্রতিটি দেশেই কিছু পরিমাণ বেকাবি আছে। এই অনুমানটিব কাবণ হইল যে, আমাদেব ধবিষা লওয়া দবকাব কোন দেশেব ব্রুবের জন্ম চাছিলা বাড়িলে দেশেব মধ্যে উহাব উংপাদনই বাড়িবে, দাম

বাড়িবে না। সর্বোপরি, আমরা আরও ধরিয়া লইব যে, ছুইটি দেশের টাকাব বিনিম্ম হার (exchange rate of two currencies) ছির আছে।*

আয়ন্তরের প্রভাব বাণিজ্যব্যালান্সের উপর কিরুপে পড়িতে পাবে ? আয়ন্তরে কোন পরিবর্তন বাণিজ্য ব্যালান্সের উপর প্রভাব বিস্তার করে আমদানি ও রপ্তানিব মাধ্যমে। ঠিক যেরূপ বর্তমান আযের ভিত্তিতে আমরা ভবিষ্যতে ভোগের কল্পনা করি, সেইরূপ দেশে বর্তমানের আয়ন্তর ত মুযায়ী ভবিষ্যুৎ আমদানির পরিবল্পনা করা হয়। বর্তমানে আয়ন্তর বাড়িলে আমাদের আমদানি বুদ্ধি পায, আয়ন্তব কমিলে আমদানি ব্রাস পায়। যেমন, আয় পরিবৃতিত হইলে ভোগ পরিবৃতিত হয়—ইহাদের এই সম্পর্ক প্রকাশ করিবার জন্ম আমরা 'প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা' ব্যবহার করি; ঠিক সেইরূপ, আ্যের সহিত আমদানিব আযন্তব ও আমদানিঃ সম্পর্ককে আমবা বলি 'প্রান্তিক আমদানি-প্রেণতা' প্রান্তিক আমদানি প্রবণতা (Marginal Propensity to import)। আয়ন্তব পরিবর্তিত হইলে আমদানির পরিমাণে যে পরিবর্তন হয়, এই ছুই পরিবর্তনের অনুপাতকে প্রান্তিক আমদানি-প্রবণতা বলে। যেমন, আয়ন্তব 100 বাডিলে লোকেরা যদি 10 টাকার আমদানি বাড়াইয়া দেয় তবে জাতির প্রান্তিক আমদানি-প্রবণতা হইল 📆 অর্থাৎ 0.1.

এই সম্পর্কটির গুরুত্ব ছুই দিক হইতে আলোচনা করা যাইতে পারে।
প্রথমত, প্রান্তিক আমদানিপ্রবণতা সাধারণত শৃষ্ম (০) হইতে বেশি হয়,
অর্থাৎ দেশে আয়ন্তর বাড়িলে নিশ্চয় আমদানি পূর্বাপেক্ষা কিছুটা র্দ্ধি পাইবে।
অর্থাৎ, দেশের মধ্যে আয়ন্তর বৃদ্ধির প্রত্যক্ষ ফল হইল
আমদানি বাড়িলে
আমদানি বাড়িলে
বাণিজ্য ব্যালান্স প্রতিকূল করার দিকে কোঁক স্বষ্টি করা;
কারণ আয়ন্তর বাড়িলে রপ্তানি বাড়িবেই এরপ কোন
কথা নাই। আবার, বিদেশের আয়ন্তর বাড়িলে ভাহাদের আমদানি বৃদ্ধি
পাইবে, ফলে আমাদের বাণিজ্য-ব্যালান্স অমুকূল করার চেষ্টা করিবে।
দ্বিতীয়ত, আয়ন্তর ও আমদানির মধ্যে সম্পর্কের আর একটি দিক আছে।
আমদানির উপর আমাদের ব্যয়ের ফল অনেকটা সঞ্চয়ের মত, কারণ এই বায়

[&]quot;'This, together with the assumption of constant prices within each country, means that prices of imported goods in term of home currency is each country do not vary." A.C. L. Day, Outlire of Monstary Economics, P. 371

দেশেব মধ্যে নৃতন আয় স্থষ্টি কবে না। দেশেব জিনিস কিনিয়া টাকা খবচ কবিলে উহা দেশীয় দ্বোগেপাদনকাবী ও বিক্তেতাব আয় স্বাসবি বাডাইয়া তোলে, বিদেশী জিনিস কিনিলেও এই আয় বাডে বটে, তবে ইহা বিদেশী উৎপাদকদেব আয় বৃদ্ধি কবে। আমাদেব দেশেব লোকেব আয় ও কর্মসংস্থান ইহাতে বাডে না। যেমন, বি।নিযোগ বৃদ্ধিব ফলে আমাদেব দেশেব আয়স্তব বাডিল। বর্ধিত আয়েব কিছুটা দেশী জিনিস ক্রয়ে বাতিত হইল, আন কিছু অংশ আমদানি বৃদ্ধিব ফল বিদেশী জিনিসে খবচ হইল। যে অংশ দেশীয় জিনিসপত্রে সক্ষেত্রৰ মতন বিদেশী জিনিসে খবচ হইল। যে অংশ দেশীয় জিনিসপত্রে বাডে, আয় প্রসাবেব ধাবা এইরূপে ক্রমে প্রসাবিত হইতে থাকে। অপবপক্ষে বর্ধিত আয়েব যে অংশ আমদানি-বৃদ্ধিতে ব্যথিত হইল তাহাব প্রভাবে দেশেব মধ্যে কোনরূপ আয়-বৃদ্ধি দেখা দিল না, সঞ্চযেব মতনই উহা দেশেব আভান্তবীশ আয়-প্রসাব শোতেব ধাবা হইতে বাছিবে বহিল।

এইরূপ আব একটি গুকরপূর্ণ তুলনা উল্লেখ কবা দবকাব। বপ্তানিব ফল হইল দেশে আভ্যন্তবীণ বিনিযোগেব মতই। আয-নির্ধাবণেব তত্ত্ব হইতে আমবা জানি যে, দেশে নৃতন বিনিযোগ আযস্তবেব উপব নির্ভবশীল উপব নির্ভব্বর কবে না নয, বর্তমান আযস্তব হইতে স্বাধীন বা নিবপেক্ষ ধবনেব কোনরূপ কাবণে বিনিযোগ নির্ধাবিত হয (যেমন ইহা অনেকাংশ নির্ভবশীল শিল্প টেকনিকেব উপব)। ঠিক সেইরূপ দেশেব বপ্তানিস্তব উহাব আযস্তবেব উপব নির্ভবশীল নয; বহিবাগত অনেক শক্তিন প্রভাবে ইহা ছিব হয, যেমন বিদেশী আযস্তব দ্বাবা। অর্থাৎ বিনিযোগেব স্থায়ই কোন দেশেব বপ্তানি-স্তব সেই দেশেব আযস্তবের উপব নির্ভব কবে না।

শুধু তাহাই নহে। বপ্তানিস্তবে পবিবর্তন আদিলে, (অপবাপব সকল কিছু সমান থাকিলে) বিনিযোগেব স্তবে পবিবর্তনেব স্থায় প্রভাব হয়। ইহা দেশেব মধ্যে উৎপাদন, আয় ও কর্মসংস্থানে বহুওণ রপ্তানিতে হাসর্ন্ধির পবিবর্তনেব স্থচনা কবে। বপ্তানি বাভিলে দেশেব মধ্যে ক্য বিনিয়োগের হাস উৎপান্ন দ্বেরেব বিক্রয় বৃদ্ধি পায়; এই সকল উৎপাদক ও বিক্রেভাদেব আয় বাড়ে, তাহাদেব এই বর্ধিত আয় দেশেব মধ্যে ব্যযিত হইয়া গুণ-প্রসাবেব ধাবা (multiplier expansion) শুকু করে।

স্তরাং আমরা সংক্ষেপে বলিতে পারি যে, রপ্তানি-বৃদ্ধি বা আমদানি-হ্রাসের দক্ষন বাণিজ্য বাণান্সে কোনরূপ উন্নতির ফলে আভ্যন্তরীণ দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বাড়ে, এইরূপে দেশে আয়ের গুণক প্রসার গুরু হয়। আবার বিপরীত দিকে, বাণিজ্য বাণান্সে কোনরূপ অবন্তির ফলে অপরাপর সকল কিছু সমান থাকিলে আয়ে গুণক-সংকোচনের ধারা দেখা দেয়।

বৈদেশিক বাণিজ্যের গুণক (The foreign trade Multiplier)

জাতীয় আথের উপর বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রভাব কতটা, তাহা পরিমাপের জন্ম আমবা বৈদেশিক বাণিজ্যের গুণক আলোচনা করি। যেমন কোন এক বৎসরে ভারত হুইতে 10 কোটি টাকা মূল্যের রপ্তানি বৃদ্ধি পাইল। এই রপ্তানি বৃদ্ধির ফলে 10 কোটি টাকার অনেক বেশি পরিমাণে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইবে। যে পরিমাণ রপ্তানি বাড়ল, তাহার কতগুণ আযন্তর বৃদ্ধি পাইবে তাহাই বৈদেশিক বাণিজ্যের গুণক।

থেমন, মনে কর, একটি দেশ হইতে যে পরিমাণ রপ্তানি বাড়িল তাহাকে আমর। E বলিতেছি। তাহার অর্থ হইল এই যে, সেই দেশের রপ্তানিশিক্সের লোকজন পূর্বাপেক্ষা E পরিমাণ টাকা বেশি আয় করিতে পারিল। মালিকদের মুনাফা এবং শ্রমিকদের মজুরিক্সপে এই টাকা উহাদের আয় বাড়াইয়া দিল। জাতীয় আয় E পরিমাণে রিদ্ধি পাইল। বর্ধিত এই আয়কে তিনটি উপায়ে ব্যবহার করা চলেঃ (ক) দেশীয় জিনিসপত্রে ভোগব্যয়, (খ) বিদেশী বা আমদানি দ্রব্যাদিতে ভোগব্যয় এবং (গ) সঞ্চয়। কিছুটা আভ্যন্তরীণ ভোগব্যয়, কিছুটা বিদেশী ভোগব্যয়, ও কিছুটা সঞ্চয়—এই তিন উপায়ে বর্ধিত আয়কে লোকে ব্যবহার করিবে।

মনে কন, দেশের মধ্যে প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা হইল c. অর্থাৎ, যদি আমরা মনে করি লোকে বর্ষিত আয়ের $\frac{1}{2}$ অংশ আভ্যন্তরীণ ভোগদ্রব্য ক্রয়ে ব্যয়ে করিবে, তবে $c=\frac{1}{2}$ । 10 কোটি টাকা নূতন আয় স্ফষ্ট হইলে লোকে 10 কোটি $\times \frac{1}{2}=2\frac{1}{3}$ কোটি টাকা আভ্যন্তরীণ ভোগব্যয় করিবে। সাধারণত মনে করা হয় যে, সম্প্রকালে এই c, বা আভ্যন্তরীণ প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা সমান থাকে।

প্রথম স্তরে, E পরিমাণ রপ্তানি বাড়িলে জাতীয় আয় E পরিমাণ বাড়ে E বর্ষিত এই E পরিমাণ আয় হইতে লোকে E imes c পরিমাণ টাকা আভ্যন্তরীণ

ভোগব্যযে থবচ কবে। ফলে এই সকল দ্রব্যেব উৎপাদক ও বিক্রেভাদেব আয Ec পবিমাণ বৃদ্ধি পাষ। অর্থাৎ, দ্বিতীয় স্তবে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাষ Ec পবিমাণ। তৃতীয় স্তবে লোকে এই Ec হইতে $Ec \times c = Ec^2$ পবিমাণ টাকা থবচ কবে। জাতীয় আয় Ec^2 বৃদ্ধি পায়। পববর্তী স্তবে জাতীয় আয় বাভে $Ec^2 \times c = Ec^3$ পবিমাণ। জাতীয় আয়ে এই বৃদ্ধিব ধাবা ততদূব চলিতে থাকে যতদূবে বর্ধিত আয়েব পবিমাণ এত কম যে, উহা ভোগ হইয়া আব নূতন আয় সৃষ্টি কবিতে পাবে না। অর্থাৎ E পবিমাণ বস্তানি বাভিলে শেষ পর্যন্ত জাতীয় আয়ে বৃদ্ধি কত হইল তাহা পাওয়া যায় নিচেব অংকটি হইতে:

$$E+E_o+E_o^2+E_o^3+E_o^4\cdots$$
 ... O

ইহা যোগ কবাব স্থ্য হইল $E \times 1/1-c$. এই দ্ধপে E পবিমাণ বপ্তানি বৃদ্ধিব ফলে জাতীয় আয় উহাব কতগুণ বাডিবে তাহা আমবা জানিতে পাবি E-কে 1/1-c দিয়া গুণ কবিয়া। স্তবাং এই 1/1-c কে আমবা বৈদেশিক বাণিজ্যেব গুণক বলিতে পাবি। যেমন c হইল $\frac{1}{4}$, এই অবস্থায় জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইবে $10\times 1/1-c$ কোটি টাকা। অর্থাৎ, $10\times 1/1-\frac{1}{4}=10\times 1/\frac{3}{4}=10\times 4/3=13$ ব কোটি টাকা।

বপ্তানি হ্রাস পাইলেও উহাব প্রভাব আমবা এই বৈদেশিক বাণিজ্যেব গুণক হইতে পবিমাপ কবিতে পাবি। বপ্তানি হ্রাসেব পবিমাণ যদি হয ${f F}$, তবে জাতীয আয় হ্রাস পাইবে ${f F} imes 1/1-c$ পবিমাণ।

বৈদেশিক বাণিজ্যের গুণককে ব্যাখ্যা কবাব সমযে 'প্রান্তিক আমদানি প্রবণতা' ও 'প্রান্তিক সঞ্চয় প্রণবতা' এই ছুইটি ধাবণাব কথা মনে বাখা দবকাব। যদি প্রান্তিক আমদানি প্রবণতা হয় m এবং প্রান্তিক সঞ্চয়প্রবণতা হয় s, তবে c+m+s=J, কাবণ বর্ষিত আয়ের কিছুটা অংশ আভ্যন্তবীণ ভোগে ব্যয় হয়, কিছু অংশ আমদানি দ্রব্যে ব্যয় হয় এবং কিছুটা সঞ্চয় হয়। উপবেব সমীকবণ হইতে আমবা লিখিতে পাবি যে, 1-c=m+s, স্থতবাং বৈদেশিক বাণিজ্যের গুণককে 1/J-c না লিখিয়া আমব, 1/m+s লিখিতে পাবি। অর্থাৎ বৈদেশিক বাণিজ্যের গুণকভে গ্রাণ্ডিক সঞ্চয়প্রবণতা)।

^{*} Sum = 1st Term x 1/1—Common Ratio.

অৰ্থ তত্ত্ব

अनुगीमनी

- 1. Why should there be a separate theory for International trade?
- 2. Show how the comparative cost of producing different commodities in different countries determine international specialisation of production as well as trade.
- 3. "The fact that a commodity can be produced at a lower cost by one country than by another is no guarantee that it will pay the first country to produce it and not to import it from the second." Explain and illustrate.
- 4. Explain the basis of International trade and examine the possibility of trade between two highly industrialised countries.
- 5. Do you think that if there are more then two commodities and two countries, the whole theory of comparative advantage has to be scrapped?
- 6. "Although trade does not equalise the earnings of the factors of production in different countries, it does tend to level out differences." Comment.
- 7. Explain what is meant by 'terms and trade', and point out the factors on which it depends.
- 8. What is Reciprocal demand and how does it help to determine the International Values.
- g. Examine the meaning of the concept "terms of trade" and point out the repurcussions of a change in the terms of trade on the economy of a country.
- 10. What are the gains from foreign trade? How these gains can be measured? On what factors these gains depend?
 - 11. Write a short note on the concept of Foreign Trade Multiplier.

বৈদেশিক বিনিময় ও বাণিজ্য নীতি

Foreign Exchange and Trade Policy

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বিশেষ সমস্যা হইল এক দেশের অর্থকে অপর দেশের অর্থ রূপান্তরণ (conversion) করা। পৃথিবীর সকল দেশে সমান ধরনের অর্থ নাই, বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকার অর্থ প্রচলিত। বৈদেশিক বিনিময় কাহাকে বলে সতরাং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ঘলে উদ্ভূত দেনা-পাওনা মিটাইতে হইলে ক্রেতার অর্থকে বিক্রেতার অর্থে ক্রপান্তরিত করিতে হয়। এক দেশের অর্থকে অপর দেশের অর্থ রূপান্তরণের পদ্ধতি, রীতিনীতি ও কাজকর্মকে বৈদেশিক বিনিময় (Foreign Exchange) বলা হয়।

অর্থের এই রূপান্তরণ কিরূপে ঘটে? মনে করা যাউক, ভারতের মিঃ সেন, ইংলণ্ডের মিঃ টমের নিকট 5000 টাকা মূল্যের চা বিক্রয় করিয়াছে (বা রপ্তানি করিয়াছে)। মিঃ টম ক্রেভা, হৃতরাং বিক্রেভাকে এই মূল্য বা ঋণ পরিশোধ করিতে হইলে পাউগুকে ভারতীয় টাকায় রূপান্তরিত করিতে হুইবে।

মি: দেন চা রপ্তানির সময় একথানা হুণ্ডি বা বিনিময়-বিল তৈয়ার করিয়া
মি: টমের নিকট পাঠাইয়াছিলেন : ধরা যাউক, মি: টম্ 90 দিন পরে পাউও দিবেন
বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়া ওই বিলে স্বাক্ষর করিয়াছেন । 90
কিরপে আন্তর্জাতিক
বাণিজ্য দাম মিটানো
হয়: বিনিময়বিল ও কোন বিনিময়-ব্যাঙ্কের (Exchange Bank) নিকট
ব্যাঙ্কের ডাকট উপস্থিত হুইয়া ওই বিল ভাঙাইয়া টাকা পাইয়া গেলেন,
প্রাপ্তি-সময়ের পূর্বে ভাঙানো হুইল বলিয়া ব্যাঙ্ক বাটা লইল । বিনিময়-ব্যাঙ্কের
ইংলণ্ডে যে অফিস আছে, বিল বা ছুণ্ডি সেখানে চলিয়া গেল, প্রতিশ্রুত 90 দিন
উপ্তীপ হুইলে মি: টমের নিকট উহা উপস্থিত হুইল এবং ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কটি ভাঁহার
নিকট হুইতে পাউগু পাইয়া গেল । আমদানি হুইলেও এইরূপে মূল্য পরিশোধ্ধ
করা চলে।

আধুনিক কালে মূল্য পরিশোধের জন্ম বা অর্থের দ্ধপান্তরণের জন্ম সাধারণত ব্যাঙ্কের ড্রাফট্ ব্যবহৃত হয়। যেমন, মিঃ দেন মিঃ টমের নিকট হইতে 600 পাউগু মূল্যের যন্ত্র আমদানি করিয়াছেন। তিনি ভারতে অবস্থিত কোন বিনিময় ব্যাঙ্কে গিয়া টাকার বদলে পাউগু কিনিতে চাহিলেন। ব্যাঙ্ক তাঁহাকে বিনিময়-হার জানাইয়া দিল, অর্থাৎ সে l টাকায় কি পরিমাণ ব্রিটিশ অর্থ বিক্রয় করিতে রাজি আছে তাহা জানাইল। সেই হারে 600 পাউগু ক্রয় করিতে যে পরিমাণ টাকার প্রয়োজন তাহা জমা দিয়া মিঃ দেন ব্যাঙ্কের নিকট হইতে 600 পাউগুর একথানি ব্যাঙ্কের ড্রাফট্ পাইলেন, তিনি উহা মিঃ টমের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। মিঃ টন্ ড্রাফট্ প্রদানকারী ব্যাঙ্কের লগুন শাখা বা অঞ্চিশ হইতে পাউগু পাইয়া গেলেন।

ইহা হইতে বুঝা যায় যে, ভারতবর্ষ রপ্তানি করিলে ভারতীয় টাকায় উহার মূল্য পরিশোধের উদ্দেশ্যে বিদেশে বিদেশী অর্থ বিনিম্য-ব্যাঙ্কে জমা পড়ে এবং বিদেশের ব্যবসায়ীগণ ভারতীয় টাকা ক্রয় করিতে দেশী টাকার বৈদেশিক চাহে। এইরূপেই বৈদেশিক বাজারে ভারতীয় টাকার চাহিদা ও যোগান চাহিলা স্ট হয়। আবার, ভারতবর্ষ আমলানি করিলে উহার মূল্য পরিশোধের জন্ম বিনিম্ম ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিয়া আমরা বিদেশী অর্থ ক্রয় করিতে চাহি; বৈদেশিক বাজারে ভারতীয় টাকার যোগান হয়, এবং দেশের মধে বিদেশী অর্থের চাহিদা স্চষ্ট হয়। শুধু দ্রব্যের আমদানি ও রপ্তানি হইতেই দেশীয় টাকার বা বিদেশী অর্থের এইরূপ যোগান ও চাছিদা দেখা দেয়, তাহা নহে। আরও অনেক কারণে ইচা ঘটে। যেমন কোন ছাত্র লণ্ডনে পড়িতে যাইবে। সে এথানকার ব্যাঙ্কে দেশীয় টাকা জমা দিয়া ইংলণ্ডের পাউও কিনিতে চাহে। ইহাতে বিদেশের বাজারে আমাদের টাকার যোগান হয় এবং সঙ্গে দলের বাজারে বিদেশী অর্থের জন্ম চাহিদা স্থাষ্ট যায়। ঠিক এইরূপ, ইংলণ্ডের কোন ব্যবদায়ী আমাদের কোম্পানীর শেয়ার কিনিতে চায় বা দেখানকার কোন ব্যক্তি তাজমহল দেখিতে চায়। সে নিজের দেশের কোন ব্যাঙ্কে পাউণ্ড জমা দিয়া ভারতীয় টাকার চাহিদা স্ষষ্ট করে। সংক্ষেপে বলা যায় যে, তিনটি উদ্দেশ্তে हेश लहेबाहे लनएन-ব্যালান্স গঠিত দেশীয় টাকার চাহিদা দেখা যায়, শেনদেন, বিনিয়োগ ও ফাটুকা নিয়োগের উদ্দেশ্যে (Transaction, investment and speculation)। ইহাদের একত্র হিসাবকে বলে লেনদেন-ব্যালান্স। কোন দেশের টাকার যোগান ও চাহিদার সকল কারণ লইয়া সেই দেশের লেনদেন-ব্যালান্স গঠিত হয়।

বাণিজ্য ব্যালাক্স ও লেন্দেন ব্যালাক্স (Balance of trade and Balance of Payments)

কোন দেশ হইতে দ্রবাসামগ্রীর রপ্তানি হইলে তাহার জন্ম বিদেশীয় অর্থে দাম পাওয়া যায় এবং বিদেশ হইতে দ্রবাসামগ্রী আমদানি করিতে হইলে তাহার জন্ম দেশীয় টাকায় দাম দিতে হয। রপ্তানি দ্রবাদির মূল্য ও আমদানি দ্রবাদির মূলেরে এবত্র হিসাবকে বাণিজ্য ব্যালান্স (Balance of trade) বলা হয।

বাণিজ্য ব্যালান্ত সমতা অর্থাৎ আমদানি ও রপ্তানির দামের সমতা থাকিবেই এরপ কোন নিশ্চযতা নাই। এইরপ সমতা থাকিবে বোঝা যায় দ্রব্যের আমদানি-রপ্তানির দরুন বিদেশের বাজারে দেশীয় টাকার যোগান ও চাহিদা সমান। যদি কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন কোন দেশের আমদানির মূল্য রপ্তানির মূল্য অপেক্ষা অধিক হয় তাহা হলৈ সেই দেশের বাণিজ্য ব্যালান্স প্রতিকূল (unfavourable)। অপর পক্ষেরপ্তানির মূল্য আমদানির মূল্য অপেক্ষা অধিক হইলে সেই দেশেব বাণিজ্য ব্যালান্স অমুকূল (favourable)।

কিন্তু দ্রব্যামগ্রীর ক্রয় বিক্রম ছাড়াও অন্থান্থ বহু বিষয়ের জন্থ বিদেশে অর্থ প্রেরণ করিতে হয় বা বিদেশ হইতে অর্থ পাওমা যায়। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে দ্রব্যামগ্রী ছাড়াও বহু বিষয়ে বিদেশের সহিত লেনদেন লেনদেন ব্যালান্ধ করিতে হয়; কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন দেশেব সহিত পৃথিবীর সকল দেশের যে লেনদেন হয়, তাহার হিসাবকে সেই দেশেব লেনদেন ব্যালান্ধ (Balance of payment) বলা হয়।

যে সকল বিষয় লইয়া দেশের লেনদেন ব্যালান্স গঠিত হয় তাহাদের নিম্ন-লিখিডভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যায়ঃ

চলতি ব্যালাকা (Current Balance)

ক) দ্রব্যসামগ্রীর লেনদেন, আমদানি ও রপ্তানির দ্রব্যাদি বা "দৃশ্য" (Visible) বিষয়সমূহ। (খ) "অদৃশ্য" (Invisible) বিষয়সমূহ, যেমন জাহাজের ভাড়া বা পরিবহণ ব্যয়, ভ্রমণকারীদের লেনদেনের উদ্দেশ্যে ব্যয়, বিদেশী কোম্পানীদের মুনাফা, সরকারী অর্থ প্রেরণ প্রস্তৃতি।

II. পুঁজির ব্যালাকা (Capital balance):

দেশ হইতে বিদেশে পু^{*}জির রপ্তানি বা বিদেশ হইতে দেশে পু^{*}জির আমনানি অথবা স্বর্ণের আগমন ও বহির্গমন।

পুঁজির হিদাবকে (Capital Account) ছুইভাগে বিভক্ত করা যায়: (ক) দীর্ঘকালীন পুঁজির হিসাব, (খ) স্ক্লকালীন পুঁজির হিসাব। স্থায়ী বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে দেশ হইতে যে মুলবন বিদেশে চলিয়া যায় বা বিদেশ হইতে দেশে আদে তাহাদের এই খাতে হিদাব করা হয়। ইহাকে বুলা যায় লেনদেন ব্যালান্সের বিনিয়োগ-ক্ষেত্র (Investment বিনিযোগ ও ফাটকা sector), नीर्घकाल्य জञ्च (ननीय मूनवर्त्य विर्तृत्न নিয়োগেব উদ্দেশ্যে টাকার বৈদেশিক বিনিয়োগ বা দেশের অভ্যন্তরে বৈদেশিক মুলধনের বিনিয়োগ চাহিনা ও যোগান এই খাতে হিদাবের জন্ম ধরা হয়। তাহা ছাড়া ফাট্কা নিযোগের অভিপ্রায়ে (যেমন দেশে স্থাদের হার বা ভূলে বা ক মিলে) স্বন্ধকালীন পুঁজি দেশ হইতে বাহির হইয়া যায় বা দেশের মধ্যে প্রবেশ করে। ইহাকে বলে ফাট্কা-নিযোগের ক্ষেত্র (Speculative sector)। স্বল্পকালীন পুঁজির হিসাবে প্রথমেই ধরা হয় স্বর্ণের আগমন বা বহির্গমনের পরিমাণকে। ইহা ছাড়া विर्मार के वा के वर्गायौरमंत्र निकडे रम्भीय व्यवमायौरमंत्र जमा वा भावनामम्हरक थवः (मत्मेत वहाक वा (मनीय वहवमाग्रीतमत निकृष वित्मनी वहवमायोतमत क्रमा वा পাওনাসমূহকে এই সম্প্রকালীন পুঁজির হিসাবে ধরা হয়।

লেনদেন-ব্যালাকো সমতা ও ভারসাম্য (Equality and Equilibrium in the Balance of Payments):

হিসাব-পদ্ধতি (accounting procedure) অনুবায়ী কোন দেশের লেনদেন ব্যালালের দেনা ও পাওনার ছুইট দিক সর্বদা স্মান থাকিবে।
নিছক হিসাবের ক্ষেত্রে দেনা পাওনার উভয় দিক নিশ্চয় স্মান থাকে। দেশ
হৈতে প্রেরিভ সকল অর্থ ইহার দেনা (debit)। যদি
লেনদেন ব্যালালের
দেনা পাওনার উভয় কোন দেশ অভ্য দেশের তুসনায় অধিক দ্রব্য, শেরার
দিকই সর্বদা স্মান ইত্যাদি বিক্রয় করে বা মাল বহন প্রভৃতি কার্যাদির ছারা
অধিক আয় করে তাহা হইলে এই সক্স মিলিয়া তাহার
পাওনার দিক (credit) গঠিত হইল, ইহা সে অন্তের নিকট হইতে পাইবে।
যদি এই মুল্যের ক্ষা বিদেশীরা দেশের মধ্যে পাঠাইয়া দেয়, ভবে সেই লেনদেন

দেনার দিকে (debit side) লিথিয়া রাখা হইল (কারণ বিদেশ হইতে উহা পাওয়া যাইতেছে)। যদি স্বৰ্ণ পাঠাইয়া না দেয়, তাহা হইলে বিদেশে ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ীদের নিকট স্বল্পকালীন বা দীর্ঘকালীন পুঁজি হিসাবে ইহা রক্ষিত আছে। এমন ভাবেই হিসাব লিথিয়া রাখা হইল যেন অন্তকে ঋণ হিসাবে ইহা দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ দেশের বৈদেশিক ঋণদানের পরিমাণ (foreign lending) বদ্ধি পাইয়াছে, লেনদেন ব্যালান্সে ইহাই ধরা পড়িবে। স্থতরাং, লেনদেন ব্যালান্সে দেনা পাওনার উভয় দিক সর্বদা সমানই থাকিবে, ইহা একপ্রকার গতঃসিদ্ধ বলা চলে।

ইহা হইতে বুঝা যায় যে, রপ্তানির দারাই আমদানির মূল্য পরিশোধ করা হয় (Export pay for Imports)। কারণ, যে দ্রব্য আমদানি করা হইল উহার বিনিময়ে হয় দ্রব্য-রপ্তানি অথবা মূলধন-রপ্তানি করিয়া বপ্তানি দ্বারাই উহার মূল্য পরিশোধ করিতে হয়। দ্রব্যসামগ্রী আমদানি আমদানির মূলা করিলে তাহার মূল্য মিটানো হয়; দেশ হইতে দ্রব্যসামগ্রীর পরিশোধ বা পুঁজির রপ্তানি করিয়া লেনদেন ব্যালান্সে উভয় দিকের সমতা হইতে ইহা বোঝা যায়।

লেনদেন-ব্যালান্সের উভয় দিকে এইরূপ স্বতঃসিদ্ধ সমতা নিছক যান্ত্রিক সমতামাত্র (mechanical equality); ইহাকে লেনদেন ব্যালান্সের (equilibrium) বলা উচিত নয়। ভারসাম্য বলিলে ভারসাম্য

সমতা ও ভারসামো পার্থকাঃ লেনদেন ব লিক্ষে ভারসামে। এবং

ভাবসামা-বিহীনতা কাহাকে বলে

বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে স্থায়িত্ব আছে বা দেশের অর্থ নৈতিক অবস্থা স্বদৃঢ় আছে এক্নপ বোঝা যায়। লেনদেন ব্যালান্সে নিছক হিসাবগত সমতা দেশের বৈদেশিক বাণিজ্য অথবা দেশের আর্থিক বা অর্থনৈতিক অবস্থার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে কিছুই বলে না, দেশের ঘোর অর্থ নৈতিক বিপর্যয়ের মধ্যেও লেনদেন ব্যালান্সে তথাকথিত সমতা থাকিবেই। দীর্ঘকালের হিসাবে বৈদেশিক বাজারে দেশীয় অর্থের জন্ম চাহিদা ও যোগান সমান আছে, প্রভুত পরিমাণ মূলধন দেশ হইতে রপ্তানি হয় না বা (मर्ग व्याममानि इस ना, मिनीस व्यर्थत रितमिक मूना वा रितमिक विनिमस-হাব (Rate of Foreign Exchange) মোটামুটি স্থায়ী ও বিশেষ উঠানামা হয় না—এইদ্ধপ অবস্থাকেই লেনদেন ব্যালান্সের ভার্যাম্য (Equilibrium in the balance of Payments) বলা হইয়া থাকে। যদি এইরূপ অবস্থা না থাকে, অর্থাৎ দীর্ঘকাল যাবৎ দেশ হইতে পুঁজি বাহিরে চলিয়া যাইতে থাকে বা বাহির হইতে দেশের মধ্যে আসিতে থাকে, বৈদেশিক বাণিজ্যহারে ঘন ঘন এবং প্রচুর পরিমাণে উঠানামা (fluctuations) ঘটিতে থাকে, তাহা হইলে বলা হয় যে, লেনদেন ব্যালান্দে ভারসাম্যবিহীনতা (disequilibrium) স্থাষ্ট হইয়াছে। স্থতরাং সমতা ও ভারসাম্যে যথেষ্ঠ পার্থক্য আছে।

কোন দেশের লেনদেন ব্যালান্সে ভারসামাবিহীনতা আসিতে পারে যদি (ক) দ্রব্যসামগ্রীর আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণ, অথবা (খ) স্কল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন পুঁজির আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণ পরিবর্তিত হয়। দ্রব্যাদি আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণ পরিবর্তিত হয়, যদি (১) চাহিদার পরিবর্তন ঘটে, (২) যোগানের পরিবর্তন ঘটে, (৩) দ্রব্যসামগ্রীর সংখ্যাতে ও উৎকর্ষে পরিবর্তন ঘটে, (৪) দেশের বা বিদেশের উৎপাদনক্ষমতা বিধ্বস্ত হয় বা ভিন্নরূপ হইয়া যায় (যেমন যুদ্ধের ফলে), (৫) জনসংখ্যার বৃদ্ধি বা হ্রাস ঘটে (যাহাতে দ্রব্যাদির চাহিদা বাড়ে বা কমে), (৬) ঋণ গ্রহণ, ঋণদান, ক্ষতিপূরণ দান বা গ্রহণ করা হয়, এবং (৭) বিনিম্য-হারে পরিবর্তনের দরুন আমদানিরপ্তানির দামে পরিবর্তন হইয়া উহাদের চাহিদার পরিবর্তন ঘটে। পুঁজির আমদানি ও রপ্তানিতে পরিবর্তন আসে যদি (১) নৃতন বৈদেশিক বিনিয়োগ ঘটে, (২) ঋণ পরিশোধ বা হৃদ প্রদান শুক্র হয়, এবং মুনাফা বা নিরাপন্তার উদ্দেশ্যে ফাট্কাদারী লেনদেনে পরিবর্তন আসে।

ভারসাম্য সাধনের পদ্ধতি (Theories of Balancing Process):

কোন দেশের লেনদেন ব্যালান্সে ভারসাম্যন্থীনতা আসিলে বিভিন্ন শক্তির ক্রিমা ও প্রতিক্রিয়ার ফলে লেনদেন ব্যালান্সে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পুনরায় ভারসাম ফিরিয়া আসে। ভারসাম্যে পৌছিবার স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি (self equilibrating mechanism) সম্বন্ধে ক্লাসিকাল ও আধুনিক এই ত্বই প্রকার মতামত প্রচলিত আছে।

ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানিগণের অভিমতে আর্থিক পদ্ধতির মাধ্যমেই (monetary mechanism) লেনদেন ব্যালান্সে ভারসাম্য র'ক্ষত হয়। যদি কোন একটি দেশে রপ্তানির মূল্য উহার আমদানির মূল্য হইতে অধিক হয়, তবে সেই দেশ অপর দেশ হইতে স্বর্ণ পাইবে এবং যে-দেশের শেনদেন ব্যালাফা প্রতিক্ল, সে স্বর্ণ পাঠাইয়া দিবে। অন্তক্ল রোদিক্যাল তম্ব: স্বর্ণের গতিবিধি ও দামন্তরে

পরিবর্তনের দ্বারা

যাইবে। অপরদিকে, প্রতিক্ল লেনদেন ব্যালাফোর দরুন অপর দেশটি হইতে স্বর্ণ চলিয়া আসিবে, এবং ফলে উহার

অবিধান কমিয়া যাইবে, দামস্তরও কমিয়া আদিবে। কালক্রমে, যেদেশের আয়স্তর বৃদ্ধি হইয়াছে তাহার রপ্তানি কমিবে এবং অপর দেশের
দামস্তর কমিয়া যাওয়ায় সেই দেশ হইতেই আমদানি বৃদ্ধি পাইবে। এইভাবে
আমদানি ও রপ্তানির মূল্যে সমত। সাধিত হইবে। যে দেশের দামস্তর কমিয়া
গিয়াছে সেই দেশ অধিক রপ্তানি করিতে পারিবে এবং বিদেশা দামস্তর অধিক
থাকায় উহার আমদানি কমিয়া যাইবে; আমদানি ও রপ্তানির মূল্যে সমত।
ফিরিয়া আদিবে, লেনদেন ব্যালান্সের প্রতিকৃল্ভা থাকিবে না। এইরূপে হুই
দেশের লেনদেন ব্যালান্সেই পুনরায় ভারসাম্যাবস্থায় পৌছিবে। অর্ণ যাতায়াতের
ফলে দামস্তরে উত্থান পতনের মাধ্যমে লেনদেন ব্যালান্সে সমতাসাধনের এই
ক্লাদিকাল তত্ত্বের নাম হইল 'স্বর্ণের গতিবিধি সংক্রান্ত রিকার্ডীয় তত্ত্ব' (Ricardian theory of Gold Movements)।

আধুনিককালে ভারদাম্য-বিধানের এই ক্লাসিকাল স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে যে, এই তত্ত্ব অর্থ-মূল্য সম্পর্কীয় পরিমাণতত্ত্বের উপর

নির্ভরশীল। অর্থাৎ ইহা ধরিয়া লয় যে, স্বর্ণের পরিমাণের বাদিকাাল তত্ত্বে পরিবর্তন দেশে অর্থের পরিমাণে পরিবর্তন আনিবেই, এবং অর্থের পরিমাণে পরিবর্তন আসিলে দামন্তরও পরিবর্তিত

অথের পারমাণে পারবতন আাদলে দামন্তর ও পারবাতত
ইইবে (অর্থাৎ সমাজে পূর্ণকর্মনিরোগ শুর ধরিয়া লওয়া ইইতেছে)।* কিন্তু
পৃথিবীতে স্থানান প্রচলিত নাই, জার অর্থের পরিমাণে পরিবর্তন ইইলেই
দেশের দামন্তর পরিবাতিত হয় না; কারণ সাধারণত দেশগুলিতে অপূর্ণ
কর্মসংস্থান রহিয়াছে। এরূপ অবস্থায় অর্থের পরিমাণ রুদ্ধিতে স্থানের হার
ক্মিয়া বিনিয়োগ, কর্মনিয়োগ ও উৎপাদন বাড়িতে পারে; প্রথমেই দামন্তরে
বৃদ্ধি হয় না।

^{* &}quot;The classical theory contains an explicit acceptance of the quantity theory of money as well as an implied assumption that output and employment are unaffected by international monetary disturbances...The Keynesian revolution cast doubt upon both of these crucial assumptions." Merzler, A survey of contemporary Economics, P 212.

আধুনিক ধনবিজ্ঞানীদের মতে স্বর্ণের যাতায়াত এবং দামশুরে পরিবর্তন ছাড়াও লেনদেন ব্যালান্সে ভারসাম্য ফিরিয়া আসিতে পারে। মনে কর। যাউক, A দেশের লেনদেন ব্যালাক্ষ অমুকূল হইয়াছে এবং B দেখেব লেনদেন ব্যালান্স প্রতিকৃল অবস্থায় আছে। A দেশ আধনিক তত্ত্ব: আয়-ামুণ্ড ০৭ • শাম স্তরেও কর্মসংখ্যান স্তবে হইতে অধিক রপ্তানি হওয়ার ফলে সেই দেশে রপ্তানি-দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে, কর্মসংস্থান ও আয়ম্ভরও পরিবর্তনের দ্বারা বর্ধিত হইয়াছে। অপরদিকে B দেশে অধিক পরিমাণ আমদানি হওয়ায় এবং কম রপ্তানি হওয়ায় আভাস্তরীণ বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান ও আয়ন্তর কমিয়া গিয়াছে। A দেশে তাহার আয়ন্তর বৃদ্ধি হওয়ায় আমদানি-প্রবণতা (Propensity to import) বাডিয়া গিয়াছে, ফলে A দেশে আমদানির পরিমাণ বাডিবে। অপরপক্ষে, B দেশে আহন্তর কমিয়া যাওযায A দেশ হইতে আমদানি কমিবে। এইরূপে উভয়দেশে আমদানি ও বপ্তানির পরিমাণে পবিবর্তন হইয়া উভয়েব সমতা-সাধন হইবে, লেনদেন ব্যালাস্সে ভার সামাাবস্থ। ফিরিয়া আসিবে।

ক্লাসিক্যাল তত্ত্ব ও আধুনিক তত্ত্বের মিল হইল, উভয়েই বলিতেছেন
ভারসাম্যাবস্থায় ফিরিয়। আসিবার জন্ম স্বয়ংক্রিব
হই তত্ত্বের মিলও
ধরণের পদ্ধতি আছে। কিন্তু মিল অপেক্ষা ইহাদেব
পার্থক্য
পার্থক্যই গভীর। ক্লাসিক্যাল মতে দামন্তরে পবিবর্তনের
স্বারা সমতাসাধন হয়, কিন্তু আধুনিক মতে আয়ন্তরে পরিবর্তনের মাধ্যমেই ভার
সাম্যের পুনক্দার ঘটে।

মনে রাথা দরকার যে, ফাটকাদারি মৃশধনের আমদানি বা রপ্তানির ফলে ভারসাম্যের বিচ্যুতি ঘটিলে এই পদ্ধতিতে ভারসাম্যে পুনরাগমন করা চলে না, কারণ ফাটকাদারি পুঁজির লেনদেন উভয় দেশের আয়স্তরকে পরিবর্তিত করিয়া আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণে পরিবর্তন ঘটাইতে পারে না।*

^{+ &}quot;Like the classical theory of the balance of payments, the theory which has emerged in the last ten years envisages a more or less automatic balancing mechanism. Unlike the classical theory, however, the new explantion normally accounts for only a part of the adjustment and thus constitutes a theory of disequilibrium as well as a theory of equilibrium. More over, the cumulative movement of income at home and abroad which is the essence of modern theory will not occur unless the disturbing influence affects the circular flow of income as well as the balance of payments."

Metzler. P 220.

লেনদেন বালান্সে ভারসাম্য সম্পূর্ণভাবে ফিরিয়া না-ও আসি:ত পারে।

একপ ঘটিতে পারে যে, আয়স্তরে পরিবর্তনের পরিমাণ

এইলে কি করা হয়

এই বেশি ইইল না যাহাতে আমদানি ও রপ্তানির মূল্যে
পুনরায় সমতা ফিরিয়া আসিল। এরপ অবস্থায় যদি
ভারসাম্য-বিহীনতা (ধরা যাউক, প্রতিক্লতা) চলিতেই থাকে তাহা হইলে
এইরপ প্রতিক্লতা দূর করিয়া সাম্যাবস্থা ফিরাইয়া আনিবার জন্ম তিনটি পদ্ধতি
গ্রহণ করা যাইতে পারে:

- কে) **রপ্তানি বৃদ্ধিঃ** উন্নত ধরনের বিক্রয় ব্যবস্থার সাহায্যে বা আভ্যন্তরীণ ব্যয় সংকোচের **দা**রা রপ্তানি বৃদ্ধির চেষ্টা করা।
- (থ) **আমদানি হ্রাস:** প্রত্যক্ষভাবে বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি (direct controls) ধারা আমদানির পরিমাণ ক্যাইবার চেষ্টা করা।
- (গ) **অর্থের বহিমূল্য হ্রাস**: সরকারীভাবে বিদেশা অথের হিসাবে দেশার অথের বিনিন্দ্র মূল্য কমাইরা দেওয়। ইহার ফলে দেশার দ্রবাদি বিদেশের বাজারে সস্তা হইবে এবং বিদেশা দ্রব্যের দাম দেশের বাজারে বৃদ্ধি পাইবে। ফলে, রপ্তানি বৃদ্ধি ও আমদানি হ্রাস একই সঙ্গে ঘটিবে, লেনদেন ব্যালান্সে ভারসাম্য ফিরাইয়। আনা সম্ভব হইবে।

বৈদেশিক বিনিময়-হার কিরূপে নিরূপিত হয় (How the Rate of Foreign Exchange is Determined?)

ছই দেশের অর্থ যে-হারে পরস্পারের সহিত বিনিময় হয়, তাহাকে উভয় দেশের বৈদেশিক বিনিময়-হার (Rate of Foreign Exchange) বলে
। কোন দেশের অর্থের বিনিময়ে অপর দেশের অর্থ যে
বিদেশিক বিনিময়হার
কাহাকে বলে

নিজ-দেশের অর্থের মূল্য—ইহাকেই বৈদেশিক বিনিময়হার বলে। ইহাকে অর্থের বহিমলাও (External Value) বলা চলে।*

কোন দেশের অর্থের বৈদেশিক বিনিময়-হার কোন নির্দিষ্ট ও স্থির অন্থপাত নহে, প্রায় সর্বদাই ইহার উঠা-নাম। ঘটে। যে-ভাবে এবং যে-শক্তিসমূহের ঘারা বৈদেশিক বিনিম্য-হার নির্দ্ধিত হয় তাহাদের হুইটি পৃথক অবস্থা অনুযায়ী বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন: (১) যথন উভয় দেশের মধ্যে স্বর্ণমান

[🊁] যেমন ভারতের অর্থ ১ টাকার বিনিময়ে ব্রিটেনের অর্থ ১ শিঃ ৬ পেঃ পাওয়া যায়।

প্রচলিত আছে, এবং (২) যথন উভয় দেশে বা অন্তত একটি দেশে অরপাস্তরনীয় কাগজী অর্থ (Inconvertible Paper Currency) প্রচলিত

(১) স্বর্ণমান প্রচলিত থাকাকালীন বিনিময়-হার নিরূপণ:

যদি স্বৰ্ণমান প্ৰচলিত থাকে তাহা হইলে দেশে স্বৰ্ণমূদ্য প্ৰচলিত থাকিতে পারে অথবা দেশায় কাগজের টাকা ও অর্পের মধ্যে বিনিম্বেব অমুপাত নির্দিষ্টভাবে নির্ধাবিত থাকে। এইকপ অবস্থায়, উভয দেশের অর্থের মধ্যে বিনিময়-হাব নিধারিত হয় নিজ নিজ অর্থের সহিত স্থাপের স্বৰ্মান ব্যাস্থায পরিমাণগত সম্পর্কেব দারা। ধরা যাক্ A দেশের 1 মুদ্রার মধ্যে যে-প্রিমাণ স্বর্গ আছে সেই সম্প্রিমাণ স্বর্ণ B দেশের তিনটি মুদ্রার মধ্যে রহিয়াছে। একপ অবস্থায় স্বর্ণের হিসাবে 1 A মদ্রা 3 B মদ্রার সমান মূল্যের , স্থতরাং 1 A মূদ্রার বিনিময়ে 3 B মুদ্রা পাওয়। যাইবে (1A = 3B); ইহাই পরস্পারের বিনিময় হাব। ইহাকে বলা হয় মদ্রণজনিত বিনিময়ের मगराव (Mint Par of Exchange)। श्राम्मिक व्यवस्थार, (लनएन ব্যালান্সে ভারসাম্য বজায় থাকিলে, উভয় দেশের মধ্যে এই হারই নির্ধাবিত थाकिरव এवः এই হারেই আমদানি ও রপ্তানি হইবে। किন্তু লেনদেন-ব্যালান্সে ভাবসমতা নষ্ট হইলে উভয় দেশের বৈদেশিক বিনিময়-ছারেও উঠানাম। (Fluctuation) इट्टेर्ट : তবে এই উঠানামার নির্দিষ্ট সীমা থাকে, ভারসাম্যে বিচ্যুতির পরিমাণ অমুযায়ী সেই নির্দিষ্ট-সীমার মধ্যে বিনিময়-হার निर्धातिक थाकित्व। देवतिभिक विनिमय-शांत छेत्रानामात्र भौगा (Limit) বা পরিধি নির্ভর করে এক দেশ হইতে অথপর দেশে ৰণ পাঠাইবার ব্যযের উপর ।

বৈদেশিক লেনদেন থাতে কোন দেশের আমদানির তুলনায রপ্তানি বেশি হইলে বিনিম্য হার ভাহার অম্বন্তল যাইবে, রপ্তানির তুলনায আমদানি অধিক হইতে থাকিলে বিনিম্য-হার ভাহার প্রতিকৃলে আসিবে। প্রথমক্ষেত্রে যদি লেনদেন-ব্যালাক্ষ $\mathbf A$ এর অম্বন্তলে হয় ভাহা হইলে $\mathbf A$ এর $\mathbf 1$ মূদ্রা $\mathbf B$ দেশের

বিনিম্থ-গারে বিচ্যুতির সীমা: উচ্চ ও নিয় স্থাবিন্দু 3 মূদ্র। + স্বর্ণ প্রেবণের ব্যাধের সমান হইবে। দি তীয় ক্ষেত্রে, লেনদেন ব্যালান্স A এর প্রতিকূল হইলে বিনিময়-হার \circ ভাহার প্রতিকূলে যাইবে, অর্থাৎ 1 A মূদ্র=3 B মদ্র।-

স্থর্ণ প্রের্ণের ব্যয়। বিনিময়-হারের উঠানামা এই ছই হারকে ছাড়াইয়া যাইতে পারে না। কারণ প্রথম ক্ষেত্রে, B-এর ব্যবসায়ীরা

উহা হইতে অধিক মূল্য দিয়া ব্যাঙ্ক হইতে A মূল্য কিনিবে না, ব্যাঙ্ক উহা অপেক্ষা অধিক দাম চাহিলে স্বৰ্ণ ক্ৰয় করিয়া A-এর ব্যবসায়ীদের নিকট পাঠাইয়া দিবে। বিভীয় ক্ষেত্রে, A এর ব্যবসায়ীরা ওই দামেই B মূলা কিনিতে বাধ্য হইবে, স্বৰ্ণ ক্রয় করা ও প্রেরণ করার ব্যয় তাহাদের বহন করিতেই হইবে। বিনিময় হারের উঠানামার এই হুই সীমাকে উচ্চ স্বৰ্ণবিন্দু (Upper gold point) এবং নিম্ন স্বৰ্ণবিন্দু (Lower gold point) বলে।

(২) অরপান্তরনীয় কাগজী অর্থ থাকাকালীন বিনিময়-হার নিধারণ:

স্বর্ণমান প্রচলিত থাকিলে ধাতৃবিন্দুগুলির (Specie points) দার। নির্দিষ্ট সীমার বাহিরে বিনিময়-হার উঠানামা করিতে পারে না। কিন্তু যথন অরপান্তরনীয় কাগজী অর্থ প্রচলিত থাকে তথন বৈদেশিক অরপান্তরনীয় কাগজী বিনিময়-হারে উঠানামার কোন সীমা-পরিসাম। নাই, ইহার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটা সন্তব। সেইরূপ অবস্থায় কি ভাবে বিনিময়-হার নির্ধারিত হয় তাহার সন্থন্ধে ছুইটি প্রচলিত তত্ত্ব আছে:

ক) ক্রেশক্তির সমতা তত্ত্ব (Purchasing Power Parity theory), এবং পে) আধুনিক কালের চাহিদা ও যোগান তত্ত্ব (Demand and Supply theory)।

কে) ক্রেষ্ণ ক্তির সমতা তত্ত্ব: স্তইছে:নর ধনবিজ্ঞানী গুস্তান্ ক্যানেল (Gustav Cassel) বৈদেশিক বিনিময়-হার নির্ধারণ সম্পর্কে ক্রয়-শক্তির সমতা তথ্য প্রচার করিয়াছিলেন। এই তত্ত্ব অনুযায়ী, সাধারণ অবস্থায়, উভয় দেশের অর্থের বিনিময়-হার নিজ নিজ দেশের অভ্যন্তরে অর্থের ক্রয়শক্তির সম্পর্ক প্রকাশ

করে। নিজের দেশে অর্থের আভ্যন্তরীণ ক্রয়শতির এবং হই দেশের অর্থের অভ্যন্তরীণ মূল্যের

দেশের অর্থের আভ্যন্তরীণ ক্রন্নক্তির সমতার বিন্তেই ইহাদের মধ্যে বিনিময়-হার নির্ধারিত হয়। যেমন, ইংলণ্ডে

কিছু পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী যদি 1 পাউণ্ডে পাওয়া যায় এবং সেই একই ধরনের সমপরিমাণ দ্রব্যসামগ্রীর দাম (similar assortment) যদি ভারতের অর্থে 15 টাকা হয়, ভাহা হইলে 1 পাউণ্ডের এবং 15 টাকার ক্রয়-ক্রমতা সমান। স্বতরাং বিনিময়-হার হইবে 1 পাউণ্ড=15 টাকা।

এই তত্তিকে আর একভাবে বলা চলে। কোন একটি দেশের মধ্যে

অর্থের ক্রয়শক্তি আভান্তরীণ দামস্তরের বিপরীত দিকে উঠানামা করে, তাহ আমরা জানি। স্থতরাং তৃই দেশের অর্থের ক্রয়শক্তির অমুপাত উগদের দামস্তরেব অমুপাতের বিপরীত হইবে। অর্থাৎ,

 $\frac{1}{1}$ পা: (\mathfrak{L}) = $\frac{\mathfrak{L}$ -এর ক্রমণজি $}{\mathrm{Rs}$ -এর ক্রমণজি $}$ ভারতের দামস্তর $}$ ইংলণ্ডের দামস্তর

নিজ দেশে অর্থের আভ্যন্তরীণ-ক্রয়শক্তির পরিবর্তন ঘটলে বৈদেশিক বিনিময় হারেরও পরিবর্তন ঘটবে, আভ্যন্তরীণ মূল্য কমিলে বহিমুল্যও কমিবে,

আভ্যন্তরীণ মূল্য বাডিলে বহিম্লাও বাডিবে। স্থতরাং বিনিম্বহারে উঠানামা ত্তর্মাক্তির সমতার বিন্দু স্থিরবিন্দু নহে, ইহা চলনশীল বা ও তাগাব কারণ পরিবর্তনশীল বিন্দু, দেশের অভ্যন্তরে দামস্তরের পরিবর্তন

অমুযায়ী ইং। পরিবর্তিত হয়। ভারসামোর বিনিময়-হারকে উভয় দেশের দামস্তবে পরিবর্তিনের হার দিয়া গুণ করিলে এই পরিবর্তিত বিনিময়-হার পাত্যা যায়। Cassel বলিতেছেন যে "it is only when we know the exchange rate which represents a certain equilibrium that we can calculate the rate which represents the same equilibrium at an altered value of the monetary units of the two countries."

একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি বুঝা যাইতে পারে। ভারত ও ইংলণ্ডের অর্থের মধ্যে 1 পাঃ=15 টাকা বিনিময়-হার দ্বির ছিল। কিছুদিন পরে উভ্য দেশেই দামস্তরে পরিবর্তন হইল, স্চকসংখ্যা অম্যায়ী ইংলণ্ডের দামস্তর হইল 300 এবং ভারতের দামস্তর হইল 200। এরূপ অবস্থায় ন্তন বিনিময়-হার হইবে 1 পাঃ=টাক। $\frac{15\times200}{300}=10$, অর্থাং 1 পাঃ 10 টাকা। ইংলণ্ডের আভ্যন্তরীণ দামস্তর বৃদ্ধি ছওয়ায় পাউণ্ডের বহিমূল্যিও কমিয়া গিয়াছে সাউণ্ডের বিনিময়ে পূর্বের তুলনায় কম ভারতীয় টাক। পাওয়া যাইভেছে।

ক্যাসেল বর্ণিত এই ক্রয়শক্তির সমতাত হ আধুনিক কালের ধনবিজ্ঞানীর।
বিভিন্ন কারণের জন্ম গ্রহণগোগ্য বলিয়া মনে করেন না। (ক) যে স্চক-সংখ্যার
সাহাযো দেশীয় অর্থের আন্ডান্ডরীণ ক্রয়শন্তির পরিবর্তন নির্ণয় করা হয়, সেন্চ
স্চক সংখ্যার নির্মাণকালে আন্ডান্ডরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রবেশ করে
এইরূপ সকল প্রকার দ্রব্যসামগ্রী যদি হিসাবে গ্রহণ করা হয় তবে এই তর
নির্ভূল থাকিতে পারে না। কারণ আন্ড, ম্ভরীণ বাণিজ্যের
সমালেচনা
দ্রব্যসামগ্রীর দামে পরিবর্তন লেনদেন ব্যালাম্পে প্রভাব
বিস্তার করে না, বিদেশী বাজারে দেশীয় অর্থের যোগান ও চাহিদাকেও

পু ভাবিত করে না। জার, শুরু যদি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রবেশ করে এইরূপ দব্যের সাহায়ে ফচক-সংখ্যা গঠিত হয়, তবে এই তত্ত্ব নিছক স্বতঃসিদ্ধ, কারণ ছগদের দামস্তর সকল দেশে স্বভাবতই সমান। (গ) মূল্ধনের আগমন বা নর্গমনের ফলে বৈদেশিক বিনিময় হারের পরিবর্তন এই তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে গারে না। (গ) বিশেশে রপ্তানি দ্রবের চাহিদা বাডিলে বা কমিলে, অথবা দেশে আমদানি দ্রবের চাহিদা বাডিলে বা কমিলে (দেশে ও বিদেশে উৎপাদন ব যে পরিবর্তন হইলে। আভ্যন্তরীণ দামস্তরে পবিব তন না হইয়াও বিনিম্ব-হারে পারব তন আদিতে পারে। Metzler তাই বলেন যে, "The inability of the Parity theory to allow for shift in international demand for capital movements, for technological changes, or for any other events altering the terms of trade soon made it apparent that the theory was not a general explanation of exchange-rates, but was applicable only under special conditions."

স্তরাং উপসংহারে আমর। বলিতে পারি যে, ক্রয়শক্তির সমতাতত্ত্ব কেবল মাত্র নিশেষ অবস্থাতেই সত্য হইতে পারে, যথন কোন মূলধনের বা ঋণের লেনদেন হইতেছে না অথবা উৎপাদনের যন্ত্রকৌশলগত অবস্থায় বা বাণিজ্যানারে কোনরূপ পরিবর্তন আসিতেছে না। বিনিম্য-হারে যে-সকল শক্তি পরিবর্তন আনে ক্রয়শক্তির পরিবর্তন তাহার মধ্যে একটি মাত্র। তব্ও আমর। এই তত্ত্বের অস্ত্রনিহিত গভীর সত্যকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিতে পারি না। দার্ঘকালে বিভিন্ন দেশের অর্থের আভাস্তরীণ ক্রয়শক্তি বিনিম্য-হারকে নিশ্বয়

কিছুটা প্রভাবিত কবে। বিনিম্ব-হার নির্ধারণের তত্ত্ব 'হত্তবের তাংশিক চিসাবে আধুনিক কালে ইহাকে আর গ্রহণ করা হয় না বটে, কিন্তু কোন দেশের লেনদেন ব্যালান্সের উপর সেই দেশেব অর্থের আভ্যন্তবীণ ক্রয় শক্তিবও প্রভাব আচে, এই তত্ত্বের সাহায্যে 'ই স্তা উদ্বাটিত হয়।

(খ) আধুনিক তত্ত্ব: কি ভাবে বিনিময় হার নির্ধারিত হয় ?

আধুনিক ধনবিজ্ঞানীগণ বিনিময-হারকে দাম বলিয়া মনে করেন,

েল্লক অর্থের হিসাবে প্রকাশিত নিজ দেশের অর্থের দাম। সকল দ্রবা
সামগ্রীর দাম যেকপ উহার যোগান ও চাহিদাব দার।

ক্রমণানক বাজাবে
ভারসামোর বিন্দুতে নিক্রপিত হয়, সেইরূপ অবাধ

থাকিলে অর্থের বহিষ্ণাও বৈদেশিক বাজারে উহার

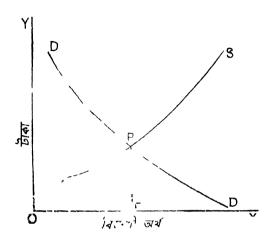
চাহিদা ও যোগানের ঘারা নির্ধারিত হইয়া থাকে।

বৈদেশিক বাজারে নিজ দেশের অর্থের চাহিদা নির্ভর করে রপ্তানির ম্ল্যের উপর এবং বিদেশীরা বিভিন্ন কারণে কি-পরিমাণ অর্থ সেই দেশে পাঠাইতে চাহে তাহার উপর (অর্থাৎ লেনদেন-ব্যালাম্সের পাওনার বৈদেশিক বাজারে অর্থের দিকের উপর)। বৈদেশিক বাজারে নিজ দেশের অর্থের কোণা হইতে উদ্ভূত হয় যোগান নির্ভর করে আমদানির ম্ল্যের উপর এবং দেশ হইতে কি-পরিমাণ অর্থ বিদেশে চলিয়৷ যাইতে চাহে তাহার উপর (অর্থাৎ লেনদেন-ব্যালাম্সের দেনার দিকের উপর)।

বৈদেশিক বাজারে অর্থের চাহিদা যদি বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ যদি লেনদেন ব্যালান্স অন্কুল হয় ভাহা হইলে বিদেশী ব্যবসায়ীরা অধিক পরিমাণে দেশীয় অর্থ কিনিতে চাহিবে. বৈদেশিক বাজারে দেশীয় অর্থের বিক্রেভাগণ অর্থের দাম বাড়াইয়া দিবে, অধিক বৈদেশিক অর্থ দিয়া দেশীয় চাহিদা বা যোগানে অর্থ ক্রেয় করিতে হইবে, অথাৎ বৈদেশিক বাজাবে বিনিম্ম পরিবতিত করে হার দেশের অন্ধক্লে আসিবে। অপরপক্ষে, বৈদেশিক বাজাবে অর্থের যোগান বৃদ্ধি পাইলে, অর্থাৎ যদি লেনদেন ব্যালান্স প্রতিক্ল হয়, ভাহা হইলে বিদেশী ব্যবসায়ীয়া অধিক পরিমাণে দেশীয় অর্থের চাহিদা করিবে না, বৈদেশিক বাজারে দেশীয় অর্থের বিক্রেভাগণ অর্থের দাম কমাইয়া দিবে, কম বৈদেশিক অর্থ দিয়া দেশীয় অর্থের ক্রয় কবিবে, বৈদেশিক বিশিময়-হারও দেশের প্রতিক্লে যাইবে।

স্তরাং লেনদেন-ব্যালান্সের উঠানামার উপরই বিনিময়ের হারের উঠানাম।
নির্ভর করে; লেনদেন ব্যালান্সের ভারসাম্য থাকিলে বিনিময়-হারেও ভারসাম্য
লেনদেন ব্যালান্স থ'কে, অর্থাৎ লেনদেন ব্যালান্সের উপরই বিনিময়-হার
গঠনকারী বিষয়ন্মই
বিনিময়-হার
করে। লেনদেন-ব্যালান্স গঠনকারী বিষয়দমূহ
বিনিময়-হার নির্ধারণ করে। লেনদেন-ব্যালান্স গঠিত
হয়, (ক) আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণ এবং (থ)
মূলধনের গমনাগমন বা বিদেশে ঋণদানের পরিমাণের (Foreign landing)
ভারা।

এই তত্ত্তিকে আমরা একটি রেখা-চিত্রের সাহায্যে প্রকাশ করিতে পারি। বিদেশী অর্থের চাহিদা-রেখা (DD) ডাহিনে নিচের দিকে নামিতেচে। ইহার কারণ হইল, যখন টাকার হিসাবে বিদেশী অর্থের দাম কমে তথন উহার চাহিদ। বৃদ্ধি পায়। বিদেশা অর্থের দাম কমিলে বিদেশা দ্রব্য আমাদের দেশে সন্তঃ হয়, উহাদের চাহিদ। বং আমদানি বাডে, তাই বিদেশা অর্থের চাহিদ।



বাডে। অপরপক্ষে, বিদেশা মর্থের যোগান-রেথা SS, উপর নিকে উঠার পথে ডান দিকে তেলিয়া থাকে ইহাব কারণ হইল বিদেশা মর্থের দাম বাডিলে দেশায় দ্রব্য বিদেশের বাজারে সন্তাহয়, ফলে আমাদের রপ্তানির পরিমাণ বাডে, 'বদেশা অর্থের যোগান রুদ্ধি পায়। DD ও SS বেগা R বিন্দুতে মিলিত হইবাচে। এই বিন্দুতে বিনিম্য-ভাব নির্ধারণ হহতেছে RF: OF, মুগাৎ RF টাকার বিনিম্যে OF বিদেশা অর্থ পাত্র যাইতেছে। এই বিনিম্য-হাব বজার থাকের বিদেশের বাজারে লাকার যোগান ও চাহিদা, অথবা দেশের মধ্যে বিদেশা অর্থের যোগান ও চাহিদা, অথবা দেশের মধ্যে বিদেশা মর্থের যোগান ও চাহিদা, অথবা দেশের মধ্যে

আমদানি ও বপ্তানির পবিমাণ বা DD ও SS রেখার আকৃতি নিভব করে চারিটি বিষয়ের স্থিভিস্থাপকতার উপর: (ক) দেশায় রপ্তানির জন্ত বৈদেশিক চাহিদার স্থিভিস্থাপকতা, (থ) নিজ দেশের রপ্তানিব যোগানেব স্থিভিস্থাপকতা, (গ) বিদেশী আমদানিব জন্ত আমাদের দেশে চাহিদার স্থিভিস্থাপকতা, এবং (ঘ) বিদেশা আমদানি দ্রব্যগুলির যোগানেব স্থিভিস্থাপকতা। এই সকল প্রভাবসমূহকে একত্রে বলা হয় "বাণিজ্যাবন্তা" (Trade Conditions)। বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্য অবাধ ও অনিয়ন্তিত

ভাবে চলিতে পারিলে দেশায টাকার ও বিদেশা অর্থের যোগান ও চাহিদার

যাত-প্রভিঘাতে, প্রতি মুহুর্তে বিনিম্য-হারে এই ভারসাম্য

গরিমাণ কিম্মর উপর

যোগান ও চাহিদায পরিবর্তন আসিলে এই ভারসাম্যেব

বিনিম্য-হারও পবিবর্তিত হইষা যাইতেছে। মিসেদ

ববিন্দনের ভাষায বলিতে গেলে "Any change in the conditions of demand or of supply reflects itself in a change in the ex-

বৰিন্দনের ভাষায় বলিতে গেলে "Any change in the conditions of demand or of supply reflects itself in a change in the exchange rate and at the fuling rate the balance of payments balances from day to day or from moment to moment."

বিদেশ অর্থ বা দেশিষ অর্থের যোগান ও চাহিদা কেবলমাত্র দ্রোর আমদানি-বথ্যানি হইতেই দেখা দেয না, বৈদেশিক খানদানের পরিমাণের উপরও ইহা নিতর কবে। আবার বৈদেশিক খানদান (Foreign lending) তিন প্রকাব প্রভাবের ঘাবা নির্ধারিত হয়; (ক) শেয়াব বাজারের প্রভাবসমূহ (Stock Exchange Influences): আন্তর্জাতিক খানদান, স্কুদ প্রদান,

বৈদেশিক খণদান কিদেশ উপর নিভব করে ঋণপরিশোধ, দেশীয় লোক কর্তৃক বৈদেশিক শেষারের ক্রযবিক্রয় বা বিদেশা কর্তৃক দেশীয় শেয়ারের ক্রয বিক্রয় প্রভৃতি। (খ) ব্যাহ্নিং প্রভাবসমূহ (Banking

Influences), বিনিম্য-বিল, ব্যাঙ্কের ড্রাফ্ট্ ক্রথ-বিক্রম, নুমনকারীদের অর্থ প্রেরণ বা আনহন প্রভৃতি। (গ) কারেন্সী অবস্থা (Currency Conditions): দেশের ফুদ্রাব্যক্ষার উপব বিশাস ও আহ থাকিলে বিদেশ হইতে দেশে অর্থ আদে, মূল্ধনের আগমন (Inflow) ঘটে অপর প্রাফ, ফুল্বাব্যরার উপর আস্থা হারাইয়া ফেলেলে দেশ হইতে ছাল বাহির হইযা বায়, মূল্ধনের বহির্গমন (out flow) ঘটে।

লেনদেন ব্যালান্স গঠনকারী এই সকল বিষয়সমূহের দ্বার। বৈদেশিক
বিনিম্ব-হার নির্ধাবিত হয় এবং উহাদের পরিবর্তনের ফলে
শিন্ম্য-হারে উঠানাম।
লেনদেন ব্যালান্যে পরিবর্তন ঘটে, বৈদেশিক বাজাবে
দেশার অর্থের যোগান ও চাহিদার পরিবর্তন আসে, বিনিম্য-হারে উঠানাম।
(fluctuations) ঘটিয়া থাকে।

ভারসাম্যাবস্থার বিনিময়-হার (Equilibrium Rate of Foreign Exchange) %

স্থান ব্যবস্থায় মুদ্রণজনিত বিনিময়ের সমহার (Mint Par of Exchage)

অনুধায়ী প্রত্যেক দেশের বিনিময়-হার স্থির হয়; এবং স্থান ব্যবস্থায়

প্রেরণের ব্যয় পর্যন্ত এই হারের উপরে ও নীচে বিনিময়
থেব উঠানামা করিতে পারে। স্থাতবাং, স্থানান প্রচলিত থাকিলে মুদ্রণজনিত
ব্নিময়ের সমহারই উভয় দেশের মধ্যে ভারসাম্যাবস্থার বিনিময়হার।

কাগজীমান প্রচলিত থাকিলে, ক্রয়ক্ষমতার সমতা-তত্ত্ব গ্রহণ
করিলে, উভন দেশের অর্থের আভ্যন্তরীণ ক্রয়ক্ষমতাব
ক'ভৌমান বানস্থা
ক্রাক্ষমতার তথ্যমুখায়ী অন্তপাতই ভারসাম্যাবস্থার বিনিম্য-হার। কিন্তু দেখা
গিয়াছে যে, বিভিন্ন দেশের আভ্যন্তরীণ ক্রয়ক্ষমতার
ভিত্তিতে বিনিম্য-হার স্থিব থাকে না; আভ্যন্তবীণ ক্রয়ক্ষমতাব পরিবর্তন
বিনিম্য-হারকে নির্ধারণ করে না; লেনদেন ব্যালাস্সের দেনা ও পাওনার
ভিপর, অর্থাৎ বৈদেশিক বাজারে দেশীয় টাকাব যোগান ও চাহিদার দ্বারা

আধুনিক লেনদেন বালান্সের তত্ত্ব (Balance of Payments theory)
অলুবারী, কোন নির্দিষ্ট সময়ে বিনিময়-ছার এইরূপ হইবে বাছাতে বৈদেশিক
বাজারে দেশীয় টাকাব যোগান ও চাহিদা সমান থাকে। অর্থাং বিনিময়হার স্থির থাকে যদি এই যোগান ও এই চাহিদা সমান
কোনালা, তথ্
তাহিদা নিত্র করে বাজারে দেশীয় টাকার যোগান ও
চাহিদা নিত্র করে বাজিজ্য-ব্যালান্স (Balance of
Trade) ও 'ঋণদান-ব্যালান্সের' উপর (Balance of Lending)। বাজিজ্যবাল স্থানিত্র করে যোগান বা চাহিদার পরিমাণ নির্ধারণকারী চারি প্রকার
হ ত্ত্থাপকতার উপর এবং ঋণদান-ব্যালান্স নির্ভর করে শেষার বাজারের
প্রভাবসমূহ, ব্যাক্ষের প্রভাবসমূহ ও কারেন্সীর অবস্থার উপর। যে বিনিময়হার বৈদেশিক বাজারে দেশীয় টাকার যোগান ও চাহিদাকে এমন ভাবে সমান
বাথে যাহাতে লেনদেন ব্যালান্সে স্থায়িত্ব থাকে, ভারসাম্য হইতে বিচ্যুতিসাবনকারী প্রভাবসমূহের জিয়া শুক্র ন। হয়, সেই হারকেই ভারসাম্যাব্যাক্ষ
বিনিময়-হার (Equilibrium Rate of Exchange) বলা চলে।

বান্তবক্ষেত্রে, নীভিনির্ধারণ ও প্রযোগের ব্যাপারে, এই তন্ত্রগত ধারণা বিশেষ কোন সাহায্য করিতে পারে না। ইহার কারণ হইল যে, প্রচলিত বিনিম্ব হারের দর্মণ লেনদেন ব্যালাম্স গঠনকারী বিষ্যসমূহে (যেমন বিভিন্ন স্থিতি স্থাপকতাগুলিতে) স্থাযিত্ব আছে কি না, অথবা কতথানি অস্থাযিত্ব (Instabilty) স্থাই হইতেছে তাহা সঠিকভাবে পবিমাপ-যোগ্য নহে। তবুও মিশরের কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষের পরিচালক বাগ্নার নার্কসে (Ragnar Nurkse) বিভিন্ন নীতি নির্ধারণের ও কায়ক্ষেত্রে প্রযোগের উপযোগী সংজ্ঞা নির্ধারণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার মতে, ভাব সাম্যাবস্থার বিনিম্ব-হাব হইল "সেই হার যাহা কিছুদিন ধবিষা লেনদেন ব্যালাম্যকে ভারসাম্যাবস্থার রাথে" ("that rate which, over a certain period of time, keeps the balance of payments in equilibrium")।

"কিছুদিন ধরিবা" বলিলে বৃঝা বাঘ যে গুব অল্ল সময় হিসাব কবিশে চলিবে না, কারণ লেনদেন ব্যালাসে সামবিক উসানামা ও বিচ্যুতি ঘটবেই বা বাণিজ্যচক্রজনিত উসানামাও স্বাভাবিক। এই সকল স্বাকলান উসানামা ব ভালসাম্যের বিচ্যুতি ঠেকাইবার জন্ত প্রত্যেশ দেশই কোন না কোন বন্দোবন্ত বাথে, সাণাবণত বৈদেশিক অথ মজুত করিয়া কোন কেন্দ্রীয় তহবিল— হ ,

বৈদেশিক মুদ্রা ও বিভিন্ন দেশ ঋণ পাইবার স্বযোগ, স্থাবি।

ত ব্যবস্থা প্রভৃতি লইবা এই কেন্দ্রায় তহবিল সচিত হব ।
লেনদেন ব্যালাম্য স্থির থাকিলে বৈদেশিক অর্থের এই কেন্দ্রীয় বৃদ্ধি হয় ন ।
স্বান্ধরা বলা চলে "নে হার বজায় থাকিলে কিছুদিনের মধ্যে দেশের বৈদেশিক অর্থভাণ্ডারে মজুতের পরিমাণে কোন পরিবর্তন ঘটে না, ভাহাই ভাবসাম্যাবস্থার বিনিম্থ-হার।"

"লেনদেন ব্যালাফা" বলিলে এক্ষেত্রে দেনাপাওনার সকল বিষয় ধরিলে চলিবে না, নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বাদ দিয়া হিসাব করিতে হইবে। (ক) ভারসাম্য ফিরাইয়া আনিবার জন্ম কেন্দ্রীয় ভাগুার হইতে ব্যথিত বৈদেশিক অর্থ। (থ) মূলধনের স্বল্পকালীন আদানপ্রদান। এই স্বল্পকালীন মূলধন ওই প্রকৃতির :(১) ভারসাম্য আন্যানকারী ধরনের, যেমন কেন্দ্রীয় ব্যাক্রিয়ার বাডাইলে স্বল্পকালীন মূলধনের দেশে আগমন—যে-কোন মুঃতে

বাহিরে চলিয়া যাইতে পারে বলিয়া ইহাদের প্রকৃতপক্ষে দেনার দিকেই ধর। উচিত। (২) ভারসাম্য বিচ্যুতিকারী ধরনের, যেমন মূলধনের বহির্গমন, "উত্তপ্ত অর্থের" আনাগোন। প্রভৃতি—ওই সকল অস্বাভাবিক বিষয়কে নিযন্ত্রণে আনাই উচিত।

"ভারসাম্যাবস্থায" বলিলে এক্ষেত্রে বোঝ। যায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বাগা নিষেধ আরোপ না করিষ। দেন। ও পাওনার পরিমাণ সমান থাকা। আমদানি কমাইযা বা দেশে কর্মসংস্থানের পরিমাণ কমাইযা দিয়া দেনাপাওনাকে সমান করা হইলে তাহাকে ভারসাম্য বলা চলে ন।।

মিসেদ জোযান রবিনদন বলেন যে, কোন দেশের পক্ষে চিবকালের জন্ত নির্দিষ্ট কোন ভারসাম্যের বিনিময় হাব নাই। দেশায টাকার বা বিদেশা টাকার যোগান ও চাহিদার ঘাত-প্রতিঘাতে সদা-সর্বদাই লেনদেন বাালান্সে ভারদাম্য থাকে: এই যোগান ও চাহিদা্য কোনকপ খিলেদ রবিন্সন পরিবতন নিজেকে প্রকাশ কবে বিন্ময-হারের পরিবর্তন কি বলেন আনিয়া। নিৰ্দিষ্ট অবস্থা-কাঠামোৰ মধ্যে স্থানর হারে ও কার্যক্রী চাহিদার বিভিন্ন স্তবে বিভিন্ন ভারসামোর বিনিময়-হার দেখা দেয়। এমন কি কোন বিনিম্থ-হার ভারসামোব অবস্তা সাম্বিকভাবে বজায় না রাখিলে স্থাদের হারে উপযুক্ত পরিবর্তন আনিয়। বিনিযোগ ও আঘন্তর বদলাইয়া ফেলিয়া সেই বিনিম্য-হারকেই ভারসাম্যের হারে পবিণত করা চলে। স্থতরাং, তাহাব মতে "The notion of the equilibrium exchange rate is a chimera. The rate of exchange, the rate of interest, the level of effective demand and the level of money wages react upon each other like the balls in Marshall's bowl, and no one is determined unless all the rest are given "*

অগ্ৰ-বিনিময় (Forward Exchange)

যথন কোন দেশের বিনিম্য-হার সম্পূর্ণ নিদিষ্ট থাকে ন (স্বর্ণমান ব্যতীত স্বান্ত তা, তথন ব্যবসায বাণিজ্যে ঝুকি স্মাসিয়া পড়ে, কাবণ বিনিম্য-হাবে স্থানি-চিত্ত উঠানামার ফলে ব্যবসাযীদের স্প্রপ্রত্যাশিত লাভ বা লোকসান

^{*} Mr. Joan Robinson "The Foreign Exchanges", Readings in the theory of International Trade.

ঘটিতে পারে। বিনিমর-হারে উত্থান-পতনজনিত লোকসানের ঝুকি এডাইবার জন্ম অনেক ব্যবসায়ী কিছুদিন পূর্বেই ভবিষ্যতে বৈদেশিক গ্রু বিনিম্ম হারে উঠানামার ক্রয়ের জন্ম চুক্তি করিয়া রাখিতে পারেন। বেমন কুকি ক্যাইবার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষের মিঃ সেন ইংলণ্ডের মিঃ টমের নিকট হই:•

1000 পাউণ্ডের জিনিস ক্রয় করিয়াছেন, তিন মাস প.র এই দাম দিতে হইবে স্থির হইয়াছে। মিঃ সেন যদি মনে করেন, তিন মাস পরে বিনিময়-হার ভারতের প্রতিক্লে যাইবে, অর্থাও ভবিষ্যতে প্রতি পাউও ক্রয় করিতে হইলে বর্তমানের তুলনায় বেশি টাকা দিতে হইবে, তাহা হইবে তিনি লোকসানের ঝুঁকি এড়াইবার জন্ম বর্তমানেই হার নিদিপ্ত করিয়া তিনমাস পরে পাউও ক্রমের জন্ম ব্যাঙ্কের সহিত চুক্তি করিয়া বাথিতে পারেন।

স্তরাং দেখা যায়, বৈদেশিক টাকার বাজারে কোন নির্দিষ্ট সময়ে ছুই প্রকার বিনিময়-হার থাকে; বর্তমান লেনদেনের জন্ত তৎকালীন হার (Spotrate) এবং ভবিষ্যং লেনদেনের জন্ত অগ্রহার (Forward rate)। চুক্তিব ক্র্যহার কাহাকে বলে

সময়ে এই তৎকালীন হারের হিসাথে অগ্রহার উল্লিখিও (quoted) হয়। অগ্রহার বাট্টাযুক্ত হইলে বোঝা বাব দেশীয় টাকার বদলে ভবিষ্যতে অধিক বিদেশী অর্থ পাওয়া যাইবে, অগ্রহাব প্রিমিয়ামযুক্ত হইলে বোঝা যায় যে, দেশীয় টাকার বদলে ভবিষ্যতে কম বিদেশ অর্থ পাওয়া যাইবে।

তৎকালীন হার ও অগ্রহারে কি-পরিমাণ পার্থক্য থাকিবে তাহা প্রধানত, ছইটি বিষয়ের উপর নিজর করে: (১) ছই দেশে প্রচলিত স্থাদের হার এবং (২) ভবিশ্ব: বাজারের অবস্থা সম্বন্ধে বর্তমানের ধারণা। যদি দেশের তুলনায় বিদেশে স্থাদের হার অধিক থাকে তাহা হইলে অগ্রহার বাট্টায়্ক্ত হইবে। অর্থাৎ, বর্তমানের তুলনায় দেশায় টাকার বিনিময়ে অধিক বৈদেশিক অর্থ দিতে ব্যাহ্ম রাজি হইবে। ভবিশ্বতে যে-পরিমাণ বৈদেশিক অর্থ হইটি বিষয়ের উপর বিক্রয়ের জন্ম সে চুক্তি করিয়াছে ব্যাহ্ম নিজে রুকি এড়াইবার জন্ম এখনই তাহা বিদেশে প্রেরণ করিবে; বিদেশে স্থাদের হার বেশি থাকায় ওই প্রেরিত অর্থ হইতে তাহার যে

অধিক আয় হইবে উহারই দরুণ সে বাটা দিতে পাইবে। অপর পক্ষে, যদি স্থাদের হার দেশে অধিক থাকে তাহা হইলে ব্যাহ্ব এখনই বিদেশে অর্থ প্রেরণ করিবে না, তাহাতে স্থান হইতে আয় কম হইবে। স্থতরাং সে বর্তমানে প্রিমিয়াম সহকারে বৈদেশিক অর্থ বিক্রম করিবে অর্থাৎ দেশীয় টাকার বিনিময়ে কম পরিমাণে বৈদেশিক অর্থ দিতে চাহিবে। দিতীয়ত, ভবিদ্যুতে বৈদেশিক অর্থের দামে উঠানামার সম্ভাবনা, আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণে ভবিদ্যুৎ গরিবর্তনের সম্ভাবনা প্রভৃতির দারাও অগ্রহার নির্ধারিত হইবে।

বহিমুল্যপাতন (Devaluation) ঃ

স্বর্ণমান ব্যবস্থার দেশের লেনদেন ব্যালান্সের ভারসাম্যে বিচ্যুতি ঘটিলে দেশের আভ্যন্তরীণ টাকার পরিমাণ সংকুচিত করিয়া দামপ্তর, কর্মসংস্থান ও আয়ের পরিমাণ কমাইয়া রপ্তানি বৃদ্ধি ও আমদানি হ্রাসের চেষ্টা কর। হইত।

েন্দ্ৰে ব্যালান্স ভাৰসাম্যাদিহীনভা তেক্তিবাৰ উদ্দেশ্য কাগজীমান ব্যবস্থায় দেৱপ করা সম্ভব হইলেও আধুনিক কালে জাতীয় অর্থনীতির স্থায়িত্ব ও সমৃদ্ধির জন্ত দেশেব উংপাদন আয়ন্তব, ও কর্মসংস্থান ক্যাইবার নীতি কোন

আব্যিক কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করিতে চাহেন না। বিভিন্ন উপায়ে

দি আমদানি হ্রাস এবং রপ্তানি বৃদ্ধি কর। সম্ভব ন। হয় তাহা হইলে আর্থিক কর্তৃপক্ষ স্বকারীভাবে বৈদেশিক বাজারে দেশায় টাকাব মূল্য ক্যাইয়া দেন।

বৈদেশিক মুদ্রার ব। স্বর্ণের তুলনার দেশীয় মুদ্রার বিনিমর-মূল্য কমাইয়া
দেওবা হইলে তাহাকে বহিমূ ল্যপাতন (Devaluation) বলে। যেমন, 1949
সালের সেপ্টেম্বর মাসে মার্কিন ডলারের (এবং স্থর্ণের)
তুলনায় ভারতীয় টাকার বিনিময় মূল্য ট টাক:=30 সেপ্টে
ংইতে 1 টাকা=21 সেপ্টে কমাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

বহিম্ল্যপাভনের ফল হইল, মূল্যহাসকারী দেশের বাজারে বিদেশি পাসদানি দ্রব্যাদির দাম বাড়িয়া যাওঁয়া এবং বিদেশের বাজারে মূল্যহাসকারী দেশের রপ্তানি-দ্রব্যাদির দাম কমিয়া যাওয়া। যেমন কেন ভারদামা
কিরাইয়া আনে

1949 সালের সেপ্টেম্বরের পূর্বে 1 টাকার বদলে আমেরিকা হইতে সেখানকার 30 সেণ্ট দামের জিনিস পাওয়া যাইত,
কিন্তু বহিম্ল্য-হ্রাসের ফলে 1 টাকার বদলে পূর্বের তুলনায় কম, মাত্র 21 সেণ্ট

দামের দ্রব্য পাওয়া যাইবে; পূর্বের পরিমাণ বিদেশী দ্রব্য ক্রয় করিতে বেশি টাকা দিতে হইবে অর্থাৎ আমদানি দ্রব্যের দাম বাড়িবে। অপরপক্ষে, বহিম্পা পাতনের পূর্বে ভারতবর্ষের 1 টাকা দামের দ্রব্য আমেরিকাতে 30 সেন্ট দামে বিক্রয় হইত, কিন্তু বহিম্পা-ছাসের পবে মাত্র 21 রপ্তানি রাদ্ধ সেন্ট দিয়াই আমেরিকার ব্যবসায়ীরা তাহা ক্রয় করিতে পারে। ফলে বিদেশের বাজারে বিদেশীরা তাহাদের আর্থে কম দাম দিয়া ভারতীয় রপ্তানি-দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে পারিবে। স্কৃতরাং বিদেশী বাজারে আমাদের রপ্তানি বৃদ্ধি পাইবে এবং দেশীয় বাজারে বিদেশ হইতে আমদানি কমিয়া যাইবে। লেনদেন ব্যালান্দে ভারসাম্যের বিচ্যুতি দ্র হইয়া পুনবার ভারসাম্য স্থাপনের ঝোঁক দেখা দিবে।

বহিস্ল্যপাতনের ফলে রপ্তানি কি পরিমাণ বাড়িবে ও আমদানি কি

পরিমাণ কমিবে তাহা নির্ভর করে (১) মূল্যপাতনের পরিমাণ (degree) ও স্থিতিকালের (duration) উপর, এবং (২) আমদানি ও রপ্তানি দ্রব্যাদির চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার উপর। বহিমু লাপাতনের প্রভাব পরিমাণ নিতান্ত কম হয় অথবা বহিমূল্য হ্রাসের স্থিতিকাল তুইটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল খুব কমই হয় তাহা হইলে আমদানি-রপ্তানির পরিমাণেব উপর উহা কোন প্রভাব বিস্তার না করিতেও পারে। বিতীযত, যদি বিদেশ হইতে আমদানিক্বত দ্রব্যের জন্ত দেশের চাহিদা অন্থিতি-স্থাপক হয় তবে আমদানি দ্রব্যের দাম বাড়িলে দেশীয় চাহিদা উপযুক্ত পরিমাণে না কমার দক্দ বৈদেশিক খাতে দেনার পরিমাণ বৃদ্ধি হইবে। ঠিক সেইরূপ যদ্রি দেশের রপ্তানি দ্রব্যাদির জন্ম বিদেশের চাহিদা অন্থিতিস্থাপক হয়, ভবে রপ্তানি দ্রব্য বিদেশে সন্তা হওয়ার ফলেও চাহিদা সেই অমুপাতে বুদ্ধি পাইবে না, ফলে বৈদেশিক খাতে পাওনা হ্রাস পাইবে। বহিদু লাপাতনের অপর পক্ষে, উভয় ক্ষেত্রেই চাহিদা স্থিতিস্থাপক হইলে পরিমাণও ছইটি বিষয় অমুযায়ী স্থির করা হয মল্য-হ্রাসের ফলে অধিক পরিমাণে আমদানি কমিবে ও রপ্তানি বাডিবে। স্থতরাং বহিমৃ ল্যপাতনের ফলে মেটি

প্রভাব কি দাঁড়াইবে সেই অমুবানী বহিম্পাপাতনের পরিমাণ বা হার থিব করা হয়। ভারদাম্য হইতে বিচ্যুতির পরিমাণ ও মূল্য হ্রাদের মোট ফলা-ফলের সম্ভাবনা—ইহাদের বিচার করিয়া বহিম্ল্যপাতনের পরিমাণ স্থির করা হইবে।

রপ্তানি বাণিজ্যে অন্তান্ত দেশের তুলনায় অধিকতর স্থবিধা পাইবার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হইলেও বহিম্পাপাতন প্রকৃতপক্ষে বিপজ্জনক কৌশল। প্রথমত,

ইহার ফলে দেশের আভ্যন্তরীণ উৎপাদন-ব্যয় ও দামন্তর বাড়িয়া যাইতে পারে

(মজুবির হার বৃদ্ধির দরণ এবং আমদানি দ্রব্যের দাম

ইহার বিপদও কম

বৃদ্ধির দরণ)। দ্বিতীয়ত, অস্তান্ত দেশও এই পদ্ধতির
প্রয়োগ করিতে পারে; পৃথিবীতে প্রতিযোগিতামূলক বহিম্প্রপাতন ঘটিতে
পারে। অথবা, এইরূপে রপ্তানি বৃদ্ধির চেষ্টা করিলে অস্তান্ত দেশ সাধারণত
উচ্চহারে আমদানি-শুক বসাইয়া থাকে।

কিন্তু এত বিপদ সত্ত্বেও আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব (Internal conomic stability) বজায় রাখিতে হইলে এবং লেনদেন-ব্যালান্দে ভারাম্যের বিচ্যুতি দ্র করিতে হইলে এই নীতি প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা সম্পূর্ণ অস্বীকার করা চলে না। তবে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ভিত্তিতে বহিম্প্যুপাতন নীতি প্রয়োগ করা উচিত। মাস্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের (International Monetary Fund) এক গারায় তাই বলা হইয়াছে যে, কেবলমাত্র লেনদেন ব্যালান্দ্যে কোন "মৌলিক গা কাঠামোগত ভারসাম্য-বিচ্যুতি" Fundamental or structural dis equilbrium) সংশোধন করিবার জন্তুই বিনিময়-হারে এইরূপ পরিবর্তন করা চলিবে।*

विनिमम् निम्नल्ख (Exchange Control) %

রপ্তানির পরিবর্তে দেশের পাওনা এবং আমদানির দরুণ দেশের দেনা—
অর্থাৎ বৈদেশিক থাতে দেনা ও পাওনার পরিমাণ; বিনিময়-হার এবং দেনা—
পাওনার দিক্ নির্ণয়, সবই যাদ রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে নির্ধারিভ
বিনিম্ব নিযন্ত্রণ
হয় তবে তাহাকে বিনিম্ম নিয়ন্ত্রণ বলে । বিংশ শতাকীর
দিহাকে বলে
দিতীয় দশকের শেষ ভাগ হইতে আমেরিকা ও ইউরোপের

বিভিন্ন দেশে অর্থনৈতিক সংকটের ফলে ও অর্থমান পরিত্যাগের দুরুণ বৈদেশিক

^{* &}quot;One special formula for secular dis-equilibrium can be found into which exchange depreciation fits not too badly. Suppose that in the developed country A, technological progress is taking place faster in all commodities than in country B, which is less developed, and that this is reflected in a progressive reduction of prices in A as compared with B...... The decline in A's prices relative to B's tends to produce an export surplus in A and import surplus in B. If the elasticities of demand and supply are high enough, the way to restore balance of payments equilibrium due to this secular cause may be exchange depreciation in B and appreciation in A." Kindleberger, International Economics. P. 520.

লেনদেনে যে বিশৃংখল উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা দূর করিবার জন্তই পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র বৈদেশিক লেনদেনের খাতে সকল দেনা পাওনাকে সম্পূর্ণ ভাবে নিয়ন্ত্রণ করার পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বিনিময় নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য (Objectives of exchange Control):

বহুবিধ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিনিময়-নিয়ন্ত্রণ নীতি গ্রহণ করা যাইতে পারে। যেমন, (১) বিনিময় হারে স্থায়িত্ব (Stability) রক্ষার জন্য, রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য, রুজিন বিনিময় হার রক্ষা করিয়া টাকার বহিমূল্য কমাইবার উদ্দেশ্যে অথবা, সন্তায় আমদানি করিবার উদ্দেশ্যে ক্রিম বিনিময় হার রক্ষা করিয়া টাকার বহিমূল্য রৃদ্ধির জন্য; (২) মূলধন স্বর্ণ বা অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদির রপ্তানিতে বাধা দিবার জন্য; (৩) অত্যাবশ্যক আমদানির যোগান নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে; (৪) আন্তর্জাতিক বাণিচ্যে নিজ দেশের দরকষাক্ষির ক্ষমতা বাডাইবার জন্য; (৫) লেনদেন-ব্যালান্সে ভারসাম্য রক্ষার জন্য, (৬) দেশীয় শিল্পকে বিদেশী শেল্পর হাত হইতে সংরক্ষণের (Protection) উদ্দেশ্যে; (৭) রাজস্ম বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে (যেমন চিলি); (৮) কোন নিশেষ দেশ ব দেশসমূহকে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিশেষ ধরণের স্থযোগ স্থবিধা দেওয়ার জন্য, (১) রাজনৈতিক কারণে কোন বিশেষ দেশের বিরুদ্ধে ব্যব্যায় বাণিজ্যের মারফৎ আক্রমণ চালাইবার জন্য; (১০) অর্থনৈতিক পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আমদানি, কাঁচামালের রপ্তানি বন্ধ করা, বা প্রয়োজনীয় ব্রদেশিক মূলধন সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে।

বিনিময় নিয়ন্ত্রপের পদ্ধতি (Methods of exchange control) ঃ

বিনিময় হার বৈদেশিক থাতে দেন। পাওনার নিয়ন্ত্রণের জন্ম কোন রাষ্ট্র বহুবিধ পদ্ধতি গ্রহণ করিতে পারে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে বিভিন্ন দেশের আর্থিক কর্তৃপক্ষ বহুপ্রকার নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে প্রধান তিনপ্রকার নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি উল্লেথযোগ্য।

(১) হস্তক্ষেপ পদ্ধতি (Intervention): রাষ্ট্র যদি মনে করে থে সাধারণ অবস্থায় চাহিদা ও যোগানের শক্তির ধার। বিনিময়-হার থেরূপ হইতে পারে তাহা অপেকা ভিন্ন রূপ হওয়া দরকার, তবে সে নিজে সরাসরি বিনিময়হার নির্ধারণের উদ্দেশ্যে (বহিমূর্শ্যে বৃদ্ধি বা হ্রাস ঘটাইবার জ্ঞা) হস্তক্ষেপ করিতে পারে। ইহার জ্ঞা সে নিজ্ফ তহবিদ হইতে বৈদেশিক অর্থ বিক্রয় করিতে পারে বা বাজার হইতে উহা ক্রয়

করিয়া লইলেও পারে। হস্তক্ষেপের দারা বিনিময় হার প্রভাবিত করার ক্ষমতা প্রধানত নির্ভর করে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের বৈদেশিক টাকা মজুত করিবার ক্ষমতার উপর। তাহা ছাড়া, হস্তক্ষেপের দারা নিয়ন্ত্রণ-নীতি সাময়িকভাবে চলিতে পারে, কিন্তু দীর্যকালে স্থায়ীভাবে চলিতে পারে না।

(২) অবরোধ পদ্ধতি (Restriction) ঃ সাধারণভাবে সকল বৈদেশিক অর্থসংক্রাস্ত লেনদেনের ক্ষমতা রাষ্ট্র বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বা কোন কর্তৃপক্ষ নিজেদের হাতে তুলিয়া লয়। এই বিনিময়-নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ নিজের লক্ষ্য সাধনের উদ্দেশ্যে বিভিন্নভাবে বাজারের অবাধ কাজকর্মের স্বাধীনভাকে সংকুচিত করে বা কেন্দ্রীয় ভাবে সকল বৈদেশিক অর্থসংক্রাস্ত ব্যবসায় নিজেই পরিচালনা করে। অনেক রকমের নিয়মকান্থন সৃষ্টি করিয়া এই নিয়ন্ত্রণ কার্যকরী করিয়া তুলিতে হয়। যেমন, (ক) বিদেশে টাকা পাঠাইতে হইলে কর্তৃপক্ষের অনুমতি লইতে হইবে, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিদিপ্ত ধ্বরাধ পদ্ধতির বালন কারণেই মাত্র অর্থ প্রেরণ করা চলিবে, কোন্ দেশে পাঠাইতে পারিবে ভাহাও রাষ্ট্র স্থির করিয়া দিবে। বিদেশ

ুইতে টাকা আদিলেও তাহা নির্দিষ্ট হারে আদিতে হইবে, সেই সকল বেদেশিক টাকা কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দিতে হইবে এইরূপ নিয়ম থাকিতে পারে। (খ) কতৃপক্ষের নিকট হইতে লাইদেস গ্রহণ না করিয়া কোন আমদানি-রপ্তানি করা চালবে না, এরপে নিয়ম থাকিতে পারে। প্রত্যেক গাইসেন্সে আমদানি রপ্তানির পরিমাণ এবং কোন্ দেশ বা কোন্ মুদ্রাঞ্ল (currency area) श्हेरा भामपानि-त्रश्रानि कत्रा ठलिए जाहा निर्पिष्ठ शास्त्र। (গ) বিনিময় নিয়ন্ত্ৰণকারী কতৃপক্ষ জমান পদ্ধতি বা আটক-হিসাব পদ্ধতি গ্রহণ কারতে পারে (freezing or blocking of accounts)। পাটক-াহসাৰ পদ্ধতিতে বিদেশা পাওনাদারদের নামে রক্ষিত হিসাবে তাহাদের সকল পাওন। জমা দিবার জন্ত দেশায় দেনাদারদের নির্দেশ দেওয়া হয়। বৈদেশিক পাওনাদারগণ এই অর্থকে নিজেদের দেশীয় মুদ্রায় ব্যয় করিতে পারেন না। খাটককারী দেশ হইতেই দ্রাসামগ্রী ক্রয়ে উহা ব্যয় করিতে হয় অর্থাৎ সেই দেশ হইতেই দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করা চলে। অনেক সময়, (যেমন জার্মানীতে) ঐ আটক অর্থের দারা বিদেশী পাওনাদার দেশ হইতে কি জিনিস এবং কত পরিমাণ ক্রয় করিতে পারিবে তাহা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। অনেক সময় বহু কম হারে, লোকসান দিয়া বিদেশী পাওনাদারকে এই আটক অর্থ বা

উহার বিনিময়ে দ্রব্যাদি পাইবার স্থযোগ দেওয়া হয়। ব্যাক্ত অব ইংলওের রক্ষিত দিতীয় অ্যাকাউণ্টে ভারতের পাওনা ষ্টার্লিং অর্থ ইহার প্রকৃষ্ট নমুনা।

- (৩) চুক্তি (Agreements) নিয়ন্ত্রণকারী দেশ অন্থান্ত দেশের সহিত বৈদেশিক যাণিজ্য বা বৈদেশিক অর্থসংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকার চুক্তি করিয়া বিনিময় নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। এইরূপ চুক্তি সাধারণত তিন প্রকারের হইতে পারে।
- (ক) পণ্যবিনিময় চুক্তিসমূহ (Barter Agreements) : অনেক সময় নিয়ন্ত্রণ-কর্তৃপক্ষ ছই দেশের ব্যবসায়ীগণকে নিজেদের দ্রব্যাদি বিনিময়েব চুক্তি করিবার অধিকার দেন। এইরূপ ক্ষেত্রে, কোন দ্রব্য আমদানি করিয তাহার বদলে কোন দ্রব্য রপ্তানি করা হয়, টাকা লেনদেনের কোন প্রয়োজন ঘটে না। সাধারণভাবে, আধুনিক জগতে সমাজতান্ত্রিক-বিভিন্ন প্রকাব চুক্তিনমূহ বাষ্ট্রসমূহ অভাভ রাষ্ট্রের সহিত বা অভ রাষ্ট্রের ব্যবসায়ীদেব সহিত এইকপ চুক্তি ধারা আমদানি ও রপ্তানি চালাইয়া থাকেন। (খ) **ক্লিয়া**রিং চুক্তিসমূহ (Clearing Agreements): উভয় দেশের মধ্যে চুক্তিৰ দারা দ্রবাসামগ্রী ক্রয় বিক্রয়ের জন্ম বিনিময়-হার প্রির করা হয় এবং উভয দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর দেনাপাওনা মিটাইবার ভার ছাড়িয়া দেওয়া হয়। দ্রব্য ক্রম করিয়া ক্রেতা নিজের দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাব্যের নিকট নিজেদের দেশের টাকাই জমা দেয়, পরে ছই কেন্দ্রায় ব্যাঙ্ক এই দেনাপাওনা মিটাইয়া লন। (গ) জেনদেন চুক্তিসমূহ (Payments Agreements)ঃ নিদিষ্ট সময়েব শেবে দেনাপাওনার কিছু বাকি থাকিলে স্বর্ণের দারা বা অপর কোন তৃতীয দেশের টাকার বার। উহা মেটান হইবে এইরূপ চুক্তি করা যাইতে পারে। অথবা, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট ওই টাকা জমা থাকে. এবং পাওনাদারগণ আগামী বংসরের বাণিজ্যে দেনাগারদের অধিক দ্রব্য ক্রয় করিয়া ওই অবশিষ্ট পাওনা টাকা ব্যয় করিয়া ফেলেন, এইরূপও হইতে পারে। অনেক সময় ছুই-এর বেশি কয়েকটি দেশের মধ্যে একত্রে দেনাপাওনা মিটাইবার উদ্দেশ্যে এইরূপ চুক্তি পাকে (Multiple clearing), যেমন ইউরোপীয় অর্থ নৈতিক সং-যোগিতার সংগঠন (Organisation for European Economic cooperation) এবং ইউরোপীয় লেন্দেনের সভ্য (European Payments nion) প্ৰভৃতি ।

বিনিময় নিয়ন্ত্রণের দোষগুণ (Merits and Demerits of Exchange Control):

বিনিময় নিয়ন্ত্রণের প্রধান স্থবিধা বা গুণ হইল, সঠিকভাবে ব্যবহার করিলে এই পদ্ধতির সাহায্যে রপ্তানি রৃদ্ধি করা বা অপ্রয়োজনীয় আমদানি কমান সন্তব। দিতীয়ত, িনিময়-হারে তীব্র উঠানামা বন্ধ হয় বলিয়া দেশে বৈদেশিক অর্থ লইয়া ফাট্কা ব্যবসায় চালান সন্তব হয় না এবং বিনিময়-বিনম্ব নিয়ন্ত্রণের চারি হারে উঠানামার ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা না থাকায় ব্যবসায়ীদের ছশ্চিস্তার কারণ থাকে না। তৃতীয়ত, গত স্থব্হৎ অর্থ নৈতিক সংকটের সময়ে দেখা গিয়াছে, ক্ষুদ্র দেশগুলি নিজেদের মধ্যে এইরূপ চুক্তি কবিয়া বা শক্তিশালী দেশগুলির সহিত চুক্তি দ্বারা ব্যবসায়-বাণিজ্য চালাইতে সক্ষম হইয়াছে, বিনিম্ব নিয়ন্ত্রণ না থাকিলে বৃহৎ রাষ্ট্রের চাপে তাহারা ব্যবসায় চালাইতে পারিত না। চতুর্থতি, অন্তর্গত দেশসমূহ দেশের শিল্পসম্প্রসারণ করিবাব জন্ম অনেক ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি গ্রহণ করিতেছে এবং উন্নয়নের যুগে ইহা খুবই কার্যকরী।

ইহার প্রধান ক্রটি হইল, ইহা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মোট পরিমাণ কমাইয়া দেয়, স্কৃতরাং সকলের পক্ষেই ক্ষতিকারক। বিতীয়ত, বিনিময় নিয়য়্রণ পদ্ধতিতে পৃথিবীতে বিভিন্ন বি-পাক্ষিক বাণিজ্যচুক্তি বারা (Bilateral Trade Agreements) ব্যবসায় চালান হয় এবং আন্তর্জাতিক চারি প্রকার দোষ বা বাণিজ্যের সমৃদ্ধির পক্ষে ইহা বিশেষ ক্ষতিকারক। সম্বিধা

তৃতীয়ত, অর্থ নৈতিক রেষারেষির ও অন্তকে ভীতি-প্রদর্শনের বারা স্কবিধালাভের চেষ্টা—সমগ্র পৃথিবীতে এইয়প আবহাওয়ার সৃষ্টি হয় এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্ত যে উন্মৃক্ত অবাধ পরিবেশ ও সদিচ্ছার আবহাওয়া থাকা প্রয়োজন তাহা সম্ভব হয় না। চতুর্থত, সরকারী ব্যবস্থার ক্রেটিসমূহ; দীর্ঘস্ত্রতা, অযোগ্যতা, অক্ষমতা প্রভৃতি থাকার দক্ষ ব্যবসায় বাণিজ্য বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে।

কিন্তু তাহা সত্তে মনে রাখা দরকার, পৃথিবীর সকল দেশ শিলোর্যনের সমান স্তরে উপনীত হয় নাই এবং বিভিন্ন স্তরে প্রত্যেকটি দেশ বিভিন্ন আর্থনৈতিক লক্ষ্য সন্মুখে রাখিয়া ক্রত শিলোর্যনের চেষ্টা করিতেছে। অর্থনৈতিক পরিকল্পনাসমূহের সার্থক রূপাগ্রেজনীয়তা
যনের জন্ত আমদানি-রপ্তানির পরিমাণ, দিক ও দ্রব্যাদি
নিয়ন্ত্রণ করা খুবই স্বাভাবিক, স্কৃতরাং দোষ ক্রটি ও বেষারেষি সত্ত্বেও এই সকল পদ্ধতির ব্যবহার নিকট-ভবিশ্বতে প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করা চলে।

বক্তধা বিনিময় হার (Multiple Exchange Rates)

লেনদেন ব্যালাম্পের স্বল্পকালীন উঠানামার ফলে বৈদেশিক বিনিময়তারে উঠানামা ঘটিয়া থাকে: বৈদেশিক বাজারে দেশীয টাকার যোগান ও চাহিদাব

সরকারী-হার ও বাজার-হার

পরিবর্তন সদা-সর্বদাই বিনিময়-হারে পরিবর্তন আনে। রাষ্ট্র কর্তক নির্দিষ্ট বিনিময়-হারে রাষ্ট্রের আর্থিক লেনদেন হয়. किन्छ वाकारतत विनिमय-शांत (Market Rate of

Exchange) मर्वमाष्ट्रे खन्नित ও हक्षन, একেবারে সম্পূর্ণ নির্দিষ্ট নছে।

সেইকপ বিভিন্ন সময়ের মধ্যে বিচার করিলে দেখা যায় যে. বিনিময়-হাবে তারতম্য আছে। যেমন, বাজারে ভারতের টাকার বদলে ব্রিটিশ পাউও কি পরিমাণ পাওয়া যাইতে পারে তাহার অনেক বিনিম্থ-হার রহিয়াছে। বর্তমানেই ক্রয় করিলে যে দামে পাউণ্ড পাওয়া যায়, 30 সময়ের পার্থকো বাজার দিন, 60 দিন বা 90 দিন পরে ক্রেয়ের জন্ম চুক্তি করিলে হারে পার্থকা পাউণ্ডের জন্ম অন্য দাম দিতে হইতে পারে। স্থতবাং বর্তমানেট বিভিন্ন প্রকার সময় অনুযায়ী অগ্রবিনিময়ের (Forward Exchange) দকণ বহুসংখ্যক বিনিময় হার দেখিতে পাওয়া যায়।

কিন্তু অনেক সময়ে, রাষ্ট্রের নির্দেশেই ছই দেশের টাকার মধ্যে বিভিন্নপ্রকার বিনিময়ের হার রক্ষা করা হয় ; একই সময়ে ছুই দেশের টাকার মধ্যে বহুসংখ্যক

কিন্তু সরকারী ভাবেই বিভিন্ন বিনিম্য-হাব ধার্য থাকিতে পারে। উহাকে বল্লধা বিনিম্য হাব বলে

বিনিময়হার চালু রাখা হইলে তাহাকে বহুণা বিনিময় হাব (Multiple Exchange Rates) বলে ৷ সরকার এইকপ নির্দেশ দেন যে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বাবহারেব জন্ম বিনিময়-হাব পৃথক হইবে, এবং সেই উদ্দেশ্যে ক্লত্রিম ভাবে (বাজাবের যোগান ও চাহিদার প্রভাবকে অস্বীকাব করিয়া) বিভিন্ন প্রকার বিনিময়-হারের প্রয়োগ কবাকে কার্যক্ষী কবিষ্

ভোলেন। যেমন বিভিন্ন প্রকার দ্রব্য আমদানি করিতে হইলে, বা রপ্তানি করিতে হইলে ব। বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বৈদেশিক অবর্গ ক্রাক্রিতে হইলে দেশায় টাক।র হিসাবে বিভিন্ন দাম নিৰ্দিষ্ট থাকে অৰ্থাৎ বিভিন্ন বিনিময়-হার থাকে। 1930 সালের পর হইতে প্রথমে লাতিন আমেরিকাব দেশসমূহ ও পরে জার্মানী এইকণ বছুলা বিনিময়-হার প্রপা ব্যাপকভাবে প্রযোগ করে এবং বিশেষ নিন্দাই হইলেও বর্তমানে অনেক দেশ বছণা বিনিমং-হার বজায

বিভিন্ন উদ্দেশ্যে এইকপ করা চয়

রাথিয়াছে। বেমন, হিটলারের আমলে জার্মানীর টাক। মার্ক ক্রেয় করিতে হইলে উদ্দেগ্র অমুধারী উহার দাম

निर्मिष्ठ इहेछ । ज्ञमानंत्र छिप्मत्था मार्क किनित्न अक नाम, (कान जना जना

উদ্দেশ্যে অন্ত দাম. বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্নরূপ দাম, এইরূপে বিভিন্ন হারে বিদেশীদের নিকট মার্ক বিক্রয় করা হইত। এই সকল হারের সহিত জার্মান অধিবাসীগণ মার্কের বিনিময়ে অন্ত দেশের অর্থ যে হারে ক্রয় করিছেন তাহারও কোনরূপ সমতা ছিল না। যেমন, বর্তমানে লাভিন আমেরিকার দেশসমূহের মধ্যে চিলি বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ডলার ক্রয়ের জন্ত বিভিন্ন দাম (চিলির টাকা পেসোর হিসাবে) স্থির করিয়া রাথিয়াছে। মূলধনী দ্রব্য আমদানির উদ্দেশ্যে সাধারণত কম পরিমাণ দেশীয় টাকা দিয়াই বৈদেশিক অর্থ ক্রয় করা তায়, কিন্ত বিলাস-দ্রব্য আমদানি করিতে হইলে অধিক পরিমাণে দেশীয় টাকা দিয়া বৈদেশিক অর্থ পাইতে হয়, সরকারী অন্ত্রশস্ত্র ক্রয়ের জন্ত আবার ভিন্নরূপ বিনিময়-হার নির্দিষ্ট আছে।

এইরূপ বহুধ। বিনিময় হার থাকিলে বে মাইনী মুনাফার সম্ভাবনা খুবই বাড়িয়া যায়; কাবণ কম দানে বৈদেশিক টাকা ক্রয় করিয়া বেশি দামে বিক্রয়ের স্রযোগ ও সম্ভাবনা উপস্থিত হয়। স্থতরাং, বহুধা বিনিময়-হার প্রধা কার্যকরী করিতে হইলে শক্তিশালী ও দৃঢ় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বলবৎ রাখিতে হয়, বস্তুত আন্তর্জাতিক লেনদেনের সকল দিকই নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রকাতির ক্রটি সমূহ প্রয়োজন হয়। বহিম্ল্যপাতন Devaluation বা বহিম্ল্যবর্ধনের Appreciation তুলনায় এইরূপ বহুধা বিনিময়-হার প্রথা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য-বৃদ্ধির পক্ষে এবং অবাধ দ্রব্যচলাচলের পক্ষে অধিকতর ফাতিজনক। এই কারণে আন্তর্জাতিক আর্থিক ভাণ্ডার বহুধা বিনিময়-হার প্রথা নিয়ম বিরুদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে।

অবাধ বাণিজ্য ও সংরক্ষণ (Free Trade and Protection)

ইংলণ্ডের ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীগণ অবাব বাণিজ্ঞানীতি প্রবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন। উনবিংশ শতান্দীর ব্যবসার বাণিজ্যে বিপুল সমৃদ্ধির সঙ্গে বাজনৈতিক ক্ষেত্রে উদারনৈতিক (Liberalism) মনোভাব এবং অংনৈতিক ক্ষেত্রে অবাধ-বাণিজ্যের সমর্থন ইংলণ্ডে বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ব্যবসায় বাণিজ্যের উপর কোনরূপ বাধা নিষেধ আরোপ না করার নীতিকে অবাধ বাণিজ্য নীতি বলা হয়। এই জনাধ বাণিজ্যের পক্ষে বৃক্তিসমূহ: দক্ষতা বৃদ্ধি উৎপাদন বৃদ্ধি, বায়ন্থাস, আন্তর্জাতিক শ্রম-বিভাগের স্থফল ভোগ করিবাব নাম বৃদ্ধি, ভোগ বৃদ্ধি স্থযোগ পায়। আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগের ফলে প্রত্যেক দেশ সর্বাধিক স্থবিধার সহিত যে দ্রব্য উৎপাদন করিতে সর্বাপেক্ষা উপযোগী, সেই সকল দ্রব্য উৎপাদনেই সকল উপকরণ নিয়োগ করিবে। ফলে সকল দেশেরই উপাদনসমূহের নৈপুণা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পায়, সমগ্র পৃথিবীতে দ্রবাসামগ্রীর মোট উৎপাদন বাডিয়া যায়, দ্রব্যসামগ্রীর ইউনিট-প্রতি উৎপাদন ব্যয়ও কমিয়া যায়। উপাদানসমূহের আয় বাড়িয়া যায়, কারণ সর্বাধিক স্থাবিধার সহিত উৎপাদন করিলে তাহাদের উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। ক্রেতা হিসাবে সকলেই উন্নত ধরনের দ্রব্য কম দামে পাইতে পারে। অবাধ বাণিজ্য নীতি পরিত্যাগ করিয়া আমদানি শুক্ত আরোপনের ফলে দ্রব্যাদির দাম বৃদ্ধি পায়, উৎপাদকের আর্থি ক্রেতার স্বার্থ ক্ষ্প্র হয়।

সংরক্ষণের পক্ষে প্রধান যুক্তি হইল, অবাধ বাণিজ্য আপনাআপনি উপাদানসমূহকে প্রত্যেক দেশে সর্বাণিক স্থবিধ। অমুযায়ী উৎপাদন ক্ষেত্রে নিযোগ
করে তাহা দেখা যায় না। যেহেতু কোন দেশ অন্ত দেশের তুলনায় কিছুকাল
পূর্বে শিল্পসম্প্রসাবণ স্থক করিয়াছিল, সেই জন্ত তাহার অনেক পূর্বলব্ধ স্থবিধা
থাকিতে পাবে। পূর্বে স্থক করাব এই সকল স্থবিধার ফলে তাহার তুলনায
অন্ত দেশগুলির উৎপাদন-ব্যয় বেশি থাকায় তাহার। প্রতিযোগিতায় হারিয়া
যায়।

স্ত্রাং, সংরক্ষণের সাহায়ে উভয়ের স্থবিধা প্রথমে সমান করিয়া লইযা তাহার পরেই অবান প্রতিযোগিত। চলিতে পারে। অসমান শক্তিধারীদেব মধ্যে অবাধ প্রতিযোগিতায় তুর্বলের পরাজ্য নিশ্চিত; উহা সবলের একাধিপতা বজায় রাখিবার এবং তুর্বলকে শক্তিশালী না হইতে দিবার ছল মাত্র।

সংরক্ষণের পক্ষে বৃত্তি
সন্তঃ তুর্বলের বা নবাগতের প্রতিযোগিতাব
ক্ষমতা বৃদ্ধি, জাতীয
বার্থ রক্ষা অহ্যান্ত
ব্যবসারের বিকদ্ধে
আন্তরকা, ক্রত শিল্প
সম্প্রদারণ বা বাণিকাচক্র
রোধের উপার প্রভৃতি

এবং ছর্বলকে শক্তিশালী না হইতে দিবার ছল মাত্র।
সংরক্ষণের সাহায্যে বর্তমানে দেশের সম্পদর্ক্তির ক্ষমতা
বাডাইয়া ভোলাই বর্তমানে সম্পদপ্রাপ্তি অপেক্ষা অধিক তর
প্রযোজনীয় । তাহা ছাড়া, অর্থ নৈতিক কারণে অবাধ
বাণিজ্য উন্নততর নীতি হইলেও অপরাপব বহু কারণে
যেমন রহত্তর জাতীয় স্বার্থে, সংরক্ষণনীতি অধিকতর গ্রহণযোগ্য হইতে পারে। যেমন, অস্ত্রোৎপাদন বা আত্মরক্ষার
পক্ষে প্রয়োজনীয় শিল্প স্থাপন করা, উৎপাদন-বায় অধিক
হইলেও অবশ্য-প্রয়োজনীয় ৷ ইহাও মনে রাথা দরকার

যে দেশের স্বাস্থ্য বা চরিত্র-হানিকর দ্রব্যের আমদানি অবশুই জাতীয় স্বার্থে বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত। অপের দেশ ডাম্পিং করিয়া দেশীয় শিল্পকে অন্তায়ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করিবে, তাহাও ঠিক নয়; সেই ডাম্পিং রোধ করার প্রচেষ্টা সর্বদাই করা দরকার। অথবা, অপর দেশের শিল্পগুলি সরকারী সাহায্য-পুষ্ট হইয়া রপ্তানি বাড়াইয়া আমাদের দেশের শিল্পকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবে—তাহাও চলিতে দেওয়া জাতীয় স্বার্থের অয়ুকুল নহে। তাহা ছাড়া, আধুনিক জগতে দেশীয় অর্থনীতির সামগ্রিক উন্নতি, জীবনযাত্রার মান বাড়ান প্রভৃতি উদ্দেশ্যে প্রত্যেক দেশ নিজস্ব নীতি স্থির করিতেছে; এরপ অবস্থায়, বিশেষত, অয়ৢয়ত দেশসমূহ দেশের বাহিরের শক্তিগুলির হাত হইতে স্বাভাবিকভাবে নিজেদের রক্ষার প্রচেষ্টা করিবে। বাণিজ্যা-চক্রের হাত হইতে রক্ষা পাইবার উদ্দেশ্যে সংরক্ষণনীতি প্রয়োগ করা পুবই দরকার। চরম সংকটের কালে আমদানি শুল্ক দেশের উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বাডিতে সাহায্য করে। তাহা ছাড়া, অণর কোন দেশের বাণিজ্যা-সংকট যাহাতে আমাদের দেশে প্রসারিত হইতে না পাবে, তাহার উদ্দেশ্বেও সংরক্ষণ নীতিকে ব্যবহার করা প্রয়োজন।

স্তরাং, সমগ্র পৃথিবীর পক্ষে সাধারণভাবে অবাধ বাণিজ্যের নীতি স্তফল-দাখী হইলেও, কোন বিশেষ দেশের নিজ-স্বার্থের দৃষ্টিভঙ্গীতে ইহাকে কথনই গ্রহণযোগ্য মনে করা চলে না, এবং বলা চলে যে সংবক্ষণনীতি সাধারণ ভাবে জাতীয় স্বার্থসিদ্ধির অমুকূল।

সংরক্ষণের পক্ষে যুক্তিসমূহ (Arguments in favour of Protection) 2

১। দেশের টাকা দেশে রাখা (Keeping money at home):

খনেকে বলিতে চাহেন যে, বিদেশী দ্রব্য ক্রন্ন করিলে লোকে দ্রব্য পাইলেও টাকা পায় বিদেশীরা; কিন্তু দেশীয় দ্রব্য ক্রন্ম করিলে দেশের লোক দ্রব্যও পায় আবার টাকাও পায়।
ইগার সমর্থকদের বক্তব্য হইল, যাহাতে দেশের টাকা বাহিরে যাইতে না পারে সেইজন্থ বিদেশী দ্রব্য ক্রয় না করাই উচিত।

কিন্ত এই যুক্তি একেবারেই ভূল, কারণ আমদানি না করিলে রপ্তানি বন্ধ হইয়া যাইবে, বিদেশাদের দ্রব্য ক্রয় না করিলে বিদেশীরাই বা কি করিয়া আমাদের দেশের রপ্তানি ক্রয় করিবে? দ্রব্য ক্রয় না করিয়া জাতীয় আম বাড়ান যায় না, কারণ তাহ। হইলে রপ্তানি হইতে আয়ও কমিয়া যায়। আর, সকল দেশই এইরপ নীতি গ্রহণ করিলে অবশেষে কাহারও উপকার হয় না; সকলেরই বৈদেশিক ব্যবসায় ও বাণিজ্য

বন্ধ হইয়া যায়; বৈদেশিক বাণিজ্যের অর্থনৈতিক স্থবিধাগুলি কেহই লাভ কবিতে পারে না।

২। দেশের বাজার স্ষ্টি করা (Home Market Argument)

সংরক্ষণের ফলে বিদেশী দ্রব্য দেশে না আসিলে দেশীয় শিল্প স্থাপিত হইবে,
দেশে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে, ফলে দেশীয়
দ্ব্যাদির আভ্যন্তরীণ বাজাব বিস্তৃত হইবে, দেশের সকল
শিল্পেরই লাভ হইবে— ইহাই এই যুক্তির রূপ।

কিন্তু এই যুক্তির সমর্থকগণ ভূলিয়া যান যে, সংরক্ষণের ধারা আমদানি কমাইলে উহার ফলে রপ্তানিও কমিয়া যায়। স্বতরাং আমদানি বন্ধ করিয়া সেই দ্রব্য দেশে উৎপাদন মুক্ত করিলে আয় ও ক্রয়ক্ষমতাব বিক্ল যুক্তি বৃদ্ধি হইয়া দেশীয় বাজার বিস্তৃত করে বটে, কিন্তু, রপ্তানি দ্রাস পাইবার দক্ষ রপ্তানি-শিল্পে বেকারির ফলে আয় ও ক্রয় ক্ষমতা সংকৃচিত হইয়া দেশীয় বাজারকে অপর দিক হইতে সংকৃচিত করিয়া ফেলে।

কিন্তু যদি আমদানি-হ্রাসের ফলে দেশে যে পরিমাণ ন্তন আয় স্পষ্ট হইল, তাহা রপ্তানি কমিবার ফলে আয় হ্রাসের পরিমাণ হইতে অধিক হয়, তাহা হইলে দেশের মোট আয়ে নীট বৃদ্ধি হইতে পারে। স্থতরাং সভ্যতা উভয় দেশের আমদানি ও রপ্তানির পারস্পরিক চাহিদার শক্তির উপর এই যুক্তির সভ্যতা নির্ভর করে; বিশেষ ক্ষেত্রে ও বিশেষ অবহায এই যুক্তি সভ্য হইতে পারে।

৩। বাণিজ্য ব্যালাক অমুকূল রাখা (Balance of Trade Argument)

প্রাচীন মার্কেটাইলিষ্ট ধনবিজ্ঞানীগণ বলিতেন যে, বিদেশ হইতে স্থ আনিতে পারিলেই দেশ সম্পদ্শালা হইতে পারে এবং সেই উদ্দেশ্যে সর্বদা রপ্তানি-আধিক্যের (export-surplus) নীতি গ্রহণ করা কৃতি উচিত। রপ্তানি আধিক্যের দার। সর্বদা বাণিজ্ঞা-ব্যালাস অফুক্ল রাখিতে পারিলেই দেশের মধ্যে স্বর্ণ আসিতে পারে।

ক্লাদিকাল ধনবিজ্ঞানীগণ এই মার্কেণ্টাইলিষ্ট ধারণা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, স্বর্ণ-ই একমাত্র সম্পদ নহে। আর অমুকুল বাণিজ্ঞা-ব্যালান্সের দরুণ দেশে ক্রমাগত স্বর্ণের আগমন আভ্যস্তরীণ অর্থের পরিমাণ বাড়াইয়া দামস্তর বাড়াইয়া দিবে এবং ফলে ভবিশ্বতে রপ্তানি ক্রমিয়া স্বর্ণ পুনরায় বাহির হইয়া যাইবে (স্বর্ণের গতিবিধি সংক্রান্ত রিকার্তীয় তত্ত্ব)। আধুনিক ধনবিজ্ঞানীগণও মনে করেন যে, অনুকূল বাণিজ্য-ব্যালাম্পের ফলে দেশের আয়স্তর বধিত হইবে, স্কৃতরাং প্রান্তিক আমদানি-প্রবণতায় রন্ধির দক্ষণ আমদানির পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে, বাণিজ্য-ব্যালাম্পের আয়ুকূল্য হ্রাস পাইবে। অনির্দিষ্ট কালের জন্ম বাণিজ্য ব্যালাম্প অয়ুকূল্য হ্রাস পাইবে। অনির্দিষ্ট কালের জন্ম বাণিজ্য ব্যালাম্প অয়ুকূল রাথার নীতি গ্রহণ করা তাই কোন দেশের পক্ষেই সম্ভব নহে। যদিও কেইন্সের মতে রপ্তানি-আধিক্যের ফল দেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধির অনুরূপ—ইহার ফলে আয়স্তর ও কর্মসংস্থান বিশেষ বৃদ্ধি পাইতে পারে, কিন্তু তাহা চইলেও মনে রাথা দরকার যে, সকল দেশ-ই একসঙ্গে এই নীতি গ্রহণ করিতে পক্ষ করিলে অবশেষে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিপুল বিশৃংখলা স্বৃষ্টি হেবে। প্রত্যেক দেশই অপর দেশের স্বার্থের বিনিময়ে নিজের স্বার্থবৃদ্ধির চেট্টা করিয়া প্রতিবেশীকে দরিদ্র-করার-নীতি (Beggar-my-neighbour-policy) গ্রহণ করিলে মোট ব্যবসায়-বাণিজ্যের পরিমাণ কমিয়া গিয়া সকলকেই দরিদ্র করিয়া তুলিবে।

া৪) উচ্চ মজুরি বজায় রাখা (To maintain high Wages)

খনেক সময় বলা হয়, নিয় মজুরির হার-সম্পন্ন দেশ হইতে আমদানির বিক্দ্ধে শুল না ৰসাইলে সেই দেশ হইতে সস্তা আমদানি-দ্রব্য দেশের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেশের উচ্চ মজুরির হারকে নামাইয়া দিবে। কারণ, অপর দেশে নিয় মজুবি-হারের ফলে তাহাদের দংপাদন-বায় কম, কিন্তু নিজ দেশে উচ্চ মজুরি-হারেব ফলে উৎপাদন-বায় বেশি। স্তত্বাং আভাস্তরীণ উচ্চ মজুরির হার বজায় রাথার উদ্দেশ্মে নিয় মজুরির হার-সম্পন্ন দেশ হইতে আমদানির বিক্দ্ধে শুল্ক বসান উচ্চত এইকপ বলা হইয়া থাকে।

এই স্ক্তি গ্রহণ কর। চলে না, কারণ উচ্চ মজুরিব ফলে উৎপাদন-ব্যয় দর্বদাই অধিক হইবে না নিম্ন মজুরিব ফলে উৎপাদন-ব্যয় কম হইবে নাইহাও ঠিক কঠে। উচ্চ মজুরির হার অধিক উৎপাদন-ক্ষমনার দরণ বা উন্নত সাংগঠনিক নিপুণ্যের দরণ বা প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্যের দরণ হইতে পারে। ফলে প্রকৃতপক্ষে সেই দেশে ইউনিট-প্রতি বায় কম, এইরূপ ঘটিতে পারে।

এইব্ধপ অবস্থায় সংবক্ষণের নীতি দেশের উচ্চ মজুরিকে রকা না করিয়া

কমাইযা দিতেও পারে। কারণ সংরক্ষণের ফলে সর্বাধিক স্থ্রবিধান্তনক ক্ষেত্রে
নিযুক্ত না হইযা কম উৎপাদন-ক্ষমতা সম্পন্ন শিল্পে শ্রমিক
বিক্ষমৃত্তি
নিযুক্ত হইতে স্থক করিবে, স্থতরাং জাতীয় সম্পদ বা
মজুরির হার উভয়ই কমিবে। তাহা ছাড়া, সংরক্ষণী শুক্তের ফলে দ্রব্যের দাম
বাডিবার দরণ আসল মজুরি কমিযা যাইবে।

কিন্ত, সাধারণভাবে দেখা যায়, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে বাণিজ্যকারী উভয় দেশের উপাদানের দামে সমতা আসে। একপ অবস্থায় নিম্ন মজুরি সম্পন্ন দেশের পক্ষে অবাধ বাণিজ্য স্থবিধাজনক, এবং উচ্চ মজুরি-সম্পন্ন দেশের পক্ষে অস্থবিধাজনক। কারণ, উচ্চ মজুরি কিছুটা নামিয়া এবং নিম্ন মজুবি কিছুটা উঠিয়া উপাদানের দামে এই সমতাসাধন ঘটে।

(৫) বেকারি দূর করা (To Cure Unemployment)

অনেক সময বলা হয়, সংরক্ষণের ফলে দেশে বেকারি দূব হৃত্যা
কর্মসংস্থানের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু ক্লাসিকাল
ক্লিপায় ওক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের মতে সংরক্ষণের ঘারা আমদানি হ্রাস
বৃদ্ধিঃ কেন বৃদ্ধি পাইলে সেই সকল দ্রব্যের শিল্পে কর্মসংস্থান বাডিলেও
পায় না
ব্যানি কমিয়া যাও্যার ফলে রপ্তানি দ্রব্যের শিল্পে বেকাবি
বাডিবে, স্কৃতরাং দেশের মোট কর্মসংস্থানে নীট বৃদ্ধি হইবে না।

ভবে. যদি আমদানি শুল্কের দারা আমদানি কমাইযা দেশে কর্মসংভান राष्ट्रांन इर, अथह द्रश्रांनिद প्रिमान शहारक ना करम (महे वावश्रा कदा याव, তাহা হইলে মোট কর্মসংস্থান বাডিতে পারে। অবগ্র আবনিক বৃক্তি যদি অপর দেশও প্রতিরোধ নীতি অবলম্বন কবিবা কিকপে আমদানি স্থির রাথিয়া রপ্তানি বাডান তাহাদের আমদানির উপর শুক্ত বসায তাহা হইলে রপ্তানি যাব. ১। অর্থ সাহায্য क्रिया क्र्यमः द्वान क्रमाहेशा पित्त। ब्रश्नान हान করার জন্ত দেশটি হুই প্রকার পদ্ধতি গ্রহণ করিতে পারে। প্রথমত, আমদানি শুক হইতে প্রাপ্ত অর্থের দারা রপ্তানি শিল্পকে অর্থ সাহায্য (Bounty) করা—ঘাহাতে বিদেশে কম দামে বিক্রয় করিয়া পূর্বের পরিমাণ রপ্তানি বজায কিন্তু এইরূপ অবস্থায় বিদেশও প্রতিরোধমূলক বাব্রা রাখিতে পারে। গ্রহণ করিবে।

দিতীয়ত, যদি সংরক্ষণকারী দেশ রপ্তানি-আধিক্যের দরুণ পাওনা বিদেশী

চাকা দেশে আনিতে না চাহে এবং বিদেশেই ঋণ বা বিনিয়োগ অথবা সাহায়্য হিসাবে থাটায়, তাহা হইলে এই রপ্তানি-আধিক্য বজায় রাখা সম্ভবপর হইবে। যেমন, যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে আমেরিকা সর্বাধিক রপ্তানি করে, কিন্তু তাহা সন্ত্তেও নিজ-দেশে সংরক্ষণের দারা আমদানিতে বিপুল বাধা স্পষ্ট করিয়া রাথিয়াছে। রপ্তানির ফলে আমেরিকার পাওনা অর্থ বিদেশী দ্রব্যের আমদানি দ্বারা পরিশোধ লইলে পাছে দেশে আয় ও কর্মসংস্থান কমিয়া যায় এইজন্ম উচ্চ সংরক্ষণী প্রাচীরের আড়ালে গাকিয়া সে ব্যবসায়-মুদ্ধ চালায়। যাহাতে বিদেশ হইতে তাহাকে দ্রব্যের আমদানি করিতে না হয়, এইজন্ম সে পাওনা-অর্থ বিভিন্ন রাষ্ট্রকে ঋণ দেয়, দান করে, ইউরোপীয় পুনর্গঠনের দর্ফণ ব্যয় করে বা বিদেশে সৈন্মবাহিনী রক্ষা করে।

কিন্ত এই নীতি নিতান্ত স্বল্লকালীন, কারণ অনির্দিষ্ট কালের জন্ত কেহ
মূলধনের রপ্তানি চালাইয়া যাইতে পারে না। এমন সময় আসে যথন আসল
পরিশোধ লইতেই হইবে বা স্কুদ লইতেই হইবে; এবং
এই পদ্ধতির অস্থিধা
এরপ অবস্থায় আমদানি বৃদ্ধি না করিলে চলিবে না।
ভাহা ছাড়া, এই নীতির ফলে দেশে মূলধনের পরিমাণ কমিয়া আভ্যন্তরীণ
বিনিময় ও কর্মসংস্থান হ্রাস পাইতেও পারে।

(৬) শিশু শিল্পকে রক্ষা করা (To Protect Infant Industires)

পৃথিবীর সকল দেশে শিলোন্নয়নের স্তব সমান নহে, সকলেই শিল্পবিপ্লবের স্থবিধা সমান পরিমাণ গ্রহণ করিতে পারে নাই। প্রথমে যাহারা শিল্প ব্যবসায় ও বাণিজ্যের পথে অগ্রসর হইয়াছিল, তাহারাই অধিকতর স্থযোগ, স্থবিধা,

শিল্পজ্ঞান ও দক্ষতার অধিকারী হইয়াছে। স্থতরাং, শিল্পে অনুনত দেশও করনত শিল্প অমূনত দেশগুলি শিল্পোন্নয়নের কাজ স্থান্ন করিয়া অবাধ বাণিজ্য নীতি গ্রহণ করিলে প্রতিযোগিতায় উন্নততর দেশগুলির নিকট পরাজিত হইবে। অমূনত দেশগুলি উন্নয়নের প্রাথমিক স্তরে সংরক্ষণের দ্বানা নিজেদের শিল্প বাণিজ্যে ব্যাপারে শিশু দেশকে বিদেশী প্রতিযোগিতার হাত হইতে বাঁচাইবে, শিল্পোন্নয়নের প্রাথমিক জ্ঞান, শিক্ষাদীক্ষাও সাংগঠনিক প্রস্তুতির স্তর বিদেশীদের হাত হইতে রক্ষা করিবে। জার্মান ধনবিজ্ঞানী ফ্রেডারিক লিষ্ট এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন; তাঁহার মতে.

ক্ষমি-উৎপাদনের স্তর হইতে কোন দেশে শিল্প সম্প্রসারণ করিতে হইলে এইরূপ সংবক্ষণ নীতি গ্রহণ করা বিশেষ প্রয়োজন।

লিষ্ট্ এই নীতি বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন "অফুরত দেশ" সম্বন্ধে, কিঙ্ব আধুনিককালে দেশের শিশু "শিল্পকে" বৈদেশিক প্রতিযোগিতার হাত হইতে রক্ষা করা প্রয়োজন—এই যুক্তিতে সংরক্ষণ নীতিকে সমর্থন করা হইয়া থাকে। "সত্যোজাতকে সেবা কর, শিশুকে রক্ষা কর এবং বয়স্ককে মৃক্ত কর"—ইহাই এই যুক্তির মূল কথা।

যুক্তি সঠিক হইলেও এই নীতিকে প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রচুর অস্ক্রবিধা আসিয়া পড়ে। এই নীতি অস্ব্যায়ী যে সকল "শিশু" ভবিষ্যতে এমনভাবে উন্নত হইয়া উঠিবে যে সংরক্ষণ তুলিয়া লইলেও উন্নত দেশের শিল্পসমূহের সহিত প্রতিব্যোগ-গত অহবিধা বিদ্যালি দির দিরে করা করা অর্থাৎ সেই দ্রব্য আমদানির উপর শুক বসান দরকার। কিন্তু পূর্ব হইতেই সঠিকভাবে জানা যায় না কোন্ শিল্প এরূপ বাড়িতে পারে। তাহা ছাড়া একবার শুক বসাইলে সংরক্ষণের আড়ালে বাড়িয়া উঠিবাব পরেও সেই শিল্প চিরকাল "সংরক্ষিত" থাকিতেই চায়, নিজের পায়ে আবলম্বা হইয়া দাড়াইবার বাসনা ও মনোভাব কখনও গড়িয়া উঠে না, শিশুর আর বয়:প্রাপ্তি ঘটিতে চাহে না।

(৭) শিল্পের বৈচিত্র্য সাধন (To Diversify the Industries)

সংরক্ষণের সাহায্যে দেশে সকল প্রকার শিল্প গড়িয়া ভোলা উচিত কারণ দেশে বহুপ্রকার ব্যক্তি থাকেন, প্রত্যেকের প্রতিভা সমান নয়। যাহাতে সকল ব্যক্তি নিজেদের ঝোঁক, প্রবণতা বা নৈপুণা অহ্যায়ী নিজেকে উল্লত করিতে পারে সেইজ্ঞ দেশে সকল প্রকার শিল্প থাকা প্রয়োজন। বিভিন্ন ধরনের শিল্প স্থাপিত হইলে জাতীয় স্বয়ংসম্পূর্ণতা (National Self-sufficiency) ঘটিবে, ইহাতে প্রয়োজনের সময় সকল দ্রব্যোৎপাদনেরই ব্যবস্থা থাকিবে। তাহা ছাড়া, সমরোপকরণ-শিল্প বা বৈদেশিক আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করিতে হইলে য সকল শিল্প থাকা অবশ্র প্রয়োজনীয়—এই সকল শিল্পর উল্লতির জ্ঞা নিশ্চয়ই সংরক্ষণনীতি গ্রহণ করা উচিত। আ্যাডাম্ শ্রেথ বলিয়া গিয়াছেন যে, দেশ-রক্ষার তুলনায টাকার শুক্ত্ব কম (opulence is less important than defence)।

(৮) ডাম্পিং-এর হাত হইতে রক্ষা পাওয়া (To protect from Foreign Dumping)

বিদেশী ব্যবসায়ীরা নিজের দেশে চড়া দাম বজায় রাখিয়া অন্ত দেশে উৎপাদন ব্যয় হইতে কম দামে বিক্রয় করিলে ইহাকে সাধারণত ডাম্পিং বলা হয়। এই ডাম্পিং-এর ফলে দেশায় শিল্পপতিগণ প্রতিভাম্পিং-এর বিক্লজে যোগিতায় টি কিতে না পারায় ক্রমে উঠিয়া যাইতে বাধ্য হন, বিদেশী ব্যবসায়ীরা তখন বাজারের একচেটিয়া অবস্থার স্থ্যোগ পাইবার জন্ত দাম চড়াইয়া দেয়।

ডাম্পিং ঘটিতে থাকিলে অবশ্রুই তাহার বিরুদ্ধে শুক বসাইয়া দেশায় শিল্পসমূহকে সংরক্ষিত করা উচিত, কিন্তু দেখা যায় যে, ডাম্পিং বন্ধ হইলেও শুক
চলিতে থাকে এবং কোন কারণে শুক্ক বসান হইলে সেই
মংবিধা
শুক্ক অস্তান্ত আইন-কান্থনের ন্তায় স্থায়ীভাবে সরকারের
নীতির অঙ্গ হিসাবে বাঁচিয়া থাকে।

সংরক্ষণ নীতির বিপদ (Positive Dangers of Protection):

সংবক্ষণ নীতির কয়েকটি ক্রটি ও বিপদ আছে। বেমন, প্রথমত, বৈদেশিক প্রতিযোগিতা কমিয়া গেলে দেশীয় উত্যোক্তা ও ব্যবসায়ীগণ অলস, নিরুৎসাহ বা উত্যোগহীন হইয়া উঠিতে পারে; সকল প্রকার উন্নতি প্রতিযোগিতার হ্রান. সাম্বানি হ্রান, দামহৃদ্ধি, ব্রুচ্চটিয়া শিল্পনগঠন. কোন প্রচেষ্টা থাকে না; সাধারণত সংরক্ষিত শিল্পে প্রত্তিতিক অসাধৃতা, প্রভৃতি
আমদানি শুক্ক স্থাপনের ফলে আমদানির পরিমাণ থ্বই ক্রে, মোট রাজস্বের পরিমাণ ও কমিয়া যায়।

ভোগকারীগণ দামর্দ্ধির ভয় করেন, কারণ আমদানি ৠয়ের ভার থুব কম
ফেত্রেই উত্তোক্তার স্কদ্ধে পড়ে, প্রধানত ভোগকারীর নিকট হইতে দাম
বাড়াইয়াই উহা আদায় করা হয়। গরীব ভোগকারীর উপর আরও চাপ
পড়ে।

বলা যায় যে, শুল্কই একচেটিয়া সংগঠনের জন্মদাতা। বৈদেশিক প্রতি-যোগিতা দূর হইলে দেশীয় উত্যোক্তাগণ একত্রে জনসাধারণকে তীব্রতর ভাবে শোষণ করিবার জন্ম একচেটিয়া সংগঠন গড়িয়া তোলেন। তাহা ছাড়া, দেশের অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে অসাধুতা ও অস্তায় বৃদ্ধি পায়; অনেক ক্ষেত্রে এই সংরক্ষণের জন্ত ব্যবসায়ীরা নিজেদের স্বার্থায়্যায়ী চলিতে বাধ্য করার উদ্দেশ্যে টাকার সাহায্যে রাজনৈতিক নেতাদের ক্রেয় করিয়া রাখেন, অস্তত বহু রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এরূপ ঘটিয়াছে তাহা দেখা গিয়াছে।

সংরক্ষণের পদ্ধতি ও রূপ (Methods and forms of Protection):

পৃথিবীব বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন সময়ে বছপ্রকার পদ্ধতি গ্রহণ করিয়া আমদানি রপ্তানির পরিমাণ ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করিয়াছেন। তাহাদের সকল প্রচেষ্টা ও পদ্ধতিকে বিভিন্ন ধরনে শ্রেণীবদ্ধ করার চেষ্টা করা হইয়াছে; দেখা গিয়াছে যে সংরক্ষণ মোটামুট নিম্নলিখিত কয়েকটি রূপ গ্রহণ করিতে পারে।

(১) **শুক্ম** (Duties) :

শুক্তকে ঘৃই প্রকাবে বিভক্ত করা যায়: রাজস্ব শুক্ত (Revenue Duties) এবং সংরক্ষণী শুক্ত (Protective Duties)। প্রধানত নরকারী আয় বাড়াইবার উদ্দেশ্রে প্রথম প্রকার শুক্ত বসান হয়, এবং সাধারণত দেশীয শিল্পের সংরক্ষণের উদ্দেশ্রে দিতীয় প্রকার শুক্ত বসে। অবশ্র এইরূপ বিভাগ বৈজ্ঞানিক যুক্তিসম্মত নয়, আইন প্রণয়নকারীদের উদ্দেশ্রের ভিত্তিতে শুক্তের সঠিক শ্রেণীবিভাগ করা চলে না। তবুও এইরূপ বিভাগ করিলে দেখা যায়, ইহাদের মধ্যে পরস্পর বিরোধিতা থাকিতে পারে, অর্থাৎ রাজ্যের দিক হইতে যে শুক্ত বিশেষ আয়কারী তাহা সংরক্ষণের দিক হইতে পর্যাপ্ত নয়; আবার সংরক্ষণের দিক হইতে যাহা পর্যাপ্ত, তাহাতে আমদানি বন্ধ হইয়া যায় ও রাজ্য আদায় থবই কমিয়া যাইতে পারে।

শুক্তকে আরও ছই প্রকারে বিভক্ত করা যায়: আমদানি শুক্ত ও রপ্তানি শুক্ত।

কে) আমদানি শুল্ক: বিদেশ হইতে আমদানিকত দ্রব্যের উপর গুৰ্ব বসাইলে তাহাকে আমদানি গুল্ক বলা : য়। এইরূপ আমদানি গুল্ক, প্রধানত, ছই প্রকারের হইতে পারে: বিনির্দিষ্ট শুল্কে (Specific duty) এবং মৃল্যান্থসার গুল্ক (Advalorem Duty)। নির্দিষ্টান্থসারে গুল্ক দ্রব্যের ওজন,

অবশু দীর্থকালে, সংরক্ষণী গুকের ফলে দেশে কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধি হওয়ায় সরকারী রাজ্য
আদায়ের পরিমাণ বাড়িয়া বাইতে পায়ে।

আয়তন বা অক্লান্ত বৈশিষ্ট্য অন্ত্যায়ী গুল্কের হার ন্থির করা হয়; মূল্যান্থসার গুলে দ্রব্যের মূল্য অন্ত্যায়ী গুল্কের হার নির্ধারিত হয়।

(খ) দেশীয় শিল্প সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে সেই শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামালের উপর রপ্তানি শুল্ক বসান যাইতে পারে। রপ্তানি শুল্কের ফলে রপ্তানি কমিবে: আভ্যন্তরীণ বাজারে কাঁচামালের দাম কমিয়া যাইবে, বিদেশে ঐ কাঁচামাল ফুপ্রাপ্য হইবে, উহার দাম বাড়িবে। এইরূপ করিলে দেশীয় শিল্পের প্রতিযোগিতার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এই ব্যবস্থার ক্রটি হইল, ইহা কার্যত কাঁচামাল উৎপাদকের স্বার্থ ক্ষ্ম করিয়া পণ্য উৎপাদকের স্বার্থ রক্ষা করে।

(২) অৰ্থ সাহায্য (Bounties and Subsidies):

বিশেষ কোন একটি দেশীয় শিল্পের উৎপাদন ব্যয় অধিক থাকিলে ব। বিদেশী দ্বোর সহিত প্রতিযোগিতার ক্ষমতা কম থাকিলে সরকার উহাকে অর্থসাহায্য করিতে পারেন। এই উপায় অবলম্বন করিয়া দেশীয় শিল্পকে সংরক্ষণ করার নীতিকে অর্থসাহায্য-পদ্ধতি বলা হয়। অনেক সময় কম হারে আমদানি শুক বসাইয়া দেশীয় শিল্পকে একই সঙ্গে কিছুটা অর্থ সাহায্যও করা হয়; আমদানি-শুক হইতে প্রাপ্ত অর্থ অর্থ-সাহায্য ব্যয়িত হইতেছে, এরূপও দেখা যায়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান (I. T. O.) আমদানি-শুক স্থাপন পছন্দ না করিলেও অর্থ-সাহায্য সম্বন্ধে নীরব আছেন। সাধারণত উৎপাদনের পরিমাণ অম্বায়ী অর্থ-সাহায্য দেওয়া হয়, কিন্তু অনেক সময়ে মোট কিছু অর্থও একত্রে (lumpsum) সাহায্য রূপে দেওয়া চলিতে পারে।

অর্থ-সাহায্য পদ্ধতির বিরুদ্ধে বলা হয়, (ক) এই নীতি কার্যকরী করিতে
ইইলে উৎপাদনের উৎকর্ষ ও পরিমাণের উপর তীক্ষ নিয়ন্ত্রণ রাখা প্রয়োজন,
বাস্তবে তাহা সম্ভব না-ও ইইতে পারে। (খ) দেশীয়
শিল্পের প্রতিযোগিতার ক্ষমতা বাড়াইতে ইইলে অত্যস্ত
বৈশি পরিমাণ অর্থ-সাহায্যের প্রয়োজন ইইতে পারে। (গ) জনসাধারণের নিকট
ইউতে কর আদায় করিয়া তাহা মৃষ্টিমেয় শিল্পপতির স্বার্থ রক্ষার জন্ত ব্যয় করা
উচিত কিনা তাহা বিবেচনা সাপেক।

কিন্ত অর্থ সাহায্য নীতির স্বপক্ষে বলা হয়, (ক) শুলের ফলে দামবৃদ্ধি

হইবে, কিন্তু অর্থ-সাহায্যে দাম বৃদ্ধি হইবে না, (থ) প্রদত্ত অর্থ দেশেই থাকিবে ব্রপক্ষে মৃতি নির্ণয় করা ও সেই অমুযায়ী অর্থ-সাহায্য করা সন্তব্পব

(ঘ) সকলেই সঠিকভাবে জানিতে ও বুঝিতে পারে যে এই সংরক্ষণের জ্ব ঠিক কি পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হইতেছে।

(৩) পরিমাণগত বাধা-নিষেধ (Quantitative restrictions)

এই পদ্ধতি অন্থ্যায়ী কোন রাষ্ট্র নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন দ্রব্যের আমদানির পরিমাণ স্থির করিয়া দেয় এবং সাধারণত, (ক) লাইসেকা প্রদান করিয় আমদানির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে। এই পদ্ধতির বিশেষ লাইদেক স্থবিধা আছে। অনেক সময় শুল্ক ধার্য করিলেও উৎপাদন ব্যায়ে বা দামে পরিবর্তন ঘটিয়া শুল্কের কার্যকারিতা কমাইয়া দিতে পারে। কিং এই পদ্ধতিতে আমদানির পরিমাণ সংকৃচিত করিয়া সংরক্ষণের উদ্দেশ্য সফল করিতে যথেষ্ট সাহায্য করে। এই পদ্ধতির বিরুদ্ধে বলা হয় যে, ইহাতে বৈদেশিক বাণিজ্য-ক্ষেত্রে সরকারী হস্তক্ষেপ খুবই বাড়িয়া যায়। শুল্কের দ্বাবা সংরক্ষণ করিলে আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক দামের মধ্যে কিছুটা সংযোগ রক্ষিত হর, কিন্তু এই পদ্ধতিতে ছই দেশের দামে কোন সংযোগ থাকে না। আমদানি

শুদ্ধ ও পরিমাণগত বাধা-নিবেধ, উভয়-পদ্ধতির তুলনামূলক বিচাব নিয়ন্ত্রণের ফলে দাম বৃদ্ধি পায়, এবং তাহার দক্ষণ মুনাফ ব্যবসায়ীরাই লাভ করিয়া থাকেন; কিন্তু শুদ্ধ ধার্য করিবে আমদানিও নিয়ন্ত্রিত হয়, রাষ্ট্রের আয়ও কিছুটা বৃদ্ধি পায়। আমদানি-নিয়ন্ত্রণ করিলে সাধারণত কোন্ আমদানিকারীকে কতটা আমদানির সুযোগ দেওয়া হইবে এবং কোন

দেশ হইতে কতটা আমদানি করিতে পারিবে ইহাও ঠিক করিতে হয়। পক্ষপাতিত্ব ও অসাধুতার স্থযোগ ইহার ফলে বাড়িয়া যায়। আমদানির পরিমাণ বেশি কমাইলে দেশার উৎপাদকগণ মিলিয়া একচেটিয়া সংগঠন স্থাপন করিয জনসাধারণকে শোষণের স্থযোগ পায়।

(থ) পরিমাণগত বাধা-নিবেধের আর একটি রূপ হইল বিদেশী জব্য আমদানি করিয়া নির্দিষ্ট অনুপাতে দেশীয়া জব্য মিঞাত করিয়া তবেই বিক্রেয় করা চলিবে এইরূপ নিয়ম করিয়া দেওয়া। সকল জব্যের কেত্রে এই নিয়ম চলিতে পারে না, একই প্রকার ও একই ধরনের জ্বব্যাদির কেত্রে

(standardised products) এইরূপ নিয়ম করিয়া দিলে অবশ্র দেশীয় দ্রব্যের কিছু পরিমাণ বিক্রয় নিশ্চিত করা যায়।

(গ) পরিমাণগত বাধা-নিবেধের বিশিষ্ট উপায় হইল আমদানির আমু-পাতিক অংশ বা কোটো নির্দিষ্ট করা।

যথন কোন দ্রব্য আমদানির পরিমাণ নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয় কিন্তু তাহা
পৃথিবীর যে কোন দেশ হইতে আমদানি করা চলে তথন তাহাকে বিশ্বব্যাপী
(Global) কোটা বলে। তবে, ইহাতে বিভিন্ন রপ্তানিসর্বব্যাপী কোটা
কারী দেশ অনেক ক্ষেত্রে আমদানিকারী দেশের প্রতি
পক্ষণাতিত্বের অভিযোগ আনিয়া থাকে। স্থতরাং অনেকক্ষেত্রে, একই সঙ্গে
কোন্ দেশ হইতে কতটা আমদানি হইবে তাহাও নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়।

ষদি কোন দ্রব্যের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বিনা শুল্কে বা কম হারে আমদানি
করিবার অমুমতি থাকে, কিন্তু উহার বেশি আমদানি
স্বন্ধ কোটা
করিতে হইলে শুক্ক বা অধিক হার শুক্ক দিলে হার, তবে
তাহাকে শুক্ক-কোটা (Tariff Quota) বলে। অবিক হারে শুক্ক দিলে অবশ্রু
আমদানির কোন পরিমাণগত বাধা থাকে না।

অপর কোন দেশের সহিত আলাপ আলোচনা না করিয়া নিজের স্বার্থে
কোন সরকার কোন নির্দিষ্ঠ সময়ের মধ্যে আমদানির
একপান্ধিক ও
উচ্চতর পরিমাণ স্থির করিয়া দিলে তাহাকে একপান্ধিক
কোটা (Unilateral Quota) বলে। উভয় দেশের
সহিত আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে উভয়ের আমদানির পরিমাণ স্থির হইলে
ভাহাকে দ্বিপান্ধিক কোটা (Bilateral Quota) বলে।

(৪) শাসনতান্ত্রিক সংরক্ষণ (Adminstrative Protection) :

শাসন সংক্রাস্ত বহু আইনকামুনের ফলে সংরক্ষণ নীতি কার্যকরী হইতে পারে। যেমন, (ক) শুক্ত কর্তৃপক্ষের আদেশও নির্দেশ, (খ) রেল ও জাহাজ কর্তৃপক্ষের আদেশ, নির্দেশ বা ভাড়ার স্বতন্ত্রীকরণ, (গ) সরকারী প্রয়োজনে দ্ব্যাদি ক্রয়-সংক্রাস্ত আদেশ নির্দেশ প্রভৃতি।

রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য (State Trading)

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ হইতে পারে যথন ব্যক্তির হাতে বাণিজ্যের কোন ক্ষমতা না রাখিয়া বৈদেশিক বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার রাষ্ট্র নিজের হাতে তুলিয়া লয়। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কর্তৃত্বে, তাই বৈদেশিক বাণিজ্যও রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য তাহা হইতে বাদ যাইতে পারে না। পরিকল্পিত অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার অঙ্গ হিসাবেই রাষ্ট্র আমদানি ও রপ্তানির বাণিজ্য নিজের আয়ত্তে রাথে। প্রথমে সোভিয়েট রাশিয়া ও পরে জার্মানি এইরূপ রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য পরিচালনা পদ্ধতির প্রসার করিয়াছে। অন্তান্ত দেশের নিকট হইতে দর ক্যাক্ষির ক্ষেত্রে স্বাধিক স্থবিধা লাভ করা রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের অপরাপর উদ্দেশ্যের অস্তর্ভুক্ত বলা যাইতে পারে।

বিভিন্ন বাষ্ট্র বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের নীতি গ্রহণ করিতে পারে।
কৃষিক্সাত দ্রব্যের দাম স্থির রাখা, অন্ত রাষ্ট্রের সহিত সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করা,
বুদ্ধের জন্ত প্রয়োজনীয় মালমশলা মজ্ত করা, প্রভৃতি বিভিন্ন লক্ষ্য সাধনের জন্ত
রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় পরিচালিত হইতে পারে। রাশিয়া, পূর্ব
রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় পরিচালিত হইতে পারে। রাশিয়া, পূর্ব
রাষ্ট্রীয় বার্বসায় পরিচালিত হইতে পারে। রাশিয়া, পূর্ব
রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় পরিচালিত হইতে পারে। রাশিয়া, পূর্ব
রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ে ক্রেল্ডান্য
ভারতেও রাষ্ট্রের তরফ হইতে বাণিজ্য চালাইবার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য

রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের স্থবিধা হিসাবে বলা হয়, ইহার ফলে ক্রেভারা উপক্ষত হইবেন, কারণ ব্যবসায়ীদের হাত হইতে আমদানি ও রপ্তানির বিপুল মুনাফা রাষ্ট্রের হাতে চলিয়া আদিলে রাষ্ট্র দ্রব্যাদির দাম কমাইয়া দিতে পারে বা উন্নয়নসূলক কার্যে ওই মুনাফা ব্যয় করিতে পারে। বৈদেশিক বাণিজ্যের একচেটিয়া সংগঠন ভাঙিয়া দেওয়াও সম্ভব হইবে। অপর রাষ্ট্রের সহিত দরক্ষাক্ষির ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইবে, বাণিজ্যহার দেশের অমুক্লে আদিবে। অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা সফল করিবার উপযোগী দ্রব্যাদির আমদানি ও রপ্তানি নিয়ম্বণ সহজ হইবে।

করপোরেশন স্থাপিত হইয়াছে।

রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য নীতির বিরুদ্ধে বলা হয় যে, সরকারী কর্মচারীগণ বাণিজ্য সম্পর্কে একান্ত অনভিজ্ঞ এবং দেশের চাহিদা ও যোগানের সহিত তাহাদের প্রভাক সম্পর্ক না থাকায় তাহারা ভূল পরিমাণে এবং ভূল দামে আমদানি ও রপ্তানি করিবে। বাণিজ্যক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধি পাইবে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে মনাস্তর ব্যক্তিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকায় আন্তর্জাতিক কলছ, তিব্রুতা ও সংঘর্ষের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। তাহা ছাড়া, প্রতিযোগিতা লোপ পাইয়া একচেটিয়া অবিকার স্ষষ্টি হইবে এবং সরকারী কর্তৃত্বের অনবরত পরিবর্তনের ফলে রাজনৈতিক দলগুলি এই ক্ষমতার উপযুক্ত ব্যবহার করিতে পারিবে না। কোন সরকারের কোন নির্দেশ অপর দল সরকার গঠন করিয়া বাতিল করিয়া দিবে—এইরূপ বিশৃংখলার উদ্ভব হইবে। ইহাও মনে রাখা দরকার যে, সরকারী সকল ব্যবসায়ের ভায় এক্ষেত্রেও উত্যোগ ও উৎসাহ উপযুক্ত পরিমাণে না থাকায় জাতীয় স্বার্থ ব্যাহত হইবে। রাজনৈতিক ভাবে গুর্বল দেশগুলি রাজনৈতিক চাপে বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে থাকিবে।

আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থাসমূহ

আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার (International Monetary Fund) ঃ
পৃথিবীতে যথন স্বর্গমান প্রচলিত ছিল তথন বৈদেশিক বিনিময়হার
ব্যংক্রিয় ভাবে নির্ধারিত হইয়া পড়িত এবং স্বর্ণের আদান প্রদান ধারাই
নামদানি ও রপ্তানিব মূল্য পরিশোধ করা হইত বা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সকল
প্রকার লেনদেন করা হইত। 1929-30 সালের মহা অর্থথ্যোজনীয়তা
নৈতিক সংকটের ফলে স্বর্ণমানের পতন হইলে বৈদেশিক
বাণিজ্যের বিনিময়-ব্যবস্থা (Exchange-Mechanism)
সম্পূর্ণ বানচাল হইয়া গেল। তাহার পর স্কুরু হইল বিপাক্ষিক চুক্তি, অস্থির

ও স্বাচ্ঞ্চল বিনিময়হার, বহিমূল্যপাত্ন, আম্বানি ও রপ্তানি শুল্ক, কোটা গুভৃতির যুগ। আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণ কমিয়া গেল, আভ্যন্তরীণ দামস্তর, আয় ও কর্মসংস্থানের স্তর সঠিক রাথাই প্রত্যেক প্ৰধান লক্ষ্য হইয়া গাঁডাইল। এরূপ বিশৃংখল অবস্থায় এমন এক **मिल** অৰ্থনৈতিক গডিয়া তোলার প্রয়োজন ব্যবস্থা দেখা যাহার দারা আভ্যন্তরীণ আর্থিকনীতির স্বাধীনতা বজায় এবং সঙ্গে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লেনদেন চলিতে একট অবাধভাবে পারে। ব্রেটনউডদ্ চুক্তি ধারা স্থাপিত এই আন্তর্জাতিক **অর্থ ভাণ্ডার** পুরাতন স্বর্ণমানের স্থলে প্রতিষ্ঠিত এক নৃতন ব্যবস্থা; স্বর্ণ ও কাগজীমান উভয়ের বৈশিষ্ট্য মিলাইয়া গৃহীত এক ধরনের মিশ্রমান; কেইন্সের ভাষায় বলিতে গেলে "উন্নত ধরনের আন্তর্জাতিক অর্থ ব্যবস্থা" স্থাপনের প্রচেষ্টা। বহু আলাণ আলোচনার পর আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

আলোচনার প্রথমে ব্রিটেন এবং আমেবিকা উভয় আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের প্রতিষ্ঠা দেশই নিজস্ম প্রস্তাব পেশ করেন; ইংলণ্ডের প্রস্তাবিত পরিকল্পনাকে বলা হয় ব্যাঙ্কর পরিকল্পনা (Bancor Plan) এবং মার্কিণ প্রস্তাবকে বলা হয় ইউনিটাস্ পরিকল্পনা (Unitas Scheme)।

কেইন্দের নেতৃত্বে ব্রিটেন যে পরিকল্পনা পেশ করিয়াছিল তাহার মূল কথা ছিল আন্তর্জাতিক লেনদেনের উদ্দেশ্যে নৃতন এক ধরনের মূদ্রা প্রচলন করা। এই পরিকল্পনায় বলা হইয়াছিল যে, এক আন্তর্জাতিক ক্লিয়ারিং সংস্থা স্থাপিত হইবে; পৃথিবীর সকল দেশই সেই সংস্থার সভ্য হইবে; ব্যাঙ্কে ব্যক্তি যেমন হিসাব রাথে জাতিসমূহও নিজ নিজ বিউন কতৃক উত্থাপিত কেইন্নীয় প্রত্যাব বা , নামে ক্লিয়ারিং সংস্থায় সেইরূপ হিসাব রাথিবে; স্মর্ণেব ব্যাঙ্কর পরিকল্পনা সহিত নির্দিইহারে নির্ধারিত ব্যাঙ্কর (Bancor) নামে নৃতন আন্তর্জাতিক অর্থে এই হিসাব রক্ষিত হইবে। আন্তর্

জাতিক লেনদেন হইতে উদ্ভূত সকল দেনাপাওনা এই টাকার হিসাবে ক্লিয়ারিং সংস্থার নিকট জাতির জমা বাড়াইয়া বা কমাইয়া মিটাইয়া ফেলা হইবে। সংস্থার সভ) হইবে সকল দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাল্প, ইহাদের নামেই এই হিসাব রক্ষিত জমার হিসাব বাড়িতে থাকিবে; লেনদেন ব্যালান্স প্রতিক্ল হইতে থাকিলে সংস্থার নিকট রক্ষিত জমার হিসাব কমিতে থাকিবে। যাহাতে জমা ক্রমাগত বৃদ্ধি বা হ্রাস না পায় সেই জন্ম ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে; এমন পদ্ধতি উদ্ভাবন করিতে হইবে যাহাতে লেনদেন ব্যালান্সের আহক্লা বা প্রতিক্লতা অয়ংক্রিয়ভাবেই দ্রীভূত হইয়া যাইতে পারে। প্রত্যেক্টি সভ্য রাই প্রয়োজনবাব করিলে সংস্থা হইতে নির্দিষ্ট পরিমাণ ওভারজ্যাফট্ লইতে পারে এরূপ ব্যবস্থা থাকিবে; ইহার ফলে কোন একটি দেশ অপর কোন দেশের দেনা মিটাইবার জন্ম কিছুটা সময়ও পাইবে।

আমেরিকার পরিকল্পনায় একটি আন্তর্জাতিক স্থায়িত্ব-সাধনকারী ভাণ্ডার

আমেরিকা কর্তৃক উত্থাপিত হোরাইট প্রভাব বা ইউনিটাস্ পারকল্পনা (International Stabilization Fund) স্থাপনের কথা বলা হইয়াছিল। নিজ দেশের কিছু মুদ্রা সকল সদস্ত রাষ্ট্রই এই ভাণ্ডার-কর্তৃপক্ষের হাতে জমা দিবে, অন্ত রাষ্ট্রের নিকট বিক্রয়ের জন্ত তাহা ব্যবহৃত হইবে। সকল লেনদেনের

নপই হইবে এক মুদ্রার দ্বারা অপর মুদ্রার ক্রয় ও বিক্রয়, ব্যায়র পরিকল্পনার লায় কোন আন্তর্জাতিক মুদ্রা স্থাষ্ট কবা এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল না। লেনদেন ব্যালাফা অমুকূল হইলে ভাগ্রারের নিকট রক্ষিত সেই দেশীয় মুদ্রা ক্রত ক্রাইয়া আদিবে (অভাভ দেশ দেনা মিটাইবার উদ্দেশ্যে ক্রয় করিয়া লইবে); লেনদেন ব্যালাফা প্রতিকূল হইলে ভাগ্রারের নিকট রক্ষিত সেই দেশীয় মুদ্রা মোটেই ফুরাইবে না, ভাগ্রারের হাতেই থাকিয়া যাইবে (অভাভ দেশ ক্রয় করিবে না, কারণ দেনা মিটাইবাব প্রয়োজন নাই)।

ব্রিটেন ও আমেরিকার পরিকল্পনা লইয়া ছই দেশের রাষ্ট্রনায়কগণ এবং ধনবিজ্ঞানীদের মধ্যে আলাপ আলোচনার পর নৃত্রন এক পরিকল্পনার উদ্ভব হয় এবং 1944 সালের জুলাই মাসে যুক্তরাষ্ট্রের ব্রেটন ভারার স্থাপন উদ্দ্রনামক স্থানে এই পরিকল্পনা গৃহীত হয়। পরিকল্পনা সম্পর্কীয় চ্ক্তির ছই অংশঃ প্রথম অংশ আন্তর্জাতিক অর্থ-

ভাণ্ডার সংক্রান্ত এবং অপর অংশ আন্তর্জাতিক পুনর্গঠন ব্যান্ধ সংক্রান্ত।
1956 সালের 27 ডিসেম্বর হইতে আন্তর্জাতিক অর্থ-ভাণ্ডারের কার্য
মুক্ত হয়।

আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের সংগঠন ও কার্যাবলী (Organisation and Functions of the I. M. F.):

বৈদেশিক বিনিময় সহজতর করিবার উদ্দেশ্যে আন্তজাতিক সহযোগিতার ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক অর্থ-ভাণ্ডার স্থাপিত হইমাছে। সকল সভাই নিজ দেশেব মূলা এবং স্বর্ণ বা ডলারের কিছু পরিমাণ অর্থ এই ভাণ্ডারে জমা দেয় এবং প্রয়োজন হইলে ভাণ্ডার হইতে অপর দেশের অর্থ ক্রয় করিতে পারে।

880 (আটশত আশি) কোটি ডলার লইয়া এই অর্থ-ভাগ্তার গঠিত, যাহারা এই ভাগ্তারের সদস্য ভাহারা নিজ নিজ কোটা (Quota) জমা দিয়া এই ভহবিল স্ষ্টি করিয়াছে। প্রত্যেক সদস্থের কোটার 25%, অথবা সরকারী ভাবে রক্ষিত বা ডলারের 10% (উভয়ের মধ্যে যেটির পরিমাণ কম) খুর্গ ভাণ্ডারের সংগঠনের বা ডলারে জমা দিতে হইয়াছে। সদশু রাষ্ট্রসমূহ অবশিষ্ঠ ও কাৰ্যকলাপ অংশ নিজ মুদ্রাতেই জমা দিয়াছে। ছোট ছোট কয়েকটি রাষ্ট্র নিজ কোটার সম্পূর্ণ অংশ জমা দিতে পারে নাই, সোভিয়েত ইউনিয়ন এই অর্থ-ভাণ্ডারে যোগদান করে নাই। সকল সদস্ত রাষ্ট্রই স্বর্ণ বা ডলারের সহিত নিজ মূদ্রার বিনিময়-হার নির্ধারিত করিয়া সরকারীভাবে তাহা ঘোষণা করিয়াছে। সরকারীভাবে নির্দিষ্ট ও ঘোষিত এই বিনিময়হারের উভন্ন দিকে (উধ্বেবি) নিমে) স্বাধিক 10% পর্যন্ত বিনিময় হারে পরিবর্তন সদস্থাপ প্রয়োজন অমুযায়ী নিজেরাই করিতে পারেন; এবং ভাণ্ডার-কর্তপক্ষের অমুমতি লইয়া বৈদেশিক বিনিময় হারে আরও 10% পরিবর্তন করা চলে। লেনদেন ব্যালান্সে "মৌলিক ভারসাম্যবিহীনতা" (Fundamental Disequilibrium) দেখা দিলেই সরকারী বৈদেশিক বিনিময়হারে এরপ পরিবর্তন করা সম্ভব, কিন্তু ভাণ্ডারেব কোন নিয়মে বলা হয় নাই যে, কতবার বা কতদিন অন্তব এইরপ পরিবর্তন করা নিযমসঙ্গত। স্বর্ণের বা ডলারের সহিত বিভিন্ন মদাব

লেনদেন ব্যালান্সে প্রতিক্লতা আসিলে বা বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দেনা হইলে কোন সদস্তরাষ্ট্র এই ভাণ্ডার হইতে অপর দেশের অর্থ ক্রেয় করিতে পারিবে। সরকাবী ভাবে নির্দিষ্ট দামের উপর ½% হইতে 1% অবিক দামে উহা ক্রেয় করিতে হইবে; ভাণ্ডারের কাজকর্ম চালাইবার উপযোগী ব্যয় এইরূপে পাওয়া যাইবে। কোন সদস্ত-রাষ্ট্র প্রতি বৎসর নিজের কোটাব 25% পর্যন্ত অন্ত দেশের অর্থ ক্রেয় করিতে পারেন। কিনান সদস্ত দেশ নিজের কোটার 200%-এর অধিক নিজদেশীয় অর্থ এই ভাণ্ডারে জমা রাখিতে পারিবে। ভাণ্ডার হইতে ঋণ গ্রহণ করিলে স্থাদ দিতে হইবে: দীর্ঘকালের জন্ত এবং অধিক পরিমাণে ঋণ গ্রহণ করিলে স্থাদের হার বেশি; স্বল্পকালের জন্ত এবং ক্যম পরিমাণে ঋণ গ্রহণ করিলে স্থাদের হার ক্যা। ভাণ্ডার কোন

বিনিময়-হার নিদিষ্ট হওয়ায় সকল সদস্ত-রাষ্ট্রের অর্থের মধ্যেই পারস্পরিক

বিনিময়-হার আপনা-আপনি প্রির হইয়া পডিযাতে।

ভাওারের বিভিন্ন প্রকার বৈদেশিক মুদ্রা যাহাতে দ্রুত ফুরাইয়া না যায় এবং যাহাতে সদজ্য!
 ভারদামাবিহীনতা দৃর করিবার উপগোগী ব্যবস্থা গ্রহণে তৎপর হন---দেই উদ্দেশ্তে এইরপ ব্যবস্থা
 করা হইয়াছে।

দেশের মূড়াকে "হুপ্রাপ্য" (Scarce) বলিয়া ঘোষণা করিয়া সেই সদস্ত-দেশকে স্বর্ণের বিনিময়ে মূড়া বিক্রয় করিতে বা ভাণ্ডারকে ঋণদান করিতে অন্তরোধ জানাইতে পারে।

ভাণ্ডারের দৈনন্দিন কাজ পরিচালনা করিবে 12 জন লইয়া গঠিত একটি কার্যকরী পরিচালকর্ন্দ (Executive Director); সর্বাধিক কোটাসম্পন্ন
প্রিচালনা
ভারতবর্ধ ইহার একজন স্থায়ী সদস্য) পাঁচজন প্রতিনিধি;
যুক্তরাষ্ট্র ব্যতীত অপরাপর আমেরিকার দেশগুলি হইতে হুইজন; অ্যান্ত দেশ
হইতে পাঁচজন। কার্যকরী পরিচালকর্ন্দ একজন সভাপতি নির্বাচিত করিবে
এবং তিনি কার্যকরী সংস্থার প্রধান হিদাবে, ভাণ্ডারের কাজকর্ম পরিচালনা

সাধারণভাবে বলিতে গেলে ভাণ্ডারের উদ্দেশ্য হইল পৃথিবীর অন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি ও পরিধি বিস্তৃতির জন্ম বৈদেশিক লেনদেনের ব্যাপারে দকল প্রকার বাধা নিষেধ অপসারিত করা; সংক্ষেপে বলিলে দকল দেশের অর্থের বহুমুখী রূপান্তরযোগ্যতা (Multilateral convertibility) প্রতিষ্ঠা করা। হাং দত্তেও বর্তমান অবস্থার প্রয়োজনীয়তা বিচার করিয়া বৈদেশিক বিনিময়ের বাধানিবেধসমূহ (Foreign exchange restrictions) সম্পূর্ণ দূর করাব কথা শুডারের নিয়মে বলা হয় নাই। পরিবর্তনের যুগে বিনিময়-নিয়ন্ত্রণের সকল পদ্ধতি, এমন কি বহুধা বিনিময় হারও (Multiple Exchange Rates) সচল রাথা যাইতে পারে; ভবে সন্তব হইলেই এবং লেনদেন ব্যালান্সে অবস্থার উন্নতি ঘটিলেই ইহাদের পরিহার করা কর্তব্য বলিয়া ঘোষণা করা

গান্তর্জাতিক অর্থন্ডাণ্ডার ও নৈদেশিক বিনিমবের বাবানিবেধসমূহ

হইয়াছে। ভাণ্ডার হইতে ঋণগ্রহণ না করিয়াই অভান্ত সকল দেশের দেনা মিটান যায়—এইরূপ অবস্থায় আসিলেই

বিনিময়-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাসমূহ পরিহার করা বাঞ্চনীয় ইইবে। 5 বৎসর পরেও এইরূপ ব্যবস্থাদি প্রয়োগ করিতে হইলে ভাঙারের অফুমতি লইতে হইবে, ইহাই নিয়ম ছারা দ্বি হইয়াছিল। এইরূপে আন্তর্জাতিক অর্থভাগ্যার বিনিময়-কাঠিন্সের (Exchange rigidity) পরিবর্তে বিনিময়-স্থায়িত্ব (Exchange stability) বজায় রাখিতে চাহিয়াছেন এবং কিছু পরিমাণ বিনিময়-নিয়ন্ত্রণ (Exchange control) বজায় রাখিয়া বিনিময়-নমনীয়তা (Exchange flexibility) আনিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার কেইন্দের প্রস্তাবিত আন্তর্জাতিক ক্লিমারিং সংখ্যার থায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন না আনিলেও ইহার কতকগুলি বিশেষ স্থবিধা রহিয়াছে। পরিবর্তনের যুগ শেষ হইলে অর্থের বহুমুখী রূপাস্তর-যোগ্যতা ফিরিয়া আদিতে পারে, বহুমুখী বৈদেশিক বাণিজ্য (Multilateral Trading) সুক্র হইতে পারে, এরূপ আশার স্পৃষ্টি হইয়াছে। দ্বিতীয়ত, পরিবর্তনের যুগে

বান্তর্জাতিক অর্থ-ভাগুরের গুণাবলী বিনময়-নিয়ন্ত্রগের প্রারোজনীয়তা স্বীকার করিয়া এই সংস্থা সকল দেশকে যুদ্ধজনিত অবস্থা পার হইয়া আসার স্ক্রযোগ দিয়াছে—ইহা সঠিক অবস্থা-বিচার ও বৃদ্ধিব পরিচায়ক।

তৃতীয়ত, বিভিন্ন দেশের কোটা একত্রে মিলাইয়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লেনদেন কিছুটা সহজ করিয়াছে; কোটার পরিমাণ অল্ল হইলেও লেনদেন-ব্যালাজে সাময়িক ভারসাম্যের বিচুতি দ্র করিতে কিছুটা সাহায্য করিয়াছে। চতুর্যত, দেনাদার দেশগুলির ঋণভার লাঘব করিতে পাওনাদার দেশগুলিও যে কিছুটা কর্তব্য আছে, আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ফলে সেই বোধ জাগ্রত হইয়াছে।

যে সম্প্রীতি ও সহযোগিতার মনোভাব বজায় থাকিলে আন্তর্জাতিক

অর্থভাণ্ডার সাফল্য লাভ করিতে পারে, তাহার অভাব-ই আন্তর্জাতক অর্থ-ভাণ্ডারের দোষাবলী । ইহার অসাফল্যের কারণটি স্ফট্ট করিয়াছে। তাহা কিছুটা অসাফল্যের কারণ ছাড়া, বহু সদস্ত রাষ্ট্র ভাণ্ডারের নিয়ম-বিরোধী কাজ

করিলেও সেই সকল বেমাইনী কার্যাদি বন্ধ করা অসম্ভব হর নাই। ভবিষ্যতেও ইহা সম্ভব না হইলে "উন্নত ধরনের আস্তর্জাতিক ব্যবস্থা" গড়িয়া তোলা যাইবে না। যেমন, সোভিয়েট রাশিয়া এই ভাণ্ডারে যোগ দেয় নাই; ফ্রাঙ্ক বা ষ্টালিং-এর বহিম্ল্যে নিয়মবিক্ষ পরিবর্তন ইইয়াছে; ভাণ্ডার কর্তৃক নির্দিষ্ট দামের উধ্বে দিক্ষণ ভাফিকা অর্ণ বিক্রয়ের চেষ্টা করিতেছে। তাহা সত্ত্বেও মনে রাখা দরকার যে, বহু বাধা বিপত্তি ও পরম্পের-বিরোবী জাতীয় সার্গের মধ্যে সামঞ্জন্ত সাধন করার এই প্রচেষ্টা খুবই প্রয়োজনীয়; আর কেইন্সেব ভাষায় বলিতে গেলে বোন ভাল কিছু গড়িয়া তুলিতে হইলে, কোণাও হইতে নিশ্চয় স্থাক করা দরকার ("One must begin somewhere")।

অর্থ নৈতিক পুনর্গঠন ও উন্নতির জন্ম আন্তর্জাতিক ব্যাস্থ (International Bank for Reconstruction and Development)

ব্রেটন্শ্উড চুক্তিতে অর্থ নৈতিক পুনর্গঠন ও উন্নতির উদ্দেশ্রে একটি সাম্ভর্জাতিক ব্যাক্ক স্থাপনের কথাও বলা হইয়াছিল। মৃদ্ধবিধ্বক্ত দেশগুলিতে মর্থনৈতিক প্নর্গঠন এবং অম্বন্ধত দেশসমূহে অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন, ইহাই
এই ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য। সদস্ত-দেশগুলি হইতে অর্থসংগ্রহ
করিয়া 1000 কোটি ডলার অমুমোদিত মূলধন লইয়া এই
্যাঙ্ক গঠিত হইয়াছে। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের সকল সদস্ত এই ব্যাঙ্কের ও

যে সকল ধনশালী দেশে উদ্বৃত্ত মূলধন রহিয়াছে তাঁহার। যদি স্বল্ল-মূল্যধনশালী দেশে মূলধন প্রেরণ না করেন তাহা হইলে পৃথিবীর সকল দেশ
অধিনৈতিক অগ্রগতির ফলভোগ করিতে পারে না; পৃথিবীর কোন অঞ্চলে
দাবিদ্যাধনীদেশেব জীবন যাত্রার মান কেও নিচে টানিয়

দশসমূহে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করিতে এই ব্যাক্ষ সাহাস্য
কবিবে।

এই ব্যাস্ক হইতে বিভিন্ন দেশের সরকার বা ব্যক্তিদের অর্থ সাহায্য করা হয় এবং ব্যক্তি অর্থসাহায্য গ্রহণ করিলে সেই দেশের সরকার উহাতে নিশ্চয়তা বা গ্যারাটি (Guarantee) প্রদান করেন। একমাত্র অর্থনৈতিক উন্নতি বা উৎপাদন-শাল কার্যের উদ্দেশ্যেই ঋণ দেওয়া হয়। কোন ব্যক্তিগত বিনিয়োগকারী বিদেশে বিনিয়োগ করিলে ব্যাস্ক ভাহাকে নিশ্চয়তা প্রদান কবেন, নিজেবা ঋণগ্রহণ করিয়া অপরকে ঋণ দিভে সাহায্য করিতে পারেন।

1947 সালের মে মাস হইতে ব্যাঙ্কের কার্য স্থক হইয়াছে। আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারেরর ন্যায় এই ব্যাঙ্ক পরিচালিত হয়; কার্যকরী পরিচালকমণ্ডলীর প্রধানকে প্রেসিডেন্ট বলা হয়।

এই ব্যাক্ষের বিজ্ঞ বেলা হয় যে, ইহা প্রধানত যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশসমূহকে সাহায্যদান করিতেই ব্যস্ত এবং সেক্ষেত্রেও ইহার সাহায্যের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় সামাল। তাহা ছাড়া, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকার বাজনৈতিক দলভুক্ত দেশগুলিকেই সাধারণত অধিক সাহায্য করা হয়, অর্থাৎ মার্কিন প্ররাষ্ট্রনীতির সহায়ক হিসাবে ইহাকে ব্যবহার স্মালোচনা করা হয়, এরূপও বলা হয়। অন্তর্জ স্ল-মূলধনী দেশ গুলি এখন পর্যন্ত বিশেষ সাহায্য ইহা হইতে পায় নাই। আরও বলা হয় যে, উদ্ত মার্কিন মূসধনের বহিনিয়োগ এবং মুনাফাশীল নিয়োগই ইহার প্রধান

৩৬৪ অর্থ তত্ত্ব

লক্ষ্য ; ইহা হইল আভ্যন্তরীণ নিয়োগের ক্ষেত্র সংকুচিত হওয়ায় বিদেশী বাজারে মার্কিন বিনিয়োগ চালনা করার সংগঠন।

অনুশীলনী

- 1. "Our Imports are paid for our Exports"—Elucidate.
- 2. How is difference in the values of Exports and Imports corrected?
- 3. On what factors the gains from International Trade depend? How the gains can be measured?
- 4. "There are limits to the fluctuations in Rate of Exchange." Explain with reference to (a) Countries on gold standard (b) Countries on Inconvertible paper money.
- 5. Explain how foreign exchange rates are determined between two countries with Inconvertible paper currencies.
- 6. Enumerate the influence that bring about fluctuations in the rate of Foreign Exchange.
 - 7 Examine the effects of a Depreciating currency on Foreign Trade
 - 8 State the case for Free Trade.
 - 9. Discuss the case for Production.
 - 10 Examine the principal arguments for Free Trade and Protection.
- 11. Do you advocate Free Tra le or Protection? Give reasons in support of your answer.
- 12. Examine the validity of the different arguments that have been advanced in favour of protection,
- 13. Compare Import duties and Quantitative restrictions as means of protecting home Industries.
- 14 Write brief explanatory note on the objects and mechanism of Exchange control.
- 15. Distinguish between Balance of Trade and Balance of payments. How can a continuous deficit in the balance of payments be corrected?

রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি ঃ সরকারী ব্যয় Government finances ; Public Expenditure

ধনবিজ্ঞানের যে অংশ রাষ্ট্র ও অন্তান্ত জনপ্রতিষ্ঠানসমূহের (মিউনিসি প্যালিটি, করপোবেশন প্রভৃতির) আয-নায, সঞ্চয ও বিনিযোগ প্রভৃতির নীতি ও পদ্ধতি আলোচনা করে তাহাকে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি (Public finance) বলে। এই রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি ধনবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান উভযেবই অংশ। রাষ্ট্রয় আয়, ব্যয়, সঞ্চয়, বিনিযোগ প্রভৃতি দেশের রাইয় অর্থন, ব্যয়, সঞ্চয়, বিনিযোগ প্রভৃতি দেশের রাইয় অর্থনীতি:

৬-পোদনেব পরিমাণ ও ক্ষমতার উপর প্রভাব বিস্তার করে, জাতীয় আযের পরিমাণে ও জীবন যাত্রার মানে গ্রাস বৃদ্ধি ঘটায়। রাষ্ট্রায় আযে হ্রাস সমাজেব সামগ্রিক আয় কমাইয়া দেয়, রাষ্ট্রায় ব্যয়ে বৃদ্ধি সামগ্রিক আয় বাডায়, দেশের আয় ও কর্মসংস্থানের স্তর্বনির্ধারণে রাষ্ট্রীয় আযব্যযের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। রাষ্ট্রীয় নিয়মকান্ত্রন ও নীতি ব্যক্তির দৈনন্দিন কাজকর্মকে প্রভাবিত করে। স্মৃত্রাং, ইহা ধনবিজ্ঞানের অংশ-বিশেষ।

চিন্তাজগতে উনবিংশ শতানীর ভাবধারার প্রভাব এখন আর নাই, বাষ্ট্রের কাজকর্মের পরিমাণে ও ধবণে আধুনিককালে বহু পরিবর্তন ঘটিয়ছে। কেবলমাত্র আইন ও শৃংখলা রক্ষা করাই আধুনিক রাষ্ট্রের লক্ষ্য নহে, ব্যাপক অর্থনৈতিক উন্নতি বা বিভিন্নমুখী অথনৈতিক কাজকর্ম করা রাষ্ট্রের কর্তব্যের
অঙ্গীভূত হইয়া পড়িয়াছে। রাষ্ট্রের আ্যা ও ব্যবের পরিমাণ কম হওয়াই মঙ্গল,
উনবিংশ শতানীর অবাধ ব্যক্তিস্বাবীনতামূলক এইরূপ ধারণা এমতাবস্থায় আর
চলিতে পারে না। কল্যাণরাষ্ট্র গঠন করা আধুনিক সমাজ-

^{রাষ্ট্রা}য **অর্থনীতির** ৬মহ বৃ**দ্ধি** চালতে পারে না। কল্যাণরাপ্ত গঠন করা আধানক সমাজ-বিজ্ঞানীদের আদর্শ; সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার জ্য্যাত্রা আজিকার যুগে অব্যাহত। এরূপ অবস্থায় ক্রমেই রাষ্ট্রের

খায়, ব্যয় ও ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে, রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির আলোচনা তাই জনশ গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। ব্যক্তিগত অর্থনীতি ও রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির পার্থক্য (Distinction between Private Finance and Public Finance)

ব্যক্তিগত অর্থনীতি ও রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির মধ্যে বহুক্ষেত্রে পার্থক্য দেখিতে পাওয়। যায়। সর্বপ্রথম, ইহা লক্ষ্যণীয় যে, সাধারণত ব্যক্তি নিজের আর অমুযায়ী ব্যয় স্থির করেন, কিন্তু রাষ্ট্র প্রথমে ব্যর স্থির করিয়া পরে সেই পরিমাণ আয়সংগ্রহের চেষ্টা করে। বদিও অনেকক্ষেত্রেই রাষ্ট্র ব্যয়সংকোচের চেষ্টা করে এবং আয় অমুযায়ী বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যয়-বিভাগের ব্যবস্থা করে, তাহা হইলেও সাধারণত রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির দৃষ্টিভঙ্গী একট পূর্থক থাকে।

দিতীয়ত, রাষ্ট্র নিজের অভ্যস্তরে নাগরিকদের বা রাষ্ট্রের বাহিরে বিদেশাদের নিকট হইতে ঋণগ্রহণ করিতে পারে। কোন ব্যক্তির দিক হইতে দেখিতে গোলে সকল ঋণই বাহ্নিক; ব্যক্তি কখনই নিজের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে পারে না।

তৃতীয়ত, প্রয়োজন হইলে রাষ্ট্র ভার্থ স্মষ্টি করিয়া নিজের ব্যয় নির্বাহ করে, কিন্তু ব্যক্তির পক্ষে এইরূপ ভার্থ স্মষ্টি করা সন্তব নয়।

চতুর্থত, কোন ব্যক্তি তাহার বর্তমান আয় হইতে ভবিষ্যতের জন্ত সঞ্চয়েব চেষ্টা করেন, কিন্তু রাষ্ট্র সর্বদাই সেইরূপ উদ্ভূত-গঠন ও সঞ্চয়ের চেষ্টা করে না। ঘাট্তি ব্যয়ের দারাও ফ্রুত শিল্পোনয়ন বা পূর্ণকর্মসংস্থান স্তরে পৌছান রাষ্ট্রের দক্ষ্য হিসাবে গৃহীত হয়। তাহা ছাড়া দেশের ভবিষ্যৎ বংশধরদের সম্পকে রাষ্ট্রের দায়িত্ব থুবই বেশি, সর্বদা ইহা মনে রাথিয়াই রাষ্ট্র বর্তমানের আয়-ব্যয়ের ব্যবস্থা করে।

পঞ্চমত, ব্যক্তির ব্যয় সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোকে থেরূপে প্রভাবারিত করে তাহা হইতে রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের প্রভাবের রূপ পূথক ধরনের। তাহা ছাড়া, নিজের আয়, ব্যয় ও সঞ্চয়ের ফলে সমাজ-দেহে সামগ্রিকভাবে কি প্রতিক্রিয়া হইতেছে তাহা বিচার করিয়া ব্যক্তিগত অর্থনীতি পরিচালিত হয় না; কিন্তু রাষ্ট্র তাহার কাজকর্ম চালাইবার জন্ম সর্বদাই সামগ্রিক প্রভাব ও ফলাফল বিচাব করিয়া থাকে।

সর্বশেষে বলা চলে, ব্যক্তি যথন ব্যয় করে তথন সে ব্যয়ের প্রত্যেক দিক হুইতে সমান প্রান্তিক উপযোগিতা পাইবার চেষ্টা করে। রাষ্ট্র কিন্ত চে^{টা} করিলেও সাধারণত, উহাতে সক্ষম হয় না। কারণ, রাজনৈতিক, দলগত, শ্রেণীগত বা আঞ্চলিক স্বার্থিরকার জন্ত অনেক সময় অর্থনৈতিক হিসাবে অবৌক্তিক ব্যর করিতে হইতে পারে; অথবা ভবিষ্যতে স্নফলদায়ী কিছ বর্তমানে প্রান্তিক উপযোগিতা খুবই কম, এরূপ ব্যয়ের প্রয়োজনও হইছে পারে।

রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির উদ্দেশ্য (The objects of Public Finance):

ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের মতে রাষ্ট্রীয় অর্থ নীতির লক্ষ্যই হইবে যথাসম্ভব কম কর আদায় ও ব্যয় করা। তাঁহাদের মতে ব্যক্তিস্থাতন্ত্র্যবাদ-ই একমাত্র গ্রহণযোগ্য রাষ্ট্রীয় লক্ষ্য, স্থতরাং অর্থ নৈ তিক কাজকর্ম গর্মনর নীতি ব্যক্তির হাতেই ছাড়িয়া দেওয়া বিশেষ দরকার। ভাহা ছাড়া, রাষ্ট্র ব্যয় করিলে তাহা অন্তংপাদক হইবেই, অন্তজ্ঞ

ব্যক্তিরা ব্যয় করিলে যতটা উৎপার্দনশীল হইতে পারিত ততটা কিছুতেই হইবে না। স্থতরাং প্লাড্ষোনের ভাষায় বলা চলে, ফলপ্রস্থ হইবার জন্ম অর্থকে ব্যক্তির পকেটেই ফেলিয়া রাখা দরকার (Money should be left to fructify in the pockets of the individual)।

কিন্তু এই নীতি গ্রহণযোগ্য নয়, এবং আধুনিককালে ইহা বর্জিত হইয়াছে।
সাধারণভাবে সকল কর সর্বদাই খারাপ এরপ বলা চলে না, যেমন নেশার উপর
কর সরাসরিভাবে জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের সাহায্য
করিতে পারে। তাহা ছাড়া, অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়
যে, রাষ্ট্র ব্যক্তির তুলনায় অধিক উৎপাদনশীল ভাবে ব্যর
করিতেছে; ব্যক্তি নিজের ব্যক্তিগত বিলাসিতায় বা খেয়াল খুশীতে অযথা

কারতেছে; ব্যক্তি নিজের ব্যাক্তগত বিশানিতায় বা খেয়াল খুশাতে অযথা ব্যব করিত, রাষ্ট্র তাহা আদায় করিয়া জনসাধারণের উপকারার্থে ব্যয় করিতেছে। অবশ্র, কর এরপভাবে আরোপিত হওয়া দরকার যাহাতে ব্যক্তির কর্মোগ্রম ও সঞ্চয়-স্পৃহা কমিয়া না যায় এবং ব্যয় এরূপ প্রকার হওয়া উচিত যাহাতে উহা অপব্যায়িত হইয়া না পড়ে।

রাষ্ট্রীয় অবর্থনীতির উদ্দেশ্ম সম্পর্কীয় আর একটি নীতি হইল সর্বাধিক সামাজিক উপযোগিতার নীতি (the Principle of maximum social advantage)। ব্যক্তি যেরূপ আয় ও ব্যয়ের মাধ্যমে শ্রাধিক সামাজিক সর্বাধিক তৃপ্তি পাইতে চাহে, রাষ্ট্রও সেইরূপ এমনভাবে

শ্বাবিক শ:শাজক সর্বাধিক তৃপ্তি পাইতে চাহে, রাষ্ট্রও সেইরূপ এমনভাবে ভব্যোগিতার নীতি আবায় ও ব্যয় করিবে যাহাতে সামগ্রিকভাবে সকল স্মাব্দ

সর্বাধিক উপকৃত হয়। রাষ্ট্রীয় আয় এবং রাষ্ট্রীয় ব্যয় উভয়ের ফলেই কাহারও

হাত হইতে অর্থ সরিয়া আসিতেছে এবং কাহারও হাতে উহা চলিয়া যাইতেছে, সম্পদের হস্তান্তর (transfer of wealth) ঘটিতেছে এবং ইহার ফলে উৎপন্ন সম্পদের পরিমাণ ও প্রকৃতিতে পরিবর্তন ঘটিতেছে (changes take place in the amount and the nature of wealth which is produced)।

সম্পদের এইরূপ হস্তান্তরণের দারা উহার পরিমাণ ও প্রকৃতিতে এমন পরিবর্তন আনিতে হইবে যাহাতে সর্বাধিক সামাজিক উপযোগিত। ঘটে. ইহাই হইল রাষ্ট্রায় অর্থনীতির লক্ষ্য।

রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কাজকর্মের ফলে সর্বাধিক সামাজিক উপকারিতা পাওয়া যায় কিনা তাহা বিচার করিতে হইলে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা দরকার। প্রথমত, কর-কাঠামোর প্রকৃতি (Nature of Tax-structure) ও কর পদ্ধতি (Methods of taxation) সম্বন্ধে বিচার করা প্রয়োজন। বিভিন্ন প্রকার কর আছে এবং তাহাদেব বিভিন্ন পদ্ধতিতে আরোপ করিয়া রাজম্ব

বিচার্থ বিষধ সমূহ:
(ক) কর প্রকৃতি ও
কর পদ্ধতি
(থ) রাষ্ট্র্যব্যবের
প্রকৃতি ও দিক বিচার

ভোলা যাইতে পারে। কোন ধরনের করের ক্ষেত্রে এবং পদ্ধতিতে করভার অধিক, কোথায়ও ব। ইহা কম। স্থত রাং করের প্রকৃতি ও পদ্ধতি একপ হওয়া বাঞ্চনীয় যাহাতে করভার (burden of taxtion) সর্বনিম হয়। দিতীয়ত, কর আরোপনের সর্বশেষ ফলাফল বিচার করাও প্রয়োজন।

যদি কর আরোপ করাব ফলে কর্মোত্তম ও সঞ্চয়-ম্পৃহা কমিয়া য়য়য়, তাহা হইলে উহাকে সমর্থন করা চলে না। তৃতীয়ত, রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের প্রকৃতি ও দিক্বিচার (Nature and direction) বিশ্লেষণ করাও বিশেষ দরকার।
যেমন বর্তমানে অধিক ভার বহন করিতে হইলেও রাষ্ট্রীয় বয়য় মূলধনগঠনের কার্যে নিয়োজিত হয়, তাহা হইলে অর্থনৈতিক বিচারে উহা গ্রহণযোগ্য।
পরিমাণে রাষ্ট্রীয় বয়য় কম হইলেও অনেকক্ষেত্রে উহা অপ্রয়োজনীয় দিকে
নিয়োজিত হয়, অর্থনৈতিক বিচারে উহা পরিত্যজ্য। রাজনৈতিক কারণে,
দেশরক্ষা ও আভ্যন্তরীণ শৃংথলারক্ষার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় বয়য় থাটি অর্থনৈতিক
বিচারে গ্রহণযোগ্য না হইলেও সামগ্রিকভাবে জাতীয় স্বার্থে উহা কল্যাণকর
হইতে পারে।

আধুনিক কালে শিল্পপান দেশসমূহে পূর্ণকর্মসংস্থান স্তবে পৌছান-ই রাষ্ট্রীয়

অর্থনীতির প্রধান লক্ষ্য হিসাবে গৃহীত হয়। রাষ্ট্র এরপ শিল্পপান দেশসমূহে

ভাবে ও এমন প্রকার কর স্থাপন ক্রিবে মাহাজে

পূর্ণ কর্মনংকান স্তরে পৌছান ও তাহা বজায় রাধা বা আর্থিক অসাম্য দ্ব করা

হারে ও এমন প্রকার কর স্থাপন করিবে যাহাতে কর্মসংস্থানের পরিমাণ বৃদ্ধি পায, অনিযোজিত উপকরণসম্হের নিয়োগ বাডে, আয়স্তর বৃদ্ধি পায় এবং সমাজে
পূর্ণকর্মসংস্থান স্তরের উপযোগী ভারসাম্য বজায় থাকে।

এমনভাবে কর আরোপিত হইবে যাহাতে কম ভোগপ্রবণতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের হাত হইতে অর্থ সরিয়া আসে, এবং এমনভাবে ব্যয় হইবে যাহাতে অধিক ভোগপ্রবণতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের নিকট সেই অর্থ চলিয়া যায়; সমাজের মোট বিনিয়োগ ব্যয় ও ভোগব্যয় বৃদ্ধি পায়। অনেকক্ষেত্রে সমাজে আয়বৈষ্ম্যের পরিধি ক্যানও রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির লক্ষ্য হিসাবে গণ্য হয়।

শিল্প অন্থনত দেশসমূহে রাষ্ট্রীয় অথনীতির লক্ষ্য হইবে দ্রুত শিল্প সম্প্রদারণ বা অর্থনৈতিক প্রসারকে (economic expansion) ত্বাবিত করা। এমনভাবে রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয় ব্যবস্থা গঠন করা দরকার যাহাতে অর্থনৈতিক অগ্রগতি (growth) দ্রুত্তর হইবার উপযোগী শিল্পে অন্থনতক প্রদারকে মূলধন-গঠনের হার রুদ্ধি পাইতে থাকে। উৎপাদন, রাগ্রিত করা জাতীয় আয়, বিনিয়োগ, সঞ্চয় ও মূলধন-গঠন সকল কিছুই যাহাতে একসঙ্গে বাভিতে থাকে অথচ তীব্র মূল্রাফাতি ঘটিতে না পারে, ইহালক্ষ্য রাখা দরকার। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা অন্থ্যায়ী ব্যক্তিগত কেনে (Private Sector) আয়, ব্যয় ও সঞ্চয় না কমাইয়া সরকারী ক্ষেত্রে (Public Sector) বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে ক্রমশ অধিক পরিমাণ অর্থ পাওয়া যাইতে থাকে; ইহাই এই নীতির বাস্তব লক্ষ্য।

লাৰ্ণারের ফাংশানাল ফিনান্স তত্ত্ব (Lerner's theory of Functional Finance) ঃ

অধ্যাপক লাণারের মতে, সরকারী অর্থনীতির একমাত্র লক্ষ্য হইবে
দেশে পূর্ণকর্মসংছান স্তরের জাতীয় আয় উৎপন্ন করা। এই উদ্দেশ্যকে সন্মুখে
বাখিয়া রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক নীতি ও কাজকর্ম পরিচালিত হইবে, ইহাকেই
আমরা ফাংশানাল ফিনাস বলিতে পারি। তিনি বলেন,
"Taxing and spending, borrowing and lending
and buying and selling constitute the six fiscal
instruments of Functional Finance whose objective is the

task of adjusting investment and consumption to give full employment."

তাঁহার মতে পূর্ণ-কর্মসংস্থানকে লক্ষ্য ধরিয়া লইলে যে সকল নীতি ছারা এই লক্ষ্যে পৌছান সম্ভব তাহাদের গ্রহণ করিতে হইবে, বাজেট রচনা ও সরকারী কাজকর্ম সম্পর্কে পুরাতন চিন্তা-ধারণা বা রীতিনীতি সম্পূর্ণ বর্জন করিতে হইবে। দেশের জনসাধারণের উন্নতির জন্মই সরকারের প্রতিষ্ঠা, ত।ই সরকারের নিজম্ব কোনরূপ নীতিকে বিচার করার একমাত্র মানদণ্ড হইণ জনকল্যাণ ঘটিতেছে কি না তাহ। দেখা। সরকারের নিজের উপর সেই নীতের প্রভাব তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ। যেমন, যে কোন করের চুইটি প্রভাব : করের দক্ষণ পূর্বের তুলনায় কর-দাতার হাতে টাকার পরিমাণ কমিয়া যায়, এবং সরকারের হাতে টাকার পরিমাণ বাডিয়া যায়। করনীতির একমাত্র মধ্যে প্রথম প্রভাবটি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। যদি লোকের লক্ষ্য পূৰ্ণ হাতে টাকা কম রাথা দরকার হয়, তবেই যেন সেই কৰ্মসংস্থান করটি বদান হয়। সরকারের হাতে টাকার পরিমাণ বাড়ানর জন্ম যেন कथनरे कत्र-आद्याप कता न। रुग्न, कात्रण मत्रकात त्य कान मभरत्र हेम्ह। कतिलहे কোন করদাতাকে দরিদ্র না করিয়াও নিজের হাতে বেশি টাকা পাইতে পারে (নোট ছাপাইয়া বা ঋণ লইয়া)। স্থতরাং, লার্ণারের মতে, সরকারের টাকা দরকার, এই যুক্তিতে যেন কখনই কর আরোপ করিয়া টাকা ভোলা ন হয়। সরকার যদি কোন অর্থ নৈতিক শেনদেন বন্ধ করিতে চান, একমাত্র তবেই যেন উহার উপর কর আরোপ করেন। ধনীকে গরীব করা দরকার মনে হইলে একমাত্র তবেই যেন ব্যক্তিদের নিকট হইতে করের নাম করিয় টাকা তুলিয়া লওয়া হয়, নচেৎ নহে।

কর-আরোপ এবং সরকারী ঋণনীতি সম্পর্কে লার্ণার একেবারে চর্বাধরনের মত গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, দেশে পূর্ণকর্মসংস্থান করার আবার কারী আগের পরিমাণ খুব বেশি পরিমাণে বাড়াইয়া তুলিলে কোনরূপ ক্ষতি নাই। তাঁহার মতে, জাতীয় ঋণের পরিমাণ যত বেশি: ছউক না কেন, উহার কোনই কুফল নাই, যদি অবশু পূর্ণকর্মসংস্থান দেও কানীতির লক্ষ্য ও তাই ভার নয়, কারণ এই বংশধরদের নিকট ইহা কোনর প্রাণিত্য লক্ষ্য ও তাই ভার নয়, কারণ এই বংশধরগণ ভবিষ্যতে ঋণ পরিশোধে সময়ে নিজেদের টাকা নিজেদেরই নিকট হস্তান্তর করিতেছে। জাতীয় ঋণে

द्धम (मध्यां ७ ভाরশীল नय, कादन, (मार्गत नागतिकता निष्कतारे निष्कामत টাকা পরিশোধ করিতেছে। প্রতিটি ঋণের পিছনেই কোন না কোন সম্পদ সৃষ্টি হইতেছে সম্পত্তির। একমাত্র বৈদেশিক ঋণই জাতির সম্পদ কমাইয়া দেয়। স্থতরাং, প্রয়োজন হইলে সীমাহীন পরিমাণে আভ্যন্তরীণ ঋণ সৃষ্টি করিয়াও দেশে পূর্ণকর্মসংস্থান প্রতিষ্ঠা করা সরকারী অর্থনীতির একমাত্র লক্ষ্য, ইহাই লার্ণার বলিতে চাহেন।

রাষ্ট্রীয় ব্যয় (Public Expenditure)

কর্মপংস্থান ও আয়ের ক্ষেত্রে, তাহাদের জীবন দেশের জনসাধারণের যাত্রার মান প্রভৃতি ব্যাপারে রাষ্ট্রায় ব্যয়ের প্রভাব রাষ্ট্রায় আয় হইতে কিছুমাত্র কম নহে, এই তত্ত্ব আধুনিক যুগের ধনবিজ্ঞানীদের চিন্তা জগতে একটি বিশেষ দান। পূবে রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের পরিমাণই ছিল খুব কম স্থতরাং গুৰ্বের তুলনার রাষ্ট্রায় ইহার অথনৈতিক গুরুত্ব ও ফলাফল ব যের পরিমাণে বৃদ্ধি তবালোচনায় অংশ গ্রহণ করে নাই। রাষ্ট্রের কর্তব্যের পরিধি বিস্তৃত হওয়ায়, রাষ্ট্রয় ব্যয় ক্রতগতিতে ও ক্রমবর্ধমান হারে বাড়িয়া বাওয়ায় এবং কেহন্দীয় মতবাদের প্রভাবে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী বা সমগ্রালোচন

পদ্ধতি (Marco-analysis) প্রদার লাভ করায় ইহার আলোচন। ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করিতেছে।

রাষ্ট্রীয় ব্যয়ে প্রভূত পরিমাণ বৃদ্ধির কারণ অনেক। প্রথমত, আধুনিক কালের রাষ্ট্র আর পূর্বের ন্থায় ক্ষুদ্রায়তন নাই, রাষ্ট্রের সীমানা বধিত হইয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে, ভৌগোলিক সীমানা বধিত না হইলেও ইহার জনসংখ্যা বাড়িয়া বভাবতই সরকারী ক্ষেত্রে (Public sector) প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়ের জন্ম অধিক অর্থবায়ের প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। তৃতীয়ত, জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি হইয়াছে, মাথাপিছু ব্যক্তিগত আয় বাড়িতেছে, জীবনযাত্রার মান-ও বৃদ্ধি পাইতেছে। রাষ্ট্রীয় আয় ব্যয় উভয়ই বাড়িতেছে। চতুর্থত, আধুনিক কালে যুদ্ধ চালান বা সমরোপকরণ সংগ্রহ করা বিশেষ ব্যয়সাধ্য শাধার**ণভাবে সর্বত্র** ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যুদ্ধ-প্রস্তুতি, যুদ্ধ-পরিচালনা আর বার বৃদ্ধির কারণ ও যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন সকল কিছুই রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের পরিমাণ প্ৰুম্ভ, সমাজতান্ত্ৰিক ভাবধাৰাৰ প্ৰসাৰেৰ ফলে বাড়াইয়া দিয়াছে।

রাষ্ট্র ক্রমণ অধিক পরিমাণে জনকল্যাণমূলক কাজকর্ম করিতেছে, ফলে তাহার ব্যয়প্ত বাড়িয়া গিয়ছে। ইহাও দেখা যায় যে, কোন কোন ধরনের শিল্প বাবসায় রাষ্ট্রের হাতে থাকিলে উৎপাদন-ব্যয় কম পড়ে, উপকরণের অপচয় হয় না। এই সকল কারণে আধুনিক কালে প্রায় সকল দেশেই রাষ্ট্রিয় বয়বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

রাষ্ট্রীয় ব্যয় কংটা কিরূপ হওয়া উচিত তাহার কোন নির্দিষ্ট
পরিমাণ নেই, অর্থনৈতিক নীতি এবং জনসাধারণের
ৰাষ্ট্রের পরিমাণ সম্পর্কীয়
ইচ্ছা ও প্রয়োজনাত্ম্যায়ী ইহার পরিমাণ ধার্য করা
উচিত। তবে উৎপাদন, কর্মসংস্থান, জাতীয় ও ব্যক্তিগত
আয়ের উপর ইহার গভীর প্রভাব থাকায় এইসকল বিষয়কে আকান্ডিত ন্তরে
লইয়া আসিবার উপযোগী পরিমাণে রাষ্ট্রীয় ব্যয় করা উচিত।

রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Public Expenditure)

বিভিন্নভাবে রাষ্ট্রীয় ব্যয়কে শ্রেণীবিভক্ত করা হইয়াছে। যেমন:

- (১) প্রথমত, রাষ্ট্রর ব্যয়কে (ক) যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যয় বা কেন্দ্রীয় ব্যয় বা আদেশিক ব্যয়, এবং (গ) স্থানীয় ব্যয় বা স্বায়ত্রশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের ব্যয়—প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে।
- (1) হিতীয়ত, রাইনৈ বায়কে দান (grants) বা ক্রম্পা (Purchase Price)—এইরপ ভাবে বিভক্ত কর। চলে। যে সকল ব্যয়ের দরুণ রাই ভংক্ষণাং কোন দ্রব্য পায় না ভাহাদের দান বলে, কিন্তু কোন দ্রব্য বা কার্যাদি ক্রমের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র যে ব্যয় করে, ভাহাকে ক্রম্পা বলা হয়।
- (৩) তৃতীয়ত, যে সকল ব্যয়ের ফলে দেশের সম্পদ-সম্ভার বৃদ্ধি পায় তাহাকে উৎপাদনশীল (Productive) ব্যয় বলা যায়, যাহাদের ফলে কোনরূপ সম্পদ সম্ভার বধিত হয় না, তাহাদের অমুৎপাদক (Unproductive) ব্যয় বলা হয়।
- (৪) চতুর্থত, ডাল্টন এর মতে রাষ্ট্রীয় ব্যয়কে ত্ইভাগে বিভক্ত করা যায়:
 (ক) বহিরাক্রমণ বা আভাস্তরীণ বিশৃংখলার হাত হইতে দেশকে রকার্য উদ্দেশ্যে ব্যয়, এবং (খ) সামাজিক জীবনের উৎকর্ম বুদ্ধির উদ্দেশ্যে ব্যয়।
 - (१) अक्षमञ, व्यानन-नाम (Real Expenditure) এवः इञ्चास्त्र-नाम

(Transfer Expenditure)—এই দুই শ্রেণীতেও ইহাকে বিভক্ত করা চলে। বে সকল ব্যাবের ফলে সমাজের উপকরণ বা সম্পদ সমূহের ব্যবহার হয়, তাহাদের আসল-বায় বলে, যেমন যুদ্ধ বা দ্রব্যোৎপাদন প্রভৃতি। কিন্তু ষে সকল ব্যাবের ফলে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর বা ব্যক্তির মধ্যে সম্পদ হস্তান্তরিত হয় মাত্র, যেমন আভ্যন্তরীণ ঋণ পবিশোধ বা স্কদ প্রদান প্রভৃতি—তাহাদের হস্তান্তর-বায় বলা হয়।

- (৬) ষষ্ঠত, প্লেহ্নের মতে জনসাধাবণের পক্ষে কতটা কল্যাণকর, ইহা বিচার করিয়া রাষ্ট্রীয় ব্যয়কে চারি ভাগে ভাগ করা সম্ভব।
- (क) যে সকল ব্যয় সকল নাগবিকের পক্ষে সমান কল্যাণকর, যেমন পুলিশ, সৈগুবাহিনী, প্রভৃতি (থ) যাহা কোন কোন শ্রেণীর পক্ষে বিশেষ কল্যাণকারী, কিন্তু সামগ্রিক ভাবেও কল্যাণকর বলিয়া বিবেচ্য, যেমন সমাজবীম। প্রভৃতির জন্ম ব্যয়। (গ) যাহা কোন কোন ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ কল্যাণকারী এবং সকলের পক্ষে কল্যাণকর, যেমন বিচার বিভাগেব জন্ম ব্যয়। (থ) যাহা কোন কোন কোন ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ কল্যাণকব, যেমন সরকারী চাকুরীতে বা সরকারী শিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তিদের জন্ম ব্যয়।

সরকারী ব্যয় ও জাতীয় আয় (Public Expenditure and National Income):

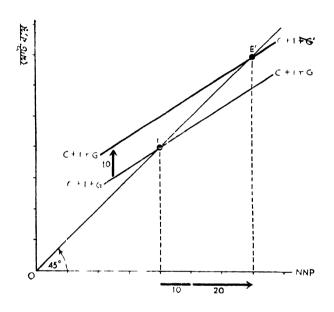
সববারী ব্যয সম্পর্কে রাষ্ট্রের নীতি কি হওয়া উচিত তাহা সঠিক বিচার করিতে হইলে জাতীয় আয় নির্ধাবিণকাবী বিষয়গুলি সম্পর্কে স্থম্পট্ট ধাবণা থাকা প্রযোজন। জাতীয় আয় বলিতে আমরা কি বুঝি? ইহা হইল দেশের সম্পূর্ণোৎপন্ন দ্রব্য সামগ্রীর মূল্য অথবা সকল কি কি বিষষ লইলা উপাদানের আ্বের সমান। এই হুইটির যোগফল পরস্পর সমান হইবে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে. একটি নির্দিষ্ট স্থাবে, যেমন I বৎসরের মধ্যে, দেশে সকল ভোগ্যদ্রব্য ও মূলধনী দ্রব্যের মূল্য গোগ করিলে জাতীয় আয় পাওয়া যায়। এই সকল দ্রব্যের মূল্য পাওয়া গাব মোট বিক্রম হইতে, অর্থাৎ এই সম্বের মধ্যে দেশের লোকের মোট ব্যয় যোগ করিলে জাতীয় আ্বের সমান হয়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জাতীয় ব্যয় ও জাতীয় আ্বায সমান।

জাতীয় ব্যয়ের তিনটি অংশ :— (১) ব্যক্তিগত ভোগব্যয় (C), (২) ব্যক্তিগত বিনিময় ব্যয় (1) এবং, (৩) সরকারী ভোগ ও বিনিয়োগ ব্যয় (G)। দেশে

ইহার মধ্যে সরকারী ব্যয একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ পূর্ণ কর্মসংস্থান থাকিতে হইলে এই সামগ্রিক ব্যয় এছ বেশি হইতে হইবে যাহাতে অনিয়োজিত উপকরণসমূহের পূণ নিয়োগ ঘটিতে পারে। সাধারণত অপরিকল্পিত ধনতা থ্রিক অর্থ নৈতিক কাঠামোতে এইরূপ কোন স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি

নাই যাহাতে সামগ্রিক ব্যয় সর্বদা আপনা-আপনি এই স্তরে বজাগ থাকে।

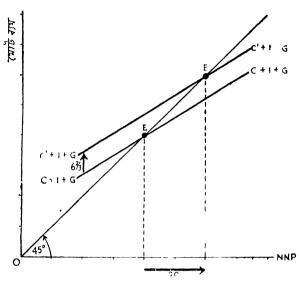
সামগ্রিক ব্যয়ের বিভিন্ন অংশ আলোচনা করা যাউক। ভোগবায় নির্ভর করে আয়ন্তর ও ভোগপ্রবণতার উপরে। সমাজে প্রতিটি ব্যক্তির নিজ্ম ভোগপ্রবণতা পৃথক হইলেও সামগ্রিকভাবে দেখা যায় বে, আয় ও ভোগের মধ্যে কার্যকারণগত এক ধরনের সম্পর্ক আছে। ভোগ হইল আ্যের ক্রমবর্ধমান অপেক্ষক (increasing function of income), যদিও আয় বুদ্ধির তুলনায় ইহাতে বৃদ্ধি হয় কম। আয়ের যে অংশ ব্যয় হইল না তাহা সঞ্চ হয়। কিন্তু সঞ্চয় হইলেই উহার বিনিয়োগ হয় না, কারণ বিনিয়োগ নির্ভর করে উত্তোক্তাদের মুনাফার প্রত্যাশার উপর। দেশে মোট সঞ্চয়ের একটি অংশ যদি বিনিয়োগ ন। হয়, তবে আয়ন্তর কমিয়া যাইতে বাধ্য। কালক্রম বা ধাৰাবাহিকতা বিশ্লেষণের (Period or Sequence analysis) সাহাযে এই বিষয়টি আরও ভালভাবে বোঝা যাইতে পারে। মনে কর I কালগুরে সমাজের মোট আয় হইল 10000 টাকা: এই সময়ের মধ্যেই 6000 টাকার ভোগব্যয় এবং 4000 টাকা সঞ্চয় হইতেছে। মনে কর, এই সময়ে দেশের সকল উত্যোক্তা মিলিয়া 2000 টাকা বিনিয়োগ ব্যয় করিতেছে। ফলে পরবর্তী কালস্তবে অর্থাৎ II-তে, সমাজের আয় হইবে ৪০০০ টাকা। কালন্তরে সঞ্জের তুলনায় বিনিয়োগ কম হওয়ায় পরবর্তী কালন্তরে সামগ্রিক আর হ্রাস পাইল, কিছু পরিমাণ সঞ্চয় মজুত করার (hoarding) ফলেএই অবস্থা দেখা দিয়াছে। স্বতরাং I কালন্তরের আয় হইতে ষত্ট্রু ভোগ ও বিনিয়োগ ব্যয় হইতেছে তাহাই সৃষ্টি করে II কালস্তরের আরে। I কালস্তরে সমাক্ষের ব্যয়স্রোতে যদি নৃতন টাকা ঢালিয়া দেওয়া হয়। (injection of new money) বা মত্ত পরিত্যাগ (dishoarding) হুক হয়, [[কালস্তবে জাতীয় আয়ের পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে। এই বিশ্লেষণ হ^{ইতি} সহজেই বলিতে পারা যায় যে, সরকারী ব্যয়ের প্রভাবে সমাজের আ্বা^ন প্রোত প্রভাবিত হয়, মোট ব্যয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হইল এই সরকারী ব্যয় বা G। নিচের ছবিতে দেখা যাইতেছে যে C+I+G হইতে সরকারী ব্যয় বৃদ্ধির ফলে অর্থাৎ C+I+G'-এর ফলে জাতীয় আয়ের গুর বৃদ্ধি পাইয়াছে।



পূর্ণকর্মসংস্থানে পৌছিবার উদ্দেশ্যে সরকাবী ব্যয G হইতে বাড়িয়। G´ হওয়ায় জাতীয় আয় বয় ও কর্মসংস্থানের স্তর বাডিয়া গিয়াছে, E হইতে E´হইয়াছে। ছাতীয় আয়ে এই বৃদ্ধি সম্ভবপর হইতে পারে যদি সরকারী ব্যয়ে বৃদ্ধির ফলে অথবা অস্থা কোন কারণে এই সম্যে ব্যক্তিগত ভোগবয়য় ও বিনিয়োগবয়য়, অর্থাৎ C এবং I ক্মিয়া না য়য় ।

এইরপে জাতীয় আয়ের উপর কর-হাসের ফলাফলও আমর। পব পৃষ্ঠার চিত্রে দেখিতে পাইতেছি। কর-হাসের ফলে ক্রেতাদের হাতে ব্যয়োপযোগী আযের পরিমাণ পূর্বাপেকা৷ বেশি থাকে, ফলে C+I+G-র মধ্যে C বাডিয়া যায়। নৃতন C+I+G-র ফলে সমাজের মোট ব্যয় এখন E হইতে E বিন্দৃতে উঠিয়া গিয়াছে। এই চিত্র ছইটি হইতে দেখা যাইতেছে যে, সরকারী ব্যয়ে বৃদ্ধির ফল কর-ছাসের ফলের তুলনায় অধিকতর শক্তিশালী।

ইহার কারণ হইল, কর-হ্রাসের ফলে বে আর বাঁচিয়া যায়, ভাহার কিছু অংশ ব্যক্তি সঞ্চয় করে।



যেমন প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা \S অবস্থায় 10 কর হ্রাস হইলে CC বৃদ্ধি পাইবে $\S \times 10 = 6\S$ । মনে রাখা দরকার, কর হ্রাসের ফলে সরকারী আয় কমিলেও তাহার ব্যয় সমান আছে ধরিয়া লওয়া হইযাছে।

তিনটি উৎস হইতে সরকার তাহার ব্যয় বাডাইবার জন্ম টাকা সংগ্রহ করিতে পারে: (১) চল্তি আম, (২) পুরানো মজ্ত, (৩) টাকা তৈয়ারী করা। সরকার যদি চল্তি আয়ের উপর কর আরোপ করিয়া টাকা

এই ব্যয়ের প্রভাব নির্ভর করে কিরুপে সরকারী আর হইল ভাহার উপর তোলে, তবে উহার ব্যয়ে জাতীয় আয় বাড়িবে কি না তাহা নির্ভর করে যাহারা ঐ কর দিল তাহারা সেই টাকা লইয়া কি করিত তাহার উপর। যদি সেই কর-উত্তোলন সমাজে ব্যক্তিগত ভোগ ও বিনিয়োগ ব্যয় সংকুচিত

করে, তবে জাতীয় আয় পূর্বাপেক। বাড়িতে পারে না। ঋণের সাহায্যেও যদি সরকার এইরপ টাকা তুলিয়া লয়, তাহা হইলেও ইহার ফল একই দাডাইবে। যদি অবশু জাতীয় আয়ের যে অংশ মজ্ত (hoarded) হইত, সেই অংশ হইতে সরকার টাকাটা তুলিয়া লয়, তবে সরকারী ব্যয় বাড়িলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইবে। সর্বোপরি, যদি নৃতন টাকা সৃষ্টির শ্বারা সরকারী ব্যয়ে বৃদ্ধি ঘটান

হয়, তবে অন্তান্ত দকল কিছু সমান অবস্থায়, জাতীয় আয় নিশ্চয় প্রদায়িত ছইবে।

সরকারী ব্যয়ের ফলে জাতীয় আয় কতথানি বাড়িবে তাহা নির্ভর করে গুণক ও ত্বরকের আয়তনের উপর। সরকারী বায় একবার বাডাইলে ছিতীয়,

ভূতীয় ও পরবর্তী স্তর সমূহে উহার প্রভাব ভোগব্যয় ও গুণক ও ত্রনের দরণ নোট চাপলন্ধ প্রভাব

ভেডুত বিনিয়োগ ব্যয়ের মাধ্যমে প্রসারিত হইতে থাকে।
শেষ স্তর পর্যস্ত জাতীয় আয়ের উপর সরকারী ব্যয়ের বে পূর্ণ প্রভাব দাঁডাইবে তাহাকে বলে চাপ-লন্ধ বা ভার-লন্ধ প্রভাব (Leverage

পূৰ্ণ প্ৰভাব দাঁড়াইবে তাহাকে বলে চাপ-লব্ধ বা ভার-লব্ধ প্ৰভাব (Leverage effect)।

রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের ফলাফল (Effets of Public Expenditure) (ক) উৎপাদন (Production) ঃ

ভাল্টনের মতে উৎপাদনের উপর রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের প্রভাব তিন দিক হইতে বিচার করা যাইতে পারে: কর্মোত্তম ও সঞ্চয়ের ক্ষমতা (Ability to work and save), কর্মোত্তাম ও সঞ্চয়ের স্পৃহা (Desire to work and save), এবং সম্পদ ও উপকরণ সমূহের নিয়োগে দিক-পরিবর্তন (Diversion of economic resources)। যে সকল ব্যয়ের ফলে

(ক) কর্মোত্তম ও সঞ্^{বের} জনসাধারণের উৎপাদনক্ষমতা বাড়িয়া যায়, যেমন শিক্ষা

সুৰ্থ। (খ) কৰ্মোল্লম ও দঞ্যের স্বাস্থ্য প্রভৃতির জন্ম ব্যয়, ভাহারা লোকের কর্মোল্লম স্থ্য বাডাইতে সাহায্য করে। আয় বৃদ্ধি পায়, সঞ্যের ক্ষমতাও

্র) উপকরণের নিযোগে বাড়ে। আধুনিক কালে রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের একাংশ দিক-পরিবর্তন

জনসাধারণকে সাহায্য, বেকারভাতা, বৃদ্ধ বয়সে পেন্শন
ইত্যাদি হিসাবে দেওয়া হয়, ডাল্টনের মতে ইহার অর্থনৈতিক ফলাফল
অশুভ, কারণ ইহা কর্মোগুম ও সঞ্চয়ের স্পৃহাকে কমাইয়া দিতে পারে। অনেক
ক্ষেত্রে, রাষ্ট্র নিজেই শিল্প প্রতিষ্ঠা করে বা অর্থ-সাহায্য করিয়া বিশেষ ধরনের
শিল্প স্থাপনে সহায়তা করে। এইরূপ ব্যয়ের ফলে উৎপাদন-উপকরণসমূহ
এক ব্যবহার হইতে সরিয়া আসিয়া অপর ব্যবহারে নিযুক্ত হইতে থাকে,
উহাদের নিয়োগে দিক্-পরিবর্তন ঘটে। এইরূপ দিক্-পরিবর্তনের ফলে যদি
মেট উৎপাদন ও জাতীয় আয় এবং উপাদান সমূহের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়, তাহা
হইলে রাষ্ট্রীয় আয়ের ফল অর্থনৈতিক বিচারে সামগ্রিকভাবে কল্যাণকর বলিয়া

(খ) বন্টন (Distribution) ঃ

এমনভাবে দবকারী ব্যয় করা সম্ভব যাহার ফলে সমাজে আয়-বৈষম্য কমাইন, ফেলা যায় ৷ যেমন ধনীদের নিকট হুইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া বেকারভাতা, বৃদ্ধ বয়সে পেন্শন্, বিনাব্যয়ে শিক্ষার বন্দোবস্ত প্রভৃতি উদ্দেশ্যে ব্যয় করিলে আয়-

বৈষম্য কিছুটা কমে। ভাল্টনের মতে এইবপ উদ্দেশ্তে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ব্যয় প্রগতিমূলক (Progressive) নীতিতে করা দরকার, অর্থাৎ ব্যক্তি যত অধিক গরীব হইবে ডভ অধিক হাবে রাষ্ট্রের নিকট হইতে আর্থিক সাহায্য পাইবে। সরকারী ব্যয়ের সাহায্যে আব-বৈবম্য কমাইয়া মোটামূটি বণ্টন-সাম্য আনিবার এই নীতির উৎপাদনের উপর

বৈষম্য ক্মাইয়া মোটানুটি বন্টন-সাম্য আনিবার এই নীতির উৎপাদনের উপর প্রভাব অর্থ নৈতিক দিক হইতে শুভকর না-ও হইতে পারে। ধনীদের উপব অধিকহারে কর বসাইলে তাহাদের কর্মোগুম ও সঞ্চয়ের ক্ষমতা কমিয়া যাওয়া, অপরদিকে গরীবদের মধ্যে আলস্ত বৃদ্ধি পাইলে তাহাদের কর্মোগুম ও সঞ্চয়ের স্পৃহা কমিয়া যাওয়া—উভয় প্রকার প্রভাবই ঘটিতে পারে।

(গ) কর্মসংস্থান ও আয় (Employment and Income):

সমাজে মোট কর্মগংস্থান ও আয়ের স্তর মোট ব্যয়ের পরিমাণের দ্বারা স্থির হয় এবং রাষ্ট্রীয় ব্যয় মোট ব্যয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অংশ। সমাজে ব্যক্তিদেব মোট ভোগব্যয় বা বিনিযোগ ব্যয় কমিয়া গেলে কর্মগংস্থান ও আয়স্তর কমিয়া যাইবার সন্তাবনা; স্তত্রাং এরূপ অবস্থায় রাষ্ট্রীয় ব্যয় বাডাইয়া কর্মগংস্থান ও আয়স্তর হ্রাস ঠেকান যাইতে পারে। বাণিজ্য-চক্রের অপূর্ণ কর্মগংস্থান থাকিল বাণিজ্য চক্রের সংকট- কালে বা সংকট প্রতি- রাষ্ট্রীয় ব্যয় হ্রাস করিলে দামস্তরে ও বাণিজ্যে অহ্বাভাবিক রোধের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় ব্যয় হ্রাস করিলে দামস্তরে ও বাণিজ্যে অহ্বাভাবিক ব্যয়ের বাবহার ব্যয়ের বাবহার

পারে। সমাজে পূর্ণকর্মসংস্থান না থাকিলে রাধীয় বায় বাড়াইয়া অপূর্ণ-কর্মসংস্থান স্তর হইতে ক্রমোন্তির পথ প্রশন্ত করা রাধীয় অর্থনীতির উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি হিসাবে গৃহীত হইয়া থাকে। উপরোক্ত সকল ক্ষেত্রেই অবশ্য এই কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, রাধীয় বায়-বৃদ্ধির ফলে যদি ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে মোট ভোগব্যয় ও বিনিয়োগ বায় কমিয়া যাইতে বাধা হয়, তাহা হইলে মোট কর্মসংস্থান ও আয়হন্তর বাড়িবে না, উপাদানসমূহের নিয়োগে দিক্-পরিবর্তন হইবে মাত্র।

ইহাও লক্ষ্য রাথা প্রযোজন যে, রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের ফলে কি পরিমাণে কর্মসংস্থান ও আয়স্তর বৃদ্ধি পাইবে ভাহা নির্ভর করে গুণক ও ত্বরকের (Multiplier and Acceleration) আয়তনের উপর।

পূরণকারী ব্যয় (Compensatory Spending) ঃ

যথন ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে মোট ব্যবের পরিমাণ কমিয়া যায তথন বাষ্ট্রীয় ব্যবেব ধারা সেই ফাঁক পূরণ করিতে পাবিলে সমাজে সর্বাধিক জাতীয় আয় ও কর্ম-সংস্থান বজায় রাথা চলে। বাণিজ্য-সংকটের যুগে যথন ব্যক্তিগত ভোগব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যব কম, তথন রাষ্ট্রীয় ব্যবের পরিমাণ বাডাইয়া দেওয়া হয়; যথন বাণিজ্যোয়তি (recovery) স্থক হইয়াছে তথন ক্রমশ অধিক পরিমাণে রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের পরিমাণ কমাইয়া দেওয়া হয়; চরম উন্নতির (boom) কাছাকাছি আদিয়া পডিলে রাষ্ট্রীয় ব্যয় পুরই কমাইয়া দিতে হয়। পূর্ণকর্মসংস্থান স্তরের পরে মুল্রা-ক্রীতির যুগে এমন কি ঋণাত্মক রাষ্ট্রীয়-ব্যব (negative public spending) করিতে হয়, অর্থাৎ ব্যয় না করিষা করেব সাহায়ে অধিক আয় তুলিয়া বাজেটে উদ্ব করিতে হয়।

দামস্তর, আ্বায় ও কর্মসংস্থান কমিতে থাকিলে এবং বাণিজ্যসংকট গভীরতর হইতে থাকিলে সমাজেব ব্যক্তিগত ব্যব্ধারা সংকুচিত হইতে থাকে; বাষ্ট্রের কর্তব্য হইল সমাজের ব্যব্যস্রোতে অধিক টাকা সঞ্চালিত করা। এই উদ্দেশ্রে

দামন্তর, আযন্তর ও কমসংস্থানের ন্তব কনিতে থাকিলে রাষ্ট্র অধিক বাষ করিতে থাকিবে। জনসাধারণের মজুত-প্রবণতা (propensity to hoard) রুদ্ধির ফলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সংকোচনশীল (contractionary) প্রভাবসমূহকে দূর করিষা প্রসারশীল (expansionary) প্রভাবসমূহকে

শক্তিশালী করাই এই প্রকার বাদ্রীয় ব্যথের উদ্দেশ্য। এইবাপ রাদ্রীয় ব্যথের পরিমাণ সাধারণত গুবই বেশি হওনা দরকার; কারণ দেখা যায় যে, সংকটেব সময়ে ব্যক্তির ভোগপ্রবণতা স্বাভাবিক অবস্থার ভুলনায় আরও কম থাকে, ফলে সমাজের মোট ভোগবায়ও কম।

পূরণমূলক ব্যয় সাধারণত ঘাট্তি ব্যয়, কারণ কর বৃণ্ধির দারা অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা করিলে ব্যক্তির হাত হইতে আরও অর্থ সরাইয়া আনা হইবে, ব্যক্তিক্তিত্তে ভোগব্যয় ও বিনিযোগব্যয় আরও কমিয়া যাইবে। অবশ্য করের সাহায্যে লুকান মজুত অর্থ আদায় করিতে পাবিলে একপ কিছু ঘটিবে না। যে অর্থ ব্যক্তির হাতে থাকিলে ভোগে বা বিনিযোগে নিযুক্ত হইতে পারিত তাহা

করের দারা রাষ্ট্রের হাতে তুলিয়া আনিয়া ব্যয় করিলে উহার প্রসারশীল প্রভাব (expansionary effects) অনেক কম হইবে। শুধু তাহাই নহে। রাষ্ট্রীয় ব্যয় হইতে সর্বাধিক প্রসারশীল প্রভাব পাইতে হইলে এরপভাবে উহা ব্যয় করা দরকার যে, যাহাদের হাতে সেই ব্যয় ব্যক্তিগত আয় হিসাবে যাইবে তাহারা উহা মজ্ত না করিয়া প্নরায় ব্যয়ে প্রবৃত্ত হইবে। অর্থাৎ, এরূপ ভাবেই রাষ্ট্রীয় ব্যয় হওয়া দরকার যে, সমাজে যে-শ্রেণীর লোকের ভোগপ্রবণতা সর্বাধিক ভাহাদের হাতেই উহা আয় হিসাবে চলিয়া যায়।

দামস্তর, আয় ও কর্মসংস্থান বাড়িতে থাকিলে এবং সমাজ চরমসমূদ্ধির (boom) দিকে অগ্রসর হইতে থাকিলে সমাজের ব্যক্তিগত ব্যয়ধারা বিস্তৃত ও প্রশস্ত হইতে থাকে, রাষ্ট্রের কর্তব্য হইল সমাজের ব্যয়স্রোত হইতে ক্রমশ

দামন্তর, আরন্তর ও কর্মদংস্থানের ন্তর বাড়িতে থাকিলে অধিক পরিমাণে অর্থ তুলিয়া লওয়া। এই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র ব্যয়-সংকোচন করিতে থাকিবে। ব্যক্তি-ক্ষেত্রে ব্যয় যত বাড়িতে থাকিবে, রাষ্ট্র নিজের ব্যয় তত কমাইবে। যে পর্যন্ত উপাদানের পূর্ণনিয়োগ না ঘটে সেই পর্যন্ত কিছু

পরিমাণ রাষ্ট্রীয় ব্যয় হইতে থাকিবে। পূর্ণ কর্মনিয়োগ স্তরের কিছু পূর্ব হইতেই এইরূপ রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের সংকোচন প্রয়োজন হইবে, যদি সেই স্তরের পরেও অর্থনৈতিক কাজকর্ম প্রসার লাভ করিতে থাকে ভাহা হইলে ঋণাত্মক রাষ্ট্রীয় ব্যয় করিতে হইতে পারে অর্থাং করবৃদ্ধির দার। ব্যয়ের তুলনায় আয়াধিক্য স্পষ্টি করার প্রয়োজন হইতে পারে। এইরূপ অবস্থায় মূদ্রাক্ষীতিমূলক প্রসার রোধ করিবার উদ্দেশ্যে বাজেটে উদ্ভ করিতে হইবে।

আধুনিককালের ধনবিজ্ঞানীর। প্রণমূলক ব্যয়ের সঙ্গে পাম্প-প্রাইমিং ব্যয়ের (Pump-printing expenditure) বা উত্তোলন-মূলকব্যয়ে পার্থক্য করিয়া থাকেন। পূরণমূলক ব্যয় বলিলে বোঝা যায় পূর্ণকর্মসংস্থান স্তরের তুলনায় দেশের সামগ্রিক ব্যয় যতথানি কম থাকে সেই ফাঁকটুকু সরকারী ব্যয় দারা পূরণ করা। আর, পাম্প-প্রাইমিং ব্যয় বলিলে বোঝা যায় অবনতি বা সংকটেরসময়ে সরকারী ব্যয়ের মাধ্যমে এমন পরিমাণ টাকা একবার ঢালিয়া দেওয়া যাহার ফলে, আর কোন সরকারী ব্যয় না করিলেও, অবনতি বা সংকটের মোড় ঘূরিয়া দেশে উন্নতির যাত্রা স্থক্ষ হইতে পারে। ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীদের নিরাশার মনোভাবে পরিবর্তন আনিয়া আশার সঞ্চার করাই প্রকৃতপক্ষে এই পাম্পিং-ব্যয়ের কান্ধ, কারণ একমাত্র তাহা হইলেই একবারের

সরকারী ব্যয় দেশে উন্নয়নের নিজস্ব গতিবেগ স্থাষ্ট করিতে পারে। পূরণমূলক ব্যয়ের এইরূপ কোন উদ্দেশ্য থাকে বলিযা ধরা হয় না। অবশ্য ইহা ঠিক যে, প্রকতপক্ষে, পূরণমূলক ব্যয়ের পাম্প-প্রাইমিং প্রভাব দেখা যায়, আবার পাম্প-প্রাইমিং ব্যয় কিছুটা পূরণমূলক বটে। কিন্তু ইহাদের কায়পদ্ধতিতে পার্থক্য আছে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, বাস্তবে কখনই পাম্প-প্রাইমিং নীতি বিশেষ কার্যকরী হয় না, অবনতির গহরের হইতে দেশেব অগনৈতিক অবস্থাকে টানিষা তুলিতে হইলে পূরণমূলক ব্যয়ের নীতিরই অধিকতর সাক্ষা লাভের সন্তাবনা, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।*

- 1 What is public finance? Is there any essential difference between privite finance and public finance?
- 2, "The basic principles of public finance are the same as those of a fimily budget' Explain
 - 3, What are the objectives of public finance in a modern state?
 - 4. What is I unctional Finance?
- 5 What are the causes of increase in Public Expenditure in recent
 - 6. Classify Public Expenditure
 - 7 Discuss how Public expenditure influences National income
- 8 What are the effects of Public Expenditure on (a) Production, (b) Distribution, and (c) Employment & Income
 - 9. What is Compensatory Spending? What are its limitations?
- 10. Under what circumstances would it be desirable to resort to deficit financing? Can you suggest any safeguards to ensure that it does not produce any adverse effect?
 - 11 What are the principles which should guide public expenditure?
- * Pump-priming means a volume of public spending for the pu-pose of setting the economy on the way towards full utilisation of resources on its own power without further aid from governmental spending... Pump priming is intended to be a remedy for a temporary maladjustment which prevents the society from functioning in a normal manner so as to recover from depression when the economy needs to be shaved off from dead-centre...The concept of pump-priming is different from compensation in that the latter connotes no implications with respect to setting the system going our its own momentum. The latter concept, strictly conceived, implies merely that public expenditures may be used to compensate for the decline in private investment. It may be said to be successful even though it succeeds in achieving a rise in the national income no greater than the volume of expenditures made. Hansen Fascal policy and Business cycles, ch 12.

সরকারী আয় ও করনীতি Public Revenue and Taxation

রাষ্ট্রীয় আয়ের উৎসসমূহ (Sources of Public Revenue) :

আধুনিক যুগের রাষ্ট্রসমূহের ব্যয় বাডিয়া যাওমায তাহাবা নিত্য নৃতন আথের উৎস খুঁজিযা বাহির করিতেছে। সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে রাষ্ট্রীয় আথের চারিপ্রকার উৎস আছে: (ক) কর, (খ) দান ও সাহায্য, (গ) শাসনতান্ত্রিক আদাযসমূহ, এবং (ঘ) বাণিজ্যিক আদাযসমূহ।

কোন প্রত্যক্ষ উপকারিতা আশা না করিয়া বাধ্যতামূলকভাবে ব্যক্তি রাষ্ট্রকে বে অর্থ দিয়া থাকেন, তাহাকে কর বলে। আইনের ঘারা বাধ্যতামূলকভাবে এই কর আদায় করা হয এবং এই করের বিনিময়ে সরাসরি প্রত্যক্ষভাবে, সমপ্রিমাণ কোন স্থবিধা ব্যক্তি লাভ করে না।

অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্র অন্তান্ত হত হইতে সাহায্য পায় যেমন, কেন্দ্রীঃ সরকারের নিকট হইতে প্রাদেশিক সরকারসমূহ আর্থিক সাহায্য পায়। কোন দাতা নির্দিষ্ট কোন কায়ে ব্যয়ের উদ্দেশ্যে সরকারকে দান হিসাবে কিছু অর্থ দিয়া যাইতে পারেন, এরূপ ভাবেও রাষ্ট্রের আয় হইতে পারে। এইরূপ সাহায্য বা দান উভয়ই দাতার ইচ্ছার উপর নির্ভর কবে।

শাসনতান্ত্রিক আদায়সমূহ বলিলে বোঝা যায় ফী, লাইসেন্স প্রভৃতি পাইবার জন্ম প্রদেয় অর্থ, জরিমানা, বাজেয়াপ্ত জমা, এবং বিশেষ আদায় সমূহ। সাধারণত এই সকল শাসনভাত্মিক আদায়গুলি ব্যক্তির ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল এবং ইহার বিনিময়ে কোন কোন উপকার পাওয়। যায। অবশ্য উপকারের পরিমাণের সহিত প্রদেয অর্থের পরিমাণের কোন সম্পর্ক থাকে না।

বাণিজ্যিক আদায়সমূহ বলিলে রাষ্ট্র যে সকল দ্রব্য বা কার্য বিক্রেয় করে তাহাদের জক্ত দানসমূহকে বোঝা যায়। নির্দিষ্ট দ্রব্য বা নির্দিষ্ট কার্যের বিনিময়ে রাষ্ট্র ব্যক্তিদের নিকট হইতে যে দাম পায় তাহাই বাণিজ্যিক আদায়। অবশ্য উৎপাদনকারী ব্যবসায়ী ফার্যের ক্ষেত্রে যেরূপ গড় বা প্রান্তিক ব্যব অমুযায়ী দাম নিরূপিত হয়, সরকারী দ্রব্যাদির দাম সেইরূপ হিসাবে নির্ধারিত

না-ও হইতে পারে, রাজনৈতিক বা সামাজিক প্রয়োজনের কথা মনে রাখিয়া দাম স্থির থাকিতে পারে। অথবা, উহাদের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রেব একচেটিয়া অধিকাব থাকায় একচেটিয়াস্ত্রশভ মুনাফা দামের সহিত যুক্ত থাকিতে পারে।

মনে রাথা দরকার যে, এখন পর্যন্ত পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই কর হইতে আদায়ের পরিমাণ অন্যান্ত উৎস হইতে আদায়ের তুলনায় বেশি। কিন্তু ক্রমশঃ শাসনতায়িক ও বাণিজ্যিক আদায়সমূহ হইতে রাজস্বের পরিমাণ বাড়াইবার দিকে ঝোঁক দেখা যাইতেছে। অবগু এইরূপে রাজস্বের সকল উৎসকে শ্রেণীবিভক্ত করা যায় কিনা তাহাতেও সন্দেহ আছে। যদি বাষ্ট্রীয় দ্রব্যের বা কার্যের দাম উহার উৎপাদন-বায় অপেক্ষা অধিক হারে ধার্য করা হয়, ভাহা হইলে কার্যন্ত উহ। করেব পর্যায়ভুক্ত হইল। আবার অনেক রাষ্ট্রীয় কার্যের জন্ম বায় করা হয় কিছুটা দাম এবং কিছুটা কর হইতে, যেমন সরকারী কলেজের ছাত্রগণ মাহিনাও দেন এবং আদায়কৃত কর হইতেও তাহাদের জন্ম বায় করা হয়।

কর-কাতুন (Canons of Taxation)

কর-কর্তৃপক্ষ যে সকল কাছন মানিয়া চলিয়া কর আরোপ কবিবে ও আদায় করিবে, তাহাদের কর-কাছন বল। হয়। আড়াম্ স্থিও চারিটি কর-কাছনের কথা বলিয়াছেন।

প্রথমত, কর প্রদান-ক্ষমতা বা সমতার কামুন। প্রত্যেক দেশের প্রজাগণ সরকারী ব্যয় নিবাহের জন্ম তাহাদের প্রত্যেকের কর-প্রদান-ক্ষমতা অমুযায়া কর দিবে ইহাই প্রথম কামুন। অ্যাডম্ স্মিথের মতে, সমতার কামুন প্রদান ক্ষমতা অমুযায়ী কর দিলেই সকল নাগরিকের ক্ষেত্রে ত্যাগ-স্বীকারের সমতা সাধিত হইবে। এইরূপ ঘটিলে ব্যক্তিগত ভাবে সকল করদাতার আসল ভার (Real burden) এবং সমাজের সামগ্রিক কর-ভার স্বাপেক্ষা কম থাকিবে।

দিকীয়ত, নিশ্চয়তার কাহন। প্রত্যেক ব্যক্তিকে বাধ্যতামূলকভাবে যে কর দিতে হইবে তাহার প্রদানকাল, পরিমাণ প্রভৃতি নিশ্চিত থাকা দরকার।

অ্যাডাম্ শ্বিথের মতে সমতার কাহন হইতেও।নশ্চয়তার নিশ্চরতার কাহন অধিক গুরুত্বপূর্ণ। করের পরিমাণ ও প্রদানকাল সম্পূর্ণ নিশ্চিত না থাকিলে করদাতাকে বিশেষ অস্থ্বিধায় পড়িতে হয়,

ঘুষ এবং অব্যবস্থা বৃদ্ধি পায়, সরকারী বাজেট-গঠনও বিশেষ অস্কৃবিধাগ্রন্ত হইয়া পডে।

তৃতীয়ত, স্থবিধার কাম্পন। প্রত্যেক কর এরপভাবে ও এরপ সময়ে
আরোপিত হওয়া উচিত যাহাতে করদাতাদের বিশেষ স্থবিধা হওয়ার সন্তাবনা।
এই কাম্থনের অর্থ হইল করদাতাদের অস্থবিধা যেন সর্বাপেক্ষা কম হয়; য়খন ও
যেভাবে কর দেওয়া তাহার পক্ষে সর্বাধিক স্থবিধাজনক,
ম্বিধার কাম্পন
যেন ঠিক সেই সময়ে ও সেই ভাবেই কর আদায় কর।
হয়। যেমন চাষীর নিকট হইতে কর আদায় ফসল উঠিবার পরে করা উচিত,
ভাহার পূর্বে নহে।

চতুর্থত, ব্যয়-সংকোচের কান্তুন। প্রত্যেক কর একপ হইবে যেন ইংগ হইতে রাষ্ট্রের যে আয় হয় তাহার তুলনায় এই কর আদায়েব ব্যয় খুব কম পড়ে। যদি কর হইতে যে রাজস্ব আদায় হয় তাহা সম্পূর্ণ কম বাবে রাজস্বংগ্রহের কান্তুন

তাহা হইলে সেই কর অর্থ নৈতিক বিচারে আরোপযোগ্য নহে। উপরস্ক ব্যয়সংকোচ কথাটিকে সংকীর্ণ শাসনতান্ত্রিক অর্থে গ্রহণ না করিলে বলা চলে যে, ইহা লক্ষ্য রাণা দরকার যেন উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থার উপর কর-অ রোপের ফলাফল সামগ্রিক ভাবে ক্ষতিকারক না হয়।

করকান্তনসমূহ আলোচনা করিলে দেখা যার, প্রথম কান্তন হইতে অহান্ত তিনটি কান্তন পৃথক, কারণ প্রথমটি করনীতি সংক্রান্ত এবং অপর তিনটি কর-আদায় পদ্ধতি সংক্রান্ত।

প্রথম কামুন অর্থাৎ করপ্রদান ক্ষমতা বা সমতার কামুন সম্বন্ধে বলা চলে,
ইহা যথেষ্ট অসপষ্ট ধরনের; কিছুটা নৈতিক এবং কিছুটা অর্থ নৈতিক বিবেচনার
উপর ইহা প্রতিষ্ঠিত। এই কামুনটির অসপষ্টতার আরও
কার্নসমূহের সমালোচনা
কারণ হইল করপ্রদান-ক্ষমতা পরিমাপের কোন বাত্তব
মানদণ্ডের উল্লেখ ইহাতে নাই। আরও অম্ববিধা হইল, সমামুপাতিক হার বা
ক্রেমবর্ধমান হার, কোন নীতি গ্রহণ করা উচিত এবং কি পদ্ধতি অমুঘায়ী
সকলের ত্যাগ স্থাকার সমান করিতে পারা যায়, তাহার স্কুস্পষ্ট বিচার
ইহা হইতে পাওয়া যায় না। অ্যাত্য কামুনগুলিও অত্যন্ত সাধারণ ধরনের;
উহারা শাসনতান্ত্রিক সমস্যা মাত্র, অর্থ নৈতিক আলোচনার দিক হইতে
শুকুর্বহীন।

পরবর্তী কালের ধনবিজ্ঞানিগণ উপরোক্ত কামুনসমূহের সহিত আরও গ্রইটি ন্তন কামুন যোগ করিয়াছেন, তাহারা হইল (ক) উৎপাদনশীলতা, ও (থ) স্থিতিস্থাপকতা। করসমূহ উৎপাদনশীল হইবে, অর্থাৎ দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে কর হইতে অধিকতর রাজস্ব আদায় উংগাদনশীলতাও হুইতে থাকিবে (যেমন দ্রব্যাদির উপর কর বসাইলে জনসংখ্যা ও জাতীয় আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উহা হইতে অধিকতর রাজস্ব আদায় হইতে থাকে)—ইহাই উৎপাদনশীলতার কামুন। হুইতে অধিক আয় করা চলে বা আয় কমাইয়া দেওয়া চলে। কর-কাঠামোর এই নমনীয়তা আধুনিক কালে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিলিয়া বিবেচিত হয়, কারণ বাণিজ্যচক্রকালীন বা উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে এইরূপ নমনীয়তা বিশেষ প্রয়োজন। করসংক্রোন্ড নী ভিসমূহ (Principles of Taxation) ঃ

যে নীতিসমূহ মানিয়। লইয়া রাষ্ট্র জনসাধারণের নিকট হইতে কর আদায় করে, অর্থাৎ কর-কাঠামো গঠন করার পিছনে যে নীতিসমূহ প্রচলিত থাকে, তাহাদের করসংক্রান্ত নীতি বলা হয়। প্রধান নীতিগুলি নিম্নে আলোচিত হইল।

(ক) উপকারিত। তম্ব (The Benefit theory) :

এই নীতি অমুষায়ী, বাষ্ট্রের আঁওতায় ব্যক্তি যতথানি স্থবিধা লাভ করে তাহার করের পরিমাণ সেই অমুষায়ী নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন। রাষ্ট্রের নিকট হইতে ব্যক্তি যত বেশি স্থবিধা লাভ করিবে তত বেশি কর তাহাকে দিতে হইবে।

কর আরোপ করার নীতি হিসাবে ইহা মোটেই গ্রহণ যোগ্য নহে। রাষ্ট্র কর্তৃক যে সাধারণ স্থবিধাণ্ডলি সকলকে দেওয়া হয়, তাহারই জন্ত কর দেওয়া হয়, কোন বিশেষ স্থবিধার জন্ত নহে। তাহা ছাড়া, সৈন্ত, পুলিস বা বিচার-বিভাগ হইতে আমাদের প্রত্যেকের পৃথক স্থবিধা পরিমাপের উপায় কি ? আরও বলা চলে, য়িদ গরীব ব্যক্তি ধনীর তুলনায় বাষ্ট্র হইতে বেশি স্থবিধা পায় তাহা ইইলে তাহাকে অধিক কর দিতে হইবে, ইহা কখনই সমর্থ নযোগ্য নহে। তবে সামগ্রিক বিচারে এই তত্ত্ব গ্রহণীয়, অর্থাৎ সামগ্রিক ভাবে বা সকল নাগরিককে একত্রে বিচার করিলে, রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদন্ত মোট স্থবিধা অন্ধ্রায়ী সামগ্রিক ভাবে সকলে মিলিয়া মোট করভার বহন করা কর্তব্য।

(খ) কার্যের ব্যয় তম্ব (The cost of service Theory) ?

এই তত্ত্ব অমুযায়ী কোন ব্যক্তির জন্ম বিভিন্ন প্রকার কার্যাদি সম্পন্ন করিনে রাষ্ট্রের যে-ব্যয় করিতে হয়, ব্যক্তির নিকট সেই পরিমাণ কা-গ্রাব্যাত্ত্ব কব আদায় করিয়া শুভয়া উচিত।

কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই নীতিব প্রযোগ অবাস্তব। ডাক বিভাগে দ্রব্যাদিব দাম, রেলের ভাডা, সরকারী বাসেব ভাডা বা স কারী কারখান হইতে উৎপন্ন দ্রব্যের দাম প্রভৃতি ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ সমানোচনা হইতে পারে বটে; কিন্তু সাধারণভাবে প্রশ্যেক ব্যক্তির জন্ত রাষ্ট্রের কি-পরিমাণ বায় হব ভাহার অংশ নিবপণ বরা সন্থব নহে। এই ভঃ অমুবাবী বৃদ্ধ বিশেশ পেনশন ভো সিগণ প্রতি মাসেব পেনশন ভো কের্ভ দিবেনং উপবন্ধ, সরকারা পেনশন দ্যুবের ঝাণশিক ব্যক্তারও ঠাহাবা বহন কবিবেন।

(গ) প্রদানক্ষমতা তম্ব (Ability to Pay Theory) ঃ

এই তর অনুবানী ব্যক্তি তাহার কর প্রদানক্ষমতা অন্তবাধী রাষ্ট্রকে কর্পিবেন। রাষ্ট্র সকলেব স্বার্থরকার জন্ম স্থানিত সাবজনীন প্রতিথানা, সতব সকলেই নিজের সাধ্যমত ইহাকে কর দিবেন —ইংটি প্রদানক্ষমতার তথা আড়ান্ স্থিও তাঁহার করকান্তন সমূহের মধ্যে ইংকে প্রথম স্থান দিয়াছেন। নৈতিক বা স্থানিতিক বিচারে ইং। স্বোত্তম, ভার্নক্তেও ব্রে, স্ক্তরাং আধুনিক কালে এই ভ্রুই গৃংটি হইবাছে।

কিন্ত এই তত্ত্বাস্থবায়ী বাওবে প্রয়োগগত নীতি নির্ধারণ কবিবার সমর্ বিশেষ অস্ক্রবিধায় পড়িতে হয়; কারণ করপ্রদান ক্ষমত প্রমাপের কোন সঠিক ও উপযুক্ত মানদণ্ড পাওব্ যায়না।

পূর্বে ব্যক্তির সম্পত্তির পরিমাণকেই কর প্রদানক্ষমতার মান্দণণ্ড হিসাংব ধরা হইত। অধিক সম্পত্তি থাকিলে কব অধিক; সম্পত্তি কম থাকিলে কব কম। কিন্তু দেখা গেল যে, কর প্রদানক্ষমতা পরিমাণের প্রমানের মানদণ্ড: আদশ মান হিসাবে সম্পত্তিকে গ্রহণ কব। চলে না। সম্পত্তি: সমালোচনা অনেক ব্যক্তির প্রচুর আয় অথচ সম্পত্তি কম, তাহার্বা করের আঁওতায় পড়েন না; কর প্রদানক্ষমতা অধিক ইওয়া সব্বেও তাঁহার। কর হইতে অব্যাহতি লাভ করেন। এই জ্ঞাট দ্র করিবার জন্ত অনেকের মতে ব্যয়কে প্রদানক্ষমতার মানদণ্ড হিসাবে গণ্য করা উচিত। এই মতামুসারে, যাঁহারা অধিক ব্যয় করেন, তাঁহাদের কর-প্রদানের ক্ষমতা বেশি, এইরূপ ধরিয়া ব্যজিবত বায়:
সমালোচনা
বেশি থাকিলে বা অন্তর্থ-বিস্থেবের জন্ম ব্যার বেশি হইলে
উহা হইতে প্রমাণিত হয় না যে, তাহার কর-প্রদানক্ষমতা অধিক .*

এই সবল বিষয় বিবেচনা করিয়া আধুনিক কালে আয়কেই কর-প্রাদানক্ষমতা পরিমাপের সঠিক মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে। সাধারণত,
উচ্চ আয়-বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপর অধিক হারে কর এবং
নাজির আয়
নিম্ন আয়-বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপর অলহারে কর আরোপ
করা হয়। বলা হয় যে, এইরপেই সকল ব্যক্তির মধ্যে ভ্যাগ-স্বীকারে সম্ভা

কিন্তু আয়কেও সম্পূর্ণর পে সঠিক ও নিখুঁত মানদণ্ড বলা চলে না। ব্যক্তিব আ'থক আয় তাহার কর-প্রদানক্ষমতার সঠিক পরিচায়ক নহে, কারণ, বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট অথের প্রাত্তিক উপযোগিতা পৃথক, ফলে তৃই ব্যক্তির আর্থিক আয় সমান হইলেও উভয়ের কর-প্রদানক্ষমতা পৃথক হইতে পারে। তাহা ছাড়া, উভয়ের আর্থিক আয় সমান হইলেও উভয়ের প্রয়োজনীয় ব্যয়-পরিমাণে পার্থক্য থাকিতে পারে। উপবস্তু, উভয়ের ত্যাগস্থীকারে যথেষ্ট তারতম্য থাক। সন্তব। সমান পরিমাণ আয় করিতে কাহারও অধিক পরিশ্রম করিতে হইতে পারে; কাহারও-বা বম্ম প্রশ্রম করিতে বা কোন পরিশ্রমই না করিতে-হইতে পারে।

স্তরাং ব্যক্তির কর-প্রদানক্ষমতা সঠিক নিরূপণ করিতে হইলে আয়ের শহিত আরও কয়েকটি বিহয় একত্রে বিচার ও বিবেচনা করা প্রয়োজন ৮

[্]বাল করা বৈজ্ঞানিক নীতিসমূত ও যুক্তিসক্ষত। তাঁহার মতে (ক) অনেক ক্ষেত্রে মতে ব্যক্তিগত ব্যক্তর গাল করা বিজ্ঞানিক নীতিসমূত ও যুক্তিসক্ষত। তাঁহার মতে (ক) অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, তায় গোপন করিয়া কর হাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করা হইতেছে। (খ) তাহা ছাড়া, আয়ের তপর তাবক কর ছাপন করিলে কর্মোছম ও সঞ্চরের স্পৃহা কমিয়া যায়। বায়ের উপর কর ক্মোছম ও সঞ্চরের স্পৃহা কমিয়া যায়। বায়ের উপর কর ক্মোছম ও সঞ্চরের স্পৃহাকে আয়-বৈষম্য ক্মাইতে হইলে বা

ক্ষেত্রের স্পৃহাকে ব্যাহত করে না। (গ) তাহা ছাড়া বর্তমানের আয়-বৈষম্য ক্মাইতে হইলে বা

ক্ষেত্রের স্পৃহাকে ব্যাহত করে না। (গ) তাহা ছাড়া বর্তমানের আয়-বৈষম্য ক্মাইতে হইলে বা

ক্ষেত্রের স্পৃহাক করিতে হইলে বায়-কর অধিকতর উপযোগী। (য়, ধনিবালেগণ পুরানো মজ্ত

ক্ষেত্রতার স্পানক্ষরতা অধিক, অথচ ইহারা আয়ক্রের আওতার আনেন না। বায়-কর হাপিত না

ইইলে তাহাদের নিকট হইতে উপযুক্ত পরিমাণে কর আদায় করা যায় না।

ভার জোশিয়া স্ট্যাম্পের মতে আর্থিক আয়ের পরিমাণের সহিত আরও পাঁচাট বিষয় বিবেচনা করিয়া ব্যক্তির কর-প্রদানক্ষমতা নির্ধারণ করা দরকার। প্রথমত, কাল-বিচার (Time Test)। দেখা দরকার যে, কোন্ সময়ে ব্যক্তির আয় হইল। সাধারণত, পূর্ববর্তী বংসরে আয়ের উপর বর্তমান কর লওয়া হয়। কিন্তু পূর্ববর্তী বংসরে লাভ হইলেও হয়তো বর্তমান বংসরে প্রভূত লোকসান হইতেছে, স্কতরাং কর দেওয়া কন্তরাধ্য হইয়া পড়িতেছে। তাই যথন আয় হইল তথনই কর আরোপ করিয়া উহা আদায় করিয়া লওয়া

আর অম্বারী সঠিক কর-প্রদানক্ষমতা নির্ধারণের পাঁচটি বিচার ১। কালবিচার

দরকার। ইহাকেই 'স্বায়-করো-স্বার দিতে-থাকো' ব্যবস্থা (Pay-as-you earn) বলা হয়। শুরু তাহাই নহে, ইহাও দেখা দরকার ব্যক্তির ওই স্বায় নিয়মিত বা স্বানিয়মিত কি না। উপরস্ত গ্রায় পাইবার জন্ত ব্যক্তি

২। নীট-আয়বিচার

আন্থান্ত কিনা। ডপরস্ক ওই আয় পাইবার জন্ত ব্যাক্ত সারাবৎসর পরিশ্রম করিয়াছে, অথবা আংশিক পরিশ্রম

ও। আ্বাব-উৎস বিচার ও। পারিবারিক

করিয়া অবশিষ্ট কাল আলস্তে কাটাইয়াছে, ভাহাও লক্ষ্য

ত্ববস্থা বিচার ৫। উদ্ধে-বিচার

রাথা দরকার। দ্বিতীয়ত, নীট-আয় বিচার (Purelncome test)। দেখা দরকার যে, দেই আয় পাইবার

জন্ত কিন্নপ আমুষ্ দিক ব্যয় বা যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতি হইয়াছে। তৃতীয়ত, আয়ের উৎস বিচার (Income Source Test)। লক্ষ্য রাখিতে হইতে হইবে বে, সম্পত্তি বা পরিশ্রম কোন্টর মাধ্যমে আয় হইতেছে; সম্পত্তি হইতে আয় হইলে অধিক হারে এবং পরিশ্রম দ্বারা আয় হইলে কম হারে কর বসানো সঙ্গত। চতুর্যত, পারিবারিক অবস্থা বিচার (Domestic circumstances Test)। পরিবারে পোদ্যসংখ্যা অধিক হইলে কম হারে, এবং সংখ্যা কম হইলে অধিক হারে, কর আরোপ করা যুক্তিবৃক্ত। পঞ্চমত, উদ্ভি-বিচার (Surplus-Test)। দেখিতে হইবে যে, আয়ের মধ্যে উবৃত্তের অংশ কতথানি; ব্যয় করিয়া কিন্নপ উবৃত্ত থাকে। শুধু তাহাই নহে; নিম্নতম যোগান-দামের (Minimum Supply Price) তুলনায় ব্যক্তির আয় কত অধিক।

(ঘ) অর্থনৈতিক নীতির হাতিয়ার (Instrument of economic policy):

উপকারিতা, কার্যের ব্যয়, প্রদানক্ষমতা বা ত্যাগ স্বীকার প্রভৃতি বিচাণ

না করিয়া আনেকক্ষেত্রে ছোটখাট বহু নীতি অমুযায়ী কর ধার্য করা হয়।
বাষ্ট্রের প্রধান অর্থ নৈতিক নীতিকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে
অবস্থার প্ররোজন
অমুযারী কর-নীতি
নির্ধারণ
সংক্ষণের উদ্দেশ্যে, রপ্তানী বৃদ্ধির জন্ত, কোন দ্রব্যের
ব্যবহার কমাইবার জন্ত (যেমন নেশার দ্রব্যাদি), যুদ্ধের
সময়ে সমরোপকরণ পাইবার জন্ত, জনসাধারণের ভোগ কমাইবার উদ্দেশ্যে,
প্রভৃতি নানারপ কারণে কর আরোপ করা যাইতে পারে।

আধুনিক কালে শিরোন্নত দেশসমূহে পূর্ণকর্মসংস্থান স্তরে পৌছানো, অথবা আয়-বৈষম্য ক্মানো, ইহাই করস্থাপনের পিছনে প্রধান নীতি। ব্যক্তির নিকট হইতে এরপভাবে কর আদায় করিতে হইবে শিরোন্নত দেশসমূহের বাছাতে সমাজের মোট বিনিয়োগ ও সঞ্চয় না কমে পূর্কর্মসংস্থান বা এবং ভোগব্যয় বৃদ্ধি পায়। বাণিজ্য-চত্তের সংকটকালে কর-হার কমাইয়া অধিক অর্থ ব্যক্তিদের হাতে ভোগ বা বিনিয়োগ-ব্যয়ের ভক্ত রাখিয়া দেওয়া হয়, সমূদ্ধির কালে কর-হার বাড়াইয়া ব্যক্তিদের হাতে ভোগ ও বিনিয়োগের জক্ত অর্থ কম রাখা হয়। ভোগব্যয় বাড়াইবার জক্ত ভোগ-প্রবণ্ডা বাড়াইবার উদ্দক্তে বিক্রয় কর কমানো চলে, অথবা ধনীদের দ্বারা ব্যবহৃত দ্ব্যাদির উপর বিক্রয় কর কমাইয়া দেওয়াও সম্ভব।

শিল্পে অমুন্নত দেশসমূহে অথনৈতিক পরিবল্পনা অমুযায়ী অর্থসংগ্রাহ্ব উদ্দেশ্রে করন্থাপনই হইল প্রধান নীতি। কিরপভাবে করন্থাপন করিলে জ্বত শিল্পসম্প্রমারণ ঘটিবে বা অর্থনৈতিক ক্রমোন্নতি অমুন্নত দেশসমূহে অর্থনৈতিক প্রমার (economic growth) হরাহিত হইতে পারে ভাহা বিচার করিয়া কর নিরপণ করা হয়। অযথা বিলাসদ্বেল্লের বা ভোগাদ্রব্যের তায় কমাইয়া সংক্ষ স্পৃহা ও কর্মোভ্রম বাভানো, দেশে মূলংন-গঠন ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি, ব্যক্তিগত মন্ত্ত (heards) সরাইয়া আনিয়া সহকারী ক্লেত্রে অধিকতর বিনিয়োগ—এই স্কল্ই অমুন্নত দেশসমূহের করসংক্রান্ত প্রধান নীতিসমূহ।

করভার বণ্টন সংক্রান্ত অনুপাতিক হারের এবং ক্রমবর্ধ নশীল হারের নীতি (Principles of Proportion and Progression)

সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে করভারের বউনসংক্রাপ্ত নীতি স্বালোচন। করিলে তিনপ্রকার নীতি দেখিতে পাওয়া যায়ঃ আফুপাতিক, ক্রমবর্ধনণীস ও ক্রমহ্রাসমান।

আর যাহাই হউক না কেন, সকল আর হইতে একটি নির্দিষ্ট হারে কর
আদার করিবার নীতি অন্নুসন্থ করিলে তাহাকে (Proআনুগাতিক, ক্রমন্থ্যান
ও ক্রমন্থানন
ত ক্রমণ অধিক হারে কর আদার করিবার নীতি অনুসরণ
করিলে তাহাকে ক্রমন্থ্যান কর (Progressive Tax) বলা হইরা থাকে।
অধিক আয়ন্তরের ব্যক্তিনের নিক্ট হইতে ক্রমণ কম হারে কর আদার
করিবার নীতি অনুস্ত হইলে উহাকে বলা হয় ক্রমন্থানান কর (Regressive Tax)।
ইহা ক্রমন্থ্যান নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত। সাধারণভাবে আনুপাতিক
ও ক্রমন্থ্যান-হারের নীতি ঘুইটিই প্রধান ও আলোচ্য।

আমুপাতিক নীতি অমুণায়ী করম্বাপনের পদ্ধতি পুরই দর্ম এবং ইহাব প্রধান উদ্দেশ্য হইল সায়বণ্টনের বর্তমান ধরনে কোনরূপ পরিবর্তন ন: আনা। সকল ব্যক্তিই যদি তাঁহার আর হইতে নির্দিষ্ট একই হারে কর দেন তাহা হইলে কর আদায়ের পরেও বণ্টনের কাঠামোতে কোনরূপ পরিবর্তন আদেনা। অ্যাডাম স্মিথের কর-সংক্রান্ত প্রথম কামুনে আমুপাতিক নীতির তাই এইরূপ করস্থাপনের কথা বলা হইয়াছে। গুণ ও দোষ নীতির গুণ হইল ইহার সারলা। কিন্তু নিছক প্রয়োগগত সরলতাই কর-নীতি নিরূপণের গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক হইতে পারে না। ছাডা ইহা সম-ত্যাগ নীতির বিরোধী। কারণ, উক্ত আমবিশিষ্ট ব্যক্তির টাকার প্রান্তিক উপযোগিতা কম এবং নিম্ন আর-শীল ব্যক্তির ক্ষেত্রে টাকার প্রান্তিক উপ্যোগিত। অধিক। বেমন, 100 টাকা আয়কারী বাক্তির নিকট 5 होका व्यरः 1000 होका आयकाती वाख्नित निकृष्टे 50 होका कर नहेंत्न তুলনামূলক ভাবে প্রথম ব্যক্তিকে অধিক ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়। ক্রমবর্ধ নশীল কর (Progressive Taxation):

অ্যাডাণ স্থিপের কর হাতুন সংক্রান্ত স্থালোচনা হইতে স্থানরা দেবিয়াছি যে, প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার ক্ষমতা স্থান্থারী রাষ্ট্রের ব্যয় নির্বাহের জন্ত কর দিতে প্রস্তুত থাকিবে। ক্ষমতা অনুযায়ী কর দেওবার কথাতে স্মিথ প্রধানত সমাস্থপাতিক করের কথা বুঝিবাছিলেন। কিন্তু আধুনিক কালে ক্ষমতার নীতি অনুযায়ী কর আরোপ কথা বলিতে প্রধানত ক্রমবর্ধনশীল করের কথাই বেশ্বায়। বর্তমান কালের সকল রাষ্ট্রেই ক্রমবর্ধনশীল হারে করের নীতি মানিযা লইযাছেন। এই নীতিব পক্ষে তত্ত্বগত দিক হইতে শুক্তর যুক্তি ততটা নাই, কিন্তু সকল দেশের জনমতের স্পক্ষে যুক্তি কি কি সমর্থনের উপর ইহা স্প্রপ্রতিষ্ঠিত। আয-বৈষম্য দূর করা উচিত এইকপ দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভাব দেশের অধিকাংশ জনসাধারণের মন্যে দেশা যায়, আর গণতান্থিক রাষ্ট্রসমূহ অবিকাংশ অধিবাসীদের ইচ্ছা অন্ত্রশায়ী পরিসালিত হয় বলিয়া এই ক্রমবর্ধনশীল করনীতি গ্রহণ করিয়াছেন। তবুও বহুদিন যাবং বিভিন্ন পণ্ডিত ব্যক্তিরা ইহার স্বপক্ষে যে-সকল তবু গড়িয়া তৃলিয়াছেন, আমরা সংক্ষেপে উহাদের মন্যে ক্ষেক্টিকে আলোচনা করিছেল পাবি।

ক্রমবর্ধনশীল কবেব স্থপক্ষে সর্বাপেক্ষা গুকরপূর্ণ যক্তিব নিত্তি হইল ব্যক্তিগত আ্যের ক্ষেত্রে ক্রমহাসমান উপযোগিলাব নিষম। দ্রবাসামগ্রীর মত টাকার ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, ব্যক্তিব হাতে ইহাব পরিমাণ যত বাঙিতে থাকে, টাকার প্রান্তিক উপযোগিতা তত কমে। তাই কোন এক ব্যক্তির 100 টাকা আ্য হইতে শেষ টাকাটি লইযা আ্যানিলে যে হুপ্তি-হ্রাস হয়, উহাপেক্ষা কোন ব্যক্তির 1000 টাকা আ্য হইতে শেষ টাকাটি স্বাইথা লইলে হুপ্তি-হ্রাসর পরিমাণ কম। শুধু তাহাই নহে। 1000 টাকা আ্য হইতে 10 টাকা লইলেও ত্যাগ ফ্রাকার সমান হয় না। 100 টাকার আ্যে 1 টাকার ফ্রেক্স গুকর, 1000 টাকার আ্যে 10 টাকার গুফর উহাপেক্ষা কম। স্থতরাং এই ম্যাহ ইত্ত 10 টাকার ব্যক্তির বেশি, যেমন, 50 টাকা ভুলিয়া লইলে তবেই ত্যাগ-স্বীকারে সমত দেখা দিতে পারে।

দিতীয়ত, অধ্যাপক হব্সন একট্ ভিন্নভাবে ক্রমবর্ধনশীল করনীতিকে সমর্গন করিয়াছেন। তাঁহার মতে, প্রত্যেক ব্যক্তির আ্যের মধ্যে ছুইটি অংশ দেখা যায়; ব্যয় এবং উবৃদ্ধ। আ্যের মধ্যে ব্যয়ের অংশের উপর কর আ্রোপ করা ঠিক নয়, কারণ উহাতে আ্যই নই ইয়া যাইতে পারে। তাই সকল প্রকার করের উদ্দেশ্যই হইল আ্যের ক্র

উদ্ত অংশটুকু হইতে কিছুটা পরিমাণ সরাইয়া আনা। হব্দনের মতে, আং
যত কম উহাতে ব্যয়ের অংশ বেশি; আবার আয় যত বেশি ততই তুলনামূলকভাবে উহাতে উদ্তের অংশ অধিক। স্থতরাং ক্রমশ বেশি হারে কর
আবরাপ করিলে কোন ক্ষতি নাই, কারণ উধ্ব-আয় স্তরে আয়ের মধ্যে
অধিকতর উদ্তের অংশ হইতে সেই কর আদায় হইবে।

ভৃতীয়ত, অধ্যাপক মার্শাল ইহাকে সমর্থন করিয়াছেন বণ্টনের দিক
হইতে। তাঁহার মতে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় সম্পদেব
সামাজিক স্থায়বিচার
বিপুল বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়। ধনীদের হাত
হইতে সম্পদ সরাইয়া লইয়া দরিদ্রদের হাতে দিলে সামাজিক স্থায় বিচার
রক্ষিত হয়, রাষ্ট্রের হাতে এই স্থায়বিচার সাধ্যের অন্তত্ম প্রধান অস্ত্র হইল
ক্রমবর্ধনশীল কর।

সর্বোপরি, অধ্যাপক পিশু এই করনীতিকে সমর্থন করিয়াছেন ছইটি তত্ত্বে সাহায্যে: সর্বনিম সামগ্রিক ত্যাগের তত্ত্ব (Least aggregate sacrifice theory) এবং সম-ত্যাগের তত্ত্ব (Equal sacrific theory)। প্রথম তত্ত্ব অক্স্থায়ী তিনি বলেন যে, বিশেষ একটি স্তরের পরে উচ্চ আয়ের স্বটাই রাষ্ট্রের তুলিয়া লওয়া উচিত। কিন্তু বন্টনের দিক হইতে (from distributional

aspects) ইহা ভাল হইলেও সঞ্চয়, কর্মোন্তম বা উৎপাদনের নিম্নতম এবং সমান ভাগের নীতি দিক হইভে (from announcemental aspects) ইহা ক্ষতিকারক। তাই এই ছই বিরোধী অবস্থার চাপে,

মধ্যপন্থা হিসাবে, ক্রমবর্ধনশীল করনীতি সমর্থনের যোগ্য। দিতীয় তত্ত্ব, অর্থাং সমত্যাগের নীতি অন্থযায়ী তিনি বলেন যে, কোন ব্যক্তির নিকট নিজের টাকার প্রাস্তিক উপযোগিত। কেবলমাত্র সেই ব্যক্তির হাতে আয়ের মোট পরিমাণ দারা প্রভাবিত হয় না, অন্ত লোকের হাতে আয়ের পরিমাণের উপরও তাহা আনেকটা নির্ভর করে। স্কুতরাং ক্রমবর্ধনশীল করের সাহায্যে মোটামুটি আয়ে সমতা আনার চেষ্টা করা দরকার।

উপরের এই সকল প্রতিটি যুক্তির বিরুদ্ধে সমালোচনা করা সম্ভবপর।
আজকালকার ধনবিজ্ঞানীরা টাকার ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক
এই সকল বৃক্তির
উপযোগিতার নীতি মানেন না। অনেকে বলেন বে,
আয় বাড়িলে ব্যক্তির প্রয়োজনবোধ ও অভাববোধের
পরিমাণ বাড়ে, উহা আরও তীত্র হয়। আন্তঃব্যক্তি উপযোগিতার তুলন

(interpersonal comparisons of utility) এই নীতির মৃল কথা; তাহাও আব মানিয়া লওয়া চলে না। তাহা ছাড়া, আয় হইতে তৃপ্তি আনেকাংশে নির্ভর করে "প্রতিবেশীর আয়ের উপর" (Jones-factor)। সর্বোপরি, যদি-বা ইহা মানিয়াই লওয়া গেল, কিন্তু কি-হারে ব্যক্তির প্রাপ্তিক আয়গত উপযোগিতা (marginal income utility) হ্রাস পায় তাহার কোন বাস্তব (objective) মানদণ্ড নাই। স্ক্তরাং ক্রমবর্ধনশীলতার যে-হার বিভিন্ন রাষ্ট্র স্থিব করে উহা নিতান্ত অবৈজ্ঞানিক।

দিতীয়ত, হব্সনের যুক্তির বিরুদ্ধে বলা চলে যে, আয়ের মধ্যে ব্যয় ও উদ্ভের বে হুইটি অংশের কথা তিনি উল্লেখ করিয়াছেন সেই পার্থক্য নিতান্ত মনস্তান্থিক (psychological), ব্যক্তির ভাবজগতের বিষয়। সর্বশেষ বিশ্লেষণে এই পার্থক্য করার মালিক সেই ব্যক্তি নিজেই। রাষ্ট্র নিজে এই পার্থক্য ধরিয়া লইতে পারে না, কারণ তাহার হাতে ইহা পরিমাপের কোনরূপ বাস্তব মানদণ্ড (objective criteria) নাই। কিসের ভিত্তিতে, তবে ক্রমবর্থনশীলতার হার স্থির করা সম্ভব প

ভৃতীয়ত, মার্শাল ও পিশুর বক্তব্য সম্পর্কে বলা যায় যে, তাঁহাদের যুক্তি ন্থায়-অন্থায়বোধ ও নিজস্ব মনগড়া নীতিবোধের সহিত অঙ্গাঞ্জিভাবে জড়িত। ধনবিজ্ঞান শাস্ত্র বিশুদ্ধ বিজ্ঞান, 'উচিত-অন্থচিত' বলিয়া এই শাস্ত্র কোন কিছু বিশ্লেষণ করিতে পারে না।

অনেক ধনবিজ্ঞানীর মতে ক্রমবর্ধনশীল নীতির পরিবর্তে আমাদের সমাফুণাভিক নীতি গ্রহণ করাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত, কারণ ক্রমবর্ধনশীলতার হার নির্ভর করে, সম্পূর্ণভাবে, কর-আরোপকারীদের থেয়াল-খুশির উপর । Mc Culloch বলিয়া গিয়াছেন, "The moment you abandon, in the framing of such taxes, the cardinal principle of exacting from all individuals the same proportion of their income or of their property, you are at sea without rudder or compass, and there is no amount of injustice and folly you may not commit." এই নীতির বিরুদ্ধে আরও বলা হয় য়ে, করের ক্রমবর্ধনশীলতার দক্ষন ব্যক্তির সঞ্চয় ও কর্মোল্ডম ব্যাহত হয়, বিনিয়োগের হার কমে, অর্থনৈতিক ক্রমর্থির হ্রাস পায় ।

এই সকল সমালোচনা এবং বিরোধিতা সত্তেও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে

ক্রমবর্ধনশীল করনীতি গৃহীত হইরাছে। কর-আরোপকারীর ধেরালথুশি অন্থবায়ী এই সকল দেশে ক্রমবর্ধনশীলতার হার স্থির হয়, তাহা নহে। সমাজের অধিকাংশ জনমত দেশের আয়-বৈষম্য সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করে, তাহাদের সেই মূল্যবোধ ও সাম্যবোধের উপর মোটামুটি ভিত্তি করিয়া এই হার

স্থির করা হয়। তাহা ছাড়া, ক্রমবর্ধনশীলতার দক্ষন এই বিষয়ে কেইন্দ্ কি বলেন দেশের মূলধন-পঠন ব্যাহত হইয়াছে, বিভিন্ন দেশের ইতিহাসে এইরূপ দুষ্টাস্তও বাস্তবে বিশেষ দেখা যায়

না। সর্বোপরি, কেইন্সীয় তত্ত ক্রমবর্ধনশীলতার স্বপক্ষে গুক্ত্বপূর্ণ তাত্তিক সমর্থন যোগাইয়াছে। আধুনিক ধনবিজ্ঞানীরা অবিকাংশই কেইন্সীয় তত্ত্বের জন্থগামী। তাঁহাদের মতে দেশে বেকারি ও অপূর্ণ কর্মসংস্থান দূর করিতে হইলে এইরূপ কর দরকার। ধনিকদের ভোগপ্রবণতা কম, দরিদ্রদের ক্ষেত্রেইহা বেশি। আয় বাড়িলে ভোগপ্রবণতা ক্রমশ কমিতে থাকে, তাহাদের আয়ের ক্রমশ বেশি স্বংশ দঞ্জিত হইয়া জাতীয় আয়ে বৃদ্ধি ঘটাইতে দেয় না। কার্যকরী চাহিদা বাড়িতে পারে না, কর্মশংস্থান পূর্ণপ্ররে উঠিতে পারে না। ধনীদের উপর অধিক হারে কর বসাইয়া সেই টাকা বিভিন্ন উপায়ে দরিদ্র:দর হাতে দিলে তবেই সমাজের মোট ভোগব্যয় বাড়ে এবং দেশ পূর্ণ কর্মসংস্থান শুরে পৌছাইতে পারে। তাই তিনি এই করের সমর্থক। কেইন্দের মতে, "Since a policy of full employment requires a high marginal propensity to consume, progressive taxation is apparently necessary for transferring wealth from the rich who have a low marginal propensity to consume."

করনীতিসমূহ সম্পর্কে বিস্তৃত্তর আলোচনা (A further discussion on the Principles of Taxation) ?

প্রত্যেকটি দেশেরই কতকগুলি মর্থ নৈতিক লক্ষ্য (economic goals) আছে, সেই লক্ষ্য সাধনের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রের সকল মর্থ নৈতিক কাজকর্ম ও নীতি গৃহীত হইয়া থাকে। রাষ্ট্র যে-ধরনের কর ও যে-হার নির্বাচন করিবে তাহা এই মর্থ নৈতিক লক্ষ্যসাধনের উপযোগী হওয়া দরকার। সে এমনভাবে করের ভার সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ছড়াইয়া দিবে যাহাতে এই লক্ষ্যসাধনের প্রতেষ্টা কোনমতেই ব্যাহত না হয়।

বাষ্ট্রের অর্থনৈতিক লক্ষ্যসাধনের সহিত সামঞ্জন্ম রাথিয়া দেশের করকাঠামো গড়িয়া তুলিতে হইলে যে-ধরনের মানদণ্ড অনুবায়ী আমরা করগুলির উপযুক্ততা বিচার করিব তাহাদের করনীতি (principles of taxation) বলে।
স্প্রাচীন কাল হইতে বিভিন্নভাবে এই আলোচনা চলিয়া আনিতেছে। মার্কেণ্টাইলিন্ট ও ফিজিয়োক্রাটগণ তাঁহাদের করনীতি প্রচার করিয়াছিলেন; অ্যাডাম স্মিথ তাঁহার বিগ্যাত করকান্তন (canons of taxation) ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। কাসিকাল যুগের McCulloch, Say, John Stuart Mill সকলেই এই বিষয়ে বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। পরবর্তীকালে Elgeworth, Dalton, Pigou-ও এই বিষয়ে কম আলোচনা করেন নাই। করনীতি সম্পর্কে আলোচনার প্রসার প্রধানত নির্ভর করে অর্থনৈতিক কল্যাণ সম্পর্কীয় তত্ত্বের বা কল্যাণমূলক বনবিজ্ঞান শান্তের উন্নতির উপর; এই শাস্তের বর্তমান রূপের

আমবা পূর্বে বলি।ছি বে, দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সন্থে যে-ধরনের লক্ষ্য থাকে, তাহাব উপবোণী ও অন্থকপ করনীতি দেই দেশে গৃহীত হয়। আধুনিককালে, মোটানুটি সকল দেশ্লুশ্ব সমাজে স্বাধিক অর্থনৈতিক কল্যাণের উপযোগী তিনটি অর্থনৈতিক লক্ষ্য দেখিতে পাওয়া যায়: (১) সকল ব্যক্তির কল্যাণের সঙ্গে সামঞ্জন্ম রাখিনা ব্যক্তি.ক তাহার নিবাচন বা পছন্দের ব্যাপাবে স্বাধিক স্বাধীনতা দেওয়া; * ২) দেশের উপচরণ, উংপাদনকোশন, এবং ক্রেতা ও উপক্বণ-মালিকদের পছন্দের সঙ্গে সামঞ্জন্ম রাখিয়া জীবন্যাত্রার মান স্বোত্তম করা; । (৩) তৎকালীন সামাজিক তিনটি লক্ষ্য অন্থায়ী

ভাষবোধের সহিত সামঞ্জন্ম রাখিয়া আয়-বটন ব্যবস্থা গিছ্যা ভোলা। ‡ এই সকল অর্থনৈতিক লক্ষ্য অন্থায়ী দেশের কর্কাঠামোর তিনটি বৈশিষ্ট্য বা প্রধান নীতি আজ্কাল গৃহীত হইতেছে। ইহারা হইল:

ভিত্তিতে অধ্যাপক Musgrave ইহার আলোচনা করিয়াছেন।

() অর্থনৈতিক নিবপেক্ষতা (Economic neutrality)ঃ দেশের করকাঠামো এমনভাবে গঠিত হইবে যাহাতে উহা সকল উপকরণের সর্বোত্তম

^{*} Maximum freedom of choice consistent with the welfare of others,

[†] Optimum standards of living, in terms of available resources and techniques and in the light of consumer and factor-owner preference.

[‡] A distribution of income in conformity with the standards of equity currently accepted by society,

নিয়োগ-বিভাস ও ব্যবহারে কোনরূপ বাধা স্ষ্টি করিবে না; এবং সম্ভর্ব হইলেও এই সর্বোত্তম অবস্থায় পৌছিতে সাহায্য করিবে। তিনটি নীতি (২) ভায় (Equity): সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তি যে আয়বণ্টনকে সর্বোত্তম বলিয়া মনে করে, করভারের বণ্টন যেন তাহার অফুরূপ হয়। (৩) করশাসনব্যবস্থার উৎকর্ম (Quality of Tax adminstration): দেশের কর-কাঠামো এমন হইবে যেন কর-আদায়ের খরচ, কর-ফাঁকি এবং নাগরিকদের করদানে অস্ক্রবিধা স্বচেয়ে কম থাকে। এখন একে একে একে ইহাদের আলোচনা করা যাউক।

প্রথম নীতি হইল যে, অর্থ নৈতিক নিরপেক্ষতা (Economic neutrality) রক্ষার জন্ম করসমূহ এরপে ধরনের হংয়া দরকার যাহাতে সমাজে ব্যক্তির অর্থ নৈতিক কাজকর্মের ধরনে গুরুত র পরিবর্তন না আনে। অর্থ নৈতিক লক্ষ্যসাধনের পক্ষে অপরিহার্য কোনরপ পরিবর্তন ছাড়া ব্যক্তির কাজকর্মে পরিবর্তন না-আনা করনীতির একটি প্রধান বিবেচ্য

১। অর্থ নৈতিক নিরপেক্ষতা বিষয়। সাধারণত তিন দিক হইতে রাষ্ট্রেব কর ব্যক্তির কাজকর্মে পরিবর্তন আনিতে পারে। প্রথমত, ইহা

জেতার পছন্দ বদ্লাইয়া দিতে পারে। যেমন, ধুতি কাপড়ের উপর কর বসিলে লোকে ইহার বদলে প্যাণ্ট ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হইবে, কারণ ভুলনামূলক ভাবে প্যাণ্টর দাম এখন কম। বিতীয়ত, করের ফলে কোন উপাদানের মালিক পূর্বাপেক্ষা কম বা বেশি তাহার উপাদান যোগান দিবার সিদ্ধান্ত করিতে পারে। যেমন, আয়কর বেশি হইলে পরিশ্রম কমাইয়া লোকে অধিক পরিমাণে বিশ্রাম গ্রহণ করিতে পারে। তৃতীয়ত, করের ফলে উত্যোক্তা উৎপাদন-পদ্ধতি পরিবর্তনের জন্ত সচেই হইতে পারে। ভে.গাদ্রব্য এবং মূলধনী-জ্ব্য উৎপাদনের অমুপাত বদ্লাইতে পারে। স্থতরাং, এই সকল দিকে পরিবর্তন যাহাতে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক লক্ষ্যসাধনে সাহায্য করে সেইরূপ করই আরোপ করা উচিত।

ধিতীয় নীতি ইইল যে, যাহাতে ভায়ভাবে করভার বন্টিত হয় (Equity in the distribution of the burden) সেই দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। এখানে ভাষ্য বলিলে বোঝা যায় সমাজের সাধারণ জনমত বা সর্বজনীন ইচ্ছ। বে-আয়বন্টনকে ভাষ্য বলিয়া গণ্য করিতে চান, করভার যেন উহার অফুরুপ ভাবে বৃষ্টিত হয়। ভায়নীতির হুইটি দিক আছে (two aspects): একটি

হইল সমান অবস্থার সকল ব্যক্তির সহিত সমান আচরণ করা (equal treatment of equals) এবং দিতীয়টি হইল পূথক অবস্থাব ব্যক্তিদের অবস্থার তারতম্য অসুষায়ী আপেক্ষিক ধরনের আচরণ করা (relative treatment of persons in unlike circumstances)। প্রথম দিকটি লইয়া বিশেষ কোন সমস্তা নাই; কিন্তু দিকটি লইয়াই বহুপ্রকার সমস্তা দেখা দেয়। যাহারা অপরের তুলনায় একটু "ভাল অবস্থায়" (better off) আছে তাহারা একটু বেশি কর দিবে ইহা সকলেই মানিয়া লইয়াছেন, কিন্তু "ভাল অবস্থাম" কাহাকে বলে এবং বিভিন্ন অবস্থার ব্যক্তিদের উপর আপেক্ষিক করভার কিরূপ হওয়া উচিত, তাহা লইয়া যথেষ্ট মতবিরোধ আছে।

করভারের ন্যায়-সংগত বণ্টন সম্পর্কে সাধারণভাবে ছই ধরনের আলোচনা বা ভত্ত্ব দেখা গিয়াছে: একটিব ভিত্তি হইল উপকারিতা (banefit), আর অপরটিব ভিত্তি হইল প্রদানক্ষমতা (ability to pay)। উপকারিতা ও উপকারিতা তত্ত্বের মূল কথা হইল ব্যক্তি যেমন দাম দিয়া জিনিস কেনে, কারণ সেই জিনিসটি তাহার নিকট উপকারী, ঠিক সেইরূপ সরকারের কাজকর্ম হইতে উপকার পায় বলিয়াই সেকর দেয়। কোন না কোন উপায়ে এই দেয় করের পরিমাণ নির্ধারিত হইবে উপকারিতা অমুযায়ী। এই তত্ত্বের সমর্থকেরা ইহাই ন্যায়দংগত গলিয়া মনেকরিতেন। কিন্তু দেখা য়ায়, সরকারের বেশির ভাগ কাজই জনকল্যাণমূলক হইয়া উঠিতেছে, দরিদ্র শ্রেণীর কল্যাণ বাড়াইবার উপযোগী সরকারী কাজকর্ম করা হইতেছে। এই সকল কাজের ব্যয় হিসাবে একমাত্র তাহাদের নিকট হইতেই কর আদায় করা উচিত, ইহা কথনই ন্যায়দংগত হইতে পারে না।

তাই বর্তমানে স্থায়নীতি অমুদারে প্রদান-ক্ষমতা অমুঘায়ী করভার বণ্টনই

মোটামটি গুহীত হইতেছে।*

উনবিংশ শতাকীর মধ্য হইতে বর্তমানকাল পর্যন্ত প্রদান ক্ষমতাকে ব্যাখ্য করার জন্ম ব্যক্তিগত ত্যাগ স্বীকারের কথা আলোচিত হইতেছে। ক্ষমতা অনুযায়ী ত্যাগ স্বীকার করা সম্পর্কে মোটাটটি তিন প্রকার দৃষ্টিভঙ্গ দেখা গিয়াছে; সমত্যাগনীতি (principle of equal বিভিন্নবপ ত্যাগের sacrifice), আমুপাতিক ত্যাগনীতি (principle of নীতি proportional sacrifice) এবং নিম্নতম সামগ্রিক ভাগনীতি (principle of minimum or least aggregate sacrifice) । এই সকল তত্ত্ব মোটামটি গ্রহটি অনুমানের ভিত্তিতে আলোচিত হইবাছে, (ক) ক্রমহাসমান আয়গত উপযোগিতার নিষম (law of diminishing income utility) এবং (থ) সমান আ্য হইতে স্কল ব্যক্তির তৃপ্তি-লাভের ক্ষমতা সমান অর্থাৎ উপযোগিতার আন্ত:ব্যক্তি তুলনা (interpersonal comparisons of utility)। বর্তমান কালেব কল্যাণমূলক ধনবিজ্ঞান উপরের এই হুইটি অফুমানই মানিব। লয় না। তাই ত্যাগ স্বীকারের এই সকল তরগুলির সাহাযে প্রদানক্ষমতা পরিমাপ করা বর্তমানে আর চলে ন!।

তৃতীয় করনীতি হইল কব আদায়ের নিম্নতম ব্যথের নীতি—(Minimum costs of tax collection)। করের উদ্দেশ্য, হার, তানিমতম বার করদানের পদ্ধতি প্রভৃতি যত স্কুম্পাঠ থাকে, কর-আদাযের বায় ও বিদ্ন ততই কম হইবে। সরলতা ও স্পাইতাই করনীতির অ্যতম গুণ।

কর-বহন বোগ্যতা (Taxable capacity):

কোন নিদিষ্ট সময়ে কোন দেশের জনসাধারণ মোট যে-পরিমাণ কর দিতে প্রস্তুত আছে, তাহাই দেশের কর-বহন যোগ্যতা। কোন জাতির এই কর-বহন যোগ্যতাকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়া কর-বহন যোগ্যতা থাকে। স্তাব্ জোশিয়া স্ট্যাম্পেব মতে, দেশের মোট উৎপাদন হইতে অন্তির রক্ষার স্তরে জনসাধারণকে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে যে-টাকা প্রয়োজন তাহা বাদ দিলে যাহা বাকি খাকে তাহাই দেশের কর-বহন যোগ্যতা। কিন্তু অন্তির রক্ষার স্তর কোথায় নির্দিষ্ট করা হইবে বা সেই স্তর বজ্ঞায় রাখিতে কি-পরিমাণ টাকা ব্যয় করা দ্রকার হইবে, তাহা হির করার কোন নির্দিষ্ট মাপকাঠি নাই। তাহা হাড়া, এই উদ্ধের

সবটুকুই রাষ্ট্র লইয়া গেলে মূলধন-গঠন হয় না, জাতির ভবিষ্যং উৎপাদন ক্ষমতা ও ভবিষ্যৎ কর-বহন যোগ্যতা কমিয়া যায়।

স্থতরাং জাতীয় আয় হইতে মূল্পন অক্ষু রাথা এবং জনসাধারণের দক্ষতা বজায় রাথার জন্ম প্রয়োজনীয় টাক। বাদ দিলে যাহা অবনিষ্ট থাকে তাহাই দেশের কর-বহন যোগ্যতা, সাধারণত এইরপেই ইহাকে ব্যাথার করা হয়। কিন্তু এই ব্যাথ্যাও বিশেষ অস্পৃত্তি এবং কর-বহন যোগ্যতা করা হয়। কিন্তু এই ব্যাথ্যাও বিশেষ অস্পৃত্তি এবং কর-বহন যোগ্যতা করা হয়। কিন্তু এই ব্যাথ্যাও বিশেষ অস্পৃত্তি এবং অস্কৃতিবার্তার রহিব বজায় রাথার জন্ত কি-হারে টাকা নির্দিষ্ট করিতে হইবে, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। স্বাভাবিক সময়ে শুধু মূল্ধন অক্ষু ব থিলে চলিবে না, আরও অধিক হারে টাকার সঞ্চয় করিতে হইবে, কারণ তাহা হইলেই জাতীয় আয় ক্রমশ বিধিত হইতে থাকে। স্কুতরাং, এই বাবণার বিশ্লেষণে বিশেষ অস্কৃতিব। আছে। ইহা সম্পূর্ণ আপেক্ষিক; ধর'-

কর বহন যোগ্যতাকে সঠিকভাবে পরিমাপ করা যায় না বটে কিন্তু যে-বিষয়গুলির দারা ইহা নির্ধারিত, তাহাদের আলোচনা কবা যাইতে পারে। প্রথমত, জনসাধারণের মনস্তত্ত্ব। যেমন স্বাভাবিক সময়ে লোকে যে-কর দিতে রাজি থাকে, যুদ্ধের সময়ে তাহা অপেক্ষা তাহাদের কর-বহনযোগ্যত। অনেক বেশি, কারণ ওই সময়ে তাহাদের মনোভাব সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ। দিতীয়ত, দেশের অভ্যন্তরে জাতীয় আয়ের বর্ণনের নিবার**ণকারী বিষয়-**উপরও কর-বহন যোগ্যতা নির্ভর করে। আয়-বৈষম্য যত ^{ন্মুত}ঃ মনস্তত্ত্ব, জাতীয় शायन वर्षेन, अनमःशा বেশি থাকে, কর-বহন যোগ্যতা তত বেশি। তৃতীয়ত, টুক্ব হার**, দেশের** জাতীয় আয়ের অমুপাতে জনসংখ্যার পরিমাণের উপর শ্বি সংগঠন, জীবন-ইহা নির্ভর করে। জাতীয় আয়ে বুরির তুলনায় ^শ্রাব মান, কর-ব্ৰপ্তার প্রকৃতি, রাষ্ট্রায় জনসংখ্যার বৃদ্ধি দ্রুততর বা অধিকহারে হইলে মাথাপিছু ₹.৭৭ প্রকৃতি আয় ক্রমিয়া যায়; জাতির কর-বহন যোগ্যতা হ্রাস পায়।

চ্চুথত, দেশের সামগ্রিক শিল্প সংগঠনের প্রকৃতির উপর ইহা নির্ভর করে।
বিদ মুলধন-গঠনের হার অধিক রাখিতে হয় (যেমন অফুলত দেশে
পরিকল্পনার সময়ে), ভাহা হইলে সেই সময়ে দেশের কর-বহন যোগ্যতা কম।
কিন্তু বর্তমানে মূলধন-গঠনের ফলে ভবিঘাতে জাতীয় আয় বাড়িতে পারে,
এমতাবহায় দেশের ভবিঘাৎ কর-বহন যোগ্যতা বেশি হইবে। পঞ্মত, ইহা

নির্ভর করে জনসাধারণের জীবনষাত্রার মানের উপর; কারণ উহা দারাই তাহাদের মনস্তব্ধ, দক্ষতা, কাজ করিবার ক্ষমতা ও স্পৃহা নির্ধারিত হয়। বর্চত, কর-ব্যবস্থার (Tax System) প্রকৃতির উপর ইহা নির্ভর করে। কর-কাঠামোতে তুলনামূলকভাবে প্রত্যক্ষ কর অধিক থাকিলে কর-বহন যোগ্যতা বেশি; দেশের উৎপাদন-ক্ষমতা অকুগ্ধ রাথিয়া ইহাদের সাহায্যে অধিক পরিমাণ কর-রাজস্ব আদায় করা চলে। সর্বশেষে ইহাও লক্ষ্য রাথা দরকার যে, কর-বহন যোগ্যতা নির্ভর করে রাষ্ট্রীয় ব্যরের প্রকৃতির উপর। যদি বর্তমানে শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতির উপর ব্যয় অধিক হয়, তাহা হইলে দেশের কর-বহন যোগ্যতা বাড়িবে। কিন্তু বর্তমানে যদি সমরসম্ভার প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে বা প্রতিযোগিতামূলক সমরপ্রস্তুতিতে রাষ্ট্রীয় ব্যর করা হয়, তাহা হইলে দেশের কর-বহন যোগ্যতা কমিয়া যাইতেছে বলিয়া মনে-করা চলে।

ডাল্টনের মতে এই ধারণা অত্যন্ত ধোঁয়াটে ও অপ্পর্ট, চূড়ান্ত কর-বহন
যোগ্যতা বলিয়া কিছু নাই, রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় ইহাকে
নোটেই স্থান দেওয়া উচিত নয়। অপরপক্ষে, ফিণ্ড্লে
রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিতে
ইহার স্থান
আছে; স্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিক অবস্থায় কোন্ দেশ
সর্বাধিক কি-পরিমাণ কর দিতে রাজি আছে সেই সীমা, অস্পষ্টভাবে হইলেও,
সরকারের জানিয়া রাথা সর্বদাই ভাল। আধুনিক কালে, কলিন ক্লার্ক জাতীয
আয়ের 25%-এর বেশি কর-আদায় উচিত নয় বলিয়া মত প্রকাশ
করিয়াছেন।

কর্মাত ও কর্পাত (Impact and Incidence of Taxes):

কোন কর ধার্য করা হইলে যাহার নিকট হইতে কর্তৃপক্ষ কর গ্রহণ করেন, তিনি করের প্রথম আঘাত বহন করেন, কিন্তু তিনি নিজে প্রকৃতপক্ষে করের আর্থিক ভার বহন না-ও করিতে পারেন। তাঁহার উপর কর আরোণিত হইলে বটে, কিন্তু তিনি করের দক্ষন প্রদন্ত অর্থ অপর কাহারও নিকট হইতে আদায় করিয়া লইতে পারেন। অর্থাৎ তাঁহার উপর কর আরোণিত হইলেও সেই করের আর্থিক ভার অপর কেহ বহন করিল, এইরূপ ঘটিতে পারে। যাহার উপর কর আরোণিত হইয়াছিল তিনি কর-ঘাত (impact) বহন করেন;

হার যিনি সত্যই আর্থিক ভার বহন করেন, অর্থাৎ নিজের আয় হইতে করপ্রদান করিয়া যাহার আর্থিক আয় কমিয়া যায়, তিনি প্রক্রতপক্ষে কর-পাত
(Incidence) বহন করেন, এরূপ বলা হয়। কাহারও উপর কর আরোপিত
হইলে তিনি কর-প্রদানের দায়িত্ব অপরের নিকট সরাইয়া দিতে পারেন।
কর প্রদানের দায়িত্ব অপরের নিকট অপসাবণ করার এই ধারাকে করসরপ
(Shifting) বলা হয়।

করের ফলাফল (Effects) এবং কর-পাত (Incidence) উভ্যের মধ্যে পার্থক্য আছে। যেমন, কোন উত্যোক্তা যদি দ্রব্যের দাম বাড়াইয়া আরোপিত করকে সরাইয়া ভোগকারী ক্রেতাদের দিকে ঠেলিয়া দেয়, ভালাফল ও করপাত এক নয় তাহা হইলে বিক্রয় কমিয়া তাহার নিজের, শ্রমিকদের বা কাঁচামালের বিক্রেতাদের আয়, বয়য়, সঞ্চয় প্রভৃতি কমিবে, য়য়াজে সেই কর আরোপিত হইবার দক্ল বহু প্রকার ফলাফল দেখা দিবে।
য়ব্যাত বলিলে এই সকল ফলাফল বুঝায় না; ইহার অর্থ হইল সর্বশেষ শুরে করের আথিক ভার কাহার উপর পডিতেছে, কে সত্যই কব প্রদান হইতে সাথিক ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে।

কর-সরণ অনেক রূপ লইতে পারে। কোন দ্রব্যের উপর কর আরোপিত হইলে উৎপাদক করের পরিমাণ অন্থবায়ী দাম রৃদ্ধি করিয়া সেই কর ক্রেতার নিকট সরাইয়া দিতে পারে, অথবা দ্রব্যের গুণ বা উৎকর্ষ কনাইয়া দিয়া পূর্বাপেক্ষা থারাপ দ্রব্য বিক্রয় করিয়া আসল ভার ক্রেতার নিকট পাঠাইতে পারে।

কর-সরণ অগ্রমুখী (Forward) বা পশ্চাৎমুখী (Backward) হইতে পারে। যদি উৎপাদকের উপর কর আরোপ করা হয় তাহা হইলে উৎপাদক কর-প্রদানের দায়িত্ব ক্রেতাদের নিকট সরাইয়া দিলে তাহা অগ্রমুখী কর-সরণ: যদি সে কাঁচামালের বিক্রেতার উপর দিয়া কম দামে কাঁচামাল ক্রয় করিয়া কর-ভার তাহার নিকট সরাইয়া দিতে পারে, তাহা হইলে উহা পশ্চাৎমুখী কর-সরণ।

ক্র-পাতের পরিমাণ নির্ভর করে উৎপাদক ও ক্রেডার পারম্পরিক ^{ক্}রাণসারণের ক্ষমতার উপর। সাধারণত, যিনি কর-ঘাত বহন করেন, তিনি করের সম্পূর্ণ অংশ নিজেই বহন করেন না অথবা সম্পূর্ণ অংশই অন্তের উপর
সরাইয়া দিতে পারেন না। করের পরিমাণ পর্যন্ত দামে
বৃদ্ধি করিতে পারিলে কর-ভার সম্পূর্ণ অন্তের উপর সরাইয়
দেওয়া ষায়; দাম মোটে বাড়াইতে না পারিলে করের
পরিমাণ সম্পূর্ণ নিজে বহন করিতে হয়। সাধারণত এইরপ অবস্থায় দাম অয়
কিছু বাড়িয়া য়ায়, বিক্রেয় ও মুনাফা কমে এবং উৎপাদক ও ক্রেতার মধ্যে কর-পাতের অংশ বিভক্ত হইয়া য়ায়।

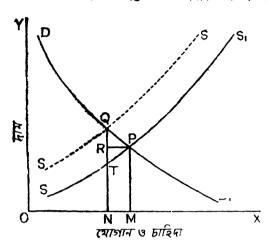
দ্রবাদির ক্ষেত্রে, কর-সরণের পরিমাপ কিরূপ হইবে তাহা সাধারণভাবে নির্ভর করে দ্রব্যের যোগান ও চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার উপর। করের আর্থিক ভার উৎপাদক ও ক্রেতাদের মধ্যে কিরূপে বিভক্ত হইবে, তাহা দ্রব্যের চাহিদা ও যোপানের স্থিতিস্থাপকতার উপর নির্ভর করিবে। যদি দ্রব্যের চাহিদ স্থিতিস্থাপক হয়, তবে দাম বাড়ান বিশেষ চলিবে না, কারণ তাহাতে বিক্রয় খুবই ক্মিয়া যাইবে: এমতাবস্থায় উৎপাদক বা বিক্রেডাকেই করের অধিক অংশ বহন করিতে হইবে। চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হইলে দ্রব্যের দাম রুদ্ধি হইলেও বিক্রয় বেশি কমিবে না, ক্রেতাদেরই করের অধিকাংশ বহন করিতে হইবে। যদি যোগান স্থিতিস্থাপক হয়, তাহা হইলে চাহিদা ও যোগানের করের অধিক অংশ ক্রেতাদের বহন করিতে হইবে: ন্থিতিস্থাপক**তা** যদি অন্থিতিস্থাপক হয়, তাহা হইলে করের অধিক অংশ বিক্রেতা বা উৎপাদককে বহন করিতে হয়। স্থতরাং করের আর্থিক-ভার ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের মধ্যে বিভক্ত হইয়া যাইবে, এই বিভাগের পরিমাণ চাহিদা ও বোগানের দ্বিতিস্থাপকতার পারস্পরিক শক্তির উপর নিভঃ कदिरव ।

সূত্রাকারে প্রকাশ করিলে বলা যায়:

করভারের বিক্রেভার অংশ = চাহিদার স্থিভিস্থাপকত। করভারের ক্রেভার অংশ ধাসানের স্থিভিস্থাপকত।

কোন একটি পণ্যের উপর করপাত আমরা রেথা-চিত্রের সাহায্যেও প্রকাশকরিতে পারি। পরপৃষ্ঠার চিত্রে DD1 এবং SS1 হইল ষথাক্রমে দ্রবাটির চাহিদারেথা ও ষোগান রেথা। P বিন্দৃতে ভারসাম্যের দাম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। PM দামে OM পরিমাণ চাহিদা ও যোগান হইতেছে। কর-আরোপের ফ্লেবর্ডমান দাম দাড়াইল QN; এই দামে বিক্রয় হইতেছে ON, দাম বাড়িয়াছে

QN-PM=QR এবং বিক্রমের পরিমাণ কমিয়াছে OM-ON=PR. মোট কর QT-র মধ্যে ক্রেডারা বহন করে QR এবং উৎপাদকেরা বহন করে RT.*



বিক্রেতা ও ক্রেতাদের উপর করন্তারের এইরপ বণ্টন হয় দাম ও উৎপাদনের পরিমাণে পরিবর্তনের মারফং এবং এই সকল পরিবর্তন কিছুটা সময্যাপেক্ষ। স্থতরাং দীর্ঘকালেই কর-পাত সম্পূর্ণ ঘটে, সম্ব বিচারের ওক্ত শ্রুকালে, করের প্রভাবে দাম বৃদ্ধি হয় এবং সাধারণত ভোগকারী বা ক্রেতাদেরই সম্পূর্ণ ভার বহন করিতে হয়।

দীর্ঘকালে, অপরাপর বহু প্রভাব দেখা দিতে পারে। সাধারণত, সমাজে সকল দ্রব্যাদির দাম পারস্পরিকভাবে সংযুক্ত; কোন দ্রব্যের উপর কব আরোপ করিলে অফান্ত দ্রব্যাদির (পরিবর্ত দ্রব্যাদি, দীর্ঘকালীন করপাত সহযোগী দ্রব্যাদি, বা কাঁচামাল প্রভৃতি) দাম, উৎপাদন প্রভৃতি প্রভাবাধিত হয়, ধেমন কাঁচামালের উৎপাদক কম দাম গ্রহণ করিছে

* যদি করে গুর ভঙ্কহারে পরিংওন ইইয়াছে বলিয়া আমরামনে করি, ভাহা ইউলে Pও Q গুর কাছাকাছি অবস্থিত অর্থাৎ একেবারে পরম্পর নিকটতম বিন্দুবলিয়া ধনিয়া লইতে পারি ৷ দেই অবস্থায়,

চাহিদার হিভিন্থাপকতা
$$= \frac{MN}{OM} + \frac{QR}{PM} = \frac{MN}{OM} \times \frac{PM}{QR}$$
 এবং শোগানের হিভিন্থাপকতা $= \frac{MN}{OM} - \frac{RT}{PM} = \frac{MN}{OM} \times \frac{PM}{RT}$ হুতরাং, চাহিদার হিভিন্থাপকতা $= \frac{RT}{QR}$ যোগানের হিভিন্থাপকতা $= \frac{RT}{QR}$

করভারের বিক্রেভার অংশ করভারের ক্রেভার অংশ

বাধ্য করিতে পারে। এই সকল বিষয়ে সন্মিলিত প্রভাবে দী**র্ঘকালীন কর-পা**ত নির্ধারিত হয়।

যদি দ্রব্যটি সমহার উৎপল্লের নিয়ম (Law of Constant Returns)
অনুবারী উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে সাধারণত আরোপিত করের সম্পূর্ণ পরিমাণ
পর্যন্ত দামে বৃদ্ধি হইতে পারে ৷ কর-আরোপের ফলে দাম
সমহার প্রতিনানের
নিরম ও কর-পাত
পরিমাণ পরিবর্তিত হইলে ইউনিট-প্রতি ব্যয় সমানই পাকে

স্থতরাং করের পরিমাণের অধিক দাম রৃদ্ধি হইতে পারে না।

দ্রব্যটি যদি ক্রমহাসমান উৎপল্লের নিয়ম মানিয়া চলে অর্থাৎ ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-ব্যয়ের নীতি অন্থারী উংপল্ল হয়, তাহা হইলে দামে বৃদ্ধি করের পরিমাণ হইতে কম হইবে। বেমন, ধরা যাক 1000 ইউনিট দ্রব্য উৎপল্ল ক্ষর্যাসমান-প্রতিদানের প্রতি টিলটি-প্রতি উৎপাদন-ব্যয় 7 টাকা। ইউনিট-প্রতি বিশ্বম ও করপাত প্রতি 1 টাকা কর আবোপের ফলে দাম প্রথমেই বাড়িয়া ৪ টাকা হইবে, ফলে চাহিদা কমিয়া যাওয়ায় উৎপাদন ক্রমিবে। কম উৎপল্ল হইলে, (ধরা যাক, 800) ইউনিট-প্রতি ব্যয় কমিয়া 6½ হইল; ইহার সহিত কর যোগ করিয়া দাম হইবে 7½, অর্থাৎ করের পরিমাণের ভুলনায় দামে বৃদ্ধি কম হইল।

জব্যটি যদি ক্রমবর্ধমান উৎপল্লের নিয়ম মানিয়া চলে অর্থাৎ ক্রমন্থাসমান উৎপাদন-ব্যয়ের নীতি অন্থবায়া উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি করের পরিমাণ হইতে বেশি হইতে পারে। যেমন, ধরা ফ্রমবর্ধমান প্রতিদানের বাউক 1000 ইউনিট দ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে, ইউনিট-প্রতি উৎপাদন-ব্যায় 7 টাকা। কর আরোপের ফলে দাম প্রথমেই বাড়িয়া 8 টাকা হইবে, ফলে চাহিদা কমিয়া যাওয়ায় উৎপাদন কমিবে। কম উৎপন্ন হইলে, ইউনিট-প্রতি ব্যয় বাড়িয়া 7½ টাকা হইল ; ইহার সহিত কর যোগ করিয়া দাম হইবে ৪½, টাকা অর্থাৎ করের পরিমাণের ভুলনায় দামে বৃদ্ধি বেশি হইল।

একচেটিয়া দ্রব্যের উপর কর-পাত নির্ভর করে করের প্রাঞ্চির উপর।
সাধারণত, যে পরিমাণ উৎপাদন ও বিক্রের করিলে
একচেটিরা ব্যবসারে
প্রকর-পাত
প্রিমাণ উৎপাদন ও বিক্রের করে এবং সেই
ক্ষম্বারী দাম শ্বির করে। মুনাফার উপর কর আরোপিত হইলে, দামে

কোন পরিবর্ভন ইইবে না—ভাহার নিজের উপরই সম্পূর্ণ কর-পাভ ঘটবে।●

উৎপাদনের পরিমাণের উপর কর আরোপিত হইলে, সাধারণত দাম একটু বাড়িয়া যায় এবং ভোগকারী কর-পাতের অংশ বহন করে। করকে উৎপাদন ব্যয়ের মধ্যেই ধরিয়া লইলে প্রাস্তিক ব্যয় বেশি স্কৃতরাং দামও বাড়িয়া যায়।

দাম কি পরিমাণে বাড়িবে বা একচেটিয়াদার ও ওংপাদনের উপর কর ও ভোগকারীকে কর-পাতের কিরপ অংশ বহন করিবেন, ভাহা চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার উপর নির্ভর করে।

চাহিদা যত বেশি স্থিতিস্থাপক হইবে একচেটিয়াদার তত অধিক অংশ বহন করিবেন। উৎপাদন যত বাড়িবে করহার ততই কমিবে—এইরপ কর স্থাপিত হইলে একচেটিয়াদার দাম কমাইয়াও (অধিক চাহিদা স্কৃত্তি করিয়া) উৎপাদন বাড়াইতে পারে; অর্থাৎ ব্যক্তিগতভাবে তাহার কর-ভার এড়াইবার চেষ্টাতে ভোগকারীদের স্থাবিধা হইয়া যাইতে পারে।

প্রত্যক্ষ কর ও পরে কৈ কর (Direct and Indirect Taxes)

যে-ব্যক্তির উপর কর আরোপিত হয়, যদি সেই ব্যক্তিই সর্বশেষ হুরে করের আর্থিক ভার বহন করিতে বাধ্য হয়, তাহা হইলে এইরপ করকে প্রত্যক্ষ কর বলে। (যেমন, আয়কর প্রভৃতি)। যাহার উপর করআরোপিত হয় বা যাহার নিকট হইতে কর আদায় করা হয় যদি সেই ব্যক্তি
কর-ভার অন্তের উপর সরাইয়া দিতে পারে বা অন্তের
প্রত্যক্ষ কর ও পরোক্ষ
কর কাহাকে বলে
সেইরূপ করকে পরোক্ষ কর বলে (যেমন বিক্রয়কর,
আমদানি শুক্ত প্রভৃতি)। অর্থাৎ, কর-ঘাত ও কর-পাত একই ব্যক্তির উপর

ভাহা পরোক্ষ কর। প্রভাক্ষ করের স্থবিধা হইল যে (:) ইহা ক্রমবর্ধমান হারে আরোপিত করা যায়, ব্যক্তির কর-প্রদানক্ষমতা ক্ষমুযায়ী ভাহার নিকট হইতে কর

হইলে ভাছা প্রভাক্ষ কর: কর-ঘাত ও কর-পাত পুণক ব্যক্তির উপর হইলে

* মুনাফার উপর তিন প্রকার কর আবোপিত ইইতে পারে. (ক) মুনাফা হইতে মোটামুটি কিছু পরিমাণ অর্থ. (খ) মুনাফার শতকরা কিছু অংশ. (গ) মুনাফার উপর ক্রমবর্ধমান হারে।
সকল ক্ষেত্রেই সাধারণত কর-পাত একচেটিরালায়ের উপর। এই বিষষ্টি আবার পরে আলোচিত
ইইতেকে।

আদায় করা সম্ভবপর। (২) প্রত্যক্ষ করের আর্থিক ভার সকলেই নিশ্চিতরূপে জানে। কখন, কি-পরিমাণ, কোথায়, কিভাবে কর দিতে হইবে
ভাহা নিশ্চিত ও শ্পষ্ট; ইহাতে ব্যক্তি এবং রাষ্ট্র উভরেই
প্রত্যক্ষ করের হবিধা
নিজেদের ব্যয় ও আয় সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিত থাকে। (৩)
প্রত্যক্ষ কর আদায়ের ব্যয় পুবই কম; ইহা ব্যয়সংকোচনীল। (৪) প্রত্যক্ষ কর পুবই প্রসারশীল (elastic); কর-হার অল একটু বাড়াইলে প্রত্যক্ষ কর হইতে রাজস্ব আয়ের পরিমাণ বাড়ানো যাইতে পারে। (৫) প্রত্যক্ষ করদাতা
রাষ্ট্রীয় ব্যয় সম্বন্ধে সচেতন হইয়। উঠে; নিজেদের নাগরিক দায়িত্ব ও অধিকার
সম্পর্কে সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টি দেখা যায়।

প্রত্যক্ষ করের অস্থবিধা হইল, (১) ইহা সাধারণত খুবই অপ্রিয়।
সরাসরি পকেট হইতে এই কর দিতে হয় বলিয়া লোকে ইহা বিশেষ অপচন্দ
করে। লোকে ব্যক্তিগত আয়ের উৎস প্রকাশ করিতে চাহে না, তাহাও
ইহা অপছন্দের অন্ততম প্রধান কারণ। (২) প্রত্যক্ষ কর লোকের কর-ফাঁকি
দেওয়ার বা অসাধৃতা অবলম্বন করার প্রবণতা বাড়াইয়া
প্রত্যক্ষ করের অথবিধা
দেয়। (৩) প্রত্যক্ষ করের ক্রমবর্ধনান হার সম্পূর্ণ
অবৈজ্ঞানিক এবং অর্থ নৈতিক হিসাবের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। ক্রমাগত
উচ্চ আয়ন্তরে বে-হারে টাকার প্রান্তিক উপযোগিতা ক্রিয়া যায়, তাহার
সহিত ক্রমবর্ধনান কর-হারের যোগ থাকা উচিত, কিন্তু বান্তবে উদ্বা পরিমাপযোগ্য নহে। (৪) উচ্চ আয়-বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আয়ের উপর উচ্চহারে
প্রত্যক্ষ কর আরোপ করিলে উহা সঞ্চয়-ম্পৃহা বা কর্মোয়্বম ক্রমাইয়া
দিতে পারে।

পরোক্ষ করের স্থবিধা হইল (১) ধনী-গরীব সকলকেই সাধারণত এই কর
দিতে হয়, ফলে কর-কাঠামো বিস্তৃতন্তিত্তিক (broad-based) হইতে পারে।
(২) এই ধরনের কর প্রদান করদাতাদের পক্ষে বিশেষ স্থবিধাজনক, কারণ
ইহা প্রতিবারে খ্ব অর পরিমাণে দিতে হয়। (গ) দ্রবোর
পরোক্ষ করের স্থবিধা

দামের মধ্যে কর জড়িত থাকে বলিয়া ইহা বিশেষ অপ্রিয়
বোধ হয় না। (ঘ) কতকগুলি দ্রব্যের চাহিদা অস্থিতিয়্বাপক হওয়ায়
উহাদের উপর কর-স্থাপন করিলে প্রভৃত রাজস্ব পাওয়া যাইতে পারে। (ঙ)
পরোক্ষ করের সাহাধ্যে সামাজিক সংস্কারের কার্য কিছুদ্র অঞ্জসর করানে।
যাইতে পারে (বেমন, মদ্ প্রভৃতির উপর শুক্ষ)।

পরোক্ষ করের অস্থবিধা হইল (১) ব্যক্তির আয়ের পরিমাণ বিবেচনা না করিয়াই ইহা আদায় করা হয়, স্থতরাং ইহাকে প্রগতিশীল বলা চলে না। তুলনামূলকভাবে গরীবদের উপর এই করের চাপ অধিক পড়ে, তাহাও বাঞ্ছনীয় নয়। (২) এই কর আদায় করার শাসনতাস্ত্রিক ব্যয় অনেকক্ষেত্রে প্রক্র বেশি; স্থতরাং ব্যয়নির্বাহ করিয়া বিশেষ উচ্ত রাজস্ব পাওয়া যায় না। (৩) সমাজের ভোগ-প্রবণতায় আঘাত দেওয়ায় এই কর মোট ভোগব্যয়ের পরিমাণ কমাইয়া দিতে পারে। (৪) পরোক্ষ কর প্রদান করিলে লোকের মনে রাজনৈতিক চেতনা ও সলাগ দৃষ্টি জাগ্রত হয় না, রাষ্ট্রের কাজকর্মের উপর অবিরাম সতর্ক দৃষ্টি রাখার প্রেরণা স্পত্তী হয় না।

যদিও স্থায়ের দিক হইতে বা কব-প্রদানক্ষমতা বিচার করিলে প্রত্যক্ষ কর
তুলনামূলকভাবে অধিকতর কাম্য, কিন্তু বর্তমানকালে রাষ্ট্রসমূহের রাজম্বের
প্রয়োজন এত বেশি যে, উভয় প্রকার করই কর-কাঠামোয
উপসংহার
ভান পায। বরং দেখা যাইতেছে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে
ক্রমাগত পরোক্ষ করের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে।
করের ফলাফল (Effects of Taxation)

ডাল্টনের অভিমতে উৎপাদনের উপর করের প্রভাব তিন দিক হইতে বিচার করা চলে: (১) কর্মোগ্তম ও সঞ্চয়ের ক্ষমতার উপর প্রভাব, (১) কর্মোগ্তম ও সঞ্চয়ের স্পৃহার উপর প্রভাব, (৩) অর্থ নৈতিক উপাদানসমূহের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও বিভিন্ন অঞ্চলে নিয়োগের দিক পরিবর্তন সংক্রাস্ত প্রভাব।

যদি কর আরোপের ফলে ব্যক্তি তাহার ভোগব্যর কমাইতে বাধ্য হয়
(যেমন মজুরি বা থাতের উপর কর) তাহা হইলে সেই করের ফলে তাহার
কর্মোত্তম ও ক্ষমতা কমিয়া যায়। যাহাদের আয় খুব
কর্মোত্তম ও ক্ষমতা কমিয়া যায়। যাহাদের আয় খুব
কর্মোত্তম ও ক্ষমতা করি আরোপের ফলে কমিয়া যায়।
সাধারণত দেশের আয়-ফর একটি নির্দিষ্ট আয়ের উধর্ব হইতে ধার্য করা হয়;
সেই নির্দিষ্ট আয়ের নিচে বা নিয় আয়কারী ব্যক্তিদের আয়কর হইতে
অব্যাহতি দেওয়া হয়। স্ক্তরাং আয়কর তাহাদের কর্মোত্তম বা কর্মক্ষমতা
সংকুচিত করে না।

कान कद महस्त यनि এরপ ধারণা হয় যে, ইহা अत्रकान आशी

হইবে, তাহা হইলে উহা কর্মোগ্তম ও সঞ্চয়ের স্পৃহার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। কিন্তু কোন স্থায়ী কর করদাভার আয়কে স্থায়ীভাবে কমাইয়া দেয়; স্থতরাং ভাহার কর্মোগ্তম ও সঞ্চয়ের স্পৃহার উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। সমাজের যে-শ্রেণীর আয় বেশি, সেই শ্রেণীব ব্যক্তিদের উপর উচ্চহারে কর আরোপণ ভাহাদের কর্মোগ্তম ও সঞ্চয়ের স্পৃহ কমাইয়া দিবে। ভাল্টনের ভাষায় বলিতে গেলে ভাহাদের ক্ষেত্রে আয়জনিক্চাইদার স্থিতিস্থাপক্তা অধিক (the elasticity of

কর্মোন্তম ও সঞ্জের হার উহার ফলাকল demand for income is large)। নিম্ন আয়বিশিট ব্যক্তিদের আয়ের উপর বর ধার্য করা হইলে আয় কমিন

যাওয়ায় তাহ। পূরণ করিবার জন্ম কর্মোন্তম ও সঞ্চয়ের স্পৃহা বাডিয়া যাইনে পারে। যে-সকল ক্ষেত্রে ব্যক্তির অধিক সংখ্যক পোয় আছে বা বাক্তি ভবিশ্যতে নির্দিষ্ট আয় পাইবার জন্ম বর্তমানে সঞ্চয় করিতেছে, সেখানে ইহা গুবুই সত্য ডাল্টনের ভাষায় বলিতে গেলে তাহাদের ক্ষেত্রে আয়জনিত চাহিদার স্থিতি স্থাপকতা কম (the elasticity of demand for income is small)।

যে-শিল্পের উপর অধিক কর আরোপ করা হইয়াছে সেথানে ম্নাফার হাব তুলনামূলকভাবে কমিয়া যাওয়ায় সেই শিল্প হইতে মূলধন সরিয়া অন্ত শিরে (যেথানে তুলনায় কর অধিক নহে) চলিয়া যাইতে চাহিবে। অনেক সমং

উপাদানসমূহের নিয়োগে দিক-পরিবর্তন সংক্রান্ত ফলাফল এইরপ মৃল্ধনের ক্ষেত্রাস্তরে নিয়োগ সমাজের সামগ্রিক উৎপাদন বাড়াইতে পারে বা সামাজিক উপযোগিতার দিক হইতে বিশেষ প্রয়োজনীয় (যেমন মদ, গাজা ক

আফিমের উপর কর)। যেমন, আমদানি-শুল্কের ফলে দেশেব শিশু শিল্পে মূলধন বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইতে পারে। আনক ক্ষেত্র এইরূপ কর-আরোপনের ফলে মূলধন-নিয়োগের যেরূপ দিক্-পরিবর্তন ঘটে তাহা অবাঞ্জনীয়, যেমন রপ্তানি-শুল্কের ফলে দেশের রপ্তানি শিল্প হইতে মূলধন সরিয়া আসিতে পারে। অন্তপার্জিত মূল্য বৃদ্ধির উপর (Unearned Increment) এবং মূলধনের সকল ব্যবহারের উপর সমভাবে কর স্থাপিত হইলে (যেমন, আয়কর) উপাদানের ক্ষেত্রাস্তরে নিয়োগ বা নিয়োগে দিক পরিবর্তন ঘটেন।

যদি কোন বিশেষ অঞ্চলে স্থানীয় করের (Local Taxes) হার অ^{ধি ব} হয়, ভাহা হইলে মূলধন অপর কোন অঞ্চলে চলিয়া যাইবার চেটা করিবে।

সরকারী আয় ও করনীতি

সাধারণভাবে, কর-আরোপনের ফলে দেশের উৎপাদন ও কর্মসংস্থান কিছুটা
ব্যাহত হইবেই। যদি অবশ্য সেই আয় হইতে উপযুক্ত
উৎপাদন ও কর্মসংখ্যানের উপর ফলাফল ধরনের রাষ্ট্রীয় ব্যব হইতে থাকে, তবে সেই ব্যয়ের দরুণ
সমাজে উৎপাদনবৃদ্ধির প্রবণতা করের দক্ণ উৎপাদন
ক্রাসের প্রবণতা হইতে অধিক হইতে পারে।
কয়েকটি কর ও তাহাদের করপাত (Some taxes and their incidence)

১। আয়কর (Income tax): সাধারণত, আয়করকে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রভাক্ষ কর বলিয়া মনে করা হয়। তাহার কারণ হইল করদাতা ইহাকে অপর কাহারও নিকট অপসারণ করিতে পারে না। স্বতরাং ইহাব করঘাত ও করপাত একই ব্যক্তির উপর এইরপ ধরিয়া লওয়া চলে। কল্উইন্ কমিটিও সাধারণভাবে এই মত সমর্থন করিয়াছেন। * এই বিষয়টি একটু বিশদভাবে আলোচনা করা যাউক।

কেহ কেহ বলেন যে, ব্যবসায়ীর। তাহাদের উপর আরোপিত আয়করকে
কিছুটা অপসারণ করিতে পারে; দ্রব্যের বিক্রয়্মৃল্য বাডাইতে পারিলেই ক্রেতাদের নিকট অপসারণ করা অনেকাংশে সম্ভব হইল। "কোন হাবসায়ী দ্রব্যের
দাম নিধাবণ করার সময়ে যথন তাহাব ব্যযের হিসাব করে,
ব্যবসাথীদের বৃজি:
তথন সে পরোক্ষভাবে হইলেও চিন্তা করিয়া থাকে যে
তাহাকে কি পরিমাণ আয়কর দিতে হইবে, এবং বাজারের
অবস্থা তাহার অম্বুক্ল হইলে সে এমন স্তরে দাম স্থির করে যেথানে তাহার
ইচ্চা বা প্রয়োজন অম্বুযায়ী নিম্নভ্ম নীট আয় সে পাইতে পারে।" প

কিন্ত ব্যবসায়ীদের এই যুক্তি ধনবিজ্ঞানীরা মানিতে পারেন নাই। তাঁহাদের মতে, বিশেষ কতকগুলি ক্ষেত্র ছাড়া, আয়করকে অপসারণ করা চলে না, দামের মধ্যেও ইহা প্রবেশ কবে না। যেমন ডালটন্ (Dalton) বলেন যে, অক্তান্ত স্থির ব্যয়ের মত আয়কর কোনরূপ নিদিষ্ট বা স্থায়ী ধরনের

^{*} The colwyn committee Report on National Debt and Taxation.

^{† &}quot;When a tr. der endeavours to ascertain his costs with a view to fix prices, he often takes into account, at least indirectly, the amount of income-tax he will have to pay, and if the market conditions permit, fixes his prices at such a level as would yield to him the minimum net income that he desires to obtain or actually needs." Evidence of the Association of Brilish Chambers of Commerce before Colwyn committee.

বায় নয় (not a true overhead charge)। ব্যবসায় হইতে আয়ের কেজে ইহা হইল নীট মুনাফার উপর কর, কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বায় বাদ দিয়া বেষ উদ্ভ টাকা ফার্মটির হাতে রহিয়া গেল তাহার উপর কর। স্মৃতরাং দামের মধ্যে ইহা প্রবেশ করে না। বিতীয়ত, ব্যবসায়ীরা দ্রব্যের জন্ত বাজারে কি দাম পাইবেন, তাহা আয়কর বারা প্রভাবিত হয় না। যেমন, কোন একচেটিয়া ব্যবসাদার য়ে-বিল্লুতে উৎপাদন ও দাম ছির করিলে একচেটিয়া রেভিনিউ স্বচেয়ের বেশি পাইবে নিশ্চয় সে সেই স্তরেই দাম নির্ধারণ করিবে,

-কেন আয়কর দামের মধ্যে প্রবেশ করে না কারণ মক্ত কোন দামে তাহার মুনাফ। সর্বাধিক হইতে পারে না। তাহার উপর কর আরোপিত হইলেও সে অক্ত বিন্দৃতে দাম স্থির করিবে না, ফলে আয়কর তাহার দামের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিল না। প্রতিযোগিতামূলক বাজারে

কোন ব্যবসায়ীর পক্ষে ইহা আরও অস্কবিধান্তনক। তাহার ক্ষমতা তিন দিক হইতে সীমাবদ্ধ। (ক) প্রতিযোগীর দ্রব্য ও তাহার দ্রব্য আকার ও প্রকৃতিতে সমান; (থ) অস্তান্ত প্রতিযোগীদের যোগান নিয়ন্ত্রণ করার কোন ক্ষমতা তাহার নাই, স্কতরাং সে নিন্ধদ্রব্যের দাম বাড়াইলে অস্তেরা যোগান বাড়াইয়া দিবে, এবং (গ) প্রতিযোগীরা উৎপাদন ও বিক্রন্ন বাড়াইয়া তাহাদের উৎপাদন-ব্যান্ন কমাইয়া দিবে এবং তাহার চেয়ে কম দামে বাজারে বিক্রন্ন স্থক্ষ করিবে। প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দ্রব্যের দাম হইল প্রান্তিক উল্পোক্তার ব্যয়ের সমান; প্রান্তিক উল্পোক্তার কোন উদ্ভি থাকে না, তাহার কর দিবার ক্ষমতা নাই। তাই আয়কর দামের মধ্যে প্রবেশ করে না। প্রান্তিক উল্পোক্তাকে কর দিতে হইলে সে ব্যবসায় ছাড়িয়া উঠিয়া যাইত, দ্রব্যটির মোট যোগান হ্রাস পাইত, করের দক্ষণ দাম বৃদ্ধি পাইত। কিন্তু প্রান্তিক উল্পোক্তা কর দেয় না, তাই করও দামের অস্তর্ভুক্ত হয় না।

যৌগমূলধনী কোম্পানীর আয়করের ক্ষেত্রে ৪ (corporate income tax)
দেখা যায় যে, ইহার অপদারণ ঘটে না। কোম্পানীর ডিবেক্টরগণ ব্যক্তিগত
মালিক নহেন, তাই তাঁহাদের মধ্যে অপদারণের চেষ্টা
যৌগকের
নাই। উপরস্ক, যদিও মুনাফার উৎসবিন্দৃতে সমান হারে
কর আরোপিত হয় (at a flat rate at the source)
তবৃও ধনিক শেয়ার-ক্রেতারা অধি-কর (surtax) দেন, আবার কম বিভ্রবান
শেয়ার ক্রেতারা রিবেট (rebate) ফেরৎ পান। বিভিন্ন শ্বরের ব্যক্তি শইয়

শেষার ক্রেভাগোষ্ঠী গঠিত বলিয়া কোন কোম্পানী দ্রব্যের দাম বাড়াইতে ততটা উৎস্কক হয় না। ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিচালিত ফার্মগুলির উপর বিভিন্ন হারে ও পরিমাণে আযকর আরোপি চহয়, প্রত্যেকট ফার্ম উহা দামের সঙ্গে যোগ করিলে বাজারে প্রতিটি ফার্মের দাম পৃথক হইত। কোন কোন ফার্ম ভাহাদের প্রতিযোগীদের হটাইযা দিবার জন্ত দাম কম বাড়াইত। দাম বাড়াইবার এইকপ ঝুঁকি সহসা কোন ফার্ম তাই লইতে পারে না। বিদেশী প্রতিযোগিতার ভ্যেও দেশের মধ্যে এইকপ দাম-বাড়ান সন্থব নহে।

সর্বশেষে, আর একটি কথা বলা দরকার। আয়করের অপদারণ সম্ভব হর না কারণ যাহাদের উপর কর আরোপিত হইন তাহাদের যোগানের স্থিতি-

ব্যক্তির যোগান ও আযের জন্ম চাহিদা উভ্যই অন্তিতিস্থাপক স্থাপকত। থ্ব কম, একেবারে নাই বলিলেও চলে। স্বর্গাৎ স্থায়কব দিতে হইবে বলিয়া লোকে স্বায় করা বন্ধ কবিয়া দেয় না, কাঙ্গের যোগান দিতেই থাকে। তাহা ছাড়া, স্থায়কব হইল সাধারণ বা সাবিক ধরনের (general);

ফলে এক ধরনের জীবিকা হইতে সরিষ। গিয়া অপর ধরনে আরে করিলেও ভাহাকে কর দিতে হয়; কর-আরোপিত-ব্যক্তি নিজের যোগান কোন দিকে স'কুচিত করিতে পাবে না। আযের জন্ম ব্যক্তির চাহিদাও সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক অর্থাৎ আযের উপর কব হইলেও সে আয-কর। স্থগিত রাথে না। এই কারণেই আয়-কর এডান সম্ভবপর নয়।

অধ্যাপক দেলিগ্ম্যান (Seligman) অবশ্য ছইটি বিশেষ অবস্থার কথা বলিয়াছেন যথন আয়কর দ্রব্যেব দামেব মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে। প্রথমত, ক্রত দাম-বৃদ্ধির আবহাওযায় উপ্যোক্তারা করেব সমান পরিমাণে দাম বাডাইয়া দিতে পারে। অল্লকালে ইহা সন্তবপর। কিন্তু দীর্ঘকালে, এই শিল্পে বেশি দাম পাওয়া যায় এই প্রগোভনে আরও অনেক ফার্ম প্রবেশ করিবে, তাই দাম কমিযা আসিবে, করাপসবল লোপ পাইবে। বিতীয়ত, কোন বিশেষ অঞ্চলের

দেলিগ্ম্যান কি বলেন মধ্যে, অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক অবস্থা স্টে করিয়া কোন গ্চর। দোকানদার যথন কাজকাববার চালায, তথন এই অবস্থায় সে নিজের উপর আরোপিত করের কিছু অংশ

বধিত-দামের মাধ্যমে ক্রেতার উপর চাপাইয়া দিতে পারে।

অধ্যাপক রবার্টসনও (Robertson) মনে করেন যে, আয়কর কিছুটা। পরিমাণে অপুসারণ করা সম্ভবপুর। তাঁহার মতে, তুবাটর দমে যদি প্রতিনিধি- স্থানীয় ফার্মের প্রান্তিক ব্যয়ের সমান হয়, তবে দীর্ঘকালীন বিশ্লেষণে অন্তভ ধরিয়া লইতে হইবে যে, ঐ ধরনের ফার্ম স্থাভাবিক মুনাফার রবার্টসন কি বলেন
পাইতেছে। দীর্ঘকালীন এই স্থাভাবিক চুনাফা তাহার প্রান্তিক ব্যয়েরই অন্তভ্ কি। এই স্থাভাবিক মুনাফাই উত্যোক্তার আয় এবং ইহারই উপর আয়ুকর লওয়া হয়। আয়ুকর বাড়িলে এই ধরনের ফার্ম উৎপাদন কমাইবেন, এমন কি একটু উন্নত ধরনের ফার্মগুলিও উৎপাদন হ্রাস করিবে, ইহার ফলে দাম বৃদ্ধি পাইবে। রবার্টসন তাই মনে করেন যে, যদি আয়ুকরের হারে বৃদ্ধি বেশি হয় এবং দীর্ঘকাল ধরিয়া লইয়া বিশ্লেষণ করা হয়, ভবে আয়ুকরের অপসরণ একেবারে সন্তব্পর নয়, এমন কথা বলা চলে না।

মাসত্তেভ্ (Musgrave) প্রমুথ আধুনিক ধনবিজ্ঞানীরাও মনে করেন যে, বোম্পানীসমূহের উপর নির্ধারিত আয়কর বা মৃনাফাকর বহুক্ষেত্রেই দামের উপর প্রভাব বিস্তার করে। স্বল্লকালে ফার্মের চল্ভি মৃলধন (working capital ইইতে প্রতিদান বা আয়ের ভিত্তিতেই এই কর দেওয়া হয়, ভাই উৎপাদন-বার প্রভাবিত হয়। ভাহা ছাড়া, পরিচালনার পরিশ্রমিককে মোটামুটির মূনাফার অংশ বলিয়াই মনে করা চলে; আয়করের ফলে এই পারিশ্রমিকের অংশ কমিয়া যায়, উচ্চপদস্থ পরিচালকর্দদাম বাড়াইতে সচেই হয়। একচেটীয় ও অলিগোপলীয় ব্যবসায়ীর আয়করের প্রভাবে নিজের উৎপাদন ও দামনীভিতে (output and price policy) পরিবর্তন আনে। সংঘর্ক দরকষাক্ষির ক্ষেত্রে ফার্মের মজুরি দিবার ক্ষমতা ম্বন বিচার করা হয়, তথন আয়কর বাদ দিয়া হিসাব করা হয়। মালিকপক্ষ শক্তিশালী হইলে এই অবহায় আয়করের কিছু অংশ শুমিকদের উপর অপসারণ সম্ভব হয়। দীর্ঘ-কালে আয়করের ফল দেখা যায় দেশে মূলধনের ও উল্ভোক্ষমভার যোগানের মাধ্যমে।*

^{* &}quot;The traditional rule that a profits tax cannot give rise to short-runadjustments in price remains a good point of departure, but hardly more. Without falling back upon the 'parctical' argument that businessmen do no act in this way, we find a variety of situations where the tax may lead to adjustments in price and cutput. These include the return to working capital, monopoly pricing under restraint, oligopoly pricing, and situations of collective bargaining where the firm's ability to pay is taken into consideration. Possibilities, such as these throw considerable doubt on the conventional position that price policy remains unaffected in the short run. It addition, there are the longrun considerations where the tax may act uper the supply of capital and entrepreneurship. On balance the theoritical argument lead more support to the moderate conclusions that short run adjustments in price (1) play a significant role, and (2) that a part of the tax is passed on than it lends to the extreme position that no such adjustments occur." Musgrave, The theory of Public Finance. P. 286.

একচেটিয়া ব্যবসায়ের উপর কর (A tax on Monopoly)

একচেটিয়া ব্যবদায়ীর উপর কর ছই উপায়ে আরোপিত হইতে পারে:

১) উৎপাদন-পরিমাণ হইতে নিরপেক্ষভাবে (independent of monopoly putput) অথবা, (২) উৎপাদন-পরিমাণের উপর।

উৎপাদন-পরিমাণ নিরপেক্ষভাবে আবোপিত কর হুইটি রূপ লইতে পারে:
(ক) মোটমাট কিছু পরিমাণ কর (lumpsum tax); অথবা, (থ) একচেটিয়া
নাফার উপর শতকর। কিছু হারে। এই উভয় কেতেই করপাত হইল
একচেটিয়া ব্যবসায়ীর উপর, কারণ ভোগকারী বা ক্রেভাদের উপর দাম-রৃদ্ধির
মাধ্যমে করভার অপসারণ করা সম্ভব নয়। একচেটিয়া ব্যবসায়ী এমন
পরিমাণ উৎপাদন করে এবং এমন দাম বাঁধিয়া রাথে যেখানে ভাহার নীট

ক] মোটাম্**ট-কিছু-**পরিমাণ কর এবং খ] মূনাফার উপর শতক্ষা হাত্তেকর একচেটিয়া মূনাফা সবচেয়ে বেশি। এই দাম হইতে বিচ্যুতি ঘটিলে, অন্ত কোন দাম নির্ধারণ করিলে তাহার লাভ কমিয়া যাইবে, সর্বাধিক পরিমাণ থাকিবে না। তাই, (ক) মোটামুট-কিছু-পরিমাণ কর ধার্য হইলে সে

নম বাড়াইতে চাহিবে না, প্রান্তিক বেভিনিউ (MR) এবং প্রান্তিক ব্যয়ের (MC) সমতার বিন্দুতে উৎপাদন ও বিক্রয় কার্য চালাইতে থাকিবে। সমস্ত করণাত তথন সে নিজেই বহন করিবে, কারণ করের পূর্বে বে দামে তাহার দর্বাধিক রেভিনিউ হইত, করের পরেও সেই দামেই রেভিনিউ সবচেয়ে বেশি। খ) যদি আমার একচেটয়া মুনাফার উপর শতকরা কিছু হাবে কর মারোপিত হয়, যেমন 15% হারে; তাহা হইলেও দাম পান্টাইবার কোনকথা উঠে না। করদানের পরে তাহার নাট রেভিনিউ হইবে স্বাধিক প্রিমাণের 85%। স্ক্তরাং একচেটয়ার উপর সমামুপাতিক আয়কর proportional income tax) বসাইলে উহার করপাত একচেটয়া ব্যবসায়ীর উপরই পড়িবে।

যখন একচেটিয়া ব্যবসায়ীর উৎপাদন-পরিমাণের উপর কর আরোপিত হয়, এবং উৎপাদনে পরিবর্তন আসিলে কম-হারও পরিবর্তিত হয়, তথন এই করের করপাত নির্ভর করে চাহিদা ও যোগানের স্থিতিস্থাপকতার উপর। দ্রব্যটির গাহিদা যদি অস্থিতিস্থাপক হয়, তবে একচেটিয়া ব্যবসায়ী দাম বাড়াইয়া ক্রতাদের উপর কর অপদরণ করিতে পারিবে, করপাত তথন ক্রেতাদের

উপর। অপরপক্ষে, দ্রব্যটির চাহিদা স্থিতিস্থাপক হইলে, একচেটিয়া ব্যবসায়ীকে অস্তত কিছুটা করপাত বহন করিতে হইবে, কারণ পূর্ণ উৎপাদন পরিমাণের কর-পরিমাণে দাম বাডাইলে চাহিদা বেশি কমিয়া যায়। উপর কর যোগানের স্থিতিস্থাপকতার উপর নির্ভর করিবে সে কডটা কর **অপসরণ করিতে পারে।** যোগান যভটা স্থিতিস্থাপক হইবে, ততই করের বেশি-অংশ ক্রেভাদের নিকট অপসারণ করা সম্ভব্পর হইবে। ক্রম্হাসমান खिछिनात्वत नियम कार्यकत्री शहेरल करवत करल नामत्रिक्ष शहेरल अहे नाम প্রবাপেকা কম হয়, কারণ উৎপাদন কমিয়া যাওয়ার গড ও প্রাস্তিক বায় কমে. এবং এই কম ব্যয়ের সহিত কর-পরিমাণ যুক্ত হয়। আবার ক্রমবর্ধমান প্রতিদানের নিয়ম কার্যকরী থাকিলে উৎপাদন কমিলে গড ও প্রান্তিক ব্যয় বৃদ্ধি পায়, ফলে উহার সহিত করের পূর্ণ পরিমাণ যুক্ত হইলে কর-পরবর্তীকালের দাম পূর্ববর্তী দাম অপেক্ষা বেশি হইয়াপডে। স্বতরাং, ক্রমবর্ধমান প্রতি-দানের নিয়ম কার্যকরী থাকিলে, হ্রাসমান প্রতিদানের তুলনায়, ক্রেতাদের উপর ক্রবের ভার অধিকতর ।

আমদানি-রপ্তানি-শুল্কের করপাত (Incidence of Import-Export duties)

সাধারণত দেখা যায়, বহির্বাণিজ্যের উপর শুক্ত আরোপ করিলে উহার আর্থিক ভার আমদানিকারী ও রপ্তানিকারী ছইটি দেশের মধ্যে ভাগ হইয়া যায়। করপাতের কতটা অংশ কোন্ দেশ বহন করিবে তাহা নির্ভর করে, চাহিদা ও যোগানের স্থিভিস্থাপকতার উপর। চাহিদার তীব্রতা যাহার যত বেশি করপাতের তত বেশি অংশ তাহাকে বহন করিতে হইবে।

ষেমন, কোন দেশ আমদানি শুক্ক আরোপ করিলে আমদানিকারী ব্যবসায়ী দামের সহিত উহাকে যুক্ত করিয়া, অর্থাৎ দাম বাড়াইয়া, ক্রেতাদের আমদানি-শুক্তের ভার:
নিকট হইতে উহা আদায় করিয়া লইতে পারিবে।
কিন্তু দেশের আভ্যন্তরীণ চাহিদা যদি স্থিতিস্থাপক হয়,
তবে দাম একটু বাড়াইলে চাহিদা অধিক হ্রাসের সন্তাবনা।
এই অবস্থার আমদানিকারী নিজে করপাত বহন করিতে বাধ্য হইবে।
বিদি আমরা ধরিয়া লই বে, এই আমদানিকারীরা স্বাভাবিক মুনাফার বেশি

অবস্থায় যোগান কমিবে ও দাম বাড়িবে, উহা ক্রেভাদেরই বহন করার সম্ভাবনা। যদি অবশ্য বিদেশী উৎপাদকের যোগান অন্থিভিস্থাপক হয়, (অর্থাৎ সে দাম কম পাইলেও উৎপাদন কমাইতে পারে না), এবং ভাহার সন্মুখে আর অপর কোন বাজারে বিক্রয়ের সম্ভাবনা থাকে, ভবে এই করপাত অনেকটা (বা কিছুটা) বিদেশী উৎপাদকের দিকে ঠেলিয়া দেওয়া চলে।

আরও একদিক হইতে বিষয়টি বিচার করা চলে: যে দেশ আমদানি শুল্ক আরোপ করিল, সেই দেশে ঐ দ্রব্যের যোগানের স্থিতিস্থাপকতা কিরূপ।
নিজদেশে দ্রব্যটির যোগান যত বেশি স্থিতিস্থাপক ততই দাম রৃদ্ধি কম হইবে, ফলে আমদানি শুল্কের বেশি অংশ বহন করিবে বিদেশীরা।
যোগানের দিক হইতে
আমদানি শুল্কের ফলে দাম একটু বাড়িলেই দেশের মধ্যে
উহার উৎপাদন যদি খুব বাড়ে, তবে স্বভাবতই এই
করভারের বেশি অংশ বিদেশী উৎপাদকের দিকে অপসারণ করা চলে।
ঠিক এইরূপে বলা চলে যে, বিদেশী যোগান যত কম স্থিতিস্থাপক এবং দেশীর
যোগানের তুলনার যত কম, তাহাকে শুল্কের তত বেশি অংশের ভার বহন
করিতে হইবে।

রপ্তানি-শুল্বের ভার সাধারণত রপ্তানিকারী নিজেই বহন করে, কারণ কোন একজন রপ্তানিকারী একা বিশ্বের বাজারে একটি দ্রব্যের দাম প্রভাবিত করিতে পারে না। তবে (ক) কোন রপ্তানিকারী যদি একটি দ্রব্যের যোগানে একচেটিয়া অধিকার পায়, অথবা (থ) বিদেশে দ্রব্যটির জন্ম চাহিদা অন্থিতিস্থাপক হয়, এবং (গ) রপ্তানিকারীর সন্মুথে দ্রব্যটির জন্ম বিকল্প বাজার থাকে, তবে রপ্তানি-শুল্বের পূর্ণ পরিমাণে দাম বাড়াইয়া উহা বিদেশী ক্রেতার নিকট অপসারণ করা সম্ভবণর।

যদি কোন দেশ প্রধানত কাঁচামাল রপ্তানি করে তবে এই সকল দ্রব্যের জন্ম চাহিদা সাধারণত অন্থিতিস্থাপক; অথচ তাহার আমদানি হইল শিল্পজাত দ্রব্য, উহাদের চাহিদা সাধারণত স্থিতিস্থাপক। এই অবস্থায় সেই দেশের আমদানি-রপ্তানি শুল্পের কিছুটা বিদেশারা বহন করিবে। কিন্তু যদি বিদেশীদের হাতে এই কাঁচামালের অপর কোন উৎস থাকে, অথবা মাল বিক্রেয়ের বিকল্প বাজার থাকে, তবে তাহারা মোটেই করভার বহন করিবে না। স্থতরাং, দেখা যায় যে, খুব কম ক্ষেত্রেই এই সকল শুল্পের ভার বিদেশীদের নিকট অপসারণ সম্ভবপর।

উপসংহারে আমরা ভাল্টনের ভাষায় আমদানি-রপ্তানি শুক্তের করপাত সম্পর্কে মূলনীতি উল্লেখ করিতে পারি। তিনি বলিয়াছেন, "Taxes on imports and exports may be regarded as obstacles to exchange. The direct money burden of any such obstacle is divided between the two parties to the exchange in inverse proportion to the elasticities of their respective demands. In other words, it is divided in direct proportion to the urgencies of their respective needs, which are satisfied by the exchange."

জ্ঞমি ও বাড়িব পর কর (A tax on land and buildings)

যদি দেশের সকল জমির অর্থনৈতিক থাজনার (economic rent) উপর
কর আবোপিত হয়, তবে তাহার করণাত জমির মালিকের উপর পড়ে।
সকল জমিব অর্থনৈতিক
খাজনার উপর
(surplus), ইহা দামের অন্তর্ভুক্ত নয়, স্থতরাং দাম
বাডাইয়া জমির ব্যবহারকারীর উপর ইহাকে অপুশারণ করা

চলে না। এই উৰ্ত্ত বা থাজনা হইতেই কর দিতে হয়, জমিন মালিক তাই এই কর বহন করিতে বাধা হন। কিন্তু, যদি মালিকেরা উৰ্ত্তের সবটুকুই ইতিমধ্যে থাজনা হিসাবে তুলিয়া লইতে না থাকেন, তবে থাজনা বাড়াইয়া করের কিছু অংশ জমির ব্যবহারকারীর উপর অপসারণ করিতে পারেন।

যদি দেশের সকল জমির উপর একসঙ্গে কর আরোপিত না হইয়া কোন একটি বিশেষ শস্ত-উৎপাদনকারী জমির উপর আরোপ করা হয়, তবে কিছুটা কর-অপসারণ সম্ভবপর। যেমন, কেবল চা-উৎপাদনকারী কোন বিশেষ শস্ত

ভংপাদনের ব্যবহারের জমির উপর কর অঃরোপিত হইলে, এই কর এড়াইবার ভপর জন্ম ঐ জমিতে চা ব্যতীত অন্তান্ত শত উৎপাদন সুক্

হইতে পারে। ফলে চা-এর উৎপাদন হ্রাস পাইবে, ইহার দাম বাড়িবে, ক্রেভারা বর্বিত দাম দিতে রাজি থাকিলে করের ভার ভাহাদের উপর পড়িবে।

আবার, জমি হইতে উৎপাদনের পরিমাণ অমুধায়ী করহার ধার্য কর।

^{*}Dalton, Public Finance. p. 57.

হইলে করপাত নির্ভর করিবে উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার উপর।
উৎপাদনের পরিমাণ
এই করের দরুণ শস্তের উৎপাদন-ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে,
অনুযায়ী করের ভার উহাদের দাম বাড়িবে। চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হইলে
করের পূর্ণ পরিমাণে দাম বাড়িয়া যাইবে, ফলে ক্রেতাদের
উপর করপাত হইবে, খাজনা সমানই থাকিবে, জমির মালিক এইরপ
অবস্থায় করাহত হইবে না। অপরপক্ষে, চাহিদা স্থিতিস্থাপক হইলে,
শস্তের দাম বাড়িলে উহার চাহিদা বিশেষভাবে কমিয়া যায়, উৎপাদন হ্রাস
পায়, প্রাস্তিক জমিতে উৎপাদন বন্ধ হয়, খাজনা কমে, জমির মালিক কর বহন

বাড়ির উপর কর বসাইলে উহার সর্বশেষ ভার কে বহন করে? ইহার করপাত অন্তত চারিটি শ্রেণীর মধ্যে বিভক্ত হইতে পারে: বাড়ির মালিক, বাড়ির ভাড়াটিয়া, বাড়ির নির্মাতা ও বাড়িতে যে দ্রবাটির ব্যবসায় চলিতেছে তাহার ক্রেতারা। ইহাদের মধ্যে প্রধান ছই শ্রেণীর, অর্থাৎ মালিক ও ভাড়াটিয়ার মধ্যে, সাধারণত করভার বহন করে ভাড়াটিয়ারা, কারণ বাড়ির বাড়ির উপর করের পূর্ণ পরিমাণ বাড়ির উপর বাড়িভাড়া বাড়াইলে ভাড়াটিয়ারা যদি অন্তত্ত্ত্ব চলিয়া পঞ্তি পারে

যাইতে হরক করেন, তবে বাড়ির মালিক বাধ্য হইয়া
করভার কিছুটা বহন করিয়া থাকেন। বাড়ির উপর

উচ্চহারে কর বসাইলে বাড়ি-তৈয়ারীর পরিমাণ ক্রমশ কমিয়া যায়, নির্মাণকারীরা কম পারিশ্রমিক লইতে রাজি হইলে করের কিছুটা অংশ তাহাদের উপর ঠেলিয়া দেওয়া চলে। বাড়ির উপর উচ্চহারে কর বসাইলে কম বাড়ি তৈয়ারী হইতে পারে, ফলে বাড়িভাড়া বাড়িয়া যাইবে; এই অবস্থায় ভাড়াটিয়ারা করভার বহন করিবে। কিন্তু ভাড়াটিয়া যদি দোকানদার হয়, তবে পে তাহার জিনিসপত্তের দাম অল্ল একটু বাড়াইয়া ব্র্ধিত ভাড়া ঐ দ্রব্যের ক্রেতাদের নিকট হইতে আদায় করিয়া লইতে পারে, অর্থাৎ এই কর সেক্রেতাদের উপর অপসারণ করিতে পারে।

क्रतन्त्र गूलधनीकन्नण (Capitalisation of Taxes) :

করভার এড়াইবার আইনসঙ্গত উপায় বলিতে গেলে একটিই, ইহা হইল করের মূলধনীকরণ (capitalisation or amortisation of tax)। কোন ব্যক্তি কোন স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয় করার সময়ে লক্ষ্য করে যে, এই সম্পত্তি হইতে করের মূলধনীকরণ আয়ের উপর কোনরূপ কর আরোপিত আছে কি না। কাহাকে বলে স্থায়ী সম্পত্তির উপর কর আরোপিত থাকিলে উহা হইতে নীট আয় কমিয়া যায়, ফলে নুহন ক্রেতারা এই সম্পত্তির জন্ম

কম দাম দেয়। ইহাকে বলে করের মূলধনীকরণ। করের পরিমাণকে প্রচলিত ফদের হারে মূলধনে রূপাস্তরিত করিয়া সেই হিসাব অন্থযায়ী ক্রেতারা সম্পত্তির জন্ম দাম দিতে প্রস্তুত হয়। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি বুঝা ঘাইবে। মনে কর, একটি বাড়ি হইতে বছরে 100 টাকা ভাড়া পাওয়া যায়। বাজারে প্রচলিত হুদের হার হইল বাৎসরিক 5%। এই অবস্থায় ঐ বাড়িটির দাম হইবে 2000 টাকা। মনে কর, বাড়ি ভাড়ার উপর 10% হারে নৃতন কর বসান হইল। কর দিবার পরে ঐ বাড়ির নীট আয় দাড়াইবে 90 টাকা। বাজারে 5% হুদের হার অন্থয়য়ী এই 90 টাকাকে মূলধনে পরিণ্ড

এরূপ করভার এড়ান শস্তব

করিয়া দেখা যায় বাঙিটির দাম হইবে 100 টাকা।
বাঙির ভবিষ্যুৎ ক্রেতারা জানে যে, উহার আয়ের উপর

কর আরোপিত হইয়াছে, তাহারা এই করকে মৃলধনে রূপাস্তরিত করিয়া, বাড়ির পূর্ব-মূল্য হইতে উহা বাদ দিয়া কম দামে বাড়িট কিনিবে, এইরূপে ভবিষ্যতে চিরকালের জন্ম কর-ভার এড়াইয়া যাইবে। এই ক্রেতা ভবিষ্যতে 10 টাকা কর দিবে, কিন্তু সে যে 200 টাকা কম দাম দিয়াছে, সেই 200 টাকার মূলধন হইতেই 5% হুদের হারে তাহার 10 টাকা আয় হইবে, তাই প্রকৃত্তপক্ষে কমদামের মাধ্যমে সে কর এড়াইতে পারিয়াছে। আর বাড়ির বর্তমান বিক্রেতা বা মালিক কম দাম পাইয়া এই করভার বহন করিয়াছে।

বাড়ির বর্তমান মালিক ছই দিক দিয়াই ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। করের দক্ষ তাহার বর্তমান আয় কমিয়। গেল; আর যদি সে এই আয়-য়াস এড়াইবার জয় বাড়িটি বিক্রয় করিতে চায় তবে তাহাকে কম দামে বিক্রয় করিতে হইবে। কর-আরোপণের পরবর্তীকালের ক্রেতারা কম দামে সম্পত্তি কিনিয়া করের ভার এড়াইতে পারিবে। এইজয়ই একটি কথা চলিত আছে যে "পুরানোকরের কোন কর-ভার নাই" ("an old tax is no tax")।

করের এইরূপ মূলধনীকরণ সম্ভব হয় যদি ইহার অমুকূল পরিবেশ থাকে, অর্থাৎ কয়েকটি শর্ভ বজায় থাকে। প্রথমত, যে সম্পত্তি আয়ের উপর কর আবোপিত হইতেছে উহা দীর্ঘহ্ধমী ধরনের হওয়া দরকার। স্থায়ী না হইলে করের ফলে উহা হইতে আয় কমিবে, ফলে যোগান হ্রাস পাইবে। তথন
উহার দাম বাড়িবে। এইরূপে করভার ক্রেতাদের উপর
মূলধনীকরণের
অপস্ত হইবে। দিতীয়ত, করটি এমন হইবে যে, সকল
ধরনের সম্পত্তির উপর ইহা আরোপিত হয় না কেবল

বিশেষ কোন এক ধরনের স্থায়ী সম্পত্তির উপর ইহা আরোপিত হইতেছে।
সকল ধরনের সম্পত্তির উপর এই কর বসান হইলে লগ্নীকাবীর: সর্বত্রই এই
কর দিতে বাধ্য, অপর কোথাও গেলে এই কর এডান চলে না। তৃতীয়ত,
করটি এমন হইবে যাহাতে ক্রেতাদের নিকট অপসারণ করা সম্ভব হয় না।
করের মূলধনীকরণ বলিলে বোঝা যায় সম্পত্তির মূলধনীমূল্য হ্রাস পাওয়া (a
reduction in the capital value of the asset); ইহা তথনই সম্ভব
যদি এই করের অপসারণ সম্ভব না হয়; চতুর্থত, করের পরেও সম্পত্তির
যোগান ও চাহিদার সাধারণ সম্পকগুলিতে কোনকপ পরিবর্তন আসিলে চলিবে
না, উহারা মোটাম্ট সমানই থাকিবে। যেমন বাডির আয়ের উপব কর
বসান-র পরে যদি হসাৎ বাড়ির চাহিদা খুব বাডিয়া যায, তবে বাডির দাম
বাড়িয়া যাইবে, করের মূলধনীকরণ না-ও ঘটতে পারে।

আর একটি বিষয় মনে রাখা দরকার। এইরূপ সম্পত্তিব উপর কর-হার হাস পাইলে বা ইহাদের বিশেষ কোন স্কবিধা দেওয়া হইলেও একধরনের

বিপরীত দিকেও মনধনীকরণ দেখা দিতে পারে মূলধনীকরণ ঘটিতে পারে। কোন সম্পত্তির উপব কব-হার হ্রাস বা কোনকপ বিশেষ স্থবিধাদানের ফলে ওই সম্পত্তির মূলধনী মূল্য বৃদ্ধি পায়। মনে কর, বাডি ছাড়া অন্ত সকল প্রকার সম্পত্তির উপর কর আরোপিত হইল। এই

বিশেষ স্থবিধা পাওয়ার জন্ত, এই স্থবিধার আর্থিক পরিমাণকে ক্রেতারা মূলধনে কণাস্তরিত করিবে, এবং বাডির জন্ত পূর্বাপেক্ষা বেশি দাম দিতে রাজি হইবে।

অনেক ধনবিজ্ঞানী বলিতে চান যে করের মূলধনীকরণ একপ্রকার পশ্চাৎমূখী অপসারণ (backward shifting)। তাঁহাদেব মতে ন্তন ক্রেতা সম্পত্তির জন্ম কাম দিয়া করের ভার পুরাতন মালিকদের নিকট ঠেলিয়া দিতেছে, তাই ইহা একপ্রকার অপসারণ। কিন্তু, করের

কর-অপ্যারণ ও কর-মলধ্নীকরণ এক নয় অপসারণ ও মূলধনীকরণের মধ্যে বিষে পার্থক্য আছে।

বিশেষ কোন কর অপদারণের তাৎপর্য হইল প্রতিবার

বিক্রয়ের সময়ে এই করের দরুণ দ্রবাটির মূল্য কর-পরিমাণ পর্যন্ত কমিয়া যাইতেছে

বিকেতার নিকট হইতে কম দামে ক্রেতা দ্রবাট ক্রয় করিতে পারিতেছে। কিন্তু মূলধনীকরণ হইল করের ফলে ভবিশ্বতে কম আয় হওয়া, বাৎসরিক কম আয়গুলিকে বাজারের হুদের হারে মূলধনে রূপান্তরণ, তাহার ফলে সম্পত্তির মূলধনী-মূল্য (Capital Value) হ্রাস পাওয়া, একসঙ্গে অনেক বছরের করের হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া,। অধ্যাপক সেলিগ্ম্যান এইজন্ম বলিয়াছেন "If a tax is shifted, it cannot be capitalised; if a tax is capitalised, it cannot be shifted."

করেকটি করের প্রকৃতি ও ফলাফল: আয় কর (Nature and effects of few taxes: Income-tax)

আজকাল পৃথিবীর সকল দেশে কর ব্যবস্থার মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করে আয়-কর। সকল প্রত্যক্ষ করের মধ্যে ইহা সর্বপ্রধান। সকল উৎসেব মধ্যে আয়-করের স্থিতিস্থাপকতা খুব বেশি। ক্রমবর্ধনশীল নীতি অমুবারী ব্যক্তির প্রদান ক্ষমতার সঙ্গে সামঞ্জন্ত রাখিয়া ইহার হার সাজান চলে। এই কর আদায়ের খরচা কম, তাই ইহা খুবই উৎপাদনশীল (productive)। আয়-কর হইতে সরকারের কত আদার হইতে পারে তাহা মোটামৃটি সঠিক পরিমাণে হিসাব করা সম্ভবপর। আয়-করেব আরও একটি স্থবিধা এই যে ইহাকে অপসরণ করা চলে না, মোটামৃটি ইহাব প্রত্যক্ষতা (directness) অপরের তুলনায় বেশি।

আয়-কর সম্পর্কে আলোচনার সময়ে আরও ছই ধরণের কর সম্পর্কে জান।
থাকা দরকার। অতি-কর (super-tex) বলিলে বুঝা যায় উধর্ব আয়য়য়র সাধারণ হারের তুলনায় বেশি হারে কর আরোপ করা। অনেক সময় সাধারণ আয়-করের সহিত এইরপ অতি-কর আরোপ করা হয়।
অতি-কর ও কোম্পানী কর ইহাতে ধরিয়া লওয়া হয় য়ে, কোন এক নির্দিষ্ঠ স্তরের পরে টাকার বা আয়ের প্রাস্তিক উপযোগিতা খুবই কম।
বোধ-কর (corporate-tax) বলিলে বুঝা যায় যৌথ মূলধনী ব্যবসাম প্রতিষ্ঠান সমূহের মোট মূলাফা বা আয়ের উপর কর। শেয়ার-ক্রেতার মধ্যে বিশিত হওয়ার পূর্বে কোম্পানীর আয়ের উপর এই কর আরোপ করা হয়। কর-আনায়ের ব্যাপারে কোম্পানীকেই ব্যক্তি হিসাবে গণ্য করিয়া এই কর আদায় করা হয়।

কথা হইল কর আরোপের দিক হইতে দেখিতে গেলে 'আয়' কাহাকে বলে? ধনবিজ্ঞানে 'আয়' বলিলে ইহার তৃইটি বৈশিষ্ট্যের কথা মনে আসে: প্রথমত, কিছু সময়ের মধ্যে ব্যক্তি ইহা পাইতেছে (flow of receipts during a period of time) এবং দিতীয়ত, তাহার এই পাওয়া নিম্নলিখিতভাবে অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময় অন্তর বারবার ঘটতেছে (regularity or recurrence)।

আয়কে আবার তিনভাবেও দেখা চলে: আসল আয়, মানসিক আয় এবং থার্থিক আয়। মূলধন বা শ্রমশক্তি হইতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিয়মিতভাবে দ্রব্যসামগ্রীর যে স্রোভ পাওয়া যায় তাহাই আসল আয় (Real Income)। এই দ্রব্য সামগ্রী হইতে ব্যক্তি যে তৃপ্তি পায়, তাহার সেই সকল উপযোগিতার প্রোতই ব্যক্তির মানসিক আয় (Psychic Income)। আর আর্থিক আর (Money Income) হইল মূলধন ব। শ্রমশক্তির ভাণ্ডার হইতে নির্দিষ্ট সময় অন্তর নিয়মিত কিরূপ টাকা দে পাইতেছে। অ'য বলিলে কি কর আরোপণের দিক হইতে মানসিক আয়েব ধারণা গ্রহণ ্ৰা যায় কর। চলে না, কারণ ইহা নিতান্ত অনুভূতির বিষয় এবং সমান আয় পাইতেছে এইরূপ বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে অনুভূতির মাত্রায় বিপুল পার্থক্য দেখা যায়। নিখুতভাবে কোন ব্যক্তির আসল আয় জানিতে পার। অস্কবিধান্তনক; ইহার হিসাবও শক্ত। তাই আর্থিক আয়কেই করের ভিত্তি হিসাবে ধর। হয়। কিন্তু ব্যক্তির কর প্রদান ক্ষমতা হিসাব করার ব্যাপারে আর্থিক আয় সম্পূর্ণ নিখুঁত মাপকাঠি হইতে পারে না। অর্থাৎ আয় সমান १रेल ও বিভিন্ন ব্যক্তির আসল আয় পৃথক হইতে পারে। তাই অনেক দেশেই, কব আরোপের সময় ব্যক্তির আয় হিদাব করার সময়ে টাকা ছাড়াও "অতাত স্থবিধাগুলি" হিদাব করা হয়। নিজের বাড়ীতে থাকা, বেতনের অংশ হিদাবে ক্মেনী হইতে বিনা ভাড়ায় বাড়ি পাওয়া—এই সকল স্থবিধা যোগ করিয়া ব্যক্তির মোর্ট আয়ে হিসাব করা হয়।

ব্যক্তির আয়ে হিসাব করার সময়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখা দরকার।
মূলধন হইতে বাহা পাওয়া যায় সেই আয় হইতে কর দিতে হইবে কিন্ত মূলধন কাটিয়া যেন কর দেওয়া না হয়। কারণ ভাহাতে দেশের মূলধন হাস পাইবে। স্থৃতরাং আয়ের সংজ্ঞা নির্ণয়ের সময়ে মনে রাখা দরকার যেন উহার মধ্যে মূলনধকে ধরা না হয়। মূলধনকে অক্ষুণ্ণ রাখার উদ্দেশ্যে সূল আয় হইতে ক :- কভিপূরণ বাবদ কিছুটা সরাইয়া রাখিয়া তবেই কর-আরোপণযোগ্য নাট আয় হিসাব করা দরকার। অন্তত বাস্তব কেত্রে সঠিকভাবে প্রয়োগ করার উপযোগী এমন কোন মানদণ্ড বা সংজ্ঞা চাই যাহাতে স্থূল আয়ের মধ্য হইতে মূলধন ও আয়ের অংশ স্পষ্টভাবে চিনিতে পারা যায়। Value and Capital গ্রান্থ অধ্যাপক হিক্দ্ 'আয়' কাহাকে বলে সেই আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন যে, ব্যক্তির আয় হইল সেই সপ্তাহে তাহার মোট ভোগব্যয়, যাহার পরেও সে সপ্তাহ-স্কুত্র অবস্থার মত সমান স্তবে থাকিতে পারে ("a person's income is what he can consume during the week and still expects to be as well off at the end of the week as he was at the beginning.)। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, ব্যক্তি যদি তাহার পূর্ণ আয় ভোগে ব্যয় করে তাহ। হইলেও ভবিষ্যতে ঐ পরিমাণ আয় পাইতে তাহার কোন অস্ক্রিধা হয় না। ইহা তথনই সন্তব হয় যদি তাহার মূলধন অক্র্র থাকে।

কর-কাঠামোকে মোটামৃটি স্থায়সংগত করিয়া তুলিতে হইলে নিম্নতম একটি সীমা পর্যন্ত আয়কে করের আগুতা হইতে বাদ দিতে হইবে। করমুক্ত এই নিম্নতম আয়-সীমা স্থির করার সময়ে করদাতার জীবন্যাত্রার মান এবং তাহার আর্থিক দায়িত্বেব কথা শ্বরণ রাখা দরকার। উচ্চ আয় স্থায়তার নীতি স্তরসমূহে আয়করের হার খুব বেশি রাখা হয়, এই সময়ে করদাতার আয়ের উপর নির্ভরণীল লোকজনের সংখ্যা হিসাব করা দরকার। স্থার জোশিয়া স্ত্যাম্প আরও অনেক কিছু বিচার করার কথা বলিয়াছেন। যেমন, তাঁহার মতে পরিশ্রম-লব্ধ আয় এবং পরিশ্রম-বিনা আয়ের মধ্যেও পার্থকা করা দরকার (earned income and unearned income): প্রথমটিব তুলনায় বিহায়টির উপর কর-হার অনেক বেশি হওয়া উচিত।

সাধারণত এক বৎসরের মধ্যে আয় হইয়াছে বলিয়া মনে করা হয়, অপাং সেই বৎসর কালীন আয়ের উপরই কর আরোপিত হইয়া থাকে। ক্যালেগুরেব হিসাব ধরিয়া বারো-মাসের মধ্যে ঐ আয় তথন পাওয

আয় কখন হাতে আসিশি বা কতদিন ধরিয়া উচা হ'ষ্ট হইল গিয়াছে বলিয়া মনে করা হয়। অর্থাৎ, আয় যথন হাওঁ আদে, তথনই আয়ের স্ষ্টি হইয়াছে এইরূপ ধরিয়া লও্য হয়। মজুরি মাহিনা স্থদ প্রভৃতি আয়ের কেতে ই

কিছুট। সত্য হইলেও মুনাফা বা বয়াল্টিব কেত্রে ইহা সত্য নয় । প্রতিটি

ব্যবসায়ের অভিজ্ঞতা হইতেই আমরা দেখিতে পাই যে, নৃতন ব্যবসায় হইতে প্রথম বেশি আয় হয় না। প্রথমদিকে লোকসান হয়, ক্রমে ব্যবসায়িক স্থনাম স্টেই হয়, কয়েক বৎসর পরে উহা হইতে নীট আয় হইতে থাকে। আয়ের পরিমাণ কর-যোগ্য শুরে উঠিলে মনে হয় যেন উহা সেই চল্তি বৎসরকালের মধ্যেই উছ্ত হইয়াছে। ফলে সেই করের ভার বেশি বলিয়া মনে হইতে পারে। ডাক্তার, উকিল, লেখক প্রভৃতির আয়ের কথাই ধরা যাউক না কেন। তাঁহারা উপয়ুক্ত পরিমাণে আয় পাওয়ার পূর্বে অনেক বছর তেমন বেশি কিছু আয় করিতে পারেন না, কিন্তু পরবর্তী কোন বৎসরে আয় বাড়িলে জাঁহারা নিয়মিত আয়শীল ব্যক্তির সহিত সমান হারে কর দেন। ইহা হায়সংগত নয়। যেমন, কোন এক ব্যক্তি প্রথম পাঁচ বছরে খুব কম আয় করিয়া য়ঠ বৎসর হইতে 10000 টাকা আয় করিতে লাগিল। অপর কোন এক ব্যক্তি প্রথম বংসর হইতেই ঐ আয় পাইতেছিল। উভয়ের মধ্যে প্রথম ব্যক্তির তুলনায় বিতীয় ব্যক্তির করবহনযোগ্যতা বেশি বলিয়া মনে করা উচিত।

অনেকে তাই কর বহনযোগ্যতার দিক হইতে বিচার করিয়া কয়েক বৎসরের আয়ের গড়কে বাৎসরিক আয় বলিয়া গণ্য করিতে বলেন। ইহার নাম গড-বৎসর-পদ্ধতি (average-year method)। কিছুদিন পূর্ব পর্যস্ত ইংলণ্ডে এই নীতি গৃহীত ছিল, পূর্ববর্তী তিন বৎসরের গড় আয়কে কর-যোগ্য আয় বলিয়া মনে করা হইত। আবার অনেকে ঠিক পূর্ববর্তী বৎসরেব আয়কে

করের ভিত্তি হিসাবে গণ্য করিতে বলেন, যেমন মার্কিন গড়-বংসর পদ্ধতি ও পূর্ববর্তী বংসর পদ্ধতি বংসর-পদ্ধতি (Previous year method)। এই ছইটি

পদ্ধতির পারস্পরিক স্থবিধা-অস্থবিধার কথাও সংক্ষেপে আলোচনা করা যায।
পূর্ববর্তী-বৎসর পদ্ধতির পক্ষে প্রধান বক্তব্য হইল করদাতার নিকট ইহা সরল
ও স্থবিধান্ধনক (simple & convenient)। কিন্তু এই নীতিব ক্রট ইইল
পূর্ববর্তী বংগরটুকু মাত্র হিসাবে ধরিলে কর-ভিত্তি সংকীর্ণ হইয়া পড়ে, ইহাতে
করদাতার করদানযোগ্যতার সঠিক পরিমাপ হয় না। এই দোষ গ জ্-বংসব
পদ্ধতির নাই। কিন্তু গড়-বংসর পদ্ধতির অস্থবিধা হইল এই যে, লোকে পূর্বের
ভাল বংসরগুলির হইতে আয় কিছু অংশ সঞ্চিত রাখিল তাহা বিশেষ দেখা যায়
না, তাই পরবর্তী বংসরে আয় কমিয়া গেলে গড় অম্থায়ী কর দিতে বেশ কষ্ট
হয়। আয় এবং কর-হার প্রতি বংসরই বদলাইবে এইরূপ ধারণা থাকায়

গড়-বৎসর পদ্ধতি লোকে আর ততটা পছন্দ করে না। ইংলণ্ডে এই নীতির সমর্থন আর বিশেষ পাওয়া যাইতেছে না। অর্থনৈতিক উঠানামা এবং করহারে প্রতি বৎসর পরিবর্তন, এই ছটি কারণের ফলে পূর্ববর্তী বৎসর পদ্ধতির পক্ষে সমর্থন বৃদ্ধি পাইয়াছে। দিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হইতে অবশ্রু পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশেই বর্তমান-বৎসর পদ্ধতি (currnet year method) প্রয়োগ করা হইতেছে। এই পদ্ধতি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা চলে মাহিনা-ভোগী করদাতাদের উপর। তাঁহারা এই PAYE পদ্ধতিতে (Pay-as-you-earn, অর্থাৎ আয়-করো-আর-দিতে-থাকো) কর দেওয়া খুবই স্থবিধাজনক বলিয়া মনে করেন। কিন্তু নীতির দিক হইতে ইহার গুরুত্বপূর্ণ একটি ক্রটি হইল বর্তমানের চল্তি আয় হিসাব করার অস্থবিধা। এই পদ্ধতিতে তাই পরবর্তী বৎসরে টাকা ফেরৎ দেওয়ার ব্যবস্থাও (refunds) রাথিতে হয়।

আয়করের ফলাফল লইয়া ধনবিজ্ঞানীরা প্রচুর বিতর্ক করিয়াছেন। আমরা উহার মাত্র কয়েকটি দিক লইয়া আলোচনা করিব। প্রথমেই দেখিতে হইবে ব্যক্তির সঞ্চয়ের ও কাজকর্মের ক্ষমতার উপর আ্যকরের ফল কি আয়করের প্রভাব কি (effects on peoples ability to work and save)। আয়করের হার যদি এত বেশি রাখা হয় যে ব্যক্তি অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী কিনতে না পারে তাহা হইলে কাজ ও সঞ্চয়ের ক্ষমতা নিশ্চঃই প্রভাবিত ইইবে। স্থতরাং আয়করের ফলাফল অনেকাংশে নির্ভর করে আয়করের হার, কোন শ্রেণীর আয়ের উপর এই কর আরোপিত হইয়াছে এবং বিভিন্ন আয়সম্পন্ন শ্রেণীর জীবনযাত্রা বিচার করিয়া নিমতম করমুক্তির যে সীমারেখা টানা হইয়াছে—এই সকল বিষয়ের সঞ্চয় ও কর্মোগুমের উপর। প্রতিটী করই লোকের হাত হইতে টাকা টানিয়া ক্ষমতার উপর তুলিয়া লয়, তাই আয়করও নিশ্চয়ই ভাহাদের সঞ্য়ের ও কর্মোগুমের ক্ষমতা কিছুটা কমাইয়া দেয়। কিন্তু ইহা সামগ্রিকভাবে সমাজের মোট সঞ্চয় ও কাজ্বের ক্ষমতা কমায় কি না তাহা অনেকাংশে নির্ভর করে কি পদ্ধতিতে কর হইতে পাওয়া টাকা সরকার ব্যয় করেন তাহার উপর। যদি সরকারী ঋণের উপর স্থদ দিবার উদ্দেশ্যে কর-প্রাপ্ত এই টাকাকে ব্যয় করা হয় তবে বণ্ড-মালিকদের আর বাড়িবে বা ক্রয়শক্তির হস্তান্তর ঘটিবে। সাধারণ করদাতার ভুলনায় তাহাদের ভোগপ্রবণতা অনেক কম বলিয়া দেশের সঞ্চয় বুদ্ধি পাইবে। লোকের কাজকর্মের এবং সঞ্চয়ের ইচ্ছার উপর আয়করের প্রভাব কিরপ সেই সম্পর্কে বহু বিতর্ক হইয়াছে। সংক্ষেপে বলা চলে যে, ইহার অনেকটাই নির্ভর করে করহারের উচ্চতা এবং জনসাধারণের মানসিক অবস্থার উপর। যদি লোকে টাকা চায় সমাজে সম্মান ও প্রতিষ্ঠা লাভের সঞ্চয় উপর উদ্দেশ্যে বা পরিবারের সকলের নিরাপত্তার তন্ত, তবে আয়কর আরোপের ফলে স্বভাবতই তাহাদের কাজের ও সঞ্চয়ের ইচ্ছা বৃদ্ধি পাইবে। অধিবাসীদের মধ্যে বিচাব-বিবেচনা, ভবিশ্যৎ চিস্তা প্রভৃতি থাকিলে আয়করের ফলে এই ইচ্ছা নিশ্চমই বাডিয়া যাইবে। স্থতরাং এই বিষয়ে আমরা সাধারণভাবে বলিতে পারি যে, ব্যক্তির আয়গত স্থিতিস্থাপকতার উপর ইহা নির্ভর কবে। অন্তান্ত সকল কিছু সমান অবস্থায়, আয়ের জন্ত চাহিদা স্থিতিস্থাপক ১ইলে আয়করেব প্রভাবে সঞ্চয ও

সঞ্চয়ের উপর আয়করের প্রভাব সম্পর্কে ধনবিজ্ঞানে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ তর্ক আছে। ব্যক্তি যথন আয় করিল তথন দেই সমগ্র আয়ের উপরই সেকর দেয়। কর দেওয়ার পরে অবশিষ্ট আয় হইতেই সে সঞ্চয় করে। স্থতরাং এই সঞ্চয়-অংশের উপর একবার কর দেওয়া হইয়া গিয়াছে। পরে যথন আবার সেই সঞ্চয় হইতেই আয় স্পষ্ট হইতে থাকে তথন দেই পরবর্তী আয়ের উপর আবার কর আরোপ করা হয়। ইহাতে দেখা যায় য়ে, আয়কর প্রকৃতপক্ষে সঞ্চয়ের উপর ডবল কর আরোপণ

কর্মোন্তমের ইচ্ছা কমিয়া যাইবে। আবার, আয়ের জন্ত চাহিদা অন্থিতি-

স্থাপক হইলে সঞ্চয় ও কর্মোল্যমের ইচ্ছা বাড়িয়া যাইবে।

(Double Taxation)। মার্শাল, পিগু প্রভৃতি প্রাসিদ্ধ ংহা সঞ্চয়ের উপর হুইবার কর-আরোপ ধনবিজ্ঞানীরা আয়করের এই ক্রটির কথা বলিয়া করে কি না গিয়াছেন। অবশ্য স্থার জোশিয়া ষ্ট্যাম্প এই বিষয়ে

একটু ভিন্ন মত প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার মতে ইহাতে ডবল কর-আরোপণ ঘটে না। কারণ পরবর্তী বংসরের কর ঠিক সঞ্চারর উপরই আরোপিত হইতেছে না, উহা আরোপ করা হইতেছে সেই সঞ্চয়-জাত আয়ের উপর। সঞ্চয় হইতে আয় হয় 'অপেক্ষা'র দরুণ স্তরাং প্রকৃতপক্ষে কর আরোপিত হইল এই 'অপেক্ষা'ব উপর, সঞ্চয়ের উপর নয়। এই বিষয়ে আমরা জোশিয়া স্টাম্পের কথা মানিয়া লইতে পারি, কারণ সঞ্চয় যদি পুনরায় আয় স্টের কাজে মূলধন হিসাবে নিযুক্ত হয় তবেই আম-করের আঁওতায় পড়ে; কেহ সঞ্চয় জমাইয়া রাখিলে তাহাকে আর দিতীয়বার কর দিতে হইবে না।

সর্বশেষে, আয়করের ভূমিকা সম্পর্কে আজকাল দৃষ্টিভংগী অনেকাংশ বদল হইয়া গিয়াছে। বাণিজ্যচক্র রোধের কাজে ইহাব কার্যকারিতা (contracyclical role) সম্পর্কে আধুনিকবালের ধনবিজ্ঞানীরা ইহার গুরুত্ব স্বীকাব করিয়াছেন। স্বরংক্রিয় স্থায়িত্ব সাধক (Antomatic stabiliser) হিসাবে ইহাকে আজকাল বাজেটের মধ্যে অতি উচ্চ আসন দেওয়া হইতেছে। চক্র-বিরোধী করনীভির (counter-cyclical taxation) একটি প্রধান অস্ত্র হইল এই আয়কর। এইরূপ কর-নীতির উদ্দেশ্য হইল অপূর্ণ কর্মদংস্থান স্তরে বেসরকারী ভোগ ও বিনিয়োগ ব্যয় বাড়ান এবং পূর্ণকর্মসংস্থান স্তরে এই ভোগ ও বিনিয়োগের বুদ্ধিকে সীমার মধ্যে রাখা, কারণ তাহা না হইলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে পারে। অপূর্ণ কর্মনিয়োগের স্তরে, যখন উৎপাদক ও ক্রেতাদের মধ্যে উপযুক্ত আশার সঞ্চার হইতেছে না, তথন ফিদকাল নীতির প্রধান দিক হইল সরকারী ব্যয়। এই সময়ে করনীতি ততটা সাহায্য আযকরের চক্রবিরোধী করিতে পারে না। এই স্তরের প্রধান কাজ ভোগব্যয ভূমিকা বাড়ান, যাহাতে বিনিয়োগ-ব্যয় বাড়িতে পারে। কিন্তু আয়কর হ্রাস করিয়া ভোগবায় সাধারণত বাডান যায় না। নিম আয়স্তরে করভার লাঘব করিলে এই বিষয়ে অল্প-কিছু ফল পাওয়া যাইতে পারে। উন্নতির কাল শেষ হইয়া সনুদ্ধির যুগে সমাজ প্রবেশ করিলে আয়েকর ধীরে ণীরে বাড়ান চলে, যাহাতে ফাট্কামূলক বিনিয়োগ ও আয় সমাজে ততটা বাড়িতে না পারে। সমাজ যত বাণিজাচক্রের শার্ষদেশে পৌছিতে থাকিবে নিম্ন আয়-শ্রেণীর উপর কর তত বাডান দরকার। এইরূপে আয়করকে চক্রবিরোধী কার্যে নিয়োগ করা চলে।

আয়করের বিবিধ সমস্থা (Miscellaneous Problems of Income Taxation):

(১) মূলধনী লাভের সমস্থা (The Problem of Capital Gains) আরকরেব যত সমস্থা আছে উহাদের মধ্যে সর্বাধিক গুকত্বপূর্ণ হইল মূলধনী লাভের উপর কর-আরোপ করার সমস্থা এবং মূলধনী-লোকসানকে কর হইতে অব্যাহতি দেওয়া। কোন ব্যক্তির হাতে যে মূলধন আছে উহার বিক্রয়-মূল্য

যদি পূর্বাপেকা রৃদ্ধি পায়, তবে তাহার মালিকের মূলধনী-লাভ হইল বলিয়া মনে করা হয়। মূলধনী দ্রব্য বা সম্পতিটির বিক্রেয় করিয়া উহার ব্যয বা ক্রম্ল্য অপেক্ষা অধিক নগদ টাকা হাতে আসিলে এই মূলননী-লাভ ঘটে। অপরপক্ষে বিক্রয় করিয়া ক্রয় মূল্য অপেক্ষা কম টাকা মলধনী-লাভ ও ক্ষতি পাত্যা গেলে মূলধনী-ক্ষৃতি ঘটে। স্পৃষ্টই বুঝা যায যে, কাহাকে বলে : মৃলধনী-লাভ ঘটলে ব্যক্তির কর প্রদান ক্ষমতা বাডিযা যায় এব॰ মূলধনী-ক্ষতি হইলে তাহার কবপ্রদান ক্ষমত। ব্লাস পায। এইরূপ মূলধনী-লাভ কথনও নিযমিত ঘটে না: ব্যক্তির আ্বায় পাইবার যে সাধারণ চিরাচরিত পথ আছে, তাহার বাহিরে এই আয় ব। ক্ষতি দেখা দেয়। সুলধনী লাভের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে। (১) ইহাদের অনিযমিত চরিত্র, (২) কর ভার এডাইবার উদ্দেশ্মে ব্যক্তির খুশিমত ইহাদের ঘটাইবার চেষ্টা কবা; এবং (৩) উচ্চআযুর্গোষ্ঠীদের মধ্যেই ইহার অধিকতর প্রাহর্ভাব। সাধারণ, বাণিজ্য চক্রের সমৃদ্ধিকালে মৃলধনী-লাভ ঘটিতে থাকে, আর অবনতিকালে মূলধনী দেখা দেয়।

মৃলধনী-লাভকে আয় বলিয়া গণ্য করা চলে বলিয়া অনেক ধনবিজ্ঞানী মনে করেন না। তাঁহাদের মতে আয় হইল মূলনে নামক কোন এক ভাণ্ডার বা সম্পত্তি হইতে নিযমিত ধারায় যাহা পাভ্যা যাইতে থাকে সেই স্রোত। মূলধন হইতে উহার আয়কে পৃথক করা সম্ভব নয়, ইহা অনিযমিত, উহা মূলধনের বিক্রয-মলের উঠানামা মাত্র: ইহাকে আমবা গোকে গায় বলা চলে ভাই আয় বলিয়া গণ্য কবিতে পারি না * অপবপঙ্গে, ইহা স্পষ্টই যে, মূলধনী লাভ ঘটিলে করপ্রদান ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, কারণ ক্রয় মূল্য অপেক্ষা বিক্রয় মূল্য বেশি বলিয়া ব্যক্তির হা ত

through prospects; or it may change because of variations in turning prospects; or it may change because of price variations, even though there be no difference in physical output of goods and services, or it may change, redaidless or any of the above variations, because of flunctuations in interest rates. In short the capital value, is the image in the mirror. It may be magnified by price increases or by a decline in the capitalization rate, or it may be reduced to less than life size by changes of prices or interest rate in the replection contrary directions. It is mistaking the image for the radity to regard the changes that occur in the reflected and derived value of the capital asset as being in any sense income... The recognition of a realized capital gain as income implies that the gain is in someway severable that it can be diverted to consumption or in payment of tax, without impairing the wealth of the owner. Lutz Public Funance P, 410

টাকার পরিমাণ সরাসরি বাড়িয়া যায়। ইহা কর-আরোপ-যোগ্য, ভাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

তবে ইহা ঠিক যে, मुनधनी-लाভকে আমরা আয় বলি বা না-বলি ইহাতে ব্যক্তির করপ্রদান ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইতেছে; এই টাকা তাহার নিকট এমনরূপে আসিতেছে যে তিনি উহা ভোগব্যয় বা সঞ্চয় যাহা কিছু করিতে পারেন। এই টাকা সম্পূর্ণ ব্যয় বা সঞ্চয় করিলেও তাহার ভবিষ্যৎ আয় পাইতে কোনৰূপ অম্ববিধা হইবে না। তাই উহা করযোগ্য। কিন্তু যদি উহাকে আমরা করযোগ্য বলিয়া মনে করি, তবে মূলধনী-ক্ষতিকেও করের সম্য হিসাব হইতে বাদ দিতে হয়। কয়েক বৎসরকে হিসাব-কাল বলিয়া তবুও ইহা করযোগ্য ধরিতে হয়, সেই সময়ের মধ্যে লাভ ও ক্ষতি পরস্পাব কেন মিটাইয়া নীট মূলধনী লাভ-ক্ষতি হিসাব করিতে পারা যায়। কিন্তু এই সম্ভাবনার স্থযোগ থাকিলেই বৃহৎ ব্যবসায়ীরা উহার দৌলতে নিশ্চয় কিছু কর ফাঁকি দিবে। তাহা ছাড়া, বাণিজ্য চক্রের অবনতির যুগে যথন মূলধনী-ক্ষতি ক্রমশ দেখা দিতে থাকিবে তথন সরকার কিছু কিছু মূলধনী ক্ষতিকে স্বীকার করিয়া লন বটে, কিন্তু ইহার সর্বত্র প্রয়োগ স্বীকাব কবেন না। ভায়-নীতির দিক হইতে ত্রুটি থাকিয়া গেলেও কর-শাসনেব স্থবিধার দিক বিচাব করিলে এই সকল রাষ্ট্র ঠিকই করেন বলিয়া মনে হয়।

আর একটি কথা আছে। সাধারণ আয়কর যে হারে আরোপিত হয়,
মূলধনী লাভ-করের হারও সেইরূপ হইবে কি না। বলা হইয়াছে যে, সাধারণ
চল্তি আয়করের হারে মূলধনী-লাভ-কর আরোপ করিলে
হওয়া উচিত
মূলধনের বাজারে বছবিধ সংঘাত স্ষ্টি হয়, আছা ও
বিশাস ভাঙিয়া পড়ে, এবং মূলধনের বাজারে অস্বাভাবিক ধরনের কাজকর্ম দেখা
দেয়। যেমন, অননতি-কাল স্কুরু হওয়ার সময়ে সকল ব্যবসায়ীরা তাহাদেব
শেয়ার বা মূলধনী-সম্পত্তি এবসঙ্গে বিক্রয় করিতে উপ্তত হইবে, লোকসান
দেখাইতে পারিলে পূর্বের মূলধনী-লাভের উপর করভার কিছুটা কম হইবে।
স্কুতরাং উচ্চচারে মূলধনী-লাভের উপর কর আরোপ করার অস্ক্রিধ। আছে।

(খ) উপার্জিত আয় ও অনুপার্জিত আয় (Earned Income Unearned Income)

আয়কে আরও ছুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে; 'উপার্জিত' আয় ও 'অন্তপার্জিত' আয়। সাধারণত মজুরি, মাহিনা এইরূপ পরি শ্রমসাধ্য কাজকর্ম হইতে যে আয় হয তাহা 'উপার্জিত' আয় : আবার শেযারের লভ্যাংশ এদ প্রভৃতি অনাযাসনক যে আয় তাহাকে 'অমুপার্জিক' আয় বলে।

'অমুণার্জিত' আথের তুলনায স্বল্লহাবে 'উপার্জিত' আথের কর বসান হউক এইরূপ কথা অনেকেই বলিয়া থাকেন। স্বল্ল আয়বিশিষ্ট শ্রেণীর বেশির ভাগ আয়ই 'উপার্জিত', জীবিকানির্বাহের উদ্দেশ্রেই তাহাদেব আয় ব্যয়িত হয়। উচ্চ আয়বিশিষ্ট শ্রেণীর বেশির ভাগ আয়ই 'অমুপার্জিত', এইরূপ আথের অধিংকাশ বিলাসব্যসনে ব্যয়িত হয়। বিলাসে ব্যয়িত না হইলেও এই আয় সাবার স্থানিশ্চিত ক্ষেত্রে এইরূপ ভাবে বিনিয়োগ হয় যে, তাহা হইতে আবাব 'অমুপার্জিত' আয় সৃষ্টি হইতে পারে।

এই সকল যুক্তির বিক্দ্রে গুইটি কথা বলা হয়। প্রথমত, বিনিমাগ হইতে আয় অনেক সময়, উপাজিত' মাহিনা ও মজুরির তুলনায় অনেক বেশি খনিশ্চিত। বিতীয়ত, বিনিয়োগ হইতে তথাকথিত 'অমুপাজিত আয়ের অনেকটাই তাহার বুদ্ধি, দক্ষতা ও ক্ষমতার দক্ণ প্রাপ্য।

অস্থবিধা হইল এই যে কবের উদ্দেশ্যে এই হুই প্রকার আ্থেব মবে) কার্যত পার্থক্য নিরূপণ করা বিশেষ অস্থবিধাজনক। 'উপাজিত' আ্থের তুলনামূলক ভাবে স্থবিধা দেওয়ার একমাত্র পথ হইল নিয়ত্ম কর্মুক্তিব সীমানা যথাসম্ভব ৮চুতে রাখা এবং ক্রমবর্ধনশীল হারে আ্যক্ব আ্রোপ ক্রা।

(গ) আকস্মিক আয় বা অচিন্ত্যপূর্ব মূল্যবৃদ্ধি হইতে আয়ের উপর কর (Tax on windfalls or unearned increment)

আকস্মিক আয় (windfall income) বলিলে বুঝা যায় হঠাৎ কোন
উপায়ে কোন ব্যক্তির হাতে বিশেষ কিছু পরিমাণ আয় আসিয়া পড়া। এই
আয় সে প্রত্যাশা করে নাই অথবা ইহার জন্ত সে
আক্মিক আয়
াংকে বলে: ইহার
চুহ রূপ
এই শন্টাকৈ আর একটু সংকীর্ণ অর্থে প্রযোগ করিয়াছেন
তাঁহার মতে, বিনা চেষ্টায় বা বিনা পরিশ্রমে নিজের

অজানিতে লোকের সম্পত্তির প্রকৃত মূল্য বাডিযা যাওযাকেই আমরা আকম্মিক আয় বলিয়া থাকি। সাধারণভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আমরা হুই ধরনের আনকর দেখিতে পাই: প্রথমটি হইল জমিব মূল্যবৃদ্ধির উপর কর (tax on increment value of land) এবং দিতীয়টি হইল যুদ্ধকালীন অভি-মুনাফার উপব কর (tax on wartime excess profits)। আক্মিক আয় বা অচিস্তাপূর্ব মূল্যবৃদ্ধির উপর কর আরোপ করার স্বপক্ষে বছ যুক্তি দেখান হইয়ছে। ব্যক্তির মোট আয় যাহাই হউক না কেন, নৃতন কোন আয়প্রাপ্তি ঘটিতে পারে এইরপ ধারণা তাহার মনে কখনই ছিল না, ইহার জন্ম সে কোন পরিশ্রম করে নাই। বর্ধিত এই হঠাৎ-আয় হইতে কিছু পরিমাণ কর দিলেও তাহাকে স্বাভাবিক অবস্থার তুলনায় ভণর কর
কর করি কোন ত্যাগ স্বীকার করিতে হয় না। এই করের স্বপক্ষে আর একটি যুক্তি হইল যে, জমির ক্ষেত্রে অচিস্তাপূব্
মূল্যবৃদ্ধি ঘটে একাস্কভাবে সামাজিক কারণে। মালিকের বিনা চেষ্টায়, জনসংখ্যার বৃদ্ধি, শিল্পপ্রসার, সহর ও গ্রাম ও জনপদের অর্থনৈতিক উন্নতি সব কিছু মিলিয়া জমির এইরপ অচিস্ত্যপূর্ব মূল্যবৃদ্ধি ঘটে; তাই এই মূল্যবৃদ্ধির কিছু অংশ কর-রূপে রাষ্ট্রের নিকট যাওয়া দরকার।

যুদ্ধকালীন অভিরিক্ত মুনাফা-করের স্বপক্ষেও অনেক যুক্তি দেখান হইরাছে।
স্যার জোশিয়া স্ট্যাম্পের মতে, রাষ্ট্র বহু বিভিন্ন পদ্ধতিতে অস্তান্ত ক্ষেত্র হইতে
সরাইয়া আনিয়া ব্যবসায়ীদের বহুবিধ উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছে।
বলিয়াই ভাহারা এই অভিরিক্ত মুনাফা করিতে পারিয়াছে
। অভিরিক্ত মুনাফার
আর ভাহা ছাড়া, যুদ্ধকালীন মুনাফা বৃদ্ধির উপযোগী
চাহিদ। ও পরিবেশ স্পষ্ট করাও রাষ্ট্রের কাজের ফল।
ভাই অভিরিক্ত মুনাফার উপর কর বসাইয়া উহার কিছু অংশ রাষ্ট্রের হাতে
ভুলিয়া লওয়া খুবই যুক্তিসংগত ভাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

অতিরিক্ত বলিলেই কোন একটি নির্দিষ্ট মান-এর কথা প্রথমে মনে আসে।
যাহার তুলনায় উহা অতিরিক্ত। কোন দেশে যুদ্দ পূর্ব হুই বৎসরের গড়
মুনাফাকে এই মান হিসাবে ধরা হয়, আবার কোথাও বা তিন বৎসরের
গড়কে এইরূপ স্বাভাবিক মান হিসাবে ধরিয়া লয়। এই মানের উধ্বে সরাসরি
একটি নির্দিষ্ট হারে (Flat rate) এই কর আরোপ করা হয়।

কিন্তু এই সকল করের আদায়গত বা শাসনগত অস্ত্রবিধা গুরই বেশি।
থেমন জমির মূল্য যদি বাড়ে তবে প্রথমেই আমাদের জানিতে হইবে এই
মূল্যবৃদ্ধি প্রকৃত বা অপ্রকৃত। দীর্ঘকালীন স্থদের হার
এই সকল করের
অহবিধা কমিলে বা সকল কিছু দ্রব্যসামগ্রীর দাম বাড়িলে জমির
দাম বাড়িতে পারে। ইহা অপ্রকৃত মূল্যবৃদ্ধি, কর আরোপযোগ্য নহে।
কারণ মালিকের বিনিয়োগের বা টাকার মূল্য কমিয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া,

যদি কোন অঞ্চলে এইরূপ মূল্যবৃদ্ধি ঘটিতে পারে কিছুকাল পূর্ব হইতেই এইরূপ আশা করা হইতে থাকে, তবে উহাকে আব সম্পূর্ণভাবে আকস্মিক বলা চলে না।

মৃত্যু-কর (Death Duty)

আধুনিক কালে সকল রাষ্ট্রের করকাঠামোতেই নৃত্যুকর একটি গুল্ত্বপূর্ণ হান অধিকার করিতেছে। এই করের গুল্ত্ব বেশির ভাগই সামাজিক ও অর্থ নৈতিক, ইহা হইতে রাষ্ট্রের রেভিনিউ আদার হইবে, তাহা নহে।
কোন ব্যক্তির নৃত্যুর পরে তাহার সম্পত্তি যথন উত্তরাধিন্যুক্রর কাহাকে বলে: কারীব নিকট হস্তান্তরিত হয় তথন রাষ্ট্রকে এই কর দেওয়ার কথা উঠে। এইকপ মৃত্যুকর সাধারণত ছই ধরনের: সম্পত্তি-কর (estate duty), উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বলিত হওয়ার পূর্বে সম্পত্তির মৃল্য অন্থায়ী উহা হইতে এই কর আদায় কবা হয়। কর আদায় হইবার পরে ঐ সম্পত্তি উত্তরাধিকারীদের নিকট হস্তান্তরিত হয়। (২) অপরটি হইল উত্তরাধিকারী কর (inheritance tax)। ইহাতে মূল সম্পত্তি উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বলিত হইলে প্রত্যুকে যে-অংশ পাইত তাহাকে করের ভিত্তি হিসাবে গণ্য করা হয়।

প্রয়োজনের তার্গিদে বিভিন্ন রাষ্ট্র প্রথমে এইরূপ মৃত্যুকর আরাপ কবিয়াছে, পরে শিক্ষিত জনমতের নিকট ইহাকে গ্রহণীয় করিয়া তোলার উদ্দেশ্যে ধনবিজ্ঞানীরা ও রাজনীতিক পণ্ডিতেরা ইহার স্থপক্ষে বহুপ্রকার যুক্তিজাল বিস্তার করিয়াছেন। প্রথমতঃ, উপকারিতা তর (benefit theory) অনুযায়ী বলা হইয়াছে যে, সমাজে সকল অধিকার স্থিষ্ট করিয়াছে রাষ্ট্র। আমার ইচ্ছামত সম্পত্তি অপরকে দান করার অধিকার সম্ভব হইয়াছে রাষ্ট্রের ফলে, এই উপকারের বিনিময়ে সম্পত্তির কিছু অংশ কর হিসাবে রাষ্ট্রের প্রাপ্য। বিতীয়ত, ধনতান্ত্রিক সমাজে আয় ও সম্পদ্বৈষম্য দেখা দিবেই। এই সমাজ-ব্যবহা বজায় রাখিতে হইলে আয় ও সম্পদ্বিষম্য দেখা দিবেই। এই সমাজ-ব্যবহা বজায় রাখিতে হইলে আয় ও সম্পদ্বিষম্য করা পরিধি সংকৃচিত করা প্রয়োজন। তাই সম্পত্তি-কর বা উত্তরাধিকার-কর আরোণিত হওয়া দরকার। তৃতীয়ত, অনেক সময় ইহার সমর্থনে অতীত-করের তত্ত্ব (back-tax theory) প্রয়োগ করা হয়। অতীতে ব্যক্তির জীবদশায় কর ফাঁকি দিয়া এই সম্পত্তি গড়িয়া

উঠিয়াছে, তাই মৃত্যুকরের সাহায্যে একেবারে সেই সকল প্রাপ্য আদায় হইয়া হইয়া গেল—অনেকে এইরূপ বলিতে চাহেন। চতুর্থত, আজকাল ইহা সমর্থন করা হয় ব্যক্তির প্রদানক্ষমতার নীতি অমুসারে (ability to pay principle) বলা হয় যে, যদিও উওরাধিকারস্তত্তে পাওয়া সম্পত্তি একেবারে আক্ষিক (windfall) নয়, তবুও ইহার ফলে হঠাৎ ব্যক্তির হাতে করপ্রদানক্ষমতার উত্তব হয়। এইরূপ বিশেষ-যোগ্যতার নীতি (principle of special ability) অমুযায়ী আমরা বলিতে পারি যে মৃত্যুকর সমর্থহীন। পঞ্চমত, করবহন-যোগ্যভার নীতি অমুযায়ী এই কর শুধু সমর্থনীয়ই নয়, ইহার ক্রমবৃদ্ধির হারও অবশ্য বাঞ্চনীয়। সম্পত্তির পরিমাণ যত বেশি, করদানের ক্ষমতাও তত অধিক ভাই ক্রমবর্ধনশীল হারে এই কর আরোপ করা সম্ভবপর। উত্তরাধিকারের মধ্যে আকস্মিকতার উপাদান যত বেশি, ক্রমবর্ধনশীলতার মাত্রাও তত বাড়ান চলে। মৃত ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্ক যত দূররতী, আকস্মিকতার মাত্রা তত বেশি, করহারও বেশি রাখা সম্ভব। প্রদানক্ষমতার নীতি অমুযায়ী, তাই, মৃত্যুকরকে ঘুই দিক দিয়া ক্রমবর্ধনশীল কবিয়া ভোলা চলে: সম্পত্তির আয়তনের দিক হইত, এবং, উত্তরাধিকারীর মৃত্যুব্যক্তির সহিত সম্পর্কের নিকটবর্তিতার मिक इटेर्ड ।

সম্পত্তি-কর ও উত্তরাধিকার-করের মধ্যে তুলনা করিলে দেখা যায় থে, প্রথম ধরনের করটি দিতীয় ধরনের অপেক্ষা প্রয়োগের দিক হইতে অধিকতর স্থবিধাজনক। প্রথম ধরনের করটিতে কেবল সম্পত্তির পরিমাণের দিকে তাকাইলেই চলে, কিন্তু উত্তরাধিকার-করটিতে আরও অনেক কিছু বিষয়ের উপর

সম্পত্তিকর ও উর্ত্তরাধিকার করের ভূলনামূলক স্থবিধা ও অস্থবিধা লক্ষ্য রাথিতে হয়। উত্তরাধিকার-করে ব্যক্তির কর-প্রদানক্ষমতা সম্পর্কে অধিকতর নজর রাথা যায়; সম্পত্তি-করে তাহা সম্ভব হয়না। ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, কোন সম্পত্তি উত্তরাধিকাবস্ত্রে একজন পাইলে কর হিসাবে

যাহা দেওয়া উচিত আর পাঁচজন পাইলে কর হিসাবে যাহা দেওয়া উচিত—
ইহাদের পরিমাণ সমান হইতে পারে না। প্রত্যক্ষভাবে করভার বহন করে
ব্যক্তি, সম্পত্তি নয়, তাই কেবল সম্পত্তির পরিমাণের দিকে তাকাইয়া
উত্তরাধিকারীদের অংশের কথা বিচার না করিয়া কর আরোপ করা মুক্তিসঙ্গত
নয়। তবে ইহাদের তুলনার সময়ে উত্তরাধিকার-করের বিরুদ্ধেও অনেক কথা
বলার আছে। যাহাতে কর কম দিতে হয় সেইজ্লা মৃত ব্যক্তি এমনভাবে

সম্পত্তির বণ্টন নির্দিষ্ট করিয়া যাইতে পাবেন যাহাতে কাহারও থুব কম আবার কাহারও খুব বেশি প্রাপ্য হইল। করদানের পর সকলে সমান পাইবে— এইরূপ ইচ্ছা থাকিলে বেশি দ্ববর্তী সম্পর্কের উত্তরাধিকারীকে বেশি কর দিতে হইবে বলিয়া তাহাদেরই সম্পত্তির বেশি অংশ দিয়া নিকটবর্তীদের করভার কম বলিয়া কম সম্পত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা তিনি করিতে পারেন। স্থতরাং উত্তরাধিকার-কর ব্যক্তির মনে সম্পত্তি-বণ্টনের স্বাভাবিক ধরন বৃদ্লাইয়া দিতে পারে।

আধুনিক কালে কেইন্সীয় ধনবিজ্ঞান এইকপ মৃত্যুকরের পক্ষে আর এক ধরনের সমর্থন তুলিয়া ধরিয়াছে। প্রাচীন ধনবিজ্ঞানীরা আয়-বণ্টন চাহিতেন নীতিগত (ethical) কারণে; কিন্তু কেইন্স ও তাঁহার অয়গামীরা ইহা পছল্দ করেন নিছক বৈজ্ঞানিক কারণে; তাঁহাদের মতে, অর্থ নৈতিক কারণে। প্রাচীন ধনবিজ্ঞানীদের মন ছিল দ্বিধা-বিভক্ত। ক্রুত শিল্পপ্রসার ও অর্থ নৈতিক অগ্রগতির প্রয়োজনে প্রভূত সঞ্চয় দরকার, এবং তাহা কয়েকটি হাতে কেন্দ্রীভূত থাকা প্রয়োজন, তাই আয়-বৈষম্য থাকা চাই। ইহা তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু তাঁহাদের নীতিবোধ বা কল্যাণাকাংখা এই আয়-বৈষম্য সম্থ করিতে পারিত না। দ্বিখণ্ডিত-বিবেকের যন্ত্রণা তাঁহাদের সম্থ করিতে হইত। কিন্তু কেইন্সের সময়ে ধনতন্ত্রের প্রসার-গতি শ্লথ হইয়া আসিয়াছে, ইহার অচলাবস্থা

দেখা দিয়াছে। সংকট ও জড়ত্বের কারণ হিসাবে কেইনস্
ক্রেক দেখা

একটি গুরুত্বপূর্ণ ফল। অর্থ নৈতিক কাঠামোর প্রাণশক্তি

জাগাইতে হইলে ভোগবায় বাড়ান দরকাব, এবং ইহারই জন্ম চাই স্বর প্রান্তিক ভোগপ্রবণত। সম্পন্ন ধনীর নিকট হইতে টাকা সরাইয়া আনিয়া অধিক প্রান্তিক ভোগপ্রবণতাসম্পন্ন দরিদ্রের হাতে উহা তুলিয়া দেওয়া। মৃত্যুকরের সাহায্যে ইহা সম্ভব, তাই ইহাকে দেশের আয় ও কর্মসংস্থান বাডাইবার উপযোগী কব-নীতির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হইয়াছে।

মৃত্যুকরের করপাত (incidence of death duty) কাহার উপর সেই
সম্পকে বহু বিত্তক দেখা দিয়াছে। একদল বলেন যে ইহা মৃত ব্যক্তির উপর,
অপর দল বলেন যে ইহা উত্তরাধিকারীদের উপর, এবং তৃতীয় দল বলেন যে,
ইহা উপরের তুই শ্রেণীর কাহারও উপর নয়, উহা সেই সম্পত্তির উপর। প্রথম
দলের অভিমতে মৃতব্যক্তি ঐ সম্পত্তি বণ্টনের অধিকারী, ভাই কর-পাত তাঁহারই

উপর। যদি তিনি এমন কোন বীমা ব্যবস্থা বা ভাণ্ডার তৈয়ার করিয়া যান যাহা হইতে কর দেওয়া হইল, তবে প্রকৃতপক্ষে কর-ভার তাহারই উপর পড়িল। কারণ এই বীমা বা ভাণ্ডার তৈয়ার করিতে তাঁহাকে বর্তমানের বিশ্রাম ও ভোগ ত্যাগ করিতে হইরাছে। মৃত্যুকরকে যদি কেহ অপেক্ষমান আয়-কর বলিয়া মনে করে (as deferred income tax) তবে উহার করপাত মৃতব্যতির উপরই মনে করা করা চলে। অপরদিকে, বিতীয় মতের পক্ষেও বলার কম নাই। করপাত উত্তরাধিকারীদের উপর কারণ কর তাঁহারাই দেন, মৃতব্যক্তির নিকট

মৃত্যুকরের করপাত : তিনটি মত হইতে কর আদায করা চলে না। উত্তরাধিকারীদের নিজম মংশ, তাহাদের আর্থিক ও পারিবারিক অবস্থা এবং মূত্রাক্তির সহিত সম্পর্কেব নৈকটা বা দূরব্তিতা—এই সকল

বিষয় বিচার করিয়া কর আরোপ কর। হয়, স্থতরা আমরা নিশ্চয় বলিতে পাবি যে করপাত উত্তরাধিকারীদের উপর। এই হই মতের মধ্যে কাহাকেও একেবারে অস্বীকার করা যায় না, তাই এই বিতর্কের অবসান এখনও হয় নাই। আপাত দৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে কবপাত নিশ্চয় উত্তরাধিকারীদেরই উপর, কারণ মৃতব্যক্তিব পকেট হইতে টাকা বাহির করা চলে না। কিন্তু য়িদ্মৃত্যুর পূর্বে সেই ব্যক্তি করের কথা চিন্তা করিয়া উহা বহন করার উদ্দেশ্রে স্বর্হৎ সম্পত্তি গডিয়া তুলিতে থাকেন যাহাতে কর দিবার পরেও উত্তরাধিকারীরা স্থাথ-স্বছলেদ থাকিবে, অথবা তিনি যদি করদানের উদ্দেশ্রে কোনরূপ বীমার পলিসি বা ভাগ্ডার নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়া য়ান, তবে কি মৃতব্যক্তির উপরই করপাত বর্তাইল না ? আবার অপরপক্ষে মৃতব্যক্তির উপরই করপাত বর্তাইল না ? আবার অপরপক্ষে মৃতব্যক্তির উপরই করপাত বর্তাইল না করিয়া সম্পত্তি গড়িয়া তোলে, তবে উহার করপাত স্পষ্টতেই উত্তরাধিকারীর উপর। করপাত কে বহন করে ইহা তাই মৃতব্যক্তির ইছ্যার উপর নির্ভর করে এবং বিভিন্ন ব্যক্তির মনের ইছ্যা বহু বিচিত্র রূপ লয় বলিয়া এই সম্পর্কে কোনরূপ সাধারণ স্ত্রে বা নিয়ম গঠন করা চলে না।

করপাত মৃত ব্যক্তির উপর হইতে পারে, জীবিত উত্তরাধিকারীদের উপর হইতে পারে; আংশিকভাবে উহার কিছুটা উভয়েই বহন করিতে পারে—এই অনিশ্চিত সিদ্ধান্ত এড়াইবার জন্ম তৃতীয় একদল বলিতে চাহে বে মৃত্যুকরের করপাত জীবিত কি মৃত কাহারও উপর নয়, উহা সম্পত্তির উপর। কিছু এইরূপ উপসংহার গ্রহণ করা চলে না। তাহার কারণ হইল বে, কেবলমাত্র সম্পত্তির পরিমাণের উপরই করের হার নির্ভর করে না, আর তাহা ছাড়া কর দেয় ব্যক্তিরা, কোন বিষয়-সম্পত্তি নিজ হইতে কর দিতে আগাইয়া আসে না।

মৃত্যুকর ও আয়-করের ফলাফল তুলনা করা দরকার (Comparison of the effects of Death duties and Income-tax)। আমরা জানি, মৃত্যুকরকে অপেক্ষমান আয়-কর (deferred income tax) বলিয়া মনে করা

মৃত্যুকর ও আয়কবের তুল**না** চলে। আয়করের ক্ষেত্রে, প্রতি বৎসর আয়ের উপর কর আরোপিত হয়, কিন্তু মৃত্যুকরের ক্ষেত্রে সেই আয়কর প্রতি বৎসর না তুলিয়া অপেক্ষা করা হয়, মৃত্যুর সময়ে একসঙ্গে

পূর্বের সকল কর তুলিয়া লওয়া চলে। ইহাদের মধ্যে যে কোন একটি পদ্ধতিতে সমান পরিমাণ রেভিনিউ তোলা সম্ভবপর। ইহাদের মধ্যে পার্থক্য হইল এইটুকু যে আয়করের ক্ষেত্রে করের ভিন্তি (tax base) হইল তাহার বাৎসরিক আয়, আর মৃত্যুকরের ক্ষেত্রে ইহা হইল তাহার সঞ্চিত মূলধন। কিন্তু এই তুলনা আর বেশিদ্র টানা চলে না, কারণ কোন একব্যক্তি সারাজীবন আয় করিয়া কোনরূপ সঞ্চয় না করিয়া সকল আয় ব্যয় করিতে পারে। কেবলমাত্র মৃত্যুকর থাকিলে এই ব্যক্তির নিকট হইতে কোনরূপ কর আদায় করা যায় না। স্কেরাং ইহাদের তুলনা করিতে হইলে ধরিয়া লইতে হইবে যে, বিনিয়োগ-আয়ের উপর কর (a tax on investment income) এবং মৃত্যুকর—উভয়ের তুলনামূলক ফলাফল কি। এই হই প্রকার করের ফলাফল সাধারণত গুইটি অংশে আলোচনা করা হয়: বাস্তব ফলাফল (physical effects) ও মনস্তাত্বিক ফলাফল (psychological effects)।

ৰান্তৰ ফলাফল বিচার করিলে দেখা যাইবে বিনিয়োগ-আয়ের উপর কর অপেক্ষা মৃত্যুকরের প্রভাব ব্যক্তির সঞ্জয়ের পক্ষে অধিকতর হানিকর। বাৎসারক আয় হইতে আয়কর দিতে হয় তাই ব্যক্তি তৎকালীন ভোগব্যয় কমাইয়া দেই

কর দিয়া দেয়। কিন্তু মৃত্যুকরের ক্ষেত্রে তাহা হয় না, গান্তব ফলাফল: ব্যক্তি তাহার ভোগ কমায় না। তাই ব্যক্তির মূলধন কাটিয়। মৃত্যুকর দেওয়ার সম্ভাবনাই বেশি, কারণ আয়করের

তুলনার মৃত্যুকরের আওঁতায় ব্যক্তির সঞ্জের ইচ্ছা তুলনামূলকভাবে কম।

ব্যক্তি যাদ মৃত্যুকর দেওয়ার জন্ম বীমাব্যবস্থা করিয়া রাখে এবং প্রিমিয়াম দেওয়ার উদ্দেশ্রে নিয়মিতভাবে ভোগ কমাইয়া সঞ্চয় করিতে থাকে, তাহ। হইলেও আরকরের তুলনায় ইহা ব্যক্তিগত মূলধন-সঞ্গ্রের অধিকতর প্রতিকৃল ইংলণ্ডের কল্উইন কমিটিও এই সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছেন।

কিন্তু সঞ্চয় ও মূলধন-গঠনের মনস্তাত্ত্বিক দিক হইতে বিচার করিলে দেখ। যায় যে, মৃত্যুকর তুলনামূলকভাবে উন্নততর। আয় বাড়াইলে কর দিতে হইবে, তাই নির্দিষ্ট কোন এক শীমার পরে ব্যক্তি আর আয় বাড়াইতে না-ও ইছুক হইতে পারে। এইরপে আয়কর কাজের ও সঞ্চয়ের ইচ্ছা কমাইয়া দেয়। কিছ মৃত্যুকরের এইরূপ কোন বিরূপ প্রভাব নাই, কারণ ব্যক্তি ভাহার জীবদ্দশায় কোনরূপ কর দিতেছে না। বংশধরের। সম্পত্তি কম পাইবে এই চিন্তায় অবশ্র কর্মোত্তম ও সঞ্চয়ের ইচ্ছা কিছুটা কম হইবে, কিন্তু বেশির यनखांदिक कनाकन: ভাগ লোকই নিজের জীবদশায় ধনী বলিয়া পরিচিত মৃত্যুকর উন্নততর হওয়ার অহংবোধ তৃপ্ত করিতে চায়। মৃত্যুকর এই ইচ্ছাকে কোনরূপ বাধা দেয় না। পুত্রকলত্তের নিরাপত্তা-ই যদি প্রধান লক্ষ্যবস্তু হয় ভাহা হইলেও মৃত্যুকর উন্নততর। কারণ লোকে ইহাদের নিরাপত্তা বাড়াইবার জন্ম কর প্রদানের পরেও সম্পত্তির পরিমাণ বেশি রাখার উদ্দেশ্মে বর্তমানে কর্মোগ্যম ও সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি বাড়াইয়া দিতে পারে। স্থতরাং সঞ্চয় ও কর্মোগ্রমের ইচ্ছার উপর প্রভাব তুলনা করিলে মৃত্যুকর অপেকার্য়ত ভাল।

ব্যয়কর (The Expenditure Tax):

আধুনিককালে অধ্যাপক নিকোলাস্ ক্যাল্ডর (Nicholas Kaldor) করের ভিত্তি (base) হিসাবে ব্যক্তির আয়ের পরিবর্তে তাহার ব্যয়কে গ্রহণ করার কথা বলিয়াছেন। আন অথবা ব্যয় -কিসের ভিত্তিত ব্যক্তির নিকট হইতে কর তোলা হইবে, তাহা লহয়া বহুশতাশী ধরিয়া প্রথবীতে ব্যয়-করের পুনব জীবন বাদার্বাদ চলিয়াছে। হব্দের লেখা ইইতে স্কুক করিয়া জন ইুয়ার্ট মিল, মার্শাল পিগু, আরভিং ফিসার ও আরও অনেকে করের ভিত্তি হিসাবে ব্যয়কে সমর্থন কবিয়া গিয়াছেন।

বিশেষ কোন দ্রব্যের উপর কর আরোপিত হইলে উহাকে পণ্যকর বা বিক্রেথকর বা আংশিক ব্যয়কর বা বিশেষ ব্যয়কর (Partial outlay tax) বলে। কিন্তু সাধারণ ব্যয়কর (General Expenditure tax) ইহা হইছে পূথক। সাধারণ ব্যয়কর আরোপিত হয় ব্যক্তির মোট ভোগব্যয়ের উপর; ইহা প্রত্যক্ষ করও বটে। আয়-করের মতই নির্দিষ্ট কিছু নিম্কৃতির সীমা (exemption limit) বাদ দিয়া ইহা ক্রমবর্ধমান হারে আরোপ করা চলে।

বিক্রম-কর ও
তবে করের ভিত্তি হিসাবে আয় ও বায় একটু পৃথক বটে।
আব-কর হইতে লোকের মোট আয়ের এক অংশ হইল বায়, অপর অংশ
ইগর পার্থকা কি
সঞ্চয় বা নীট সম্পদের বৃদ্ধি। স্থতরাং কর-ভিত্তি হিসাবে
আয়ের তুলনায় বায় সংকীর্ণতর। আয়েকে যদি সম্পদের নিয়মিত স্রোত হিসাবে
ধরা হয়, তবে এই সম্পদের এক অংশ য়াহ! ভোগের উদ্দেশ্যে বায়ত হইতেছে,
শুধু সেই অংশের উপরই কর আরোপিত হইবে। যে সকল ব্যক্তি আয়
অপেক্ষা বেশি বায় করে, তাহাদের ক্ষেত্রে আয়কর অপেক্ষা বায়করে কর ভিত্তি
অধিকতর প্রসাবিত।

ব্যক্তির বাৎসরিক মোট ব্যয় হিসাবে করা যাইবে কি উপায়ে ? ক্যালডরের মতে ইহার উপায় হইল: প্রথমে, বৎসরের স্কুত্তে তাহার নগদ টাকা ও ব্যাহ্বআমানতের পরিমাণ হিসাব করিতে হইবে; উহার সহিত বৎসরের শেষে সেই
বংসরে তাহার সকল আয় ও উপহার (gifts) যোগ করিতে হইবে। এই যোগফল হইতে বাদ দিতে হয় বৎসরের শেষে তাহার নগদ টাকা ও ব্যাহ্ব-আমানত
এবং এই বৎসরের সকল ঋণদান ও বিনিয়োগ। এইকপে ব্যক্তির বাৎসরিক
ব্যয়ের পরিমাণ জানিতে পারা যায়।

আয়করের তুলনায় ব্যয়কর অনেকদিক হইতেই উন্নততর, অধ্যাপক ক্যাল্ডর ইহা মনে করেন। প্রথমত, ব্যক্তির করবহনযোগ্যতার সঠিক পরিমাপ তাহার আয় হইতে পাওয়া যায় না, তাহার ব্যয়ই ইহার উপযুক্ত মানদণ্ড।

>। করবঃনদোগাতার দিক হইতে বিচার কবিলে আয়ের মধ্যে অনেক বিষয় ধরা হয় না, যেমন হঠাৎ কোন ফ্যোগ বা সম্ভাবনা হইতে খায, অনিয়মিতভাবে মাঝে মাঝে পাওয়া যায় এইরূপ আয় অথবা মূলধনী লাভ প্রস্তি । এই সকল ধরনের টাকা ব্যক্তির করবহন-

বোগ্যতাকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অথচ আয়ের মধ্যে এই ধরনের বিষয়গুলি ধরা হয় না বলিয়া ইহাদের উপর হইতে কর আদায় করা সম্ভবপর হয় না। কিন্তু ব্যয়করের এই ক্রটি নাই। নিয়মিত বা অনিয়মিত, হঠাৎ লাভ বা মূলধনী লাভ, সম্পত্তি বা পরিশ্রম, যে কোন হত্ত হইতেই ব্যক্তির হাতে টাকা আফুক না কেন, ব্যয় হইলেই উহার উপর কর আরোপিত হইবে।

বিতীয়ত, ক্যাল্ডর এই করের অপকে ন্যায্যভার কথা তুলিয়াছেন।

এই স্ত্রে তিনি হৰ্সের বক্তব্য উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, লোকে জাতীয় সম্পদের সাধারণ-ভাণ্ডারে (Common pool) কি পরিমাণ যোগ করিতে পারে তাহা অপেক্ষা এই ভাণ্ডার হইতে সে নিজে কতটা সম্পদ গ্রহণ করিছেছে তাহারই ভিত্তিতে কর দেওয়া উচিত। ব্যক্তির বর্তমান ও প্রত্যক্ষ জীবন্যাত্রাব মান নির্ভর করে তাহার ভোগব্যয়ের উপর। বর্তমানে সঞ্চয় করিয়া ভবিষ্যতে ব্যয় করিলে সর্বশেষস্তরে ভোগের সমন্ন এই করের মাধ্যমে তাহা ধরা পড়িবে। পুরাণো এবং উত্তরাধিকারস্ত্রে পাওয়া সঞ্চয় হইতে ব্যয় করিলে, গ্রায়তার দিক

হইতে বিচার করিয়া বলা চলে যে, সেই ব্যক্তির কিছু কর ২। স্থাযাতার দিক গুইতে বিশার করিলে রাষ্ট্রকৈ নিশ্চয় দেওয়া উচিৎ। স্থায়ের দিকে তাকাইয়া ব্যয়করের স্থপক্ষে আরও অনেক কথা বলা চলে। বিভিন্ন

ব্যক্তির আয় সমান থাকিলেও তাহাদের দায়িত্ব এবং নিজন্ম স্বভাব পূথক থাকাম বানের পরিমাণ পূথক হইতে পারে। স্কৃতবাং ব্যরের পরিমাণই স্থায়ত কবআরোপনের ভিত্তি হওয়া উচিং। তাহা ছাড়া আয়করের বিরুদ্ধে মার্শাল-পিগুফিসারের সমালোচনাও মনে রাখা দরকার। তাঁহাদের মতে আয়করের ফলে
সঞ্চয়ের উপর ডবল কর আরোপন (Double taxation) ঘটে। ব্যক্তির যে
আয় সঞ্চিত হয়, তাহার উপর সে প্রথমে একবার কর দেয়, তাহার পরে সেই
সঞ্চয় হইতে যত্বার আয় হয় প্রতিবার ব্যক্তিকে কর দিতে হয়। বয়য়করে
এইরূপ ঘটে না, কারণ যে অংশ সঞ্চিত হইয়াছে তাহা করের আঁওতার
মধ্যে পড়ে না। তৃতীযত, ক্যালডরের মতে আয়করের ফলে সঞ্চয়ের ইচ্ছা
হাস পায়।*

ক্যাল্ডর দেখাইয়াছেন যে, ইংলণ্ডের উচ্চ আয়শ্রের লোকের। আরও
সঞ্চয় করা ছাড়িয়া দিয়াছে, কারণ আয়-করের প্রান্তিক
ও। সঞ্চরের উপর
ইহার প্রভাব
বর্ধিত সঞ্চয় হইতে আয় বাড়িলে ব্যক্তিকে উহাপেক্ আনেক বেশি টাকা কর হিসাবে দিয়া দিতে হয়। ব্যয়কর আরোণ

^{*&#}x27;income taxes, by reducing the net income from savings, districted choice of the individual between present and future consumption, be making the latter less attractive than it would otherwise be. Persons an prevented from making their choices in terms of the relative costs to societ of providing goods at various times, as reflected in the interest rate. I simple terms, persons are given added incentive to consume new." Du Government Finance, P 275.

করিলে, এই অবস্থা দূর হইবে। নানাবিধ ব্যয়ের আতিশয্য লোপ পাইবে, সঞ্চয়ের ইচ্ছা বৃদ্ধি পাইবে। অহুনত দেশসমূহে, ডাই, ব্যয়-করের গুরুত্ব আরও বেশি. কারণ এই সকল দেশে উন্নত দেশগুলির জীবনযাত্রার মান "অমুকরণ করার" ইচ্ছা খুবই বেশি (Demonstration effect)। মূলধন-গঠনে সাহায্য করার কাজে এই করকে তাই প্রয়োগ করা চলে।

চতুর্থত, বিনিয়োগের উপরও আয়করের তুলনায় বায়করের প্রভাব ভাল, ক্যাল্ডর ইহা মনে করেন। আয়-করের ফলে কোম্পানীও ধনীব্যক্তিদের হাত হইতে বিনিয়োগযোগ্য টাকার পরিমাণই কেবল কমিয়া যায় না,

বিনিয়োগের ইচ্ছাও হ্রাস পায, কারণ বর্ধিত আয় হইতে
৪। বিনিয়োগের উপর বুহৎ অংশ আয়কর হিসাবে সরকারকে দিয়া দিতে হইবে।
ইহার প্রভাব
৫। কর্মোগ্রমের উপর তাই, ক্যালডরের মতে, আয়করের ফলে ঝুঁকিবছল
ইহার প্রভাব
বিনিয়োগে মূলধন নিযুক্ত হইতে চায় না। ব্যয়করের
সেইকপ কোন অস্ক্রবিধা নাই, কারণ আয় ও সঞ্চয

বাড়াইলে উহার উপর কর আরোণিত হয ন।, একমাত্র ব্যয়ের পরিমাণ বাড়িলেই বেশি কর দিতে হইবে।

পঞ্চমত, আয়করের তুলনায় কর্মোগ্যমের উপর ব্যয়করের প্রভাব ভাল ইহাও দেখান চলে, ইহার কারণ হইল সঞ্চয় করিয়া ব্যয়কর এডান চলে, কিন্তু আয়কর এড়াইবার কোন পথ নাই।

ব্যয়করের বিক্দ্ধেও যুক্তির কোন অভাব নাই। প্রথমত, স্থাবের দিক হইতে দেখিলে ইহাব প্রধান ক্রটি হইল পক্ষপাত্রপ্রতা (discrimination)। যাহারা অধিক বায় করে বা বায় বরিতে বাধ্য হয় তাহাদেরই উপর কর আদায় হয়; কিন্তু যাহারা ব্যয় না করিষা টাশা মজুত করে, তাহারা করের হাত হইতে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি পাইতে পারে। ইহাতে সঞ্জ্যশীল ধনিক্দের ব রূপণ লোকদের অবিক্তর স্থবিধা; বড পরিবার বা বিভিন্ন কারণে বায় বেশি হয়

ইহা ১। পক্ষপাতত্ত্তী २। সংকোচনশীল ৩। আদায়গত অস্বধা এইরূপ পরিবারের অস্থবিধা। তাই স্থায়ের দিক হইতে ইহা আমরা মানিয়া লইতে পারি না। অবশু এই ক্রটি দ্র করার জন্ম উচ্চহারে মৃত্যুকর বা সম্পদকর বসান চলে; কিন্তু উহাতে এথনই সবকারের আয়বৃদ্ধি না পাইবার সন্তাবনা। বিতীয়ত, মৃদ্যাফীতির সময়ে এইরূপ ব্যয়কর মৃদ্যাফীতির

প্রতিরোধের জন্ম ভালই কাজ করিতে পারে; কিন্তু সাধারণ অবস্থায় এই

করের প্রভাব সংকোচনশীল (deflationary)। যদি দেশে কিছুট। বেকারি থাকে, তবে ব্যয়করের ব্যবহার উহাকে আরও বাড়াইয়া তুলিবে, এবং অনেক বেশি ঘাট তি-ব্যয় না করিলে এই অবনতি দূর হইবে না। এই অবস্থায় কিন্তু আয়কর লোকের ভোগব্যয়, বিনিয়োগব্যয় বা কর্মোগ্রম কিছুই বিশেষ কয়ায় না। শুধু তাহাই নহে। আয়কর অনেকটা অর্থ নৈতিক অবস্থা বা কাঠামোর অক্স-লগ্ন ও নমনীয় ধরনের (built-in flexibility) কারণ, চক্রকালীন অবনতির সঙ্গে আপনা-আপনি উহা হইতে আদায় কয়ে, আবার সমৃদ্ধির সময়ে স্বয়াক্রিয়ভাবেই উহা হইতে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। তৃতীয়ত, ব্যয়করের অগ্রতম একটি অস্থবিধা হইল ইহাকে স্বষ্টুভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্রে উপযুক্ত সংগঠন গড়িয়া তোলা। আদায়-বিষয়ক অস্থবিধা ইহার একটি অস্থতম প্রধান ক্রটি।

ব্যয়-করের আরোপ সম্পর্কে সাধারণভাবে হুইটি পদ্ধতি গুহীত হুইতে পারে। প্রথমত, সারা বৎসরে ব্যক্তির ব্যয়ের উপর প্রত্যক্ষভাবে কর-আরোপ করা চলিতে পারে। ব্যক্তি যে আয়ব্যয়ের হিসাব (returns filled in by individuals) দেয় তাহার ভিত্তিতেই কর আরোপিত হইতে পারে। ইহাকেই আমেরিকায় বলে থর্চা-কর (spendings tax); আর ইংলতে ইহার নাম ব্যয়কর (expenditure tax)। দ্বিতীয়ত, বিকল্প পদ্ধতি হইল দ্রব্যসামগ্রীর বিক্রয়ের উপর কর আরোপ করিয়া বিক্রেতাদের নিকট হইতে উহা আদায় করা। ইহাকে পণ্যকর (commodity taxes) বলে। বিক্রেতারা ক্রেতাদের নিকট এই পণ্যকরগুলির ভার অপসারণ করিবে, ফলে প্রক্রতপক্ষে দেশের ভোগব্যয়ের উপর হইতেই এই কর আদায় হইয়া যাইবে। এই চুই পদ্ধতির মধ্যে কোনটি ভাল বা কোনটি মন্দ তাহা ছুই ধরনের ব্যরকর আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, খরচা-কর বা বায়-কর পদ্ধতির ভালমন্দ প্রত্যক্ষভাবে আরোপ করা চলে, তাই ইহার ভার মোটামটি ইচ্ছামত কাহারও উপর কম বা বেশি হারে চাপান যায়। ইহার হার ক্রমবর্ধমান করা চলে, ভায়-অভায়ের বিচার অমুযায়ী বিভিন্ন আয়ন্তরে বা ব্যয়ন্তরে হার নির্ধারণ করা যায়, মুদ্রাক্ষীতির বিরুদ্ধে ইহার প্রবল প্রভাব। **किञ्च সাধারণ পণ্যকরগুলির তুলনায় ইহাতে আদায়ের অস্কবিধা। সাধারণ** প্ৰাকরগুলি আদায়ের দিক হইতে স্থবিধাজনক হইলেও ইহার ভাব

এলোমেলো ধরনের ও প্রগতিবিরোধী, ইহাদের হার ক্রমবর্ধ মান করিয়া তোলা চলে না, মুদ্রাস্ফীতিবিরোধী ক্রমতাও ইহাদের ক্ম।

এই কারণে আজকাল সাধারণ ব্যয়করের বদলে বিশেষ বিশেষ দ্রব্যের উপর বিক্রয় কর আরোপ করা হয়, ব্যক্তির সামগ্রিক ব্যয়কে করের ভিত্তি হিসাবে গণ্য ন। করিয়া উহার বিশেষ বা নির্দিষ্ট একটি আংশিক ব্যয় কর অংশের উপর কর আরোপ করা হয়। ইহাকে তাই অনেকে আংশিক-ব্যয় কর বা বিনির্দিষ্ট ব্যয়-কর (Partial outlay tax) বলেন।

বিক্রন্থ কর (Sales tax) ঃ

বর্তমানকালে ব্যয়ের ভিত্তিতে যতপ্রকার কর আরোপিত হইতেছে তাহাব মধ্যে সর্বপ্রধান হইল বিক্রয় কর।* আপাতদৃষ্টিতে পণ্যসামগ্রীর বিক্রয়ের উপর এই কর আরোপিত হইলেও, কার্যত বিভিন্ন দ্রব্য করের প্রকৃতি সামগ্রীর উপর ব্যক্তির ব্যয় হইতেই এই কর আদায় হয়। সামগ্রিক বিক্রয়কর (general sales tax) সকল প্রকার ব্যয়ের উপর হইতেই কর আদায় করে। কিন্তু সাধারণত এইরূপ সামগ্রিক বিক্রয়কর কোন দেশে দেখা যায় না, নিত্যব্যহার্য খাছ্যন্ত্র্য প্রভৃতিকে বিক্রয়করের পরিধির বাহিরে রাখ। হয়। এই করের ঐতিহ্ স্থ্রোচীন বিশিয়া দাবি করা চলে, কারণ কোটিল্যার 'অর্থশান্ত্রে'ও ইহার উল্লেখ আছে।

বিক্রয়করের স্বপক্ষে অনেক প্রকার বৃক্তি দেখান হয়। প্রথমত, বলা হয় মে, বিক্রয়-কর হইতে প্রচুর পরিমাণে রেভিনিউ আদায় করা সম্ভব। কিন্তু শুধু ভাহাই নহে। আয়করের তুলনায় বিক্রয়করের রেভিনিউ সাধারণত অধিকতর স্থিতিশীল ধরনের (Revenue from sales tax more stable than that of income tax)। বিক্রয়ক্ররের ভিত্তি হইল ভোগবায়, আর আয়কবের ভিত্তি হইল আয়। কেইন্সীয় মতে আমরা জানি য়ে, বাণিজাচক্রের বিভিন্ন শুরে মোট আয় অপেক্ষা মোট ভোগবায়ে উঠানামা কম হয়। তাই আয়কর

আবগারী শুক, কাষ্ট্রনদ্ শুক্ষ প্রভৃতির স্থাব বিক্রয়করও একপ্রকার আংশিক ব্যবকর (Partial outlay tax)। বিক্রয়করের স্পক্ষে ও বিপক্ষে বৃত্তি দুর্হ এবং আলোচনা সকলই আংশিক ব্য়য়কর সম্পর্কেও প্রেগোজ্য। তাই পৃথকভাবে আর আংশিক ব্য়য়কর আলোচিত ইইল না। হইতে পাওরা রেভিনিউর তুলনায় বিক্রয়কর হইতে প্রাপ্ত রেভিনিউ মোটাম্টি

হিলাতে রেভিনিউ বেশি
ও দ্বির

আয়কর আমবর্ধ নিশীল হারে আরোপিত, আর বিক্রয়কর
সমামপাতিক হারে। সমাজে সংকটকালে এই ক্রমবর্ধ নিশীলভার দরণ আয়কর
হইতে রেভিনিউ বিশেষভাবে কমিয়া যায়, কিন্তু সমামপাতিক বিক্রয়কর হইতে
আদায় ততটা হ্রাস পায় না। তাই ইহা হইতে রেভিনিউর স্থিরত। আয়করেব
তলনায় বেশি।

বিতীয়ত, শাসনভান্ত্রিক দিক হইতে দেখিতে গেলে ইহার স্থবিধা আয়করের তুলনায় অনেক বেশি। যেমন, রাজনৈতিক বা বিভিন্ন কারণে অনেক রাষ্ট্র আয়করের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করার নীতি পছন্দ করে না, আয়করের ফ্রেটিঙালি এখানে নাই, অথচ করেণ সঞ্চয় ও কর্মোগ্রমের উপর উহার সংকোচক-প্রভাব আদাবের হবিধা প্রবল। এই অবস্থায় ব্যক্তির ব্যয়কে করের ভিত্তি হিসাবে পাইলে খুবই ভাল হয়। যদি আমরা ধরিয়া লই যে,

করভারের সম্পূর্ণ অংশ সম্মুথে অপসারিত হইতেছে, অর্থাৎ স্বটাই ক্রেতাব নিকট হইতে আদায় হইতেছে, তবে আমরা জানি যে, প্রত্যক্ষ কর হিসাবে আয়কর যাহা করে তাহার তুলনায় বায় কর বা বিক্রেয়কর পরোক্ষভাবে একই কাজ করে।

তৃতীয়ত, অপূর্ণয়োত দেশগুলিতে কর শাসন ব্যবস্থা ভাল করিয়া গাড়িয়া
উঠে নাই, করপ্রদান বিষয়ে নীতিবোদের মানও বিশেষ উন্নত নয়। এই সকল
দেশে বিক্রয় করের গুরুত্ব বেশি। এই করের আদায়গত স্থবিদা বেশি আবাব
থরচও কম। এরূপ কথা প্রচলিত আছে যে, বিক্রয়-কর নিজেই নিজেকে
সংগ্রহের ব্যবস্থা করে। সমাজের বিক্রেভারা বিশ্বিপ ক্রেভাদের নিকট ইইতে
কর সংগ্রহ করিয়া রাষ্ট্রের হাতে তুলিয়া দেয় বলিয়া এইরূপ
আলাবের থরচওগালান বলা হইয়া থাকে। আয়ান্তর ইইতে রাষ্ট্রের কব-আদায়ের
ফলর লুকানো আয়ের
ফলর কর চাপান যায় যতটা কালক্ষেপ হয়, বিক্রেয় করে তাহা হয় না, কর
আরোপ করার পর ইইতেই সরকারী তহবিলে টাকা
আসিতে থাকে। এই সকল দেশে উচ্চ আয়করের নির্ক্ৎসাহী প্রভাব (disincentive effect) খুব্ই ভীত্র, তাই অনেকে কর-ভিত্তি হিসাবে বায়কেই
গ্রহণ করার পক্ষপাতী। আবগারী শুক্ত একাস্কভাবে পক্ষপাত্মলক

(discriminatory', কিন্তু বিক্রয়-করের এই দোষ নাই। আইনী বা বে-আইনী উপায়ে বাহারা পূর্বে আয়-কর ফাঁকি দিয়াছে বা এখনও দিতেছে, এবং দ্রব্যসামগ্রীর ভোগে সেই টাকা নিয়োগ করিতেছে তাহাদের নিকট হইতে কর
আদায় করার প্রকৃষ্ট পন্থ। হইল বিক্রয়-কর আরোপ করা।

চতুর্থত, যাঁহারা ব্যয়ের অধিক অংশ নিম্ন আয় গোষ্ঠীর নিকট হইতে তুলিতে
চান তাঁহাদের মতে বিক্রয়-কব আরোপ করাই
গরীবদের উপর করহাব
বাডাইতে হইলে বুক্তিযুক্ত। আযকরের তুলনায় বিক্রয় কর নিম্ন আয়গোষ্ঠীর নিকট অনেক সহজে পৌছিতে পারে। দেশে
ক্রত মূলধন-গঠনের জন্ত তাই অনেকে বিক্রয়-করের অপক্ষে কথা
বলেন।

সর্বোপরি, অধ্যাপক হান্দেন্ (Hansen) বলিতে চান যে, আয়ন্তর ও কর্মসংস্থানে তার উঠানাম। বন্ধ করার কাজে ইহাকে নিয়োগ করা সম্ভবপর। অর্থাং বিক্রয-করের বাণিজ্যচক্রবিরোধী ভূমিক। বিশেষ গুক্ত্বপূর্ণ বলিযা তিনি মনে করেন। সমৃদ্ধি-যুগের শেষপ্রান্তে উচ্চ বিক্রয়-বাণিজাচক্র বিরোধী কর ভোগের পরিমাণ কমাইয়া দেয, মুদ্রাম্কীতির গৃথিহ আনবনকারী গতিরোধে সাহায্য করে। ঠিক এইরূপ, সংকটকালে,

বিক্রয়করের হ্রাস এবং সেই সঙ্গে পূ্বের আদায় করা টাকার ব্যয় উন্নতির পথ প্রশস্ত করিবে। এই কাজ ছাড়াও বিক্রয়করের অন্তান্ত ভূমিকা কম নাই। যেমন, যুদ্ধকালীন মূদ্রাক্ষীতি রোধ করার উদ্দেশ্তে দেশের ভোগব্যয় কমান প্রযোজন, তথন এই কর আরোপ করা চলে। করের দক্ষণ ভোগাদ্রব্যের দাম বাডিবে, তাই ভোগব্যয় হ্রাস পাইতে থাকিবে।

বিক্রয়করের বিরুদ্ধে বহু প্রকার আলোচনা হইযাছে। প্রথমত, ইহার
অথনৈতিক প্রভাব বাঞ্ছনীয় নয় আনেকে এইকপ বলেন। একটি টাকা
আয়কর আলোব করিলে সমাজের মোট ব্যয়ের উপর উহার ফল ততটা নয়,
কিন্তু একটি টাকা ব্যয়কব বা বিক্রম-কর আলায় কবিলে
সামগ্রিক-ব্যয় বেশি পরিমাণে কমে। দেশের মোট
ব্যয়ের উপর এইকপ করের প্রভাব ভাল নয় বলিয়া
তাই আনেকে মনে করেন। দেশ যথন অপূর্ণ কর্মসংস্থান স্ত:র আছে বা
বাণিজ্যচক্রের সংকটের যুগে বিক্রয়করের ফলেলোকে ব্যয় কমাইয়া সঞ্চয়

বাড়াইতে প্রবৃত্ত হয়, ফলে মোট ভোগব্যয় সংকুচিত হয় এবং দেশের সংকট গভীরতর হইয়া উঠে।

দিভীয়ত, বিক্রয় করের বিরুদ্ধে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি হইল ইহা
ন্থায়নীতির বিরোধী। বিক্রয়কর আরোপিত হয় সমামুপাতিক হারে, তাই
নিয়ে আয়-গোষ্ঠার উপর করভার তুলনামূলকভাবে বেশি।
ন্থায়নীতির বিরোধী
উপরস্ক, উচ্চ আয়-গোষ্ঠাতে আয়ের অধিক মংশ সঞ্চিত্ত
হয়, তাই করভারের সামগ্রিক বণ্টন অধোগতিমূলক বা ক্রমপতনশীল (regressive)। নিয় আয়-গোষ্ঠার লোকের তুলনায় উচ্চ আয়গোষ্ঠার লোকের।
সাধারণত তাহাদের আয়ের কম অংশ বায় করে। শুধু তাহাই নহে। উচ্চ
আয়-গোষ্ঠার লোকের ব্যয়ের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হইল ব্যক্তিগত সেবামূলক কাজকর্ম। ইহাদের উপর কব আরোপিত নাই, তাই এই করের
অধোগতিত্ব (regressiveness) আরও বেশি।

করের অধোগতিও ভাল কি মন্দ তাহা আজকাল আর আলোচিত হয়
না, কারণ করভার বন্টন সম্পর্কে সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তির মত হইল ইহা
ভাল নয়। অপরপক্ষে সমগ্র কর কাঠামোর প্রকৃতি ক্রমবর্ধনশীল হইলে
উহার মধ্যে কোন বিশেষ একটি কর অধোগতিমূলক হইতে পারে। তাহাতে
কোন ক্ষতি নাই। এই করের এই ক্রটি দূব করার উদ্দেশ্যে সাধারণত খাত্য বস্ত্র ও নিম্ম আয়-শ্রেণীর ব্যবহার্য দ্রব্যান্দি করের আঁওতা হইতে বাদ দেওয়া
যাইতে পারে।

তৃতীয়ত, বিক্রয়করের কর ভারের বণ্টন সম্পর্কে আরও অনেক আলোচনা কর। ইইয়াছে। যেমন বগা ইইয়াছে যে, এই কর পক্ষপাত্রই। আদায়গত

অস্থ্বিধার জন্ত কতকগুলি দ্রবেরর উপর কর আরোপ কর।
ইহা খুবই পক্ষপাত
ইই

চলে না, যেমন ব্যক্তিগত সেবাকার্য, বৈদেশিক ভ্রমণ,
স্থ্যজ্জিত দামা বাডি প্রভৃতি। ইহার ফলে এই সকল দ্রব্য যাহারা বেশি ব্যবহার
করেন, অস্তের তুলনায় তাহারা এই কর বেশি পরিমাণে এড়াইয়া চলিতে পারেন।
সমান আয়বিশিষ্ট পরিবার গুলির মধ্যে লোক বেশি থাকায় বড় পরিবারকে বেশি
কর দিতে হয়, আর লোক কম থাকায় ছোট পরিবার করভার কম বহন করেন।
অবশ্র পাত্র ও বস্ত্রের উপর কর না থাকিলে বড় পরিবারের বিরুদ্ধে এই পক্ষপাত
অনেকটা কমিয়া যায়।

উপসংহারে বলা চলে বে, এই সকল বিরোধিতা থাকা সত্ত্বেও বিক্রয়কর

আরোপিত হইবেই কারণ ইহার পক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য আছে যাহার র্নিকট সকল যুক্তিই মান হইয়া যায়। ইহা হইল, এই কিন্ত আজকাল সর-করের উৎপাদনক্ষমতা খুবই বেশি। আধুনিক কালের কারের টাকার রাষ্ট্রগুলি বেকারি ও অসম্ভোষ দূর কবিষা কোন মতে এই প্রয়োজন বেশি ব্যবস্থাকে বাঁচাইয়া রাখিতে চায়। ভাই বিভিন্ন দিকে রাষ্ট্রীয় ব্যয় বাড়িয়া গিয়াছে। তাহার জন্ম রাষ্ট্রেব হাতে বেশি টাকা থাক। দরকার, তাই বিক্রয়করের গুরুত্ব এত বেশি। বন্টনের উপর প্রভাব খারাপ থাকা সত্ত্বেও তাই এই করের প্রয়োগ একেবারে বাদ দেওয়া চলে না। তবে বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে ইহার এই ত্রুটি কিছুটা দূর হইতে পারে। যেমন, বহু বিন্দু কর (Multi-point tax) অপেক্ষা এক-বিন্দু কর (Single-point tax) ভাল। যদি কোন দ্রব্য প্রতি-বার হাত-বদলের সময় বিক্রয়কর দিতে হয়, তবে সর্বশেষ স্তারের ক্রেভাকে বেশি করভার বহন বিভিন্ন ধরনের বিক্রয করিতে হয়। কিন্তু একবার একটি স্তরে, খুচরা বিক্রয়ের কর উপর যদি করটি আরোপিত থাকে, তবে দামের সঙ্গে কর যোগ হয় কম। করের পিরামিড-গঠন (phenomenon of tax-pyramiding) তথনই ঘটতে পারে, যদি করট প্রতি-স্তরে আদায়-শোগ্য হয় এবং প্রত্যেক ব্যক্তি পববর্তী স্তারের ব্যক্তির উপর কবভার অপসারণ করিয়া দিতে পারে। এইরূপ করের ভার লাঘব করার উদ্দেশ্রে ফার্ম বা ব্যবসায়ীর। লম্বমখী

অমুশীলনী

যে, এক-বিন্দু কর তুলনামূলক ভাবে অধিকত্ব স্থবিধাজনক।

প্রদারণ স্থক কবে (vertical expansion)। ইহা দন্তব হইলে বহু বিন্দু করটি প্রক্তপক্ষে এক-বিন্দু করে পরিণত হইষা পড়ে, একমাত্র খুচবা বিক্রয়ের সময় করপ্রদানের কথা উঠে। আলাযের স্থবিধা বিবেচনা করিলেও দেখা যায

- 1. What are taxes? Discuss the principles that underlie the system of modern taxation.
 - 2. Enumerate the principles that should guide the system of taxation.
 - 8 How would you justify the principle of progressive tixation?
 - 4. Examine critically the case for a system of progressive taxation.
- 5. Distinguish between Progressive and Proportional taxation and consider their advantages and limitations.
 - 6. On what grounds can you justify the principle of progressive taxation?

- 7. Discuss how equity in taxation can be ensured.
- 8. How far Income is a satisfactory measure of ability to pay?
- 9. Discuss the concept of taxable capacity. Do you consider it totally useless?
- 10. "Unless hedged about with many qualifications and assumptions the taxable capacity of a community is a phrase which has very little meaning" (Dalton)—Explain.
- 11. Discuss the factors that determine the shifting and incidence of taxation.
- 12. Discuss the incidence of a tax under (a) Perfect Competition, and (b) Monopoly.
 - 18. How far, in your opinion, the income tax may be shifted?
- 14. Discuss wherein lies the incidence of (a) Income tax, (b) a tax on Monopoly, (c) Customs duties. (d) a tax on Land & buildings.
- 15. What is meant by Capitalisation of taxes? Discuss how far 'an old tax no tax'?
 - 16. Discuss the effects of taxation on will to work and save.
 - 17. Discuss the concept of taxable income.
 - 18. How far Income tax checks the incentive to work- and save?
 - 19. What is a Capital gains tax? Discuss its nature and effects.
 - 20. Discuss the importance and effects of Death duties.
 - 21. What is Expenditure tax? No you support it instead of Income tax?
 - 22. Discuss the importance and effects of Sales tax in a modern economy
- 28. Write short notes on: (a) gift, tax, (b) customs, Excise and use taxes.
 - 24. Compare Income tax and Death duties.
 - 25. Discuss the use of Partial outlay taxes on welfare grounds.

সরকারী ঋণ

Public Debt

আয় হইতে ব্যয় অধিক হইলে ব্যক্তির ভায় রাষ্ট্রকেও সেই ফাঁক ঋণ করিয়াই পূরণ করিতে হয় বটে ; কিন্তু ব্যক্তিগত ঋণ রাষ্ট্রীয় ঋণে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়।

(১) রাষ্ট্র জনসাধারণের নিকট হইতে জোর করিয়া বা বাধ্যভাষ্পক ভাবে ঋণগ্রহণ করিতে পাবে, কিন্তু বাক্তি কাহারও উপর জোর খাটাইতে পারে না। (२) সরকারী ঋণ সম্পূর্ণ অপরিশোধ্য ব। চিরস্থায়ী ধরনের হইতে পারে, কবে ইহা শোধ দেওয়া হইবে দে-সম্বন্ধে বাক্তিগত পণ ও রাষ্ট্রীষ কোন তারিথ নির্দিষ্ট না-ও থাকিতে পারে, কিন্তু ব্যক্তি ঝণের পার্গক্য অনির্দিষ্ট কালের জন্ম ঋণ অপরিশোধনীয় অবস্থায় রাথিতে পারে না। (৩) রাষ্ট্র নিজের নাগরিকদের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু কোন ব্যক্তি নিজের নিকট হইতে ঋণ পাইতে পারে না। (৪) ব্যক্তি ঋণ পরিশোধ করিতে না পারিয়া দেউলিয়া হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্র দেউলিয়া হয় না। (৫) রাষ্ট্র নৃতন কাগজী অর্থ প্রস্তুত ক্রিয়া কেব্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ ক্রিতে পারে, বা পুরাতন ঋণ শোধ দিতে পারে, কিন্তু বাক্তির সেইরূপ কোন স্থবিধা নাই। (৬) ঋণ পরিশোধের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র বাধ্যতামূলক কর বসাইতে পারে, ব্যক্তির পক্ষে তাহা সম্ভব নহে। (৭) দেশে দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন, বণ্টন প্রভৃতি ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় ঋণের প্রভাব ও ফলাফল ব্যক্তিগত ঋণের প্রভাব ও ফলাফল হইতে পুথক ও ব্যাপক।

ক্লাসিকাল ধন-বিজ্ঞানীদের মতে বাষ্ট্র যত কম ঋণ করে ততই ভাল এবং বিশেষ প্রয়োজন না হইলে রাষ্ট্রের ঋণ করা উচিত নহে। কিন্তু দেখা যায় কয়েকটি অবস্থায় রাষ্ট্রীয় ঋণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতেই হয়। (১) যদি
স্বাভাবিক অবস্থায়, হঠাৎ কোন অচিন্ত্যপূর্ব কারণে আয়ের

রাষ্ট্রীয় **ঝণের যুক্তি-**দঙ্গত কারণদমূহ

তুলনায় ব্যয় অধিক হইতে থাকে, তাহা হইলে ঋণ না করিয়া উপায় নাই। যুদ্ধ প্রভৃতি অস্বাভাবিক অবস্থায় এত অধিক

বায়ের প্রয়োজন হইয়া পড়ে, তথন কর-রাজস্ব হইতে সকল বায় নির্বাহ করা সম্ভব নাও হইতে পারে। (২) অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্র নিজেই অর্থনৈতিক উপাদানসমূহের পূর্ণনিয়োগের উদ্দেশ্যে বা বিশেষ ধরনের শিল্প বাবসায় প্রভৃতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে বায়ুর করেন; এরূপ অবস্থায় রাষ্ট্রীয় ঋণের সাহায়ে সেই অর্থ ভোলা চলিতে পারে। এই ধরনের বায় প্রকৃতপক্ষে মূলধন-বিনিয়োগ, ইহা হইতে ভবিষ্যতে অধিকতর সম্পদ বা আয় স্প্রেইইবে, স্থতরাং বর্তমানে ঋণ করিয়া সেই ঋণভার ভবিষ্যতের উপর বিস্তৃত করিয়া রাখা চলে। ওই সকল রাষ্ট্রিয় বিনিয়োগ হইতে ভবিষ্যতে যে-আয় হইবে তাহা হইতেই স্থদসহ উহা পরিশোধ করা চলিবে।

জ্যালেন্ ব্রাউনলীর মতে আধুনিক কালে রাষ্ট্রীয় ঋণের উদ্দেশ্ম হইল প্রধানত তিনটি: (ক) যে-সকল উপকরণ ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে আনেন্ ও ব্রাইনলার মতে ব্যবহৃত হইত, তাহাদের সরাইয়া আনিয়া সরকারী ক্ষেত্রে নিয়োগ করার উদ্দেশ্য, (থ) অব্যবহৃত বা অনিযুক্ত উপকরণগুলিকে ব্যবহারের বা নিয়োগের উদ্দেশ্য, এবং (গা আক্স্মিক প্রয়োজন মিটাইবার উদ্দেশ্য।

সাধারণ হারে স্থাদ প্রদান করিয়া যদি উপযুক্ত পরিমাণে ঋণ আকর্ষণ কর।
না যায় তাহা হইলে অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ কতকগুলি
করার বিশেষ পদ্ধতি গ্রহণ করিয়া জনসাধারণকে অধিক ঋণ দানে
সমূহ প্রাচিত করার চেষ্টা হয়। যেমন, (১) ঋণ প্রদান
করিলে উহা হহতে প্রাপ্ত স্থানকে আয়কর হইতে অব্যাহতি
প্রদান, (২) কর-প্রদানের সময়ে সরকারী ঋণপত্রসমূহের মূল্য অনিক ধরিতে
দেওয়া, (৩) ঋণপত্রের লিখিত-মূল্য অপেক্ষা কমমূল্যে উহা বিক্রম্বরা, যেমন,
100 টাকার সরকারী ঋণপত্র 99 টাকাতে বিক্রয় করা, (৪) ঋণপরিশোধের
সময়ে ঋণপত্রের লিখিত-মূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্য প্রদান (যেমন 100 টাকার
ঋণপত্র পরিশোধের সময় 102 টাকা কেরৎ দেওয়া)।

রাষ্ট্রীয় ঋণের পক্ষে যুক্তি হইল, (১) ইহা ধারা আকল্মিক প্রয়োজন মিটানো

দন্তবপর হয়। কর আদায় কর। সময়সাপেক্ষ, ইতিমন্তে ব্যয়ের প্রয়োজন উপস্থিত হইলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট রাই স্বল্লকালীন ঋণগ্রহণ করে (Ways

রাই**য ঝাণের পক্ষে** যুক্তিবা **ঝণের** ভাকারিতা and Means Advances), অথবা, বাজার হইতে সরকারী বিল ভাঙাইয়া লয় (Treasury Bills)। (২) দীর্ঘকালীন ঋণ ব্যতীত দীর্ঘকালীন বিনিয়োগের কাজ গ্রহণ করা সম্ভব নহে। (৩) ব্যক্ষর সময়ে কর দ্বারা ব্যব

নির্বাহ করা অপেক্ষা ঋণ দারা ব্যথ মিটানো তুলনামূলকভাবে গ্রহণযোগ্য নীতি।

(৪) জনসাণারণের পক্ষে ইহা নিশ্চিত ও কম ঝুঁ কিসম্পন্ন অর্থ-বিনিযোগ, ফলে

(দশে সঞ্চয় বৃদ্ধি ও মলধন গঠন স্বব। দ্বিত হয়। (৫) সরকারী ঋণপত্রসমূহ

(দশেব ঋণ ব্যবস্থাকে উন্নত কবে এবং ঋণের পরিমাণ নিষন্ত্রনে সাহায্য করে

বোলাবাজারে কাষণলাপ প্রভৃতিব দাবা), মুদ্রাস্ফীতির নিযন্ত্রণ এবং সংকট
এাণ ঘটায়। (৬) অর্থনৈতিক উন্নতি ও প্রসার ঘটাইবার পক্ষে উপযোগী আর্থিক

নীতি ও কৌশল হিসাবে বাষ্ট্রীয় ঋণ কাজ করে। শিল্পে উন্নত দেশসমূহে পূর্ণ

কর্মসংস্থানে পৌছানো অথবা, অনুনত দেশসমূহে অর্থনৈতিক অগ্রগতি স্ববান্থিত

করা রাষ্ট্রীয় ঋণের অন্যতম প্রধান স্ক্রমণ্ড।

রাষ্ট্রীয ঋণের ত্রুটি ইইল (১) ঋণগ্রহণেব স্ববিধা থাকিলে অযৌক্তিক বা অপ্রযোজনীয় ক্ষেত্রে ব্যযের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র অথবা ঋণগ্রহণে প্রলুক্ত হইতে পারে। (২) সবকারী রাজনৈতিক দল স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ইহাকে ব্যবহার বিরতে পারে। প্রী বিদেশ হইতে ঋণ সত্যই বিশেষ ভারবহুল, কারণ জাতীয

াইণ ঋণের বিপক্ষে বুজু বা ঋণের অধকারিতা আবের একাংশ স্তদ প্রদান ও ঋণ পরিশোধের মারফৎ বিদেশে চলিধা যায। (৪) প্রভূত রাষ্ট্রীয় ঋণের ফলে করের পরিমাণ ও হার থুবই বেশি হইতে থাকে (স্থদ প্রদান ও ঋণ পরিশোধের প্রযোজনে)। ইহার দক্ণ দেশে কর্মোত্তম

৭ সঞ্চয়েব ক্ষমতা এবং স্পৃহা কমিতে পাবে। (৫) স্থাদের ভার অধিক হওযায ইহার আদেশ ভার কমাইবার উদ্দেশ্রে সরকার অনেক সময 'স্থলভ অর্থের নীতি' (Cheap Money Policy) গ্রহণ করে; দেশে অত্যধিক পরিমাণ শ শ ক প্রভৃতি ছড়াইয়া পড়ায় মূলননের বাজারে ফাটকাদারির স্থবিধা হয়, দামন্তর অন্থিতিশীল (Unstable) হইয়া পড়ে, ব্যবসায-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে শ্বাভাবিক অন্থিরতা দেখা দেয়। রাষ্ট্রীয় **ঋণের শ্রেণী বিভাগ (Classification of Public Debt)**ঃ বিভিন্ন দিক হইতে বিচার করিয়া রাষ্ট্রীয় ঋণকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়।

- (১) কোন্কর্পক্ষ ঋণগ্রহণ করিতেছে সেই জহ্মায়ী ঋণকে কেন্দ্রীয ঋণ, প্রাদেশিক বা রাজ্য-ঋণ এবং স্থানায় ঋণ প্রভৃতিতে বিভক্ত করা যাইতে পারে।
- (২) যদি জোর করিয়া ঋণ আদায় করা হয়, তাহা হইলে তাহাকে বাধ্যত্ত-মূলক ঋণ বলে, আর যদি ব্যক্তির ইচ্ছার উপর ঋণদান ছাড়িয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে উহাকে স্বেচ্ছামূলক ঋণ বলা হয়।
- (৩) রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ অধিবাসীদের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিলে তাহাকে আভ্যন্তরীণ ঋণ বলে, এবং বিদেশের অধিবাসীদের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিলে তাহাকে বাহ্য ঋণ বলা হয়।
- (৬) নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঋণ পরিশোধ করা হইবে যদি এইরূপ প্রতিশ্রতি দেওয়া থাকে তাহা হইলে তাহাকে নির্দিষ্ট-পরিশোধ্য (Redeemable) ঋণ বলে; আর, যদি এই ঋণ পরিশোধের কোন সময়-সামা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া না হয় তাহ। হইলে উহাকে অনির্দিষ্ট-পরিশোধ্য (Irredeemable) ঋণ বলা হয়।
- (৫) অতি-দীর্ঘকাল পরে ঋণ পরিশোধ করা হইবে, এইরপ ঋণকে দাঁঘআবদ্ধ ঝণ (Funded Debt) বলে; এবং স্বল্পকালের মধ্যে, যেমন এক
 বৎসরের মধ্যেই ঋণ পরিশোধ করা হইবে এইরূপ ঋণকে স্বল্ল-আবদ্ধ ঋণ বা
 ভাসমান ঋণ (Unfunded Debt or Floating Debt) বলা হয়। এই
 সকল শক্ষ ইংলত্তে একটু পৃথক অর্থে ব্যবহৃত হয়। বেনন ইংলত্তে দার্ঘ-আবদ্ধ
 ঋণ বলিতে বোঝায় এমন ঋণ যাহার স্থদ দিতে সরকার আইনত বাধ্য, কিও
 মূল-পরিমাণ (Principal) পরিশোধ করিতে বাধ্য নহে। ইহা ভাই স্থাবী
 ধরণের ঋণ, যেমন কন্সলস্ (consols)। অপরপক্ষে, স্বল্ল-আবদ্ধ ঋণ
 বলিতে বোঝায়, যে ঋণ নির্দিষ্ট কোন তারিখের মধ্যে পরিশোধ করিয়া লইতে
 ছইবে।
- (৬) অনেক সময় রাষ্ট্র অ্যাস্থইটির দারা ঋণ গ্রহণ করে। এই অ্যাস্থইটি-গুলি সমাপনীয় (Terminable) বা চিরস্তনীয় (Perpetual) হইতে পারে। প্রথমক্ষেতে, ক্য়েক বৎসর যাবৎ স্থদ ও মূল-পরিমাণের কিছু অংশ

প্রদান করিয়া ঋণ পরিশোর করা হয়। দ্বিভীয় ক্লেত্রে, যতদিন স্থ্যামুইটি-ক্রেতা (Annuitant) বাঁচিয়া থাকেন ততদিন রাষ্ট্র নিযমিতভাবে স্থদ ও মূল-পরিমাণের কিছু অংশ প্রদান করিতে থাকে এবং তাঁহার মৃত্যুর পরে ঋণ পরিশোর করা হইয়াছে এইকপ ধরিয়া লওয়া হয়।

(१) ঋণের দারা অর্থ তুলিয়া যদি একপভাবে ব্যন্ন করা হয় যাহাতে (ক) সেই মৃল্যের সম্পত্তি রাষ্ট্রের হাতে থাকে, বা (খ) সম্পত্তি হইতে এমন আয় হয় যাহার দারা স্কদ প্রদান বা ঋণ পরিশোধ করা সম্ভবপর, অথবা (গ) সমাজের উৎপাদন শক্তি থুবই বাডাইয়া দেয—ভাহা হইলে সেই ঋণকে উৎপাদক ঋণ (Productive Debt) বলা হয়। মিসেস্ হিক্স এইরূপ ঋণকে সক্রিয় ঋণ (Active Debt) বলিয়াছেন।

ঋণের দারা গৃহীত অর্থের বিনিম্যে কোন সম্পত্তিই রাষ্ট্রের হাতে না থাকিলে বা আয় প্রদানকারী সম্পত্তিতে ব্যয়িত না হইলে অথবা সমাজেব উৎপাদন-শক্তিনা বাড়াইলে উহাকে অন্তংপাদক ঋণ (Unproductive Debt) বলা হয়। যাদ তাহা শুধুমাত্র সমাজের ভোগ বা তৃপ্তিকে বাডাইয়া দেয় (যেমন মিউজিযাম্বা পার্ক প্রভৃতি) তাহা হইলে মিসেদ্ হিক্সের ভাষায় তাহাকে নিজ্ঞিয় ঋণ (Passive Debt) বলে।

বে সকল ঋণ-স্ষ্টির কারণ অনুংপাদক ব্যথ এবং কথনই দেইরূপ ব্যয় ২ইতে স্থাজে তৃপ্তি বা উৎপাদন-ক্ষমতা বাডিবে না, ভাহাদের তোন মৃতভার ঋণ (Deadweight Debt) বলিবাছেন।

সরকারী ঋণের উৎস (Sources of Public Borrowing) ঃ

দেশের সামগ্রিক চাহিদা এবং জাতীয় আয়ের উপর সরকারী ঝণের প্রভাব স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করিতে হইলে জানা দরকার যে কোন ধরণের উৎস হইতে সবকারী ঝণ আসিতেছে। প্রধান উৎসগুলিকে তাই আলোচনা করা প্রবাজন। ১। ব্যক্তিদের নিকট হইতে ঝণ গ্রহণ করা চলে। ব্যক্তি সরকারকে ঋণ দেয় সরকারী বণ্ড ক্রম করিয়া। এই উদ্দেশ্যে হয় তাহার ভোগব্যয় বদ্লাইতে ব্যক্তিদের নিকট হইতে পরিবর্তন আনিতে হয়। সাধারণত, কোন-ব্যক্তি ভোগব্যয় কমাইয়া সরকারী বণ্ড ক্রম করে না। যে বিশেষ ধরণে ব্যক্তির সঞ্চয় নিষ্কে হইয়াছিল, সরকারী ঝণ গ্রহণের ফলে প্রধানত তাহাতেই পরিবর্তন আসে।

নাই, কারণ 'আমরা নিজেদেরই নিকট ঋণী'। এক প্কেট হইতে টাক। লইয়া ইহা অন্ত পকেটে ফেলা মাত্র। স্থদ আর ঋণ পরিশোধে যে টাকা থরচ হয়, ভাহা মহাজনদের আয় হইল, দেশেব সামগ্রিক আয় তাই সমানই রহিয়া গেল। যদি অবশ্র এই ঋণ বিদেশীদের নিকট হইতে আনা হয়, তবের ঋণের জন্ম স্কদ প্রভৃতি দিলে জাতীয় আয় কমিয়া যায়, জাতীয় অর্থনৈতিক কল্যাণের মান বা স্তর হ্রাস পায়। এই কথার অর্থ এই নয যে, বৈদেশিক ঋণ কোন দেশের উৎপাদনক্ষমতা বাডাইতে সাহায্য করে না। ইহা আভ্যন্তরীণ ঋণের ममान উৎপাদনক্ষম হইতে পারে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, তবে দেশের মধ্য रहेरा अप कतिरल **खारात नी** छा दिनान व्यापका देवान कि वार्गत नी है প্রতিদান কম। আভাস্তরীণ ঋণের ক্ষেত্রে আমরা দেশের মধ্যেই ঋণী, এই কথার গুরুত্ব হইল জাতীয় আয়ের স্তর ইহাতে প্রভাবিত হয় না। ঋণ করার সময়ে সমাজের মধ্যে একের হাতে হইতে সম্পদ অব্য হাতে আভ্যন্তরীণ ঋণের চলিয়া আসে, ঝণের ফলে সমাজের হাতে কোন ভার নাই জাতীয় সম্পদ হ্রাস পায় না; ববং এই ঋণের ব্যয়েব ফলে

উহ। বাড়িতেই পারে।

উপরের আলোচনায় অবশু একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বাদ দেওয়া হইতেছে। ব্যক্তি-কেন্দ্রিক অর্থনৈতিক দেহে, প্রতিটি ঋণের ব্যক্তিগত দিক এবং জাতীয় দিক ছই-ই আছে। আভাস্তরীণ ঋণেব ক্ষেত্রে আমর। নিজেরা নিজেদেরই নিকট ঋণী

আভাস্তরীণ ঋণের কিছু ভার আছে: কারণ ব্যক্তি ও জাতি একউ নয ইহ। ঠিকই, কিন্তু আমাদেরই মধ্যে কেহ সেই ঋণ দিয়াছে, আর অন্তের। সেই ঋণ শোধ করার জন্ত দায়ী। ব্যক্তিগত ঋণের ক্ষেত্রে ইহা অতি স্কুস্পষ্ট, দেনাদার ও মহাজন একই সমাজের অধিবাসী হইলেও ইহার। একই ব্যক্তি নন।

সরকারী ঋণেব ক্ষেত্রে, সর্বশেষ দেনাদারর। (করদাতাগণ, কারণ তাঁচাদেরই কর দিয়া ঐ ঋণ শোধ করিতে হইবে) কেচ কেহ মহাজ্বনও হইতে পারেন (বণ্ড-জেতাগণ), ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু সরকারী ঋণের মালিকানা এবং করভারের বণ্টন ঠিক একই অধিবাসীদের উপর পড়িবে, এমন কোন ব্যবস্থা নাই। একমাত্র তাহা হইলেই মহাজন হিসাবে ব্যক্তির স্থাবিধ। করদাতা হিসাবে করভার বহনের অস্থাবিধ। ঘারা খণ্ডিত হইতে পারিত।

ভাই আমরা এই কথা অনায়াসে মানিয়া লইতে পারি না যে, দেশের

অধিবাসীরা সামগ্রিকভাবে নিজেরাই মহাজন বলিয়া আভ্যস্তরীণ ঋণের কোনরূপ ভাব নাই। আভ্যস্তবীণ ঋণেব কোনরূপ তাব আছে কি নাই তাহা নির্ভর করিবে আমরা কি দৃষ্টিতে ইহা দেখি—সামগ্রিক দৃষ্টিতে, অথবা একক-

উৎপাদন ও বন্টনের দিক হইতে ইহাদের বিচাব করা যায ভিত্তিক দৃষ্টিতে। ঋণ লইয়া উহাকে উৎপাদনক্ষম কাজে থাটাইলে তাহার কোন নীট ভার নাই, বরং সামগ্রিকভাবে সমাজের নীট কল্যাণ বাডে, কারণ বিনিয়োগ না-হওয়ার

তুলনায উহা হ ওয়াব ফলে সমাজ পূর্বাপেক্ষা একটু ভাল অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছে (better off)। কিন্তু ঋণের ফলে সমাজেব মধ্যে এই ঋণমূল (principal) ও স্থাদের হস্তান্তর এমনভাবে ঘটতে পারে যে, সমাজের বিশেষ বিশেষ অধিবাসীদের উপর নির্দিষ্ট প্রকার ভার বাড়াইয়া তুলিতে পারে। উৎপাদনের দিক হইতে যাহ। ভাল, এইরূপ অনেক নীতিই বন্টনের দিক হইতে গ্রহণীয় নয়।

উপরেব এই আলোচনার পবে এখন আমবা জাতীয় ঋণেব ভাব সম্পর্কে আমাদের আলোচনাকে সংক্ষেপে সাজাইতে পারি। নিচেব এই বিষয়গুলি মনে রাখিলেই এই বিষয় সম্পর্কে আমাদেব ধারণা স্পষ্টতর হইয়া উঠিবে।

- (১) উৎপাদক ঋণের ভার কিছুই নাই কারণ উহার ার দার। যে-সম্পত্তি বাষ্ট্রের হাতে আসে তাহা হইতে আয় বা উৎপাদনক্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং স্কদ বা ঋণ-মূল পরিশোধ করা যায়। অমুৎপাদক ঋণের ভার দেশের লোকের উপর পডে, কারণ কর-রাজ্য হইতেই উহাব পরিশোধ বা স্কদ প্রদান করিতে হয়।
- (২) ঋণ-ভাব পরিমাপ করিতে ইইলে বহু বিষয় গণনার মধ্যে আনিতে হয়; যেমন ঋণের পনিমাণ, আভ্যন্তরীণ বা বাহা, ঋণের উদ্দেশ্য, পরিশোধের শার্জ ও পদ্ধতি প্রভৃতি। তাহা ছাডা, জাতীয় আয়ের গণার পরিমাণের পরিমাণ, দেশে কর-ব্যবস্থার রূপ, এবং সরকারী ঋণপত্র-সমূহ দেশের কোন শ্রেণীর হাতে কিরূপভাবে বটিত আছে —প্রভৃতি সকল কিছু বিচার করা দরকার।
- (৩) রাষ্ট্রীয় ঋণভাব ছইপ্রকার: আর্থিক ভার ও আসল ভার। ইহার প্রেত্যকটি ভার আবার ছই প্রকাবেব হইতে পারে—প্রত্যক্ষ ভার ও প্রোক্ষ ভার।
- (৪) কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাহ্য ঋণের প্রত্যক্ষ আথিক ভার হ্ইল, স্তদ ও ঋণ পরিশোধের জন্ম যে পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হয়। স্থদ ও ঋণ-

পরিশোধের জন্ত দ্রব্যসামগ্রী রপ্তানি করিবার ফলে সমাজের ভোগ, ভৃপ্তি বা অর্থনৈতিক কল্যাণ কমিয়া যায়, তাহাই প্রত্যক্ষ আসল ভার ; ঝণের প্রত্যক্ষ আসল ভার নির্ভর করে সমাজের কোন্ শ্রেণীর নিকট হইতে কিরুপ অর্থ আদায করিয়া ঝণ পরিশোধ করা ইইতেছে, তাহার উপর। যেমন, যদি ধনিক শ্রেণীর নিকট হইতে অধিক অর্থ আদায করা হয়, তাহা হইলে ঝণেব প্রত্যক্ষ আসল ভার কম হইবে, অর্থাৎ অর্থনৈতিক কল্যাণ কম হ্রাস পাইবে। বাহ্ন ঝণের প্রোক্ষ আসল ভারও দেখা যায়, কারণ (ক) পরিশোধনীয় অর্থ ভুলিবার জন্ত অধিক হারে কর বসাইলে দেশের উৎপাদন ও উৎপাদন-ক্ষমতা হ্রাস পাইতে পারে, এবং প্রে বিভিন্ন দিকে নিয়োগ করিয়া দেশেব কল্যাণ বাডাইবার কার্যে ওই অর্থ নিব্রেণ করা সম্ভব হয় না।

- (৫) আভ্যন্তরীণ ঋণের কোন প্রত্যক্ষ আর্থিক ভার নাই, কারণ স্থাদ ও ঋণপরিশোধ করিলে উহা দেশবাসীগণই পাইয়া থাকেন, এক শ্রেণীর নিকট হইতে অপর শ্রেণীর নিকট ওই অর্থ হস্তান্তবিত করা হয় মাত্র। কিন্তু আভ্যন্তরীণ ঋণের পরোক্ষ অর্থিক ভার দেখিতে পাওয়া যায়। কারণ, কে ধনী-গরাব সকলেই কর দেয়, কিন্তু স্থাদ হিসাবে আয়-রৃদ্ধি হয় ধনী শ্রেণীর, তাঁহারাই সরকারী ঋণ-পত্র ক্রম করেন। একপ অবস্থায়, দেশের সম্পদ গরীবদের হাত হইতে ধনীদের হাতে চলিয়া যায় সম্পদের এইকপ হস্তান্তর আর্থিক বৈষমের পরিধি বিস্তৃত করে। (থ) উচ্চহারে কর স্থাপনের ফলে উৎপাদন ক্ষতিগ্রন্থ হয়। (গ) কল্যাণমূলক সরকারী বায় কমে। (গ) দ্রব্যাদির মূলার্দ্ধি হয়, গরীবদের জাবন্যাত্রার মান ও কর্মদক্ষতা হ্রাস পায়। (৩) স্থাদের ক্ষেপ্রতির হয়স পর্বাপেক্ষা অধিক আম পাইতে থাকায় ধনিকশ্রেণীর কর্মপ্রচেটাও হ্রাস পায়। (৮। মৃদ্ধের সময়ে গৃহীত ঋণের আসল ভার সুদ্ধের পরে বাড়ে, কারণ মুদ্ধাতর য় মুণ্ডা দামস্তর ও স্থাদের হার ক্ষিয়া যায়।
- (৬) লার্নারের মতে কেবলমাত্র বাহ্য-ঝণই ভারশীল এবং ব্যক্তিগত ঋণের ভার ভার। রাষ্ট্রকে দরিদ্র করিয়া ভোলে। কিন্তু আভ্যন্তরীণ ঝণের ভার বিশেষ কিছু নাই। বর্তমান ঝণের ভার ভবিষ্যতের বংশধরদেব উপর পিডিতেছে, অনেকে তাহা বলিলেও লার্নারের মতে উহা ঠিক নয়, কারণ ভবিষ্যৎ বংশধরগণ সেই ঋণ অন্তকে নন, নিজেদেরই পরিশোধ করেন। তাঁ।ধার মতে, রাষ্ট্রীয় ঋণের পরিমাণও মোটেই

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নহে। আর আভ্যস্তরীণ ঋণের হুদকে কখনই ভার বলা চলে না কারণ উহা ব্যক্তিরা নিজেরাই পাইয়া থাকেন।

রাষ্ট্রীয় ঋণের অর্থ নৈতিক ফলাফল (The Economic Effects of Public Debt)

রাষ্ট্র ঋণ করিলে কিছু সংখ্যক ব্যক্তির নিকট ইইতে অর্থ রাষ্ট্রেণ নিকট চলিয়া আসে; সেই অর্থ ব্যয় করিলে পুনরায় ভাষা কিছুসংখ্যক ব্যক্তিব নিকট ফিরিয়া যায়; সেই ঋণ পবিশোধের সময়ে সাধারণ করদাতাদের নিকট হইতে অর্থ চলিয়া আসিয়া সরকারী ঋণপত্র-ক্রেতাদের নিকট চলিয়া যায়। স্থতরাং বাষ্ট্রীয় ঋণ, উহার বায় ও পরিশোধ বহুপ্রকার অর্থ নৈতিক প্রভাব স্কৃষ্টি করে।

যদি রাষ্ট্র ব্যাক্ষসম্হের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করে তাহা হইলে দেশে অর্থের পরিমাণ বাড়িয়া যাইতে পারে। ব্যাক্ষসমূহ সরকারী ঋণপত্র ক্রেয় উহা কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষর নিবট বন্ধক দিয়া ঋণ-গ্রহণের হারা জনসাধারণকে ঋণ দিতে পারে। কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষও সেই অর্থের পরিমাণের অধনক জমা হিসাবে গণ্য করিবা উহাব ভিত্তিতে অধিক অর্থ প্রচলিত করিতে পারে। ব্যাক্ষ ব্যতীত মহা ক্রেরে যেমন, ব্যক্তির নিকট ঋণপত্র বিক্রয় করিলে মুদ্রাসংকোচননীল প্রভাব ঘটে, কারণ ব্যক্তিদের হাত হইতে অর্থ সরাইয়া লইলে সমাজের ব্যয়প্রোত

সংক্চিত হয়।

দামন্তরের উপর প্রভাব নির্ভর করে ছইটি বিষয়ের উপর: (ক) অথের পরিমাণে পরিবর্তন, ও (থ) অর্থ নৈতিক কাজকর্মে পরিবর্তন। ব্যাদ্ধ হাইতে ঋণ গ্রহণ করিলে অর্থের পরিমাণ বাড়ে, দামন্তর ও বুদ্ধি পায়। ব্যাদ্ধ বাহীত অন্তান্ত হুতে ঋণগ্রহণ করিলে অর্থের পরিমাণ কমে, দামন্তর ও হ্রাস পায়। রাষ্ট্রীয় ঋণের ব্যয়ের ফলে যদি উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও দ্রব্যোৎপাদনে বৃদ্ধি ঘটে তাহা হুইলে দামন্তরে বৃদ্ধি না-ও হুইতে পারে; অপরক্ষেত্রে, সেই ব্যাহের ফলে আয় ও অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি হুইবে এবং দামন্তরের উপর প্রভাব

ভবে লুকানো মজুত অর্থ হইতে রাষ্ট্রকে ঋণ প্রদান করিলে এইকপ ফলাফল নাও ঘটতে
 পারে।

পূর্ণনিয়োগের পরেও ঋণ ও ব্যয় করা হইলে উৎপাদন সমান থাকে, তবে দামস্তর বাডিয়া যাইবে প

ঋণ-পরিচালনা সংক্রাস্ত নীতি ও নিয়মসমূহের দ্বারা (Debt Management) সদের হার প্রভাবান্থিত হয়। ঋণ-পরিচালনার কাজ হইল ঋণগ্রহণের সময়, ঋণ গ্রহণের রূপ ও পদ্ধতি, কোন্ শ্রোর ফ্রের হারের উপর
নিকট হইতে ঋণগ্রহণ করা হইবে, কি স্তুদ দেওয়া হইবে
কবে ও কি হারে কি পরিমাণ ঋণ পরিশোধ করা হইবে,
ঋণপত্রে ক্রেতাদের কি স্থযোগ দেওয়া হইবে এই সকল বিষয়ে নীতি-নিধারণ করাকে ঋণ-পরিচালনা বলে। যে-হেতৃ স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন উভয়প্রকার ঋণের বাজারেই রাষ্ট্র প্রধান ঋণগ্রহীতা, সেই জন্ত ইহার ঋণ-পরিচালনার প্রভাব স্থদের হারের উপর প্রেড।

ঋণ গ্রহণ করিয়া সেই অর্থ যে দিকে ব্যয় করা হয় সেইদিকে উপাদানসমূহ নিয়্ক্ত হইতে থাকে। রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের ফলে উপাদানউপাধাননমূহ নিযোগের
দিব-নির্ধারণের উপঃ
প্রভাব
সামাজিক ভাবে কল্যাণ্বর্ধক।

সরকারী ঋণপত্র ক্রয় করেন ধনী ব্যক্তিগণ, কিন্তু উহার স্থদ বা পরিশোধ কর। হয় দেশের সকলের নিকট হইতে কর-রাজস্ব ^{আয-ব্}টন কাঠামোর তুলিয়া। স্বতরাং সমাজে বিভিন্ন ব্যক্তির বা বিভিন্ন প্রভাব শ্রেণীর মধ্যে এইরূপে সম্পদের হ**স্তান্ত**রণ ঘটে। যদি ব্যয়

এরূপ করা হয় যে পুনরায় সেই অর্থ গরীবদের নিকট বর্ধিত আয়রূপে ফিরিয়া আসে, ভবে সামগ্রিকভাবে তাহা কল্যাণজনক।

আধুনিক কালে সকল দেশেই রাষ্ট্রীয় ঋণের পরিমাণ দ্রুত রৃদ্ধি পাইতেছে এবং ক্রমণ ইহার প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। মোটের উপর বলা চলে যে, ইহার প্রভাব নির্ভর করে, (ক) কিরূপে ঝণ উপসংহার তোল। হইল, (থ) কিরূপে এই ঋণ রুক্ষিত হইস, এবং (গ) কিরূপে এই ঋণ পরিশোধ করা হইল, এই সকল বিষ্থেয় উপর।

† সোমানের মতে রাব্রীয় ঝণ এবং দামন্তরের সহিত কোন সংখ্যাতাত্ত্বিক সম্পক থু জিয়া পাওয়া যায় না; কিন্তু আগলেন ও ব্রাউনলার মতে ইহাদের মধ্যে কিছুটা তুদুর সম্পক আছে। তবে, যেহেতু বাজেটের মধ্যে ঝণের কুদ ও পরিশোধনীয় অর্থ প্রভৃতির পরিমাণ কম, তাই সাধারণভাবে দামন্তরের উপর ইহাদের প্রভাবও কম। আবার একে একে ইহাদের আলোচনা করিব। তবে তাহার পূর্বে আমাদের ঋণ পরিশোবের পদ্ধতিগুলি জানা প্রযোজন।

ঋণ পরিশোধের পদ্ধতি (Methods of Debt Repayment)

সাধাবণভাবে নিয়লিথিত পদ্ধতিসমূহের ধাবা বাষ্ট্রীয় ঋণ পরিশোধ কব। হুইয়া থাকেঃ

- (১) বাজেট উদ্বের দারা: যদি বাজেটে উদ্ভ থাকে ভাহা হইলে সেই উদ্ভের দারা আংশিকভাবে ঋণপরিশোধ করা চলে। কিন্তু সাধারণত দেখা যায বাজেটে উদ্ভ হইলে ভাহাব দাবা অভাত গুক্তপূর্ণ কাজ করা হয (যেমন করহাস বা কল্যাণমূলক কাজকর্ম প্রভৃতি), এবং শেষ প্যন্ত উহার দারা ঋণ পরিশোধ করা হইযা উঠে না।
- (४) নিমজ্জমান তহবিল (Sinking Fund): অনেকক্ষেত্রে ঋণপরিশোধের উদ্দেশ্রে একটি বিশেষ তহবিল প্রতিষ্ঠা কবিয়া তাহাতে নিযমিতভাবে অর্থ জমা দেওয়া হয়, এব॰ বেশ কিছু পরিমাণ মর্থ জমা হইলে উহা
 হইতে ঋণ পরিশোধ করা হয়। নির্দিষ্ট পরিমাণ মর্থ নিয়মিতভাবে জমা দিলে
 হাহাকে নির্দিষ্ট-নিমজ্জমান তহবিল (Definite Sinking Fund) বলা হয়।
 আব, যথন যে-পরিমাণ অর্থ জোটানো গেল তাহা জমা দেওয়া হইলে তাহাকে
 অনির্দিষ্ট নিমজ্জমান তহবিল (Indefinite Sinking Fund) বলে। প্রতিবংসর তহবিলজাত অর্থের স্থদ উহার সহিত যোগ করিলে তাহাকে বর্ধনশীল
 নিমজ্জমান তহবিল (Cumulative Sinking Fund) বলা হয়; উহা
 হইতে প্রাপ্ত স্থদ উহাতেই জ্যা না রাখিলে তাহাকে স্থির-তহবিল (Constant
 Sinking Fund) বলে। বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায়, রাজনৈতিক প্রভাবে ওই
 অর্থ অক্সান্ত উদ্দেশ্যে ব্যযিত হইয়া যায় এবং উহা দারা ঋণ পরিশোধ কর।
 হইয়া উঠে না।
 - (৬) রূপান্তরণ ((Conversion): অধিক স্তুদ্বহনকাবী ঋণকে কম স্থানকারী ঋণে কপান্তরিত করাকে কপান্তরণ (Conversion) বলে। বাজারে স্থানের হার পূর্বাপেক্ষা কমিয়া গোলে বর্তমানের কম স্তুদে নূতন ঋণ কবিয়া পূরাতন অধিক স্থান বহনকারী ঋণ পবিশোধ করিলে ঋণের ভার কিছুটা কমে।
 - (9) মুলধনা কর স্থাপন (Capital Levy): সকল প্রকার মৃলংনের উপর ক্রমবর্ধমান হারে কর বসাইলে প্রভূত পরিমাণ অর্থ পাওয়া যায় এবং

ভাহার থাবা ঋণ পরিশোধ করা চলে। এই পদ্ধতিকে মৃশ্ধনী-কর স্থাপন বলা হয়। ইহার স্থবিধা হইলঃ (ক) দ্রুত ঋণ পরিশোধ হইয়া যায়, (থ) করভার প্রধানত ব্যবসায়ী ও ধনিকশ্রেণীর উপর পড়ে, সাধারণ ব্যক্তিদের উপর নহে। (গ) বৃদ্ধ ও শয়য় ব্যক্তিরা ভার বহন করে এবং যুদ্ধে যাহাবা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছে সেই সকল অল্লবয়য় ব্যক্তিরা ভারপ্রপ্ত হয় না। (ঘ) স্থায়ী ও উচ্চ আধকরের অস্থবিধার হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। ইহার বিরুদ্ধে বলা চলে যে, (ক) ইহাব বহু প্রয়োগগত অস্থবিধা আছে। (থ) সমস্ত রাষ্ট্রায় ঋণ পরিশোধ না করাই উচিত, কারণ সমাজে সরকাবী ঋণপত্রসমূহের প্রচুর স্থবিধা আছে। (গ) ইহা পক্ষপাতর্হী, কারণ বাঁহাদের সম্পত্তি আছে বা বাঁহারা চাকরি করিয়া প্রচুর আয় করেন তাঁহারা করের হাত হইতে বাঁচিয়া যান, কিন্তু মূলধনের মালিকগণের উপর অধিক চাপ পড়ে। (ঘ) ধনিকত্রণীর অবস্থা ও সঞ্চয়-ক্ষমতা আঘাত পায়, ফলে দেশের সঞ্চয় ও মলধন-গঠন হ্রাস পায়।

- (৫) **অস্বীকার করা (Repudiation)**: আনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্র অবশেষে বাধ্য হইয়া প<িশোধের দায়িত্ব অস্বীকার করিতে পারে। প্রভূত পরিমাণ ঝণের দায়িত্ব হইতে এই পদ্ধতি দ্বারা সরকার মৃক্তিলাভ করিলেও ইহা দঙ্গত নহে, কারণ স্থনাম নই হয় বলিয়া সরকারের ভবিদ্যং ঝণগ্রহণ ক্ষমতা কমিয়া যায়। খাণ গ্রহণ, ঋণের মালিকানা ও ঋণ-পরিশোধের অর্থ নৈতিক ফলাফল (Economic effects of Borrowing, Owning of existing debt and Debt repayment):
- (১) ঋণ-প্রহণের ফলাফল (Economic effects of borrowing):
 সরকারী ব্যয় করার উদ্দেশ্তে কর-আরোপন ছার। টাকা ভোলা বা
 ঋণ সংগ্রহ করিয়। টাকা উঠান এই ত্ই পদ্ধতির অর্থনৈতিক ফলাফল
 সমান নয়। ইহার কারণ হইল: (ক) সরকারকে ঋণ দেওয়া সম্পূর্ণ
 স্বেচ্ছারুত, এবং (খ) এইরূপ ঋণদানের ফলে ঋণদাতাদের ব্যক্তিগত
 সম্পদ কমিয়া যায় না, ঐ সম্পদের রূপান্তরণ ঘটে মাত্র। এই তুইটি
 বৈশিষ্ট্যের প্রধান ফল হইল যে, মোটামৃটিভাবে দেখিকে
 কর ও ঋণের
 তুলনামূলক ফলাফল
 আরোপনের তুলনায় ইহাতে দেশের সামগ্রিক চাহিদাব
 উপর সংকোচনশীল প্রভাব খ্ব কম। বরং বলা চলে যে, কর আধারের সাহাযেয়

টাকা তুলিয়া বিশেষ কোন একটি সরকারী বায় করিলে যে প্রভাব দেখা দিবে, তাহার তুলনায় ঋণ করিয়া সেই বায় করিলে উহাতে অধিকতর প্রসারশীল প্রভাব দেখা দিবে। এই পার্থকোর ছইটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ আছে। প্রথমত, ঋণদান স্বেচ্ছাক্ত হওয়ায় স্পষ্টই বুঝা যায় যে, যে টাকা সঞ্চিত বা জমানো অবহায় পড়িয়া থাকিত, একমাত্র তাহারাই সরকাবেব গাতে আসিহেছে, দেশেব ভোগ-বায় সংকৃচিত হইতেছে না। দিতীয়ত, ঋণদান স্বেচ্ছাক্তত হওয়ায় এবং লোকের হাতে নীট সম্পদ কমে না বলিয়া লোকের সঞ্চয় ও কর্মোগ্যমের উপব কোন বিরূপ প্রভাব ইহাতে দেখা দেয় না। করের ক্ষেত্রে এই বিরূপ প্রভাব নিশ্বয় কিছুটা দেখা দিবে। অবশ্র কোন কোন কোনে, সরকাবী ঋণের বৃদ্ধি সরকারের আর্থিক স্থায়িত্বের উপর আস্থা কমাইয়া দেয়, ফলে দেশে বিনিবোগের উদ্দেশ্যে বেসরকারী ব্যয় কমিয়া যাইতে পারে।

সরকারী ঋণ গ্রহণের প্রভাব মূলতা নভব করে কোন্ ধরনেব উৎস হইতে ঋণ তোলা হইতেছে উহার উপর। ব্যক্তিদেব নিকট হইতে ঋণ তোলা হইলে, ইহা স্বেচ্ছাক্কত বলিয়া, সাধারণক্ষেত্রে ভোগব্যয় না কমিবারই সন্তাবনা। কিন্তু রাষ্ট্র যদি নৈতিক চাপ দেয় (যেমন যুদ্ধের সময়), অথবা ঋণপত্রপুলিকে খুবই আকর্ষণীয় ও স্থবিধাজনক শতে ঘোষণা করে, তবে ভোগব্যয় অল্ল কিছু কমিতে

ব্য**ক্তি**র নিকট হইতে ঋণ ভোলা হহলে পারে। শুধু তাহাই নহে। ইহাতে সরকারী বিনিয়োগ ব্যয়ও বিশেষ প্রভাবিত হইবে না। কারণ বেশির ভাগ সরকারী ঋণপত্রই কেনা হইবে ব্যক্তির অলস সঞ্চয় হইতে।

ভবে বেসরকারী বগুগুলির সঙ্গে সরকারী বণ্ডের প্রাভয়োগিতা কিছুটা দেখা দিবে না এমন বলা চলে না; কারণ ব্যক্তি নিজের সঞ্চয় হইতে সরকারী বণ্ড অথবা বেসরকারী বণ্ড কিনিবে। এই প্রতিযোগিতার দরণ উভয়কেই স্থদ বাড়াইতে হইতে পারে। এইকপে দেশে স্থদের হার বাড়িলে বিনিয়োগ কিছুটা সংকুচিত হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। বিনিয়োগ কতটা বাধা পাইবে ভাহা নির্ভর করে স্থদের হারে বৃদ্ধির পরিমাণের উপর এবং বিনিয়োগের স্থদগত স্থিতিস্থাপকতার উপর।

ব্যাঙ্ক ব্যতীত অস্তান্ত আধিক প্রতিষ্ঠান ২ইতে ঋণ করিলে (যেমন বীমা কোম্পানী, ইস্ক্য হাউদ প্রভাত) দেশের বিনিয়োগব্যয় তত্টা বেশি প্রভাবিত হয় না। এই সকল প্রতিষ্ঠানসমূহ তাহাদের সঞ্চিত নগদ টাকা আংশিক
পরিমাণে ছাড়িয়া দিয়া সরকারী বণ্ড কিনিবে বটে; কিন্তু
আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির
নিশ্চয় অন্তান্ত ঋণপত্র না কিনিয়া উহাদের পরিবতে
তাহারা সরকারী বণ্ডে টাকা খাটাইতে চাহিবে। স্থতরাং
স্থদের হারে বৃদ্ধির দর্ফণ বিনিয়োগের উপর বিরূপ প্রভাব পড়িবে। এই
অবস্থায় সরকারী ঋণ উঠান-র আর একাট সংকোচনশীল প্রভাব হইল এই
বে, সরকারী বণ্ড কেনার ফলে অন্তান্ত প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দেওয়ার ক্ষমতা
দেশে কমিয়া যায়।

ব্যাক্ষের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিলে উহার ফলে দেশে ভীব্র ঋণপ্রসারের সম্ভাবনা। ইহা ছইটি উপায়ে সম্ভবপর: (১) সরকারী ব্যাক্ষের নিকট হইতে ব্যক্তিরা ঋণ লইতে পারে, অথবা, (২) রাষ্ট্র ব্যাক্ষগুলির নিকট সরাসরি বণ্ড বিক্রয় করিতে পারে। ইহাদের বে কোন উপায় গৃহীত হউক না কেন সরকার এই ঋণ বা ক্রয়শক্তি হাতে পায় অভিরিক্ত ব্যাক্ষ-ঋণ স্পৃষ্টি করিয়া। তাই ইহার প্রভাব প্রসারশীল। ইহা সম্ভব হয় যদি দেশের বাণিজ্যিক ব্যাক্ষগুলির হাতে অধিক জমা থাকে এবং অক্যান্ত ঋণ না কমাইয়াই ভাহার। সরকারী বণ্ড ক্রয় করিতে পারে।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট বও বিক্রয় করিয়। যদি রাষ্ট্র ঋণ-গ্রহণ করে তবে উহাও তাব্রভাবে প্রসার হৃলক। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নিজের খাতায় আমানত লিখিয়া রাখিয়া সরকারকে ঋণ দেয়, এই ক্রয়শাক্ত রাষ্ট্র দ্রবাকেন্দ্রীয় বাঙ্কের সামগ্রীর ক্রয়ে ব্যয় করিতে পারে। এই ক্রয়শক্তি একেবারে নূতন তৈয়ারী করা হইল, সমাজের অন্ত কোন অংশ এই ক্রয়শক্তির ব্যবহার পরিত্যাগ করে নাই। নূতন স্ত ওই ক্রয়শক্তি সরকার ব্যয় করিলে উহা আমানতের রূপে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির আলমারিতে পৌছায়, উহার ভিত্তিতে ব্যাঙ্কগুলি আবার ঋণপ্রসার স্কুরু করে।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে, সামগ্রিক ব্যয়ের উপর সরকারী ঋণের মোট প্রভাব আংলোচন। করিলে দেখা যায় যে ভোগব্যয় হ্রাসের সন্তাবনা খুব কম।
বিনিয়োগব্যয়ের উপর ইহার প্রভাব তুলনামূলকভাবে সামগ্রিক গ্রভাব আলোচনা বেশি কারণ ব্যক্তিদের নিকট বণ্ড বিক্রয়ের ফলে তাহাদের টাক। বেশরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগ হওয়ার স্ক্যোগ পায় না, নুতন শেয়ার বা বণ্ডের বাজারে তাহাদের খাটান টাকার পরিমাণ কমিয়া যায়। একটি পরোক্ষ পথ আছে যাহা দিয়া সমাজের অর্থনৈতিক দেহে সরকারী ঝণ প্রত্যক্ষভাবে সংকোচনশাল প্রভাব আানতে পারে। সরকারী ঝণ বৃদ্ধি পাইলে ভবিষ্যতে করবৃদ্ধির বা জাতীয় দেউলিয়।বস্থায় ভয়ে বর্তমানে বেসরকারী বিনিয়োগধ্যয় ও ভোগব্যয় হুই-ই কমিতে পারে।

তবে সাধারণক্ষেত্রে সরকারী ঋণের সংকোচনমূলক প্রভাব কম বলিয়া ঋণ করিয়া সরকারী ব্যয়-বৃদ্ধির নীট প্রভাব নিশ্চয় প্রসারশাল। কর-আলায় করিয়া ব্যয়ের তুলনায় ঋণ করিয়া ব্যয়ের প্রভাব অনেক বেশি প্রসারমূলক, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ভোগব্যয়ের উপর সরকারী ঋণ ভোলার কোন প্রভাব নাই, এবং বিনিয়োগের উপরও প্রভাব কম। অথচ, অপরপক্ষে, কর-অরোপের ফলে সামগ্রিকভাবে সংকোচনমূলক প্রভাব নিশ্চয় বেশি। সরকারী ঋণের ফলে দেশের সংকোচনশাল প্রভাব একমাত্র তথনই দেখা দিতে পারে যথন লোকের মনে সরকারী আথিক হায়িয় সম্পর্কে অনিশ্চয়তা ও আহাহীনতা আসে। উপসংহাবে, আমরা বলিতে পারি যে, সরকারী ঋণের প্রসারমূলক ফল সেই ঋণ ব্যয়ের উপর নির্ভরশীল, কেবলমাত্র ঋণ-উঠান-র উপরই অর্থ নৈতিক প্রসার নিভর করে না। (২) বর্তমান ঋণ ও তাহার মালিকানার ফলাফল (Economic effects of owning and servicing the debt) ?

সরকারী ঋণ-উঠান এবং সেই ঋণের টাকায় সবকারী ব্যয়—এই উভয়েব ফলাফল হইতে পৃথক কাব্যা বিচার করা দরকার যে, দেশের মধ্যে কিছু পরিমাণ সরকারী ঋণ থাকেলে উহার অর্থনৈতিক ফলাফল কি। এই সরকারী ঋণপত্রগুলি হইল একপ্রকার দাবি বা অধিকার। সরকারের উপব, অর্থাৎ দেশের করদাতাদের উপর এই সকল বগুক্রেতাদের একরপ দাবি বা অধিকার আছে। মালিকদের দিক হইতে দেগিতে গোলে বগুরু পরিমাণ বাড়িলে বগুগুলি ব্যক্তিগত সম্পদ ছাড়া আর কিছুই নহে। তাহারা বা কমিলে ছা জাতীয় সম্পদ নয়, কারণ ব্যক্তিগত সম্পদ হিসাবে আতীর সম্পদে হাস্বৃদ্ধি প্রকাশ করে না তাহাদের মূল্য করদাতাদের বিরুদ্ধে তাহাদের দাবি হিসাবে খণ্ডিত হইয়া যায়। যতদিন দেশের অভ্যন্তরে

এই ঋণ থাকে ততদিন ইহা দেশের প্রকৃত সম্পদে হ্রাস বা বৃ।দ্ধ প্রকাশ করে না। তবুও সারা দেশের বিভিন্ন অর্থ নৈতিক বিষয়ের উপর এইরূপ সরকারী ঋণের গুরুত্ব কম নয়। দেশে সরকারী ঋণ থাকার সাধারণ প্রভাব হইল ভোগব্যয় বৃদ্ধি পাওয়। ইহার কারণ হইল যে, বণ্ড হাতে থাকিলে ব্যয়ের ইচ্ছা ও ক্ষমতা বাড়িয়া যায়। ইহাতে অর্থ নৈতিক দেহে প্রসারণল প্রভাব ঘটে। বিনিয়োগের দিক হইতেও ইহার প্রভাব কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। দেশে প্রচুর পবিমাণ সরকারী ঋণপত্র থাকায়, রাষ্ট্র স্থানের হার বাড়াইতে অনিছুক থাকে, ঋণপত্র না থাকিলে যে স্থান থাকিত, তাহাপেক্ষা বাস্তবে দেশে স্থানের হার কম থাকিতে পারে। ইহাতে বিনিয়োগের প্রসার ঘটার সম্ভাবনা। অপরপক্ষে, ঋণের দক্ষণ সরকারেব ভবিশ্বৎ স্থায়িত্ব সম্পর্কে আস্থাহীনতার মনোভাব দেখা দিলে উল্যোক্তার। দীর্ঘকালীন বিনিয়োগে টাক। খাটাইতে অনিছুক হইতে পারে।

সমাজে এত ঋণপত্র থাকার ফলে ইহাদের মালিকদের স্থদ দিবার দায়িত্ব সরকারেব উপব আসিয়া পড়ে। করেব প্রধান ভার হইল স্থদ দিবার জন্ত দেশেব অর্থনীতিকে যে ধরনের চাপ বহন করিতে হয়। সাধারণত স্থদ দেওয়: ২য কর আদায় করিয়া। ইহার ফলে অনেক অবাঞ্নীয় ফলাফল দেখা

হুদ প্রদানের ভাব কাহার উপর দিতে পারে। বেমন, উহাতে আয়ের বণ্টন-কাঠামো পরিবতিত হইবে। সকল দেশের দিকে তাকাইলেই দেখা যায় যে, বগুগুলি অতি অল্পসংখ্যক ধনী ব্যক্তির

মালিকানায় কেন্দ্রীভূত (আমেরিকায় ৬২% বণ্ড মাত্র ২০% ব্যক্তির হাতে সামাবদ্ধ); অথচ দেশের করগুলি, এমন কি ক্রমবর্ধমান করগুলিও, গরীব ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হাত হইতে টাকা তুলিয়া লয়। এইরূপ ইহা আয়-বৈষম্য বাডাইয়া তুলিতে পারে, ফলে সমাজের মোট ভোগব্যয় হ্রাস করিয়া আয় ও কর্মসংস্থানের স্তর ক্মাইয়া দিতে পারে।

এই অস্থবিধা দূর করার উদ্দেশ্যে বলা হইয়াছে যে, বণ্টনগত কোনরূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে না যদি ব্যক্তিরা যে অমুপাতে কর দেয় সেই অমুপাতে বণ্ডের মালিকানা তাহাদের হাতে থাকে। কিন্তু সঠিক কথা বলিতে গোলে তাহা সম্ভব নয় এবং বাঞ্জনীয়ও নয়। ইহা সম্ভব নয় কারণ, প্রথমত,

ণণ্ডের ও করের সম-বটন হইলেও কিছু কিছু ভার পাকে বওক্তেতার। সমজাতীয় অর্থ নৈতিক দল নয় যাহাদের উপর করের জাল ফেলিয়া একত্র হাঁকিয়া ভোলা যায়। দ্বিতীয়ত, বণ্ডের মালিকানা এবং করের ভিত্তি সদাসর্বদ। পরিবর্তিত হইতেছে। এই পদ্ধতি বাঞ্চনীয় নয় তাহার

কারণ হইল, স্থদ দিবার উদ্দেশ্তে কর আরোপন ও আদায়ের পথে বছপ্রকার

সংঘাত (frictions) দেখা দেয়। উচ্চ হারে আরোপিত কর কর্মোন্তম, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ কমাইয়াই ক্ষান্ত হয় না, মামলা-মোকদমা প্রভৃতির সংখ্যাও বাড়াইয়া দেয়। তাহা ছাড়া, কোন গণতান্ত্রিক দেশে করের ভার বাড়িলে রাজনৈতিক চাপ এবং গণ-অসন্তুষ্টি বাড়ে বই কমে না। এই সকল চাপ ও টানাপোড়েনের দক্ষন বণ্ডের মালিকানার সমান অন্তুপাতে কর-ভারের বণ্টন ঘটিলেও দেশের স্কন্থ অর্থ নৈতিক কাজকর্ম ব্যাহত হয়। প্রতি বংসর ইহারা যে অনিশ্চয়তা ও সংঘাত সৃষ্টি করে, তাহার ভারও কম নয়।

কোন কোন ধনবিজ্ঞানী বলেন যে, যদি করদাতা হিদাবে কর দিযা একই
ব্যক্তি বগুদাতা হিদাবে উহা স্থদের আকারে ফেরত পায় তবে স্থদ না দিলেও
কোন ক্ষতি নাই, স্থদ দেওয়া একেবারে স্থগিত রাখিলেও
দেনা-পাওনার মালিক
এক হইলে স্থদের
চলে। এই প্রস্তাবের অর্থ হইল জাতীয় ঋণের পরিমাণ
দরকার কি
প্রতি বৎসর কেবল বাড়িয়াই চলিবে। তাহা ছাড়া, স্থদ
না পাকিলে সরকারের পক্ষে বণ্ড বিক্রয় করিয়া ঋণ তোলা

সম্ভব হইবে বলিয়া মনে কবা যায় না।

করভার কমাইবার জন্ম অনেক ধনবিজ্ঞানী প্রস্তাব করিয়াছেন যে, ক্তরিম উপায়ে বণ্ডের বাজার বাড়াইয়। তুলিয়া সরকার স্থদের হার কম রাধিতে পারেন। অর্থাৎ রাষ্ট্র দেশে টাকার পরিমাণ ক্রমাগত টাক াড়াইয় স্থদের বাড়াইয়। চলিবেন। এই নীতি সরকারের পক্ষে বিশেষ বিপদজনক হইতে পারে। দেশে কম স্থদ এবং অজস্র সরকারী বণ্ড থাকিলে, সরকারের পক্ষে ব্যাহিং ও আর্থিক নীতির মাধ্যমে মৃদ্রাফ্রীতি রোধ কর। একেবারে অসম্ভব হইয়। পড়ে। কারণ, বাণিজ্যিক ব্যাক্ষপ্তলির হাতে ঋণপ্রসারের উপযুক্ত প্রভূত পরিমাণ সরকারী বণ্ড থাকে।

স্তরাং সামগ্রিকভাবে দেখিতে গেলে, আভ্যস্তরীণ ঋণের স্থদের ভার দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে সাহায্য না করিয়া বাধারই স্পষ্টি করে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

(৩) ঋণ পরিশোধের অর্থ নৈতিক ফলাফল (Economic effects of debt repayment):

नमास्क स्माठे नदकादी अलंद পविमान कमाहेर्छ हहेरल कद वा अञ

বেভিনিউ থাতে সরকারী আয়ের পরিমাণ সরকারী ব্যয়ের তুলনার বেশি করা
দরকার। ঋণ পরিশোধ অনেক রূপ লইতে পারে, ষেমন
ফলপ্রেস্কাল শেষ হওয়ার সঙ্গে সক্ষে লোকের হাত হইতে
সরকারী বতু কিনিয়। লইয়া টাকা মিটাইয়া দেওয়া,
অথবা ফলপ্রস্কাল শেষ হওয়ার পূর্বেই বত্ত-বাজার হইতে উহাদের কিনিয়।
লওয়া।

ঝান-পরিশোধের অর্থ নৈতিক ফলাফল অনেকটা ঋাণ-গ্রহণের বিপরীত।
বশু-ক্রেতাদের দাম মিটাইয়া দেওয়ায় কিছুটা প্রসাবমূলক প্রভাব দেখা দিবে,
কারণ ইহার ফলে বশু-ক্রেতাদের সম্পত্তি অধিকতর তরল
বা গ্রহণের বিপরীত
প্রভাব
আকার ধারণ করে। কিন্তু এই প্রভাব বিশেষ কিছু
শক্তিশালী হইবে না। বণ্ড বিক্রয় করিয়া ব্যক্তি
বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের হাতে বে-টাকা আসিল তাহা সমাজের সঞ্চয়ের
অংশ, এই সঞ্চয় ঘারা তাহারা আবার নৃতন ঋণপত্র ক্রয় করিবে। বেসরকারী
বিশ্বের জন্ম চাহিদার এই রূপ বৃদ্ধি স্থদের হার কমাইয়া দিবে এবং বাজারকে
তেজী করিয়া তুলিয়া কিছুটা বিনিয়োগ বাড়াইতে পারে।

ব্যান্ধ-কর্তৃক রক্ষিত ঋণপত্র কিনিয়া লইলে উহার প্রসারণাল প্রভাৰ আরও কম বলিয়া মনে হয়। ন্যান্ধগুলির হাতে পূর্ব হইতে বেশি রিজার্ভ থাকিলে বণ্ড কিনিয়া লওয়ায় আমানত কমিয়া গিয়া নগদ টাকার পরিবর্তন বাড়িয়া গেল মাত্র। ব্যাক্ষের হাতে নগদ টাকার পরিমাণ বাড়িলে ঋণ স্পষ্টি কিছুটা পরিমাণ বাড়িতে পারে, যদি অবশ্র পূর্বে তাহারা নগদ টাকার পরিমাণ কম থাকার ঋণপ্রসারের স্থ্যোগ হইতে বঞ্চিত থাকে। কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষের হাতের ঋণপত্রগুলি সরকার কিনিয়া লইলে উহার কোনরূপ প্রসারশীল প্রভাব নাই।

অপরপক্ষে, ঋণ পরিশোধের উপযুক্ত পরিমাণ টাকা সরকারের হাতে তুলিয়া আনার জন্ম যে-পরিমাণ কর বসাইতে হইবে, তাহার সংকোচননীল প্রভাব অনিবার্য, কারণ এইরূপ করের ফলে ভোগব্যয় এবং বিনিয়োগ-ব্যয় উভয়ই কমে। তাই কর আদায় ও ঋণ পরিশোধের মিলিত প্রভাব সংকোচনমূলক হইতে বাধ্য।

चार्निक काल, च्यत्र मदकाती थन পরিশোধের ব্যাপারটা নিতান্ত ইচ্ছা

বা বেয়াল-খুশির ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কোনরপ ফলপ্রস্কাল উল্লেখ
না করিয়া সরকারী বগু বাজারে ছাড়িয়া দেওয়া আজকাল
আধুনিককালে ইয়াক
আর ভার বলিয়া কেন
মনে হয় না বিগ্রাজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পুনরায় ঋণগ্রহণ এবং
রপাস্তরণে (Refunding and conversion) স্থবিধা
থাকায় ঋণের পরিশোধ অনিদিষ্ট কালের জন্ত স্থরিত রাখা
চলে। এই অবস্থায় তাই, কেহ কেছ বলেন যে, সরকারী ঋণের ঋণমূল
(principal) আর বাস্তব নয়, ইয়া নিছক কল্পনা ও অবাস্তব অম্প্রমানের বিয়য়
হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রকৃত ভার হইল স্থদ প্রদানের এবং এই ভারও নিতাস্ত
আপেকিক ব্যাপার, ইয়া প্রধানত নির্ভর করে (ক) জাতীয় আয়ের পরিমাণ,

(থ) কর-কাঠামোর প্রকৃতি এবং (গ) দেশের অধিবাসীদের মধ্যে বণ্ড-মালিকানার

বণ্টনের উপর।

অফুপাত কি

বাস্তবপক্ষে, ঋণভাবের গভারতা প্রধানত নির্ধারণ করা যায় জাতীয় আয়ের স্তর অস্থায়ী। ইহা অতি গুক্তপূর্ণ বিষয়, অস্তত যথন আমরা ঘাট্তি ব্যয়ের সাহায্যে জাতীয় আয় বাড়াইবার কথা বলি। কারণ জাতীয় উন্নয়নের এই কার্যসূচী সফল হইলে সরকারী ঋণের মূল-পরিমাণ এবং বাৎসরিক স্থদের পরিমাণ নিজের আয়ত্তন বাড়াইবার সঙ্গে সজে নিজের ভার কমাইবার ব্যবস্থা সকলের অপক্ষ্যে আপনা-আপনি করিতে থাকে। জাতীয় আনল কথা জাতীয় আয় অধিকতর বৃদ্ধি পাইলে উহার সহিত জাতীয়

মধ্যে কিরূপে বৃক্তিত হয় তাহ। নির্ভর করে আয়-বণ্টনের উপর এবং উহার সহিত ঋণগ্রহণ ব্যবস্থা, করপাতের ধরন, স্থদ প্রদানের বন্টন-কাঠামো প্রভৃতি তুলনা করিয়া। আর ইহা তো স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় বে, ঋণ-পরিমাণের তুলনায় জাতীয় আয়ে বৃদ্ধির হার বেশি হইলে আসল ভার গ্রাস পায়।

ঋণের অমুপাত হ্রাস পায়। ঋণভারের এই হ্রাস ব্যক্তিদের

সর্বশেষে, মনে রাখা দরকার যে, জাতীয় ঋণের আয়তন ও গঠন (size and composition) পরিবৃতিত হইলে জাতীয় আয়ের পরিমাণই বিশেষ্ট্র আয়তন ও গঠন বদ্লাইয়া যাইতে পারে। ব্যক্তি ও অক্সান্ত আথিক বদলাইলে জাতীয় আন্তর্ভানের হাত হইতে বগুগুলি ব্যাঙ্কের হাতে পৌছিলে প্রসারমূলক ধারা শুরু হইতে পারে। যে-কোন স্ত্র হইতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট পৌছাইলে উহার প্রসারশীল প্রভাব আরও

বেশি। বিপরীত পক্ষে, বণ্ডগুলিকে অপসরণ করিলে দেশে সংকোচনশীল প্রভাব বাড়িয়া যাইবে।

আন্তর্জাতিক ঋণ পরিশোধ (International debt repayments) :

আধুনিক জগতে কোন দেশ একক ও বিচ্ছিন্নভাবে বাঁচিয়া থাকে না, বিভিন্ন দেশের সঙ্গে তাহাকে অর্থ নৈতিক লেনদেন করিতে হয়। একটি দেশের জাতীয় ঋণ অন্ত দেশের সরকারকে কিরপে পরিশোব করা চলে? বহু বিভিন্ন কারণে একটি দেশের সরকার অন্ত দেশের সরকারকে ঋণ পরিশোধ করিতে পারে, যেমন (১) যুদ্ধের পরে বিজিত দেশের সরকার বিজয়ী দেশের সরকারকে বাধ্যতামূলক ক্ষতিপূরণ দান করিতে পারে (reparations); অথবা (২) উন্নয়নমূলক কোন কার্যে গৃহীত ঋণ পরিশোধ করিতে পারে। বিভিন্ন দেশের সরকারের মধ্যে এইরপ ঋণ পরিশোধের সময় বিশেষ কঙকগুলি অর্থ নৈতিক সমস্তা দেখা দেয় যাহাদের আমরা অপসরণ সমস্তা (transfer problem) বিলিয়া থাকি।

ক্ষতিপূরণ দান বা ঋণ পরিশোধের ছইটি তর প্রধানত লক্ষ্য করা যায়।
প্রথমত, দেনদার দেশটিকে কর আরোপণ দ্বারা বা মুদ্রাক্ষীতি ঘটাইয়া কিছু
পরিমাণ টাকা তুলিতে হইবে। ইহাতে দেনদার দেশটিতে শিল্প ও বাণিজ্য
ক্ষতিগ্রস্ত হইবে এবং জাতীয় আয় হ্রাস পাইবে। মুদ্রাক্ষীতি
কিকপে টাকা ভোলা ঘটাইলে জাতির আসল আয় কমিয়া যাইবে এবং নিম্ন আয়
সম্পন্ন শ্রেণীগুলি তুলনামূলকভাবে অধিকতর ঋণ পরিশোধের
ভার বহন করিতে বাধ্য হইবে।

দ্বিতীয় সমস্তা হইল, ঐ দেনদার দেশটি যে-টাকা এইরপে তুলিয়া
লইল তাহাকে মহাজনী দেশটির টাকায় রূপাস্তরিত করা। ইহাকেই বলে
অপসরণ সংকট বা transfer crisis। যেমন জার্মান সরকার কোন উপায়ে
নিজের দেশের মধ্য হইতে এই টাকা তুলিল। এখন
কিরপে সেই টাকার তাহার নিকট সমস্তা হইল কিরপে সে জার্মানীর মার্ককে
রূপান্তর ঘটানো যার
বুটেনের পাউণ্ডে রূপাস্তরিত করিতে পারে। ঠিক
কিরপে জার্মানীর মার্ক রুটেনের পাউণ্ডে পরিণত হইয়া বুটেনে পৌছে এবং এই
পথে দেনদার দেশটিকে কিরপ ভার বহন করিতে হয় তাহা লইয়া প্রসিদ্ধ
ধনবিজ্ঞানীদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিতর্ক হইয়া গিয়াছে। ঋণ পরিশোধ

সম্ভব করিবার জন্ম জার্মানীকে রপ্তানি-আধিক্য (export surplus) ঘটাইতে হইবে, অর্থাৎ আমদানির তুলনায় রপ্তানি বাড়াইয়া ব্টেনের পাউগু আয় করিজে হইবে এবং এইরূপে পাউগু আয় করিয়া উহার দারা বৃটিশ সরকারের ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে।

লর্ড কেইন্সের মতে এইরূপ রপ্তানি-আধিক্য ঘটাইতে হইলে রপ্তানি দ্রব্যসামগ্রীর দাম কমাইতে হইবে। তাহা না হইলে মহাজনী দেশের ক্রেতারা উহাদের ক্রয় বাডাইবে কেন ? দাম কতটা কমাইলে এইরূপ রপ্তানি-আধিক্য বজায় রাখা সম্ভব হইবে তাহা নির্ভর করে বিদেশের বাজারে জার্মান-

কেইন্দের মতঃ দাম কমাইয়া রপ্তানি ৰাডাইতে হইবে দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার উপর। এইরূপ দামস্তর কমাইবার দরুদ বাণিজ্যের পণ্য-হার (the barter terms of trade) জার্মানীর প্রতিকৃলে আদিবে। ইতিমধ্যে

যদি আমদানি দ্রব্যাদির দাম বাড়িয়া যায় তাহা হইলে জার্মানীর বাণিজ্য-হার আরও বেশি প্রতিকৃল হইয়া পড়ে। ইহার অর্থ হইল বে, তাহাকে নির্দিষ্ট পরিমাণ আমদানি পাইতে হইলে পূর্বাপেকা বেশি পরিমাণ রগুনি করিতে হইতেছে। কর আরোপণ বা মৃদ্রাক্ষীতি ঘটাইবার সময় সে প্রথম স্তরের ভার (primary burden) বহন করিয়াছিল; এখন সে বহন করিতেছে বিতীয় স্তরের ভার (Secondary burden)। তাহার জাতীয় আরের এক অংশ বিদেশীদের নিকট শুধু পাঠাইয়া দিলেই চলে না, বাণিজ্য-হার প্রতিকৃল হওয়ায় প্রতি-ইউনিট আমদানির জন্ম পূর্বাপেক্ষা বেশি দ্রব্য তাহাকে রগুনি করিতে হয়। এই বিতীয় স্তরের ভারকেই বলে অপসরণের ক্ষতি (transfer loss)।

অধ্যাপক ও'লীন (Ohlin) অবশ্য এই মত মানিতে পারেন নাই। তাঁহার
মতে রপ্তানি-আধিক্য ঘটাইবার জন্ত জার্মানীর আভ্যন্তরীণ দামন্তর কমাইবার
ক্রেয়াজন নাই। এই কারণে ঋণ-পরিশোধের কোন দ্বিতীয় স্তরের
ভার দেখা দেয় বলিয়া তিনি মনে করেন না। তাঁহার মতে, সংশ্লিষ্ট হুইটি
দেশের ক্রেয়শন্তির ক্ষমতাতে পরিবর্তনের কথা কেইন্স সম্পূর্ণ অবৃহেলা
করিয়াছেন। ক্ষতিপূরণ দানের তাৎপর্য হইল জার্মানী
ও'লীনের মত: দামনা
ক্রাইলেও রগ্রানি
বাড়িতে পারে ক্রেয়শক্তি হিদেশে হস্তাস্তরিত করা। এইরপ
বাড়িতে পারে ক্রেয়শক্তি হস্তাস্তরিত হইলে জার্মানীর অধিবাসীদের
মাথাপিছু আয় পূর্বাপেক্যা কমিয়া য়য়, অধচ বিদেশের অধিবাসীদের ক্রয়শক্তি

বৃদ্ধি পায়। ইহার ফলে বিদেশী দ্রব্যের জন্ম জার্মানীর চাহিদা অর্থাৎ जार्यानीत जामनानि द्वांन भारेति, ज्यां ज्यानीतिक वितनी ज्यांनीतिक চাহিদা অর্থাৎ জার্মানীর রপ্তানি বৃদ্ধি পাইবে। এইরপে পুরাতন দামেই জার্মানীর রপ্তানি বাডিবে ও আমদানি কমিবে, ফলে জার্মানীর পক্ষে রপ্তানি-আধিক্য স্ষষ্ট কবা সম্ভব হইবে। বাণিজ্যের পণ্য-হার জার্মানীব প্রতিকলে যা ওযার কোন প্রযোজন নাই এবং কোনরণ 'অপসরণের ক্ষতি'ও ঘটিবে না।

অনেকে বলেন যে, প্রকৃত সত্য এই উভয় মতের মধ্যে নিহিত আছে। ইহাতে কোনরূপ সন্দেহ নাই যে, উভয় দেশের পারস্পরিক ক্রয়শক্তিতে কিছুটা পরিবর্তন নিশ্চয়ই আসিবে যাহাতে কিছু পরিমাণ রপ্তানি-আধিক্য দেখা দিতে পারে। তবে ইহাও ঠিক যে, উভয় দেশের দামস্তরে এইরূপ পরিবর্তন ঘটা নিশ্চয়ই সম্ভব, দেনদার দেশটির বাণিজ্য-হাব প্রতিকূল সম্ভবপর। তাই, দিতীয় স্তরের ভার নিশ্চ্য কিছুট। দেখা দিতে পারে। বাণিজ্য-হারে পরিবর্তন কতদুর দেখা দিবে তাহা অনেক

ছইটি মত মিলিযাই

ৰ্ব্যাল্যার প্রকৃত সভ্যাপাওধা যায় প্রকাব শক্তির উপর নির্ভর করে, যেমন পারম্পরিক চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা, জার্মানীতে যোগানের স্থিতি-

স্থাপকতা, দেশে ঋণ সংকোচনের প্রয়োজনীয়তা, বিদেশে গুল্কের পরিমাণ প্রভৃতি। বিদেশে শুক্ষের পরিমাণ বাডাইলে দেনদার দেশটিকে দাম বেশি পরিমাণে কমাইতে হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। মহাজনী দেশের সরকার যদি নিজ দেশের দাম ও আয়স্তর বাডাইতে বাধা দেয় তবে দেনদার দেশটিতে দাম ও মজুরি বেশি পরিমাণ কমাইতে হইবে। উভ্য ক্ষেত্রেই, ভাই ঋণ পরিশোবের ভার দেনদার দেশটিকে অধিক পরিমাণে বহন কবিতে হইবে।

এই প্রদক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করা দরকার। বিদেশ হইতে ঋণ পরিশোধ পাইলে মহাজনী দেশটি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এইকপ আলোচনা আনেক ধনবিজ্ঞানী করিয়াছেন। দেনদার দেশটির রপ্তানি বাডিবে এবং মহাজনী দেশটিং আমদানি বাডিবে ইহা আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু ইহাতে মহাজনী দেশটর শিঃ

মহাজনী দেশের উপর ঋণ পরিশোধের বিকাপ প্ৰভাব

ব্যবসায় ও বাণিজ্য প্রতিগানগুলি নিজের দেশে ও বিদেশে কি পূর্বাপেক্ষা কম পরিমাণ বিক্রয় করিতে পারিবে না ইহাতে কি মহাজনী দেশটিতে বেকারি ও শিল্প-সংকোচ **(एथा पिर्ट ना? छाडे क्रायक्जन धनविक्डानी महाज**र्न

দেশটির উপর ঋণ পরিশোধের বিরূপ প্রভাবের কথা উল্লেখ করিয়াছেন

অবশ্য মনে রাথা দরকার যে সর্বক্ষেত্রেই এরপ যুক্তি মানিয়া লওয়া চলে না। দেনদার দেশটির পণ্যসামগ্রী যে সব সময়ই মহাজনী দেশটির অব্যসামগ্রীর সঙ্গে প্রতিযোগিতামূলক হইবে উহাতে কোন সন্দেহ নাই। দেনদার দেশটি কাঁচামাল রপ্তানীতে পারদশী হইতে পারে এবং মহাজনী দেশটি শিল্পপ্রধান দ্রব্য উৎপাদনে দক্ষ হইতে পারে। মহাজনী দেশটির ক্রয়শক্তি বাড়িলে উহা অধিক পরিমাণে দেনদার দেশটির জিনিস কিনিয়া লইতে পারে; এইরূপ ক্ষেত্রে মহাজনী দেশেব অভ্যন্তরে কোনরূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেগা দিবে না।

দিতীয় বিশ্বব্দেব পরে আন্তর্জাতিক ঋণ লেনদেনের পরিমাণ অনেক বাড়িয়া
গিয়াছে। পুন চিন ও লেনদেনের কাজে ঋণ-প্রদানের উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক
আধুনিক বুগে ইচা
অনেকটা নিযন্ত্রিত
পরিশোধের উদ্দেশ্যে কিন্তির ব্যবস্থা করা হইয়াছে (instalment), ইহাতে মনে হয়, দেনদার দেশগুলির উপর
ঋণ-পরিশোধের অত্যধিক চাপ এবং মহাজনী দেশগুলির উপর প্রতিক্রিয়া ঘটতে পারিবে না।

जनू गै मनी

- 1 What are public deb's? How do they affect our economic life?
- 2. What are the different forms of public debts? Suggest measures by which the burden of public debt may be reduced.
- 8. Discuss the purposes for which public debts may be legitimately incurred by the Government
 - 4. Distinguish between the burden of an internal and external loan.
 - 5. Why it is said that an internally held debt has no burden at all?
- 6. Discuss the economic effects of government borrowing, interest-payments and the repayment of government loans.
- 7. What are the problems connected with the repayment of intergovernmental debts?

ফিস্কাল নীতি ও বাজেট Fiscal Policy and budget

সরকারের আয় ও ব্যয়েব ফলে জাতীয় আয়, উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের স্তর বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। পূর্বে রাষ্ট্রের কর, ঋণ ও ব্যয় প্রভৃতির প্রভাব মূলত বণ্টনের দিক হইতে আলোচনা করা হইত, কিস্তু বর্তমানে দেশের উৎপাদন ও আয়স্তরের উপর ইহাদের প্রভাব অধিকতর গুকত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করা হইতেছে।

কর, ঋণ ও ব্যয়সংক্রাপ্ত রাষ্ট্রের সকল নীতিকে একত্রে ফিন্কাল নীতি
(Fiscal Policy) বলা হয়। দেশের অর্থনৈতিক নীতির (economic policy) যে উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য ধরিয়া লওয়া হয় তাহাকে ফিন্কালনীতি কাহাকে বলে

কলল করিয়া তোলাই ফিন্কাল নীতির কাজ। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রকার অর্থনৈতিক লক্ষ্য থাকে। উয়ভ দেশেসমূহের লক্ষ্য হইল পূর্ণ কর্মসংস্থান প্রতিষ্ঠা করা এবং ঐ স্তরে স্থায়িত্ব বজায় রাখা, আবার অন্তর্ম ভ দেশসমূহের লক্ষ্য হইল দেশের উৎপাদনে ও টেক্নলজিকাল কাঠামোতে এমন পরিবর্তন আনা যাহাতে ক্রত অর্থনৈতিক উয়য়ন বা ক্রমবৃদ্ধি ঘটিতে পারে।*

ফিদকাল নীতির মধ্যে তাই দকল প্রকার দরকারী ব্যয় ও আয় আলোচন। করা দরকার; চল্তি দ্রব্য ও কাজকর্মের উপর দরকারী ব্যয়, ঋণদান, হুগুন্তির-ব্যয় স্থায়ী ধরনের মূলধন গঠন এবং দ্রব্যসামগ্রী মজুত করা—

^{*&}quot;Fiscal policy is concerned with the manner in which all the different elements of public finance, while still primarily concerned with carrying out their own duties (as the first duty of a tax is to raise revenue) may collectively be geared to forward the aims of economic policy." Mrs Ursula Hicks, Public Finance, P 269.

[&]quot;a policy under which the Government uses its expenditure and revenue programmes to produce desirable effects and avoid undesirable effects on the national income, production and employment." Arther Smithles, article in Survey of contemporary Economics, P 174.

জাবার অপরদিকে কর হইতে প্রাপ্ত রেভিনিউ, সম্পত্তি হইতে জায়, ঋণ করা

স্বকিছ্ই ফিস্কাল নীতির অস্তর্জুক। ফিস্কাল নীতির এই সকল

অঙ্গপ্রতাঙ্গের মধ্যে পারস্পরিক সামগ্রুত্য রক্ষা করাও এই নীতির অস্তর্জুক এ

প্রকৃতপক্ষে এই ব্যালাক্ষই ফিস্কাল নীতির প্রাণ। আয়ের সকল দিক এবং
ব্যবের সকল দিক মিলিয়া সরকারী ফিস্কাল নীতি দেশের মোট সঞ্চয় ও
বিনিয়োগে এমন পরিবর্তন আনে যে, দেশের উৎপাদন, আয়, কর্মসংস্থান ও

দামস্তব বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। আধুনিককালে তাই ফিস্কাল নীতির

গুরুত্ব বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ফিস্কাল নীতির লক্ষ্য (Objectives of Fiscal Policy)

সরকারী ফিন্কাল নীতি বাস্তবে রূপ পায় বাজেট-গঠনের মধ্য দিয়া; রাষ্ট্রের আয়, ব্যয়ের পরিমাণ ও উহাতে পরিবর্তন সরকারী ফিন্কাল নীতিকে প্রকাশ করে। স্বকাবের অর্থ নৈতিক লক্ষ্য সাধনের উপযোগী 'পদ্ধতিই' মূলত ফিন্কাল নীতি, কিন্তু অর্থ নৈতিক লক্ষ্য ছাডাও বাজেটের মাধ্যমে সরকারের আরও অনেক প্রকার লক্ষ্য সফল করার চেষ্টা হয়। সরকারী নীতির লক্ষ্য হিসাবে আমর। কয়েকটিকে উল্লেখ করিতে পারি, যেমন জাতীয় নিরাপতা, সামাজিক নিরাপতা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রগতি, এবং রাজনৈতিক স্থায়িত্ব। এই সকল লক্ষ্যের মধ্যে কয়েকটি পরম্পরের প্রতিযোগী, আবার কয়েকটি পরস্পরের পরিপূরক।

স্থানেকে মনে করেন সবকারী বাজেট-নীতিব একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত জাতীয় নিরাপত্তা। ইহা কিন্তু সত্য নয়। কারণ তাহা হইলে আরও বেশি টাকা, প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রের সকল আয় দেশরক্ষাথাতেই থরচ করা দরকার। তাহা না করিয়া, কিছু টাকা, অ্যান্থ থাতে ব্যয় করিয়া রাষ্ট্র কিছু ঝুঁকি বহন করে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু ঝুঁকি না লইলে অহান্থ লক্ষ্য একান্তই অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে। দ্বিতীয়ত, এই শতান্দীর তৃতীয় দশকে লোকের মনে এইকপ ধারণা ছিল যে, এই নৈতিক প্রগতি ও সামাজিক নিরাপত্তা একই সঙ্গে অগ্রসর হয়, সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা উন্নত্তর করিতে পারিলে দেশরক্ষা, প্রগতি, বিরাপত্তাও স্থাতির হারও ক্রত্তর হয়। আজকাল কিন্তু ইহাদের এই সমমুখী অভিযান স্বীকার করা হয় না।

প্রগতি ও নিরাপত্তার নীতির মধ্যে বিরোধ দেখা দিতে পারে, একই সঙ্গে

উভয়ের দাবি পূবণ করা সম্ভব না-ও হইতে পারে। তৃতীয়ত, সকল দেশের রাষ্ট্রেরই নিজের রাজনৈতিক স্থায়িত্ব রক্ষা করা অক্সতম প্রধান লক্ষ্য। এই রাজনৈতিক স্থায়িত্ব রক্ষার জন্ত সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন প্রয়োজন সন্দেহ নাই, কিন্তু এই পরিবর্তনের মাত্রা বেশি হইলে রাজনৈতিক স্থায়িত্ব সাধারণত রক্ষা পায় না। সরকারী সকল কাজকর্মই প্রধানত এই রাজনৈতিক স্থায়িত্ব রক্ষার উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়, অন্তান্ত সকল লক্ষ্যই এই প্রধান লক্ষ্যকে অনুসরণ করে।

এই সকল লক্ষ্য ছাড়াও সরকারের অর্থনৈতিক যে-সকল লক্ষ্য থাকিতে পারে তাহাদের আলোচন। দরকার, কারণ ফিস্কাল নীতি প্রত্যক্ষভাবে ব্যবহৃত হয় এই সকল অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্তই। সরকারের বহু অর্থনৈতিক লক্ষ্য থাকিতে পারে। প্রথমত, ধনবিজ্ঞান শাস্ত্রের ঐতিহ্য অন্থ্যায়ী আমরা দেখিতে পারি যে, ইহার লক্ষ্য হইল সর্বাধিক অর্থনৈতিক কল্যাণ (maximum economic well-being)। অর্থনৈতিক কল্যাণ-এর ধারণা সম্পর্কে বহুপ্রকার তত্ত্বগত ক্রটিবিচ্যুতি দেখা দিলেও ইহাকে একেবারে উড়াইলা দেওয়া চলে না। দ্বিতীয়ত, প্রতিটি দেশে এবং সারা বিশ্বে আধুনিক কালে পূর্ণ কর্মসংস্থানকে অর্থনৈতিক লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করা হইতেছে। দেশে অনিচ্ছামূলক বেকারি না থাকার অবস্থাকেই পূর্ণ কর্মসংস্থান স্তর বলা হয়।*

ভূতীয়ত, অনেকে বলেন যে, দেশে পূর্ণ কর্মসংস্থান অপেক্ষা আসল আয়ের
বৃদ্ধিকেই প্রধান লক্ষ্য হিসাবে গণ্য করা উচিত। মূলধনবৃদ্ধি
বৃদ্ধি
ব

^{*} এই প্রদক্ষে মনে রাখা দরকার যে, অর্থ নৈতিক লক্ষ্য হিনাবে কেবলমাত্র পূর্ণ কর্মসংস্থানকে গণ্য করা চলে না, কারণ দেশে গড় আগল মজুরি কিরূপ, ইহ'তে ভবিষ্তৎ বৃদ্ধির হার কত, এই সকল বিষয়ে ঘোষণা না থাকিলে নিছক বেকারী না থাকাকেই অর্থনৈতিক লক্ষ্য হিনাবে ধরা চলে না। আগ্নের বউন কিরূপ, অর্থনৈতিক কল্যাণের স্তর কিরূপ এই সকল না বলিয়া কেবলমাত্র পূর্ণ কর্মসংস্থান ঘটলেই অপ্রাপর সকল আশীর্ষাদ দেশের উপর আপনাআপনি ব্যতি হইবে, একথা মানিয়া লওয়া চলে না।

শ্রমিকের উৎপাদন-ক্ষমতার উপর করনীতির প্রভাব বিবেচনা করিতে হইবে।
দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ আসল আয়ের প্রয়োজনীয়তা তুলনা করিয়া উন্নয়নমূলক ও কল্যাণকর কার্যহাটীর মধ্যে সরকারী ব্যয় বণ্টন করিয়া দিতে
হইবে। আনেক সময় আসল আয়-বৃদ্ধির এই লক্ষ্য এবং পূর্ণ কর্মসংস্থানের
লক্ষ্যের মধ্যে বিরোধিত। দেখা দিতে পারে। যে নীতিতে সর্বাধিক কর্মসংস্থান
ঘটে, ঠিক সেই নীতিতে আসল আয় সর্বাধিক না হইতে পারে, অথবা অর্থনৈতিক উন্নযনের সর্বোত্তম হার না-ও পাওয়া যাইতে পারে। চতুর্থত, কেহ কেহ
সমাজের মোট উৎপাদন ও কর্মসংস্থানে বৃদ্ধিকেই একমাত্র লক্ষ্য মনে করেন না,

৪। বাক্তিগত মালি-কানার প্রদার ৫। পরিকল্পিত কল্যাণ বৃদ্ধি ৬। আয়-সমতা আনা ৭। স্থায়িত্ব কাষ রাধা ব্যক্তিগত মালিবানাক্ষেত্রের প্রসারকেই সরকারের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া গণ্য করিতে চান। এই লক্ষ্য অন্থ্যায়ী করংগর কমানো এবং ব্যবসায়ীদের অধিকতর অন্থরিধা দানের নীতিকে সরকারী কল্যাণ্মূলক কার্যস্চী অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হয়। পঞ্চমত, অনেকে আবার ইহার ঠিক বিপরীত পরিকরিত কল্যাণ্-বৃদ্ধিকেই

(planned welfare approach) প্রবান লক্ষ্য বলিয়া মনে করেন। যেমন লর্ড বিভারিজ (Beveridge) মনে করেন যে, অভাব, ব্যাধি, অশিক্ষা ও দারিজ্য দূর করার জন্ম দেশের সকল বিনিয়াগের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করা খুবই প্রয়োজনীয় ইহাই সরকারের অর্থনৈতিক লক্ষ্য। ষঠত, আর একটি অর্থনৈতিক লক্ষ্য ছইল আয়ে অধিকতর সমতা আনঃ। উৎপাদন-বৃদ্ধি বা জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে নয়, সমতার থাতিরেই আয়-বৈষম্য দূর করিতে হইবে, ইহাই অনেকে লক্ষ্য হিসাবে সন্মুখে রাখিতে চান। এই লক্ষ্যের সহিত অপরাপর অনেক লক্ষ্যের বিরোধ আছে বলা হয়, যেমন আয়-বৈষম্য হ্রাস করিলে ধনীদের সঞ্চয়ের ইচ্ছা এবং শ্রমিকদের কর্মদক্ষতার স্তব উভয়ই কমিয়া যাইতে পারে। সর্বশেষে, দেশের আয় ও কর্মসংস্থানের স্থায়িয় বজায় রাখাকে একটি গুক্ত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক লক্ষ্য বলিয়। ঘোষণা করা হয়।

উপরে আলোচিত এই সকল বহু বিভিন্ন প্রকার লক্ষ্যসমূহকে অধ্যাপক মাসপ্রোভ (Musgrave) তিন শ্রেণীতে বিহক্ত করিয়াছেন। কোন দেশের ফিস্কাল দপ্তরের মধ্যে তিনটি শাথা করনা করিয়া লইয়া এক এক শ্রেণীর কান্ধকর্ম এক একটি শাথার দ্বারা পরিচালিত হয় বলিয়া তিনি মনে করিয়া লইরাছেল। এই ভিনটি শাথা হইল 'উপকরণ-বিন্থাস শাথা' (Allocation Branch), 'বণ্টনের শাথা' (Distribution Branch), এবং 'স্থায়িত্ব রক্ষণের শাথা' (Stabilization Branch)। এই সকল শাথা প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্তব্য করিবে বটে, কিন্তু একে অন্তের কাজ ব্যাহত করিবে না, পারম্পরিক সামপ্তম্ব রক্ষা করিয়া চলিবে * প্রতিটি শাথা নিজ নিজ লক্ষ্য অমুসাবে সেই শাথার নিজ কাজকর্মের পরিকল্পনা করিবে, এই সময় সে ধরিয়া লইবে যেন অন্থান্ত শাথাও নিজ নিজ লক্ষ্য অনুসারে কাজ করিতেছে। প্রতিটি শাথার এইরূপ পৃথক পরিকল্পনাগুলি লইয়া জাতীয় বাজেট রচিত হইবে, সরকারী কর ও ব্যয়নীতি, অর্থাৎ রাষ্ট্রের ফিদ্কাল নীতি এই সকল ক্ষ্ ক্র উপ পরিকল্পনাগুলির সন্মিলিত প্রকাশ। স্ক্তরাং তাঁহাদের মতে আদর্শ ফিদ্কাল নীতি এই তিনটি শাথার পৃথক পৃথক লক্ষ্যের মধ্যে সর্বোত্তম সামপ্তম্ব সাধন করিবে: সর্বোৎকৃষ্ট উপকরণ-বিন্থাস, আয় ও সম্পদের বণ্টন এবং স্থায়িত্ব-সাধন, এই তিনটি লক্ষ্যই উপযুক্তভাবে ব্বিক্ত হইবে।

সর্বশেষে, আর একটি কথা মনে রাখা দরকার। কেইন্সীয় তত্ত্বের উদ্ভব হয় গভীর বাণিজ্যসংকটের পরিবেশ হইতে, তাই আধুনিক কালের ফিস্কাল নীতি উপরের ঐ তিনটি শাখার মধ্যে তৃতীয়টিকে তুলনামূলকভাবে অধিকতর গুকুত্ব দেয়, অর্থাৎ স্থায়িত্বরক্ষাকে মূল লক্ষ্য বলিয়া মনে করে। শিল্লোন্নত দেশগুলিতে স্থায়িত্বরক্ষণ বলিলে বুঝা যায় দামস্তর স্থির রাখা এবং পূর্ণকর্ম সংস্থান বজায় রাখা। দামস্তর স্থির রাখার পক্ষে অনেক যুক্তি আছে। ইংগতে সহসা পরিবর্তন হইলে বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রীর দামে পরিবর্তন আমে, আয়-বন্টনের কাঠানো বদল হইয়া যায়। সমাজের অর্থনৈতিক দেহে অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতা দেখা দেয়, সকল দ্রব্যের দাম সমান হাবে পরিবর্তন হয় না বলিয়া

*"The responsibilities of the Fiscal Department in our imaginary state are derived from a multiplicity of objectives. For present purposes these are grouped under three headings: The use of fiscal instruments to (1) s cure adjustments in the allocation of resources. (2) secure adjustments in the distribution of income and wealth; and (8) s cure economic stabilizationLet us now think of each of these functions as being performed by a particular branch of our imaginary Fiscal Department. These branches may be referred to respectively as the Allocation, Distribution and Stabilization Branches." Musgrave, The theory of Public Finance, P. 5.

উপকরণের নিয়োগ-বিতাসও পান্টাইয়া যায়।* পূর্ণকর্মসংস্থান বজায় রাথার পক্ষেও যুক্তি কম নাই। সামাজিক শান্তি, নিরাপত্তা ও কল্যাণ বৃদ্ধি করা—সকল উদ্দেশ্রেই ইহা প্রয়োজন। এই ছইটি লক্ষ্যের মধ্যে পরস্পারবিরোধিত। আনেক সময়েই দেখা দিতে পারে, কিন্তু এই ছইটিই বাঞ্নীয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

অপূর্ণোন্নত দেশগুলিতে ফিদকাল নীতির লক্ষ্য হিসাবে সাধাবণত অর্থ নৈতিক উন্নয়ন, বিকাশ বা ক্রমবৃদ্ধিকে (economic growth) অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হইতেছে। সকল দেশেই অবশ্য স্থায়িত্ব ও ক্রমবৃদ্ধিকে লক্ষ্য হিসাবে ধর। হয়, (কারণ সমাজকে পূর্ণকর্মসংস্থান স্তবে স্থির রাখিতে ১ইলেই কিছটা ক্রমবৃদ্ধির প্রয়োজন হয়), তাহা হইলেও দেশের অবস্থা অমুযায়ী এক এক দেশে ইহাদের তুলনামূলক গুরুত্ব পূথক থাকে। দেশটি দরিদ্র ও অনুনত, জনসংখ্যা ক্রত বাডিতেছে—এই অবস্থায় সে স্বভাবতই ক্রমবৃদ্ধিব উপর জোর দিবে বেশি। অবশ্য স্থায়িত্বক্ষণের দায়িত্ব তথনও তাহাকে মনে রাখিতে **इहेर्द.** উ**हारक ज्वरहमा क**त्रिल চलिर्दिन। यमन जामता जानि य. উन्नग्रत्नत्र याजाभरथ मुल्यनी ज्ञारभाषान लाक्ति कर्ममः जान ख चात्र वाष्ट्रित. কিন্তু ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন তভটা ক্রত বৃদ্ধি না পাওয়ায় মুদ্রাক্ষীতির চাপ দেখা দিতে থাকে। মূদ্রাস্ফীতির এই ব্যবধান (inflationary gap) সংকৃচিত করার জন্ম এই দেশের সরকারকে নিশ্চয় কর এবং ঋণেব সাহায্যে ব্রিভ আয়ের এক অংশ তুলিয়া লুইতে লুইবে। তাহা না হইলে বৈদেশিক মুদ্রাসংকট ও আভ্যন্তরীণ মুদ্রাফীতি দেশে অর্থ নৈতিক দায়িত্বে বিপর্যয় ডাকিয়া আনিবে। স্নতরাং সকল দেশেই, ফিস্কাল নীতির প্রধান লক্ষ্য হিসাবে আমরা বর্তমান কালে, অভাভ লক্ষ্যকে বাদ দিয়া স্থায়িত্ব ও ক্রমবৃদ্ধিকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করিতে পারি; অবশ্র কোন দেশের বিশেষ অবস্থায় সাময়িকভাবে

ইহাদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে কোন একটিকে সেই দেশ অপরটির তুলনায় প্রধান স্থান দিতে পারে তাহাতে সন্দেহ নাই .*

কিস্কাল নীতির কৌশল: কিস্কাল নীতি ও জাতীয় আয় (The mechanics of Fiscal Policy: Fiscal Policy and National Income):

সরকারের অর্থনৈতিক যে-কোন লক্ষ্যে পৌছিতে হইলে দেশের জাতীয় আয় বাড়ানো বা কমানো দরকার হয়, অর্থাৎ জাতীয় আয়ের পরিমাণে নিজের ইচ্ছামত উঠানামা ঘটানো প্রয়োজন হয়। সরকারের কর ও ব্যয় কমাইয়া বা বাড়াইয়া জাতীয় আয়ের পরিমাণে নিজের পছন্দমত পরিবর্তন কিরূপে আনা চলে ? ইহা আলোচনা করিতে হইলে আমাদের জাতীয় আয় নিধারণের আলোচনা অরণ করা দরকার। জাতীয় আয় গঠনকারী অঙ্গপ্রত্যক্ষসমূহ অর্থবা ইহার নিরূপণকারী শক্তিসমূহ স্পষ্টভাবে জানিতে না পারিলে কিরূপে আমরা ইহার উপর সরকারী আয়-ব্যয়ের প্রভাব বিশ্লেষণ করিতে পারিব ?

আমরা জানি যে, কোন দেশের জাতীয় আয় ও কর্মসংস্থানের স্তর নিভর করে কার্যকরী চাহিদার উপর এবং এই কার্যকরী চাহিদা সামগ্রিক ব্যয়ের উপর নির্ভরণীল। দেশের এই সামগ্রিক ব্যয়ের পরিমাণ (aggregate expenditure) যদি তত বেশি না হয় যাহাতে নিয়োগযোগ্য সকল উপকরণের কর্মসংস্থান সম্ভবপর, তবে রাষ্ট্রকে এই সামগ্রিক ব্যয়ের পরিমাণ বাড়াইয়া তুলিতে হইবে যাহাতে দেশের অর্থনৈতিক সংকট দ্র হয় এবং আয় ও কর্মসংস্থানের পরিমাণ বাড়ে। অর্থাৎ সমাজকে পূর্ণ কর্মসংস্থান স্তরে থাকিতে হইলে যে-পরিমাণ সামগ্রিক ব্যয় হওয়া দরকার উহা অপেক্ষা কম হইলে এই ব্যয়ের ব্যবধানটুকু রাষ্ট্র নিজে পূরণ করিবে, অথবা এমন নীতি গ্রহণ করিবে যাহাতে সমাজের মোট ব্যয় রৃদ্ধি পায়।

কোন সমাজের সামগ্রিক ব্যয় (E) নিম্নলিখিত বিষযগুলি লইয়া গঠিত:

- 1. ব্যক্তিগত ভোগ ব্যয় (C).
- 2. ব্যক্তিগত বিনিয়োগ ব্যয় (I).
- 3. কর-আদায় হইতে প্রাপ্ত টাকার সরকারী ব্যয় (R).
- 4. ঋণ হইতে প্রাপ্ত টাকার সরকারী ব্যয় (L).
- 5. বৈদেশিক-বাণিজ্যের ব্যালান্স (B), ইহা ধনাত্মক বা যোগস্চক হইতে পারে (আমদানির তুলনায রপ্তানি বেশি হইলে), অথবা ঋণাত্মক বা বিষোগ স্চক হইতে পারে (রপ্তানির তুলনায আমদানি বেশি হইলে)।

সমাজের সামগ্রিক ব্যয় অর্থাৎ $E-C+I+R+L\pm B$. পূর্ণকর্মসংস্থান স্বরের সামগ্রিক ব্যুরকে F ধরিষা লইলে আমরা বলিতে পারি যে, সমাজে E=F থাকিলে পূর্ণকর্মসংস্থান বজাষ আছে। E যদি F হইতে বেশি হয়, তবে দেশে দ্রব্যসামগ্রীর দাম বাভিতে থাকিবে, মুদ্রাফীতি দেখা দিবে। আবার E যদি F হইতে কম হয়, তবে সমাজে অপূর্ণ নিযোগ থাকিবে, পূর্ণকর্মসংস্থান স্তরে সমাজ পৌছিবে না। উভয় ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রের কাজ হইবে এমন নীতি অবলম্বন করা যাহাতে E=F হইতে পারে। এই ভারসাম্যেব স্তরে সমাসকে রক্ষা করাই ফিসকাল নীতির দায়িও।*

সরকারের বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের আর্থিক নীতি (Monetary policy) এই কাজ করিতে পারে না বলিয়া ধনবিজ্ঞানীরা মত প্রকাশ করিয়াছেন। মনে কর, আমরা অপূর্ণ কর্মসংস্থানেব স্তরে আছি, এবং এই অবস্থায টাকার বোগান বাড়ানো হইল। লোকের সম্পত্তি-ধারণ-কাঠামো (asset-structure)

সমান ধরিয়া লইলে, অর্থাৎ তাহাদের নগদ-পছন্দ আর্থিক নীতি নিক্পাষ কেন
অপরিবর্তিত আছে ধরিয়া লইলে ইহার ফলে স্থদের হার কমিবে এবং বিনিয়োগ বাড়াইয়া তুলিবে। কিন্তু (কেইন্-

সীয় তত্ত্বামুধায়ী) স্থদের হার কমিবার সীমা আছে, একটি নির্দিষ্ট স্তবের পরে স্থদের হার আর কমে না (নগদ-পছন্দ রেখা পূর্ণ হিতিস্থাপক হইযা

* ক্লানিকাল মডেলে আমরা পূর্কির্মণস্থান ধবিধা লই, তাহাদের ধারণায় সমাজে সধদাই $\mathbf{E} = \mathbf{F}$ বজার থাকে। এই অবস্থায় টাকার পরিমাণ বাড়িলে উৎপাদনের পবিনাণ আর বাড়ানো ধারনা, কারণ সকল উপকরণের পূর্ণ নিধােগ আমবা ধরিধা লইয়াছি। টাকার পরিমাণে বৃদ্ধির সবটাই লেনদেনের থাতে চনিয়া ধায়, অর্থাৎ লেনদেনের উদ্দেশ্তে লােকেরা এখন পূর্বাপেকা। বেশি টাকা থরচ করিতে চাব। টাকার প্রচলন বেগ (বা V) সমান ধরিধা লওবা হয়, তাই ইহা সরাসরি \mathbf{E} -র পরিমাণ বাড়াইয়া তােলে। দামন্তর বৃদ্ধি পায়, অর্থের পরিমাণতন্ধ কার্ধকরী হইতে থাকে।

উঠে), এই সীমার পরে টাকার পরিমাণ বাড়িলে আর স্থদের হার কমে না, বিনিযোগ ও আয়স্তব বাড়ে না। আর্থিক নীতির ইহাই সীমা, এইখানে সে অসহায়, তাহার কার্যকারিতা আর নাই। এই অবস্থাতেই ফিদ্কাল নীতিব গুক্ত।*

জাতীয় আঘের উপর ফিদ্কাল নীতির প্রভাব আমরা এখন সংক্ষেপে আলোচনা করিতে পারি। সরলভাবে বুঝাইবার জন্ম আমরা হুইটি অনুমান মানিয়া লইবঃ (১) কর ও ব্যয়ের ফলে সমাজের আয়-বণ্টনে এখন কোন পরিবর্তন আসিতেছে না, এবং (১) ব্যক্তিগত উল্লোক্তা ও ফার্মগুলির বিনিয়োগের ক্ষমতা ও ইচ্ছা সরকারী নীতি নিরপেক্ষ অন্তান্ম কারণের ফলে বা স্বাধীনভাবে নির্ধারিত হইতেছে। এই হুইটি অনুমান ধরিয়া লইলে আমরা কয়েকটি স্ত্রে গঠন কবিতে পারি।

- (১) করের পরিমাণ সমান অবস্থায় দ্রব্যসামগ্রী ও কাজকর্মের উপর সরকারী ব্যায় বৃদ্ধি পাইলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইবে। সরকার কর্তৃক ক্রয় করা দ্রব্যসামগ্রী ও কাজকর্মের মূল্যের সহিত ইহার গুণক ও ত্বরকের দকন সকল প্রভাব (repurcussion effects) যোগ কবিলে জাতীয় আয়ে বৃদ্ধির পরিমাণ জানিতে পারা যায়।
- (२) কর আদায়ের পরিমাণ সমান রাথিয়া সরকারী হস্তান্তর-ব্যয় বাড়াইয়া দিলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইবে।
- (৩) সরকারী ব্যয় সমান রাথিয়া কর-আদায়ের পরিমাণ কমাইয়া দিলে লোকের হাতে ব্যয়োপযোগী আয়ের পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে (সরকার কর্তৃক হস্তান্তর-ব্যয় বৃদ্ধির সমান ফল হইবে)।

^{*&}quot;Suppose that we are in a position of under-empolyment equilibrium and that the money supply is increased. At the prevailing level of money income, the increment will be an addition to the supply of asset money. Within some limits, this may be expected to reduce interst and raise investment. In the special Keynesian case, interest cannot continue to fall forever; the liquidity preference schedule becomes infinitely elastic, thus setting a floor to the rate of interest. Once this floor is reached, further additions to the money supply will not reduce and hence will have no effect on I and Y. This is the characteristic case of the Keynesian model Monetary policy is totally helpless and without bearing on either real or monetary magnitudes in the system............Fiscal policy now has its day.' Musgrave. The theory of public Fanance, P. 415.

- (৪) উপরের স্বত্তুলি হইতে জানা যায় যে, সরকারী ব্যয়ে বৃদ্ধি বা কর-আদায়ে সমপরিমাণ হ্রাস ব্যক্তিগত আয় ও ব্যয়ের উপর একই প্রভাব ফেলিবে।
- (৫) কর আদায়ে বৃদ্ধ এবং সমপ্রিমাণে সরকারী হস্তান্তর-ব্যয় একে অন্তকে খণ্ডন করিবে।
- (৬) দ্রব্যসামগ্রীব উপর সরকাবী ব্যবে বৃদ্ধি এবং ঠিক সমপরিমাণ কর-আদাবে বৃদ্ধি পরম্পরকে থণ্ডন করিবে, ফলে বর-আদাবের পরে ব্যক্তির হাতে আয় ও ব্যব অপরিবতিত থাকিবে।

সাধারণ হণগুলি আলোচনার পরে আমরা এখন পূবের অনুমান ছুইটি একে একে অপসারণ করিব। আজকাল সকল দেশেই কব-কাঠামো এমন ভাবে রচিত বাহাতে আয-বৈষম্য হাস পায়, সরকারী বাষের প্রভাব সন্তাব দিকে আরও অনিক পরিমাণে ঝোকে। সবকারী বাষের প্রভাব সকলেরই (Public works) প্রভৃতিব দক্তন বাষের ফলে সমাজোব ভল এলাব সকলেরই আম বৃদ্ধি পায়, কিন্তু বেকার ভাতা, বার্কি ভাতা প্রভৃতি ব্যথের দেবন নিল্ল আযবিশিষ্ট ব্যক্তিদেব আব অনেক বেশি পরমাণে বাডে। বিদ্ ভগোক্তা বা ফার্মের উপর কর-হাব থুব বেশি রিদ্ধি পায়, তবে ব্যাক্তর্গত বি ন্থোর্গ ব্যয় স্থায়, আবার ইহাদের উপব করেব পরিমাণ কমিলে সমাজে এই বিনিয়োর্গ-ব্যর্থ ছোল বাক্তর্য বাজে। সরকারী বিনিয়োর্গ ক্ষন্ত ব্যাক্তর্গত বিনিয়োর্গ কমাইবা দেব, কিন্তু বেশির ভাগ সম্বেই বাহ্ বাব্ সংকোচেব স্থাবিধা (external economies) বাডাইবা দেব বাল্বা ব্যক্তির্গত বিনিযোর্গ বৃদ্ধি ঘটাব। কম সরকারী ব্যব করিবা জাতীয় আয় বাদ খুব-বোশ বাডানো যায়, তবে ভাহাই সবচেয়ে ভাল। ইহা অবগ্র নিভ্র করে ওণক ও হর গ্র । মিল্ত ফলাফলেব উপব।

স্থল্পকালীন ঃ পূর্ণমূলক বা চক্রবিরোধী ফিস্কাল নীতি (Short run: Compensatory or Contra-cyclical Fiscal Policy)+

আবুনিক কালে শিল্পোন্নত দেশসমূহে জাতীয় আয় ও কর্মসংস্থানে স্থতীব্র উঠানামা দেখা গিগাছে, আর্থিক 'ন্যন্ত্রণ-পদ্ধতির সাহায্যে ভাবসাম্য স্তর হইতে সাম্প্রিক আ্যের এই বিচ্যুতি বোধ করা সম্ভব হয় নাই। তাই ফিসকাল

* আলোচনার স্বাধার জন্ম আমনা ফিন্কাল নীতিকে বছকালীন ও দীবকালীন হুং দিক হইতে বিশ্লেষণ করিব। দীবকালে আমাদের লক্ষ্য হইল ভারদাম্যের জাতীয় আর (F) বজাষ রাধা। জনসংখ্যার বৃদ্ধি, টেকনিকাল জ্ঞানেব বৃদ্ধি, মূলবন গঠনের পরিমাণ, দীঘকালীন ভোগ ও বিনিধোগ প্রবণতার এই দক্ল বিধ্যের সহিত সামঞ্জম রাখিষা দেশকে পূর্ণ কর্মসংস্থানত্ত্বে গতিশাল রাধা এই ভারদাম্প্রবের জাতীয় আঘের দাযিহ। এই অর্থনৈতিক উন্নয়ন বা ক্রমবৃদ্ধি (economic growth) সরকারী ফিন্কাল নীতির সাহাযে। প্রভাবিত ইইতে পারে। জাতীয় নীতির গুক্ত বাড়িয়াছে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে এই নীতির কাজই হইল দেশের অর্থ নৈতিক উন্নয়নে ভারসাম্য বজায় রাখা; "it uses public finance

ফিনকাল নীতিব সম্ভাবনা বৃদ্ধিঃ জাতীয় আয় সম্প্রেচ তব্যত ও প্রযোগগত জ্ঞানের প্রমান as a balancing factor in the development of the economy." জাতীয় আয় নির্ধাবণকারী শক্তি-সমূহ কি কি তাহার সম্বন্ধে আধুনিক ধনবিজ্ঞানীদের জ্ঞান বৃদ্ধি পাইয়াছে, কেইন্সায় তত্ত্ব হইতে আমর। এই শিক্ষা পাইয়াছি। শুধু তাহাই নহে। রাশিবিজ্ঞানের প্রভৃত

উন্নতি হইবাছে, জাতীয় আয় গঠনকারী বিষয়গুলি সম্পর্কে প্রতিটি দেশে বাস্তব জ্ঞান ও সরকারী হিসাব গ্রহণ-ব্যবস্থা পাকা হইরাছে। অর্থ-বৈতিক দেহের গ্রন্থিগুলির পরিমাণগত পরিমাণ এবং পরস্পর-নির্ভরণাল গতিশীল সম্পর্ক লোকচক্ষ্র সন্মুথে পূর্ণরূপে উদ্ঘটিত হইয়া গিয়াছে। তত্ত্বগত ও প্রয়োগগত উভয় দিক হইতেই তাই ফিসকাল নীতি কার্যকরী হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাইয়াছে। স্বল্পকালীন জাতীয় আয়ে উঠানামা রোধ করার কাজে ফিস্কাল নীতির কর্মকৌশল আমরা হই দিক হইতে আলোচনা করিব, সরকারা আয়ের দিক হইতে (from revenue side) এবং সরকারী ব্যয়ের দিক হইতে (from expenditure side)।

পূরণমূলক ফিস্কাল নীতির কৌশল বা হাতিয়ারগুলি (instruments of compensatory finance) প্রথমে আলোচনা করা যাউক। আমরা ইহাদের ছই শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারি। কতকগুলি হইল সরকারী আর্থিক কাঠামোর অঙ্গ-লয় (built-in to the system of puplic finance), ইহাদের অনেক সময় স্বয়ংক্রিয় স্থায়িত্বসাধকও বলা হয় (automatic stabilizers)। আবার, কতকগুলির কার্যকারিতা নির্ভর করে সরকারী সিদ্ধান্তের উপর। ইহাদের মধ্যে প্রথমশ্রেণীর নীতিসমূহ, অর্থাৎ বাজেটের অঙ্গ-লয় নীতিসমূহের ছইটি স্থবিধা পাওয়া যায়; (১) ভারসাম্যের আয়ন্তর হইতে কোন বিচ্যুতি দেখা দিলে এইগুলি তৎক্ষণাৎ কার্যকরী হয়, কোন সময়ক্ষেপ হয় না, এবং

আগ ও কর্ম সংসাণের তারে স্বল্লকালে যে তীব্র উঠানানা হয়, যাহাকে আমরা বাণিজাচক্র বলি, তাহা রেধি করার জন্ম, আজকাল পুরণমূলক বায়ের নীতি গ্রহণ করা হয়। তাই ইহাকে চক্রনিরোধী ফিন্কাল নীতিও বলা হয় (contra cyclical Fiscal policy)। আবার, সম্প্রকালীন বিশ্লেষণে আমরা পেথিব, কোন পেশের জাতীয় আয় এই ভারসামা তারের ভপরে নীচে উঠান।মা করে, এই ভারসামের তার তহঁতে প্রকৃত জাতীয় আগে বিচ্যুতি ঘটে। ইহা দূব করাই স্প্রকানীন ফিন্কাল নীতির কাজ।

(২) ইহাদের জন্ম কাহারও কোনরপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার দরকার হয় না।
এই ধরনের পদ্ধতিসমূহ আপনাআপনি বাণিজ্যচক্রের বিরোধীশক্তি হিসাবে
কাজ করে। দেশে মৃদ্রাক্ষীতি দেখা দিতে থাকিলে ইহার। নিজেদের স্বাভাবিক
রীতিতেই আর বাড়ায় ও বায় কমায়, মৃদ্রাক্ষীতের প্রকোপ কমাইতে সাহায্য
করে। আবার অবনতি ও সংকটের স্ত্রপাত হইলে এই সকল উৎস স্বাভাবিকভাবেই আয় কমায় ও বায় বাড়ায়, সংকটের গভীরতা হ্রাস করে। ইহাদের
কাজ অনেকটা তাপমাত্রা-রক্ষণ যন্ত্রের মত (in the manner of thermostat), আকাংথিত তাপমাত্রা রক্ষা করিবার জন্ম যে-কোন প্রকার তাপবিচ্যুতিকে ইহা বাধা দেয়।

এইরূপ ছুইটি বিষয়ের কথা সহজেই উল্লেখ করা চলে। প্রথমত ক্রম-বর্ধনিশাল হারের আয়কর। দেশে কর্মসংস্থান ও আয়স্তর বাড়িতে থাকিলে এই উৎস হইতে সরকারা আয় বৃদ্ধি পায়, আবার ব্যবসায়-অবনতি ও সংকটের সময়ে এই উৎস হইতে সরকারা আয় ক্মিয়া যায়। দ্বিতীয়ত, বেকার-ভাতা।

অবনতি ও সংকটের অবস্থা শুরু ইইলে দেশে বেকারের অঙ্গলগ্ন বিষয়গুলিব উদাহরণ:
করপে তাহারা টাকাই এই থাতে ব্যয় হইতে থাকে, সংকট-নিরোধক শক্তি কাজ করে। আবার সমৃদ্ধির যুগ পার হইয়া অতিক্ষীতির যুগে পৌছিলে বেকারের সংখ্যা কমে, এই থাতে সরকারী ব্যয় আপনা আপনি হ্রাস পাইতে থাকে, বেকারি বীমা সংস্থায় অর্থমজুতের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।*

এইরপ স্বয়ং জিয় কৌশলগুলির প্রধান জটি হইল ইহাদের হুর্বলতা;
সরকারী সিদ্ধান্তের ফলে যে-নীতি গৃহীত হয় উহাদের কার্যকারিত। ইহা অপেক্ষা
অনেক বেশি সবল। পি বিশেষ ধরনের অবস্থা অমুযায়ী বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ
করার সরকারী সিদ্ধান্ত ফিস্কাল নীতির কার্যকারিত। অনেকথানি বাড়াইতে
প্রণমূলক কর ও
বায় নীতি
অধির মধ্যে দেখা যায় যে, মুদ্রাফ্লীতির যুগে পূরণমূলক
কর নীতি (Compensatory Tax Policy) অধিকতর সক্রিয়, আবার

^{*} সাধ্ত একটি উৎস উন্থে ক্রা বাইতে পারে। "Another, which is not so easily recognised as such, is the practice of reckening the depreciation on fixed assets and stocks for these purposes on the original costs of the equipment or of the longest heid stocks respectively. In times of rising prices this practice results in taxing more than true profits while as prices fall tax-hability is less than true profits." Mrs. Hicks, Public Finance, P. 277.

† Taylor, The Economics of public Finance, P 589.

অবনতি ও সংকটের যুগে পুরণমূলক ব্যয় নীতির (Compensatory Spending Policy) সাফল্য বেশি। অবনতির যুগে করত্রাস এবং সমৃদ্ধির যুগে ব্যয়-স্থাস ততটা কার্যকরী হয় না।

মুদ্রাস্ফীতি রোধের কার্যে কোন ধরনের কর অধিকতর সাফল্যলাভ করিবে তাহা নির্ভর করে মুদ্রাক্ষাতিব কারণ ও গভীরতার উপর। যেমন, যুদ্ধকালীন মুদ্রাফীতি রোধের কাজে মূলধনী-লেভি বা মৃত্যুকর ততটা দ্রুত কার্যকরী হয় না, কারণ এই ধরনের কর সমাজের চল্তি উপকরণকে তৎক্ষণাৎ সরাইয়া আনিতে পারে না। জিনিসপত্রের আমদানি কম, বিক্রয়-করও তাই খুব বেশি কার্যকরী নয়। তাই আয় ও মুনাফাকরের উপরই ভরসা বেশি। হুপ্রাণ্য জিনিসগুলির উপরে উচ্চহারে ক্রয়-কর বসাইলে রেশনিং-বহিভ´ত লোকে কিছুটা কম কিনিতে পারে। তবে, এই সময়, মুদ্রাফীতির থুগে সাধারণত, কর বসাইয়। ভোগ বা বিনিয়োগ কিছুই কমানে। ক্ৰনীতি ক্তটা যায় না, প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতি (direct controls) কাযকবী প্রযোগ করিতে হয়। আজকাল অবশ্য ভোগব্যয় কমাইবাব জ্ঞ অনেকে ব্যয়-কর (expenditure tax) আবোপ করার প্রস্তাব তুলিবাছেন, তাঁহাদের মতে ইহাব মুদ্রাক্ষাতি-নিরোধক শক্তি থুবই বেশি।

সংকট বা অবনতির যুগে কার্যকরা চাহিদা (effective demand)
বাড়ানোই মূলকথা, করের সাহায্যে ইহা মোটেই সম্ভব নয়।
সংকটকালে তত্তী নয
যায় তাহা দিয়া ভোগ-ব্যয় বাড়ে বলিয়া মনে হয় না আর, ব্যবসায়ীরাও
আ্য-কর কমাইলেই বিনিয়োণ বাডাইবার উপযুক্ত আন্তা ফিরিয়া পায় না।
একমাত্র বিক্রয়-কর বা ক্রয়-কর কমাইলে ভোগব্যয় বাডিবার প্রবণতা দেখা
দিতে পারে। অর্থ নৈতিক সংকট দূর করিয়া উর্লিত্ব (recovery) কথা চিন্তা
করিতে হইলে সরকাবী ব্যয়ের দিক হইতেই আক্রমণ শুক বরা ভাল।

অবনতির (depression) সময়ে, দেশে যথন কর্মসংস্থান ও আয়স্তর পুব কম থাকে সেই অবস্থায়, সরকারী বায় বাড়ানে। অনেকটা সফল হইতে পারে। শিল্লোন্নত দেশসমূহে, মোটায়টি তিন ধরনের বেকারি দেখা যায় : সংঘাতজনিত, অবনতির ফুগে বায়নীতি অবিকতর কার্যকরী হবী বিশ্ব অবলম্বন করা দরকার। যেমন সংঘাতজনিত বেকারি দ্র করার জন্ম বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি অবলম্বন করা দরকার। যেমন সংঘাতজনিত বেকারি দ্র করার উদ্দেশ্যে কর্মসংস্থান-বিনিময়কেন্দ্র (employment

exchanges) হাপন করা প্রযোজন। ইহা শাসনভাস্ত্রিক নীতির অন্তর্গত (adminstrative policies)। দীর্ঘকালীন বেকারি দূব করার উপায় হইল কলকারথানা গড়িয়া ভোলা, বেসরকারী বিনিযোগের স্থযোগ-স্থবিধা বাডানো, ব্যবসাযীদের ঋণ দেওয়া, করভার কমানে, ভুর্দশাগ্রন্ত অঞ্চলে কারথানা হাপনে ব্যবসাযীদের ঋণ দেওয়া, করভার কমানে, হুর্দশাগ্রন্ত অঞ্চলে কারথানা হাপনে ব্যবসাযীদের উৎসাহ দেওয়া। তাহা ছাড়া, ইহা মোটানটি দীর্ঘকালীন ফিস্কাল নীতির অন্তর্গত। বাণিজ্যচক্রকালীন বেকারিই শিল্লোয়ত দেশের প্রধান সমস্তা। ইহা দূব করাব জন্ত সরকারী ব্যযের দিক হইতে প্রধান নীতি হইল সরকারী নির্মাণ-কাযস্থচীর প্রসার (expansion of Public works programmes)। রাস্তাঘাট, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল পার্ক, সরোবর—এই সকল নির্মাণে সরকারী বিন্যোগের বাহ্ন ব্যযসংকোচের স্থবিধা (external economies) বৃদ্ধি পায়; তাহা ছাড়া, গুণক ও ত্তরণের দক্ত এই সরকারী ব্যব অল্লকালের মধ্যে জাতীয় আয়ের পরিমাণ বাড়াইয়া তোলে। ইহাই প্রণম্পুলক ব্যযের নীতি।

বাণিজ্য চক্রজনিত বেকাবির বিক্দ্রে আক্রমণে সাফল্যের মূল কৌশল হইল ফ্রন্ততা। কাষকরী চাহিদায তাব্র হ্রাস কোনমতে অভিক্রন্ত ঠেকাইতে পারিলেই সাফল্য সন্তবপব। সরকারী নির্মাণ কাষের বাধা বা কালক্ষয (obstacles and delays) তিন দিক হইতে দেখা দিতে পারে। প্রথমত, ঠিক সময়মত ইহা শুণ করা দরকাব। বোগ নির্ণযে দেরি হইলে বা ভুল হইলে বোগীর অবস্থা থাবাপের দিকেই যাইবে। ঠিক কখন, কোন্ অঞ্চলে কতটা এবং ঠিক কোন ধবনের ব্যয় শুণ করা দরকার সেই বিষয়ে বাধা-ধরা নীতি অপেন্ধা বাস্তব অভিক্রনাই বড কথা। সিদ্ধান্ত করার পরেও প্রতিটি কাষ্ট্রার অঞ্বিণ কর ইহার অঞ্বিণ কর ইহার অঞ্বিণ কম নম্ব ব্যাপারেও প্রচুব সম্য অতিবাহিত হয়, জমি কেনার ব্যাপার থাকিলে আরও বেশি সম্য লাগে। তৃতীয়ত, বেশির ভাগ নির্মাণ-

ব্যাপার থাকিলে আরও বেশি সময় লাগে। তৃতায়ত, বোশর ভাগ নিমাণ-কার্যেই উপকরণের চাহিদা শুক হইতে বেশ কিছুটা সময় যায়, কয়েক মাস কাটিয়া যাওয়ার পরে উপকবণ ও শ্রমিকের চাহিদা স্বাধিক পরিমাণে দেখা দেয়। সর্বোপরি, যদিও তত্ত্বের দিক হইতে বলা সহজ যে, উন্নতি শুরু হইলে এবং দেশেব অর্থনৈতিক অবস্থায় সমৃদ্ধি দেখা দিলে এই নির্মাণকার্য

শুটাইয়া ফেলিতে হইবে, কিন্তু বাস্তবে চল্তি নির্মাণকার্য হঠাৎ থামাইয়া দেওয়া চলে না। এইরূপ অবিবেচক কার্যের দক্ষন সমৃদ্ধি স্থায়ী হইয়া না অকালে অবন্তি শুক্ হইয়া যাইতে পারে।

ফিস্কাল নীতির সমালোচনা ও সীমাবদ্ধতা (Criticisms and qualifications to Fiscal Policy)

আধুনিককালে ফিস্কাল নীতির গুণত্ব খ্বই বাডিয়া গিয়াছে এবং সকল দেশের সরকারই ক্রমশ বৈশি পরিমাণে ইহার সাহায্যে দেশের অর্থনৈতিক স্থাযিত্ব (economic stabilization) বজাধ রাগার চেষ্টাকবিতেছেন। এই অবস্থায় এই নীতির সীমাবদ্ধতা জানা দরকার এবং ইহা কাবকরী করাব অভ্যান্ত শর্ত কিরূপ তাহাও আলোচনা করা প্রযোজন।

প্রথমত, ফিদকাল নীতিব উপর আস্থা স্থাপন করিয়া ভাবসাম্যেব বিচ্যুতি রোধ করার চেষ্টা চলিতে থাকিলে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোর মূলগত দোষ ক্রটি ও অসামঞ্জস্ত অনেক সময় চাপা থাকে। অর্থনৈতিক দেহের সংস্থার ও কাঠামোগত পরিবর্তন দরকার, কিন্তু ফিসকাপ নীতির মলম ঘারা বৃহত্তর পরিবর্তন রোধের প্রয়োজনীয়তা এডাইয়া চলা ভাল নয়। যেমন, একচেটিয়া ব্যবসায়ীরা ক্রতিমভাবে দাম বাডাইয়া রাখিয়াছে, অথবা একচেটিয়া শ্রমিক সংঘ তাহাদের উৎপাদন-ক্ষমতা হইতে ক্বত্তিমভাবে অনেক বেশি মজুরির হার বাধিয়া রাথিয়াছে। এই অবস্থায় অর্থনৈতিক দেহে তাহাদের ক্ষমতা কমানোই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু সরকারী বিনিয়োগ বাড়াইয়া লোকের হাতে कुलियजारन होका हानिया निया এই প্রয়োজনীয় কাজে অবহেল। করা হইতেছে, এইরূপ ঘটিতে পারে * দ্বিতীয়ত, ফিসকাল নীতির বিক্লবে বলা হয় যে, ইহার ফলে দেশে প্রচর পরিমাণ সরকারী ঋণ দেখা দিবে। অধিক পরিমাণ সরকারী ঋণ থাকিলে দেশের আয়-বৈষমা ফিদ্কাল নীতির চলিবে, কারণ এই ঋণের স্থদ হিসাবে সমাজের অধিকাংশ **সমালোচনা** লোকের হাত হইতে কর তুলিয়া সরকারী ঋণপত্রের

মালিক কতিপয় ধনী ব্যক্তিকে নিয়মিত পরিশোধ করিতে হইবে। তৃতীয়ত,

^{*&}quot;Reliance on fiscal policy perpetuates maladjustments and may obscure the need for economic reforms. For instance, public investment in times of depression may prevent reduction of construction costs which nay be used to effect the ill effects of monopolistic action and consequently remove pressure to go to the source of the trouble." Arthur Smithies, A Survey of contemporary Economics, P 177.

অনেকে বলেন যে, বাৎসরিক বাজে ট সমতা প্রতিষ্ঠা কবাব এই নীতি লজ্বন কবা শুক হইলে সবকারী অপব্যয় ও অতিবাবেব দার উন্মৃত হইয়া যাইবে। চতুর্থত, ইহাও বলা হয় যে, ফিসকাল নীতির উপব নির্ভ্বনীল হা এইবপ বাডাইবা দেওবাব ফলে অহাত উপাবগুলিব গুক্ত অনেকথানি ক ম্যা গিয়াছে। আমেবিকাব কমিট অব ইকন্মিক ডেভেলপ্মেট এব গবেবলাবিভাগের ননবিজ্ঞান দের মতে এই ইকন্মিক ডেভেলপ্মেট এব গবেবলাবিভাগের ননবিজ্ঞান দের মতে এই ইকন্মিক ডেভেলপ্মেট এব গবেবলাবিভাগের ননবিজ্ঞান দের মতে এই ইন্দিক আর্থির সাব নব কার্যন্তীতে আর্থিক নীতি ও সবকাবী শাল প্রিল্লাব নাতি অনেক বোল স্থিব হুবোর স্থয়োগ আছে। পঞ্চনত, পূর্ণ নক কিসকাল নীতির বিরুদ্ধে বহু প্রকার রাজনৈতিক মৃত্যু যে। যেমন, এই নীতিব দান স্বকাবেব সঙ্গেল নাগরিবদের সম্প্রক অনেক। চাকু বিদান মালিক ও চাকুবিজাল এমিকেব মধ্যে সম্প্রকেব হায় দাডাইনা যাইবে। ব্যক্তিগত ব্যব্যায়াদেব কর্মক্ষেত্র সংকৃচিত ইইবে, সবকারী বিনিয়োগ বাভিবাব অর্থাই হুইল ব্যক্তিগত বিনিযোগ প্রতিষ্ঠিব কণ্ঠবোব ইইবে, দেশে স্মাজ্যক দেখা দিবে।

এই সকল সমালোচনা ছাডা আমাদের আব একটি বিষয় আলোচনা করা প্রযোজন। সাধারণভাবে ধনবিজ্ঞানীরা কবেকটি শত বা পরিবেশের কথা উল্লেখ কবেন, বাহা বছাব থাকিলে তবেই পূর্ণমূলক ফিসকাল নীতি পূণ সাফল্য লাভ কবিতে পারে। এই সকল শত বা অন্তক্ল পরিবেশেব মধ্যে সর্বপ্রবান হইল প্রশাসনিক জ্ঞান ও দক্ষতা। সমাজেব বিভিন্ন সংশেব কাজকর্ম ও গতিবিধি সম্পকে পূর্ণ জ্ঞান ও পরিমাণগত হিসাব থাকা দরকার, বাশিবিজ্ঞানের প্রযোগ ব্যবস্থাব এইজন্ম উপস্কুল সংগঠন এবং প্রতিষ্ঠান গডিয়া ভোলা প্রযোজন। প্রশাসনিক দক্ষতা সততা ও গতিশালত। থাকা দরকার, তাহা না হইলে এই নীতিব পূর্ণ সাফল্য সম্ভব নয়। বিতীবত্ন, ইহার জন্ম দেশের জনসাধারণ ও সরকারের মধ্যে এক ধবনের মনভাবিক প্রস্তি থাকা দরকার। বাণিজ্যচক্রের উঠানামার সহিত করের পরিমাণ ও হার কমাইতে বাডাইতে হইলে দেশের সাবাবণ আইনসভা

কমিশন থাকা প্রযোজন, যাঁহারা অবস্থার পরির্তনের দিকে সর্বদা তীক্ষ্ণ লক্ষ্য রাখিবেন এবং সেই অমুযায়ী কব ও বায় কাঠামোতে উপযুক্ত পরিবর্তন আনিতে

বারবার বাধা দিতে পারে, তাঁহাবা এই কাজে তভটা

एक नर्टन। এই উদ্দেশ্যে যোগ্য ব্যক্তিদেব লইনা গঠিত

ফিদকাৰ নীতির

সাফল্যের শত

থাকিবেন। ঘন ঘন কর-পরিবর্তন করদাতাদের মনে এমন অনিশ্চয়তার মনোভাব স্ষ্টি করিতে পারে যে, হয়তো তাহাদের এই মনোভাবই সামাজিক অস্থায়িত্বের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। তৃতীয়ত, বাণিজ্যচক্রবিরোধী ফিস্কাল নীতি সফল হইতে হইলে বাজেটের পুনর্গঠন দরকার। বাজেট-রচনার পুরাতন রীতি পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া নৃতন ধরনেব বাজেট রচনা ও সেই বাজেট কাষকরী করাব নিয়মকালন দেশে গডিয়া উঠা প্রয়োজন। তাহা না হইলে এই নীতির পূর্ণ সাফল্য কিরপে সন্তব হইতে পাবে ৪

বাজেট (The Budget)

এক বংশবের মধ্যে রাষ্ট্রের বিভিন্ন-প্রকার ব্যয়ের পরিমাণ এবং উহার বিভিন্ন প্রকার আয়ের উৎস ও আয়ের পরিমাণ সম্বলিত হিসাবকে বাজেট বলা হয়। পূর্ব বংশরের প্রকৃত আয় ছাড়াও আগামী বংশবেব সন্তাব্য আয় ও সন্তাব্য ব্যয়েব হিসাব; ব্যয়েব তুলনায় আয় অধিক হইলে সেই অর্থ কি করা হইবে; আয়ের তুলনায় ব্যয় অধিক হইলে কোন্ উৎস হইতে সেই ঘাটতি পূরণ করা হইবে, এই সকল তথ্য লইয়া বাজেট গঠিত হয়। সন্তাব্য ব্যয় অপেক্ষা সন্তাব্য আয় অধিক হইলে তাহাকে উব্ত বাজেট (Surplus budget) বলা হয়; সন্তাব্য ব্যয় অপেক্ষা সন্তাব্য আয় কম হইলে তাহাকে ঘাটতি বাজেট (Deficit Budget) বলে; সন্তাব্য আয় ও ব্যয় সমান হইলে তাহাকে সমতাসিদ্ধ (Palanced Budget) বলা চলে।

সমতাহীন বাজেট (Unbalanced Budget)

ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের মতে, (ক) বাংজট সর্বদাই ছোট হওয় বাঞ্ছনীয়,
অর্থাৎ ব্যক্তিগত উত্যোগ ও ব্যক্তিপ্রধান অর্থনীতি ক্ষ্ম না করিয়া রাষ্ট্রের
আয় ও ব্যয় উভয়ই গুব কম হওয়া উচিত। (থ) প্রতি
কাসিকাল বাজেটীয়
বংসর রাষ্ট্রের আয় ও ব্যয় সমান হওয়া দরকার, বাজেটে
ঘাটতি বা উবৃত্ত কিছুই থাকা উচিত নয়। (গ) প্রধানত,
ভোগবায়ের উপরই কর বসানো উচিত, সঞ্চয়ের উপর নহে, ছে) যদি কোন
মতেই ঘাটতি এড়ানো না য়য়, তবে দীর্ঘকালীন ঋণপত্র ঘারা অর্থ সংগ্রহ করা
বাঞ্ছনীয়, (৪) উৎপাদন-ক্ষম বিনিয়োগের উদ্দেশ্যেই কেবলমাত্র ঋণ গ্রহণ করা

সঙ্গত (চ) যত ক্রত সম্ভব রাষ্ট্রীয় ঋণ পরিশোধ করা কর্তব্য। ক্লাসিকাল কাসিকাল বৃদ্ধিন্দ্র মতে সমাজে বাক্তিগত উত্যোগই পূর্ণ কর্মাণ্ড নাম্বান বজায় বাথে, স্কৃতবাং রাষ্ট্রে অধিক আয় ও বারের চিষ্ট্রী করিলে (ক) ব্যক্তিব সঞ্চয় কমিবে, বা (খ) ব্যক্তিব কর্মোণ্ডোগ ও উৎপাদনেব পরিমাণ কমিবে, বা (গ) মৃদাশ্দীতি ঘটিবে।

আধুনিক ধনবিজ্ঞানিগণ মনে করেন যে, ব্যক্তিগত শিল্লোন্ডোগ ও কর্ম-প্রচেষ্টায সমাজ পূর্ণ কর্মসংস্থান স্তবে নাও থাকিতে পারে অথবা এইকপ অর্থনৈতিক বাবস্থাতে বাণিজ্যচলের উদ্ভব সর্বদাই ঘটতে পারে, স্কতবাং

বাৎদ্বিক সম্ভাদান-নিচক অভ্যাদ ও প্রথা মার রাদিকাল ধনবিজ্ঞানীদেব নির্ধাবিত এই ফিসকাল নীতি গ্রহণযোগ্য নহে। ভাহা ছাডা, ১০ মাদ পবে প্রভাক বৎসর নিষম কবিয়া বাজেটে সমতা ঘটাইতে চইবে বা উহাবই মধ্যে যে-কোন প্রকাবে আয়-ব্যাযের হিসাবগত

মিলন সাবন কৰা দৰকাৰ এ^ইকপ ধারণা অবৈজ্ঞানিক ও সম্পূর্ণ সান্ত্রিক ধরনেব।

উপরস্তু, বাজেটে তথাকথিক সমত। সাধনেরই বা গুকত্ব কি, আধুনিক ধন-বিজ্ঞানিগণ এই প্রশ্ন কবিয়াছেন। দেশেব কর্মসংস্থান, আয়স্তব, জীবন্যাবাব মান সকল কিছুই ভাবসাম্যবিহীন থাকিয়া বৎসবাস্তে বাজেটে নিছক সমতা

বাজেটে সমতা সাধনের নীতি অর্থনৈতিক মৃক্তিতে এইণযোশাও নতে বজায বাথাটাই একমাত্র গুকত্বপূর্ণ--আধুনিক ধন-বিজ্ঞানিগণ তাহা স্বীকাব করেন না। শুধু তাহাই নং , বংসরাস্তে,
বাজেটে সমতা সাধনেব নীতি বাণিজ্য-সংকট ও বাণিজ্য-।
সমৃদ্ধিকে তীব্রতর ও গভীরতর করিয়া তুলিতে পারে।

সংকটের সমযে রাষ্ট্রীয় আয় কম থাকায় সমতার নীতি সম্বায়ী (ক) উচ্চ হারে কব বসাইতে হয় এবং (থ) রাষ্ট্রীয় ব্যয় কমাইতে হয়—উভয়ই সক্ষণকৈ তীব্রতর কবে। সমৃদ্ধির যুগে (ক) রাষ্ট্রীয় ব্যয় বেশি থাকে এবং (থ) কব কমাইয়া দেওয়া হয়—উভয়ই মুদ্রাম্কীতি ঘটাইতে সাহায্য কিংয়া সমৃদ্ধির অবসান ও আগামী সংকটেব সম্ভাবনা বাডাইয়া দেয়।

বাজেটে স তা সাধনের প্রাচীন নীতি পরিত্যার্গ না করিয়া, ইহাব দোষ-ক্রটি পরিহাব করার উদ্দেশ্যে, আধুনিক কালের কতিপ্য স্কুইডিশ ধনবিজ্ঞানী বাণিজ্যচক্রকালীন বাজেট (Cyclical Budget) গঠনের প্রস্তাব করিয়াছেন।
তাঁহাদের মতে সমতাসিদ্ধ বাজেট গঠনের চিরাচরিত নীতি
চক্র-কালীন সমতা নাধন
তালেই, তবে দেওয়াল-ক্যালেণ্ডারের দারা বারে। মাসে এক
বংসর হিসাব করিয়া উহারই মধ্যে আয় ও ব্যয় সমান না
হইলেও ক্ষতি নাই। সমৃদ্ধিব যুগ ও সংকটের যুগ—উভয় যুগ

লইয়া যে বাণিজ্যচক্র-কাল — ইহার মধ্যে বাজেটের আয় ও ব্যয় সমান হইলেই চলিবে। সংকটের যুগে ক্ষেক বৎসর বাজেটে ঘাট্তি যাইবে, সংকট হইতে উত্তরণের উদ্দেশ্সে রাষ্ট্রায় ব্যয় অধিক হইতে থাকিবে। সংকটকালের শেষে ক্রমে রাষ্ট্রায় ব্যয় ক্যাইতে হইবে, স্যুদ্ধির যত প্রসাব হইবে বাজেটে ঘাট্তি তত ক্মিবে এবং চব্ম-স্যুদ্ধির স্তরে পৌছিবার সময়েরাষ্ট্রায় আয় অধিক বাডাইয়া বাজেটে উদ্ভ ক্রিতে হইবে। সংকটেব যুগের ঘাট্তির পবিমাণ স্যুদ্ধির যুগের উদ্ভের দারা পুবাইয়া লইতে হইবে।

কিন্ত চক্রকালাস্থায়ী বাজেট গঠনের এই নীতির বাস্তব প্রয়োগ কোথাও এখন পর্যন্ত হয় নাই, ইহার কিছু কিছু প্রয়োগ-গত অস্ক্রবিধা আছে। আগামী বাণিজ্যচক্র ঠিক কবে আগিবে; কতদিন সমৃদ্ধি বা সংকট থাকিবে; শুক হইল কিনা; ইহার তীব্রতা কিরূপ; ঘাট্তি বা উবৃত্তের পরিমাণ কিরূপ হওয়া উচিত; ব্যক্তিগত উত্যোক্তাদেব আশানিবাশার তীব্রতা কতথানি—এই সকল বিষয় বিচার বিবেচনা করা বাস্তবে খ্বই অস্ক্রবিধাজনক। এই নীতি সফল হইতে হইলে প্রশাসনিক সংগঠন ও আর্থিক সংস্থাসমূহকে কার্যকারিতার দিক হইতে খুবই নমনীয় ও সচেতন ধরনের হইতে হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই।

দাৰ্ঘকালীন ফিস্কাল নীতি ও অৰ্থ নৈতিক উন্নয়ন (Long-run Fiscal Policy and Economic Growth)

সাধারণত, শিল্পোন্নত দেশে স্বতঃস্ফূর্ত ক্রমবৃদ্ধির হার (spontaneous growth rate) মোটামূটি বেশি; ইহারই আশে পাশে জাতীয় আয় ও কর্ম সংস্থান স্তরে স্বল্পকালীন উঠানামা ঘটে। এই বাণিজ্যচক্র রোধ করার উদ্দেশ্যে পুরণমূলক ফিসকাল নীতি প্রায়োগ করা হয়। এই সকল

শিল্পোরত ও
দেশের স্বাভাবিক ক্রমর্দ্ধির হারকে বাড়াইবার জন্ম রাষ্ট্রীয়

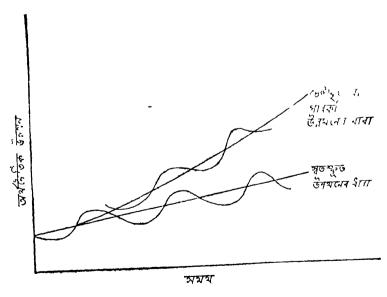
য়পূর্ণোরত দেশে
কাজকর্মের চেষ্টা এখন চলিতেছে। তবে তাহা অপেক্ষাও

ভারসামে/র আয় হইতে স্বল্লকালীন বিচ্যুতির গতিরোধ করিতে পারাই বড়

কথা। অপরপক্ষে, অপূর্ণোন্নত দেশসমূহে, এই খতঃফূর্ত ক্রমর্দ্ধিব হাব মোটাম্টি কম: ইহার আশে-পাশে জাতীয় আব ও কর্মণংখান স্তবে খারকালীন উঠানামাও ঘটিয়া থাকে। এই খালকালীন উঠানামা বোদ কবার উদ্দেশ্রে চক্রবিবোবী বা পূর্ণমূলক ফিদ্কাল নীতি গ্রহণ কবা দবকাব, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহারই সঙ্গে সঙ্গে এই সকল দেশে দীর্ঘকালীন ফিস্কাল

শ্বৱকানীৰ ও দীব কালীৰ ধিস্কাল নীতির লক্ষা নীতির উপব শনিকতর গুণ হ আবোপ কবা প্রবোদন যাহাতে ক্রমবৃদ্ধিব থাব বাড়িতে পাবে। ত্থাবিদ্ধ ও ক্রম-বৃদ্ধি (Stability and Growth) ইহারাই ফিসকাল নীতিব হুইটি লক্ষ্য: কিন্তু শিলোনত দেশে ত্থাবিহেব উপব

জোর বেশি, আব অপূর্ণোত্রত দেশে ক্রমসুদ্ধিব উপব গুক্ত অবিকত্র। অব্ধাননে রাখা দবকার বে, এই ছইটি লক্ষ্য প্রস্পাবের প্রিপ্রক, স্থানিছের অব্যাবভাষ বাখিতে পাবিলে ক্রমসুদ্ধি ঘটে, আবাব ক্রমসুদ্ধি না দটিলে স্থায়িত্ব দার্ঘকাল বজায় থাকে না। নিচের চিত্রে আমরা দেখিতে পাই বে, স্বতঃফ্ঠ উল্মনের ধারা অল্লহারে বুদ্ধি পায়, কিন্তু চেষ্টাক্রত উল্লয়নের ধারা অধিক হারে জাতীয



আষ ও কর্মসংস্থানকে বাডাইতে পারে। উভ্য হাবেব আশে পাশে চক্রকালীন উঠানামা রোধেব চেষ্টা করা পূর্ণমূলক ফিদ্কাল নীতির কাজ, কিন্তু দীর্ঘকালীন স্বতঃস্কৃতি উন্নয়নের ধারা উপরে তুলিয়া ঐ ধারাকে অধিকতর উধব ম্থী করা দীর্ঘকালীন ফিসকাল নীতির দায়িত্ব।

ফিস্কাল নীতির সাধারণত ছুইটি অংশ, অর্থাৎ ব্যয়-নীতি ও কর-নীতি; ইহার। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কিরুপে সাহায্য করে আমরা তাহা আলোচনা করিব।

মোটানুটভোবে বলিতে গেলে, জাতীয় আয় ও কর্মসংস্থানে দীর্ঘকালীন উন্নয়ন ঘটাইবার উদ্দেশ্যে সরকারী ব্যয় তুইদিক হইতে সাহায্য করে। প্রথমত, দেশের মূল অর্থনৈতিক ভিত্তি শক্ত করিয়া গড়িয়া তোলার জন্ম রাষ্ট্র অনেক সময় "জাতীয়" বা "সামাজিক" ধরনের অর্থনৈতিক কাজকর্ম ক্রমবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিজের হাতে তুলিয়া লয়। ব্যক্তিগত শিল্পলিত ও ধরন উলোক্তাবা যাহাতে অধিকতর "বাহ্য ব্যয়-সংকোচের" স্থবিধা (external economies) পাইতে পারে এই উদ্দেশ্যে, অর্থাৎ তাহাদেব নিজস্ব ব্যক্তিগত বিনিয়োগ বাডাইবার উপযোগী অন্তর্কুল পরিবেশ স্থিটি করিয়া তোলাই দীর্ঘকালীন সবকারী ব্যয়ের লক্ষ্য। ঘিতীয়ত, সরকারী ব্যয় প্রত্যক্ষভাবে কলকারখানা স্থাপন করিয়া দেশের উৎপাদন-ক্ষমতা সরাসরি বাডাইয়া তুলিতে পারে।

প্রথম ধরনের ব্যয় বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, সাধারণত অপূর্ণাল্লত দেশে পথঘাট, শহর, বন্দর গড়িয়া তোলার উদ্দেশ্যে সরকারী ব্যয় হইতে থাকে। আর তাহা ছাড়া, স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রভৃতির জন্মও রাষ্ট্র ব্যয় করিতে শুরু করে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতির উপর ব্যয় এমন ধরনের হওয়া দরকার যাহাতে উহার ধারা দেশের অর্থনৈতিক উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি পায়: কল্যাণ বৃদ্ধি ঘটিলেও উহা সরকারী ব্যয়ের প্রাথমিক লক্ষ্য নহে। এই সকল ব্যয় সম্পর্কে একটি কথা মনে রাখা দরকার। এই ধরনের স্থাপর্যকালীন সমাজ-উল্লয়নমূলক স্থায়ী অর্থলগ্রী (long-term social over-head outlays) হইতে এমন ক্রত হারে উল্লয়ন হয় না যাহাতে রাষ্ট্রের আয় ক্রতে বৃদ্ধি পাইতে পারে। ইহাদের প্রভাব অতি ধীরে ধীরে বেশ কিছুদিন পরে পরোক্ষভাবে দেখা দিতে থাকে। ১। স্বাধীন ব্যবসায়ের

১। স্বাধান ব্রদারের
পরিবেশ স্ট করার দিতীয় ধরনের ব্যয়ের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হইল দেশে শিল্প ও
পরিবেশ স্ট করার ক্ষিত্তে জ্রুত উন্নয়নের উপযোগী মূল পরিবেশ গড়িয়া তোলা,
অর্থাৎ বিহাৎশক্তি, বস্থারোধ, জলসেচ, মৃত্তিকারক্ষণ প্রভৃতি কাজকর্মে বায়।
ইহারাও 'সমাজকল্যাণমূলক' ব্যয়ের মত, অর্থাৎ অনেককাল পরে এই ব্যয়ের

ফলে দেশের সম্পদর্দ্ধির ধার। শুক হইতে পারে। উপরস্তু, ব্যক্তিগত ব্যবসাধীরা যে-সকল শিল্পে বিনিযোগের ঝুঁকি গ্রহণে ইচ্ছুক নন, অথবা সমাজের অর্থ নৈতিক শক্তির কেন্দ্রহুলগুলি যাহাতে কতিপ্য ব্যক্তির কুক্ষিগত হইযা না পডে, এই সকল উদ্দেশ্মে রাষ্ট্র সরাসরি উল্লত ধরনের যান্ত্রিক ক্ষিক্ষেত্র ও কলকাব-

২। সরাদরি দ্রব্য উৎপাননের ব্যয খানা স্থাপন করিতে পারে। এই ধবনের সরকারী ব্যয় বেশি হও্যা ভাল, কারণ ইংগতে দেশের অর্থ নৈতিক উন্নয়নের হার ক্রতত্ব হয় এবং রাষ্ট্রের হাতে আয়ের পরিমাণ

বাড়িযা ভবিষ্যতে রাষ্ট্রীয় বিনিযোগ উন্নয়নের সভাবনা আরও বাডাইয়া তোলে।

ক্রমর্দ্ধির উদ্দেশ্রে স্বকারী কর-নীতি কিভাবে সাহায্য করে এখন তাহা আলোচনা কবা দরকার । অপূর্ণোনত দেশে ব্যক্তিদের সঞ্চয় ও বিনিয়োগের পবিমাণ কম বলিয়া এই সকল দেশের ফিসকাল নীতির গুক্ত্বপূর্ণ অংশই হইল অর্থ ও উপকরণ সংগ্রহ করা। মাথাপিছু আয় ও সঞ্চয় কম, স্তরাং উন্নয়ন-মূলক ব্যয় কেবলমাত্র করের সাহায্যে তোলা সম্ভব হব না। উন্নয়নেব উদ্দেশ্রে সরকারী কর-নীতিব ছুই ধরনের কাজ আছে ঃ (১) পূবে আনোচিত উন্নয়ন-

ক্রমগৃদ্ধির উদ্দেশ্রে কণনীতির ব্যবহার (>) উন্নয়নকালে যে অবগ্রন্থাবা মৃদ্রাক্ষাতি দেখা । নবে । তার্থক আহত্তের মধ্যে রাবা। উন্নয়নমূলক বাব ও নবা-

মলক সরকারী ব্যয় করাব উপযোগা আয় বাডানো, এবং

উন্নয়নের উদ্দেশ্যে কোন্ ধরনের করের উপর ভরসা কবা চলে, ভাহা আলোচন। করা দরকার। <u>অপূর্ণোন্নত দেশে সাধারণত,</u> আমদানি-শুল্লের ব্যবহার অধিক মাত্রায় ঘটে। ইহা সংগ্রহের দিক হইতে স্থবিধাজনক, দেশে যাহাদের আয় বাড়িয়াছে ভাহাদেরই পকেট হইতে এই টাকা আদায হয়, এই শুল্কের আড়ালে দেশীয় শিল্পের সংরক্ষণ ও প্রসার সম্ভবপব হয়, ইহাতে দেশের ব্যবসায়ীরা উৎসাহ পান, বাহিরের পুঁজিপতিরাও সংরক্ষণের স্থাবিধা পাওয়াব জন্ত দেশের মধ্যে বিনিয়োগ করেন। রপ্তানি-শুল্কের শুরুত্বও কম নয়, বিশেষত, ক্ষি-দ্রব্যের উপর রপ্তানি-শুল্ক হইতে প্রভূত আয় হয়, দেশেব শিল্পোন্নমনে সাহাযে।র জন্ত এই সকল ক্ষুষি দ্রব্যেব রপ্তানি কমানোও কিছুট। দরকার।

এই সকল দেশে আয় ও মুনাফা-করের সাহায্যেও উন্নথনের ক।জ অগ্রসর করা যায়। এইকপ অপূর্ণোন্নত দেশে ব্যক্তিগত মালিকানায় ছোট ছোট ফার্মের সংখ্যাই বেশি, তাই কোম্পানী-কর মোটামুটি আয়করেরই রূপ গ্রহণ করে। বিদেশা মালিকানার ফার্মগুলির উপর অধিক কর বসাইবার ঝোঁক খুবই বেশি দেখা দেয়। অনেক সময়, এইরূপ দেশে, কোম্পানীদের প্রথম দিকে কিছুকাল কর হইতে অব্যাহতি দেওয়া চলে, এইরূপ 'কর-নিষ্কৃতিকাল' (tax-holiday) যত বেশি হইবে, ব্যক্তিগত মালিকানার সঞ্চয় ও বিনিয়োগের পরিমাণ তত বাডিবাব সম্ভাবনা। অবশ্য মনে রাখা দরকার যে, অর্থ নৈতিক উন্নয়নের কাজে করনীতি অপেক্ষা সরকারী ব্যয্ননীতির কার্যকারিতা অনেক বেশি।*